

মহাভাগবত

কবিচন্দ্র জয়গোবিন্দ দাসের

শ্রীমদ সনাতন গোস্বামীর ভাগবতহৃতের অনুবাদ।

রচনাকাল ১৭৬৪ শকাব্দ, ২রা চৈত্র

“তবে প্রভু আইলেন বরাহমগরে
মহাভাগবত এক ব্রাহ্মণের ঘরে
সেই লিপে বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে
প্রভু দেখি ভাগবত লাগিলা পড়িতে
শুনিয়া তাহান অজ্ঞিযোগের পঠন
আবিষ্ট হইলা গৌর চন্দ্র মারামণ”



বঙ্গমতী - - সাহিত্য - - মন্দির

১৬৬, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বসুধা-সাহিত্য-মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মূল্য—পাঁচ টাকা

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
শ্রীশশিভূষণ দত্ত,
বসুধা প্রেস, কলিকাতা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রী যদ্ভাগবত

শ্রীরহস্তাগবতায়ত

শ্রীল সবাতিব গোস্বামী

প্রথম অধ্যায়

জয়জয় শ্রীচৈতন্য ভক্তগণপ্রাণ ।
জয়জয় দানবকো কুপার নিধান ॥
জয়জয় শচীর নন্দন গৌরাচাঁদ ।
কোটি শনৈ জিনি মুখচ্ছে প্রেমফাঁদ ॥
মৃতপু-কাঞ্চন-কাস্তি অরুণ-নয়ান ।
কঙ্কণাপুরিতদেহ—দেহ' দয়াদান ॥
জয়জয় নিত্যানন্দময় নিত্যানন্দ ।
সদামৃত পীয়ে গৌরপ্রেম-মকরন্দ ॥
জয়জয় অভিন্ন-চৈতন্য শ্রীনিতাই ।
পতিতপাবন । এ পতিতে দেখ চাই ॥
জয় শাস্তিপুত্রনাথ শ্রীঅধৈতচন্দ্র ।
যে আনন্দা নবদীপে প্রভু গৌরচন্দ্র ॥
কঙ্কণা করিয়া জীবে করিয়া নিস্তার ।
কেবল বঞ্চিত আমি অতি দুরাচার ॥
জয় গৌরভক্তবৃন্দ—কুপার নিধান ।
কিছু বণ গাই, যদি শক্তি দেহ' দান ॥
আমি অতি অধম অজ্ঞান অনাচার ।
কঙ্কণা করিয়া সবে কর মোরে পার ॥
জয় রূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ ।
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥
সাবধানে বন্দো এই ছয়ের চরণ ।
যাহে নিঃ হৈলে হয় প্রেম প্রকাশন ॥
ছোট বড় সকল বৈষ্ণব-পদে নতি ।
ষে-কুপায় যায় যায় সংসার দুর্গতি ॥
কৃষ্ণভক্তি-রস-সুখ-পানে মগ্ন মন ।
গৌরাক্ষ-ষিঠীর-কলেবর সনাতন ॥
রচিলা শ্রীভাগবতায়ত গ্রন্থ সার ।
ভক্তিরস-তাৎপর্যের যাহাতে প্রচার ॥
অত্যন্ত নিগূঢ় ভাব—বর্ণন আশ্চর্য ।
শুনিলে পাইয়ে কৃষ্ণভক্তি অতি বর্ষা

কিছু সংস্কৃত—গুঢ় বর্ণন বিশেষ ।
সর্বসাধারণ-বোধ হয় কিছু ক্লেশ ॥
এহেতু বৈষ্ণবগণ কঙ্কণা করিয়া ।
আমারে করিলা আজ্ঞা পয়ার-লাগিয়া ॥
যদ্যপি আমিহ মুখ—অত্যন্ত অজ্ঞান ।
বুঝিতে না পারি কিছু গ্রন্থের ব্যাখ্যান ॥
তথাপি বৈষ্ণব-আজ্ঞা বাচাল করিল ।
অতএব সাহসেতে ইহা আরম্ভিল ॥
অদোষ-দর্শন হয় বৈষ্ণবের গুণ ।
এ বড় ভরসা মনে ক'রেছি নিপুণ ॥
কম অপরাধ মোর শ্রীল সনাতন ! ।
ধরিলাম দৃঢ় করি তোমার চরণ ॥
কিছু শক্তি দেহ' যেন সম্পূরণ হয় ।
জয়গোবিন্দ দাস এই দিব্যদয় ॥

জয়তি নিজ-পদাক্ষ-প্রেমদানাবতীর্ণো
বিবিধ-মধুরিমাঙ্কিঃ কোহপি কৈশোরগন্ধিঃ ।

গত-পরম-দশান্তঃ যুগ্ম চৈতন্যকপা-
দম্বভবপদমাশ্রুঃ প্রেম গোপীবৃ নিত্যম্ ॥ ১ ॥

শুন সাধুগণ । কুপা করিয়া প্রকাশ ।
শ্লোক লাগাইতে আগে কহিয়ে আভাস ॥
এই গ্রন্থে করিয়ে শ্রীভাক্তি নিরূপণ ।
যাহা হৈতে চতুর্ধর্গফলের জনন ॥
ব্রহ্মানন্দ-অনুভব হৈতে সুখযোগ ।
বিষয়-অনিত্য-সুখ যে করে বিরোগ ॥
শ্রীরাধাবল্লভপদ যাহার আশ্রয় ।
ব্রজলোক-ভ্রায় মহাপ্রেমে প্রাপ্তি হয় ॥
এই ভক্তিদেবী যার হৃদয়ে বিরাজে ।
আনুকূল্য-আদি সব আভরণ সাজে ॥

শ্রীগোলোকধামে সেই বৈকুণ্ঠ-উপরে ।
 শ্রীনন্দকিশোর-সহ সতত বিহরে
 কিন্তু সেই ভক্তি নহে অল্প উপায়েতে
 কেবল মিলয়ে কৃষ্ণকৃপাপ্রসাদেতে
 অতএব তাঁর মহাপ্রসন্ন চাহিয়া ।
 আচরণে মঙ্গল শ্রীচরণ বন্দিয়া—
 কোন অনির্কচনীয় সর্বগুণবান্ ।
 সর্ব-উৎকর্ষেতে সদা হয় বর্তমান ॥
 বিহ নিজ পাদপদ্মে প্রেমভক্তি-দান ।
 করিতে প্রকট হৈল যথা ব্রজস্থান ॥
 রূপ-গুণ-লীলা-আদি নানা মধুরিমা ।
 সাগর-সমান বীর নাহি অল্প সীমা ॥
 নিত্য-কৈশোর-বয়স—পরম মোহন ।
 বালাদিক-ভাব-অনুযায়ি সুশোভন ॥
 এই সব বিশেষণ—স্বয়ং ভগবান্ ।
 শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণ—হইতেছে জ্ঞান ॥
 বিহ বৈকুণ্ঠ-উপরি শ্রীগোলোকধামে ।
 বিহার করেন নিরন্তর পূর্ব-কানে ॥
 পরম দুর্লভ তিহ—অতএব তাঁর ।
 ভক্তির মহিমা কথা প্রয়াস-দুস্পার ॥
 তাহাতে আশ্রয় বার্থ—এই আশঙ্ক্য ।
 আত্ম-বিশেষণেতে উত্তর দিলাতায় ॥
 নিজ-প্রেম-দান-হেতু হইলা প্রকাশ ।
 এই লাগি বার্থ নহে তাহাতে আশ্রয় ॥
 পুন অসাধারণ লক্ষণ-নির্দেশনে ।
 লীলামধুরিমা তাঁর করেন বর্ণনে ॥
 পাইয়াছে চরম-কাটার অন্ত যেহি ।
 কেবল গোপিকাগণে নিত্য প্রেম সেই ॥
 অর্থাৎ বল্লবীগণ-বল্লভ নিশ্চিত ।
 ইথে দশাক্ষর-মন্ত্রবার্থ স্মৃতিত ॥
 ইহা দ্বারা গোপিকার মহিমা-নির্দেশ ।
 হইল প্রকাশরূপে পরম বিশেষ ॥
 হেন প্রেমের মহিমা কেমনে-জানিয়ে ।
 মানসেরো অগোচর যাহারে মানিয়ে ॥
 সত্য, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র করি অবতার ।
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে করিলা প্রচার ॥
 তাঁহা হৈতে অমৃত-বিষয় হইল ।
 আপনি আশ্বাদি জগজনে জানাইল ॥
 দীন-হীন-নীচ-জন—অত্যন্ত অক্ষেম ।
 পাইল সাক্ষাৎ অমৃত-গোপীপ্রেম ॥
 ইথে গোপিকার আর শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা ।
 পরস্পর হৈল সিদ্ধ অত্যন্ত গরিমা ॥

আর এই গ্রন্থে প্রতিপাত্ত যেহি অর্থ ।
 এই-শ্লোক-দ্বারে হৈল স্মৃচনসমর্থ ॥
 কৃষ্ণকৃপাসমূহের পাত্র-নির্ধারণে ।
 সর্ব-অবসানে বর্ণিবেন গোপীগণে ॥
 অতএব শ্রদ্ধা করি শ্রীবৈষ্ণবগণ ।
 সকল বৃত্তান্ত কর শ্রদ্ধায় শ্রবণ ॥

শ্রীরাধিকাপ্রভৃত্যো নিতরা জয়ন্তি
 গোপ্যো নিত্যস্ত-ভগবৎ-প্রিয়তা-প্রসিদ্ধাঃ ।
 যাসাং হরৌ পরম-সৌন্দর্য-মাধুরীগাং
 নির্বিকল্প-মৌল্যপি জাতু ন সোতপি শক্যঃ ॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রসাদ হয় উপসন্ন ।
 তাঁর প্রিয়তম জন হইলে প্রসন্ন ॥
 অতএব সেই সব মধ্যে শ্রেষ্ঠ লম্বো ।
 শ্রীরাধিকাপ্রভৃতির মহিমা कहিয়ে ॥
 অতি গাঢ় যেহি ভগবানের প্রিয়তা ।
 তাহাতে প্রসিদ্ধা গোপী শ্রীরাধা-প্রভৃতা ॥
 সর্ব উৎকর্ষেতে সদা হউ বর্তমান ।
 বাহাদের প্রেমে ঋণী কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
 সে গোপীগণের কৃষ্ণে যে প্রেম নিশ্চিত ।
 তাহার মাধুরীগণ-মধ্যেতে ক্রিয়িত ॥
 কদাচিত গোপীনাথ সযত্নে আপনে ।
 শক্য নাহি হন করিবারে নিরূপণে ॥
 অন্তের কা কথা তথা कहিতে মহিমা ।
 কৃষ্ণ সদা বশীভূত—এই তাঁর সীমা ॥

সদয়িত-নিজভাব যো বিভাব্য স্বভাবঃ
 স্রমধুবমবতীর্ণো ভক্তরূপেণ গোভাৎ ।
 জয়ন্তি কনকধামা কৃষ্ণচৈতন্যনামা
 হবিরিত যতিবেশঃ শ্রীশটীস্মৃতঃ ॥ ৩ ॥

৩বে উপক্রম তাহা বর্ণনে কেমনে ।
 করিতেছ, কর তাই ! মোরে অবগতে ॥
 এ আশঙ্কা উঠাইয়া উত্তর-কারণ ।
 कहিছেন গোপীনাথ শ্রীযুত সনাতন—
 সব দীন-হীন-জনগণে উদ্ধারক ।
 নিজনাথ-সঙ্কীর্ণন-ভক্তি-বিস্তারক ॥
 শ্রীভগবানের প্রিয়তম অবতার ।
 মহাশুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—দেবসার ॥
 তাঁহার প্রসাদ-প্রাপ্তি করিয়া কামনা ।
 করেন পরমোৎকর্ষ তাঁহার বর্ণনা ॥

নিজন্তজনের যে ভাব তাঁহা-প্রতি ।
ভক্তে নিজপ্রেম হৈতে সুমধুর অতি ॥
ভাবিয়া ভক্তের ভাবে—মনে লোভ কৈলা ।
ভক্তরূপে নবদীপে অবতীর্ণ হৈলা ॥
কিছা বিপ্রকুলাচার্য্য কর্ণাটে বিখ্যাত ।
শ্রীকুমার নাম—জগদগুরু-বংশজাত ॥
তাঁর পুত্র রূপ—গৌড়দেশি ভক্তবর ।
তাঁর সহ অবতীর্ণ শ্রীগৌরসুন্দর ॥
শচীর নন্দন হরি ধরে যতিবেশ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম জয়তি বিশেষ ॥
কনকের মতো কান্তি—গৌরাঙ্গ সুন্দর ।
'এব' কহি—ক্ষুণ্ণিছারা সাক্ষাৎ গোচর ॥
অথবা 'কনকা'—বর্ণবর্ণা শ্রীকিশোরী ।
তাঁর 'ধাম' কান্তি যাতে, সেই গৌর হরি ॥
'দেবাপোঃ' স্তব্রোতে আকারের হ্রস্ব করি ।
অর্থাৎ শ্রীরাধা-রূপ নিজ-অঙ্গে ধরি ॥
অবতারি প্রেমভক্তি সকল বিস্তার ।
কলিতে করিলা কিবা রূপার সকার ॥
জয়তি মথুরা দেবী শ্রেষ্ঠা পুত্রী মনোবমা
পরমদয়িতা কংসবাতের্জনি-স্থিতি-রঞ্জিতা ।
দুর্ভিত-হরণায়ুর্ভেদভক্তেরপি প্রতিপাদনা-
জগতি মহিতা তত্তৎকৌতুকাস্ত বিদ্রুতঃ ॥ ৪ ॥
সর্ব-অভিলাষ-সিদ্ধকারি সেই ভক্তি ।
তার প্রাপ্তি মথুরায় হয় অমুরক্তি ॥
যেহেতু মথুরা কৃষ্ণপ্রেমোতে অধিতা ।
নিরন্তর ক্রীড়াবিশেষেতে সুশোভিতা ॥
এ লাগি তাঁহার প্রসন্নতা পাইবারে ।
মাহাত্ম্য কহিয়া স্তব করেন বিচারে— ॥
জয়তি মথুরা দেবী পরম-দৈবরী ।
কিছা ভোতমানা কৃষ্ণক্রীড়ার নগরী ॥
নিত্য ভগবান্ কৃষ্ণ যাহে বিরাজয় ।
নাহিক তাহাতে কভু কালাদির ভয় ॥
অতএব কানী-আদি যে সপ্ত মোক্ষদা !
তাহাদের মধ্যে শ্রীমথুরা শ্রেষ্ঠা সদা ॥
কিছা উর্দ্ধ অধো মধ্যে পুরী যে সকল ।
দেবাদির কিবা ভগবানের নির্মল ॥
সে-সকল-মধ্যেতে উৎকৃষ্টা মনোরমা ।
পরমসুন্দরী—শোভা বিচিত্র অসয়া ॥
কিছা সকলের সর্ব-অভীষ্ট পুরণ ।
অনায়াসে করিয়া সে রমায়েন মন ॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণের পরম-দয়িতা ।
আবর্তক-নিরন্তর-বাসেতে রঞ্জিতা ॥

'কংসারান্ধি'-শব্দ দিলা এই যে কারণ ।
কংসবধে মথুরাবাসির দুঃখগণ ॥
বিনাশিলা, ইহা দ্বারা পরমদয়িতা ।
নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের হইল সাধিতা ॥
দুরিতহরণ, মুক্তি-ভক্তির প্রদান ।
লাগিয়ে জগতপূজ্য,—কি কহিব আন ॥
সেই সেই অনির্বাচ্য প্রসিদ্ধ ক্রীড়ার ।
কথা দূরে থাকুক যে কৃষ্ণের বিহার ॥
অর্থাৎ তা-লাগি এহি যত পূজ্য হন ।
কেবা শক্তি ধরে করিবারে নিরূপণ ॥
হেন শ্রীমথুরা দেবী মোরে কৃপা কর ।
মো-পতিতে কৃষ্ণভক্তি কিঞ্চিৎ বিস্তর ॥
জয়তি জয়তি বৃন্দাবনোত্তমুরারে:
প্রিয়তমমতিসাধু স্বান্তবৈকুণ্ঠবাসাং ।
রময়তি স সদা গাঃ পালয়ন্ যত্র গোপী:
স্বরিত-মধুরবেণুর্দ্বয়ন্ প্রেম রাসে ॥ ৫ ॥
এই মথুরায় ব্রজভূমি প্রিয়তর ।
বিহরেন যাহে সুমধুর-বংশীধর ॥
পুনঃ তার মধ্যে প্রিয়তম সুনবীন ।
বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, যমুনাগুলিন ॥
তাহাদের প্রসন্নতাপ্রাপ্তির কারণ ।
এমতে পরমোৎকর্ষ করেন বর্ণন ॥
প্রথমে শ্রীবৃন্দাবন-মহিমা বর্ণনে ।
করিছেন গোবাম্বী অত্যন্ত হৃষ্টমনে— ॥
এই বৃন্দাবন সদা জয়তি জয়তি ।
ছইবার কহিলেন অতি হর্ষমতি ॥
'এই'-শব্দ-প্রয়োগেতে এ অর্থ বুঝায়— ।
গ্রন্থকার সেইকালে বৈসেন তথায় ॥
সাধুদের মনে আর বৈকুণ্ঠে নিবাস ।
হৈতে প্রিয়তম সেত অত্যন্ত প্রকাশ ॥
যেই বৃন্দাবনে হরি করি গো-পালন ।
শ্রীরাধাপ্রভৃতি গোপী করেন রমণ ॥
রাসক্রীড়া-বিষয়েতে প্রেম বাড়াইতে ।
সর্বাচিন্তাকর্ষ বেণু বাজান বিদিতে ॥
গো-পালনে সুমধুর বেণু বাজাইয়া ।
বিহার করেন সর্ব-গোপিকা লইয়া ॥
বিবিধ বৈদম্বিছারা যে করে বিলাসে ।
মুখ্য প্রয়োজন প্রেম বাড়ান শ্রীরাগে ॥
যেহেতুক প্রেমরস বিশেষ বিস্তার ।
লাগিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কৈলা অবতার ॥
গো-পালন গোপিকা-রমণ—ক্রীড়াচর ।
তার উপকরণ জানিবে সুনন্দর ॥

জয়তি তরুণী ধর্মরাজবাসা বা
কলয়তি মথরায়াঃ সখ্যমতোতি গঙ্গায় ।
মুখরদয়িতা তৎপাদপদ্মপ্রসূতাঃ
বহতি চ মকবলঃ নীরপবচ্ছনেন ॥ ৬ ॥

পূর্বমতে যমুনার করেন বর্ণনা ।
হিহ বৃন্দাবনের হয়েন সুভূষণা ॥
জয়তি ত্রৈলোক্যকন্ঠা জগৎপ্রকাশিনী ।
ধর্মের পালিকা ধর্মরাজের ভগিনী ॥
মথুরার সহ সখ্যবিধান করিলা ।
তাহে অতি গতিলীলা সুন্দর বহিলা ॥
ইহা দ্বারা বৃন্দাইলা সর্বার্থপ্রদান ।
সংভীর্ষশিরোমার্গ হইল আখ্যান ॥
অন্তএব অতিক্রম করিলা গঙ্গায় ।
তাহা হৈতে অধিক মাহাত্ম্যবতী যায় ॥

তথাহি বাবাহে ।—

“গঙ্গাশতগুণা প্রোক্তা মাধুরে মম মণ্ডলে ।
যমুনা বিজ্ঞতা দেবী নাত্র কাব্য বিচারণা ।
তত্য়াঃ শতগুণা প্রোক্তা যত্র কেশী নিপাতিতঃ ।
কেক্যাঃ শতগুণা প্রোক্তা যত্র বিশ্রামিতো हरिः ॥”

ইতি :

এই প্রমাণেতে স্পষ্ট মাহাত্ম্য কহিলা ।
গঙ্গা হৈতে শতগুণা বর্ণন করিলা ॥
হেতুগত-বিশেষণে প্রকাশ করেন ।
শ্রীকৃষ্ণদয়িতা—বাহে সদা বিহরেণ ॥
তাথে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-জাত-মকবল ।
জলের প্রবাহ-হলে বহেন আনন্দ ॥
ইথে অমৃতব—কোনপ্রকারে আশ্রয় ।
নৈলে, সন্ত তাপ যায়—আর তৃপ্তি হয় ॥

গোবন্ধনো জয়তি শৈলকুলাধিরাজো
যো গোপিকাভির্ভূদিতো হরিদাসবর্ষাঃ ।
কৃষ্ণেন শক্রমধ-ভঙ্গকুতারিতো যঃ
সন্তোষমস্তা করপদ্মভস্মেহপাবাসীং ॥ ৭ ॥

জয়তি শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরি মহাশয় ।
সর্বপর্বতের অধিরাজ সদা হয় ॥
বীকে ‘হরিদাসবর্ষা’ গোপিকা কহিলা ।
কৃষ্ণসেবকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাখানিলা ॥
ইন্দ্রযজ্ঞ-ভঙ্গকারি শ্রীনন্দনন্দন ।
গোপাদির দ্বারা কৈলা আপনি পূজন ॥
ইথে সুরেশ্বর হৈতে অধিক মহিমা ।
স্বয়ং করি প্রদর্শন দিলেন গরিমা ॥

আরো অসাধারণ মাহাত্ম্য শুন ইবে ।
বাহাতে প্রত্যক্ষ অমৃতব সে পাইবে ॥
সপ্তাহ শ্রীকৃষ্ণ-করপদ্মতলে বাস ।
কৈলা গোবর্দ্ধন—আর কি কব প্রকাশ ॥

জয়তি জয়তি কৃষ্ণপ্রেমভক্তি-যদজিৎ
নিখিল-নিগম-তত্ত্বঃ গুচমাজায় মুক্তিঃ ।
ভজতি শরণকামা বৈষ্ণবৈস্ত্যজ্যমানা
জপ-যজ্ঞ-তপস্যা-শ্রাসনিষ্ঠাঃ বিহায় ॥ ৮ ॥
ইদানী সচ্চিদা-নন্দরূপা কৃষ্ণভক্তি ।
সৎসম্প্রদায়ে তাঁর উৎকর্ষ-প্রযুক্তি ॥
কহিছেন গোপাশ্রমী করিয়া অবনতি—
শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভক্তি জয়তি জয়তি ॥
যার চরণারবিন্দ—অর্থাৎ কিঞ্চৎ ।
সর্ববেদ-শাস্ত্র-সার-রহস্য নিশ্চিত ॥
জানি জপ-যজ্ঞ-তপ-জায়-নিষ্ঠা ত্যজ্যে ।
সর্বদা আপনি মুক্তি সযতনে ভজে ॥
অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্তনাদি নব ভক্তি ।
কিঞ্চৎ আশ্রয়ে অনায়াসে হয় মুক্তি ॥
যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণভক্ত মুক্ত সর্বথায়ে ।
তথাপি মুক্তিরে তুচ্ছজ্ঞানেতে সদায় ॥
অনাদর করেন, তথাচ দাসীমত—
সেবন করেন সদা শরণ-কাম্যত ॥
কোনমতে বিষ্ণুদীক্ষা যে কৈল গ্রহণ ।
সেহো তাঁরে ত্যজে—তারো করেন সেবন ॥
জপাদির দ্বারা অস্ত্রে করিয়া প্রার্থন ।
নাহি পায়, অন্তএব মূর্থ সেইজন ॥

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপঃ মুরারে-
বিরমিত-নিজধর্ম-ধ্যান-পূজাদিয়ত্ম ।
কথমপি সন্ধুদান্তঃ মুক্তিদাঃ প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ॥ ৯ ॥
আনন্দস্বরূপ কি আনন্দ প্রকাশতি ।
মুরারির নাম সদা জয়তি জয়তি ॥
সকল হইতে দেখি পরম উৎকর্ষে ।
তুহবার কহিলা ‘জয়তি’ অতি হর্ষে ॥
‘নিজধর্ম’-শব্দে বর্ণাপ্রমাচার কয় ।
তাহা অনাদরে লয় ভক্তির আগ্রয় ॥
তাহাতেহ ধ্যানেতে নিগ্রহ নহে মন ।
পূজাতেহ পবিত্র দ্রব্যের সম্পাদন ॥
‘অ’দি-শব্দে শ্রবণাদি যে অস্ত্র প্রকার ।
সে সকলে বক্তাদির অপেক্ষা বিস্তার ॥
সেই সব দুঃখ বাঁধা হইতে বিয়ায় ।
সর্বকল সিদ্ধ হয় নৈলে মাত্র নাম ॥

কিন্তু সে অস্ত্রের তিনবর্গ-সিদ্ধকারি ।
মুক্তিতে ব্রাহ্মণগণ হয় অধিকারী ॥
তাহাতেই শ্রদ্ধাভক্তিধারে যদি নাম— ।
গ্রহণ করয়ে, তবে পায় মুক্তিধাম ॥
এই পূর্বপক্ষ উঠাইয়া নিম্নমানে ।
কহিছেন উত্তর তাচার বিশেষণে— ॥
যে-কোন প্রকারে দত্তে লোভে নামাভাসে ।
ইচ্ছিয়া পড়িয়া অমে কিম্বা পরিহাসে ॥
উচ্চারণ একবারমাত্র সর্বজন ।
মুক্তি পায়—নাহি অধিকারীর গণন ॥
কিম্বা কোন ইচ্ছিয়েতে বারেক গ্রহণ ।
করিলেই মুক্তি পায়—কি আর কখন ॥
মনেতে গ্রহণ—নামাক্ষরের চিন্তন ।
স্পষ্ট আছে বাক্য কর্ণ-দ্বারেতে গ্রহণ ॥
চক্ষুতে গ্রহণ—নাম লিখিত দর্শন ।
স্বচোতে গ্রহণ—বক্ষঃস্থলাস্ত্রে লিখন ॥
আর নামে লেখা পত্র স্বচোতে স্পর্শন ।
নামাক্ষিত মুদ্রা ধরা—হস্তের গ্রহণ ॥
ইহাতে অনেক শাস্ত্র-প্রমাণ-আহুয়ে ।
লিখিলেন টাকায় গোস্বামী মহাশয়ে ॥
আমি না লিখিল গ্রন্থবিস্তারের ভয়ে ।
দেখিবে যাহার মনে প্রীতিতি না হয়ে ॥
যেই নাম পরম-নির্ব্যাণ সে আমার ।
মুক্তিসুখাধিক—বৈকুণ্ঠের সুখসার ॥
কিম্বা মধু হৈতে অতি সুমধুর হন ।
পরম-জীবন যোর পরম-ভূষণ ॥

নমঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নিক্রপাধিকৃপাকৃতে ।

যঃ শ্রীচৈতন্যরূপোহভূতবনু প্রেমরস' কলৌ ॥ ১০ ॥

এই প্রকারেতে করি মঙ্গলাচরণ ।
আপনার অভিলাষ-সিদ্ধির কারণ ॥
বৈষ্ণবের সম্প্রদায়-মতে অনুগতি ।
ইষ্টদেবরূপ গুরুবরে প্রণমতি— ॥
শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে পদে সদ্দা নমস্কারে ।
নিক্রপাধি নিহেঁতুক করুণা বিস্তারে ॥
বিহু সুচল ভক্তের সর্বত্র-গোপন ।
নিজ প্রেমরস করিবারে বিস্তারণ ॥
নবদীপে অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্য-রূপে ।
করিল। জগত প্রেমভক্তিরস-কূপে ॥
এই দশ শ্লোকে করি মঙ্গলাচরণ ।
নিজগ্রন্থে প্রতিপাদ্য কহেন এখন ॥

কিন্তু অতঃপর যোর শুন নিবেদন ।
মূল শ্লোক আর নাহি করিব লিখন ॥
তাহাতে বাড়িবে গ্রন্থ—মনে করি ভয় ।
লিখিব যথার্থ অর্থ বিচারি নিশ্চয় ॥
ইহাতে যত্বপি কারো জন্ময়ে সংশয় ।
মূলগ্রন্থ দেখিলেই হইবেক ক্ষয় ॥
অতঃপর শুন তাই ! ইয়া সাবধান ।
অত্যন্ত অপূর্ব কথা অমৃত-সমান ॥
কৃষ্ণভক্তি-সম্বন্ধীয় যত শাস্ত্রচয় ।
সকলের সার-তত্ত্ব-সংগ্রহ এ হয় ॥
'সার'-শব্দে ছেয়-ভাগ-রহিতের নাম ।
সেইরূপ সংগ্রহ এ গ্রন্থ অমুপাম ॥
ইহাদ্বারা জানাইলা—স্বয়ংকৃত নয় ।
ইহাতে প্রমাণো সব ভক্তিশাস্ত্রচয় ॥
যদি বল—সব ভক্তিশাস্ত্রের একত্র ।
অত্যন্ত দুশ্ভব, পুনঃ সার জানো তত্র ॥
কেমতে সম্ভবে তার সংগ্রহ-আয়াসে ।
শুন কহি তার হেতু করিয়া প্রকাশে ॥
যেই বাসুদেব চিত্ত আধিষ্ঠানকারী ।
তার প্রিয় রূপ শ্রীত্রিতত্ত্ব বংশীধারী ॥
তার সেবা পূজা-ধ্যান-মননাদি দ্বারা ।
সর্বশক্তি সার অমুতব উজ্জিয়ারা ॥
অন্তর্যামী নিহেঁতুক সহজ দয়াল ।
শ্রীনন্দনন্দন যারে কৃপা করে ভাল ॥
ধ্যানাদিতে স্বয়ং ক্ষুণ্ণ করেন আকারে ।
সর্বশাস্ত্রতত্ত্ব-আদি ক্ষুরয়ে তাহারে ॥
অথবা চৈতন্যদেব খ্যাত শচীসুত ।
তার প্রিয় রূপ—যতিবেশ যে অদ্বুত ॥
প্রকাণ্ড শ্রীগৌরমুক্তি করিয়া-দর্শনে ।
ভক্তিশাস্ত্রগণ-সার হৈল প্রকাশনে ॥
কিম্বা শ্রীচৈতন্যপ্রিয়—রূপ মহাশয় ।
তার সঙ্গশ্রুণে সর্বশাস্ত্রার্থ ক্ষুরয় ॥
এই কৃষ্ণরূপ বিশেষেতে অমুতব ।
ইথে নহে এ সংগ্রহ দুর্বট-প্রভব ॥
এই ভাগবতামৃত শাস্ত্র সুগোপন ।
বৈষ্ণবসকল সুখে করুন শ্রবণ ॥
বিশেষেতে অবৈষ্ণবগণ-শুদ্ধমনে ।
রসের অভাবে শ্রদ্ধা না হবে শ্রবণে ॥
তাহাতে জন্মিবে মহাপাতক আপনি ।
অতএব তাদিগে নিষেধ—কৃপা গণি ॥
যত্বপি শ্রীবিষ্ণুদীক্ষা করিলে গ্রহণ ।
'বৈষ্ণব' কহিয়ে তারে—শাস্ত্রের লিখন ॥

শ্রীমদ্ভাগবত

তথাপি তাতে ভীষণসিক সকল ।
 পুন তাব মধ্যে স্তন আছয়ে বিরল ॥
 শ্রীনন্দকিশোর-পাদপদ্মে লোভ যার ।
 এ-গ্রন্থশ্রবণে প্রীতি বাড়িবেক তার ॥
 এই গ্রন্থতত্ত্ব বিশেষেতে প্রকাশিতে ॥
 ইতিহাস দ্বাৰা কবিছেন নিরূপেতে ॥
 বাহা শ্রীল জন্মেজয়েব প্রীতি মনি ।
 মহাভাগ জৈমিনি কহিলা মহাশুণী ॥
 বেদমধ্যে সামবেদ—কৃষ্ণ-কলেবর ।
 তার তত্ত্ববেত্তা শ্রীজৈমিনি সাধুবর ॥
 ভক্তিপথ-প্রবন্ধক করুণা কবিয়া ।
 কহিলা জনমেজয়ে প্রেম প্রকাশিয়া ।
 মহাভাগবত পরীক্ষিতের নন্দন ।
 উত্তমাধিকারী ইথে করিতে শ্রবণ ॥
 মুনীন্দ্র জৈমিনি দ্বারা পরম আশ্চর্য্য ।
 ভারত আখ্যান শুনিলেন রাজবর্ষ্য ॥
 তার শেষ তাৎপর্য্যের শ্রবণে উৎসুক ।
 পরীক্ষিত-পুত্র জিজ্ঞাসেন সকৌতুক— ॥
 হে ব্রহ্ম ! সাক্ষাত বেদ মুক্তি মহাশয় ।।
 শ্রীবেদম্পায়ন হৈতে যেই রসচয় ॥
 মহাভারত শ্রবণে প্রাপ্তি না হইল ।
 তার লাভ হইবে তোমা হইতে করি ॥
 করহ মধুরে তার শেষ সমাপন ।
 অর্থাৎ কেবল 'ভক্তি' বলহ একণ ॥
 শুনিয়া শ্রীজৈমিনি কহেন—সুপবর ॥
 সাবধান হৈয়া স্তন প্রেমের উত্তর ॥
 তব পিতা—রাজা পরীক্ষিত মহাশয় ।
 শুকদেব-উপদেশে গত-সব-ভয় ॥
 বর্ষ্য অর্থ কাম মোক্ষ প্রাপ্ত অনায়াসে ।
 কৃষ্ণপ্রেমরসে মগ্ন—ছাড়ি অস্ত্র আশে ॥
 সপ্তাহেতে শুনি ভাগবত শুকমুখে ।
 বাইবেন নিজাভীষ্ট-স্থানে মনঃস্থে ॥
 এইকালে তাঁর মাতা—বিরটি-স্তনয়া ।
 পুত্র-শোক-জন্ত অতি পীড়িত-হৃদয়া ॥
 রাজা পরীক্ষিত কহি জ্ঞান-উপদেশ ।
 মাথা দূর করি দিলা আনন্দ-বিশেষ ॥
 তাহাতে হইয়া মাতা কৃষ্ণভক্তিপরা ।
 স্বহৃৎসলে স্নেহমগ্না জিজ্ঞাসে উত্তরা— ॥
 কহু বাহা ! শুকদেব যেই উপদেশ ।
 তোমারে করিলা, তার বিচারি বিশেষ ॥
 সত্য হইয়া মোরে প্রকাশহ সার ।
 কীরসিদ্ধ হৈতে যেন অমৃত-উদ্ধার ॥

ইক্ষ্যজ্ঞে যেন ইক্ষু করিয়া পাড়ন ।
 শর্করা সারাংশ তার কবয়ে গ্রহণ ॥
 একথা শুনিয়া মাতবৎসল রাজন ।
 পরীক্ষিত শুকমুখে যে কৈল শ্রবণ ॥
 অত্যন্ত আশ্চর্য্য সে গোবিন্দকথাখান ।
 রসের উৎসুকে হৈলা তবে যত্ববান ॥
 একে রাজা পরীক্ষিত মহাভাগবত ।
 তাহাতে জিজ্ঞাসা কৈলা মাতা বিশেষত ॥
 তাতে মাতবৎসল রাজন, একারণ ।
 সব ভাগবত তত্ত্ব কহিলা তখন ॥
 পরীক্ষিত কহে—মাতা ! যত্নপি আমা ।
 এসময় মৌনব্রত করা সে ব্যায় ॥
 তথাপি তোমাব এই প্রেমের মাধুর্য্য ।
 করিল আমাএ হৈবে বাচাল প্রাচর্য্য ॥
 অতএব প্রশমিয়া অচ্যুতচরণ ।
 পুত্রসহ তব প্রাণ যে কৈল রক্ষণ ॥
 তাঁহাব করুণাসমুহের প্রভাবেতে ।
 শ্রীব্যাসনন্দন গুরুদেব-প্রসাদেতে ॥
 কহি ভাগবতামৃত—ভাগবত-সার ।
 যত্নে নারদাণি বাহা করিলা উদ্ধার ॥
 অতি গোপনীয় সাধুগণের সম্মিত ।
 মুনীন্দ্র-মণ্ডলী-মধ্যে লইল নিশ্চিত ॥
 সকল কহিয়ে মাতা । করহ শ্রবণ ।
 কালের অন্নতাহেতু না করি গোপন ॥
 শ্রীমদ্ভাগবত নাম—পূরণ-উত্তম ।
 তাহার অমৃত এই হয় শ্রেষ্ঠতম ॥
 যত্নপি 'নিগমকল্প'-শ্লোকাদি-নির্নাত ।
 ভাগবতে হয়ভাগ নাহি কল্পাচিত ॥
 তথাপি শ্রীগোপীনাথ-চরণারবিন্দ— ।
 মধুপানে লম্পটতা যাহার আনন্দ ॥
 তারে কৃষ্ণরস-ক্রীড়া বিশেষ-কথন ।
 বিনা অস্ত্র কথা নাহি রোচে কদাচন ॥
 যেন ভক্তিমাগেতে পবিষ্ট ভক্তজনে ।
 নাহি রোচে ব্রহ্মজ্ঞান-মোক্ষাদি-কথনে ॥
 আরো স্তন—যেন মুক্তি-ইচ্ছাকারি-জনে ।
 অর্থ-কাম-আদি কথা না রোচে কখনে ॥
 তেন অক্লিষ্ট দ্রব্য অপেক্ষায় 'সার' ।
 নিজ অভিমত দ্রব্য সর্বত তাহার ॥
 তাহা ভিন্ন সব তার মতেতে 'অসার' ।
 ইথে নহে কোনরূপে দোষের প্রচার ॥
 যত্নপিহ গোপীনাথ চরণ-মহিমা ।
 আর তাঁর তত্ত্বগণ-বাহাদর্য্য—অসীমা ॥

সর্বভাগবতগ্রহে এই সে তাৎপর্য্য ।
 তথাপি সাক্ষাত নাহি তাহাতে প্রাচুর্য্য ॥
 অপ্রকাশ-হেতু তাথে রসিকের মন ।
 পূরণ না হয়—এই হেয়স্ব-কারণ ॥
 অতঃপর শুন এক আখ্যান বিশেষ ।
 যার দ্বারা ব্যক্ত হবে ভক্তের নিঃশেষ ॥
 একদিন মাঘমাসে মূনির সমাজে ।
 প্রোতঃস্নান করিয়া প্রয়াগ তীর্থরাজে ॥
 শ্রীমাধব-নিকটে বসিয়া হর্ষযুত ।
 আপনা কৃতার্থ বলি মানেন বহুত ॥
 দ্বাধাসহ প্রশংসা করিয়া পরস্পরে ।
 কহেন—কৃষ্ণের প্রিয় তুমি নিরন্তরে ॥
 মাঘে প্রোতঃস্নান কৈলে কৃষ্ণে ভক্তি হয় ।
 তাথে গজ-যমুনার সঙ্গ-বিষয় ॥
 অতএব তুমি কৃষ্ণপ্রিয় মহাশয় ।
 এই কথা পরস্পর নিরন্তর হয় ॥
 ওগো মাতা ! সেইকালে সেট তীর্থেরে ।
 দশাশ্বমেধিক-নাম তীর্থের উপরে ॥
 আশ্রয় এক বিপ্র—সেই-দেশের রাজন ।
 হরিভক্তিপরায়ণ—সহ পরিজন ॥
 অশেষ-সম্পদ-বৃদ্ধ—সর্বোংশে উত্তম ।
 ব্রাহ্মণভোজন-জ্ঞান করিয়া উত্তম ॥
 বিচিত্র উৎকৃষ্ট দ্রব্য করিয়া সাধন ।
 চব্য চুষ্য লেহ্য পেয়—বহু আয়োজন ॥
 অগ্রে নিত্যকৃত্য স্নানাদিক সমাপিয়া ।
 পরিষ্কার করাইলা স্থান জেপাইয়া ॥
 সত্ত্বর চক্ষুর তার মধ্যে নির্মাইলা ।
 স্বহস্তে লেপিয়া চক্ৰাতপ টানাইলা ॥
 অত্যন্ত সুন্দর তাথে স্বর্ণের আসনে ।
 শালগ্রামশিলারূপি-কৃষ্ণে যত্মনে ॥
 বসতিয়া ভক্তিপূর্ব্ব—যেমনে বিধান ।
 বহু উপহারে পূজা করি সমাধান ॥
 অন্ন-পান-বস্ত্র-আদি গামগ্রী বহুত ।
 কৃষ্ণ-অগ্রে অর্পণ করিল ভক্তিযুত ॥
 আপনি নাচিয়া—মেলি পরিজন সব ।
 গীত-বাৎসল্য শ্রুতিতে কৈলা মহোৎসব ॥
 ততঃপর বেদ-পুরাণাদি-ব্যাক্য-ব্যাজে ।
 অস্তোত্র-বিবাদকারি-ব্রাহ্মণ-সমাজে ॥
 যতিগণ, আর যত গৃহস্থ-সকল ।
 ব্রহ্মচারি-আদি পুন যতেক বিরল ॥
 লম্পট সর্বদা কৃষ্ণকীর্তন-আনন্দে ।
 শ্রীযুত বৈষ্ণবপদ বলিয়া সানন্দে ॥

পাদপ্রক্ষালনাদি মধুর ব্যবহারে ।
 বহুত তাদৃশ বাক্যে তুলিলা সবারে ॥
 তাঁদের চরণোদক মস্তকে ধরিয়া ।
 পুজিলা হরিব-মত অন্নাদিক দিয়া ॥
 নীরাজন সবাকারে করিয়া তখন ।
 সমর্পিলা সযত্নেতে স্ত্রীমালা-চন্দন ॥
 হেলে বিষ্ণুদীক্ষিত—যে-কোন নীচজাতি ।
 পবিত্র সর্বদা—সেই ‘বৈষ্ণব’-বিখ্যাতি ॥
 বিষ্ণুদীক্ষা-রহিত আছয়ে বিপ্রাশেষ ।
 এ লাগি ‘বৈষ্ণব’-পদ পৃথক-নির্দেশ ॥
 বুঝিয়া সকল শ্রোতাগণ-নিবেদন ।
 পরে দীন-অস্ত্যজাদি করাল্যা ভোজন ॥
 সাদরেতে খাণ্ড-ভায় কৈলা সন্তোষণে ।
 কুকুর-শৃগাল পক্ষি-কুম্বী-আদি গণে ॥
 এ-প্রকারে সর্বপ্রাণি-জাতি-তৃপ্তি দিয়া ।
 পরে সাধুসকলের আদেশ পাইয়া ॥
 মহাযজ্ঞশেষ সেই পরম মধুর ।
 মৃত্যু-নিবর্তক—সুখস্বরূপ প্রচুর ॥
 অমৃত খাইলা নিজ ভৃত্য-পরিবার ।
 কুটুম্বাদি-সহ হর্ষ হইয়া অপার ॥
 তবে শালগ্রামশিলা-কৃষ্ণাগ্রে আইলা ।
 তাঁরে সর্বকর্মফল-সঞ্চয় অর্পিলা ॥
 সুখে দেব-ভগবানে করায়্যা শমন ।
 উদ্ধত হইলা গৃহে গমন-কারণ ॥
 দূরে থাকি দেখি শ্রীনারদ মূনিবর :
 মূনির সমাজে হৈতে উঠিয়া সত্ত্বর ॥
 ‘এই বিপ্রবধ্য মহা-বিষ্ণুপ্রিয়ত্তর’ ।
 বারবার এই কথা বলি মূনিবর ॥
 তাঁর আলাপনে মনে সত্ত্বর হইয়া ।
 বিপ্রোক্তের নিকটেতে গেলেন ধাইয়া ॥
 শ্রীকৃষ্ণ-পরমোৎকৃষ্ট-পার ভাজন ।
 জনসকলের করিবারে বিখ্যাপন ॥
 কিছা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-বিশেষ অধিকা ।
 চরম-কাষ্ঠার সে আশ্রয় শ্রীরাধিকা ॥
 তাঁর তত্ত্ব যতাপি আপনি হন জ্ঞাত ।
 তথাপি লোকেরে ব্যক্ত করিতে বিখ্যাত
 কৃষ্ণভক্তি-রসগানে আসক্ত লম্পট ।
 শ্রীনারদ মহাশয় কহেন সুষট— ॥
 হে ব্রাহ্মণকুলশ্রেষ্ঠ ! আপনি সে হন ।
 শ্রীকৃষ্ণের মহা-অনুগ্রহের ভাজন ॥
 যার এতাদৃশ ধন দ্রব্য উদারত্ব ।
 বৈভব ভগবদ্বর্ষ-সম্পাদন-তত্ত্ব ॥

এইক্ষেণে সব এই তীর্থে মহামতি ।
 দেখিলু সাক্ষাতে হৈবে স্বয়ং প্রকাশতি ॥
 এত শুনি মুনিবরে কহেন ব্রাহ্মণ— ।
 ওহে স্বামী ! এমত না হয় কদাচন ॥
 আশাতে কি শ্রীকৃষ্ণের রূপার লক্ষণ ।
 দেখিলে,—পরম তুচ্ছ আমি কিবা জন ॥
 কিবা বা দিবারে পারি,—আছে কি বৈভব ।
 ভগবানের ভজন কোথা বা সম্ভব ॥
 কিন্তু যে দক্ষিণদেশে মহারাজা হয় ।
 শ্রীকৃষ্ণের রূপাপাত্র সেই ত নিশ্চয় ॥
 বায়ু দেশে দেবালয় অনেক আছয় ।
 সর্বত্র তৈর্ধিক-ভিক্ষু অত্যাগত-চয় ॥
 শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ অল্প স্রমধুরতর ।
 বাইরা ভ্রময়ে সুখী হয়্যা নিরন্তর ॥
 রাজধানী-সমীপে স্থস্থিরে কঙ্কণায় ।
 ভগবান্ আছেন—সচ্চিদানন্দ-কার ॥
 নিত্য নবনব তথা পরম উৎসব ।
 প্রতিক্ষণ প্রিয়তম পূজাদ্রব্য সব ॥
 মহারাজা—দেশবাসী, বৈদেশিক আর ।
 সবারে সাদরে বিষ্ণুপ্রসাদ আহার— ॥
 করায়েন, তাহা লাগি নানানেশ হৈতে ।
 মহাপ্রসাদান্ন-উপভোগ-সুখ লৈতে ॥
 পুণ্ডরীকাক-দেবের দর্শন-লোভেতে ।
 আর সাধুজন-সঙ্ক-লাভের আশেতে ॥
 তথা আসি বিষ্ণুপরায়ণ সাধুগণ ।
 নিবসিয়াছেন নিরন্তর সুখিমণ ॥
 নরপতি দেব-বিপ্রগণেরে বিশেষ ।
 বিভাগ করিয়া দিয়াছেন সেই দেশ ॥
 কতু সেই দেশে উপদ্রব নাহি হয় ।
 নাহি কোনো শোক তথা আর কোনো ভয় ॥
 কুবিব্যতিরেকে সর্ব শস্ত্র ভূমে হন ।
 অভিলাম্বিত বৃষ্টি হয় ত বর্ষণ ॥
 প্রিয় ফল মূল আর বস্তাদি সুলভ ।
 আপন-আপন ধর্ম্মে রত প্রজাসত ॥
 কৃষ্ণপরায়ণ সবে অতি সুখিমণ ।
 পুত্রমত রাজ-আজ্ঞা করয়ে পালন ॥
 এতাদৃশ অল্পময় রাজ্যাদিবৈভবা ।
 বিষ্ণু আর বৈষ্ণবের সেবা-সুপ্রভবা ॥
 থাকিতেহ অহঙ্কার-শূন্য নিরন্তর ।
 নীচযোগ্য সেবায় ভজয়ে চক্রধর ॥
 গৃহ-যজ্ঞ-লেনন আদি কর্ম্ম ।
 করে প্রেমে অচ্যুতের প্রিয় সাধুধর্ম্ম ॥

কৃষ্ণ-অগ্রে নানাবিধ নামসংকীর্ণনে ।
 দিব্য গীত কৃত্য বাস্তব করয়ে আপনে ॥
 তাই ভার্যা পুত্র পৌত্র ভৃত্য বন্ধু আর ।
 পুরোহিত স্বজন বৈষ্ণব সব সার ॥
 সকল-সহিত নাচি গাই কৃষ্ণগুণ ।
 ভোবয়ে প্রভুরে ভক্তিভাবেতে নিপুণ ॥
 কৃষ্ণভক্তি-অনুবর্তি গুণ সমুদায় ।
 কতেক বা জানি সংখ্যা কহিতে কথায় ॥
 এই সব কহিলাম রূপার লক্ষণ ।
 ইথে ভগবানের রূপার পাত্র হন ॥
 সেই মহারাজ মহাশয় স্নানিষ্ঠিত ।
 আমি অতি নীচ, হাড় মোর প্রশংসিত ॥
 শুন তাই শ্রোতাগণ । হয়্যা সাবধান ।
 বিপ্র হৈতে ক্ষত্রিয়ের মহিমা-আখ্যান ॥
 বিষ্ণুভক্তি লাগি ইহা জানিবে বিশেষ ।
 তদভাবে ব্রাহ্মণেরো নীচতা অশেষ ॥
 সর্বশাস্ত্রান্বিতে ইহা আছে প্রকাশিত ।
 ক্রমে অগ্রে ব্যক্ত হবে—দেখহ নিশ্চিত ॥
 তবে নৃপবরে দেখিবারে সেই দেশে
 চলিলেন শ্রীনারদ মনের আবেশে ॥
 দেখিলেন সেই দেশে প্রজা ষে-সকল ।
 দেবপূজা-উৎসবেতে আসক্ত সফল ॥
 হর্ষে বাজাইয়া বীণা রাজধানী গিয়া ।
 বিপ্র-উক্ত হইতেহ অধিক দেখিয়া ॥
 মহারাজ-নিকটেতে বাইরা তখন ।
 শ্রীনারদ মুনিবর বলেন বচন—
 তুমি শ্রীকৃষ্ণের রূপাপাত্র সে বাহার ।
 এতাদৃশ রাজ্য আর বৈভব-বিস্তার ॥
 স্বধর্ম্মাদি-পরায়ণ সর্বপ্রজাগণ ।
 গুণ—সর্বক্ষেত্রে বিষ্ণুভক্তি-প্রবর্তন ॥
 ধর্ম্ম—ভিক্ষুকাদিজন অন্নাদিক-দান ।
 অর্থ—বিষ্ণুপূজা-দ্রব্য-সাধন-আখ্যান ॥
 রাজ্য-বৈভবাঙ্কে কাম উৎকৃষ্ট সদায় ।
 মোক্ষের সাধক জ্ঞান মিলিত তোমার ॥
 ভক্তিপ্রেমে শ্রীবিষ্ণুর সদা সেবা কর ।
 অন্তএব তোমাতে কৃষ্ণের রূপাত্তর ॥
 বৈভবাদি বিস্তারিয়া কহি পুনঃপুন ।
 আলিঙ্গন করিলেন রাজ্যেরে নিপুণ ॥
 মহারাজা নিজ প্লাব্য শুনি অতিশয় ।
 নোরাইলা মন্তক লজ্জায় মহাশয় ॥
 পাণ্ড-অর্ঘ্য-আদি দ্রব্যে পূজি শ্রুনিবরে ।
 করণ্টু হই কিছু নিবেদন করে—

আমি অন্নায়ুৰ আৰ অত্যন্ন ঐশ্বৰ্য্য ।
 অন্ন পৰ আমার এ—মহুৰ্য্য অঐশ্বৰ্য্য ॥
 স্বৰ্গধাৰি-পন্নানী—তবেতে আকান্ত ।
 তাপত্ন-হুঃখেতে সৰ্বদা হই শ্রান্ত ॥
 'কৃষ্ণ-অন্নগ্রহ আছে'—এই যে বচন ।
 তাহাতে অযোগ্য আমি হই সৰ্ব্বক্ষণ ॥
 কৃষ্ণের করুণাপাত্র কেবল প্রকারে ।
 মানিতেছ আপনি আমাৰে অবিচারে ॥
 নিশ্চয় কহিয়ে—যেই সব দেবগণ ।
 বিষ্ণুভগবানের দয়ার পাত্র হন ॥
 মহুৰ্য্য পূজ্যমান—তেজোময়-কায় ।
 নিম্পাপ, সাত্ত্বিক, হুঃখরহিত সদায় ॥
 সুখময়, নিজেছায় আচার গমন ।
 ভক্ত-ইচ্ছায়ত বর দেন সৰ্ব্বক্ষণ ॥
 বাহাদের ভোগ্য হয় অমৃত নিশ্চয় ।
 মৃত্যু-রোগ-জর-হুঃখ-আদি যে হয় ॥
 যতপি নাহিক ক্ষুধা-তৃষ্ণার উদয় ।
 বিনা-যন্ত্রে আসিয়া তথাপি সন্তোষয় ॥
 ভাৱভবৰ্ষেতে কৰি সুপুণ্য সঞ্চয় ।
 যেই স্বৰ্গ মহুৰ্য্যগণের লাভ হয় ॥
 সেই স্বৰ্গে মহাভাগ্যবলে দেবগণ ।
 নিবাস করেন, মুনি । কি কব কথন ॥
 অতএব মহুৰ্য্য হইতে দেবগণ ।
 বিষ্ণুৰ দয়ার পাত্র—কর নিরীক্ষণ ॥
 যেহেতুক অন্ন আয়ুঃ মহুৰ্য্য-সবার ।
 বহু আয়ুঃ—দেব কৰি অমৃত আহাৰ ॥
 মহুৰ্য্যের নিত্য পূজনীয়েৰ কারণ ।
 মহত ঐশ্বৰ্য্যযুক্ত নিরন্তর হন ॥
 বহুদাতা—ভক্তের ইচ্ছায় বহুদানে ।
 পরম স্বাধীন লাগি স্বচ্ছন্দ-গমনে ॥
 ওহে মুনি । সেই সব দেবগণ-মাবে ।
 দয়ার বিশেষ পাত্র—ইহু দেবরাজে ॥
 অন্নগ্রহ-নিগ্রহে সামৰ্য্য অতি ধরে ।
 দেবগণ হইতে অধিক দান করে ॥

ভক্তের ইচ্ছায় দেবগণ দেন বর ।
 আকাঙ্ক্ষার অধিক সে দেন পুরস্কার ॥
 রক্ষণ বৃষ্টির ধারে লোকের জীবন ।
 সত্য ত্ৰৈতা ধাপর কলি যে চাৰি গণন ॥
 তার একান্তুরি ব্যাপি ত্রিলোক-ঈশ্বর ।
 সাক্ষীভাম-রাজাগণের যে দুল ভক্তর ॥
 কৰ্ষেতে অবশ্য ছিদ্র আছে সম্ভাবনা ।
 তাহে শত অশ্বমেধ ছুষ্কর গণনা ॥
 তাধে শত অশ্বমেধ না হয় পর্যাণ্ডি ।
 অতএব দুৰ্জাত ইহুের পদপ্রাপ্তি ॥
 যার উচ্চৈঃশ্রবা হয়, গজ ঐরাবত ।
 সিদ্ধমথনেতে জন্ম পাইল মহত ॥
 গাবী কামধেনু, উপবন সে নন্দন ।
 যাহে পারিজাত-আদি কামের পূরণ ॥
 আর কল্পবৃক্ষগণ কামরূপধর ।
 কল্পলতা সব তাহে কামদাতাতর ॥
 বাহাদের একপুষ্পে—যেন বাঞ্ছা যার ।
 বিচিত্র বাজনা, মৃত্যু, গান, অলঙ্কার ॥
 শয়ন-আসন-ধন-জ্ঞান-আদি যত ।
 সুন্দর-রূপেতে সিদ্ধ হয় নানামত ॥
 আর কি কহিব তার সৌভাগ্য অপার ।
 বামন-রূপেতে বিষ্ণু ছোট ভাই যার ॥
 অনুরাদি হইতে আপদ হয় বত ।
 স্বয়ং ত্রীবিষ্ণু রক্ষা করেন নিয়ত ॥
 যার বিস্তারিত পূজা সাক্ষাৎ স্বীকারি ।
 হৰ্ষ দেন আপনি বামন-রূপ-ধারী ॥
 অপর মহিমা সব কহিব কতেক ।
 মুনিবর ! আপনি ত জানেন প্রত্যেক ॥
 প্রথম-অধ্যায়-কথা হৈল সমাপন ।
 মূল আর টীকাতে করিলা যে লিখন ॥
 যথামতি বিবরিয়া করিখু লিখন ।
 শোধিবেন রূপা প্রকাশিয়া সাধুগণ ॥
 ত্রীল-সনাতন-পথে করিয়া প্রণতি ।
 দাস জয়গোবিন্দ মাগিয়ে অবগতি ॥

ইতি ত্রীভাগবতায়ুতে ভগবৎকৃপাতর-নির্দায়খণ্ডে

ভূমিস্বামী নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

আত্মাধ্যায়ের কৃষ্ণ পঞ্চমঃপ্রাণনির্গমে ।

মর্ত্যোৎকর্ষাপকর্ষে চ নীচোচ্চাপেক্ষাদিতৌ ॥ •

আহাধ্যায়ের দ্বিতীয়ে তু তর্কবেদ্য-স্বয়ভূবোঃ ।

উৎকর্ষমপকর্ষক নিকৃষ্টোৎকৃষ্টবীক্ষয়া ॥ • ॥

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ।
জয়ানৈষতচক্রে জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
পরীক্ষিত কহেন—তখন মুনিবর ।
প্রশংসিয়া সেই মহারাজে বহুতর ॥
গমন করিয়া স্বর্গে দেখে সভামাঝে ।
দেবগণে পরিবৃত শ্রীবিষ্ণু বিরাজে ॥
গরুড়ের পৃষ্ঠেতে আছেন সুখে বসি ।
সুব করে বৃহস্পতি—প্রভৃতি মহর্ষি ॥
বিচিত্র সে কল্লতরু—পুষ্পমালা আর ।
বিলেপন বসন নানান অলঙ্কার ॥
পাশ্চ-অর্ঘ্য-আদি চতুঃষষ্টি উপচারে ।
পূজা করে অমৃতাদি দিব্য উপহারে ॥
অদ্বিতি কোমল-হস্ততল-স্পর্শাদিতে ।
লালন করেন অতি আনন্দিত-চিত্তে ॥
শ্রীবামনদেব প্রিয় সুবাক্য কহেন ।
দেবগণে মহাশয়গণে হর্ষ দেন ॥
সিদ্ধ বিভাধর আর গন্ধর্ব্ব অপ্সর ।
যোড-করে করে পরে সুব বহুতর ॥
জয়শব্দ বাতগীত বুঝা বিস্তারিয়া ।
দিতেছেন পরিতোষ সকলে মিলিয়া ॥
তুলিয়া দক্ষিণ হস্ত—উচ্চস্বর করি ।
আপনি বামনদেব কহেন বিবরি— ॥
ভয় না করিহ দৈত্য হৈতে কদাচন ।
তাহাদিগে মারি তোমা কারব রক্ষণ ॥
কীৰ্ত্তি-নাম নিজ রমণীর সমর্পিত ।
তামূল চর্ষণ করিছেন কোতুকিত ॥
যজ্ঞপিত্র নারদের মুখ্য প্রয়োজন ।
পূর্ব-উজ্জ-রীতে ইন্দ্র-সহ সভাষণ ॥
বিষ্ণুর দর্শন নহে হৈবে প্রয়োজন ।
তথাপিহ যতেক আছেয়ে দেবগণ ॥
সকলের প্রধান আপনি ভগবান্ ।
এ মহাশক্তি ক্ষিত্তিলে সর্বত্র ব্যাখ্যান ॥

এইহেতু দৃষ্টি নিজ স্বভাব করেন ।
প্রথমত প্রধানেন্তে হয় সে পতন ॥
ইহাতেই ইন্দ্রে তাঁর দয়ার বিশেষ ।
বোধ করাইলা,—এই জানিবা উদ্দেশ ॥
অগ্রে ব্রহ্মলোকেতেহ হবে এইমত ।
তথাও সিদ্ধান্ত ইহা বুঝ প্রকাশিত ॥
দেখিলেন ইন্দ্রকেহ বিষ্ণুর মহিমা ।
ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ যতেক অসীম ॥
আগ্ন-বিষণে যত উপকারগণ ।
করিছেন মুহূর্হু আপনি কীৰ্ত্তন ॥
ত্রিলোকের রাজত্ব ঐশ্বর্য ধন-জন ।
বলি হৈতে ছলে লই করিলা অর্পণ ॥
এতাদিক নিজ প্রতি যত উপকার ।
মহাহর্ষভরে করে বর্ণন বিস্তার ॥
সহস্র নয়ন হৈতে বহে অশ্রুধার ।
শোভিত সহিত ছত্র মালা অলঙ্কার ॥
শ্রীবামনদেব পার্শ্বে আপন আসনে ।
বসিয়া আছেন সহ সম্পদ-বাহনে ॥
ততঃপর নিজাবাসে গেলা শ্রীবামন ।
ইন্দ্র কথদূর করি পশ্চাৎ গমন ॥
ফিরিয়া সভার মধ্যে করিলা গমন ।
তখন নারদ তাঁর কৈলা প্রশংসন ॥
বিষ্ণুর সম্মুখেতে অস্ত্রের প্রশংসন ।
যোগ্য নহে—এহেতু না কহিলা তখন ॥
হবে জয়-আশীর্বাদ-দ্বারেতে তাহার ।
প্রশংসা করিয়া কহিছেন সমাচার— ॥
শ্রীকৃষ্ণের অনুকম্পা সতত তোমাতে ।
যেহেতুক ব্যক্তরূপে দেখিয়ে সাক্ষাতে ॥
চক্রে, সূর্য্য, যম, বশু, আর যে পবন ।
তব আজ্ঞাকারী সর্ব লোকপালগণ ॥
আর কি বলিব—আমা আদি মুনিগণ ।
বশীভূত নিরন্তর দেখ বিলক্ষণ ॥

জগদীশ বলিয়া করেন শ্রুতিগণ ।
 স্বর্গাধর্মকলমাতা তোমারে স্তবন ॥
 সর্বলোকেশ্বরত্বের কি কথা বিচার ।
 প্রপঞ্চভীতেহ দেখি ঐশ্বর্য্য তোমার ॥
 কি আশ্রয় যে তোমার ভ্রাতা নারায়ণ ।
 সর্বজীবেশ্বরের ঈশ্বর যিহ হন ॥
 তাথে সহোদর পুন কনিষ্ঠ হখেন ।
 জ্যেষ্ঠের সম্মানরূপ সদ্ধর্ম্ম মানেন ॥
 বাক্যপ্রতিপালনাদি গৌরব নানান ।
 সর্বদা আপনি বিষ্ণু করেন বিধান ॥
 ইচ্ছা সৌভাগ্য সব এইত প্রকার ।
 কহিয়া, প্রশংসা মুন করে বারবার ॥
 বীণা বাজাইয়া শ্লাঘা মানিয়া তাঁহার ।
 নাচেন শ্রীদেবধামি স-হর্ষবিস্তার ॥
 করি অভিবাদন মুনিরে লজ্জাবৃত ।
 মৃদুস্বরে ইন্দ্ররাজ কহেন প্রস্তুত— ॥
 সঙ্গীতকলার ওহে সুপণ্ডিতবর ! ।
 মিথ্যা-স্তুতি-ধারে মোরে উপহাস কর ॥
 এই স্বর্গরাজ্যের বৃত্তান্ত অবিকল ।
 আপনি কি না জানেন—কব কি বিফল ॥
 এই স্বর্গ হইতে সে কতকতবার ।
 দৈত্যভয়ে পলাইয়া সহ-পরিবার ॥
 তপস্বি-আদির বেশে আচ্ছন্ন হইয়া ।
 মর্ত্যালোকে নিভতেতে ছিনু লুকাইয়া ॥
 পুনঃপুনঃ উপদ্রব হয় অতিশয় ।
 তাথে মর্ত্য হৈতে স্বর্গ-উৎকর্ষতা নয় ॥
 স্বচ্ছন্দ-আচার-গতি এই যে উৎকর্ষ ।
 কহিলে, তাহাও নহে—হেতু ভয়-শর্শ ॥
 স্বর্ঘ্য-আদি লোকপাল যম আঙ্কাকারী ।
 এই যে কহিলে, তাহা শুনহ বিবরি ॥
 বলি ইন্দ্র হইয়া—অমুর-সভাকারে ॥
 নিয়োজিল স্বর্ঘ্য-চন্দ্র-আদি-অধিকারে ॥
 আপনি যজ্ঞের ভাগ করিল ভোজন ।
 আমাদের হৈল ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরণ ॥
 অমৃতভোজনদ্বারা কি আছে মহিমা ।
 লোকপাল আঙ্কাকারী—কোথা বা গরিমা ॥
 তার পর আমাদের পিতামাতা দুহে ।
 করিলা তপস্বী—দৃঢ় বিস্তার-সমুহে ॥
 তাহে বহুকাল মোরা দুঃখভোগ কৈল ।
 পরে কথোদিনে হরি সন্তোষিত হৈল ॥
 অংশমাত্রে হইলেন ভ্রাতা সে আমার ।
 স্বয়ং নারায়ণ ভ্রাতা—কহ কি প্রকার ॥

তথাপি সে সব শক্রনাশ না করিয়া ।
 কেবল সে আমাদের লজ্জা বিস্তারিয়া ॥
 প্রথমে বামন-রূপে স্বপাদ-প্রমিত ।
 তিন পদ ভূমি তিক্তা করিলা নিশ্চিত ॥
 পশ্চাৎ বিরাট-রূপ করি আবির্ভাব ।
 তিন লোক আক্রমিলা—তাজিয়া স্বভাব ॥
 বলি হৈতে এই ছলে লৈয়া রাজ্যভর ।
 সমর্পিলা আমারে,—এ হয় লজ্জাকর ॥
 মনুষ্যের নিজ পূজ্য হয় স্বর্গ-সব ।
 এই যে কহিলে, তাহা নহে অসুভব ॥
 অহঙ্কার-অশ্রুয়াদি আছে দোষগণ ।
 অতএব সাত্বিকতা নাহি কদাচন ॥
 বিশ্বরূপ-বৃদ্ধ-আদি-বধেতে উৎপন্ন ।
 ব্রহ্মহত্যালাগি কোথা নিম্পাপ-সম্পন্ন ॥
 সদা স্বর্গ হৈতে অধঃপাত-ভয় হয় ।
 তাথে না আদর করি দেহ তেজোময় ॥
 যথা একাদশস্কন্ধে (ভাঃ ১১।১০।২০)—

কো স্বর্ঘ্যঃ সূর্য্যয়ত্যনং কামো বা মৃত্যুরস্তিকে ।
 আঘাতং নীয়মানশ্চ বধ্যস্তেব ন তুষ্টিদঃ ॥ ১০ ॥
 অর্থ কিবা অতিলাব দিবে কিবে সুখ ।
 যেহেতুক মৃত্যু আছে নিকটে সমুখ ॥
 যারে লয় বাক্সিয়া ছেদন করিবারে ।
 যুবতী-সম্পত্তি-আদি কিবা সুখ তারে ॥
 এসব প্রকারে মনুষ্যের সাম্য প্রায় ।
 নিত্য পূজ্য নহে—এই গৃঢ় অভিপ্রায় ॥
 মোর প্রতি দেবগণ হইতে অধিক ।
 করুণা কদাচ নহে—শুন সম্প্রতিক ॥
 উপেক্ষের বিশেষত উপেক্ষা জানিহ ।
 তাহার কারণ কহি বিস্তারিয়া ইহ— ॥
 সুধর্ম্মা-নামেতে দেবসভা যে আছিল ।
 আর পারিজাত—দুই মর্ত্যালোকে নীল ॥
 মরণ-ধর্ম্মের নীল—মর্ত্যালোকে হয় ।
 তাহে সুধর্ম্মাদি লওয়া উপযুক্ত নয় ॥
 ইহাতে আমার প্রতি উপেক্ষা কেবল ।
 জানিবে,—বিস্তারি আর কি কব সকল ॥
 শ্রীলঙ্কাদি গোপ মোর পূজা চিরকাল ।
 করিত, নাশিলা তাহা শ্রীগোবিন্দ ভাল ॥
 সেই সব দ্রব্য পুনঃ গোপগণ লৈয়া ।
 পূজিলেন গোবর্দ্ধনে—যজ্ঞবান হৈয়া ॥
 মোর শ্রিয়তম বন—অখণ্ড থাণ্ডব ।
 অর্জুনের দ্বারা দাহ করাইলা সব ॥

তিন-লোক-গ্রাসকারী বুজানুর হয় ।
 তার বধ-হেতু পূর্বে প্রার্থনা-নিচয় ॥
 করিলাম, তাথে স্বয়ং উদাসীন হৈলা ।
 সে-বিষয়ে মোরে মাত্র প্রেরণ সে কৈলা ॥
 অমরাবতী মোর পুরী করিয়া ভঞ্জন ।
 রচিলেন সর্বোপরি আপন ভবন ॥
 ব্রহ্মলোক-উপরেতে 'শ্রীবৈকুণ্ঠ' নাম ।
 নুতন সচ্চিদানন্দঘন পরং ধাম ॥
 যদি কহ—কোট-সিন্ধু-গভীর-আশয় ।
 গ্রিহ হন, সদা ছবিতর্ক্য-লীলাময় ॥
 পরদুঃখকাতর—করুণা প্রকাশিয়া ।
 করেন সকল, ইহা মাত্রে নিজ হিয়া ॥
 সত্য, কিন্তু যদি তিহ প্রসন্ন হইয়া ।
 আপনি সাক্ষাৎ হন কৃপা প্রকাশিয়া ।
 আমাদের পূজাসব করেন স্বীকার ।
 তবেত পারিয়ে মোরা সহ করিবার ॥
 তাহাসব দূরে থাকু, তাঁহার দর্শন—!
 প্রত্যহ না পাই মোরা, কি কব কখন ॥
 মাতা-পিতা দুহাকার যেই আরাধন ।
 পূর্বজন্মে ইহজন্মে অতি অগণন ॥
 তার বলে—বৃহস্পতি-আগ্রহেতে আর ।
 আমাদের পূজামাত্র করেন স্বীকার ॥
 সেইকণে আমাদের অশক্য দর্শন ।
 আপনার স্থানে প্রভু করেন গমন ॥
 বহুস্তবাদিতে মহাশয় পুনর্বীর ।
 আসি আমাদের পূজা করেন স্বীকার ॥
 এই লাগি কহ তুমি—'অমুগ্রহপাত্র' ।
 তাহাতে কহিয়ে কিছু শুন মূনি মাত্র ॥
 আমা-সকলের প্রতি করিয়া বঞ্চন ।
 কহেন বামনদেব আদেশ-বচন— ॥
 যেকালপর্যন্ত আমি এথা না আসিব ।
 তাবত করিবে পূজা ব্রহ্মা কিম্বা শিব ॥
 যে-কারণে তাঁরা আমাটহেতে ভিন্ন নন ।
 একমুহুর্তি তিন—ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র হন ॥
 ইত্যাদি শাস্ত্রের বাক্য হইলে বিশ্বস্ত ।
 দেহখ কেবল ইহা বঞ্চনা বিজ্ঞত ॥
 অনন্তগতিক মোরা,—বিষ্ণুপাদদ্বয় ।
 বিনা অন্ন উপাসনে রুচি নাহি হয় ॥
 ইহা ভালমতে স্বয়ং জানিয়াও মনে ।
 'এক! মুক্তিপ্রয়ো দেবাঃ' শাস্ত্রের বচনে ॥
 অস্ত্রের পূজায় যে করেন প্রবর্তন ।
 কেবল মোদের প্রতি তাঁহার বঞ্চন ॥

যদি কহ—তাঁর পার্শ্বে করহ গমন ।
 তাহাতে কহিয়ে শুন সাবধান-মন ॥
 তাঁর বাসস্থান আশ্চর্য্য-মুনিগণে ।
 আমাদেয়ে হয় সদা দুর্লভ-গমনে ॥
 কখন বৈকুণ্ঠে কতু ক্রবলোকে বাস ।
 কদাচ স্ত্রীরোদ-মাঝে করেন প্রকাশ ॥
 সপ্রতিভ দ্বারকায় আবাস তাঁহার ।
 তাহাও নিয়ত নহে, শুনহ বিস্তার ॥
 কদাচিত পাণ্ডব-আলয়েতে নিবাস ।
 তার পূর্বে মথুরায় আছিল প্রকাশ ॥
 তাহার পূর্বেতে পুন গোকুলনগরে ।
 সেখানেহ ফিরে বনে হৈতে বনাস্তরে ॥
 অনিয়ত পরম রহস্য বাস লাগি ।
 আমাদের গমনের নহে কতু ভাগি ॥

তত্ক্ষণ প্রথমস্কন্ধে (ভাঃ ১।১১।১)—

বর্ষাষুজ্ঞানপসসার ভো ভবান্.
 কুরুন্ মধুন্ বাথ স্নহদ্বিদৃক্ষ্যা । ° ॥ ইতি ।
 এইসবপ্রকারেতে তাঁহার দর্শন ।
 দুর্লভ,—কোথায় তাঁর কৃপার লক্ষণ ॥
 ব্রহ্মপুত্র-শ্রেষ্ঠ হে নারদ মহাশয় ! ।
 সনকাদি হৈতে ভক্তিবিশেষে নিশ্চয় ॥
 আপনার পিতারে জানিহ স্মৃতিশ্চয় ।
 শ্রীহরির অমুগ্রহপাত্র মহাশয় ॥
 যেহেতুক তিহ লক্ষ্মীকান্তের সন্তান ।
 ইহাতে কহিলা এক ভাবের সন্ধান ॥
 বিষ্ণু-নাভিপদ হৈতে ব্রহ্মাত জন্মিলা ।
 লক্ষ্মীগর্ভ হৈতে নাহি জন্ম সে লভিলা ॥
 তথাপিহ বিষ্ণুপুত্র-হেতু অভিমত ।
 লক্ষ্মীহ জানেন তাঁরে নিজপুত্র-মত ॥
 ইহাধারা বুঝাইলা ব্রহ্মার সম্পত্তি ।
 নিঃশেষে যাহাতে নাহি এদাপি বিরক্তি ॥
 যার একদিনে মনস্তরাদিতে যুক্ত ।
 আমাতুল্য চতুর্দশ ইন্দ্র হয় ভুক্ত ॥
 সত্যাদিক-চারিষ্যুগ সহস্রপ্রমাণ ।
 যার দিন, পুন রাত্রি এই পরিমাণ ॥
 এ দিবা-রাত্রির তিনশত-বাটি-মানে ।
 যেই এক বৎসর হয় ত পরিমাণে ॥
 হেন শতবর্ষ যার আয়ুর গণন ।
 শুনিয়াছি—নাহি জানি অজায়-কারণ ॥
 লোক আর লোকপালগণ-সৃষ্টিকারী ।
 প্রাজাপত্য-ইন্দ্রাদি দেন অধিকারী ॥

যজ্ঞাদি-প্রবর্ত দ্বারা জীবের পালক ।
 পাপপুণ্যফল-স্বখ-দুঃখ-প্রদায়ক ॥
 নিজ দিবসেতে এই সকল ব্যাপার ।
 রাত্রি হৈলে পুনরীর করেন সংহার ॥
 সহস্র-মন্তক-অক্ষি-অবয়ব-বান্ ।
 জগত-আশ্রয় মহাপুরুষ-আখ্যান ॥
 প্রথমেতে ব্রহ্মা ধ্যানে হৃদয়ে দেখিলা ।
 নানামত স্তব-গোত্র তাঁহারে করিলা ॥
 আজ্ঞা পাই সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত হইলা ।
 আপন মানস বর ব্রহ্মা যে মাগিলা—॥
 আমার ভুবনে ভগবান্ হে দেখুন ।।
 এইরূপ সাক্ষাৎ হইয়া বাস কর ॥
 স্বীকার করিয়া তাঁহা করিছেন বাস ।
 যজ্ঞভাগ সমৃদ্ধ করেন সদা গ্রাস ॥
 আনন্দ করেন তত্রবাসি-সবাকারে ।
 সহস্রসহস্র যুক্তি এই ত প্রকারে ॥
 শ্রীকৃষ্ণের রূপানন্দ সেই ব্রহ্মা হন ।
 রূপা শত্রু করি তাহে কি আর কখন ॥
 আপনি শ্রীকৃষ্ণ তিহু হইয়ে নিশ্চয় ।
 শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্যোতে প্রসিদ্ধ ইহা হয় ॥

চতুর্থস্কন্ধে (ভাঃ ৪।৭।৫১)—

ত্রয়াণামেকভাবানাং যো ন পশুতি বৈ ভিলম্ ।
 সৰ্বভূতায়ানাং ব্রহ্মণ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ ১ ॥
 তুমিহ জানহ আরো মহাত্ম্য তাঁহার ।
 সেই-লোকবাসি-সকলেরো সুবিস্তার ॥
 পরীক্ষিত কহেন—শ্রীহৈন্দ্ৰের বচন ।
 শুনি, 'সাদুসাধু' বলি উঠিলা তখন ॥
 শীঘ্র ব্রহ্মলোকে মুনি গমন করিলা ।
 মহৎ যজ্ঞের তথা বিস্তৃতি দেখিলা ॥
 ব্রহ্মঋষিগণ করে বেদ-উচ্চারণ ।
 তাহাতে প্রসন্ন পরমেশ্বর তখন ॥
 মহাপুরুষরূপক জটা-বিভূষিত ।
 সহস্রমন্তক ভগবান্ শ্রী-সহিত ॥
 আবির্ভূত হয়! যজ্ঞভাগের গ্রহণ ।
 করি, যজ্ঞকারিদিগে দেন আনন্দন ॥
 ব্রহ্মার আঙ্কাদ-জ্ঞাত দ্রব্য নিবেদিত ।
 সহস্রহস্তেতে মুখসহস্রে অর্পিত ॥
 ভোজন করিয়া—দিয়া মনোমত বর ।
 নিজাগৃহে গমন করিলা সে সম্বর ॥
 করিতে লাগিলা লক্ষ্মী পানসম্বাহন ।
 লীলাক্রমে করিলেন নিজার গ্রহণ ॥

অন্তর্ধ্যামিহ্মপে দন্ত তাঁর আজ্ঞা পায়্যা ।
 ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্যাচরণ লাগিয়া ॥
 আসি নিজালয়ে বসি পারমেশ্বাসনে ।
 নিজপ্রভু-মহিমার আখ্যান-প্রবণে ॥
 অষ্টনেত্রে অশ্রুধারা বহে অনিবার ।
 সেবিত বিচিত্র পরমৈশ্বর্য্যোপহার ॥
 নারদ আপন-পিতা-নিকটে আসিয়া ।
 কহিতে লাগিলা দণ্ডবৎ প্রণমিয়া—॥
 হরির রূপার পাত্র হন মহাশয় ।
 নিশ্চয় জানিল—হৈতে নাহিক সংশয় ॥
 প্রজাপতি-পতি সর্ব-লোক-পিতামহ ।
 একল করহ সৃষ্টিস্থিতি লয়-সহ ॥
 ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর—স্বয়ম্ভূ নাম যার ।
 নিত্য অবিরাম শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য-বিস্তার ॥
 ইন্দ্রাদির মত প্রলয়েহ কদাচিত ।
 ঐশ্বর্য্যের ব্রংশত নাহিক সুনিশ্চিত ॥
 যে তোমার চতুর্মুখ হৈতে প্রকাশিত ।
 পুরাণ-নিগম-আদি অর্থপ্রবোধিত ॥
 মূর্ত্তিমন্ত সভায় আছেন বিদ্যমান ।
 আছয়ে অখিল-জ্ঞানসংপত্তি-প্রমাণ ॥
 সম্পূর্ণ বিস্তৃত স্বধর্ম্মাচরণ করি ।
 যদাদি-রহিত সাধুজন যজ্ঞাচরি ॥
 তব লোক পায়্যা গৃহে করয়ে যাপন ।
 যাহার উপর নাহি ব্রহ্মাণ্ডে ভূবন ॥
 নারায়ণদেব-লোক অতি প্রকাশিত ।
 বৈকুণ্ঠাখ্যাম যার মধ্যে বিরাজিত ॥
 সেই ধামে নিত্য মহাপুরুষবিগ্রহ ।
 সাক্ষাত করেন বাস করি অল্পগ্রহ ॥
 তব যজ্ঞভাগ করি আপনি ভোজন ।
 সেই ফলে বরদান করেনামুক্ষণ ॥
 পূর্বে অবেষণ আর আয়াস বিস্তরে ।
 যাহার উদ্দেশ না পাইলে যত্নপরে ॥
 তপস্বী করিয়া বহু—ক্ষণমাত্র তাঁর ।
 পাইলা দর্শন হৃদিমধ্যে একবার ॥
 এক্ষণে সাক্ষাৎ তব গৃহে নিবসয় ।
 অতএব সত্য কৃষ্ণপ্রিয় মহাশয় ॥
 যদি কহ—সহস্র-মন্তক জনাধিন ।
 করিছেন গৃহমধ্যে এক্ষণে শয়ন ॥
 অল-অল্প বহু রূপ আছয়ে তাঁহার ।
 তুমি চতুর্মুখ—তাঁহা হৈতে ত্রিাকার ॥
 কহিতে নারিবে তুমি ঐযত বচন ।
 লীলাক্রমে নানাদেহ করহ ধারণ ॥

এইমত ব্রহ্মার মাহাত্ম্য সুবিহিত ।
 স্বয়ং যা দেখিলা,—আর ইন্দ্রের কথিত ॥
 শাস্ত্রদ্বারা আর যাহা আছিলেন জ্ঞাত ।
 বিস্তারি করিয়া প্রণমিলা ভক্তি-সাত ॥
 এইরূপ নারদের কথিত বচন ।
 চতুর্মুখ ব্রহ্মা তবে করিয়া শ্রবণ ॥
 চারিহস্তে অষ্ট-কর্ণ আচ্ছাদন হেতু ।
 অত্যন্ত হইয়া ব্যগ্র ব্রহ্মা ধর্মসেতু ॥
 'আমি দাস আমি দাস' কহে বারবার ।
 অশ্রব্য শ্রবণে হৈল ক্রোধের সঞ্চার ॥
 যত্নেতে করিয়া সেই ক্রোধ-সম্বরণ ।
 স্বপুত্রে কহেন তবে সাক্ষেপ বচন— ॥
 প্রতি-স্মৃতি-বচনেতে—যুক্তিধারা আরে ।
 বাল্যকাল হইতে পুনঃপুন সুবিচারে ॥
 আমি নহি কদাচন রক্ষ ভগবান্ ।
 তোমাতে প্রবেশ কিবা না দিল প্রমাণ ॥
 সেই ত কৃষ্ণের শক্তি মহামায়া হয় ।
 দাসীতুল্যা—ঈশ্বরের পথে সদা রয় ॥
 নিজগুণে সম্ব-রজ-তমের সঞ্চারে ।
 জগতের করে সৃষ্টি পালন সংহারে ॥
 আমরা সকলে সেই মায়ার অধীন ।
 ভাষা হইতে মোহিত আছিগে রাত্রিদিন ॥
 তুমিও হইয়া কৃষ্ণমায়াতে মোহিত ।
 এমত কহিছ বাক্য,—জানিহু নিশ্চিত ॥
 সেই মায়ামোহিত-কারণ সুবিচারে — ।
 কৃষ্ণকুপালেশমাত্র না জান আমারে ॥
 তাঁহার মায়ায় সদা জগতের আমি ।
 গুরু প্রভু পিতামহ সৃষ্টিকর্তা স্বামী ॥
 কৃষ্ণ-নাভিপদ হৈতে উদ্ভব আমার ।
 কিন্তু মহা-অভিमानে বিনাশ-প্রকার ॥
 ব্রহ্মাওসম্বন্ধি যেই আবশ্যকাপার- ।
 ব্যাপারের বিচারেতে বিহ্বল আমার ॥
 আমার যে ব্রহ্মলোক—ইহার বিনাশ ।
 নিকট জানিয়া চিন্তাকুলে সহতাশ ॥
 মহাকাল হৈতে আমি নিরস্তর ভীত ।
 যুক্তি-ইচ্ছা কেবল করিয়ে সুনিশ্চিত ॥
 ইথে প্রজাপতিদ্বাদি মহা অভিমান— ।
 দোষহেতু নহে কৃষ্ণকুপার নিধান ॥
 নাভিপদ হইতে উদ্ভব যে কহিল ।
 ইথে 'স্বয়ংভূত'-নিরাকরণ হইল ॥
 ব্রহ্মাণ্ডের কার্যে বশীভূতের কারণ ।
 বেদবক্তা হইয়াহ ন কুপালক্ষণ ॥

ব্রহ্মলোক-বিনাশ ভয়েতে সদা ব্যস্ত ।
 ইথে হইল নিজলোকোৎকর্ষতা নিরস্ত ॥
 মহাকাল হৈতে ভীত,—এই যে, কহিল ।
 দীর্ঘ পরমায়ু ইহা নিরস্ত হইল ॥
 অতএব যুক্তি-নাগি কৃষ্ণের পূজনে ।
 করাই সর্বদা, আর করিয়ে আপনে ॥
 আর যে কহিলে—মম লোকমধ্যে হয় ।
 শ্রীবৈকুণ্ঠলোক—এই কথার নিশ্চয় ॥
 জগদীশ তিহ, তাঁর আবাস কোথায় ।
 নাহিক বুঝহ এই গূঢ় অভিপ্রায় ॥
 স্বয়ং-সম্পাদিত-প্রিয়-যজ্ঞানুগ্রহণ ।
 আর বেদপ্রবর্তন—এ দুই কারণ ॥
 কেবল করেন যজ্ঞভাগের গ্রহণ ।
 ইথে নহে আমাপ্রতি কুপাবলোকন ॥
 হে 'বিচারার্থ্য'!—ইহা করি উপহাস ।
 কহিছেন ব্রহ্মা—বুঝ তাঁহার বিলাস ॥
 কৃষ্ণ ভক্তিপ্রিয়—ভক্তে কুপা সে করেন ।
 কদাপিহ অভক্তেতে সদয় নহেন ॥
 থাকুক দূরেতে ভক্তি, অপরাধ যদি— ।
 নাহি হয়, তবে বহু মানিয়ে সম্পদী ॥
 অপরাধ-ক্ষেমা যেন শিবের করেন ।
 তেমত আমার প্রতি দয়ালু নহেন ॥
 হিরণ্যকশিপু আমা হৈতে পায়্য বর ।
 সর্বলোক-উপতাপ দেয় দুষ্টতর ॥
 বৈষ্ণবের দ্রোহচেষ্টা করিল অপার ।
 বৃসিংহ-রূপেতে তায়ে করিলা সংহার ॥
 সেইকালে আমি—সহ নিজ পরিবার ।
 ভয়ে দূরে থাকি স্থতি অনেক প্রকার ॥
 করিলাম, স্তবপাঠে তবু মোর'পর ।
 চক্ষুকোণে কটাক্ষেতে না কৈলা আদর ॥
 প্রহ্লাদের প্রতি কুপা করি অভিষেক ।
 করিলা বৃসিংহদেব যবে পরতেক ॥
 অল্পে-অল্পে নিকটেতে করিহু প্রবেশ ।
 রোষে আমাপ্রতি তবে করিলা নিদেপ— ॥
 হে পদ্মসম্ভব । হেন বর কদাচন ।
 অমুরের দানযোগ্য না হয় কখন ॥
 তথাপি আমিহ রাবণাদি রাক্ষসেরে ।
 বরদান করিলাম দুষ্ট-অনেকেরে ॥
 সীতাহরণাদিকর্ম রাবণের যেই ।
 গ্রহণ করিবে কোন-জন-জিহ্বা সেই ॥
 আমা হৈতে বর পায়্য উক্ত দুইজন ।
 যেইসব অপরাধ কৈল প্রকাশন ॥

তাহা মম অপরাধেতে পর্য্যবসান ।
 হইতেছে, মনে ইঁহা বহু বিধান ॥
 ইন্দ্র-আদি লোকদিগে দিল অধিকার ।
 তাহাদের মহামদে হৈল অঙ্কার ॥
 ইন্দ্র কৈলা গোবর্দ্ধনযজ্ঞে বৃষ্টিপাত ।
 বৃদ্ধগর্ভ করিল—হরণে পারিজাত ॥
 দ্বাদশীর রাত্রিশেষে নন্দ মহাশয় ।
 যমুনার জলে যগ্ন—মানের আশয় ॥
 এইকালে বরণ হরণ তাঁরে করি ।
 আপনার পুরে লৈয়া গেল অঙ্কারি ॥
 ধেনু বাণমুনির না কৈল সমর্পণ ।
 পুন তারে করিলেক অনেক বঞ্চন ॥
 শ্রীকৃষ্ণের অধ্যাপক সান্দীপনিবর ।
 শ্রীমধুমল তাঁর পুত্র শ্রেষ্ঠতর ॥
 বরণ মারিল তাঁরে পঞ্চজন-দ্বারে ।
 পুন বৃদ্ধ কৈল—বিষ্ণুপুরাণে উচ্চারে ॥
 কুবেরের ভৃত্য যেই শঙ্খচূড়-নামে ।
 কৈল গোপীহরণ শ্রীবৃন্দাবনধামে ॥
 পাতালমধ্যেতে যেই অনুরের গণ ।
 বৈষ্ণবের দ্রোহচেষ্টা করে সর্বক্ষণ ॥
 কালিয়-বান্ধব যত দুষ্ট সর্পগণ ।
 সহজ-ক্রোধিত—করে মন্দ আচরণ ॥
 দিকপালগণ আমি হৈতে অধিকার ।
 পায়্যা, কৈল অপরাধ বহু প্রকার ॥
 আমায়ে পর্য্যবসান সেই সব হয় ।
 সংপ্রতিকো কৈল আমি অপরাধচয় ॥
 পুলিনভোজনে কৃষ্ণ ছিলা বৃন্দাবনে ।
 মায়াতে করিহু বৎস-বালক-হরণে ॥
 সব বৎস-বালক আপনি কৃষ্ণ হৈলা ।
 সংবৎসরব্যাপি-লীলা বহুবিধ কৈলা ॥
 পরে সকলেই শ্রীগোবিন্দ-রূপাশ্রয় ।
 দেখিয়া হইহু আমি মহাশ্চর্য্যময় ॥
 ভীত হৈয়া প্রণমিয়া করিহু স্তবন ।
 অতি রুষ্টতর আমি—কি কব কথন ॥
 গোপবালকের মত যেই কৃষ্ণলীলা ।
 গ্রাসহস্তে বৎস-বালকেরে অধেষিলা ॥
 সেসব দেখিয়া আমি হইহু বঞ্চন ।
 অল্পগ্রহে আমায়ে না কৈলা সম্ভাষণ ॥
 তবে কৃষ্ণমুখপদ্ম সহজ প্রসন্ন ।
 দেখি কৃতার্থতা মানি হর্ষ উপন্ন ॥
 সে কেবল কৃষ্ণপ্রিয় যেই ব্রজভূমি ।
 তাহার গমনফল—জানিবে সে ভূমি ॥

ঈশ্বরের হয় ব্রজ—সুহৃৎ-স্থানে ।
 লীলার সঙ্কোচ হবে মোর অবস্থানে ॥
 তাহে অপরাধ হবে—ইহা অল্পমিল ।
 এইহেতু ব্রজে বাস সদা না করিল ॥
 অল্প নিজ অসৌভাগ্য কি করি বর্ণন ।
 তব স্তব সব ইথে হৈল নিরন্তর ॥
 এই ব্রজাণ্ডের মধ্যে করি বিচরণ ।
 তাদৃশ রূপার স্থান নাকরি দর্শন ॥
 কিন্তু মহাদেব হন কৃষ্ণরূপাঙ্গদ ।
 'কৃষ্ণপ্রিয়'—খ্যাত তিঁহ—প্রসিদ্ধ সম্পদ ॥
 কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-রসে সদা উন্মাদিত ।
 চতুর্ভুজ অবজায় তাজিলা নিশ্চিত ॥
 পরমৈশ্বর্য্যতা আর সুখাদি-বিলাস ।
 বিভোগ করিলা ত্যাগ—জানহ প্রকাশ ॥
 ব্রজ-ইন্দ্র-আদি যেই মোরা দেবগণ ।
 অনিত্য বিষয়ে সক্ত হই সর্বক্ষণ ॥
 আমাদিগে উপহাস করিবা-কারণ ।
 ধৃত্যুর আকন্দ অস্থিমালার ধারণ ॥
 বস্ত্র নাহি পরে, করে ভস্মাস্ত্রলেপন ।
 আলুলিত জটাতার না করে বন্ধন ॥
 উন্মত্তের ভ্রায় ঘৃণ্যমান সর্বক্ষণ ।
 সহ ভূত-প্রেত-পিশাচাদি স্বীয় গণ ॥
 কৃষ্ণপাদপদ্মদ্বৈত জল যেই গঙ্গা ।
 ত্রিলোকভারিণী—কালনিবারিণী-ভঙ্গা ॥
 তাঁহারে মস্তকে ধরি অতি হর্ষভরে ।
 বৃত্য করি জগতেই হর্ষযুক্ত করে ॥
 শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদে মমতুল্য অধিকারি ।
 গণের অতীষ্টদানে শক্তা পত্নী তাঁরি ॥
 শিবলোক-নিবাসি-সকলে সদা মুক্ত ।
 যেইসবজন হয় তাঁর রূপায়ুক্ত ॥
 তারা মুক্ত আর কৃষ্ণভক্ত হইয়াছে ।
 দেখ ইহা সর্বত্রোতে ঘোষণা রয়াছে ॥
 কৃষ্ণ হৈতে শিবের যে বিভেদ-কথন ।
 মহা দোষকরী সেই হয় সর্বক্ষণ ॥
 শ্রীকৃষ্ণেতে অপরাধ করে যেইজন ।
 শরণ লইলে, তাহা করেন ক্ষমন ॥
 শিবের নিকটে হৈলে আপরাধাবিত ।
 না করেন তারে ক্ষেমা কৃষ্ণ কদাচিত ॥
 শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিরস-গ্রাহকতিশয় ।
 মহা অবতার প্রিয় পরম নিশ্চয় ॥
 ত্রিপুরেশ্বরেরে শিব বর কৈলা দান ।
 সুধারসকূপ তার পুরে বিচমান ॥

অশক্ত ত্রিপুর-ভেঙ্গে শঙ্কর হইলা ।
 গাবীক্ৰপে স্রুধা পিয়া নিস্তার করিলা ॥
 বৃকাসুরে বর দিলা—যার শিরে হস্ত—।
 দিবেক, ফুটিয়া যাবে শীঘ্র তার মস্ত ॥
 পরে শিরে হস্ত দিতে হৈল ধাবমান ।
 শিবের পশ্চাতে, শিব হৈলা ব্যস্থবান্ ॥
 বহুস্থান ভ্রমি গেলা বৈকুণ্ঠভুবনে ।
 তাহা বিনাশিলা হরি করিয়া মোহনে ॥
 রাবণেরে দিলা বল পরাক্রম সম্ব ।
 কৈলাস-চালনে সেই হইল প্রবর্ত ॥
 শ্রীরাম-রূপেতে তারে বধি ভগবান্ ।
 সঙ্কট হইতে শিবে করিলেন ত্রাণ ॥
 বাক্যরূপামৃতে তাঁরে হবিত করিলা ।
 মমতুল্য তিরস্কার তাঁরে নাহি দিলা ॥
 আপনার অন্তরঙ্গ সন্তুষ্টি-নিচয় ।
 তাহাতে হইয়া বশ কৃষ্ণ অতিশয় ॥
 শিবের মহাশ্রয় ভব-বিস্তার-কারণ ।
 শ্রীপরশুরাম-রূপে কৈলা আরাধন ॥
 সমুদ্রমহন-কালে কৃষ্ণচন্দ্র ছিল।
 তথাপিহ বিবভয় দূর না করিলা ॥
 শিবের মহাশ্রয় অতি করিতে থাপন ।
 প্রজাপতিগণ-দ্বারা কৈলা আনয়ন ॥
 ঘোর বিষ শিব-দ্বারা পান করাইলা ।
 কণ্ঠদেশে নীলবর্ণ শোভা অতি দিলা ॥
 অভিষিক্ত কৈলা মহামহিমার ধারে ।
 এই কথা স্রব্যক্ত নাহিক কোথাকারে ? ॥
 রুদ্র-বিষয়েতে হরি দয়ালু হয়েন ।
 সকল পুরাণ গান সর্বত্র করেন ॥
 তুমিও জানহ ইহা—করনা স্মরণ ।
 আর সুবিস্তর ইহা কি কব কথন ॥
 যতপি শ্রীকৃষ্ণা রজোগুণে অবতার ।
 সৃষ্টিকর্তা—যার মুখে বেদের প্রচার ॥
 তথাপি শ্রীকৃষ্ণভক্তিরঙ্গ-সুধায় ।
 দেহ তিঁহ তেঁই হেন করেন বিনয় ॥
 শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তির এই গুণ সর্বদায় ।
 অস্ত্র হৈতে দীনবোধ আপনা করায় ॥
 এত শুনি নারদ গুরুরে প্রণমিয়া ।

কৈলাস-গমন-হেতু উজ্জত হইয়া ॥
 এত দেখি নারদে কহেন ব্রহ্মা পুনঃ—।
 ওহে বৎস পুত্র ! আরো কহি কিছু শুন—॥
 ভক্তিতে কুবের পুরে করি আরাধনে ।
 বশীভূত করিলেক রুদ্রে যত্নমনে ॥
 ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যেই কৈলাস পৰ্বত ।
 কুবেরের অধিকার তাহাতে সর্বতঃ ॥
 দৈশান-পালক-রূপে বসেন দৈশান ।
 উমার সহিত—অন্ন-বিভব-সম্মান ॥
 কশ্যপাদি-আমাদের ভক্তি-বশীভূত ।
 কৃষ্ণ ভগবান্ যেন হইয়া প্রস্তুত ॥
 নমলোকে আর স্বর্গাদিতে নিবসেন ।
 উচিত লীলায় কৈলাসে—শিব তেন ॥
 কিন্তু যেই শিবলোক হয়েত উপরি ।
 বায়ুপুরাণের মতে কহিয়ে বিস্তারি—॥
 পৃথিবীর আনরণ ঘেঁই সম্ভ হয় ।
 তাহার বাহিরে মহাদেব-লোক রয় ।
 ব্রহ্মাণ্ডের মত নহে কদাপি নম্বর ।
 আনন্দের পরিপাকরূপ নিত্যতর ॥
 মায়িক নহেত—সত্যরূপ সর্বদায় ।
 শিবের উক্তম ভক্তে সেই লোক পায় ।
 সমান-মহিমা-শোভা-যুক্ত পরিবার ।
 গণে পরিবৃত—অতি ঐশ্বর্য্য-বিস্তার ॥
 ব্রহ্ম-চামরাদি অলঙ্কারেতে শোভিত ।
 দীপ্তিমান আছেন শ্রীউমার সহিত ॥
 নিজ ইষ্টদেবতা শ্রীদেব সঙ্করণ ।
 পুজিয়া না করে কিবা অভ্যুতারণ ॥
 শ্রীকৃষ্ণাবতার শিবে তুমি শুদ্ধভক্ত ।
 অতএব তথা যাইবারে হও শক্ত ॥
 গমন করিয়া তথা করহ আশ্রয় ।
 সাক্ষাতে দেখিবে কৃষ্ণ-কৃপা যেন হয় ॥
 এইমত শ্রীনারদ হইয়া শিক্ষিত ।
 শিব কৃষ্ণ গান মূনি করি প্রদ্বাষিত ॥
 কোতুকে শ্রীশিবলোকে করিলা গমন ।
 লোকশিক্ষা লাগি মূনি আনন্দিতমন ॥
 শ্রীল-সনাতন-পদে করিয়া প্রণাম ।
 শ্রীজয়গোবিন্দ দ্বাস মাগে প্রেমধাম ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎকৃপাভর-নির্দ্বারথণ্ডে

দিব্যো নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥

এত শুনি নারদ শুক্রে প্রণমিয়া ।
কৈলাস-গমন-হেতু উদ্ভূত হইয়া ॥
এত দেখি নারদে কহেন ব্রহ্মা পুনঃ—।
ওহে বৎস পুত্র । আরো কহি কিছু শুন—।
ভক্তিতে কুবের পূর্বে করি আরাধনে ।
বশীভূত করিলেক রুদ্রে বসুধনে ॥
ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যেই কৈলাস পর্বত ।
কুবেরের অধিকার তাহাতে সর্বতঃ ॥
ঈশান-পালক-রূপে বসেন ঈশান ।
উমার সহিত—অন্ন-বিত্ত-সম্মান ॥
কশ্যপাদি-আমাদের ভক্তি-বশীভূত ।
কৃষ্ণ ভগবান্ যেন হইয়া প্রস্তুত ॥
মন্ডলোকে আর স্বর্গাদিতে নিবসেন ।
উচিত লীলায় কৈলাসেতে শিব ভেন ॥
কিন্তু যেই শিবলোক হয়েত উপরি ।
বায়ুপুত্রের মতে কহিয়ে বিস্তারি—।
পৃথিবীর আবরণ দেই সপ্ত হয় ।
তাহার বাহিরে মহাদেব-লোক রয় ॥
ব্রহ্মাণ্ডের মত নহে কদাপি নব্বয় ।
আনন্দের পরিণাকরূপ নিত্যতর ॥

মায়িক নহেত—সত্যরূপ সর্বদায় ।
শিবের উত্তম ভক্তে সেই লোক পায় ॥
সম্মান-মহিলা-শোভা-যুক্ত পরিবার-।
গণে পশ্চিবৃত্ত—অতি ঐশ্বর্য-বিস্তার ॥
ছত্র-চামরাদি অলঙ্কারেতে শোভিত ।
দীপ্তমান আছেন শ্রীউমার সহিত ॥
নিজ ইষ্টদেবতা শ্রীদেব সর্বধন ।
পূজিয়া না করে কিবা অভূতাচরণ ॥
শ্রীকৃষ্ণাবতার শিবে তুমি শুদ্ধভক্ত ।
অতএব তথা বাইবারে হও শক্ত ॥
গমন করিয়া তথা করহ আশ্রয় ।
সাক্ষাতে দেখিবে কৃষ্ণ-রূপা যেন হয় ॥
এইমত শ্রীনারদ হইয়া শিক্ষিত ।
শিব কৃষ্ণ গান মুন করি শ্রদ্ধাষিত ॥
কোতুকে শ্রীশিবলোকে করিয়া গমন ।
লোকশিক্ষা লাগি মুন আনন্দিভমন ॥
শ্রীল-সনাতন-পদে করিয়া প্রণাম ।
শ্রীজয়গোবিন্দ দাস যাগে প্রেমধাম ॥

হিতি শ্রীভাগবতমৃতে ভগবৎকৃপাভর-নির্দায়কণ্ডে
দ্বিঘো নাম দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয়ে তু শিবেনোক্তং স্বশাস্ত্রবৈকুণ্ঠবাসিন্ ॥

যথা কৃষ্ণকৃপাধিক্যং তেষাং প্রহ্লাদকে তথা ॥ • ॥

শ্রীনারদ শিবলোকে করিয়া গমন ।
দেখিলেন শিবে কৃষ্ণভাবিষ্ট-মন ॥
করিয়া সর্বধনদেবের অর্চন ।
করেন প্রেমের ভাবে নর্ত্তন-কীৰ্ত্তন ॥
নন্দীশ্বর-আদি নিজ পারিষদ-চয়ে ।
শ্রীতে জয়শব্দ গীত-বান্ধ বে করয়ে ॥
তাহাদের প্রতি শিব সন্তুষ্ট করেন ।
সাধু সাধু বলি ভূয়ঃ প্রশংসা করেন ॥
দেবী উমা শুনি পুন করতালী দেন ।
ঔহারে শ্রীমহাদেব প্রশংসা করেন ॥
কৃষ্ণের ভক্তাবতার—দেব ত্রিলোচন ।
ঔয় কার্য সদা—কৃষ্ণভক্তি-প্রবর্ত্তন ॥

ব্রহ্মাহ বচেন শ্রীকৃষ্ণের অবতার ।
ঔহা হৈতে শ্রীশিবের মহিমা বিস্তার ॥
নিজধর্মনিষ্ঠ শতশত জনে জীবৈ ।
আর বশিষ্ঠাদি মুন ব্রহ্মত পাইবৈ ॥
কিন্তু কোনকালে জীব শিবত্ব না পায় ।
এহেতু বাহ্যাত্মিক সর্বশাস্ত্রে গায় ॥
নারদ দেখিয়া শিবে অতি স্তুতন ।
বীণা বাজাইয়া ঔারে কৈলা প্রণমন ॥
'শ্রীকৃষ্ণের পরমাত্মগৃহীত আপনে ।'
মুহূর্মুহু এই কথা গায়েন তখনে ॥
ব্রহ্মার কথিত মহাদেবগুণগণ ।
স্মরণ করিয়া সব করিলা কীৰ্ত্তন ॥

মৃত্যোর পরেতে রুদ্র-পাদপদ্ম-মুনি - ।
 স্পর্শেছার নিকটে আইলা হস্ত তুলি ॥
 তবে রুদ্র—বৈষ্ণব বাহ্যর শ্রিয়ন্তর ।
 কৃষ্ণরসধার-পানে উন্নত বিস্তর ॥
 নারদোক্ত বাক্য নাহি করিয়া শ্রবণ ।
 সমাদরে শ্রবণ তাঁয়ে করেন তখন ॥
 আকর্ষিয়া আলিঙ্গন দিলা মুনিবরে ।
 ব্রহ্মপুত্র ! কি কহিলা ?—কহ ব্যক্ততরে ॥
 মৃত্যোর কোতুক ছাড়ি রুদ্র মহাশয় ।
 অন্ন শ্রিয়জনেতে আবৃত সে সময় ॥
 পার্শ্বতীর প্রাণনাথ বলি বীরাসনে ।
 রসে মগ্ন শ্রীবৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ-সম্ভাষণে ॥
 তবেত নারদমুনি অশ্রুতে হইলা ।
 রুদ্রবড়লক পটি প্রণাম করিলা ॥
 জগতের ঈশরূপ মহিমা প্রকাশ ।
 করিলেন শ্রবণে—বিবিধ নির্ঘাস ॥
 কৃষ্ণরূপা-সমূহের পাত্র মহাশয় ।
 ত্রিলোকবৈশ্যে যার তুল্য কেহ নাহি হয় ॥
 এতেক শুনিয়া সর্ববৈষ্ণবমুগ্ধত ।
 বিষ্ণুভক্তিপ্রবর্তক মহাদেব ধন ॥
 কর্ণ আচ্ছাদন করি দেব পুনঃপুন ।
 সক্রোধ কহেন—ওহে মুনিবর ! শুন ॥
 জগত-ঈশ্বর আমি নহি কদাচিত ।
 কৃষ্ণরূপাঙ্গ নহি হইয়ে নিশ্চিত ॥
 কেবল কৃষ্ণের দাস-দাসের বিস্তর ।
 অল্পগ্রহ কামনা করিয়ে নিরন্তর ॥
 এত শুনি নি হৈলা সন্তোষেতে মুক্ত ।
 কৃষ্ণে ঐক্য-স্তুতি আর না করিলা উক্ত ॥
 অপরাধী আপনারে মানি মুনিবর ।
 কহিতে লাগিলা কিছু বাক্য অন্নশ্বর— ॥
 বিষ্ণু আর বৈষ্ণবগণের সুমহিমা ।
 অত্যন্ত দুর্গম—আর নিগূঢ়ের লীলা ॥
 আপনি জানহ, আর বত জীবগণে ।
 জ্ঞাপন করাহ তুমি রূপালোকনে ॥
 এইহেতু বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ গুণিতর ।
 তব অল্পগ্রহ বাঞ্ছা করে নিরন্তর ॥
 শ্রীকৃষ্ণ আপনি তোমা প্রতি হৈয়া শ্রীত ।
 অধিক মহিমা তব করে বিভারিত ॥
 কত-বার কত-বার কত মুক্তি ধরি ।
 লৈলা কৃষ্ণ তন্ত্বে তোমা আরাধনা করি ॥
 একথা শুনিয়া শিব হইল লজ্জিত ।
 বৈষ্ণব করিবারে হৈলা অশক্ত নিশ্চিত ॥

‘আমার সে ধার্ট্য না কহিবা কদাচন’ ।
 এত কহি, শীঘ্রতর উঠিয়া তখন ॥
 দুইহস্তে নারদের মুখ আচ্ছাদন ।
 করিলেন মহাদেব হইয়া বিনন ॥
 ততঃপরে উচ্চৈঃস্বরে হৈয়া সবিস্ময় ।
 কহে—ওহে মুনি ! তাবি দেখহ বিষয় ॥
 প্রভুর লীলার যেই হয়ত বৈভব ।
 বিতর্কে না বোধ হয় তার এক-লব ॥
 বিচিত্র পরমাশ্চর্য্য বিবিধ গম্ভীর ।
 মহিমা-সমুদ্র মলীশ্বর প্রভু বীর ॥
 করিলেহ অপরাধ নানান প্রকারে ।
 না করেন কৃষ্ণদেব উপেক্ষা তাহারে ॥
 বরদান-আদি নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ।
 করিলাম অপরাধ নিজ প্রভু-পাশ ॥
 তথাপিহ ভাগ মোরে প্রভু না করিলা ।
 আদ্যাপি আপন ভক্তি আমাতে রাখিলা ॥
 কৃষ্ণভক্তিরসে-মগ্ন-শিব-পাদদ্বয় ।
 ধরিয়া আনন্দে মুনি শ্রবণ করয়— ॥
 নাহি হয় অপরাধ অচ্যুতে তোমার ।
 লোকদৃষ্টে যদি হয় কখনো প্রচার ॥
 তাহাও অচ্যুতে নাহি হয় সে প্রচার ।
 যেহেতু পরম শ্রিয় তুমি হও তাঁর ॥
 বাণরাজ নিজবাহুবলে অহঙ্কারী ।
 সাধুসকলের বহু উপদ্রবকারী ॥
 নিজকল্যা-উদ্বাস-সহ দেখি অনিরুদ্ধে ।
 মায়া প্রকাশিয়া যবে করিলেক ক্লেদে ॥
 গণসহ কৃষ্ণ আইলা করিতে উদ্ধার ।
 বহু যুদ্ধ কৈল বাণ সহিত তাঁহার ॥
 হতপ্রায় যখন হইল রাজা বাণ ।
 দেখিয়া আপনি তারে হর্যা রূপাবান্ ॥
 নিজভক্ত পুত্রতুল্য—পালিতে সে জন ।
 প্রাণরক্ষা-হেতু তার—হরির শ্রবণ ॥
 করিলা, তাহাতে রোব ভাজি সেইক্ষণে ।
 নিজ স্বরূপজ্ঞান করি প্রীতিমনে ॥
 তোমার পার্শ্বদ তারে করিলা শ্রীহরি ।
 দেবগণ বাহা নাহি পায় ভগ করি ॥
 গার্গ্য-আদি যেই বাদবাদি-দ্রোহকারী ।
 করিল সে নানামত ভগত ভোমারি ॥
 তাহাদিগে নিশ্চিহ্ন করিলা বরদান ।
 এইহেতু না হয় তব অপরাধ-ভাণ ॥
 গার্গ্যে বর দিলা—পুত্র ভোমার অগ্নিবে ।
 যজ্ঞকুল-তরোৎপন্ন সেই ভ করিবে ॥

বহুবলবান্ধী পুত্র হইবে তোমার ।
 এইমত বর নাহি দিলা প্রীতি তার ॥
 পার্শ্ব-ভিন্ন পাণ্ডবে জিনিবে একবার ।
 জয়দ্রথের বর দিলা এমত-প্রকার ॥
 পুত্রদক্ষিণে বর দিলা অগ্নি-অভিচার ।
 অত্রক্ষণ্য-প্রবোজিত ইষ্ট সাধিবার ॥
 এ আদি যে বর দিলা—বিশেষ তাহার ।
 শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে আছে প্রচার ॥
 চিত্রকেন্দু-আদি যেই বিচার-বিহীন ।
 শেবাদি-আশ্রিত—শিবতত্ত্বজ্ঞানে দীন ॥
 যতপি তোমার নিলা তাহারা করিল ।
 ভব কোপ তথাপি তাহাতে না হইল ॥
 তাঁহা হৈতে শ্রেষ্ঠত্বের বাঞ্ছা তুমি করি ।
 কৃষ্ণপ্রীতি লাগি পূজা করিলা বিস্তরি ॥
 চাতুর্ধ্যবিশেষে কৃষ্ণভক্ততাবিশেষে ।
 প্রার্থনা করিয়া বর লইলা অশেষে ॥
 ব্রহ্মাদির প্রার্থনীয় যেই মুক্তিদান ।
 তাতে অধিকার শ্রীল প্রভু ভগবান্ ॥
 দান কৈলা আপনারে আর ত দুর্গারে ।
 এহেতু কৃষ্ণের কৃপা তোমা প্রতি সারে ॥
 ব্রহ্মাদি দেবের যেই দুপ্রাপ্য আশ্চর্য্য ।
 থাকিতেহ এতাদৃশ তোমার ঐশ্বর্য্য ॥
 আর আশ্চর্য্য সব করি অনাদর ।
 অবধূত-মত বিষ্ণুতাবিষ্টতর ॥
 মহা-উদ্যাদিত-জ্ঞান হইয়া দিগম্বর ।
 কেবা মৃত্য করে পত্নী-সহ-সহচর ॥
 কৃষ্ণভক্তিলম্পটতা—মহিমা অদ্ভুত ।
 তোমার হইল আজি যোর অল্পভূত ॥
 কৃষ্ণের পংম প্রিয় নিত্য সে আপনি ।
 ইহার সন্দেহ মাত্র আর নাহি গণি ॥
 কৃষ্ণের নিঃশেষে কৃপা তোমাতে যে হয় ।
 আর কি কহিব—তাহা কখন-অভায় ॥
 তোমার প্রসাদে দশ-প্রচৈতানিগণ ।
 পাইল কৃষ্ণের প্রিয় প্রেমাস্পদ ধন ॥
 জনশ্রুতি-আদি পার্কীর্তীরে প্রসাদেতে ।
 হইল কৃষ্ণের প্রিয়—খ্যাত পুরাণেতে ॥
 যশোদায় গভজাত যেই মহামায়া ।
 তাঁর সহ অভেদ—অধিকা ভব জায়া ॥
 কৃষ্ণের ভগিনী গ্রিহ—স্নেহপাত্র হন ।
 তাতে আশ্রয়াম তুমি না কর ভ্রম ॥
 বিচিত্র কৃষ্ণের যেই নামসংকীৰ্ত্তন ।
 আর লীলাকথার উৎসবে সৰ্ব্বক্ষণ ॥

এই পার্কীর্তীর করি সম্ভোষিত মন ।
 বিষ্ণুভক্ত-সদাস্থ করহ তজন ॥
 নারদ হইতে হৈল যবে এত উক্ত ।
 স্বভূতিশ্রবণে শিব হৈয়া লক্ষ্যায়ুক্ত ॥
 বৈষ্ণবসকলমধ্যে শিব শ্রেষ্ঠতর ।
 বিষ্ণুভক্ত নারদেরে কহেন উত্তর—॥
 অহো মহৎকষ্ট—আর কি কব বচন ।
 ত্যক্ত-সৰ্ব-অভিমান হে ব্রহ্মনন্দন ! ॥
 অভিমান-সকলের মূল—কোথা আমি ।
 কৃষ্ণভক্ত সৰ্ব-অভিমানগণ-স্বামী ॥
 অতএব কৃষ্ণধন আমার সধন ।
 কদাপিহ নাহি হয় ঘটন নির্বন্ধ ॥
 'লোকের ঈশ্বর জ্ঞানদাতা আর জ্ঞানী ।
 স্বয়ং মুক্ত মুক্তিপ্রদ আপনাকে মানি ॥
 বিষ্ণুভক্ত ভক্তিপ্রদ—শ্রেষ্ঠ কৃপাপাত্র ।
 শ্রীকৃষ্ণস্বয়ং আমি হই প্রিয়মাত্র ॥
 ইত্যাদিক বত অহঙ্কারেতে আবৃত ।
 মহা-অভিমानी আমি—কি কব বিবৃত ॥
 অতএব শ্রীকৃষ্ণের কৃপার লক্ষণ ।
 আমাতে কিঞ্চিৎ নাহি—কি কব কখন ॥
 সকলের গ্রাসকারী যোর মহাকাল ।
 সমাগত হবে যবে অত্যন্ত বিশাল ॥
 অশেষ জগতজন-সংহার-স্বরূপ ।
 নিজ প্রয়োজন যেই তমসাদি রূপ ॥
 আমাদের যে দুঃখদুঃস্বাদন করিয়া ।
 লক্ষ্যায়ুক্ত হইতেছি এখনো ভাবিয়া ॥
 পরম উপেক্ষা তাঁর আশ্রিতে বিশেষ ।
 যতপি থাকিত যোর কৃষ্ণকৃপালেশ ॥
 যবে কৃষ্ণ পারিজাত করিলা হরণ ।
 তবে কি আমার সহ হইত সে মণ ॥
 আর অনিচ্ছ যবে উবার সহিত ।
 চৌর্য্যেতে মিলিলা, বাণ হইয়া জাপিত— ॥
 বাক্সিলা তাঁহারে, কৃষ্ণসহ সেইক্ষণে— ।
 কদাপিহ না হইত আমার সে রণ ॥
 আমা দাসে করিত কি প্রভু আরাধন ।
 লোকে যেই পরমোপহাসের কারণ ॥
 কিসা তাঁর বনে ছিল গুচ ক্রোধতর ।
 সেহেতু আমার কৈল আরাধনতর ॥
 তাহাতে সঙ্কোচ যোরে করিলা প্রদান ।
 যদ্বারা পরম দুঃখ হৈল উপাদান ॥
 এহেতু যে বহবার বর বহুতর ।
 আমাহৈতে করিলেন গ্রহণ বিস্তর ॥

ভাৱা নহে কুপার লক্ষণ মুনি ! শুন— ।
 সেই শ্রেষ্ঠ উপেকার জ্ঞাপক নিপুণ ॥
 ইহাতে দেখহ মম অপরাধগণ ।
 ক্ষমা নাহি করেন গোবিন্দ কদাচন ॥
 আর যবে নমুচি-নামেতে মহান্বয় ।
 ত্রিভুবন অধিকার করিল প্রচুর ॥
 ইচ্ছাদির তাপ দেখি ব্রহ্মা-সহ আমি ।
 ক্ষীরোদের তীরে স্ববিলাস লক্ষীস্বামী ॥
 তবে দেব অনুরেয়ে অনাচারী করি ।
 মারিবার তরে কহিলেন মমোপরি— ॥
 কলিত আগম তুমি করি তাহা-ধারে ।
 আমা হৈতে বিমুখ করহ সবাকারে ॥
 থাকিলে আমার প্রতি কৃষ্ণকুপালেশ ।
 না করিতা আমা প্রতি এমন আদেশ ॥
 আমাদের মুক্তিদানে অধিকার হয় ।
 তুমি যে কহিলা মুনি ! হৈয়া কষ্টাশয় ॥
 সে অতি দারুণ—ভক্তিবিরোধী কারণ ।
 বাহার শ্রবণে দুঃখী হয় ভক্তগণ ॥
 এইহেতু শ্রীকৃষ্ণের রূপায় আশ্রয় ।
 কদাচ আমারে নাহি জানিহ নারদ ! ॥
 হে কৃষ্ণপাৰ্শ্ব শ্রেষ্ঠ !—কি কহিব আর ।
 বৈকুণ্ঠবাসির প্রতি তাঁর রূপা সার ॥
 তৃণতুল্য সকল বাহারা ভাগ করি ।
 আরাধনা করিলা ভক্তিহীন প্রিয় হরি ॥
 সাধনপ্রভাবে ধর্ম-অর্থ-কাম-মুক্তি ।
 অপিমাদিসিদ্ধি হৈল উপস্থিত মুক্তি ॥
 গ্রহণ থাকুক দূরে, হৈয়া ভক্তিপর ।
 চক্ষুশ্রবণকটাক্ষেতে না কৈলা আদর ॥
 সচ্চিদানন্দরূপ বৈকুণ্ঠ—জ্ঞাতাতীত ।
 নিত্য সত্য ধাম—সব-ভয়-বিবর্জিত ॥
 ভ্যস্ত-সর্ব-অভিমান সেই ভক্তগণ ।
 সেই নিত্য বৈকুণ্ঠেতে করিলা গমন ॥
 সে-স্থলে সচ্চিদানন্দ-দেহ যেই সব ।
 স্বীকার না করে প্রাপ্ত পরম-বৈভব ॥
 অনারাসপ্রাপ্ত মুক্তি স্বীকার না করে ।
 ভগবান-সহিত সন্তোষেতে বিহরে ॥
 হরির ভক্তিহীন সদা সঙ্কট-মানস ।
 ভাহাদের সুখময় সব দিগ দশ ॥
 কর্মজ্ঞানাসক্তি-বিয় হইতে ব্রহ্মণ ।
 করেন ভক্তিরে আত্মকল্যাণে বর্জন ॥
 সর্ববিধ হৈতে ব্রহ্ম করে ভক্তগণে ।
 বাড়ায়েন ভক্তি—উদ্বীপন-সম্পাদনে ॥

নিজেক্ষার সর্বদ্রোহে করেন গমন ।
 নাহি হন কর্ম-বশীভূত কদাচন ॥
 এমত যতাপি হয় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ।
 তবে কেন ব্রহ্ম-হংস-তুকারি বিশ্রাম ? ॥
 এই আশঙ্কায় কহে—মুক্তসকলগণে ।
 উপহাস করেন ব্রহ্মাদি-যোনি ধরে ॥
 অর্থাৎ ভজন-মহান্বয় করি ত্যাগ ।
 অতি তুচ্ছ মুক্তিহেতু কিহেতু অত্যাগ ? ॥
 এই মনে করি—ধরি ব্রহ্মাদি-শরীর ।
 ভজন করেন হরিপদাযুক্ত ধীর ॥
 কমলা-সেবিত নিত্য শ্রীপাদকমল ।
 সাক্ষাৎ করেন হরিদর্শন বিমল ॥
 করেন সে নিত্য ক্রীড়া হরির সহিত ।
 আমরা দেখিয়ে ভাগ্যোদয়ে কদাচিত ॥
 এহেতু তাঁহারা কৃষ্ণকুপার বিষয় ।
 অধিক জানিহ—ইথে নাহিক সংশয় ॥
 কৈকুণ্ঠলোকেতে নিত্য তদীয় সকলে ।
 হরির যতেক রূপা আছয়ে বিমলে ॥
 হেন রূপা কোন স্থানে নাহি কারো'পর ।
 যাতে মহাহর্ষেতে অপ্রাপ্ত নিরন্তর ॥
 সংকীর্ণন-দ্রব্য-গীত-পরিচর্যাচিত্তে ।
 প্রেমভক্তি বিনা অস্ত নাহি কদাচিত্তে ॥
 আশ্রয় পরমানন্দ-রসসিদ্ধ তাঁর ।
 মহিমা অদ্ভুত—সাধ্য কার বর্গিবার ॥
 স্বীয়-স্বরূপামৃত-ব্রহ্মানন্দ যেই ।
 যে কণার অর্ধ-অংশে সম নহে সেই ॥
 সেই ত বৈকুণ্ঠ, আর তদীয় সকল ।
 আর বৈকুণ্ঠের যত বস্তু সুনির্মল ॥
 সকল কৃষ্ণের পাদপদ্মের আশ্রয় ।
 পরম প্রেমের অমুকম্পিত সে হয় ॥
 আমা হ'তে অধিক তাদৃশ রূপাপাত্র ।
 শ্রীবৈকুণ্ঠনিবাসিসকল জানি মাত্র ॥
 সর্ববিলক্ষণ মহা-উৎকর্ষ-বিষয় ।
 বাহাদের মাহাত্ম্য বর্ণন নাহি হয় ॥
 পঞ্চভূত-দেহ—মর্ত্যালোকবাসী যেবা ।
 কৃষ্ণভক্তিরসিক করয়ে কৃষ্ণসেবা ॥
 তাঁহারা হ'তে হন শ্রেষ্ঠতর ।
 মমস্ত হরেন আমাসভার বিস্তর ॥
 শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্মে অর্পিভাষ্ময়ন ।
 মর্ত্যালোকবাসী যেই হন ভক্তগণ ॥
 কৃষ্ণপ্রেম-লাভ-আশে করিলা ভ্যজন— ।
 অর্থ ধন জন পুত্র বলয়ে জীবন ॥

ইহলোক-সুখ, আর ধন-উপার্জন।
 পরলোক-সুখভোগ স্বর্গ-আচরণ ॥
 সাধ্য-সাধনাদি করি যত কাণ্ড হয়।
 কিছুতে নাহিক বাহ্য যাত্র সমুদয় ॥
 জাতি-বর্ণ-আশ্রমের যেই স্বর্গাচার।
 তাহার অধীন নহে,—অতিক্রান্ত তার ॥
 জন্মের গ্রহণ যেইকালে জীব করে।
 দেহ-ঋষি-পিতৃ-ঋণে বদ্ধ হয় নরে ॥
 বস্ত্রে দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ অধ্যয়নে।
 মুক্ত হয় পিতৃ-ঋণে—পুত্র-উৎপাদনে ॥
 যদি এই তিন ঋণে নির্মুক্ত না হয়।
 একারণ বেদমার্গ-অতিক্রান্ত রয় ॥
 হরিপাদপদ্ম-ভক্তিবলে ত নিশ্চয়।
 ঋণত্ব-আদি হৈতে সে অরুণোত্তম ॥
 এমতে ভক্তের কর্মে নহে অধিকার।
 পাপাধির অভাবেতে—ভয় নাহি তার ॥
 বিষ্ণুসাক্ষপাদি কিছু বাহ্য নাহি করে।
 তাঁর ভক্তিরসেতে লম্পট যেই নরে ॥
 ব্রহ্মলোক-আদি যেই বিষয়ের ভোগ।
 নির্বাণের সুখ-আদি মানে হের-যোগ ॥
 স্বর্গ-মুক্তি-নরকেতে দেখয়ে সমান।
 তাঁরা মোর বড় প্রিয়—যেন ভগবান্ ॥
 সেই সব ভক্তসহ আমার মিলন।
 পরম প্রার্থনা আমি করি সর্বক্ষণ ॥
 সেই সব ভক্তের হয় যেই স্থানে স্থিতি।
 সে-ই সে বৈকুণ্ঠলোক—নিঃসংশয় ইতি ॥
 কৃষ্ণভক্তি-সুধাপানে হইয়া উন্নত।
 দেহ-দৈহিকাদি কার্য-বিস্মরণ-তত্ত্ব ॥
 মর্ত্যলোকবাসিতত্ত্বগণের স্বরূপ।
 প্রাকৃতিক দেহেতে সচ্চিদানন্দরূপ ॥
 মর্ত্যলোকে যতপি সকল সিদ্ধি হয়।
 বৈকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠবাসী কিবা প্রাণা রয় ? ॥
 কহিছেন এ লাগি—সাক্ষাৎ ক্রীড়া সব।
 বিষ্ণুসহ হয় ত বৈকুণ্ঠে অনুভব ॥
 চিন্তে আবির্ভাব ধ্যানে হয় কলাচিত।
 অন্তর্দান হৈলে ভক্ত হয় ত দুঃখিত ॥
 বিচিত্র-বিনাস লক্ষীকান্তের সহিত।
 শ্রীবৈকুণ্ঠলোক বিনা না হয় বিদিত ॥
 অতএব বৈকুণ্ঠনিবাসি-ভক্তগণ।
 কৃষ্ণে পরম প্রিয়—দয়াবান্ হন ॥
 অপ্রাপ্ত-বৈকুণ্ঠ বিষ্ণুভক্ত বড় মন।
 তাহা হৈতে আর আশা হৈতে প্রেরিত ॥

ততঃপর পার্শ্বতী স্ব-স্বামির কথিত।
 মহালক্ষ্মীদেবীর মায়া-বিবর্জিত ॥
 শুনিয়া সহিতে নাহি পারিয়া পার্শ্বতী।
 ক্রোধ করি কহিছেন নারদের প্রতি—॥
 তার মধ্যে বিশেষ শ্রীলক্ষ্মীদেবী হন।
 'হরিপ্রিয়া'-নাম ঈশ্বর প্রসিদ্ধ ভুবন ॥
 যতক বৈকুণ্ঠবাসী, বৈকুণ্ঠে যে আর।
 সকলের দৈবরী—নিশ্চিত শুন সাব ॥
 ঈহার কটাক্ষপাত হৈলে উপপত্তি।
 লোকপাল ইন্দ্রাদির হয় ত সম্পত্তি ॥
 জীবন্ত-তত্ত্বজ্ঞান, আর হরিভক্তি।
 ভোগ-মোক্ষাদিতে যেবা হয় ত বিরক্তি ॥
 হইলে ঈহার অনুগ্রহ সুপ্রকাশে।
 হয় ত জীবের শীঘ্র সিদ্ধ অনাগ্রাসে ॥
 ভোমরা সকলে ভজমান সমাদরে।
 সমুদ্রমন্ধানকালে হিহ হেলা করে ॥
 আত্মারাম পূর্ণকাম নিরপেক্ষ-মন।
 হরি করি আরাধন করিলা বরণ ॥
 সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর চাকলা।
 জগতের মধ্যে আছে সর্বত্র প্রাণল্যা ॥
 তিহ মহালক্ষ্মীর হয়েন অবতার।
 সে চাকলাদোষ কিবা ক্রিহাতে প্রচার ? ॥
 এই অশঙ্ক্য কহিছেন—হিরমতি।
 হরি-বক্ষে মনোহরে করেন বসতি ॥
 যেই-যেই অবতার করেন শ্রীহরি।
 লক্ষ্মী সহাবিনী তাঁর হন অবতারি ॥
 নিরন্তর সর্বত্র হরির সহ রমা।
 পতিব্রতাসকলের হয়েন উত্তমা ॥
 এতক শুনিয়া মুনি পরম হর্ষিত।
 বিবশ হইলা—মন অত্যন্ত কোষিত ॥
 সেইকালে পৃথিবীতে কৃষ্ণ-অবতার।
 স্বরূপে নানা লীলা করেন প্রচার ॥
 তাহা বিস্মরণ মুনি হইয়া তখনে।
 হইলেন উত্তম শ্রীবৈকুণ্ঠগমনে ॥
 'জয় শ্রীকমলাকান্ত হৈ বৈকুণ্ঠপতি ।।
 জয় শ্রীবৈকুণ্ঠবাসী, বৈকুণ্ঠ জয়তি ॥
 জয় কৃষ্ণপ্রিয়া পদ্মা—বৈকুণ্ঠাবধারী' ॥
 এইবাক্য শ্রুনিবর কহে উচ্চ করি ॥
 করিবারে মহালক্ষ্মীদেবীর স্তবন।
 বৈকুণ্ঠে গমন লাগি উঠিলা তখন ॥
 বুঝিয়া শ্রীমহাদেব হরি শ্রুনিবরে।
 নিবেশি বৈকুণ্ঠগতি কহিছেন পরে—॥

কৃষ্ণের পরম-প্রিয়জন-আলোকন—।
 ওৎসুক্যেতে বিনাশিত তোমার স্বরণ ॥
 সেই মহালক্ষ্মী, আর শ্রীহরি আপনে ।
 ভূমে দ্বারকার বৈসে—নাহি কি স্বরণে ? ॥
 মহালক্ষ্মী দেবী স্বয়ং হয়েন ক্রিয়ণী ।
 স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ বিরাজেন তিনি ॥
 শ্রীবামন-নিকটে দেব্যাদি লক্ষ্মী ধারা ।
 এই মহালক্ষ্মীর হয়েন অংশ তাঁরা ॥
 পরিপূর্ণ মহালক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণিণী ।
 নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণপাদভূমিবেষিণী ॥
 সেইহেতু বৈকুণ্ঠে গমন ত্যাগ কর ।
 এই স্থানে ক্ষণকাল বৈস মুনিবর ! ॥
 অত্যন্ত রহস্য তব কর্ণেতে কহিব ।
 অনেকের মধ্যে কথা নাহি প্রকাশিব ॥
 মহালক্ষ্মী হৈতে প্রিয় কৃষ্ণের কহিব ।
 তাহে তাঁর প্রিয়সখী পার্শ্বতী কহিব ॥
 অতএব তোমারে কহিব সংগোপনে ।
 শ্রদ্ধা করি মুনিবর ! শুন একমনে ॥
 তব তাত ব্রহ্মা, আমি, গুরুভাদি সার ।
 বৈকুণ্ঠপার্বদ যত, মহালক্ষ্মী আর ॥
 সকল হইতে কৃষ্ণভক্ত প্রিয়ভর—।
 প্রভাদ হয়েন খ্যাত জগত-ভিতর ॥
 ভগবৎচেন কিবা হৈলা বিস্মরণ ।
 শ্রীমদ্ভাগবতে যাহা কৈলা অব্যয়ন ? ॥

তথাহি (ভাঃ ১ । ৪ । ৬৪) ভগবৎকাম—
 নাহমাস্ত্রানমাশাসে মন্তৈঃ সাধুভির্বিদা ।
 প্রিয়কাত্যস্তিকৌ ব্রহ্মন বেদাঃ গতিরহং পরা । * ॥
 বাহাদের আমি সে পরমগতিময় ।
 বিনা সেই মম সাধু-ভক্ত-সমুদয় ॥
 আপনার শ্রীমুষ্টিরে না করি বাঞ্ছন ।
 মহালক্ষ্মীদেবীরেহ,—এ কৃষ্ণবচন ॥
 হে নারদ । শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ যেই ।
 আমি-ব্রহ্মাদি-দেবের জগৎহেতু সেই ॥
 নিজভক্তসকলের আহ্বাদকারক ।
 অনির্বাচ্য যে সৌন্দর্য-সাধুর্য-ধারণক ॥
 ভক্তগণ হৈতে হেন শ্রীমুষ্টি আপন ।
 আদরের বিষয় কৃষ্ণের নাহি হন ॥
 সে সব ভক্তের স্তব করিতে কে শক্ত ।
 সেই-সব-মধ্যেতে প্রভাদ প্রিয় ভক্ত ॥
 সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ কহিলা আপনি—।
 ‘সর্বভক্তগণমধ্যে প্রেষ্ঠ তোরা গণি ॥

তথাচ সপ্তমঙ্ক (ভাঃ ৭ । ১০ । ২১)—
 ভবন্তি পুরুষা লোকে মন্তজাভামহুভতাঃ ।
 ভবায়ে খলু ভক্তানাং সর্বেষাং প্রতিকরণক্ । * ॥
 শ্রীমুখে শ্রীপ্রভাদের করিলা ব্যাখ্যান ।
 অতএব হয়েন অন্তর্ক্য-ভাগ্যবান্ ॥
 আমি-ব্রহ্মা-আদি করি, মহালক্ষ্মী আর ।
 সর্বহৈতে প্রেষ্ঠমত সৌভাগ্য তাঁহার ॥
 হিরণ্যকশিপু যবে হৈল বিদারণ ।
 যার প্রতি যত কুপা—বিদিত তখন ॥
 প্রভাদের প্রতি অতি সম্ভাষ-অন্তর ।
 হইলা উদ্যত দিতে বিষ্ণু মুক্তি-বর ॥
 চাহিয়া নিলেন ভক্তি পুনঃপুনর্কার ।
 সেই প্রভাদেয়ে আমি করি নমস্কার ॥
 দেবভাগ্যের স্বর্গ, দৈত্যের পাতাল ।
 ব্রহ্মাকৃত এ নিয়ম আছে সর্বকাল ॥
 বলি তাহা লাজ্জ কৈল স্বর্গ অধিকার ।
 গুরু নিদেশ নাহি করে অধীকার ॥
 আপনার বাক্য সত্য করিবার তরে ।
 শ্রীবামনে তিনপদ-ভূমি দান করে ॥
 সেই কলে বিষ্ণু কিবা দ্বারপালে তার ।
 সত্য বস্তু না মিলে অসত্য হৈতে কার ॥
 না করিলা মোর স্তবে বাণের রক্ষণ ।
 কেবল সে প্রভাদের সম্বলক্ষণ ॥
 কি আর মহাশ্য তাঁর কহিব বিস্তরি ।
 প্রিয়সখী লক্ষ্মীর আছেন এথা গৌরী ॥
 লক্ষ্মী হৈতে প্রভাদের স্তনিলে মহিমা ।
 হইবেক তাঁমার সে ক্রোধের অসীমা ॥
 অতএব সংক্ষেপেতে হইল কথিত ।
 প্রভাদের মহাশ্য পরম স্মৃতিস্থিত ॥
 গর্ভস্থ ছিলেন যবে প্রভাদ, তখন ।
 তব উপদেশে ভক্তি করিলা গ্রহণ ॥
 তথাপি তাঁহার সহ হৈলে তব সঙ্গ ।
 অত্যন্ত পাইবে সুখ—প্রকৃষ্ণিত অঙ্গ ॥
 অতএব স্মৃতলেতে করিলা গমন ।
 প্রভাদেয়ে আশীর্বাদ করিবে বর্জন ॥
 আপনি প্রথমে তাঁরে করি আলিঙ্গন ।
 আলিঙ্গন আবার কহিবে ভক্তক্ষেণ ॥
 এমন সম্মানে কেন না কর প্রণতি ।
 এই আশঙ্ক্য কহিছেন গৌরীপতি—॥
 প্রভাদ হয়েন প্রেষ্ঠ সম্মান-আবহে ।
 আমাদের শ্রণন-স্বজন নাহি গৃহে ॥

শ্রীকৃষ্ণভাগবতামৃত

এহেতু অসাধনান না হবে কখন ।
 তাঁর সহ যদি কর সুখ-ইচ্ছা মন ।
 তোমার প্রণাম-শ্রবণে মনে হুঃখ হবে ।

আলাপ-দর্শনে সুখ নাহি পাবে তবে ।
 শ্রীল সনাতনগোস্বামীর পদে আশ ।
 চাহে তজ্জি শ্রীজয়গোবিন্দ বন্দনাস ।

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎকৃপাতর-নির্দ্ধারখণ্ডে
 প্রপঞ্চাতীতো নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থে স্বয়ং মাহাত্ম্যমাক্ষিপ্যোক্তং হনুমতঃ ।

প্রহ্লাদেন যথা তদ্বৎ পাণ্ডবানাং হনুমতা ॥ * ॥

এই সব বৃত্তান্ত শ্রীশিবমুখে শুনি ।
 প্রহ্লাদ-দর্শনে হৈলা সকৌতুক মনি ॥
 মন-রূপ-বাহনেতে করি আরোহণ ।
 অতিশীঘ্র সূতলেতে করিলা গমন ॥
 ধাবমান আশ্চর্য্যস্তিক-ব্যগ্রযুক্ত মন ।
 অম্বরের গুরে হৈলা প্রবিষ্ট তখন ॥
 হরিপাদপদ্ম-ধ্যানে প্রেমাগন্ত-মন ।
 শ্রীবৈষ্ণবগণশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ সজ্জন ॥
 ধ্যানেতে দেখিয়া শ্রীনারদ-আগমন ।
 দূরে হৈতে উঠিয়া করিলা প্রণমন ॥
 অতিযত্নে বসাইয়া কাঠের আগনে ।
 পূর্ব্বমত নানাবিধ করিলা পূজনে ॥
 সেই পূজা পরিহরি সংশ্রম-অন্তরে ।
 ছুনয়নে অশ্রুধারা বর্ষে হর্ষভরে ॥
 আলিঙ্গন দিয়া প্রহ্লাদে মনিবর ।
 কহিতে লাগিল কিছু প্রহ্লাদে সম্বর— ॥
 কৃষ্ণকৃপাসমূহের পাত্র সে আপনি ।
 দেখিলাম বহুদিন-অন্তরে এখনি ॥
 প্রমাগ-অবধি যত ক্রমণের শ্রম ।
 এতদিনে সফল হইল অল্পক্ৰম ॥
 বালা হৈতে বিমুক্তা শ্রীকৃষ্ণতজ্জি যার ।
 জন্মিল,—নাছিল পুং কুত্রাপি প্রচার ॥
 ভব পিতা বহু কৈল যারণ-উপার ।
 উপদ্রববিষরূপ দারুণ, তাহায় ॥
 কিছুই তোমার নাহি করিবারে পারে ।
 বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠের বিয় নাহি কোথাকারে ॥
 ভব ভক্তি প্রভাবেতে যত দৈত্যগণ ।
 হৈল ভাগবত—করি দর্শন-দর্শন ॥

কৃষ্ণেতে আবিষ্ট—উন্মত্তের তুল্য কণে ।
 করি নৃত্য গীত কম্প হাত সে রোদনে ॥
 জন্ম-মরণাদি একবিংশতিপ্রকারে ।
 ঙ্গারশাস্ত্র-উক্ত যেই দুঃখ এ সংসারে ॥
 সেই সব হৈতে লোকে করিয়া উদ্ধার ।
 ভক্তি বিস্তারিয়া দিল হর্ষ সবাঁকায় ॥
 বৃষ্টিংহক্ৰপেতে কৃষ্ণ সমুদ্রের তীরে ।
 আবিভূত হইয়া তোমারে ক্রোড়ে করে ॥
 মাতার সমান স্নেহ করি তোমা'পর ।
 করিলেন নানাবিধ লালন বিস্তর ॥
 ব্রহ্মা-শিব-আদি করিলেন বহু স্তব ।
 কোপ সম্বরণ ভব না হৈল সম্ভব ॥
 লক্ষ্মী স্তব করিলেন অনেকপ্রকার ।
 তাঁর প্রতি নাহি হ'লে আদর-প্রচার ॥
 ব্রহ্মার প্রাধনে তুমি পাদপদ্মমূলে ।
 পতিত হইলা,—স্বরং প্রভু তোমা তুলে ॥
 হস্তপদ্ম তোমার মন্তকোপরি ধরি ।
 চাটিতে লাগিল অঙ্গ কুপায় বৃহরি ॥
 ব্রহ্মাদির প্রার্থনীর মুক্তিপদ বারে ।
 অত্যন্ত আগ্রহে হরি লাগিলা দিবারে ॥
 ভথাপি তাহায়ে তুমি হেলে ভ্যাগ করি ।
 হরিভক্তি জন্মেজন্মে বর নিলা বরি ॥
 শ্রীসুগিহস্তবে তুমি করিলা কামনা— ।
 ভক্তি-প্রবর্তনে উদ্ধারিবে জগজনা ॥
 তাহ দেখি প্রভুপ্রীতি—পৈতৃক স্বরাজ্য ।
 স্বীকার করিয়া বিজ্ঞান-পরকার্য্য ॥
 একদিন তুমি দেখিবারে নারায়ণ ।
 নৈমিষারণ্যেতে যবে করিলা পয়ন ॥

তথায় দেখিলা এক ঝাপরূপ নর ।
 তপস্বির বেশ—কিন্তু হস্তে ধনুঃপর ।
 বিরুদ্ধ-আচার-বেশ দেখিয়া তাঁহার ।
 জানিলা আপনে তাহে দাস্তিক-আকার ॥
 ‘অবজ্ঞা জিনিব’ বলি প্রতিজ্ঞা করিয়া ।
 মহাযুদ্ধ তাঁর সহ করিলা যাইয়া ॥
 জিনিতে অশক্ত হৈয়া প্রাতে একদিন ।
 পুজিলা নিজেইদেব—ভক্তিতে প্রবীণ ॥
 ইষ্টদেব যেই মালা কৈলা সমর্পণ ।
 নিজযোদ্ধা-বন্ধ-স্থলে করিয়া দর্শন ॥
 সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণ-জ্ঞান করি তাঁরে ।
 সন্তোষিলা শ্রব করি বিবিধ-প্রকারে ॥
 তবে ভগবান্ করি শ্রীহস্তস্পর্শন ।
 দূর করিলেন তবে যত শ্রমগণ ॥
 কহিলেন—তোমা হৈতে আমি পরাজিত ।
 বামনপুরাণে ইহা আছে কথিত ॥
 এইমত শ্রীনারদ অনেক কহিলা ।
 হরিতত্ত্বসিঙ্গারবে নিমগ্ন হইলা ॥
 হরির প্রিয় সেবক হর্ষে মৃত্যু করে ।
 জিনিহু জিনিহু যোরা’ কহে উঠেঃস্বরে ॥
 হে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ! তুমি জিনিলা কি কব ।
 জিনিলা শ্রীমুকুন্দে বলি—পৌত্র তব ॥
 তোমার প্রসাদে বলি আপনার ঘারে ।
 রাখিল মুকুন্দে সবা নিজভক্তিঘারে ॥
 দক্ষাদিয় শাপ যেই আছে আমা’পর— ।
 ‘একস্থলে বাস নাহি হবে নিরন্তর’ ॥
 সেই শাপে পরাভব করি, অভাবধি ।
 এইস্থানে নিবাস করিব নিরবধি ॥
 প্রভাষ আপন শ্রাবা না পারি সহিতে ।
 অবনত-বদন হইলা লজ্জাযিতে ॥
 গৌরব-হেতুক করি নারদে প্রণাম ।
 অল্পস্বরে কহিতে লাগিলা গুণধাম - ॥
 ওহে গুরো ভগবান্ ! নিবেদি কি আর ।
 আপনি দেখুন সর্ব করিয়া বিচার ॥
 বাল্যকালে ব্যক্ত জ্ঞান না হয় সম্ভব ।
 কৃষ্ণভক্তি কি প্রকারে হইবে প্রভব ? ॥
 সাধু-গুরু-উপদেশ হইলে বিধান ।
 চতুর্দশকলে হয় অনাদর-জ্ঞান ॥
 ভক্তি-ভক্তগণের সুমাহাধ্যাক্ষিণেব ।
 বিজ্ঞানলক্ষণ যার জগ্নয়ে অশেষ ॥
 তাহার যে বিশ্ব হৈতে নাহি পদাভব ।
 দৈত্যশিশুগণে যেন উপদেশ সব ॥

সাধুগণ-মত—মৃত্যুমিত লদাচার ।
 আর্জুনকলের প্রতি দয়ার প্রচার ॥
 মোক্ষের অনঙ্গীকার, লোক-সন্তোষণ ।
 লোকসবপ্রতি কৃষ্ণভক্তিপ্রবর্তন ॥
 এই সব হরিতত্ত্বপ্রবর্ত-জন্যর ।
 মাহাধ্যাক্ষক নাহি হয় পুন তার ॥
 অমুগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের—পূর্বোক্ত ৬ কণে ।
 না করেন অমুমান যত সাধুজনে ॥
 বিষ্ণুসেবাসম্পত্তিসমূহযুক্ত নাথ । ।
 সেই কৃষ্ণকৃপা হয় সেবকের সাথ ॥
 হনুমান্-মত কোন সেবা নাহি করি ।
 বিদ্বাকুলচিত্তে দাত্ত শ্রয়ণ আচরি ॥
 সর্বোত্তমগণ-মধ্যে মুখ্য হয়—‘মন’ ।
 তাহার অর্পণ কৃষ্ণে কহিয়ে—‘শ্রয়ণ’ ॥
 ভক্তগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠ—শ্রয়ণ যে করে ।
 এ আশঙ্কা উঠাইয়ে, করেন উত্তরে— ॥
 লয়-বিক্ষেপাদি-বিস্তে ব্যাকুলত মন ।
 বিদ্বাকুলচিত্তে নাহি হয় ত শ্রয়ণ ॥
 ‘শ্রয়ণ চিত্তের ধর্ম, —বিদ্বাকুল চিত্ত ।
 এহেতু ‘শ্রয়ণ’ মুখ্য নাহি হয় উক্ত ॥
 প্রাশংসা করিহ—কৃষ্ণ-লালন আচারে ।
 মায়াবাদী বেদান্তী—‘মায়িক’ কহে তারে ।
 ভক্তিমার্গরত কহে—লীলার চরিত ।
 অতএব নহে সেই কৃপা ত নিশ্চিত ॥
 হরির সহজ যেই বাৎসল্যের ভাব ।
 সেই লালনাদি হয় তাহার স্বভাব ॥
 কহিতেছ আপনারা তত্ত্বাভিজ্ঞজন ।
 কিন্তু আমি স্বপ্নতুল্য করিয়ে মানন ॥
 যতপিও সত্য সেই হয় ত লালন ।
 কণকাল-হেতু নহে করুণালক্ষণ ॥
 প্রভুর প্রসাদ—ভক্তে চিত্তা-সেবা-দান ।
 নহে লালনাদি,—ইহা সাধুর ব্যাখ্যান ॥
 হনুমান্-প্রভৃতিকে যেন সেবাদান ।
 করিলেন, তেন নহে কৃত্রিম বিধান ॥
 হিরণ্যকশিপুবধ-আদি লীলা সব ।
 শ্রীমুসিংহদেব যাহা করিলা প্রভব ॥
 আশা প্রতি অমুগ্রহ না হৈল বিদিত ।
 সে লীলার হেতু কহি, শুনহ নিশ্চিত— ॥
 নিজভক্ত-দেবগণে করিতে রক্ষণ ।
 আর জয়-বিজয়-পার্বন-বিযোচন ॥
 ব্রহ্মা-গনকাদির করিতে সত্য কথা ।
 দেখাইতে নিজভক্তি-মাহাধ্যাক্ষ সর্বথা ॥

অবতীর্ণ হইয়া মুসিংহ ভগবান্ ।
 করিলা বিবিধ লীলা—বহু আখ্যান ॥
 পরমাকিঞ্চনশ্রেষ্ঠ যবে ভগবান্ ।
 আশা প্রাপ্তি রাজ্য-অধিকার কৈলা দান ॥
 আনিলাম তখন নিশ্চয় আমি সার—।
 কৃপালেশ মোর প্রতি নাহিক তাঁহার ॥
 যার প্রতি অনুগ্রহ করে নারায়ণ ।
 অল্পে-অল্পে তার ধন করেন হরণ ॥
 এ সব প্রমাণ দেখ আছে ভাগবতে ।
 অতএব মোরে কৃপা নাহি কোনমতে ॥
 দেখহ আমার রাজ্যসম্বন্ধকারণ ।
 বন্ধু-ভৃত্য-আদি-সহ সঙ্গ সৰ্বক্ষণ ॥
 সে লাগিয়া গেল মোর দূরেতে ভজন ।
 ধিক্-ধিক্ আমারে—যে না করি রোদন ॥
 অস্তথা অনুরজাতিস্বভাবে আমার ।
 বদরিকাক্রমে রণ প্রভু-সহকার ॥
 হইত কি, ইহাতেই বৃথ অশুভবে ।
 হরিকৃপালেশ নাহি আমাতে সম্ভবে ॥
 বিনা ভক্তি আশ্রিত-উপদেশময়-।
 দুপাণ্ডিত্যপূর্ণ-দেহ অশুর-সঙ্কর ॥
 তাহাদের সঙ্গহেতু না কৈল গমন ।
 ভক্তিরসহীন-শুদ্ধজ্ঞানাত্ম এখন ॥
 এই হেতু শুদ্ধভক্তি আমাতে কোথায় ।
 যাহা হৈতে প্রভুর করুণা ব্যক্ত পায় ॥
 যার বংশোদ্ভব বাণ—অনেক দৌরাভ্যা ।
 করিল, তাহাতে কোথা ভক্তির মাহাত্ম্য ॥
 বলির নিরোধ হেতু হরি দ্বারে তার ।
 থাকেন, নহে ত তাহা কৃপার বিস্তার ॥
 এখন কোথায় তিহ—না জানি সন্ধান ।
 কদাচিত্তি ভাগ্যে দেখা দেন ভগবান্ ॥
 বলি জিনিবারে যবে আইল রাবণ ।
 পদাঙ্গুষ্ঠে ভগবান্ কৈলা উচ্চাটন ॥
 বলির রক্ষার হেতু তাহা কৃপা নয় ।
 স্বায়মাল্যে গতিকেতে তাহা হয় ॥
 কুশস্থলী-রক্ষক কুশাদি দৈত্যগণ ।
 দিলেক অনেক হুঃখ করি দুষ্টপন ॥
 তাহাতে খেদিত হইলা দুর্কাসা বিশেষ ।
 আপনি নারদ তারে দিল উপদেশ—॥
 সংপ্রাপ্তি স্মৃতলে বলি-দ্বারে ভগবান্ ।
 শ্রীকৃষ্ণাদেব হরি আছে বর্তমান ॥
 দর্শন পাইবে শীঘ্র করহ প্রস্থানে ।
 ইথে হৈল দুর্কাসার বিশ্বাস-বিধানে ॥

সেইহেতু দুর্কাসা আগিয়া বলিদ্বারে ।
 পাইল শ্রীগদাধরপদে দেখিবারে ॥
 ভগবৎপ্রাপ্তির ইচ্ছা—উৎকর্ষাসিহিত ।
 যেই স্থলে যে জনের হয় প্রকাশিত ॥
 সেই স্থলে সেই জন পায় ত দর্শন ।
 অস্তথা কোথায় বাস নহে কোন ক্ষণ ॥
 প্রকটরূপেতে দ্বারে যদি সৰ্বক্ষণ ।
 নিবাস করেন এথা প্রভু নারায়ণ ॥
 তবে কি শ্রীপীতাম্বরে করিতে দর্শন ।
 আমিহ নৈমিষারণে করিয়ে গমন ॥
 আপনার প্রসাদে সে সকল বিদিত ।
 আমারে শ্রীহরিকৃপা যে হৈল নিশ্চিত ॥
 নব ভক্তগণে যেই হরিকৃপাভর ।
 তাহা হৈতে আশা প্রতি কৃপা অল্পতর ॥
 নির্হেতুক করুণায় দ্রবীভূত-মন ।।
 আপনি উদ্দেশ দিলা দয়ার কারণ ॥
 যতক আমার আছে অসৌভাগ্যগণ ।
 বিস্তারিয়া কি করিব তার নিরূপণ ॥
 যতপি কিঞ্চিৎ কহি করি অনুভব ।
 শশিষ্য-বাৎসল্য-হেতু হবে হুঃখ তব ॥
 কিংপুরুষবর্ষে যে আছেন হনুমান্ ।
 তাঁর প্রতি হরিকৃপা দেখ বিচক্ষমান ॥
 ওহে ভগবান্ গুরো ! কর অবধান ।
 আমার পিতার বধ করিতে নিদান ॥
 শ্রীমুসিংহদেব প্রভু কৈলা অবতার ।
 কার্য সমাপিয়া অন্তর্দ্বান হৈল তাঁর ॥
 অভিলাষ ভরি না পাইল দেখিবারে ।
 সেইমত স্বপ্নতুল্য সমুদ্রের ধারে ॥
 মহাভাগ্য হনুমান্—সেবাসুখ তাঁর ।
 অনেক সহস্রবর্ষ নির্বিকল্পপ্রকার ॥
 করিলেন অনুভব পরম-আনন্দে ।
 শ্রীরামচন্দ্রের থাকি সমীপে স্বচ্ছন্দে ॥
 বাল্যে অতিবলী জন্মমাত্র হনুমান্ ।
 উদয়কালেতে সূর্য দেখি বিচক্ষমান ॥
 রক্তবর্ণ-পঙ্কতাল-জ্ঞানে খাইবারে ।
 ৬ ম্ফ দিরা উপরে গেলেন ধরিবারে ॥
 সূর্য্যরক্ষাহেতু ইন্দ্র বজ্রের প্রহার ।
 মারিলা হনুতে, মুচ্ছা হইল তাঁহার ॥
 পড়িলেন ভূমিতলে,—এমত দেখিয়া ।
 বায়ুদেব পুত্রশোকে পীড়িত হইয়া ॥
 ত্রিলোকের বায়ু সব নিরোধ করিলা ।
 তাহে ত্রিলোকের লোক প্রাণেতে পীড়িলা ॥

ঐতেক দেবিয়া ব্রহ্ম-আদি দেবগণ ।
 আসি হনুমান্ স্নহ করিলা তখন ॥
 জরামৃত্যুবিবিক্ত বর কৈলা দান ।
 রহিত-অশেষ-জ্ঞাস শ্রীল হনুমান্ ॥
 ব্রহ্মচর্যানিষ্ঠ সৎশাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞাতা ।
 মহাকবি মহাবীর মহাবুদ্ধদাতা ॥
 দান-ধর্ম-যুদ্ধ-পরে বীরত্বকারক ।
 শ্রীরত্নপতির অসাধারণ সেবক ॥
 প্রভুর আজ্ঞায় সীতা-উদ্দেশ-কারণ ।
 হেলায় লজ্জিলা সিদ্ধ শতৈক-ধোজন ॥
 রাবণপুরেতে সীতা স্নহঃখিত-মন ।
 পবননন্দন তাঁরে কৈলা আশ্বাসন ॥
 বৈরি-রাবণাদি-রাক্ষসের সম্বন্ধক ।
 লঙ্কাদাহকারী আর দুর্গপ্রভঞ্জন ॥
 লইয়াসী তার বার্তা শ্রীরামে কহিলা ।
 তাহে গাঢ় আভিমন প্রভুর পাইলা ॥
 কিঙ্কিঙ্ক। হইতে সিদ্ধতীর-আগমনে ।
 পুষ্টে করি রামচন্দ্রে করিল বহনে ॥
 সূর্য্যের আভপ পুষ্টে কৈল আচ্ছাদন ।
 শ্বেত-ছত্র-বসতি হইল শোভন ॥
 মহাপৃষ্ঠ স্তম্ভময় আসন-সমান ।
 অগ্রগামী সেতুবন্ধক্ৰিয়া-বিশ্রামন ॥
 রঘুনাথপাদপদ্মে আনি বিভীষণে ।
 মিলাইলা বর্ণিরা তাঁহার গুণগণে ॥
 রাক্ষসগণের বল-বিনাশকারক ।
 যবে যুদ্ধরজনীতে হইল দুঃশক ॥
 রাবণের অমোঘ শূলেতে শ্রীলক্ষ্মণ ।
 ব্রহ্মব্যাক্য-সত্য-লাগি হইলা মোহন ॥
 সূর্য্যেণ-বৈতের বাক্যে অয়ং হনুমান্ ।
 ছয়মাসের পথ সে করিলা প্রস্থান ॥
 গিয়া গন্ধমাদনে—গন্ধর্বে করি জয় ।
 মায়িলেন্ কালনেমি রাক্ষস দুর্জয় ॥
 উপাডিয়া পুরুতে আনিলা শিরে করি ।
 বিশল্যকরণী হৈল প্রাপ্ত তার'পরি ॥
 তাহাতে পাইলা প্রাণ ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
 নিজস্থানে গিরি পুন করিলা স্থাপন ॥
 হর্ষদাতা রামচন্দ্রে-লক্ষ্মণ-সহিত ।
 ইন্দ্রজিতবধে হৈলা বাহন শোভিত ॥
 লক্ষ্মণদেবের জয় কৈলা সঙ্গাদান ।
 মহাবৃদ্ধি-পরাক্রম সংকীর্তিবর্ধন ॥
 ইন্দ্রজিত-রাবণাদি অতি বলবান্ ।
 তাহাদের বধে কৈলা যজ্ঞপ্ৰদান ॥

রাবণবিনাশকারি-শ্রীরঘুনাথের ।
 বাঢ়াইলা সাধুকীর্তি মধ্যে-ত্রিলোকের ॥
 রাবণবধের কথা কহিয়া সীতারে ।
 আনিলেন শ্রীরামের নিকটে তাঁহারে ॥
 তাহাতে শ্রীসীতানেবী অত্যন্ত হর্ষিতা ।
 হইলেন হনুমান-উপরে নিশ্চিতা ॥
 অযোধ্যায় রামচন্দ্রে হইলে ভূপতি ।
 পাইলেন প্রসন্নতা-সমূহ স্মৃতি ॥
 জানকী দিলেন আপনার কণ্ঠহার ।
 নিশ্চলা-বিশুদ্ধভক্তি পাইলেন আর ॥
 আপন প্রভুর আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ ।
 কিংপুরুষবার্ষে করিলেন নিরসন ॥
 প্রভুর বিরহ নাহি পায়ে সাহবारे ।
 তথাপি প্রভুর আজ্ঞা রহে তথাকারে ॥
 আশ্রিত-আদি কিংপুরুষাচার্য্য বস ।
 রামচন্দ্রে-গুণ-লীলা গায় অবিরত ॥
 তাহাদের মুখে শুনি স্বয়ং করি গান ।
 ধারণ কবেন অতি কষ্টে নিজপ্রাণ ॥
 শ্রীরামচন্দ্রের মুক্তি আছে সেই স্থান ॥
 সত্য করেন তাঁর সেবার বিধান ।
 পুরুষমত আছেন নিকটে শোভমান ।
 প্রসিদ্ধ আছেই ষাঁর দ্বাশে হনুমান্ ॥

তথাহি—

ঐবিক্ষেপঃ শ্রবণে পরীক্ষিতভবদেবায়াসকিঃ কীর্ত্তনে,
 প্রহ্লাদঃ শরণে তদজি জ্ঞানে লক্ষ্মীঃ পুংঃ পুজনে ।
 অক্রুরবভিবন্দনে কপিপতির্দ্বাত্তেথ সখেহজ্ঞানঃ,
 সর্ব্ববাস্তবনিবেশনে বলিরত্নভূতিঃ কথং বর্ণ্যতে ॥০

ইহাতে প্রসিদ্ধ ষাঁর আছেই মহিমা ।
 অতএব দেখ তাঁরে কৃষ্ণকৃপাসীমা ॥
 আপন প্রিয় বিনা লক্ষ-মুক্তি-আশ ।
 না করিলা বিনা বিফলদাত্ত-অভিলাষ ॥
 ভক্তিময়-দেহ—পরিপূর্ণ গুণগ্রাম ।
 সেই হনুমানে আমি করিয়ে প্রণাম ॥
 আমি হৈতে অসংখ্য মাহাত্ম্য বহুতর ।
 জানেন তাঁহার সে আপনি মূনিবর ॥
 অতএব কিংপুরুষে করিয়া গমন ।
 আমোদ পাইবে তাঁরে করিলে দর্শন ॥
 এত শুনি 'অহো ভদ্র অহো ভদ্র' বলি ।
 আসন হইতে মূনি আলোড় উঠিল্লী ॥
 আকাশপার্শ্বগেতে তবে করিলা গমন ।
 উপস্থিত কিংপুরুষবার্ষেতে তখন ॥

দেখিলেন হনুমানে শ্রীরাব-চরণে ।
 সাক্ষাৎ প্রভুরে জানি করেন অর্চনে— ॥
 বস্ত্রবস্ত্র বিচিত্রেতে,—ছাড়ি মুক্তিজন ।
 স্বয়ং ভগবান্ এই হন বিভূষান ॥
 সঙ্কীর্ণাঙ্গি গায় রসায়ন রামায়ণ ।
 তুনি পূলকান্দ-কম্প সঙ্কীর্ণব্যাপন ॥
 দিব্য হৈতে দিব্য গন্ত-পন্ত স্থানির্মিত ।
 আর বেদ-পুরাণাদিবর্ভা করি গীত ॥
 করেন শ্রবন হর্ষে দণ্ডবৎ প্রণতি ।
 দেখিয়া নারদ উচৈ কহে কষ্টমতি— ॥
 জয় রঘুনাথ জয় শ্রীজানকীকান্ত ।
 জয় শ্রীলক্ষ্মণগ্রজ জয় মুক্তি শান্ত ॥
 নিজ-ইষ্টদেব-স্বামি-শ্রীনামকীর্তন ।
 তুনি হনুমান্ হৈলা হর্ষবৃন্ত-মন ॥
 লক্ষ্যগতি দিয়া আসি গগনে তখন ।
 কঠে ধরি নারদেয়ে দিলা আলিঙ্গন ॥
 আকাশে থাকিয়া হর্ষে করেন নর্তন ।
 কপীশের প্রেমাক্ষধারার সম্মার্জন ॥
 করিয়া, শ্রীরামচন্দ্রপ্রেমে পরিপূর্ণ ।
 উচৈঃস্বরে শ্রীনারদ কহে কিছু তুর্ণ—
 ওহে হনুমান্! সত্য হইল বিদিত ।
 হরির পরম প্রিয় তুমিহ নিশ্চিত ॥
 অত আমি হই নাম হরিপ্রিয়জন ।
 করিলাম যেহেতুক তোমাকে দর্শন ॥
 ক্ষণে সুস্থ হৈয়া রঘুবীরকে প্রণাম ।
 আনিলেন করিতে মূনিরে নিজ-ধাম ॥
 করিলা প্রণাম তত্র শ্রীরামচরণে ।
 হনুমান্ যত্নে তাঁরে বসাল্যা আসনে ॥
 কম্প-বেদ-পুলকান্দ-গমগদে বিস্তার ।
 প্রেমজ-সম্পত্তি ব্যক্ত শরীরে তাঁহার ॥
 কেবল হস্তেতে বীণা আছে মাত্র তাঁর ।
 বাজাইতে অশক্ত, কহেন কিছু আর— ॥
 সত্যসত্য নিশ্চিত আপনি হনুমান্! ।
 হরিকৃপাসমূহের নিরূপম স্থান ॥
 অহো বহুপ্রভু হরেন নিরন্তর ।
 যিহ চিত্র-ভজনের অমৃতসাগর ॥
 দাস সখা বাহন আসন ধ্বজ ছত্র ।
 বিতান বাজন স্তম্ভিকারী মন্ত্রী তত্র ॥
 চিকিৎসক যোদ্ধাপতি উত্তম সহায় ॥
 মহাকীর্ত্তিগণ-বিবর্দ্ধন হন তার ॥
 রামচন্দ্রপদে সমর্পিত-আত্ম-মন ।
 পরমপ্রসাদস্থান মহাশয় হন ॥

প্রভুর সংকীর্ত্তিকথা-পরম-জীবন ।
 সবভক্তগণের আনন্দ-বিবর্দ্ধন ॥
 গল্পডাদি হইতে পরম শ্রেষ্ঠতর ।
 অহো আপনি বিস্তৃত ভক্তিম্যান্ পর ॥
 চতুর্ভাগ-আদি করি শ্রবণ বত জানি ।
 সেবাসুখ হইতে অল্প অধিক না মানি ॥
 ভক্তগণপ্রমোদিনী কথা মহন্তরে ।
 কহিলা শ্রীরামচন্দ্রে উদারশেখরে ॥
 তথাহি—
 ভববদ্ধছিদে তর্কো ন্যহয়ামি ন যুক্তয়ে ।
 ভবান্ প্রভুহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে ॥
 ভববদ্ধচ্ছেদকারি-মুক্তির নিমিত্তে ।
 কদাপিহ আমি ইচ্ছা নাহি করি চিন্তে ॥
 ‘আপনি প্রভু, সে আমি দাস’—এই কথা ।
 যে মুক্তিপ্রসঙ্গে লোপ হয় ত সর্বথা ॥
 তবে হনুমান্ প্রভুপাদপঙ্কজের ।
 কঙ্কণাবিশেষরূপ-শ্রবণ-কাঠের ॥
 প্রজ্জলিত প্রভুপাদবিরহ-আনলে ।
 সন্তপ্ত শোকেতে আর্ত কান্দেন বিকলে ॥
 করিলেন শাস্ত মূনি কহি নানামতি ।
 পরে কিছু কহিতে লাগিলা কপিপতি— ॥
 রামচন্দ্র-পাদপদ্ম হৈতে আমি হীন ।
 অতএব দেখ আমি সম নাহি দীন ॥
 করাইয়া নিষ্ঠুরতা তাঁহার শ্রবণ ।
 মূনিপ্রভ! কেন যোরে করাহ রোদন ॥
 যত্নপি হইব আমি সেবক তাঁহার ।
 তবে ইথে করিবেন কেন পরিহার ॥
 সুগ্রীব-অঙ্গদ-আদি নিজপ্রিয়জন ।
 অধোধ্যবাসিরে লৈলা পার্শ্বেতে আপন ॥
 পরিভাগ আমারে করিলা গীতাপতি ।
 ইহাতে দুর্ভাগ্য মোর কর অবগতি ॥
 সেবা-সৌভাগ্যে প্রভুর যে কৃপা আমাতে ।
 স্নিগ্ধ আপনারা অহুমান কর যাতে ॥
 ইবে অবতীর্ণ প্রভু মথুরানগরে ।
 প্রকটিলো নিঃশেষা-বিতবের বরে ॥
 মহায়া শ্রীধৃষ্টিগণ-আদি পাণ্ডুগণে ।
 করিলেন অহুগ্রহ শ্রীপ্রভু যেমনে ॥
 তার এক অংশ সহ তুলনা না হয় ।
 আমি প্রতি অহুগ্রহ—তন মহাশয়! ॥
 স্বর্গের-মহাগিরি-স্বয়ং-সহিত ।
 না হয় মুক্তিকাকণ-তুলনা নিশ্চিত ॥

বাল্যকাল হইতে সে পাণ্ডবের গণে ।
 বিষদানাদি আপদ করিয়া প্রেরণে ॥
 ধৈর্য্য ধর্ম্ম যশোজ্ঞান তস্তি সপ্রণয় ।
 দেখাইলা সকলেরে প্রভু মহাশয় ॥
 নৈবা পাণ্ডবগণে বিপদ কোথায় ।
 যাহাদের শ্রীগোবিন্দ সতত সহায় ॥
 সারথ্য সন্তত-পার্শ্ববর্ত্তিত্ব সে আর ।
 রাজসূরপ্রভৃতিতে সেবন-প্রকার ॥
 মন্থণাশ্রয়ান আর দূরত্বকরণ ।
 রাত্রে বীরাগনে খজাহস্তে জাগরণ ॥
 পশ্চাতে গমন আর স্তম্ভি-প্রণয়ন ।
 আপনি করিলা যাহা বিগে নারায়ণ ॥
 হইয়া স্নেহেতে প্রভু সকাঁতর-মন ।
 তাহাদের কিবা নাহি করে আচরণ ॥
 সেবা সখা প্রিয়ত্ব—মিশ্রিত পরস্পর ।
 নাহি দ্বীপ্তি পায় এক-বিনা অন্তর ॥
 যাহাদের প্রতি কৃপা করি নিরন্তরে ।
 নিবাস করেন প্রভু হস্তিনানগরে ॥
 তাহে হৈল মহাবিগণের তপোবন ।
 কিবা তপস্কার ফলদাতা সে ভুবন ॥
 কপীশেঃ উক্ত তবে শ্রীনারায়ণ ।
 কৃষ্ণপ্রিয়তমের মাহাত্ম্যকথা শুনি ॥
 কৃষ্ণপাদপঙ্কজে লালস গুরুতর ।
 সন্তত ষারকাবাসে রসিক অন্তর ॥
 কথা-মধ্যে মধ্যে উঠিউঠি বারবার ।
 অভ্যস্ত করিলা বৃত্তা সহিত হৃদয় ॥
 হনুমান পাণ্ডবমাহাত্ম্যকথারসে ।
 হইলেন অতিশয় নিমগ্ন-মানসে ॥
 বাঢ়িল মূনির মৃত্যে আনন্দবিশেষ ।
 না নাচিয়া কহিলা প্রোক্ত কথা শেষ— ॥
 পাণ্ডবগণের যে আপদ সব হয় ।
 সুসেবিত মহন্তম তাহারা নিশ্চয় ॥
 যে সব আপদ কৃষ্ণে কারায়া ত্যজন— ॥
 অন্ত কর্ম্ম অশেষ—সম্ভাস্ত করি মন ॥
 শীঘ্রতর আনি কৃষ্ণ করায় মিলন ।
 তাহাদের সম্পদ কে করিবে বর্ণন ? ॥
 হনুমান পরম-আনন্দাবেশ-মনে ।
 পাণ্ডবে সাক্ষাৎ জানি করে সন্মোহনে— ॥
 অর প্রেমপরাধীন পাণ্ডবকুমার ।।
 ‘ইহ কৃষ্ণ ভগদীশ’—না করি বিচার ॥
 সাধুর আচার হাড়ি প্রভুরে আবার ।
 নিরোজন কর দোহ্যসারথে প্রকার ॥

প্রেলবিবশেতে ছাড়ি বিচার-আচার ।
 করুন পাণ্ডবগণ হেন ব্যবহার ॥
 ভগবান্ কেন তাহা করেন স্বীকার ? ।
 এই আশঙ্কাঃ কহে উত্তর তাহার— ॥
 ওহে পাণ্ডব । তোমরা জানহ নিশ্চিত ।
 মহামন্ত্র কিবা মহৌষধি লোকাভীত ॥
 পরমমোহন-কৃষ্ণ-বিমোহনকাী ।
 তাহাতেই বশীভূত হৈলা গদাধারী ॥
 এত কহি হনুমান্ মুনিসহকারে ।
 লক্ষ দিয়াদিয়া নাচি কহে বারেকারে— ॥
 অহো ভক্তগণচিন্তাকর্ষক-চেষ্টিত ! ।
 মহাপ্রভো : কুরুহ-সমূহ-নিজিত । ॥
 সারথ্যাদি কর্ম্ম—যেই কর্তব্য । না হয় ।
 তাহাও করহ তুমি প্রভু মহাশয় । ॥
 পাণ্ডবমধ্যেতে যারা কুদ্বীগত-জাতা ।
 তাহার মধ্যম ভীম—হয় মম ভ্রাতা ॥
 বয়েসে কনিষ্ঠ, কিন্তু শ্রেষ্ঠ গুণবান্ ।
 তাহার সম্বন্ধে আমি অতি ভাগ্যবান্ ॥
 করিলেন মহাপ্রভু অর্জুনের প্রতি ।
 ভগিনীদানাদিসাথে অমুগ্রহ অতি ॥
 তাঁহার রথের ধ্বজ—প্রিয়তম তার ।
 আমার সমান যার হয় ত আকার ॥
 প্রিয়তম প্রভুর যে সব ভক্তগণ ।
 তাঁহারা প্রসন্ন নাহি হন বতক্ষণ ॥
 দাস্তসেবা কদাচন সিদ্ধ নাহি হয় ।
 ককণাও প্রভুর কদাপি না ফলয় ॥
 ওহে ভাগবতশ্রেষ্ঠ প্রভুপ্রিয়তর ! ।
 মহিমা কহিব আমি কি আর বিস্তর ॥
 আমাদের তথাকারে গমন উচিত ।
 দর্শন আশ্রয় লয়া হয় সুবিহিত ॥
 অবোধ্যাতে পূর্ব্ব প্রভু যেই সব জীলা ।
 অতি গূঢ় সুরহস্ত নাহি প্রকাশিলা ॥
 সেই সব জীলাগণ অভ্যস্ত আশ্চর্য্য ।
 বিচিত্র বাধ্যুর্বা আর পরম ঐশ্বর্য্য ॥
 ব্রহ্ম-রুদ্র-আদি দেব ভর্কিতে না পারে ।
 ভক্তসকলের ভক্তি হয় ত বিস্তারে ॥
 যথুরার অংশ ষারকাতে এইক্ষেণে ।
 করেন প্রকাশ প্রভু আনন্দিতমনে ॥
 নারদ কহেন—কি কহিলা—‘অবোধ্যায়’ ? ।
 বৈকুণ্ঠেও সেইসব জীলা নাহি ভায় ॥
 অন্তএব উঠিউঠ শীঘ্র সেই হানে ।
 ওহে সখা ! দুইজনে করিয়ে প্রয়াণে ॥

ততঃ পরে হনুমান্ দৈর্ঘ্যের সাগর ।
 কণেক নিবাস ত্যজি কহেন উত্তর ॥
 গমনে তাদৃশাকাঙ্ক্ষ হইল হৃদয়ে ।
 নারদের প্রেরণা তাহাতে মুহু হয়ে ॥
 তথাপি আপন পাতিব্রতভঙ্গভয়ে ।
 ৯) উঠিলা কপিপতি দৈর্ঘ্য-সমুচ্চয়ে ॥
 নারদের বাক্যে অনাদরে করি ভয় ।
 কণেক বিচারি মনে তখন কহয়— ॥
 শ্রীমন্নহাশ্রুত যে দর্শন-সেবন- ।
 নিমিত্তে মোদের তথা উচিত গমন ॥
 কিন্তু মহা-কারুণ্য-মাধুরী-রসভর ।
 পূর্ব হৈতে অধিক গম্ভীর নিরন্তর ॥
 বিচিত্র লীলার ভঙ্গী পরম-মোহিনী ।
 এইকণে প্রকাশিত করিলেন তিনি ॥
 অত্যন্ত অভিভূত যেই সব মূনিচর ।
 তাঁহাদের যাহে হয় ভয় অতিশয় ॥
 অহো ব্রহ্মা—আপনাদিগের বিহঁ তাত ॥
 লোকপিতামহ সৃষ্টিকর্তা অমৃতাত ॥
 বেদপ্রবর্তকাচার্য্য যে-লীলা-দর্শনে ।
 মুগ্ধ হইলেন বৎস-বালক-হরণে ॥
 অবজ্ঞা বানর আমাদিগের কা কথা ।
 তাহার বৃন্তান্ত তুমি জানহ সর্বথা ॥
 দ্বারকা'পরেতে প্রতি-বহিবীর ঘরে ।
 ভ্রমণ করিলে মোহ পাইয়া অস্তরে ॥
 তাঁরে দেখি যদি হয় মোহিত হৃদয় ।
 অতএব করি অপরাধ হৈতে ভয় ॥
 অনন্তভাবেক যেই সব দাসগণ ।
 তাঁদের পরমগতি—আপদে শরণ ॥
 শ্রুত বিচিত্র লীলা করিলে দর্শন ।
 প্রেমের সহিত ভক্তি করে বিবর্জন ॥
 যতাপিহ নিরন্তর হয় ত প্রকারে ।
 উপযুক্ত গমন আহার তথাকারে ॥
 তথাপি শ্রীরঘুনাথ-স্বরূপে আমার ।
 দৈবকীনন্দন বাড়াইলা প্রীতিসার ॥
 সহজ-অব্যাজ-করণায় মুহূ-মন ।
 কোটিল্যরহিতভাব-স্বভাবাক্ষণ ॥
 পূজ্যভূমদিগের আচারপ্রবর্তক ।
 কিবা শ্রেষ্ঠ-ধর্মের করেন প্রদর্শক ॥
 একপত্নীকৃতধর সর্বদা বিনয়ে ।
 লজ্জার বিনত শ্রীমদ্রূপায় হয়ে ॥
 অধোবিলোকন—নাহি দৃষ্টি ইতস্তত ॥
 জগন্তরজন-শীল-যুক্ত অবিরত ॥

অযোধ্যাপুরের পুরন্দর গুণভাজ ।
 মহারাজাগণের হয়েন অধিরাজ ॥
 শ্রীজানকী-লক্ষ্মণ-কর্তৃক নিবেশিত ।
 ভরতের জ্যেষ্ঠ, স্ত্রীবিবের প্রিয়হিত ॥
 কপিগণেশ্বর বিভীষণাশ্রিত হন ।
 হুত্বাংগহন্তে দশরথের নন্দন ॥
 কোশল্যাকুসার-রামে-শ্রীকৃষ্ণকপায় ।
 বাটিল আমার প্রীতি-ভক্তি অতি তায় ॥
 সেহেতু দৈবকীনন্দনের এই রূপ ।
 সাক্ষাত জানিয়ে সীতাপতির স্বরূপ ॥
 তাঁহার চরিতামৃত সদা করি পান ।
 নিবাস করিয়া আছি আমি এইস্থান ॥
 যবে কোন প্রয়োজন করি নিজচিত্তে ।
 কিম্বা মহা-করণায় সেবাসুখ দিতে ॥
 কিম্বা আশা প্রতি স্নেহে—প্রাণাধিক মম ।
 করাইতে দর্শন শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তম ॥
 করিবেন ঈশ্বর আমারে ত আহ্বান ।
 তবে আমি গমন করিব সেই স্থান ॥
 এই কথা নারদে কহিলা কপিপতি ।
 তাহার কারণ কিছু কর অবগতি— ॥
 ইহাতে প্রসিদ্ধ এক আছে ইতিহাস— ।
 একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণ করি বাস ॥
 গুরুড়ের অহঙ্কার করিতে ভঙ্গন ।
 করাইতে নিজপদে একান্ত দর্শন ॥
 দ্বারকাতে গুরুড় কহিলা ভগবান্— ।
 শুনায়া আমার আজ্ঞা—আন হনুমান্ ॥
 কিংপুরুষবর্ষে আসি গুরুড় তখন ।
 বীর হনুমান্ প্রতি কহিলা বচন— ॥
 যাবৎকাল করিছেন তোমায়ে আহ্বান ।
 গুরুড়ের আগমন কর হনুমান্ ! ॥
 শ্রীরামচরণপদে তাঁর ভক্তভর ।
 গুরুড়ের বাক্যে নাহি করিলা আদর ॥
 ক্রোধেতে গুরুড় বল করি ততক্ষণ ।
 কৃষ্ণপার্শ্বে আনিবারে করিলা গ্রহণ ॥
 লাসুল-অগ্রেতে হনুমান্ তবে ধরি ।
 কেলাইয়া দিলা গুরুড়েরে হেলা করি ॥
 বিহ্বল হইয়া পড়িলেন দ্বারকার ।
 হাসি ভগবান্ তবে কহিলেন তার— ॥
 'রঘুনাথ করিছেন তোমায়ে আহ্বান ।'
 এই কথা কহি এখা আন হনুমান্ ॥
 স্বয়ং ভগবান্ হৈলা শ্রীরাম-স্বরূপ ।
 বলরামে করিলেন শ্রীলক্ষ্মণ-রূপ ॥

সীতা-রূপ হৈতে সত্যতামা না পারিলা ।
 তাঁরে হাসি শ্রীকৃষ্ণদেবীরে কহিলা ॥
 তখন জানকী-রূপা কৃষ্ণদেবী হইলা ।
 তাঁহারে আপন বামভাগে বসাইলা ॥
 পুনর্বার গন্ধু আসিয়া হনুমানে ।
 কহিলা—শ্রীরামচন্দ্র করেন আহ্বানে ॥
 এত শুনি আনন্দেতে বিবশ হইয়া ।
 দেখিলা শ্রীরাম-রূপ ছারকা আসিয়া ॥
 ভক্তিতে অনেক স্তব করিলা সঙ্কর ।
 পাইলেন নিজাভীষ্ট বহুতর বর ॥
 এই অভিপ্রায়ে কহিলেন হনুমান— ।
 বাইব আমিহ কৃষ্ণ করিলে আহ্বান ॥
 তুমি অস্ত্র বাহ শীঘ্র পাণ্ডব-ভবনে ।
 নরাকৃতি পরং ব্রহ্ম করহ দর্শনে ॥
 পাণ্ডবগণের প্রেত স্বয়ং সুপ্রসঙ্গ ।
 মুনি-চিন্ত-বাক্য-অগোচর উপসঙ্গ ॥
 সৌন্দর্য-মাধুর্য-বৃদ্ধ মনোহরতর ;
 বহুবিধ লীলামধুরিমায় আকর ॥
 তাঁর বৃহৎ তথর পাণ্ডবের গণ ।
 কৃষ্ণাজায় গৃহস্থধর্ম্মেতে প্রবর্তন ॥
 সঙ্গাগরা পৃথিবীর রাজ্যকর্ম্মবৃত্ত ।
 জানিয়া না হবে তথা অপরাধ কৃত ॥
 তাহাদের কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবার ।
 ইহপরকাল কামে স্পৃহা নাহি ভার ॥
 পরমহংসগণের আচার্য্যসকল ।
 পূজা করে ঐহাদের চরণকমল ॥
 তাঁহাদের জ্যোতি—যুধিষ্ঠির মহাশয় ।
 শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়-হেতু সাক্ষ্যায় করয় ॥
 রাজস্বয়-অববোধ-আদি যজ্ঞ করি ।
 কৃষ্ণে সমর্পিয়া বহু বিবিধ আচরি ॥

সেই মহাপুণ্যার্জিত ভুলভ দেবেন্দ্র ।
 রাজ্যসম্পত্তি—অধিক হয় বর্ণনের ॥
 ত্রৈলোক্যব্যাপক সুনন্দন বশ আর ।
 অপর বিবর দেববাহনীর সার ॥
 বস্ত্রপি বিবর সর্বদোষাশ্রয় হয় ।
 কৃষ্ণে সমর্পণ কৈলে—সে অমৃতময় ॥
 কৃষ্ণের প্রসঙ্গ-হেতু জন্মিল বিবর ।
 কৃষ্ণে সমর্পণ করিয়াছে মহাশয় ॥
 সে-সব সম্পদ কোন প্রীতি জন্মাবারে ।
 পাণ্ডবরাজের কদাচন নাহি পারে ॥
 ক্ষুধারূপ-অগ্নিতে বিকল যেই জন ।
 বস্ত্রাদিতে তাহার নাহিক হয় মন ॥
 তেন কৃষ্ণপ্রোয়গ্নিতে অতি দক্ষমন ।
 বস্ত্র-মালা-চন্দন না হয় সন্তোষণ ॥
 অস্ত্র কিবা মহিষী শ্রীদ্রোপদী স্মরী ।
 তাদৃশ ভ্রাতর তাঁহার্জুন-আদি করি ॥
 দেহস্বক্কেতে নহে প্রিয় কদাচন ।
 হইলেও চতুর্ভুজফলের সাধন ॥
 কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেম-সম্বন্ধ-কারণ ।
 ভ্রাতা-পত্নী-পুত্র-আদি তাঁর প্রিয় হন ॥
 জ্ঞাতিতে বানর আমি—শুনহ নিশ্চিন্ত
 তাঁহাদের মহিমা কি পারিব কহিতে ॥
 সঙ্কট আপনি মুনি ! জানেন বিস্তর ।
 তাঁহাদের মহাত্ম্য অধিকাধিকতর ॥
 শ্রীল-সনাতন-পদ ভাবি যত্নে মনে ।
 চতুর্থ অধ্যায়-ব্যাখ্যা হৈল সমাপনে ॥
 শ্রীরাধাগোবিন্দপাদপদ্মে করি মন ।
 শ্রীজয়গোবিন্দ দাস চাহে প্রেমধন ॥

ইতি শ্রীভাগবতস্মৃতে ভগবৎকৃপাতর-নির্দ্যায়খণ্ডে

ভক্তো নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চমে নিজমহাত্ম্যং ব্রহ্মকৃত্যং পাণ্ডবা যথা ।

নিরস্তোচুর্ভূনাত ভক্তা ভেদ্যাদবস্ত তত্ ॥ ১ ॥

ততঃপরে শ্রীনারদ হর্ষভরাক্রান্ত ।
 ধাইয়া চলিলা বৃত্তাসহিত নিত্যন্ত ॥

কৃষ্ণদেবমর্থে যুধিষ্ঠির-রাজধানী ।
 প্রবেশ করিলা যার্যা মুনি হর্ষ মানি ॥

সেইকালে বৃষভিষ্ণু রাজা মহাশয় ।
 নিজভ্রাতা-আদি সহ যজ্ঞা করয়—॥
 কোন বাগ-হুলে কিবা বিপদের হুলে ।
 বৃষ্ণ আনাইয়া করি দর্শন সকলে ॥
 বহুদিন ক্রুদ্ধের দর্শন নাহি পাই ।
 ভীম কিবা অর্জুন—আনহ কৃষ্ণ বাই ॥
 এইকালে দ্বাদশাল জানাইল গিয়া—।
 উপনীত মহামুনি নারদ আসিয়া ॥
 শুনি যাতা-ভ্রাতা-পত্নী-সহিত ততক্ষণ ।
 উঠিলেন মহারাজা পাণ্ডুর নন্দন ॥
 সংগ্রহ-সহিত অগ্রে ধাইয়া আইলা ।
 প্রণমিয়া; সমাদরে সভায় আনিলা ॥
 যত্ন করি উত্তম পীড়িতে বসাইলা ।
 পূজার নিমিত্ত দ্রব্য সব আনাইলা ॥
 শীঘ্র শ্রীনারদ সেই সকল দ্রব্যোত্তে ।
 পাণ্ডবগণের পূজা করিলা অগ্রেতে ॥
 হনুমান্ কহিলেন যেই সব তত্ত্ব ।
 পাণ্ডবেরে শ্রীকৃষ্ণের কুপার মহত্ব ॥
 মুহূর্ত্ত বীণায়ত্রে বিমুক্তিত করি ॥
 সঙ্গীভন-করিলেন মধুর উচ্চরি—॥
 নরলোকমধ্যেতে অনেক ভাগ্যবান্ ।
 আপনারা হয়েন,—নাহিক ইথে আন ॥
 জগতের দৈবরগণের ত দৈবর ।
 দৈবকীনন্দন বাহাদের প্রিয়বর ॥
 দেব-শুভ-বন্ধুযথো যাতুলের আর ।
 দূত সুদূর সারথী বন্দীভূত কথার ॥
 ব্রহ্ম-কৃত্তাদি-দেবের সমাধি-চুলভ ।
 কিন্তু তোমাদের গৃহে হইলেন স্থলভ ॥
 বেদোক্তি-স্তম্ভপর্ষ্যে যে সারংশবিশেষ ।
 তাহার গোচর যেই হইলেন দেবেশ ॥
 শ্রীমুসিংহ বামন শ্রীরামচন্দ্র আর ।
 যেই শ্রীকৃষ্ণের হন অংশেতে প্রচার ॥
 মৎস্য-কুর্ক-আদি অস্ত্র বস্ত্র অবতার ।
 প্রকট হইলেন অংশলেশেতে বাহার ॥
 বৈভবস্বরূপ ব্রহ্মা-আদি দেবসার ।
 দাগীতুল্যা চক্ষুপথবর্তী মায়া যার ॥
 যারাদেবী সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী ।
 জগত-মোহিনী—যার আদেশ-পালিনী ॥
 কংসের মৌর্য্যে যবে পৃথিবী পীড়িতা ।
 ব্রহ্মার নিকটে গেলা গো-রূপা মোহিতা ॥
 ব্রহ্মা মহাদেব সহ করি দেবগণ ।
 কীদ্বৈদগমুজ্জীয়ে করিলা গমন ॥

নানামত ব্রতের নিষ্ঠায় সে থাকিলা ।
 কিঞ্চিৎ প্রসাদ তথাপিহ না পাইলা ॥
 নানাবিধ স্তব করি ধ্যানেতে রহিলা ।
 ব্রহ্মাযাত্র বীর আজ্ঞা হৃদয়ে জানিলা ॥
 প্রসিদ্ধ সে আজ্ঞা ব্রহ্মা প্রকাশ করিলা ।
 বাহে স্তব প্রাপ্ত সব দেবতা হইলা ॥
 গর্গ-আদি প্রাজ্ঞবর অত্যন্ত নির্জনে ।
 নন্দের নিকটে করিলেন প্রকাশনে—॥
 শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর প্রভু দেব নারায়ণ ।
 ইহার সহিত সম কোনমতে হন ॥
 নরের সমূহ 'নার'—তাহাদের প্রতি ।
 তাবতে কারুণ্যভর-বাতে পশুতি ॥
 জ্ঞান-জিহ্না-শক্তিদানে করেন পালন ।
 সংকর্ষে প্রবর্ত্ত করে—ইথে 'নারায়ণ' ॥
 বড়ৈশ্বর্যপূর্ণ তিহঁ হইলেন সমান ।
 কিন্তু সর্বপ্রকারেতে নহে তুল্যাখ্যান ॥
 নানা অবতারের শ্রীকৃষ্ণ অবতারী ।
 'মহানারায়ণ' বলি বেদেতে প্রচারি ॥
 তাঁহার সমান অস্ত্র কেহ নাহি হন ।
 মাধ্ব্য ঐশ্বর্য বীর অতুল্য-কথন ॥
 মধুপুরে 'দীর্ঘদিকু'-নামেতে বিখ্যাত —।
 'মহাহরি' 'মহাবিকু'—গুণ অবদাত ॥
 আশ্চর্য্যমবদ্যপঞ্চ মৌন, শান্তি আর—।
 মুক্তি, নববিধা ভক্তি-আদি অতি সার ॥
 ইত্যাদি সাধন দ্বারা প্রসন্নতা যার ।
 প্রার্থনা করিয়ে,—নাহি পাই একবার ॥
 সেই প্রভু তোমাদের প্রতি সে আপনি ।
 বন্দীভূত প্রসন্ন হইলা বহুগণ ॥
 আশ্চর্য্য শুনহ—পূর্বে মুক্তি-বিতরণে ।
 যোদ্ধা-অধিকারি-মধ্যে কৈলা কোনজন ॥
 দেবাসুরযুদ্ধে কালনেমি-দানবারে ।
 শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর-রূপে করিলা সংহারে ॥
 হিরণ্যাক্ষে শ্রীব্রাহ্ম, মুসিংহাবতারে—।
 হিরণ্যকশিপু-দৈত্যে করিলা সংহারে ॥
 সুভকর্ণ-রাবণে শ্রীরাম-অবতারে ।
 যারিলেন, মুক্তি নাহি দিলেন কাহারে ॥
 তাহাদিগে এই-অবতারে মুক্তি দিলা ।
 উক্তমা আপন ভক্তি নাহি বিভয়িলা ॥
 প্রহ্লাদে কেবল জ্ঞানমিপ্রাপ্তভক্তি-দান ।
 মুসিংহবতারে প্রভু করিলা বিধান ॥
 হনুমান্ জাম্ববান্ শ্রীমান্ ঐশ্রীব ।
 বিভীষণ শুহ দশরথ—কত জীব ॥

রঘুনাথ-পদে করি সেবা-অম্বরজি ।
 প্রভুর কৃপায় পাইলেন শুভা ভক্তি ॥
 বিমুক্ত-প্রেমের বার্তা না শুনিলা কানে ।
 হইবেক সে প্রেমের আশ্রি কোন্ স্থানে ? ॥
 মুক্ত ভক্ত শুদ্ধপ্রেমরসেতে পুরিত ।
 কতকত-জনে না করিলেন নিশ্চিত ॥
 আপনাদিগের মাতুলের যত্নপতি ।
 সে-সম্বন্ধে তোমাদেবো মহাশয় সে অতি ॥

দৈত্যাত্ম-প্রবেশ-হেতু কর্ণ-দুৰ্ব্বোধন-।
 আদি করি দৈত্যমধ্যে হয় ত গণন ॥
 আর দৈত্যগণ—বিষ্ণু-বৈষ্ণবের দ্রোহী ।
 নরকের যোগ্য তারা হয় ত বিমোহী ॥
 তাহাদিগে কতজনে আপনি মারিলা ।
 আর অর্জুনাদি দ্বারা মারি মুক্তি দিলা ॥
 তপ-জপ-জ্ঞানপর-যেই মূনিগণ ।

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ করেন সাধন ॥
 বিশ্বামিত্র, গৌতম, বশিষ্ঠ—আর কত ।
 কুরুক্ষেত্রযাত্রাতে গমন করি ততঃ ॥
 শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদে ভক্তি করিয়া প্রার্থনা ।
 কৃষ্ণভক্তি-তৎপর হইলা সব জনা ॥
 তরু-লতা-আদি-যেই সকল স্থাবর ।
 তমোযোনি প্রাপ্ত তারা হয় নিরন্তর ॥
 বৃন্দাবনে-যেই তরু-লতা-আদি-গণ ।
 তমোযোনি নহে—কিন্তু তার তুল্য হন ॥
 বিমুক্ত-সাদিক-ভাবে পাইয়া তাহার ।
 কৃষ্ণপ্রেমরস বর্ষে বর্ষি মধুধারা ॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ আর লাভ্য সৌন্দর্য ।
 মাধুর্যের অতিশয় হয় ত আশ্চর্য ॥
 ওহে কৃষ্ণভক্তাগণ! কে বর্ণিবে তাহা ।
 অপূর্বদে-বিশ্ব-বিধান করে যাহা ॥
 সেইমত লীলা প্রেমা আর গুণগণ ।
 অপূর্ব—মহিমা, কেলিভূমি বৃন্দাবন ॥
 বর্ণন করিতে তাহা পারে কোন্ জন ।
 আপনারা তাহা জ্ঞাত আছ সর্বজন ॥

রূপসৌন্দর্যাদি যদি নাছিল পূর্বেতে ।
 নিত্যক্লেব হানি তবে হয় প্রত্যেকেতে ॥
 যদি ছিল, তবে পূর্ব হইতে প্রেষ্ঠতা ।
 সিদ্ধ নাহি হয় রূপাদি-অপূর্বতা ॥
 কহিছেন মূনিবর এই আশঙ্কায়—।
 স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র যদি এই মধুরার ॥
 অবতীর্ণ না হইত, তবে ত অক্ষয়—।
 পরমেশ্বরকে ব্যক্ত না হৈত নিশ্চয় ॥

কি পুনঃ পরমাত্ম্য-রূপাদি হয় ।
 তাদৃশ লীলাদি কার হইত গোচর ॥
 কিবা তাদৃশ রূপাদি হয় 'ভগবদ্ভা' ।
 প্রকট নাহিত—ইহা মানি আশি সত্তা ॥
 এই অবতারে ভগবদ্ভা সর্বোত্তম ।
 বিশিষ্ট-মহিমা-শ্রেণী-মাধুরী মূগম ॥
 ব্যক্ত হৈল সর্বমতে সর্বথা সর্বত্র ।
 ইত্যরেহ অনুভব করিলেক অত্র ॥

শ্রীকৃষ্ণের করুণায়-যেই সব কথা ।
 তাহার বর্ণন দূরে থাকুক সর্বথা ॥
 শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ সকল-যেই হয় ।
 তাহারও প্রশংসার যোগ্য সে নিশ্চয় ॥
 কংস-আদি, কালিয়-পুতনা-আদি আর ।
 বলি-শিশুপাল-আদি প্রমাণ তাহার ॥
 এই ত প্রকারে অতি প্রকর্ষেতে গান ।

শ্রীনারদমুনি করিলেন সন্নিধান ॥
 শ্রীমাদবকীর্তিতে রসিক স্ব-রসনা ।
 দশনে কাটিয়া মুনি করেন শিক্ষণ— ॥
 শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের-যেই মহিমা-মহত্ত্ব ।
 তাহা বর্ণিবারে ব্রহ্মাদি নহে শক্ত ॥
 সেই ত প্রভুর আর ভক্তসকলের ।
 প্রবৃত্ত হইলা জিহ্বা তাহা বর্ণনের ॥
 হইলাম ইহাতে সে অত্যন্ত বিস্ময় ।
 অতএব তোমারে কহিয়ে মূনিশ্চয়— ॥
 কৃষ্ণপ্রিয়-পাণ্ডবগণের যে আচার ।
 নিজশক্তিমতে যদি কিঞ্চিৎ তাহার ॥
 উচ্চারণ করিবারে পারহ রসনে ! ।
 মহদ্ভাগ্য সে তোমার করিয়ে গণনে ॥

পরম মহাশয়বস্ত হে পাণ্ডবগণ ! ।
 আপনাদিগের শ্রীকৃষ্ণেতে প্রতিজন— ॥
 শ্রদ্ধা বিশেষ, আর তোমাদের প্রতি—।
 শ্রীকৃষ্ণের করুণা-বিশেষ-যেই অতি ॥
 কোন্ ব্রহ্মজন তাহা লইবে জিহ্বায় ।
 বর্ণনে অশক্তি-যেই হেতু পূর্ণতায় ॥

স্নেহদ্র-হৃদয় কৃষ্ণ আশ্বাস-বচন ।
 অক্লেশে মুখে কহিয়া পাঠালা যখন ॥
 শুনি এই কুন্তী-মাতা প্রেমের প্রবাহে ।
 স্তব্ধকণ্ঠ নিমগ্ন হইলা অবগাহে ॥
 বিচিত্র বিলাপে বহু করিলা রোদনে ।
 বিদারিত হয় বক্ষ যাহার প্রবণে ॥
 আপনারা কৃষ্ণপ্রিয় হও একারণ ।
 তোমাদের স্নেহ যাতা করিলা রক্ষণ ॥

তিনদিনপরে যদি বারকাগমনে ।
উভত হরেন কৃষ্ণ বাদবজীবনে ॥
বহু কাকু-স্ততিবাক্য কহিয়া তখন ।
আপনার গৃহে যাভা করেন রক্ষণ ॥
রাজস্বয়-আদি যজ্ঞ করি সম্পাদন ।
লোকসম্মোহকৃষ্টা বহাগ্রতিষ্ঠা অর্পণ ॥
যুধিষ্ঠিরমহারাজে করিলেন হরি ।
বিশেষ-রূপেতে কৃপাসমূহ বিস্তরি ॥
জয়গন্ধবধাদি-বারায় ভীমসেনে ।
করিলেন যত্নাথ সংকীৰ্ত্তি-অর্পণে ॥
এই ভগবানজুন বিষংগ হইলেন ।
শ্রীকৃষ্ণের শ্রিয়সখা প্রসিদ্ধ আছেন ॥
পুরাণ, বিখ্যাত শ্রেষ্ঠশ্রেষ্ঠ কবিগণ ।
ইহার মহিমা-স্তবে শক্ত নাহি হন ॥
যজ্ঞ—নকুল সহদেব দুইজন !
রাজস্বয় মহাবজ্ঞ হইল যখন ॥
অগ্রপূজা-বিচারেতে যেরূপ কহিলা ।
তাতে কৃষ্ণশ্রীতিপরি বিখ্যাত হইলা ॥
রাজস্বয়যজ্ঞকালে আপনি শ্রীহরি ।
দ্রোপদীকে স্নান করাইলা কৃপা করি ॥
“শ্রিয়সখী” বলিয়া করেন সম্বোধন ।
সম্ভদা শ্রীকৃষ্ণ ধারে করেন মানন ॥

দুর্কাসা শশিষ্য যবে পারণ করিতে ।
বনমাধ্যে হইলেন আসি উপনীতে ॥
যাবত দ্রোপদী নাহি করিবে আহার ।
স্থানবরে একস্মান হইত তাঁহার ॥
করিতাছিলেন কৃষ্ণা সেকালে ভোজন ।
অতএব অন্ন নাহি ছিল সেইজন ॥
বিপদকালেতে কৃষ্ণ আসিয়া তখন ।
চাহিয়া শাকের কণা করিলা ভোজন ॥
‘তৃপ্তোহর্ষাশ্ব’ বলিয়া কৃষ্ণ কহিলেন যবে ।
জগত হইল তৃপ্ত—তীর তৃপ্তে তবে ॥
নিজ-শিষ্য-সহিত দুর্কাসা পলাইলা ।
দ্রোপদী-সহিত রক্ষা এমতে করিলা ॥
সভামধ্যে দুঃশাসন বস্ত্র আকর্ষিল ।
বস্ত্ররূপী হেয়া হরি সম্মান রাখিল ॥
পুনঃদুঃশাসন-আদি করিয়া নিধন ।
করিলেন তাঁর সর্বশোক-বিমোচন ॥

বিভুরের অন্ন যে করিলা আশ্বাদন ।
ভীষ্মের মরণমহোৎসবে যে গমন ॥
সে সকল তোমাদের সম্বন্ধ-নিমিত্তে ।
বিচার করিয়া ইহা দেখ নিজচক্ষে ॥

অহো বস্ত্র মহাচর্য্য !—কহিব কি আর ।
তোমাদের মহিমা থাকুক বর্ণিবার ॥
তোমাদের সম্বন্ধে এ পুরনারীজন ।
কহিলেক যেই জ্ঞান-ভক্তির কথন ॥
ব্যাসাদিক কবি তাহা করেন প্রশংসা ।
ইহার কি আর বহু করিব আশংসা ॥

এক-পৌত্র-সহ প্রত্নদেবের কৃপাশ্রিত ।
একলা শ্রীহনুমানের কল্পণা বিদিত ॥
আপনারা সর্ববন্ধু-স্বজন-সহিত ।
কৃষ্ণ-প্রেমকৃপাতর-পাত্র সুনিশ্চিত ॥
কৌরবের সভামধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আপনি ।
আমাদিগে উদ্দেশিয়া কহিলা তখন—॥
পাণ্ডবগণের যেই সুহৃদ হইবে ।
আমার সুহৃদ সেই—নিশ্চয় জানিবে ॥
পাণ্ডবের শত্রু সেই—শত্রু সে আমার ।
যেহেতু পাণ্ডব মম প্রাণ—সুদ সার ॥

তথ্যচ শ্রীভগবদ্বাক্যদুঃখোগপর্কণি—

যজ্ঞান যেষ্ট স মাং যেষ্ট যজ্ঞানম্ স মামহু ।
ঐকায়্যামাগতঃ বিদ্ধি পাণ্ডবৈধঃ প্রচারিভিঃ ॥

অন্তর্ভাষি—

যিষ্মন্তঃ ন ভোক্তব্যঃ যিষ্মন্তঃ নৈব ভোজয়েৎ ।
পাণ্ডবান্ যিষ্মে রাজান্ মম প্রাণা হি পাণ্ডবাঃ ॥

আশ্চর্য্য আমার ধার্ট্য হয় ত অপারে ।
যেহেতু প্রবর্ত্ত গুণগণ কহিবারে ॥
তোমাদের গুণগণ শ্রীকৃষ্ণ একল ।
জানিতে কহিতে শক্ত হইল সকল ॥
কিন্তু আমি নির্ণয় করিহু ইহা সত্য—।
আপনাদিগের সুখ-সম্পদ-মাহাত্ম্য ॥
বিষেব বিস্তার করিবার সে কারণ ।
অবতীর্ণ হইলেন দৈবকীনন্দন ॥

মুনিমুখে ধর্ম্মরাজ এতেক শুনিয়া ।
নিজোৎকর্ষ-প্রবণেতে লজ্জিত হইয়া ॥
কণেক থাকিয়া মোন—ভ্যজি দীর্ঘশ্বাস
মাতা-ভ্রাতা-পত্নীসহ কহিছেন ভাষ ॥
প্রথমত যুধিষ্ঠির কহেন বচন—।
বাবদুক-শিরোধার্য্য আপনি ত হন ॥
বাৎসর্য্য চাতুর্থে এত কহিলা বচন ।
পরমার্থবিচারেতে নহে কদাচন ॥
পৌনঃপুন্য আমরা করিয়া সুবিচার ।
দেখিলাম ভাবিয়া-চিন্তিয়া বহুবার ॥

শ্রীকৃষ্ণের কোন কৃপা আমাদের প্রতি ।
হইল না কদাচিত কিছু অবগতি ॥
কৃষ্ণভক্ত আমরা—আপদ আমাদের ।
ঈক্ষণ করিয়া যত প্রীকৃতভজনের ॥
শ্রীকৃষ্ণভক্তিতে প্রবৃত্তির হবে নাশ ।

যথা—

ন বাসুদেবভক্তানাংমুক্তভা বিদ্যাতে কচিৎ ॥

ইত্যাদি বিশ্বাস হইবেক সব ভ্রাস ॥
এই অভিশয় কষ্ট প্রাণে নাহি সয় ।
আমাদের তুমি প্রাণ জীবন আশ্রয় ॥
প্রাণিসকলের অন্ন বিনা যেন হয় ।
জল বিনা মীনগণ যেমন সংশয় ॥
এইহেতু করিলাম আমিহ প্রার্থন ।
যজ্ঞসম্পাদন-হল করিয়া এখন— ॥
“তব ভক্তগণের আপদ নাহি হয় ।
অভক্তের সর্বদা বিপদ-সমাপ্তয় ॥
এই নিষ্ঠা ভক্তভক্ত সকলজনে ।
করাহ দর্শন প্রভু ! সর্বজগতে ।
তব ভক্ত-সম্পদ—বিচিত্র শুদ্ধতর !
ইহ পরলোকে শুদ্ধ—বিলক্ষণবর ॥
দেখি সবে পরম বিশ্বাসী হৈয়া মন ।
তব শ্রীচরণপদ্ম করিয়া ভজন ॥
সর্বদুঃখরহিত—নির্ভয় নিরন্তর ।
শ্রেষ্ঠস্বপ্ন প্রাপ্ত হইবেক সব নর ॥”
এইহেতু যখনাথ সখ্য হইয়া ।
আমাদের বিপদ অভক্তে বিনাশিয়া ॥
রাজ্যের প্রদান করিলেন মহাশয় ।
পূর্বে হৈতে হৈল তাহে শোক অভিশয় ॥
দ্রোণ-ভীষ্ম-আদি করি বহু শুদ্ধজন ।
অভিমুখ্য-বটোৎকচ-আদি স্নতগণ ॥
অন্তেও অগণ্য বহুবহু সাধুগণ ।
আমাদের কারণেতে হইল নিধন ॥
নিজপ্রাণাধিক প্রার্থনীয় সদা হয় ।
শ্রীবিষ্ণুজনের সঙ্গ—জানিহ নিশ্চয় ॥
কি কহিব, এইক্ষণে বিচ্ছেদে তাহার ।
সুখের কিঞ্চৎ লেশ নাহিক আমার ॥
কৃষ্ণমুখপদ্ম-সন্দর্শন-সুখভোগে ।
চিরকালে কচিৎ হয় কোন-কার্য্যযোগে ॥
এহেতু পরম শোক হৈল এইক্ষণে ।
বিচার করিয়া দেখ সকল লক্ষণে ॥

যদি কহ—তোমাদের কোন কার্য্যহেতু ।
গিয়াছেন কোনস্থানে কৃষ্ণ—ধর্মসেতু ॥
করিয়া নিষ্পন্ন তাহা শীঘ্র আসিবেন ।
এই আশঙ্কায় তার উত্তর কহেন— ॥
পরম সম্ভাগ্যবন্ত সকল যাদব ।
কৃষ্ণপ্রিয়তম অতি সখ্য-সম্ভব ॥
ঔহাদিগে সুখদান করেন সদায় ।
নিরন্তর নিবসিয়া কৃষ্ণ দ্বারকায় ॥
আপনারা দেখেন যে শ্রীকৃষ্ণ কখন ।
আমাদের দোষ-সারথ্যাদি আচরণ ॥
ভৃত্যহরণ, আর পাপবিনাশন, ।
ধর্মরক্ষা-হেতু তাহা করে নারায়ণ ॥
আমাদের প্রতি স্নেহ-ভাবে তাহা নয় ।
যথার্থ এ অর্থ জানিবে হে মহাশয় ॥

ততঃপরে ভীমসেন সুধাশ্রমিক-মতি ।
শ্রীবাদবেষ্টের নর্ম্মসুহৃদমতি ॥
উচ্চশব্দে অতি হাসি কহেন তখন ।
হে শ্রীকৃষ্ণশিষ্য যুনি ! শুনহ কখন ॥
এমত ধূর্ততা, আর বচনচাতুরী ।
সংস্থানে শিক্ষা তুমি ক’রেছ প্রচুরি ॥
কহিহেছো এতাদৃশ বচন তাহাতে ।
নতুবা তোমার দোষ নাহিক ইহাতে ॥
দুর্কোষ লীলার সিদ্ধ—মায়াদি-কারণ ।
পরম চতুরসিংহ—শ্রীবত্নন্দন ॥
ঔর বাক্য আর ব্যবহারের কৌশল ।
কোন স্থানে কিবা নাহি প্রবর্ত্ত প্রবল ? ॥
মহালীলাধারে আর মহামায়াধারে ।
কোন-কোন-স্থলে মহাচাতুর্য্যপ্রকারে ॥
সর্বত্র সকল ঔর হয় ত প্রবর্ত্ত ।
বিশ্বাস না করি তাহা—মোরা জানি ভদ্র ॥

পরাক্রান্ত কহিতে লাগিলা—মাতা ! শুন ।
পরে মম পিতামহ—শ্রীমান্ অর্জুন ॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা শোকের সহিত ।
মুহঃখাস ছাড়ি তবে কহেন কিক্রান্ত— ॥
ওহে ভগবান্ ! তব প্রিয়তমেশ্বর ।
সারথ্যাধিক্রমে যে করিলা কৃপাতর ॥
সে সকল আমাদের দুঃখের কারণ ।
না হইল কিবা ?—যুনি ! কর বিবেচন ॥
‘পরব্রহ্মরূপ কৃষ্ণ—অস্রাদি-পীড়ন ।
সংগত না হয়’ এই শুদ্ধজ্ঞান যন— ॥
ভীষ্মাদির কৃষ্ণপাদপদ্মমধুধারে ।
কচির অতাবহেহু নাহি প্রেমসায়ে ॥

সেইহেতু শ্রীকৃষ্ণের কোমল আকারে ।
 বর্ষ-বর্ষ-ভেদী কত করিল প্রহারে ॥
 বারবার আমার বারণ নাহি মানি ।
 শ্রীমুখিতে তাহা সহিলেন চক্রপাণি ॥
 সে-প্রহার-সহ্য-চিন্তা-দুঃখ শেলগ্রায় ।
 অতাপি ভ্রমর হইতে নাহি বাহিরায় ॥
 অতএব ওহে ব্রহ্ম ! কহিতেছি সায়ে ।
 জন্মিবেক আমাদের সুখ কি-প্রকারে ? ॥
 যদি কহ—তোমাদের প্রতি কৃপা করি ।
 সহিলেন সেই সব প্রহার শ্রীহরি ॥
 তাহার উত্তর কহি—শুন মহাশয় ! ।
 নিজ প্রিয়জনের যে কর্ষে দুঃখ হয় ॥
 তাহা অচরণ-নহে প্রীতির কারণ ।
 প্রীতি রহ, নহে কতু কৃপার লক্ষণ ॥
 তীক্ষ্ণ-দ্রোণাদি-হনন-হইতে-নিবৃত্ত ।
 আমারে-কেবল তাহে করিতে প্রবর্ত ॥
 মহাক্কাশিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ—মহিমা অশেষ ।
 কংকিঞ্চ করিল আমারে উপদেশ ॥
 শুক্লাম্বাণী মুক্তিবাঞ্ছাকারী যতজনে ।
 সুখ হয় তাব যথাক্রম-প্রবণে ॥
 ভক্তিমায়ায় জীবন আমাদের হয় ।
 মহাদুঃখকর তাহা—জানিহ নিশ্চয় ॥
 তাৎপর্যার্থবিচারে যতপি—ভক্তিপর ।
 তথাপি না হয় সে কিঞ্চিৎ সুখকর ॥
 বরং শ্রীকৃষ্ণের তাহা-দ্বারায় বন্ধনা ।
 বোধ হয় নিশ্চিত,—করিলে বিচারণা ॥
 সদা-শুদ্ধ-নিরুপাধি-কৃপার-আকারে ।
 সত্যপ্রতিজ্ঞ সৎসাধু-মিত্রবরে ॥
 সেই মহাপ্রভু কৃষ্ণচক্রেতে আমার ।
 দৃঢ়তর বিশ্বাস আছেয়ে অনিবার ॥
 সাক্ষাৎ সংপ্রাপ্ত মহা-মনোহরাকার ।
 পরব্রহ্ম প্রাপতি শ্রীদৈবকীকুমার ॥
 তাঁহা হৈতে মম প্রিয় নাহি ত্রিভুবনে ।
 তাদৃশোপদেশ তাঁর মাত্র প্রতারণে ॥
 শ্রীনকুল সহদেব কহেন তখন—
 বিপত্তিসমূহে যেই ধৈর্য্য-আচরণ ॥
 শক্রবর্গনাশ, অশ্বমেধযজ্ঞ পূর্ণ ।
 সম্পন্ন করিলা যেই কৃষ্ণচক্রে তুর্ণ ॥
 বশোভাজ্য-পুণ্য-আদি দুলভ সবার ।
 করিলেন কৃষ্ণ আমাদের যে বিস্তার ॥
 সে সকল কৃষ্ণকৃপা—আমরা না মানি ।
 ওহে ভগবান্ শ্রীনারদ ! শুন বাণী—

কিন্তু মহাযজ্ঞোৎসব অনেক সম্পন্ন ।
 করিয়া শ্রীকৃষ্ণচক্রে আগনি নিশ্চয় ॥
 অগ্রপুজা স্বীকার করিলা মহাশয় ।
 তাহে হর্ষ আছি যোর—কৃপা সেই হয় ॥
 করিলেন উপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ এইক্ষণে ।
 তাহে স্নহঃখিত,—প্রাণ বাচিবে কেমনে ॥
 আমাদের গৃহপুজা করিয়া স্বীকার ।
 মহোৎসব সম্পন্ন থাকুক দূরে তাঁর ॥
 অত্যন্ত দুর্ঘট তাঁর হইল দর্শন ।
 অতএব কিসে আর বাচিবে জীবন ॥

তাঁহাদের বাক্য সব করিয়া শ্রবণ ।
 দ্রোণদী শোকেতে হৈলা বিমোহিত-মন ॥
 আপনারে স্থির করি কৃষ্ণ কতক্ষণে ।
 কান্দিতেকান্দিতে কহে গগনদ বচনে— ॥
 শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাণসখা সর্কক্ষণ ।
 করিবেন নানামত লজ্জা-নিবারণ ॥
 দুর্ঘোষন-দুঃশাসন-আদি দুষ্টগণে ।
 যারি অসুগ্রহ করিবেন প্রকাশনে ॥
 এই মতি ছিল সদা, এক্ষণে আমার ।
 পিতা ভ্রাতা পুত্র বহু হইল সংহার ॥
 কৃষ্ণেচ্ছামুসারে আর সিদ্ধি নিজাভীষ্ট ।
 ইহা ভাবি তাহে শোক না করি গরিষ্ঠ ॥
 হস্তবন্ধুজনা আমি—আমার সাধনে ।
 পার্থে বসি কৃষ্ণ কৈলা সুর্য্যুজ্জ্বল-বচনে ॥
 সেই দৈবৎ-হাস্যযুক্ত বাক্যামৃতগণ ।
 মনোহর মধুর সুপেয় সর্কক্ষণ ॥
 সে থাকুক দূরে, মম দোষাগ্য-কারণ ।
 পূর্বমত না করেন কৃষ্ণ আগমন ॥
 অতএব মুনিবর ! কিবা দয়া তাঁর ।
 মানিব, আপনি দেখ করিয়া বিচার ॥

ততঃপরে কুন্তী অতিশোকেতে পীড়িতা ।

শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-প্রাণ-জীবন নিশ্চিতা ॥
 শ্রীকৃষ্ণের কৃপা আর অকৃপা স্মরণ ।
 করি, কান্দি সর্কক্ষণ কহেন বচন— ॥
 অনাথা সপুত্রা আমি—যোর বারবার ।
 আপদগণ হৈতে শত্রু করিলা উদ্ধার ॥
 দৈবকী-মাতা হইতে কৃপা সবিশেষ ।
 কৃষ্ণের আমাতে অসুখিলাম অশেষ ॥
 আপনার অস্ত্রের-গৃহেতে এইক্ষণ ।
 সর্কক্ষণে হস্তবন্ধু যত নারীগণ ॥
 করে মহারোদন—সে করিয়া শ্রবণ ।
 ব্যাকুলিত নিরন্তর আছে মম মন ॥

ପୂର୍ବେ କ୍ରମା ସବିଧେଷ୍ଠ ଯେ ଥିଲ ଶ୍ରୀକାନ୍ତେ ।
 ଯନେତେଓ ହାନ ନାହି ପାର ଏହିକ୍ଷଣେ ॥
 ଅତଏବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେର ଦର୍ଶନ-ରହିତ ।
 ସମ୍ପଦ ସକଳ ଆମି ତାଜିୟା ନିଶ୍ଚିତ ॥
 ଯାଗିଲାମ କୃଷ୍ଣହାନେ ଆପଦ—ପୂର୍ବେତେ ।
 ତାହାର ଦର୍ଶନ ପାଇ ସେ-ସବ-ହାରେତେ ॥

ତଥାହି (ଭା: ୧ । ୮ । ୧୫)—

ବିପଦ: ସନ୍ତ ତା: ଶତ୍ରୁତ୍ଵଃ ଜଗଦ୍ଘୋରା ।
 ଘବତୋ ଦର୍ଶନଃ ସଂ ହ୍ରାଦପୁନର୍ଭବଦର୍ଶନମ୍ ॥ * ॥
 ଓହେ ଜଗତେର ଶତ୍ରୁ ଯାଦବ ଈଶ୍ଵର ! ।
 ସେହି ସବ ବିପଦ ହଉକ ନିରନ୍ତର ॥
 ‘ପୁନର୍ଭବ’—କେ ସଂସାରେର ଦୁଃଖ କର ।
 ତାହାର ଦର୍ଶନ ଯାହା ହେତେ ନାହି ହର ॥
 ଅଥବା ‘ଅପୁନର୍ଭବ’—କେ ଯୋକ କନ ।
 ସେ ଶୁଦ୍ଧ ତୁଚ୍ଛତା କରି ସେ କରେ ଜ୍ଞାପନ ॥
 କିନ୍ତା ‘ପୁନର୍ଭବ’—ପୁନର୍ଭବ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ବ ।
 ନା ହର ସାମୁଦ୍ଧି ସାର ଅତୁଲ୍ୟ-ପ୍ରଭବ ॥
 ସେ ଆପଦଗଣ ହେତେ ଐକାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ।
 ତୋମାର ପାହିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ! ॥
 ପୂର୍ବେ କରିଲାମ ଏହିପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନ ।
 ଘଟିଲ ଏକ୍ଷଣେ ଦେଖ ଅତି ଦୁଃଖଗଣ ॥
 ସଂପ୍ରତିକ ନିଃଶଂକ ରାଜ୍ୟପଦ ଦିଆ ॥
 ପାଣ୍ଡବେ ଜାନିଆ ଶୁଦ୍ଧ—ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଜିୟା ॥
 ହାରକାନ୍ତଗରେ କରିଲେନ ଅବସ୍ଥିତ ।
 ଏହି ତ କାରଣେ ତାର ଆଗମନ ପ୍ରୀତି ॥
 ଅପଗତ ହେଲ ଆଶା, ହେବେ ଯାନି ଆର ।
 ଆପନ ଯଗ୍ନ ଶୁଦ୍ଧ—ଅହୁଗ୍ରହ ତାର ॥
 ‘କୃଷ୍ଣ ବହୁବଂଶଲ ହରେନ’—ସଦା ଏହି ।
 ଆଶାକ୍ଷପ ଧୃତ ଅବଳକ୍ଷ କରି ସେହି ॥
 ଗାନ୍ଧୀ-ସହସ୍ର-ବିଚାରେ ସଦ୍‌ଗୁଣ ତାହା ।
 ଛେଦନ କରିଲ, କି କହିବ ମୁନି । ହାହା ॥
 କୃଷ୍ଣେର ପରମ ପ୍ରିୟବର୍ଗମୁଖ୍ୟ ହନ ।
 ନିରୁପମ-ପ୍ରେମସିନ୍ଧୁ-ସମ୍ମ ସଦ୍‌ଗୁଣ ॥
 ତେକାରଣେ ଶୁଦ୍ଧ ତାହାଦେର ସମ୍ମିଧାନ ।
 କରହ ଆପନି ମୁନି ! ତଥାସ୍ତୁ ପ୍ରାନ୍ତାନ ॥
 ତାହାଦେର ଅତୁଲ ସହିଷ୍ଣୁ ସେ ଆପନେ ।
 ଜାନେନ, ଆମରା କିବା କରିବ ବର୍ଣ୍ଣନେ ॥

ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କହେ—କ୍ଷୁଦ୍ର ଯାତା । ।

କୃଷ୍ଣଭାଗିନେଶ୍ଵର—ସୌଭାଗ୍ୟ-ବିଧ୍ୟାତା ॥
 ଶୁଦ୍ଧତର ମୁନିବର ଉଠି ତତଃକ୍ଷଣ ।
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହାରକାପୁରେ କରିଲା ଗମନ ॥

ପୁନଃପୁନ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତାମ-ନିକର ।
 ପ୍ରମତ୍ତେ ପ୍ରେମେ କରିଲା ମୁନିବର ॥
 ସୌଭାଗ୍ୟବିଶିଷ୍ଟ ସଦ୍‌ଗୁଣବସକଳ ।
 ଅନିରୂପାଚ୍ୟାଗଣେ ଦେଖି ଯାନିଲା ସକଳ ॥
 ଶୁଦ୍ଧ-ନାୟକ ଦେବସତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେତେ ।
 ବସିଲା ଆହେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ-କନିଷ୍ଠାଦିର କ୍ରମେତେ ॥
 ଶୁଦ୍ଧେତେ ଶ୍ରୀଧାନ୍ୟ ସକଳ ହର୍ଷାସିତ ।
 ନିଜ-ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ-ଭୂଷଣେ ସୁଦ୍ଧ ଅପ୍ରେମିତ ॥
 ସ୍ଵର୍ଗବର୍ତ୍ତୀ ଆର ଶ୍ରୀବୈକୁଣ୍ଠବର୍ତ୍ତୀ ସତ ।
 ରାଗ ବ୍ରତ୍ୟ ସଂଗୀତ କୌଶଳ ବହ-ସତ ॥
 ତାହାର ପରମୋତ୍ସବେ ନିତ୍ୟ ସେବାମାନ ।
 ପାରିଜାତପୁଷ୍ପେର ଯାଲାତେ ଅଶୋଭନ ॥
 ବନ୍ଦିଗଣ ସମ୍ମୁଖେତେ ଘୋଡ଼ କରି କର ।
 ବିଚିତ୍ର-ଉଦ୍ଭିତେ ଶୁଦ୍ଧ କରେ ନିରନ୍ତର ॥
 ପରମ୍ପର ବିଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ-କେଳି-ହାରେ ।
 ହାସ-ପରିହାସ-ହର୍ଷେ ନାନାନ-ପ୍ରକାରେ ॥
 ନିଜତେଜେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମେତେ କରେ ଆଛାଦନ ।
 ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁରୀୟର ଲୋକ-ଆହ୍ଲାଦନ ॥
 ନାନାବିଧ ମହାଦିବ୍ୟ ଭୂଷଣେ ଭୂଷିତ ।
 ବୃଦ୍ଧଗଣେ ଭାକ୍ତିବଳେ ଯୋବନେ ପୁଞ୍ଜିତ ॥
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ-ବନ୍ଦନଚକ୍ର-କରିତ ଅମୃତ ।
 ନିରନ୍ତର ପାନ କରି ତୃପ୍ତ ଅଧିକତ ॥
 ଉଗ୍ରସେନ ମହାରାଜ ବସି ଶିଂହାସନେ ।
 ତାହାରେ ବେଢ଼ିଆ ଶୋଭିତାଛେ ସଦ୍‌ଗୁଣେ ॥
 ଆଦରେତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଦେବେର ଆଗମନ ।
 ସବେ ଆଛେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଲା ସାଂସର-ମନ ॥
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାନ୍ତ:ପୁରପଥ କରିଲା ଶୈଳ୍ୟ ।
 ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସାଂସର ସାନ-ଲୋଚନ ॥
 କୃଷ୍ଣକଥା-କଥନେ ଆସକ୍ତ ସଦ୍‌ଗୁଣ ।
 ଦେଖିଲା ନାରଦ କୋଟିକୋଟି ଅଗଣନ ॥

ହାରପାଲମୁଖେ ଶୁନି ମୁନି-ଆଗମନ ।

ସବ୍‌ସେ ଆକୃଷ୍ଣ ହାହିଲେନ ସଦ୍‌ଗୁଣ ॥
 ନିଶ୍ଚିନ୍ତାମେ ଆସକ୍ତ ଥିଲା ମୁନିବର ।
 ବଳେ ଉଠାଇଲା ତାରେ ଧାର ଛୁଇ-କର ॥
 ଲହରୀ ଗେଲେନ ଶତାଧ୍ୟାୟେତେ ତଥନ ।
 ବାସବାର ହେତୁ ଦିଲା ମହାଦିବ୍ୟାସନ ॥
 ତାହେ ନା ବସିଲା ମୁନି ବସିଲା ଭୂମିତେ ॥
 ସଦ୍‌ଗୁଣ ବସିଲେନ ତାର ଚତୁର୍ଭୁଜେ ॥
 ସଦ୍‌ଗୁଣ ପୂଜାଦେବ କୈଳା ଆନନ୍ଦନ ।
 ତାହେ ନୟନି ମୁନି ଭକ୍ତିସୁକ୍ତ-ମନ ॥
 ଅଜ୍ଞାଳି ବାଞ୍ଛିଲା ମୁନି ଉଠିଲା ଶ୍ରୀମତେ ।
 ବିନୟଭକ୍ତେତେ ପୁନଃପୁନ କହେ ତାହ—॥

ওহে কৃষ্ণপাদভেজ মহাত্মকম্পিত ।।
 সর্বলোকশ্রেষ্ঠ স্ন-উত্তম-ঐশ্বর্যিত ।।
 আশ্বাসে করহ দয়া—যেন অবিরত ।
 তোমাদের কীৰ্ত্তিগানে শ্রমিয়ে জগত ॥
 আশ্চর্য্যাতিশয় স্নাত্যতম যত্নকুল ।
 বৈকুণ্ঠনিবাসী হৈতে শোভয়ে অতুল ॥
 এই ত মনুষ্যলোক শ্রীকৃষ্ণকুপায় ।
 বৈকুণ্ঠ লজ্জিয়া অতিশয় শোভা পায় ॥
 অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাসিজনে তত নয় ।
 ষ্মারকানিবাসিজনে যত কুপা হয় ॥
 হে পুণ্ড্রি ! হইল তব সফল প্রয়াস ।
 যাতে ইহাদের সব জন্ম কেলি বাস ॥
 যে বহুগণের গৃহে দৈবকীনন্দন ।
 নিবসি করেন অতি অপূর্ব ক্রীড়ন ॥
 যাহাদের দর্শন সম্ভাবণ ভোজন ।
 স্পর্শাঙ্গুগমন আর আসন ভোজন ॥
 বিবাহ শয়ন—অন্ত দুঃশ্চর্য্য দৈহিক-।
 দূচ-শ্রেয়-সম্বন্ধ আত্ম-সম্বন্ধে অধিক ॥
 ইথে বদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ করেন অল্পক্ষণ ।
 স্বর্গ-মোক্ষ-বাছা ছেদি ভক্তিবিবর্ধন ॥
 বিস্তারেন যাদবগণের সুখভর ।
 অনির্বচ্য প্রতিক্ষণে নব মহন্তর ॥
 শয্যাসন গমন আশ্রয় ক্রীড়া স্নান ।
 ভোজনাদি কার্য্যেও থাকিয়া বর্তমান ॥
 কৃষ্ণপ্রণমে মগ্নচিন্ত হৈয়া যত্নগণ ।
 না করেন কদাপিহ আপনা স্বরণ ॥
 মহারাজাধিরাজন ওহে উগ্রসেন !।
 অত্যন্ত অদ্ভুত স্নগ্নসিদ্ধ সে হয়েন ॥
 তব মহাসৌভাগ্যমহিমা কোন্ জন ।
 শক্ত হয় ত্রিভুবনে করিতে বর্ণন ? ॥
 দেখ মহাস্বর্গ চমৎকার স্ন-বিবরি ।
 প্রিয়জনপ্রণেমের অধীন মহা হরি ॥
 মহারাজোচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট ।
 থাকহ আপনি যত্নরাজ ! সুবিশিষ্ট ॥
 সেবকের তুল্য অগ্রে দৈবকীনন্দন ।
 সাদরেতে তোমারে করেন সন্মোদন—।
 অবধান কর দেব ! ভৃত্যেরে আদেশ' ।
 কিবা করণীয়,—কর তাহার নিদেশ ॥
 ওহে যত্নগণ ! তোমাদিগে নমস্কার ।
 নমামি সম্বন্ধধারী হয় যে তোমার ॥
 পরীক্ষিত কহে—মাতা ! শুনিয়া কখন ।
 ব্রহ্মণ্যদেবের অতুল্য যত্নগণ ॥

নারদের করি দুই চরণ গ্রহণ ।
 নমস্কার করি সবে কহেন বচন— ॥
 আশ্বাসের মহাপ্রভু কৃষ্ণচন্দ্র হন ।
 তাঁরো পূজ্য তুমি পরমারাধ্য-চরণ ॥
 মহা-নীচ আশ্রয়—জানিহ যুনি । সার ।
 নীচতুল্য কি-কারণে কর নমস্কার ? ॥
 ব্রহ্মারে জিনিয়া তব বাক্যের চাতুর্য্য ।
 তাহাতেই কহিতেছি এসব প্রাচুর্য্য ॥
 আশ্বাসের প্রতি যে কহিলে মহাশয় ।।
 বাদবেশপ্রভাব—সে অসম্ভব নয় ॥
 কোনো গন্ধ শ্রীকৃষ্ণের যে-জন রাখয় ।
 কিবা বাছা সে-জনের সিদ্ধি নাহি হয় ? ॥
 যেহেতুক কৃষ্ণ মহা-দয়ার আকর ।
 অহেতুক পরমোপকারি-শ্রেষ্ঠতর ॥
 দীনজননাথ মহামহিমসাগরে ।
 স্বরণবাঞ্ছিতে সর্ব-অর্থ দান করে ॥
 অনাশ্রয়জনের অধিত্যক শরণ ।
 হীনের অধিক অর্থ করেন সাধন ॥
 আশ্রয় পরম দীন হীন নীচ জন ।
 অতএব শ্রীকৃষ্ণের কুপার ভাজন ॥
 তাঁহার প্রভাবে সব হয় ত ঘটন ।
 বিচারে পর্য্যবসান কৃষ্ণে বিলক্ষণ ॥
 কিন্তু আশ্বাসের মধ্যে উদ্ধব শ্রীমান্ ।
 শ্রীকৃষ্ণের পরমাত্মগ্রহের স্থান ॥
 শ্রীবাদবেশের যিই মহা মন্ত্রিবর ।
 মহা-শিষ্য মহা-ভৃত্য মহা-প্রিয়তর ॥
 আশ্বাসের সকলরে ত্যজি কোন স্থানে ।
 মহাপ্রভু যত্ননাথ করেন প্রয়াণে ॥
 পুনর্বার তাঁহারে ত করিলে দর্শন ।
 পরিত্যাগজন্ত দুঃখ না করে গমন ॥
 নাহি জানি পুনর্বার গমন কোথায় ।
 করিবেন কৃষ্ণ—ইহা ভাবি দুঃখ পায় ॥
 উদ্ধব পরম সুখী—নিত্য সন্নিধানে ।
 থাকিয়া প্রভুর সেবা করেন বিধান ॥
 যেহেতু আপন গমনযোগ্য হয় ।
 তাহে উদ্ধবেরে পাঠায়েন মহাশয় ॥
 সাধ করিলেন যবে লক্ষণ-হরণে ।
 কুরুগণ করিল তাঁহারে আবরণে ॥
 আপন গমন যোগ্য তাঁহারে মোচনে ।
 হস্তিনায় উদ্ধবেরে করিলা প্রেরণে ॥
 ব্রহ্মরাজ্যজনের আশ্রয় করিবারে ।
 পাঠাইলা কৃষ্ণচন্দ্র গোকুলে তাঁহারে ॥

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ হৈতে তাহাতে দ্বিগুণ ।
 পাইলেন অতি সুখ উদ্ধব নিপুণ ॥
 হরির ভোজন-জীড়া-কোতুক-সময়ে ।
 থাকি নিত্য একা মহাপ্রসাদ লভয়ে ॥
 শয়ন করেন যবে শ্রীযত্ননন্দন ।
 করেন শ্রীপদষষ্ঠ তবে সন্ধানন ॥
 তার পরে নিদ্রাশুখে আবিষ্ট হইয়া ।
 নিদ্রা যান তাঁর ক্রোড়ে শ্রীপদে রাখিয়া ॥
 কোন রহঃজীড়ান্ধলে সজ্ঞেতে তাঁহার ।
 গমন করেন অতি হর্ষেতে বিস্তার ॥
 সত্য উত্তম মন্তরত্রে মন্ত্রিবর ।
 নানা পরিহাস-উক্তি করে নিরন্তর ॥
 হরিকৃত মনোহর শ্লাঘন করয় ।
 তাহে শ্রুতবর-প্রাপ্তি আমাদের হয় ॥
 কিবা তাঁর সৌভাগ্যসমূহ কব আর ।
 অতি শিশুকালাবধি ব্যাপিয়া ধাহার ॥
 প্রভু-পাদপদ্ম-সেবা-রসাবষ্ট মন ।
 মুখে বলে—বাতুল হইয়া এইজন ॥
 সর্বদা মাধবপাদপদ্মের সেবায় ।
 রসিকতা-মহত্ব অদ্ভুত গুণ তার ॥
 এই মাহুষিক দেহে ত্যজি নিজরূপ ।
 পাইলা হরির শ্রামশূন্য স্বরূপ ॥
 মনোহর-রূপ আর প্রভুর দয়িত ।
 প্রহ্লাদ হইতে শ্রীউদ্ধব সুনিশ্চিত ॥
 কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট বনমালা পৌতবাস ।
 মণি-মকরকুণ্ডল-হারাদি বিলাস ॥
 নানা অলঙ্কার সব করিয়া ধারণ ।
 সঙ্গদয়গণ-মন করে আকর্ষণ ॥
 কৃষ্ণাংশনাবসরে দেখিলে তাঁহার ।
 দৈবকীনন্দন-অমে মন সুখ পায় ॥
 পরীক্ষিত কহে—মাতা ! ইত্যাদি বচন ।
 মহা সৌভাগ্য উত্তম করিয়া শ্রবণ ॥

উদ্ধবের গৃহে যাতে অতি হর্ষভরে ।
 উদ্ভত হইলা মুনি নারদ সত্বরে ॥
 জানিয়া নারদ-প্রতি তখন কহেন ।
 শ্বেদ-কম্প-পুলকাক্রমবৃদ্ধ উগ্রসেন—॥
 ওহে ভগবান্ ! পূর্বে কহিলাম ইহ ।
 কৃষ্ণের আদেশ বিনা একক্ষণ তিহ ॥
 অশ্রুত কোথাও নাহি থাকেন উদ্ধব ।
 নিরন্তর বাস করে সহিত মাধব ॥
 কৃষ্ণসঙ্গে স্থিতি—তাঁরে করিয়া যাচন ।
 কদাপিহ নাহি পাই আমিহ যেমন ॥
 কেবল অসতী রাজ্যরক্ষার কারণ ।
 কৃষ্ণসঙ্গে স্থিতিলাভে হীন সর্বক্ষণ ॥
 রাজ্যরক্ষা-রূপ-আজ্ঞা-পালন কেবল ।
 সেবার আদরে মম উৎসব সকল ॥
 মিথ্যা মম গৌরব-যজ্ঞণ করি হরি ।
 করিলেন বঞ্চনা—কি কহিব বিস্তরি ॥
 ভেমত উদ্ধব নহে কদাপি বঞ্চিত ।
 মহা-সৌভাগ্যবিশিষ্ট মহা-সুখান্বিত ॥
 কৃষ্ণপার্শ্বে সেবার সৌভাগ্যে অতি সুখী ।
 আমাদের মত নহে কদাপিহ দুঃখী ॥
 অতএব কৃষ্ণ-অন্তঃপুরেতে গমন ।
 করিয়া, উদ্ধবে তুমি করহ দর্শন ॥
 আমাদের এ সন্দেশ তাঁরে নিবেদন ।
 করিবে আপনি মহাশয় ! ততঃক্ষণ ॥
 অতঃ শ্রীকৃষ্ণের আগমনের সময় ।
 বহি গেল, তথাপি না আলা মহাশয় ॥
 আপনার নাথে আনি সভারে সনাথ ।
 করহ, কহিবে ইহা উদ্ধবের সাথ ॥
 শ্রীশঙ্করদারবিদ্য ভাবিয়া অন্তর ।
 শ্রীভরগোবিন্দ মাগে কৃষ্ণভক্তি বর ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃত ভগবৎকৃপাতর-নিষ্কারথণ্ডে
 প্রিয়ো নাম পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

যশোমুখ্যজিতোহকোত্তমঃ কৃত্যায়ুধ্ববাদিভিঃ ।

চিত্রায়ান্ ব্রহ্মবার্তায়াং মোহঃ প্রেয়োচ্যতে প্রভোঃ ॥

কহে পরীক্ষিত নরপতি— ।
 ওমা আর্ঘ্যে ! কর অবগতি ॥

উদ্ধবের মাহাত্ম্য সে শুনি ।
 মহাপ্রেমরসাবেশে মুনি ॥

মহা-বিশ্বপ্রিয় যুনিবর ।
 বিশ্বত রহৈলা বহুতর ॥
 হস্তে মাত্র আছে বীণা তাঁর ।
 বাজাইতে নাহি সংজ্ঞাকার ।
 সদা ষারকাতে করি বাস ।
 আছে অস্তঃপুরপথাভ্যাস ॥
 শ্রীকৃষ্ণের অট্টালিকাদেশ ।
 যেই পথে—করেন প্রবেশ ॥
 আশ্চর্য্য সে পথেতে গমন ।
 সদা পূর্বাভ্যাসের কারণ ॥
 প্রভুর মন্দির-সন্নিধানে ।
 নারদ হইলা উপস্থানে ॥
 মহোন্মাদে মুক্ত কলেবর ।
 ভূতাবিষ্ট যেমত ইতর ॥
 ভূমিতলে স্থলন পতন ।
 অচেষ্টে থাকেন কোনক্ষণ ॥
 কখন উৎকম্প কলেবরে ।
 কখন নুঠেন ভূমি'পরে ॥
 আর্ন্ত হৈয়া কৃত্রাপি রোদন ।
 কৃত্রাপি করেন আক্ৰোশন ॥
 লক্ষ দিয়া কখন গমন ।
 কৃত্রাপি গায়েন স-নর্ভন ॥
 শেষে কম্প পুলকাক্রম সার ।
 আদি প্রেমসম্পদ বিকার ॥
 একবারে করেন আশ্রয় ।
 অতি উন্মাদিত মহাশয় ॥
 ওগো মাতা ! তুমি এইক্ষণে ।
 সাবধানভরা হও মনে ॥
 মোরে স্থির করহ আপনি ।
 দৈর্ঘ্যসহ শুন গো জননি ॥
 মন্দিরের প্রাকোষ্ঠভিতরে ।
 শুভিলা আছেন ঔভুবরে ॥
 সে দিবস উদ্ধব বিমন ।
 কোনো দৈবনস্তের কারণ ॥
 প্রভুপার্ব ছাড়িয়া সে কাছে ।
 দেহলীর প্রান্তে বসি আছে ॥
 বলদেব দৈবকী রোহিণী ।
 আর বসি আছেন কল্লিণী ॥
 সত্যভামা-আদি দেবীগণ ।
 বসিয়া আছেন অন্তরন ॥
 কংসমাতা পদ্মাবতী আরে ।
 ছলিল ক্রমিল-দৈত্য ষারে ॥

কৃষ্ণাৰ্দ্ধা-প্রকাশ-কারিণী ।
 সেই স্থানে আছে নিবসিনী ॥
 দাসীগণ আছে সেই স্থান ।
 তুষ্ণী হৈয়া সবে বর্তমান ॥
 শ্রীনারদ—অপূর্বেচেষ্টিত ।
 আইলেন তথা আচম্বিত ॥
 সবিস্ময় সকলে দেখিলা ।
 একবারে তখন উঠিলা ॥
 যত্নেতে করিয়া আনয়নে ।
 স্বাস্থ্য করিলেন তাঁরে ক্ষণে ॥
 প্রেম-অশ্রুজলেতে বদন ।
 ভিজিয়াছে যুনির সেক্ষণ ॥
 অগ্নে-অগ্নে করি প্রক্ষালন ।
 মনোহুঃখে হুঃখী সর্কজন ॥
 কৃষ্ণনিদ্রাতক আশঙ্কিয়া ।
 কহিছেন অমুচ্চ করিয়া— ॥
 ওহে যুনি ! তোমার চেষ্টিত ।
 অম্ব কিপ্রকার প্রকাশিত ? ॥
 আকস্মিক ব্যক্ত এইক্ষণ ।
 না দেখিলু' আমরা কখন ॥
 ওহে ব্রহ্ম ! না কহি বচন ।
 তুষ্ণী হৈয়া বৈস একক্ষণ ॥
 শ্রীনারদ তনি এবচন ।
 অশ্রুধারে মুদ্রিত-নয়ন ॥
 যত্নেতে করিয়া উন্নীলন ।
 নমস্কার করিলা তখন ॥
 কম্প-পুলকেতে ব্যাপ্ত কায় ।
 মুদ্র-বরে কহেন তথায় ॥
 শ্রীউদ্ধব নিকটে আছেন ।
 সম্ভাষণ সাক্ষাতে করেন ॥
 প্রেমবিবশেতে যুনিবর ।
 না করিয়া তাঁহারে গোচর ॥
 কহেন—উদ্ধব মহাশয় ।
 মনোহর সৌভাগ্য-নিলয় ॥
 তাঁহার সহিত সে আমার ।
 মিলন করাহ একবার ॥
 তাঁর পদধূলি পাই যবে ।
 মম আত্মা-শান্তি হয় তবে ॥
 পুরাতন আধুনিক যত ।
 ভক্তগণ—ভিতর জগত ॥
 না পাইলা অঙ্গগ্রহ যেহ ।
 উদ্ধব পাইলা কৃপা সেহ ॥

ভাগবতমধ্যে মহত্তম ।
ত্রিজগতে নাহি বার সয় ॥
হন মহাবিকৃতি উদ্ধব ।
কহিলেন স্বয়ং শ্রীমাদ্ধব ॥

তথাহি ভগবদ্ভক্ত (ভাঃ ১১।১৬।২১) ।
বৃদ্ধ ভাগবতেষহম্ । * ॥

ভক্তগণ হইতে মহিমা ।
কি কহিব অধিক অসীমা ॥
ব্রহ্মা-আদি সকল তনয় ।
বলরাম-আদি ভ্রাতাচয় ॥
মহাদেব-আদি সখাগণ ।
লক্ষ্মী-আদি ভাৰ্য্যায়ে গণন ॥
অনুপম শ্রীকৃষ্ণ ভাঁহার ।
যার নাহি সাধারণ আর ॥
যে উদ্ধব অপেক্ষা নিশ্চিত ।
প্রিয়তর নহে কদাচিত ॥
শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুত্ৰাণে ।
সুপ্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণবচনে ॥
উদ্ধবের মহিমাব্যঞ্জক ।
সৌভাগ্যসমূহ-প্রকাশক ॥
অদ্ভুত প্রসাদ-জাত হন ।
ত্রিজগতমধ্যে বিলক্ষণ ॥
উগ্রসেন-আদি যদুগণ ।
যাহা অস্ত্র করিলা কীৰ্ত্তন ॥
কর্ণদ্বারা করি প্রবেশন ।
হৃদয়ে করিয়া আক্রমণ ॥
ধৃত চৌর-মত হঠ করি ।
সব ধৈর্য্যধন নিল হরি ॥

এত শুনি স-সম্মত-মতি ।
উদ্ধব উঠিয়া শত্রুগতি ॥
নারদের পাদদ্বয় ধরি ।
ক্রোড়ে রাখি আলিঙ্গন করি ॥
কৃপাভর-পাত্রনিষ্ঠারণ ।
অনুমানি নারদের মন ॥
মনে হৈল কৃষ্ণ-কৃপাচয়ে ।
অনিৰ্ব্বাচ্য যে প্রসাদ হয়ে ॥
শ্রীরাধিকা-আদি পাত্রে তার ।
ভাবি প্রেমসম্পত্তির সার ॥
হইলা পাণ্ডিত অতি ক্ষীণ ।
রোদনেতে বিবশ সুদীন ॥
যজ্ঞে ধৈর্য্য আনি মুনবরে ।
সাবধান করিয়া সজ্ঞে ॥

পরোৎকর্ষাবলিত বচন ।
উদ্ধব কহেন ততঃক্ষণ— ॥
হে সৰ্ব্বজ্ঞ মহামুনিবর ! ।
সত্যবাচ্যগণশ্রেষ্ঠতর ! ॥
প্রভো ! কৃষ্ণভক্তিমার্গ যত ।
আদিগুরু আপনি সম্মত ॥
যে কহিলে, সেই সব, আর— ।
ইহা হইতে অধিক বিস্তার ॥
সত। আমি প্রতি প্রকাশিত ।
বর্তমান আছয়ে নিশ্চিত ॥
ইহা আমি জানিয়ে বিদিত ।
অস্ত্রেও জানেন সুনিশ্চিত ॥
গিয়া ব্রজে ইদানী সে সব ।
অনিৰ্বাচ্য কৈলু অমুভব ॥
তাহে মম সৌভাগ্যাভিমান ।
সত্ত্ব হৈল চূর্ণিত-বিধান ॥
সেই অমুভবেতে প্রাচুর্য্য ।
কৃষ্ণ-প্রসন্নতার মাধুর্য্য ॥
প্রেম-প্রেমবানের মাধুরী ।
অদ্ভুত জানিলু আমি ভূরি ॥
সব ব্রজবাসির দর্শনে ।
অতি ধন্য হইল আপনে ॥
অনুকম্পা প্রভুর তাহাতে ॥
সম্যক জানিয়া আপনাতে ॥
তথা তাঁর প্রসাদাতিশয় ।
আম্পদ আপনায়ে নিশ্চয় ॥
জানি, অতি আনন্দসাগরে ।
হইলাম নিমগ্ন তৎপরে ॥
গোপীগণ-মহিমা আখ্যান ।
আমি যাহা করিলাম গান ॥
আর গোপী-পদরজ-লাগি ।
গুণ-লতা হইবারে মাগি ॥
গোপীপদরেণু নমস্কার ।
করিলাম, জানি যাহা সার ॥
তাহা সবে জানয়ে বিদিত ।
ভাগবতে আছয়ে বর্ণিত ॥
কৃষ্ণ-অনুগ্রহের বিষয় ।
শ্রীরাধিকা-আদি গোপীচয় ॥
আমি হৈতে অধিক-অধিক ।
সুপ্রসিদ্ধ আছে সাক্ষাৎক ॥
তাহা ব্যক্ত করি এইস্থানে ।
কহা নহে—জান অনুমানে ॥

সত্যভাষাদির সে শ্রবণে ।
 হুঃখ হবে সাপত্ন্যকারণে ॥
 কিবা তাহা শুনিলে বিস্তার ।
 শ্রীকৃষ্ণের আর আপনার ॥
 পরম প্রেমের অল্পভাবে ।
 পীড়াদি হইবে আবির্ভাবে ॥
 অতএব মনিবর । শুন ।
 নমস্কার করি পুনঃপুন ॥
 কাকু-সহ করিয়ে প্রার্থনে ।
 সেই সব বৃত্তান্তশ্রবণে ॥
 যেই রস, তাহা হৈতে ইবে ।
 মনিবর ! বিরাম করিবে ॥

পরীক্ষিত কহেন তখনে— ।

শ্রীরোহিণী দেবী সুবিমানে ॥
 চিরকাল গোকুলে বসতি ।
 তথাবার-জন-প্রিয় অতি ॥
 উদ্ধবের তাৎপর্য্যচন— ।
 কৃষ্ণকৃপাপাত্রে ব্রজজন ॥
 জানি, অশ্রুজল-বিলোচনী ।
 নারদেয়ে কহেন রোহিণী— ॥
 অহো মহা-দুর্দৈব-মারিত ।
 গোভাগ্যের গন্ধ-বিরহিত ॥
 নিমগ্ন স্নৈহমন্তের সাগরে ।
 উরু-রহিছালাস্তাপ ধরে ॥
 বিরহে বর্জিত প্রেমাবেশে ।
 বিষতুল্য ব্যাকুল বিশেষে ॥
 গোপ-গোপী-ব্রজবাসিগণ ।
 তাহাদের কি কব কখন ॥
 কণকাল করিয়া চিষ্টন ।
 হইতেছি স্মৃতিশী এক্ষণ ॥
 হরিদাস । বার্তা সে-সবার ।
 না করাহ শ্রবণ আমার ॥
 বস্তুদেব আমারে যখন ।
 ব্রজ হৈতে কৈলা আনয়ন ॥
 বহাভা শ্রীযশোদা তখন ।
 করিলেন অনেক রোদন ॥
 তাহা শুনি পাষাণ গলয়ে ।
 বস্ত্রের অন্তর বিদারয়ে ॥
 নিশ্চিত ইহাতে নাহি আন ।
 নাহি পারি করিতে ব্যাখ্যান ॥
 কিছু একজনের অন্তর ।
 যজ্ঞ হৈতে শ্রুতিন্তর ॥

নাহি হৈল আর্জ তাহা শুনি ।
 হুঃখ আর কি কহিব মুনি । ॥
 শ্রীরাধিকা-আদি গোপীগণ ।
 জীবনেতে-মৃত সর্বকণ ॥
 তাহাদের বার্তা কোন্ জন ।
 করিবেক মুখেতে গ্রহণ ॥
 আমি অতি হুঃখিত অন্তরে ।
 আইলাম মথুরানগরে ॥
 তব প্রত্ন গুরুর আলয় ।
 হইতে আইলে সে-সময় ॥
 কুবুদ্ধি আমিহ হই অতি ।
 হুঃখেতে কিঞ্চিত তার প্রতি ॥
 সংক্ষেপেতে নিশ্চয় তাহার ।
 কহিয়াছিলাম সমাচার ॥
 তাহাতেহ মানস ইহার ।
 আর্জ নাহি হৈল একবার ॥
 যেহেতুক সন্দেহ-চাতুরী- ।
 বিভ্রান্তে প্রাগলভ্য তব ভূরি ॥
 করিলেন তোমায়ে প্রেবণ ।
 না করিয়া আপনি গম ॥
 আশ্বাস কি হইবে তাহাতে ।
 বাটিল শিশুণ হুঃখজ্বাতে ॥
 এই কিবা প্রভুর তোমার ।
 মহা-কৃপা-প্রসাদ-বিস্তার ॥
 তাঁহাদের প্রতি হৈল বর্ষা ।
 কহিতেহ যাহার তাৎপর্য্য ॥
 প্রত্যক্ষ হইল মম সবে ।
 গেলেন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে যবে ॥
 সেইদিনাব্যধ পুতনাদি ।
 দৈত্যগণ হইয়া বিবাদী ॥
 ইন্দ্র-বরুণাদি দেবচর ।
 শকট, অর্জুন-বৃক্শবর ॥
 অজগর-আদি বৃন্দাধনে ।
 বনে ক্রেশ দিল বহুক্ষণে ॥
 ব্রজবিনাশক উপদ্রব ।
 কিবা নাহি হইল উদ্ভব ॥
 তাহে ব্রজজনের ভবাণি ।
 কৃষ্ণশ্রীতি ক্ষীণ ন কদাপি ॥
 নাহি করে তদম্লসজ্জান ।
 নিত্য বৃক্শশ্রীতি বর্জমান ॥
 কৃষ্ণপ্রেমে হইয়া মোহিত ।
 উপদ্রবকালেতে নিশ্চিত ॥

সদা কৃষ্ণমদল ইচ্ছেন ।
 কতু নিজ-ক্ষেম না চাহেন ॥
 শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণে জানে ।
 বহুনন্দনাদি নাহি মানে ॥
 স্বাভাবিক-প্রেমেতে তাঁহার ।
 করেন যে কিছু ব্যবহার ॥
 সব কৃষ্ণমুখের কারণ ।
 নিজ-মুখ না চাহে কখন ॥
 ব্রজজনগণের তখন ।
 তব প্রভু না কৈল করণ ॥
 গুপ্তে বাস করি বৃন্দাবনে ।
 নিজকাৰ্য্য করিয়া সাধনে ॥
 পরিত্যাগ-আদি কাৰ্য্য ঘেই ।
 করিলেন কৃষ্ণচক্রে এই ॥
 কহিতে না পারেও জুয়ায় ।
 হবে অপকীৰ্ত্তি ব্যক্ত তায় ॥
 এতেক শুনিয়া পদ্মাবতী ।
 কংসের জননী - দুঃখ অতি ॥
 ক্রমিল-নামেতে দৈত্য-সঙ্গে ।
 পুত্রোৎপন্ন হৈল যার রঙ্গে ॥
 অতএব সুধৃষ্ট-চেষ্টিতা ।
 জরাতে বিচার-বিনাশিতা ॥
 কাঁপাইয়া মন্তক বচন ।
 কহিতে লাগিল ততঃকণ— ॥
 অহো মহাকষ্ট গোপচর ।
 অকুপাবিশিষ্ট সুনিদ্রয় ॥
 তাহাদের হরি গোপালনে ।
 করিলেন কণ্টক-কামনে ॥
 অচ্যুতে তাহার কদাচিত ।
 পাছুকা না কৈল পরিহিত ॥
 স্মৃধাতুর হইয়া কখন ।
 ভক্তাদিক করেন ভঞ্জন ॥
 গোপনারী তাহার কারণ ।
 করিলেন কৃষ্ণে বন্ধন ॥
 ভাড়ন বিস্তর করিলেন ।
 বহুভয় যে দুঃখ দিলেন ॥
 সময়ের গতিকে তথায় ।
 সহিলেন কৃষ্ণ সমুদায় ॥
 তাহাদের কৃষ্ণচক্রে ইবে ।
 আর উপকার কি করিবে ? ॥
 ব্রতপ্রবর্তমা শ্রীরোহিণী ।
 সংপূর্ণ-গান্ধীৰ্য্য-প্রজ্ঞা বিনি ॥

মুখা পদ্মাবতীর বচন ।
 অবজ্ঞাতে না করি শ্রবণ ॥
 প্রভুত্ব কহিতে যাহা ছিল ।
 সংপূর্ণ তা করিতে লাগিলা— ॥
 যদুরাজধানী-মথুরায় ।
 আসি কৃষ্ণ অরি যারি ভায় ॥
 ষাটকাষ স্রুখে নিবসেন ।
 রাজরাজেশ্বর হইলেন ॥
 ইন্দ্রে পারিজাতের হরণে ।
 জিনিলেন অবলীলামনে ॥
 নরকাদি-অশুর-সংহারে ।
 করিলেন বহু উপকারে ॥
 তাহে দেববৃন্দ বন্দে পায় ।
 স্তব-ভোক্তা করি সর্বদায় ॥
 অহো তব দৈব কখন ।
 ব্রজবাসি-গোপ-গোপীগণ ॥
 চিত্তেও স্মরণ নাহি করে ।
 গমন থাকুক দূরতরে ॥
 এত শুনি দেবী শ্রীকৃষ্ণিণী ।
 কৃষ্ণপ্রিয়া ভীষ্মকনন্দিনী ॥
 শ্রীকৃষ্ণবক্ষেতে বাস ধার ।
 মানস জানেন সব তাঁর ॥
 রোহিণীর বাক্য না সহিতে ।
 পারি, কিছু লাগিলা কহিতে— ॥
 ওগো মাতা ! শ্রীকৃষ্ণ-অস্তর ।
 নবনীত হৈতে মৃদুতর ॥
 অস্তরের ভাব যে তাঁহার ।
 না জানি কহিছ এপ্রকার ॥
 শুনিয়াছি যে সব কখন ।
 তাহা কর তোমরা শ্রবণ ॥
 রাতে নিদ্রাগময়ে স্বপনে ।
 কিবা-কিবা কহেন বচনে ॥
 কালিন্দী-বম্বনা-আদি করি ।
 যত খেজুগণ-নাম ধরি ॥
 মধুর-মধুর শ্রীভাষ্যানে ।
 খেজুগণে কল্লেন আস্থানে ॥
 শ্রীলাম, সুদাম, হে শ্রবণ ! ।
 শ্লোককৃষ্ণ, হে মধুমদল ! ॥
 আদি নাম করিয়া গ্রহণ ।
 লখাগণে ডাকেন কখন ॥
 কখনো বা হইয়া জিতজ ।
 মুখে বংশী লইয়া স-রজ ॥

মনোহর পরম আকৃতি ।
 অভিনয় করেন প্রকৃতি ॥
 কদাচিত্ত কহেন—জননি ! ।
 বিস্তরহ আমারে নবনী ॥
 কভু বলি 'শ্রীরাধে লজিতে' ! ।
 আমারে ডাকেন আশ্চিচিতে ॥
 কভু 'চন্দ্রাবলি'-সম্বোধনে ।
 'কিবা মোরে করহ বঞ্চনে' ॥
 ইহা কহি করে আকর্ষণ ।
 মম শাটী করিয়া গ্রহণ ॥
 কখনো বা নয়নের জলে ।
 শয্যা-আদি ভিজান সকলে ॥
 স্বপ্ন হৈতে উঠিয়া তৎক্ষণ ।
 আশ্রয়ে করেন রোদন ॥
 বাতে যগ্ন হই মোরা সবে ।
 দুঃখ-শোকরূপ-মহার্গবে ॥
 অস্ত্র রাখে স্বপ্নে কি দেখিয়া ।
 হৈলা শোকে বিকল কান্দিয়া ॥
 বিমনস্ক-কারণে পীড়িত ।
 শিরে বস্ত্র করিয়া অর্পিত ॥
 স্তম্ভ-তুল্য পালঙ্কে আছেন ।
 নিত্যকৃত্য নাহি আচরেন ॥
 সত্যভামা শুনিয়া কথিতা ।
 স-সপত্নী হই ঈর্ষ্যাযিতা ॥
 সহিতে না পারিয়া ভামিনী ।
 কহিতে লাগিলা—হে কুঞ্জিণি ! ॥
 নিদ্রাতে সেমত আচরণ ।
 ইহা তুমি কি কর জ্ঞান ? ॥
 কিমপি-কিমপি জাগরণে ।
 নিজচিহ্নে করিয়া চিহ্ননে ॥
 স্তম্ভ-তুল্য করেন তাদৃশ ।
 বিস্তারিয়া কহিলা যাদৃশ ॥
 ষ্মারকানগরে মোরা-সব ।
 মামমাত্র ভাৰ্য্যা অমৃতব ॥
 নন্দব্রজবাসি-গোপীচয় ।
 তাহাদের দাসী যারা হয় ॥
 বস্ত্রত তাহারা সুবিদিত ।
 শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া সুনিশ্চিত ॥
 তবে বলরাম নাহি পারে ।
 তাহাদের বাক্য সহিবারে ॥
 গোকুল গোকুলবাসিন ।
 অতি প্রিয়তম যার হন ॥

কুঞ্জিণ্যাদিবাক্য মিথ্যা মানি ।
 রোহিণীনন্দন রোষে বাণী ॥
 কহেন—শুনহ বধুগণ ! ।
 জ্ঞাত্যর কহিলে আচরণ ॥
 ব্রজবাসি-সহজ-দৈন্তের ।
 বার্তা-কথা-পর আশ্রমের ॥
 বঞ্চনানিমিত্ত সে আচারে ।
 কপটকার্য্যেতে পটুতরে ॥
 গোকুলে থাকিয়া মাসঘরে ।
 তাহাদের স্বাস্থ্যের আশয়ে ॥
 তাহাদের মন বুঝাবারে ।
 কহিলাম অনেকপ্রকারে— ॥
 তোমাদের বিরহে ব্যাকুল ।
 হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ আকুল ॥
 অতিদুঃখে করিতে সাধন ।
 করিলেন আমারে প্রেরণ ॥
 শেষ বৈরিবর্গ আছে যত ।
 তাহাদিগে করিয়া নিহত ॥
 অস্ত্র কিম্বা কল্যা সুনিশ্চিত ॥
 স্বয়ং আসিবেন দিতে প্রীত ॥
 ইত্যাদি কহিয়া নানামত ।
 আর আচরিয়া লীলা কত ॥
 না পারিহু করিতে সাধন ।
 করিলাম তবে বিবেচনা— ॥
 রক্ষ-ব্যতিরেকেতে কখন ।
 না হইবে শাস্ত ব্রজজন ॥
 ইহা দেখি শপথ বিবিধ ।
 শতশত দিয়া নানাবিধ ॥
 করি যত্ন বহু আচরণ ।
 দৈবৎ করিয়া আশ্বাসন ॥
 তাহাদের সম্মতি-ব্যতীত ।
 আইলাম এখানে স্বরিত ॥
 কহিলাম কাতর-প্রকারে— ।
 গিয়া কৃষ্ণ ! ব্রজে একবারে ॥
 করি বালালীলাচ্চারণ ।
 ব্রজজন রক্ষহ জীবন ॥
 'বাইতেছি' মুখে মাত্র কহে ।
 মন তাঁর সেইমত নহে ॥
 মানসের থাকে যেহি ভাব ।
 কার্য্যদ্বারা সাক্ষী অমৃতাব ॥
 বাক্যে অস্ত্র মুখে অস্ত্র তাঁর ।
 কপট-পাটব এই সার ॥

ইহা শুনি শীঘ্র ভগবান ।
 শয্যা হৈতে করিয়া উত্থান ॥
 প্রিয়-প্রেম-পরার্থীন-মন ।
 উচ্চৈঃস্বরে করেন রোদন ॥
 গৃহমধ্য-হইতে তখন ।
 বাহিরেতে করিলা গমন ॥
 প্রকুল-পঙ্কজ—নেত্রদ্বয় ।
 অশ্রুধারা অনেক বর্ষয় ॥
 পরমকারুণ্যেতে কাতর ।
 কহিছেন সগদগদস্বর— ॥
 সত্যসত্য মহা-বজ্রসারে ।
 ঘটিল হৃদয় এ আমারে ॥
 যেহেতু এখনো দুইখান ।
 না হইল বিদীর্ণ-বিধান ॥
 বাল্যাবধি মোরে ব্রজজন ।
 চিরকাল যে কৈলা পালন ॥
 সেই প্রেম নহে সাধারণ ।
 করিলাম সব বিস্মরণ ॥
 কোনমতে তাহাদের হিত ।
 কিঞ্চিৎ কর্তব্য সুনিশ্চিত ॥
 সে থাকুক, প্রত্যুত এখনে ।
 কোমলাঙ্গা যত ব্রজজনে ॥
 আমি ক্রুরমন অতিশয় ।
 দিলাম অত্যন্ত দুঃখচয় ॥
 ওরে ভাই সর্বজ্ঞ উদ্ধব ! ।
 তুমি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ-যতসব ॥
 কহ অতি স্বরায় বচন— ।
 কি করিব ব্রজের কারণ ? ॥
 এই শোকসমুদ্র হুপার ।
 ছেঁত মোরে করহ উদ্ধার ॥
 নন্দপত্নী-প্রিয়সখী তবে ।
 দেবকী শুনিলা এত যবে ॥
 পুত্রে রেহবতী অমৃতব— ।
 করিলেন—বজ্রপি উদ্ধব ॥
 ব্রজে যাতে কৃষ্ণেরে কহিবে ।
 তবে পুত্রবিচ্ছেদ হইবে ॥
 এ আশঙ্কা করি নিজ-মনে ।
 কহিলেন দেবী সেইকণে— ॥
 পরমোপকারি-ব্রজজন ।
 যাহে বাঞ্ছে—দেহ ত এইকণ ॥
 তবে মুচুবুঝি পদ্মাবতী ।
 উগ্রসেনমহিষী হুর্ধ্বতি ॥

বুড়া ত্রীকৃষ্ণের মাতাবতী ।
 রাজ্যদানে ভয় পায়্য তহি ॥
 পূর্ব তাঁর বাক্য অশ্রবণে ।
 রামমাতা করিলা হেলনে ॥
 স্বামিরাজ্য-রক্ষার কারণ ।
 চাতুরী করিয়া বিরচণ ॥
 বাক্যের কোশলে অস্তচিত্ত ।
 ত্রীকৃষ্ণেরে করিবা-নিমিত্ত ॥
 বহুবংশগণের শরণে ।
 কৃষ্ণে স্নহ করিবা মননে ॥
 পরিহাস-তুল্য পদ্মাবতী ।
 সেইকালে কহিছে ভারতী— ॥
 কৃষ্ণ ! কেন কর অতুতাপ ।
 শুন মম মন্ত্রণা-বিলাপ ॥
 একাদশবর্ষ দুইভাই ।
 নন্দগোপ-মন্দিরেতে বাই ॥
 গোচারণ করিলে তাহার ।
 দেয় বা না দেয় বৃত্তি তার ॥
 ভোমরা যা করিলে ভোজন ।
 গর্গহস্তে করায়্যা গগন ॥
 জ্যোতির্বেস্তা গর্গ যে গণিবে !
 ন্যূনাধিক তাহাতে নহিবে ॥
 অণু-কণ গগনে যতেক ।
 হবে, তার দ্বিগুণ প্রত্যেক ॥
 আমি নিজ স্বামীর দ্বারেতে ।
 দেয়াব, শপথ কৈলু তাতে ॥
 ভগবান্ এতেক শুনিয়া ।
 প্রভ বাক্য অশ্রুত করিয়া ॥
 ব্রজবাসিজনের অতীষ্ট ।
 নিজ কৃত্য হয় যেই ইষ্ট ॥
 জানিয়াও যেন না জানেন ।
 শোকবেগে উদ্ধবে পুছেন—
 গোকুলবাসির অভিপ্রায় ।
 আপনি জানহ সমুদায় ॥
 হে বিদ্বান্-শ্রেষ্ঠ । তাঁহাদের ।
 কিবা হয় অতীষ্ট মনের ? ॥
 বিলম্ব না করিয়া উদ্ধব ! ।
 আমারে বলহ শীঘ্র সব ॥
 দৈবকী যে কহিলা বিধিত— ।
 ‘দিতে ব্রজবাসির বাঞ্ছিত ॥’
 এই প্রস্ন সেই অভিপ্রায় ।
 করিলেন কৃষ্ণ জামরায় ॥

‘বস্ত্রপিহ কোন দানাদিতে ।
বাহ্য পূর্ণ ভাদের নিশ্চিত ।
নাহি হইবেক কদাচিত ।
আপনার গমন-ব্যতীত ।’
জানিয়াও আপনি এ ভাষা ।
মন্ত্রিবরে করিলা জিজ্ঞাসা ॥
‘মন্ত্রি-যুক্তিবচন লইয়া ।
ব্রজে যাব সত্বর হইয়া ।
নারিবেক কেহ নিষারিতে ।’
এই ভাবে পুছিল নিশ্চিত ॥
সেই কৃষ্ণবাক্যের শ্রবণ ।
করিয়া উদ্ধব ততঃক্ষণ ॥
হৃদয়েতে দুঃখিত নিতান্ত ।
প্রেমভরে বিবশ একান্ত ॥
তাৎপর্য না করি অবধান ।
যথাক্রম অর্থ করি জ্ঞান ॥
স্বদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজি ক্ষণ ।
সাক্ষ্যতাপে কহেন তখন— ॥
রাজরাজেশ্বরতা বৈতব ।
আর দিব্য বস্তু যত সব ॥
অন্ত কিছু না করে কামনা ।
নন্দাদিক ব্রজবাসিজন ॥
ইহলোকে পরলোকে আর ।
কামনাবিষয় নাহি ঐশ্বর ॥
তোমাতে কেবল সদা চাহে ।
ব্রজবাসী সুদুঃখিত তাহে ॥
আমি বাহ্য করিয়ে জ্ঞাপন ।
অবধান কর ইথে মন ॥
পশ্চাৎ বিচারি যে কর্তব্য ।
করিবেন যথোচিত ভব্য ॥
আমি ভাহা কি কব এখন ।
স্বয়ং বুঝি করহ করণ ॥
পূর্বে ভূমি নন্দেন সহিত ।
ভূষণাদি করিলে প্রেরিত ॥
যশোদামাতা ঐরাবামাতা আর ।
দেখি বস্ত্র সে-সব-প্রকার ॥
হৈয়া মগ্ন শোকের সাগরে ।
কহিলেন বাক্য পরস্পরে— ॥
অহোবত মহৎকষ্ট এই ।
ভূষণাদি পাঠাইলা যেই ॥
এই-কৃপা-বোগ্য যোয়া অতি ।
জানিলেন ঐক্য সংপ্রতি ॥

পূর্বে নাহি ছিল এইমত ।
ইবে মহা-কুর্জগা-নিরত ॥
ধিক-ধিক সেহেতু জীবনে ।
কষ্টমধ্যে যে আছে এখনে ॥
ধিক-ধিক গোপগণে,—বারা ।
কৃষ্ণ ত্যজি আনে অলঙ্কার ॥
তাথে তব গমন-আশয় ।
ত্যাগ করি সবে স্নানিচ্ছয় ॥
তব মাতা-যশোদা-সহিত ।
মৃতপ্রায় সকলে নিশ্চিত ॥
নির্দোষ্য করিয়া স্ব-মরণ ।
আরম্ভিলা সবে অনশন ॥
ততঃপরে নন্দ-মহাশয় ।
কৃতাপরাধ-তুল্য দিনত্রয় ॥
শক্তি নাহি কিঙ্কিত কহিতে ।
শোকহুঃখে অত্যন্ত পীড়িতে ॥
ব্রজের রক্ষিতে তব প্রাণ ।
করি যুক্তি-কৌশল-বিধান ॥
ব্রজে তব গমন-বচন ।

তহাহি (ভাঃ ১০।৪৫।২৩)—

জাতীন্ বো ব্রহ্মমেব্যামো বিধায় সুহৃদাঃ সুখম্ ॥১॥

দিয়া বহু শপথ তখন ॥
সাঁস্কারে ব্রজবাসিচয় ।
কহিলেন নন্দ-মহাশয়— ॥
প্রেমের বোধক দ্রব্য প্রথমেতে ।
পাঠাইয়া দিল পুত্র এখানেতে ॥
নহে তোমাদের অভিলাষ-জ্ঞানে ।
প্রেরণ করিলা এসব এখানে ॥
সত্যবাক্য কৃষ্ণ পশ্চাৎ স্বরায় ।
আসিবেন অতি-অবগ্না এখায় ॥
নিজ প্রীত্যর্থ যে আছে সেখানে ।
শীঘ্র সেই সব করি সমাধানে ॥
সয়ল-মানস-সকলে এ কথা ।
শুনিয়া বিশ্বাস করিলা সর্বথা ॥
‘করিলে ধারণ এই অলঙ্কার ।
কৃষ্ণ হুই হব’—করিয়া বিচার ॥
অলঙ্কার দেহে করিলা ধারণ ।
কিন্তু না হইলা তাহে সুখমন ॥
ঐক্য গোহুলে করি আগমন ।
প্রসাদ-ভূষণ-ধারণ-কারণ ॥

আমাদিগে আজ্ঞাপালক দেখিয়া ।
করিবেন কৃপা সন্তোষ পাইয়া ॥

আপনি না গিয়া স্বয়ং তথাকারে ।
সম্বর্শিয়া যেই সন্দেশ আমারে ॥
শ্রীব্রজধামেতে করিলা প্রেরণ ।
কহিলাম আমি সকল বচন ॥

তথাহি কৃষ্ণসন্দেশঃ (ভাঃ ১০।১৪।১২৯)—
ভবতীনাং বিষোগো মে নহি সর্কাস্তনা কচিৎ ।
যথা ভূতানি হৃতেষু খং বায়গ্নিজং মহী ।
তথাহং মনঃ প্রাপবুদ্ধোজ্জ্বলগুণাভয়ঃ । ০ ॥ ইতি

তব জ্ঞানমিশ্র এসব বচন ।
শুনি শ্রীরাধিকা-আদি গোপীগণ ॥
নিরাশা হইয়া তব আগমনে ।
হৃতপ্রায় হৈল যত ব্রজজনে ॥
সাক্ষাতে তাঁদের দেখি সে প্রকার ।
অতি দুঃখি-মন হইল আমার ॥
'অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ আনিব এখায় ।'
এই ত প্রতিজ্ঞা করিয়া তথায় ॥
বহুযত্নে প্রাণ তাঁদের রক্ষিয়া ।
আইলাম তব নিকটে ধাইয়া ॥
ভূমিহ তথাপি স্বয়ং নাহি গিয়া ।
বলদেবে পুন দিলে পাঠাইয়া ॥
মম-আগমন-পরে দুঃখি-চিত্ত ।
ব্যাকুলিত তব প্রাপ্তির নিমিত্ত ॥
পরিত্যজ সব বিষয়ের ভোগ ।
যে অবস্থা হৈল তাহাদের যোগ ॥
নিজাগ্রজে তাহা করহ জিজ্ঞাসা ।
কহিবারে আমি না পারি সে ভাষা ॥

এত শুনি কৃষ্ণ ব্রজের বিচ্ছেদে ।
হইলেন মগ্ন সিদ্ধতুল্য-খেদে ॥
তা দেখি দৈবকী-ক্লম্মিণ্যাদি সবে ।
অবনত-স্নানমুখ কান্দে তবে ॥
কৃষ্ণ যাবে ব্রজে,—বিরহে তাঁহার ।
ভাবে মনে—নাহি বাঁচিবেক আর ॥

কৃষ্ণচন্দ্র অতি স্নানকোমল-মন ।
সন্নেহে তাঁদের দেখিয়া বদন ॥
না হইলা শক্ত সত্ত্ব ভাজিবারে ।
ব্যগ্রচিত্ত কিছু নায়ে কহিবারে ॥
লিখিবারে তবে পত্র আশ্বাসন ।
একখণ্ড-পত্র মসীর বাচন ॥
সঙ্কেত-দ্বারেতে করেন ভখন ।
এইরূপ পত্র করিতে লিখন ॥

যথা (বৃহভাগবতাস্ত ৬।৭৬)—
প্রস্তুতার্থং সমাধায়াজ্ঞতানাস্থাত্ৰ বাক্যবান্ ।
এবোহহমগতপ্রায় ইতি জানীত মৎপ্রিয়াঃ । ০ ॥

উপস্থিত প্রয়োজন আছে যাহা ।
কথঙ্কি করি সমাধান তাহা ॥
জ্বরকানিবাসী যত বদ্ধজন ।
যাদবাদি সবা করি আশ্বাসন ॥
এই আমি তথা সমাগতপ্রায় ।
হে মৎপ্রিয়া । ইহা জানিবে বিধায় ॥
এইরূপ প্রেমপত্র আশ্বাসন ।
ব্রজমধ্যে কৃষ্ণ করিতে প্রেষণ ॥
স্বহস্তেতে তাহা করিলা লিখন ।
সে কেবল গাঢ়-প্রতীতি-কারণ ॥

পত্র-প্রেরণ-পন-মাত্র কক্ষেহিত ।
অ-প্রায়ে জানি উদ্ধব নিশ্চিত ॥
ব্রজবাসিন-মনোভিজ্ঞবর ।
অত্যন্ত বেদনা পাইল অস্তর ॥
অতএব করি উদ্ধব রোদন ।
শপথপ্রদানে কহেন তখন—॥
পরম মধুর অতি মনোহর ।
তব পাদপদ্মযুগল স্নন্দর ॥
কুন্দাবনে শুভ প্রমাণ ব্যতীত ।
প্রেমপত্রাদিক হইলে প্রেরিত ॥
না বাঁচিবে কোনপ্রকারে নিশ্চিত ।
নাহি ইচ্ছে অল্প কিছু কদাচিত ॥
ইহা আমি করিলাম স্মরণ ॥
জান প্রভো । ইহা কহিলু নিশ্চয় ॥

এত শুনি কংসমাতা সে কুমতি ।
মাথা হেলাইয়া হস্ত করি অতি ॥
কহে হংকারিয়া—বুঝিল-বুঝিল ।
নিবুঝে দৈবকি । বুভাঙ্ক যে ছিল ॥
শ্রীনন্দাত্মা চির গোরগ দিলেন ।
উদ্ধবেয়ে বশীভূত করিলেন ॥
তাহার সাহায্যে পুত্রেরে ভোমার ।
আনাইয়া গো । লেতে পুনর্বার ॥
অতি ভয়ানক স্তূর্হর্ম বনে ।
ব্যাত্রাদি-সেবিত কণ্টক-বলনে ॥
নিজ পশুসব করাবে রক্ষণ ।
এ ইচ্ছা করিল ধূর্ত গোপগণ ॥

এ কুৎসিত বাক্য শুনিয়া তাহার ।
রামমাতা—প্রিয়সখী যশোদার ॥

সহিতে অশক্তা হইয়া তখন ।
 অতি-কোপাধিতা কহেন বচন—॥
 আঃ কংসমাতা স্নুসুমতিবরে ।।
 গোরক্ষায় কৃষ্ণে নিযুক্ত কি করে ? ॥
 ক্ষণমাত্র কৃষ্ণ না করি দর্শনে ।
 ব্রজজন নাহি বাঁচয়ে জীবনে ॥
 বনশোভা কৃষ্ণ দেখিতে কচিৎ ।
 বৃক্ষ-মধ্যে যদি হয় অন্তর্হিত ॥
 ওহে সতি । শ্রীদামাদি সহচর ।
 রোদন-সহিত ব্যাকুল অন্তর ॥
 ‘কৃষ্ণঃ কৃষ্ণ’ বলি মহা উচ্চস্বরে ।
 ডাকিয়া বেড়ায়—অধেষণ করে ॥
 ব্রজস্থিত শ্রীরাধিকাদির ‘দিন’ ।
 হয় ‘রাত্রি’ যেন প্রলয়কালীন ॥
 কৃষ্ণ-অদর্শনে লবমাত্র কাল ।
 চতুর্দ্ব গতুলা যানেন বিশাল ॥
 মুহূর্ত্তে রবি করেন দর্শন ।
 পশু-ব্রজ-পথ হেরেন তখন ॥
 বিকালে শুনিয়া কৃষ্ণবংশীরবে ।
 মহাপ্রেমময়ী দশা পান সবে ॥
 এ-সব-প্রকারে—‘কৃষ্ণ গিয়া বন ।
 গোরক্ষা করুন’—এ ইচ্ছা কখন ॥
 তাঁহাদের মধ্যে না ঘটে কাহার ।
 সবিশেষ ইহা কহিলাম সার ॥
 ইহ বৃন্দাবন-নবীন-বিপিনে ।
 গোবর্দ্ধনে আর যমুনাগুলিনে ॥
 সহ-সহচর সর্বত্র ভ্রমণ ।
 করিবারে অতি সকৌতুকমন ॥
 গোবৎসাদি-সঙ্গে রঞ্জে নিত্য বনে ।
 সহ্যগ্রজ স্বয়ং করেন গমনে ॥
 যে সব বিপিনে বহু সরোবর ।
 স্নানিচ্ছা জল অতি মনোহর ॥
 চক্রবাক চক্রবাকী ধ্বজে মেলি ।
 সারস-সারঙ্গী করে কত কেলি ॥
 ডাহক-ডাহকী-আদি পক্ষিগণ ।
 মস্ত হৈয়া ভক্ত করে বিহরণ ॥
 প্রকুল্লিত চাক্র কয়ল উৎপলে ।
 অলির আবলি কেলি কুতূহলে ॥
 করয়ে তাহাতে গজ প্রসারিত ।
 চতুর্দিক সব করে আশোদিত ॥
 ভেমভ-প্রকার যমুনা আছেয়ে ।
 মহাশয়-বিচিত্রভাবনী হয়ে ॥

শ্রীব্রজভূমির সজিনী স্নুগতি ।
 অনির্কচনীর অতি শোভাবতী ॥
 তথা বিদ্যাগিরি-আদির সম্ভবা ॥
 মানসগন্ধাত্মা নদীগণ সব ॥
 কলিন্দজা-তুল্যা অতি শোভাবতী ।
 যে সব বিপিন-মধ্যে বিলসতি ॥
 যমুনাদি নদী আর সরোবরে ।
 অতি রম্য ভট—দেখিতে স্নন্দরে ॥
 কোমল-বানুকাচিত ভব্যতর ।
 ভৃগগণ নবীন সদা নিকর ॥
 স্বাভাবিক ধ্রুব তাজিয়া বিহরে ।
 নানা যুগ পক্ষী অতি মনোহরে ॥
 দিব্য-পুষ্প-ফল-পল্লব-আবলী- ।
 ভারে নত্ন নত্যা-বৃক্ষাদি সকলি ॥
 স্নমস্ত-ময়ূর-পিক-শ্রেণী আর ।
 করে নাদ তথা বিবিধ-প্রকার ॥
 ব্রহ্মা ষোড়-করে নানান-প্রকারে ।
 অতি স্তুতি নতি সে করে বাহারে ॥
 তথাহি—

যথোক্তং ব্রহ্মণৈব (ভাঃ ১০।১৪।৩৪)—
 তদভুবিভাগ্যমিহ জ্ঞান কিমপ্যটব্যামিত্যাदि ॥

বৃন্দাবনে ব্রজে গোবর্দ্ধনে আর ।
 নাহিক হরণ-হিংসা-ব্যবহার ॥
 সেহেতু রক্ষক-অপেক্ষা ন তথা ।
 স-মহিষাদি গাবীগণ সর্বথা ॥
 বাই প্রাতঃকালে বিপিনে সকলে ।
 স্বচ্ছন্দে খাইয়া তথা ঘাস-জলে ॥
 পুন আন্তে গৃহে সন্ধ্যার সময়ে ।
 তথা নাহি ক্লেশ গোরক্ষা-বিষয়ে ॥
 পুনঃ কংসমাতা কহিছে—য়ে বলে ।।

শুন রোহিণি রামমাতা বাচালে ।।
 যদি রক্ষকাপেক্ষা নাহি তথায় ।
 তবে এক্ষণে কেনে গবাদি ভায় ॥
 রক্ষক কৃষ্ণের অভাবেতে নষ্ট ।
 হইল সকল—শুনিতেছি স্পষ্ট ? ॥
 শ্রীগোপালদেব শুনি বুঝায় বচন ।
 হইলেন সম্মেতে পীড়িত বিমন ॥
 চিন্তে তাপ জন্মি শুক মুখাজ বিপুল ।
 প্রিয়জন-অপবর্তা-শঙ্কার ব্যাকুল ॥
 যধুপুরী-আগমন-হইতে প্রাচীন ।
 ভাহার পরেতে যেরূপ অব্যাহত ॥

ব্রজের বৃন্দান্ত সব বলদেব জানে ।
 অশ্রুযুক্ত চাহিলেন তাঁর মুখপানে ॥
 বুঝিয়া ভ্রাতার ভাব রোহিণীনন্দন ।
 ব্রজের বৃন্দান্ত সব করিয়া শ্রবণ ॥
 অধৈর্য্য-রক্তগেতে অশ্রুত হইলেন ।
 উচ্চ স্রবণেতে কান্দি শ্রবাস্ত কহেন— ॥
 গবাদি তোমার প্রতিপালিত-জীবন ।
 না হয় বিচিত্র কিছু তাদের মরণ ॥
 বৃন্দাবন-বনবাসি মৃগপক্ষিগণ ।
 তাণ্ডীর-কদম্ব-আদি যে বৃক্ষগণ ॥
 তৃণলতা-নিকুল-পুঞ্জাদি স্বজীবন ।
 তোমাতে করিল তাহা সকলে অর্পণ ॥
 যমুনাভা নদী আর গিরি গোবর্দ্ধন ।
 কুশভা হইল প্রাপ্ত—সংশয়-জীবন ॥
 তোমার বিচ্ছেদে অতি দুঃখের প্রভবে ।
 মরিল অনেক ব্রজনিবাসি-মানবে ॥
 কতক মানব তব সত্য ব্যাক্য জানি ।
 আশায় কেবল তারা ধরি আছে প্রাণি ॥
 অতঃপর শুনিবারে ইচ্ছা নাহি কর ।
 মহানর্থাপত্তি হবে তাহাতে শ্রবণ ॥
 তুমি যদি অবশিষ্ট ব্রজবাসিগণে ।
 অল্পকাল প্রকাশ না করহ এক্ষণে ॥
 তবে যম অল্পগ্রহ তাদিগে দ্বার ।
 করিবেন, তাতে দুঃখ যাবে সমুদায় ॥
 নির্বিষ কালিয়হৃদে করিলে আপনি ।
 তাহাতে বিপুল শোক জানয়ে এখনি ॥
 ত্যজিতেন বিষপানে ঐরায় জীবন ।
 নির্বিষ-কালিয়হৃদে দুঃখ একারণ ॥
 শুন অস্ত্র হেতু শোকে—কলিন্দনন্দিনী ।
 হৈল স্বল্পজলা ব্রজভূমিসংকীর্ণী ॥
 শুকরসা—তাহাতে প্রবেশ নাহি হয় ।
 মরণের অল্পপায় দেখি দুঃখযয় ॥
 আপনি করিয়া যারে করিতে ধারণ ॥

বর্গপ্রাপ্ত কৈলে—সেই গিরি গোবর্দ্ধন ॥
 তোমার বিরহে হৈল নীচ অভিশয় ।
 অতএব তাহা হৈতে পতন না হয় ॥
 নাহি বাহিরায় অনশনেতে জীবন ।
 তব নামানুত করে বেহেতু সেবন ॥
 কিন্তু আমি অজ্ঞানি—শুদ্ধ মহাবনে ।
 দাবান্নি উপায় হবে তাঁদের মরণে ॥
 এত শুনি কৃষ্ণ—পরদুঃখেতে কাতর ।
 কোমলস্বভাব হৈলা অতি দুঃখিতর ॥
 মহা-দীন-তুল্য বলরামকণ্ঠে ধরি ।
 অদ্বৈত চন্দন অশ্রুধারে ধৌত করি ॥
 অতি উচ্চ স্রবণেতে করিয়া রোদন ।
 পরে রাম-সহ ভূমে নুঠেন তখন ॥
 হইলেন মুচ্ছিত শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম ॥
 সখিৎ নাহিক—ব্যাক্য হইল বিরাম ॥
 রোহিণী, উদ্ধব, আর দৈবকী, কঞ্জিণী ।
 সত্যভামা-আদি যত পুরবাসী যিনি ॥
 তাদৃশ রোদন আর দুঃখতা যোহিত ।
 অপূর্ক দেখিয়া সবে অত্যন্ত দুঃখিত ॥
 বিকল হইয়া সবে করেন রোদন ।
 এক্রপ শুনিয়া যত পুরবাসিজন ॥
 বসুদেব-সহ উগ্রসেনাদি যাদব ।
 মহা আর্তস্বরে কান্দি ধাবমান সব ॥
 সেইস্থানে আগমন করিয়া সকলে ।
 প্রভুরে তেমত দেখি হইলা বিহ্বলে ॥
 গর্গ-সান্দীপনি-আদি আর পুরজন ।
 এমত দেখিয়া সবে বিমোহিত-মন ॥
 শ্রীল সনাতন গোষ্ঠামির স্তব্ধন ।
 প্রেমোদয় হয় যার করিলে শ্রবণ ॥
 তার সর্ব অর্থ ব্যাখ্যা করে সাধ্য কার ? ।
 কিঞ্চিৎ কেবল কহি আশ্ব শোধিবার ॥
 শ্রীশঙ্কর-চরণপদ্ম তাবিতা অন্তরে ।
 শ্রীজয়গোবিন্দদাস যাগে প্রেম-বরে ॥

ইতি শ্রীভাগবতায়ুক্তে ভগবদ্গুহ্যতরপাত্ত-নির্দারখণ্ডে

শ্রীমদ্ভাগবত নাম যষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥

সপ্তম অধ্যায়

সপ্তমে ব্রহ্মণো যুক্ত্যা মোহে শান্তে স্বয়ং প্রভুঃ ।

গোপীনাং পরমোৎকর্ষমাহাৰ্থো হর্ষয়ন্তুমিহ ॥

পরীক্ষিত্ব কহে—দেহ মাতা ! মন ।
 পরিবার-সহ শ্রীকৃষ্ণ তখন ॥
 মহাশক্তি-রোদন করিলেন যেহে ।
 সকল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিলেক সেই ॥
 ব্রহ্মাবায়ু-শব্দ—নির্বাভোভাপাত ।
 ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া হৈল মহোৎপাত ॥
 গুরু-পুরোহিত-প্রভৃতি মোহিত ।
 নাহি প্রবোধক কেহ সন্নিহিত ॥
 ব্রহ্মা স্বয়ং তথা কৈলা আগমন ।
 বেদ-পুরাণাদি-বৃত্ত দেবগণ ॥
 দেখিলেন কৃষ্ণে মোহিতাদিপর ॥
 প্রেরিতমজ্ঞান-প্রণয়-কাতর ॥
 নিগূঢ় আপন মাহাত্ম্যের ভর ।
 প্রকাশ করিতে উজ্জত অন্তর ॥
 পূর্বে যে মোহাদি-দশা নাহি ছিল ।
 তেমনত অপূর্ব দশা নেহারিল ॥
 চতুর্মুখ—পিতা গুরু আপনার ।
 মহানারায়ণে দেখি চমৎকার ॥
 ভক্তিপ্রেমোদয়ে বৈধ্যা গেল দূর ।
 কণকাল ব্রহ্মা কান্দিল প্রচুর ॥
 যত্নে বৈধ্যবৃদ্ধ করি আপনারে ।
 স্বাস্থ্য প্রভুবরে তবে করিবারে ॥
 হৃদয়েতে চিন্তা করিয়া উপায় ।
 পাইলেন নিজ মানসে ভাহার ॥
 তত্রে কৃষ্ণপার্শ্বে গরুড় মোহিত ।
 ছিল রোদনেতে অতি মগ্নচিত্ত ॥
 উচ্চভাবে ডাকি করি সচেতন ।
 চতুর্মুখ তারে কহেন বচন— ॥
 রৈবতপর্বত-লবণসাগর- ।
 মধ্যস্থলে এই দ্বারকাভিতর ॥
 বিশ্বকর্মা করিলেন স্ননিষ্ঠাণ ।
 যে শ্রীবৃন্দাবন অতি শোভমান ॥
 শ্রীনন্দ-যশোদা-আদি শ্রীরাধিকা ।
 তাঁহার সঙ্গিনী যতেক গোপিকা ॥
 ইত্যাদি সকল ব্রহ্মপরিপূর ।
 প্রতিমাত্রপেতে শোভিত ভিতর ॥

ব্রহ্মবর্জিত-তুল্য শ্রীকৃষ্ণপালিত ।
 গোযুগপ্রতিমা আছে নিশ্চিত ॥
 পক্ষি-মৃগ-আদি যেন বৃন্দাবনে ।
 তা-সবার মুক্তি আছে রচনে ॥
 'স্বয়ং বৃন্দাবন এইস্থানে যেন ।
 আসিয়াছে'—নিঃসংশয় মানি হেন ॥
 সেইস্থানে কৃষ্ণে অগ্রজ-সহিত ।
 এইমত মোহ যেন হয় স্থিত ॥
 বিনতানন্দন ! তুমি যত্ন করি ।
 অল্পে-অল্পে লৈয়া যাহ পুষ্টে ধরি ॥
 সেখানে যাউন গোহিলী কেবল ।
 অজ্ঞান কেহ না যাবে বিরল ॥
 ব্রহ্মার প্রবশে সেই খগেশ্বর ।
 সুস্থ হইলেন বিশায়দবর ॥
 অল্পে-অল্পে তবে কৃষ্ণ-বলরায়ে ।
 উঠাইয়া লইলেন পৃষ্ঠধামে ॥
 বনুদেবাদিরে ব্রহ্মা প্রবোধিয়া ।
 দিলেন স্বকীয় স্থানে পাঠাইয়া ।
 গরুড় লইয়া চলিল যখন ।
 রাম-কৃষ্ণ সংজ্ঞা পাইলা তখন ॥
 সাক্ষাতের তুল্য আছে বর্তমানে ।
 শ্রীনন্দ-যশোদা-প্রভৃতি যেস্থানে ॥
 তথা অল্পে-অল্পে পালঙ্কোপরি ত ।
 শ্রীনন্দনন্দনে করিলা স্থাপিত ॥
 শ্রীদৈবকী পুত্রবাৎসল্যানিষেবী ॥
 শ্রীকৃষ্ণিণী-সত্যভামা-আদি দেবী ॥
 কংসমাতা পদ্মাবতী যারাধ্যানে ।
 উদ্ধব-সহিত আসিয়া সেস্থানে ॥
 তেন-মত দশা কৃষ্ণের চিন্তিয়া ।
 নাহি পারিলেন যাইতে তাজিয়া ॥
 সেস্থান হইতে পান দেখিবারে ।
 দাঁড়াইলা আসি সবে তথাকারে ॥
 ব্রহ্মার প্রার্থনে দূরে বৃন্দান্তরে ।
 লুক্কায়িত হৈয়া থাকিলেন পরে ॥
 শ্রীকৃষ্ণের মোহোৎপাদন-কারণ ।
 বেহেতু নারদ কৈলা উপাশন ॥

সেইহেতু মানিলেন বোধাকারে ।
 কৃতাপরাধির তুল্য আপনারে ॥
 দেবগণ আর যদুগণ-সঙ্গে ।
 গমন নাহিক করিলেন রঙ্গে ॥
 শ্রীকৃষ্ণচরিত-মাধুর্য্যামৃতব ।
 করিবারে মুনি দর্শনপ্রভব ॥
 হৈয়া অন্তর্ধান কুতূহল নীয়া ।
 বাক্সি যোগপট থাকিলা বসিয়া ॥
 গরুড় আকাশে হৈয়া অপ্রত্যক্ষ ॥

প্রভুবরে ছায়া করি নিজ-পক্ষে ॥
 থাকিলেন সেবা করিয়া মানস ।
 দেখিবারে কৃষ্ণচরিত সুরস ॥

তবে কৃষ্ণগ্রন্থ বলরাম কণে ।
 কিঞ্চিৎ স্নহতা পাইয়া তখনে ॥
 কৃষ্ণস্বাস্থ্য-হেতু ব্রহ্ম-মন্ত্রগায়ে ।
 প্রাপ্ত সেইস্থানে জানি অভিপ্রায়ে ॥
 বিচক্ষণশিরোমণি শীঘ্র করি ।
 নিজ অমৃতের মুখপদ্ম পবি ॥
 ধূনি-আদি বাহা লাগিয়া আছিল ।
 প্রেষত্বেন্তে সমাৰ্জ্জন করি দিল ॥
 বস্রোদর-মধ্যে বংশীর অর্পণ ।
 শিখা-বেত্র কক্ষে দিলেন তখন ॥
 নব-কদম্বের মালা কণ্ঠে ধরি ।
 ময়ূরপুচ্ছের চূড়া শিরোপরি ॥
 শুভামালা আর মকরকুণ্ডল ।
 অল্ল-অল্ল কণে দিলেন শ্রীবল ॥
 বিশ্বকর্মা করিত দ্রব্যজাভে ।
 রচিলেন বস্ত্র বেশ সব তাতে ॥
 আপনার বেশ করি সেপ্রকারে ।
 লাগিলা উঠাতে বলে ধরি তাঁরে ॥
 বলদেব অভি-উচ্চতর-স্বরে ।
 ডাকিতে লাগিলা জাগাবার তরে— ॥
 শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ ! উঠ উঠ ভাই ! ॥
 জাগ-জাগ কেন নিদ্রা ভাদে নাই ? ॥
 দেখ বেলা অন্ত অতিক্রান্ত হৈল ।
 পশুগণ বন-প্রবেশন কৈল ॥
 শ্রীদাম-প্রভৃতি সখাগণ যত ।
 অপেক্ষায় তব আছে বিশেষত ॥
 মাতাপিতা তোমা-প্রতি স্নেহচয় ।
 কিঞ্চিতে কহিতে নাহি শক্ত হয় ॥
 সাক্ষাদবর্তমান এই গোপীগণ ।
 তব মুখপদ্ম করিয়া দর্শন ॥

কর্ণাকর্ষি কিছু কহে পরম্পর ।
 হাসয়ে সকলে তোমার উপর ॥
 এইমত বহু জল্পনা শতক ।
 পৌনঃপুন্য ভবা কহেন অনেক ॥
 'শ্রীকৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ শ্রীমান' ।।
 নাম ধরি-ধরি করেন আহ্বান ॥
 মুখচুখনাড়ি-মধুরোক্তি-ধারে ।
 প্রশংসন করি ডাকেন তাঁহারে ॥
 বলে বলদেব কৃষ্ণহস্তে ধরি ।
 চালান উঠান বহু যত্ন করি ॥

বহুক্ষেণে কিছু পাইয়া চেতন ।
 শ্রীনন্দনন্দন হৈয়া জাগরণ ॥
 'নিবশিব' ইতি কহি সবিস্ময়ে ।
 উঠিলেন তব মোহিত হৃদয়ে ॥
 নয়নকমল করি উন্মীলন ।
 অগ্রে শ্রীনন্দরে করিয়া দর্শন ॥
 দ্বৈধ হাসিয়া হৈয়া লজ্জাযিত ।
 শ্রীনন্দরে প্রণয়িলা নিয়মিত ॥
 যশোদা স্নেহেতে শ্রীকৃষ্ণ-আননে ।
 দিছেন নিমেষ-রহিত দৈক্ষণে ॥
 তেমত প্রতিমা-স্বরূপে মানিয়া ।
 পার্শ্বে দেখি কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া— ॥
 ওগো মাতা ! অন্ত প্রভাতসময়ে ।
 কতকত স্বপ্ন—চিত্র অতিশয়ে ॥
 জাগরণ-তুল্য আমি এইক্ষেণে ।
 নাহি করিলাম সকল দর্শনে ॥
 ব্রজ হৈতে আমি মধুপুরী গিয়া ।
 কংসাদিক হুই-দানবে নাশিয়া ॥
 জরাসন্ধ-আদি ভূপে করি জয় ।
 করিলাম শ্রদ্ধা দেব-সমুদয় ॥
 নির্মাণ সমুদ্রতীরে করিলাম— ॥
 'শ্রীধারকা মহাপুরী' যার নাম ॥
 ইবে ওরা আছে বাইতে গোচারে ।
 অন্ত বৃত্ত নাহি পারি কহিবারে ॥

তবে অনিমেষা তাঁহারে দেখিয়া ।
 নিজ-নিদ্রাধিক্য-ভুংখিতা মানিয়া ॥
 মোহেতে প্রকৃত্য জানি প্রতিমার ।
 কহেন সাধনা-হেতু প্রতি যার ॥
 এই দীর্ঘ স্বপ্নবিষ চিত্তহরে ।
 না উঠিল অন্ত-দিন-যত পরে ॥
 এসব বিচিত্র কর্ম বহুকালে ।
 আচরিত হয় অত্যন্ত বিশালা ॥

কণে স্বপ্ন-মথো দেখিলা কেমনে ।
বলদেব মানে, হেন জানি মনে ॥
কহেন—হে আৰ্য্য ! মহাস্বৰ্ঘ্য সব ।
বদি ভূমি নাহি মান অসম্ভব ॥
ভবে বনমধ্যে করিয়া গমন ।
কহিব বিজ্ঞারি সকল কথন ॥

এপ্রকার কৃষ্ণ কহিয়া মাতার ।
সাদরে প্রণাম করিলেন পার ॥
বনভোগ্য ষোগ্য দধ্যোদন-সর ।
চাহি কৃষ্ণ প্রসারিত কৈলা কর ॥
এত দেখি অভ্যভিজ্ঞ শ্রীরোহিণী ।
নিজমনে কৈলা বিচারণ তিনি—॥
এই শ্রীযশোদাপ্রতিমা হয়েন ।
কিছু দ্বিভে কথা কহিতে নারেন ॥
তবে ভোগ্যদ্রব্য, প্রতিবাক্য আর ।
প্রিহা হৈতে নাহি পাবেন বিজ্ঞার ॥
ভাহাতে ‘প্রতিমা’ এই বুদ্ধি হবে ।
অধিক অনর্থ হইবেক তবে ॥
তাহা স্মরণ করিতে তখন ।
শ্রীরোহিণী দেবী কহেন বচন—॥
ওরে বৎস ! তব জননী এখন ।
তব নিদ্রাধিক্য করিয়া দর্শন ॥
‘অস্বাস্থ্য-শরীর অত’ জানি মনে ।
অতি দুঃস্থচিন্তা আছেন এখনে ॥
ভূমি মাত্র পুত্র একল ষাহার ।
চিন্তা কেনে নাহি হইবে তাঁহার ? ॥
অতএব বহু কথোপকথনে ।
ওরে বাছা ! অস্ত নাহি প্রয়োজনে ॥

কৃষ্ণ কহে—তবে গৃহেতে রহিব ।
বনে গিয়া কিবা ভোজন করিব ? ॥

শ্রীরোহিণী কহে—অগ্রেতে গোধন ।
গোপগণ-সহ করিলা গমন ॥
তুমিহ কাননে করহ গমন ।
আমিহ উক্তম ভোগ্যোপকরণ ॥
আয়োজন করি পশ্চাৎ এখন ।
করিতেছি বনমধ্যেতে প্রেরণ ॥

সুস্নিগ্ধা রোহিণী কহে এপ্রকার ।
শ্রীকৃষ্ণ বন্দিয়া চরণ তাঁহার ॥
মাড়-করতলে স্থিত নবনীত ।
চৌর্য্য-রূপে তাহা করিয়া হরিত ॥
নিজজ্যেষ্ঠে ভাকে করিতে ভোজন ।
না পাইয়া নাহি খাইলা তখন ॥

অস্বাস্থ্য দেখিয়া অনুজের অতি ।
আর শ্রীকৃষ্ণের গোপীর সংহতি ॥
স্বচ্ছন্দ-ভাষণে সঙ্কোচ না হবে ।
একারণ অগ্রে রাম গেলা তবে ॥
দয়ানু শ্রীকৃষ্ণ না পাইয়া তাঁরে ।
না খাইলা সেই নবনীতসারে ॥
যশোদা-রোহিণী-সন্তোষ-কারণে ।
কাকুবাদ-সহ বিনয়-বচনে ॥
মধ্যাহ্নের ভোগ্য প্রার্থনা করিয়া ।
চলিলেন গোষ্ঠে নির্গত হইয়া ॥
অগ্রে দেখি চন্দ্রাবলী-আদি গণ ।
নন্দোক্তিতে কৃষ্ণ করি সন্ধ্যাষণ ॥
মধুর বেণুর গানে গাবীগণে ।
অগ্রেগতো তার করেন রোধনে ॥
অগ্রে শ্রীরাধিকা—সহ সহচরী ।
দাঁড়ান্য আছেন দেখিয়া শ্রীহরি ॥
ঈবং হাসিয়া কোথল-সহিত ।
শ্রীনন্দনন্দন কহেন কথিত—॥
ওহে প্রাণেশ্বর ! প্রাপ্ত রহঃস্থানে ।
অনুরক্ত ভক্ত আমারে এখানে ॥
কেনে অস্ত নাহি কর সংভাবণী ।
তবে কি হয়েছে মানিনী আপনি ॥
অপরোধ কিছু নাহি করিলাম ।
তাহাতে নিশ্চয় হইবে জানিলাম— ॥
আপনি সর্বজ্ঞা—ওহে প্রাণেশ্বর ! ।
শ্রীবার্ষতানবি শ্রীব্রজসুন্দরি । ॥
অস্তকার মম স্বপ্নের বৃত্তান্ত ।
সকলি আপনি জানিলা নিতান্ত ॥
ওহে প্রাণপ্রিয়ে ! তোমারে ছাড়িয়া ।
মথুরায় আর দ্বারকায় গিয়া ॥
মরণে উদ্ধতা রাজপুত্রীগণে ।
অনেক বিবাহ করিছ তখনে ॥
পুত্র-পৌত্র-আদি অনেক বিজ্ঞার ।
জন্মিলেক দূরবর্তী সে আমার ॥
সেসব বৃত্তান্ত মানিনীশু আর ।
ধাতুক এক্ষণে হে প্রিয়ে ! তোমার ॥
অগ্রে গেল গাবী-সহচর-গণ ।
যাৰ সেকারণ শীঘ্রতর বন ॥
সন্তোষ সে অস্ত প্রদোষ-সময়ে ।
প্রমোদ তোমার দিব হে নিশ্চয়ে ॥
এইমত কথা কহি শ্রীরাধারে ।
পুষ্পগণ কেলি মারিয়া তাঁহারে ॥

তবে চতুর্দিক দেখিয়া তখন ।
 চুপনের সহ করি আলিঙ্গন ॥
 অপূর্ব রাধার প্রেমের গরিমা ।
 অনির্বচনীয়—নাহি যার সীমা ॥
 যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ হইয়া মোহিত ।
 বাহুশূন্য—অভিশয় মুগ্ধচিত ॥
 প্রতিমা রাধার করিয়া স্পর্শন ।
 শ্রান্তি তবু নাহি করিল গমন ॥
 এইমতে কৃষ্ণ গো-গোপ-সহিত ।
 অগ্রেতে গেলেন অতি মুগ্ধচিত ॥
 ব্রজবেশ—পূর্ব নহে দৃষ্টের ।
 অভাস্ত আশ্রয় মহা-মনোহর ॥
 মধুর-মুরলী-সবেতে অবিত ।
 দেখিলেন যবে দৈবকী বিদিত ॥
 স্নেহভরে তবে হইল বাহির ।
 বৃদ্ধাবস্থাতেও শুনে হৈতে কীর ॥
 শ্রীকৃষ্ণগী, মিত্রবিন্দা, জাঘবতী ।
 সত্যা, ভদ্রা, আর লক্ষ্মণাছা সতী ॥
 দেখি ব্রজবেশ মহা-প্রেমোদয় ।
 হইল, কখনো যাঁহা নাহি হয় ॥
 তাহে ধৈর্য্যহানি—কম্পাদি দেহেতে
 মোহিতা হইয়া পড়িল ভূমেতে ॥
 পদ্মাবতী আর সত্যভামা পরে ।
 মহামত্তা হৈলা কামবেগ-ভরে ॥
 ব্রহ্মমুহু আলিঙ্গনানুকরণ ।
 করিলেন করি বাহুপ্রসারণ ॥
 চুষাছুকরণে অধর-চালন ।
 করি হরি ধরিবারে ধাবমান ॥
 কালিন্দীপূর্ব্বোক্তে কৃষ্ণ-বস্ত্রবেশে !
 দেখিয়াছিলেন ব্রজের নিবেশে ॥
 প্রোজ্জবরা তাহে ধৈর্য্যাবলম্বন ।
 করিয়া, সহিত উদ্ধব তখন ॥
 সত্যভামা, আর বৃন্দারে প্রবেশে ।
 বলে আকর্ষিয়া করিলা নিয়োশে ॥
 শ্রীগোবিন্দদেব গোচার-কারণে ।
 তথা হৈতে অগ্রে করিলা গমনে ॥
 লবণসমুদ্রে করি নিরীক্ষণ ।
 তাহারে ‘যমুনা’ মানিয়া তখন ॥
 সেইস্থানে করি বিহার-কামনা ।
 প্রমোদে হইলা ঔৎসুকিত-মনা ॥
 মধুরোচ্চ-স্বরে নিজস্বাগণে ।
 আহ্বান করেন শ্রীকৃষ্ণ তখনে— ॥

কোথা গেলে সখা শ্রীদাম স্রবল ! ।
 শ্লোককৃষ্ণার্জুন হে মধুমঙ্গল ! ॥
 সবে আপনায় হৈয়ে ধাবমান ।
 হর্ষেতে স্বরায় আইসহ এহান ॥
 মধুর নিখিল সুনীতল জল ।
 বহয়ে যমুনা অতি সুবিমল ॥
 তাহে গাবীগণে জল পীয়াইয়া ।
 আপনারা অবগাহন করিয়া ॥
 যথাস্থখে আজি করিব বিহার ।
 সখাগণ । নাহি বিলম্বন আর ॥
 এইপ্রকারেতে গোগণ-সহিত ।
 সমুদ্র-নিকটে হৈলা উপস্থিত ॥
 ভরজের মহা কল্লোলমালার ।
 মহাকোলাহল-বিশিষ্ট তাহার ॥
 তবে ইতস্তল করি নিরীক্ষণ ।
 সমুদ্রের তীরে প্রকট আপন ॥
 করি মহাপুরী দ্বারকা দর্শন ।
 বিস্মিত হইয়া আপনা-আপন ।
 শ্রীকৃষ্ণ তখন কহেন বচন— ॥
 কিবা ইহা সমুদ্রাদিক কি হয় ।
 মহাপুরীযুক্তা ব্রজভূমি নয় ॥
 তবে কোথা আমি আছিযে এখন ।
 দ্বারকায় ?—ইহা নাহি লয় মন ॥
 শ্রীানন্দনন্দন আমি কদাচন ।
 ব্রজবিনোদিত না করি গমন ॥
 তবে অস্ত্র কেহ হইবেক এই ।
 কেবা আমি—নাহি বুঝি ছেতু সেই ॥
 কিবা দ্বারকাতে রাজরাজেশ্বর ।
 আত-বিলক্ষণ-বেশাদিক-পর ॥
 তাহা নহি আমি—এ যে বস্ত্রবেশ ।
 কেবা আমি—নাহি করিয়ে নিবেশ
 এইত প্রকার সহ চমৎকার ।
 কহেন বিস্ময়ে কৃষ্ণ বারম্বার ॥
 মহাসিদ্ধ আর পুরী সে আপন ।
 পুনঃপুন হেরি করে বিচারণ ॥
 তবে বলরাম কহেন তাঁহারে ।
 ব্রজপ্রেমে অনাবেশ করিবারে— ॥
 ওহে যম প্রভু শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর ! ।
 আপনারে অমূল্যদান যে কর ॥
 ব্রহ্মাদিক-দেবগণ-প্রার্থনায় ।
 ভূতার-হরণে অবতীর্ণ তায় ॥
 সত্য সে শ্রীানন্দনন্দন আপনে ॥

তথাপিহ কিছু কহিয়ে যচনে ॥
 বৈকুণ্ঠ হইতে আমার সহিত ।
 যেহেতু আইলো—কর সম্পাদিত ॥
 যত্নপি আইলা গোলোক-হইতে ।
 বৃন্দাবনে গুঢ় প্রেম আন্বাদিতে ॥
 সে ভব কহিলে হবে মোহাপত্তি ।
 পুনর্বার সেই হইবে বিপত্তি ॥
 একারণ রাম তাহা আছাদিয়া ।
 কহেন তাহারে অত্থা করিয়া ॥
 শ্রীগোলোকেশ্বর-আদিক বচন ।
 না কহিলা রাম সেই যে কারণ ॥
 দুষ্টের সংহার—শিষ্টের পালন ।
 করহ হে প্রভু ! সব সম্পাদন ॥
 ধর্মরাজ পৈতৃষসেব তোমার ।
 এবে কর যজ্ঞ তাহার বিস্তার ॥
 সার্বভৌমপতি রাজ্য বৃথিষ্টির ।
 যজ্ঞ করিবারে করিল স্থিতির ॥
 যজ্ঞবিক্রমেতে অনুশাসাদির ।
 কিন্তু ভয়যুক্ত আছে বৃথিষ্টির ॥
 এমতে মধুর পরম কোমল ।
 প্রেমবস ত্যাগ করাতো শ্রীবল ॥
 রোদ্ররসে ক্রোধ জন্মাইতে তাঁর ।
 কহেন কিঞ্চিৎ অত্থা-প্রকার— ॥
 হস্তিনাতে গিয়া সহ যদুগণে ।
 দুষ্ট দৈত্য সব করহ হননে ॥
 বৈরতাতে ভায়া ভব নিজজনে ।
 বহুমত পীড়া দেয় অল্পকণে ॥
 বসন্তর নীয়া এই ত প্রকারে ।
 নিজ অশ্রুজের স্বাস্থ্য করিবারে ॥
 যে কহিলা বলরাম নানামত ।
 শুনি কৃষ্ণ হৈলা ভাবান্তর-গত ॥
 ক্রুদ্ধ হৈয়া কৃষ্ণ কহেন তখন— ॥
 ওহে ভাই ! অল্পশাসাদিকগণ ॥
 বরাংকরো যথো ভায়া নাহি হয় ।
 একা গিয়া আমি করি ইবে কয় ॥
 আপনি প্রত্যয় কর এবচন ।
 প্রতিজ্ঞা-সহিত করিল কখন ॥
 এইমত প্রসঙ্গের সঙ্গতিতে ।
 ভ্যজিলেন প্রেমরসময়-চিতে ॥
 পূর্বমত স্বাস্থ্য হইল তখন ।
 চতুর্দিকে বৃহৎ করি আলোকন ॥
 তবে যাদবেশ্ব দ্বারাবতীধর ।

আপনারে জানিলেন ‘পরেধর’ ॥
 প্রাসাদ-ভিতরে স্তুতিয়া ছিলেন ।
 স্বরণ সকল বৃন্ত করিলেন ॥
 বংশী করস্থিতা—বস্ত্রবেশ সার ।
 দেখিলা নিজের অশ্রুজের আর ॥
 করিলা প্রয়াণ পুরীর বাহিরে ।
 গো পালেন যেই সমুদ্রের তীরে ॥
 দেখি ভাবে—কোথা হৈতে বস্ত্রবেশ ।
 কে রচিল, ইথে বিশ্বয়নিবেশ ॥
 ইহা সত্য, কি অসত্য স্বপ্ন-সম ।
 পাইলেন তাথে সংশয় বিষম ॥
 তাহার কারণ হৃদয়ে ভাবিয়া ।
 হাসিলেন অল্পসঙ্কান করিয়া ॥
 তবে হলধর ঈষৎ হাসিয়া ।
 হৃদয় প্রসন্ন কৃষ্ণের জানিয়া ॥
 মোহ তাঁর আর ব্রহ্মার উপায়ে ।
 গরুড়ের দ্বারা বহিঃ প্রাপ্ত তায়ে ॥
 কহিলেন রাম হেতু-সমবিত ।
 শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইলা লজ্জিত ॥
 নিজ-জ্যেষ্ঠমুখ করিয়া লোকন ।
 ঈষদ্ধাস্তবৎ হৈল শ্রীবদন ॥
 তবে বলরাম সমুদ্রেতে নীয়া ।
 স্নান করাইলা ধূলি ধোয়াইয়া ॥
 সেইকালে শ্রীগরুড় মহামতি ।
 জানি কৃষ্ণভাব—অস্তঃপুর-গতি ॥
 আইলা, তাহাতে করি আরোহণ ।
 অলক্ষিতে গেলা মন্দিরে আপন ॥
 কৃষ্ণ-মোক্ষালীলা-অপগম সব ।
 প্রাসাদাগমন জানিয়া উজ্জব ॥
 দৈবকী-রোহিণী-আদি দেবীগণে ।
 নানামতে ভবে করিয়া চেতনে ॥
 কৃষ্ণগমনাদি বৃন্তান্ত কহিলা ।
 অস্তঃপুরে তাঁর নিকটে আনিলা ॥
 বুঝা বার্তাহারিণীরে অন্যস্থানে ।
 তাঁরা সব করাইলেন প্রস্থানে ॥
 হইবেক যে প্রসঙ্গ তথাকারে ।
 পরম অবোধ্যা বুঝা থাকিবারে ॥
 এহেতু অজ্ঞাত তাঁরে পাঠাইলা ।
 শ্রীকৃষ্ণী-আদি সকলে থাকিলা ॥
 যাতা শ্রীদৈবকী রোহিণী দুজনে ।
 আশীর্বাদ বহ করিয়া নন্দনে ।
 তৎকালে তাহাতে থাকা নহে বোধ্য ॥

জানি, সম্পাদন করিবারে ভোগ্য ।
 গত হয় কাল কৃষ্ণের ভোজন ॥
 জানি হুহে শীঘ্র করিলা গমন ॥
 বলদেব ভাই-ভাবে বিজয়র ।
 স্থান ছলে গেলা মন্দিরে সত্ত্বর ॥
 কৃষ্ণগী-প্রভৃতি সব কৃষ্ণপ্রিয়া ।
 শুভাদির আড়ে থাকিলেন গিয়া ॥
 সত্যভামা কৃষ্ণপার্শ্বে না অহিলা ।
 উজ্জবেদে কৃষ্ণ সেহেতু পুছিলা ॥
 হরিদাস শ্রীউজ্জব কহে তবে— ।
 রৈবত-নিকটে বৃন্দাবনে যবে ॥
 প্রভুর বিজয় হইল, তখন ।
 নন্দপ্রতিমাদি করিয়া দর্শন ॥
 অনির্কচনীয় যে প্রেমবিশেষ ।
 অপ্রেমরসস্ত-ভ্রামক নিঃশেষ ॥
 শ্রীকৃষ্ণগী-আদি দেবীর সহিত ।
 ঘুরেতে থাকিয়া হৈয়া নুকারিত ॥
 সে ভাব দেখিয়া সু-খলা দুর্মতি ।
 কহিতে লাগিলা তবে পদ্মাবতী— ॥
 অরে পুণ্যহীনে দৈবকি বিরামে ! ।
 রে রে কৃষ্ণগী দুর্ভগে সত্যভামে ! ॥
 হে আশ্বত্থাদি অর্কটীনা সব ! ।
 দেখ-দেখ এই স্নেহের বৈভব ॥
 অতঃপর নিজ নিজ অভিমান ।
 ত্যাগ কর, নাহি দেহ' দেহে স্থান ॥
 শ্রীযশোদা-শ্রীরাধিকাদি গোপীর ।
 কামনা করিয়া দাসীস্বপ্রাস্তির ॥
 ভপস্তা করহ উত্তমপ্রকার ।
 কহিলাম আমি এই বাক্যসার ॥
 বুজার দুকাব্য শ্রবণ করিলা ।
 প্রথমে দৈবকী অভিজ্ঞা কহিলা ॥
 শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত-জগত-আধার ।
 যিনি হন পুন আধার তাঁহার ॥
 সে দৈবকী ক'ন—মূর্খ ! তন এই ।
 নন্দাদিবিষয় কৃষ্ণপ্রেম যেই ॥
 নহে সেই অসম্ভাবনা কখন ।
 তাহাতে আশ্চর্য্য কিবা মান মন ? ॥
 পূর্ব্বজন্মে বসুদেবের সহিত ।
 করিলাম বহু ভপস্তা নিশ্চিত ॥
 ভগবান্-তুল্য পুত্রে আমাদের ।
 জন্মুক'—কামনা করিয়া মনের ॥
 বরদগণের দ্বন্দ্ব ইহাতে ।

আমাদের পুত্র হইলেন তাতে ॥
 নন্দ-যশোমতী ব্রহ্মারে প্রার্থনা ।
 কৈলা 'কৃষ্ণে ভক্তি—প্রেমের লক্ষণা' ॥
 ব্রহ্মা ভক্তশ্রেষ্ঠ—তাঁর দত্ত বর ।
 কৃষ্ণদত্ত বর হইতে প্রবর ॥
 তাহাতে শ্রীনন্দ যশোমতী আর ।
 সহ ব্রজবাসী নিজ-পরিবার ॥
 আমাদেরো হৈতে মহিমার সীমা ।
 পাইলেন তাঁরা জগতে গরিমা ॥
 শ্রীনন্দ যশোদা অতি-স্নেহতরে ।
 কৃষ্ণের পালন বহুদ্বন্দ্ব করে ॥
 এহেতু কৃষ্ণের তাঁহাদের'পর ।
 এতাদৃশ ভাব উপযুক্ততর ।
 মম প্রিয় সেই হয় অতিশয় ।
 কহিলাম তত্ত্ব ভোরে যে নিশ্চয় ॥
 শ্রীকৃষ্ণগীদেবী হর্ষের সহিত ।
 কহিতে লাগিলা করি সবিস্মিত ॥
 ভক্তসকলের যে-বাক্য শ্রবণে ।
 প্রেমবৃদ্ধি হয় শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥

যথা শ্রীকৃষ্ণগীবাক্যং, বৃহত্তাগবতামৃত ৭।৭।০-

যা ভর্তুপুত্রাদি বিহার সর্ব্বং,
 লোকদ্বয়ার্থান্ অনপেক্ষমাণাঃ ।
 বাসাদিভিত্তাদৃশবিভ্রমৈস্ত,
 দ্রীত্যাভজৎস্বত্রে তয়েনমার্ত্তাঃ ॥০॥
 যে গোপিকাগণ সকল ত্যজিয়া ।
 স্বামি-পুত্র-মিত্র-প্রভৃতি করিয়া ॥
 ইহ-পরলোক যতোক সাধন ।
 তাহার অপেক্ষা না করিয়া মন ॥
 অতি ব্যগ্রা—বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে ।
 এই কৃষ্ণে সুমধুর-বিভূষণে ॥
 পরম রহস্য—অবোধ্য প্রকাশে ।
 এমতপ্রকারে মধুরিত আশে ॥
 অনির্কচনীয় রাসাদিবিলাসে ।
 ভজিলেন সবে কৃষ্ণসুখ-আশে ॥

তথা (বৃহত্তাগবতামৃত ৭।৭।১)—
 অন্তো হি যা নো বহুসাধ্যসোত্তমৈঃ,
 সাধ্যস্ত চিত্তস্ত চ ভাবযোগতঃ ।
 মহাপ্রভোঃ প্রেমবিশেষপালিভিঃ,
 সংসাধনধানপদদ্বয়াগতাঃ ॥০॥

আমাদের বহু উৎকৃষ্ট সাধনে ।
সাধ্য,—ভাবযোগে চিন্তা সর্বক্ষেণে ॥
সে কৃষ্ণের অসাধারণ প্রেমের ।
শ্রেণীতে করিয়া উৎকৃষ্টতরের ॥
সাধ্য-সাধনের পদস্থপ্রাপিকা ।
তাদৃশ ভঞ্জে হইলা গোপিকা ॥

তথ্যচ (বৃহত্তাগবতামৃত ৭। ৭২)—
তন্ত্ৰৈতত্ত্বং হি ধর্মকর্মসুতপোভাগারকৃত্যাদিবৃ,
ব্যাক্রান্তোদধাদৈঃ পতিভ্যাং সেবাকরীভ্যোথিকঃ
যুক্তো ভাববরো ন মৎসরপক্ষকোষাহভাগভ্যো ভবেৎ,
সংলাঘ্যোথচ মৎপ্রভোঃ প্রিয়জনাদীনবমাহাশ্ব্যাকৃতং ॥

গোপীগণ হৈতে অন্তর অনেক ।
আমাদের আছে, শুনহ প্রত্যেক— ॥
গোপীগণ হন ইহ-পরকাল ।
অশেষ-অপেক্ষা-রহিত নিশ্চাল ॥
আমরা সুব্যগ্রা ধর্ম-কর্ম-সুত- ।
পোভাগার-গৃহ-কার্যাদি-সংযুত ॥
তঁারা রাসকী ও-আদি সুবিলাসে ।
ভজিলেন কৃষ্ণে অতি প্রেম-আশে ॥
আমরা স্বামিসে করিয়া আদর ।
সেবামাত্র তাঁর করিয়ে অন্তর ॥
উপপত্ত্যভাবে তাঁহার স্বচ্ছন্দে ।
নানা বিলাসেতে ভঞ্জন আনন্দে ॥
আমরা বিধানমত বিবাহিতা ।
গাইহু্যধর্ম্মেতে ভজিয়ে বিদিতা ॥
অতএব গোপীগণে ভাববর ।
শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় নিরন্তর ॥
আমাদেরো হৈতে অধিক যে হয় ।
উপযুক্ততম সেই শূনিস্তর ॥
অতএব ভাহে মাৎসর্য্যবিষয় ।
আমাদের কদাচিত নাহি হয় ॥
অতি-শ্রেষ্ঠ-সহ নিরুপকরণের ।
সপত্নীত্বভাব হইবে কিসের ? ॥
স্বামিনীগণের সহিত যেমন ।
দাসীসকলের না হয় বিমন ॥
অথচ সে-ভাব-বয় প্রাণবীর্য্য ।
নিরন্তর হয় অনির্ধ্বজনীর ॥
আমার প্রভুর প্রিয়জনাদীন ।
বাহ্যাকারক যে হয় প্রবীণ ॥
তবে ভাববতী-আদি দেবীগণ ।
তিনি শ্রীকৃষ্ণদেবীর বচন ॥

‘সাধু সাধু সাধু’ বলিয়া শুখন ।
করিলেন সকলে অভ্যয়োদন ॥
সত্যভামামাত্র তাহা না সহিলা ।
মানগৃহে শীঘ্র প্রবেশ করিলা ॥
শ্রীউদ্ধব এইপর্য্যন্ত কহিয়া ।
রহিলেন তবে বিরাম করিয়া ॥
শুনি কৃষ্ণকন্ডে হৈলা সক্রোধিত ।
তাহাতে শরীর হইল কম্পিত ॥
শ্রীমদগোপীজনা প্রাণনাশা ধীর ।
তঁাদের প্রেমের হয় আজ্ঞাকার ॥
সেই গোপীজনে মাৎসর্য্য-বচন ।
সহিবারে নারে শ্রীকৃষ্ণ কখন ॥
অতএব সত্যভামার মাৎসর্য্যে ।
কহিতে লাগিলা অতিক্রোধার্থে— ॥
মুখরাজ সক্রোজিত নরপতি ।
তাহার কস্তার সেইমত মতি ॥
যাহ ওরে দাসীসকল ! উয়ার ।
ধরিয়া তাহারে আনহ এখায় ॥
শ্রীগোপালনারী-রতিতে রসিক ।
স্বামীরে দিবারে আনন্দ অধিক ॥
‘পরম-বিদগ্ধ-চূড়ামণি ভায়ে ।
প্রিয়মানভঙ্গে মুখী’ অভিপ্রায়ে ॥
করিয়াছিলেন অভিমান রামা ।
বিদগ্ধা-মধ্যেতে শ্রেষ্ঠা সত্যভামা ॥
দাসীদের প্রতি সেমত আদেশ ।
কৃষ্ণের শ্রবণ করিয়া বিশেষ ॥
মান-সময়াদি অভিজ্ঞা শুখন ।
বিচক্ষণা ত্যজি ভূমির শয়ন ॥
উষ্টি অল্পখলি করিয়া মার্জ্জন ।
শীঘ্র করিলেন তথা আগমন ॥
অসময়ে মানে প্রযুক্তো লজ্জিতা ।
স্বামির ক্রোধেতে হৈয়া ভয়ানকিতা ॥
শুভ-আড়ে নিজদেহ লুকাইয়া ।
রহিলেন সত্যভামা অবিদিতা ॥
সৌরভ্যবিশেষ-লক্ষণেতে জানি ।
ক্রোধাবেশে কৃষ্ণ ব্যক্ত কহে বাণী— ॥
অরে সক্রোজিত-দুর্ভাগিণী শূন্যে ॥
অরে অতিশয় কীর্ণচিন্তয়ুতে ॥
স্বরত্ন হৈতে পুশ পানিভাতে ।
নারদ আনিয়া দিলেন আমাতে ॥
সে কুসুম আমি কল্পিত্রীরে দিলে ।
সেকারণ যান যেমত করিলে ॥

শ্রীরাধিকা-আদি ব্রজজন'পরে ।
 আশাদের প্রেম হয় ত নির্ভরে ॥
 সে অতি প্রণয় হইতেও মান ।
 করিতেছ তুমি ভেমত বিধান ॥
 না জানহ কিবা আমারে অবরে ! ॥
 ব্রজজনেচ্ছাহুসারী নিরন্তরে ॥
 তোমা-আদি-দাস্যপুত্রাদি-ভ্যজনে ।
 ভক্ত নাহি যানে ব্রজজন মনে ॥
 যদি যানে ভক্ত ভ্যজিলে সকল ।
 তোমারি শপথ করিয়ে প্রবল ॥
 সত্যসত্য কহি তবে এইকণে ।
 করি আমি শ্রীভক্ত সকল ভ্যজনে ॥
 স্তুতি করি ব্রহ্মা যে কহিল চর ।
 বৃদ্ধ-প্রামাণিক-বাক্য মিথ্যা নয় ॥

তথাচ দশমস্কন্ধে (ভাঃ ১০।১৪।৩৫)—

এবাং ঘোবনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতেতি ন
 চেতো বিশ্বফলাং ফলং স্বদপরাং কৃত্যপায়মুহতি ।
 সত্বেশাদিব পুত্ৰনাপি সকুলা ভ্যামেব দেবাপিতা,
 বন্ধামার্ষস্বহুংপ্রিয়ান্বনয়প্রাণশায়াবৎকুতে ॥ ১ ॥

ঔাদের প্রতাপপ্রকারে শক্ত নহি ।
 অতএব মহা-ঋণী আমি হই ॥
 যজ্ঞপি ঔাদের শ্রীতের কারণে ।
 গমন করিয়া থাকি বৃন্দাবনে ॥
 তথাপিহ কিছু স্বাস্থ্য যেই হয় ।
 বিচারিয়া হেন মনে নাহি লয় ॥
 আমার দর্শন-মাত্রে শৃগভীর ।
 প্রেমের উদয় হইবেক স্থির ॥
 তাহাতে পরম-সজ্জমে বিকলে ।
 হইবেন সুনিশ্চিত সে সকলে ॥
 স্বৈদকস্পাদিক সান্ত্বিক-বিকার ।
 অতিশয় দেহে হইবে প্রচার ॥
 তাহাতে অভ্যস্ত মোহিত হইবে ।
 বাহুবলি মাত্রে কিছু না রহিবে ॥
 মুচ্ছাতেহ নাহি ক্ষুভির বিরাম ।
 শ্রীগোপীগণের,—সত্য কহিলাম ॥
 আপনারে, দেহদৈহিকাদি আয় ।
 পতি, পুত্র, গৃহকার্যের প্রকার ॥
 গোপীজন সব কিছুই না জানে ।
 সে-সম্বন্ধি অত্র কার্য কোন ঋণে ॥
 অতএব বিনা বাহ্যমুদ্বাহনে ।
 স্বাস্থ্য ঔাদের নাহি হবে প্রাণে ॥

যদি কহ—যোহে নহে অজ্ঞান ।
 ময় ক্ষুভিমাত্র থাকয়ে স্বান ॥
 ক্ষুভিমায়ে বাহে হত ত দর্শন ।
 বিগাঢ়-প্রেমের এইত লক্ষণ ॥
 কলাধিকতর তোমার দর্শনে ।
 অবজ্রই স্বাস্থ্য হবে গোপীজনে ॥
 সত্য বটে, তথাপিহ তাহাদের ।
 দুঃখবিশেষ-বিশিষ্ট মানসের ॥
 সত্ত্ব স্বাস্থ্যচিন্তা নিশ্চিত না হয় ।
 কিবা ভাবি-বিরহের শঙ্কা রয় ॥
 দেখিলেহ যোরে করি অল্পভব ।
 শাস্য কভু নাহি হবে সেইসব ॥
 আমার বিচ্ছেদে যেই চিন্তাগণ ।
 তাহে আকুলিত তাহাদের মন ॥
 যেমত বহল-উপবাস-পর ।
 কীর্ণধাতু—অতি ক্ষুধাতুর নয় ॥
 অন্ন পাইলেই স্বাস্থ্য-না যায় ।
 কিন্তু তাহা তোজনেতে শাস্তি পায় ॥
 সত্ত্ব নহে,—তাহাতেই ক্রমে হয় ।
 সেইমত দৃষ্টিমাত্রে স্বাস্থ্য নয় ॥
 ক্রীড়াদিক-দ্বারে চির-সুখিলনে ।
 তাহাদের দুঃখশাস্তি হয় মনে ॥
 আবজ্ঞা নানাভূত-সমুচ্চরে ।
 ব্যগ্রহেতু যোর চির বাস নয় ॥
 ভাবি-বিরহের করিয়া চিন্তনে ।
 ঔাদের স্বাস্থ্য নাহি হবে মনে ॥
 ঔাদের হর্ষনিমিত্ত বিধান ।
 যাহাবাহা আমি করিয়ে নির্মাণ ॥
 তাহে শ্রীরাধাদি-গোপিকাগণের ।
 সত্ত্ব হয় দুঃখ বিগুণ মনের ॥
 না দেখিলে আমারে ত সুনিশ্চয় ।
 প্রীতীপ্ত-বিরহবহি জালা হয় ॥
 তাহাতে বিকলা হইয়া নিশ্চিত ।
 মোহে মৃতাতুল্য হয়ে কদাচিত ॥
 কখন উদ্বাদ-হতা ইব হয়ে ।
 বহুবিধ ভাব মধুর ভজয়ে ॥
 আমার পরম-স্বিকামল-ভ্রাম- ।
 কান্তির সদৃশ অকারণায় ॥
 শ্রীগোপিকাজন দেখেন যখন ।
 আমা-বৃদ্ধি তাহে করিয়া তখন ॥
 সূচন তাহে করে আলিঙ্গন ।
 বাহে নিরন্তর সপ্রণয় মন ॥

আমার লীলার ভক্তি কোন্ জনে ।
 বর্ষিষ—অযোগ্য সকলে শ্রবণে ॥
 অতএব বুলাবনে মম স্থিতি ।
 জানিয়ে সতত সমান অস্থিতি ॥
 মম সন্দর্শনে হয়েন বিকলে ।
 অস্তর্জ্ঞান হই তাহাতে বিরলে ॥
 অদর্শনে পুন ব্যাকুল দেখিয়া ।
 সাক্ষাৎকার হই সত্ত্বর করিয়া ॥
 কোনমতে স্বাস্থ্য শ্রীগোপীজন্যর ।
 না করিতে পারি—অস্বাস্থ্য আমার ॥
 অতএব মহা ঋণিত্ব আমার ।
 সুপ্রসিদ্ধ আছে শ্রীগোপীজন্যর ॥
 অতএব ব্রজে না করি গমন ।
 শুন তোমাদের বিবাহে কারণ— ॥
 শ্রীগোপিকাগণ-বিরহে যখন ।
 মথুরানগরে কৈলু নিরগন ॥
 বিবাহকরণে তথা কোন-কণে ।
 কোন ইচ্ছা মম নাহি হৈল মনে ॥
 ওহে যানিনি ! নতুবা মথুরায় ।
 করিতাম আমি বিবাহ তথায় ॥
 তবে অতি-ব্যগ্র মানস হইয়া ।
 স্বয়ম্বরে ভীষ্মনন্দিনী হরিয়া ॥
 করিলাম সে বিবাহ যে-কারণ ।
 তাহা কহি ব্যক্ত, করহ শ্রবণ— ॥
 আমারে না পায়্যা শ্রীমতী কৃষ্ণীগী ।
 প্রাণত্যাগে বাহ্য করিলেন হৈনি ॥
 আপন আঁস্তির বিজ্ঞপ্তি-লিখন ।
 করিলেন বিপ্রহস্তেতে প্রেরণ ॥
 মমজ্ঞাতে পত্নী পঢ়িলা ব্রাহ্মণ ।
 শুনি যাত্রা করিলাম সেইক্ষণ ॥
 জরাসন্ধ-শিশুপাল-আদি করি ।
 মহাভূত-স্বপশ্রেণী-দর্প হরি ॥
 কৃষ্ণি-প্রভৃতির বৃদ্ধে করি জয় ।
 দেখিতেছে যত নরপতিচয় ॥
 তার মধ্যে হৈতে হরিয়া হইয়া ।
 ক্ষুণ্ণ হইতে আনি দ্বারকায় ॥
 আবশ্যক-কৃত্যে করিলু বিবাহ ।
 নহে মনঃপ্রীতিহেতু সে নির্বাহ ॥
 শ্রীগোপীগণের সাদৃশ্য কিঞ্চিত ।
 কৃষ্ণগীতে আমি দেখিয়া বিদিত ॥
 মহা-শোকাভি-জনক সে দর্শনে ।
 আধিক্যেতে স্মৃতি হৈল গোপীগণে ॥

তাহাতে পরম-আকুলিত-মন ।
 হইলাম অতি ব্যগ্র সর্বক্ষণ ॥
 বোড়শ-সহস্র শতাধিক মত ।
 নন্দব্রজকুমারিকাগণ যত ॥
 পতিত্ব আমারে প্রাপ্তির কারণ ।
 কাত্যায়নীব্রত কৈলা আচরণ ॥
 তাঁহাদের কিছু দেখি নিদর্শন ।
 কিছু স্মৃহ করিবারে নিজ মন ॥
 তোমাদিগে তাবতেরে দ্বারকায় ।
 করিলাম আমি বিবাহ এখায় ॥
 অহো হে ভামিনি ! শুনহ বিদিত ।
 ব্রজের সে সব স্মৃথ স্মৃনিশ্চিত ॥
 মহিমার সহ আমারে ত্যজিল ।
 নিয়োচিত-স্থানে ব্রজেতে রহিল ॥
 পরমানন্দাচ্য পরম-মোহন ।
 শ্রীমদ্রন্দ-আদি ব্রজবাসিজন ॥
 তাহাদের সঙ্গে যে সব বিহার ।
 চিত্র-হৈতে-চিত্র—চিত্র-চমৎকার ॥
 তাহাতে আনন্দসাগর-তরঙ্গে ।
 মন মগ্ন নিত্য থাকিত সুরঙ্গে ॥
 ব্রজভূগবন্ধি তত্রকালে স্থিত ।
 দিব্যরাত্রি কিছু না জানি বিদিত ॥
 পুতনা-প্রভৃতি দুষ্ট দৈত্যগণ ।
 অবহেলে আমি করিল মারণ ॥
 মহা ভয়ানক কালিয় দমন ।
 করি, ক্রমে-হৈতে কৈলু নিঃসারণ ॥
 অতি উচ্চতর গিরি গোবর্দ্ধন ।
 বামহস্তে আমি করিলু ধারণ ॥
 বালাক্রীড়া-কৌতুকেতে এসকল ।
 করিলাম—যাহে আনন্দ প্রবল ॥
 অনির্বচনীয় সন্তোষ-সাগরে ।
 আমি হইলাম নিমগ্ন নির্ভয়ে ॥
 ব্রহ্ম-ইন্দ্র-নারদাদি আসি সবে ।
 করিলে আমারে নানাবিধ স্তবে ॥
 তাহাদের দর্শনে আর সম্ভাবণে ।
 দুঃখ মানি দেব-কার্য্য-বিস্মরণে ॥
 সৌন্দর্য্য-লাবণ্য-রূপ নিরূপমে ।
 মদনমোহন বেশের সুষমে ॥
 পূর্বে যাহা কভু না কৈলু বিদিত ।
 তাহে সর্ব্বিধ কৈলু সংকোচিত ॥
 মহাপ্রেমতরে মোহিলু জগত ।
 সমাধিস্থখেতে নহে অভিযত ॥

সদা-অমুরাগরসান্বাদ-মন ।
 দুরেতে থাকুন ব্রজবাসিজন ॥
 গোপসব আর শ্রীগোপিকাগণ ।
 প্রেমভরে করি রূপাদি দর্শন ॥
 বিমোহিত তাঁরা হয়েন উচিৎ ।
 তাহা কিবা আমি কহিব বিদিত ॥
 আকাশ-নিমানে বিধি রুদ্ধ আর ।
 ইচ্ছ চক্ষু দেবগণ সুবিস্তার ॥
 মুনি ঋষি সিদ্ধ গন্ধর্ব চারণ ।
 বিজ্ঞাধর-সহ অঙ্গুরের গণ ॥
 গাবী বুধ বৎস মৃগ পক্ষী সব ।
 বৃক্ষ গুল্ম লতা ভৃগু নবোদ্ভব ॥
 নদী গিরি বন—যত চরাচর ।
 সচেতন অচেতন সবিস্তর ॥
 তথায় আকাশে স্থিত জলধর ।
 বায়ু-বশগত বায়ু সে অপর ॥
 সবে প্রেমপ্রবাহোখিত বিকারে ।
 রুদ্ধিত হইয়া বিবিধ-প্রকারে ॥
 ত্যজি নিজনিজ স্বভাব সকলে ।
 পরিত্যজি গুণ পাইলা প্রবলে ॥
 ব্রহ্মা-আদি দেব অতি জ্ঞানবান ।
 অনিশ্চিততত্ত্ব হৈয়া মোহ পান ॥
 পশুসকল পরম জ্ঞানিভাব ।
 পাইল যেমত সমাধিপ্রভাব ॥
 স্বাবর কম্পেতে জজ্ঞমের গুণ ।
 জজ্ঞম চেতন হরি স্থির পুন ॥
 যমুনার জল হয় শিলাময় ।
 শিলা দ্রবীভূত হৈয়া জল হয় ॥
 করিতেছি আমি স্তুতি প্রেমভরে ।
 না মানিহ এইপ্রকার অন্তরে ॥
 সত্য কি অসত্য এসব কখন ।
 এই কালিন্দীরে কর জিজ্ঞাসন ॥
 ব্রজজন-সহ স্বচন্দ-বিলাস- ।
 আনন্দের যিনি সাক্ষিণী প্রকাশ ॥
 সম্প্রতিক পরিহাসবাক্য আর ।
 নানাজীড়া—সিন্ধুজলাচ্ছ বিহার ॥
 কুতূহল এথা করিয়া অনেকে ।
 নিজ-জ্ঞাতি-যছুগণেরে প্রত্যেকে ॥
 ব্রজবাসিতুল্য প্রেম অসাধারে ।
 নাহি হই শঙ্ক প্রাপ্ত করাবারে ॥
 গোপিকার মান—চিন্তা-আকর্ষক ।
 যাহাতে আনন্দ বাড়ে বিশেষত ॥

ভোমাসকলের মানের ভঞ্জন ।
 দুহর আমারে হইল এখন ॥
 অতএব আমি বাধিত লজ্জায় ।
 অতি প্রিয়া বংশী ত্যজিলুঁ এখায় ॥
 ইথে বৃদ্ধ—যথা-স্থানে সে আমার ।
 আবির্ভাব হয় মহিমা-বিস্তার ॥
 লীলাকরণেচ্ছা তেমত-প্রকার ।
 স্থানবিশেষেতে হয় ত প্রচার ॥
 হায়হায় আমি শ্রীভ্রজভুবনে ।
 যেহঁসব লীলা কৈলুঁ আচরণে ॥
 দুরেতে থাকুক সেই লীলাগণ ।
 অশক্ত করিতে এথা নিরূপণ ॥
 যদি কহ—তাহা বিনা-নিরূপণ ।
 কলাচন নাহি হয় ত শ্রবণ ॥
 তাহাতে সুপ্রেমরস-বিস্তারণ ।
 তব অবতার-মুখ্য-প্রয়োজন ॥
 কলিতে সম্পন্ন হইবে কেমনে ? ।
 তাহার উত্তর করহ শ্রবণে— ॥
 সুপ্রসিদ্ধ এক ব্যাসের নন্দন ।
 ব্রজলোকতুল্য মম প্রিয় হন ॥
 ব্রজবাসি-সম মহাপ্রেমভর- ।
 প্রভাবেতে অতি-গদগদ-অস্তর ॥
 মম বাল্যলীলা-প্রভৃতি কিঞ্চিত্তে ।
 কহিবেন শিষ্যবরে পরীক্ষিতে ॥
 করিলুঁ যাহার জীবন রক্ষণ ।
 নিরূপম তার হয় গুণগণ ॥
 এমতে পরম গোপনীয় ভায় ।
 হইবেক কলিকালেতে প্রকাশ ॥
 যেহঁস্থানে বস্ত্রা-শ্রোতা সে-প্রকারে ।
 হইবেক প্রভাবেতে তথাকারে ॥
 কলিকালেতেও কোনকোনস্থানে ।
 সে-রস-সঞ্চার হবেক আখ্যানে ॥
 এইমত ব্রজভাগ্যের বৈভব ।
 ক্রোধাবেশে কহিতেছেন মাধব ॥
 ‘মহাঙ্কি-রোদন-ভাব পুনর্ব্যার ।
 পূর্বমতে কিবা হইবেক তাঁর ॥
 এ আশঙ্কা মনে করি মস্তিষ্কর ।
 মহিবীগণেরে সঙ্কেতিলা-পর ॥
 সত্যভামা-সহ কল্পিণী-প্রভৃতি ।
 তথা হৈতে করিলেন অভিস্রুতি ॥
 উদ্ধব প্রভুর চরণে ধরিয়া ।
 রোদনের সহ বিনয় করিয়া ॥

নানাপ্রকারেতে তবে স্তবিলেন ।
 অঙ্গে-অঙ্গে তাঁরে শাস্ত করিলেন ॥
 প্রভুর ভোজন-মিমিতে বসিতে ।
 অন্ন-পান-আদি-দ্রব্যাদি-সহিতে ॥
 শ্রীদৈবকী শ্রীরোহিণী দেবী আরে ।
 আনিলেন শ্রীউদ্ধব তথাকারে ॥
 কৃতস্মান বলদেবে ততঃক্ষণ ।
 সেইস্থানে করাইলা প্রবেশন ॥
 বিজ্ঞাপন তবে প্রভুরে করেন— ।
 ‘বারাস্তে নারদ দাঁড়িয়া আছেন ॥’
 শুনি সর্ব-অস্ত্রধারী প্রভুর ।
 নারদের সব জানিয়া অন্তর ॥
 অনর্থোদয়ক চেষ্টা নারদের ।
 তাহে নাহি হৈল উৎপন্ন ক্রোধের ॥
 নন্দব্রজজন-মহিমাতিশয়- ।
 প্রকট-করণে যেহেতু আশয় ॥
 শ্রীনন্দনন্দন কহেন হাসিয়া— ।
 অজ্ঞ কে রাখিল তাঁরে নিরোধিয়া ? ॥
 প্রত্যহ যেমত অব্যাহতঘার ।
 নারদ আসেন নিকটে আমার ॥
 তেমত না আশ্বে কেনে এথাকারে ? ।
 ধারী কেহ নাহি নিবারণে তাঁরে ॥
 শ্রীউদ্ধব তবে দ্বিষৎ হাসিয়া ।
 কহিতে লাগিলা প্রাজ্ঞলি হইয়া— ॥
 অপরাধভয়ে নিরুদ্ধ আছয়ে ।
 অতিপ্রেমভরে সুলজ্জিত হ’য়ে ॥
 তবে শ্রীব্রহ্মণ্যদেব অগ্রে গিয়া ।
 আনিল! নারদে হস্তেতে ধরিয়া ॥
 কহিতে লাগিলা শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র— ।
 হে আমার স্ত্রীতি-উৎপাদনে ব্যগ্র ! ॥
 ওহে শ্রীনারদ মহা-সুহৃৎসম ! ।
 করিলে আপনি অতি হিত মম ॥
 হে রসিকোত্তম ! লজ্জা নাহি কর ।
 এ স্বভাব রসিকের নিঃসত্তর ॥
 যদি কহ—মহামোহ-উৎপাদনে ।
 বলদুঃখ দিলে—হিত কোন্ কণে ? ॥
 তাহে শুন,—প্রিয়জনের বিরহে ।
 দাবানলতুল্য বেগ সুদুঃসহে ॥
 দুঃস্বপ্ন-শোকের আবেশেতে হয় ।
 অন্তরে সত্তাপ জ্বলে প্রেমময় ॥
 দুঃখমত বৈরাগ্যতা অতিশয় ।
 প্রথমে যতপি স্ফূট জন্ময় ॥

তথাপিহ সেই দুঃখের পশ্চাতে ।
 অথবা তাহার পরিপাক-সাথে ॥
 যে প্রমোদরাশি-স্মৃতি হয় তায় ।
 মিলনের সুখ হৈতে শ্লাঘা পায় ॥
 ব্রহ্মানন্দ হৈতে কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ ।
 নিরন্তর হয় তাহে মম প্রেষ্ঠ ॥
 সুনিশ্চিত মনোরম অতি প্রিয় ।
 তাদৃশ-রসিকজন-জ্ঞাপনীয় ॥
 বিরহজ-শোক-দুঃখ-শাস্তি-পরে ।
 চিত্ত সুপ্রসন্ন সম্পূর্ণতা ধরে ॥
 সংপ্রাপ্ত-সন্তোষ-মহাসুখে যেন ।
 সম্পদের তুল্য থাকে সদা তেন ॥
 সেইমত ভাব বাঞ্ছে পুনর্ব্বার ।
 দুঃখমধ্যে সুখ মানে বহবার ॥
 প্রিয়তম-বিরহিজনের মনে ।
 সে-ভাব-অভাব না হয় কখনে ॥
 কোনমতে যতপি অভাব হয় ।
 পরম দুঃখিত চিত্ত তাহে রয় ॥
 হিমে জ্যোতিম পদাদি শরীরে ।
 অগ্নিস্পর্শজ্ঞান হিমে হয় ধীরে ॥
 মিথ্যা সে অনল-স্পর্শন-প্রত্যয় ।
 পরমজ্যোত্যা মাত্র সত্য হয় ॥
 সেইমত মিথ্যা দুঃখের প্রতীতি ।
 সুখের সমূহ তাহে জান নিতি ॥
 যাহাদিগে নাহি আশার বচন ।
 ক্রুচে, তাহাদের মতেও—কখন ॥
 বিরহে ভাবনা সে প্রিয়তমের ।
 অগ্নদ গাঢ় উপকারী হের ॥
 কোনমতে প্রিয়জনের স্মরণ ।
 জীবনদানের পরম কারণ ॥
 প্রাণাধিক-প্রিয়গণ-বিস্মরণ ।
 কখন হৈলে সে সুনিম্ন মরণ ॥
 আপন জীবনতুল্য প্রিয়জনে ।
 কদাপি সন্তব নহে অস্মরণে ॥
 তথাপিহ কোন বিশেষ কারণ ।
 স্মৃতি হয় অতি হর্ষের জনন ॥
 যেন মহোৎসব-সহিত জীবন ।
 প্রকৃষ্ট হর্ষের হয় ত কারণ ॥
 মহোৎসব-আদি-সুখেতে রহিত- ।
 জীবনে না হয় প্রহর্ষ নিশ্চিত ॥
 দারিদ্র্যাদিদুঃখে অতিশয় শোক ।
 জীবনেতে প্রাপ্ত হয় যত লোক ॥

সেইমত প্রেম বিনা স্থানিচ্ছিত ।
 প্রিয়জনগণ-স্বরণ বিদিত ॥
 এপ্রকার অতৃ মহা উপকার ।
 করিলে আপনি—সম নাহি যার ॥
 অতি প্রেমসহ গোপীর স্বরণ ।
 করাইলে তুমি আমায়ে এক্ষণ ॥
 সে-কারণে আমি অতিশয় প্রীত ।
 তোমার উপর হইলু নিশ্চিত ॥
 ওহে শ্রীনারদ ! শুনহ বচন ।
 নিজাভীষ্ট বর করহ গ্রহণ ॥

পরীক্ষিত কহে—শুন গো জননি ।।

শুনি মূনি এই বাণী ততঃকপি ॥
 জয়জয়জয় কহি উচ্চস্বরে ।
 স্তম্ভুর বীণাগীতে স্তব করে— ॥
 শ্রীগোকুলজন-মনোমহোৎসব ।
 শ্রীযশোদানন্দকুমার কেশব ॥
 শ্রীগোপ-গোপিকাজন-প্রিয়তর ।
 শ্রীরাধিকা-আদি-গোপী মনোহর ॥
 মুরলীবাদন-সুশ্রিত বদন ।
 পীতাম্বর, বনমালাসুশোভন ॥
 শ্রীরাধিকা-মান-ভঞ্জন কারণ ।
 নিরন্তর অতিশয় ভীতমন ॥
 রাধাকুণ্ডলী-কানন-বিলাসী ।
 গোপীগণ-মন-চোর মুহূর্ত্তসি ॥
 শ্রীরাধারমণ মদনমোহন ।
 শ্রীরাগবিলাসী বহা-বিধারণ ॥
 ইত্যাদি শ্রীব্রজকীড়াতে উথিত ।
 গুণ-নাম-আদি সুখদ নিশ্চিত ॥
 উচ্চমিষ্টস্বরে করিয়া কীর্তন ।
 বরপ্রদ কৃষ্ণে করিলা স্তবন ॥
 স্বয়ং প্রমোদের দশাশ্বমেধীয়- ।
 তীর্থাবধি দ্বারাবতী-পর্য্যন্তীয় ॥
 সহ বিপ্রাদির সম্ভাষ-বিষয়ে ।
 করিলা ভ্রমণ অতি ব্যগ্র হ'য়ে ॥
 শ্রীমদমুগ্ধহে পূর্ণার্থতা পাই
 সাংসার কৃষ্ণমুখে শুনিবারে চাই ॥
 পরম উত্তম দাতা প্রেষ্ঠতরে ।
 মুনীন্দ্র মাগিলা অতি দ্রুত বরে ॥

তথাতি বরঃ (বৃহদ্ভাগবতায়ত ৭।১১৫) —

শ্রীকৃষ্ণঃ কতাপি তৃপ্তিরন্ত কদাপি ন ।

তবচোঃসুগ্রহে জ্ঞাতো প্রেষ্ঠা চানন্দভাজনে ।।

হে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ! কখন কাহার ।
 তৃপ্তি নাহি হকু কৃপাতে তোমার ॥
 ভক্তি আর প্রেমে—আনন্দভাজনে ।
 কারো তৃপ্তি নাহি হকু কদাচনে ॥

এত শুনি কৃষ্ণ কহিছেন পুন—

বিদগ্ধ-সবার আচার্য্য হে ! শুন ॥
 কিবা বর তুমি করিলা প্রার্থন ? ।
 অনর্থক ইহা,—শুনহ কারণ ॥
 মম কৃপা-ভক্তি-প্রেমের স্বভাব ।
 ঐক্লপ নিত্য হয় ত প্রভাব ॥
 শ্রীপ্রয়াগতীর্থ আরম্ভ করিয়া ।
 ইতস্ততো বহু ভ্রমিয়া-ভ্রমিয়া ॥
 সর্ব্বত্রোতে আর দ্বারকাভূবনে ।
 যে দেখিলা আর করিলা শ্রবণে ॥
 সকলে সাংপ্রাপ্ত সর্ব্ব অর্থ হয় ।
 জগতজন্য নিস্তারকাম্য ॥
 সকলে আমার কৃপার বিষয় ।
 কিছু তারতম্য কেবল আশ্রয় ॥
 পূর্ব্বপূর্ব্ব হৈতে সে উত্তরোত্তর ।
 জানিহ ক্রমেতে হয় শ্রেষ্ঠতর ॥
 এমতে সকল হইতে শ্রেষ্ঠতা ।
 শ্রীরাধিকাদিতে পর্য্যবসিততা ॥
 তারতম্য থাকিতেই স্ব-স্ব-রস- ।
 জাতীয় সুখেতে পূর্ণিত-মানস ॥
 তথাপি তাঁদের মধ্যে কোনজন ।
 কোনমতে তৃপ্তি না পায় কখন ॥
 নিজনিজ অসৌভাগ্যের বর্ণনে ।
 করে সবে নিজ-ন্যূনতা-স্থাপনে ॥
 অতএব বঝ করিয়া বিচার ।
 কৃপাদিতে তৃপ্তি নাহিক কাহার ॥
 এহেতু অভীষ্টতর বরগণ ।

আমা হৈতে মূনি । করহ গ্রহণ ॥
 শ্রীকৃষ্ণমুগ্ধহে তাঁর ভক্তগণ ।
 কদাচিত নাহি হয় তৃপ্তি-মন ॥
 সাক্ষাৎ কৃষ্ণমুখে এই স্তবচন ।
 শুনি মূনিবর হৈলা হর্ষমন ॥
 বৃত্য করি,—বস্ত্র প্রসারি যেমত ।
 অন্নাদিক মাগে ভিক্ষুক, তেম- ॥
 অঞ্জলি বাঙ্কিয়া সাধু বরদায় ।
 চাহি দাতাশ্রেষ্ঠ নারদ কহয়— ॥
 হে নিজ-পর্য্যন্ত দানেও অতৃপ্ত ।।
 ভক্তজনে অতি কৃপাসার-দৃপ্ত ! ॥

অধ্যয়নাদিক আমার আয়াস ।
কিবা প্রয়াগাদিত্রয়-প্রয়াস ॥
সকল সফল ইদানী হইল ।
তব মহা কৃপাপাত্র সে জানিস ॥
তব কৃপাসার-করুণার পাত্র — ।
মহাভগবতী গোপীগণ মাত্র ॥
সাক্ষাৎ করিহুঁ অমৃতবোদিত ।
এই বর প্রাপ্ত হইলুঁ নিশ্চিত ॥
অমৃতগ্রহ এই উত্তম আমারে ।
জানিলাম যেই তব কৃপাসারে ।
তথাপি হৃদয়ে চিরকাল স্থিত ।
ওহে উদারেজ ! মাগিয়ে কিঞ্চিত ॥

তথাহি (বৃহত্তাগবতামৃত ৭।১২২)—

পায়ঃ পায়ঃ ব্রজজনগণপ্রেমবাপীমরাল,
শ্রীমন্নামানুজমবিতং গোকুলারূপিতং তে ।
তত্তদেবশাচরিত্তনিকবোজ্জ্বলিতং মিষ্টমিষ্টং,
সর্বান লোকান্ ভগতি রময়ন্ত্যচেষ্টো ভ্রমাণি ॥১

বৃন্দাবন-জন-গণ-প্রেমসার- ।
দীর্ঘিকার বাজহংস সুবিহার । ॥
অবিরত তব শ্রীমন্নামামৃত ।
গোকুলসাগর হইতে উথিত ॥
অনির্বচনীয় বেশ-আচরিত- ।
সকল হইতে যেই উজ্জ্বলিত ॥
অর্থাৎ শিখিপিচ্ছমৌলি বিহরণ ।
গুঞ্জা-অবতংস—কদম্বভূষণ ॥
পূতনাশ্রাপণ শকটভঞ্জন ।
যশোদাবৎসল শ্রীনন্দনন্দন ॥
ব্রজজনানন্দ গোপীমনোহর ।
ইত্যাদিক নাম অমৃতসঞ্চর ॥
অন্য নামাদিক হৈতে মিষ্টমিষ্ট ।
নিরন্তর পান করিকরি ইষ্ট ॥
জগতে সকল লোকে সুখ দিয়া ।
মন্তচেষ্ঠা যেন বেড়াই ভ্রমিষা ॥

তথাহি (বৃহত্তাগবতামৃত ৭।১২৩)—

ঈদীয়ান্তাঃ ক্রীড়াঃ সৰুদপি ভূবো বাপি বচসা,
দৃশ্য জ্ঞান্যৈর্দৈবা স্পৃশ্যতি কৃতবীঃ কশ্চিদপি যঃ ।
স নিত্যং শ্রীগোপীকুচকলসকাস্মীম্বিলসঃ,
ঈদীয়াক্ষিভ্রংশে কলয়তুতরাং প্রেমভঞ্জনম্ ॥২

বৃন্দাবনগণধ্বিনী ক্রীড়া তব ।
বাক্য-চক্ষু-কর্ণ-অঙ্গ-দ্বারা সব ॥

নিশ্চয় বিশ্বস্ত-মতি যেহৈজন ।
একবার তাহা করয়ে স্পর্শন ॥
বাক্যদ্বারা স্পর্শ—ক্রীড়ার কীর্তন ।
চক্ষুদ্বারা—ক্রীড়াস্থানের দর্শন ॥
শ্রীমত্তাগবতপুরাণাদি সেহি ।
বৃন্দাবনক্রীড়া-বিজ্ঞাপক সেহি ॥
তার স্পর্শ অঙ্গে—ক্রীড়ার স্পর্শন ।
বারেক ভক্তিতে করে যেহৈজন ॥
শ্রীরাধাদি-কুচকলস-কাস্মীয়ে ।
শোভিত ভূদীয় পদদ্বন্দে চিরে ॥
প্রেমের সহিত ভজন সে জন ।
নিশ্চল প্রতাহ করুক লভন ॥

ততঃপরে কৃষ্ণ শুনি এসকল ।

আদরে প্রসারি শ্রীহৃদকমল ॥
'এবমস্ত' ইতি সানন্দে সঙ্ঘর ।
গোপীনাথ কহিলেন দিগ্বা বর ॥
তাহে মহাপরানন্দের সাগরে ।
অতিশয় ময় হৈয়া মুনিবরে ॥
বহুবিধ করি নর্তন-কীর্তন ।
শ্রীকৃষ্ণেরে করিলেন সুধমন ॥

নারদমুনিরে লইয়া তখনে ।

শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ বসিলা ভোজনে ॥
পরমায় পেয়জব্যাদি সহিত ।
দৈবকী-রোহিণী-দৃষ্ট মিষ্টামিত ॥
শ্রীকৃষ্ণী পরিবেষণ করেন ।
সত্যভামাদেবী তাঁরে সখীজেন ॥
'তব প্রিয় ইহা করহ ভোজন ।'
উজ্জ্বল একপে করান অরণ ॥
জাম্ববতী-আদি মহিষীসকল ।
অর্পণ করেন সুশীতল জল ॥
ভোগদ্রব্য-প্রশংসন সুবীজন ।
অগুরুধুমাত্তে করেন রঞ্জন ॥
এইমতে সুখে করিয়া ভোজন ।
করিলেন সকলেতে আচমন ॥

গঙ্গালো কৈলা মুনিরে মণ্ডিত ।
নানামত অলঙ্কারেতে ভূষিত ॥
সমাদর বহু তাঁরে করিলেন ।
তবে মুনি শ্রীমাধবে কহিলেন — ॥
প্রয়াগে আছেন মোর অপেক্ষায় ।
মুনিগণ করি বিলম্ব তথায় ॥
তথা যায়া তাহাদিগে কৃতার্ণিব ।
যতলি প্রভুর অমৃত পাইব ॥

তাহে কৃষ্ণ তাঁরে আত্মা প্রচারিলা ।
 প্রণমিয়া নিবিদায় হইলা ॥
 প্রয়াগাদি নানা স্থানে ভ্রমি সব ।
 যে ভক্তিমাহাত্ম্য কৈলা অমুভব ॥
 সেইসব মুনি আনন্দসহিতে ।
 বীণার তানেতে গাইতে-গাইতে ॥
 কৃষ্ণপ্রেমভক্তিরসেতে রসিক ।
 গমন করিলা সহর্ষে অধিক ॥
 প্রয়াগে ছিলেন পথনিরীক্ষণে ।
 সার-সংগ্রাহি যতেক মুনিগণে ॥
 পূর্বোক্ত সকল মহামহাভূত ।
 নারদের মুখে সব হৈয়া শ্রুত ॥
 জ্ঞানকর্ম্ম-আদি অশেষ তখনে ।
 ত্যজিলেন ভক্তি দঢ়াইয়া মনে ॥
 নারদ-শিক্ষাতে করিলা গ্রহণ ।
 কেবল পরম দৈত্য়বলধন ॥
 শ্রীমুত-মদনগোপাল-চরণ- ।
 উপাসনা যত্ন করে মুনিগণ ॥

পরীক্ষিত উপাখ্যান সমাপিয়া ।
 নিজমাতা প্রতি কহে স্বেধাধিয়া— ॥
 ওগো মাতা ! সেই শ্রীগোপকিশোর ।
 রাসরসসিন্ধু—প্রণয়ে বিতোর— ॥
 শ্রীগোপিকাগণে আবৃত সর্বতঃ ।
 ভজহ ভজহ শ্রীকৃষ্ণ যত্নতঃ ॥
 শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে মোহিতা আত্মীরা ।
 রহেন বাঁহারে নিরন্তর যিহি ॥
 গোপিকাগণের দাস্ত ইচ্ছা করে ।
 গোপীসম প্রেমভঙ্গির প্রসরে ॥
 কৃষ্ণনাম-সঙ্গীত-পরায়ণা ।
 হইয়া কর গো মাতা ! উপাসনা ॥
 গোপিকাগণের সকল মহিমা ।
 একাঙ্কনস্ত নাদিতে নারে সীমা ॥
 তার মধ্যে কোন-এক মহিয়ারে ।
 শক্ত নহি নিজমুখে করিবারে ॥
 স্তম্ভেরূপকর্তে মক্ষিকা যেমন ।
 নাহি পারে গ্রাসিবারে কদাচন ॥
 শ্রীকৃষ্ণের রসে নিত্যাবিষ্ট-মন ।
 শ্রীকৃষ্ণ আমার—ব্যাসের নন্দন ॥
 কৃষ্ণ আর তার প্রিয়া শ্রীকৃষ্ণিণী ।
 প্রভৃতির নাম-গুণ গায়েন তিনি ॥
 বিস্তৃত আশ্চর্য্য অতি ব্যক্ততর— ।
 প্রেমায়িত্বজালায়ে দধি নিরন্তর— ॥

শ্রীগোপীগণের নামের কীর্ত্তনে ।
 তাঁদের হইবে বিশেষ স্মরণে ॥
 সে-অগ্নিশিখাগ্র-কণিকা-স্পর্শনে ॥
 সত্ত্ব হন মহাব্যাকুলিত-মনে ॥
 গোপিকাগণের নাম কদাচনে ।
 শক্ত নাহি হন করিতে বদনে ॥
 এইহেতু শ্রীমদ্ভাগবতখান্ধে ।
 শ্রীরাধিকাদির নাম কোনস্থানে ॥
 প্রকাশিয়া তিহি নাহি কহিলেন ।
 কিছু হৃদে সदा ভাবনা করেন ॥
 ‘নাম নাহি লৈলা পরম-গৌরবে ।’
 এই কথা নাহি মানি যোরা সবে ॥
 ওগো মাতা ! বলবীর প্রাণনাথ ।
 শ্রীরাধিকা-আদি গোপীগণ-সাথ ॥
 ভজ উপাসনা-শাস্ত্রের বিধানে ।
 প্রেমেতে আশ্রয় লৈয়া সাবধানে ॥
 সত্য সত্য সত্য বলবীনাথের ।
 প্রসাদেতে আর বলবীগণের ॥
 বলবীগণের মহিমা কিঞ্চিৎ ।
 তুমিও জানিতে পারিবে নিশ্চিত ॥
 এই গ্রন্থ মহাখ্যানশ্রেষ্ঠ হয় ।
 কৃষ্ণকৃপাসারপাত্রেয় নিশ্চয় ॥
 যেজন আশ্রয় করেছে ইহারে ।
 শ্রদ্ধায় শ্রবণ-কীর্ত্তন-প্রকারে ॥
 সেইজন শীঘ্র কৃষ্ণে প্রেমচয় ।
 যেইমত পায়—নাহিক সংশয় ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ ধর্ম্ম
 অধৈত-আচাৰ্য্য আর ।
 সবার চরণ, সাবধান-মন,
 বন্দিয়ে করিয়ে সার ॥
 শ্রীগুরুচরণ, ভক্তি বিস্তরণ,
 যাহা হৈতে সদা হয় ।
 বাঁহার কৃপায়, নাহিক অপায়,
 সম্পদ সর্বদা রয় ॥
 গুরুরূপে হরি, ক্ষিতি অবতরি,
 অমুগ্রহ প্রকাশিয়া ।
 স্বপথ দেখান, ভব হৈতে ত্রাণ,
 করেন বিজ্ঞান দিয়া ॥
 ভূমি লোটাঁইয়া, সশ্রদ্ধ হইয়া,
 করিয়ে অসঙ্খ্য নতি ।
 ত্রিভুবনে সার, যাহা বিনা আর,
 নাহি অধমের গতি ॥

ভাগবতামৃত, গোপনীয় কৃত, শ্রীলসনাতন,— গোস্বামিচরণ,
 গ্রন্থ মুকুটিন হয় । বন্দি সাবধানে অতি ।
 যে পদ ভাবিয়া, ভাষা প্রবন্ধিয়া, শ্রীজয়গোবিন্দ, ভাষায় নির্বন্ধ,
 রচিল এ দীনেশ্বর ॥ পূর্বখণ্ড পরিণতি ॥

কৃষ্ণশ্রবণপাশাঙ্কঃ নির্ঘাতো ধ্যানরঞ্জিতঃ ।
 গ্রাহস্তাভ্যাসঃ নির্ঘাতো নামকীৰ্ত্তনশৃঙ্গলৈঃ ॥
 বৃদ্ধজিলোলিতেনাস্ত ন ময়া জাতু মোক্ষ্যসে ।
 ধৃতো ধৃতোসি গাঢ়ং ত্বং পাতকোষেষু বাসসি ॥ * ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎকৃপাভর-নির্দ্বারখণ্ডে পূর্ণো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥

॥ • ॥ সমাপ্তশচায়াং প্রথমখণ্ডঃ ॥ • ॥

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

তত্রাস্যো হৃতরাশ্রমোত্তররূপেতিহাসতঃ ।

বক্তৃঃ গোলোকমাহাত্ম্যং ভূলোকমহিমোসতে ॥ • ॥

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণধাম ।
 জয়জয় নিত্যানন্দ প্রভু বলরাম ॥
 অবৈত-আচার্য্য প্রভু সদাশিবাখ্যান ।
 জীবপ্রতি যোর অতি করুণানিধান ॥
 জয়জয় গুরুদেবচরণাবিন্দ ।
 বাহার রূপায় পাই ব্রজে শ্রীগোবিন্দ ॥
 জয় শ্রীলসনাতন-শ্রীকৃষ্ণচরণ ।
 জয়জয় শ্রীজীবগোস্বামিপদধন ॥

জয়জয় তটস্থয় রঘুনাথদাস ।
 সবার চরণে যোর সদা রহ আশ ॥
 জয়জয় ভক্তগণ । চরণে প্রণতি ।
 দ্বিতীয়খণ্ডের কথা কর অবগতি ॥
 অত্যন্ত নিগূঢ়তর গ্রন্থ অতি সার ।
 বুদ্ধিমতে লিখি—দোষ না লবে আমার ॥
 কহেন জনমেজয় গুরুসম্মিধান ।
 শ্রুত-বাক্যামোদে করি হর্ষের প্রদান—॥

কৃষ্ণভক্তিপর ভাগবতাধি পুরাণ ।
 সে-সবার সার অতি চুলভ-বিধান ॥
 গোপনীয় মম পিতা অতি সংগৃহীত ।
 নিজ মায়ে কৈলা কৃষ্ণপ্রেমে প্রকাশিত ॥
 শ্রীযুক্ত ভগবৎপর শাস্ত্র যে সাগর ।
 তাহা হৈতে উদ্ধৃত অমৃত সারতর ॥
 কৃপাসারনির্দ্ধারগোপাখ্যানে কথিত ।
 তব মুখপদ্মের সৌরভে সুবাসিত ॥
 ওহে মুনিশ্রেষ্ঠ ! ইহা সব পান করি ।
 না হয় আমার তৃপ্তি—কি কব বিবরি ॥
 অতএব কৃপাপাদপদ্মে লুক্ক-মন— ।
 সেই দুই মাতা-পুত্র—অতি বিচক্ষণ ॥
 সুধাসারময় জ্ঞান তাঁদের সম্বাদ ।
 কহ কহ তত্ত্ববেত্তা ! শুনিতে আহ্লাদ ॥
 এতেক শুনিয়া শ্রীজৈমিনি মুনিবর ।
 কহেন—শুনহ মহারাজ ! গুণতর ॥
 গোলোকমাহাত্ম্য-উপাখ্যানাদিপ্রকার ।
 শ্রীমদ্ভাগবতসিদ্ধপীষ্ম-সুসার ॥
 ভূত-ভবিষ্যতি-বর্তমান-কাল-জ্ঞানী ।
 আর ব্রহ্মাণ্ডতর্কিক হয় যেই প্রাণী ॥
 তাঁহাদের দুজের আপন-শক্তিঘারে ।
 জ্ঞানিতে বলিতে ইহা কহে নাহি পারে ॥
 যদি কহ—মহদুপাখ্যান কিপ্রকার ।
 কহিলে ?—শুনহ কহি উত্তর তাহার— ॥
 শ্রীমৎ শুকদেব কৃষ্ণভক্তিরসার্ণব ।
 তাঁহার প্রসাদে আমি কৈলুঁ অমৃতব ॥
 পরীক্ষিতুস্তরাপার্শ্বে বলিয়া তখন ।
 শুনিয়াছি শাক্ষাতে সকল বিবরণ ॥
 শ্রীগোলোকমহিমা শ্রীগোপনীয় অতি ।

তথাহি (বৃহদ্ভাগবতামৃত ২।১।৬)

পরং গোপ্যমপি শ্রীক্ষে শিষ্যে বাচ্যমিতি শ্রুতি ॥১॥

তাতে শুন মহাভাগ ! কহিয়ে সম্প্রতি ॥
 শ্রীকৃষ্ণকরুণাসারপাত্রের নির্দ্ধার ।
 আত্মোপাস্ত সুধাসার সংকথাবিতার ॥
 হইলেন শ্রবণ করিয়া সেই সব ।
 পরম আনন্দে পূর্ণ পিতামহী তব ॥
 সেই ভক্তি গোপীকান্ত-পাদপদ্মঘরে ।
 তাহার বিশেষ ফল-শ্রবণেচ্ছা হয়ে ॥
 আর তার ভোগস্থান—বৈকুণ্ঠ হইতে ।
 হইবেক সাধুতম—মানিয়া স্বচিতে ॥
 হৃদয়ে ভাবিয়া—না করিতে পারি স্থির ।
 পুছিলা উত্তরা পরীক্ষিতে সুগভীর ॥

গোপীনাথপাদাঙ্গে পরম-প্রেমবান্ ।
 সেই সব—তাহাদের প্রাপ্য শ্রেষ্ঠ স্থান ।
 ইতর-সবার প্রাপ্য হইতে উত্তম ।
 উত্তম সে হয়—সর্বশ্রেষ্ঠ সপোত্তম ॥
 সর্ববিলক্ষণ তাহা জিজ্ঞাস্য কারণ ।
 বিবিধের প্রাপ্য পদ করে নির্দেশন— ॥
 যে গৃহস্থ ফলপ্রাপ্তি বাঞ্ছা করি মনে ।
 নিত্যনৈমিত্তিক-পুণ্যকর্ম আচরণে ॥
 ভূতৃবশ্বলোকনাম-ত্রিলোকে নিশ্চয় ।
 তাহাদের প্রাপ্য স্থান আছেয়ে নির্ণয় ॥
 নিষ্কাম-গৃহস্থে যারা স্বধর্মনিষ্ঠিত ।
 নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম করে সাবহিত ॥
 মহর্জনন্তপঃ গতা—লোক-চতুঃয় ।
 তাহাদের প্রাপ্য স্থান হয় ত নিশ্চয় ॥
 ভোগান্ত হইলে স্কামিক সবজন ।
 মুহুমুহু করে ভবে গমনাগমন ॥
 নিষ্কাম স্বধর্মনিষ্ঠ যেই সব জন ।
 মহর্জোকাদিক-মধ্যে করে নিমগন ॥
 তার মধ্যে কতক ভোগি । ভোগচয় ।
 মহাপ্রলয়েতে ব্রহ্মাণ্ডস্থ মুক্ত হয় ॥
 কতজন অর্চিরাদি-পথে নিজেচ্ছায় ।
 ভুক্তি বহুভোগ ক্রমেক্রমে মুক্তি পায় ॥
 ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ যতিসমুদয় ।
 দেহান্ত হইলে সত্ত্বমুক্তি প্রাপ্ত হয় ॥
 কামনাসহিত যেই কৃষ্ণভক্তগণ ।
 ভোগাভিলাষেতে ভজে প্রভুর চরণ ॥
 বিক্রম-তিতিক্ষা-শূরাদি গুণ দিলা ।
 ইক্ষু-কু-আদির অমুবর্তী যে করিলা ॥
 দিগ্বিজয়ে কুরুক্ষেত্রে পরবর্তীতরে ।
 গাবী-বৃষ-রূপী ভূমি ধম্য এতুইরে ॥
 হিংসা করে কালি—ইহা করি বিলোকন ।
 কলির নিগ্রহ করিলাম ততক্ষণ ॥
 বিখ্যাপিত আবারে ত করিলেন যেই ।
 সম্পন্ন করিলা রাজশ্রী অদ্ভুত সেই ॥
 শূদ্রির শাপের দান করিয়া বিদিত ।
 রাজশ্রী হইতে করিলেন নির্বেদিত ॥
 শবীকের শিষ্যরূপে প্রিয় সে আমার ।
 শাপ শুনাইয়া মন করিয়া স্মার ॥
 গৃহ-অন্ধকূপ হৈতে করি আকর্ষণ ।
 বাণদেব গঙ্গাভীরে আনি ততক্ষণ ॥
 ‘মরণপর্যন্ত ভক্ষ্যপেষ-বিবর্জন’ ।
 শাস্ত্রেতে ‘প্রায়োপবেশ’ আছে নিরূপণে ॥

বিপুল তাহার—বহু সুখভোগ যত ।
 আপন ইচ্ছায় ভোগ করিয়া সম্মত ॥
 তাহার করেন লাভ ভগবত-স্থান ।
 মুক্তের দুর্লভতর—বৈকুণ্ঠ-আখ্যান ॥
 নিবিড়-অনন্দ-জ্ঞানময় বর্তমান ।
 নিদ্রামী তাঁহার শুভ সত্তা তাহা পান ॥
 শ্রীকৃষ্ণচরণাজে সাক্ষাৎ সেবাসুখ ।
 যে সুখ করয়ে তুচ্ছ সদা মোক্ষসুখ ॥
 অশুভ বহুবিধ করিয়া তথায় ।
 পরম-নিবিড়ানন্দে বিলসে সদায় ॥
 মোক্ষ-তুচ্ছ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা-জ্ঞান ।
 তাহে মিশ্র ভক্তি হৈলে জ্ঞানভক্ত্যাখ্যান ॥
 ভরতাদি যেমত তাহার পাত্র হয় ।
 কতজন শুদ্ধভক্ত করে পাদপ্রায় ॥
 কর্মজ্ঞানবৈরাগ্যে, অযুক্ত—ভক্তিময় ।
 ভক্তিমাত্রকামী—অধরীষ-আদি হয় ॥
 প্রেমের সহিত ভক্তিমন্ত কতজন ।
 প্রিয়তমপ্রভু-পাদসেবামাত্রেক্ষণ ॥
 যেমন শ্রীহনুমান-আদি মহাশয় ।
 পরে প্রেমপরা—শ্রীপাণ্ডবগণ হয় ॥
 প্রেমসম্পত্তো বিহবল—প্রেমাতুর যত ।
 শ্রীউদ্ধব-আদি প্রেমে হৃষ্টাশয় মত ॥
 জ্ঞানভক্ত শুদ্ধভক্ত প্রেমভক্ত আর ।
 প্রেমপর প্রেমাতুর—যে হয় বিস্তার ॥
 ভাবভেদে প্রেমভারভর্য কল্পনায় ।
 কিছু শ্রাবৈকুণ্ঠে তাহা নহে যোজনীয় ॥
 যদি কহ—কেহ নিকটের সেবা পায় ।
 কেহ বা দূরেতে থাকি ধার পালে ভায় ॥
 এইরূপে ভারতম্যাবিশেষ কহিয়ে ॥
 ইহার উত্তর কহি—শুন মন দিয়ে—॥
 সাক্ষ্য-সামীপ্যাদিক যেহী প্রাপ্ত হয় ।
 তুল্যে পৰ্য্যবসান—কিছু ভেদ নয় ॥
 বৈষ্ণবের অধিক কিঞ্চিৎ প্রাপ্য স্থান ।
 অপর না শুনি কিছু ইহার বিধান ॥
 নির্জানজ ভাবোচিত বৈকুণ্ঠপ্রদেশে ।

তথাহি (বৃহদ্রাণবর্তায়ুত ২।১।২৬টিকায়াম্)—
 যা যথা হুবি বর্তন্তে পুথ্যা ভগবতঃ প্রিয়াঃ ।
 তাবুখা সাং বৈকুণ্ঠে তন্তল্লাখ্যামদূতাঃ ॥ ইতি

স্বপ্নপ্রিয়বস্তুর সংপ্রাপ্তির বিশেষে ॥
 সকলের সুখপ্রাপ্তি হইক তাহার ।
 রস-জাতীরোচিত পরম শ্রেষ্ঠতায় ॥

শ্রীরাগবিহারী গোপীনাথ বন্দীধারী—।
 চরণকমলস্থ য়েই সেবাকারী ॥
 সে সব ভক্তের হইবেক কিবা গতি ।
 সর্বসাধারণ ফল প্রাপ্য,—যুক্ত অতি ॥
 শ্রীমদমদ-গোপালপ্রিয়া শ্রীরাধার ।
 দাসী হৈতে বাঞ্ছা যেইসব ভক্তসার ॥
 সাধসাধারণ-প্রেমে পরিপূর্ণ-কার ।
 অত্যন্ত আছন্দে শ্রীগলনাম গায় ॥
 শ্রীরাধাগোবিন্দ রাধা-মুখলীবদন ।
 রাধাপ্রাপ্তি রাধা-মদনমোহন ॥
 রাধাকৃষ্ণ রাধানাথ রাধাদামোদর ।
 রাধাভ্রামসুন্দর শ্রীরাধাগিরিধর ॥
 ইত্যাদিক নাম সদা করে সঙ্কীর্তন ।
 অতএব তাঁহার নহেন সাধারণ ॥
 প্রাপ্য হৈলে তাঁহাদের অন্তরে প্রকার
 তাহাতে হৃদয় তৃপ্তি না পায় আমার ॥
 গোপীনাথপাদপদ্ম-প্রসাদ-প্রভাবে ।
 মহাপ্রেমসিদ্ধি সাধিলেক ভক্তিতাবে ॥
 সে সব ভক্তের তাদৃশী গতিতে স্থিত ।
 যত্নপিও সহিবারে পারি কদাচিত ॥
 তথাপি শ্রীনন্দযশোদাদি ব্রজজনে ।
 কদাপি তাদৃশী গতি না যায় সহনে ॥
 অসম্ভ্য বিবিধ মহিমার অস্বাশীমা ।
 যাহাতে পর্য্যবসান হয় ত গরিম্য ॥
 সর্বনদীগণ যেন সমুদ্রে মিলয়ে ।
 নন্দাদির তেমত মহিমাগণ হয়ে ॥
 তাঁহাদের নিমিত্ত উচিত যোগ্য স্থান ।
 অবশ্য বৈকুণ্ঠোপরে থাকিবে বিধান ॥
 মগ্ন হইয়াছি আমি সংশয়সাগরে ।
 উদ্ধার আমারে সব কহিয়া সত্বরে ॥
 পৃথিবীর মধ্যে যত্নপিহ বিপাক্তি ।
 সর্বদানশ্রেষ্ঠা শ্রীমথুরা ভগবতী ॥
 নন্দ-যশোদাদি ব্রজবাসির সহিত ।
 শ্রীনন্দনন্দন অতি সুখে বিরাজিত ॥
 তথাপিহ প্রপঞ্চাত্তরগতের কারণ ।
 দেহবিকারাদি দেখি অর্কাচীনগণ ॥
 মায়িকত্ব-প্রসঙ্গ আশঙ্ক্য করে মনে ।
 কিছু তাহা অভক্তের বন্ধন-কারণে ॥
 আর নিজভক্তগণ-হর্ষণার্থ হয় ।
 যেন কৃষ্ণ দেখি অভক্তের সুখ নয় ॥
 পরম-নিগূঢ়-হেতু সর্বলোকে দ্রুত ।
 মাহাত্ম্যবিশেষ তার ক্ষুণ্ণি নহে দ্রুত ॥

করিলো উত্তর; হেন প্রাণ সেকারণ ।
 গোলোকমহাভাষ্য যাহে হইবে কথন ॥
 কিছু কালবিশেষেতে শ্রীনন্দনন্দন ।
 অখিল রূপাদি আর সহ নিজগণ ॥
 অগ্রত অগভ্য ক্রীড়াবিশেষকারণে ।
 স্বয়ং অবতারেন মথুরা-বৃন্দাবনে ॥
 তাহে শ্রীগোলোক হৈতে মহাত্মা হৈার ।
 শ্রীনারদাক্তে অগ্রে হইবে বিস্তার ॥
 ফেল ত্রিকাণ্ড-ত্রিলোকৌর নাশে আর ।
 অন্তর্ধান হইবে শ্রীমুখ্য মথুরার ॥
 গোলোকের ষড়িত হয়েন ঐক্যাপত্তি ।
 নিত্য বৃন্দাবন শ্রী:গোলোক-অন্তর্ভুক্তি ॥
 গোলোক মথুরা দুই ধামে ভেদ নাই ।
 দুইর মহাভাষ্য বেদপুরাণাদি গাই ॥
 শ্রীকৃষ্ণপ্রকটকা ল শ্রীগোলোকধাম ।
 প্রকট হয়েন—শ্রীমথ রা-ব্রজ-নাম ॥

মাতার এ মহারম্য প্রেমের শ্রবণে ।
 সূত পরীক্ষিত হৈলা আনন্দিত মনে ॥
 প্রণমিয়া তাঁরে অশ্রু-রোমাঙ্ক-সহিত ।
 প্রত্যুত্তর দিতে আরাধিতা সাবহিত—॥
 শ্রীকৃষ্ণবীথিতে । অখাণ্ড শ্রীকৃষ্ণ হইতে ।
 ব্রহ্মাশ্রে পাইলা প্রাণ—স্বগত রক্ষিতে ॥
 শ্রীকৃষ্ণবিরহাগহে যাত: কৃষ্ণ মন ! ।
 তব যোগ্য প্রাণ এ—না কৈল কেনজন ॥
 কৃষ্ণপ্রিয়গণা যিহ—শ্রীমুত্ৰাপত্তি ।
 শ্রীমুত্ৰান মহাশয়—খ্যাত ত্রিভুগতি ॥
 তাঁহার পৌত্রকে তব উদরে আমার ।
 ষাহার রূপায় ভয় হইল বিস্তার ॥
 চক্ৰ গদা ধরি যিহ গভের ভিতরে ।
 দ্রৌণির ব্রহ্মাস্ত্র হৈতে অতি যত্ন করে ॥
 সহ-মহাশয় রক্ষা করিলা আমারে ।
 বাণে নিজ-রূপ দেখাইলা কুপাচারে ॥
 পরম শ্রীভাগবতগণের উচিত ।
 বারবার কৃষ্ণ-রূপ-পরীক্ষণ-নীত—॥
 প্রজার পালন, ব্রহ্মণ্যতা, সত্য, সন্ত ।
 দাতা-শরণ্যাদি গুণে মহতাম্বল ॥
 সেই ব্রতে সুরধনীতীরে দিলা মতি ।
 শুকদেবরূপে ভয় দূর কার অতি ॥
 মুনীশ্বরভার মধ্যে উপবেশিত তত্ব ।
 প্রদান করিলা যোরে প্রমোদ-মহত্ব ॥
 কৃষ্ণের স্বপ্রিয় মাত' ; তব সজদানে ।
 করিলেন সুতপ্ত স্বকথামূলতানে ॥

সেই নিরুপাধি-কৃপাকর-কৃষ্ণ-পায় ।
 সপ্তাঙ্গ প্রণাম আমি করি শতধায় ॥
 বিপ্রেস বচন করি আদরে গ্রহণ ।
 নিজ অন্তকাল যাতে বৈলু সংবর্জন ॥
 একমনে সকলবৈষ্ণবশাস্ত্রসার ।
 কহিয়ে উত্তর হইবে প্রেমের তোমার ॥
 শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্যসব যথাশ্রুতার্থেতে ।
 তাৎপর্য্যবৃত্তিতে—পরম্পরায় মর্মেতে ॥
 ব্যাখ্যা করি প্রশ্নোত্তর পর্বোধি তোমায়ে ।
 যত্নপি সক্ষম আমি সন্তোষ দিবারে ॥
 তথাপি স্বগুরু শুকদেবের প্রসঙ্গে ।
 প্রাপ্ত ইতিহাস এক অত্র উপপ্নয়ে ॥
 যাহাতে তোমার হয় সংশয় ছেদন ।
 আদৌ ব্যক্তহেতু কহি—করহ শ্রবণ ॥
 কামরূপদেশে—প্রাগজ্যোতিষপুর-গ্রামে ।
 দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক করিত বিশ্রামে ॥
 অধ্যয়ন শ্রবণ শাস্ত্রার্থ নাহি ছিল ।
 অতি মূর্খ—স্বধর্ম্মাদি নাহি আচরিল ॥
 ধনকামে তত্রস্থিতা শ্রীকামাখ্যা দেবী ।
 প্রহ্লাদ্বারে অনুদিন ভজে তাঁরে সোঁবি ॥
 তুষ্টা হৈলা দেবী—তাঁহা হইতে ব্রাহ্মণ ।
 স্বপ্নে দশাক্ষরি-মন্ত্র লভিত তখন ॥
 মদনগোপাল-পাদপদ্মোপাস্ত যায় ।
 ধ্যানাদি-বিধান-বৃক্ত মহানিষিপ্রায় ॥
 স্বপ্নজানে বিপ্র তাহা না করে জপন ।
 পুন: স্বপ্নে দেবী তারে আদেশে তখন ॥
 তাতে সেই মন্ত্র সদা জপিয়া নিব্বনে ।
 ধনবান্ধা গেল—পাইল স্নানবৃত্তি মনে ॥
 বস্তুতত্ত্বে অনভিজ্ঞ সেই ত ব্রাহ্মণ ।
 অত্র পারলৌকিকাদি যে সাধ্যসাধন ॥
 সকল সে মন্ত্রজপপ্রভাবে নিশ্চিত ।
 বর্তমান মানিলেক যেন সম্পাদিত ॥
 গৃহচেষ্টা-আদি পরিত্যজিয়া সকল ।
 তীর্থেতে ভ্রমণ বিএ করয়ে একল ॥
 ভিক্ষার দ্বারেতে করে দেহনির্দাহন ।
 গঙ্গাসাগরসঙ্ঘমে করিল গমন ॥
 পথমধ্যে গঙ্গাতটে গোড়ীয় ব্রাহ্মণ ।
 অনেক দেখিল—স্বীয় ধর্ম্মে রত-মন ॥
 শিলা, কল, ব্যাকরণ, জ্যোতিষের গণ ।
 ছন্দের বিচিত্রি, আর নিরুক্ত-লক্ষণ ॥
 এই ছয় অঙ্গ, চারি বেদ, সে পুরাণ ।
 মীমাংসা, ভাষ্যবিস্তার, ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যান ॥

এই-চতুর্দশবিভা-বিশারদ সবে ।
 প্রায় সকলেতে গৃহী কৈল অহুতবে ॥
 নিত্যট-মিষ্টিক-আদি-সদাচার ধর্ম ।
 অবস্ত কঠব্য আর কাম্য বস্তু কর্ম ॥
 সেইসকলের ফল—স্বর্গভোগমুখে ।
 শুনিলেক সেই-সব-বিপ্রগণমুখে ॥
 অনেক সংকল্প গজান্বানাদি-বিষয় ।
 সদাচার-অহুতানে নিষ্ঠা বিলোকয় ॥
 জ্ঞাতপ্র করে কর্ম প্রবৃত্ত হইয়া ।
 গজাটবাসী বিপ্র হইতে শিক্ষিয়া ॥
 দেবীর আজ্ঞায় প্রতি করিয়া আদর ।
 রত্ন-স্থলে নিত্য মন্ত্র জপে বিপ্রবর ॥
 সে-মন্ত্র প্রভাবে সেইসব-কর্ম-ধারে ।
 অন্তরে সন্তোষ নাহি হইল তাহারে ॥
 বিরক্ত হইয়া কান্দে করিল গমন ।
 সন্ন্যাসিবহুল জন কৈল বিলোকন ॥
 অশেষব্যথাযাতে গাঁরা ব্রহ্মনিরূপণে ।
 পরস্পর বিবাদ করয়ে সর্বজন ॥
 আদৌ বিশেষরূপেবে প্রণাম করিয়া ।
 ঋতিগণে নমস্করি প্রতিমঠে গিয়া ॥
 ঋতিগণ-সহ সন্তোষ আচরিল ।
 তাহাদের পার্শ্বে বিপ্র বিজ্ঞান করিল ॥
 শুদ্ধাচ্ছ তাহাদের বাদের বচন ।
 করতলস্থিতস্তায় যোক্ষ বুলি মনে ॥
 তাহাদের মত বিপ্র মানিলেক সার ।
 প্রশংসিল মনমনে তাহাদের আচার ॥
 সন্ন্যাস-উৎকর্ষপর বেদান্তবচন ।
 তাহাদের মুখে বিপ্র করয়ে শ্রবণ ॥
 মণিকণিকাতে গজান্বান আচরিয়া ।
 বিশেষরূপে মহাদেব দর্শন করিয়া ॥
 তাহাদের সজ্ঞেতে অপ্রমাদে ব্রাহ্মণ ।
 যিষ্ট ইষ্ট ভেগে সব করয়ে ভোজন ॥
 সন্ন্যাস করিতে ইচ্ছা করিলেক মনে ।
 প্রজ্ঞাহানি হৈল নিজমধ্যে ততক্ষণে ॥
 কামাখ্যা-দেবীর বাক্য-গৌরবে ব্রাহ্মণ ।
 অন্তঃস্বপ্নাতে মগ্ন না করে ভোজন ॥
 স্বপ্নদেবতা শ্রীমন্মদনগোপালে ।
 দর্শন করিল বিপ্র স্বপ্নে এককালে ॥
 তাঁর পরম সৌন্দর্য বশীকৃত-মন ।
 পরম-আনন্দযুক্ত হইল ব্রাহ্মণ ॥
 সেই-ধর্ম-জপ ভিন্ন সন্ন্যাসাদিকর্ম ॥
 প্রকৃতিতে নাহি পায় চিত্তোৎসাহ-শর্ম ॥

সন্ন্যাস কঠব্য—নিজ যজ্ঞজপ কিবা ? ।
 নিশ্চয় করিতে নারে ভাবি দ্বাত্রি-দিবা ॥
 সন্ন্যাসিসহিত সদা তদাক্যব্রবণে ।
 মনের চাকল্যে নারে কৃত্যনিরূপণে ॥
 মনের অস্থিরে একদিন নিজা যায় ।
 কামাখ্যা-সহিত শিব স্বপ্নে আসি ভায় ॥
 কহেন—না কর মূর্খ । সন্ন্যাসগ্রহণ ।
 শূন্য শ্রীমথুরাধামে করহ গমন ॥
 তথা বৃন্দাবনে বিপ্র যখন যাইবে ।
 পূর্ণ সর্বমনোরথ অবস্ত হইবে ॥
 উৎকর্ষাসহিত বিপ্র মথুরা যাইতে ।
 ‘মথুরা-মথুরা’ সদা কীর্ত্তয়ে পাইতে ॥
 মথুরাদেশের দিগে করিতে গমন ।
 উপস্থিত পথমধ্যে প্রয়াগে ব্রাহ্মণ ॥
 সেই তীর্থরাঞ্জে বিষ্ণুভক্তিপ্রদা তাতে ।
 শ্রীমাদ্ভগবাদপদমুখ শোভমান যাতে ॥
 ভক্তিতে সংগতা যমুনাতে গজা যথা ।
 অতি মনোহর স্থান হয় ত সর্বথা ॥
 দেখিলেক সেইস্থানে সাধু শতশত ।
 মাধবাসে প্রীতঃস্নানহেতু সমাগত ॥
 গীত-নাট্য-স্তবাদিতে বিষ্ণুপূজোৎসব ।
 নানা উপচারে আচরেন সাধুসব ॥
 শ্রীমুনাযগকীর্তন বাদন নটন ।
 প্রেম আভিনাদ রোদনেতে শোভমান ॥
 অপ্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসয়ে ততক্ষণ— ।
 ওরে দণ্ডপ্রায়-নন্দ্যাকারিগণ । ॥
 ওরে বন্দিগণ ! হে নর্তক ! হে বাদক ! ।
 ওরে রামকৃষ্ণবাদি-সব হে গায়ক ! ॥
 হে রম্য-তিলক ! মনোহর-মালাধর ।
 হু হু কণেক, কোলাহল নাহি কর ॥
 কি কর্ম বিধান কর, কোন্ দেবাচ্চন ।
 সাধুর আচর ?—কহ, কারয়ে শ্রবণ ॥
 এ কথা শুনি তত্রস্থিত অজ্ঞ জন ।
 উপহাস করি কত কাহিল বচন ॥
 কহ কহ ওরে মুঢ় ! থাক চূপ করি ।
 কহেন বৈষ্ণবগণ কৃপা দীনোপরি— ॥
 বিপ্র মুঢ় জেহাজ বুদ্ধি ! কিছু নোহিন ।
 হাযহায কিছুমাত্র নাহি তব জ্ঞান ? ॥
 বিদুতক্কে হেন সোধোদন নাহি কর ।
 এমত জ্ঞান পুনর্বার না আচর ॥
 এই মোরা সকলেতে বিষ্ণুভগবানে ।
 উপাসনা করিয়ে—যেমত আছে জ্ঞানে ॥

শুক্র হৈতে করি বিষ্ণুদীক্ষার গ্রহণ ।
যথামন্ত্র যথাবিধি করিয়ে তর্চন ॥
কেহ শ্রীসিংহভক্ত—কেহ রঘুনাথ ।
কেহ শ্রীগোপালদেব শ্রীরাধিকাসাথ ॥
চতুর্ভুজ, ২০স্ত্র, কূর্ম, বরাহ, বামন
যার যেই ভাব মত করিয়ে পূজন ॥

এত শুনি সেই বিপ্র হইয়া লজ্জিত ।
হর্ষে সর্বিন্দ্রে ভিজ্জসয়ে সাবহিত— ॥
কোথায় থাকেন,—কি ব—ক— ১ তিহ হন ।
কিবা অর্থ-দানে ক্ষম—কহ ত কখন ? ॥
শুনিয়া বিপ্রের বাক্য করণা করিয়া ।
কহেন তাঁহার প্রতি কিছু বিবরণ— ॥
বাহু অস্ত্র সর্বত্র সর্বদা হন স্থিত ।
কাল, দেশ, বস্তু—তিন পরিচ্ছেদাতীত ॥
প্রপঞ্চমধ্যেতে, আর প্রপঞ্চ অতীতে ।
থাকেন কোথায় ?—কেহ না পায় দেখিতে ॥

অগ্ন্যধারী—সকলের হৃদয়ে বসতি ।
সব জগদীশ্বরের ঈশ্বর নিয়তি ॥
নিগূঢ় সচ্চিদানন্দ মনোরম অতি ।
বৈকুণ্ঠলোকে প্রকট স—দা বসতি ॥
চতুর্ভুজ, বা বৈকুণ্ঠবাসাদিক ।
আপনাপর্যন্ত দেন সেবকে অধিক ॥
যার স্তব করে সদা শ্রুতিস্মৃতিগণ ।
তাঁহার মহিমা কেবা করিবে বর্ণন ? ॥
এথা হইতেছে যত পুরাণপঠন ।
মুহুমূহু সেই সব করহ শ্রবণ ॥
জগৎপ্রভুর প্রতিকল্প—শ্রীমাধব ।
দর্শন করিয়া নমস্কার সহ-স্বব ॥
তাহাতে কথিত অকথিত মহিমার ।
বৃন্দান্ত স্বরায় তুমি জানিবে তাঁহার ॥

ততঃপরে শ্রীমাধব করিয়া দর্শন ।
প্রজ্ঞাধিতে নমস্কার করিল ব্রাহ্মণ ॥
ধ্যানে অবলম্ব করি জপের সময়ে ।
শ্রীম-নগোপালদেবের কতিপয়ে ॥
মুখনেত্রাদির তাঁতে সাক্ষ্য দেখিল ।
বৈষ্ণবসংহিত কিছু পুরাণ শুনিল ॥
বিবিধ শ্রীবিষ্ণুমুক্তি পুঙ্জন বৈষ্ণব ।
দর্শন করয়ে বিপ্র তথা সেইসব ॥
তথাপি চিত্তের অগোচর সে তাঁহার ।
না হয় প্রত্যভিজ্ঞান—বুঝিলাম সার ॥
ইহ মম দেব জগদীশ শ্রীমাধব
সাধুসকলের প্রভু—অসংখ্য-বৈভব ॥

এই সাধুসকলের উপাস্ত নিশ্চিত ।
ভারত জগদীশ্বর অত্র অধিষ্ঠিত ॥
আমি যার উপাসনা করি—ভিহঁ হন ? ।
অত্র কেহ ?—এই মনে ভাবয়ে ব্রাহ্মণ ॥
এইহ শঙ্খচক্রগদাপদ্য-বিভূষিত ।
মাধব হবেন কিসে মদেব প্রতীত ? ॥
নরসিংহ-রূপধারী মম প্রভু নন ।
মৌন, কূর্ম, বরাহ, বামন নাহি হন ॥
শ্রীরাম কোদণ্ডপাণি—রাজার লক্ষণ ।
নহেন আমার প্রভু—বুঝিল এখন ॥
ইহাদের মধ্যে কোন সূজন-আচ্ছিত ।
গোপালের তুল্য বা থাণ্ডন সূনিশ্চিত ॥
তথাপি মানিয়ে আমি করিয়া বিচার—
না হন জগদীশ্বর দেব সে আমার ॥
মাধবাহাছাদিতে যেহেতু সে লক্ষণ ।
নাহি করিলান আমি এথায় শ্রবণ ॥
আমার প্রভুর হয় আশ্চর্য আকার ।
মনোহরতর রূপ—গণে মণিহার ॥
নিজ-স্বাধাগণ-গোপবালক-সহিত ।
গোচারণ বনেতে করেন হর্ষাঘিত ॥
ময়ূরপিচ্ছের চূড়া—বৈজয়ন্তীহার ।
গৈরিক-তিসক—কদম্বের মালা আর ॥
গুচ্ছা-বস্ত্রসং, নানা পুষ্পে বিভূষণ ।
মধুর মধুর বংশী করেন বাদন ॥
শ্রীরাধিকা-আদি গোপালনার সহিত ।
বিলাসে লম্পট সদা বশীভূত-চৈত ॥
সাধুগণ-ধর্ম পরদারে-পারহার ।
ইতরজনের তুল্য লঙ্ঘন তাহার ॥
ধর্মের লঙ্ঘনে বনমধ্যে গোচারণে ।
প্রকট জগদীশতা না হয় সঘনে ॥
ভারাদনে গ্রিহার আনন্দলাভ হয় ।
কামাখ্যাদেবীর এই প্রভাব নিশ্চয় ॥
অতএব না ভ্যজিব কদাপি বিস্তার ।
মদনগোপালমন্ত্র দশাক্ষর আর ॥
এইমত বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণ ।
পূর্বমত জপে, মন্ত্র নিজনে আপন ॥
চিত্তশুদ্ধি সাধুসঙ্গ-প্রভাবে হইল ।
সাক্ষাতের মত নন্দকিশোরে দেখিল ॥
তাঁর তত্ত্ব আলোচনা নাহি অসুভাব ।
কি সর্বা-নন্দ তদর্শনস্বভাব ॥
তাহে প্রাপ্ত কখন আনন্দমুখ্য হয় ।
উঠি জপকাল গত দেখিয়া শোচয়— ॥

এই কোন্ উপদ্রব আমার হইল ?
তাহে মহাবিশ্ব আসি নিশ্চয় জন্মিল ॥
অত্যাচার জপ মোর সমাপ্ত নহিল ।
কি করি উপায়—রাত্রি আগত হইল ॥
এই অচেতন কিবা নিজাতে প্রভব ?
কিবা হইল আমারে ভূত-অভিভব ?
হা হা মম দুঃস্বভাব জানিহু নিশ্চয় ।

শোকস্থানে হৃদয়ের স্থখ যাহে হয় ॥
একদিন উক্তমতে করিয়া শোচন ।
নিহিত হইল বিপ্র না করি ভোজন ॥
স্বপ্ন আদেশেন শ্রীমাদব স-সাম্বন—
কি কারণে বুঝা শোক করহ ব্রাহ্মণ ! ॥
উপবাসে ঘোরে আপনারে দেহ' কেশ !
শীঘ্র সিন্ধু হৈবে তব মানস অশেষ ॥
উদ্যাপতি-বিশেষের কণিত বচন ।
আপনার চিন্তে তাহা করহ স্মরণ ॥
যমুনার তীরপথে স্মরায় ব্রাহ্মণ !
যাহ তুমি অনিচ্ছনীয় বৃন্দাবন ॥
আমার প্রসাদে শেখান অসাধারণ ।
তোমার হইবে লাভ হর্ষ বিলক্ষণ ॥
পথমধ্যে কোনমতে বিলম্ব কখন ।
কুত্রাপি না করি শীঘ্র করহ গমন ॥

শ্রীমাদবদেশে প্রাতে উঠিয়া ব্রাহ্মণ ।
হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিল ভক্তজন ॥
পথগতিক্রমে যায়। শ্রীমদ্বৈরাগ্য ।
স্নান করি বিশ্রামভীর্থেতে যমুনার ॥
শ্রীমুখ শ্রীমুদ্রাবনে গিয়া ততঃপর ।
নিজ জপে ধ্যানমান যত পরিকর ॥
গো-গোপ-কদম্ববৃক্ষ প্রভৃতি সুন্দর ।
প্রায় দেখি হৈল অতি আনন্দিততর ॥
সেই গো-ভূষিত বৃন্দাবনে ইতস্ততঃ ।
কোনজনে না দেখি ভ্রময়ে অভিমত ॥
শ্রীকেশভীর্থের পূর্বদিগেতে ব্রাহ্মণ ।
হঠাৎকারে শুনিবারে পাইল রোদন ॥
সেইদিগে গিয়া—প্রেনে নামসঙ্কীর্তন ।
শুনি বারবারে—তারে করে অশ্রুবন ॥
নিবিড়াকার বনে না দেখিয়া কারে ।
কোথা হৈতে আসে শব্দ ?—অশ্রুবনে তারে ॥
সেই সঙ্কীর্তনধ্বনিস্থানে নিরুপিয়া ।
যমুনার তীরে বিপ্র উপনীত গিয়া ॥
কদম্বনিবন্ধমধ্যে করিল দর্শন—
গোপবেশ বেণু-শব্দ-বেত্রাদিধারণ ॥

কিশোর সুকুমারাজ পরমসুন্দর ।
সর্বোৎকৃষ্ট-সৌভববৃত্ত অতি মনোহর ॥
নিজেষ্টদেবভাজনে সে গোপকুমারে ।
মহাভর্ষে গোপালেতি সঘোষিয়া তাঁরে ॥
প্রণমিয়া দণ্ডতুল্য ক্ষিতিতে পড়িল ।
তাহাতে তাঁহার বহির্দৃষ্টি সে জন্মিল ॥
সর্বজ্ঞের শিরোমাণ শ্রীগোপকুমার ।

জানিল—বাথুরবিপ্রকুলে জন্ম তার ॥
কামাখ্যাদেবীর কামরূপনামে দেশ ।
তথায় নিবাস বিপ্র করয়ে বিশেষণ ॥
শ্রীমদ-গোপালের উপাসনা করে ।
দূর হৈতে আসিয়াছে এথা সমাদরে ॥
কুঞ্জে হৈতে বাহিরিয়া করি উদ্যাপন ।
নমস্করি আলিঙ্গিয়া বসাল্য তখন ॥
করিলেন সন্তোষ আতিথ্য-ব্যবহারে ।
শ্রীগোপকুমার করি কক্ষণা তাঁহারে ॥
দেবী-আরাধনাবধি ব্রজে আগমন ।
পর্যন্ত যে অমৃতত্ব কারণ ব্রাহ্মণ ॥
হাসিয়া সংক্ষেপে তাহা করিলা তখন ।
নিজ বক্ষ্যমাণ বাক্যে বিশ্বাসকারণ ॥

দ্বিগুণা ব্রাহ্মণ গোপকুমার তাঁহার !
অতি হর্ষে আপনার প্রিয়জনে পায় ॥
বিশ্বাসী জানিয়া তাঁরে আপন বৃত্তান্ত ।
সকল করিল বিপ্র যত আত্মোপাস্ত ॥
'সুতম গোপনন্দন সর্বজ্ঞের বর ।'
জানিয়া তাঁহারে বিপ্র হইয়া বাতর ॥
বিনয়বানত দৈন্ত্যসহিত তখন ।
পুনর্বার বিশেষিয়া কহেন বচন— ॥
স্বর্গ-মোক্ষ-আদিক্রম সাধ্য নানামত ।
তাহার সাধন—কর্ম-জ্ঞান-আদি যত ॥
গঙ্গাতীর-বারাগণী-আদিস্থানে আর ।
বহু-বাদ-শ্রবণ হইল যে আমার ॥
ভার মধ্যে প্রাপ্য কিবা করণীয় হয় ?
আমিহ না পারি তাহা করিতে নির্ণয় ॥
দেবীর আজ্ঞায় যে কিস্তি অমুষ্ঠান ।
নিত্য করি, তার তত্ত্ব নাহি মোরে জ্ঞান ॥
কিবা তার ফল, কিবা কক্ষ প্রয়োজন—
হর্ম্য জ্ঞান ভক্তি ?—ইহা না জানি কখন ॥
সাধ্য আর সাধন নির্ণয়ভাবে মনে ।
বিফল মানিয়ে জন্ম—বাহুয়ে মরণে ॥
কেবল কামা-গা-শিব-মাদবকুপায় ।
জীবন ধরিয়ে আমি প্রবল আশায় ॥

আমার উপাস্ত্রী গোপালদেবপ্রায় ।

দয়ালু সর্বজ্ঞ কৃমি সঙ্গুণী তাহার ।

অন্ত উক্ত দেবতার কৃপায় তোমায়ে ।

পাইয়া হইলু হৃষ্ট প্রায় বিস্তারে ।

সংশয়সাগরে মগ্ন পীড়িত আমার ।

কৃপা করি মহাশয় ! করহ উদ্ধার ।

সাদরে বিপ্লবের বাক্য শ্রীগোপকুমার ।

ভূনিয়া আপন মনে চিন্তেন বিচার— ।

মদনগোপালদেবোপাসক এজন ।

কৃতকৃত্য এই শুদ্ধ মাধুদ্রাক্ষণ ।

জন্মিয়াছে পূর্ণ মনোরথ সে ইহার ।

নিশ্চয় ইহাতে নাহি সন্দেহ আর ।

কেবল তাঁহার পাদপদ্মের সাক্ষাতে ।

দর্শন আছয়ে অবশিষ্ট মাত্র তাতে ।

কিন্তু আসক্ত তাঁহার নামসঙ্কীর্ণনে ।

যোগ্য হয়, কিন্তু নহে জপের সাধনে ।

শ্রীমদগোপালের দুই শ্রীচরণ ।

বাহ্যভীত-ফলপ্রদ হয় সর্বকণ ।

‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল’ এই প্রকৃতি ;

মধুরস্বরেতে সঙ্কীর্ণন যে বিকৃতি ।

সেই প্রায় বহুল নিশ্চয় যাহে হয় ।

ইতি উপাসনার লক্ষ্য স্থানিগম ।

ঔর লীলাস্থপ্রণী যে আছয়ে তার ।

প্রজ্ঞা সন্দর্শন আর আদর-ধারণ ।

সম্পদমান যেই হয় আভিলাষ ।

অথাৎ তাহাতে ভক্তি-কার্য নিলয় ।

সে চরণ-উপাসনা হইতে সাধন ।

শ্রেষ্ঠ নাহি কিছুমাত্র—নিশ্চয় কথন ।

মদনগোপাল-পাদপদ্ম-উপাসনা ।

চতুর্বে তুচ্ছরূপে করে বিভ্রমণা ।

যাহা হৈতে মন্যক্ জন্ময়ে প্রেমধন ।

ভংগপাদজ-বন্দ্যকার-দ্রব্যরূপ হন ।

তাহা তির সাধ্য বস্তু কিছু নাহি আরে ।

এই সাধ্য-সাধন তাহারে বুঝাবারে ।

সকলসংশয়চ্ছেদী আপন বৃত্তান্ত ।

প্রথমে বর্ণন করি সব আভোপাস্ত্র ।

কৃষ্ণকথামৃত পান হইবে ইহার ।

নম অমৃতত অথ ভানবেক আর ।

তাহা ছাড়া চৈতন্য হইবে যখন ।

সাধ্য-সাধনার্থ-জ্ঞান জানিবে যখন ।

‘ব্রজবাসী প্রবো মুহূর্ত’ শব্দেই বচন ।

নহে সাধুসম্মত—স্বমাহাশ্রয় কথন ।

অন্তের আখ্যান শুনে নাহিবেক হিত ।

ভূনিবেক মনোখ্যান প্রচার নিশ্চিত ।

তাহাতে নিরাশ হবে অশেষ সংশয় ।

হইবে ইহার সর্বহিতের উদয় ।

শ্রীমতী রাধার আশ্রয় মন্তকে ধরিয়া ।

আসিয়াছি এখায় এ বিপ্লব লাগিয়া ।

যাহে শীঘ্র হিত হয়—সেই ত উচিত ।

অতএব দোষ নাহি ইহাতে বিদিত ।

নিশ্চয় করিয়া মনে এই ত প্রকার ।

মহামুভাবক সেই শ্রীগোপকুমার ।

প্রজ্ঞায় ভূনিত করি বিশ্রে সাবধানে ।

পৌরাণিক ঋষি যেন কহেন পুরাণে ।

সেইমত নিজ অমৃতত সমাচার ।

হইলেন প্রবৃত্ত সকল কাহবার ।

এই সাধ্য-সাধনের-তত্ত্ব-নিরূপণে ।

বিভ্রমান আছে বহু হীতহাসিগণে ।

তথাপি আপন সব বৃত্তান্ত নিশ্চিত ।

স্মরণ করিয়া কাহ—শুন প্রজ্ঞাবিত ।

প্রেম-ভাবোদয়ে যদি মোহ প্রাপ্ত হই ।

তথাপি তোমায়ে সব আভোপাস্ত্র কই— ।

গোবন্ধনবাণী বৈষ্ণব, বৃত্তি গোপালন ।

তাহার নন্দন আমি—বালক এমন ।

বিশিষ্ট-যোগ্যনাথক জগত-বখ্যাত ।

শ্রীমধু-রামভুল প্রদেশ-মধ্যে জাত ।

যমুনার তীরে গোবর্ধনে বুদ্ধাবনে ।

এইস্থানে আর অতিরম্য মহাবান ।

বালকগণের সহ নিজ গাবাগণ ।

কার্যতম বিপ্রবর । পুষ্কিতে চারণ ।

বনমধ্যে কার্যতম প্রত্যহ দর্শন ।

দিব্যমুখের এক বিরক্ত ব্রাহ্মণ ।

ইত্যন্ত কখনো করেন পণ্ডিতন ।

‘কৃষ্ণকৃষ্ণ’ মুহূর্ত করেন কাতন ।

কখনো জপেতে রত, কখনো বা ধ্যানে ।

কখনো করেন নৃত্য—কোনকালে গানে ।

কদাপি হাসেন আর তথা বিকোশন ।

কখনো ভ্রামর পরে হয় ত পতন ।

উন্মত্তের তুল্য নৃপে পড়িয়া ভূমিতে ।

উচ্চৈঃস্বরে কখনো বা লাগেন কান্দিতে ।

শ্রেয় লাগা অশ্রুধার, হইয়া নিগম ।

গোপবৈর রক্ত সব করেন কাম ।

পড়িয়া থাকেন কখনো বা অচেতন ।

কদাপি মৃতের জায় নিশ্চেষ্টবচন ।

আমরা বালকসব কৌতুক করিয়া ।
 সেই সাধুবরে সদা দেখিতাম গিয়া ॥
 আমরা-সকলে গোপকুমারে পাইয়া ।
 নমস্কার করিতেন অতি আদরিয়া ॥
 গাঢ় আলিঙ্গিয়া প্রেমে সর্কাজে চুষন ।
 পরিত্যাগ করিতে না পারে কদাচন ॥
 বহুদিনান্তরে প্রিয়বন্ধুরে পাইয়া ।
 যেন নাহি তজ্জে, তেন মোদগে ধরিয়া ॥
 দধিভুঞ্জনান, জলপাত্র-আহরণ ॥
 সমীপবর্ত্তি-আদ অনেক সেবন ।
 করিয়া আমহ তাঁরে প্রসন্ন করিল ॥
 কৃপা করিবার তরে উন্মুখী হইল ।
 একদিন পাশ্চাত্য যোরে যমুনার তীরে ॥
 আশির্বাদ্য কাহিতে লাগলা ধীরেধীরে—
 সকল-অভাষ্টা-সিদ্ধ বৎস হে ! তৎক্ষণ ।
 যজ্ঞাপ করহ ইচ্ছা—সুন্দর বচন ॥
 আমি হৈতে জগদীশ-প্রসন্ন-বারণ ।
 কেশিনীথে স্নান কার করহ গ্রহণ ॥
 এমত কাহিয়া মহামন্ত্র দশাঙ্করা ।
 তুমি যাহ উপাসনা কর শ্রদ্ধা করি ॥
 পূর্ণকামানন্দে দয়ালু-সরোমাণ ।
 সেই ষিদ্ধোত্তম নিন্দ্যচেষ্টে কৃপা গণি ॥
 স্নানোত্তরে কারলেন আদেশ আমারে ।
 পূজ্যাবধি স্নানস্থানাদিক শিক্ষাবারে ॥
 জপে ধ্যেয় মদনগোপাল-রূপসার ।
 উচ্চারণ জিহ্বায়ে করিয়া একবার ॥
 বিরাহিণী নারী প্রসাবরহস্তা হ'য়ে ।
 স্মরণে বিহ্বলা মাত যেমত যেমত কান্ধে ॥
 সেইমত প্রেমাগুলাচেষ্টেতে রোদন ।
 করি হইলেন ষিদ্ধোত্তম অচেতন ॥
 কতক্ষণ পরে পুনঃ পাইলা চেতন ।
 ভয়ে কিছু জিজ্ঞাসিতে নাহিল বচন ॥
 প্রেমভরাবভাষেতে বিমনস্ক-মন ।
 আপনিও কিছু নাহি কারলা কারণ ॥
 কোথায় গেলেন,—অধেষা পুনর্বার ।
 নাহি পাইলাম আমি দর্শন তাঁহার ॥
 কি ইহা পাইলু—ফল বা কিবা ইহার ।
 যদি মন্ত্র হয়—সাধনীয় কিপ্রকার ॥
 কিরূপে বা সর্গসিদ্ধ হইবে উদতে ॥
 ইহা কিছু না পাইলু আমিহ জানিতে ॥
 সেই মহাপ্রভাবের বাক্যের গৌরবে ।
 কৌতুকেতে নিরন্তর অলাকিত গবে ॥

কেবল মুখেতে সেই মন্ত্র জপ করি ।
 অতি বিরলেতে লোকলজ্জা পরিহরি ॥
 তত্ত্বজ্ঞানভাবেষ্টেও মহাপুরুষের ।
 প্রভাবেষ্টে, আর দ্বারা সে মন্ত্রজপের ॥
 চিন্তস্তম্ভি হৈল—কামক্ৰোধাদিনিবৃতি ।
 হইল যজ্ঞরূপে শ্রদ্ধার প্রবৃতি ॥
 'জগদীশ-প্রসাদ গ্রহণ কর' যাই ।
 শ্রীশুকর বাক্য, অনুসন্ধানিয়া সেই ॥
 সেই মন্ত্র জগদীশ্বরের সুসাধক ।
 যানি তোষ পাশ্চাত্য হেন জপ-প্র-কারক ॥
 কীদৃশ শ্রীজগদীশ,—কিনা রূপ তাঁর ? ।
 কবে বা হইবে দৃষ্টিগোচর আমার ? ॥
 ইহাতে লালসাবৃত্ত অত্যন্ত হইয়া ।
 জাহ্নবীর তীরে গেলু গৃহাদি ত্যজিয়া ॥
 দূরে হৈতে শঙ্খধনি করিয়া শ্রবণ ।
 ধ্বনিস্থানে পুলিনেতে করিলু গমন ॥
 শালগ্রামশিলাচক ব্রাহ্মণে দেখিয়া ।
 করিলাম প্রণাম নিকটে তাঁর গিয়া ॥
 কিহ কে,—কাহার পূজা করিতেছ আমি ! ।
 ব্রাহ্মণে জিজ্ঞাসা যবে করিলাম আমি ॥
 হাসিয়া কহিল তবে—না জানি বালক ! ।
 কিহ জগদীশ্বর—জগৎপ্রপাদক ॥
 তাহা শুনি হইলাম সুসম্ভ্রান্ত-বিধি ।
 দ্রবিত্ত মানব যেন পাইলেক নির্ধি ॥
 মৃতবন্ধুজনে যেন বাধব পাইল ।
 যেমত পশ্চম হর্ষ আমার হইল ॥
 শালগ্রাম-রূপ-জগদীশে বারবার ।
 দেখি প্রীতে করি দণ্ডবত-নমস্কার ॥
 বিশেষ কৃপায় কিছু নির্মাল-সহিত ।
 পাষোদক পাইলাম—পরম-হর্ষিত ॥
 সেই বিশ্র গৃহে যাতে উত্তত হইয়া ।
 শালগ্রামে করণ্ডে রাখিল শোয়াইয়া ॥
 জগদীশে এইমত দেখিয়া পাঁড়িত ।
 করিলু প্রলাপ বহু রোদন-সহিত— ॥
 হায়হায় করণ্ডমধ্যে অবগোপ্যস্থানে ।
 নিক্ষেপ করিল পরমেশ্বরে কি-জ্ঞানে ? ॥
 জীব্যাদি সকল আছে—কিছু না থাকিলা !
 কুণায় কি-মতে নিদ্রায়ুক্ত সে হইলা ? ॥
 এই শালগ্রাম হৈতে কোন বিলক্ষণ ।
 কোথায় জগদীশ্বর আছেন কেমন ? ॥
 প্রকৃত না জানি আমি ইহা সর্ব্বথা ।
 যাবৎ-ব্রাহ্মণোত্তম । কহিয়ে তোমায় ॥

অকৃত্রিমসজ্জাপি-বিলাপেতে পীড়িত ।
 আমারে দেখিয়া বিপ্র হইলা লজ্জিত ॥
 প্রেমবিশেষদর্শনে বিনয়ে অবিত ।
 সাধনা করিয়া বিপ্র কহিল কিঞ্চিৎ— ॥
 হে নববৈষ্ণব ! শালগ্রামের পূজন ।
 মন্তুল্যেতে কিয়মান না কৈলা দর্শন ? ॥
 কিবা পূজা করিবারে পারিবে নিধন ।
 জগদীশে করি মাত্র স্বভোগ্য-অর্পণ ॥
 যদি জগদীশ্বরের পূজার উৎসব ।
 দেখিবারে চাহ,—আর তাঁহার বৈভব ॥
 এই গজাভীরবর্জিতদেশের নুপতি ।
 বিষ্ণুপূজা-অমুরাগী মহা সাধুমতি ॥
 নিকটে তাঁহার পুরী—করহ গমন ।
 সাক্ষাৎ সকল তথা করিবে দর্শন ॥
 প্রকট-সর্কাজশোভা-চাক্ষ-বিশেষক ।
 দুর্দর্শ জগদীশ্বর হৃদয়পুরক ॥
 ভোগদ্রব্য-পর্যাক-মন্দিরাদি দেখিবে ।
 গীত-স্ততি নানানত তথায় শুনিবে ॥
 মহানন্দ শব্দে করিবে অমৃতব ।
 হইবে মানস কব সন্তোষিত সব ॥
 যজ্ঞপিত্র শালগ্রামরূপী ভগবান্ ।
 তথাপি সর্কাজ-শোভা-প্রভাবেতে জান ॥
 আর মম দারিদ্রে অভাব পূজোৎসব ।
 প্রেমভঞ্জে নাহি হয় সুখ অমৃতব ॥
 তথায় সকল তুমি করিবে দর্শন ।
 হইবে তোমার বহু আনন্দিত মন ॥
 ইদানী তোমার গৃহে করি আগমন ।
 বিষ্ণুনিবেদিত কিছু করহ ভোজন ॥
 তাঁর বাক্যে আনন্দিত হইলাম অতি ।
 উপবাসী—না গেলাম তাঁর গৃহ প্রতি ॥
 বাক্যলজ্জাপরাধ-ক্ষমার নিমিত্তে ।
 পুনঃপুন প্রণমিয়া সন্তোষিত চিন্তে ॥
 তাঁর উদ্দেশিত পথে যাইয়া অরিত ॥
 উক্ত রাজপুরে হইলাম উপস্থিত ॥
 অন্তঃপুরে দেবতামন্দিরে শুবিপুল ।
 জগদীশার্চনধনি অপূর্ব তুমুল ॥
 দূরে হৈতে শুনি জিজ্ঞাসিলাম মানবে—
 কোথা জগদীশ,—কিবা শব্দ এইগবে ? ॥
 ধনির কারণ তার স্থান জানি, পরে ।
 শ্রদ্ধাক্ত জগদীশ্বর দেখিবার তরে ॥
 কোন দারিগণ হৈতে অব্যবহিতগতি ।
 দেবের দানদে প্রবেশিলু বেগে অতি ॥

শ্রদ্ধাক্তজগদাপন্ন শোভে পদ্মকরে ।
 দেখিলু সমক্ষে চতুর্ভুজ-রূপধরে ॥
 সর্কাজ সুন্দরতর অতি মনোহর ।
 নবমেঘগম-কাজি, সুবিশ্ব-অধর ॥
 পট্ট-পীতাম্বর, বনমালা-বিরাজিত ।
 সুবর্ণরচিত-মণিভূষণে ভূষিত ॥
 অকণ্ট কিশোর মূর্তি, পূর্ণেন্দু-বদন ।
 ক্রীৎ হান্তমুখা তাহে, পঙ্কজ-নয়ন ॥
 নানাবিধ সেবাচার্য্যে অমুখক্ৰমণ ।
 বহু পরিচারক করয়ে সুরেবন ॥
 নৃত্য নৃত্য গীত অগ্রে যে হয় তাঁহার ।
 অনিমেষদৃষ্টে দেব করেন স্বীকার ॥
 আছেন বসিয়া স্বর্ণসিংহাসনবরে ।
 পরিচ্ছন্নসমূহ আছয়ে সুঠুতরে ॥
 শরৎ আনন্দে পূর্ণ আমি হইলাম ।
 লগ্নবৎ প্রণাম মুহূর্হ করিলাম ॥
 চিন্তিলাম—যেবা ছিল দেখিতে ইচ্ছিত ।
 করিলাম অত্র আমি দর্শন নিশ্চিত ॥
 জন্মের সাকল্য ফল পাইলু এখন ।
 এখা হৈতে কোনস্থানে না যাব কখন ॥
 পাইয়া বৈষ্ণবগণ-কৃপা-সমুদরে ।
 করিলু নিবাস সুখে সেই দেবালয়ে ॥
 বিষ্ণুর নৈবেদ্য নিত্য করিয়ে ভোজন ।
 পূজা-মহোৎসব স্রব্ধে করিয়ে দর্শন ॥
 পূজাদিমায়া নিত্য তথা শুনিলাম ।
 গোপনীয়স্থানে যত্নে মন্ত্র জপিতাম ॥
 গোপকীড়াশুধ—ব্রজভূমির শ্রী আর ।
 কখনো না যায় মনে হইতে আমার ॥
 এইমত কতদিন আনন্দ-স্বপ্নে ।
 থাকিলাম তথাকারে সন্তোষিত হ'য়ে ॥
 পূর্বের কথিত পূজাবিধানে আমার ।
 পরমা লালসা মনে জ্বলিল বিস্তার ॥
 কতদিমাত্তরে সেই অপূত্র নুপতি ।
 বৈদেশিক আমি—তবু প্রিয় করি অতি ॥
 সুশীল দেখিয়া যোরে পুত্রবে কল্পিয়া ।
 অচিরকালেতে গেল শরীর ত্যজিয়া ॥
 আমি সেই রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া তথায় ।
 পূর্বহৈতে বহুকণ প্রবর্তি পূজায় ॥
 বিষ্ণুর প্রণাদ-অগ্রে আমি প্রতিদিন ।
 করাইতু ভোজন বৈষ্ণব সুপ্রসীণ ॥
 রাজ্যপ্রাপ্তিপূর্বে যেন ছিলু অকিঞ্চন ।
 রাজ্য পাইয়াও থাকিলাম সে তেমন ॥

জপি নিজ মন্ত্র,—দেহ নির্বাহ-কারণ ।
 কবিতায় প্রসাদায় কেবল ভোজন ॥
 মৃত-বৃপতির সেই ছিল পরিবার ।
 তাহাদিগে বাঁটিয়া দিলাম স্বাভ্যাতার ॥
 তথাপি রাজ্যসম্বন্ধে বহুধা পকার ।
 নিরন্তর দুঃখবোধ হইল আমার ॥
 কদাচিত্তে অন্য রাজ্য হৈতে ভয় হয় ।
 কখনো বা চক্রবর্তী বৃপতি যে হয় ॥
 বিবিধ-আদেশগণ-পালনে তাহার ।
 নিরন্তর নহে বশীভূত আপনার ॥
 'জগদীশ্বরের সেবা-সিদ্ধের কারণ ।
 সহিবারে হয়'—যদি বলহ বচন ॥
 তাহার উত্তর কহি—করহ শ্রবণ ।
 জগদীশ্বরের প্রসাদায় যেই হন ॥
 অন্য স্থানে যত্নাপি কেহ লয়া যায় ।
 কোনক্রমে অন্য জন স্পর্শ কৈল তায় ॥
 জগদীশ্বরের মহা-প্রসাদ ব্যতীত ।
 অন্যস্থে থাকে নাই—এ করি নিশ্চিত ॥
 কোন সজ্জন তাহা না করেন ভোজন ।
 এই মন্ত্রশৈল্য কৈল হৃদে প্রবেশন ॥
 তাহাতে সে-রাজ্যে মহা-বৈরাগ্য জন্মিল ।
 কিন্তু শীঘ্র সেই রাজ্য তাজিতে নারিল ॥
 তাহে হেতু—জগদীশসেবা স্মৃতিময় ।
 রাজ্যত্যাগে তাঁহারো সেবার ত্যাগ হয় ॥
 এমতসময়েতে তৈরিক সাধুবর ।
 মম পুরে আগমন করিলা বিস্তর ॥
 কহিলেন—লবণসাগরতীরে ধাম ।
 নীলাচলক্ষেত্র—পুরুষোত্তম যে নাম ॥
 তাহে বিরাজিত দাক্ষিণ্য জগন্নাথ ।
 শ্রীমুহুরা-গ্রাম-শ্রীলক্ষ্মীদেবী-সাথ ॥
 ভগবান পরমবৈষ্ণবযুক্ত হন ।
 উৎকলের রাজ্য স্বয়ং করেন পালন ॥
 সেবকগণের প্রতি অতি স্নিগ্ধমন ।
 আপন মাহাত্ম্য সদা করে প্রকাশন ॥
 লক্ষ্মীদেবী অন্নাদিক করেন রঞ্জন ।
 স্বয়ং মহাপ্রভু তাহা করেন ভোজন ॥
 দেবতাপণের তাহা সুদূরত হয় ।
 আপন সেবকগণে দেন দয়াময় ॥
 নাম 'মহা প্রসাদ'—সুপরিচিত হন ।
 স্পর্শ্যাস্পর্শ্যদোষ তাহে নাহি কদাচন ॥
 যেবা-কোন-স্থ নে নীত—না করি বিচার ।
 ভোজন করিলে সর্বপাপেতে নিভার ॥

আশ্চর্য্য পুরুষোত্তমক্ষেত্রের মহিমা ।
 অনন্ত অনন্তমুখে দিতে নারে সীমা ॥
 গদ্বিতাদি চতুর্ভুজ যোনে সদায় ।
 প্রবেশমাগ্নিতে অনায়াসে মুক্তি পায় ॥
 প্রকল্পগুণ্ডরীকাক দেখিলে তথায় ।
 আশ্চর্য্য অশ্রুত নিজজন্মফল পায় ॥
 এতক শুনিয়া হৈল ইচ্ছা দেখিবার ।
 তাহে অভিজ্ঞত জ্ঞান জন্মিল আমার ॥
 সেইক্ষেণে রাজ্য-ধন-জনা দি বৈভব ।
 বাহু-অস্ত্রেরেতে করি পরিত্যাগ সব ॥
 'জগন্নাথ জগন্নাথ' করি সঙ্গীতন ।
 গুড়দেশদিকে শীঘ্র করিলু গমন ॥
 সেই ক্ষেত্র অচিরকালেতে পাইলাম ।
 ক্ষেত্রবাসিজনসবে কীরলু প্রণাম ॥
 পরমবৈষ্ণব সেই সবার কুপায় ।
 প্রবেশ করিলু পুরমধ্যেতে তথায় ॥

তথ্যি (বৃহদ্ভাগবতায় ২।১।১৫২)—

দ্বাদশশি পুরুষোত্তমবস্তুচন্দো,
 ভ্রাজ্জিশালনয়নো মণিপুং ভালঃ ।
 ত্রিগুণভক্তাবস্থাবরূপাধরীপ্তরম্যো,
 গণেশপ্রসাদবিকস্মিতচন্দ্রিকাভাঃ ॥ ১ ॥
 দূরে হৈতে দেখিলাম অতি শোভাতর ।
 শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম-বদনেন্দুবর ॥
 সুপ্রকাশমান অতি বিশাল নয়ন ।
 তিলক-সমান মণি ভালে বিভূষণ ॥
 কাণ্ডি অতি স্নিগ্ধ—সহ-জল জলধর ।
 অরুণ-অধর-দীপ্তি কিবা মনোহর ॥
 অশেষ জনের প্রতি প্রসন্নতাচিত্ত ।
 তাহে বিকসিত মন্দহাস্য-জ্যোৎস্নাধিত ॥
 দর্শন করিয়া পেয়ে হইলাম হত ।
 কক্ষণেতে নিরুদ্ধ দেহ হইল বিস্তৃত ॥
 রোমাঞ্চসমূহে যুক্ত হইলু তখন ।
 অশ্রুতে মুদ্রিত তবে মম দুঃস্বপ্ন ॥
 গমনে মানস—কিন্তু নাহি শক্তি তায় ।
 গরুড়ের স্তম্ভ পাইলাম কষ্টতায় ॥
 ততঃপর নিকটেতে করিয়া গমন ।
 করিলাম বিশেষপ্রকারেতে দর্শন ॥
 দিব্য বস্ত্রালঙ্কার সুখালা বিরাজন ।
 মনোলোচনের করে হৃষ্যবিবর্জিত ॥
 লীলাক্রমে সিংহা-নোপরেতে স্থস্থিত ।
 ভোজন করিয়া মহাভোগ মনোনীত ॥

প্রণাম নন্তন স্তুতি বাত গীত আর ।
যেইসব লোক করে ভক্তিপুরস্কার ॥
বিলোকেন তাহাদের প্রতি প্রেমসাথ ।
মহামহিমার পদ—প্রভু জগন্নাথ ॥

করিয়া দর্শন হইলাম মোহবৃত্ত ।
পড়িলাম ভূমিতলে হৈয়া অভভূত ॥
কতক্ষণপরে তবে পাইয়া চেতন ।
চাহি পুনর্বার তাঁরে করিয়া দর্শন ॥
হইলুঁ উন্মত্ততুল্য—ধরিবারে তাঁরে ।
বেগে ধাইলাম অগ্রে দুবাছ প্রসারে ॥
চিরকাল হৈতে দৃষ্ট—ইষ্ট প্রভুবর ।
এই জগদীশ অত পাইলুঁ সত্তর ॥
পাইলুঁ জীবন অত পাইলুঁ জীবন ।
এই কথা অগ্রে কহি যাইতে তখন ॥
ঘারী বেত্রাঘাতে তবে কৈল নিবারণ ।
বিচার ভয়িয়া হইলাম সলজ্জিত ॥
'এই নিবারণ হৈল প্রভুর কৃপায় ।
ইহা অমুখানি আইলাম বাহিরায় ॥
কোন জন দয়ালু হইয়া রূপাবান ।
আমারে করিল মহাপ্রসাদান্ন দান ॥
সেই মহাপ্রসাদান্ন করিয়া ভোজন ।
ভগ্নবয়স্কিরে পুনঃ করিলুঁ গমন ॥
প্রবেশ করিয়া যাহা হইল দর্শন ।
হৈল প্রমোদের পদ আশ্চর্যজনন ॥
হৃদয়ে করিতে তাহা শক্তি নাহি হই ।
অনন্ত-হেতুক কিপ্রকারে মুখে কহি ॥

এইমতে সমস্তদিবস দেবালয়ে ।
থাকিলাম আনন্দানুভব-পূর্ণাশয়ে ॥
রাত্রি প্রহরেক গতে অতি মহোৎসব ।
বিচিত্র বেশাদি বৃহচ্ছন্দ্যার সম্ভব ॥
হইলে সংপূর্ণ পুষ্পাঞ্জলিমহোৎসব ।
আইলাম বাহিরেতে সানন্দবিভব ॥
নূতননূতন আনন্দেতে সাধু-সঙ্গে ।
দিবারাত্রিজ্ঞান নাহি প্রমোদপ্রসঙ্গে ॥
বৃন্দাবন-অদর্শনে শোক ছিল যত ।
সে সকল আমাহৈতে হইল বিগত ॥
'সেবকগণের প্রতি উত্তম ককণা ।
জগন্নাথদেবের সর্বত্র যায় শুনা ॥
'সেবকের ইচ্ছা প্রভু করেন পালন ।'
করিলুঁ এ কৃপা অনুভব বিলক্ষণ ॥
সর্বদা শ্রীজগন্নাথদর্শন ব্যতীত ।
অন্ত কিছু আমারে না রোচে কদাচিত ॥

দেবালয়মধ্যে বহু পৌরাণিকগণ ।
করেন প্রভুর বহু মাহাত্ম্য বর্ণন ॥
তাহাও শুনিতে ইচ্ছা নাহি হয় মন ।
প্রভুর দর্শনে সদা পাই সুখতম ॥
যদি কিছু দৈহিক চৈতন্য দুঃখ হয় ।
দেখিলে পুণ্ডরীকাক্ষ—সদা পায় ক্ষয় ॥
'পাইলাম মধুরক্ষপফল' ইহা মানি ।
থাকিলাম বহুদিন অতি সুখ জানি ॥
কতদিনপরে মহাপ্রভুর সেনায় ॥
জন্মিল আমার কুচি একদিন তায় ॥
বহুদূর করি সেই সেবা না ঘটিল ।
তাহাতে মানসে তাপ আমার জন্মিল ॥
ক্ষেত্র-পুরুষোত্তমের রাজ্য চক্রবর্তী ।
প্রভুর সেবক মুখ্য—সেবা-অমুভবর্তী ॥
রথযাত্রা-আদি মহোৎসবের সময়ে ।
শ্রীমুখ দেখিতে যান নৃপ মহাশয়ে ॥
উত্তানাদি ভজ হয় হস্তাঙ্গাদিপাতে ।
সজ্জন-সবার হয় দর্শন বিধাতে ॥
রাজগণে জনে পথ হয় নিবারণেতে ।
হান মোরা নাহি পাই স্বচ্ছন্দ দেখিতে ॥
এইমতে বহু দুঃখ জন্মিল হৃদয়ে ।
নিজ শুকদেবে দেখিলাম এসময়ে ॥
জগন্নাথদেবাগ্রে বিধ্বল প্রেমে অতি ।
মহানুভাবক—ভাবে বিভাবিত-মতি ॥
জগন্নাথ-শ্রীমুখ হরিল মম চিত ।
সংভাষণ করিতে হইল বিলাষিত ॥
করিলেন অলক্ষিত-গমন কোথায় ।
ইতস্ততঃ অবৈশিয়া না পাইলুঁ তাঁর ॥
অতদিন সমুদ্রের তীরে মহাশয় ।
আনন্দে কীর্তন-নৃত্য করেন সংশয় ॥
একক পাইয়া তাঁরে দণ্ডের সমান ।
করিলাম প্রণাম পড়িয়া ভূমিস্থান ॥
শেষ আশীর্বাদপূর্ব্ব দিয়া আলিঙ্গন ।
অনুগ্রহে করিলেন সর্বজ্ঞ বচন— ॥
মনোবচনাদি-দ্বারা সে সঙ্কল্প করি ।
জপবে আপন মন্ত্র—সযত্ন আচারি ॥
মন্ত্রের প্রভাবে সেই সব সঙ্কল্পিত ।
প্রাপ্তি হইবেক—আরো ফল বাঞ্ছাভীত ॥
জগন্নাথদেবের সেবানুরূপ হয় ।
এই মন্ত্ররূপ তুমি জানিহ নিশ্চয় ॥
এমত জানিবে, আর বিশ্বাস করিবে ।
নিজমন্ত্ররূপ কদাচিত না ত্যাগিবে ॥

বহুজপ বহুনিষ্ঠা বহুভোগচয় ।

বহুকালে ক্রমে সেইসব সিদ্ধ হয় ॥

এই জন্মে সিদ্ধ হবে কেমনপ্রকারে ? ।

এই আশঙ্কায় আশীর্বাদ করে সারে— ॥

মন্ত্রজপপ্রভাবেতে চিরজীবী হও ।

এই গোপশিশুরূপে চিরকাল রও ॥

এই মন্ত্রজপের যে ফলনিরূপণ ।

শ্রীমদনগোপালের সাক্ষাৎ দর্শন ॥

কৌড়াকৌতুকাদিক্রপ যেই ফল শার ।

তার প্রাপ্তিযোগ্যমন হউক তোমার ॥

পূর্বের অমুক্ত মন্ত্রসাধন যে হয় ।

যথা-অবসর-স্থান কর সমুদয় ॥

আমারে কখনো এইস্থানেতে দেখিবে ।

কদাপি বা বৃন্দাবনে দর্শন পাইবে ॥

এইমত প্রভুজ্ঞা করিয়া তত্তক্ষণ ।

করিলেন কোন্ স্থানে সহসা গমন ॥

তাহার বিয়োগে টেয়া দীনতর-মন ।

জগন্নাথ দেখিবারে করিলু' গমন ॥

দেখিয়া পাইলু' শাস্তি—দুঃখ গেল দূর ।

কেবল মন্দের জপে যত্ন সে প্রচুর ॥

এই ব্রজভূমির দর্শনোৎকণ্ঠাচয় ।

যখন আমার মনে হয় অতিশয় ॥

তখন শ্রীজগন্নাথদেবের মহিমা ।

আমার উপর ক্ষুণ্ণি হয় ত গরিমা ॥

সেই ত পুরুষোত্তমক্ষেত্রে উপবন ।

ক্ষুণ্ণি হয় আমারে—যেমন বৃন্দাবন ॥

যমুনাক্রপেতে বোধ হয় ত সাগরে ।

গোবর্দ্ধনরূপ ক্ষুরে নীলগিরিবরে ॥

এইমতে স্নেহে তথা করি নিবসন ।

প্রাতঃকালে করি মহাপ্রভুর দর্শন ॥

পশ্চাৎ আপন বাসে করি আগমন ।

জগন্নাথসেবাপ্রাপ্তি করি সঙ্কল্পন ॥

তার সিদ্ধিহেতু গুরুচরণাজ্ঞামতে ।

নিজমন্ত্রজপ নিত্য করি অবিরতে ॥

কতদিনপরে চক্রবর্তী নৃপবর ।

কালপ্রাপ্তে দেহত্যাগ করিল সত্ত্বর ॥

তার জ্যেষ্ঠপুত্র অতি বিরক্ত সন্তুষ্ট ।

প্রভুর দর্শন বিনা অস্তে নহে সন্ত ॥

না করিল কোনমতে রাজ্য অঙ্গীকার ।

জ্যেষ্ঠগৃহে কনিষ্ঠের নাহি অধিকার ॥

এইহেতু নিয়মপূর্বক মন্ত্রগণ ।

জগন্নাথদেবস্থানে কৈল নিবেদন ॥

আজ্ঞা হৈল—গোবর্দ্ধনবাসী সাধুতর ।

এক গোপকুমার—আমার তত্ত্ববর ॥

মহারাজচিহ্ন দক্ষহস্তে চক্র হয় ।

দুইপদে পদ্মকোষ তাহার আদ্রয় ॥

তারে কর অভিব্যেক ত্রাযুক্ত হৈয়া ।

এত শুনি পরীক্ষিয়া গেল মোরে লৈয়া ॥

অভিব্যেক করিল আমারে নৃপাসনে !

সাক্ষিভৌমরাজ্য করিলেক সমর্পণে ॥

আমারে হইল যেই রাজ্য সমর্পিত ।

মহাপূজামহোৎসব হইল বর্দ্ধিত ॥

বিশেষত মহাযাত্রা দ্বাদশ প্রভুর ॥

বাড়াইলু' অতিশয় করি যত্নপুর ॥

সর্বযাত্রা হইতে শুণ্ডিচাযাত্রা শ্রেষ্ঠ ।

পৃথিবীর যত সাধু জানিয়া সন্দেহ ॥

আসি প্রেমে উন্নত হইয়া যত নর ।

নৃত্য-গীত-আনন্দ করয়ে নিরন্তর ॥

রাজ্য আর রাজোপভোগিণী দ্রব্যচয় ।

প্রভুর পদাঙ্কে সমর্পিয়া সমুদয় ॥

যখন যে সেবা হয় ইচ্ছা আপনার ।

তখন করিয়ে সেবা সেই ত প্রকার ॥

নিজপ্রিয়তম-নিত্যাসেবকসহিত ।

কৌড়াকৌতুকাদি প্রভু করেন বিদিত ॥

নীলাক্রমে মৌনভাবে হয়েন কথন ।

নানামত বিনোদ কৌতুক আচরণ ॥

সেইসেই নীলা অনুসারি ভক্তগণ ।

প্রভুর আশ্রমাভাবে সুকৌতুক-মন ॥

নীলাচলক্ষেত্রবাসী ভক্তগণ যত ।

প্রভুসহ কৌতুকাদি করয়ে যেমত ॥

সেই-সেই ভাবে হয় আমারো আশ্রয় ।

তাহাতে হৃদয়ে দুঃখ আমার জন্ময় ॥

আগন্তুক আমি—নহি সেবক বিরল ।

নীলাচলনাথে নাহি নিষ্ঠা ত নিশ্চল ॥

অতএব সে প্রসাদভাগী কিসে হব ? ।

তথাপি উৎকলবাসী ভক্ত যেইসব ।

ঐদের নর্থগোষ্ঠাদি সৌভাগ্য-ভাবনে ।

জন্মিয়া আশ্রয় হয়,—তাঁহে দুঃখ মনে ॥

কিঞ্চ ‘শ্রীমথ-রান্য গোবর্দ্ধনধর !

বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীগাধিকামনোহর ।

বংশীধারী’ ইত্যাদিক নাম সংকীৰ্ত্তিত ।

স্তোত্র পৌরাণিক আর কবি-বিরচিত ॥

স্বরতালাদিকযোগে গাঁথা সব গান ।

মথুরাশ্রমক প্রভু-অগ্রে গীতমান ॥

স্তনি যথুরাগমনে উৎকণ্ঠা বাচিয়া ।
 হইত অত্যন্ত উপতাপযুক্ত হিয়া ॥
 সাধুসঙ্ঘবলে গিয়া রাজীবলোচন ।
 দেখি সর্বশোক দূর হইত তখন ॥
 ইচ্ছা না হইত মন কুত্ৰাপি গমনে ।
 তথাপি সাত্বিকাসম্পর্কেতে মগ মনে ॥
 জগন্নাথদেবের দর্শনানন্দ যত ।
 সম্যক উদয় নাহি হয় পূর্বমত ॥
 যাত্ৰামহোৎসবে নিজেচ্ছায় নানামত ।
 পথসম্বাজনাদি বিবিধ সেবা যত ॥
 রাজগণে আবৃত হইয়া সব করি ।
 তথাপি মানসে সুখ না হয় বিস্তরি ॥
 রাজার সন্তান আর পাত্রমিত্রগণে ।
 রাজ্যকার্য্যভার করিলাম সমর্পণে ॥
 পূর্বেতে ছিলাম উদাসীন যেইমত ।
 তেজত থাকিলুঁ রাজ্যে হইয়া বিরত ॥
 ততঃপরে রহঃস্থানে প্রথমে জপ করি ।
 প্রভুপদাঙ্গসমীপে সেবা ত আচরি ॥
 তথাপি রাজসম্বন্ধে যত সব নর ।
 করয়ে আমার প্রতি সম্মান-আদর ॥
 সেহেতু না পার্যা গুণ পূর্বতুলা মনে ।
 তথায় থাকিতে হৈলুঁ বিরক্ত তখনে ॥
 তবে চিন্তে হৈল যাইবারে বৃন্দাবনে ।
 কিন্তু প্রভু-আজ্ঞা বিনা যাইব কেমনে ॥
 করিয়া চিন্তন মনে এমত প্রকারে ।
 গেলাম প্রভুর অগ্রে আজ্ঞা মাগিবারে ॥
 শ্রীমুখ দেখিয়া পূর্ব যত দুঃখ ছিল ।
 ব্রজে গমনেচ্ছা আদি সব বিস্মরিল ॥
 এইমতে সঙ্ঘৎসর হইল যাপন ।
 আইল তথায় মাথুরিক কতজন ॥
 তাহাদের বাচনিক করিলুঁ শ্রবণ ।
 মথুরা শ্রীবৃন্দাবন আর গোবর্দ্ধন ॥
 গো গোপ-গোপিকা মুগ-পক্ষী-বৃন্দাদির ।
 বিশেষ বৃত্তান্তে মন হইল অস্থির ॥

শোক আর দুঃখে অতি হইয়া কাতর ।
 রাজিতে শয়ন করি আছি শয্যা'পর ॥
 জগন্নাথদেব পরদুঃখেতে কাতর ।
 আমারে করিলা আজ্ঞা অল্পগ্রহপর— ॥
 হে গোপনন্দন ! স্তন বাকা সমীহিত ।
 ব্রজভূমিবাস তব হয় ত উচিত ॥
 এই ক্ষেত্রে আমার যেমত প্রিয় হয় ।
 জন্মভূমিহেতু শ্রীমথুরা প্রিয়চয় ॥
 নিবাস করিয়ে আমি যেমত এখায় ।
 সেইমত বৃন্দাবনে থাকি সর্বদায় ॥
 বিশেষ বাল্য পোষণ কৈশোর বয়সে ।
 নানা অনির্বচনীয় লীলা স্মরিত্বে ॥
 নিরন্তর নানাবিধা লীলা নিয়মিতা ।
 তাহাতে শ্রীবৃন্দাবনভূমি বিঃখিতা ॥
 কি কারণে তুমি যতি হইয়া অস্থির ।
 অল্পতাপ করিতেছ—যেমত অধীর ? ॥
 সেই বৃন্দাবনে তুমি করহ গমন ।
 নিশ্চয় আমার রূপ মদনমোহন ॥
 যথাকালে অবশ্য পাইবে দেখিবারে ।
 আর শোক কখনো না হইবে তোমারে ॥
 পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা এমত প্রকারে ।
 প্রাতঃকালে উঠি বসি আছি নিজাগারে ॥
 জগন্নাথদেবের পূজক বিপ্রগণ ।
 আজ্ঞামালা আনি মোরে কৈল সমর্পণ ॥
 সেই মালা কণ্ঠে বান্ধি—দেখি চক্রবর ।
 প্রণমিয়া প্রস্থান করিলুঁ ততঃপর ॥
 উৎকণ্ঠিত-মতি অতি করিয়া প্রয়াসে ।
 এই বৃন্দাবনে আইলাম সহতাশে ॥
 শ্রীগুরুপদারবিন্দ বন্দি সাবহিতে ।
 গাহার প্রসাদে পাই প্রেমরস চিতে ॥
 শ্রীজয়গোবিন্দদাস মাগে এই বরে— ।
 ভক্তিদান দেহ তব শ্রীচরণ'পরে ॥

ইতি শ্রীভাগবতমুক্তে গোলোকমাহাত্ম্যখণ্ডে

বৈরাগ্যং নাম প্রথমোধ্যায়ঃ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীশীবাশ্রমদনমোহনীর জয়তাম্ ।

দ্বিতীয় আদি মাংস্যাঃ স্বর্গাদীনাঃ বথোত্তরম্ ।

সমাপ্তঃ ৫ বহিঃ ৫৮ তৈত্তির্য্য ৫ মুক্তিঃ ১০ ।

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণদাম ।
জয় নিত্যানন্দ রৌহিণী বলধাম ॥
জয়জয়দৈতচক্রে প্রাণমিবে পায় ।
শ্রীচৈতন্যগুণ পাই যাহার কপায় ॥
জয় রূপ সনাতন—বন্দিয়ে চরণ ।
শ্রীমকৌরাজের কায়বু্যহ দুইজন ॥
জয় গৌরাঙ্গবর্ণ সাধুভক্তগণ ।
সীহাদের কপায় পাই গৌরাঙ্গচরণ ॥
তবে গোপকুমার কহয়ে বিবরণ— ।
হে মাধুরশ্রেষ্ঠ বিপ্র । শুনহ কখন ॥
যমুনায় বিশ্রামঘাটেতে করি স্নান ।
বৃন্দাবনমধ্যে তবে করিলু প্রয়াণ ॥
বৃন্দাবন, যমুনাপুলিন, তালবন ।
ভাণ্ডীরগহন, যধুবন, মহাবন ॥
রাধাকুণ্ড, শ্রামকুণ্ড, গিবি গোবর্দ্ধন ।
ইচ্ছামত সর্ব্বস্থলে করিয়ে ভ্রমণ ॥
করিয়া গোরস-পান আমি কদাচিত ।
পূর্ব্ববকুগণের হইয়া অলঙ্কিত ॥
নিজ জপনীয় মন্ত্র করিয়া ভজন ।
করিয়াম সুখে কতদিবস যাপন ॥
এই বৃন্দাবনে নিত্য গম্মিহিত হরি ।
নিরন্তর রাধাসহ ফিরেন বিচরি ॥
কিঞ্চ সে-সময়ে কৃষ্ণকৃপা নাহি ছিল ।
বিশেষ ব্রজের তত্ত্ব তাহে না জানিল ॥
সেইহেতু শূন্যমত দেখি বৃন্দাবন ।
পুরুষোত্তমক্ষেত্র মনে হইল স্মরণ ॥
জগন্নাথে দর্শনের উৎকর্থা জন্মিল ।
পুনর্বার ওড়দেশে প্রস্থান করিল ॥
পথে সজ্জাতীরে দেখিয়াম ততক্ষণ ।
স্বর্গাচার্যপরাশর কত দ্বিজগণ ॥
বিচিত্র শাস্ত্রের বিজ্ঞ সেই সবজন ।
করিলু তাদের মুখে আশ্চর্য্য শ্রবণ— ॥
আছে উদ্ধে অস্তরীক্ষে—স্বর্গ-নামে দেশ ।
দেবভাগ্যের বাসস্থান সবিশেষ ॥
বাতাস-উপরে আছে যে সব বিমান ।
তাহে শোভাযুক্ত—ভয় ছুঃখ বজ্র্যমান ॥

জরা-শৌক-পোগ-মরণাদি দোহন যঃ
তাহাতে রহিত—মহাশুখময় তত ॥
ভূমণ্ডলে পুণ্যকর্ম্ম উত্তম যে করে ।
সেইজন স্বখবাস করে স্বর্গ'পুরে ॥
শ্রীবামনদেবের যে জ্যেষ্ঠ সহোদর ।
স্বর্গের হয়েন রাজা—সেই পুরন্দর ॥
যত্নাপিহ বিলস্বর্গ—বৃক্ষ শোভাজাল ।
সুতলে আছেন বিষ্ণু বলিদ্বারপাল ॥
সপ্তম-পাতালেতে আছেন শেষরাজ ।
বিতলেতে বর্ত্তমান শ্রীকপিলরাজ ॥
রাবণের মদধ্বংসী দাসীক অতলে ।
কুদ্র-আদি দেবগণে শোভিত নিশ্চলে ॥
ভূমিস্বর্গে সপ্তদ্বীপ নববর্ষ আর ।
সপ্তসিন্ধু নদনদী অনেক বিস্তার ॥
বিচিত্ররূপেতে কৃষ্ণপুঞ্জর উৎসব ।
নানাস্থানে নানামতে শ্রীবিগ্রহ সব ॥
তাহে শোভমান ভূমিস্বর্গ অতিশয় ।
তথাপিহ উদ্ভূতর দেবস্বর্গ হয় ॥
বিল-ভূমি-স্বর্গ হৈতে হয় ত বিশিষ্ট ।
দুইর উপরে যেন মুকুট গরিষ্ঠ ॥
যাহাতে শ্রীজগদীশ অদ্বিতিনন্দন ।
ইন্দ্রের উপরে ইন্দ্র আছেন বামন ॥
'উপেন্দ্র' তাঁহার খ্যাতি সেইহেতু হয় ।
অদ্বুত তাঁহার বাস্তা বিলক্ষণোদয় ॥
গরুড়ের উপরি করিয়া আরোহণ ।
ইতরূপে ক্রীড়ারূপে করেন ভ্রমণ ॥
অসুরসকলেরে করেন বিনাশন ।
মনোহরতর লীলা আর যে বচন ॥
তাহে দেবগণে স্রবণ দেন নিরন্তর ।
নিজব্রাহ্মতায় ইন্দ্র করেন পূজন ॥
এত শুনি মনোরথ তাহার দর্শনে ।
হইলাম তাহে অতি ব্যাকুলিত মনে ।
স্বর্গে শীঘ্র উপেন্দ্রের দর্শন-কারণ ।
সঙ্কল্পপূর্ব্বক করি স্বয়ংভ্রমণ ॥
স্বল্পকালে বিমানে করিয়া আরোহণ ।
হর্ষে স্বর্গপুরে আমি করিলু গমন ॥

পূর্বে গজাভীরে—নরপতির আগারে ।
 প্রতিষ্ঠা ষাঁহার দেখিলাম তথাকারে ॥
 সেই বিষ্ণু—সৌন্দর্য্যামাধুর্য্য অতিশয় ।
 চতুর্ভুজ—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মচয় ॥
 শ্রীমকার্ত্ত্ত্ব—বহুতর ভূষণে ভূষিত ।
 চতুর্দিকে দেবতাগণেতে আবরিত ॥
 নিবিড় সচ্চন্দনমুর্তি মহাশয় ।
 কুচির গরুড়কঙ্ক-সিংহাসনে হয় ॥
 নায়ক বোণায় গান মধুরমধুর ।
 তাঁহারে সম্মান প্রভু করেন প্রচুর ॥
 পাইতে উচিত যাহা—পাইয়া তথায় ।
 দেখিলাম—অভিলাষ দেখিতে ষাঁহার ॥
 দূরে হৈতে পুনঃপুন দণ্ডের সমান ।
 করিলাম প্রণাম হইয়া ভক্তিমান ॥

তবে অল্পগ্রহ যোরে করি শ্রীবামনে ।
 নিকটে আহ্বান কৈলা সুপ্রিয়বচনে— ॥
 ভালভাল আগমন করিলা এখানে ।
 হে গোপনন্দন ! এথা মম সন্নিবানে ॥
 দণ্ডতুলা প্রণাম তোমার ব্যর্থ হয় ।
 গৌরব দেখিয়া মম না করিও ভয় ॥
 করিলেন বিষ্ণু আজ্ঞা ইন্দ্ৰের উপর—
 আন গোপকুমারের করিয়া আদর ॥
 আজ্ঞা-অনুসারে ইন্দ্ৰ করিয়া প্রেরণ ।
 দেবগণে আনাইলা আনারে তখন ॥
 অগ্রেতে সাদরে যত্নে বসাল্যা আসনে ।
 করাইলা অমৃতাদিদ্বেষ্যেতে ভোগনে ॥
 নন্দনবনেতে বাস দিলেন আমার ।
 মনে অভিষয় হয় পাইলাল তাৎ ॥
 দেখিলাম—কোন ভয় নাহিক তথায় ।
 শোক রোগ মৃত্যু মানি পাণ্ডা জরা ভয় ॥
 স্পন্দাদি কতক দোষ যে আছে নিহিত ।
 তাহা আমি গণনা না করিয়ে কিঞ্চিৎ ॥
 যেহেতু শ্রীজগদীশ্বরের সন্দর্শনে ।
 অনির্বচনীয় সুখ করিলু ভঞ্জে ॥
 ভ্রাতা আর ঈশ্বর শরণ হৈছা জানি ।
 স্নেহ আর গৌরব আদর বহু আমি ॥
 সুধা-পারিজাত-আদি দ্রব্যে পুরন্দর ।
 পূজন করেন নিত্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বর ॥
 করিতাম মনে ইছা আমি নিরন্তর—
 অহো ভাগ্যবান—ধনুধনু পুরন্দর ॥
 যারে শ্রীবামন-দেব করিয়া সাধন ।
 স্তব উপদ্রব করি সুদূরীকরণ ॥

করিলেন ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য অর্পণে ।
 তাহা পায়্যা দেবরাজ অতি হর্ষ মনে ॥
 এই ভগবানে অতি সন্তোষিতমনে ।
 দিব্য উপচারচয়ে করেন পূজনে ॥
 স্বয়ং শ্রীবামনদেব হৈয়া তুষ্টমন ।
 গ্রহণ করেন হস্ত করি প্রাসারণ ॥
 এইমত ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য বভব ।
 হইবেক আমার সম্পদ আদি সব ॥
 তাহে শ্রীবামনদেব সাদরে পুজিব ।
 যেহেতে লক্ষ্মীশ তাহা গ্রহণ করিব ॥
 এইমত কৃপা কি করিবে ভগবান ?
 এইরূপ কামনা করিয়া অনুমান ॥
 করিলা সঙ্কল্প—ইষ্টমন্ত্র আপনার ।
 থাকিমা তথায় জপ কারি অনুবার ॥

এক মুনবরের প্রিয়ারে ইন্দ্ৰরাজ ।
 গোপনে দৃশিয়া তারে পাইলেন লাজ ॥
 শাপভয়ে পদ্বের মৃগাল-মধ্যে গিয়া ।
 লুকাইত থাকিলেন গোপিত হইয়া ॥
 দেবতাসকলে করি বহু অশেষণ ।
 ইন্দ্ৰের না পাইলেন কুত্রাপি দর্শন ॥
 অরাজকহেতু অনুবাদর উৎপাতে ।
 ত্রিলোকের মধ্যে হৈল অনেক ব্যাঘাতে ॥
 পরে শ্রীউপেক্ষমহাশয়ের আজ্ঞায় ।
 শচী-অদিতি-আদির অনুমতি তায় ॥
 দেবগণ শ্রীশঙ্কর আজ্ঞা-অনুসারে ।
 ইন্দ্রভ্যন্তে অভিষিক্ত করিল আমারে ॥
 ইন্দ্রস্ব পাইলু পদ—তথাপি আমার ।
 নহু্যদি মত নাহি হৈল অহঙ্কার ॥
 শচী, অদিতি, শ্রীশঙ্ক, আর বিপ্রগণে ।
 করিতাম আমি নিত্য পূজা-সম্মাননে ॥
 নববিধ বিবুভক্তি ত্রিলোকভিতর ।
 সযত্নেতে প্রবর্ত্তন করি নিরন্তর ॥
 স্বর্গরাজ্য পাইয়াও ভক্তির প্রভাবে ।
 থাকিলাম পূর্ব্বমত অকিঞ্চনভাবে ॥
 নিরন্তর বাস করি নন্দনাথ্য বনে ।
 নিজ জপ ত্যাগ নাহি করি কদাচনে ॥
 বাহ্যসিদ্ধ হৈলে ত্যাগ করিলে সাধন ।
 হয় অকৃতজ্ঞ—এহেতু সে জপন ॥
 শ্রীমদনগোপালের করিয়া স্মরণ ।
 তাঁর ক্রীড়ামাধুর্য্যান্তে সদা মগ্ন মন ॥
 সেইহেতু এই ব্রজভূমি কদাচন ।
 শক্ত নাহি হইলাম হেতে বিস্মরণ ॥

ব্রজের বিচ্ছেদ শোক-দুঃখ অতিশয় ॥
 অমৃতাপ করি শুদ্ধবদনতা হয় ॥
 শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর তাহা ত দেখিয়া ।
 আশা প্রতি বারম্বার কৃপা প্রকাশিয়া ॥
 করপদ্মস্পর্শ—আর অমৃতবচন ।
 নানামত কহিয়া করেন সন্তোষণ ॥
 জ্যেষ্ঠভ্রাতৃগণের যেরূপ আচরণ ।
 গৌরবাধি ব্যবহার হয় ত করণ ॥
 সেইমত করি মম তোষের কারণ ।
 মদন্ত সামগ্রী লৈয়া করেন ভোজন ॥
 তাহে ব্রজবিরহ-দুঃখ-বিস্মরণ ।
 অপূর্বপ্রকারে তাঁর করিয়া পূজন ॥
 শ্রেষ্ঠভাবে শ্রীবামনে কনিষ্ঠের জ্ঞান ।
 যত্নপূর্ব করিতাম লালন তাঁহায় ॥
 এইমতে স্বাস্থ্যচিন্ত করিয়া আশায় ।
 নিচ্ছয়ানে বৈকুণ্ঠাশ্রমে গেলেন কোথায় ॥
 লক্ষ্মীর সহিত হইলেন অন্তর্দান ।
 নিরন্তর নাহি পাই দর্শনবিধান ॥
 তাঁর অদর্শনে হয় শোক অতিশয় ।
 তাহাতে মনেতে হয় সর্বদা আশয় ॥
 পৃথিবীতে আসি—নীলাচলে জগদ্রাথ ।
 বলরাম সুভদ্রা শ্রীলক্ষ্মীদেবী সাথ ॥
 দেখবারে ইচ্ছা আমি করি মনোমনে ।
 তাহাতে দুঃখিত চিন্ত হয় সর্বক্ষণে ॥
 মধোমধো প্রাদুর্ভব হৈয়া শ্রীবামন ।
 কৃপা প্রকাশিয়া পূজা করেন গ্রহণ ॥
 তাহে সর্ব মনঃপাড়া বিনাশিত হয় ।
 পুনঃপ্রাপ্তীচ্ছায় বিরহজদুঃখক্ষয় ॥
 এমতপ্রকারে স্বর্গে নিবাস করিয়া ।
 ত্রিলোকপালনাদি ইচ্ছাই আচরিয়া ॥
 দেবদানে গণনেক এক সম্বৎসর ।
 গন্ত হৈল তপাকারে আঁত সুখভর ॥
 অকস্মাৎ ভৃগু-আদি মহাঋষিগণ ।
 মহামৌনিক হৈতে করিতেছেন গমন ॥
 পৃথিবীতে গঙ্গাদিক তীর্থ যে রয়েন ।
 মহাপাতকির স্পর্শে মালিন্য হয়েন ॥
 তাঁহাদিগে পাদস্পর্শে পবিত্রীকরিতে ।
 কৃপা করি গমন করেন পৃথিবীতে ॥
 গতিক্রমে স্বর্গে হইলেন উপস্থিত ।
 দোষিয়া সকলে হৈলা সঙ্গমাবিত ॥
 সর্ব-দেব-ঋষিগণ গুণের সহিত ।
 অভ্যর্থনা করি বসাইলেন ঐরিত ॥

শ্রীব্রহ্মণ্যদেব বিষ্ণু ঈদ্রিগে আদর ।
 করেন, তাঁদ্রিগে দেখি চমৎকারভর ॥
 নূতন আগত আমি মহাঋষিগণে ।
 নাহি জানি কিবা দেবঋষি কোন জনে ॥
 বিষ্ণুসেবানন্দে হৃত আগার অন্তর ।
 কোনদ্রিগে নাহি ছিল সন্ধান বিস্তর ॥
 সেহেতু প্রথমে আমি পূজিতে নারিল ।
 পরে গুরু-আদি-মুখে শুনিয়া পুঞ্জিল ॥
 শুভাশীর্ষাদে তাঁরা করি অভিনন্দন ।
 যথাসুখে করিলেন পৃথিবীতে গমন ॥
 তাঁহাদের মহিমা শুনিতে হৈল চিত ।
 কিন্তু বিষ্ণু-অগ্রে অস্ত্র বার্তা অগৃহিত ॥
 পরে শ্রীউপেন্দ্র হইলেন অন্তর্দান ।
 দেবগণে প্রশ্ন তবে করিলু আখ্যান— ॥
 মনুষ্যালোকের পূজ্য হন দেবগণ ।
 দেবতার পূজ্য ইহারা বা কোন জন ? ॥
 মহাতেজোময় নিবসেন কোন স্থানে ? ।
 কীদৃশ মহাশাস্ত্র ?—কহ বিশেষ আখ্যানে
 মনেতে হইল এই মানস-বিধান— ।
 ইহাদের বাসস্থান হৈলে পরে জ্ঞান ॥
 তথাকার পূজ্য যেই শ্রীঈশ্বরবর ।
 ব্রহ্মনার্থে তাঁহার করিব যত্নভর ॥
 কিন্তু মম প্রশ্নবাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 সাহজিক মহা-অভিমানী দেবগণ ॥
 মৎসরতায়ুক্ত-চিন্ত হইলা তখন ।
 পরের উৎকর্ষ-বাক্যে নিজাপকর্ষণ ॥
 বৃত্তান্ত না কহিলেন লজ্জায়ুক্ত চিতে ।
 তবে গুরু কৃপা করি লাগিলা কহিতে— ॥
 স্বর্গোপরি মহলোক বিভ্রম্যান বয় ।
 ত্রিলোকবিনাশে তার নাশ নাহি হয় ॥
 বিষ্ণুজির অধিকারিগণের সে স্থান ।
 ব্রহ্মার আয়ুঃপয়ান্ত থাকে বিভ্রম্যান ॥
 স্বর্গের প্রাপক পুণ্য হইতে অধিক ।
 যাগ-যোগ শুদ্ধকর্ম যেই সশুদ্ধিক ॥
 করয়ে, তাহার প্রাপ্য সেই লোক হয় ।
 ভূমিস্বর্গ হৈতে স্থান অতি সুগময় ॥
 সকল পৃথিবীর রাজ্যসুখ হৈতে হয় ।
 কোটিগুণে অধিক—ইন্দ্রভৃগুগণ ॥
 তাহা হৈতে কোটিগুণে সুখ সেশ্বরের ।
 প্রজাপতি-ভৃগু-আদি মহাঋষিগণের ॥
 সেই সুখে মহলোকে সদা নিবসেন ।
 কোথাও কোনকারণে গমন করেন ॥

সাক্ষাৎ যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা যজ্ঞেশ্বর ।
 তথাকারে স্থানেস্থানে প্রকটিততর ।
 সেই ত প্রভুর ভৃগু-আদি মুনিগণ ।
 মহামহাযজ্ঞে নিত্য করেন পূজন ॥
 এতক শুক্লর উক্ত শুনিয়া বচন ।
 হইল ইন্দ্রতপদে বরাক্ত তখন ॥
 মনুষ্যালোকের পূজ্য হন দেবগণ ।
 তাহাদের পূজা—ভৃগু-আদি ঋষিজন ॥
 তাঁহারা পূজেন যেন মহা প্রভুবরে ।
 তাঁরে দেখিবারে ইচ্ছা হইল অন্তরে ॥
 মন্ত্যে পূজ্যমান বিষ্ণু হইতে স্বর্গোতে ।
 মধুর বৈভব দেখিলাম প্রত্যক্ষোতে ॥
 স্বর্গে পূজ্যমান বিষ্ণু চৈতে এইমত ।
 মহলোকে থাকিবে মহাশয় বিশেষত ॥
 তথায় যাইয়া দেখিবারে যোগ্য হয়ে ।
 আরভিলু জপ এই স্তব্ধনিশ্চয়ে ॥
 অচিরকালেতে তবে চাচিয়া বিনানে ।
 উপস্থিত হৈলু উক্ত মহলৌকস্থানে ॥
 তাবত শ্রীভৃগু-আদি ঋষিগণ যত ।
 তীর্থ হৈতে চাইলেন ভবনে আগত ॥
 ভৃগুর আশ্রমে তবে কারয়া গমন ।
 অপরূপ মহলৌকে কারলু দর্শন ॥
 স্বর্গ মর্ত্য-পাতালেতে যেন সুখ নাই ।
 সেই সুখ বৈভব-ভজন তথা পাই ॥
 হইলে ব্রহ্মার রাত্রি ত্রিলোকের নাশে ।
 তথাকার সুখাদির না হয় উদাশে ॥
 স্পর্শাদিরহিত-হেতু অহঃস্ফারণ ।
 আছয়ে, এমত সুখ-বৈভব-ভজন ॥
 সেইসব নিবচন করা নাই যায় ।
 এমত ভজন-সুখ বৈভব তথায় ॥
 ভৃগু-আদি মহাঋষিগণ ভক্তিপর ।
 মহাযজ্ঞ সহস্রশঃ করেন বিস্তর ॥
 যজ্ঞাগ্নিমধ্যেতে প্রভু হইলা স্থিত ।
 যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞভাগভোক্তা ক্রোড়ান্বিত ॥
 বিরাজিত যজ্ঞাগ্নি হৈতে তেজোময় ।
 যজ্ঞমূর্ত্তি—রবি কোটি জ্বলি তেজস্বয় ॥
 জগতের মনোহারি-সুন্দরকার ।
 হস্ত প্রসারিয়া চক্ৰ লগেন তথায় ॥
 সঙ্কট হইয়া প্রিয়তর বরণণে ।
 প্রদান করেন সে যাজ্ঞক-বপ্ৰগণে ॥
 তাহার দর্শনে হৈল সঙ্গম বিস্তর ।
 হর্ষে নমস্কার করিলাম ততঃপর ॥

যজ্ঞেশ্বর আমাপ্রতি হৈয়া দয়াবান্ ।
 মিষ্টবাক্যে করিলেন নিকটে আহ্বান ।
 আপন উচ্ছষ্ট মহাপ্রসাদ আমারে ।
 স্বহস্তে দি'লেন প্রভু করুণা-প্রচারে ॥
 তাহাতে পরমানন্দ অপূর্ণ পাইল ।
 ত্রিভুবনমধ্যে য'হা না অক্ষুণ্ণবিল ॥
 প্রভুর করুণা অতিশয়ের কারণ ।
 সংগিদ্ধ হইল মম অশেষ বাঞ্ছন ॥
 দয়ালু-মহর্ষিগণ সহ বাস করি ।
 মহলৌকে স্থানেস্থানে ভ্রমণ আচরি ॥
 শ্রাব্যুক্ত জগদীশ্বর করিয়া দর্শন ।
 কৃতার্থের পাঁরপাক মানিল তখন ॥
 নিবাস করিয়ে সদা আনন্দসংবৃত ।
 কহিলেন ভৃগু-আদি মহর্ষি প্রত্যুত— ॥
 গোরক্ষক বৈশ্বপুত্র ! শুনহ বিষয় ।
 মহলৌকস্বভাবোতে বিপত্ত জন্ময় ॥
 আমরা দিতেছি হইবে বিপ্রত্ন তোমার ।
 অতি শীঘ্র তাহা তুমি কবহ স্বীকার ॥
 মহর্ষিসকলমধ্যে হৈয়' একজন ।
 আমাদের সঙ্গে করি যজ্ঞ-আচরণ ॥
 কর তুমি এই জগদীশ্বরের পূজন ।
 যারে দেখিবারে তব বাঞ্ছা সর্বক্ষণ ॥
 এতক শুনিয়া চিন্তে করিলাম সার— ।
 বৈশ্বক্ৰপে মহাসুখ হইবে আমার ॥
 যজ্ঞেশ্বররূপি জগদীশ্বরের সেবন ।
 তাঁর ভক্ত এ বিপ্রগণের উপাসন ॥
 বৈশ্বক্রে যেমত হবে—ব্রাহ্মণভে নয় ।
 অতএব বৈশ্বক্রে আমার শ্রেয়ো হয় ॥
 সদৃশকর উদ্দেশ্যত মম মনবর ।
 সৎফল যাহার দেখিতেছি বলতর ॥
 হেন মন্ত্ররূপে মান্য হইবে আমার ।
 এ বিপ্রগণের সহ ত্রৈক্য হৈলে আর ॥
 এ বিপ্রগণের নিষ্ঠা যেন যজ্ঞে সার ।
 হইবেক তেমতি আমার ব্যবহার ॥
 তাহে আবশ্যক নিজমন্ত্রের জপনে ।
 শৈথিল্য হইবে মম, সেই ত কারণে ॥
 এ বিচারে বিপ্রত্ন না করি অস্বীকার ।
 করিলাম তাঁহাদিগে সম্মত ইহার ॥
 স্বতোজাত পুরোক্ত সকল সুখতরে ।
 বাস করিলাম সেই মহলৌক'পরে ॥
 স্পর্শা-মৎসরতা-কাম-ক্রোধাদিক ঘোষ ।
 শত্রু হৈতে পাজয়, শোক, দেহশোষ ॥

তিনলোক-শাশে পতননিশ্চয়-ভয় ।
কিছু নাহি তথাকারে বিজ্ঞান হয় ।
যজ্ঞেশ্বর প্রীতে যজ্ঞ-উৎসব ব্যতীত ।
সেইলোকে অস্ত্র কর্ষ নাহিক কিকিত ॥
কিছু যজ্ঞসমাপন হৈলে সেসময় ।
প্রভু অন্তর্দান হন—তাহে দুঃখ হয় ॥
পূনর্যজ্ঞান্তরে প্রভু হৈলে পাতকীত ।
শ্রবণ হয়, কিন্তু থাকে মন দুঃখ ॥
সত্য জ্যোতা দ্বাপর কলি—এ চকুটী ॥
যুগের-সংস্র-মান—ব্রাহ্মা দিন হয় ॥
মহলোকে সেইমত নিবস-গণ ॥
ব্রহ্মার দিনান্তে হয় ত্রিলোকনাশন ॥
তাহাতে উত্তাপ মহলোকে হয় জ্ঞান ।
সেইকালে জনলোকে কৃষ্ণ আদি যান ॥
ব্রহ্মণীও জ্ঞান হৈল যজ্ঞ নিবারণে ॥
জনলোকে যজ্ঞেশ্বর হয় অর্চন ॥
সকলধর্মযার্থিতে ত্রিলোক দহয় ।
তাহা হৈতে সেই দুঃখ দূরে অতিথয় ॥
সেইহেতু অক্ষয়বটের ছায়াধিতে ।
ক্ষেত্র শ্রীপুরুষাত্ম্য আসিযা স্বরিতে ॥
শ্রী কৃষ্ণ শ্রীজগন্নাথ করিষে চর্চন ।
এই মনে অতিকট্ট হব স কন— ॥
মহলোকে থাকিতেই সমস্তরূপনে ।
এই শ্রীমৎস্বর্গ্য হইয়া ত মন ॥
নীলাচলপাতা-প্রস্রাবসের স্থান ।
মাধুর্য শ্রীমৎস্বর্গ্য মনোহরস্থান ॥
তাহার দর্শন-ইচ্ছা হইয়া আনার ।
পূরুষমত শোক মনে জন্ময়ে অপার ॥
যজ্ঞপী শ্রীভগবান্ দয়ার নিধান ।
প্রভুভূত আশা হৈতে হৈয়া পূজমান ॥
শ্রীঈশ্বারা আমায়ে ত করিয়া আস্থান ।
মম দত্ত ভোগজন্ম কৃপা করি যান ॥
তবে ত আমায় সকলদুঃখনাশ হয়ে ।
যেন অন্ধকার ক্ষয় পায় সু-স্বাদয়ে ॥
দিবাতে প্রভুর সন্দর্শন পূজাংগব ।
তাহার করুণা সৎ কার অমৃতব ॥
কুর্য্যাপ গমনে শক্তি ইচ্ছাও না হয়ে ।
পাতিতেও যজ্ঞেশ্বর পূজা দাবয় ॥
আশাক্রম বজ্জুতে হইয়া বন্ধ-মন ।
কোথাও গমনে শি না হয় ভবন ॥
মহলোকে জনলোকে—দুই ত সমান ।
কিকিত বিশেষ যাত্র হইল অখ্যান— ॥

ত্রিলোকবহনে তাপ মহলোকে হয় ।
জনলোকে'পরি সেই তাপ নাহি বয় ॥
তাহা অমৃত-বাস্য রাত্রে তথা গিয়া ।
পুনর্দিনে মহলোকে থাকিলে অ'গিয়া ॥
সেইস্থলে একদিন এক দিগঘর ।
মহন্তেজঃপুত্ররূপময় কলেবর ॥
পঞ্চ স্তম্ভসংসারের বালক-সমান ।
কতজন-সঙ্গে উদ্ধৃষ্টে উপস্থান ॥
মহাশ্ববিগণ যজ্ঞ কর্ষ তাগ করি ।
ভক্তিতে উঠিয়া প্রণমিলেন অ'দরি ॥
যজ্ঞেশ্বরভূত ঈশ্বাদিকে পূজিলেন ।
তীরা ধ্যাননিষ্ঠ—বাক্য নাহি কহিলেন ॥
যথা-অভিজ্ঞাষ তীরা করিলে গমন ।
মহর্ষিগণেরে করিয়া জিজ্ঞাসন— ॥
কোথায় থাকেন, বা হইলেন কোন্ জন ? ।
তেজঃপুত্র—বয়ঃকম বালক যোশন ॥
দেবতার পুত্র আপনারা মহাশয় ।
প্রত্যক্ষ শ্রীযজ্ঞের পুত্রই নিশ্চয় ॥
যজ্ঞেশ্বরপূজাকার্য্য করিয়া তাজন ।
আপনারা কি কারণে কবীনা পূজন ? ॥
মহাশ্ববিগণ তবে কহেন বিস্তার— ।
নাম 'সনৎকুমার' সে হয় ত প্রহার ॥
আমরা-সকল যেই ব্রহ্মার নন্দন ।
আমাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মহন্তম হন ॥
অ'দ্বারাম আপুসম সেইসবজন ।
তাহাদের আত্মচার্য্য মার্গপ্রদর্শন ॥
সুঠে-শ্রীঈশ্বার্য্য-ঈশ্বরতথার ।
স্বার্থের সমান তেজঃপুত্রকলেবর ॥
ইহার উপরে আছে যেই জনলোক ।
তাহার উপরি আছে—নামে 'তপোলোক' ॥
এই সনৎকুমার থাকেন সেইঠাই ।
সনক সন্দ্ব সনাতন—তিন তাই ॥
সহ নিবসেন, আরো তুল্য আপনার ।
যোগীশ্বর-করি হারি অন্তরীক আর ॥
প্রবুদ্ধ পিঙ্গলানয় প্রভূতি তথার ।
বৃহদব্রতধর যোগীশ্বর যাহা পার— ॥
উদ্ধৃষ্টেতাগনযোগ্য শ্রব যত্র হয় ।
নিরন্তর যজ্ঞ যাহাতে নিবসয় ॥
মহর্জনলোকে প্রজাপতিগণ যত ।
তাহাদের অমৃত শ্রব যেইমত ॥
তাহা হৈতে কোটিগুণে সুখাদিক হয় ।
সেই তপোলোকে নিরন্তর ক্ষেম রয় ॥

এই সনৎকুমার পরমভাগবত ।
 পরমেশ্বরের অবতার অভিষত ॥
 অতএব বিষ্ণুর যেমত পূজা হয় ।
 সেইমত পুঞ্জিবারে সদা যোগ্যাশ্রয় ॥
 আবশ্যক নিজ কৃত্য করিয়া ত্যজন ।
 গৃহস্থের মত যোগ্য করিতে পূজন ॥
 এতক শুনিয়া করিলাম আ ম মনে— ।

তথায় আশ্রয়্য সুখ হয় বা কেমনে ? ॥
 ইহার সমান বা আছেন কতজন ? ।
 ইহাদের পূজ্য বিষ্ণু কৌদূৰ্ণ বা হন ? ॥
 এত চিন্তি সেইসব-দর্শন-আশায় ।
 ধ্যানগিষ্ঠ হৈয়া জপ করিলাম তায় ॥
 পরম তেজস্বী আমি হৈয়া সেকারণ ।
 সেই তপোলোকে শীঘ্র করিঁ গমন ॥
 দেখিলাম—শ্রীমান্ সনক সনন্দন ।
 আর সনৎকুমার, চতুর্থ সনাতন ॥
 তাঁহাদের তুল্য তপোলোকে যতজন ।
 মান্তমান অত্যন্ত করেন আচরণ ॥
 সুখে ইষ্টগোষ্ঠী তাঁরা করেন বিস্তার ।
 আমাদের বোধগম্য না হয় সাহার ॥
 অতএব বিবেচিয়া বৃদ্ধ সমুদায় ।
 মুক্তি-ভক্তি-আদি জ্ঞান নাহিক তথায় ॥

যতপিহ তপোলোকে সনকাদি চারি ।
 হয়েন নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিবেশধারী ।
 ব্যক্ত ভগবানের যে হয় ত লক্ষণ ।
 পরমেশ্বরকে চতুর্ভুজাদি গণন ॥
 নাহি অসাধারণ, তথাপি সন্মর্শনে ।
 মহামোদ জমিল আমার স্বতো মনে ॥
 তপোলোকে দর্শনে আনন্দ হৈল যত ।
 মহলোকে তাঁরে দেখি না হইল তত ॥
 সেই তপোলোকের মাধ্যম্যে ইহা হয় ।
 দেশ-কাল-অধিকারী সর্বত্র যোগ্য ॥

ততঃপর ধ্যানগিষ্ঠ সেই ঋষিগণ ।
 করিলেন নিজনিজস্থানেতে গমন ॥
 কোথায় আছেন বিষ্ণু করিয়া ভাবন ।
 জিজ্ঞাসিতে অবগর না পার্যা তখন ॥
 করিলাম সেইলোকে সর্বত্র ভ্রমণ ।
 ইতস্তত কোনস্থানে নহিল দর্শন ॥
 তবে মহামুনিগণে করিঁ জিজ্ঞাসা— ।
 'কোথায় শ্রীজগদীশ—কহ সত্য ভাষা ? ॥'
 করিলাম অগ্রে বহু প্রণাম-স্ববন ।
 তথাপি না করিলেন তাঁরা আলোকন ॥

প্রায় সবে নিরন্তর সমাধিতে রত ।
 উদ্ধরেতা—নৈষ্ঠিক করেন সদা ব্রত ॥
 পূর্ণকায় অনন্তে করেন সবে রতি ।
 সেবে অগ্নিমানি-সিদ্ধিগণ মুক্তিমতী ॥
 ভগবদর্শন-আশা স্নমহতী যেই ।
 তথায় ফলিতা না হইল মম সেই ॥
 কিন্তু আত্মারামগণ-সঙ্গ-স্বভাবেতে ।
 সেই আশা হৈল মম বিরামভ্রায়েতে ॥
 তথাপি সেস্থানে আমি কৈনু নিবসন ।
 তাঁদের প্রভাবসব-দর্শন-কারণ ॥
 গৌরব করিয়া নিজশুঙ্কর বচন ।
 আর তার সাদরক হৈয়াছে দর্শন ॥
 এইহেতু নিজমন্ত্রণ না ত্যাগিয়া ।
 থাকি, কিন্তু পূর্বতুল্য প্রীতি না করিয়া ॥
 স্থানের স্বভাবহেতু হইল সে জ্ঞাত ।
 চিন্তের প্রসন্নতায় আনন্দসম্পাত ॥
 সেকারণে সম্পন্ন অধিক জপ করি ।
 বিষ্ণুদর্শনেচ্ছা মম বাঢ়িল বিস্তরি ॥
 জগদ্রাধদেব নীলাচলে বিরাজিত ।
 তাঁর দর্শনেচ্ছা সদা হয় ত নিশ্চিত ॥
 এমত ব্রীক্সা নবযোগেন্দ্র প্রধান ।
 ঋষভদেবের পুত্র মহামতিমান্ ॥
 করিয়া করুণা কিছু আমারে তখন ।
 কহিতে লাগিল পিপ্লয়ান বচন— ॥
 প্রাজাপত্যমুখ-কোটিল্পন সুখচয় ।
 সম্পদহেতুক শ্রেষ্ঠ এই স্থান হয় ॥
 উদ্ধরেতা যোগীশ্রুগণের এই স্থান ।
 ছাড়িয়া অন্তর কেনে যাতে ইচ্ছাবান্ ? ॥
 নেত্রাদির অগেচর সে পরমেশ্বর ।
 দেখিবারে তাঁরে কেনে ভ্রম' নিরন্তর ? ॥
 সমাধিতে স্তব কর আপনায় মন ।
 অনায়াসে পাইবে সে তাঁহার দর্শন ॥
 যেমত দর্পণ আঁত করিলে মার্জন ।
 সুখে প্রীতিবিষে মুখ হয় নিরীক্ষণ ॥
 অন্তর্বাহু সদা সর্বত্র সাক্ষাতকার ।
 দেখিবে, ভ্রমণ, বিখ্যা কর অনবার ॥
 পরমাশ্রা বাসুদেব—চিন্তে অধিজাতা ।
 বিগ্রহ সচ্চিদানন্দ—সর্বকলদাতা ॥
 নিত্যান্ত শোখিত চিন্তে অস্ত্র সুদয় ।
 পরব্রহ্মদেব হোমস্বাভারিত হয় ॥
 চিন্তে ভগবান্ সৃষ্টি হইবে যখন ।
 না থাকিবে অন্তর্ভুক্ত তাহাতে কখন ॥

সুসিদ্ধ হইবে তবে মানসে দর্শন ।
নেত্রের দর্শন হৈতে অতি প্রশোভন ॥
মনের হইলে সুখ—আপনা হইতে ।
সর্বেশ্বরগণ সুখ পায় সুবিহিতে ॥
চক্ষুঃশ্রবণাদির যে-সব বৃত্তি হয় ।
মনোবৃত্তি-মধ্যবর্তী সে-সব নিশ্চয় ॥
ইন্দ্রিয়সবার বৃত্তি হয় যে-সকল ।
মনোবৃত্তি বিনা তাহা নিতান্ত নিফল ॥
যতপি ইন্দ্রিয়গণ করয়ে বাসনা ।
চিন্তবৃত্তি বিনা তাহা বিফল কামনা ॥
ভক্তবাৎসল্যহেতুক যদি কদাচিত ।
হয়েন চক্ষুর প্রভু গোচর বিহিত ॥
সেই জ্ঞানদৃষ্টি-দ্বারা দর্শন নিশ্চয় ।
পরিচ্ছিন্নেজ্বরে তাঁর গ্রহণ না হয় ॥
'চক্ষু-দ্বারা করিলাম প্রভুর দর্শন ।'
এই অভিমান যাত্র করে জীবজন ॥
তাঁহার করুণাশক্তি অত্যন্ত প্রবর ॥

তথাহি—

নৃকঃ করোতি বাচাণঃ পঙ্ক্ লজ্জয়তে গিবিম্ ৷১৥

তাহে যদি হন চক্ষুঃগোচর ॥
তথাপি দর্শনানন্দ হৃদয়ে জন্ময় ।
যাহে সুবক্তৃৎসবজ্ঞানস্থান হৃদি হয় ॥
নেত্র জ্ঞানেজ্বিন্ন—দর্শনজ সুখ তায় ।
কিন্তু সে পর্য্যবসান মনোমধ্যে পায় ॥
যেমত নৃপের মহাপাত্র যেই নয় ।
দ্রব্যবিশেষের উপযুক্ত সে প্রবর ॥
সেইমত সব সুখ গ্রহণে উচিত ।
মহাপাত্র হন 'মন'—জানিহ নিশ্চিত ॥
'মন পরিচ্ছিন্ন—সুখ কিমতে বিস্তর ?'
ইহা যদি কহ, তার স্তনহ উত্তর— ॥
ত্রিবিধুর প্রগল্ভতা হইলে উদয় ।
যত পরিমাণ সুখ বিবর্তিত হয় ॥
স্বল্পরূপে আত্মার আকার-হেতু মন ।
তত পরিমাণে বাঢ়িবারে শক্ত হন ॥
অস্তরেষে ধ্যানযোগে দেখিলে প্রভুরে
সাক্ষাৎ-দর্শন-তুলা করুণা প্রচুরে ॥
করেন তাহার প্রতি বিশেষপ্রকার ।
পদ্মযোনি ব্রহ্মা হন প্রমাণ ইহার ॥
নাতিপদ্মমধ্যে ব্রহ্মা জন্মিয়া সধর ।
আজ্ঞামতে করিলেন সমাধি বিস্তর ॥

পরিতুষ্ট হৈয়া তবে দেব ভগবান্ ।
দিয়া নিজ দর্শন—করিল। বরদান ॥
সাক্ষাৎ-দর্শনে ভক্তগণ সুখী হয় ।
কংস-দুর্যোধনাদির ভয় দোষচয় ॥
শ্রীনন্দনন্দন-মুখচন্দ্রের দর্শনে ।
নন্দাদির প্রেমরস হইল বর্ধনে ॥
সেই রঙ্গমধ্যে কংস করে আলোকন ।
ভয়-ক্রোধ তাপে পূর্ণ হৈল তার মন ॥
কোরবশতায় কৃষ্ণে করিয়া দর্শন ।
ভীষ্ম-বিদুরাদি হৈলা অতি সন্তোষণ ॥
সেই-কুরুবংশ-জাত রাজা দুর্যোধন ।
হৃদয়ের তাপে পূর্ণ হইল তখন ॥
শ্রীমদ্বারায়ণ-রূপ—শুভ শোভাচয় ।
ঘনীভূত-পরম-আনন্দ-পূর্ণময় ॥
সর্বেশ্বরগণে শুণে করেন রঞ্জন ।
এমত আশ্চর্য্য রূপ করিয়া দর্শন ॥
মধুকৈটভাদি যত দুরাছাগণের ।
অপগত না হইল দুষ্টতা মনের ॥
সে দুষ্টতা সকল যে পীড়ার আকর !
আর সর্বজগতের হয় পীড়াকর ॥
শ্রীমদ্বারায়ণদেব পরম দৈবর ।
দুর্ভিতক্যঅত্যন্ত-বিচিত্র শক্তির ॥
আনন্দস্বভাব ভক্তে করিতে হর্ষিত ।
আর দেবাবারে ভক্তিমাহাত্ম্য নিশ্চিত ॥
দুর্ঘট যে কার্য্য—নাহি ঘটে কদাচন ।
তাহাও কয়েন প্রভু নিশ্চয় কখন ॥
নববিধা ভক্তি যেই হয় ত প্রধান ।
কীত্তনাছে চাহি সদা মনের প্রদান ॥
সকল-ইন্দ্রিয়শ্রেষ্ঠ হয় যেই 'মন' ।
তার বৃত্তি সমর্পণে কহিয়ে 'স্মরণ' ॥
অতএব সর্বভক্তিমধ্যেতে 'স্মরণ' ।
শ্রেষ্ঠতম,—ইহাতে নাহিক সংশয়ন ॥
জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি অন্তরঙ্গ সে সাধন ।
তাচা হৈতে অন্তরঙ্গ—প্রেমভক্তি হন ॥
সমাহিত হৈল মন—সেই প্রেমভক্তি ।
রুচি-অমুসারে নরে পায় অভিব্যক্তি ॥
পদার্থ প্রেম-সংজ্ঞক—অতি সুখময় ।
অশেষ সাধন-দ্বারা সাধবস্ত হয় ॥
চতুর্ভুজ হৈতে শ্রেষ্ঠ—বিষ্ণু-উপাসন ।
তার ফলরূপ-হেঁা অধিক সে হন ॥
ভগবানে বশীকারকরণে সমর্থ ।
অদ্বিতীয় সুগাঢ় উপায় এই-অর্থ ॥

তাঁর মুখ্য প্রসঙ্গ তা হৈতে লাভ হয় ।
 তত্ত্বজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ মহানির্মলময় ॥
 বিচিত্র পরমানন্দগুণে যে মাধুর্য্য ।
 অতিক্রম্যেতে তার পূর্ণিতে প্রাচুর্য্য ॥
 পরিচ্ছিন্নরহিত মধ্য অনীকীচা ।
 'মাহাত্ম্য'—পবন-রবির স্য দিব্যচা ॥
 চিত্তের বৃত্তির পরিণাম'বশে যোতে ।
 সেই প্রথম প্রকাশিত হয় উদয়েতে ॥
 ইহাতে তাৎপর্য্য হৈল—মন-সমাধানে
 সর্বত্র দর্শন পায় শ্রীল ভগবানে ॥
 মন সমাধানে যদি মানচ হুঙ্কার ।
 নেত্রের সাফল্যক'মে দর্শনেক্ষা কর ॥
 তবে ত ভারতবর্ষে যাহ সেইস্থান ।
 আনন্দের ঐশ্বর্য্য তপস্বী রাজমান ॥
 গুরুমাননপূর্ণিতে শ্রীশ্রীরাণা ।
 নরসম্মানে তত্র করহ দর্শন ॥
 আনন্দের সন্দেশে সমাধিতে পদায়ণ ।
 অস্তরে-বাহ্যেতে তাঁরে করিয়ে দর্শন ॥
 অতএব বিজ্ঞানের দুঃখ নাহি হয় ।
 এইহেতু তথা গেণা প্রভৃ মহাশয় ॥
 ধর্ম্মবিদ্যাগুরু কোণ্ডমণ্ডিত কর ।
 ব্রহ্মচারিবেশ—মস্তকেতে ভট্টাধর ॥
 লোকসকলেরে তপস্চর্যা শিক্ষা দাবে ।
 করেন তথায় মহা তপস্চার-আচারে ॥
 এতক শুনিয়া গুরুমাননে যাইতে
 হইলম উজ্জ্বল অমিত তপস্বিতে ॥
 তবে সনকাদি মহাঋষি চারিজন ।
 'তাঁরে দেখ এখানে' কহিয়া এতজন ॥
 শ্রীল ভগবানের মূর্তির বহুরূপ ।
 আমাদের দর্শন করাইলেন স্বরূপ ॥
 একজন হৈলা নারায়ণ,—অন্য নর
 কেহ হৈলা উপেন্দ্র বিষ্ণুব মূর্তিদর ॥
 মহর্লোকে যজ্ঞেশ্বর যে কৈলু দর্শন ।
 কেহ সেই রূপ তথা করিলা ধারণ ॥
 ব্রহ্মহ-বামন-আদি বহু অবতার ।
 হইলেন এ যেক্রমে সেন্সব আকার ॥
 এত দেখি হইলম ভয়ে বম্পমান ।
 প্রণমিয়া করযোড়ে ক'হলু বিভান — ॥
 দ্রুত অপরাধ আমি করিলাম হৈবে ।
 হে দীনবৎসল-সব । দয়া করিবে ॥
 মম মস্তকেতে স্পর্শ করিলা কৃপায় ।
 চিত্তের একাগ্রতা সমাধি পাখী তায় ॥

স্বর্ণাদিতে দৃষ্ট ভগবানের বহুরূপ ।
 সমাধিতে দেখিলাম সংসার স্বরূপ ॥
 বহির্দৃষ্টে সমাধিতে দ্রষ্টে কদাচিত ।
 ধ্যানবেগে সমীপে দেখিয়ে প্রত্যক্ষিত ॥
 সমাধিতে আর বিষ্ণু দর্শন-বিধে ।
 স্তম্বে মম ভূপে নিষ্টা যতো হৈল মনে ॥
 ভূপের কান্ধেতে মনে করিতে স্মরণ ।
 মনে হৈয়া এই নিভাস্ত্রয় বুঝাবন ॥
 এই ব্রহ্মভূমির মাধুর্য্য উপলব্ধি ।
 আমার মানস অতি হইল ব্যাকুল ॥
 সর্কে দ্বিগুণিত লোপ—সমাধির দশা ।
 কদাচিত নিঃশব্দ করয়ে বিবরণ ॥
 তাহা হৈতে হয় মম ভূপে অস্থায় ।
 আর বিষ্ণুবর্দ্ধন দর্শন-বিধ তায় ॥
 তাহে আমি বিলম্ব করিয়ে অবিরত— ।
 'অহো মম কি নৌলভ্য উপভব যত' ॥
 তাহাতে কামনা মম হয় নিরন্তরে ।
 নীচাচলে জগদ্রাজ্যে বিদ্যার তরে ॥
 এত দেখি ব্রহ্মসিংহলে অ'মারে ।
 ভিক্ষাসিল সে বৃত্তান্ত মায়া-অ'চারে ॥
 শোকের সাহিত দশা সকল কহিল ।
 শুনি সনকাদি সবে যোরে পলংসিল— ॥
 আশ্চর্য্য চোঁহার এইমত সে হইল ।
 পরমল'ভ দশা দিলু জ্ঞান ॥
 আমি তাঁহাদের ভাণ না করিলু জ্ঞান ।
 কেবল নিশ্চয় দুঃখ হয় অসুখনি ॥
 অভ্যাসভেদেতে দেখি বাহিরে-অন্তরে ।
 প্রত্যক্ষ পূর্ণোক্ত রূপ শ্রীজগদীশ্বরে ॥
 কদাচিত সনকাদি ধ্যানপরায়ণ ।
 ভাব অরূপ রূপ করেন ধারণ ॥
 চিন্তাভিনবেশে সদা করিয়া চিন্তন ।
 সেই-সেই স্বরূপ হইলেন তত্ত্বজ্ঞ ॥

তথাহি (ভাঃ ৭।১।২৭)—

কীটঃ পেশস্ততা ক্রমঃ কৃচ্ছায়াং তমস্বতনু ।
 সংস্ফুটভাষণেন বিকৃতে তৎস্বরূপতাম্ ॥ ১ ॥
 সেইসব রূপ আমি করিয়া দর্শন ।
 পরম-আহ্লাদযুক্ত হইলাম মন ॥
 সেক্রম দর্শনের রহিত কালে প্রায় ।
 বিস্ময় নহিত পুন দর্শন-অ'ধারণ ॥
 এইরূপে চিরদিনে শব্দেতে তথায় ।
 থাকিলাম, কোনদিন দুঃখ মনে তার ॥

একদিন চতুর্দশ রূপ করি চিতে ।
 পুঙ্খবদীপে স্বহস্তগণেরে দেহিতে ॥
 গমন করিয়াছিল হংস-আবোহণে ।
 সেই ভপোলোকে করিলেন অ'গমনে ॥
 সেই বৃদ্ধ—পরম গৈরীষ কৈ সম্পন্ন ।
 দেখি সনকাদি সঙ্গে চটিল' প্রসন্ন ॥
 ভক্তিতে হইয়া সকলকৈ নম্রমন ।
 সঙ্গমে প্রাণমি পুজিলা সবিধান ॥
 আশীর্বাদে সকলকৈ করিয়া বর্জন ।
 স্নেহেতে আশ্রয় শিরে করিলা তখন ॥
 বিমুক্তজিহবায় শিকায়' বাদসার ।
 পুঙ্খবদীপেতে সেরে করিলা প্রসার ॥
 না জানিয়া আমি দাঁত তত্—নিবরণ ।
 সনকাদি সব্বারে করিলু' জিজ্ঞাসন ॥
 বিশেষে হাসিয়া তাঁরা কহিলা বন—
 করিয়াছ এককাল এথা আগমন ॥
 পরম প্রসিদ্ধ হন এই মহাশয় ।
 ওহে গোপবলক ! না জানহ বিষয় ? ॥
 প্রজাপতি ভৃগু-আদি যতক আছেন ।
 তাঁহাদের পাসক জনক দেহয়েন ॥
 এঁহু আমাদেও পিতা—বিদ্বৎসুতকবি ।
 পরমেশী—শ্রেয়ত্তম পর-আশ্রয়ী ॥
 স্বয়ং—শ্রীনিবুনাভিপন্ন্যতে জনন ।
 জগতের করেন পালন সংচারণ ॥
 বেদ-প্রবক্তনে ধর্ম শিক্ষায় শাসন ।
 করেন বৃদ্ধা দর্শনে জগত-পালন ॥
 সর্ব লোক—আব এষ্ট নোকেব উপরি ।
 বৈসেন সত্যবালোকে এঁহু নিরতরি ॥
 শতজগৎকৃত শুদ্ধ বসন্তের বলে ।
 সেইলোক-লাভ হয় মানব বিরলে ॥
 সেই লোকে বৈকুণ্ঠ-নাগেতে লোক হয় ।
 বাহাতে সহস্রাশ্বা সেই মহাশয় ॥
 শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর অনির্কটনীয় ।
 সদা মহাপুরুষ প'কেন শোভনীয় ॥
 তাঁর পুত্রকুল্য ব্রহ্ম—ধরিয়ে শ্রবণ ।
 কিস্ত ভেদজ্ঞান কিছু না জানি করণ ॥
 লীলায় ব্রহ্মাই তথা ধরি দুই মূর্তি ।
 বিদ্যাজেন আম'দের মত এই ক্ষুণ্ণ ॥
 এত শুনি আমি সেই লোকে যাইবারে ।
 আর সেই মহাপুরুষেরে শেখবারে ॥
 জপ করি ভপোলোকে হইয়া নির্বৈঠ ।
 সমাধিতে অন্তর্দান করি সমাবিষ্ট ॥

যুগ্ম-অন্তরে চক্ষু করি উন্মীলন ।
 আপনারে ব্রহ্মলোকে গৈলু' অ'গোকন ॥
 শ্রীযুক্ত জগদীশ্বরবর যে তাঁহানে ।
 কহিলাম দর্শন আমিহ তথাবারে ॥
 শ্রীমদ সহস্র ভূক্ত শীর্ণ পদ আর ।
 নীল-মেঘ-আভা—বু ২ প্রমাণ আবার ॥
 অঙ্গ অমুরূপ বিভ্রমণে ত অ'ধর ।
 তেজোনিধি—নাভি হৈতে কমল উথিত ॥
 অনন্তদেবের তে গেল করিয়া শয়ন ।
 অভিহাস আশলভনের চক্ষু মন ॥
 বরেন শ্রীলক্ষ্মীদেবী পদ সম্বলন ।
 বহ্মাভালি গরুড়ে ক'নেন আলোকন ॥
 আপন ভৈরবে বিধি ভক্তগুণ-মন ।
 পৌনঃপুন্য সম্বন্ধে বরেন পূজন ॥
 শ্রীকরকমলম্পর্শ করিয়া তাঁহারে ।
 করিছেন লালন স্তবততপ্রকারে ॥
 নারদের ত্রণসংযুক্ত নৃশাণ্ডিতে ।
 হর্ষাবিত হইয়া তাহাতে দর্শিতে ॥
 নিভর্তাক্ষগাগ—বেদার্থের ভদ্রসার ।
 কমলাসনেও প্রভু কাঁচিয়া নিস্তার ॥
 মহা বৈষ্ণবহৃদক আঁত তুল্লববে ।
 উপদেশ দেন প্রভু আঁত স্নেহভরে ॥
 আলয়গণের শ্রেষ্ঠ নিজ স্তশোভিত ।
 তাঁর মধ্যে লীলাক্রমে প্রভু বিবাজিত ॥
 ভক্তপরে ব্রহ্মা শূন্য সেই তদ্ব্যসার ।
 প্রমোদাম্পদে হৈয়া বিবক্ষ আবার ॥
 অল্পে অল্পে কহি তাঁরা শুভমোদমান ।
 চরণবন্দন বহু করেন সন্মান ॥
 এতেক দর্শন করি প্রমোদনগেতে ।
 চেতনবহিত হৈয়া পাণ্ডু আগতে ॥
 হোঁহিয়া শ্রীলক্ষ্মী অগ্র করি আগমন ।
 নিজ শিশু-ভায় বহু কাঁচিয়া লালন ॥
 করম্পর্শাদিতে সচেতন করিলেন ।
 আপন ভক্তের পার্শ্বে তবে আনিলেন ॥
 যুগ্মহঃ ভগবানে কাঁচিয়া দর্শনে ।
 প্রাণিয়া কহিলাম তবে নিজমনে—
 অম্য পালো নিজাভিলাষের অস্তা স্থল ।
 হিঁহু হৈয়া হর্ষ' ভূমি—হৃদ ত নিশ্চল ॥
 সত্যলোক-নামে শ্রেষ্ঠ লয় এই স্থান ।
 নরনাশোক-ত্রাস দুঃবহীন—শোভমান ॥
 পরম বিবৃত অর পরম আনন্দে ।
 ব্যাঘ্র, ঘর পূজা বরেন জগতের বৃন্দে ॥

ওহে মন! জগদীশে উচিত যাদৃশ।
 এই স্থানে সুপ্রকাশ আছেন তাদৃশ।
 আকৃতি-সৌন্দর্য্য-গুণ-বৈভবাদি যেই।
 নানা মহেশ্বর সীমা প্রাপ্ত বাস্তব সেই।
 চৈতন্য-প্রাপণ-লালনাদিরূপ সব।
 শ্রীলক্ষ্মীদেবীর স্নেহ কর অনুভব।
 ভূপোলোকাদিতে দেখিয়াছ যেই দৈশ।
 তাহে বিলক্ষণ—নেত্রে দেখ জগদীশ।
 মাথুর শ্রীধনাবন-ভূমির বিরহ।
 ত্যজ শোক—নীলাচলে গম্যোচ্ছ। ত্যজহ।
 ব্রহ্মজ্ঞাধিকারপ্রাপ্তে। ব্রহ্মার উপরে।
 জগদীশ্বরের যেন অনুগ্রহভরে।
 সেইমত লালন যদ্যপি ইচ্ছা কর।
 তবে ত আমার বাকা ওহে মন! ধর।
 সেই মহাপুরুষের আদিষ্ট মন্ত্রের।
 শক্তি-স্বারা ফলিবেক—ইতে নাহি ক্ষেপ।
 নিদ্রালীলা অবলম্ব কৈলা প্রভু পরে।
 যদ্যপি চিৎস্বরূপে নিদ্রা দূরতরে।
 প্রভুর নাভিজলোক-পদ্মে ব্রহ্মা তবে।
 তদ্বারা সৃষ্টির বিধি শিক্ষা করি তবে।
 ব্রহ্মাণ্ডের চর্যা নিজাবস্থ প্রয়োজনে।
 তথা হৈতে বাছে ব্রহ্মা কৈলা আগমনে।
 আমি সে প্রভুর মহাভূত রূপসার।
 পরম মহত্তাতে প্রসিদ্ধ দেখি আর।
 নাভিপদ্মে চৈতন্য ভুবন জগত।
 সূক্ষ্মরূপে হেরিগাম একদা একতঃ।
 গুণভক্তিরহস্তের যেই উপদেশ।
 কহিলেন ভগবান্ ব্রহ্মারে বিশেষ।
 তাহা শুনি ব্রহ্মার যে প্রেমের প্রবাহ।
 দেখিয়া সুখেতে বাস করিগুন তথাহ।
 সত্য ত্রেতা স্বাপর কাল—এ চারি গণি।
 তাহার সহস্রে দিন, তেমত রজনী।
 ব্রহ্মার দিবস রাত্রি এইমত হয়।
 প্রভাতে করেন সৃষ্টি, সন্ধ্যাকালে লয়।
 ব্রহ্মার দিনান্তে যবে তিন লোক নাশে।
 জগন্ময় হয় সব—একারণে ভাসে।
 শেষোপরি ভগবান্ ব্রহ্মার সহিত।
 গমন করিয়া প্রভু থাকেন নিশ্চিত।
 জন-তপঃ-সত্যলোকবাসি-ঋষিগণ।
 বিচিত্র বাক্যে বিস্তার করেন শুবন।
 ব্রহ্মলোকপ্রভাবেতে আমি থাকি তথা।
 সেই মহা কৌতুক দেখিয়ে স্থখ যথা।

অন্তর্ধান হইয়া যত্নপি ভগবান্।
 কদাচিত্ত গমন করেন কোন স্থান।
 শোক হয় পুনঃ প্রভু কৈলে আগমন।
 মূলের সহিত ক্ষয় পায় ততক্ষণ।
 এইমতে ব্রহ্মার কতক দিন গত।
 প্রাতঃকালে একদিন ব্রহ্মা কৌতুকতঃ।
 মহাপ্রলয়ারণবেতে ফেনপুঞ্জজা।
 স্পর্শ করিলেন ব্রহ্মা তখনি সাক্ষাত।
 তাহে মহাবলী এক জন্মিল অমুর।
 ব্রহ্মারে মারিতে যায় সেই দুষ্ট ক্রুর।
 লুকাইলা ব্রহ্মা কোনস্থানে তার ভয়ে।
 ভগবান্ করিলেন সেই দৈত্য ক্ষয়ে।
 তবু ভয়ে বিধি না করিলা আগমন।
 ব্রহ্মতে আমারে প্রভু কৈলা নিয়োজন।
 আমি ভগবানের ভক্তির বুদ্ধিহেতু।
 সৃজিলাম বৈষ্ণবসকল ধর্ম্মসেতু।
 তবে ত সর্ব্বত্রেতে বৈষ্ণবসবাকারে।
 করিলাম নিবৃত্ত সকল অধিকারে।
 অশ্বমেধ-আদি মহাযজ্ঞে ইতস্ততঃ।
 জগদীশ্বরের পূজা করিয়ে সম্মত।
 সমুহ অহলাধ আর চিন্তাসম্বোধণে।
 করিলাম ব্রহ্মাণ্ডসকল প্রপূরণে।
 মৃত্তিকার বেদ যজ্ঞ আগম পুরাণ।
 ইতিহাস তীর্থ মহাঋষিগণাখ্যান।
 ব্রহ্মজ্ঞানিগণ বহু শুব মম করে।
 তাহে মহা মন্ততায় ব্যাপ্ত কলেবরে।
 সর্ব্ব হৈতে মহত্তম ব্রহ্মজ্ঞাধিকার।
 হৈল সে পরমৈশ্বর্য্য যত্নপি আমার।
 নিজ অকিঞ্চনতা না ত্যজি কদাচন।
 তথাপি ব্রহ্মার যেই করণীয়গণ।
 তদ্রূপ-সমুদ্র যেই অনন্ত গভীর।
 তাহার তরণে মগ্ন হইলু অস্থির।
 তদমুগ্ধকানেতে ব্যাপ্ত হৈল মন।
 পূর্ব্বমত ভক্তিসুখ না হয় প্রাপণ।
 দ্বিপদার্থ আয়ু নিজ করিলে শ্রবণ।
 কাল হৈতে ভয়াতুর হয় নিজ মন।
 নিজমুগ্ধ জপি যদি নাশিবারে ভয়।
 এই ব্রহ্মভূমির বিরহে দুঃখ হয়।
 শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর পুত্রের গমান।
 করেন লালন মম মহা-সুখ-দান।
 তাহা অনুভব করি আমার নিশ্চয়।
 চন্দের বৈকল্যাতা সকল নাশ হয়।

শ্রীবৃহত্তাগবতামৃত

পিতৃবৃদ্ধে করিতাম আমি যে সেবন ।
অত্যন্ত নৈকট্য তাহে হইয়া কারণ ॥
কদাপিহ অপরাধ জন্ময়ে আমার ।
কেমেন করি। কৃপা প্রাণ দোষভার ॥
তথাপি অন্তরে হয় মহোদ্বৈগভার ।
মহালক্ষ্মীদেবী করি কৃপা ত প্রচার ॥
জননীসমান স্নেহ করেন প্রকাশ ।
তাহে কষ্ট হৈয়া কৈলু চিরকাল বাস ॥

একদিন মুক্তিপ্ৰাপ্ত দেখি কোন জনে ।
সত্যলোকবাণী-সবে করে প্রশংসনে ॥
আমি তাহা শুনি মানি পরম অদ্ভুত ।
জিজ্ঞাসিনু—‘কিবা মুক্ত, বহু ত প্রস্তুত ?’
‘মুক্তি অতি উৎকর্ষ—দুলভতরবর ।’
তাহাদের মুখে আমি হইয়া গোচর ॥
সর্বজ্ঞসকলকে সে মুক্তিপ্ৰাপ্তীচ্ছায় ।
প্রশ্ন করিলাম মুক্তি-সাধন-উপায় ॥
বহু উপনিষৎ শ্রুতি শ্রুতি সে কহয়— ।
‘অব্যয়জ্ঞানেতে মুক্তি সাধা স্নানিচয় ॥’

বিষ্ণুভক্তিপ্রবর্তনে চতুর পুরাণ ।
পঞ্চরাত্র্যাদি আগম হৈয়া একতান ॥
অশ্বোত্তম-গাভীয়া-সহিত তবে কন— ।
‘মোক্স জ্ঞানসাধ্য’ যেই কহিলা বচন ॥
সত্য, কিন্তু সেই অতিশয় দুঃখসাধ্য ।
বিষ্ণুভক্তিদ্বারা তাহা সুখে হয় বাধ্য ॥
কিছা সেহ ভক্তি যদি নিষ্ঠামে নিঃসঙ্গে ;
অমুষ্ঠে, তবে মোক্ষ সুলভ প্রশঙ্গে ॥

কোন-কোন শ্রুতি শ্রুতি ধর্মশাস্ত্রগণ ;
বিষ্ণুপয় যাহাদের তাৎপর্যবচন ॥
উক্ত বাক্যে করিলেন তাঁহার সন্মতি ॥
অর্থাভ্যাসপর্য্যবৃত্তো ভক্তি: সুসিদ্ধ্যতি ॥

যথা পাণ্ডে (শ্রীবৃহত্তাগবতামৃত ২।২।১৪৮ টীকা)
অপত্য্য দ্রবিশ: দারা হারা হন্য্য হয় গজা: ।
সুখানি স্বর্গমোক্শৌ চ ন দূরে ভরিতক্ৰিত: ॥
ন দূরে ভবন্তি, অপি তু নিকটএব,

ইতি তাৎপর্য্যোক্তি: ॥

এতেক শুনিয়া তবে হৈয়া ক্রোধভর ।
মহোপনিষদ বিষ্ণুমাহাত্ম্যতৎপর ॥
আপনার অনুবর্তী আগম পুরাণ— ।
সহিতে কহিতে তবে লাগিলা আধান— ।
কেবল শ্রীবিষ্ণুভক্তি করি’ল সাধন ।
মোক্স হয় সুলভ—এ সুবক্ত বচন ॥

যথা বৃহদ্রারদীয়ে (ঐ ২।২।১৪১ টীকা)—
ধর্মার্থকামমোক্ষাখ্যা: পুরুষার্থা বিজ্ঞোত্তমা: ।
হরিতভি পুরাণাং বৈ সম্প্রজ্ঞান্তে ন সংশয়: ॥ ১ ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ ভগবৎস্তুতো (ঐ)—
ধর্মার্থকামৈ: কিং তন্ত মুক্তি স্তন্ত করে স্থিতা ।
সমস্তজগতাং মূলে যন্ত ভক্তি: স্থিরা স্থয়ী ॥-ইতি

কোন উপনিষদগণ বিষ্ণুভক্তিপর ।
পরম রহস্যরূপ সুঃসম্ভবতর ॥
কোন-কোন গৃহ মহাগমের সহিত ।
সাধন-সিদ্ধান্ত তন্ত্র বৈষ্ণব নিশ্চিত ॥
ভাগবত-আদি মহাপুরাণসংহতি ।
এঁহারা সকলে ঈষৎ হাসিলেন অতি— ॥
পরম আশ্চর্য্য বিষ্ণুমায়া বৈভব ।
ব্যক্ত তত্ত্ব সর্বজ্ঞেরো নহে অদ্বৈতব ॥
যেই শ্রীভক্তির হয় মহিমা অপার ।
মুক্তিদাত্ত্ব মাহাত্ম্য জ্ঞানিতেছে সার ॥
অতএব অসদৃশ এই সব হয় ।
ইহাদের সহিত কখন যোগ্য নয় ॥
আর ভক্তিতত্ত্ব সুরহস্ত কখন ।
যোগ্য নহে সভ্যমধ্যে তার নিরূপণ ॥
এতক বিচার তাঁরা করি মনে-মন ।
মৌনে রহিলেন কিছু না কহি কখন ॥
‘মোক্সের সুসিদ্ধি বিষ্ণুমন্ত্রের জপনে ।
হয় কি না হয়’—এই সংশয়-বচনে ॥
কোন বেদ ধর্মশাস্ত্র পুরাণেতিহাস ।
সহিত বিবাদ আগমাদিতে বিকাশ ॥
উৎকট হইল তাহে বচনাবচন ।
কলহ লাগিল দুই দলেতে তখন ॥
উপরোক্ত সন্দেহ না সহিতে পারিয়া ।
শ্রীমত্তাগবতাদিক স্বরায় উঠিয়া ॥
গৃঢ়োপনিষদ-সহ কর্ণ আচ্ছাদিয়া ।
সভা হৈতে বাহিরেতে গেলেন চলিয়া ॥
তবে মহাপুরাণোপনিষদের গণ ।
মধ্যাহ্নরূপে করিলেন বিচারণ— ॥
‘বিষ্ণুমন্ত্র-জপমাত্রে মোক্ষ হয় সিদ্ধ ।’
সুপ্রকৃপে এই পক্ষ হইল সুসিদ্ধ ॥
আগমগণের তাহে হইল সে জয় ।
তাহা মন্ত্রজপের মম প্রিয় হয় ॥
তবে আমি ঈষদাস্তগাভীর্থ্যের ভাব ।
গৃঢ় অভিপ্রায় সব করি অনুভাব ॥

ভাগবত-সী. তদ্বিদ্ধান্ত-আনিচয়ে ।
 সত্যমধো আনিসান করি অতনয়ে ॥
 স্তবপাঠে বশীভূত ঔহাদিগে করি ।
 ভিজ্জাসিগু সাদরেতে শুনিতে বিবরি— ॥
 দৈবজ্ঞাতো থাকি কেনে মৌনাবলম্বনে ।
 কর্ণ আচ্ছাদিয়া কেনে কারলে গমনে ॥
 মোক্ষের যাথার্থ্য তত্ত্ব কিবা নত হয় ? ।
 কৃপা করি কহ মোরে সব মহাশয় ! ॥
 এত শুনি সাত্ত্ব-সিত্ত্ব-গমপন ।
 গৃহ প্রতিনিবেশার্থ্য গুণোপনিষদ ॥
 আশা প্রতি অহুগ্ধ তবে প্রকাশলা ।
 ভক্তিশাস্ত্রগণ পরে কহিতে লাগিল— ॥
 লঙ্করক্ষাধিকার হে ! ভিজ্জাসিলে বাহা ।
 মহানিধি হইতেও মহাগোপ্য তাহা ।
 ব্রহ্মারোপে ইহা কহিবারে না যুগারে ।
 কহিব তোমার প্রতি কিবা অতিপ্রায়ে ॥
 ভব ভক্তলীলাদি সঙ্গলক্ষণে ॥
 চকল হইয়া কহি—শুন মহাশয়ে ! ॥
 বিষ্ণুভক্ত-সংগর আমরাসব হই ।
 মোক্ষনিরূপণ কথা আমরা না কই ॥
 জ্ঞান নিম্ন বিশেষেতে জ্ঞানের সহিত ।
 ত্যাগ করাইতে মোক্ষ করি নিরূপিত ॥
 বোনস্থানে মোক্ষের করিয়ে প্রবেশন ।
 শ্রবণ করহ কহি তাহার কারণ— ॥
 প্রথমত মোক্ষের প্রবেশা করি চয় ।
 এমত পরমোক্তই মোক্ষপথ হয় ॥
 তাহা হৈতে কোটিপুণে মহা সম্ময় ।
 বিষ্ণুভক্তসুখ ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥
 অস্ত্রনিদর্শনভাবে নহে নিরূপণ !
 এ-হেতু মোক্ষের কিছু করিয়ে বর্ণন ॥
 মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকারী যে জন হইবে ।
 জ্ঞানের মতামুগারে ইহাও জানিবে ॥
 সাধ্যক্ষরূপে নাহি কহি সে কখন ।
 সুখগত মোক্ষেতে নাহিক যেকারণে ॥
 আরোগিতে রোগাভাব যেন সুখ হয় ।
 সুখপ্ৰাপ্তে নিদ্রাভাবদুঃখ নাহি হয় ॥
 সেইমত মোক্ষে সর্কশূন্যরূপময় ।
 জন্মমরণাদি দুঃখহীন সুখ হয় ॥
 কেবল অজ্ঞানসংজ্ঞ হয় ত বাচক ।
 অনভিজ্ঞ সকলের সুরূচিকারক ॥
 তথাপি 'ভাঃ'র কিবা হয় ত সাধন ? ।
 ইহা যদি ভিজ্জাসিগু, করহ শ্রবণ— ॥

ভগবদ্ভাষ্যের সেবা থাকুক তাহে ।
 নামের আভাস—স্বপ্ন পরিত্যক্ত ॥
 যদি পরিহাসে অগ্ৰহনেন সঙ্কেতে ।
 একবার কোনমতে কঃময় মুণ্ডেতে ।
 কিবা কোমনতে যদি কণে প্রবেশয় ।
 অনায়াসে সেজনের মোক্ষ প্রাপ্ত হয় ॥

বধা বদন্তক (ভাঃ ৬'৪ ২৪)—

বিক্রান্ত পুত্রময়ান্ যদবশ্যমপোহপি,
 নারায়ণেতি শ্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তম্ ॥ ইতি ॥

এ মুক্তিকে মুক্তিবৎপ্রাপ্তি যত জন ।
 'পরম পুরুষার্থ' বাল করেন গণন ॥
 কিন্তু চাতুর্যাত-ভিন্ন কলে বিচারণ ।
 মনোহর হয়—কঃ এ অবধারণ ॥
 মোক্ষের প্রবেশ্য যেই বৈদ-পরাধেতে ।
 হয় ত প্রমাণ সেই মোক্ষমাধ্যমোক্তে ॥
 একবিংশতিপ্রকার দুঃখের বিনাশ ।
 নৈয়ায়িকমতে মোক্ষ হয় ত প্রকাশ ॥

তদুক্তং নৈয়ায়িকৈঃ (বৃঃ ভাঃ ১২।১৩১ টীকা)—
 আত্মস্তিকী ছ'খনিবু'তমুক্তিরিত্যাদি ॥

কর্ম আর অবিত্যার ক্ষয়—'মোক্ষ' হয় ।
 কোন বৈদান্তিক দৈবায়ের মতে কয় ॥
 মায়া দ্বারা কৃত যেই অত্যাধিকরণ ।
 সংসারিত্ব কিবা তার ভেদ অরূপ ॥
 ত্যজি অত্যাধিকরণ ব্রহ্মহুত্ব যেই ।
 বিবর্তবাদি বৈদান্তি-মুখ্যমত সেই ॥

বধা দ্বিতীয়ক (ভাঃ ২।১০।৬)—

মুক্তিহিমাশ্রয়াক্ষণং স্বরূপেণ ব্যবহৃত্যতি ॥

তাতে অত্যাধিকরণের মোক্ষের বিস্তার — ।
 দুঃখাভাব, তাহার কারণাভাব আর ॥
 তাহা-পর মতে সিদ্ধ হৈল এই মত ।
 সুখ নাই মোক্ষে ইহা বুল হৈয়া রত ॥
 আশ্রয়-রূপাশ্রয়তবে দুঃখ মুখ হয় ।
 বিবর্তবাদির মতে এই ত সাধয় ॥
 জীব যার স্বরূপ সচ্চিদানন্দধন ।
 স্বয়ংভগবান্ সর্কশূন্যেরম্বর হন ॥
 উহার পরাবাসন হৈলে অহুত্ব ।
 ভক্তসুখসাগর যে লাভ হয় সব ॥

তদপেক্ষা যোক্ষেতে অভ্যন্ত সুখ হয় ।
 দুঃখাভাব কেবল যোক্ষেতে সুনিশ্চয় ॥
 যদি কহ—ব্রহ্ম ‘পরিক্ষেদশূন্য’ কয় ।
 তদন্তুতবে অপরিচ্ছিন্ন সুখ হয় ? ॥
 তাহার উত্তর কহি, করহ শ্রবণ— ।
 শুদ্ধ পরমায়া তত্ত্ববস্ত্বে যেই হন ॥
 তাঁহাকেই ‘ব্রহ্ম’ বলে তত্ত্ববেত্তা জন ।
 কারুণ্যাঙ্গিগুণহীন সেই ব্রহ্ম হন ॥
 নিরন্তর ভক্তজনসঙ্গাদিরহিত ।
 চিন্তার্দ্রতা-আদি নাহি বিকার কচিত ॥
 বিচিত্রে-শ্রীমুক্তি-বৈভবাদি-বিরহিত ।
 বিচিত্রে-মধুর-লীলা-হীন যে নিশ্চিত ॥
 এবং ভগবত্তাভাবে অমুতবে তাঁর ।
 সুখো সেইমত অল্প হয় ত প্রচার ॥

যত্বপি বলহ—সাক্ষ্য সুখ অমুতবে ।
 হইবেক কি প্রকারে ? শুন কহি তবে ॥
 ভগবন্তুক্তিতে হয় সম্পন্ন তাহার ।
 সেই বাক্য কহি শুন করিয়া বিস্তার ॥
 সাক্ষাত পরমব্রহ্ম ভগবান্ ঈহ ।
 সর্বজীব-অন্তর্যামী পরমায়া ঈহ ॥
 ব্রহ্মাদিরো নিম্নস্তা শ্রীবৈকুণ্ঠাধিষ্ঠাতা ।
 পরম পরমেশ্বর সর্বকলনাতা ॥
 সুখন সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহমূর্ত্তি ।
 অচিন্ত্য আচর্য্য মহিমাাগরপূর্ত্তি ॥
 সগুণস্ব-অগুণস্ব-আদি বিরোধার্থ ।
 তাঁহাতে প্রবেশে যেন সমুদ্রে প্রবাহ ॥
 নিঃসঙ্গি-সঙ্গিত্ব নির্বিকার সবিকার ।
 নিরীহজ্ব-দেহাবস্ত্ব নির্বিশেষ আর ॥
 বিশেষস্ব-আদি যত বিরোধ বিশেষ ।
 তাঁহাতে সকল বাহি করয়ে প্রবেশ ॥
 ব্রহ্মস্বহেতুক নিগুণত্বাদি সকল ।
 তাঁহাতে বৈসয়ে বৃদ্ধ হইয়া নিশ্চল ॥
 পরমায়া পরমেশ্বরের কারণ ।
 সগুণত্বাদিক তাঁহে কর বিবেচন ॥
 অনাম-অরূপত্বাদি যে কর শ্রবণ ।
 তাহার বিশেষ আছে নিশ্চয় বচন ॥

তথাহি (বৃ: ভা: ২।২।১৬৪ টীকা)—
 অপ্রসিদ্ধভঙ্গ্যগুণাদনামাসৌ প্রকীৰ্ত্তিত: ।
 অপ্রাকৃতত্বাক্রপতাপ্যরূপোষ উদীৰ্য্যতে ॥ * ॥
 নির্ভুগ যে ব্রহ্ম উপাসয়ে যোগিগণ ।
 ভক্ত ভগবানের করয়ে উপাসন ॥

সেই দুই পৃথক্ না জান কদাচিত ।
 শ্রীবিষ্ণুর তেজ সেই হয় ত নিশ্চিত ॥
 ব্রহ্মতত্ত্বরূপ মহা বিভূতি ইহার ।
 ব্রহ্ম ভগবানের ত ভেদ এপ্রকার ॥

ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪০)—

যত্র প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি,
 কোটিমণ্ডলেশবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্ ।
 তদব্রহ্ম নিষ্কলমনস্তমশেষভূতং,
 গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ * ॥

তাথে ভগবানের শ্রীপাদামৃতভয় ॥
 শ্রীপরমশোভামুক্ত ঘনসুখময় ॥
 ভক্তিদ্বারা অমুতবে যেই করে মনে ।
 নিশ্চয় নিবিড়সুখ পায় সেই জনে ॥

যথা বিষ্ণুপুরাণে (বৃ: ভা: ২।২।১৬৬ টীকা)—
 একদেশস্থিতশ্রোত্মনোজ্যোত্স্না বিস্তারিণী যথা ।
 পরম ব্রহ্মণ: শক্তিস্তথৈদমখিলং জগৎ ॥ * ॥

গীতায়াং (১৪।২৭)—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতত্বাব্যয়তা চ ।
 শাস্বতন্তা চ ধর্ম্মতা সুখাত্মকাস্তিকতা চ ॥

শ্রীকৃষ্ণচরণবন্দ সুখের আধার ।
 সুখরূপ—শর্করার পিণ্ডের আকার ॥
 ব্রহ্মসুখ কেবল নহে ত সুখাধার ।
 শ্রীকৃষ্ণরূপের তেজ হয় ব্রহ্মাকার ॥
 জীবস্বরূপ নিশ্চয় যেই বস্ত্র হয় ।
 সেই যদি পরংব্রহ্ম হয় ত নিশ্চয় ॥
 শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দঘন ভগবান্ ।
 তাঁহারি স্বরূপ তাহা জানিহ আখ্যান ॥

যথা প্রথমস্কন্ধে (ভা: ১।২।১১)—
 বদন্তি তত্ত্বস্ববিশস্তত্বং যজ্ঞং জ্ঞানমমৃতম্ ।
 ব্রহ্মৈতি পরমাত্ম্যেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে

এপ্রকার হইলেও জীবের স্বরূপ ।
 সেই পরমব্রহ্মের হয় অংশরূপ ॥
 পরাশর-আদি তত্ত্ববেত্তা মুনিচয় ।
 তাঁহাদের এই মত জানিবে নিশ্চয় ॥
 ঘন তেজঃসমূহ আদিত্য যেইমত ।
 তেজঃসব তাঁর অংশ হয় প্রকাশত ॥

মায়াদ্বারা জীবতত্ত্ব ভিন্নানেক হন ।
 মোক্ষ হৈলে মায়া গেলে অভেদ তখন ? ॥
 এমন না হয়, শুন তাহার উত্তর— ।
 তত্ত্ববাদি-অতাত্ত্বসায়েতে বাক্যবর ॥

পরব্রহ্ম হৈতে জীব অংশে প্রসিদ্ধ ।
অতএব ভেদপ্রাপ্তি হয় নিত্যসিদ্ধ ॥
যায়া দ্বারা ভ্রমেতে নহে ত উৎপাদিত ।
তাহাতে দৃষ্টান্ত শুন কহিয়ে বিদিত— ॥
সূর্যের কিরণ যেন হৈয়া সমবেত ।
ভিন্নে ত নিত্যসিদ্ধ খ্যাত বিশেষে ত ॥
আর যেইমত হয় স্মূলিক অগ্নির ।
ভরদ্বয়কল যেন হয় বারিধির ॥

যায়া বিনা সদা ভেদ নহে ত সম্ভব ? ।
এমত না কহ, শুন বিবরণ সব— ॥
বিষ্ণুর যে শক্তি মহাযোগমায়া নাম ।
চিহ্নালাস্বরূপা অনাদি সিদ্ধকাম ॥
ঐহাদ্বারা জীব সদা হয় ত ভেদিত ।
অর্থাৎশরূপে পৃথক্কৃত সুবিদিত ॥
তাথে জীবরূপের অনাদিসিদ্ধ ॥
নিশ্চয় জানিবে—এই কহিলাম তত্ত্ব ॥
এইহেতু পরব্রহ্ম হৈতে ভিন্ন নয় ।
ভিন্ন হইয়াও—এই সাধুমত হয় ॥
সচ্চিদানন্দব্রহ্মস্বার্থো অভিন্ন ।
রবির কিরণ-মত অংশে ত ভিন্ন ॥
মুক্ত হইলেও এইমত ভেদপ্রায় ।
যাকয়ে নিশ্চয় দৃঢ় বুঝিবে তাহার ॥

যথা শ্রীশঙ্করাচার্য্যবচনম্ (বৃ: ভা: ২।২।১৭১ টীকা—

মুক্তা অপি লীলায়া বিগ্রহা কৃত্বা ভগবন্তঃ

ভজন্তীতি—

যথাচ মহাপুরাণবচনম্ ।—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নাবায়ণপরায়ণঃ ।

অচলভে: প্রশান্তাস্থা কোটমপি মহামুনে ।

অন্তথা মুক্তিতে ঐক্য হৈলে ব্রহ্মে লয়ে ।

লীলায় বিগ্রহ করা কিরূপেতে হবে ॥

নারায়ণপরায়ণ কেমতে বা হয় ।

যেহেতুক মোক্ষে যদি পৃথক্কৃত না রয় ? ॥

না বলিহ এযচন জীবমুক্তপর ।

শ্রবণ করহ কহি তাহার উত্তর— ॥

জীবমুক্তদের দেহ থাকে বিভ্রম ।

সংগত না হয় দেহকরণ-ব্যাখ্যান ॥

কান্তিকমাহাত্ম্যে আছে শ্রীপদ্মপুরাণে— ।

ঋত মহামুনি হৈয়া লয় ভগবানে ॥

পুন হৈল নারায়ণরূপে প্রাতীভাব ।

তথা বৃহদ্রাসিংহে কর অমৃতাব ॥

নয়সিংহচতুর্দশব্রততে কথিত ।

কাহ্নয়ে, সংকেপ তার কহিয়ে বিদিত—

বেশ্য সহ বিগ্রহ করি সুসাধনচয় ।

নিজকর্মফলে হৈল ভগবানে লয় ॥

পুনর্বার ভাষ্য্য সহ প্রভাদরূপেতে ।

আবির্ভাব হইলেন তত্ত্বপ্রকারেতে ॥

এই অভিপ্রায়ে 'প্রায়'-পদ শ্লোকে দান ।

কতু বিষ্ণুচ্ছায় পায় সাংজ্ঞানির্বাণ ॥

যদি কহ—মুক্তিতেও ভেদ যদি রয়ে ।

তবে বহুজন্মকৃত শ্রয়াসিনিচয়ে ॥

সাধ্যমানা মুক্তি হৈতে হৈল কিবা ফল ? ।

তাহার উত্তর কহি শুনহ নিশ্চল ॥

শ্রীকৃষ্ণমায়ার অনাদি অবিজ্ঞা হয় ।

তাহাতে সচ্চিদানন্দরূপ জীবচয় ॥

পরমব্রহ্মের অংশভূত নিজ তত্ত্ব ।

বিস্মৃতি সন্ধানহীন হয় বিশেষত্ব ॥

তাতে সংসারিত্ত্বরূপ ভ্রম উপজয় ।

ইহার বাধার্থ্য্য এই হয় মহাশয় ॥

অবিজ্ঞাহেতুতে যেই সংসারিত্ত্ব হয় ।

ভ্রমাত্মক কেবল সে জানিবে নিশ্চয় ॥

মুক্তি হৈলে নিজ তত্ত্বজ্ঞান যবে হয় ।

যায়া নাশ পাইলে ত ভ্রম নিবর্ত্তয় ॥

যনাদন্দ-ব্রহ্মাংশ যে আদ্যার স্বরূপ ।

বিশেষত্ব হয় তার অমৃতবরূপ ॥

মুক্তিতে সুখাংশপ্রাপ্তি সিদ্ধ এই হৈল ।

তত্ত্বগণো ইদৃশস্বরূপ যদি কৈল ॥

তথাপিহ ঐহাদের শ্রীকৃষ্ণভঞ্জন ।

অমৃতব হয় সদা তাহার চরণে ॥

তাহে ভক্তিসুখপ্রাপ্তি নিত্যানন্দময় ।

মুক্ত হৈতে বিশেষ ভক্তের এ নিশ্চয় ॥

যেমত সাধন করে—সদৃশ তাহার ।

ইহ-পরলোকে ফল সিদ্ধ হয় তার ॥

যথা (বৃ: ভা: ২।২।১৭৪ টীকা)—

নতি সংপরশুনা সাধ্যং কর্ত্তরিকয়া সিধ্যোৎ ॥

সেহেতু ব্রহ্মাংশভূত আদ্যতত্ত্বজ্ঞানে ।

সাধ্য মোক্ষে অল্পমুখ জ্ঞান পরিমাণে ॥

কেনে তবে—'মোক্ষে সুখপরাঙ্কাস্তা হয়' ।

কেহ কেহ কহে ? তার শুনহ বিষয়— ॥

জন্মমরণাদি যেই হয় ত সংসার ।

তার যাতনাতে চিত্ত উদ্বিগ্ন যাহার ॥

রস আর চিন্তাদ্র'কারক দ্রব্যহীন ।

মুক্তিবাঙ্ক্যকারী যত হৈয়া অতি দীন ॥

ঐহারা করেন শব্দ—'অতি সুখময় ।

যোক্ষে' ইত্যাদিক কহি বচননিচয় ॥

স্বর্গকারী জন যেন স্বর্গস্তব করে ।
 পতনানিভয় তাহে যদ্যপি বিহরে ॥
 পরাকাষ্ঠা সুরের ভক্তিতে স্থনিশ্চয় ।
 আপনা হইতে সিদ্ধ অনায়াসে হয় ॥
 সুখপরাকাষ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণচরণ ।
 সেবা দ্বারা অনুভব করে যেইজন ॥
 তাহার সাধনোচিত সুখ প্রাপ্ত হয় ।
 বাদুশ সাধন—সাধা তাদুশ ফলয় ॥
 পরমাতিশয়-প্রাপ্ত যে মহন্ত হয় ।
 তাহার বোধনজন্ত 'পরাকাষ্ঠা' কয় ॥
 তাহে অনন্তসুখের সীমা কভু নাই ।
 যতেক সাধয়ে তত স্বখ সদা পাই ॥
 প্রতিক্ষণ নূতন মধুর শ্রীচরণ ।
 ভক্তির দ্বারায় করিলে অনুভবন ॥
 অনন্ত ভক্তিঙ্গ সুখ—পরম মহত ।
 নিরন্তর বৃদ্ধি পায়—নাহি সীমা তত ॥
 মুক্তি-প্রাপ্তে ব্রহ্মসুখ বৃদ্ধি নাহি পায় ।
 যেহেতুক সৌম্যবৃত্ত আছয়ে তাহার ॥
 ইথে 'পরব্রহ্ম আর পরমাত্মা গত ।
 সজাতীয় ভেদ আছে'—না কহ এমত ॥
 সঙ্জীব-অন্তর্যামী পরমাত্মা যিনি ।
 নিশ্চয় জানিবে পরব্রহ্মরূপ তিনি ॥
 তিনিই হইলেন পরমেশ্বর নিশ্চয় ।
 গুণ-সীমা-ভেদে বহু-রূপ তাঁর হয় ॥
 পরমাত্মা পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের ।
 আর তাঁহা হৈতে প্রকাশিতাবতারের ॥
 ভিন্নত্বপ্রত্যয়ে ঐক্য-হেতু ভেদ নয় ।
 অতএব সজাতীয় ভেদ নষ্ট কয় ॥
 পরিকল্পিতাদি ভেদ যে বিজাতীয়ত্ব ।
 তাহা-প্রাপ্ত জীবসকলেরো ব্যতীত ॥
 ব্রহ্মাংশহেতুক অংশিসহ ভেদ নয় ।
 ইথে বিজাতীয়রূপ ভেদ নষ্ট হয় ॥
 এই উক্তপ্রকার সিদ্ধান্তবিশেষেতে ।
 বস্তুভক্তিপর-আমাদের সুসম্মতে ॥
 বিচারেতে ব্যাখ্যা দ্বারা হৈলে প্রকাশিত ।
 উক্তানুক্ত-সর্ব-ভক্তিমাগবিশয়ী ত ॥
 ব্যাখ্যা নির্গত-দোষ—নির্দোষ তাহে হয় ।
 যেহেতু সন্দেহ গণমাত্র নিরসয় ॥

তথাহি (বৃ: ভা: ২।২।১৮১ টীকা)—
 এষমেব ব্রহ্মণ এবোৎপাদ্যন্তে তস্মিন্বেব লীয়েন্তে ॥
 ইহাতে 'ব্রহ্মের সহ অভেদ জীবের' ।
 যে কেহ মাঝে—দেখ মতে তাহাদের ॥

ব্রহ্মের অশেষ-স্বরূপানুভবাবে ।
 মুক্তিতেও অল্প সুখ সিদ্ধ অনুভাবে ॥
 যেন সমুদ্রের একদেশে হৈতে হয় ।
 তরঙ্গসকল পুন একদেশে লয় ॥
 জলময়-হেতু সিন্ধু হইতে অস্তিত্ব ।
 রত্ন-গাভীর্ঘাদি-গুণাভাবে হয় ভিন্ন ॥
 সিন্ধুজলে লয় হেতু পৃথক নাহি রয় ।
 ঐক্য হৈয়া 'সমুদ্র-প্রাপ্ত' ইহা কর ॥
 তেন স্বকারণে ব্রহ্মাংশেতে জীবগণ ।
 মোক্ষ-লয়ে 'ব্রহ্মে ঐক্যগত' ইহা কন ॥
 কিন্তু স্বভাবেতে জীব পরিচ্ছিন্ন হয় ।
 ব্রহ্ম সে অপরিচ্ছিন্ন সুখঘনময় ॥
 জীবের ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি কখন না হয় ।
 তাতে ব্রহ্ম হৈতে জীব ভিন্ন সদা রয় ॥

যথা শঙ্করাচার্য্যোক্তম্ (ঐ টীকা)—

সতাপি ভোগ্যগমে নাথ তবাহং ন মামকীনৃষম্ ।
 সামুদ্রো তি তরঙ্গঃ কচন সমুদ্রো ন তবঙ্গঃ । ০ ।

মায়াবৃত্ত জীবের ভেদ নষ্ট হয় ।
 তদীয়স্বরূপে পুনর্বার ভেদ রয় ॥
 যদি কহ—ঐক্যাপত্তি হয় অতিশয় ? ।
 তবে 'নাথ তবাহং' এ বাক্য নাহি রয় ॥
 যেন নদীপ্রবাহাদি সমুদ্রে মিলায় ।
 বহির্বিদ্যমানস্ব নদীর তাহে যায় ॥
 বিচিত্র-অপরিচ্ছিন্ন-সুরঙ্গাদিময়-
 সমুদ্রস্ব নদীদের কদাপি না হয় ॥
 এমত বিচারে মোক্ষে কেবল অভাব ।
 দীপনির্বাণের গ্রায় কর অনুভাব ॥
 মুক্তি হইলেহ ভেদ থাকে পরিমাণ ।
 পূর্বমত একদেশে করে অবস্থান ॥
 আত্যন্তিক-প্রলয়েতে এমতপ্রকার ।
 মোক্ষ হয়, জীব পুন: সৃষ্টিতে প্রচার ॥

'মোক্ষে সুখ অতি ভক্তিপরায়ণ-মত ।'

এরূপ না কহ, শুন উত্তরাভিমত—
 সর্বদা প্রমাণভূত আমরা যে হই ।
 শ্রীমদ্ভাগবতাদিক শাস্ত্রপণ কই ॥

যথা (ভা: ১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মনয়ো নিগ্রহা অপ্যুক্তমে ।
 কুর্কৃত্যহৈতুকী ভক্তিমিথুভুক্তগো হরিঃ ॥

(ভা: ৩।২।১৩১)—

ভক্তি: সিদ্ধেরীয়সী ।

(ভা: ৬।১৭।২৮) —

নারায়ণপরা: সর্বে ন কৃতশ্চন বিভ্রতি ।

স্বর্গাপবর্গনরকেষপি তুল্যার্থদর্শিন: ॥

ইত্যাদৌনি বহুনি সন্তি ॥

মহত—শ্রীনারদ প্রভাদ হনুমান্ ।

চতুঃসন ব্যাস শুক আদি সমাখ্যান ॥

ঐহাদের বাক্য বহু আছয়ে প্রমাণ ।

ভক্তির অগ্রেতে মুক্তি অতি তুচ্ছাখ্যান ॥

যথা (বৃ: ভা: ২।১।১৮২ টীকা) —

ভববদ্ধাচ্ছিদে তত্শৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে ।

ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপাতে ॥

মুক্তোপস্থপ্যব্যপদেশাদিতি

বেদান্তে চ (ব্রহ্মসূত্র ১।৩।২) ॥

সেইমত সাধুদের দেখ ব্যবহার ।

ভগবান্ মুক্তি দিলে না করে স্বীকার ॥

অতএব এইসব ইহাতে প্রমাণ ।

অন্তপ্রমাণাপেক্ষা নাহিক পরিমাণ ॥

মোক্ষাধিক ভক্তির মাহাত্মানিরূপণে ।

অনুকূল পুরাবৃত্ত আছে অগণনে— ॥

দ্বারকানিবাসি-ব্রাহ্মণের পুত্রগণ ।

মুক্তিপ্রাপ্ত হৈয়াছিল ত্যজিয়া জীবন ॥

কিন্তু বিপ্র আত্ম হইয়া শোকে তার ।

রক্ষক পার্শ্বের নিন্দা করিল বিস্তার ॥

অর্জুন হইয়া তাহে বিবাদিত-মন ।

স্বর্গ মর্ত্য রসাতল কৈল অব্বেষণ ॥

কোথাও না পায় পতি বিষন্নবদন ।

শ্রীকৃষ্ণনিকটে আসি কহিল কখন ॥

শ্রীকৃষ্ণ আপনি লৈয়া অর্জুনে তখন ।

উত্তর-দিশাতে প্রভু করিলা গমন ॥

সপ্তদ্বীপ সপ্তসিন্ধু অতিক্রম করি ।

স্বর্ণময়ী আর অন্ধকারময়ী করি ॥

পশ্চাতে রাখিয়া কারণার্ণবের তীরে ।

উপস্থিত হৈয়া কাঁপ দিলেন সে নীরে ॥

অর্জুন জলের মধ্যে পড়িয়া তখন ।

অপরূপ স্থান এক করিল দর্শন— ॥

অনন্তন্যায় হরি আছেন শয়নে ।

লক্ষী করিতেছেন শ্রীপদসম্বাহনে ॥

বহুতর স্তব তবে ঐহার করিল ।

জিজ্ঞাসা হুসারে পার্থ সকল কহিল ॥

বিপ্রস্তুত মুক্ত হৈয়া সুদেহ-ধারণে ।

প্রভুকে করিতেছিল চামরব্যঞ্জনে ॥

অর্জুনের স্তবে প্রভু হৈয়া সন্তোষণ ।

বিপ্রস্তুতে লৈয়া যাতে কৈলা আজ্ঞার্পণ ॥

তঁারে লৈয়া পুন ভগবানের সহিত ।

দ্বারকায় আসি বিপ্রে করিলা অর্পিত ॥

মুক্ত বিপ্রস্তুত আসি পুন দ্বারকায় ।

ভক্তি আচরণ বহু করিলা তথায় ॥

ইত্যাদি অনেক আছে বৃন্দ পুরাতন ।

পাবে মহাপুরাণ করিলে ত শ্রবণ ॥

সেই-হেতু ইহাতে সঙ্গত নাহি হয় ।

অর্থবাদত্বকল্পনা শুন মহাশয় ॥

অর্থবাদ-কল্পনা সে যে করে আচার ।

যাহা হৈতে নাস্তিকত্ব হয় ত বিস্তার ॥

কল্পনাকর্তা মানব হয় সে পতিত ।

দুস্তর নরক ঘোরে জানিহ নিশ্চিত ॥

অতএব কৃতকর্ককর্ষণ মিথ্যাচয় ।

প্রৌঢ়বাদ-আদি ত্যাগ করিয়া নিশ্চয় ॥

মোক্ষ হৈতে ভক্তির মাহাত্ম্য সবিশেষ ।

এই পক্ষ করিবেক স্বীকার নিঃশেষ ॥

অন্তথা নরকপাত অবশ্য হইবে ।

এই কথা সুসিদ্ধান্ত নিশ্চয় জানিবে ॥

মোক্ষ কোনপ্রকারেতে প্লাব্য নাহি হয় ।

অমুরগণেরো দেখিতেছি মুক্তিচয় ॥

গোবিপ্রাদিঘাতী কংসাদিক দৈত্যগণ ।

মুক্তিপর-শাস্ত্রে করে তাদের নিন্দন ॥

সেইসব অমুর শ্রীকৃষ্ণহস্তে মরি ।

মুক্তিপদ পাইলেক আশ্রাস না করি ॥

সাধু:—শ্রীকৃষ্ণপদে ভক্তির আচার ।

অমুরস্ব—নিরস্তুর ঘেষ করে তাঁর ॥

গুণ-কর্ম-প্রভৃতিক অশেষপ্রকারে ।

বৈপরীত্য নিরস্তুর দুইতে প্রচারে ॥

অতএব তাহাদের সাধ্যসাধনেতে ।

বৈপরীত্য নিশ্চিত উচিত বিধানেন্তে ॥

সাধুদের কৃষ্ণপদোপাসন সাধন ।

দৈত্যদের অবৈতাক্রান্ততত্ত্বজ্ঞানে মন ॥

সাধুসকলের সাধ্যা 'প্রেমভক্তি' হয় ।

দৈত্যদের তার বিপরীত 'মুক্তি' কয় ॥

ভগবানে দ্বৈবাদি করিলে আচরণ ।

সমকল একত্রে যে আছয়ে গণন ॥

যথা সপ্তমঙ্কজ (ভা ৭।১।২১) —

কামাদ্বেষান্দ্ভয়ান্নৈহান্ধব্যা ভক্ত্যর্থং মন: ।

আবেশ্ত তদয: হিহা বহবন্তকাস্তি: গতা: ॥

ইত্যাদি ॥

সে কেবল জন্মমরণাদিক সংসার-।

প্রবাহের অভাবেতে সমতা-আকার ॥

জ্ঞানবৈরাগ্যাদি গোণ-সাধুনিশ্চয় ।

পরমসাধু কৃষ্ণভক্তি দ্বারা হয় ॥

যেহেতুক সেই ভক্তি পরম সাধন ।

শ্রীকৃষ্ণচরণবন্দ্যপ্রাপ্তির কারণ ॥

ভক্ত্যারম্ভে কর্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সব ।

তদন্তহেতুক গোণ হয় ত সম্ভব ॥

অতএব তাহে সাধ্য পরম সুফল ।

শ্রীযুক্তশ্রীকৃষ্ণচরণচরণমূল ॥

পর-পুরুষার্থে যেই মোক্ষ বস্তু হয় ।

তদধিক বলি ভক্তি 'সাধন' সে নথ ॥

অতএব সে-ভক্তির ফলও উচিত ? ।

সত্য এই কথা, শুন উত্তর বিদিত— ॥

শ্রীকৃষ্ণপদাঙ্কদ্বন্দ্বে যেই ভক্তি হয় ।

তাহাতে রসিক যেই-যেই মহাশয় ॥

কৃষ্ণভক্তিবরূপ সমগ্র হয় জ্ঞান ।

ঐহাদের সাধ্যফলরূপা ভক্তি জ্ঞান ॥

শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দদ্বন্দ্ব-মরকন্দ ।

সারভূত-মধুগন্ধি-রস—পরানন্দ ॥

তদাধিক সেই ভক্তি হয় সুনিশ্চয় ।

ইহার তাৎপর্য্য কহি, শুন মহাশয় — ॥

শ্রীল ভগবানের সাক্ষাৎকার হয় ।

দর্শনমাত্রে যাদৃশ সুখ উপচয় ॥

তাহার অধিকাধিক তদীয় সেবায় ।

সুখপ্রাপ্তি আর ভক্তি নিত্যফল পায় ॥

আত্মারাম জীবমুক্ত সিদ্ধ যতজন ॥

মুক্ত-সহ দুঃখাভাবমাত্র প্রাপ্ত হন ॥

শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত শ্রীবৈকুণ্ঠগত হয় ।

কিবা পাক্‌ভৌতিক-শরীরধারী হয় ॥

তাহাদের সাক্ষিসুখ-বিশেষামুভাব ।

নিরঞ্জন শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদে হয় সব ॥

স্বধর্ম্মাচরণ-আদি 'কর্ম্মেতে' আখ্যান !

আত্ম-অনাশ্রের তত্ত্ববোধ হয় 'জ্ঞান' ॥

বিরম্ভেতে বিতৃষ্ণাকে 'বৈরাগ্য' কহয়ে ।

ইহাসবে অপেক্ষা আসক্তি যার হয়ে ॥

তাহার সে ভক্তি কতু সিদ্ধ নাহি হয় ।

শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কেবল সুসিদ্ধ হয় ॥

ভক্তিমাত্রাপেক্ষক যেজন সুনিশ্চিত ।

সেই কৃপা তার প্রতি হয় প্রকাশিত ॥

অতএব ভক্তির বিরুদ্ধ কর্ম্মাদিক ।

ভক্তিপর জন ভ্যাজিবেক সার্বদিক ॥

ভক্তিবিক্ষেপক 'কর্ম্ম' হয় সর্ব্বক্ষণ ।

নানা-ব্যাপার-শ্রুতেতে করয়ে চালন ॥

'বৈরাগ্য' তদ্বিষয়ক রসের শোষণ ।

অর্থাভ্যুৎসাহকীয়-ধাণ নিবারণ ॥

ভগবৎসেবায় হয় নির্বিলতা ভায় !

বৈরাগ্যেতে এই সব দোষ ব্যক্ত পায় ॥

'জ্ঞান' হয় সেই ত ভক্তির হানিকর ।

তাহে ভক্তি ক্ষীণতা পাঞ্জন নিরন্তর ॥

আত্মতত্ত্বাদিক বোধ হইয়া বিত্তীর্ণ ।

ভক্তিতে প্রবৃত্তি অতিশয় করে শীর্ণ ॥

সেই কর্ম্মাদিক যদি হয় ভক্তিপর ।

তবে ত সার্বক কিছু করিয়ে গোচর ॥

কর্ম্ম করি তার ফল করি নিরসন ।

কেবল ভগবৎপ্রীতে করে তদর্পণ ॥

বৈরাগ্যেতে—যোক্ষেতেহ বিতৃষ্ণা করিয়া ।

কৃষ্ণসেবারাগে থাকে সে অমুবর্ত্তিয়া ॥

জ্ঞানেতে—অদ্বৈততত্ত্ববোধ ভ্যাগ করি ।

কেবল 'ভগবদীয় আত্মা' মনে ধরি ॥

এইরূপে কর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য যদি ত ।

তত্ত্বমূলহীন হৈয়া হয় ত শোধিত ॥

তবে ত ভক্তির হয় অমুবর্ত্তমান ।

অর্থাৎ প্রথমসাধনান্ধতা বিধান ॥

আত্মারামগণ হৈয়া কৃষ্ণমুগ্ধহীত ।

ভক্তসঙ্গে ব্রহ্মানন্ডা করিয়া ভ্যাজিত ॥

কৃষ্ণগুণমহিমাতে আকৃষ্ট হইয়া ।

ভজয়ে বহুধা ভক্তিমার্গে প্রবেশিয়া ॥

প্রাপ্তে মোক্ষ ব্রহ্মলয়, —নাহি কলেবর ।

কিমতে ভজয়ে ? তার শুনহ উত্তর— ॥

যোগমায়া-বিষ্ণুশক্তিদ্বারা মুক্তসব ।

পাইয়া সচ্চিদানন্দময়-দেহ-ভব ॥

পরমাকর্ষকগুণ শ্রীল ভগবানে ।

তাদৃশ ইচ্ছায় দ্বারা ভজয়ে নানানে ॥

'ভক্তি বিনা কিছুমাত্র নাহি সিদ্ধ হয় ।'

ভক্তিপর-সকলের মত এ নিশ্চয় ॥

ব্রহ্মলোকাদিক মহাবিভূতির চয় ।

প্রাপ্তি হৈতে শ্রেষ্ঠ আত্মারামত্ব সে হয় ॥

ভক্তি বিনা তাহা সিদ্ধ কিপ্রকারে হয় ? ।

'ভক্তিদ্বারা হয়' যদি কহ মহাশয় ! ॥

তবে উপপন্ন নাহি হয় কদাচন ।

'আত্মারাম ভক্ত হৈয়া ভজয়ে' এ বচন ॥

যেহেতু তাহের ভক্তি পূর্ব্ব হৈতে হয় ।

'ভক্ত হৈয়া' এবচন উপপন্ন নয় ॥

যদি কহ—‘ভক্তি হৈতে হয় সিদ্ধগতা ।
পরমপুরুষার্থরূপ যে আত্মারামতা ? ॥’
তাহাতেও বিষয়ের বাসনার ছায় ।
ভক্তির বাসনা তথা নিবর্ত না পায় ॥
তাহাতেই ভক্তির প্রকৃত-ফলাভাব ।
সেইহেতু পুনর্বার প্রবৃত্তি-সম্ভাব ॥
বাসনাস্বভাবে ঘটে অল্পবৃত্তি তাঁর ।
কৃষ্ণগুণমহিমার এই চমৎকার ॥
আত্মারামত্ব ভক্তির ফল মাত্র নয় ।
মুক্তিও ভক্তির অবাস্তব ফল হয় ॥
শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে প্রেমের সম্পত্তি ।
এই মুখ্যফল দান করেন সে ভক্তি ॥

‘মহাআরামতা তাহে বিরুদ্ধ প্রচার ? ।’
ইহা আশঙ্কিয়া করিছেন পরিহার— ॥
অহঙ্কার-ত্যাগ-মাত্রে সে আত্মারামত্ব ।
সিদ্ধ হয়, ভক্তির নাহিক অপেক্ষ ॥
সেই অহঙ্কারত্যাগ হয় ত শূন্যর ।
তত্ত্ববেদিসব ইহা কহেন বিস্তর ॥

তথ্যচ বাশিষ্ঠে (বৃঃ ভাঃ ২।২।১১৩ টীকা)
অপি পুষ্পাবদলনাদপি নেত্রনিমগ্ননাং ।
স্বকরোহংকৃতিত্যাগো মতস্তত্ত্ববেদিতঃ ॥

‘সকল কর্মের মূল হয় অহঙ্কার ।
তদগতে ভক্তিপ্রবৃত্তি হয় কিপ্রকার ? ॥’
এমত না কহ, শুন তাহার সিদ্ধান্ত ।
যাহাতে সন্দেহ দূর হইবে নিতান্ত— ॥
কৃষ্ণশক্তিবিশেষে সচ্চিদানন্দময় ।
দেহযুক্ত হয় ভক্ত, নাহিক সংশয় ॥
‘শ্রীকৃষ্ণের দাস এ সচ্চিদানন্দময় ।’
অহঙ্কারবিশেষের উপলব্ধি হয় ॥
তাহা হইতে স্মরণে ভক্তি সিদ্ধ হয় ।
এই সুসিদ্ধান্ত ইথে জানিহ নিশ্চয় ॥

‘আত্মারামত্ব ভক্তের আছে কিবা নয় ? ।’
এই জিজ্ঞাসায় শুন উত্তর যে হয়— ॥
যোক্ষ আত্মারাম যোগ সিদ্ধি জ্ঞানাদিক ।
অবাস্তব ফল সে ভক্তির নিরূপিক ॥
রক্তনার্থে প্রজ্জলিত অগ্নিতে যেমত ।
শীত-অস্বকার-আদি হয় ত বিহত ॥
তেমত ভক্তির অবাস্তব ফল হয় ।
যোক্ষাদিক, এই তত্ত্ব জানিহ নিশ্চয় ॥
তথাপি আত্মারামত্ব ভক্তগ্রাহ্য নয় ।
কেহেতুক প্রেমের বিরোধী সেই হয় ॥

ভক্তির পরম ফল ‘প্রেম’ সর্বদায় ।
‘হৃদয়ের অভাব’ হয় স্বভাব যাহায় ॥
অতএব প্রেমে আর আত্মারামতায় ।
অত্যন্ত বিরোধ ব্যক্ত, বুঝহ ইহায় ॥
অবাস্তব-ফল-সব-মধ্যেতে নিশ্চিত ।
অতি চেয় হয় আত্মারামত্ব বিদিত ॥
অতি পরিহরণীয় সেই ত সত্যত ।
সাধু ভক্তিরসিকগণের এই মত ॥
ভক্তি না থাকিলে আত্মারামত্ব-সিদ্ধিতে
মন-অসন্তোষ নাহি হয় ত নিশ্চিত ॥
দোষাভাব বরং মহাশুণযুক্ত সেই ।
শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবোক্তগণের মত এই ॥
‘ভক্তি বিনা আত্মারামতার সিদ্ধি নয় ।’
এই কথা অব্যক্ত সর্বতোভাবে হয় ॥
‘মহারত্ন বিনা প্রাপ্তি নহে তুষকণ ।’
পণ্ডিতের অসম্মত সদা এ বচন ॥

তবে ‘ভক্তি ব্যতিরেকে কিছু সিদ্ধ নয়’ ।
কোন বৈষ্ণবের মত এহো সত্য হয় ॥
তাহার সিদ্ধান্ত শুন করি নিবেদন— ।
চিত্তশুদ্ধি আত্মারামত্বের সে কারণ ॥
সেই চিত্তশুদ্ধি হয় স্বধর্মাচরণে ।
আত্মারামত্বের প্রতি প্রবল সাধনে ॥
স্বধর্মাচরণে আত্মা কৈলা তগবান্ ।
তৎপারিপালনে হয় ভক্তিতে আখ্যান ॥
স্বধর্মাচরণরূপ অন্ন ভক্তি ভায় ।
আত্মারামত্বক অতি তুচ্ছ ফল পায় ॥
শ্রবণ-কীর্তনরূপ ভক্তি যে আস্তর্য্য ।
পরোক্ষরূপে ফল প্রেমসম্পত্তি প্রাচুর্য্য ॥
হৈলে আত্মারামত্বের সিদ্ধি যেই জন ।

কৃষ্ণকৃপাহেতু তাহা করিয়া ত্যাগন ॥
কৃষ্ণপাদবন্দ করে ভক্তিতে ভজন ।
নির্কিঞ্চেতে মহামুখে সিদ্ধ সেইক্ষণ ॥

কেহ কহে—‘ভক্তি করিবারে আচরণ ।
উত্তমাদিকারী হয় আত্মারামগণ ? ॥’
তাহা নহে, ভক্তিতে সকলে অধিকারী ।
যেমত গজার স্নানে নাহিক বিচারি ॥
বর্ণপ্রমাচারপ্রভৃতির কোন রীতে ।
অপেক্ষা নাহিক সেই ভক্তি আচরিতে ॥
আমাদের মতে—যেইজনের উপর ।
কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্ত-কৃপা হয় বহুতর ॥
শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দমাত্রাপেক্ষা করে ।
স্বখেতে সম্পন্ন ভক্তি হয় সেই নরে ॥

তত্র ভক্তিসুখানুভাবক—‘ভক্তগণ’

আয় অনুভবনীয়—‘শ্রীমুচরণ’ ॥

অনুভবক্রিয়া—‘সর্গ-করণ-সাধন’ ॥

বহুমতে প্রকর্ষতে হয় ত সুবর্ণ ॥

‘অহং দাস সেবাকারী’ ইত্যাদিপ্রকার ॥

অনুভাবকের ক্ষুধা বহুতা বিস্তার ॥

বিচিত্র মধুর রূপ মধুর বিলাস ॥

অনুভবনীয়-ক্ষুধা এ আদি প্রকাশ ॥

শ্রবণকীর্তনাদিক ক্ষুধা করণের ॥

তাহাতে বৈচিত্র্যক্ষুধা অনুভূতিয়ের ॥

সমাধিতে চিন্তাদিক ইন্দ্রিয় সবার ॥

বৃত্তির অভাব হয়—শূন্যতা-আকার ॥

সেহেতু কেবল একরূপ সুখ হয় ॥

ইন্দ্রিয়ের বৃত্ত্যভাবে বিস্তৃত সে নয় ॥

সেই ত অক্ষুট হয় শূন্যের সমান ॥

অনুভাবাবহেতু সর্গশূন্যধ্যান ॥

ভক্তিতে ইন্দ্রিয়গণে বাহ্যসংকরণে ॥

কোটি চিত্র বৃত্তি বর্তমান অনুক্ষেপে ॥

বিচিত্র পরমাশ্রয় সুখ সবিশেষ ॥

স্বয়ং সম্পন্ন তাহাতে হয় ত অশেষ ॥

সমাধিতে যেই ছিল অক্ষুট আকার ॥

সেই ত ভক্তিতে হৈলে বৃত্তি সৎকার ॥

ক্ষুধা পায় অধিক হইয়া দীপ্তমান ॥

তাহাতে দৃষ্টান্ত দেখ শাক্য-প্রমাণ ॥

সুখাদির তেজ যেন আকাশমণ্ডলে ॥

ততোধিক দীপ্তমান স্ফটিক অচলে ॥

অতএব সমাধিতে অনুভূয়মান ॥

যত সুখ হয় আশ্রয়ত্ব কৈলে জ্ঞান ॥

ততোধিকাদিক-সুনিবিড় সুখময় ॥

শ্রীচরণপদাঙ্ক-ভজনে নিশ্চয় ॥

প্রতিক্ষণ নূতন বিচিত্র ব্যাহাস্তরে ॥

ক্ষুধা হয় সে পদারবিন্দ নিরন্তরে ॥

সেহেতু অধিকাদিক সর্গাহ্লাদময় ॥

সম্পন্ন পরম সুখ নিরন্তর হয় ॥

সমাধিযুক্ত মোক্ষসুখ হৈতে এপ্রকারে ॥

পরম মহৎসুখ ভক্তির আচারে ॥

কৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য-রূপার মাধুর্য্য ॥

হইতে বঞ্চিত সদা সে সুখপ্রার্থী ॥

পরব্রহ্মরূপ-হেতু সদা একরূপ ॥

কৃষ্ণৈশ্বর্য্যবিশেষ অভূত বর্ধ-রূপ ॥

বিশিষ্টা সামুদ্র্য্যরূপা সেই যুক্তি হয় ॥

ভার সুখ হৈতে বিপরীত আচরয় ॥

মোক্ষসুখ এক-রূপ, বহু-রূপ ইহ ॥

তার সীমা আছে, সীমারহিত এনিহ ॥

পরিপূর্ণ-হেতু তৃপ্তিজনক সে হয় ॥

তৃপ্তি-নিরাশক এই—তৃপ্তি কভু নয় ॥

শ্রীহরির মহাভক্তিবিলাসমাধুরী ॥

তার অতিশয়ায়ক এই সুখপুরী ॥

ভক্তিবিলাস-মাধুরী-স্বখ যে না জানে ॥

তাহাদের তর্কের গোচর নহে স্থানে ॥

সদা একরূপ হইয়াও বিষ্ণু ভায় ॥

অভ্যন্তর দুর্ধিতর্ক্য স্বশক্তি মায়ায় ॥

আপনার তথা নিজ ভক্তির সে আর ॥

অনুক্ষেপ নবনব বিচিত্রপ্রকার ॥

শত শত মাধুর্য্য করেন প্রকটন ॥

ভক্তি দ্বারা কৃত যত সেইরূপ হন ॥

নবনব বিচিত্র মাধুর্য্য অনুক্ষেপ ॥

জনন হেতুক পাররক্ষ্যান্নিক্রপণ ॥

মধুরমধুর রূপ বিলাস বৈভব ॥

পরমেশ্বরতা যেই সেই এই সব ॥

ভক্তসব প্রতি যেই করুণা প্রবর ॥

তাহার সীমার অন্ত্য প্রকটনতর ॥

ভক্তদের নিবিড় মধুর যে আনন্দ ॥

তার সমূহের অনুভব সুবৃন্দ ॥

তাহার চরম সীমা স্বভাব কথিত ॥

ব্রহ্মানুভবিক স্বখ যাহাতে তৃপ্তিত ॥

স্বভক্তগণের পরমানন্দচিনী ॥

বিবিধ মধুর আনন্দের লহরী ॥

তার নিরন্তর সম্পত্তির সে কারণ ॥

বহুতর বিশেষ করেন বিস্তারণ ॥

সচ্ছিদানন্দ-বিগ্রহহেতু যত ভক্তগণ ॥

একরূপ হয়, তবু আছে বিশেষণ ॥

শ্রবণ-কীর্তন-প্রভৃতির পরায়ণে ॥

ভক্তদের বহু ভেদ হয় বিস্তারণে ॥

নানা বিশেষ স্বভাব রহিত আপনে ॥

নিত্য একরূপ, কার্যে হন বিস্তারণে ॥

সেইমত ভক্তদের বিচিত্র অনেক ॥

ইন্দ্রিয়বৃত্তি বিভব হয় বিস্তারক ॥

নিত্যাদৈত ব্রহ্মরূপ কৃষ্ণ রূপায় ॥

নিত্য-নানা-বিশেষ-সৌন্দর্য্য-গুণালয় ॥

নিত্যৈশ্বর্য্য নিত্যশ্রীক নিত্যভক্তিময় ॥

নিত্যভূতাসহ সঙ্গ প্রকৃষ্ট অবায় ॥

নিত্য যার লোক,—কভু নাহিক অপায় ॥

ভক্তিবির হৈতে রক্ষা করুন তোমায় ॥

এই বিষ্ণুভক্তিরূপ মহারস হয় ।
 অতি সুকোমল ভাষে পণ্ডিতনিচয় ॥
 কর্ণশ তর্ককণ্টক রোগ নাহি করে ।
 অজ্ঞাথা মূর্খতা পুনঃ হয় ত বিস্তরে ॥
 তথাপি নির্দোষরত যতেক নরের ।
 প্রবৃদ্ধি-নিমিত্তে ইথে হেতু বিস্তারের ॥
 দৃঢ় যুক্তি বিনা যুক্তি ত্যাগ না করয়ে ।
 ভক্তিমার্গে তাহাদের প্রবেশ না হয়ে ॥
 কণ্টকে কণ্টক বিদ্ধ করয়ে নির্গত ।
 কহিহু কিঞ্চিৎ তর্ক ইথে সেইমত ॥
 হৃদয়ে মুক্তি-কণ্টক লাগিয়াছে যার ।
 এই তর্ক বিচারিলে হয় ত উদ্ধার ॥
 আর যত নবীন শ্রীবিষ্ণুভক্তজন ।
 অর্থাৎ অপ্রাপ্তনিষ্ঠা যাহাদের মন ॥
 মুক্তি হৈতে ভক্তি মাহাত্ম্য সবিশেষ ।
 শুনি তাঁহাদের হবে আত্মলাভ অশেষ ॥
 আপনি যতাপি মনে বিচারিয়া সব ।
 'মোক অতি তুচ্ছ' ইহা করি অনুভব ॥
 বিশুদ্ধ প্রেমলক্ষণা যেই বিষ্ণুভক্তি ।
 তার নিষ্ঠাসম্পত্তি ইচ্ছহ আনুভূতি ॥
 তবে তব গুরুর আদিষ্ট মন্ত্রবর ।
 নিজেপাস্ত্র ভজন করহ নিরন্তর ॥
 সেই মোক্ষে এই মহা নিগূঢ় বচন ।
 ভক্তের হৃদয়স্থ করহ শ্রবণ— ।
 এঁ ত ব্রহ্মাণ্ড কোটিপঞ্চাশযোজন ।
 তাহার বাহেতে আছে অষ্ট আবরণ ॥
 মহী জল তেজ বায়ু আকাশহকার ।
 মহৎ প্রধান—অষ্ট কারণ প্রকার ॥
 অতিক্রম করি শেষ অষ্ট আবরণ ।
 কার্য-কারণাদি সব করি বিলোপন ॥
 মহাকালপুর নাম—নির্দোষের স্থান ।
 প্রপঞ্চাতিরিক্ত অনন্তর তাহা পান ॥
 ঈশ্বররূপ—নহে বাক্যের গোচর ।
 কেবল জ্ঞানেতে যত পণ্ডিতপ্রবর ॥
 কোনপ্রকারেতে করে বর্ণন তাঁহার ।
 কেহ ত গাকার কেহ কহে নিরাকার ॥
 কিন্তু পরব্রহ্ম হন পুরুষ-আকার ।
 স্মরণশরীর—কোটিসূর্য্যতেজঃসাম ॥
 ভক্তি দ্বারা ভক্তদের নির্ভয় লোচন ।
 সেই ত স্বরূপ গ্রন্থে করে নিরীক্ষণ ॥
 শুদ্ধজ্ঞানিগণ সেই তেজে অন্ধ হয় ।
 আকার না দেখি তারা 'নিরাকার' কর ॥

ভগবৎসেবকগণ আপন ইচ্ছায় ।
 সেই পদে গমন করিয়া সুখশায় ॥
 ঘনীভূত ব্রহ্মরূপ মনোহরাকার ।
 সাক্ষাৎ দর্শন করে কেবল তাহার ॥
 অতএব সেখানে নিশ্চয় আপনার ।
 দীর্ঘবাঞ্ছা যেই আছে কৃষ্ণ দেখিবার ॥
 তার মহাফল হবে সাক্ষাৎ সম্পন্ন ।
 স্বীয় মহামন্ত্রপ্রভাবেতে সুনিষ্পন্ন ॥
 এই ব্রহ্মলোকগত রাগী যতজন ।
 হয় সেইসকলের পুনরাবর্তন ॥
 বিরক্তসবার মহাপ্রলয়সময়ে ।
 ষিপরাক্ষিপরে ব্রহ্মাসহ মুক্তি হয়ে ॥
 বহুকাল বিলম্ব হইবে এপ্রকার ।
 না কর যতাপি তুমি অপেক্ষা তাহার ॥
 তবে শ্রীমথুরামধ্যে অতি মনোহর ।
 নিভপ্রিয়া ব্রহ্মভূমি গমন যে কর ॥
 ভক্তির মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক বচন ।
 তাহাদের এইসব করিয়া শ্রবণ ॥
 প্রভুপাদপদ্যে ভক্তি হৈল বৃদ্ধিগত ।
 হৃদয়েতে বিচার জন্মিল এইমত— ॥
 'ঈদৃশী মুক্তিদাসিকা ভক্তি হয় ধীর ।
 সাক্ষাত পাইলুঁ দেই প্রভু পিত্রাকার ॥
 তারে পরিত্যাগ আমি করি এইক্ষণে ।
 অজ্ঞাত যাইব আমি হাহা কি কারণে ? ॥'
 এইমত উদ্বিগ্ন দেখিয়া মোর মন ।
 সেই ভগবান্ কৃপাকারী ততক্ষণ ॥
 সকলের অন্তরায়বৃত্তিজ্ঞ আপনে ।
 সমাদেশ করিলেন শ্রীমুখ-বচনে— ॥
 অনির্কচনীয় মম পরম ক্রীড়ন ।
 রাসাদিক লীলা তার স্থলী-শ্রেণীগণ ॥
 ভাষে বিভূষিতা—নিজ প্রিয়তমা অতি ।
 মাথুরিক-ব্রহ্মভূমে তুমি কর গতি ॥
 সেইস্থানে ব্রহ্মা তৃণজন্ম বাঞ্ছা করে ।
 ব্রহ্মপদ হৈতে তথাবাস প্রিয়তরে ॥
 করিয়াছ পূর্বে তুমি যাদৃশ দর্শন ।
 বহুকালগতেও তাদৃশ ধাম হন ॥
 আমার পরমপ্রিয় নিজগুরুবরে ।
 পাবে পুনর্বার সেই বৃন্দাবনান্তরে ॥
 তাঁহার কৃপায় তুমি সধনতত্ত্বসার ।
 নিশ্চয় জানিবে বৎস । তথা সবিস্তার ॥
 মহাকালপুরে মুক্তিপদে ততক্ষণ ।
 আমারে সম্যক শীঘ্র করিবে দর্শন ॥

এই স্থান হৈতে অতি আনন্দ উত্তম ।
পাইবে চিত্তপুরক নিজ মনোরম ॥
আমার প্রসাদ-প্রভাবেতে যথাকাম ।
অষ্ট-আবরণ-মুক্তিপদে অবিরাম ॥
শ্রীবৈকুণ্ঠলোকাদিতে করিবে ভ্রমণ ।
অমৃতবিবে পরমাশ্চর্য্যশতগণ ॥
কতককালেতে পুত্র ! শ্রীগোলোকধামে ।
শ্রীমদনগোপালের দর্শনার্হ-রামে ॥
পরিপূর্ণ সর্ব্ববাহু হৈয়া বৃন্দাবনে ।
আমাসহ ক্রীড়িবে সে নিজ-ইচ্ছা-মনে ॥

এই ত প্রকার শ্রীমদ্ভগবদাজ্ঞায় ।
হইলাম হর্ষশোকে আবিষ্ট তথায় ॥
তার সহ ক্রীড়া-আশে হৈল হর্ষ-মন ।
তদ্বিরহ-জাত শোক হরল চেতন ॥
তবে এই শোভাযুক্ত শ্রীমদ্-ন্দাবনে ।
মনোবেগ-তুলা আইলাম সেইক্ষণে ॥
প্রণমিয়া শ্রী ন সনাতনের চরণ ।
দ্বিতীয়-অধ্যায়-ভাষ্য হৈল সমাপন ॥
শ্রী গুরু শ্রীপাদপদ্ম সদা অভিলাষ ।
ভক্তি মাগে শ্রীজয়গোবিন্দ বসু দাস ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোকমাহাত্ম্যখণ্ডে জ্ঞাননামা

দ্বিতীয়েহধ্যায়ঃ ॥

তৃতীয় অধ্যায়

অষ্টাবরণতো মুক্তিপদে প্রাপ্তে শিবাংগতঃ ।

বৈকুণ্ঠপাদৈকান্তঃ তৃতীয়ে ভক্তিলক্ষণম্ ॥১॥

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময় ।
জয়জয় নিত্যানন্দ সদয়-হৃদয় ॥
জয়জয়দ্বৈতাচার্য্য করুণার সার ।
বাহা হৈতে অবনীতে চৈতন্যাবতার ॥
জয়জয় শ্রীগুরুপদারবিন্দ সার ।
তৃতীয়-অধ্যায়কথা কহিয়ে বিস্তার ॥
মাথুরব্রাহ্মণে তবে করি সঙ্ঘোধন ।
কহিতে লাগিলা গোপকুমার তখন— ॥
ব্রহ্মলোক হৈতে এই পৃথ্বীতে আসিয়া ।
দেখিলুঁ আশ্চর্য্য সবদিগ নেহারিয়া ॥
পূর্ব্ব দেব-মহুঘাতি যেখানে যে ছিল ।
কোথাও তাহার গন্ধমাত্র না দেখিল ॥
কেবল শ্রীমথুরা সে পূর্ব্বের সমান ।
তরু-শুল-লতা-গিরি-আদি বিভ্রমণ ॥
রাধাকৃষ্ণ শ্রীমকুণ্ড কালিন্দীপুলিন ।
পশুপক্ষিমহুঘাতি কানন প্রবীণ ॥
পূর্ব্ব যেইখানে বাহা ছিল যেপ্রকার ।
সেইরূপ বিরাজিত—নহে অস্ত্রাকার ॥
শ্রীমদ্ভগবদাজ্ঞা করিয়া স্মরণ ।
বৃন্দাবনমধ্যে আমি করিয়া ভ্রমণ ॥

অবেষণ করি এই কুঞ্জেতে আইলুঁ ।
প্রেমোন্মত্ত মূচ্ছিত নিজ গুরুরে দেখিলুঁ ॥
জলসেচনাদি বহু প্রয়াস করিয়া ।
সুস্থ করিলাম তাঁরে বহুত সেবিয়া ॥
প্রণত দেখি আমারে কৈলা আলিঙ্গন ।
মম বাগ্ম্য বুলিলেন সর্ব্বজ্ঞ তখন ॥
নিভরপ্রেমাবিতাবে শ্লেষ অশ্রুজল ।
ব্যাপ্ত ছিল কলেবর—দেখিলা সকল ॥
যমুনাতে স্নান করি হৈলা পরিষ্কার ।
আমারে করিয়া তবে করুণার সার ॥
স্বদত্ত-মস্তকের ধ্যান-ন্যাস-মুদ্রাদিক ।
উদ্দেশ্য দিলেন যথা বিধি বিশেষিক ॥
মুখেতে কিঞ্চিৎ, কিছু সঙ্কেতদ্বারায় ।
শিক্ষা করাইলেন সকল সক্রপায় ॥
কহিলেন—নিজ এই সর্ব্বপ্রকরণ ।
প্রিয়তম তুমি, তাহে দিলাম এক্ষণ ॥
ইহার প্রভাবে আরো অমুক্ত সকল ।
জানিবে, পাইবে ইথে মনোমত ফল ॥
মহাচর্ষে আমি তাঁর পড়িলুঁ চরণে ।
অকুদান হইয়া কোথায় সেইক্ষণে ॥

গেলেন শ্রীশঙ্করদেব হৈয়া অলঙ্কিত ।
 তাঁহার বিচ্ছেদে মন হইল পীড়িত ॥
 যত্নে স্থির করি মন প্রভু আজ্ঞামত ।
 স্বমন্ত্ররূপে প্রবৃত্ত হৈলু আদরতঃ ॥
 মন্ত্রের প্রভাবে বৈল অতিক্রম সার ।
 পাঞ্চভৌতিকতা হৈতে শরীর আমার ॥
 অর্থাৎ শরীরভ্যাগ-বিনা ততক্ষণে ।
 চিন্ময় পাইয়া দেহ মন্ত্রের জপনে ॥
 মুক্তিধার রবির মণ্ডল নির্ভেদিয়া ।
 চতুর্দশ ভুবন দেখিলু উর্দ্ধে গিয়া ॥
 সকল ভুবন বহুদোষেতে দূষিত ।
 বিনা পরমার্থ প্রথাভাসেতে ভূষিত ॥
 মায়াময়—মনোরথে স্বপ্নে দৃষ্ট যেন ।
 বিশেষ অনিত্য সব দেখিলাম তেন ॥
 পূর্বে বহুকালে ক্রমে আশ্বাস করিয়া ।
 সংপ্রাপ্ত হইল যেই লোকসব গিয়া ॥
 এক্ষণে ননের-বেগ-সমান গমনে ।
 একেবারে নিমেষে সকল উল্লঙ্ঘনে ॥
 ততঃপরে পাইলাম আবরণগণ ।
 ব্রহ্মলোক হৈতে সূখে কোটিগুণ হন ॥
 দশদশগুণাধিক উত্তর-উত্তরে ।
 সেইমত বৈভবেতে হয় মহন্তরে ॥
 কাষ্যের উপাধি অতিক্রম যে করিল ।
 ক্রমে মুক্তি প্রাপ্তব্যতা বাহার হইল ॥
 সেই জীব—জীবত্বের উপাধি-কারণ ।
 লিঙ্গদেহ অতিক্রম করিতে তখন ॥
 পৃথিব্যাঙ্গি-আবরণরূপে প্রবেশয় ।
 যথা-অভিলাষ তত্তৎস্থানে ভোগ হয় ॥
 পৃথিবী-আদিতে যত দ্রব্য উপজয় ।
 তার সম্পূর্ণ-সুখ-সবার সারময় ॥
 কহিলু সামান্তে এই আবরণগণ ।
 ইবে স্তন বিশেষেতে কহিয়ে কখন— ॥
 সেইসব আবরণমধ্যেতে প্রথমে ।
 পৃথিব্যাবরণে আমি গেলাম অশ্রমে ॥
 শ্রীমহাশূকরূপী প্রভু ভগবানে ।
 দেখিলাম আমি বিরাজিত যেইস্থানে ॥
 তাঁর প্রতি-লোমে ভ্রমে ব্রহ্মাণ্ডবৈভব ।
 চতুর্দশভুবনেতে যুক্ত সেইসব ॥
 তথাকার ঐশ্বর্যাধিকারিণী ধরণী ।
 মুক্তিমতী শ্রেষ্ঠ দ্রব্যে করেন পূজনী ॥
 এইসবকারণেতে বুঝহ নিঃশেষ ।
 ব্রহ্মলোক হৈতে সর্বমতেতে বিশেষ ॥

তথা কারুণ্যরূপ সেই ধরণীতে ।
 কার্যরূপ এ জগত আছেয়ে প্রণীতে ॥
 ঘটের মৃত্তিকা যেন কারণোপাদান ।
 দেখিলাম সকল তথায় ক্ষুদ্রিমান ॥
 পূজা ভগবানের করিয়া সমাপন ।
 করিলেন আতিথেয় আমারে সংমানন ॥
 কহিলেন—কথোদিন থাকি এইস্থানে ।
 চিন্তের স্তব্ধেতে কর ভোগ সুবিধানে ॥
 কিন্তু আমারে যেমন আকর্ষণ করে ।
 মুক্তিপদপ্রাপক সাধন শীঘ্রতরে ॥
 সেইহেতু ধরণীর অমুক্তা লইয়া ।
 পৃথিব্যাবরণ তবে অতীত হইয়া ॥
 পাইলাম ক্রমেক্রমে ছয় আবরণ ।
 মহারূপধর বারি তেজঃ সমীরণ ॥
 গগনাহঙ্কার মহৎ—এই আবরণ ।
 তাতে ছয় বিষুমুষ্টি পূজ্যমান হন— ॥
 মৎস্ত সূর্য্য প্রত্নান্নানিষ্কন্দ সঙ্করণ ।
 বাসুদেব—ক্রমে এই ছয়ের অর্চন ॥
 পূজা—মৎস্তাদিক, আর জলাদি—পূজক ।
 ভোগ শ্রী মহন্ত সর্বসুখের বাজক ॥
 তাহে পূর্ব-পূর্ব হৈতে উত্তর-উত্তর ।
 অধিক-অধিক সুখ সুশিষ্টতর ॥
 পূর্বমত আতিথ্য ভোগ্যাধিক সংকার ।
 সর্ব আবরণে মোরে দিলেন বিস্তার ॥
 থাকিতে কহিলা সবে, কিন্তু না থাকিয়া ।
 ক্রমেতে গেলাম সং-অমুক্তা লইয়া ॥
 ক্রমে অতিক্রম আমি করিয়া তখনে ।
 উপস্থিত হৈলু যায়্যা প্রকৃত্যাবরণে ॥
 পরমাবরণস্বভাবা যেই প্রকৃতি ।
 তার পরিণামরূপ তমোময় অতি ॥
 স্নানিবিড়-শ্রাম ঈশ্বর-রূপেতে তাঁর ।
 নেত্র-মনোহর করিল যে আমার ॥
 শ্রীমদনগোপালের যেই শ্রামধাম ।
 তার তুল্য বর্ণ তথা দেখি অভিধাম ॥
 অত্যন্ত হইয়া কৃষ্ণ তথা হৈতে আর ।
 গমন করিতে ইচ্ছা না হয় আমার ॥
 শ্রীমোহিনীমুর্তিধর ঈশ্বর আপন ।
 করিলা প্রকৃতি তাঁর পূজা সমাপন ॥
 সুপ্রকৃষ্ট-মুষ্টি তিহ আমার গমনে ।
 অর্ধাদিকহস্তে দেবী আইলা তখনে ॥
 অগ্নিমাধি মহাসিদ্ধি করি আনয়ন ।
 আমার অগ্রেতে তবে দিয়া উপায়ন ॥

পৃথিব্যাভিভাষ্য দেবী যম অবস্থিতি ।
 করিলেন প্রার্থনা তখন যথারীতি ॥
 স্নেহের সহিত কথা কহিল তখন— ।
 যত্নপি করহ তুমি মুক্তির ইচ্ছন ॥
 তবে তাঁর দ্বাররক্ষাকারিণী আমারে ।
 অনুগ্রহ কর, এই কহিলুঁ বিস্তারে ॥
 ববে আমি পরিত্যাগ করিব তোমাতে ।
 তবে ত প্রবেশ শীঘ্র হবে মুক্তিদ্বারে ॥
 শ্রীবিষ্ণুর দাসী আমি—তদধীনা আর ।
 যশোদাগর্ভজা—হেতু ভগিনী তাঁহার ॥
 শক্তিরূপা ভক্তিদাত্রী আমারে ভজন ।
 করহ কৃপায়, ভক্তি বাহু বা এখন ॥
 এতক শুনিয়া তার উক্ত বাক্যগণ ।
 আর উপানীত দ্রব্য না করি গ্রহণ ॥
 বিষ্ণুশক্তি তিহ—এই বুদ্ধিতে তখন ।
 নমস্কার করিলাম করি আদরণ ॥
 প্রাকৃত্যবরণ নেই বর্ণ মনোহর ।
 দেখিবারে ইতস্তত ত্রিলুঁ বিস্তর ॥
 হেতুরূপা-প্রকৃতিময় যে জীবগণ ।
 তাঁরা ভজয়ে—অতি মনোরম হন ॥
 শূলশস্ত্র কাণ্ড আর কারণ হইতে ।
 সর্বমাহাভ্যাধিক্যে ত স্বয়ং বিলসিতে ॥
 যত্নপি নাহিক তাঁর স্বয়ংপ্রকাশিতা ।
 আবরিকারূপে তথা হয়েন শোভিতা ॥
 বহুরূপ দুর্কিভাবে অচিন্ত্যপ্রচয় ।
 মহামোহকারিণী সে বিভূতি ঐহার ॥
 কার্য আর কারণের সম্বন্ধ যে হয় ।
 তাহাদেবো সেব্যমান হন জগন্ময় ॥
 পরম সুন্দর বর্ণ দেখিয়া তাঁহার ।
 অতিক্রমে ইচ্ছা নাহি ছিল সে আমার ॥
 তথাপি ঈশ্বরেচ্ছায় দুস্তরাত্তিঘন ।
 করিলাম প্রকৃতিজ-তম উল্লঙ্ঘন ॥
 ততঃপরে দেখিলাম তেজঃপুঞ্জঘন ।
 বাহার দর্শনে চক্ষু হয় নিরীলন ॥
 পরম ভক্তিতে যত্ন করিয়া তখন ।
 করিলাম অগ্রে আমি দৃষ্টিপ্রসারণ ॥
 তথায় পরমেশ্বর করিলুঁ দর্শন ।
 কোটিসুখসম দীপ্ত, রূপ বিলক্ষণ ॥
 মনোনয়নের হর্ষবিশেষ বাচন ।
 বিচিত্র-মাধুর্য্য-বিভূষণ-ব্যাপ্তমান ॥
 দ্বাত্রিংশত খেই মহাপুরুষলক্ষণ ।
 তাহাতে অধিত বিভূ ব্যাপক সে হন ॥

মায়া-আবরণভাবে সরা দীপ্তমান ।
 পরব্রহ্মময় মহাদ্রুত ভগবান ॥
 পরব্রহ্মহেতু প্রকৃতিজ-গুণাতীত ॥
 ভক্তবাৎসল্যাদি অতি সদৃশেণে অধিত ॥
 প্রাকৃত আকার তাঁর রহিত সতত ।
 লোকমনোরমাকৃতি হয় অভিমত ॥
 প্রকৃত্যধিষ্ঠানরূপে বিলাসী অদ্রুত ।
 প্রাকৃত-সম্বন্ধস্পর্শ-বিহীন অচ্যুত ॥
 এ রূপ দেখিয়া হৈলুঁ বিবশ পরেতে ;
 মহাসংগ্রহ-সংক্রাস-প্রমোদতরংগে ॥
 কি করিব—সেইকালে কর্তব্যতা বাহা ।
 জানিতে নারিলুঁ কোনপ্রকারেতে তাহা ॥
 যত্নপি পরমেশ্বর স্বয়ংপ্রকাশিত ।
 সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইতে অতীত ॥
 তথাপি তাঁহার করুণার প্রভাবেতে ।
 দেখা দেন সৌন্দর্য্যাদি প্রত্যক্ষ সাক্ষাতে ॥
 নিশ্চয় করিতে ইহা নারিলুঁ তখন ।
 চক্ষুদ্বারা কিবা চিন্তে করিয়ে দর্শন ॥
 কিবা বাহ্যদ্বার যত ইন্দ্রিয়সকল ।
 তাঁর বৃত্তি অতিক্রম করিয়া বিরল ॥
 কোন অনির্কচনীয়ে চেতনাবিশেষে ।
 দর্শন করিয়ে—এহো ভাবি মনে শেষে ॥
 অতি-তেজোময়-হেতু বিশেষগ্রহণ ।
 নাহি হয়—কিবা মুক্তিপদস্বতাবন ? ॥
 নিরাকারমত তাঁরে ক্ষণেক দেখিয়ে ।
 নীলাচলনাথ-রূপা স্বরণ করিয়ে ॥
 ক্ষণপরে মহাতেজঃপুঞ্জ পূর্বমত ।
 সাকার দেখিয়া হর্ষ হৈল অবিরত ॥
 সেই-স্থান-স্বভাবেতে আমিহ কখন ।
 সেই তেজঃপুঞ্জে লীন হই সেইক্ষণ ॥
 কতু নিজ পাদপদ্মনথের কিরণ ।
 স্পর্শহেতু প্রভু করি রূপা বিতরণ ॥
 পূর্বমত শরীরসহিতে আমাপ্রতি ।
 করেন অবলোকন রূপায় সম্প্রতি ॥
 কদাপি সংসিদ্ধমুক্তি যত জীবগণ ।
 তদংশকারণে তিন্ন-অভিন্ন-কখন ॥
 মুক্তি-হেতু ব্যক্তরূপে অপূর্ণদর্শন ।
 স্বস্বমুক্তি-হেতু যেন সূর্য্যের কিরণ ।
 ভক্তগণতুল্য তাঁর চতুর্দিকে বৃত্ত ॥
 কদাপি দেখিয়া হয় মনঃপ্রীতিকৃত ॥
 সেবাদিক নাহিক সেই মুক্তিপদস্থানে ।
 সূর্য্যতেজোমত মাত্র আছে বিভ্রমানে ॥

এপ্রকারে আনন্দের-সমূহ-সাগরে ।
 হইয়া নিমগ্নবুদ্ভি থাকিলাম পরে ॥
 আত্মারামতায় কিবা পূর্ণকামন্যায় ।
 হইলাম সে প্রভুর দর্শনবিধায় ॥
 তর্কেতে আগ্রহ করি সমূহ বিচার ।
 জানিলাম—এই মহাকালপুর সাধ ॥
 পরংপদ অন্তা-সীমাপ্রাপ্ত হইা হয় ।
 অন্তেতে পরম ফল মানিলু' নিশ্চয় ॥
 'শ্রীমদনগোপালদেবের উপাসক ।
 জানিয়াহ সৌন্দর্য শ্রীমূর্তিবিষয়ক ॥
 এতাদৃশ হৈল কেন বহু ত নিতান্ত ' ।
 এমত পুছ যদি, শুনহ বৃত্তান্ত— ॥
 স্থানস্বাভাবিক যেহি আনন্দতরঙ্গ ॥
 তার ক্ষোভে বিহ্বলিত চিত্ত অমুগ্ধ ॥
 তাহে 'সেই স্থান—কি সে ঈশ্বর হইতে ।
 অত্র কিছু নিজ প্রাপ্য আছেয়ে পাইতে' ॥
 সেই জ্ঞান আমার হইল অন্তর্দান ।
 কিন্তু মম শরীরের রহিল সংস্থান ॥
 ১. মমভাগবত-গুরু-উপদেশে ।
 সন্ন্যাসের সেবাদল তাহাতে বিশেষে ॥
 নিজ পুত্র্য দেবতা শ্রীমদনগোপাল ।
 তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম অতি সুরসাল ॥
 তাঁহার সাক্ষাৎ-অবলোকন-লালসা ।
 লীনা নাহি হৈল, কভু জাগি অন্তর্দশা ॥
 মুক্তিপদ-অধিষ্ঠাতা সেই তেজোরয়ে ।
 পুরুষের চিরকাল অবলোকাশ্রয়ে ॥
 নিজেষ্ট-দেবতা শ্রীমদনগোপালে ।
 সাক্ষাৎ দর্শনে যেহি লোভ চিরকালে ॥
 বরং তাহা বিশেষেতে হইল বর্জিত ।
 প্রকর্ষেতে স্মৃতিপথে যেন হৈল নীত ॥
 তেকারণে সেই মুক্তিপদাধিষ্ঠাতায় ।
 সাকাররূপেতে ব্যক্ত দেখিয়া তথায় ॥
 তথাপিহ পূর্যমত প্রীতি নাহি পায় ।
 অর্থাৎ পূর্কোঁতে যেন দেখিয়া তাঁহার ॥
 নিজেষ্টদেবস্বরূপে যেন হৈত প্রীতি ।
 ইদানী তেমত নাহি হয় কদাচিত ॥
 'সে স্থান-স্বভাবে পাছে নিজ লয় হয় ।'
 এই আশঙ্কায় হৈলু' বিষন্ন নিশ্চয় ॥
 অতএব 'এই ব্রজভূমিতে আসিয়ে ।
 স্ববাস্তিত-ইষ্টদেব-দর্শন লাগিয়ে ।'
 এইমত মনে বিচারিয়া সমুদয় ।
 কিছু অগ্রে গিয়া মহাপুরুষ-আজ্ঞায় ॥

গীতবাণাদির ধ্বনি অদ্ভুত সেশানে ।
 শুনিলাম, হেন কভু না শুনিয়ে কাণে ॥
 চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে তখন ।
 দেখিলাম কোন বুঝকৃত্ত বিলক্ষণ ॥
 উপরিস্থিত প্রদেশ হইতে তখন ।
 সেই মুক্তিপদে করিছেন আগমন ॥
 কপূরের সম স্বেত—দেব সুললিত ।
 দিগম্বর—অঙ্গচন্দ্র মণ্ডকে ভূষিত ॥
 গজাঙ্জলে স্নান যে জটীর আবলী ।
 করেন ধারণ শিরোপরি কুতূহলী ॥
 ত্রিশূলী—অন্ধ্রতে ভস্ম আছে বিলোপিত ।
 মৃত-বৈষ্ণব-শিষ্যের মালাতে ভূষিত ॥
 গৌরা তাঁর ক্রোশিতা—তাহে সুশোভিত ।
 দিব্য হৈতে দিব্য চামরাদিতে কলিত ॥
 নিকুপম সেইসব পরিচ্ছদ হয় ।
 অথবা শিষ্যের উপযুক্ত যে নিশ্চয় ॥
 মনোহর আকার চেষ্টিত সুলক্ষণ ।
 হেন পরিবারগণ করেন সেবন ॥
 তাঁরে দেখি পাইলাম পরম বিস্ময় ।
 হইল হর্ষও, চিস্তে এই চিন্তা হয়— ॥
 কেবা কিহ নিজ পরিবারেতে অধিত ।
 মুক্তিপদোপরি যে আছেন বিরাজিত ॥
 জগদ্বিলক্ষণ নিকুপমৈশ্বর্যাদিক ।
 মুক্তবর্গসব হৈতে হযেন অধিক ॥
 দিগম্বর হইয়াও প্রিয়া-আলঙ্কনে ।
 অতিক্রান্ত সঙ্গার হয় ত লক্ষণে ॥
 মহাবিশেষেতে-যুক্তকায় ত সাক্ষাতে ।
 বিচিত্রবিভূতিমান দেখিয়ে যাহাতে ॥
 ধর্মপরিপালক যে পদম ঈশ্বর ।
 পরম মুক্ত স্বভাব সুবিদিততর ॥
 তাহার বিষয়ভোগ করিয়া দর্শনে ।
 বিতর্ক হইল নানাবিধ মম মনে ॥
 সেই গৌরীপতিকে করিয়া আলো কন ।
 পরম আনন্দভরা গাস্ত হৈল মন ॥
 সহ-পরিবার তাঁরে কৈলু' নমস্কার ।
 কুপায় করিলা অবলোকন আমার ॥
 সে গৌরীপ তর গলাধাক্ষ নন্দীশ্বর ।
 নিকটে গেলাম হর্ষবেগে শীঘ্রতর ॥
 করিলাম জিজ্ঞাসা—'কহিবে সমুদায় ।
 কে কিহ, থাকেন কোথা, যায়েন কোথায় ?'
 চাস্ত করি কহিলেন তিহ বিশেষক— ।
 গোপালোপাসনাপর হে গোপবালক ॥

শ্রীশিব জগদীশ্বরে তুমিহ না জান ? ।
তাহে সদাচারত্যাগে দোষ নাহি মান ॥
ভোগমুক্তিদাতা—কৃষ্ণে ভক্তিবিবর্দ্ধন ।
মুক্তগণপূজ্য—বৈষ্ণবের প্রিয় হন ॥
শিব-কৃষ্ণে অপুণ্যদৃষ্টি ভক্তি যেই ।
তাহে লভা নিজলোক উপযুক্ত যেই ॥
তাহা হৈতে সখা কুবেরের বশীভূত ।
এই নিজ-প্রিয়তমা-পার্বতী-সংযুত ॥
অল্প প্রিয় পরিবার লইয়া সংহতি ।
কৈলাসপর্বতে যাইতেছেন সম্প্রতি ॥

এত শুনি হইলাম অভ্যস্ত হর্ষিত ।
কোন প্রসন্নতা তাঁর যাহা মনোনিভ ॥
সেই মহেশ্বর হৈতে ইচ্ছা পাইবারে ।
করিবু মানসে সে অভেদজ্ঞান-দ্বারে ॥

সর্বজ্ঞের শিরোমণি জানি মহেশ্বর ।
করিলেন আদেশ সে নন্দীশ্বর'পর ॥
নন্দীশ্বর আমারে দিলেন উপদেশ ।
তাহাতে সুখেতে স্বয়ং শ্রবিল বিশেষ ॥
শ্রীমদ্ভগবৎগোপাল স্বপ্রাণেষ্ঠদেব ।
তাহাতে নহেন ভিন্ন এই মহাদেব ॥
শ্রীমদগোপালের যুগলচরণে ।
বিশেষ কবেন গ্রীহ ভক্তি-বিবর্দ্ধনে ॥

শিবগণমধ্যে সুখে হইলু প্রবিষ্ট ।
শিবভক্তসব মোরে করিলেন কৃষ্ট ॥
শ্রীমন্দি হইতে তথা করিলু শ্রবণ ।
কথামান বৃত্তান্তসকল বিলক্ষণ— ।
শিব ভগবান্ সদা একরূপ হন ।
নিজলোকে প্রকট করেন নিবসন ॥
শিবলোকবাসে তুষ্ট যত প্রিয়জন ।
তদেকনিষ্ঠসকলে করয়ে দর্শন ॥
শ্রীমদ্ভগবানের সে ভক্ত-অবতার ।
বটেন শ্রীশিব, তাহে নহে ভিন্নাকার ॥
তাহে নিজ হইতে অভিন্ন ভগবান্ ।
তাঁর ভক্তিবিশয়ক-রসিকতা-দান ॥
দিবারে স্বভক্তগণে করান রমণ— ।
রুক্ষণামগীতনৃত্যাদিতে অহুক্ষণ ॥
শেষমুর্তি ভগবান্ সহস্রবদন ।
তম-অধিষ্ঠাতা-হেতু নিজ-প্রিয় হন ॥
হইয়াও জগতের দৈশ্বর আপনে ।
প্রেমে দাস-মত নিত্য করেন অর্চনে ॥

এমত শিবলোকের মাহাত্ম্য অশেষ ।
সর্ব হৈতে অধিক শুনিয়া সবিশেষ ॥

পরম প্রমোদ প্রাপ্ত হইলু তখন ।
কিন্তু পূর্ণ না হইল তাহে মম মন ॥
তাহার নিদান নাহি বুঝিয়া তখনে ।
পরামর্শ করিলাম আপনার মনে ॥
শ্রীমদগুরুপ্রসাদেতে প্রাপ্ত দশাক্ষরী ।
মহামত, তাঁর সেবা-প্রভাবে সজ্বর ॥
সেইক্ষণে পারিলাম আমি জানিবারে ॥
যেইহেতু কৃষ্ট নহে মন বারেবারে— ॥
শ্রীমদ্ভগবৎগোপাল ব্রজেন্দ্রনন্দন— ।
পাদপদ্মদ্বয়ের যেসব লীলাগণ ॥
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির যেই অমূল্যব ।
তাহার অণব মোরে পীড়া দেয় সব ॥

মম মন বুঝি করিলেন শ্রীমহেশে ।
লীলাবিশেষবৈচিত্রী স্বসৃষ্টিবিশেষে ॥
প্রবোধ দিলেন বহু আমারে তখন ।
তাহাতেও স্বাস্থ্য নাহি হৈল মম মন ॥
এইমত যখন আমিহ দেখিলাম ।
আপনার চিন্তাপ্রতি তবে কহিলাম— ॥
যদি করিতেছ এই শিবে অমূল্যব ।
তাঁর গুণলীলাম'ধুর্য্য প্রকৃতি সব ॥
তথাপি হুয়ায় দীর্ঘব'জ্ঞাতে তোমার ।
সিদ্ধ হইবেক অমূল্যহেতে ইহার ॥
ওহে মন ! মান' ইহা করিলু নিঃশেষ ।
যেহেতুক তোমা প্রতি প্রসাদবিশেষ ॥

এমত প্রবোধে হইলাম তুষ্ট-মন ।
তবে কোন কারণেতে মহেশ তখন ॥
সেই মুক্তিপদে করিলেন শ্রীশ্রামণ ।
তাঁর পার্শ্বে সুখে থাকিলাম একক্ষণ ॥
সেইক্ষণে দূরে কো- সব মহাত্ম্যার ।
অত্যন্ত মধুর সঙ্কীর্ণনন্দান সার ॥
আবির্ভাব হৈল—মহেশ্বর শুনিলেন ।
পরমানন্দসাগরে মগ্ন হইলেন ॥
মহাপ্রেমবিকারেতে হৈয়া বশীভূত ।
নাচিতে প্রবৃত্ত স্বয়ং হইলা ভজুত ॥
পতিব্রতোক্তমা সেই দেবী ভগবতী ।
নন্দ্যাদির সহ উঠিলেন স্বরাবতী ॥
বান্ধ-সংকীর্ণন-আদি করিয়া তখন ।
করিলেন প্রভুর সে উৎসাহ-বর্দ্ধন ॥
সেইক্ষণে সেইস্থানে কৈলা আগমন ।
চাক্র চতুর্ভুজগণ—ক'লু' দর্শন ॥
শ্রীযুক্ত কৈশোরমুর্তি আত শ্রুশোভিত ।
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বিভবোতে বিভূষিত ॥

ভূষণের ভূষণ সে অধের কিরণে ।
 আচ্ছাদিত করিলেন সব শৈবগণে ॥
 নিজেস্বর বৈকুণ্ঠনাথের মহাকীৰ্ত্তি- ।
 গানানন্দরসে মগ্ন,—নাহি পরিচ্ছিত্তি ॥
 অনির্বাচ্যতম রূপ-গুণাদিক সব ।
 চিত্তহারি-সর্ববস্ত্রালঙ্কারবিশ্বব ॥
 পূর্বে তপোলোকে যারে করিলুঁ দর্শন ।
 সনকাদি-চারি-ঋষি-সহিত মিলন ॥
 তাঁহাদের দর্শন-স্বভাবেতে উথিত ।
 প্রকৃষ্ট হর্ষেতে মনো হইল হর্ষিত ॥
 অন্তর্বাছে কিছু অস্ত্র নিজ প্রিয় আর ।
 নাহি হইলাম তাহে শক্ত জানিবার ॥
 ক্ষণকালপরে তবে পাইয়া চেতন ।
 মনেতেও তাঁহাদের দাসত্বাচন ॥
 করিতে নারিলুঁ ভয়লঙ্কার কারণ ।
 স্মৃতিতে সেই পদ হয় সর্বক্ষণ ॥
 উচ্চপদ-প্রার্থন নীচের যোগ্য নয় ।
 তাহে অপরাধে ভয়-লঙ্কা সম্ভব ॥
 আনি দাস্ত-প্রার্থনে অশক্ত দীনমন ।
 নিশ্চয় এ লালসা বাধয়ে অমুক্ষণ— ॥
 ‘শিবের কৃপায় এই চতুর্ভুজগণ ।
 একবার করবে কি মম সংভাষণ ? ॥
 কোথায় থাকেন, কেবা হয়েন ইহারা ।
 কৃপাপাঙ্গে রক্ষা মোরে করবে কি পারা ? ॥’
 ‘ইহারা পরম মহত্তম কোনজন ।
 হইবেন নিশ্চয়’ সে জানিলুঁ তখন ॥
 ‘যাহাদিগে আলিঙ্গন করি অতিশয় ।
 হইলেন ক্রুদ্ধদেব প্রেমমূচ্ছগ্নময় ॥’
 ইত্যাদি আমার মনোবৃত্তি যেই ছিল ।
 শিবানুবর্তিনী উমাদেবা সে জানিল ॥
 সঙ্কেত গণেশ-প্রতি দেবী করিলেন ।
 তবে ত আমারে গণপতি করিলেন— ॥
 মহাপ্রভু ত্রিক্ষয় ত্রিবৈকুণ্ঠনাথের ।
 পার্শ্বদ ইহারা হন, নিকটেতে হের ॥
 তাঁহার সমান রূপ হইলা প্রাপণে ।
 নিশ্চয় বৈকুণ্ঠ হৈতে কৈলা আগমনে ॥
 দেখহ করেন এই পার্শ্বদের গণ ।
 চতুমূখ-ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ডেতে পমন ॥
 তাহাতে দ্বিগুণ অষ্টমূখ ব্রহ্মা জান ।
 শতকোটিবোজন ব্রহ্মাণ্ডপরিমাণ ॥
 তাহে ঐ পার্শ্বদগণ যান বেগবান ।
 তাহার দ্বিগুণ বোলমূখ ব্রহ্মা মান ॥

তাহে ঐ পার্শ্বদগণ করেন গমন ।
 এইমতে কোটিকোটি ব্রহ্মা অগণন ॥
 কোটিকোটি মূখপদ্ম অতি গুরুতর ।
 তাদৃশ ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদিগের বিস্তর ॥
 সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডমূরূপ সবিতব ।
 যনোনেত্র হরণ করেন রূপে সব ॥
 সকলে গমন করিতেছেন লীলায় ।
 গণেশ অনেক দেখাইলেন আমার ॥
 এসব পার্শ্বদগণ আপন ইচ্ছায় ।
 ত্রয়েন সর্বত্র,—পরতন্ত্রতা না ভায় ॥
 বৃত্তাকালেতেও জিহ্বাগ্রেতে যে জনার
 ত্রিক্ষয়ের নামাতাস হয় ত উচ্চায় ॥
 কিম্বা কোনপ্রকারেতে যদি একবার ।
 শ্রবণে প্রবিষ্ট হয় কৃষ্ণনাম যার ॥
 সর্ব-বিষ-ভয় হৈতে সেই ভক্তগণে ।
 করেন পার্শ্বদসব সর্বথা রক্ষণে ॥
 উচ্ছ্বসা বিগুহা ভক্তি করেন বিস্তার ।
 যেহেতুক ভক্তি এক প্রিয়া এসবার ॥
 সনকাদি এই চারি নৈষ্ঠিক-উত্তম ।
 বৈকুণ্ঠনাথের ভক্ত-অবতারাগম ॥
 ক্ষতএব ত্রিপতির পার্শ্বদের শ্রায় ।
 লোকে হিতার্থে মাত্র ত্রয়েন সদায় ॥
 তপোলোকে উদ্ধরেতা যোগিগণ যত ।
 ত্রিম্বারায়ণ বিনা অনাথের মত ॥
 তাহাদের মঙ্গলার্থে কৃষ্ণসঙ্কীৰ্ত্তন ।
 করি তপোলোকে বাস করেন কখন ॥
 সম্ভ্রান্তিক বৈকুণ্ঠেতে করিয়া গমন ।
 তথা সর্বাধিক-সঙ্গ, নারায়ণ ॥
 ভগবানে দেখি যেই আনন্দ অপার ।
 বোক্ষবিষয়কানন্দে করয়ে ধিকার ॥
 তাহা পাব্য্য করিয়া আশ্রয় সংযোজন ।
 হ্রিভক্তি-মহারস পিয়ে অমুক্ষণ ॥
 তদীয় কীৰ্ত্তন-গানামৃতরস-পানে ।
 তত্তগণসহ আইলেন এইস্থানে ॥
 বৈকুণ্ঠলোকের সে করিব কি মহিমা ।
 শক্ত নাহি হই যার কহিবারে সীমা ॥
 নিত্য পরিচ্ছেদহীন মহাসুখ যেই ।
 তার অন্ত্য-পরিপাক-বিশিষ্ট ত সেই ॥
 সেপ্রকার পরিচ্ছদ আর পরিবার ।
 গুণনারহিত নিত্য বৈভব যাহার ॥
 সাক্ষাৎ ত্রিময়ানাথপদপঙ্কজের ।
 ক্রীড়াভরে সদা বিভূষিত অঙ্গশ্রের ॥

সেই রমানাথের যে জন প্রেমভক্ত ।
তাঁহার স্মরণ সেই লোক অতি ব্যক্ত ॥
আত্মসহ ভগবানে অভেদ-বাসনা ।
নিশ্চয় জানিহ সেই হয় দুর্ভাগনা ॥
তাঁহার দ্বারায় যেই মুক্তির বাঞ্ছন ।
সুবিদ্ধ সর্বদা হয় যাহাঁদের মন ॥
তাঁহাদের মনোরো দুর্লভ সেই স্থান ।
মনোরথেষ্টেও শক্ত নহে ত প্রয়াণ ॥

যথা বাশিষ্ঠে (বৃঃ ভাঃ ২।৩।৮৬ টীকা)—
অজস্যাঙ্গপ্রবুদ্ধতা সর্বত্র ব্রহ্মেতি যো বদেৎ ।
মহানরকজালেষু তে নৈব বিনিবোজিতঃ ॥

ব্রহ্মবৈবর্তে চ (ঐ)

বিশ্বমুখসংযুক্তো ব্রহ্মচরিত্তি যো বদেৎ ।
কল্পকোটিসহস্রাণি নবকে স তু পচাতে ॥

যদি তোমা-প্রতি এই আমার পিতার ॥
আত্মস্তিক করুণা সে হয় ত বিস্তার ॥
তবে ত বৈকুণ্ঠে হবে গমন তোমার ।
অনু হবিবে তথায় মহিমা তাহার ॥

গণেশের মুখে শুনি এ সব কথন ।
ওহে দ্বিজ ! শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির কারণ ॥
মহতী লালসা ত জন্মিল অতিশয় ।
সেহেতু চিন্তাসাগরে অপার যে হয় ॥
তাঁহার তরঙ্গরূপ যেই রঙ্গস্থলী ।
তাঁহাতে নর্ত্তিত আমি হইলু একলী ॥
মনেতে ঘিচায় তথা বহু করিলাম ।
বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিতে নিজাযোগ্য দেখিলাম ॥
শোকের বেগেতে উচ্চ করিয়া রোদন ।
মোহ প্রাপ্ত হৈয়া পাড়িলাম সেইক্ষণ ॥
তবে মহাদেব মহা দয়ালু ঈশ্বর ।
পরদুঃখাগ্রহী বৈষ্ণবৈকপ্রিয়বর ॥
উঠাইয়া আমারে করিয়া আশ্বাসন ।
কাহতে লাগিল কিছু করুণাবচন— ॥
ওহে শ্রীবৈষ্ণব ! শুন কহিয়ে প্রকাশ ।
সেই বৈকুণ্ঠলোকেতে সর্বদা নিবাস ॥
আমিও তোমার মত পার্শ্বতী-সহিত ।
করিয়ে কামনা, ইহা জানিহ নিশ্চিত ॥
সেই লোক বৈকুণ্ঠ-দুর্লভ অতিশয় ।
মুক্তসকলের প্রার্থনীয় সুনিশ্চয় ॥
ভৃগু-আদি ব্রহ্মপুত্র সাধনা করেন ।
তথাপিহ তাঁহাদের সাধিত নহেন ॥
ব্রহ্মা আর আমার সে-লোক সাধ্য হয় ॥

বিশেষ কহিয়ে তবু, শুনহ নিশ্চয়— ॥
নিষ্কাম বিশুদ্ধ স্বীয় ধর্মে যেই নয় ।
নিষ্ঠাপদ্বিপাক প্রাপ্ত হয় যতনর ॥
শ্রীহরির যত কৃপা তাঁর প্রতি হয় ।
তাঁর শতশৃণ হৈলে ব্রহ্মত্ব লভয় ॥
তাঁর শতশৃণ কৃপা হয় যদি নরে ।
তবে মম ভাব সে শিবত্ব প্রাপ্তি করে ॥
আমার উপরেতে যাদৃশ-পরিমাণ ।
অমুগ্রহ প্রকাশ করেন ভগবান ॥
তাঁর শতশৃণ কৃপা হয় যদি নরে ।
তবে ত বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয় পরে ॥
হে বৈষ্ণব ! তুমি বট মধুরেশভক্ত ।
মদনগোপালদেবমুখ্যেতে আসক্ত ॥
তাঁর একা ভক্তি প্রিয়তম যার হয় ।
হেন ব্রাহ্মণের শিষ্য তুমি মহাশয় ॥
গোবর্দ্ধনে গোপপুত্র ! কহিলু তোমায়ে ।
তথাপি ত তুমি যোগ্য হও পাইবারে ॥
সালোক্য সাষ্টি সাক্ষ্য সাযুজ্য লিখয় ।
এই চতুর্বিধ মুক্তি জানিহ নিশ্চয় ॥
সায়ুজ্যের স্থান এই পায় যতিগণে ।
অদ্বৈতব্রহ্মভাবনা ভাবে যারা মনে ॥
মহাসংসারের দুঃখ অগ্নিচ্ছালাচয়ে ।
অতিশয় শুদ্ধ চিত্ত তাদের আছয়ে ॥
অন্তরেতে সারাসার-বিবেক-রহিত ।
অসারগ্রাহী সে সব জানিবে নিশ্চিত ॥
শ্রীকৃষ্ণের আদেশে আমিহ সুনিশ্চিত ।
তাঁহাদিগে ভবাবগে করিলু পাতিত ॥

তদ্বক্তা তে নৈব পদ্যপুবাণোত্তরখণ্ডে—

(বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৫ টীকা)—

মায়াবাদমসচ্ছাত্র প্রচ্ছন্ন বোধমুচাতে ।
মর্ষেব বক্ষ্যতে দেবি কলৌ ব্রাহ্মণকপিণা ॥
ব্রহ্মণ্যচাপর্যং কণা নিঃশব্দং বক্ষ্যতে ময়া ।
সর্বস্ত জগতোহপ্যন্ত মোহনার্থং কলৌ যুগে ॥

তথাচ বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রাবন্তে—

(পাদ্যোত্তরখণ্ড ৭২।১০৭)—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈশ্চক জনান্ মদ্বিখান্ কুরু ।
ইত্যাদি ॥

সেহেতুক নিজপাদ্যযুক্ত-প্রেমভক্তি ।
সংগোপনে শ্রীকৃষ্ণের ছিল আত্মরক্তি ॥
তাহে আত্মা করিয়াছিলেন আমা-প্রতি ।
সেহেতু অদ্বৈতমার্গে পাড়িলাম যতি ॥

শ্রীকৃষ্ণভজনানন্দ-অমৃতরসের।
 একমাত্র অপেক্ষা আছে যে সে দাসের ॥
 তাঁহাদের উপেক্ষিত হয় এই স্থান।
 ভক্তিবিগ্রহ—ত্যাগ কর হে সৃজন !
 দ্বারকানিবাসী বিপ্র ইহাতে প্রমাণ।
 কৃষ্ণভক্তিরসাধী পরম ভক্তিমান ॥
 স্বেচ্ছাচর্য্যবিশেষ করিয়া প্রকাশন।
 এথা হৈতে দ্বারকায় লৈল পুত্রগণ ॥
 তোমাশ্রিত সদাকুর রূপা যে আছে ॥
 শ্রীকৃষ্ণ দেখিতে ইচ্ছা-ভাব তাহে হয় ॥
 তাহে এই মুক্তিপদে করিলা দর্শনে।
 সুন্দর-আকার ভগবান্ স্বনয়নে ॥

এইরূপ শঙ্করর প্রসাদকারণ।
 পাইলাম পরানন্দভব সেইক্ষণ ॥
 ইচ্ছিয়া পার্শ্বদগণ-সহ সম্ভাষণ।
 লজ্জায় কহিতে কিছু নারিলু কথন ॥
 বৈকুণ্ঠপার্শ্বদগণ শ্রীউমাপতির।
 কথিত বচন সব শুনিয়া সুস্থির ॥
 কৃষ্ণপ্রেমবিশেষাবিতাবে কারণ।
 শোকাকুল দেখিয়া শ্রীনিবে ততক্ষণ ॥
 সাদরে প্রণমি প্রীতে করিতে সান্বন।
 বিনয়সহিত বাক্য কহেন তখন— ॥
 বৈকুণ্ঠনাথের সহ ওহে ভগবান্ !।
 নাহিক তোমার কিছু ভেদ বিভ্রমান ॥
 লক্ষ্যসহ পৌরীর সেমত ভেদ নাই।
 তাঁদের ভক্তাবতার তোমরা দুইই ॥
 অতএব সেই লোকে বাস আপনায়।
 যুক্ত হয় সুনিশ্চয় দেবী-সহকার ॥
 শ্রীমত্তগবানের আপনি প্রিয়তর।
 মহা অবতার তাঁর,—কি কব বিস্তর ॥
 কহিলেন তথাপি এক্ষণে যে কিস্তি।
 কৃষ্ণপ্রিয়তমদের স্বভাব-উচিত ॥
 তাঁর ভক্তিরস-সমূহের প্রবর্তক।
 বৈষ্ণবগণের স্তুত ভক্তিপ্রচারক ॥
 অতএব শ্রীকৃষ্ণের যত অবতার।
 সব হৈতে মহিমা অধিক সে তোমার ॥
 স্তনি মহাদেব নিজ স্তুতি এইমত।
 তুমি হৈয়া থাকিলেন প্রভু লজ্জাগত ॥
 তবে ভগবানের যে পার্শ্বদের গণ।
 নিহেতুক-রূপাকারি-মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন ॥
 রূপা প্রকাশয়—দিয়া সবে আলিঙ্গন।
 কহিতে লাগিলা আরাগতি সুবচন— ॥

আমাদের দৈবের সম্মোহনাসক !
 ওহে উমাপতিপ্রিয় হে গোপবালক ! ॥
 ভক্তসামূহিকের মধ্যে আপনারে।
 গণিয়ে, আমরা জান নিশ্চয় ইহারে ॥
 সন্মাতটে জন্ম গৌড়ে—উত্তম ব্রাহ্মণ।
 যথৈর জয়ন্ত-নামে খ্যাত যি'হ হন ॥
 হয়েন কৃষ্ণস্বরের মহা অবতার।
 তিহ ত তোমার গুরু জানিবে প্রচার ॥
 সত্য জান—এইস্থানে তোমার কারণ।
 করিলাম আমরা সকলে আগমন ॥
 স্তন কহি তব নিজকৃত্যে যেই হিত—।
 বৈকুণ্ঠ যত্ন প ইচ্ছা করহ নিশ্চিত ॥
 ব্রহ্মপাদি-আসক্তি পরিত্যাগি সব।
 কেবল মত্তরূপে সে লাভ অসম্ভব ॥
 প্রেমের সাহিত ভাক্তি যে নবপ্রকার।
 কব শ্রদ্ধাসূক্ত হৈয়া অতুষ্ণ তার ॥
 তাহার জ্ঞাপক তত্ত্ব শাস্ত্র ভাগবত।
 লীলাকথা কৃষ্ণের শুনত নিত্য ততঃ ॥
 করণে প্রণবেতে প্রবেশি সে সব।
 সত্ত্ব হরিপদ দিতে হয় ত প্রভব ॥

বধা শ্রীমত্তাগবতে (১২।৪।৪০)—

সদ্যঃ সিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতায়া,
 নারীঃ প্রবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
 লীলাকথাস্বরসনিবেশনমতুরং,
 পুংসো ভবেদ্বিবিবদুঃশ্রদধানিততঃ ॥

দ্বিতীয়োঃপি (ভাঃ ২।২।৩৭)—

শিবস্তি যে ভগবত আনন্দঃ সত্যঃ,
 কথাশ্রুতঃ শ্রবণপট্টেব সত্বতম্।
 পুংস্তি তে বিষয়বিদ্যমতাসয়ঃ,
 ব্রহ্মস্তি তচ্চরণসৌক্যহাস্তিকম্ ॥

যে নবপ্রকারমধ্যে একই প্রকার।
 সমুদায় সাধনের মধ্যে হয় সার ॥
 তাহা হৈতে সুসিদ্ধ হয়ে ত অভিরাম।
 সাধ্যের সত্তম সেই শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ॥
 কলত্রতাদি অপর অনেক আছে।
 মহত্ত্বরূপে খ্যাতি তাহাদের হয় ॥
 কিন্তু বিচারেতে সেই সব তুচ্ছ হয়।
 মহত্ত্বগণ সে সবে না আদরয় ॥
 একদিগ ভক্তি আচরণের আশ্রয়ে।
 যজ্ঞপিহ শ্রীবৈকুণ্ঠলোক সিদ্ধ হয়ে ॥
 তথাপি সে সব ভক্তিরসজ্ঞ যে জন।
 শ্রবণ-কীর্তন-আদি যে বহু গণন ॥

তার রসমাধুর্যের প্রাপ্তির কারণ ।
সাক্ষ নববিধা ভক্তি করে আচরণ ॥
অনির্বচ্য-মহারস-সুবিশেষময়ী ।
সেই নববিধ ভক্তি জানিহ নিশ্চয়ী ॥

তথাহি মূলম্ (বৃ: ভা: ২।৩।১১২) —
তেষাং কস্মিংশ্চিদেকস্মিন্ শ্রদ্ধয়াহুষ্টিতে সতি ।
স্বয়মাবির্ভবেৎ প্রেমা শ্রীমৎকৃষ্ণপদাভ্যুদয়োঃ ॥

তার মধ্যে কোন-একপ্রকার শ্রদ্ধায় ।
অহুষ্ঠান করিলে সে বিশ্বাসঘাতায় ॥
শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-পাদপদ্মদ্বয়ে ।
স্বয়ং প্রেমা তার চিত্তে আবির্ভাব হয়ে ॥
তথাপিহ ফলান্তরে যেই কাম হয় ।
বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির প্রতি বিরোধী নিশ্চয় ॥
হৃদয়ের রোগরূপ—ভাগ লাগি তার ।
প্রেমঘারা সাধিবেক সেই ভক্তি সার ॥
যত্নপি সপ্রেম ভক্তি যে নবপ্রকার ।
যেই যেই স্থানে হয় উপপন্ন তার ॥
সেই সেই স্থান হয় বৈকুণ্ঠ নিশ্চয় ।
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ তত্র তত্র নিবসয় ॥
তথাপি সৌন্দর্য্যগুণলীলাদিকময় ।
অন্তত্ৰ সাক্ষাৎ শ্রীশ দৃষ্ট নাহি হয় ॥
এইহেতু শ্রীবৈকুণ্ঠলোক সনিশ্চয় ।
অবশ্য ত ভক্তগণ অপেক্ষা করয় ॥

বৈকুণ্ঠলোকীয় ভক্তি সর্বপ্রকারিকা ।
কিঞ্চিৎ প্রেমপরিপাকযুক্তা বিশেষিকা ॥
ভক্তিনিষ্ঠ-বহু-সহ নির্বিঘ্নে সদায় ।
অন্তস্থানে কোন রূপে সম্পন্ন না পায় ॥
বৈকুণ্ঠেতে কালাদির কৃত বিষয় নাই ।
সাহজিক-প্রেমভক্তি-রসিক সদাই ॥
বিগ্রহ-সচ্চিদানন্দ নিত্য সব গণ ।
সম্পন্ন তাদৃশ ভক্তি হয় প্রতিকণ ॥
অতএব বৈকুণ্ঠের অপেক্ষা সতত ।
অবশ্য করয়ে—ইচ্ছা জানিহ সমত ॥
কাস্মিকাদি-চেষ্টারূপা না জান তাহারে ।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে লহঁবারে নাহি পারে ॥
নিত্য-সত্য-ঘনানন্দরূপা সেই হয় ।
সব্বরজস্বযোগাভীত স্নানিশ্চয় ॥
কৃষ্ণপ্রসাদেতে যেই শুদ্ধ জীবতত্ত্ব ।
নিগুণ সচ্চিদানন্দরূপে হয় সব্ব ॥
তাহাতে ক্ষুরিয়া বিলসয়ে সে সতত ।
স্বসেবকগণের হর্ষার্থে বহুমত ॥

বিচারেতে জীবতত্ত্ব হৈলে বিশুদ্ধিত ।
দেহেন্দ্রিয়াদি-সম্বন্ধ হইতে রহিত ॥
তবে অপাকৃত-হরিস্থান-প্রাপ্তি হয় ।
তার হৃদে নানাবিধ ভক্তি বিলসয় ॥

অন্তথা যত্নপি প্রাকৃততত্ত্বের কারণ ।
ইন্দ্রিয়াদিব্যাপারের রূপ ভক্তি হন ॥
তবে কায়েন্দ্রিয়াদ্বার চেষ্টা ত হইতে ।
জ্ঞানবিবেকেতে আত্মা হইলে শোধিতে ॥
ইতর কর্মের মত না হয় সঙ্গত ।
অকর্তৃব্যজ্ঞানে মনে প্রাপ্ত বিশেষতঃ ॥

বিয়ুভক্তিবিষয়েতে কর্ম আছে যত ।
সে-সকল হইতে ইতর-কর্ম-মত ॥
বিবিক্ত হইলে নাহি শ্রীবৈকুণ্ঠ যায় ।
নৈকস্ম্যাহেতুক কিন্তু মুক্তিপদ পায় ॥
ইহাতে তাৎপর্য্য এই হইল নিশ্চয়— ।
বিয়ুভক্তি নিরন্তর অপ্রাকৃত হয় ॥
ইতরকর্মের মত ভক্তির কর্মহ ।
না মানিহ, কহিলাম এই সার তত্ত্ব ॥

দেহ-শব্দে—ভক্তের সচ্চিদানন্দ-কায় ।
আর প্রাকৃত-শরীর তাহাতে বুঝায় ॥
মণি-শব্দে—চিন্তামণি কাচমণি আর ।
দ্রুইকে বুঝায় যেন বিভিন্নপ্রকার ॥
সেই স্বধর্ম্মাচরণাদিক সব আর ।
কর্মও ভক্তিশব্দেতে হয় ত প্রচার ॥
বহির্দৃষ্টে কখন বা করয়ে জল্পন ।
কিন্তু বিচারেতে ভতি 'কর্ম' নাহি হন ॥

বৈকুণ্ঠে অন্তত্ৰ বর্তমান যত হন ।
বৈকুণ্ঠ-নিবাসী আর অন্ত ভক্তগণ ॥
তাহাদের অঙ্কেন্দ্রিয়-আত্মা-আদি যত ।
নিবিড়সচ্চিদানন্দরূপ অভিমত ॥
তাদৃশ ভক্তিসদৃশ হন ভক্ত-গণ ।
স্বত হয় শ্রবণকীর্ত্তনাদি ঘটন ॥
পঞ্চভূতময় দেহী যেই ভক্তগণ ।
তাহাদেরো শ্রীভক্তির ক্ষুণ্ণির কারণ ॥
সচ্চিদানন্দরূপেতে সুপরিব্যবসান ।
হয়, এই জানিহ বিশেষ সমাধান ॥
ভক্তির কারণ শক্তিবিশেষদ্বারায় ।
কর্ণাদিতে শ্রবণাদি ভক্তি ক্ষুণ্ণি পায় ॥
কিঞ্চিৎ ভক্তি-ক্ষুণ্ণি যবে হয় ত আত্মায় ।
অঙ্গাদিক সচ্চিদানন্দরূপতা পায় ॥
ভক্তির অপ্রাকৃতত্ব আমরা প্রমাণ ।
বৈকুণ্ঠপার্বদগুণ সবিশেষ জান ॥

প্রাকৃতের গুণস্পর্শ নাহিক কখন ।
 বহুবিধ ভক্তি বিস্তারিয়ে সর্বক্ষণ ॥
 সেই ভক্তি নবীন-সেবকের মননে ।
 প্রীতিপূর্ব্ব সম্যক্ সে প্রবৃত্তিকারণে ॥
 নিজেস্ত্রিয়ব্যাপারের মত দীপ্তি পায় ।
 অত্যা তাহাতে পাছে ঔদাসীন্ত ভায় ॥
 ভক্তিনিষ্ঠ সাধু স্মমহাস্ত যত জন ।
 তত্তিকে স্বাধীনা কতু না করে মানন ॥
 'প্রভুর মহাপ্রসাদরূপা জিহ হন ।'
 এইমত অমুভব করে সর্বক্ষণ ॥
 শিবলোকপ্রাপ্তিপরে মহেশকুপায় ।
 শ্রীবৈকুণ্ঠলোক যদি ক্রমে ক্রমে পায় ॥
 ভূতাপি তোমার মনে বৈকুণ্ঠলোকনে ।
 স্মরা যদি বিজ্ঞমান আছয়ে এক্ষণে ॥
 তবে সর্বাভীষ্টপ্রদা শ্রেষ্ঠা ব্রজভূমি ।
 শ্রীবিশিষ্টা—তাহাতে গমন কর তুমি ॥
 সদা শ্রীমৎপাদপদ্মদ্বয়ের সঙ্গতি ।
 করহ কামনা যদি কর অবগতি ॥
 জ্ঞান-কর্ম্মাদির অসংমিশ্রা ভক্তি যেহি ।
 নামসঙ্কীর্ণনপ্রায়া—আচরহ সেই ॥
 তাহা দ্বারা তাদৃশিক প্রেমের সম্পত্তি ।
 অতিশীঘ্র হইবেক হৃদয়ে উৎপত্তি ॥
 যাহা দ্বারা শ্রীবৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণদর্শন ।
 স্মৃথিতে হইবে তব পুলকিত মন ॥
 তপোলোকে পিঙ্গলায়নাদি যত গণ ।
 যোগীজ্ঞসকল এইপ্রকার সে কন— ॥
 স্মরণ প্রেমের অন্তরঙ্গ স্মনিচ্ছয় ।
 সাধন-উত্তম পুনঃ কীর্তন না হয় ? ॥
 সর্কেস্ত্রিয়মধ্যে জিহ্বারূপেস্ত্রিয় যেহি ।
 কার্যোস্ত্রিয়-হেতু হয় অচেতন সেই ॥
 তাহাতে কীর্তনাত্মিকা ভক্তি অনায়াসে ।
 লীজ স্মৃতি হয়, সেইহেতু অল্পতা সে ॥
 স্মরণরূপা সে ভক্তি সুপ্রকৃষ্টা হয় ।
 তাহার কারণ শুন করিয়ে নিচ্ছয়—
 সর্কেস্ত্রিয়-মধ্যে অধিপতি হয় 'মন' ।
 অনর্থোৎপাদক-হেতু ভয়ানক হন ॥
 পরম দুর্কশ-হেতু বলিষ্ঠ সে হয় ।
 পরম চঞ্চল মন জানিয়ে নিচ্ছয় ॥
 প্রয়াসেতে বশ করি হৈলে বিশোধিত ।
 'স্মরণ' তাহাতে পায় দীপ্তি সুশোভিত ॥
 তাহে আমাদের মত করহ শ্রবণ— ।
 সর্ব ভক্তি হৈতে শ্রেষ্ঠ জানিয়ে 'কীর্তন' ॥

চঞ্চলস্বভাব এক হৃদয়ে স্মরণ— ।
 যে 'স্মরণ' তাহা হৈতে সত্তম 'কীর্তন' ॥
 বাক্য আর তাহে যুক্ত মনে দীপ্তি পায় ।
 আর কর্ণেস্ত্রিয়মধ্যে প্রবেশে সদায় ॥
 যেহিসব শুনে কীর্তনের ধ্বনি সার ।
 সেবকের মত করে তাহে উপকার ॥
 ইহাতে স্মরণ হৈতে অধিক কীর্তন ।
 ধ্যান-যাগ-পূজা-ফল কীর্তনে ঘটন ॥
 যথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।৩।৫২)—
 কৃতে বন্ধায়তো বিষ্ণুং ত্রোতায়্য যজতো মথৈঃ ।
 দ্বাপবে পরিচর্য্যায়াঃ কলৌ তদ্বিরকীর্তনাৎ ॥
 যে কেহ বা শ্রীভগবদ্ভ্যানেতে রসিক ।
 'কীর্তনের ফল ধ্যান' করে মাননিক ॥
 তাহাদের মত কহি চাতুর্ধ্যবিচারে ।
 অঙ্গীকার করি তারে বরে পরিহারে— ॥
 অন্তর্বাহ্যেস্ত্রিয়স্কেতভারী বাক্যোক্ত্রয় ।
 কীর্তনের সহ যদি মিলে সদা প্রিয় ॥
 তবে চিত্ত স্থির হৈয়া শ্রীকৃষ্ণস্মরণে ।
 প্রবর্তয়ে, তাহে 'স্মৃতি' ফল ত কীর্তনে ॥
 ধ্যানরতগণের সে মত প্রকার ।
 বুদ্ধি দ্বারা তাহে বিবেচনীয় এ সার ॥
 আকেশ পাদান্ত শ্রীকৃষ্ণের অবয়ব ;
 তাহার মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্যাদি অমুভব ॥
 তার পরিচুরণে সাক্ষাৎকায়মত ।
 চিন্তেতে প্রকাশ—তার পরিপাকগত ॥
 তার নাম 'ধ্যান', পুনঃ শুনহ 'স্মরণ' ।
 'মনের সম্বন্ধ মাত্র' হয় ত লক্ষণ ॥
 'দাসোহস্মীতি' প্রভৃতি-প্রকার ভগবানে ।
 মনেতে সম্পর্ক মাত্র—স্মৃতির আখ্যানে ॥
 সঙ্কীর্ণন-দর্শন-স্পর্শনাদিক যত ।
 ইস্ত্রিয়ের বৃত্তি সব হয় অভিমত ॥
 ধ্যানের প্রাবল্য হেতু সে সব নিচ্ছয় ।
 চিত্তবৃত্তিমধ্যে সদা অন্তর্ভাব হয় ॥
 ধ্যানে কীর্তনাদি হয় সম্পন্ন অন্তরে ।
 তাহাতে কীর্তন হৈতে ধ্যান হয় বরে ॥
 যদি কহ—'ধ্যানে নাহি হয় ত উৎপত্তি ।
 সঙ্কীর্ণন-স্পর্শনাদিরূপা মনোবৃত্তি ॥
 কেবল শ্রীমুর্তে চিত্তবৃত্তির বিস্তার ।
 কীর্তনাতে ইচ্ছা হৈলে কি করি তাহার ? ॥
 উত্তর কহিয়ে শুন হৈয়া একমন— ।
 যাহাতে রসিক-চিত্ত হয় যেইজন ॥
 যাতে প্রীতি আর সুখ হয় সমুদয় ।

প্রিয়তম সে সাধন তাহারে নিশ্চয় ।
 সুষ্ঠু সেবা বরং সাধ্যরূপ সে তাহার ॥
 সাধুসকলের মত এই ত প্রকার ।
 সঙ্কীৰ্তন হৈতে ধ্যান সুখবিস্কিন ॥
 ধ্যান হৈতে সুখের মাধুরী সঙ্কীৰ্তন ॥
 পরম্পর সঘর্ষক-পরিপোষকত্ব ।
 অমুভব আমরা করিয়ে এই তত্ত্ব ॥
 সেইহেতু সঙ্কীৰ্তন ধ্যান এই দ্বয়ে ।
 একই কর্তব্য—মনঃপ্রীতি যাতে হয়ে ॥
 সঙ্কীৰ্তনে যেইমত সুখপ্রাপ্তি হয় ।
 ধ্যানেতেও সেই সুখ পায় সুনিশ্চয় ॥
 যেহেতুক এক বস্তু অভীষ্টতরের ।
 চিন্তে অমুভব দ্বারা ইচ্ছামুগারের ॥
 তার এক প্রাপ্ত্যে চিত্ত আসক্ত যাদের ।
 হয়ত উদ্ভব সুখ সব তাহাদের ॥
 যেন জ্বরোগেতে পীড়িত যার কায় ।
 শীতল অমৃততুল্য জল যদি পায় ॥
 মনে পান করিলেও বৈকল্য তুষার ।
 হাস পায়—তাহাতেও সুখ হয় তার ॥
 সেই সেই প্রিয়তম বস্তুর কীৰ্তনে ।
 সেইমত শাস্তি যদি শক্ত সে করণে ॥

যথা (বৃ: ভা: ২।৩।১৩১টাকা)—

নিবেত্ত দুঃখঃ সুখিনো ভবন্তি ॥ ইতি ।

মানসিক অধিলার্ঘ্য যে হয় উদ্ভব ।
 বাক্যশব্দেই সেইসব গ্রহণাসম্ভব ॥
 যত্ববিশেষেও যদি শক্ত হয় তায় ।
 তথাপি পরম গোপ্য অর্ঘঘটনায় ॥
 কোন অর্থ একাকীও স্বচ্ছন্দ কীৰ্তনে ।
 বিরলেও লজ্জা পান যত সাধুজনে ॥
 এইরূপ ধ্যানের করিয়া প্রশংসন ।
 নিজ পরম সম্মত যে নামকীৰ্তন ॥
 তার সর্কোৎকৃষ্ট হয় মাহাত্ম্যাতিশয় ।
 কহিতে লাগিলা তবে করি ক্রমাশ্রয়— ॥
 একাকিছে নিজ নপ্রদেশেতে নিশ্চয় ।
 ‘ধ্যান’ সিদ্ধ হয়—ইথে অন্তথা না হয় ॥
 নিজ নপ্রদেশেতে আর বহর সঙ্কেতে ।
 সিদ্ধ হয় ‘সঙ্কীৰ্তন’ সর্বত্র রঞ্জেতে ॥

বেদপুরাণাদিপাঠ স্তুতি কথা গীত ।
 কৃষ্ণের কীৰ্তন হয় বহুবিধ স্থিত ॥
 ভায় মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নামসঙ্কীৰ্তন ।
 শীঘ্র প্রেমসম্পত্তি-জননে শক্ত হয় ।
 অতএব শ্রেষ্ঠতম ‘নামসঙ্কীৰ্তন’ ॥

সুমুখ্য সাধন এইমত বিলক্ষণ ।
 আপনার হৃদে যেই কৃষ্ণনামামৃত ।
 প্রেমরসান্বাদনের ভঙ্গিপূর্বক কৃত ॥
 জিহ্বা দ্বারা অবিরাম করয়ে সেবন ।
 তার মাহাত্ম্য অতুল—কে করে জল্পন ? ॥
 যত্নপিহ সব কৃষ্ণনামের মহিমা ।
 সমান প্রত্যেকে, নাহি ন্যূনান্তি-গরিমা ॥
 তথাপি আপন প্রিয় নামে শীঘ্রতর ।
 স্বীয় অর্থসিদ্ধি সুখে হয় ত বিস্তর ॥
 এই স্পর্শমণিতেই কার্য সিদ্ধ পায় ।
 বহু স্পর্শমণি ব্যর্থ বহন তাহার ॥
 যেমত শ্রীরামনামপ্রিয় মহাশয় ।
 উদ্যাপতি কহিলেন এই বাক্যচয় ॥

তথা (পাদ্যোত্তরখণ্ড ৭২।৩৩৫)—

সহস্রনামভিল্যঃ রামনাম বরাননে ।
 কুচির বৈচিত্র্যেহেতু কোনো নামে কার ।
 কারো নামদ্বয়ে কারো নামদ্বয়ে আর ॥
 প্রিয়তা সকল নামে ক্রমেতে জন্মায় ।
 এমতে সকল নাম প্রিয়তম হয় ॥
 একেস্মিয়ে প্রাচুর্যে নামামৃত হয় ।
 নিজ মধুরসে সর্কোজিয়ে সে প্রাচুর্য ॥
 বর্ণময়-হেতু তার জিহ্বে মুখ্যোদয় ।
 বক্তৃশ্রোতৃগণের হর্ষদ সুনিশ্চয় ॥
 এইসবহেতু ধ্যান হইতে নিশ্চয় ।
 প্রাকুর শ্রীনামসঙ্কীৰ্তন শ্রেষ্ঠ হয় ।

তথাহি (বৃ: ভা: ২।৩।১৪৭)—

নামসঙ্কীৰ্তনঃ প্রোক্তঃ কৃষ্ণশ্চ প্রেমসম্পদি ।
 বলিষ্ঠঃ সাধনঃ শ্রেষ্ঠঃ পরমাকর্ষমন্ত্রবৎ ॥
 সর্কোৎকর্ষের অন্ত্যসীমাপ্রাপ্ত ফল ।
 সঙ্কীৰ্তন হৈতে হয় জানিহ নিশ্চল ॥
 কৃষ্ণের প্রেমসম্পদে নামসঙ্কীৰ্তন ।
 বলিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সাধন—নিশ্চিত কথন ॥
 পরমাকর্ষমন্ত্র তুল্য-প্রয়োজন ।
 দূরে হৈতে আকর্ষণা ঘটায় যেমন ॥
 সেইমত জানিহ শ্রীনামসঙ্কীৰ্তন ।
 শ্রীকৃষ্ণেরে বলদ্বারা করে আকর্ষণ ॥
 সাধনভক্তির যত আছেয়ে প্রকার ।
 সকলের প্রেমফল অভিপ্রোক্ত সার ॥
 নামসঙ্কীৰ্তনে প্রেম আবশ্যক হয় ।
 এহেতু কীৰ্তন—সাধনের ফল কয় ॥
 কৃষ্ণপ্রেমসম্পত্তি সুসম্পন্ন হইলে ।
 অবশ্য সর্বদা নামসঙ্কীৰ্তন মিলে ॥

নামসঙ্কীৰ্তনেতে রসিক যত জন ।
 কহে—সাধনের ফল ‘নামসঙ্কীৰ্তন’ ॥
 কৃষ্ণপ্রেমভরের যে উৎকৃষ্ট লক্ষণ ।
 কোন কোন রসজ্ঞ কহেন এ কথন ॥
 যেহেতুক প্রেমভরে ক্ষুণ্ণাভিকারণ ।
 ক্ষুরয়ে আপন ইষ্ট নামসঙ্কীৰ্তন ॥
 মেঘ বিনা বর্ষাকালে চাতকের গণ ।
 আভিস্বরে ‘প্রিয় প্রিয়’ করে আক্ৰোশন ॥
 চক্রবাকীগণ যেন বিরহে পতির ।
 স্বাত্তিকালে আভিনাদ করয়ে অস্থির ॥
 কুরঙ্গীবর্গও পতিবিরহিত হ’য়ে ।
 রাগে আক্ৰোশন আভিনাদেতে করয়ে ॥
 সেইমত আভির গোরবের কারণ ।
 নামসঙ্কীৰ্তন হয়, জানিহ লক্ষণ ॥
 ইথে পরম আভিতে সংযুক্ত হইয়া ।
 বিচিত্র মধুর গাথা প্রবন্ধ করিয়া ॥
 করিবেক শ্রীকৃষ্ণের নামসঙ্কীৰ্তন ।
 এই ত তাৎপর্য ইথে ব্যা করি মন ॥

যথা (বৃ: ভা: ২।৩।৩৭-টীকা)—

সিদ্ধান্ত লক্ষণঃ যৎ শ্রাব্য সাধনঃ সাধকত্ব তদিতি
 জায়ান্ ॥

বিচিত্রলীলারসের সাগর প্রভুর ।
 বিচিত্র প্রসাদ যদি হয় ত প্রচুর ॥
 সঙ্কীৰ্তন বিচিত্রমাধুরী সে ক্ষুরয়ে ।
 স্বীয় যত্নে কিছু নাহি সাধু সিদ্ধ হয়ে ॥
 যেই সদা করে কৃষ্ণনামসঙ্কীৰ্তন ।
 ভোগোন্মুখ-পাপ-ক্ষয় হয় ততক্ষণ ॥
 ইচ্ছাধীন-হেতু পুণ্য থাকয়ে তাহার ।
 যেকারণ স্তবফল তাহাতে প্রচার ॥
 সঙ্কীৰ্তন-উপাসকগণের ইচ্ছায় ।
 কর্ম থাকি আর নাশ—জানিহ সদায় ॥

যথোক্তঃ হরিভক্তিহৃদোন্ময়ে (৫।৬৩)—
 কৰ্মচক্রস্ত যৎ প্রোক্তমবিলজ্য্যং সুরাস্তরৈঃ ।
 মন্তজিপ্রবণৈর্গমৈর্ভৌরিকিদ্ধি লজ্জিতমেব তং ॥
 উপাসক-ব্যতিরিক্ত জন কদাচিত ।

নামসঙ্কীৰ্তন যদি করে সবিস্তিত ॥
 সব নাশ হয়, প্রারম্ভমাত্র থাকয়ে ।
 তা অবশ্য ভোগিবার—ভোগে যায় ক্ষয়ে ॥
 ‘উপাসক-ভরত আদির ভোগপরে ।
 কর্মক্ষয় দেখি ?’ তার শুদ্ধ উত্তরে— ॥

পরম-গভীর-ভাব যেই মহাশয় ।
 হরিনাম নিরন্তর সেবনে নিশ্চয় ॥
 তাঁহারও সুগোপ্য শ্রীভক্তি মহানিধি ।
 প্রকাশের ভয়ে ভক্তি করি বহুবিধি ॥
 হরিণবালক-পোষণাদি-ব্যবহারে ।
 দুঃসজাদি-দোষদুঃখ দেখান সবারে ॥
 পরম রহস্যরূপ কৃষ্ণভক্তি হয় ।
 তার আচ্ছাদন-হেতু তাদৃশ করয় ॥
 ‘সর্বলোকনিস্তারার্থ ভক্তিপ্রকাশন ।
 উচিৎ ?’ যত্নপি কহ, করহ শ্রবণ— ॥
 কেবল শ্রীহরিনাম করিলে কীৰ্তন ।
 শ্রীহরিচরণে ভক্ত হৈয়া সবজন ॥
 বিনাশিত-দুঃখ-দোষ যত্নপিহ হয় ।
 তথাপিহ কৃপাকুল কাহারো হয় ॥
 দুঃসজাদি-পরিহাররূপ সদাচার ।
 লোকে শিক্ষা দেন নিজে করিয়া প্রচার ॥
 নৃপতি ভরত, মূনি সৌভরি প্রভৃতি ।
 দুঃসজের দোষ দেখাইলেন আকৃতি ॥
 যুধিষ্ঠির-নল-আদি নৃপতি বিখ্যাত ।
 দুষ্ট-দ্যুত দোষ দেখাইলেন সাক্ষাত ॥
 নৃগ-আদি ব্রহ্মস্বের ভয় দেখাইলা ।
 বস্ত্রত সে মল হৈতে শুদ্ধ তাঁরা ছিল ॥

যদি কহ—‘বিষাকুল-হেতুক-কীৰ্তনে ।
 নিষ্ঠা নাহি হবে ?’ তবে করহ শ্রবণে— ॥
 সমুদায় জন্মিতেছে যে-ভক্তি-প্রভাব ।
 তাহাতে বিচার সব হৈতেছে সম্ভাব ॥
 সেহেতু । বস্মাতিবিশ্ব সকল নিশ্চয় ।
 অনায়াসে তুমি সব করিবে সে জয় ॥
 অন্তত্ব সর্বত্র নিরন্তর সর্বদায় ।
 আমরা তোমার অতি আছি সোহায় ॥
 শ্রীকৃষ্ণচক্রে মহা অঙ্ককম্পাচয় ।
 তোমাপ্রতি স্থিরতর আছে সমুদয় ॥
 করিয়াছি আমরা ত এ অবধারণ ।
 ব্যক্ত করি কহি, শুন তাহার কারণ— ॥
 তপোলোকবাসী পিপ্পলায়ন তোমায়ে ।
 কহিল সাক্ষাৎ-দর্শনের পরিহারে ॥
 চিস্তের দর্শন প্রাংশিল তাহে সব ।
 সাক্ষাৎ-দর্শন-ইচ্ছা নাহি গেল তব ॥

পিপ্পলায়নের বাক্য পূর্বের কথিত ।
 কহিছেন অনুবাদ করিয়া কিঞ্চিত— ॥
 নিবিড় সচ্চিদানন্দ সত্যের স্বরূপ ।
 শ্রীমদ্ভগবানের নিশ্চিত নিত্য রূপ ॥

ইন্দিয় সচ্চিদানন্দরূপযোগ্য বেই ।
 তাহার গ্রহণযোগ্য হয় রূপ সেই ॥
 তাঁহার কারুণ্যশক্তি দ্বারা কিবা আর ।
 সত্ত্বালক জ্ঞানশক্তি হইলে প্রচার ॥
 নেত্রেষ্যব্যাপারেতে তবে ত ঘটয়ে ।
 তাঁহার দর্শন শুদ্ধ মাংসচক্ষুদ্বয়ে ॥
 জ্ঞানচক্ষুদ্বারা ভগবানের দর্শন ।
 হৃদয়ের মধ্যদেশে জন্ময় যখন ॥
 এই অভিমান হয় মনেতে তখন— ।
 চক্ষুদ্বারা করিতেছি আমিহ দর্শন ॥
 সেই অভিমান হর্ষবুদ্ধি-নির্মিতক ।
 কৃষ্ণরূপাপ্রভাবের বিশেষ জ্ঞাপক ॥
 প্রভুর রূপাসমূহ-বলে কিবা আর ।
 ভক্তির প্রভাবে হয় দর্শন তাঁহার ॥
 এইহেতু পরিচ্ছন্ন চক্ষুর দ্বারায় ।
 সিদ্ধ হয়, কিন্তু তাহে আছে অন্তরায় ॥
 যখন শ্রীভগবান্ হন অন্তর্দ্বান ।
 নেত্রের দর্শন তবে হয় ব্যবধান ॥
 সর্বাঙ্গলাবণ্যাদিক গ্রহণপূর্বক ।
 মনেতে দর্শন হয় নির্বিঘ্নে সম্যক ॥
 কারুণ্যবিশেষ, ভক্তিপ্রভাবেতে আর ।
 এতৃহিতে যদি নহে দর্শন তাঁহার ॥
 তবে স্বয়ংপ্রকাশিত-দৈশ্বর-দর্শন ।
 মনেতেও সম্ভব না হয় কদাচন ॥
 যেহেতুক পরম স্বতন্ত্র মাংশয় ।
 মনোবৃত্তি সকলের না হন বিষয় ॥
 স্বয়ং মনস্বখাস্বক—সুখে বিরাজিত ।
 মনোধ্যানাদিপ্রকারে হৈলে উপাসিত ॥
 ঘনসুখ দেন ভক্তগণে সুনিশ্চয় ।
 ইত্যাদি পিঙ্গলায়ন-উক্ত বাক্য হয় ॥
 কিন্তু ধ্যানে দর্শন হইতে সমুদয় ।
 সাক্ষাদর্শনে ফলবিশেষ নিশ্চয় ॥
 কদমাত্রি-ধ্রুব-আদি সাধু ভক্তজন ।
 চক্ষুদ্বারা প্রভুর করিয়া বিলোকন ॥
 প্রভুর পাদদেশে অনেক পাইল ।
 সর্বত্র সাক্ষাৎ ইহা স্বেক্সণ করিল ॥
 ‘সমাধিবিশয়ে ব্রহ্মা পাইয়া দর্শন ।
 প্রসন্নতা প্রভুর পাইল ততক্ষণ ॥’
 কহিলা পিঙ্গলায়ন এই যে বচন ।
 তাহা ব্রহ্মা-প্রতি, নহে প্রায়িক কখন ॥
 নেত্রে দৃষ্টে সর্বাধিক ঘনসুখ পায় ।
 সাধ্য তাহা শ্রবণাদিভক্তির দ্বারায় ॥

অতএব ধ্যান ধারণাদি মানসিক ।
 ভক্তির সাক্ষাৎ-দৃষ্টি-ফল বিশেষিক ॥
 সব সাধনের হয় সৎফল নিশ্চয়— ।
 শ্রীমদ্ভগবানের সাক্ষাৎকারোদয় ॥
 তৎকালেতে ভগবানে প্রেম বুদ্ধি পায় ।
 তাহা হৈতে আমূলত মায়া নাশ যায় ॥
 ‘ভগবদ্বিশ্বতি—মূল-মায়া, সেপর্ধ্যস্ত ।
 মায়া নাশ পায়’—এই অর্থ জানো অন্ত ॥
 প্রভাদি প্রভুর দেখিয়াও হৃদয়ে ।
 নেত্রে দেখিবারে ইচ্ছা সর্বদা নিশ্চয়ে ॥
 ইহাই প্রমাণ—তথা-দর্শনানন্তর ।
 প্রেমভরবিশেষের লাভ শ্রেষ্ঠতর ॥
 কোন ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে ;
 চক্ষুদ্বয় নিম্নলিখিত হয় সে তাহাতে ॥
 ধ্যান সেই নহে, কিন্তু হর্ষতর সার ।
 অশ্রুক্ষণাদির মত প্রেমের বিকার ॥
 অতএব যেহেতুক ধ্যানের সমান ।
 ধ্যান কহে, যাথার্থ্যেতে নহে সেই ধ্যান ॥
 এইপ্রকারে প্রভুর যে সাক্ষাতকার ।
 পরমফলঃ তাঁর হইল বিস্তার ॥
 ধাক্ক সাক্ষাৎকার, ধ্যানের ন্যূনতা ।
 সর্গীর্জন হৈতে আছে, বর প্রকৃততা ॥
 পরোক্ষেতে ধ্যান, নহে প্রভুর সাক্ষাতে ।
 পরোক্ষাপরোক্ষে যুক্ত সর্গীর্জন যাতে ॥
 যথা রাসকীড়ায়াম্ (ভাঃ ১০।৩০।৭)—
 গায়ন্তান্তঃ তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিবেজুরিতি ।
 বিজুপূর্ণাণ চ (৫।১৩।৫১)—
 কৃষ্ণঃ শব্দজন্মসং কোমুদীকুমুদাকরম্ ।
 জগৌ গোপীজনধ্বকং কৃষ্ণনাম পুনঃপুনঃ ॥
 পরোক্ষে কর্তনং গোপীগীতানো—
 (ভাঃ ১০।৩১।১)—
 জয়তি তেহরিকমিতাদিকং প্রসিদ্ধমেব ॥
 শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর-প্রভু-শ্রীযুক্ত-শ্রীনাম ।
 তাঁহার শ্রীমুষ্টি হৈতে অতি প্রিয়ধাম ॥
 অধিকারী অনধিকারী নাহি বিচারি ।
 উচ্চারণমাত্র জগতের হিতকারি ॥
 জিহ্বাগ্রে উচ্চাধা-হেতু সুখোপাস্ত হয় ।
 সরস সচ্চিদানন্দ নিত্য রসময় ॥
 নামের সমান নাম—নিরূপম তাঁর ;
 নমস্কার তাঁহারে করিয়ে সর্বদায় ॥

উক্তভায়হেতু আর শিবাজ্ঞা মানিয়া ।
 মুক্তিপদ হৈতে বাহ সত্ত্ব করিয়া ॥
 কৃষ্ণপ্রিয়তমা-শ্রীমদ্ভূতামণ্ডলে ।
 যাইব তোমারে লইয়া ত কুতূহলে ॥
 পার্শ্বদগণের এইসকল বচন ।
 শ্রবণ-কর্ণ-রসায়ন করিয়া শ্রবণ ॥
 প্রমোদভারেতে পূর্ণ হইয়া তখন ।
 পার্শ্বদগণেরে করিলাম শ্রবণন ॥
 শিবা আর শিবে তবে অষ্টাঙ্গ হইয়া ।
 প্রণমিলুঁ সবাকারে আদর করিয়া ॥

তৎকালে পার্শ্বদগণ নীত্র হইলেন ।
 এই ব্রজভূমি মম প্রাপ্তা করিলেন ॥
 আমার হইল তাহে অত্যন্ত বিস্ময় ।
 মুগ্ধবুদ্ধি হইলাম—না করি নিশ্চয় ॥
 করিতেছিলাম অষ্টাঙ্গেতে নমস্কার ।
 চক্ষুর নিমেষে আইলাম এধাকার ॥
 তৃতীয়-অধ্যায়-কথা হৈল সমাপন ।
 নমস্করি শ্রীল সনাতনের চরণ ॥
 অষ্টাঙ্গে প্রণমি শ্রীশঙ্করপদারবিন্দ ।
 তাহে তত্ত্বিরস মাগে শ্রীজয়গোবিন্দ ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোক-মাহাত্ম্য-ধণ্ডে
 ভজন-নামা তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥

চতুর্থ অধ্যায়

তুর্থে কৈকুট-তৎসাসিকপাদেস্তত্ত্বচ্যুতে ।
 প্রতিমামহিমাশ্রুত্বৈবোধ্যাতো দ্বারকাগমঃ ॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্ত গুণধাম ।
 জয়জয় শ্রীমদ্বিত্যানন্দরাম ॥
 শ্রীঅম্বিতন্ত্র-পদে নমস্কার ।
 যাঁহা হৈতে শ্রীচৈতন্ত অবতার ॥
 শ্রীচৈতন্তপ্রিয় শ্রীচন্দ্রশেখর ।
 আচার্য্য সকল-ভক্তি-তত্ত্বধর ॥
 তাঁর বংশোদ্ভব সর্বগুণময় ।
 প্রৌঢ় শ্রীকৃষ্ণপ্রাণ মহাশয় ॥
 গোস্বামী সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণবতার ।
 শ্রীসচ্চিদানন্দময় দেহ বার ॥
 মম প্রভু তিঁহ কক্শা করিয়া ।
 মূঢ়ে উদ্ধারিলা পদরজ দিয়া ॥
 কোটি-কোটি শ্রীচরণে নমস্কার ।
 ত্রিভুবনে মম গতি নাহি আর ॥
 শুন তত্ত্বগণ । হৈয়া একমত ॥
 চতুর্থ-অধ্যায়-কথা রসায়ন ॥

শ্রীগোপকুমার কহেন তখন—
 অন্তঃপর বিপ্র । শুনহ কখন ॥
 একাকী এথার করিতে ভ্রমণ ।
 দেখিলাম বৃন্দাবনের শোভন ॥
 ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বাহিরে প্রস্থানে ।
 হেন শোভা না দেখিলুঁ কোনস্থানে ॥
 এহেতু প্রমোদী হৈয়া বহুতর ।
 বনমধ্যে বাস করি নিরন্তর ॥
 পার্শ্বদোক্ত বৈকুণ্ঠলোক-সাধন ।
 মুগ্ধমত সব কৈল বিস্ময়ণ ॥
 ক্রীড়ায় অরণ্যক্রমেতে গমন ।
 শ্রীমদ্ভূতপুরে করিয়া তখন ॥
 মাথুরব্রাহ্মণমুখে ভাগবত ।
 আদি ভক্তিশাস্ত্র শুনিলাম যত ॥
 তাহে নববিধ তত্ত্ব-সমুদয় ।
 সাধ্য-সাধনাদিকল্প সেই হয় ॥

অল্পকূল প্রতিকূল হেয় আর ।
উপদেশে আদি বিবেচনা সার ॥
জানিয়া বিশেষে আমি এই বনে ।
করিলাম সেইক্ষণে আগমনে ॥
এইস্থানে তবে সহসা সম্মরে ।
দেখিলাম নিজ শ্রীমঙ্গুরুবরে ॥
এই ব্রজে বিরাজিত পূর্বমত ।
হর্ষাশ্রিত দেখি আমারে প্রণত ॥
আশীর্বাদসহ করি আলিঙ্গন ।
অতিক্রপা কৈলা সর্বজ্ঞ তখন ॥
পরম ব্রহ্ম ভক্তিতত্ত্ব যত ।
উপদেশ করিলেন বিস্তারতঃ ॥
মহাগুঢ় ভক্তিতত্ত্বপ্রকাশক ।
তাহার প্রসাদ পাইয়া সম্যক্ ॥
নিত্য ভক্তিযোগ আমি সাধিবারে ।
প্রবৃত্ত হইলুঁ আজ্ঞা-অনুসারে ॥
বিশেষে জন্মিল শীঘ্র প্রেমপূব ।
তাহাতে বিবশ হইয়া প্রচুর ॥
পূজাদিক কিছু নারি করিবারে ।
কেবল কীৰ্ত্তন করিয়ে তাঁহারে ॥

কংকীৰ্ত্তনং যথা (বৃঃ ভাঃ ২।৪।৭)—

শ্রীকৃষ্ণ গোপাল হরে মুকুন্দ,
গোবিন্দ হে নন্দকিশোর কৃষ্ণ ।
হা শ্রীশোভাতনয় প্রসাদ,
শ্রীবল্লবীজীবন রাধিকেশ ॥

এইমতে করি সুস্বরেতে গান ।
করিয়ে তাঁহারে বহুত আস্থান ॥
'কোথা আছ ওহে ব্রজেশ্বরনন্দন ! ।
দেখা দিয়া মম রাখহ জীবন ॥'
ইহা বলি প্রকর্ণিতে নাচি ক্ষণে ।
ক্ষণে উচ্চস্বরে করিয়ে বোধনে ॥
দেহদৈহিকাদি সকল আপন ।
উন্মত্তের মত হৈলুঁ বিস্ময়ণ ॥
যথা-অভিলাষ আমি ইতস্তত ।
ভ্রমণ করিয়ে মাত্র বাহ্যহত ॥

একদিন নিজ প্রাণনাথে যেন ।
দেখিলুঁ অগ্রেতে দাঁড়িয়া আছেন ॥
ধায়া ধরিবারে হৈয়া মোহগত ।
পড়িলাম প্রেমে বিহবল তাবত ॥
সে পার্শ্বদগণ আসিয়া আবারে ।
শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে লৈয়া যাইবারে ॥

করাইল বিমানেন্তে আরোহণ ।
আমি উঠি তবে প্রসারি নয়ন ॥
সর্ব স্থানাদিক অত্যাশা দেখিয়া ।
নিজ প্রিয় ব্রজভূমি না হেরিয়া ॥
বিস্মিত হইয়া স্তম্ভ হইলাম ।
আপনার পার্শ্বে তবে দেখিলাম ॥
পূর্বপর্যন্ত পার্শ্বদেব গণ ।
ধারা মম প্রিয় কৈল আচরণ ॥
মহাতেজস্বী শ্রীস্বর্গাদিক যত ।
তাঁহাদের তেজে হরেন নিম্নত ॥
যোগ্য শ্রেষ্ঠ ভূপম যে বিমান ।
তাহে আরোহিত সুশোভিতমান ॥
সম্মেতে করিলাম প্রণমন ।
কৃপায় তাঁহারা দিলা আলিঙ্গন ॥
মুহমুহ বহু করি আশ্বাসন ।
দেখাইয়া শতশত যুক্তিগণ ॥
চতুর্ভুজাদিকযুক্ত রূপ ঘেই ।
আমারে দিবারে ইচ্ছিলেন গেই ॥
করিলাম আমি তাহা অস্বীকার ।
গোবর্দ্ধনভব বপু রাশি আর ॥
তাঁদের প্রভাবে হইল প্রাণণ ।
ঔগ-কাস্ত্যাদিক ভাদৃশ তখন ॥
তবে দুর্বিতর্ক পথ যেই হয় ।

পরম আনন্দযুক্ত সুনিশ্চয় ॥
জগতের বিলক্ষণাসাধারণ ।
সু-উৎকৃষ্টতর—না হয় বর্ণন ॥
সে পথে পার্শ্বদগণের সহিত ।
শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমনে বিনীত ॥
স্বর্গাদিক লোকে বাহে আর ভার ।
অষ্ট-আবরণ সর্বতঃপ্রকার ॥
মুক্তিপথে আরোহণের সময়ে ।
মানিলাম পূর্বে শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে ॥
এক্ষণে সে-সবে করি দৃষ্টিপাত ।
তুচ্ছ-জ্ঞানে লজ্জা হইল সে জাত ॥
'মুক্তি অতি তুচ্ছ' হৈল তবে জ্ঞান ।
অতিশয় ঘৃণা হৈয়া অবধান ॥
তবে ইন্দ্র-আদি লোকপাল যত ।
অঞ্জলি মস্তকে ধরিয়া সংযত ॥
উর্দ্ধমুখে অতি বেগেতে তখন ।
পুষ্প-লাজ-আদি করিয়া বর্ষণ ॥
লাগিলেন সবে পূজা করিবারে ।
জয়শব্দে স্তব করেন আমারে ॥

যেই যেই-স্থানে করিয়ে গমন ।
 সেই ত পদের অধিকারিগণ ॥
 স্তবপ্রণামাদি করে আচরণ ।
 বহুতর আর করয়ে পূজন ॥
 অগ্রে মুক্তিপদ হইল দর্শন ।
 করিলাম তুচ্ছরূপে আলোচন ॥
 তবে সেই মুক্তিপদের উপরে ।
 পাইলুঁ শ্রীশিবলোক ততঃপরে ॥
 সেইস্থানে শিবে উমার সহিতে ।
 হর্ষে করিলাম প্রণাম বিহিতে ॥
 তাঁর প্রেমাদর স্মিষ্টবচনে ।
 হইলাম আমি আনন্দিত মনে ॥
 তবে শ্রীবৈকুণ্ঠে করিঁ গমন ।
 না যার মহিমা জানে বাক্যমন ॥
 কহিলা আমারে পার্শ্বদেব গণ—
 বহির্দেশে তুমি থাক এককণ ॥
 শ্রীবৈকুণ্ঠে স্থরে করি বিজ্ঞাপন ।
 করিব পুরীর মধ্যে প্রবেশন ॥
 অদৃষ্ট অশ্রুত আশ্চর্য্য যে সব ।
 তার সমুদ্রের তরঙ্গ-বিভব ॥
 সুস্থির হইয়া করহ গণনে ।
 কৃষ্ণভক্তিদীপ্তিযুক্ত দুনয়নে ॥
 এত কহি সেই পার্শ্বদেব গণ ।
 পুরের মধ্যেতে কৈলা প্রবেশন ॥
 দেখিলাম একজনে সেইক্ষেণে ।
 শ্রীবৈকুণ্ঠমধ্যে করে প্রবেশনে ॥
 শত ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বৰ্য্যে অধিত ।
 এমত বিমানে আছে আরোহিত ॥
 গীত-সঙ্কীৰ্ত্তন-সহিত বিনয়ে ।
 হর্ষেতে আবিষ্ট আছে অতিশয়ে ॥
 শ্রামবর্ণ-অবয়ব-অলঙ্কারে ।
 প্রভুর সদৃশ দেখিয়া তাঁহারে ॥
 মানি হরি—করি তাঁরে নমস্কার ।
 'পাহি নাথ ।' কহিলাম বহুবার ॥
 এত শুনি তিঁহ কর্ণ আচ্ছাদিয়া ।
 কহিলেন সঙ্কেতেতে নিবারিয়া ॥
 'দাসোহস্মি দাসোহস্মি দাসদাসোহস্মীতি ।'
 কহি পুরমধ্যে করিলা প্রস্থিতি ॥
 পুন তাঁহা হৈতে বৈভবে মহত ।
 একজন হইলেন সমাগত ॥
 তাঁরে দেখি আমি সৎপা মানিল ।
 'জগদীশ ঐহ' নিশ্চয় জানিল ॥

'লীলায় কোথায় করিলা গমনে ।
 আগমন পুরে করিলা এক্ষণে ॥'
 এত ভাবি প্রণমিলাম স্তম্বে ।
 স্তুতিবাদ বহু করিলাম ক্রমে ॥
 সেহ পূর্বমূল স-স্নেহে কহিয়া ।
 গেলেন পুরেতে প্রবেশ করিয়া ॥
 কেহ বা একল কেহ বা যুগলে ।
 কেহ বা একত্রে বাধিয়াছে দলে ॥
 পূর্বপূর্বাধিক-শ্রীযুক্তাতিশয় ।
 পুরের মধ্যেতে প্রবেশ করয় ॥
 তাঁহাদিগে দেখি-দেখি পূর্বমত ।
 নমস্কার স্তব করি সস্তমতঃ ॥
 স্নেহযুক্ত-বাক্যমূর্তে নিবারণ ॥
 করি করিলেন পুরে প্রবেশন ॥
 তার মধ্যে কেহ স্বসেবা-সম্বন্ধি ।
 সামগ্রী গ্রহণ করি পরিসন্ধি ॥
 অগ্রে ধায় ছত্রেচামরাদি লৈয়া ।
 কেহ ভক্তিসুধারসে মত্ত হৈয়া ॥
 উক্তপ্রকারেতে আপন-আপন ॥
 করণীয় সেবা যাহার যে হন ॥
 তাহে ব্যগ্র অন্তঃকরণ প্রভৃতি ।
 ইন্দ্ৰিয়সকল যাদের প্রকৃতি ॥
 বিচিত্র-ভঞ্জন-আনন্দ-প্রভব ।
 বিনোদাতিশয়ে বিভূষিত সব ॥
 ভ্রূষার ভূষণ সকল অঙ্গেতে ।
 নিজপ্রস্তুবরোচিত সকলেতে ॥
 শ্রাম চতুর্ভূজ লাবণ্যপূরিত ।
 সৌন্দর্যাতিশয় কাম উর্করিত ॥
 প্রণাম স্তবন নর্দন কীৰ্ত্তন ।
 বিচিত্র চেষ্টিত করে সর্বজন ॥
 লক্ষ্মীপতি যেই চক্রেবর্জিত্যয় ।
 মহালীলাকৌতুকাদি বিস্তারয় ॥
 সে ভগবানের পাদ-পদ্মবর ।
 দেখিবার লাগি বাঞ্ছা ত সবার ॥
 কেহ বা বৈকুণ্ঠনাথ-সেবাকার ।
 সহপুত্রকলত্রাদি পরিবার ॥
 চত্রেচামরাস্ত্র আর ত বাহন ।
 পরিচ্ছদ-সহ কোন কোন জন ॥
 কেহ নিজ পরিচ্ছদ পরিবার ।
 পুরীর বাহিরে রাখিয়া বিস্তার ॥
 কেহ বা আপন পরিষ্কর যত ।
 আপনাতে লীন করি বিশেষত ॥

অকিঞ্চনমত একাকী হইয়া।
 ধ্যানরসে মন নিমগ্ন করিয়া ॥
 পশু-পক্ষি-বৃক্ষ-প্রভৃতি আকার।
 কেহ ধরি-ধরি পুনঃপুনর্বার ॥
 বিচিত্র ভূষণ আহার বিহার।
 মনোহরতর ধারণ কাহার ॥
 কেহ নর-বানরাদি দৈত্য দেব।
 ঋষি বর্ণাশ্রমাচার-দীক্ষাসেব ॥
 ইন্দ্রচন্দ্রাদির সম কোনজন।
 ত্রিনয়ন কেহ বা চতুর্নয়ন ॥
 চতুরষ্টভুজ সহস্রবদন।
 পুরীর মধ্যেতে করে প্রবেশন ॥
 ইন্দ্রচন্দ্রাদিক যতেক আকার।
 শ্রীভগবানের নহে অবতার ॥
 রূপসাম্যমাত্রে তাহার সমান।
 বৈকুণ্ঠবাসির হইল আখ্যান ॥
 বৈকুণ্ঠে সচ্চিদানন্দদেহ সব।
 নরাদি আকার হয় অসম্ভব ॥
 তথাপি প্রভুর হর্ষের কারণ।
 বিচিত্র শরীর করেন ধারণ ॥
 এসব পরম বৈচিত্রী-কারণ।
 অগ্রে নারদোক্তে হইবে কথন ॥
 'বানরাদি-দেহ সৌন্দর্য্যবিরহ-।
 যুক্ত তথা নহে ?' হেন নাহি কহ
 কৃষ্ণভক্তিরসাস্বাদবান্গণে।
 কি বা না সুন্দর হয়ত দর্শনে ? ॥
 মায়িক সকল বস্তুর অতীত।
 বৈকুণ্ঠনিবাসিগণ সুনিশ্চিত ॥
 বৈকুণ্ঠলোকের, তার নায়কের।
 প্রপঞ্চাতিরিক্ত-মাহাত্ম্যার্পকের ॥
 প্রপঞ্চাস্তর্গত-দৃষ্টান্তে কহিতে।
 শক্য উপযুক্ত না হয় নিশ্চিত ॥
 তথাপি তোমার প্রপঞ্চাস্তর্গত।
 দ্রব্যদৃষ্টে চিত্ত আছে অভিমত ॥
 অতএব সে দৃষ্টান্ত-সমুদয়ে।
 সুখেতে প্রবোধ দিবার আশয়ে ॥
 ওহে দ্বিজ ! কহি সেইমত করি।
 কমা কর সেই অপরাধ হরি ! ॥
 বৈকুণ্ঠনিবাসিগণে নিরন্তর।
 সমতা সবার হয় পরস্পর।
 অল্প-বৈভবাদি-প্রকটকারণ।
 ভারতম্য পুন হয় ত লক্ষণ ॥

কিন্তু তথাপিহ বিরোধ কাহার।
 নাহি আছে তত্র, কহিলাম সার ॥
 মাৎসর্য্য অনুরা স্পর্ধা তিরস্কার।
 দোষ নাহি তথা-মধ্যেতে কাহার ॥
 সহস্রহস্ত স্বাভাবিক গুণ।
 নিত্য সত্য আছে তাঁহাদের পুন ॥
 প্রপঞ্চাস্তর্গত-ভোগপরায়ণ।
 বিষয়িসকল আছয়ে যেমন ॥
 সেইমত বহির্দৃষ্টির দ্বারায়।
 শ্রীবৈকুণ্ঠবাসিগণেই দেখায় ॥
 কিন্তু নিরন্তর তাঁদের চরণ।
 মুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ করেন সেবন ॥
 নির্বিকারতার প্রান্তরীমা তাঁরা।
 পায়্যাছেন প্রভু-গীলা-অমুসারা ॥
 ই-যুক্ত প্রভুর সন্তোষকারণ।
 বিচিত্র রূপাদি করেন ধারণ ॥
 এইহেতু বৈকুণ্ঠবাসিগণ।
 ব্রহ্মধনজন্ত একরূপ হন ॥
 শ্রীভগবানের লীলা-অমুসারে।
 হয়েন তাঁহারা পৃথক প্রকারে ॥
 বিমানসংহ-সহ সেই স্থান।
 তত্রস্থিত সব এইমত জান ॥
 কদাচিত স্বর্ণরত্নাদিকময়।
 ধাম বিমানাদি প্রভীতি সে হয় ॥
 ঘনীভূত চন্দ্রজ্যোৎস্না-কণ্ঠিনতা-।
 সমান প্রবোধ হয় কখন তা ॥
 কথঞ্চিৎ সে স্থানের কল্মষার।
 প্রভাবে বিশেষ জ্ঞান হয় তার ॥
 অগ্রথা তাঁদের রূপের গ্রহণ।
 মানসের শক্তি নহে কদাচন ॥
 বিনা নিজ সদা নিষ্ঠা অমুভব।
 বুঝিবারে কেহ না হয় প্রভব ॥
 অন্যাসে 'এইমাত্র' নিরূপণ।
 করিবারে শক্ত হয় কোনজন ॥
 ব্রহ্মমুভবেতে সুখ যেই হয়।
 বৈকুণ্ঠাদি-দর্শনেতে সমুদয় ॥
 সুন্দর তুচ্ছতা পাইয়া আপনি।
 লজ্জাতে বিরাম পায় সে তখন ॥
 আত্মারাম পূর্ণকাম জনচ ॥
 সর্কাপেক্ষা হৈতে বিবর্জিত হয় ॥
 বৈষ্ণবের সঙ্গ-হেতু সারাসার-।
 বিচার সকল পাইয়া প্রচার ॥

আশ্রামাদি ব্রহ্মস্থ যত ।
 যাহে আছে অল্পভূত অবগত ॥
 সব ত্যজি ভক্তিমাৰ্গে সৰ্বক্ষণ ।
 প্রবেশ করেন তাঁরা যেকারণ ॥
 সেহেতু তথায় গিয়া সে আমার ।
 হৈল নিশ্চয়েতে অমৃত তার ॥
 পুরীতে গমন আর নিঃসরণ- ।
 পরাম্ভ দেখি সেবকের গণ ॥
 মনে চিন্তি—‘যার সেবক ঈদৃশ ।
 সে প্রভুরা পুন হইবেন কীদৃশ ?’
 এইমত হর্ষ-প্রহর্ষ-আখ্যানে ।
 পুরীদ্বারে বসি আছি বর্তমানে ॥
 আসিয়া বেগেতে পার্শ্বদের গণ ।
 পুরীমধ্যে করাইল প্রবেশন ॥
 অদ্ভুত হইতে অদ্ভুত যে সব ।
 তথায় হইল দৃষ্টির প্রভব ॥
 দ্বিপহাদ্বিকালে সহস্রবদন ।
 বলিতে নহেন ক্ষম কদাচন ॥
 দ্বারে-দ্বারে দ্বারপালগণ নীয়া ।
 নিজনিজাধ্যক্ষে জ্ঞাপন করিয়া ॥
 প্রবেশ করান লইয়া আমারে ।
 এইমতে যাই প্রত্যেক সে দ্বারে ॥
 সেই-সেই-দ্বারে অধ্যক্ষ যে হয় ।
 যত দ্বারিগণ তারে প্রণময় ॥
 দেখি তারে তারে আমি সে নিশ্চয় ।
 মানিলাম এই ‘জগদীশ হয়’ ॥
 পূর্বমত সন্ত্যাবেশেতে তাঁরে ।
 প্রণাম-স্ববন করি বারেবারে ।
 তদনন্তরে সে পার্শ্বদের গণ ।
 স্বভাবেতে অতি স্নিগ্ধ তাঁরা হন ॥
 অসাধারণ সে প্রভুর লক্ষণ ।
 করিলেন আমারে ত বিজ্ঞাপন ॥
 ‘প্রণামানন্তর আপন নয়নে ।
 রাখিয়া প্রভুর বৃগলচরণে ॥
 একপার্শ্বে থাকি—হইয়া নিশ্চল ।
 স্তব করা—বাকি অঞ্জলি প্রবল ॥’
 এইসব রীতি পার্শ্বদের গণ ।
 শিক্ষা দিলা করি করুণালক্ষণ ॥
 মহামহা-চিত্র-বিচিত্র-রচিত ।
 গৃহ দ্বার সব প্রকোষ্ঠ সে যত ॥
 ক্রমেক্রমে সব করিয়া লক্ষন ।
 আতবেগে তবে করিয়া গমন ॥

পরম উত্তম এক অন্তঃপুরে ।
 তাহে অতিশয় শোভিত প্রচুরে ॥
 পাইলাম এক মন্দির উত্তম ।
 চতুর্দিকে বহু মন্দির সুষম ॥
 পরম-মহত্তা-সমূহে বিশিষ্ট ।
 কোটি-স্বর্ঘ্য-চন্দ্র-তুলা-কাস্তি-নিষ্ঠ ॥
 মনোনয়নের বৃত্তি চুরি করে ।
 অত্র প্রবৃত্তি আর নাহি ধরে ॥
 তার মধ্যে রত্নশ্রেষ্ঠশ্রেণীযুত ।
 স্বর্ণসিংহাসন বিরাজে অদ্ভুত ॥
 তারোপরে হংসতুলিকা সুন্দর ।
 অতিশুকোমলা নিখিলা বিস্তর ॥
 তাহে চন্দ্রাকৃত মৃদু উপাদান ।
 বাসকক্ষতলে করিয়া আদান ॥
 সুষে উপবিষ্ট শ্রীমদ্ভগবান্ ।
 শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বিরাজিতমান ॥
 দূরেহৈতে অগ্রে করিলু দর্শন ।
 নবযৌবনেশ—নিত্য সম হন ॥
 সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় অজকাস্তি ।
 নবমেঘ-শোভা হরে যে অশ্রাস্তি ॥
 দীপ্তিময় স্বর্ণ রত্নে বিরচিত ॥
 কিরীটাদি অলঙ্কারে বিভূষিত ॥
 বনমালা পীতাম্বর পরিধান ।
 ভূষণের ভূষা অজ শোভমান ॥
 চতুর্ভূজল কিবা বলসযে ।
 কঙ্কণ-অঙ্গদে বিভূষিত হয়ে ॥
 পীতপটবস্ত্রদ্বয়েতে সেবিত ।
 চাক্র কুণ্ডলেতে কপোল শোভিত ॥
 পীনবক্ষঃস্থলে কোমলভাতরণ ।
 কঙ্কণে ধৃত মুক্তাবলিগণ ॥
 মুখচন্দ্র স্নিত-অমৃতে সহিত ।
 নেত্রপদ্ম দৃষ্টিভঙ্গ্যে উল্লসিত ॥
 ক্রপাতরোত্তত শ্রেষ্ঠ ভুরুদ্বয় ।
 নত ধনুকের আকার নাচয় ॥
 নিজ বামপার্শ্বে মহালক্ষ্মী স্থিতা ।
 আশ্রয়োগ্যা—সদা উপহারহিতা ॥
 তিঁহু দিতেছেন তাহুল উত্তমে ।
 লইয়া রাখেন লীলায় বিভ্রমে ॥
 সে তাহুলরাগে অরুণিতত্তর ।
 হইয়াছে কিবা শোভা বিদ্যাদর ॥
 কুন্দপুষ্প জিনি অতি সুনির্মল ।
 দম্পপংক্তিদ্বয় শোভয়ে বিরল ॥

তাহার দীপ্তিতে হয় সুপ্রকাশ ।
উজ্জল স্নানর মুখে ক্রীড়াহাস ॥
কৌশলের উক্তিভঙ্গির দ্বারায় ।
আকর্ষণে ভক্তগণচিত্ত তায় ॥
ধরণী-নাগিকা যে দ্বিতীয় প্রিয়া ।
করে পতঙ্গা হি ধারণ করিয়া ॥
কটাক্ষভঙ্গির দ্বারায় তখন ।
বারম্বার যত্নে করেন সেবন ॥
সুদর্শন-গদা-শঙ্খাদি যে সব ।
মূর্ত্তিমান শিরে চিহ্ন প্রভব ॥
চতুর্দিকে সবে করয়ে সেবন ।
জ্ঞতি নতি অতি বিনাতলক্ষণ ॥
ভক্তিতে সেবয়ে সেবকের গণ ।
প্রভুর সমান আকারাদি হন ॥
চামর-ব্যজন-পাদুকা দি যাহা ।
শ্রীবিশিষ্ট পরিচ্ছদগণ তাহা ॥
করেতে করিয়া আছে দাঁড়াইয়া ।
চতুর্দিকে সব আবৃত হইয়া ॥
শেষ-খগরাজ-বিষকসেন-আদি ।
পার্বদবর্গে যে মুখ্য অমুবাদি ॥

তথা চাষ্টমস্কন্ধে (ভাঃ চাঃ ১১।১৬।১৭)—

নন্দঃ স্নানকোষত্বে জয়ো বিজয়ঃ স্তবলোবলঃ ।
কুমুদঃ কুমুদাক্ষচ বিলকসেনঃ পতত্রিবাট ।
জয়ন্তঃ ঐশ্বর্যবশ পুষ্পদন্তোহথ সাহকঃ ॥ ইতি ।

এইসব যত গণাধক্ষগণ ।
ভক্তিতে আনত হই সর্বক্ষণ ॥
যন্তকে অঞ্জলি করিয়া ত সবে ।
প্রভুর অগ্রেতে দাঁড়াইয়া তবে ॥
নানাবিধ চিত্র বিচিত্র বচনে ।
করেন প্রভুর সকলে স্তবনে ॥
নারদ করেন অদ্ভুত নর্ত্তন ।
বীণাগীত-আদি ভক্তি প্রকটন ॥
সে চাতুরী শুনি লক্ষী ধরণীর ।
সহিত হাসেন উচ্চে কভু স্থির ॥
স্বভক্তে যাহার নিজ শ্রীচরণে ।
চিস্ত আছে প্রসারণ-সমর্পণে ॥
তাদের আনন্দবিশেষ-বর্দ্ধন- ।
হেতু কভু নিজ যুগ্ম শ্রীচরণ ॥
প্রসারণান্তর করি সমর্পণ ।
অদ্ভুত বিলাস করেন কখন ॥

এপ্রকার করি প্রভুরে দর্শন ।
আনন্দভারেতে হৈয়া মগ্ন-মন ॥
ঘোরে লৈয়া গেলা যে পার্বদগণ ।
ঐহাদের শিক্ষা করি বিস্মরণ ॥
'হে গোপাল হে জীবিত ! মম' এই ।
বাক্য বারম্বার বলি তথাতেই ॥
আমি করিবারে তাঁরে আলিঙ্গন ।
ধাইলাম বাহু করি প্রসারণ ॥
পৃষ্ঠস্থিত সেই বিজয়বরণ ।
ধরিলেন আমা-দীনেরে তখন ॥
করিয়া অত্যন্ত বিনয় বিস্মৃত ।
হইলাম অতি প্রেমে বশীকৃত ॥
অতিশয় মোহ প্রাপ্ত হইলাম ।
শ্রীভগবানের অগ্রে পড়িলাম ॥

তবে সে পার্বদগণ বলে উঠাইলা ।
বহুক্ষেণে প্রণয়েতে বোধ জন্মাইলা ॥
দর্শনের বিষয়কারী নেত্রে অশ্রু ছিল ।
তাহা যাজ্ঞি আমি নেত্রে প্রকাশ করিল ॥
তবে ত দয়ালুশ্রেষ্ঠ স্নেহে বিলক্ষণ ।
গম্ভীর-মৃদু-স্বরেতে বলিলা বচন— ॥
সুস্থ হও শীঘ্র আস্তো হে বৎস ! এখন ;
সম্মাদি ভ্যজ, মিলি কর আলাপন ॥

এতেক শুনিয়া আনন্দের অন্ত্য সীমা ।
পাইলাম যাহা হৈতে নাহিক গরিমা ॥
মহোন্মাদগ্রস্ততায় নৃত্য বারম্বার ।
করিয়া পতিত হইলাম পুনরবার ॥
সে পার্বদগণ বহুপ্রয়াসের দ্বারে ।
দৈর্ঘ্য আর বোধযুক্ত করিলা আমারে ॥
করিতে সুস্থতা ধরি অতিথি-বিধান ।
কহিলেন পরম দয়ালু ভগবান— ॥
স্বাগতঃ স্বাগতঃ বৎস ! মঙ্গল মঙ্গল ।
তব দর্শনার্থে ছিল উৎকণ্ঠা প্রবল ॥
এইক্ষেণে তোমাসহ হইল মিলন ।
তনহ বিস্তারি কাহি উৎকণ্ঠাকারণ— ॥
হে অঙ্গ হে সখ্যে । বহুজন্ম গোয়াইলা ।
আভিমুখ্য আমাতে কিছুই না করিলা ॥
এই এই বর্ত্তমান জন্মে এইজন ।
আমাতে উন্মুখ হইবেক সহ-মন ॥
অত্যন্ত তোমার এইপ্রকার আশায় ।
বহুকাল নর্ষিত আছিমে অঙ্গপ্রায় ॥
মদ্যমকৌন্তন-আদি ছল কোনো এক ।
কিঞ্চিৎ না পাইলাম দেখিয়া প্রত্যেক ॥

বাহা দ্বারা স্বয়ং ত নির্বন্ধ পুরাতন ।
পালিয়া বৈকুণ্ঠে তোমা করি আনয়ন ॥
আমাতে উপেক্ষারূপ অরূপা দেখিয়া ।
বান্ধ আমি অল্পগ্রহে কাতর হইয়া ॥
অনাদি-নিবন্ধ সেতু করি উন্নয়ন ।
নিজপ্রিয়তম যেই শ্রীমদগোবর্দ্ধন ॥
তাহাতে তোমার এই জন্ম করাইলুঁ ।
জয়দ্বাখ্য তব গুরু আপনি হইলুঁ ॥
ইথে করিলাম বহু তব উপকার ।
বাহ্য চিরকালের পুরাহ সে আমার ॥
তোমার আমার সুখ করিয়া বিস্তার ।
কর বাস বৈকুণ্ঠে স্থস্থিরে অনিবার ॥

কহিলা যে নারায়ণ এতেক বচন ।
তাহার তাৎপর্য্য শুন কহি বিবরণ— ॥
রূপা হয় শ্রীকৃষ্ণের উপরে যাহার ।
সেই ত তাঁহারে পায়, জানিহ এ সার ॥
কৃষ্ণরূপ-হওনের সম্ভাবনা যারে ।
সর্ব্বাঙ্গ্যতে সেজন শরণ লয় তাঁরে ॥

যথা দ্বিতীয়স্কন্ধে (ভাঃ ২।৭।৪২)—

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়দনন্তঃ,

সর্ব্বাঙ্গানাংশিতপদো যদি নির্বালীকম্ ।

তে দ্বস্তরামতিতরস্তি চ দেবমায়াং,

নৈবাং মমাহমিতি ধীঃ শশুগালভক্ষ্যে ॥

প্রভুর এ-বাক্যরূপ-মহামৃতপানে ।

হইলাম মত্ত—বিস্মরণ সব জ্ঞানে ॥

ভগবানে শ্রব করিবারে না পারিলুঁ ।

কিছুই করিতে আর জানিতে নারিলুঁ ॥

তাঁহার অগ্রেতে আছিলেন কতজন ।

বেণুপ্রবাদক আমাসদৃশ সে হন ॥

গোপবালকের বেশ—স্নিগ্ধতর-মন ।

আনায় সাহস না সুস্থ করিয়া তখন ॥

করিয়া উৎপন্ন সখ্য ঘোরে আকর্ষিত ॥

বেণুবাদনে দিলেন প্রবর্ত্ত করিয়া ॥

এই মম করপ্তিতা নিজ বংশী যেই ।

গোবর্দ্ধনপর্কতপ্রভা হয় এই ॥

অন্তএব মহাপ্রিয়তমা ত আমার ।

নিদান করিলাম বহুধা ইহার ॥

শ্রীমাধব মহা-বদন্ত্যসিদ্ধ স-গণ ।

কৃপানিধি পাইলেন তাহে সন্তোষণ ॥

তবে বহির্গমনের হইলে সময় ।

মহাশ্রীযুক্ত বাহিরে আলা সন্মুখ ॥

নির্গমে আমার ইচ্ছা যতপি না ছিল ।
তথাপি শ্রীমহালক্ষ্মী আশ্রয় প্রকাশিল ॥
ভোজনাদিকালে মহালক্ষ্মী বিনা আর ।
অস্ত্রের উচিত নহে স্থিতি তথাকার ॥
এইহেতু তাঁরা বহু ব্যক্তির দ্বারায় ।
আনিলেন সেইকালে বাহিরে আমার ॥

অন্ত বৈকুণ্ঠবাসিতে স্বয়ং উপস্থিতা ।

মহাবিভূতি সর্ব্বদা আছেন ব্যাপিতা ॥

তাহারে করিয়া আমি দূরে পরিহার ।

গ্রহণ না করিলাম আমি একবার ॥

শ্রী বৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তিস্বভাবতে যেই ।

মহাবিভূতি আনাতে বর্ত্তমানা সেই ॥

প্রকাশ না করি গোপবাসকল্পেতে ।

অকিঞ্চন থাকিলাম সেই বৈকুণ্ঠেতে ॥

তথা সর্ব্ব বিভূতি—সচ্চিদানন্দাকার ।

স্বাধীন—প্রকাশ হয় নিঃসঙ্কাজুসার ॥

এপ্রকার বিভূতির অভাবেহ সার—

বৈভব ঘটয়ে, পুন বৈভবে ত আর— ॥

অকিঞ্চনত্ব ঘটয়ে বৈকুণ্ঠে নিশ্চয় ।

শ্রী বৈকুণ্ঠস্থানের স্বভাব এই হয় ॥

তথাপিহ পূর্বাভাস যেই মম ছিল ।

নিষ্কিঞ্চনরূপে স্থিতি অতি নিরাবল ॥

তার বলে দীনরূপে প্রভুর ভজন ।

সদা সুখ নিশ্চিত মানিয়ে সদৃশ ॥

তবে হৃদে ইহা কৈলুঁ সর্ব্বতো নিশ্চিত — ॥

স্বকীয় অখিল জন্ম-কর্ম্ম যে বিহিত ॥

তার লভ্য শ্রেষ্ঠফল সম্পূর্ণের সীমা ।

পালুঁ প্রভুরূপাতর হইতে মহিমা— ॥

অহো বৈকুণ্ঠে যে সুখ অল্পভূষমান ।

কার তুল্য ?—অর্থায়হে কাহারো সমান ॥

অশক্য সে মন-দ্বারা তর্ক করিবারে ।

পরমানির্ব্বচনীয় জানিলাম সারে ॥

অহো মহন্তম এই বৈকুণ্ঠাখ্য স্থান ।

কীদৃশ ?—অর্থায় নাহি যার তুল্যাখ্যান ॥

অহো মহাশচর্য্যতর শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর ।

কীদৃশ—তেমত তাঁর কৃপাশচর্য্যাতর ? ॥

তবে ত নিযুক্ত হৈলুঁ প্রভুর কৃপায় ।

চামরবীজনরূপ-সমীপসেবায় ॥

নিজ বংশী বাদন করিয়া নিরন্তর ।

পাইলাম তাঁহার দর্শনে হর্ষভর ॥

পূর্বাভাসবশে করি কখন কীর্জন ।

‘হে কৃষ্ণ গোপাল !’ বারবার অঙ্কণ ॥

এই প্রভু গোকুলে যে কৈলা আচরণ ।
 বাল্যলীলাদিক-মহামাহাত্ম্য-দর্শন ॥
 পরম-উৎকর্ষ-সঙ্কীৰ্ত্তনরূপে তাঁর ।
 সাক্ষাৎ করিয়ে গান সদা অনিবার ॥
 বৈকুণ্ঠনিবাসী যত সেবক হরির ।
 সেখান হইতে তবে হইলা বাহির ॥
 বারম্বার হাসি-চাঁসি স্নেহাঙ্গ-হৃদয়ে ।
 শিক্ষকের তুল্য তবে আগারে কহে— ॥
 ব্রহ্মাদি আছেন যত জগতে দৈত্ব ।
 তাঁদের দৈত্ব ঐহ ত্রীপরমেশ্বর ॥
 সাক্ষাতে অযোগ্য নাম ঐহাৰ গ্রহণ ।
 'হে কৃষ্ণ !' কহিয়া নাহি কর সম্বোধন ॥
 তথা ব্রহ্মকৃত-বাল্যলীলাদি প্রকারে ।
 সঙ্কীৰ্ত্তন নাহি কর এথা অমুবারে ॥
 কিন্তু সে অদ্ভুত হৈতে অতীব অদ্ভুত ।
 অনন্ত মাহাত্ম্য শ্লোকধারা কর স্ত ৫ ॥
 দুষ্ট-পুতনাদিগব করিতে সংহার ।
 শিষ্ট-বন্দুদেবাদের পালন-নিষ্কার ॥
 করিবারে কংসের বধনা সে যায়্যায় ।
 গোপ-স্বীকার প্রভু করিলা লীলায় ॥
 এই পরমেশ্বরের মায়ার বর্ণন ।
 ভক্তগণ নাহিক করেন আদরণ ॥
 যদি কহ—ব্রহ্মবাক্যে আছে ত প্রমাণ ।
 যথা (ভাঃ ২।৭।৫৩)—
 মায়ার বর্ণনতোহমুখ্য দৈত্বতাহুযোদিতঃ ।
 শ্রুতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং মায়রাস্তা ন মুহতি ।
 ভক্তগণশ্চক্ৰ তিহ—ইথে কিবা আন ? ॥
 ইহার উত্তর শুন,—আরন্তে ভক্তির ।
 উপযুক্ত হয় তাঁর মায়ার উক্তি ॥
 ভক্তিরূপ শ্রীবৈকুণ্ঠ হৈলে প্রাপ্ত ।
 উপযুক্ত নহে মায়াবর্ণন সম্প্রাপ্ত ॥
 অন্তএব সেই মায়াবর্ণনদ্বারায় ।
 কিম্বা গোকুলাচরিত-সঙ্কীৰ্ত্তনে ভায় ॥
 প্রভুশ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরে শুভ করা নয় ।
 এই তত্ত্ব তোমারে কহিল সমুদয় ॥
 তার মধ্যে কেহ-কেহ কহিলা কখন— ।
 গোপালন আদি কোনো লীলা তাঁর হন ॥
 পাঞ্চভৌতিকের যেই হয় ত নির্মাণ ।
 এই লীলা নহে সেই মায়ার সমান ॥
 যদি কহ—কণ্টকারণ্যেতে ভ্রমণাদি ।
 কিবা শ্রুত যাহে লীলা হৈবে অমুবাদী ? ॥

তাহে শুন—দুর্কোথাচরণ হয় তাঁর ।
 তাহার কারণ কেবা শক্ত বুদ্ধিবার ? ॥
 তিহ ত পরমেশ্বর—জানিহ কখনে ॥
 অন্তএব দোষ নাহি মায়ার কীৰ্ত্তনে ॥
 কোন কোন মহত্তম মুখ্যসেবিকন ।
 সেইসকলেরে তবে করি নিবারণ ॥
 ক্রোধে কহিলেন—অহে ! কি অবোধমত ।
 কহিতেছ তেঁমরা এ সকল সাম্প্রত ? ॥
 ভক্তবাৎসল্যাতাহেতু কৃত লীলাচর ।
 মায়াকৃত আর নিরর্থক নাহি ময় ॥
 যথোক্তং ভগবতা (বৃঃ ভাঃ ২।৪।১৪ টীকা)—
 মুহূর্ত্তেনাপি সংহর্ত্তং শক্তো যদ্যপি দানবান্ ।
 যন্তস্তানান্ বিনোদার্থং কেরামি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ।
 সে-সবার সঙ্কীৰ্ত্তনে মহাশুণ হয় ।
 শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের তোষণ সুনিস্চয় ॥
 তাহাদের এতাদৃশ বাক্যের প্রবণে ।
 প্রথম সিদ্ধান্তে লজ্জা জন্মিল তখনে ॥
 শেষের সিদ্ধান্তে তৃপ্ত হৈল কিন্তু মন ।
 অন্তরে না হৈল তৃপ্ত সৰ্ব্বপ্রকারণ ॥
 নিজেষ্টদেবতা শ্রীমদ্ভদ্রনগোপাল- ।
 চরণপদ্মের অসাধারণ বিশাল ॥
 রূপ বিনোদ বিহার ক্রীড়া পরিবার ।
 পরিচ্ছদ করুণা সে বিশেষপ্রকার ॥
 সেইসব তথা না দেখিয়া মম মন ।
 দীনমত সেইস্থানে থাকে সৰ্ব্বক্ষণ ॥

সেইকালে প্রভু সৰ্ব্বজ্ঞের শিরোমণি
 মম মনোদুঃখ সব জানিলা আপনি ॥
 তবে দেখি বৈকুণ্ঠনাথে নন্দনন্দন ।
 লক্ষ্মীরে রাধিকারূপা করি আলোকন ॥
 চন্দ্রাবলীর স্বরূপা ধরারে দেখিয়ে ।
 তাঁর সব গণে ব্রজবালক হেরিয়ে ॥
 এপ্রকার দেখিলেহ এই বৃন্দাবনে ।
 করেন সপারিবার যেন বিহরণে ॥
 সে প্রকার বৈকুণ্ঠে না করি আলোকন ।
 খেদযুক্ত মম মন হয় সৰ্ব্বক্ষণ ॥

কখন গোপগণে ব্যাপ্ত বৈকুণ্ঠোপবনে ।
 দেখি গোপালনলীলা করে বিহরণে ॥
 কখন বা লক্ষ্মী-ধরা-আদির সহিত ।
 দেখি সিংহাসনে প্রভু পূৰ্ব্বমত স্থিত ॥
 শ্রীমদ্ভদ্র শ্রীমদনগোপালদেবাকারে ।
 কখনো দেখিয়ে তাঁরে সকলপ্রকারে ॥

তথাপি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথেরে অমুক্ষণ ।
 ‘পরমেশ ঐহ’ এই বোধের কারণ ॥
 আর বৈকুণ্ঠলোকেতে নিজ আগমন-
 স্মরণ-হেতুক জন্মে যেই আদরণ ॥
 তদ্ব্যক্ত গৌরবে সেই প্রেম হানি হয় ।
 ভেকারণে মম মন তৃপ্ত কভু নয় ॥

গোপালদেবের কৃপাবিশেষ সন্ধানে ।
 আলিঙ্গনচূষনাদি পাইলু’ যে ধ্যানে ॥
 বৈকুণ্ঠেই হৈতে তাহা ইচ্ছা করি মনে ।
 না পাইয়া অবসন্ন হই ক্ষণেক্ষণে ॥

কখন ঈশ্বর যান নিভূতে বিহিত ।
 অভ্যস্তরবর্জিত-শেষ-আদির সহিত ॥
 সেইকালে করেন বৈকুণ্ঠবাসিসব ।
 প্রভুর দর্শনা ভাবে শোক অমৃতব ॥

প্রভূদর্শনাভাবের বুভুক্ষা যাহারে ।
 জিজ্ঞাসা করিয়ে অতি-গৌরব-প্রকারে ॥
 পরম-রহস্য-তায় করি সঙ্গোপন ।
 কেহ নাহি কহে ব্যক্ত করি উদ্ঘাটন ॥

‘আমার প্রভুর গোপনীয় লীলা যেই ।
 অযোগ্য তার প্রকাশ’—কহে মাত্র এই ॥
 কিন্তু সে-লীলা-প্রকাশে বৈকুণ্ঠের বাসে ।
 না রবে আদর—এইহেতু নাহি ভাষে ॥

যান যেইকালে প্রভু—পুন সে-সময়ে ।
 হয়েন জগদীশ্বর সে-স্থানে উদয়ে ॥
 সূক্ষ্ম হৈতে অতি সূক্ষ্ম সে কাল তথায় ।
 মর্ত্যলোকে বহুকাল তার মধ্যে যায় ॥
 তবে ত তাঁহারে দেখি সন্তাপ নাশয়ে ।
 হর্ষসিন্ধু বাঢ়ে যেন চক্রে উদয়ে ॥
 মনের স্বভাবে জ্ঞাত বিকলতাচয় ।
 যত-তত-পরিমাণ উৎপন্ন সে হয় ॥
 বৈকুণ্ঠলোকের মহিমার উদ্রেকতে ।
 কল্প হয় যেন তমঃ সূর্য্য-উদয়েতে ॥

শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হৈতে আপন অশেষ ।
 প্রাপ্য সিদ্ধ হইলেহ যেমত বিশেষ ॥
 নিজ ইষ্ট-অসিদ্ধিতে বিষন্নতা হয় ।
 ভেমত যেকালে কভু আমার হৃদয় ॥
 পূর্বপূর্বমত ব্যথা পায় সে-সময় ।
 ইচ্ছার পূর্ণতাভাব রোগ যেই হয় ॥
 তাহার উৎপন্নের কারণ বিশেষতঃ ।
 অধীং বৈকুণ্ঠাধিক প্রাপ্য স্থানান্ততঃ ॥
 লাভেচ্ছাস্বরূপ সব বুঝিয়া আপনি !
 আপন হইতে করি নিরাস তখনি—

‘অনির্বচ্য শ্রীবৈকুণ্ঠবাস হৈতে অমৃত ।
 কিছু প্রাপ্য নাহি—ইহা সুনিশ্চিত মত ॥
 এ সিদ্ধান্তে সন্দেহ না কর অল্প মন ! ।
 অমৃত ইহা হৈতে কিবা কর জিজ্ঞাসন ? ॥
 রে চঞ্চল চিত্ত ! তাহে বিচার করিয়া ।
 এখনো স্বভাব দূরে দেহ ভেদ্যাগিয়া ॥
 শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে বাস হইতে অপয় ।
 উৎকৃষ্ট নাহিক ফল, এই সর্বোপয় ॥
 সেইহেতু শতশত করিয়া বিচার ।
 শ্রেষ্ঠ উপশম প্রাপ্ত হও এইবার ॥’
 এইমতে নিজমনে করি প্রবোধন ।
 বৈকুণ্ঠলোকেতে যেই প্রভুর ভজন ॥
 সেহেতু সচ্চিদানন্দময় আপনারে ।
 করি বিলোকন আপনি সে সাক্ষাৎকারে ॥
 আর যে পরম সুখ বিচিত্রপ্রকারে ।
 তাহাও আপনি করি মন-মধ্যে বারে ॥
 শ্রীযুক্ত শ্রীমদনগোপালদেবে মন ।
 আকর্ষিত হৈলে যায় বিচার যখন ॥
 তখনি বিষন্ন মন হয় ত আপনি ।
 ইহাও হইল ব্যক্ত উক্ত বাক্যে ধ্বনি ॥
 এই ত প্রকারে হই উদ্বিগ্ন কখন ।

কখন বা হর্ব্যুক্ত হয় মম মন ॥
 বৈকুণ্ঠে নিবসি একদিন সুনিজনে ।
 শ্রীনারদগোস্বামিরে করিলু’ দর্শনে ॥
 মহাপ্রিয় কৃষ্ণের—দয়ালুচূড়ামণি ।
 কৃষ্ণভক্তিরসসিন্ধু নারদ আপনি ॥
 বীণাব্যক্ত-হস্তে মন মন্তক স্পর্শিয়া ।
 কহিতে লাগিলা শুভাশিবে হর্ষ দিয়া—
 হে গোপনন্দন ! কহি শুন দিয়া চিত ।
 তুমি বৈকুণ্ঠেশ্বরের সদাভূগৃহীত ॥
 মুখমুখানি-শুভদৃষ্টি-স্বাসাদি-লক্ষণে ।
 দীনমত শোকী তোমা করিয়ে দর্শনে ॥
 শোক আর দুঃখের প্রবেশ এইস্থানে ।
 কি প্রকারে হয় ? কহ তাহার নিদানে ॥
 যেহেতু এথায় শোকদুঃখপ্রবেশন !
 কাহারো সম্বন্ধে না করিলাম দর্শন ॥
 অতএব মম অতি কৌতুহল ইবে ।
 এমত বচন তাঁর শুনি আমি তবে ॥
 নির্হেতুক-কৃপাকারী আছে যত জন ।
 তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইথে স্মরণে হন ॥
 পরমাপ্ত নিজগুরুত্বা পায়্যা তাঁরে ।
 নিজ মনঃকথা সব কহিলু’ বিস্তারে ॥

আমার কথিত এ ত বুভাস্ত শুনিলা ।
 আপনিও তাঁহার অপ্রাপ্তে দীন ছিল ।
 বিশেষত এক্ষণেতে তাহার স্বরণে ।
 শৌকেতে নিধাস কিছু করিয়া ত্যজনে ॥
 মম শোকবৃদ্ধিতয়ে আপনার শোক ।
 সম্বরি সকল দিক করিয়া বিলোক ॥
 গৃঢ়-কথা-ব্যক্তিভয়ে পার্শ্বেতে আনিলা ।
 অল্পস্বরে সক্রমে কহিতে লাগিলা—॥
 এই শ্রীবৈকুণ্ঠলোক হইতে অপর ।
 প্রাপ্যফল কিছু আর নাহি অত্বর ॥
 মানিতেছে যেই যুক্তিশ্রেণীর দ্বারায় ।
 সে সত্য নিশ্চিত—নাহি অত্থা ইহায় ॥
 কিন্তু নিজ ইষ্ট শ্রীমহাদেবগোপাল-
 দেবের ‘বিনোদ’—সীলবিশেষ বিশাল ॥
 ধ্যানে যে মিলিত তাহা সাক্ষাত-দর্শনে ।
 সর্বপ্রকারে ইচ্ছা কর যেই মনে ॥
 সেই ত বিনোদ কৃষ্ণসুখপ্রদায়ক ।
 মনোহারী শ্রীভক্তি-বিশেষের গোচরক ॥
 আশ্রমের সুলভ কখন তাহা নয় ।
 তাঁহারি নিগূঢ়-মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই হয় ॥
 কিন্তু প্রাসঙ্গ্যমহিমা যেই ব্রহ্মজন ।
 তাঁহাদের মত মহাপ্রেমে লভ্য হন ॥
 প্রপঞ্চ প্রপঞ্চাতীত যত লোকচর ।
 তাহাদের উপরেতে কোনো লোক হয় ॥
 তাহাতে প্রসিদ্ধ সেই লীলা বিরাজিত ।
 নিজভক্তগণে লোভ দিয়া সুবিহিত ॥
 অতএব জগদীশবৃদ্ধো করি ভক্তি ।
 বৈকুণ্ঠে আসিয়া তাহা দেখিতে কি শক্তি ?
 অতি-প্রিয়তম-বৃদ্ধো যে প্রেমবিশেষ ।
 তার সম্পাদনে সেই লোকে সর্বশেষ ॥
 পাইয়া পরম গোপ্য বিনোদ সে সব ।
 অনায়াসে হয় সে সাক্ষাৎ অতুভব ॥
 পরম-ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্ত-সীমা যে নিশ্চিত ।
 তাহা ভগবানের এ লোকে প্রকাশিত ॥
 মহা গোপনীয় সুরহস্ত লীলা যেই ।
 এ বৈকুণ্ঠে কিপ্রকারে ব্যক্ত হবে সেই ? ॥
 সকল মনের শোক করিয়া ত্যজনে ।
 শ্রীযুক্ত শ্রীবৈকুণ্ঠ-নায়কে করি মন ॥
 নিজ-ইষ্টদেববৃদ্ধো করহ দর্শন ।
 উভয়েতে ভেদ নাহি কর আশ্রয়ন ॥
 অভেদদর্শনে স্তম্ভ মন-তপ্তিকর ।
 অনির্বচনীয় বর্দ্ধমান নিরন্তর ॥

পরম মহত—পরিচ্ছেদ নাই যার ।
 ছেন সুখ এখানেও পাইবে বিস্তার ॥
 তবে শ্রীনারদের উক্তির পটুতায় ।
 মনেতে আশ্বাসমত পাইলাম তায় ॥
 বৈষ্ণবসিদ্ধাস্ত-মহারত্ব প্রকাশনে ।
 অশেষ-সংশয়-উপদ্রব বিনাশনে ॥
 মানস করিয়া কোনো সিদ্ধান্তনিচয় ।
 যেসকল নিজ বুদ্ধিগোচর আছয় ॥
 বৈষ্ণববৃন্দের প্রিয় সে-সব শুনিতে ।
 শ্রবণ-ইন্দ্রিয় হঠে করিল প্রেরিতে ॥
 ইচ্ছলাম নারদের মুখে শুনিবারে ।
 অত্থা শ্রবণ-সুখ না হয় প্রচারে ॥
 তাঁহার গৌরব-হেতু লজ্জার কারণে ।
 নাহি পারি তাঁরে সেইসব জিজ্ঞাসনে ॥
 সর্বজ্ঞের শ্রেষ্ঠ সেই ভাগবতোত্তম ।
 অভিপ্রায়ে জানিলেন সব মনোগম ॥
 আপন জিহবার—কর্ণধ্বয়ের আমার ।
 সুখ-হেতু মম হৃদিস্থিত যেই সার ॥
 সকল সিদ্ধান্তে ব্যক্ত সংক্ষেপের দ্বারে ।
 শ্রীনারদমুনি লাগিলেন কহিবারে— ॥
 গোণ্ডোটক-গজ-আদি যত পশুগণ ।
 পারাবত-কোকিলাদি পক্ষিয়ে গণন ॥
 মন্দার-কুন্দাদি বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, তৃণ ।
 কীট-আদি এ বৈকুণ্ঠে যে দেখ নয়ন ॥
 তমোযোনিগত—পৃথিবীতে জাত-মত ।
 না মানহ এসকলে, শুনহ সম্মত— ॥
 এসব সচ্চিদানন্দরূপ সুনিশ্চয় ।
 শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ইহার্য্য পার্যদ হয় ॥
 বিচিত্রে সেবাতে হর্ষ দিবার কারণে ।
 পশু-পক্ষি-আদি রূপ করেন ধারণে ॥
 এই ভগবানের যে রূপ যে আকার ।
 যে যে বর্ণ নিজপ্রিয়তম-হেতু সার ॥
 ভাবনা করিয়া যেই যেই ভক্তগণ ।
 বৈকুণ্ঠনাথের করিয়াছেন ভজন ॥
 ইহার তাদৃশাকার বর্ণ-স্বরূপতা ।
 পাইয়াছে নানাবিধ শোভা-আকারতা ॥
 শ্রীল-রঘুনাথাদির ভজন করিল ।
 তাঁদের সারপ্য-প্রাপ্তে মমুষ্য হইল ॥
 শ্রীকপিলদেবাদির যে ভক্তি করিল ।
 মুনিরূপ সারূপ্য বৈকুণ্ঠ সে পাইল ॥
 মনস্তর্য্যবতার শ্রীবিভূ সত্যসেন ।
 তাঁদের সারূপ্যে হৈল দেবাকার যেন ॥

বাসু-বহি-আদি ঐশ্বরের অবতার ।

ইহা আনি যেইজন করয়ে ভজন ।

তাদের সাক্ষ্যে সেই সেই-মুষ্টি হন ॥

মহাপুরুষবিগ্রহ প্রথমাবতার ।

ঔহার সাক্ষ্যপ্রাপ্তে হয় তদাকার ॥

অর্থাৎ সহস্রবাহু সহস্রচরণ ।

সহস্র-মস্তক-নেত্রবৃক্ক-দেহ হন ॥

চতুর্ভুজাদির সাদৃশ্যেতে সে আকার ।

সমুচিতমত ধরে বেশ অলঙ্কার ॥

যদি কহ—‘প্রভুর যে নহে অবতার ।

কারে কেন দেখি কপি-দৈত্যাদি-আকার ?’

তাহে শুন—যে যে জন সংসারের শেষে ।

যে যে রস ভাব-বেশ-আকারবিশেষে ॥

সেবি কৃষ্ণপাদপদ্ম বৈকুণ্ঠে আইল ।

প্রভুর প্রিয় সে সব রসাদি হইল ॥

ত্রিযুক্ত সে রসাদিক সেইসব জনে ।

কৃষ্ণপ্রিয়-হেতু হয় প্রকৃষ্ট রোচনে ॥

অতএব নিজনিজ অন্ত-দেহ-স্থিত ।

দেহাদির করে অনুকরণ বিহিত ॥

নিরন্তর সেই-সেইমত দৃষ্ট হয় ।

ইথে এই সিদ্ধান্ত জানিহ সুনিশ্চয় ॥

ত্রিযুক্ত ত্রিনারায়ণ দ্বিধরে তাহারা ।

যুক্ত হৈয়া নিজপ্রিয়-বেশাদি-আকারা ॥

আপন উপাস্তদেবতার তুল্যরূপ ।

দেখে মনোহর নব দেবাদিশ্বরূপ ॥

পূর্বের চরম-দেহমত নবনব ।

অসীম ভজনানন্দ প্রাপ্ত হয় সব ॥

এই বৈকুণ্ঠেতে এক্ষণেতে বিশেষত ।

কোন কোন বিশেষে ত পায় অধিকত ॥

যারা ইষ্টদেবে পূর্বকার উপাসিতে ।

আত্মমনোরম অসাধারণ বিদিতে ॥

সর্বপরিবারে যুক্ত দেখি প্রভুবরে ।

পূর্বমত ইচ্ছায় সেবিতে নিরন্তরে ॥

তাহারা প্রভুতে যে অত্যন্ত নিষ্ঠা হয় ।

তাহারা চরমসীমাপ্রাপ্ত মহাশয় ॥

নিজনিজ উপাস্ত যে প্রভু আছিলেন ।

যেই যেই ধামে ঐহিক-বাস করিলেন ॥

একরূপ প্রীতি যার নিষ্ঠা নাহি হয় ।

বিশেষ আকার আশ্রয় আগ্রহ না হয় ॥

অর্থাৎ প্রভুর সব-অবতার-রূপে ।

সে-সবার মধ্যে এক কোন বা স্বরূপে ॥

উপাসনা করিলে তাহার প্রাপ্তি হয় ।

এই বিবেচনা করি মনেতে নিশ্চয় ॥

এক দুই তিন কিম্বা বহুরূপ তাঁর ।

সেবা করে যেইসব হৈয়া নিষ্ঠাচার ॥

আর যারা ত্রীলক্ষীপতির মন্ববর ।

অষ্টাক্ষর পঞ্চাক্ষর দ্বাদশ-অক্ষর ॥

উপাসনা করে—তার-সবে দেহশেষে ।

এই বৈকুণ্ঠ আশ্রয় করয়ে বিশেষে ॥

যথা-অভিলাষ সুখ পায় তারাসব ।

পূর্ব হৈতে অধিক অধিক সবিভব ॥

তাহাদের নিজনিজ অনৈক্য রসের ।

প্রবণকীর্ণনাদিক ভাগবিশেষের ॥

তাহাতে আছয়ে তারতম্য পরস্পর ।

তাহাতেও নিজনিজ-রস-অনুসর ॥

সে রসজাতীয় সুখ সবার যথেষ্ট ।

লাভ হয়, তাহে সবে তুল্য সবে শ্রেষ্ঠ ॥

যেমন ধরার আলম্বন-রত্নরূপ— ।

নরনারায়ণ, আর দন্তের স্বরূপ ॥

জামদগ্নি-কপিলাদি কোতুকেতে আর ।

ইলাবতে সঙ্ঘর্ষণ-আদি অবতার ॥

ক্ষেত্রপুরে জগন্নাথ আদি যত স্থিত ।

প্রতিন্যস্বরূপ সব ইঁহারা নিশ্চিত ॥

স্বর্গলোকাদিতে বর্তমান যে তখনে ।

বিষ্ণু-যজ্ঞেশ্বর-আদি করিলে দর্শনে ॥

এক মহামীন যুগান্তে অবতরিল ।

মহাপ্রলয়সাগরে বেদ উদ্ধারিলা ॥

অস্ত্র মায়িক-অকাণ্ডপ্রলয়-সাগরে ।

সত্যব্রতে রূপা-হেতু অবতার করে ॥

এক কুর্ষ সমুদ্রেতে অমৃতমহনে ।

মন্দরপর্বত পৃষ্ঠে করিলা ধারণে ॥

অস্ত্র কুর্ষ সদা ক্রিতি বহেন অশ্রমে ।

এমত বরাহ এক কৃষ্টির প্রথমে ॥

ব্রহ্মার নাসিকা হৈতে হৈয়া আবির্ভূত ।

পৃথিবী উদ্ধারি জলে হন অন্তর্ভূত ॥

অন্ত বরাহ অকাণ্ড-প্রলয়-সাগরে ।
 নিমগ্না পৃথ্বীর উদ্ধারণ করিবারে ॥
 আবিভূত হৈয়া হিরণ্যাক্ষে ক্ষয় করি ।
 আপনার লোকে গত হইলেন শ্রীহরি ॥
 অন্ত কূর্ম যজ্ঞাঙ্গ—যজ্ঞাদি প্রবর্তিলা ।
 ধরণীর প্রতি তিহ পুরাণ কহিলা ॥
 যোগধারণার্থে হইলেন অন্তর্জ্ঞান ।
 অন্ত কূর্ম পৃথিবীয়ে করিতে সমান ॥
 অবতীর্ণ হৈয়া নিম্ন দন্তের আঘাতে ।
 চূর্ণ করিলেন যত পর্বত পশ্চাতে ॥
 বরাহরূপধারিণী ধরার সহিত ।
 পুত্র জন্মাইলা করি রমন বিহিত ॥
 পশ্চাৎ নৃসিংহদেহে লীন সে হইলা ।
 অন্ত কূর্ম পৃথিবীয়ে নিয়ন্তে ধরিলা ॥
 নৃসিংহদেবেরো মাহুচক্র-প্রমথন ।
 আর হিরণ্যকশিপু দেহবিদারণ ॥
 মার্জার-আকার-ধরণাদি বহুরূপ ।
 বৃহৎ-সহস্রনামাভ্যে প্রসিদ্ধ স্বরূপ ॥
 করিবারে ধুকু আর বলির ছলন ।
 বারম্বার অবতীর্ণ হইলা বামন ॥
 হয়গ্রীব হংসদেব এমতপ্রকার ।
 অবতীর্ণ হইলেন দুই-দুই বার ॥
 এইমত হইলেন অনেক অবতারে ।
 তাঁহাদের প্রত্যেকেতে ভেদ চেষ্টাচারে ॥
 তাঁহারাসকলে শ্রীগচ্ছদানন্দধন ।
 নানা হইয়া ৩ একরূপ সদা হন ॥
 যেমত যথার্থ জীব একবস্ত্র হয় ।
 অবিজ্ঞা-উপাধি-ভেদে নানাঙ্ক দর্শয় ॥
 অথবা মায়িক দেহ বিজ্ঞমান যত ।
 নানা হৈয়া জীবরূপে ব্রহ্ম সবে গত ॥
 তেমত ভগবজ্জপসবার নিশ্চয় ।
 নানাঙ্ক মায়িক কত না কর প্রত্যয় ॥
 কিন্তু ভগবানের সে চিহ্নিলাসময় ।
 শক্তি দ্বারা প্রকটিত নানা রূপ হয় ॥
 নানাবিধ উপাসক যতেক আছয় ।
 তাহাদের ভাবসব নানাবিধ হয় ॥
 সেই ভাবে দর্শনের উৎকর্ষা জন্ময়ে ।
 সেকালে সে-রূপে প্রভু আবির্ভাব হয়ে ॥
 অতএব বত অবতার—নিত্য সবে ।
 মায়ী-সম্বন্ধ-রহিত সুসত্য-বৈভবে ॥
 এইহেতু বিশ্ব-প্রতিবিশ্ব-ভেদশায় ।
 সব অৱতারের নানাঙ্ক নাহি ভায় ॥

জলে আর দর্পণাঙ্কে রবির যেমত ।
 বিশ্ব-প্রতিবিশ্ব হয়—সে মায়ী সম্বত ॥
 ভেদমত নহেন, কিন্তু গগনেতে স্থিত ।
 এক সূর্য্যদেব যেন হইল উদ্ভিত ॥
 নিজনিজ স্থানে সর্ব উপাসকগণ ।
 কেহ ভাবমত দেখে সূর্য্য তেজোঘন ॥
 কেহ দেখে চতুর্ভুজ-রক্তবর্ণ-রূপ ।
 কেহ দুইবাহুপদ দেখে স্বরূপ ॥
 সেইমত নানামত দেখে ভক্তজন ।
 না হয় মায়িক—নিত্য সত্য সর্বক্ষণ ॥
 যতপিহ সবার পৃথক জ্ঞান হয় ।
 সুখও পৃথক অমৃতবে ত নিশ্চয় ॥
 তথাপি যেহেতু জ্ঞানসুখ ব্রহ্মরূপ ।
 সেহেতু দুইর এক। সুসিদ্ধ স্বরূপ ॥
 এই উক্ত প্রকারেতে নানাদেশ-স্থানে ।
 স্বপ্নমনোরথাদিতে হয় দৃশ্যমানে ॥
 শ্রীক্ষ্ম-রূপের আর তাঁহার স্থানের ।
 আর শেষ-গুরুভাদি পার্শ্বদগণের ॥
 হইয়াও এক ৫ সে অনেকসময় ।
 সবার সত্য সত্য সুসঙ্গত হয় ॥
 শ্রীকৃষ্ণের এক রূপ করিলে ভোযিত ।
 তুষ্ট হয় সব রূপ তাঁর সুনিশ্চিত ॥
 একের ভজনে সকলের প্রীতি হয় ।
 পরস্পর পীতি ভক্তগণেরো জন্ময় ॥
 এক শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেই সেই স্থানে ।
 নারদাদি স্বভক্তের করি হর্ষদানে ॥
 নরনারায়ণ-আদি-রূপেতে বৈসেন ।
 নিজভক্তগণেরে রূপায় দেখা দেন ॥
 বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-সখা-শিশু-বৎসগণ ।
 ব্রহ্মা যবে করিলেন সকল হরণ ॥
 শিশু-বৎস-রূপ সব শ্রীকৃষ্ণ তখন ।
 গোপ্যাদির হয়-হেতু করিল ধারণ ॥
 বর্ষাঙ্কে আসিয়া পুন ব্রহ্মা মহাশয় ।
 দুইস্থানে শিশু বৎস দেখি সবিষয় ॥
 ক্ষণপরে সেই বৎস-বালাদিসকলে ।
 দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণের রূপ অবিকলে ॥
 মহিষাবিবাহকালে আমি দ্বারকায় ।
 ব্রহ্মণ করিয়া সব মন্দিরে তথায় ॥
 এককালে কৃষ্ণ ঘোলগহস হইয়া ।
 করেন বিবাহ সব কন্তারে লইয়া ॥
 দেখিলাম সমুদায় সত্য সেইসব ।
 মায়ার প্রপঞ্চ তাহা নহে অন্তঃ

সৌভরী-আদির শক্তি তাদৃশ সে হয় ।
 পরমেশ্ববেতে ইহা নহে ত বিস্ময় ॥
 পারমেশ্বরী স শক্তি অদ্বুতা নিশ্চয় ।
 ভদৌগগণেরো হুবিতর্ক্যা সদা হয় ॥
 কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সে একান্ত-ভক্তগণে ।
 গোপনীয় নাহি কিছু—করে প্রকাশনে ॥
 শ্রীরাধাপ্রভৃতি কৃষ্ণগাদি কিবা হয় ।
 পত্নীসহস্রের দত্ত যেই দ্রব্যচয় ॥
 এক কৃষ্ণ যেইকালে করেন ভোজন ।
 তাঁহর সকলে তবে করেন দর্শন— ॥
 'মম দত্ত দ্রব্য অগ্রে করিয়া গ্রহণ ।
 ভোজন করেন প্রভু—শ্রুত করণ ॥'
 কভু কোন জীবে তাঁর শক্তির প্রবেশে ।
 আবণাবতার হয় তেমত বিশেষে ॥
 এসব নিঃকলুষ-মাধুরী-প্রকটন ।
 শ্রীকৃষ্ণাবতারে প্রায় সুব্যক্ত সে হন ॥
 পরমাবতারী তঁহি জ্ঞানো দৃঢ়তর ।
 সর্বোৎকৃষ্ট-মহিমাবশেষ নিরন্তর ॥
 যাদৃশ শ্রীযুক্ত প্রভু কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 মহালক্ষ্মীও হয়েন তাদৃশ ব্যাখ্যান ॥
 বৈকুণ্ঠেশ্বরের বিষ্ণু-আদি অবতার ।
 মহন্তম-হেতু 'মহাবিষ্ণু' সংজ্ঞা তার ॥
 তেমত সজ্জার 'মহালক্ষ্মী'-আদি নাম ।
 বৈকুণ্ঠেশ্বরের নিত্যপ্রিয়া আভিরাম ॥
 নিবিড়-সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ তাঁহার ।
 প্রভুর সে বক্ষঃস্থলে বাস আনবার ॥
 স্বর্গাদিতে বামন-আদির সন্নিধানে ।
 অপর যে লক্ষ্মীসব—সেই সেই স্থানে ॥
 তাঁহারও হন এ-লক্ষ্মীর অবতার ।
 যেন নানা অবতার স্ফের প্রচার ॥
 মীন-কৃষ্ণাদিক যতযত অবতার ।
 তাঁহার সদৃশ সব অতিরপ্রকার ॥
 কিন্তু ভগবতাপ্রকটনে তারতম্যে ।
 তারতম্য হয় সব অবতারে গম্যে ।
 সেইমত শ্রীলক্ষ্মীদেবীর অবতার ।
 তারতম্য ঐশ্বর্যপ্রকাশেতে বিস্তার ॥
 কিন্তু মুক্ত-ভক্তাদির উপেক্ষা যে হয় ।
 তাহার বৃন্তাস্ত গুন—নূনতা সে নয় ॥
 মহালক্ষ্মীর সকল মূর্তির ভিতরে ।
 'অগ্নিমানি মহাসিদ্ধি বন্তে ঈশ' পরে ॥
 'বহুবধ সব সম্পদের অধীশ্বরী ।
 ঐশ্বর্যদায়িনী তিনি অশিষ্টাত্মা পরি ॥

মুক্তির ইচ্ছা, মুক্ত, ভক্তগণ আর ।
 উপেক্ষা করেন সেই লক্ষ্মীর স্মার ॥
 যে চঞ্চলা লক্ষ্মী হৈতে সর্বত্র ত প্রায় ।
 নবভক্তগণে কৃষ্ণপ্রিয়তাধিকায় ॥
 দুর্কীয়ার শাপাদির ছলে ইতস্ততঃ ।
 তিরোতাব আবির্ভাব তাঁহারি হৃদয় ত ॥
 কিন্তু মহালক্ষ্মীর তঁহি সে অবতার ।
 প্রভুর গৃহাতা—বক্ষঃস্থলে বাস তাঁর ॥
 শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা মহালক্ষ্মীদেবী ।
 সদা তাঁর বক্ষঃস্থলে বাস পদসেবী ॥
 অতি স্থিরতর্য্য ভগবানের সমান ।
 তাঁরে আরাধয়ে ভক্তগণে সদা জ্ঞান ॥
 কোনপ্রকারেতে কদাচিত সে তাঁহার ।
 উপেক্ষা সম্ভব নহে—কহিলাম সার ॥
 ধরণীও এইরূপ জ্ঞান বিশেষিয়া ।
 অস্ত্রা সরস্বতী-আদি শ্রীপ্রভুর প্রিয়া ॥
 সচ্চিদানন্দাবগ্রহা নিত্যপার্বস্থিতা ।
 প্রভুর শক্তি সেক্ষণ জানিহ নিশ্চিতা ॥
 মহাবিভূতি-শব্দেতে যোগ-শব্দে আর ।
 কোনস্থলে যোগমায়া-শব্দেতে প্রচার ॥
 প্রকৃতি-শক্তি-শব্দপ্রভৃতিতে যাহারে ।
 বেদপুরাণাদি শাস্ত্রে কহে ব্যক্তদ্বারে ॥
 নিবিড়-সচ্চিদানন্দ বিলাস-বৈভব ।
 ঈশ আত্মা তঁহি নিত্য সত্য সবিভব ॥
 অনাত্মা অনস্তা নিজস্বরূপেতে রহে ।
 ঈশ শক্তি সব কহিবারে শক্য নহে ॥
 প্রভুর ভজনানন্দ-বোচন্যগগন ।
 তার মাধুর্য্যের আবির্ভাবিত্রী হন ॥
 নানাবিধ বিশেষ প্রভুর প্রকাশন ।
 সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-একত্বাদি বিশেষণ ॥
 ভক্ত আর ভক্তের শ্রীবৈকুণ্ঠলোকের ।
 আর ভগবানের আচরণসবের ॥
 অনির্বচনীয় বিশেষের বিচিত্রতা ।
 ঈশ শক্তি হৈতে হয় নিত্য সম্পন্নতা ॥
 শ্রীলক্ষ্মীদেবীর চেষ্টা অনির্বচনীয় ।
 বিমুক্তভক্তিবিগিষ্ট ভক্তের জানীয়া ॥
 নীরস-দ্রুতক-জ্ঞান-মিলিত মনে ।
 তর্কিবারে শক্তি নাহি সে চেষ্টাগণেরে ॥
 পরাপরশক্তিদ্বয়মধ্যে পরা শক্তি ।
 মহালক্ষ্মীদেবী হন পুরাণান্তে ব্যক্তি ॥

ভবাচ বিকুপরাগে প্রহ্লাদজ্যোতি (১১১১৭৬)—

সর্বভূতেষু সর্বাত্মন বা শক্তিরপরা ভব ।
গুণাশ্রয়া নমস্ত্যেত শাস্ত্রতায়ৈ সুরেশ্বর ।
যাতীতগোচরা বাচ্যে মনসাঞ্চ বিশেষণা ।
জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছত্তা বন্ধে তামোম্বরীঃ পরম ॥ ইতি

‘অপরা’ মায়াখ্যা জড়রূপা শক্তি হয় ।
‘পরা’ শক্তি মহালক্ষ্মীদেবী শাস্ত্রে কয় ॥
স্বাভাবিকী শক্তি সেই প্রভুর সে হয় ।
পৌরাণিকগণে তাঁরে ‘প্রকৃতি’ও কয় ॥
ভক্তি-ভক্ত ভজনীয়ে-ভেদের কারণ ।
সে পরাশক্তি অনেক অংশ হন ॥
মায়া শক্তি প্রতিচ্ছায়ারূপা সে তাঁহারি ।
সত্ত্বরজ তমোগুণময়ী সুপ্রচারি ॥
মিথ্যা প্রপঞ্চকার্যকারণের জননী ।
মিথ্যাদ্রাবি-ভমোময়ী মায়া সে আপনি ॥
‘এইমত এই মায়া’ নির্দেশ না হয় ।
অনিত্যা—যেহেতু জ্ঞানোদয়ে পায় লয় ॥
চিচ্ছাক্তির ছায়ারূপা হেতু ‘আত্মা’ তিনি ।
জীবসকলের সদা সংসারকারিণী ।
বিহ অষ্টমাবরণের অধিকারিণী ।
মুক্তিমতী সতী প্রকৃতি হয়েন তিনি ॥
কার্যরূপ বিকারের অপ্রাপ্তি তাঁহারি ।
এইহেতু ‘প্রকৃতি’ তাঁহারে কথা যায় ॥
যেই মায়া অতিক্রম করিলে নিশ্চিত ।
মুক্ত আর ভক্তি সিদ্ধ হয় সুবিস্তিত ॥
তঁহ এই বিশ্বের করেন উৎপাদিত ।
মিথ্যা ইজ্ঞাজালে যেন দ্রব্যাদি দর্শিত ॥
সামর্থ্যের দ্বারা যেই বস্তু উপজয় ।
তাঁহারেও চিরস্থায়ী সত্য দৃষ্ট হয় ॥
কন্দমের তপোযোগে কামগ বিমান ।
সৌভাগ্যের দিব্য অট্টালিকাদিনির্মাণ ॥
ইচ্ছামতে উপভোগ করেন তাঁহারি ।
সেইসব নিত্যসত্য দেখি দৃষ্টিদ্বারা ॥
জীবের তপেতে কৃত স্থির সত্য রয় ।
পরমেশ্বরের কৃতে কি আছে বিষয় ? ॥
নিঃশেষ-সৎকর্ম-ফলদাতা যে অমর ।
যোগীশ্বরগণ ধীর পাদাঙ্ক পূজয় ॥
এমত কৃষ্ণের চিহ্নলাস মহাশক্তি ।
তাঁহারি জন্মে যেই দ্রব্যসববাস্তি ॥
তারা সেই শক্তিভাষা কিবা কৃষ্ণভাষা ।
পরম নিত্য পরম সত্য হয় সমুদায় ॥

এইমতে প্রসঙ্গের কথা সমাপিয়া ।
‘কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্’ শুন বিবরিয়া ॥
শ্রীকৃষ্ণ গোলোকনাথ সর্ব-অবতারী ।
স্বয়ং ভগবান্, আর অবতার তাঁরি ॥
অন্তএব যতেক আছেন অবতার ।
সবে কৃষ্ণতুল্য নিত্য সত্য জ্ঞানো গার ॥
অভিন্ন হৈলেও সিদ্ধ পরমোৎকর্ষতা ।
অবতারি-হেতু শ্রীকৃষ্ণের সে নিত্যতা ॥
স্বয়ং অবতার শূন্যরূপে দেখে রয় ।
সর্বাবতারের বীজ এক কৃষ্ণ হয় ॥
বিবিধ মহৎ সর্বপ্রোক্তানন্তাখ্যান ।
জয়তি গোলোকনাথ কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
যদি কহ ‘শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ ।
অবতারী’ এই কথা করিয়ে শ্রবণ ॥
তাঁহা হৈতে কৃষ্ণের মহিমাধিকতর ।
কেমতে ত হয় ? তার শুনহ উত্তর— ॥
নারায়ণ হইতেও অবতারতা-ব ॥
মনোহর মধুর মাধায়া অমুখাবে ॥
কৃষ্ণপ্রেম-শক্তিধরা আর্দ্র যে হৃদয় ।
সেই জানিবারে—পরে অন্তবেদ্য নয় ॥
নিরন্তর ব্যক্ত হয় যে মাধায়া অতি ।
তাঁহাতে বহু বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণে জয়তি ॥
নরনারায়ণ-আদি অবতারগণ ।
অবতারী—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ ॥
কৃষ্ণস্বয়ং অবতার এবং অবতারী ।
অবতারে বিবিধ লীলামাধুর্য তাঁরি ॥
অবতারিরূপে পরমৈশ্বর্যপ্রকার ।
স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ, কি কহিব আর ॥
সে সব অবতারের সেবক যেসব ।
জি-জ নিজ প্রিয় সেবারস অমুতব ॥
পরম মহত সুখ ভাষে লাভ হয় ।
ভাবমত রস-জাতি হর্ষ উপজয় ॥
উপাসনামত ফল দেন মহাশয় ॥
নিজসাধ্যসাভেতে অপরিতোষ নয় ॥
বিচিত্র লীলাবিভব শ্রীকৃষ্ণের হয় ।
কোটিমুদ্র হইতে গহন আশয় ॥
বিচিত্র কৃচিদায়ক তাঁর লীলা সবে ।
তাঁহা বুঝিবারে শক্ত কোন জন হবে ? ॥
যদি কহ—ভক্তে সুখতারতম্যতায় ।
পরম দয়ালুতা কিরূপে সিদ্ধ পায় ? ॥
তাঁহে শুন—ফল দেন রুচি-অমুগারে ।
ইথে কৃপার মহিমা পরম বিস্তারে ॥

সুখগত-ভারতম্য হইলেও স্থিত ।
 নিজস্বভাবেতে স্পর্ধাআদি-বিরহিত ॥
 ভক্তির স্বভাবে পরস্পর প্রীতি রয় ।
 সেবাসুখ-অন্ত্যসীমা যথাকৃতি পায় ॥
 যদি কহ—নান সুখে পূর্ণবৃত্তি পায় ।
 অজ্ঞানের হেতু ঘটে ? — শুন ক'ি তায় ॥
 বিষয়লম্পট যেই সংসারিকচয়—
 তুচ্ছ বিষয়ের স্রবে বহুমতি হয় ॥
 কিবা সন্ধ্যাসিগ ৭ স্বরূপ-মাত্রজ্ঞানে ।
 যোক্ষপ্রাপ্তে তুচ্ছ সুখ হয় ত বিধানে ॥
 তেমত স'চ্চদানন্দ-দন ভক্তগণ ।
 নানসুখে পূর্ণবৃত্তি না করে মনন ॥
 নানসুখপ্রাপ্তিও না হয় কদাচনে ।
 যেহেতু আনন্দঘন সেই ভক্তগণে ॥
 স্ব-সেবা-অনুসারে রস-সজাতীয় ।
 নানা সুখপেক্ষা তারতম্য হয় স্বীয় ॥
 প্রবণকীর্তনাদিক ভক্তির প্রকার ।
 পাদসংবাহন কেশসংস্কার সেবার ॥
 স্ব-কৃচি-অনুসারে সাধন কয় ।
 সিদ্ধিপ্রাপ্তে সুখলাভে তারতম্য হয় ॥
 বৈকুণ্ঠনিবাসী শ্রেয় গরুড় প্রভৃতি ।
 হয়েন নিত্য পার্শদ সেবক প্রকৃতি ॥
 জয়-বিজয়ব্রতাদিক সাধিয়া ।
 বৈকুণ্ঠে আইল কৃষ্ণকৃপা ত পাইয়া ॥
 নিত্য আর আধুনিক এ দুইপ্রকার ।
 পার্শদগণের ভজ্ঞানানন্দ-বিস্তার ॥
 সম হইলেও স্বয় ভেদ আছে তায় ।
 বাহ্য অন্তরীণ—দূরস্থ পার্শদতায় ॥
 কারো মতে থাকুক বা 'সেবাদির ভেদে
 ফলভেদ' তথাপি অত্যন্ত নাহি ছেদে ॥
 প্র ৭ যবে করেন ভূতলে অবতার ।
 নিত্যপার্ষদের গণ যায় সঙ্গে তাঁর ॥
 এমতে সাধন করি পার্শদ যে হয় ।
 সেই সব আধুনিকসহ ভেদ রয় ॥
 শ্রেয়গরুড়াদি যে নিত্যপার্ষদগণ ।
 যত্বাপিও প্রভূসহ সম তাঁরা হন ॥
 স্বভাবত নিত্য। সত্য। সেবাতা প্রভুর ।
 শেবাদির সেবকতা তেমত প্রচুর ।
 নিবিড়সচ্চিদানন্দঘন ভগবান্ ।
 হইলেও শেবাদিক তাঁহার সমান ॥
 ভজ্ঞানানন্দমাধুর্য্য বিত্তা আকর্ষক ।
 অনির্কচনীয় কৃষ্ণে বর্ণিতকারক ॥

তাতে অতর্ক। নান। মাধুর্য্যের সাগরে ।
 কৃষ্ণপাদাজে ঘটে দাসত্ব নিরন্তরে ॥
 সচ্চিদানন্দঘন অশেষ অবতার ।
 নারায়ণ-আদি যত সহিত তাঁহার ॥
 শ্রীকৃষ্ণ গোলোকনাথ দেবের সমতা ।
 থাকিলেও মাধুর্য্য মহত্বে বিশেষতা ॥
 অবতারিত শ্রীকৃষ্ণদেবের যে হয় ।
 অবতারগণ হৈতে শ্রেষ্ঠ খ্যাত রয় ॥
 অতএব সে সবার যে পার্শদয়ে ।
 তাহা হৈতে ভগবত্তা বিধেয় নিশ্চয় ॥
 মধুর মধুর সৌন্দর্য্যাদির কারণ ।
 ঘটয়ে মহাবিশেষ তাহে সর্বক্ষণ ॥
 অত্বেতে কহয়ে—শ্রীল কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 শোভন সচ্চিদানন্দঘনদেহাখ্যান ॥
 তিহ পরং ব্রহ্ম, আর পার্শদ তাঁহার ।
 ব্রহ্মস্বরূপ সকলে—বিমুক্ত সুসার ॥
 ভক্তরূপ আনন্দবিশেষের কারণ ।
 লীলাতে বিগ্রহ তাঁরা করেন ধারণ ॥
 চিৎকলাস্বরূপা প্রভুর শক্তি যিহ ।
 বিগ্রহধারণপ্রতি কারণ সে তিহ ॥
 কহে গোপপুয়ার—করিয়। এ প্রবণ ।
 পুনঃ শ্রীনারদে করিয়।ম জিজ্ঞাসন— ॥
 ওহে ভগবান্ শ্রীনারদ ! ধরাতলে ।
 শ্রীমহাপ্রভুর যত প্রতিমা অচলে ॥
 সকল সচ্চিদানন্দঘনমূর্তি হন ।
 নীলাচল-নাথ পুরুষোত্তম যেমন ? ॥
 আপনি কহিলে—'এক শ্রীল ভগবান্ ।
 নিবিড়সচ্চিদানন্দনিগ্রহ বিধান ॥
 জগন্নাথদেব কিবা কৃষ্ণদেব আর !
 নীলাচল-বর্ষ-পুরী-আদিতে প্রচার ॥
 নিজভক্তজনপ্রতি অনুগ্রহ করি ।
 লীলায় আছেন সেই সেই রূপ ধরি ॥'
 উদাসীন হৈয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম-যোগাদিতে ।
 কিবা দোষ সেইসব প্রতিমা পূজিতে ? ॥
 বরং কোনপ্রকারেতে করিলে পূজনে ।
 মহালাভ হয়—এই বোধ মম মনে ॥
 একস্থানে অশেষ ত ভক্তির প্রকারে ।
 সিদ্ধি হয়—এই গুণ বুঝিয়ে বিচারে ॥
 যদি লাভমাত্র হয়—তবে কি কারণে ।
 পুরাণসকলে শুনি সেসব-বচনে ? ॥

তথাহি (ভা: ১২।২।৪৭)—

অর্চ্যায়ামেব হরয়ে পূজাং য শঙ্কয়েহতে ।

ন তন্ত্বস্তেষু চাত্তেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ইতি ॥

(ভা: ৩।২।১২২)—

যো মাং সর্কেণ ভূতেষু সন্তমাস্থানমীশ্বরম্ ।

হিত্বাভ্যঃ ভজতে মৌচ্যাহ্মন্যস্তেব জুহোতি সঃ ॥

ইত্যাদি

এইসব উক্তি নাহি হয় অপ্রমাণ ।

মহতের মুখ হৈতে নির্গত আখ্যান ॥

শ্বেতদ্বীপাদিতে সঙ্কর্ষণ-আদি করি ।

ভারতবর্ষেও রজন্য-আদি হরি ॥

যত্নপি তাঁদের পূজা করিবে শ্রদ্ধায় ।

তাহাতে বিমতি নাহি আছে অভিপ্রায় ॥

তথাপি পূর্বের উক্ত সকল বচনে ।

‘প্রতিমাপূজনে’ শব্দ আছে যে শ্রবণে ॥

তাহারাও লীলাহেতু প্রতিমাসমান ।

প্রতিমাবর্গের মধ্যে হয় অজ্ঞান ॥

তাহাদের পূজনেও হয় ত সংশয় ।

এহেতু সামান্য প্রশ্ন করিলু’ নিশ্চয় ॥

আমার কথিত এইসব বাক্য শুনি ।

প্রভুর পূজার পথে আদিগুরু মুনি ॥

পরমানন্দেতে উঠি করি আলিঙ্গন ।

কহিতে লাগিল এই উত্তর তখন— ॥

আছেন প্রতিমা যত ক্ষেত্র-আদি স্থানে ।

কহিলাম ‘সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের সমানে’ ॥

তাহাদের পূজনের নাহায়া তাবত ।

সুদূরেতে থাকুক কি কব বিশেষত ॥

পুরাতনো কিম্বা সংপ্রতিক-প্রকাশিত ।

প্রভুর প্রতিমা যেবা আপন-নিমিত্ত ॥

‘স্বয়ং -গবান্ এহ’ এই বুদ্ধি করি ।

স্বধর্মপ্রহৃতিতে আসক্তি পরিহারি ॥

যে-জন পূজয়ে তার ধর্মত্যাগাদিতে ।

পাতিত্যাগি দোষ নাহি হয় কদাচিত্তে ॥

যথা (বৃ: ভা: ২।৪।১৮৭ টীকা)—

মৎকম্য কুরতাং পুংসাং ক্রিয়ালোপো ভবেদ্যদি ।

তেষাং কন্ধ্যাণি কুর্দন্তি তিস্রঃ কোট্যোমহযয়ঃ ॥ ইতি

ভক্তিতে প্রবৃত্ত যেই যেই জন হয় ।

তাহাদের কর্মে অধিকার নাহি রয় ॥

ভক্তিসাধনেতে প্রবৃত্তের পূর্বকাল ।

কর্মের পর্যন্ত সেই জানিহ এ ভাল ॥

কৃষ্ণপ্রতিমাপূজনে মহাশুণ হয় ॥

সেই সে উত্তম ভক্তি ভক্তসব কয় ॥

ভক্তিশব্দের মুখ্যার্থ ‘সেবা’—শাস্ত্রে গায় ।

অশেষ-ভক্তিপ্রকার অনুবৃত্তি তায় ॥

যেই ভক্তি পরম মহত ফল মত ।

চতুর্কণ হইতে অধিক বিশেষত ॥

অন্তর্যামিরূপে বৃষ্ণ আছেন ইহায় ।

এইজ্ঞানে তৃণে যদি করে মাননায় ॥

আর কৃষ্ণনামাভাস একবার কয় ।

কিম্বা শুনে, তাদের সর্বার্থপ্রাপ্তি হয় ॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যেই প্রতিমা আকার ।

আবাহন আদি মন্ত্রে কৃত সংস্কার ॥

কৃষ্ণসমাকারহেতু স্মারক তাহার ।

শ্রবণাদি-নববিধ-ভক্তিপদ সার ॥

সেবনে সর্বাদি ভক্তি সিদ্ধ সমবায় ।

তাহাতে সে দোষাদির বিচার কোথায় ? ॥

যদি কহ—বৈষ্ণবাপরাধে পূজাফল ।

নাহি পায় ? শুন তার উত্তর নিশ্চল— ॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমা পূজা করে যেইসবে ।

কতু বৈষ্ণবেতে অনাদর না সম্ভবে ।

যেহেতুক ভক্তিতে প্রবৃত্তির কারণ ।

বৈষ্ণবের সহ শ্রীতি হয় উপজন ॥

কৃষ্ণপ্রতিমাপূজনে আসক্তি-কারণ ।

যদি অনাদর কতু হয় ত ঘটন ॥

বৈষ্ণব সে অপরাধ না করি গ্রহণ ।

পূজায় আসক্তিহেতু করেন দ্বন্দ্বন ॥

যদি কহ—দোষশ্রুতি যেসব বচনে ।

কোন্-বিষয়ক তাহা ? শুন সে কথনে— ॥

‘হরির প্রতিমা এই স্বয়ং হরি নয় ।’

এইরূপ ভেদদৃষ্টে যেসব পূজয় ॥

কিম্বা শৈল-দাক্ষ-লৌহ-আদির নিমিত্ত ।

এই বুঝে যেইসব পূজয়ে নিশ্চিত ॥

কৃষ্ণভক্তগণে সংমানন না করয় ।

প্রাণসকলের অবমানকর্তা হয় ॥

পূজাগর্বে স্বধর্মাদি করিয়া ত্যজন ।

প্রভুর বোঝা যেবা করয়ে লঙ্ঘন ॥

সেইসব জন অতিশয় নান হয় ।

নিশ্চয় সগুণ ভক্ত হইতে নিশ্চয় ॥

সেইসব মন্দবুদ্ধি শাস্ত্রোক্তাহুসারে ।

পূজাফল নাহি পায় নিশ্চিত বিচারে ॥

যদি জিজ্ঞাসহ—ভগবানের পূজন

বিফল হইতে যোগ্য কিমতেতে হন ॥

সকল হইলে বা কিমতে নিন্দ্য হয় ? ।
 তাহার উত্তর শুন সিদ্ধান্ত নিশ্চয়—
 উত্তমতে যেইসব প্রতিমা পূজয় ।
 নির্দোষ মহাবিষয়ভোগফল হব ।
 অশেষ সংকর্যফল হৈতে গুরুতর ।
 আপনা হইতে ভুলে সেই ত সম্বর ।
 স্বর্গভোগাদি-বিষয়দোষ-বিরহিত ।
 উত্তম মহাবিষয় ভোগে সে নিশ্চিত ।
 কিন্তু কৃষ্ণভক্তিযোগ্য যেই ফলচয় ।
 প্রেমসম্পত্তি শ্রীকৃষ্ণচরণবিষয় ।
 তাঁর ধামলাভ—সদা তাঁহার দর্শন ।
 শ্রীকৃষ্ণহিত নিতা বিহারকারণ ।
 এ ফল না জন্মে সে পূজায়, একারণ ।
 সাধুবর নিন্দে পুরাণেতে সে পূজন ।
 অতএব সেইসব পুরাণবচন ।
 প্রতিমাপূজকের ন্যূনতাসংপাদন ।
 উক্তরূপ প্রতিমাপূজকপ্রতি সেই ।
 সকল পূজকপর নহে, মানো এই ।
 পূর্বোক্তসকলে যদি লেখ্য পূজন ।
 সর্বথা নিশ্চিত যদি না করে ত্যজন ।
 তবে তাহাদের নিষ্ঠা পূজাতে জন্ময় ।
 নিষ্ঠা হৈতে চিত্তের শোধন ক্রমে হয় ।
 গুণদর্শিত্বকৃত্তগণের কৃপায় ।
 অভিমান-আদি দোষ সব ক্ষীণ পায় ।
 কিছুকালমধ্যে তারা পরম উত্তম ।
 শুদ্ধভক্তিমন্ত সব হয়েন সত্তম ।
 তাহার দৃষ্টান্ত দেখ—কামিতত্তগণ ।
 তুচ্ছ ফলভোগ করি বাঞ্ছায় আপন ।
 ভক্তির প্রভাবে কালান্তরে তারা সব ।
 পায় কৃষ্ণভক্তিযোগ্য ফল অমৃতব ।
 ভক্তিমযোগ্য সংফল তৎকালে নাহি হয় ।
 এহেতু নিষ্কামিতত্ত তাহারে নিন্দয় ।
 শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্ম সদা সন্দর্শন ।
 ক্রীড়ানন্দ বিশেষানুগ্রহের প্রাপণ ।
 এইসব সংকল ভক্তির যোগ্য হয় ।
 শুদ্ধভক্তিমন্তগণ মানেন নিশ্চয় ।
 প্রেমভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শনে ।
 না সহেন একলবমাত্র বিলম্বনে ।
 ভগবানো সেইসব প্রেমভক্তগণে ।
 অন্নকালো না পাবেন করিতে ত্যজনে ।
 অতএব অন্য সর্ব কামফল যত ।
 সব তুচ্ছ, মুক্তিও নিশ্চয় তুচ্ছামিত ।

সেইসব শ্রীকৃষ্ণ হৈতে মূলভ নিশ্চয় ।
 ভক্তি প্রেমলক্ষণা মূলভ কতু নয় ।
 সেই প্রেমভক্তির প্রসাদে ভগবান্ ।
 ভক্তের অধীন হন, শুনহ ব্যাখ্যান ।
 এইহেতু পরাধীন লাগি মহেশ্বর ।
 সেই প্রেমভক্তি নাহি দেন নিরন্তর ।
 ইহা পরমত, বিহ্ব আমি মানি এই— ।
 মহাপ্রিয়তমের অধীন কৃষ্ণ সেই ।
 কোনো দুঃখ-দোষ নাহি করেন বিধান
 অর্থাৎ ভক্তের মনে না হয় আখ্যান ।
 ‘কৃষ্ণ পরাধীন তাঁর—কি ঐশ্বর্য্য হয় ।’
 এত ভাবি দুঃখ-দোষ কদাচিত নয় ।
 কিন্তু মহাপ্রেমজন্যধীনতা তাঁহার ।
 লোকের প্রমোদ সদা করেন বিতারণ ।
 আর নিজ ভক্তবৎসলতাদিসংকণ ।
 মহাকীত্তিরূপ গুণ করে বিতারণ ।
 বিশেষে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নাগরশেখর ।
 ভক্তাধীনতা তাঁহার অতি প্রিয়তর ।
 শ্রীমদ্ভগবতাস্বভাবের সীমা যেই ।
 তাহার অস্ত্রের পরিপাকরূপা সেই ।
 আত্মারাম পূর্ণকাম মহাযোগেশ্বর ।
 এইসব গুণ হৈতে শ্রেষ্ঠা নিরন্তর ।
 বিরহ-আয়তে সুবৈকুণ্ঠ মহাভাব ।
 তাহার সম্পত্তি সে আনন্দীচ্য প্রভাব ।
 সপ্রেম ভক্তির পারপাকে তাহা হয় ।
 পরামার্থীবাচ্যে তাহ সে নিশ্চয় ।
 মহাপ্রহর্যের যেই সাম্রাজ্য্য ত হয় ।
 তাহার মন্তকোপরি সর্বদা নাচয় ।
 যত্নাপ একরূপ হর্ষ তাহাতে আশ্রয় ।
 তথাপি স্বভাবহেতু মহা আশ্চর্য্য ।
 শোক-সন্তাপাদি চিহ্ন বাহ্যে বস্ত্রায় ।
 মনে তাহা নহে—যাহে নিত্যানন্দময় ।
 সে বাহ্যদশাও প্রিয়তমের কখন ।
 সাহিতে নারেন কৃষ্ণ, যাতে প্রিয়জন ।
 সেই ভাব প্রেমভক্তপরিণামে জাত ।
 মুখসকলের ভ্রম জন্ময়ে তাহাত ।
 আত দুঃখময় কিবা আত সুখময় ।
 বাহ্যদৃষ্টিপর লোক হেন বিলোকয় ।
 বুঝতে না পারি তব সেই ভক্তগণে ।
 করে পরিহাস ভক্তিতে আনন্দামনে ।
 এইহেতু ভগবান্ সেইসবজনে ।
 প্রেমগহ ভক্তি নাহি দেন কদাচনে ।

প্রেমের সহিত ভক্তি অত্যন্ত দুর্লভ ।
 স্বর্গাদির ভোগ আর মুক্তিও সুলভ ॥
 চিন্তামণিরত্ব সর্বজন নাহি পায়
 কাচ-আদি কিম্বা স্বর্ণ কভু প্রাপ্ত তায় ॥
 স্বর্গাদির ভোগ হয় কাচাদি-উপায়
 মুক্তি তাহা চাইতে দুর্লভ স্বর্ণময় ॥
 কদাচিত কোনজন স্বর্ণ প্রাপ্ত হয় ।
 চিন্তামণি পরম দুর্লভ,—লভ্য নয় ॥
 সেইমত প্রেমভক্তি জানিহ নিশ্চয় ।
 কদাচিত কোনজন পায় তাগোদয় ॥
 এক প্রেমভক্তিরূপে স্পৃহা যার হয় ।
 লোকাভিতরীত যেই অতিমহাশয় ॥
 হেন কোনজনে কদাচিত ভগবান্ ।
 প্রেমের সহিত ভক্তি করেন প্রদান ॥

প্রেমভক্তিপরিপাকে যে ভাব জন্মায় ।
 তার তত্ত্ব নিরূপণে শক্তি নাহি হয় ॥
 যোগ্যও নহে ত, যেন সাধুশাস্ত্রবর ।
 যেসব প্রভুর ভক্তি প্রবৃত্তার্থপর ॥
 তাহে অজ্ঞজনের বিরুদ্ধত্ব হয় ।
 প্রেমের স্বভাব শুনি ভয় উপজয় ॥
 তাহে প্রেমভক্তিতে অজ্ঞের মতি নয় ।
 দুঃখাতাবজ্ঞানে মোক্ষ প্রাপ্ত জন্ময় ॥
 সে ভাবের উৎকর্ষ মাধুর্য্য জানে সেই ।
 সেই ভাবরূপ রস সেবা করে যেই ॥
 তুমিই শ্রীগোকুলনাথের প্রসাদেতে ।
 স্বরায় জানিবে, যাহে জন্ম গোকুলেতে ॥

তথ্যচ গ্রন্থকারো নারদঃ প্রণমতি,

(বৃ: ভা: ২।৪।২১৪ টীকা)—

গুটবৈষ্ণবসিদ্ধাস্তমনিমঞ্জরিকা ৪৪১ ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যেন তৎ প্রপঞ্জোহাশ্ব নারদম্ ।

শ্রীগোপকুমার তবে কহেন বচন—
 এপ্রকার বাক্য তাঁর করিয়া শ্রবণ ॥
 নিজেষ্টদেবতা শ্রীগোপালশ্রীরণে ।
 অত্যন্ত দর্শনোৎকর্ষা বাচিল তখনে ॥
 প্রেমভক্তজাত-ভাববিশেষে তৎকালে ।
 আশাবাস্যসমূহ জড়িল মম মনে ॥
 এ উভয়ে শোকার্ণবে পতিত আবারে ।
 দেখিয়া কহেন মূনি শান্ত করিবারে— ॥
 যত্নাপিহ এই মহা গোপনবচন ।
 উপযুক্ত নহে এই বৈকুণ্ঠে কথন ॥

তথাপি তোমায়ে অতি কাতর দেখিয়া ।
 হইলাম বাচাল, কহিয়ে এ লাগিয়া ॥
 শ্রীমন্নরায়ণের পুরীর অদূরেতে ।
 আছে শ্রীরামের পুরী অযোধ্যানায়েতে ॥
 তাহার অদূরে আছে পুরী দ্বারাবতী ।
 শ্রীযুক্ত মধুর মধুপুরীতুল্য অত ॥
 শ্রীযত্নপতির প্রিয়া, তুমি সেই স্থানে ।
 গিয়া নিজ ইষ্টদেবে দেখ সন্নিধানে ॥
 শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মের সেবায় ।
 রাসিকের সম্মত যে হয় সছুপায় ॥
 উত্তম প্রকারে যেই অযোধ্যাগমনে ।
 প্রথমত কহি, তাহা করহ শ্রবণে— ॥
 শ্রীকৃষ্ণ গোলোকনাথ বহুলীলাকারী ।
 সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ সর্ব-অবতারী ॥
 প্রকট পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত সে অশেষ ।
 তাঁর চরণের উপাসনার বিশেষ ॥
 শ্রীমদনগোপালদৈবত। দশাক্ষর ।
 মন্ত্ররাজ্যপ্রয়ণের দ্বারা নিরন্তর ॥
 রঘুনাথপাদপদ্মাদিক সমুদয় ।
 যত্নাপি সাক্ষাৎ লাভ হয় সুনিশ্চয় ॥
 তথাপিহ শ্রীরঘুনাথের শ্রীচরণ-
 সরোজ যে হয় অত্যন্ত অসাধারণ ॥
 তাহে রসবিশেষের লাভের কারণ ।
 উপদেশ কহি, যত্নে করহ শ্রবণ ॥
 অর্থাৎ সর্বাভারী মদনগোপাল ।
 তাঁর ভক্ত্যে যদি সৰ্ব্ব সিদ্ধ হয় ভাল ॥
 তথাপিহ অবতার যত্নে অশেষ ।
 তাহাতে শ্রীরঘুনাথ বিধিত বিশেষ ॥
 তাঁর ভক্তিবিশেষ না করিলে আশ্রয় ।
 তদগত রসবিশেষ লাভ নাহি হয় ॥
 এইহেতু উপদেশ বিশেষ করিয়ে ।
 ওহে গোপকুমার ! শুনহ মন দিয়ে ॥

তথ্যচ (বৃ: ভা: ২।৪।২২১)—

সীতাপতে শ্রীরঘুনাথ লক্ষণ-

চোষ্ঠ প্রভো শ্রীহুমৎপ্রিয়েশ্বর ।

ইত্যাদিকঃ কৌন্তর্য বেদশাস্ত্রতঃ

খ্যাতঃ স্মরন্তুগুণরূপবৈভবম্ ।

সীতাপতে আদি নাম করহ কীৰ্ত্তন ।

বেদশাস্ত্রদ্বারা যাহা খ্যাত সৰ্ব্বজন ॥

তীর রূপ গুণ আর বৈভব চরিত ।
 অরণ করহ—যাহা জানহ নিশ্চিত ॥
 যদি কহ—মদনগোপালদেব মন ।
 হরণ করিলে, অস্ত্র নহে ত রোচন ॥
 কেমনে অস্ত্রের প্রেম করিবে গ্রহণ ? ।
 তাহার উত্তর কহি, করহ শ্রবণ—॥
 যে প্রকারে নিজ-ইষ্টদেব লাভ হয় ।
 তার অমুষ্ঠান হয় চাতুর্য্য নিশ্চয় ॥

তথ্যচ (বৃ : ভা : ২।৪।২২২ টীকা—
 স্বক্যার্থমুদ্বয়েৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্যার্থসেন মুখতা ॥

শবের কৃপায় যেন বিকৃপদ পায় ।
 শ্রীগোপাল প্রাপ্ত তেন রামের কৃপায় ॥
 যদি কহ—মম ঐক্যত্যাগত ভঙ্গ ।
 হইবেক ? তাহে শুন উত্তরপ্রসঙ্গ—॥
 আপন ইষ্টদেবের যাহাতে সে গঙ্গ ।
 অর্থাৎ যে কার্য্যে আছে ভ্রম ও সম্বন্ধ ॥
 তাহাতে উত্তমা প্রীতি করে অমুক্ষণ ।
 নিজ এক ইষ্টদেবে নিষ্ঠাপর জন ॥

শ্রীরামপাদামৃত্যু করিলে দর্শন ।
 দর্শনোৎকণ্ঠতা যদি না হয় গাভন ॥
 তবে রামকৃপাভরে দ্রবীভূত মন ।
 সুখে দ্বারকায় করিবেন প্রস্থাপন ॥
 দ্বারকায় গমন করিয়া যথোদিত ।
 তাঁর নামসঙ্কীৰ্ত্তন করিবে নিশ্চিত ॥
 সুখের গাথায় উচ্চ নাম-উচ্চারণ ।
 গুণকীৰ্ত্তনাদি গান করিয়া শ্রবণ ॥
 সুখে দ্বারকায় গিয়া নিজ প্রিয়েশ্বর ।
 যত্নগণে বৃত্ত কৃষ্ণচন্দ্র মনোহর ॥
 দেখিতে হইলিত বীর যুগল চরণ ।
 তাঁহারে অচিরে তুমি করিবে দর্শন ॥

অযোধ্যা-দ্বারকা-পুরুষোত্তম-আদিক ।
 এই শ্রীবৈকুণ্ঠের প্রদেশবিশেষিক ॥
 তথায় যাইতে বৈকুণ্ঠের ত্যাগ নয় ।
 এ লাগি প্রভুর আজ্ঞা অপেক্ষা না হয় ॥

যদি কহ—‘তথাপি অমুক্ষা লৈয়া তাঁর
 গমন উচিত ?’ শুন উত্তর তাহার—॥
 সর্ব্বদৃষ্টিদর্শী শ্রীদেব নারায়ণ ।
 করিলেন আমারে ত প্রঃ আজ্ঞাপন—॥
 ‘হে নারদ ! রঃস্থলে করিয়া গমন ।
 গোপকুমারের কর মানসপূরণ ॥’
 এ আজ্ঞায় আইলাম ; মম বদনেতে ।
 তাঁর আজ্ঞা হৈল, তান এ অমুমানেন্তে ॥

এক মহাভক্তে অমুগ্রহ করিবারে ।
 গেলেন শ্রীভগবান্ স্বয়ং কোথাকারে ॥
 আসিতে বিশেষ তাঁর হবে কতক্ষণ ।
 না পারিবে তুমি ব্যাজ করিতে সহন ॥
 এই সে কারণে শ্রবণ গমন-বিষয়ে ।
 এই অবসর শ্রেঃ জানিহ নিশ্চয়ে ॥
 ‘আজ্ঞাহেতু প্রভুসম্মিধানেন্তে যাইবে ।
 তাঁহার দর্শনে পুন তাজিতে নারিবে ॥
 অস্ত্রে যাইতে ইচ্ছা না হবে তোমার ।
 চিরকালাতীষ্ট সিদ্ধ না হইবে আর ॥’
 ইত্যাদিক পরামর্শ করি ভগবান্ ।
 করিলা পুঙ্খানুপুঙ্খ, কর অমুমান ॥
 কহে গোপকুমার—শুনিয়া এ বচন ।

অতিশয় হর্ষযুক্ত হৈল মম মন ॥
 শ্রীনারদে বারম্বার করি প্রণমন ।
 লৈয়া আশীর্বাদ গেলু’ অরিয়া শিক্ষণ ॥
 দূরে হৈতে দেখিলাম বানরসকল ।
 অনিবাচ্য-মাধুর্য্য—অত্যন্ত সুচঞ্চল ॥
 লক্ষ দিয়া ইতস্তত করয়ে গমন ।
 ‘রাম রাম রাম’ ইহা বলয়ে বচন ॥
 শ্রীরামচন্দ্রের অসাদৃশ্য না সহিয়া ।
 লৈলা মম হস্ত হৈতে বংশী আকর্ষিয়া ॥
 তাঁহাদের সহ অগ্রে করিয়া গমন ।
 দেখিলাম মনুষ্যসকল বিলক্ষণ ॥
 বৈকুণ্ঠপার্বদ যেই চতুভূজাকার ।
 তাহা হৈতে সুন্দর রামের সমাকার ॥
 সেই-সব নর আর বানরের গণ ।
 মম প্রণামাদি নাহি করিলা সহন ॥
 পুরীমধ্যে করাইলা মম প্রবেশন ।
 প্রথমে গেলাম বাহুপ্রকোষ্ঠে তখন ॥
 পরম-বিনীত-মত তাঁদের আচার ॥
 যোরে নীতে আঁসিছিল আজ্ঞায় তাঁহার ॥
 অত্থা শ্রীরামপদ সেবে সর্ব্বক্ষণ ।
 দূরগমনেন্তে নহে সম্ভব কখন ॥
 তবে দেখিলাম অতি মনোহর রীত ।
 সুগ্রীব-অঙ্গদ-জাম্ববানাদি-সহিত ॥
 শ্রীমান্ ভরত সুখে বসিয়া আছেন ।
 বামে তাঁর পত্নী, অগ্রে শক্রয় রহেন ।
 নরে বৃত্ত দেখি তাঁরে মানি রঘুবর ।
 তাঁর যোগ্য স্তব তবে করিলু’ বিস্তর ॥
 ‘মহারাজাধিরাজ শ্রীরামচন্দ্র জয় ।
 জ্ঞানকৌবল্যত দশবদনবিজয় ॥’

ইত্যাদিক শুবে কর্ণ আচ্ছাদন করি ।
 'আমি দাস' বলি মুহু নিবেধ আচরি ॥
 তাঁর অসম্মত কর্ণে অপরাধে ভীত ।
 হইলুঁ অঞ্জলিবদ্ধ অগ্রে অবস্থিত ॥
 পুরমধ্যবর্তি-রঘুনাথ-সম্মিধান ।
 হইতে বাহ্যেতে আগি শীঘ্র হনুমান ॥
 স্বরায় গমন-হেতু হস্ত-আকর্ষণে ।
 করাইলা অস্তঃপুরমধ্যে প্রবেশনে ॥
 তথায় অদ্ভুত হৈতে অদ্ভুত স্বরূপ ।
 দেখিলাম রাম নরবরাকৃতি রূপ ॥
 অখিলমাদুরীশ্বর মন্দিরে সগণে ।
 মহারাজাধিরাজের ষোণ্য সিংহাসনে ॥
 স্তব্ধে অধিষ্ঠান করি আহেন বসিয়া ।
 মহাপুরুষলক্ষণে সুক্ণ—ভট্ট-হিয়া ॥
 কোনপ্রকারেতে নারায়ণের সমান ।
 সর্বপ্রকারেতে নহে উপমা-আখ্যান ॥
 আকার-সৌষ্ঠব-বরোবর্ণাদি শোভন ।
 ভূষণাদি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের সমান ॥
 তাঁহা হইতেও অতি মধুর বিশেষ ।
 দ্বিভূজ-আদি স্বরূপে মনোরমাশেষ ॥
 কোদণ্ডনামেতে ধনু হস্তেতে শোভন ।
 সবিনয় লজ্জায় রমিত আলোকন ॥
 রাজেশ্বরের জায় প্রজাপালনাদি কর্ম ।
 আশ্রিত-সৎকার্য্যকরণাদি-কথা-ধর্ম ॥
 তাঁহার দর্শনানন্দভরেতে মোহিত ।
 দণ্ডপ্রণামার্থ অগ্রে হইলুঁ পতিত ॥
 কিন্তু সর্বপুরুষার্থে শ্রেষ্ঠ মোহ এই ।
 তত্ত্বিতেও সাধ্য হয় যেহেতুক সে-ই ॥
 সে মোহে হইলুঁ দর্শনানন্দে বঞ্চিত ।
 দেখিলুঁ রূপায় তাঁর হৈয়া উত্থাপিত ॥
 মোরে তথা রাখি নিজ-সেবন-বিধানে ।
 একলক্ষ্যে হনুমান গেলা সম্মিধানে ॥
 অর্থাৎ শ্রীরামসহ জ্ঞানকী লক্ষণ ।
 অগ্রে হনুমান এইরূপ স্তম্ভোভন ॥
 ভক্তেরো হর্ষবিশেষ হয় সন্দর্শনে ।
 এ লাগিয়া হনু শীঘ্র করিলা গমনে ॥
 প্রভুপ্রিয়া অমুরপা জ্ঞানকী বামেতে ।
 অমূল্যলক্ষণ বর শোভে দক্ষিণেতে ॥
 হনু অগ্রে থাকি স্তম্ভচামরে কখন ।
 করেন বীজন গাই তাঁর গুণগণ ॥
 কখন বা স্বনির্মিত বিচিত্র শুবেতে ।
 করেন প্রভুস্ব স্ব অঞ্জলিপুটেতে ॥

কণ্ঠকে করেন খেতচ্ছত্রের ধারণ ।
 কণ্ঠে বা প্রভুর পাদব্রজ-সংবাহন ॥
 কণ্ঠে একবারে বহু সেবার প্রকার ।
 শ্রীরামে ব্যগ্রতা-বিনা করেন বিস্তার ॥
 অতি হর্ষভরে আমি হৈয়া পূর্ণাধার ।
 জয় জয় কহি প্রণমিলুঁ বারম্বার ॥
 ভগবান্ হইয়া রূপায় স্নিগ্ধ-মনে ।
 পরম অদ্ভুত মূহু অমৃত-বচনে ॥
 করিলেন আপ্যায়িত মোরে অবগম—
 'ওহে গোপনন্দন আমার সুহৃদয় ! ॥
 আমাদের প্রতি স্নেহবিধানদ্বারায় ।
 করিলা স্তম্ভাগমন এই অযোধ্যায় ॥
 সাধু সাধু অতএব বৈস এইস্থানে ।
 ত্যজি ইতস্তত যাতায়াতের বিধানে ॥
 ইহাতেই পরিপূর্ণ হইল সকল ।
 প্রণামাদি বহুতর প্রয়াসে বিফল ॥
 চিরকাল দুঃখ নাহি দিও তুমি আরে ।
 আপন বান্ধব জ্ঞান নিশ্চয় আমারে ॥
 উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ হনু মঙ্গল তোমার ।
 ত্যজ মম গৌরবের সন্ম বিস্তার ॥
 যেহেতু তোমার প্রেমসমূহে সতত ।
 বশীকৃত আছি সখা ! নহে অগ্রমত ॥'
 তথাপি পরমানন্দভরে বিশেষতঃ ।
 প্রণাম হইতে নাহি হইলুঁ বিরত ॥
 প্রভুর আশ্রায় তবে আসি হনুমান ।
 করাইয়া ভূমি হৈতে আমায়ে উত্থান ॥
 শ্রীযুক্ত চরণপদ্মপীঠসম্মিধানে ।
 বল করি লৈয়া গেলা মোরে সেইস্থানে ॥
 তবে আমি করিলাম আপনার মনে—
 দীর্ঘ আশা আমার ফলিল এইক্ষণে ॥
 বাহ্যভীত ফল মম সম্পন্ন এক্ষণ ।
 কোথা এথা-হৈতে আর করিব গমন ? ॥
 নিজগোপবালকবেশেতে পূরুষত ।
 করি চামরান্দোলন-আদি সেবা যত ॥
 কিছুকাল করিলামনিবাস তথায় ।
 হৈয়া আনন্দভরেতে বশীকৃত প্রায় ॥
 অনন্তর শ্রীরঘুসিংহের সেইস্থানে ।
 মহারাজাধিরাজ লীলার বিধানে ॥
 ধর্ম্মাসারিনী দেখি অমুরূপ তার ।
 নাহি ভক্তবাৎসল্যেতে ধর্ম্মত্যাগাচার ॥
 ইষ্টদেব মদনগোপালচরণের ।
 বেণুবাদ্যগোপীমোহনাদি ক্রীড়নের ॥

বিহার্যমাধুরী অনির্কচনীয় সব ।
 ধ্যানাবেশে স্বয়ং বাহ্য হয় অমুভব ॥
 সেই-সব তথ্য না হয় আলোকন ।
 অপিজ্ঞানাদিক কুপা না হয় লভন ॥
 শ্রীরামের পাদাঙ্গের মহিমানিচয় ।
 লক্ষ্য নম্রতা সরলস্বভাব বিনয় ॥
 ইত্যাদিক হনুমান-মুখেতে শ্রবণে ।
 দেখি সাক্ষাতেও শোকস্তায় প্রাপণে ॥
 কৃষ্ণপ্রেমহেতু সেই শোক যেকারণ ।
 বস্তুতঃ সে শোক নহে—পরানন্দ হন ॥
 মনোদুঃখ নিবারি শ্রীরামে আরোপণ—।
 ধ্যানে করি নিজেইদেবের গুণগণ ॥
 পূরীভ্যাসবশের কারণ যেসময় ।
 ব্রজভূমি আর শ্রীকৃষ্ণের লীলাচয় ॥
 আর তাঁর অমুকম্পাবলের দ্বারায় ।
 আমার হৃদয়মধ্যে অক্রমণ পায় ॥
 পরম শোকান্ত তবে হৈয়া দ্বারকায় ।
 অযোধ্যা হইতে যাইবারে ইচ্ছা ভায় ॥
 মহিবর হনুমান্ সেকালে দেখিয়া ।
 বিচিত্র যুক্তিচা হৃদ্যে রাখে আশ্বাসিয়া ॥
 তথাপি আমার শোক হয় পুনর্বার ।
 দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র সে দুঃখবিস্তার ॥

প্রথম-কল্পণা-হেতু কোমলহৃদয় ।
 জানেন জগতচিহ্নবৃত্তি সমুদয় ॥
 তাহাতে জানিলা তঁহি আমার হৃদয়—।
 'মদনগোপালদেবোপাসক এ হয় ॥
 তাঁহার চরণে হয় শ্রেয়নিষ্ঠ জনে ।
 এহেতুক যোগ্য তাঁর সহিত মিলনে ॥
 অতএব আনন্দবিশেষে এথাকায় ।
 হনুমানকৃত আশ্বাসের দ্বারা আয় ॥
 হৃষ্ট না হইবে, অমুতাপ চিন্তে রবে ।
 কেবল দ্বারকা যাতে ইচ্ছাবান্ হবে ॥'
 ইহা জানি প্রণয়েতে কোমল বচনে ।
 'মুখে দ্বারাবতী যাও' এই আদেশনে ॥
 শাস্বতামহ জাম্ববানে সঙ্গে দিয়া ।
 দ্বারকায় শীঘ্র যোরে দিয়া পাঠাইয়া ॥
 শ্রীযুক্তশ্রীগুরুদেব-পাদপদ্ম মনে ।
 নিরন্তর সাবধানে ঝরিয়া চিন্তনে ॥
 সটাক মূলের অর্থ করি অমুভব ।
 ষণ্মাতি ষণ্মাধ্য আমি লিখি সব ॥
 তাহাতে যে দোষ থাকে কল্পণা করিয়া
 সাধুজন ! শুদ্ধচিন্তে দিবেন শুধিয়া ॥
 বসুচতুর্ধ্বরীণান্ত শ্রীজয়গোবিন্দ ।
 নিবেদয়ে ভাবি মনে শ্রীজয়গোবিন্দ ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোকমায়াখণ্ডে

বৈকুণ্ঠো নাম চতুর্থোহিধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

পঞ্চমে দ্বারকানাথে দৃষ্টে গোলোককীর্ত্তয়ে ।

ভৌমেগাকুল-তৎকীড়া-তল্লাকমতিমোচ্যতে । • ।

জয়জয় শ্রী : ষষ্ঠৈতস্ত শচীসুত ।
 জয়জয় নিত্যানন্দ পরম অদ্বুত ॥
 জয়দৈবতচন্দ্র জয় গৌরভকুণ্ডল ॥
 কুপা করি শুন পঞ্চমাখ্যায়কথন ॥

কহেন গোপকুমার—তবে দ্বারকায় ।
 গিয়া দেখিলাম যাদবের সম্প্রদায় ॥
 নাথুরবিপ্রগণের সহ বর্ত্তমান ।
 কুমারবর্গসহিত আনন্দবিধান ॥

করেন নিশ্চিন্তে সদা বিচিত্র বিহার।
 পৃথকপৃথক বর্গে সমূহ বিস্তার ॥
 পূর্বের আমি সর্বস্থানে করিয়া ভ্রমণ।
 কোনস্থানে শ্রীবৈকুণ্ঠদেবও কখন ॥
 যে মাধুর্য্যপরাকাষ্ঠা না কৈলু' দর্শন।
 যাদবগণেতে তাহা করে বিরাজন ॥
 তাঁহাদের দর্শনে যে আনন্দ হইল।
 তাথে প্রণামাদি করি সর্কার্য ভুলিল ॥
 সর্বজ্ঞপ্রবর তাঁরা সকল জানিল।
 যে আমি যেহেতু যথা হইতে আইল ॥
 অতএব বলবার করিয়া গ্রহণ।
 আমারে যাদবগণ কৈলা আলিঙ্গন ॥
 'ব্রজে গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের সন্নিধানে।
 গোপালের পুত্র' এই সুনিশ্চয় জ্ঞানে ॥
 স্নেহসমূহেতে আদ্র তাঁহাদের যন।
 করে ধরি অন্তঃপুরে কৈলা প্রবেশন ॥
 তবে আমি দূরে হৈতে দেখিলু' বিস্তার।
 মধ্যেতে স্মরণানামে মহত সত্যর ॥
 মণিস্বর্ণময়কৃত আসনবরেতে।
 পরম উৎকৃষ্ট তুলিকার উপরেতে ॥
 বসিয়া লীলাভুক্রমে বিরাজিতমান।
 শ্রীধারকানাথ কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান ॥
 নারায়ণের বিচিত্র যে মাধুরীর সার।
 শ্রীমুখ-লোচনাদি আকার অলঙ্কার ॥
 পূর্ব্বোক্ত-সকলেতে হয়েন সুসেবিত।
 অর্থাৎ কিঞ্চিৎ সাম্য ইহার সহিত ॥
 কোন অধিকাধিক শোভাসি সমুদয়ে।
 তাঁহা হৈতে শ্রীধারকানাথ যুক্ত হয়ে ॥
 কৈশোরশোভা-মিশ্রিত যৌবনে পুঞ্জিত।
 মনোহর হস্তধর ভক্তে প্রকাশিত ॥
 মাধুর্য্যভঞ্জেতে সেবকের মনোহরে।
 বোধাতীত মহাশর্য্যাবিনোদ-সাগরে ॥
 শ্রীধারকানাথের মন্তক-উপরিতে।
 বিস্তারিত শ্বেত ছত্র আছে বিরাজিতে ॥
 শ্বেত দুই চামর সুবৃহৎ-আকার।
 পার্শ্বদ্বয়ে বীজনেতে ভ্রমে অনিবার ॥
 অগ্রে সুবর্ণরচিত পীঠের উপরে।
 শ্রীযুক্ত পাছুকাষর বিরাজন করে ॥
 শ্রীরাজরাজেশ্বর শ্রীধাবকাধিনাথ।
 তাঁর অঙ্গুষ্ঠপ ভূষণাদিক সাথ ॥
 চতুর্দিকে আছে পরিচারকের গণ।
 অল্পপায় শ্রীভগবানের যোগ্য হন ॥

মহাবিভূতি রথাস্থ নিধি পারিজাত।
 গীতনৃত্যাদি সকল বিরাজে বিখ্যাত ॥
 নিজনিজাঙ্গনে বসুদেব রামাক্রুর।
 গর্গাদি দক্ষিণপার্শ্বে বসিয়া প্রচুর ॥
 বামে রাজা উগ্রসেনে অগ্রেতে করিয়া।
 গদ সাত্যকি সূজনে আছেন বসিয়া ॥
 মন্ত্রী বিক্রম আছেন তাঁর সন্নিধানে।
 সেনাপতি কৃতবর্মা-আদি সঙ্গজনে ॥
 যাদবের শ্রেষ্ঠ ভোজ-অন্ধকাদি আর।
 অন্ত নৃপ-আদি সব বসিয়া বিস্তার ॥
 হেনই সময়ে সেই নারদ এখানে।
 কৌশলে বীণার বাজে আর শ্রেষ্ঠ গানে ॥
 হাশাইয়া প্রভুরে বিবিধপ্রকারে।
 শ্লাঘায় আঘোদি বারবার উঠি ফেরে ॥
 অগ্রে থাকি শ্রীগুরুড় করেন স্তবন।
 পুনঃপুনঃ করেন পাদপদ্মসংবাহন ॥
 রহস্ত স্তপ্রিয় গোকুলাদির কথায়।
 আপন ঈশ্বরে দেন সন্তোষ-উপায় ॥
 সভামধ্যে ব্যক্ত করা অযোগ্য সে-সব।
 এহেতু নিকটে থাকি কহেন উদ্ধব ॥
 শিষ্য বৃহস্পতির—মন্ত্রিবর হন।
 সঙ্কেতে কহেন, অন্যো না বুঝে কখন ॥
 চিরকালীনের দর্শনেচ্ছার বিষয়।
 দেখিয়া হৈলাম প্রেমভরে মোহময় ॥
 দূরে পড়িলাম দৌধ প্রভু প্রকাশিত।
 উদ্ভট স্নেহরসেতে হইয়া পুরিত ॥
 আনিবারে আমারে আপন সন্নিধানে।
 উদ্ধবে আদেশ করিলেন ভগবানে ॥
 প্রভুপাদ-সংবাহনরত শ্রীউদ্ধব।
 গোকুললোকপ্রিয় দেখিয়া মম সম ॥
 গোপকুমারের বেশ লক্ষিয়া আমারে।
 হর্ষযুক্ত হৈয়া আইলেন শীঘ্রকারে ॥
 যত্নে উঠাইয়া সচেতন করিলেন।
 হস্তধর ধরি প্রভুপার্শ্বে আনিলেন ॥
 নিজনিকটে আশা করিতে আনয়নে।
 উঠিবার কামনা করিয়া সে আপনে ॥
 ভগবান্ অতিশয়ে কৃপার লক্ষণে।
 অগ্রে যেই পাদপদ্ম করিলা অর্পণে ॥
 উদ্ধব বলেতে মম হস্তে আকর্ষিয়া।
 তাহাতে মন্তক মম দিলেন রাখিয়া ॥
 প্রাণনাথ নিজকরাধুজের দ্বারায়।
 প্রত্যঙ্গ আবার করে দার্কিনের দ্বার ॥

বস্ত্রতো ধূলি-অভাব গাত্রেতে আমার ।
 চাতুৰ্য্যাবিশেষ সেই স্পর্শ করিবার ॥
 মম কর হৈতে বংশী করিয়া গ্রহণ ।
 অনুক্ষণ তাহারে করিয়া বিলোকন ॥
 ছ'নমন হইতে অশ্রুর জল বারে ॥
 মহা-আন্তর্য্যাত্তম্য থাকিলেন চূপ ক'রে ॥
 বাস্তব যত্নাপি মহা-আন্ত হইলেন ।
 কিন্তু সভামধ্যে সংবরণ করিলেন ॥
 ক্ষণেক শ্রীহরি জিজ্ঞাসিলেন আমায়ে—।
 'ভাল ত আছহ, কিবা ক্ষেম সে তোমায়ে ॥
 ব্রজে অমঙ্গল কিবা প্রভাব কি হয় ।'
 ইহা কহি পাইবেন মোহদশাচয় ॥
 পরমাত্মলক্ষণ দেখিয়া সে সম্বর ॥
 করিলেন ধৈর্য্যাব্যাহিত তাঁরে মস্তিষ্কবর ॥

যত্নপি একরূপ ভূমিহিত-দ্বারকায় ।
 থাকিলে সে অমঙ্গল ব্রজমধ্যে ভায় ॥
 তথাপি দ্বারকাষয়ে অভেদাভিপ্রায়ে ।
 প্রভুর তাদৃশ ভাব অনুবৃত্তি পায় ॥
 ধৈর্য্য করিবারে শ্রীউদ্ধব মহাশয় ।

দেখাইলা সঙ্কেতদ্বারেতে—অগ্রে হয় ॥
 বহুদেবাদি যাদব, ইন্দ্রাদি অমর ।
 ঋষি গর্গাদিক, যুদিষ্টিরাদি নৃপবর ॥
 প্রভুর পার্শ্বদ ইহারী সকলে হন ।
 কোতুকহেতু তাঁহার সভামধ্যে র'ন ॥
 উগবান্ করি পল্লবেন্দ্র উন্মালন ।
 যাদবপ্রভৃতি অগ্রে করিয়া দর্শন ॥
 আপনায়ে সুস্থির করিয়া প্রযত্নতঃ ।
 অন্তঃপুর যাইবারে ইহালা উত্তত ॥

নিজজীবিতেশ অতীষ্টদেবে সূচিরে ।
 পাইয়া হইলু' মগ্ন হর্ষসিদ্ধিনীদে ॥
 নি বাক্য কহিব কি কাঁদব আচরণ ।
 জানিতে না পারিলাম কিছুই তখন ॥

অন্তঃপুরে যাইবেন প্রভু একারণ ।
 করিলেন যাদবাদি সকলে গমন ॥
 তাহুল বিলপন সুবাক্যাদি দ্বারায় ।
 মাগু করি সকলেগে করিয়া বিদায় ॥
 দক্ষিণহস্তেতে মম করদগ্ন ধরি ।
 'দেবদাস-সহ পুরে প্রবেশিলা হরি ॥
 তবে ত যোলসহস্র অষ্টোত্তরশত ।
 মহিষীসকল হৈয়া হর্ষিত সম্মত ॥
 অশ্রু দেবকীরে রোহিণীরে অগ্রে করি ।
 সদাসী ভক্তার অগ্রে আইলা সম্মরি ॥

তথাচ (বৃ: ভা: ২।৫ ২২)—

ক্লান্তগী সত্যভামা সা দেবী জাহ্নবতী তথা ।
 কালিন্দী মিত্রবিন্ধ্যা চ সত্যা ভদ্রা চ লক্ষ্মণা ॥
 সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এই অষ্টজন ।
 ইহাদের সহ আলা যত নারীগণ ॥
 নরকের গৃহে হৈতে হরিয়া আনিলা ।
 রোহিণীপ্রভৃতি যোলসহস্র আইলা ॥
 ক্লান্তগীপ্রভৃতি যত মহিষী-আখ্যান ।
 সর্বোৎকর্ষ রূপগুণ কৃষ্ণের সমান ॥
 সর্বপ্রকারেতে সবে তাঁহার উচিতি ।
 তুল্য দাসীগণে করে সেবা নানারীতি ॥
 দেবকী রোহিণী আর মহিষীর গণে ।
 হইলেন আবৃত সলঙ্ঘ্যায় সেক্ষণে ॥
 প্রহ্মাশ্বশাখাদি কুমারেতে সুশোভিত ।
 আপন মন্দিরে হইলেন প্রবেশিত ॥
 যে ভাব জন্মিল মনে গোকুলস্মরণে ।
 লুকাইয়া ভূষ্টমত বলিলা আসনে ॥

দৈবকীরে যশোদা, রোহিণী স্বয়ং, আর ।
 মহিষীগণকে মানি গোপীয়ার আকার ॥
 প্রহ্মাশ্বশাখাদি সেই কুমার-আখ্যান ।
 তাঁহাদিগে জানি গোপকুমারসমান ॥
 মম হস্ত হৈতে বেগু করিয়া গ্রহণ ।
 নিজকরকমলেতে করিলা ধারণ ॥
 তাহে ধোয় মদনগোপালদেবসম ।
 দেখি সমক্ষে হইল হর্ষে মোহ মম ॥
 পূর্বে হৈতে বিশেষ কণ্ঠেতে উপবীত ।
 উত্তরীয়বস্ত্রে তাহা আছে আচ্ছাদিত ॥
 শ্রীনন্দনন্দন ব্রজজনানন্দকারী ।
 কৃপা-অতিশয়েতে ব্যাকুল-মনোধারী ॥
 সহম-সহিত স্বয়ং উষ্ণিয়া তখন ।
 বারবার অঙ্গসব করিয়া মার্জন ॥
 নিজকরপরোজের স্পর্শের বলেতে ।
 মোহ ভাঙ্গি প্রবোধ করিলা কোশলেতে ॥
 বর্তমান হইলেও ভোজনসময় ।
 গোকুলবিরহে ভোজনেচ্ছা না করয় ॥
 মাতাসকলের অতি আগ্রহে নিশ্চয় ।
 করিলেন স্নানাদি মধ্যাহ্নকৃত্যচয় ॥
 আপন করেতে সেই দৈবকানন্দন ।
 করাইলেন কিঞ্চিৎ আগারে ভোজন ॥
 পশ্চাত স্বয়ং ভোজন লাগিলা করিতে ।
 বাল্যলীলাক্রমেতে আমায়ে সম্ভোষিতে ॥
 পূর্বে ব্রজে করিতেন ভোজ্য কুমোত্তিরী ।
 সখার মণ্ডলীমধ্যে রাখি বলদ্রাঘে ॥

বলাই না গোষ্ঠে গেলে শ্রীকৃষ্ণ আপনে ।
মণ্ডলীর মধ্যে থাকি করিতা ভোজনে ॥
সেইমত বালকের মণ্ডলী করিয়া ।
মধ্যে নিজ অগ্রজেরে যত্নে বসাইয়া ॥
নিজে পরিবেশি নানা কৌশলোক্তিধারে ।
হাস্তলীলা বিস্তারিয়া করিলা আহারে ॥

প্রভুর মনেতে এই—‘পরম-ঐশ্বর্য- ।
বিশেষ-প্রকাশময় অস্তঃপুরবর্ষ্য ॥
ইথে এ থাকিলে নিজ সুখ ন্যূন হবে ।
এবং ইহার সুখ তাহাতে না রবে ॥
অতএব ব্রজপ্রিয়-উদ্ধব-আলয়ে ।
এই গোপকুমারের বাস যোগ্য হয়ে ॥’
এই ভগবানের জানিয়া অতি প্রায় ।
উচ্ছিন্ন মহাপ্রসাদ খাইয়া তথায় ॥
প্রভুর ইচ্ছায় আর স্বয়ং বল করি ।
আনিলেন আমারে আপন গৃহে ধরি ॥

উদ্ধবের গৃহে গেলে সম্যক প্রকার ।
সম্পূর্ণরূপেতে বোধ জগিল আমার ॥
তথা অনুভূত সব করিয়া ভাবনে ।
মুহুৰ্ত্ত্য করি ইহা মানিলাম মনে— ॥
আহা মম মনোরথ যে-সব আছিল ।
তাহার পরম অস্ত অত সে হইল ॥
যেহেতুক ইষ্টদেব শ্রীব্রজনাগরে ।
মনে ধায়মান বহু-মাদুরী-আকরে ॥
গোকুললম্পটে অত্ন আমি সাফাতেতে ।
পাইলাম, দেখিলাম সব নয়নেতে ॥

অতদিন উদ্ধব-সজ্জেতে পুন যাই ।
করি বিলোকন নিজপ্রভুরে তথাই ॥
হর্ষের বিবশে কিছু করিতে নাশিল ।
দর্শনাতিরিক্ত কিছু সেবা না হইল ॥
শ্রীযুক্ত-শ্রীদ্বারকানাথের করুণার ।
বিচিত্রতা অতিশয় পাইয়া বিস্তার ॥
দ্বারকায় বসি মহা আনন্দের পুর ।
যতেক করিয়ে অনুভব সে প্রচুর ॥
তার নিরূপণ করিবারে ব্রজজ্ঞানী ।
দূরেতে থাকুক, কিবা কহিবে সে জানি ॥
ঋতজ্ঞানানো বাক্যমনে কোন্ জন ।
পাইয়া ব্রজার আয়ু পাবে কোন্ ক্ষণ ॥

‘মোক্ষেতে সুখের মহত্তমপ্রাপ্তি হয় ।’
মুক্তি-ইচ্ছুগণ সব এই কথা কয় ॥
‘তাহা হৈতে বৈকুণ্ঠেতে কোটিকোটিকণ
সুখপ্রাপ্তি’ ভক্তগণ কহেন নিপুণ ॥

দুঃখাভাবমাত্র সুখ মুক্তিতে আছয় ।
পরাকাষ্ঠা সুখের শ্রীবৈকুণ্ঠেতে হয় ॥
‘তাহা হৈতে সুখপ্রাপ্তি আছে’ এ কথায় ।
‘বৈকুণ্ঠেতে অল্পসুখ’ এই দোষ পায় ॥
তথাপি পরম একান্তিতায় সেবনে ।
রসনিষ্ঠাবিশেষেতে সুখবিশেষণে ॥
অযোধ্যায় বৈকুণ্ঠ হইতেও অধিক ।
পরমগম্যীয় বৃত্তিধারা এই ঠিক ॥
দ্বারকায় যত সুখ হয় অনুভব ।
কোন্ বৃত্তিধারা নিরূপণ হয়ে সব ? ॥
যারে চিরকাল দেখিবারে ত ইচ্ছিয়া ।
সেই প্রাণনাথ নন্দকিশোরে পাইয়া ॥
কৃষ্ণ এক প্রিয় যার,—অন্ত-কিছু নয় ।
তাহার যাদৃশ সুখ অনুভব হয় ॥
মনোবচনের কোন বৃত্তির দ্বারায় ।
গ্রহণ করিতে পারে নিরূপণে তায় ॥
সেই সুখ অনুভব করিতে য পারে ।
সে-সুখ-গ্রহণ-যোগ্য মনে জানে তারে ॥
ইহাতে অস্তুর অনুভব অসম্ভব ।
কিন্তুকারে নিরূপিয়া কহিবেক সব ॥
সেবারসবিশেষনিষ্ঠায় অযোধ্যায় ।
বৈকুণ্ঠ হইতে সুখাধিক যেন পায় ॥
তেন দ্বারকায় সৌন্দর্যগবিশেষ ।
নিষ্ঠায় অযোধ্যা হৈতে সুখাধিকশেষ ॥
এতাদৃশ সুখ অনুভবি দ্বারকায় ।
নিবাস করিয়ে আমি, তখন আশায় ॥
বিশ্বের অন্তরবাহ্য আনন্দ দেখিতে ।
আত্মমন যত্নগণ লাগিলা কহিতে ॥
উৎকৃষ্ট-পরমৈশ্বর্য-সম্পদে পুরিত ।
এই স্থান বৈকুণ্ঠ হইতে প্রভাবিত ॥
এথা আসি আছি আমা-সবার সহিত ।
সখে । বহুবংশে অতি দীনমত স্থিত ॥
এথায় দুঃখপ্রসঙ্গ নাহি কথকিত ।
তথাপি দুঃখীর ত্রায় দেখি প্রকাশিত ॥
কোনমতে মোরা সাধু না মানি ইহায় ।
আমাদের চিতে কিছু দুঃখমত ভায় ॥
আমাদের অনির্বাচ্য আনন্দবিশেষে ।
আছে যেমত ভোগবিলাসাদি বেশে ॥
সেদ্রুপ বেশাদি নিজ করহ বিস্তার ।
স্থানশুণে আপনি হইবে তব সার ॥
এতক আগ্রহ করিলেন যত্নগণ ।
কিন্তু তাহে না হইল আপনার মন ॥
অচ্যুতেরো না হইল অনুমতি তায় ।
তাহে থাকিলাম নীচ-অকিঞ্চন-প্রায় ॥

সভামধ্যে ভগবান্ বৈসেন যখন ।
 মহা-ঐশ্বর্য্যসকল সেবয়ে চরণে ॥
 মম বন্যবেশে তাঁর নিকটে গমনে ।
 লক্ষ্য আর ভয় হয় ঐশ্বর্য্যদর্শনে ॥
 সেইস্থানে শ্রীধারকানাথেরে কখন ।
 শ্রীকৃষ্ণগী-আদিরে করিতে আনয়ন ॥
 আর নারদার্জুনাদিসাহিত মিলনে ।
 চতুর্বাহুবল দেখি আপন নয়নে ॥
 ব্রহ্মভূমিকৃত সেই ক্রীড়া গোচারণ- ।
 বনবিহারাদি সৰা না করি দর্শন ॥
 কতু দ্বারকায় বিরচিত বৃন্দাবনে ।
 ব্রজলীলা কিছুকিছু হয় বিলোকনে ॥
 বৈকুণ্ঠেতে দ্বারকাসমীপে বর্তমান ।
 পাণ্ডবসকল—প্রিয় বান্ধব-আখ্যান ॥
 তাঁদ্বিগে দেখিতে য'ন একাকী কখন ।
 সেকালেতে নাহি হয় তাঁহার দর্শন ॥
 এইপ্রকারেতে চিরকালের অভীষ্ট ।
 সম্পূর্ণ না হই মন ব্যথয়ে গরিষ্ঠ ॥
 কিন্তু পূরোক্ত তাঁহার রূপগুণচয় ।
 দেখিলে মনের ব্যথা-উপশম হয় ॥
 পূরোক্তপ্রকার বাক্য-অমৃতে তাঁহার ।
 বাহা হৈতে প্রকাশিত হয় ত কুপার ॥
 যে সুখবিশেষ মম জন্ময়ে শ্রবণে ।
 জিহ্বা কিপ্রকারে তারে করিবে স্পর্শনে ? ॥
 এপ্রকারে উদ্ভবের আলয়ে তখন ।
 কতকদিবস মম হইল যাপন ॥
 যদি শোক হয় বৃন্দাবনাদিস্মরণে ।
 আকায়গোপনে ভাষা করি সংবরণে ॥
 একদিন শ্রীনারদ আইলা তথায় ।
 বৈকুণ্ঠেতে উপদেশ যে দিলা আমার ॥
 তাঁরে দেখি প্রণমিয়া হর্ষ-বিস্ময়েতে ।
 শ্রব করি কহিলাম এই প্রকারেতে— ॥
 মুনীশ্বের মত বেশ মহিমা সম্ভব ! ।
 প্রভুর পার্শ্বদমধ্যে উত্তম সতত ! ॥
 সব স্বর্গলোকমধ্যে বৈকুণ্ঠেতে আরে ।
 এখানেও এইরূপগুণেতে তোমারে ॥
 সর্বত্র ত একমত করিয়া দর্শন ।
 অত্যন্ত বিস্ময়গুক্ত হয় মম মন ॥
 এত শুনি শ্রীনারদ কহেন তথায়— ।
 করি বাস বৈকুণ্ঠেতে আর দ্বারকায় ॥
 অজ্ঞাপি কৌতুকী তুমি হে গোপবালক ! ।
 তোমাদের কৌতুকতা কি অনিবারক ? ॥

যেহেতু সিদ্ধান্ত শুনি—করি অল্পভব ।
 জানিয়াও সম্ভেদ এ কৌতুক সম্ভব ? ॥
 যদি কহ—কৌতুক না হয়, এ অজ্ঞানে ।
 জিজ্ঞাসিয়ে, তবে কহি শুন একধ্যানে— ॥
 পূর্বে বৈকুণ্ঠেতে আমাদের যত তত্ত্ব ।
 সংক্ষেপে কি কহি নাই সকল মহত্ত্ব ? ॥
 বহু মূর্ত্তি ধরি যেন কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 বহুস্থানে হয়েন আপনি বর্ত্তমান ॥
 সেইরূপ আমরা সেবকগণ তাঁর ।
 বহু রূপে বহুস্থানে থাকিয়ে বিস্তার ॥
 গরুড়-অনন্ত-হুম্মান-আদি যত ।
 উদ্ধব যাদব সব হয় প্রভূমত ॥
 পৃথিবীতে কিংপুরুষবর্ষে হনুমান্ ।
 আর রামচন্দ্রকীৰ্ত্তি যথা হয় গান ॥
 আর দ্বারকা বৈকুণ্ঠ থাকেন সতত ।
 উদ্ধবা দ্বারকানাথের সেইমত ॥
 সকল পার্শ্বদগণ নিত্য স্মৃতিশ্রয় ।
 প্রভুর ক্রীড়ানুশ্লেষের অমুরূপ হয় ॥
 আমরাসকলে হই সেবাপরায়ণ ।
 বহুরূপবিশিষ্ট সকলে নিরূপণ ॥
 কিন্তু একরূপ সবে হই ত প্রত্যেক ।
 যেন ভগবান্ বহু হইয়াও এক ॥
 তেন আমি সেবাহেতু অনেক-আকার ।
 ইহাতে বিস্ময় নাহি করহ বিস্তার ॥
 চক্রে স্তম্ভদর্শন কোণ্ডভাদি পরিচ্ছদ ।
 রাম লীলা প্রিয় মথুরাদি যত পদ ॥
 অনেক হৈয়াও এক—নিত্য সত্য জ্ঞান ।
 কৃষ্ণপ্রায় সচ্চিদানন্দস্বরূপ মান ॥
 তুমিও বৈকুণ্ঠে আসি আমাদের প্রায় ।
 সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ধরিয়া এথায় ॥
 গোপবালকের মত পূর্বের স্বভাব ।
 লীলায় বিস্তার কর—এ আশ্চর্য্য ভাব ॥
 অস্ত্র মহাশর্য্য—অসম্পূর্ণ দুঃখিমন ।
 তোমারে এথাও সদা করি বিলোকন ॥
 এত শুনি আমি তাঁর ধরি পাদদ্বয় ।
 নমস্করি কহিলাম শৃঙ্গেশ-বিনয় ॥
 ওহে ভগবান্ ! যেহেতুক দুঃখিমন ।
 আপনি সকল জ্ঞান, কি কব কখন ? ॥
 শ্রীনারদ পরমদুল্লভার্থকারণ ।
 আগ্রহসমূহ মম করি আলোচন ॥
 ঈষত হাসিয়া ছেরি উদ্ধব-আনন ।
 কহিতে লাগিলা তবে স্নসত্য বচন— ॥

হে উদ্ধব ! এই ব্যক্তি গোপের ভনয় ।
 বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধনে উদ্ধব এ হয় ॥
 ভোমরা সুহৃদ আর যোরা ভক্তগণ ।
 সকলের সুহৃদ যেই বস্তু হন ॥
 তাহা অব্বেষণ করি তুমি বহুতরে ।
 প্রপঞ্চ-অতীতে আর প্রপঞ্চ-ভিতর ॥
 ব্যগ্র হৈয়া চিন্তে-লগ্ন শোক পীড়াকরে ।
 কোনস্থানে কোনক্ষণে নাহি পরিহরে ॥
 'মথুরা-ব্রজলোকেতে কুপায় কাতর ।
 আপনি হয়েন'—ইহা সর্বত্র গোচর ॥
 পার্থে আসিয়াছে এইজন সেকারণ ।
 প্রতিবোধ কেনে নাহি দেন একক্ষণ ? ॥
 সেই শ্রীগোলোকনাম ধাম দূরতর ।
 বৈকুণ্ঠ হইতে পরমোচ্চস্থানোপর ॥
 সেই লোকনাথ প্রভু শ্রীনন্দনন্দন ।
 তাঁর সহ বিহারাদি তাহে সুখগণ ॥
 এ-দুইর সাধনো সকলি সে প্রার্থনে ।
 আমরা পার্শদ আমাদেরো দৃষ্টানে ॥

শ্রীউদ্ধব নারদের বাক্যেতে স্মৃতিতে ।

আমার নানন্দ নাহি পারিয়ে সহিতে ॥
 মদীয় অভীষ্ট শ্রীপ্র সিদ্ধির কারণ ।
 নারদের হর্ষহেতু কহেন বচন— ॥
 ব্রজভূমিমধ্যে এই ব্যক্তি সে জন্মিল ।
 সে-স্থানে গোপঞ্চ গোপালনাদি করিল ॥
 শ্রীমদনগোপালের মন্ত্র দক্ষশার ।
 জপ-আদি তাঁর উপাসনানিষ্ঠাপর ॥
 তত্ত্বিগ্ন অতৃপ্তহেতু এই মহাশয় ।
 আমাদের হইতে উৎকৃষ্ট সদা হয় ॥

এত শুনি শ্রীনারদ সাননিত-মন ।
 উৎসাহযুক্ত উদ্ধবে করি আলিঙ্গন ॥
 কহেন—'যেযতে এ অভীষ্টলাভ করে !
 সেইমত উপদেশ করহ সবারে ॥'

কহেন উদ্ধব—ওহে মহামুনিবর ! ।

ভক্তিপথাদির তুমি হও গুরুতর ॥
 আমি ত কত্রিয়জাতি, তুমি বর্ভমানে ।
 নহি অধিকারী উপদেশের প্রদানে ॥
 নারদ অত্যন্ত উচ্চ হাসিয়া তখন ।

উদ্ধবের প্রতি কিছু কহেন বচন— ॥

বৈকুণ্ঠে সচ্চিদানন্দদেহ হয় সব ।
 জাত্যাদির বিচার এখানে অসম্ভব ॥
 এখানেও অস্ত্যপিহ কত্রিয়জমতি ।
 না গেলে জেয়ার, এই সে আশ্চর্য্য অতি ॥

ঈশব হাসিয়া তবে কহেন উদ্ধব— ।

সে মতি না গেল আমাদের কিবা কব ॥

আমাদের প্রভুর সে কত্রিয়জ্ঞান ।

নাহি যায়, এ নিশ্চয় বিশ্বয়ের স্থান ॥

ভূমি-ধারণায় যেন গদ্যর্ম পালয় ।

গৃহস্থানুরূপ ব্যবহার শত্রুজয় ॥

রাম-আদি গুরুবিপ্রগণে সম্মানন ।

এখানেও সেইমত করেন এখন ॥

নারদ শ্রবণ করি উদ্ধব-বচন ।

হর্ষগম্ভেতে হৈয়া আক্রমিত-মন ॥

হাসি লক্ষ দিম্বা-দিম্বা উচ্চন্দ্য করি ।

সুবিস্মিত হৈয়া ইহা কহেন বিবরি— ॥

অহো ভগবানের লীলার মাধুরীর ।

মহিমা আশ্চর্য্যরূপ সদা হয় স্থির ॥

সেবকগণের কৃষ্ণে একনিষ্ঠরূপ ।

গাভীর্ষ্য অদ্ভুত ভগবানের স্বরূপ ॥

অহো শ্রেষ্ঠ কৌতুক এ করিয়ে দর্শন ।

পৃথিবীতে যেন কৃষ্ণ করেন ক্রীড়ন ॥

সেইমত বৈকুণ্ঠ-উপরি ধারকায় ।

বর্ভমান থাকি ক্রীড়া করেন সদায় ॥

পরম একান্তিভক্ত নিষ্ঠপ্রিয়গণ ।

কেবল তাঁদের পরিতোষের কারণ ॥

যে লীলার অনুভব করিয়া নিশ্চয় ।

সর্বজ্ঞপ্রবর আমাদিগে ভ্রম হয় ॥

'বৈকুণ্ঠে ধারকায় হইয়ে বর্ভমান ।

কিবা ভূমি-ধারণায়' নাহি হয় জ্ঞান ॥

ভক্তসকলের আর প্রভুর এমত ।

ব্যবহার উপযুক্ত হয় ত সমস্ত ॥

প্রভুপাদপদ্মে ভক্তি প্রেমের সহিতা ।

কেবল ভক্তগণের হয় অপেক্ষিতা ॥

ভক্তপ্রিয় প্রভুর উত্তম ইচ্ছা এই ।

তত্ত্বের কামনা প্রপূরণযাত্রা যেই ॥

এইহেতু বৈকুণ্ঠেতে বাসের উচিত ।

ভোগ্যদের সচ্চিদানন্দদেহঘটিত ॥

ব্যবহার কদাচিত অপেক্ষিত নয় ।

কিবা মর্ত্যালোকের যেই বাসযোগ্য হয় ॥

হেন পঞ্চভৌতিক-দেহীর সমুচিত ।

নহে আদরণীয় চেষ্টিত কদাচিত ॥

প্রভুরো ঐশ্বর্য্য যোগ্য নহে অপেক্ষিত ।

কিবা লোকবন্ধুতার যোগ্য কদাচিত ॥

ইহাতে পরম একান্তিভার কারণ ।

লীলা অনুভবে সুখ পায় ভক্তগণ ॥

ভক্ত-প্রিয় ভগবান—অনুরূপ তার ।
 নিরন্তর আপনি করেন ব্যবহার ॥
 ভাহা মর্ত্যালোকে কি বৈকুণ্ঠে সিদ্ধ হয় ।
 ইহাতে বিশেষ কিছু অপেক্ষিত নয় ॥
 বৈকুণ্ঠে সচ্চিদানন্দদেহ-অনুরূপ ।
 ব্যবহার হৈতে মর্ত্যালোকেতে স্বরূপ ॥
 পাঞ্চভৌতিকদেহীর ভায় ব্যবহার ।
 শ্রেষ্ঠ হয়, যাহা প্রেমভক্তি-পুষ্টিকার ॥
 প্রভুর তেন লৌকিক বন্ধুব্যবহার ।
 পারমেশ্বর্য-প্রকাশ হৈতে শ্রেষ্ঠ সার ॥
 ভোমরা প্রেমভক্তিতে অতি নিষ্ঠাকার ।
 তোমাদের দৈন্ত—দীনমত ব্যবহার ॥
 সপ্রেমভক্তির অতি অনুকূলকার ।
 মহাপুষ্টিকরো সেই নিরন্তর সার ॥
 শ্রীভগবান্বেরো যেই হয় ত বিস্তার ।
 ভোগাকুল গ্রাম্যজন-ভায় ব্যবহার ॥
 সে অতি সমর্থ কৃষ্ণে প্রেমপ্রকাশনে ।
 পরমাকুল মহাপুষ্টি প্রেমগণে ॥

যদি কহ—ইহা ঘটে যায়ার বন্ধনে ? ।

তাহা শুন—নহি নহি এমত কখনে ॥
 প্রেম-উদ্বেকের পরিপাকের মহিমা ।
 বর্ণন করিয়া কেবা দিবে তার সীমা ॥
 যাহা ভগবান্ পরমেশ্বরে সন্তত ।
 করয়ে সে লৌকিক পরমবন্ধুমত ॥
 অতএব শ্রীভগবানের ভক্তগণ ।
 পরস্পর প্রেমোদ্বেকপরিপাকে মন ॥
 তাহে প্রভু নিঃস্বার্থাদিক পরীহারে ।
 ভক্তের অতীষ্ট পরিপূর্ণ করিবারে ॥
 লৌকিক বন্ধুর মত করে ব্যবহার ।
 নহে সে তাদৃশ ভক্তে বন্ধনা যায়ার ॥
 যদি কহ—‘পরমেশ্বরের প্রকাশে ।
 তাঁহার বাহ্যস্বাক্ষানে প্রেমোদ্বেক ভাসে ॥
 পুত্রাদিদৃষ্টে লৌকিক বন্ধুভাবে নয় ।
 পরমেশ্বরে তেমত দৃষ্টি দোষ হয় ? ॥’
 তাহে শুন—আশ্চর্য্য যে লোকানুসারিণী ।
 পরম বান্ধব কৃষ্ণে ভাব সে মোহিনী ॥
 ভারে করি স্তব যাহা হইতে নিশ্চয় ।
 গৌরব তয় বিশ্বাস করি লোপচয় ॥
 শ্রীকৃষ্ণে উৎকৃষ্ট প্রেম করয়ে বিস্তার ।
 গৌরবাদি কৈলে প্রেমভানি জান সার ॥
 এত কহি নারদ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভরে ।
 হইয়া অত্যন্ত বশীভূতচিন্ত পরে ॥

কম্প-স্বৈদ-পুলকান্ধ প্রভৃতি সাস্থিক ।
 বিকার হইল সব অদ্বেতে অধিক ॥
 থাকিলেন কতক্ষণ নিরন্ত হইয়া ।
 কণপরে আমার অনুস্থতা দেখিয়া ॥
 আপনার উপদেশ সাপেক্ষ জানিয়া ।
 কহিতে লাগিলা মুনি রূপা প্রকাশিয়া— ॥
 হে গোপালদেবপ্রিয় হে গোপনন্দন ! ।
 শ্রীগোলোক-নাম যেই শোভাযুক্ত হন ॥
 বৈকুণ্ঠেতে আছে দেশ-বিদেশাদি যত ।
 তাহাদের চূড়ামণি হয়েন সম্মত ॥
 সর্বধাম-উপরে আছেন বর্তমান ।
 এথা হৈতে অতিদূরে বিরাজিত হন ॥
 মাধুরীয় শ্রীবিশিষ্টব্রজভূমিক্রমে ।
 সেই শ্রীগোলোক এই জানিহ স্বরূপে ॥
 সেই শ্রীগোলোকে ভোক্তামান্য মনোহরা ।
 মধুরানামেতে পুরী অত্যন্ত সুন্দরা ॥
 বৃন্দাবন ব্রজভূমি—মধুরার সারে ।
 তাহাবিনা গোলোক থাকিতে নাহি পারে ॥
 সেই শ্রীমধুরা গ্রাম-বনাদি-সহিতা ।
 গোপ্রধানদেশহেতু ‘গোলোক’-সংজ্ঞিতা ॥
 রহস্যজ্ঞী তার স্থান-হেতু গোপনীয় ।
 হইয়াও সর্বত্র স্বনামে খ্যাত হয় ॥
 সুপ্রসিদ্ধ ব্রজলোকে, রাধা-আদি করি ।
 তাঁদের শ্রীযুক্ত প্রেম কৃষ্ণে শুভতিরি ॥
 জ্ঞানাদি-গন্ধরহিত সেই ভাব হয় ।
 তার অনুবর্তে শ্রীগোলোকলাভোদয় ॥
 ‘ক্রিহ পরমেশ্বর হয়েন’ এই জানে ।
 ভয়-গৌরবান্দির সম্ভব সেইস্থানে ॥
 তাহাতে তাদৃশ প্রেম সর্বদা নিশ্চয় ।
 ভগবানে কদাচিত সম্পন্ন না হয় ॥
 যতেক ভুবন আর যত আবরণ ।
 তথাবাসিলোক-প্রেম হৈতে শ্রেষ্ঠ হন ॥
 বৈকুণ্ঠেরো উত্তর কেবল প্রেম সেই ।
 লৌকিক ‘প্রাণবন্ধ’ বৃদ্ধিতে সিদ্ধ যেই ॥
 শ্রীগোলোকনাথ আর তথাকার জন ।
 তাঁহাদের পরস্পর প্রিয়তা লক্ষণ ॥
 লোকানুসারিণী হইয়াও নিরন্তর ।
 লোকস্বভাবাদি হৈতে অতিক্রান্ততর ॥
 কহেন নারদ—এই উদ্ধব-আলয়ে ।
 শুনিতে অযোগ্য ভিন্ন কেহ নাহি হয়ে ॥
 বধুরাব্রজের লোক প্রিয় এ উদ্ধব ।
 মথরাব্রজেরো গোবন্ধনে জন্ম তব ॥

যেমত অরণ্যমাঞ্জেতে যশোদার ।
 অকালেও স্তন হৈতে করে স্তন্যদার ॥
 পিতা শ্রীনন্দর তেন বহে অশ্রুদার ।
 কৃষ্ণসুখার্থেতে গোপদির পরিবার ॥
 কোন বৃদ্ধা যশোদার মত ভাবাচরে ।
 কৃষ্ণপ্ৰীতে কেহ বন্ধুকন্যাবেশ করে ॥
 বয়স্ৰ তাঁহারে যত গোপের তনয় ।
 বৃক্ষ-আড় হইলে বিরহ নাহি সয় ॥
 শ্রীগোপিকাগণ কৃষ্ণবিনা নাহি জ্ঞানে ।
 অন্তরে বাহ্যেতে সদা কৃষ্ণময় জানে ॥
 সংযোগকালেতে আর বিচ্ছেদসময়ে ।
 নানাবিধ দশা নানাভাব প্রাপ্ত হয়ে ॥
 অত্যন্ত মথুরা সে প্রিয়তা নিশ্চয় ।
 ঐশ্বর্য্যেতে লৌকিকত্বে বিমিশ্রিতময় ॥
 এই ত ঐশ্বর্য্যে ভক্তসকলের হয়— ।
 বৈদিত্যাদি প্রকাশন শ্রীকৃষ্ণলীলায় ॥
 লৌকিকত্বে—ভোজনাদি শ্রীকৃষ্ণসহিত ।
 প্রভুরো এই প্রকার দেখহ বিহিত ॥
 ঐশ্বর্য্যে—পূতনাদির প্রাণের শোষণ ।
 লৌকিকত্বে—নানালীলা-আদি গোচারণ ॥
 শ্রীকৃষ্ণের আর তাঁর ভক্তস্বাকার ।
 লৌকিক বন্ধুর মত যেই ব্যবহার ॥
 তাহা ভক্তসকলের শ্রীকৃষ্ণের আর ।
 উভয় প্রেম বাঢ়ায় অত্যন্ত বিস্তার ॥
 পরম-ঐশ্বর্য্যস্থান শ্রীকৃষ্ণেই হয় ।
 তাহাতে সে ভাব নহে সিদ্ধ সুনিশ্চয় ॥
 অযোধ্যাও বৈকুণ্ঠের জ্ঞানই সমান ।
 ষারকাও তাহা হৈতে অধিক আখ্যান ॥
 অত্যন্ত পরমৈশ্বর্য্যবিশেষকারণ ।
 সেই ভাব বৈকুণ্ঠাদ্যে নহে প্রকাশন ।
 অতএব শ্রীকৃষ্ণ গোলোক-নাম স্থান ।
 করিলেন দূরে ব্যবস্থাপিত বিধান ॥
 সুখক্লীড়াবিশেষ সে অনিচ্ছাচ্যতর ।
 যাহা অমুভবহেতু তুমি বাঞ্ছা কর ॥
 মাধুর্য্যের অন্ত্যসীমা পাইল নিশ্চয় ।
 গোলোকে উচিত স্থানে তাহা সিদ্ধ হয় ॥
 অহো সুনিশ্চয় ভগবান শ্রীহরির ।
 গোলোকেতে প্রকাশিত রূপগুণাদির ॥
 মাধুর্য্য প্রভুর গোপ্য ভগবতা যেই ।
 সকলের সার প্রকাশন সদা সেই ॥
 রূপগুণাদি প্রভুর প্রকাশ অশেষ ।
 অতএব গোলোকের মহিমা বিশেষ ॥

বৈকুণ্ঠের উপরেতে আচ্ছ বর্তমান ।
 জগতের এক শিরোমণি সেই স্থান ॥
 শ্রীগোলোকধামের মহিমা অমুভব ।
 অধিক হৈতে অধিক হয়ত সম্ভব ॥
 মর্ত্যালোকস্থিত যেই মথুরা গোকুল ।
 বৈকুণ্ঠাদি সর্ব্বহৈতে শ্রেষ্ঠ সুবিপুল ॥
 আশ্চর্য্য সে ধাম হয় মহিমা তাহার ।
 কোন জন লেশমাত্র পারে বর্ণিবার ? ॥
 তথাপি কহিয়ে সখে ! করহ শ্রবণ ।
 চপলা জিহবা আমার করে কণ্ঠয়ন ॥
 মহামণি মথুরা গোকুলের মহিমা ।
 হৃদয়কোটায়া রাখিয়াছি স-গরিমা ॥
 অতি গোপনের ধন তাহারে কখন ।
 কাহার নিকটে না করিবুঁ প্রকাশন ।
 চিরকালপরে অত সেই মহাধন ।
 জিহবার অধৈর্য্যাহেতু করি প্রকাশন ॥
 ব্রাহ্মকল্লে যে হয় সপ্তম মধস্তর ।
 তার অষ্টাবিংশচতুর্য়ুগীয় দ্বাপর ॥
 তার শেষে শ্রীগোলোকনাথ ভগবান ।
 প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণচক্রে যাহার আখ্যান ॥
 অনির্কচনীয় মহা প্রেমের বিহার ।
 কামনায় আপনার গণ-সহকার ॥
 পূর্ণ সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যাদি শক্ত্যে আপনার ।
 করেন মথুরা-গোকুলেতে অবতার ॥
 শ্রীকৃষ্ণের রূপ বিষ্ণু-আদি অবতার ।
 নানা স্থানে বর্তমান অনেকপ্রকার ॥
 সকল আসিয়া মিলে এই অবতারে ।
 এহেতু অম্বয় হৈয়া সর্ব্বতঃপ্রকারে ॥
 ত্যক্তি শীঘ্র বৈকুণ্ঠাদি ধাম আপনার ।
 নিজ নিত্য ভূষণানু-আসনাদি আর ॥
 নিজ পারমৈশ্বর্য্য যে নিত্য আনুয্যজি ।
 তাহারে অতি দূরেতে উপেক্ষিয়া রঙ্গী ॥
 মহালক্ষ্মী অনন্তা সঙ্গিনী নিরন্তর ।
 তাঁরে সঙ্গে না আনিয়া করি অনাদর ॥
 আমার অনন্তগতি ভূতো অনাদরি ।
 মর্ত্য মথুরা গোকুলে যান কৃষ্ণ হরি ॥
 অন্তস্থানে অন্তসহ যেই সুখচয় ।
 শ্রীকৃষ্ণের কদাচিত লাভ নাহি হয় ।
 সেই সুখ মথুরাভ্রজবাসি সহিত ।
 হাঁহাদের স্বভাবক্লীড়া যোগ্য বিশেষিত ॥
 নিজেচ্ছানুসারে বহু করিয়া বিহার ।
 মথুরাভ্রজেতে লাভ করে অন্তবার ॥

ইথে শ্রীগোলোক হৈতে কদাচিতাশেষ ।

ভোম-মথুরা-ব্রজের মহিমা বিশেষ ॥

অবতারকালে জগতের যতজন ।

দৃঢ়-ভক্তিভাগ্যাবিশিষ্ট বাহারা হন ॥

তাদের সাক্ষাৎ দৃশ্য হন স্নানিচ্ছয়ে ।

অন্তকালে অপ্রকাশ রূপা সমুদয়ে ॥

অতএব ভূমে অবতারের কারণ ।

বৈকুণ্ঠনাথের বৈকুণ্ঠেতে কদাচন ॥

দর্শন না পান বৈকুণ্ঠনিবাসিব ।

ভূমিও করিলা ইহা তথা অমৃতব ॥

অতএব কৃষ্ণ সর্বস্বরূপসহিত ।

করেন শ্রীব্রজে অবতার প্রকাশিত ॥

অতএব মন্তপ্রবর্তক ঋষিগণ ।

আপন-আপন মতি-অমুসারে কন ॥

কেহ বৈকুণ্ঠনাথ, কেহ সহস্রশির ।

কেহবা ক্ষীরোদশায়ী, কেহ বিষ্ণু স্থির ॥

কেহ নরনারায়ণ, কেহবা কেশব ।

মথুরাতে অবতীর্ণ কেহ মুনিসব ॥

বিহ হন যে-লোক-বৃত্তান্ত পরায়ণ ।

‘সেই-লোকনাথে তথা না করি দর্শন’ ॥

আপন নির্ণাত নিজ নাথের মহিমা ॥

মাধুর্যাদি শ্রীকৃষ্ণেতে দেখিয়া গরিমা ॥

‘সেই-লোকনাথ এই কৃষ্ণচন্দ্র হন’ ॥

কহেন তাঁহারা অতি সুসরল-মন ॥

শ্রীভগবানের রূপ আছেন যতেক ।

তাদের মাহাত্ম্য-গুণ-রূপাদি প্রত্যেক ॥

সকল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে হয় বিরাঞ্জিত ।

ইথে সর্বোচ্চৈশ্বর্য পরম প্রকটিত ॥

কিন্তু শ্রীগোলোকনাথ স্বয়ং স্নানিচ্ছয় ।

ভূমে নিজস্থান মথুরা-ব্রজ যে হয় ॥

তাহাতে সর্বদা ক্রীড়াবিশেষ প্রকাশে ॥

ভূষিত করেন অতি সুমহা বিলাসে ॥

শ্রীগোলোকনাথের মহিমা এইমত ।

সুন্দর কারণা ব্যক্ত মূনি কতি যত ॥

মথুরা-ব্রজতে ভগবন্ত-প্রকাশন ।

বিস্তারি কহিতে করিলেন আরম্ভণ ॥

করেন নারদ—এই উদ্ধব-আলয়ে ।

অন্তিতে অযোগ্য ভিন্ন কেহ নাহি হয়ে ॥

মথুরাব্রজের লোক প্রিয় এ উদ্ধব ।

মথুরাব্রজতে গোবর্দ্ধনে জন্ম তব ॥

প্রেমভাজ্যবৃত্তান্ত এথা কেহ নাহি ।

অতএব গোপ্য কিছু কহিয়ে এথাই ॥

এই শ্রীমথুরাব্রজে প্রকট প্রভুর ।

ঐশ্বর্যের অন্ত্যসীমা আছেয়ে প্রচুর ॥

রূপালতা বিবিধা পরমসুন্দরতা ।

অশেষমহিমার মাধুরী প্রকাশিতা ॥

বিলাসের লক্ষ্মী আর ভক্তের বশ্যতা ।

বিবিধপ্রকারে সব আছে সুব্যক্ততা ॥

সেই শ্রীনন্দের ব্রজ গুণে আপনার ।

হৈল মহালক্ষ্মীর বিলাসভূমি সার ॥

তথ্যচ (ভাঃ ১০।৫।১৮)—

তত আবভা নন্দশ ব্রজঃ সর্বসমুদ্ভিমান ।

হরেনিবাগাম্যগুণৈ বমাক্রৌড়মভূষণ ॥ ইতি

সেই মহালক্ষ্মীর কটাক্ষেতে কেবল ।

ব্রজকুটুম্বাদিজগতে ঐশ্বর্য্য সকল ॥

ব্রজকুটুম্বাদিলোকোক্তে যে বিভূতি স্থিত ।

এহা হৈতে ব্রজে হৈল অধিক দর্শিত ॥

বৈকুণ্ঠনাথের গৃহেশ্বরী বিহ হন ।

অতএব গৃহকৃত্য-আদিতে কখন ॥

বিলাসের সঙ্কেচ বৈকুণ্ঠধামে হয় ।

সদা বিলাস এথাই—এ ঐশ্বর্য্যচয় ॥

যে ব্রজের কোনে-বৃক্ষ কোনো-দ্রব্যদ্বারে

যাচকগণের দেন বাঞ্ছা বহুবারে ॥

তবু নিজ প্রভুর বিহার-বিষয়ভয়ে ।

সে সব ঐশ্বর্য্য সদা নাহি প্রকাশয়ে ॥

বালকধাতিনী সে রাঙ্গসী পুতনারে ।

সদৈশমাত্রোতে দিলা মাতৃগতি তারে ॥

পুনঃ অবাসুদ-আদি তার বন্ধুগণ ।

যাহারা সাধুর মন্দ করে অনুক্ষণ ॥

পরম মহা মধুর লীলার স্বাদায় ।

তাহাদিগে মুত্তিপদ দিলেন হেলায় ॥

ইথে দেব শ্রীকৃষ্ণের করুণা অপার ।

দ্রোহচেষ্টা করিয়াও হইল উদ্ধার ॥

নবনীতচৌর্য্য-হেতু যশোদা কোপিয়া ।

যতেক গোসকলের রজ্জু সব নীয়া ॥

শ্রীকৃষ্ণের উদরেতে করিতে বন্ধন ।

রজ্জু দুই-অঙ্গুলি না আঁটে কদাচন ॥

দেখিয়া মাতার শ্রম করিলা গ্রহণ ।

আপন উদরে উদ্বলিতে বন্ধন ॥

ব্রজগোপিকার আর বাঢ়িয়া আনন্দ ।

করেন আশ্রয় মৃত্যু-গীতাদি প্রবন্ধ ॥

পুনঃ কৃষ্ণ তাঁহাদের আশ্রয়-অমুসারে ।

আনেন পাছুকা-আদি বহি শরদ্বারে ॥

ইথে এই দেখাইলা—‘শ্রীনন্দনন্দন ।
বশীভূত ভক্তের আপনি সদা হন ॥’
ঐহার রূপের যে মহিমা সমুদয় ।
কোনোজন কহিবারে সমর্থ না হয় ॥
তথাপি যেগত আছে শক্তি আপনার ।
কহিয়ে কিঞ্চিৎ তাহে হেতু জানিবার ॥
যেহেতুক সেই ভগবানের বিষয় ।
আপনার রূপসৌন্দর্য্যাদি দেখি হয় ॥
যা দেখি গো-মৃগ-পক্ষি-লতা-ভরুগণ ।
পুলকান্দ্র-আদি ভাব হইল প্রাপণ ॥
ওহে তাত ! সেই রূপ আশ্চর্য্যকথন ।
গোপিকাগণেরে ধৈর্য্য করেন হরণ ॥
যদি কহ—দ্রাগণের চাক্ষুস্যভাব ।
সেহেতু ধৈর্য্যহরণ হয় ত সম্ভাব ? ॥
তাহাতে শুনহ—সেই শ্রীগোপিকাগণ ।
কুলদ্বীপকলে পুঞ্জে ঘাঁড়ের চরণ ॥
মহালক্ষ্মী হইতে যাহারা হৈল শ্রেষ্ঠ ।
রূপ-শীল-গুণ-কর্ম্ম-লাবণ্যে যণ্ডে ॥
শ্রীগোপালদেবপ্রিয় সেই গোপীগণ ।
ঐহাদের ধৈর্য্যহানি কি কব কথন ॥
সে রূপ দেখিয়া যত ইতরজন্যন ।
যেই ভাব হয় তাহা করহ বিচার ॥

তথাহি (বৃঃ ভাঃ ২।৫।১০৪)—

বদর্শনে পঙ্করূপে শপতি
বিধিঃ সহস্রান্দমপি স্তবন্তি ।
বাহুস্তি দৃক্শ্চ সর্কসেন্দ্রিয়াণাং
কাং কাং দশাং বা ন ভজন্তি লোকাঃ ।
বিধাতারে শাপ দেয় যে-রূপ-দর্শনে ।
যেহেতু করিল নেত্রে পঙ্কের সৃজনে ॥
পঙ্কের দ্বারায় তক্ষু হৈয়া আবরণ ।
সে রূপ-দর্শনে হয় বিষ যে কারণ ॥
সহস্রান্দ নানা অপরাধী সেকারণ ।
অথবা গৌতম-শাপে বিরূপলক্ষণ ॥
তাহাতে শুবের যোগ্য সেই নাহি হয় ।
তথাপি সর্কদা শুব তাহার করয় ॥
সহস্র নেত্রেতে করে সে রূপ দর্শন ।
এই লাগি তার শুব জানিহ কারণ ॥
‘সকল ইচ্ছায় হই নয়ন আমার ।
সেইসবদ্বারে দেখি কৃষ্ণরূপ সার ॥’
এইমত করে সদা বাঞ্ছা সমুদয় ।
কোনু কোনু দশা নাহি ভজে লোকচয় ? ॥

মহিমা ব্রজ-মির কি করি বর্ণন ।
অর্থাৎ বর্ণনে শক্তি নহি কদাচন ॥
যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ রূপ-সৌন্দর্য্য আপন ।
পরম আশ্চর্য্য সে করেন বিস্তারণ ॥
যেহেতু ব্রজের তুলা স্বভাবেতে স্থিত ।
এমত কৃষ্ণের সহ হইয়া মিলিত ॥
ব্রজভিন্ন বৈকুণ্ঠদ্বারকাবাসিজন ।
ব্রজবাসিতুলা ভাব না করে বহন ॥
শৈশবশোভায় তাঁর বয়স আশ্রিত ।
সদা তথা যৌবনলীলায় আদরিত ॥
অতএব মনোহর কৈশোর-দশায় ।
অবস্থিত পঞ্চদশবর্ষ অবস্থায় ॥
গুণ-কান্তি-লাবণ্যাদি দ্বারা প্রতিক্ষণ ।
নূতন হইতে অতিশয় স্নুতন ॥
যে যে কর্ম্ম পূর্য্য কর্ত্ত ব্রজা পকানন ।
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-রঘুনাদি কথন ॥
না করিলা কোন স্থানে কোনই প্রকারে ।
মহানৈত্যগণে বধকরণাদি আরে ॥
ভক্তিবিন্দুরাদি যেই দুষ্কর হইল ।
সুন্দর বাল্য-চেষ্টায় ব্রজে তা করিল ॥
সেই সেই লীলামৃতসাগর-ভিতরে ॥
অবগাহে মম জিহ্বা অতি ভয় করে ।
সে-লীলা-মধুদ্রব্য-প্রিয়া জিহ্বা মম ।
ভয় পায় তবে এই লজ্জা ত অসম ॥
যেহেতুক যেই কর্ম্ম অশক্য নিশ্চয় ।
কখন তাহাতে নোংরা প্রবৃত্ত না হয় ॥
মম চিত্ত শ্রীহরির লীলামৃত সার ।
না করিল পান করণপটে একবার ॥
তাহে প্রবর্ত্তিতে বাঞ্ছা করে, সে-কারণ ।
নিশ্চয় চাক্ষুস্য লজ্জা না করে দক্ষণ ॥
তিনমাসকালে যেই করিয়া শয়ন ।
মৃদুপদে কৈলা স্থল শকটভঞ্জন ॥
এমত পারমৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট যে হয় ।
শুভহেতু রোদন কি তারে সম্ভব ? ॥
তথাপি বাল্যলীলায় করেন রোদনে ।
পুনঃ শুভ্রপানে আর মৃতিকাতক্ষণে ॥
দুইবার মায়ে মুখভিতরে আপনে ।
সমস্ত জগত করাইলেন দর্শনে ॥
তৃণাবস্তবধে যেই লীলা করিলেন ।
আর গমনের ভঙ্গী যে আচারিলেন ॥
আর গোপীগণের তোষণের কারণ ।
করিলেন শ্রীকৃষ্ণ যে গোরস-চোরণ ॥

সে সব আশ্চর্য্যলীলা মধুরের সারে ।
 শ্রবণজ মোহ হৈতে রক্ষতু তোমারে ॥
 গোপিকার আকোশনে জননীর ভয়ে ।
 সাক্ষাৎ মুখাবলোকে যে চাতুরী হয়ে ॥
 মুক্তিকার ভক্ষণে যে কৌতুক করিলা ।
 তাহাতে পুরোক্ত বিধিরূপ দেখাইলা ॥
 নাতার দধিমহনে দণ্ডাদিধারণ ।
 সেইসব লীলা করু আমারে রক্ষণ ॥
 প্রসিদ্ধ রোদন দধিভাণ্ডের ভঞ্জন ।
 শিক্যপাত্র হৈতে নবনীতের চোরণ ॥
 মায়ের ভয়েতে যে করিলা পলায়ন ।
 ভয়াকুল-আলোকন-বিশিষ্ট নয়ন ॥
 গোপাশেতে জননী যে ভঠরে বাকিলা ।
 তাহাসহ উদুখল ক্রমে থাকইলা ॥
 যমল-অৰ্জুন দুই বৃক্ষের ভঞ্জন ।
 সে দশায় বরদান হরে মম মন ॥
 বৃন্দাবনে বৎসচারণেতে ক্রীড়া করি ।
 বৎস-বকাসুরদ্বয়ে মারিলা যে হরি ॥
 জন্তুকলের মত করেন রবণ ।
 শিখিপুচ্ছ-গুপ্তা-বনমালা-সুভূষণ ॥
 বেণু-বীণা-আদি বাজগণে গুরু হন ।
 করুন সে কৃষ্ণচন্দ্র আমারে রক্ষণ ॥
 প্রাতঃকালে সখা-বৎস-সহ বৃন্দাবনে ।
 প্রবেশিয়া করিলা যে-সব বিহরণে ॥
 অঘাসুর সর্পর্পণা মুখ প্রসারিয়া ।
 বালকগণের পথে আছিল স্তুতিয়া ॥
 বৎস-বালকেরা তাহা নাহি করি জ্ঞান ।
 অসুরের মুখমধ্যে করিলা প্রয়াণ ॥
 কৃষ্ণ দেখি পরামর্শ করিলেন মনে ।
 খলনাশ আর বালকাদির রক্ষণে ॥
 কি প্রকারে এই দুই হইবে সাধন ।
 এত ভাবি তার মুখে করি প্রবেশন ॥
 বাটাইলা অপ্রমিত দেহ আপনার ।
 ময়িল অসুর তাহে—গেল প্রাণ তার ॥
 অঘের শরীর হৈতে তেজ নিকশিল ।
 শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সরোজে প্রবেশিল ॥
 মুক্তিদান করিলেন কৃপায় তাহারে ।
 ভজিলে সরস সেইসকল বিহারে ॥
 পুলিনভোজনে যেই করিলা বিহার ।
 অতি আকর্ষণে সেই মানস আমার ॥
 অদ্ভুত মহিমা তাঁর জ্ঞানার কারণে ।
 ব্রহ্মা সব বৎসগণে করিলা হরণে ॥

বৎসহেতু উৎকণ্ঠিত হৈলা সখাগণ ।
 তাঁহাদিগে ভোজনেতে করি আশ্বাসন ॥
 দধি-মিশ্রিতাম্রাস শোভে বামকরে ।
 বৎস-অবেষণে প্রভু গেলেন সত্তরে ॥
 এখানেতে ব্রহ্মা সব বালকে হরিয়া ।
 পরিতগন্ধবরে রাখিলেন মায়া দিয়া ॥
 শ্রীকৃষ্ণের যেই বিলাসের সুমাধুর্য্য ।
 ব্রহ্মাও দেখিয়া হৈলা মোহিত প্রাচুর্য্য ॥
 কোন জন তাহা বর্ণিবারে যোগ্য হয় ।
 যাহে চিন্তামৎকার অত্যন্ত ভয় ॥
 কোথা মুগ্ধপ্রায় সখা-বৎস অবেষণ ।
 কোথা সেইসকলের স্বরূপধারণ ॥
 অর্থাৎ তাদৃশ পারমৈশ্বর্য্যপ্রকাশে ।
 না হয় সম্ভব হেন মুগ্ধতাবিলাসে ॥
 সেই-সেই শ্রীকৃষ্ণের যতক বিহার ।
 শ্রীগোবিন্দব্রজ হয় আশ্রিত তাহার ॥
 সে ব্রজের মহিমাজ্ঞ যতক আছে ॥
 সকলের মধ্যে সেই ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ হয়ে ॥
 বিহ ভগবানে অতি করিয়া আদরে ।

তথ্যহি (ভাঃ ১৩ঃ ৮ঃ ৩৮)—

তল্ভরিভাগ্যমিহ জন্ম বিমপা নস্যঃ
 যক্ষগোকুলেহপি কতমাজিতুংকোভিভবকম্ ।
 বক্ষ্যাবিস্তম্ নিখিলং ভগবান্ মুদুন্দ-
 স্তুতাপি যতপদরজঃ শ্রীতিমগ্যমেব । ইত্যাদি ॥
 করিলেন স্তব প্রণিপাতে যোড়করে ॥
 সেই ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজের নিশ্চয় ।
 মুক্তিমান মহাপ্রেমরস নিঃশংশয় ॥
 গোপালনে আর বলরামের মাননে ।
 বৃন্দাবনমধ্যেতে শ্রীলক্ষ্মীর স্তবনে ॥
 ভ্রমরের গানপ্রায় গান সে করণে ।
 শুক-কোকিলানিমিত শব্দাহুকরণে ॥
 যে সুন্দর ক্রীড়া করিলেন ভগবান্ ।
 তাহার ভঞ্জন কর হৈয়া শ্রদ্ধাবান্ ॥
 তালবনে যে লীলা প্রকাশ করিলেন ।
 জ্ঞাতিসহ ধেনুকাসুরে যে নাশিলেন ॥
 সাংসকালে ব্রজনারীগণের মিলনে ।
 যেই লীলা করিলা আশ্চর্য্য প্রকাশনে ॥
 স্তোত্ররূপেও না পারি করিতে বর্ণন ।
 ইথে বাক্যে নমস্করি সেই লীলাগণ ॥
 কালিয়হুদে শ্রীযুক্ত যশোদাতনয় ।
 যেইবেই করিলেন বিহারনিশ্চয় ॥

তাহা শোক-হর্ষ-বেগে না পারি স্মরিতে ।
 কি প্রকাহর শক্ত হব সে-সব কহিতে ? ॥
 কোথা অতি দুষ্টচেষ্টা খল যে কালিয় ।
 তার দণ্ড ক্রোধভরে তবে করণীয় ॥
 কোথায় নমিতফণাবর্গ-রজতলে ।
 হর্ষভরে নৃত্যোৎসব তাদৃশ কোশলে ॥
 কোথায় শ্রীপাদদ্বয় করিয়া প্রহার ।
 সকল মন্তকভঙ্গ-নিগ্রহবিস্তার ॥
 কোথা অমুগ্রহ তার মন্তক-উপরি ।
 পদসন্মোহ দিলেন তাদৃশ নৃত্য করি ॥
 যেই অমুগ্রহ শেষ সহস্রবদনে ।
 বর্ণন করিতে না পারেন কদাচনে ॥
 সেই কালিয়েরে আর নাগপত্নীগণে ।
 নমস্কারি যে করিল সন্ততি-পুঙ্কনে ॥
 কালিয়হৃদের তীরে আসি দাবানলে ।
 অতি তাপ দেয় গোপগোপিকাসকলে ॥
 তাহাদিগে করাইয়া নয়ন মুদ্রিত ।
 খাইলেন দাবানল দয়ায় ত্বরিত ॥
 পুন মুগ্ধবনেতে যতেক পশুগণে ।
 দাবানল পান করি করিলা মোচনে ॥
 ভাঙীরতলায় সেই করিল জীড়ন ।
 হারিয়া আপনি কৈলা শ্রীদামে বহন ॥
 বলরামহস্তে হৈল প্রলম্ব-সংহার ।
 কল্পক সে সব লীলা মঙ্গলবিস্তার ॥
 বর্ষাকালে বৃক্ষকোড় করিয়া আশ্রয় ।
 করিলেন যেই মনোহর লীলাচয় ॥
 তৎকালীন কন্দমূলফলাদিভক্ষণ ।
 আর দধিমিশ্রিতাম্র সহ সখাগণ ॥
 শরৎকালে বনশোভা বাটে অতিশয় ।
 গোপীয় কন্দর্পতাপ করয়ে উদয় ॥
 পরম অদ্ভুত এই লীলাসমুদয় ।
 নিরন্তর বিরাজিত হউক নিশ্চয় ॥
 সেই বজ্রভূষা—সেই মোহন ঝাঁশরী !
 তার মধু-রব-রাশি সর্বচিত্তহারী ॥
 সেই গোপললনার মোহন—এ-সব ।
 করিব তাঁহার কবে সাক্ষাদমুভব ? ॥

অহো কোথা গোপকন্ঠাগণের বসন
 চৌর্যাক্রপোৎসব টেংলা শ্রীনন্দনন্দন ॥
 কদম্ববৃক্ষমণ্ডকে করি আরোহণ ।
 অনেক কোশল করিলেন ততক্ষণ ॥
 অঞ্জলিবন্ধনে করাইয়া নমস্কার ।
 নিজ স্বস্তি হৈতে বস্ত্র দিলেন সবার ॥

সেই যজ্ঞকারি-বিপ্রগণের ওদন ।
 করাইলা সখাগণদ্বারায় যাচন ॥
 তারা নাহি দিলে তাহাদের পত্নীগণে ।
 অন্নব্যঞ্জনাদিসহ কৈলা আকর্ষণে ॥
 সেকালের ভূষণে করিলা অবস্থিতি ।
 বাক্যের প্রসাদ যে করিলা শুভ রীতি ॥

তথ্যি (ভাঃ : ১০।২৩।২২)—

জামা হিরণ্যপরিধিঃ বনমালাবতঃ—
 ধাতু প্রবালনীরবমমুত্ততাসে ।
 বিনাস্তহস্তমিতবেণ ধুনানমক্ষঃ ।
 কর্ণোৎপলালককপোলমুখাভ্রহাসম্ ॥ উক্তি ॥

সখাগণসহ অন্ন যে কৈলা ভোজন ।
 সেইসব লীলা তব করি অনুক্ষণ ॥
 নন্দাদির দ্বারা গোবর্দ্ধনের পূজন ।
 নিজ বামহস্তে মহাপর্কিতদারণ ॥
 সম্ভোষ দিলেন তাহে যত গোপগণে ।
 ইন্দ্র এত দেখি লজ্জা পাই বহু মনে ॥
 সুরভিরে আনি ইন্দ্র ভক্তির উদ্দেশে ।
 গোবিন্দেষু করিলেন কৃষ্ণে অভিষেকে ॥

ব্রহ্মহৃদ-নিকটেতে ব্রজবাসিগণে ।
 করাইলা বৈকুণ্ঠাখ্যানের দর্শনে ॥
 দ্বাদশীর অরুতা দেখিবা নন্দরায় ।
 একাদশীরাত্রে কৈলা স্নান যযুনায়ে ॥
 তথা হৈতে ঋকৃণের দূতভেতে হরিল।
 কৃষ্ণ তার লোক হৈতে নন্দেরে আনিলা ॥
 যোগেয়া নাহি হই এইসকল কথনে ।
 কেমনে সে বিদগ্ধতা যে বেংরাদনে ॥
 তাহাতে মোহিয়া গোপীসকলে আনিয়া ।
 করিলা যে রাসলীলা সানন্দ হইয়া ॥
 সকল লীলার সেই শেষগীমা হয় ।
 ভগবত্তামাধুরী কে কহিতে পারয় ? ॥
 সর্কীবতারের লীলা হইতে নিশ্চয় ।
 বিচারে এ ব্রজলীলা শ্রেষ্ঠ অতিশয় ॥
 যে লীলাসম্বন্ধী বর্ণ শ্রবণে প্রবেশে ।
 স্বভাবেতে প্রেমভর-উদয় অশেষে ॥
 অপেক্ষা না সহে তাহে অর্থের বিচার ।
 অগ্নি যেন স্পর্শমাত্রে গুণ করে তার ॥

সর্কীবতারেতে কৈলা যেই লীলা-সব ।
 তাহাহৈতে কৃষ্ণলীলা উত্তম প্রভব ॥
 ইহা যুক্তিদ্বারা যেই করয়ে স্থাপন ।
 সেই ধ্বজ ভাগ্যবান্ হয় প্রাণাভ্যজন ॥

ব্রজলীলাসকলের দৈব শ্রবণে ।
 যেমত পুতনামোচনাদির কথনে ॥
 আভ্রশব্দ 'পুতনার' শ্রবণে যাহার ।
 প্রেমে পূর্ণ হয়—সেইজনে নমস্কার ॥
 অহো কৃষ্ণপ্রিয়বস্ত্র বেণু দাক্ষয় ।
 বহুরূপ-গুণাদিয়ে বিলক্ষণ হয় ॥
 শ্রীকৃষ্ণের যোগ্য সদা হস্তপদ্মে রয় ।
 অধরামৃত-পানাদি করি বিহরয় ॥
 সে বেণুর মহিমা সে স্পর্শিতে নিশ্চয় ।
 আশার রসনা কভু শক্ত নাহি হয় ॥
 অখাপিহ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদপ্রভাবে ।
 যতেক কহিতে পারি করি অনুভাবে ॥
 তার মত কহি কিছু মহিমা বংশীর ।
 শ্রবণ করহ হৈয়া সাবধান স্থির— ॥
 শ্রীমুখেতে বেদবাক্যে অন্তবাক্যমূতে ।
 উপনিষদ্বারা যাহা না হইল কৃতে ॥
 তাহা মোহন বংশিকা—দাক্ষর নির্মিতা ।
 তাঁর বিশ্বাধরযোগে করিল সাধিতা ॥
 বিমানগামী যতেক দেবগণ ছিলা ।
 বধুসহ বেণু শুনি গুণয়ে মোহিলা ॥
 ব্রহ্মা মহাদেব মহেশ্বর প্রভৃতি আর ।
 তত্ত্ব বিস্ময়িতা হৈল মুগ্ধতা সবার ॥
 ব্রহ্মনিষ্ঠ আত্মারাম যেই মুনীগণ ।
 তাঁহাদের সমাধির হয় ত ভঞ্জন ॥
 পুলকাক্রোশপাতাদির জন্ম হয় তার ।
 ইহাও হইতে পারে নিজাধীন যায় ॥
 সদা পরাধীন যেই চন্দ্র-আদিগণ ।
 কালচক্র-ভ্রমণের অনুবর্তী হন ॥
 নিত্য শীতলগমন তাঁদের নিরন্তর ।
 তাহার নিরোধ হৈল বিস্মিত বিস্তর ॥
 গোপগণ দেহ-দৈহিকাদি আত্মাহিত ।
 পুত্র-কলত্রাদি কৈলা কৃষ্ণসমর্পিত ॥

তথ্য (বৃ: ভা: ২।৫।১৪০ টীকা)—

হরিবংশে শ্রীনন্দ প্রভি গোপানাং বচনম্—
 অন্তপ্রভৃতি গোপানাং গবাং গোষ্ঠস্থ চানব ।
 আপংস্ব শরণঃ কৃষ্ণঃ প্রভুত্বায়তলোচনঃ । ইতি ।

ইহাতে 'গোষ্ঠের প্রভু' এই ত বচনে ।
 গোপীদেরো প্রভু কৃষ্ণ হইল স্বচনে ॥
 লজ্জাক্রমে গোপগণ স্পষ্ট না কহিলা ।
 ইথে নিজব্যবহারে উদালীন ছিলা ॥

ইহপরলোকে যে সাধ্যের সাধন ।
 তাহে নিরপেক্ষহেতু সমাপ্ত হন ॥
 অতএব স্বভাষ্যারে করেন বন্দন ।
 যেহেতু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া হন ॥
 ভাষ্যার্থে গোপিকার কেবল ভরণে ।
 পতিপ্রয়োজন অন্ত নহে ত কিঞ্চে ॥
 সেই গোপগণের বালকগণ যত ।
 শ্রীকৃষ্ণের ছায়ামত সদা সঙ্গে রত ॥
 বৃন্দাবনশোভাদর্শনাদি কোতুহলে ।
 কদাচিত কৃষ্ণচন্দ্র দূরে গেলে ছলে ॥
 তাঁরে না দেখিয়া হৈয়া দুঃখী লগণ ।
 পুন আলে শীঘ্র স্পর্শ করেন ক্রীড়ন ॥
 শ্রীরাধিকাপ্রভৃতি পরম ভগবতী ।
 শ্রীকৃষ্ণগী-আদি হৈতে হন শ্রেষ্ঠা অতি ॥
 বেণুবাঞ্চে পতি শিশু লোক ধর্ম আর ।
 লজ্জা পরিহরি পাইলেন ভাবসার ॥
 যেইভাবে সদা কটু-মধুর-বিকারে ।
 ব্যাকুলা হইয়া সদা মোহিত আকারে ॥
 বৃক্ষমত স্থাবরত্ব পাইলেন গতি ।
 কিছু অনুগমনে নহেন শক্তিমতী ॥
 যজ্ঞপিহ ব্রজবাসীগোপগোপিকার ।
 ভগবানে প্রেমভাব নিত্য আছে আর ॥
 তাহাতে কি নাহি ঘটে মোহ নিরন্তর ? ।
 তথাপি প্রভুর অসাধারণ সত্ত্বর ॥
 পরম মধুর মহিমা বেণুবাদন ।
 তাহাতে পরম মোহযুক্ত গোপী হন ॥
 বেণুর মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গেতে একারণ ।
 বর্ণন করিলা এই জান নিদারণ ॥
 নিশ্চয় আশ্চর্য্য কথা করহ শ্রবণ—।
 পশুজাতি গোবৎস-বৃষভ-আদিগণ ॥
 বনমৃগ, বৃক্ষেতে নিবাসী পক্ষী যত ।
 জলচর পক্ষী দূরে থাকে ক্রীড়ারত ॥
 স্থাবর নদী-মেঘাদি জ্ঞানশূন্য হয় ।
 বেণু শুনি নিজনিজ স্বভাব ত্যজয় ॥
 গবাদির কৃষ্ণসঙ্গে সর্বদা বসতি ।
 তাহাদের হৈতে পারে জ্ঞানশূন্য গতি ॥
 হইল ভেমত বনবাসী মুগগণ ।
 অহো তারা গাবীসঙ্গে থাকে কদাচন ॥
 বৃক্ষবাসিপক্ষীগণ জ্ঞানশূন্য হয় ।
 তাহারাও কভু মূলে কৃষ্ণকাছে রয় ॥
 দূরে থাকে ক্রীড়ারত জলপাক্ষীগণে ।
 তাহাদেরো আছে শক্তি নিকটে গমনে ॥

তরু-লতা-নদী-আদি অচেতন সব ।
 অহো ব্রজ বাসহেতু হয় ত সম্ভব ॥
 গগননিবাসী ধূলিধূমেতে উদ্ভব ।
 জ্ঞানশূন্য স্বভাব তাজিল মেঘসব ॥
 বেণুবাক্ষে ঘোহে—গতিশক্তি না রহিল ॥
 তাহে চর প্রাণিসব স্থিরত্ব পাইল ॥
 পত্রের উদগম আর কম্পাদিপ্রভাবে ।
 স্থির বৃক্ষগণ হৈল চরত্বস্বভাবে ॥
 যত জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তি করিল গমন ।
 তাহে সচেতন সব হৈল অচেতন ॥
 বারম্বার কম্প-আদি পত্রের চলনে ।
 অচেতন শিলা-আদি হৈল সচেতন ॥
 মহাপ্রেমরসে সব হৈয়া নিমজ্জিত ।
 শ্বেদ-কম্পাদি বিকারে হৈল আক্রমিত ॥
 রাসলীলা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রেষ্ঠা হয় ।
 অনির্বচ্য পরম ঐশ্বর্য্য অতিশয় ॥
 সর্ব্বশ সারের সেই পরিপাকময় ।
 উৎকৃষ্টতা মাদুঘোর সীমা প্রকাশয় ॥
 অতএব করি মনোরথ শত আশ ।
 লক্ষ্মীরো হইল সদা হৃদয় যে রাস ॥
 অহো শ্রীকৃষ্ণের হয় বিদগ্ধতা অতি ।
 অগতে নাক্ষে কোন অভিজ্ঞের মতি ॥
 সেইপ্রকারেতে যত কুলনারীগণে ।
 বংশীবাদে বনমধ্যে কৈলা আকর্ষণে ॥
 সেইক্ষণে বাক্যের চাতুর্য্য যে করিলা ।
 যাহে অতি ধৈর্য্যবতী গোপিকা কান্দিলা ॥
 আকারগোপনে যেই পাণ্ডিত্য হরির ।
 অর্থাৎ মনের ভাব না করে বাহির ॥
 তাহার প্রশংসা আমি তবে ত করিত ।
 গোপীর বিনয়সমূহে যদি ত থাকিত ॥
 সেইক্ষণে ব্যক্ত করি মন-অতিপ্রাণ ।
 মোহিত করিয়া কৃষ্ণ সব গোপিকায় ॥
 কামকৌড়্য-সুরতেতে বিদগ্ধতা সেই ।
 রমিলা গোপীর সহ প্রকাশিয়া সেই ॥
 বিচ্ছেদলীলায় দক্ষ শ্রীল ভগবান্ ।
 তাঁর অন্তর্দ্বান সদা কে না করে গান ॥
 সেই অন্তর্দ্বানেতে যতেক গোপীগণে ।
 ধৈর্য্য-গাভীরা-দি সদা বাধাদের মনে ॥
 তাঁহারও অশ্রুখাদি-বৃক্ষে জিজ্ঞাসিলা ।
 উন্মত্ততা-আদিকরূপ অবস্থা পাইলা ॥
 ধীর লীলাচেষ্টা অতি হৃকোথ সে হয় ।
 হেন ভগবান্ হৈতে আমি করি ভয় ॥

কোথা তাজি গোপীগণে নিভৃতসীমায় ।
 সৌভাগ্যের সারাৎসার দিলা রাধিকায় ॥
 কোথা সত্ত অন্তর্দ্বানে অনাথা রাধায় ।
 ডুবাইলা রোদনসাগরে একা তাঁয় ॥
 পরে হৈয়া একত্র আশ্রিতে গোপীগণ ।
 গীতপ্রায় স্রবরেতে করিলা রোদন ॥
 তাহে কৃষ্ণচন্দ্র প্রাতুর্ভাব হইলেন ।
 সহ আনন্দ গোপীসবারে দিলেন ॥
 গোপিকার প্রাণে স্ব-ঈশ্বর-স্থাপনায় ।
 যে দিলা উত্তর তিহ রক্ষন তোমায় ॥
 সেই মণ্ডলীবন্ধনে প্রভুর চাতুরী ।
 সেই মৃত্যু-গীতাদিবিদ্যায় দাক্ষ্য ভূরি ॥
 সেই পূর্বেশোভা হৈতে অধিক শোভন ।
 সব বিশ্বমোহিনী হরয়ে মম মন ॥
 কৃষ্ণপাদপদ্মধূপানে নু যেই ।
 সে-রস-ভোজীর স্নমহত্ব জানে সেই ॥
 ব্রহ্মা আর এই ত উদ্ধব—দুই তত্ত্ব ।
 গোকুলজাত সবার জানেন মহত্ব ॥
 যেহেতু ইঁহারা গোপীগণের চরণ ।
 ধূলি-অভিষেক সদা করেন প্রার্থন ॥

তথা (ভাঃ ১০।১৪।৩৪)—

ব্রহ্মণা প্রার্থিতম্—

তদ্ব্যুরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যং,
 যদ্যেকুলেহপি কতমাজি বজ্রোহভিষেকমিত্যাদি ।

উদ্ধবেন চ (ভাঃ ১০।১৪।৩১)—

আগামহো চবণরেণুখ্যামহং ত্রাং,
 বৃক্ষাবনে কিমপি গুল্মলতোষধীনামিত্যাদি ॥

যাহাদের সে-বস্ত্রতে লোভ প্রকাশয় ।
 সে-বস্ত্র-যুক্তের ভাগ্যবল সে জানয় ॥
 কৃষ্ণের অধরপানে লুক গোপীগণ ।
 বংশীর সৌভাগ্যভর গান সর্বক্ষণ ॥
 মাথুর-ব্রজের লোকে সদা প্রেমভরে ।
 কৃষ্ণের আসক্তি মহা অদ্ভুত বিহরে ॥
 যে লাগি ব্রহ্মারে দেখিতে অনিচ্ছা তাঁর ।
 যদ্যপি আসিয়া কৈলা স্তব নমস্কার ॥
 কৃষ্ণপাদপদ্মমাত্র আমাদের গতি ।
 কদাচিত নহে অত্র আশ্রয়েতে মতি ॥
 আমাদের গন্তাঘাতে শ্রীকৃষ্ণ কখন ।
 উৎসাহী না হন, কি করিবেন মানন ॥

বৃন্দাবনবাসী গোপ-গোপীসব যত ।
বিচিত্র ঔষধিমন্ত্র জ্ঞানেন সম্ভত ॥
তাহাতে নিশ্চয় গোষ্ঠীনাগর যোহিত ।
ইথে বিদগ্ধতাভাব হইল স্মৃতিত ॥

ব্রজবাসিসকলের সৰ্বদা আসক্তি ।
অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপরা যেই অমুখক্তি ॥
তাহা কহিবারে শক্ত না হয় বচন ।
ঈহারা শ্রীভগবানে প্রেমের কারণ ॥
'নন্দগোপের কুমার' সত্যত জ্ঞানেন ।
'পরমেশ্বররূপে' কভু না মানেন ॥
প্রেমে বহুসেবা করি—তব নিরন্তরে ।
করেন কাশ্যাপন মহা-আস্তিতরে ॥

বহুতর জ্ঞানযুক্ত হই ত আমরা ।
আমাদেবো পূজনীয় হয়েন তাঁহারা ॥
বৈকুণ্ঠে আনন্দ বহু যত যদুগণ ।
তাঁহাদেবো পূজনীয় কালাতীত হন ॥

কৃষ্ণ না পারিলা ব্রজজনে মোহিবারে ।
বিশেষে মোহিলা ব্রজবাসিসব তাঁরে ॥
এই কথা সত্য সত্য দেখিলু' নিশ্চয় ।
নিশ্চরিত হৈলে কৃষ্ণ দেবকার্য্যচয় ॥
আমি যায়্য স্ততিপরিপাটী-আদি-দ্বারে ।
স্মরণ দিলাম কংসবধাদিক তাঁরে ॥

যদি কহ—'তবে কৃষ্ণ কেনে মথুরায় ।
গমন করিলা ?' শুন বৃন্দাস্ত তাহার — ॥
পরম চতুরশ্রেষ্ঠ হয়েন অক্রুর ।
শ্রীনন্দনন্দনে ব্রজে-হাতে মধুপুর ॥
লৈয়া-গেলা কষ্ট-শ্রেষ্ঠে বহু বল করি
যদুকুলের হিতকামনা আচরি ॥

কৃষ্ণ সেই ব্রজবাসিজনে কদাচন ।
ত্যাগ করিবারে শক্তিমান নাহি হন ।
যদুকুলসকলের হিতের কারণ ।
বারবার মধুপুরে করে আগমন ॥
পুনর্বার বারবার করেন গমন ।
ব্রজপুরে—যেহেতু তাঁহারা প্রিয় হন ॥

যদি কহ—'মধ্যেতে বিচ্ছেদ তবে হয় ?' ।
তাহার সিদ্ধান্ত শুন, কহিয়ে নিশ্চয়— ॥
সেই ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ থাকেন নিরন্তর ।
করেন অনেকমত ক্রীড়া বহুতর ॥
প্রকটাপ্রকট দুইরূপেতে নিশ্চয় ।
নিত্য লীলা করে কৃষ্ণ—নাহিক সংশয় ॥
যদি কহ—'ব্রজবাসিদের কি কারণ ।
বিরহেতে দুঃখাদিক করিয়ে শ্রবণ ?' ॥

ইহা সত্য, কিন্তু সেই ক্রীড়ার কোতুক ।
তাহা বিস্তারিয়া কহি, শুন সহেতুক— ॥
বিরহেতে জন্মে যেই ভাবের তরঙ্গ ।
তাহে শ্রেষ্ঠ ব্রজের বিবিধ চৌরঙ্গ ॥
নিজ মনোরম তাহা করিতে দীক্ষণ ।
পরম কোতুকগুণ শ্রীনন্দনন্দন ॥
ব্রজনিবাসীর দৃষ্টি হইতে কখন ।
ছল প্রকাশি কেবল করে পলায়ন ॥
যেমত বিবিধ-লীলা-দ্বারে কদাচন ।
নিকুলকুহরে কৃষ্ণ অস্থিহিত হন ॥

যদি কহ—'তথাপিহ বিরহের লেশ ।
সহিতে না পারে ব্রজজন এই ক্লেশ ॥
তাহাদিগে হেন ব্যবহার যোগ্য নয় ?' ।
তাহাতে কহিয়ে শুন সিদ্ধান্ত যে হয়— ॥
সুহৃদ ভবন্ত যে 'পরম প্রেম' হয় ।
অতি গোপনীয় দ্রব্য সেই ত নিশ্চয় ॥
তাহা অতি প্রিয়তম ব্রজবাসিজনে ।
শ্রীনন্দনন্দন যে করেন সমর্পণে ॥
দাতাশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের এই ব্যবহার ।
কিন্তু তাহা বিরহেতে হয় ত প্রচার ॥
বিরহে পরমপ্রেম বিশেষ সে জানি ।
সেই-লাগি অন্তর্দ্বান—আমি এই গানি ॥

মথুরা-ব্রজভূমিতে যেন বিরহেন ।
ভেমত গোলোকে লীলা শ্রীকৃষ্ণ করেন ॥
উদ্ধভাগে—গোলোক, অধোতে—বৃন্দাবন ।
এইমাত্র উভয়ের ভেদের কল্পন ॥
কিন্তু সেই ব্রজে নন্দপ্রভৃতি-সংহতি ।
যদুপি সৰ্বদা কৃষ্ণচক্রে বিহরতি ॥
তথাপিহ কোন ষাপরয়ুগের শেবে ।
সকলেতে দর্শন করয়ে সবিশেষে ॥
অন্তকালে—পরম একান্ত ভক্ত সেই ।
কদাচিত্ত দর্শন করয়ে সুখে যেই ॥
গোলোকে সৰ্বদা তত্ত্রগত সৰ্বজন ।
শ্রীকৃষ্ণচক্রে লীলা করেন দর্শন ॥

গুরুপ্রভৃতি নিত্যপার্ষদ যেমন ।
বৈকুণ্ঠলোকে প্রভুর নিকটেতে রন ॥
ভেমত গোলোকে সে নন্দাদি সমুদয় ।
নিত্য প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিশ্চয় ॥
মথুরা-গোকুলে আর উর্দ্ধে গোলোকেতে
দুইতে অভেদরূপ—ধামের ঐক্যেতে ॥
নন্দাদি যতক ভোম গোকুলনিবাসী ।
নিজ-প্রাণনাথ-কৃষ্ণসংহিত বিলাসী ॥

উক্ত দুইখানে ভগবানের সংহতি ।
 যদুচ্ছাক্রমেতে নানামতে বিহরতি ॥
 সাধকসকল করি যেমত উপায় ।
 গোপালক পাইতে যোগ্য হয় সর্বদায় ॥
 তাদৃশ উপায়ে ভোগ্যগোকুলমণ্ডলে ।
 শ্রীকৃষ্ণে দেখিতে শক্ত হয় ত সকলে ॥
 ইহাতে বিশেষ আছে—যদি কোনজন ।
 কতু ভ্রজে কোনমতে করয়ে দর্শন ॥
 সব-পরিবার-সহ ক্রীড়ারত ।
 দেখিতে না পায়, এই স্তন সাধুমত ॥
 সেইমত ক্রীড়াকারী কৃষ্ণ কদাচিত ।
 যতপি দর্শন করে কেহ ভাগ্যোদিত ॥
 কিন্তু তাঁর নিত্য পরিবারের ভিতরে ।
 প্রবেশি যাহাতে যথা-ইচ্ছায় বিহরে ॥
 হেন প্রসাদবিশেষ লাভ নাহি হয় ।
 কহিলাম মম মত তোমারে নিশ্চয় ॥
 ওহে ভাত । তাদৃশ শ্রীগোপালদেবের ।
 পাদসরোজের লীলামাধুরীভাবের ॥
 অনির্বচনীয় সব তুমি কি প্রকারে ।
 হইতেছ উৎসুকবিশিষ্ট দেখিবারে ? ॥
 যদি কহ—‘আপনারা হইয়ন মহত ।
 তোমাদের অমুগ্রহে কি না সিদ্ধিগত ? ॥’
 তাহে স্তন—ওরে ভাই ! ইহা সত্য জান ।
 শ্রীগোপালকপ্রাপ্তি অতি দুর্ভট-বাখ্যান ॥
 ‘প্রাপ্তির উপায় তার দুর্ভটাতিশয় ।’
 এই ত আমার হয় পরম নিশ্চয় ।
 পশু-পক্ষি-কীট-আদি যত প্রাণিগণ ।
 প্রায় নাহি সবে হিতাহিত-বিবেচন ॥
 সেই প্রাণিগণ-মধ্যে মনুষ্যসকল ।
 হিতাহিত-বিবেচনা-বিশিষ্ট কেবল ॥
 সে-সব-মনুষ্য-মধ্যে কতকজনর ।
 আশ্রয়ে যথোক্তমত আচার-বিচার ।
 হয় ত তাহারা অর্থকামপরায়ণ ।
 ধনভোগে রত—ধর্মপর নাহি হয় ॥
 কেহকেহ যদি ধর্মপরায়ণ হন ।
 তাহা যশঃপ্রাপ্তিহেতু, স্বর্গহেতু নয় ॥
 অতি অল্প লোক সর্গপ্রাপ্তির কারণ ।
 নিশ্চিত করয়ে কিছু ধর্ম-আচরণ ॥
 তাহাতে নিষ্কামকর্মে কত জন রত ।
 নিষ্কামিগণের মধ্যে অরাগী কেহ ত ॥
 অন্তরে বৈরাগ্যযুক্ত—মুক্তি-ইচ্ছু তার ।
 ইহাতে বিশেষ কিছু ব্যবহ বিস্তার ॥

নিষ্কামকর্মেতে রত-হৈলে অরাগিষ ।
 সিদ্ধ হয়, তবু কাম-সাক্ষাৎ-ভ্যাগিষ ॥
 অতি মহাফল হয় এই সে কারণ ।
 রাগশূন্য-মন-জন পৃথক কখন ॥
 তাঁর মধ্যে হংস-নামা হয় কতজন ।
 যোগাভ্যাसे নিষ্ঠা বাঁহাদের সর্বক্ষণ ॥
 তাঁহাদের মধ্যেতে পরমহংস কেহ ।
 পাইয়াছে আত্মতত্ত্ব বাঁরা নিঃসন্দেহ ॥
 তাঁহারা নিশ্চয় কেহ কেহ মুক্ত হন ।
 তাঁহাদের মধ্যে জীবযুক্ত কোনজন ॥
 তাহাতে কেহবা হয় সিদ্ধ ইহা জান ।
 সিদ্ধ মুক্তিগণমধ্যে বিশেষত মান— ॥
 শ্রীকৃষ্ণভক্তিতে কেহ হয়েন তৎপর ।
 তাঁর ভক্তি বিনা অন্য না বাঞ্ছে অন্তর ॥
 যেহেতুক মহাশয় গভীরাতীপ্রায় ।
 মোক্ষে তুচ্ছ করেন সে স্বস্ববুদ্ধি তার ॥
 ভক্তিরত যতজন তাহার ভিতরে ।
 শ্রীমদ্ভদ্রনগোপাল-পাদপদ্মবরে ॥
 রত-মন সব সুদুর্লভ অতিশয় ।
 তাঁর পূর্ণ কৃপা বিনা না হয় নিশ্চয় ॥
 অর্থ-কাম-ধর্ম-মোক্ষ-ভক্তি-আদি করি
 তাদের সাধন ক্রমে অল্পত্ব বিবরি ॥
 অর্থ কাম—কাম-বাক্য-মানসের আর ।
 বিবিধ ব্যাপারে জ্ঞাত হয় ত বিস্তার ॥
 তাহার সাধন হৈতে ধর্মের সাধন ।
 অল্প হয় শাস্ত্র-বিধি-নিয়মকারণ ॥
 তাহা হৈতে অল্প সদাচারের সাধন ।
 মোক্ষের সাধন তাহা হৈতে অল্প হন ॥
 তাহা হৈতে শ্রবণাভিত্তির সাধন ।
 স্বল্প হয় অতি গোপনীর কারণ ॥
 সাধনজ্ঞাপক শাস্ত্রসব আছে যত ।
 তাহাদের বচনেরো রীতি সেইমত ॥
 অর্থকামশাস্ত্র হৈতে ধর্মশাস্ত্র অল্প ।
 তাহা হৈতে গুচহেতু মোক্ষশাস্ত্র স্বল্প ॥
 তাহা হৈতে ভক্তিশাস্ত্র স্বল্পতর হয় ।
 অতিশয় গোপনীয়হেতু সুনিশ্চয় ॥
 তাথে কৃষ্ণপাদপদ্ম-প্রেমপরায়ণ ।
 শাস্ত্র অতি অল্প—সুদুর্লভের কারণ ॥
 সেইসব-শাস্ত্র-মধ্যে ধর্ম-আদি-পর ।
 বচনের অল্পকতা জানিবে বিস্তার ॥
 এই প্রকারেতে যত হয় ত সাধন ।
 তদ্বোধক গ্রন্থ আর তাহার বচন ॥

ক্রমে স্বল্পহেতু ভক্তি অতি দুঃসাধন ।
 তাহাতে শ্রীমদনগোপাল-শ্রীচরণ-
 বিষয়-প্রেমপর যেই ভক্তি হয় ।
 অতি-পরম-দুর্লভ জিনিবে নিশ্চয় ॥
 কেবল তাঁহাতে লভ্য শ্রীগোলোক যেই ।
 এইমতে দেখাইলা সুহৃৎ সেই ॥
 শ্রীমদনন্দন-পাদপদ্মের বিষয় ।
 প্রেমভক্তিয়ুক ব্যক্তি যতেক আহর ॥
 তার মধ্যে শ্রীমতী-শ্রীগোপিকা-সমান ।
 তাবস্ত পরম দুর্লভতর জান ॥
 এ আশয়ে কহেন নারদ মুনিবর—
 মদনগোপালপদ-ভক্তের ভিতর ॥
 কাহাদের যে-কোনো বিশেষ আছে তারি ।
 তাহার কখনে আমি নহি অধিকারী ॥
 এত কহি নারদ উদ্ধবে আলিঙ্গিয়া ।
 কহেন সদৈশু অতি বিনয় করিয়া— ॥
 বিশেষ যে আছে তুমি তাহার কিঞ্চিৎ ।
 বলহ আপনি হে উদ্ধব ! প্রকাশিত ॥
 নারদের অতিপ্রায় জন্মিয়া উদ্ধব ।
 প্রেমে পরিপূর্ণ হইলেন গাত্রে সব ॥
 বারম্বার ভূকে স্পর্শ করি নিজশির ।
 করিতে লাগিলা গান উদ্ধব সুধীর— ॥

যথা (ভাঃ ১০।৪৭।৬৩)—

বন্দে নন্দব্রজস্বামী পাদপদুমলীলকঃ ।
 কণ্ঠে মহাভিতে ব্যগ্র ধরি দন্তে তুণ ।
 নারদের পদ ধরি হরিদাস বন— ॥

যথা চ (ভাঃ ১০।৪৭।৬১)—

আসামাহো চরণৌজ্বলমহাং ত্যাং ।
 বন্দেদাবনে কিমপি গুণলভ্যবধীনাম্ ।
 বা দুস্ত্যজঃ স্বজনমাধিপত্যকং হিবা
 ভেকুমু কুলপদবীঃ স্মৃতিভিবিমুগ্যাম্ ॥
 প্রেমপরিপাক হই বিকারের চয় ।
 কম্প-স্বৈদ-পুলকাস্র-আদি সমুদয় ॥
 তাহে ব্যাপ্ত পুনঃপুনঃ করিয়া কুর্দন ।
 গান গান উদ্ধব পুনঃ প্রেমে বন— ॥

তথাচ (ভাঃ ১০।৪৭।৬০)—

নায়াং শ্রিগোষ্ঠ উ নিতাত্তবতঃ প্রসাদঃ
 স্বসৌমিত্যঃ নলিনগন্ধকটং কুতোভয়াঃ ।
 রাসোৎসবেত্য ভক্তদগুহীতকঠ
 লঙ্কাশিবাঃ ব উল্লাসভ্রজসুন্দরীণাম্ ॥

এইমতে ভাগবতবক্তি-শ্লোকগণ ।
 গোপিকার মহিমা করিতে নির্দারণ ॥
 শ্রীউদ্ধবমহাশয় করিলেন গান ।
 বিবেচনা করি বুঝা এসব আখ্যান ॥
 এইমতে নিজেষ্টদেবের দুর্লভতা ।
 জানিয়া দুঃখিত অতি হইল সন্মতা ॥
 আমারে এরূপ দেখি নারদ তখন ।
 বিস্মিত উদ্ধবগানে কহেন বচন— ॥
 এই ত উদ্ধব হরিদাস হরিপ্রোক্ত ।
 অখিলবৈষ্ণবগণমধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ ॥
 যে গোপীগণের পাদপদুমলিগণ ।
 'বন্দে নন্দ'-শ্লোকে বহু করেন বন্দন ॥
 যেই গোপিকার পাদপদুমলিগণের ।
 রেণু-স্পর্শ-সৌভাগ্য ভঞ্জন বিমলের ॥
 হেন তুণজন্ম বৃন্দাবনের ভিতরে ।
 'আসামাহো'-শ্লোকেইতে চাছেন নিরন্তরে ॥
 কুন্ডিণী হবিব প্রিয়া প্রসিদ্ধা আহয়ে ।
 তাক্ত-কুলকল্যাণ্য হরির আশয়ে ॥
 কৃষ্ণ কহিলেন বাণী কোশল সম্মতী ।

তথাহি (ভাঃ ১০।৬০।১৭)—

তথাস্থানোচ্চকপঃ বৈ ভক্ত্যঃ সন্নিবৃত্তভম্ । ইতি ।

শুনি মৃততুলা যেই হৈয়াছিল। সতী ॥
 সেই ত কুন্ডিণী যেই গোপিকাসবার ।
 সৌভাগ্যের গন্ধ নাহি পান মনদ্বার ॥
 স্বর্গদেবীজ্যাব নাবীমধ্যে শ্রেষ্ঠতমা ।
 সত্যতামা-কালিন্দীপ্রতি সপ্ত সমা ॥
 তাঁহারও সে সৌভাগ্যগন্ধ নাহি পান ।
 কোথায় পাবেন ইহা বিচারিয়া জান ॥
 রোহিণীপ্রতি অত্যা নচিণী যতেক ।
 কোথায় অর্থাৎ দূরে আছেন প্রত্যেক ॥
 সে সৌভাগ্যসকলের লেশের ভাজন ।
 কোন কৃষ্ণপ্রিয়া নহে—জান বিলক্ষণ ॥
 সেইসব গোপিকার মাহাত্ম্যবর্ণনে ।
 আমি অতি বরাক—হইয়ে কোন জনে ? ॥
 তথাপি যে বর্ণনাম, তার হেতু এই— ।
 মম জিহ্বা চঞ্চলা—না রাখে ধৈর্য্য সেই ॥
 অতএব কহি শুন পরম অদ্ভুত ।
 শ্রীভ্রজনাথের মিত্র ওহে গোপমুত ! ॥
 কৃষ্ণপ্রেমভক্তশ্রেষ্ঠ এই ত উদ্ধব ।
 তাঁর সারকৃপাবিশেষের ভাগ্যসব ॥

যত পরম শ্রীভগবতী গোপিকার ।
প্রেমভর দেখিলেন সাক্ষাতে প্রচার ॥
তঁাহাদের অতিশয় কুপার ভাজন ।
গোপনীয়-নিজ-ভাব-প্রকাশ-কারণ ॥
আবালা যে সেবিলেন ইষ্ট কৃষ্ণে রঞ্জে ।
তঁার সঙ্গ ভুলিলেন গোপিকার সঙ্গে ॥
সেই ত উদ্ধব যেই গোপিকা বিষয় ।
পরম উৎকর্ষ সদা করেন নিশ্চয় ॥
করিয়া দৈদৃশ বন্দনাদি-বাবহার ।
যে কহেন, সে অত্যন্ত সম্ভব তাঁহার ॥

যেই ত অক্রুর হন স্বফলনন্দনে ।
ক্লেশকর্মহেতু অপরাধী ব্রজজনে ॥
ভক্তিরসে স্পর্শ নহে যে নীরসজ্ঞান ।
তাহাতে পরমশুদ্ধচিত্ত সখিধান ॥
বান্ধিক্যেতে বাহ্যরসিকতায় বিহীন ।
দয়াদ্রুতদয় হৈতে চান অল্পদিন ॥
কংসদূত হৈয়া ব্রজে করিয়া গমন ।
কৃষ্ণপাদাম্বুজদ্বয় করিয়া ভাবন ॥
তাহাতে চঞ্চল হৈয়া দাষ্ট্য আপনার ।
হৃদয়েতে ভাবনা না করি বারবার ॥
সহিত গোপীরা মহোৎকর্ষ-বর্ণনের ।
বর্ণিলেন প্রকৃষ্টতা কৃষ্ণচরণের— ॥

“ব্রহ্মা-শিব-আদি দেব, লক্ষ্মাদেবী আর ।
মুনি সাংগতের গণ পুঞ্জ পদ ধার ॥
অনুচয়সহ বনে সে গাবা চরায় ।
গোপীকুচকুসুমিতে ব্যাপ্ত আছে যায় ॥
পতিত হইবে পাদপদ্মমূলে যবে ।
শিরে হস্তপদ্ম ধরিবেন প্রভু তবে ॥
যে হস্তে অভয় দেন শরণাগতেরে ।
কালভুজঙ্গের বেগে উদ্বিগ্নজনেরে ॥
পূজাদ্রব্যাদিক সমর্পিয়া যেই করে ।
ইচ্ছা পাইল ইচ্ছা জগত-ভিতরে ॥
কিঞ্চা ‘কৌশিক’-শব্দেতে বিশ্বাসিত হয় ।
তিঁহ করিলেন রামচন্দ্রে পূজায় ॥
তাহাতে তাঁহার পাদপদ্ম-ভজনের ।
পাইলা আনন্দ অতি মাহাত্ম্যগণের ॥
সেইরূপে বলি তাঁর করিল পূজন ।
যাহে দ্বারে দ্বারী হইলেন শ্রীবামন ॥
কিঞ্চা বলি ত্রিভুজগতে পাইবে ইচ্ছা ।
প্রসিদ্ধ এসব কথা পূজার মহত্ত্ব ॥
সৌগন্ধিকগন্ধায় গন্ধ চরণের ।
স্পর্শে দূর করে শ্রম ব্রজদ্রীগণের ॥”

ইত্যাদি অক্রুর বহু করিলা প্রার্থন ।
দশমস্কন্ধেতে তার দেখ বিবরণ ॥
ভীষ্ম—বৃক-পাণ্ডব-গণের পিতামহ ।
ঐনৈষ্টিক ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ অহরহ ॥
ক্ষত্রিয়ের জাতি-হেতু যুদ্ধ না ত্যজিলা ।
গুরু-শ্রীপরশুরাম-সহিত যুঝিলা ॥
অর্জুনসারথি-ভগবানের অঙ্কেতে ।
মারিলা নিষ্ঠুর বাণসব যে রঞ্জেতে ॥
তিঁহ ব্রজাঙ্গনার উৎকর্ষনিরূপণে ।
অন্তকালে ভগবানে করিলা স্তবনে— ॥
“ললিত-গতি-বিনাস, চারু হাসে আর ।
প্রণয়-স্কন্ধে শ্রেষ্ঠ সব গোপিকার ॥
কৃষ্ণের বিরহে অত্যন্ত প্রেম-আবির্ভাবে ।
উন্মাদেতে অকৃত্রায় নিরন্তর-ভাবে ॥
ইহ-পরলোকের নে সাধ্যাদি সাধন ।
সকলবিষয়ে দৃষ্টিশূন্য গোপীগণ ॥
গোবর্দ্ধনধারণাদি লীলা কৃষ্ণকৃত ।
করিলেন গোপীসব তার অমুকৃত ॥
কৃষ্ণের স্বভাব যেই জগতপূজ্যত্ব ।
আকারে সচ্চিদানন্দ জগদ্বিস্তারত্ব ॥
বাৎসল্যাদি সব গোপবধুর শরীরে ।
আগমন করিলেক নিশ্চয় স্থান্বরে ॥”

পুন যাবে যুধিষ্ঠিরনগর হইতে ।
কৃষ্ণচন্দ্র দ্বারকায় উত্তত বাইতে ॥
সেইকালে তাঁহারে ত করিয়া দর্শন ।
পরস্পর কহিলেক পুরনারীগণ— ॥
“এই ত ঈশ্বরে কৃষ্ণমাহাধীর গণ ।
ব্রতশ্রাদ্ধাদির দ্বারা বহুত অর্চন ॥
নিশ্চয় করিল, যাহে শুন সখি । সার ।
কৃষ্ণের অধরামৃত পীয়ে বারবার ॥
যাহার আশয়ে যত ব্রজাঙ্গনাগণ ।
অত্যন্ত পাইলা মোহ চিত্তে অমুক্ষণ ॥”

ইথে দেখ ক্রীড়ণ্যাদি হৈতে গোপিকার
মহিমা বিশেষ হৈল স্মৃতিত প্রচার ॥
যেহেতু তাঁহারা পান করিবারে পারে ।
অরণমাত্র ত গোপী যোহে প্রেমদ্বারে ॥
যত্বাপি শ্রীনিম-যশোদাদির সমান ।
ভাবিতে গোলোকধাম সাধকেতে পান ॥
তথাপিহ প্রায় গোপীসদৃশভাবনে ।
গোলোকে সর্বথা মনোরথের পূরণে ॥
ফলাবিশেষের তথা সম্পাদন হয় ।
কহিলু নিগূঢ় সব তোমায় নিশ্চয় ॥

কহে গোপকুমার—এপ্রকার কথন ।
 কহিয়া নারদ মোরে কৈলা আলিঙ্গন ॥
 প্রেমরূপ সাগরেতে নারদ স্নান ॥
 কম্পপুলকাক্ষর তরঙ্গে হৈলা মগ্ন ॥
 বর্ণনে চঞ্চল জিহ্বা দন্তেতে কাটিয়া ।
 পাইলা বিবিধ দশা বিচিত্র নাচিয়া ॥
 কণকালে শ্রীনারদ সুস্থতা পাইয়া ।
 দৈন্তবৃত্ত-মন তবে আমারে দেখিয়া ॥
 মধুর বাক্যের দ্বারা করিয়া সান্বন ।
 পুনর্বার আমারে নারদমুনি কন— ॥
 এসকল বৃত্তান্ত যে কহিলু তোমাতে ।
 সর্বত্র করিবে সদা গোপন তাহারে ॥
 পরম ঐশ্বর্যভর প্রকট যেখানে ।
 বিশেষ করিবে তথা গোপনবিধান ॥
 তখন বৈকুণ্ঠে বহু সিদ্ধান্ত কহিলু ।
 কিন্তু গূঢ় এই কথা নাহি প্রকাশিলু ॥
 তবে প্রেমমাধুর্য্যেতে হৈয়া চঞ্চলিত ।
 এথায় উদ্ধবগৃহে কহিলু কিঞ্চিত ॥
 উদ্ধবের আপনার, আর সে তোমার ।
 শপথ করিয়া কহি শুনহ প্রচার— ॥
 সেই শ্রীগোলোকধাম দুঃসাধ্য এথায় ।
 সাধনো তাহার দুঃসাধ্য ত সর্বদায় ॥
 'মর্ত্যালোকবর্তী যে মথুরা বৃন্দাবন ।
 তাহাতে তাহার সিদ্ধি হয় সর্বক্ষণ' ॥
 এই গূঢ় অভিপ্রায় ইহাতে আছয় ।
 পশ্চাত হইবে স্পষ্ট এ এথা নিশ্চয় ॥
 কিন্তু এক হিত উপদেশের কথন ।
 আমা হৈতে এইক্ষেণে করহ গ্রহণ— ॥
 পুরুষোত্তম-নামে ক্ষেত্র পূর্বে ভূমে যেই ।
 দেখিলে, নিকটে এথা বিরাজিত সেই ॥
 তাহাতে স্তবদ্রা-বলরামের সহিত ।
 শ্রীপুরুষোত্তম করে লীলা আচরিত ॥
 কালিন্দীর তীর গোবর্দ্ধন বৃন্দাবনে ।
 স্বয়ং যেই লীলাসব কৈলা আচরণে ॥
 সর্বাবতারের এক হয়েন নিধান ।
 সেমত চরিত সব করেন বিধান ॥
 যদি কহ—মদনগোপাল মম মন ।
 হরিলেন, অস্ত রূপ না হয় রোচন ॥
 তাহে শুন—সেই দেব যারে বোচে যেই ।
 নিশ্চয় ভক্তকে দেখায়েন রূপ সেই ॥
 সেই ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সদা প্রেম হয় ।
 যেমত শ্রীমথুরা তেমত সুনিশ্চয় ॥

তাহার পরমৈশ্বর্যভরের প্রকাশ ।
 লোক-অনুসারি-ব্যবহার রম্য বাস ॥
 বাইয়া তথায় জগন্নাথের দর্শনে ।
 যত্নপি নাহিক হয় তৃপ্তি তব মনে ॥
 থাকিহ তথাপি সেথা নিজেষ্টপ্রাপ্তির ।
 উপায় হইবে, ব্রজতুল্যস্থান স্থির ॥
 তাহার সাধন 'প্রেম'—প্রেমের আশ্রয়- ।
 গোপীপ্রাণনাথপাদসরোরুহদ্বয় ॥
 ব্রজ-শ্রীমথুরা-গোলোকের প্রেম সেই ।
 অন্তসজাতীয় নিজ নাহি রাখে সেই ॥
 সেই ত প্রেমের আদিকারণ নিশ্চয় ।
 পরম শ্রীকৃষ্ণের কল্পণা অতিশয় ॥
 কাহারো সাধন বিনা হয় ত উদয় ।
 কাহারো সাধনক্রমে,—এ প্রকারবয় ॥
 তাহার উদয়েতে শ্রীকৃষ্ণকৃপাতর ।
 হয় আদিকারণ জানিবে নিরন্তর ॥
 যেন কোন দাতা ব্যাক্তি হৈতে কোন জন ।
 পাককৃত অন্ন পায় করিতে ভোজন ॥
 কেহবা তণ্ডুল-পাত্র-কাষ্ঠ-আদি সব ।
 পাক করিবার দ্রব্য পায় ত বিতব ॥
 বাহারে যেমত দিতে উপযুক্ত হয় ।
 তাহে সেইমত দাতা দেয় সুনিশ্চয় ॥
 সাধকজন্য সাধনের ক্রম বাহা ।
 শাস্ত্র-অনুসারে আয়ি কহি হইবে তাহা— ॥
 ব্রজ-গোপ-গোপিকার দাস্তার ইচ্ছায় ।
 লোকান্তরগারেতে শ্রেষ্ঠ-বন্ধু-বোধ তায় ॥
 দৈব-বৃত্তিতে ভয়াদিতে বিয় হয় ।
 তাহারে তাজিয়া প্রেম অর্জিবে নিশ্চয় ॥
 পরমেশ্বরবদৃষ্টে ভয়াদি গোরব ।
 উৎপন্ন হইয়া প্রেমহানি হয় সব ॥
 ব্রজলীলা-ধ্যান-গান প্রধান যাহাতে ।
 হেন ভক্ত্যে সেই প্রেম হয় সম্প্রদাতে ॥
 প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নামসঙ্কীর্ণনে ।
 প্রকাশিতমান সেই প্রেম সর্বক্ষণে ॥
 প্রেমের সাধন অন্তরঙ্গ—সঙ্কীর্ণন ।
 এহেতুক গান হৈতে বিশেষে কথন ॥
 সেই প্রেমে অতিপ্রীতিবৃত্তজন-সঙ্গে ।
 অত্যন্ত প্রকাশ পায় আপনি সে রঙ্গে ॥
 তথাপি সে বস্তু অতি প্রযত্ন করিয়া ।
 গোপন করিবে তাহা সতর্ক হইয়া ॥
 অভিব্যক্ত হৈলে প্রেম না হয় গোপন ।
 ব্যক্তের পূর্বেতে করিবেক সংবরণ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়কীড়াবনেতে বিরলে ।
 বাস করি সাধনাচ্ছানের সকলে ॥
 তাহাচার্য্য সেই প্রেম করিবে বিস্তারে ।
 হইবে সম্পন্ন শীঘ্র এই ত প্রকারে ॥
 ‘কর্ম’—আপন-আপন ধর্মের আচার ।
 ‘জ্ঞান’—আত্মা-অনাচার হয় ত বিচার ॥
 ‘যোগ’—অষ্টাঙ্গ বৈরাগ্য-জপাদিক যোগে ।
 তাহার সাধন হৈতে দূরে স্থির সেই ॥
 অন্তএব সে-সকলে করি অনাদর ।
 শ্রবণাদিত্তি-নিষ্ঠ হইবে নিরন্তর ॥
 ইহ-পর-লোক দেহ-দৈহিকাদি সবে ।
 সাধ্যসাধনাদি কার্য্য-নিরপেক্ষ হবে ॥
 সে-সকলে ঔদাসীন্ত করিবে ভূষিত ।
 দৈন্ত মূল সেই প্রেমে হয় ত নিশ্চিত ॥

দৈন্ত যথা—(বৃ: ভা: ২।৫।২১৯) —

যেনাসাধারণশক্তাধমবুদ্ধি: সদাশ্রমি ।
 সর্বোৎকর্ষাধিতেপি স্যাদবুদ্ধৈর্দৈন্তমিবাচে ॥
 সর্বযতে শ্রেষ্ঠ হইয়াও আপনাতে ।
 অত্যন্ত-অশক্তাধম-বুদ্ধি হয় যাতে ॥
 শাস্ত্রের লিখিত বিধি-নিষেধ-পালনে ।
 পছন্দানুভাবে ভবভয়-আলোচনে ॥
 রোদনাদিকারণ পরম ব্যাকুলতা ।
 পণ্ডিতেরা ‘দৈন্ত’ তারে কহেন ক্ষুণ্ণতা ॥
 যেই কার্য্যব্যাপারে বা মনের ব্যাপারে ।
 দৈন্ত স্থির হয়—অতি যত্ন করি তারে ॥
 ভজিবে বিধান—পুন বিকল্প সকল ।
 তাহার যে হয়—সব বর্জিবে বিরল ॥
 পুরুষের প্রযত্নেতে সাধ্য দৈন্ত এই ।
 এবে শুন কৃষ্ণপ্রসাদজ দৈন্ত যেই— ॥
 প্রেমপরিপাকে দৈন্ত উত্তম জন্ময় ।
 কৃষ্ণের বিরোগে গোপিকার যেন হয় ॥
 মধুরাগমন-আদি-বিরহ-কারণ ।
 শ্রীরাধিকাদির যেন দৈন্ত-উৎপাদন ॥
 শ্রীকৃষ্ণের অমুগ্রহবিশেষেতে প্রায় ।
 তাঁর মাধুর্য্যাদি অমৃতবের দ্বারায় ॥
 প্রেমবিশেষের উদয়ে বিরহ হয় ।
 তাহার লাগিয়া দৈন্ত বিশেষ জন্ময় ॥
 যতযত প্রেমপরিপাক জন্মে নরে ।
 তততত দৈন্তের উদয় তাহে করে ॥

যদি কহ—‘দৈন্ত প্রেমফল যে কহিলে ।
 অবুদ্ধ সে, ‘প্রেম’ সকলের ফল মিলে ? ॥’

তাহে শুন—প্রেমে-দৈন্তে অতি ভিন্ন নয় ।
 আন্তরলক্ষণ মূখ্য অঙ্গ দৈন্ত হয় ॥
 দৈন্ত-পরিপাকে নিত্য প্রেম রিস্তারয় ।
 পরস্পর দৈন্ত আর প্রেম এই হয় ॥
 কার্য্যকারণত পোষ্য-পোষকতায় হয় ।
 উভয়ের উভয়েতে পোষ্যতা করয় ॥
 ওহে তাই ! প্রেমের স্বরূপ যেই হয় ।
 প্রেমজ্ঞসকল তাহা বিশেষ জানয় ॥
 অতএব তাহা কহিবারে শক্ত নই ।
 তটস্থলক্ষণ তার কেবল সে কই— ॥
 চিত্তের আকর্ষিত-হেতু যাহাতে সে হন ।
 কম্প-বেদ-পুলকাদি বাহ্যের লক্ষণ ॥
 সেই-প্রেম-যুক্ত-সকলের হয় যত ।

দাবানল-শিখা—যমুনার-জলমত ॥
 যমুনার জল—অগ্নিশিখামত হয় ।
 বিষ—সুখাতুল্য, সুখা—বিষসম হয় ॥
 মরণ—সুখদ, পীড়া-বৈবব—জীবন ।
 বিপরীতজ্ঞান প্রেমস্বভাবে ক্ষুরণ ॥
 সন্তোগে-বিরোগ যেই ভেদ সে তাহায়ে ।
 যেই প্রেমে বিবেচিতে সাক্ষাত না পারে ॥
 ঘন হিমচয় যেন থাকে কোন স্থানে ।
 তাহার স্পর্শনে অগ্নিস্পর্শতুল্য মানে ॥
 তেমত সন্তোগানন্দে প্রেমের স্বভাবে ।
 বিরহ-ক্ষুণ্ণিতে দুঃখ হয় অস্তভাবে ॥
 আর সেই প্রেমবস্ত্র বৃন্দ না হয়— ॥
 আনন্দসমূহ কিবা মহাশোকময় ॥

যে প্রেমের সম্পত্তির উদয়-কারণ ।
 মহা উন্নতির জায় হয় আচরণ ॥
 যেই প্রেম বিনা নববিধা কৃষ্ণভক্তি ।
 কদাচিত স্মৃৎ নাহি করে অভিব্যক্তি ॥
 লবণ-বাতীত যেন ব্যঞ্জনাদিচয় ।
 ক্ষুধা বিনা যেন খাদ্যদ্রব্যসমূহয় ॥
 অর্ধবোধব্যতিরিক্ত শাস্ত্রপাঠ যেন ।
 ফল বিনা উপবনে সুখ না জন্মেন ॥

প্রেমের সামান্য কিছু কহিলু লক্ষণ ।
 কহিতে না পারি তার বিশেষ কথন ॥
 শ্রীরাধিকা-আদি যেই ব্রজগোপীগণ ।
 তাঁদের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম যে অসাধারণ ॥
 তার তত্ত্ব কহিবারে কেমনপ্রকারে ।
 সমর্থ হইব ? এই কহিলাম সারে ॥
 কৃষ্ণ মধুরী গেলে তাঁর গোপিকার ।
 প্রলয়াগি হৈতে ভীত হৈল সবারায় ॥

সে ভাবের হেতু 'প্রেম'—এই তত্ত্ব তার ।
 ভটস্থলক্ষণদ্বারা কহিলাম সার ॥
 উক্ত হৈল যে-পর্যন্ত—ইহা বহি আর ।
 না হউক অভিলাষ বৃথিতে তোমার ॥
 এইমতে প্রেম নাহি হয় নিরূপিত ।
 কোনপ্রকারেতে যত্নে কহিলু' কিঞ্চিত ॥
 তাহাও তব হৃদয়ে প্রতীতি না হবে ।
 তেন প্রেমবান্ লোক না দেখিবে যবে ॥
 গোপীগ'-মধ্যে শ্রেষ্ঠা কৃষ্ণপ্রিয়া অতি ।
 পরমপ্রেমাতিশয়যুক্তা ভগবতী ॥
 শ্রীরাধায় কখন দেখিবে তুমি যবে ।
 যুক্তিমান্ প্রেম অল্পভব হবে তবে ॥
 তিহ যদি সেই প্রেম পারেন কহিতে ।
 তব শক্তি হৈলে তবে পারিবে শুনিতে ॥
 রাধাসম নিজ-প্রেম-স্ববিস্তারকার ।
 যদি হয় শ্রীকৃষ্ণের মহা অবতার ॥
 কদাচিহ্না শ্রীরাধার হয় অবতার ।
 তবে সেই প্রেম অনুসার পায় সার ॥
 হে মথুরাজজন্মিজাত! সুনিস্কর ।
 শ্রীগোলোকনাথের সে কুপার আলয় । ॥
 সে-হেতুক ইষ্টসিদ্ধি দুর্ঘট নহিবে ।
 মম সম নহ, মনস্কামনা পূরিবে ॥
 আপনার প্রয়োজনসিদ্ধির কারণ ।
 সেই ক্ষেত্রে শাস্ত্র তুমি করহ গমন ॥
 নারদের উক্তি দ্বারা এই ত প্রকার ।
 ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তম হৈতে দ্বারকার ॥
 ন্যূনত্ব হইল, তাহা না সহিতে পারি ।
 দ্বারকানাথের এক ভক্ত অধিকারী ॥
 শ্রীউদ্ধব—'সেক্ষেত্রে কৃত্য দ্বারকায় ।
 সিদ্ধ হ'য়—এই কথা কহিছেন তার ॥
 শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে প্রভুর যেমত ।
 প্রিয় হয়—শ্রীদ্বারকাপুর দেহমত ॥
 পরম ঐশ্বর্য আর লৌকিক উচিত ।
 কার্যে যেন ক্ষেত্রে—তেন ইহো বিভূষিত ॥
 আমাদের প্রভু এ শ্রীদৈবকীনন্দন ।
 দাক্ষত্মকময়মুক্তি করিয়া ধারণ ॥
 তাঁর প্রেমে আত্ম'মন ক্ষেত্রবাসিগণে ।
 নিরন্তর হর্ষসব দিব্যার কারণে ॥
 শ্রীপুরুষোত্তমে স্থির হৈয়া বর্তমান ।
 করেন সর্বদা ক্রোড়া অনেকবিধান ॥
 সেই বস্তু সেই ক্ষেত্রমধ্যে সিদ্ধ হয় ।
 এখানেও তাহা সিদ্ধ হয় সুনিস্কর ॥

তাহে নাহি উভয়েতে ভেদ সুনিস্কৃত ।
 কিন্তু নাহি হবে ইষ্ট সিদ্ধ বিকল্পিত ॥
 শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে কৃত লীলাসমুদায় ।
 সেই ক্ষেত্রে দেখি অল্পকরণদ্বারায় ॥
 কিম্বা গীতাদির দ্বারা করিয়া শ্রবণ ।
 ইষ্টপ্রাপ্তিজন্ত শোক হইবে তখন ॥
 সেই ক্ষেত্রে জগন্নাথমুখাজনর্শনে ।
 আর মহাপ্রসাদান-লাভের কারণে ॥
 রথযাত্রা-আদি যেই হয় ত উৎসব ।
 তাহে হবে মনে ক্ষুতি-উল্লাস-বিভব ॥
 সে-লাগি দীনতা নাহি হইবে ক্ষুরণ ।
 ইষ্ট সিদ্ধ নাহি হবে তথা কদাচন ॥
 শ্রীগোলোকপ্রাপ্তি যেই প্রেম হৈতে হয় ।
 দৈন্ত বিনা সেই প্রেম না হয় উদয় ॥
 সেইলোক-লাভ বিনা নিশ্চয় ই'হার ।
 উৎপন্ন না হইবেক কভু সুখভার ॥
 শ্রীপুরুষোত্তম পরদুঃখেতে কাতর ।
 পুনর্বার ক্ষেত্রে হৈতে গোপপুত্রবর ॥
 মথুরা-গো;লে পাঠাইবেন ইহার ।
 তবে কেন গোকুলে না পাঠায়েন তার ?
 সেইস্থানে বন-নদী-গিরি-আদি যত ।
 শুল্কভার দেখিয়া যতেক সাধুসকল ॥
 সদা হাহারব সব করেন বদনে ।
 মহা সন্তাপেতে সদা দগ্ধ হয় মনে ॥
 আপনার প্রিয় যেই শ্রীনন্দনন্দন ।
 সদা সর্বমতে তাঁর করে অশেষণ ॥
 সে-সব সতের দৈন্ত তথা উপজয় ।
 তাহে প্রেম শ্রীনন্দনন্দনে নিতা হয় ।
 তবে মস্তিপ্রেক্ষা শ্রীউদ্ধবের বচন ।
 যুক্তিতে বর্দ্ধিত নিজপ্রিয় সে কথন ॥
 কিম্বা হৃদয়েতে ছিল ইহা সমুদায় ।
 না কহিয়া মত্তিবাক্যশ্রবণাপেক্ষায় ॥
 এক্ষণে শুনিয়া সব অতি প্রীতমনে ।
 শ্রীনারদ ভগবান্ কহেন তখনে— ॥
 হে উদ্ধব! অজভূমিস্থিত সবজনে ।
 শ্রীতিমান্ তুমি—সত্য কহিলে বচনে ॥
 ইহার দ্বারায় ইষ্টসিদ্ধির কারণ ।
 কহিলে যে যুক্তি—সেই হিত সর্বক্ষণ ॥
 পরম-মাহাত্ম্য সেই ব্রজমণ্ডলের ।
 জানেন আপনি সে নিশ্চয় সকলের ॥
 নিজেষ্টদেবতা কৃষ্ণে ত্যজিয়া যে-স্থানে ।
 করিজে অনেকদিন নিবাসবিধানে ॥

পুনর্বীর নারদ বৈষ্ণবপ্রিয়জন ।
 যাত্রাসিদ্ধিপ্রতি যত শুভ মূলক্ষণ ॥
 চতুর্দিকে দেখিয়া হইয়া হৃষ্টমন ।
 সর্বজ্ঞ আমার প্রতি কহেন বচন—॥
 হে শ্রীমুক্তব্রজবীরপ্রিয় । সে তরায় ।
 নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ জান সমুদায় ॥
 ওহে মহাতাগ । অতিশয় শোভমান ।
 পূর্বের করিলাম ইহা সব অজ্ঞান ॥
 অতুল্যসুখভরের প্রাপ্তসীমা হয় ।
 শ্রীবৈকুণ্ঠধাম—ইথে নাহিক সংশয় ॥
 তাহা হৈতে সুখাধিক শ্রীঅযোধ্যাপুরে
 দ্বারকায় তাহা হৈতে স্নেহের প্রচুরে ॥
 এসবস্থানেতে আগমনেও তোমার ।
 দুর্ঘট চিন্তের দুঃখ ঘটেয়ে বিস্তার ॥
 সেই যত স্বর্গাদিতে সৌন্দর্য্যবানের ।
 অধিষ্ঠানকর্ত্তা-স্বামি-শ্রীভগবানের ॥
 পাদপদ্মদ্বয়দর্শনেও ঘটে তব ।
 মহল্লৌকাদিসবার অজ্ঞান সম্ভব ॥
 উপরে কথিত দুঃখ আর ত অজ্ঞান ।
 যেহেতু হইল তার কহি অজ্ঞান ॥
 নিজপ্রিয়বর স্বামী—মদনগোপাল ।
 তার পাদপদ্মদ্বয়-দর্শনে বিশাল ॥
 প্রণয়সমূহ বাঢ়াইবার কারণ ।
 দুঃখ আর অজ্ঞান মানয়ে মোর মন ॥
 তাহা ন' হইলে এই বৈকুণ্ঠাদি ধামে ।
 কাহার কেমনে বা ঘটেয়ে দুঃখগ্রামে ? ॥
 স্বর্গাদিক হয় জ্ঞানস্থান নিরন্তর ।
 তাহাতে অজ্ঞান কেনে ঘটেয়ে দ্বন্দ্ব ? ॥
 অজ্ঞাতহেতুক মনঃকোভের রহিতে ।
 আর মহাকৌতুকেতে মহল্লৌকাদিতে ॥
 সর্বশ্রেষ্ঠমনোভিনিবেশের দ্বারায় ।
 অতি প্রেমে বিষ্ণুর দর্শন হৈল তায় ॥
 বিবিধ জ্ঞানেতে মনে চাঞ্চল্য জন্ময় ।
 অন্ত্যস্ত ঔৎসুক্যভাবে ভাব নাহি হয় ॥
 তাহে ভগবানের করিলেও দর্শন ।
 সুখোদয় তাদৃশ না হয় কদাচন ॥
 অতএব ভাবে বিষ্ণু কৈলে বিলোকন ।
 তাহে সুখবিশেষ জন্মিল সেইক্ষণ ॥

সেইহেতু নিজ ভব দীর্ঘ চিরন্তন ।
 অতীষ্ট শ্রীমদনগোপালশ্রাচরণ ॥
 সন্দর্শন সিদ্ধ লাগি যাহ বুঝাবন ।
 পৃথিবীর শোভা কিস্তি যে করে বর্জন ॥
 সে স্থানে সাধনসব অচিরে নিশ্চয় ।
 হইবেক সত্য সাধু সম্পন্ন বিষয় ॥
 সর্ববৈকুণ্ঠোপরি বিরাজিত শ্রীমান্ ।
 গোলোক-প্রাপক সেই সাধন-বিধান ॥
 তবে নারদের বাক্যামৃতে হৈয়া প্রীত ।
 উজ্জত হৈলাম ব্রজে গমনে নিশ্চিত ॥
 মনে আকাঙ্ক্ষিত কৃষ্ণ-আজ্ঞা লইবারে ।
 এত বৃষ্টি কহিলেন উদ্ধব আমারে— ॥
 যদি তাঁর স্থান-ভিন্ন যাহ অত্র স্থানে ।
 তবে যাদবেজের আজ্ঞাপেক্ষা-বিধানে ॥
 সেই শ্রীমাধুর-ব্রজস্বধিকারী ভূমি ।
 দ্বারকা হইতে মহাপ্রিয় জান তুমি ॥
 এই দ্বারকায় তাঁর সাক্ষাত সেবার ।
 শ্রীকৃষ্ণচক্রে যত প্রীতি না জন্মায় ॥
 সেই ব্রজস্থানে বাস করিলে কেবল ।
 তাঁর প্রীতি দৃঢ়তর জন্ময়ে সকল ॥
 অতএব যাদবেজপ্রিয় সুবিরল ।
 ব্রজবাসিজনের আশ্বাস করি ছল ॥
 শ্রীমদব্রজভূমিনধ্যে বহুদিন ।
 করিলাম বাস আমি সুখেতে প্রবীণ ॥
 যদি কহ—‘তবে গমনাজ্ঞা না প্রার্থিব ।
 মঙ্গল দর্শন করি গমন করিব ? ॥
 তাহে মানি ব্রজভূমি গমনকরণ ।
 তোমার কামনা যেই মনেতে এক্ষণ ॥
 মদীশ্বর জানি সেই নিজপ্রিয়স্থানে ।
 লইবেন নিজপ্রিয় তোমারে বিধানে ॥
 তবে তাঁর বাক্যামৃত পান করি হিত ।
 হইলাম পরম-আনন্দেতে পুরিত ॥
 মোহপ্রাপ্তমত দ্বারকায় হইলাম ।
 বাহুদৃষ্টি মুদ্রিত কণেক করিলাম ॥
 কেহ যেন কোথায় আমারে লৈয়া যায় ।
 এইরূপ বিতর্ক তখন মনে ভায় ॥
 ‘কেনচিৎ’-শব্দের অর্থ শুনি দিয়া যন ।
 সাক্ষাত শ্রীভগবানে হইলে দর্শন ॥

তীরে ত্যজি অস্ত্র গমন স্থিতি আর ।
 দুই অসম্ভব হয়—জান এই সার ॥
 এইহেতু সাক্ষাত দর্শন না হইল ।
 ইহা-লাগি শ্রীউদ্ধব নিষেধ করিল ॥

তবে কণপরে চক্ষু করি উন্মীলন ।
 এই কুঞ্জে আপনারে দেখিলু তখন ॥
 শ্রীশঙ্করপদারবিন্দ করিয়া চিস্তন ।
 শ্রীজয়গোবিন্দ দাস করে নিবেদন ॥

ইতি শ্রীভাগবতানুশ্রেণ্যে গোলোকমাহাত্ম্যখণ্ডে প্রেমনামা

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

যষ্ঠে গোলোকগমনং তত্র শ্রীকৃষ্ণদর্শনম্ ।

কৃপাবিশেষস্তত্ৰাখ লীলা তল্লোকবর্ধিনী । ০ ।

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দরায় ।
 জয়জয় ভক্ত ভক্তি প্রেমসমাপ্রায় ॥
 জয়জয় নিত্যানন্দ অবধূতবর ।
 বিহ শ্রীচৈতন্যের বিত্তীয় কলেবর ॥
 জয়জয় সীতানাথ অশেষসুন্দর ।
 জগত-উদ্ধার ঐক্য রূপার বিস্তর ॥
 জয়জয় ভক্তগণ করিয়ে প্রণতি ।
 ঐহাদের কৃপাবলে কৃষ্ণে হয় মতি ॥
 অবিরত গুণপদ করিয়া চিস্তন ।
 বঠাধায়-কথা কহি শুন দিয়া মন ॥
 শ্রীগোপকুমার কহিছেন সবিত্তারে—
 উক্ত নারদের শিক্ষা-আদেশানুসারে ॥
 নিজপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নাম অঙ্কুরে ॥
 সুখের কীৰ্ত্তন করি এই বৃন্দাবনে ॥
 আর তাঁর বৃন্দাবন-লীলা যতযত ।
 করিয়ে চিন্তন আর গান অবিরত ॥
 এই বৃন্দাবনে তাঁর লীলাস্থল সব ।
 দেখি যেই ভাব-দশা হইল উদ্ভব ॥
 লঙ্কা পাই ভাবি সে ভাবাদি নিজমনে ।
 অল্পজনপ্রতি তাহা কহিব কেমনে ? ॥

সদা মহা-পীড়াহেতু কল্লণার স্বরে ।
 কান্দিয়া দিবস-রাত্রি গোড়াই কাতরে ॥
 চিরকাল সাধিলু যেন-সব অল্পঠান ।
 সুখ কিছা দুঃখহেতু না জানি বিধান ॥
 কোনমতে ইহা মম নাহি হয় জ্ঞান ।
 কিবা দাবান্নিশিখার আছি বর্তমান ॥
 কিবা পরমমধুর নির্মল শীতলে ।
 বলি আছি আমি যমুনার মধ্যজলে ॥
 কখন এমন মনে করিয়ে নিশ্চিত ।
 কোন অতিশঠহস্তে আছিযে পতিত ॥
 সর্বদা নিমগ্ন বহু দুঃখগিদ্ধারে ।
 কখনো সুখগন্ধও না স্পর্শে আমারে ॥
 এই উক্তপ্রকারেতে এই বৃন্দাবনে ।
 এই কুঞ্জে কতদিন কৈলু নিবসনে ॥
 একদিন যোদ্ধনসাগরের ভিতরে ।
 নিমগ্ন হইয়া মোহ প্রাপ্ত হৈলুপরে ॥
 শ্রীমদনগোপাল দয়ালুচুড়ামণি ।
 আমার নিকটে প্রভু আসিয়া আপনি ॥
 অমৃতশীতল বংশীবিকৃত পদ্মকরে ।
 মম গাত্র হৈতে ধুলি ঝাড়েন আদরে ॥

মহাধ্বংসে নিজ সৌরভ্যাতিশয় ।
 বাহা পূর্বে অহুভূত না হৈল নিশ্চয় ॥
 মম নাগাধারা তাহা প্রবিষ্ট করিয়া ।
 সংজ্ঞা করিলেন মূঢ় লীলায় চলিয়া ॥
 তাঁর মুখপঙ্কজ করি অবলোকন ।
 সঙ্গমে সম্বর উঠিলাম তখন ॥
 হর্ষভরে ব্যাপ্তদেহ কৃষ্ণ ধরিবারে ।
 শ্রেষ্ঠ পীতবস্ত্রে হৈলু উত্তম তাঁহারে ॥
 পশ্চাত-গতিতে নাগরেন্দ্র মুরলীকে ।
 বাজাইতে বাজাইতে চলিলা অধীরে ॥
 নিজ লীলাক্রমে কুঞ্জ হৈলা লুক্কায়িত ।
 তখন না পালু অতি হৈয়াও ধাবিত ॥
 অন্তর্ধানকৃত কৃষ্ণ—না দেখিয়া তাহে ।
 মুচ্ছা হৈয়া পড়িলাম যমুনাপ্রবাহে ॥
 জলবেগে কতদূর বহিলে আশ্রয় ।
 বোধ পায়। নিরু নেত্র প্রকাশি তথায় ॥
 দেখিলে মনের বেগ জিনিয়া বিমানে ।
 তর্ক নাহি হয় যাচা—উদ্ধ সে যানে ॥
 মহাশর্যা কোন পথে কোন দেশান্তরে ।
 আগমন করিয়াছি অত্যন্ত সহরে ॥
 যাবত বিচারি চিত্তসমাধান করি ।
 তাবত বৈকুণ্ঠলোক পাইলু স্তম্ভরি ॥
 তাহা দেখি হৈলু হৃদয়কৃত অতিশয় ।
 তবে অতিক্রম হৈল অযোধ্যানিচয় ॥
 তবে সর্ববৈকুণ্ঠানিলোকের উপরে ।
 শ্রীগোপীকথাম নিত্য বিরাজন করো ॥
 সদা নিজেষ্টদেবের ক্রীড়ার বিষয় ।
 চিরকালকৃত সর্ব আশার আশ্রয় ॥
 এই শ্রীমুক্ত মথুরামণ্ডল যাদৃশ ।
 আছয়ে গোলোকধামে সকল তাদৃশ ॥
 শ্রীমথুরামণ্ডলস্বরূপ সে ভুবনে ।
 সেই মধুপুরী তাহে করিয়া গমনে ॥
 এ মথুরামত সেই পুরীতে বসন্ত ।
 বৈকুণ্ঠোপরিও মর্ত্যলোককীর্তি হয় ॥
 ইহা দেখি মানস-সিদ্ধির সম্ভাবনে ।
 অত্যন্ত বিষয়-হর্ষ হৈল মম মনে ॥
 সেই মধুপুরীমধ্যে শুনিলাম এই—
 শাস্ত্রাঙ্কিতে প্রসিদ্ধ আছয়ে কংস যেই ॥
 পিতা-উগ্রসেন বনুদেব-দেবকীরে ।
 নিগ্রহ করিয়া কংস স্বয়ং রাজ্য করে ॥
 পৃথিবীতে পূর্ব যে কংসাদিসমূহ ।
 করিলেন কৃষ্ণচন্দ্র বিনাশ নিশ্চয় ॥

তাঁদের সংপ্রতি শ্রীগোলোকে থাকিবার ।
 কারণ অগ্রেতে ব্যক্ত হইবে বিস্তার ॥
 সে কংসের দৈত্য-আদিগণ পরিবার ।
 অত্যন্ত অন্য়কারী সকল দুর্কার ॥
 তাঁহার শঙ্কায় দেব আর যতুগণ ।
 করিতে না পারে কেহ স্থখে বিহরণ ॥
 তাহে তাঁরা বহুবিধ পীড়া সদা পায় ।
 উদ্ভাদি কেহকেহ গেলেন কোপায় ॥
 অক্রুরাদি কেহকেহ কংসের আশ্রয় ।
 করিয়া তথায় বাস করিলা সভয় ॥
 এইসব পূর্বে ভূমি-বৃন্দাবনে যেন ।
 করিলেন শ্রীনন্দনন্দন ক্রীড়া তেন ॥
 গোলোকে কৃষ্ণের বাহ্যাস্থবেতে ক্রীড়ার ।
 সানন্দীর কারণ দেখাইলা বিস্তার ॥
 অতথা পরমৈকান্ত যেই ভক্তজন ।
 মনঃপরিপূর্ণ তার নহে কদাচন ॥
 আমিও হইয়া কংস হৈতে ভীতমন ।
 বিশ্রান্ত-ভীথেতে তবে করিয়া মজ্জন ॥
 মধুপুরী হৈতে শিশু হৈয়া বাহগত ।
 চলিলাম বৃন্দাবনে তখন যতনতঃ ॥
 ইন্দ্র-ব্রহ্ম-আদি গুরুর্দ্ভাদি পার্শ্বের ।
 অগম্য সে ধাম স্থযাচল্লাদি দেবের ॥
 ভূমি ভারতবর্ষে যে আখ্যাত দেশ ।
 তার রীতি সে গোলোকে নিক্রুপি বিশেষ ॥
 ভৌম-ব্রহ্ম নরভাষাচার্যাদিগারে ।
 স্বর্ঘ্যোদয় প্রভৃতিতে মনোহরসারে ॥
 গোলোকেও এইরূপ ব্যবস্থানিচায়ে ।
 রুদ্ধ হইলাম অতি মহা চমৎকারে ॥
 তাহাতে আনন্দরূপ রসের সাগরে ।
 হইলাম নিমগ্ন সপ্রেমভাব পরে ॥
 ক্ষণপরে দেখিলাম কতজন তায় ।
 বনেতে ভ্রমণ করে গোপবেশস্থায় ॥
 আর কতগুলি তথা কৈলু আলোকন ।
 গোপীবেশযুক্তা পুষ্প করেন চয়ন ॥
 তাঁরা সব মম পূর্বদৃষ্ট যতজন ।
 রূপগুণাদিতে সর্ব হৈতে শ্রেষ্ঠ হন ॥
 মনোহর হরণ তাঁদের যে করিল ।
 তার ভাবে ব্যকুলিত সকলে হইল ॥
 দর্শনমাত্রাতে আমি তাঁদের সমান ।
 পাইলাম ব্যাকুলতাদিক বিজ্ঞান ॥
 যত্নেতে পাইয়া দৈর্ঘ্যমত ক্ষণপরে ।
 তাঁহাদিগে ইহা জিজ্ঞাসিলাম আদরে—

ওহে পরমহংসের মনের বাহিত-।
 দুর্লভ-পরমহর্ষতরেতে সেবিত ।।
 কমলাপতির যে প্রণয়ভক্তজন।
 তাদের পরম-বাচ্য দয়ার ভাজন ।।
 অভিদান আমি হই শরণে আগত।
 আহ! করুণা করিয়া দেখত দেখত ॥
 কহ এ দেশের রূপ কোন্ মহাশয়।
 কোথা তাঁর গৃহ কোনপথে যাতে হয় ? ॥
 তথাপি না করিলেন তাঁরা সন্ধান।
 পুনর্বার কহিলাম তাঁদিগে বচন— ॥
 ওহে ওহে ধনু-সব! বিনয়সহিত।
 জিজ্ঞাসিয়ে কর কৃপা আমারে নিশ্চিত ।।
 হে স্তম্ভতসব! যদি হও মৌনব্রত।
 তথাপি সঙ্কেতে দ্বারা উত্তর দেহ ত ॥
 তাহেও না করিলেন তাঁরা দৃষ্টিপাত।
 পুনর্বার কহিতে লাগিলাম বিখ্যাত— ।।
 অহো! অহো মম বাক্য করহ শ্রবণ।
 অত্যন্ত পীড়িত আমি হৈয়াছি এক্ষণ ॥
 ব্রজে বেই ধূর্ত মোরে করিল বাকিত।
 তোমরা তাহার ভাবে হবে বা মোহিত ? ॥
 এইমতে ইতস্ততঃ দেখিলাম যারে।
 বারবার সন্ধানেরে পুছিলাম তারে ।।
 গমনক্রমেতে অগ্রে যাইয়া তখন।
 পে-আবাস-স্থান সব পাইলুঁ দর্শন ।।
 তবে চতুর্দিকে চক্ষু করিয়া চালন।
 অতি দূরে এক পুরী কৈলুঁ আলোকন ।।
 মাধুরীশারের পরিপাকেষ্টে সেবিত।
 বৈকুণ্ঠাদি পুরী হৈতে উৎকর্ষবশিত ।।
 তার সর্বদিকে পার্শ্বে করিলুঁ শ্রবণ।
 গোপিকাসবার গীত অদ্ভুতরচন ।।
 দধিমহনের শব্দে যুক্ত চাকুতর।
 বলয়াদি ভূষণের শব্দে মনোহর ।।
 প্রকৃষ্ট হর্ষে আকুল তাহে হইলাম।
 স্থির করি আপনারে অগ্রেতে গেলাম ।।
 দেখিলাম—একজন বৃদ্ধ নিরস্তরে।
 ব্যগতায় 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ!' সতীকৃত করে ।।
 বসিয়া কান্দেন কহি গদগদ অক্ষর।
 বস-চাতুরীতে তাহা শুনিলুঁ সৎসর— ।।
 'শ্রীকৃষ্ণজ্যেষ্ঠের পিতা নন্দ মহাশয়।
 গোপরাজ তাঁহার এই ত গৃহ হয় ।।'
 এই শব্দ বৃদ্ধ হৈতে শুনিল যখন।
 হর্ষবেগে অতি মোহ পাইলুঁ তখন ।।

কণপরে যৈই বৃদ্ধ দয়াশীলন।
 মোহ ভঙ্গ করি কৈল আমারে চেতন ।।
 তবে ধায়া ধায়া অগ্রে বসিলুঁ স্থানরে ।।
 শ্রীগোপরাজের সে পুরের বহির্দ্বারে ॥
 সেই স্থানে লক্ষলক্ষ কোটিকোটি বত ।
 দেখিলাম আশ্রয় সকল বহুমত ॥
 দর্শন-শ্রবণ-গত কতু নহে সব ।
 অস্ত্রজন অমুভাবে না করে সম্ভব ॥
 ওহে দ্বিজোত্তম! তত্ত্বজ্ঞিত সর্বজন ।
 পরম আনন্দে কিবা স্তুতিবৃত্তম ? ॥
 কিবা কৃপণভরগ্রন্থ তাঁহারা বিদিত ? ।
 নিশ্চিত না করিবারে পাবিলুঁ কিস্তিত ॥
 সেই স্থানে গোপীসতলের যেই গীত ।
 শুনিলাম তাঁহাদের রোননে অধিত ॥
 ভোবের কি শোকের সে অন্ত্যগৌম্য হন ।
 না বুঝিলুঁ প্রেম-পরিপাকজ-কারণ ॥
 সেই শ্রীগোলোকস্থান করিয়া দর্শন ।
 'মর্ত্যালোকে আছি' এই মানে যোর মন ॥
 যেহেতুক ভূমিস্থিতি মধু বামণ্ডল ।
 সহিত অভেদ হয় গোলোকে সকল ॥
 বৈকুণ্ঠ-অবোধা-প্রভৃতিতে আগমন ।
 যবে পূর্বপূর্ব বহু করিয়ে শ্রবণ ॥
 তবে বৃদ্ধি চতুর্দশ যতক তখন ।
 তার বাহে 'অলোক' সেসব আবরণ ॥
 আর বত বৈকুণ্ঠাদি লোকের উপরে
 বর্তমান আছি এই বোধ মন করে ॥
 এইকালে তথ' আলা! বৃদ্ধা এক নারী ।
 অগ্রেতে যাইয়া তাঁরে করি নমস্কারি ॥
 করিলাম অতি বিনয়েতে জিজ্ঞাসন— ।
 অস্ত্র বিহরেন কোথা শ্রীনন্দনন্দন ? ॥
 বৃদ্ধা কহে—প্রাতঃকালে বিহার করিতে ।
 গো বয়স আর বলরামের সহিতে ॥
 গহনে প্রবিষ্ট হৈলা করিতে বিহার ।
 প্রাণদা তা কৃষ্ণ ব্রজনিবাসিসবার ॥
 তিহি গোষ্ঠ হৈতে সায়াংকালে এইক্ষণে ।
 কুশলসহিত করিবেন আগমনে ॥
 যযুনাভীরের যেই পথে ব্রজজন ।
 আছেন সকলে চক্ষু করিয়া অর্পণ ॥
 গোসকল উর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া উন্মুখ ।
 আহরে দেখহ দেখিবারে তাঁর মুখ ॥
 এই পথ দিয়া অস্ত্র শ্রীনন্দনন্দন ।
 আসিবেন নিশ্চয় এ করহ শ্রবণ ॥

তবে আমি তুমি তাঁর বাক্যসমুদায় ।
 অতিবিক্ত হৈলুঁ পরমানন্দধারায় ।
 বুড়ার দেখান পথে কৃষ্ণ আনমনে ।
 একদৃষ্টে থাকিলাম করি আলোকনে ।
 পরম-আনন্দ-ভারে দু' উরু স্তম্ভিত ।
 হইল, তথায় ক্ষণ হৈলুঁ অবস্থিত ।
 কোনমতে বসে অগ্রে বাইয়া তখনি ।
 দূরে শুনিলাম কোন অনিবার্য ধ্বনি ।
 মোহন বংশীর ধ্বনি অশ্রুট মধুর ।
 গোসবার হৃদয়ারে ললিত প্রচুর ।
 বড়-জ-আদি সপ্তস্বর লীলায় সুস্বীত ।
 মধুর মল্লার-আদি রাগেতে কলিত ।
 জগত-মধ্যেতে অতি শ্রেষ্ঠ বিরাচিত ।
 বিবিধ মুচ্ছনা-পরিণাটা-বিলসিত ।
 গোপিকা-প্রভৃতি এজনবাসিজনের ।
 কটিলি বলিত পরমাকর্ষ মনের ।
 যেই মুরলীর ধ্বনি করিয়া শ্রবণ ।
 বৃন্দদের তবে দীর্ঘ রসধারাগণ ।
 ব্রজবাসিসকলের নয়ন হইতে ।
 অশ্রু প্রবাহ যাছে লাগিল বহিতে ।
 কৃষ্ণমাতৃগণ বৃন্দবন-সবার ।
 শুন হৈতে তবে অতিশয় কীর্ত্তার ।
 কালিন্দীর প্রচলিত জলবেগ সব ।
 নিবর্ত্ত হইল—স্থির রহয়ে বিতব ।
 নাহি জানি শ্রীকৃষ্ণের বংশীর করণ ।
 অমৃত কি গরল সে করয়ে বমন ।
 না জানি সে নাম বস্তু হইতে কঠিন ।
 কিবা জল হৈতে অতি মৃদু অহুদিন ।
 নাহি জানি চন্দ্র হৈতে শতল সে হয় ।
 কিবা জলিতায় হৈতে উষ্ণ অতিশয় ।
 যেই নাম শ্রবণেতে উদ্ভাদ জন্মিয়া ।
 যত ব্রজবাসিজন থাকিল মোহিয়া ।
 ক্ষণপরে দেখি গৃহ হইতে নির্গতা ।
 ব্রজগোপীগণ যত হইলা আগতা ।
 শ্রীমদানন্দনের করিতে নীলজন ।
 দীপ-সর্বপাদি বস্তু হস্তেতে ধারণ ।
 অস্ত্র গোপী শিরেতে অর্পিত অলঙ্কার ।
 উপভোগ্য দ্রব্য যত শিরেতে কাহার ।
 কেহ নাহি করে কিছু অপেক্ষা আচারে ।
 সর্বব বিষেতে যুক্ত হলে অলুবারে ।
 সেইদিকে ধায় গোপী-বেদিগে সংরে ।
 বেদনাদশহে ধেনু হৃদয়ার করে ।

কেহকেহ বিপরীত ধরিলা ভূষণে ।
 কেহবা আকুল নীবি-কেশের বন্ধনে ।
 কেহবা হইল গৃহে তরুণ সমান ।
 কেহ ভূমে পড়িলা মোহিতা—নাহি স্থান ।
 কেহবা মুচ্ছিতা অশ্রু-লালার-বদন ।
 সখীগণে লৈয়া যায় করিয়া ধারণ ।
 কেহ প্রেমভরেতে অকুল গোপী যার ।
 সখীগণ কহে—‘ওই দেখ আমরায়’ ।
 তবে রক্ষণামূল্যগানেতে তৎপর ।
 বিচিত্র-ভূষণ-বস্ত্র বেশ-কাঙ্ক্ষধরা ।
 রম্যর সৌভাগ্য মদ করে প্রহারণ ।
 বেগে যমুনার তট বৈলা আশ্রয়ণ ।
 করিতে করিতে এইসব আলোকন ।
 কেহ যেন অগ্রে মোর কেলা আকর্ষণ ।
 ধামান্য যতক গোপিকাগণ-সঙ্গে ।
 বেগেতে ধাইয়া আমি চলিলাম রঙ্গে ।
 তবে দেখিলাম দূরে হৈতে বংশীধরে ।
 মধুর মুরলী বাজাইয়া ধরি করে ।
 স্থাপপদগণমধ্য হইতে স্বরায় ।
 বেগে বহির্গত হৈয়া কৃষ্ণচন্দ্র ধায় ।
 শ্রীদামেরে ক’ন—ওই শ্রীদাম সুন্দর ।
 তবে কুল-কমলের সাক্ষাৎ ভাষার ।
 স্বরূপ-নামক এই সুন্দর আমার ।
 আইল পাইলুঁ—ইহা কহে বারবার ।
 ধাবনেতে চলে কদম্বের মালা যার ।
 অবতংস বস্ত্র বর্হামুদুট সে আর ।
 বনমালা-আদি বনবেশ সুশোভিত ।
 নিগমব বৈল সৌরভোতে সুবাসিত ।
 লীলাতে দৈবত সে হাসেন অহুক্ষণ ।
 তাহার শোভায় বিকসিত পদ্মানন ।
 কৃপাবলোকে দীপ্ত পঙ্কজনন ।
 বিচিত্র সৌন্দর্য্যভর শ্রেষ্ঠ বিভূষণ ।
 গোমূলিতে অলঙ্কৃত অলকা চঞ্চল ।
 তাহা সংবরণে ব্যগ্র হস্তাঙ্গুলিদল ।
 ভূমির শোভাতিশয় দান করিবারে ।
 ভূমি স্পর্শি বৃত্তোন্মাসে গমন আচারে ।
 সুজাতপঙ্কজপদ বেগে উচ্চালনে ।
 উন্মাসভরেতে মনোহর সুশোভনে ।
 কৈশোরমাধুর্য্যভরে সদা উল্লসিত ।
 শ্রীগায়েয় মেঘকান্ডে নিগ, উচ্ছলিত ।

গোলকীয় নিত্যপ্রিয়-চিন্তগ্রহণীয়।
আশ্চর্য্য অনেক মহিমা সাগরশ্রিয় ॥
নিজদীনজনের প্রেমেতে বণীভূত।
বলে লক্ষ দিয়া আলা সমীপে প্রস্তুত ॥

আমি শ্রীনন্দনন্দন করিয়া দর্শন।
হইলাম প্রেমে অতি বিমোহিত-মন ॥
আমার গলেতে কৃষ্ণ করিয়া গ্রহণ।
সহসা পুণ্ড্রীতলে পড়িলা তখন ॥
ক্ষণেক পরেতে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলাম।
যত্নে গলা তাঁহা হৈতে মুক্ত করিলাম ॥
দেখিয়ে ভূমিতে পড়ি বিমুগ্ধ আকারে।
পথখুলি আদ্র করিছেন অগ্রধারে ॥

গোপীসব আসি কহে—আহা এইজন!
কেবা, কোথা হৈতে এখা কৈল আগমন? ॥
কি করিল, প্রাণনাথে এই দশা দিল।
হা হা ব্রজবাণীসবে হত সে হইল ॥
কংসরাজ্য শাস্যাকাবা হয় সধক্ষণ।
হইবে বা তাঁর দৃষ্টা কেহ এইজন? ॥

এইমতে বিলাপ উচ্চ কবিবা বোদন।
কৃষ্ণচতুর্দশে সবে বেড়িলা তখন ॥
ততঃপরে পিছে হৈতে আসি গোপগণ।
তাদৃশ অবস্থা কৃষ্ণে করিয়া দর্শন ॥
রোদন করিলা সবে সধক্ষণ স্মরে।
সেই কন্দনের পনি শুনি ধোবতরে ॥
ব্রজস্থিত বৃদ্ধ নন্দআদি গোপগণ।
যশোদা পুত্রবৎসলা ভরতাদি জন ॥
তথা সব দাসী আসি শত্রু সেই স্থানে।
শূলিতচরণ অতি হৈয়া ধাবমানে ॥
কৃষ্ণের সে দশা সবে করিয়া দর্শন।
হৈয়া মুগ্ধ 'আহা আহা' কহেন বচন ॥

তবেত গো বৃষ বৎস মৃগ কৃষ্ণসার।
আসিয়া কাতর সেই দশা দেখি তাঁর ॥
অশ্রু ধারাতে ধৌত হৈতেছে বদন।
স্নেহেতে কোমল অতি তাহাদের মন ॥
আসিয়া আসিয়া তারা শ্রীনন্দনন্দনে!
মুহূর্মুহু ব্রাণ লয় স্মৃতিত মনে ॥

পক্ষিসব শৃঙ্গেতে উপরিদেশে তাঁর।
করয়ে শ্রবণ অতি দুঃখিত-আকার ॥
অনেক অনেক করে কোলাহল-ধ্বন।
যেন করিতেছে তারা সকলে রোদন ॥

স্বাবরসকল হৈয়া উদ্ভাপিত-মন।
সমুদ্র স্রবস্ত তারা হইল তখন ॥

বহু আর সে গুস্তান্ত কহিব কি হয়।
চরাচরসকল হইল মৃতপ্রায় ॥

আমি মগ্ন হৈয়া মহা শোকের সাগরে।
তৎকালকর্তব্য কার্য্য নাহি মম স্মরে ॥
পাইয়া পরম পাঁড়া তাঁর শ্রীচরণ।
রাখি নিজ শিরে কান্দি বহু বিলাপন ॥
বিদূরেতে ছিলেন শ্রীযুক্ত বলরাম।

ভাই-সম বৈশ-বয়সাদি অভিরাম ॥
নীলবস্ত্রধয়ে শ্বেতকাস্তি অলঙ্কৃত।
নিকটে আইলা ভয়যুক্ত বেগধৃত ॥
প্রথমে তাদৃশ দশা দেখি অমুজের।
কান্দিয়া ক্ষণেতে অবলম্বিয়া ধৈর্য্যের ॥
না পাই নিশ্চয় তাঁর স্খলার কারণ।
সকল দিগেতে দৃষ্টি করি প্রসারণ ॥

পশ্চাত আমারে তথা করি আলোকন।
করিয়া মোহের সাগরানাবধারণ ॥
পরমাত্মজ্ঞানের - ভূত সেইক্ষণে।
আপনি প্রকট যত্ন করি প্রকাশনে ॥
নিজ অন্তরের বগ্ন মম হৃদয়ে।
করাইলা গ্ৰহণ যত্নেতে সে-সময়ে ॥
মম হৃদে শ্রীঅঙ্গ বাঞ্ছন করাইলা।
বিচিত্র বৈদ্যে উচ্চৈঃ তাঁরে ডাকাইলা ॥
আমার দ্বারা করাইয়া সচেতনে।
ভ্রাম হৈতে উঠাইলা শ্রীনন্দননে ॥

অশ্রুধারে নেত্রপদ্ম আছিল মুদ্রিত।
হস্তেতে মাঞ্জিয়া চাখিলেন সাবহিত ॥
লজ্জা পালায় সকলেরে করি আলোকন।
যোরে দেখি হর্ষে কৈলা চূষনালিন্দন ॥
প্রাণ-প্রায় সখা বহুকালে প্রাপ্ত যেন।
পাইলেন আমারে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তেন ॥
নিজ বাম-করকমলেতে প্রভূপর।
ধরিলেন অত্যন্ত স্নেহেতে মম কর ॥
'ওহে প্রিয়সখা! ক্ষেম আরোগ্য তোমায়?'
ইত্যাদি বিচিত্র প্রশ্ন করিয়া আমার ॥
অত্যন্ত আনন্দ দিয়া যত ব্রজজনে।
গজগামী ব্রজমধ্যে কৈলা প্রবেশনে ॥

শ্রীকৃষ্ণবিরহে দীন বস্ত্র মৃগগণ।
কৃষ্ণবিনা শস্ত্র নহে কুত্রাপি গমন ॥
প্রাণত্যাগে হইবেক শ্রীকৃষ্ণদর্শন।
তাহার আশায় তারা করি নিজমন ॥
কোনমতে রাজকিঞ্চাল করিতে যাপন।
ব্রজের দ্বারেতে থাকিলেন মৃগগণ ॥

উড়িয়াউড়িয়া যতষত পক্ষিগণ ।
 ব্রজের মধ্যেতে কৃষ্ণে করেন দর্শন ॥
 নিশাতে না দেখি যেন করয়ে রোদন ।
 উচ্চরব করি সবে করিল গমন ॥
 তত্রস্থিত বস্ত্র পশুপাক্ষসবাকার ।
 শ্রীকৃষ্ণেতে শ্রেষ্ঠ প্রেম দেখহ প্রচার ॥
 গোদোহনাস্তরে নন্দ পুত্রের প্রাণয়ে ।
 করেন আগ্রহ বহু আকুল হৃদয়ে ॥
 “ওহে ভাত ! বনের ভ্রমণ করি দিনে ।
 সর্বতোভাবেতে শ্রান্ত আছ অতি ক্ষীণে ॥
 অগ্রজের সহ করি গৃহেতে গমন ।
 দুইভাই কর স্নানাদিক আচরণ ॥
 গোর সম্ভালন আমি করিব এথায় ।
 তব মাতা শোক করি নির্দিবে আশায় ॥
 যানিয়া শপথ মম যাও ত দ্বারায় ।”
 ইত্যাদি করিলা বহু প্রযত্ন বিধায় ॥
 তাহে নাহি করি গোসবার সম্ভালন ।
 দুইভাই নিজগৃহে করিলা গমন ॥
 তবে ত যশোদা দেবী রোহিণী-সংহতি ।
 স্নেহে ক্ষরে স্তম্ভ আর নেত্র-ধারাভিত্তি ॥
 তাহে দ্বৌত অঙ্গ আর বসন গাঁহার ।
 আগমন করিলেন অগ্রে শীত্ৰকার ॥
 কৃষ্ণবলরাম দুইজনের তখন ।
 করিলেন বহু প্রতাপের নীরাজন ॥
 আপনার কেশে পুত্রে করি নীরাজন ।
 অতি স্নেহে করিলেন চুষ্মনালিঙ্গন ॥
 না জানেন—স্বিবেন বক্ষের অন্তরে ।
 কিঞ্চা শিরে, কিবা নিজ জঠর-ভিতরে ॥
 প্রাণয়ে আকুলচক্ৰ শ্রীনন্দনন্দন ।
 করাইলা মোরে নীরা মাতার বন্দন ॥
 মাতা দেখি আমাতে পুত্রের স্নেহভর ।
 করিলা স্বপুত্রমত লালন বিস্তর ॥
 তন্তঃক্ষেণে সেইস্থানে যত গোপীগণ ।
 একবারে আসিয়া মিলিলা হৃষ্মন ॥
 কেহকেহ আইলেন কোন ছল ধরি ।
 কেহ লোকধর্মাদির অপেক্ষা না করি ॥
 যশোদা রোহিণী দুইভাইর তখন ।
 করিলেন আরম্ভ করাইতে সপন ॥
 এত দেখি কহিতে লাগিলা ভগবান ।
 স্বল্পবীণেরে যতিলম্পট বিধান— ॥
 ওগো মাতাষ্ম গো ! আমরা দুইভাই ।
 ক্ষমাতে নীড়িত অতি আছিযে এথাই ॥

অন্নব্যঞ্জনাদি শীত্ৰ করায়্যা সাধন ।
 পিতারে আনাইয়া ভুজাহ দুইজন ॥
 এত শুনি কহে প্রিয় গোপাপক্ষিনী— ।
 হে যশোদে ব্রজেশ্বর ! হে দেবি রোহিণি ! ॥
 স্নান-করান হইতে বিরাম করিয়া ।
 কর ভোজনসামগ্রী সম্পন্ন যাইয়া ॥
 আমরা সুখেতে ইহাদিগেরে নিশ্চয় ।
 করাই দ্বারায় স্নান—না কর সংশয় ॥
 যশোদা কহেন—ও বালিকাসমুদায় ! ।
 অগ্রে করাইয়া স্নান জ্যোত্শ্বেরে দ্বারায় ॥
 ভোজনার্থে নন্দে করাইতে আনয়ন ।
 বলরামে দ্বারায় করহ প্রস্থাপন ॥
 তবে গোপকুমার—স্বরূপ নাম যার ।
 শ্রীকৃষ্ণ-উজ্জ্বলিত নাম হইল প্রচাব ॥
 কহেন—শুনহ দ্বিজ ! যশোদাবচন- ।
 নিজপ্রিয় শুনি গোপী করি প্রশংসন ।
 যশোদা রোহিণী গেহে প্রবিষ্ট হইলে ।
 কতক গোপিকা রামনিকটেতে মিলে ॥
 অতি শীঘ্র বলরামে করাইয়া স্নান ।
 নন্দে ডাকিবারে করাইলেন প্রস্থান ॥
 তবে ত গোপিকাসব বিচিত্র ভূষণ ।
 কৃষ্ণ-অঙ্গ হৈতে ক্রমে করি উত্তারণ ॥
 নিজনিজ উত্তরায়বসনে তখন ॥
 শ্রীকৃষ্ণের গাত্রসব করিলা মার্জ্জন ॥
 শ্রীকৃষ্ণের বংশী হন সপত্নীসমান ।
 অধরায়ত সর্বদা যাহে করে পান ॥
 ‘মোরে দেহ মোরে দেহ’ সবলে চাহেন ।
 হস্ত হৈতে কাড়িবারে উত্ততা হয়েন ।
 তঁহি সঙ্কেতে কাঁহলা অমাংসে বচন ॥
 পৃষ্ঠে আসি দূরে হস্ত করি প্রসারণ ॥
 ‘ফেলিয়ে মুরলী ভূমি করহ গ্রহণ ।’
 তবে মম মুক্ত হস্তে কৈলা নিক্ষেপণ ॥
 পরে গোপী নিজহস্তকমল কোমলে ।
 যাহাতে আছয়ে স্পর্শপটুতা বিমলে ॥
 মহারাজাদিক তৈল করাই মর্দন ।
 অল্পে-অল্পে আরম্ভ করিলা উদ্বতন ॥
 তথাপি অঙ্গের স্নানমাত্রতা-কারণ ।
 আর লীলাকৌতুকেতে নাগরেন্দ্র-মন ॥
 ব্যাধা পায়্যা শ্রীমুখের ভঙ্গির সহিত ।
 করিলা শীৎকারবনি তখন বিদিত ॥
 যশোদা পুত্রৈকপ্রাণা শুনি সেই ধ্বনি ।
 শীঘ্র গৃহে হৈতে আলায় বাহিরে তখন ॥

‘কি হইল কি হইল, করি জিজ্ঞাসন।
 স্রুতের স্রুতি মথ কবি আসোকন।।
 গৃহে প্রবেশিলে ঠার মিথ্যা। সে শীতকারে।
 জীবন্ত হাসিয়া ত্রাস পাইয়া। বস্তারে।।
 গীতপ্রিয়-হেতু গীত গাঠিয়া তখন।
 করিলা অন্ধের উদ্ভটন-নিম্পাদন।।

ততঃপরে অল্প উষ্ণ অতি সুবাসিত।
 নির্মল যমুনাঙ্গে লীলার সহিত।।
 রত্নের কুণ্ডলে ক্রমে ঘটীর ঘারায়।
 গোপীগণ স্নান করাইলেন তাঁহার।।
 নিজনিজ গৃহ হৈতে করি আনয়ন।
 মালাচন্দনলেপন বসন ভূষণ।।
 আপন-আপন ক্রটিমত গোপীগণ।
 মালাবিধ নটবেশে কৈলা বিভূষণ।।
 পুস্তকের উদরাস্বাস্য হইবে বলিয়া।
 যশোদা করিবে ক্রোধ—এ ভয় করিয়া।।
 আর প্রেমবিশেষেতে কৃষ্ণেরে নিজনে।
 নবনীত-আদি কিছু করিয়া ভোজনে।।
 করুণের দীপ সর্বপাদিবস্ত্রদ্বারে।
 আরাতি করিয়া গোপীগণ বারম্বারে।।
 সেইসব দ্রব্য সবে মস্তকে ধরিলা।
 দিব্য চন্দন কান্দীর কণ্ডুরী আনিলা।।
 তাহার পঙ্কেতে গলে ভালে কপোলেতে।
 অঙ্কিত বিচিত্র চিত্র কৈলা সকলেতে।।

কৃষ্ণ তাঁহাদের ভাব করেন দর্শন।
 তাহে প্রেমোদয়ে হয় হস্তের কম্পন।।
 যন্ত্রে স্থির করি নেত্রে দিবারে কঙ্কলে।
 প্রবৃত্তা হইলে হর্ষমনেতে সকলে।।
 কৃষ্ণ নিজ বাল্য ক্রীড়া স্মরণে বৃত্তান্ত।
 বহুতর গোপীগণে কহেন একান্ত।।
 বিচিত্র কোশল গোপীগণিত ধরেন।
 স্তনগ্রহণাদি নানা কৌতুক করেন।।
 এমতে অস্ত্রোক্ত প্রেমভর প্রকাশনে।
 সমাপ্তি না হয় তিলকাদিবিচরনে।।
 এক গোপী কৈলে অস্ত্রে কহেন তাঁহারে—
 ‘উন্মত্ত না হইয়াছে, কর পুনর্কীরে।।’
 লোপ করি বারম্বার করিতে রচন।
 সমাপ্তি না হয় বেণাদিক একারণ।।

পুস্তকেহ বিবরণ-অন্তর যশোমতী।
 পুনঃপুনঃ বাহিরেতে করিয়া আগতি।।
 বেশাদিসমাপ্তি না দেখিয়া ক্রটিভ্রম।
 কহেন সকল গোপীগণপ্রতি ভায়—

অহো গোপকুমারিকা! বাল্য হৈতে সবে।
 চকল স্বভাব ভোমাদের স্প্রভবে।।
 স্নান-অঙ্করণাদি হইয়া যে ছিল।
 এতকণপর্ষদ না সম্পন্ন হইল।।

স্বরূপ কহেন—যশোদার এ বচনে।
 নিজপ্রিয় মুখ মুহু হেরে গোপীগণে।।
 পরিহাসে তাঁহাদের আনন্দিত মন।
 বুদ্ধ অভিপ্রায় বুঝি কহেন তখন—।।
 অরে পুত্রি যশোদে! হইয়া হর্ষভর।
 এখানে আসিয়া তুমি নিরীক্ষণ কর।।
 আপনার এই পুত্র শ্রামবর্ণ ছিল।
 গোপকুমারিকাগণ সন্দর করিল।।

যশোদা আপনধাত্রী-মুখরা-বচন।
 স্তনি পুনর্কীর বাহে করি আগমন।।
 তাঁহার কোশলবাক্য বুঝি অভিপ্রায়।
 রোষযুক্ত মত মাতা কহেন তথায়—।।
 সহজ অশেষ সেই সৌন্দর্যের গণ।
 তাহাতেই নীরাজিত কমলচরণ।।
 মম পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীশ্রামল সন্দর।
 জগতের শিরে করে নৃত্য বহুতর।।
 শ্রীরাধিকা প্রভৃতি সকল গোপিকার।
 সৌন্দর্যের ভাব যেই আছে-সবা দাম।।
 কৃষ্ণপাদনখাণ্ডের এক সৌন্দর্যের।
 যোগ্য নাহি হয় নীরাজনের কার্যের।।

স্বরূপ কহেন—সেই সৌন্দর্য্য তাঁহার।
 সে লাবণ্যলক্ষ্মী আর মাধুর্যের ভার।।
 বর্ণিত কি হইবেক সে-সব নিশ্চয়।
 লৌকিক দ্রব্যতে যোগ্য উপমা না হয়।।
 নারায়ণ-রাম-আছে কি দিব উপমা।
 ষারকানায়কো তাঁর নাহি হন সমা।।

বথা (বৃ: ভা: ২।৩।১০৭)—

কৃষ্ণে বথা নাগরশেখরাগ্র্যা,
 রাধা তথা নাগরিকাবরাগ্র্যা।
 রাধা বথা নাগরিকাবরাগ্র্যা,
 কৃষ্ণতথা নাগরশেখরাগ্র্যা:।

নাগরশেখরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ভেমন।
 নাগরিকাবরশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা ভেমন।।
 নাগরিকাবরশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা ভেমন।
 নাগরশেখরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ভেমন।।

ইথে ব্রহ্ম শ্রীরাধাক্ষেপে পরম্পর।
 উপমা হয়েন—অন্ত নাহি সমপর।
 ততঃপরে গোপরাজ আনাদিক করি।
 আইসেন বলরাম-সহিত সতরি।
 স্বরাদিতে ইহা আনি যত গোপীগণ।
 লুকাইলা, কৃষ্ণ অগ্রে হইলা তখন।
 ভোজনশালায় নন্দ কনক-আসনে।
 বসিয়া আরম্ভ কৈলা করিতে ভোজনে।
 রামকৃষ্ণ দুইভাই তাঁর পার্শ্বদ্বয়ে।
 কনক-আসনে বসি ভোজন করয়ে।
 শ্রীকৃষ্ণ বামেতে—রাম দক্ষিণে তাঁহার।
 একপাক্রে ভোজন হৈতেছে সবাচার।
 তাঁহাদের অনেক আগ্রহেতে সন্দেহে।
 বসি আমি পৃথক ভোজন করি সুখে।
 রত্ন-অর্ণবজন্তের বিবিধ ভাজনে।
 দ্রব্যাদি ভরি রোহিণী করেন প্রেরণ।
 গৃহমধ্য টেবলে আনি যশোদা আপনে।
 করেন পরিবেষণ পুত্রে স্নেহননে।
 ভোগপূরনার যক্ষ চতুর্ধ্ব অন্ন।
 ভোজন করেন সর্ব সদৃশ-সম্পন্ন।
 ভিন্নভিন্ন বিচিত্র কটোরাতে পূরিত।
 বিস্তার কনক-স্থানে করিয়া আনীত।
 গ্রাসগ্রাস রচনা করিয়া সেইসব।
 ভোজন করেন কৃষ্ণ সুখ-অনুভব।
 যাতা পিতা ভ্রাতা যন্তে ক্রমে কৃষ্ণমুখে।
 অর্পণ করেন কত খান কৃষ্ণ সুখে।
 মধ্যমধ্যে স্বর্ণভূজারিকাতে পূরিত।
 উত্তম নির্মল জল পিয়েন বিহিত।
 নানাবিধ পিষ্টকাদি পূর্ণ কটোরায।
 ভোজন করেন কৃষ্ণ অতি মিষ্টভায়।
 স্মৃতি উৎকৃষ্ট মিষ্ট সযুত শরীর।
 পায়স খায়েন কৃষ্ণ সুমধুরতর।
 জিলাপী ফেনিকা আর রোটিকা-সহিত।
 অল্প ঘৃতপক নানাবিধ সুবিহিত।
 দধিদুগ্ধবিকারেতে জাত নানামত।
 শিখরিণী, অপর মিষ্টান্ন কব কত।
 মধ্যে অল্প উষ্ণ দুগ্ধ অল্প বিলক্ষণ।
 বটক পর্পট শাক সুপ সুবাজন।
 মধুরায়রসপ্রায় গোরস-সাধিত।
 ময়ীচাদিচূর্ণ জীরা-লবণ-সহিত।
 অতিমিষ্ট শিখরিণী অস্ত্রে পুনরায়।
 দধির সত্ত্ব দ্রব্য বিকারে তাহার।

হিঙ্গ-আস্ত্রে সংযুক্ত তত্র সুমধুর।
 ভোজন করিয়া আমি খাইলা প্রচুব।
 চরুণে উদযুক্ত কৃষ্ণ অরুণ-অধর।
 ভিহ্বা গগনস্থল মুখপদ্ম মনোহর।
 তাহার বিলাসভঙ্গী জ্ঞান-নর্তন।
 আর নয়নপদ্মে-মৃত্যুর শোভন।
 তাহার যে শোভা সব হৈল সেইক্ষেণে।
 বাক্য-মনোগোচর নহে ত কদাচনে।
 তবে গোপী ক্ষীর ঘৃত চিনি পঞ্চধুত।
 স্বয়ং গৃহ হৈতে আনি মিষ্টান্ন বহুত।
 যশোদার অগ্রে সেইক্ষেণে ধরিলেন।
 বিচিত্র লীলায় কৃষ্ণ তাহা প্রাথিলেন।
 তাঁদিকে রঞ্জিয়া খাইলেন একবার।
 সহস্রে কিঞ্চিৎ যোরে কারিয়া আহার।
 তবে সেই শ্রীরাধিকা অতি মনোহরা।
 গুটিকা পুরিকা সহ লাগু মনোহরা।
 আনিয়া কৃষ্ণের বামপার্শ্বেতে ধরিল।
 নথ্যহেতে কৃষ্ণ তার কিঞ্চিৎ লইল।
 আপন জিহবার অগ্রে করিয়া ক্ষেপণ।
 নিম্নমত করিলেন ভজি শ্রীবদন।
 পরিহাস-ভঙ্গীর বিস্তার করিলেন।
 তাহে ভ্রাতা বলরাম অল্প হাসিলেন।
 পুত্রে ভিত্তব্রহ্ম-দান হেতু-যশোদার।
 হইল ক্রোধিত মন প্রতি শ্রীরাধার।
 পিতা নন্দ হইলেন সবিষ্ময়মন।
 এ লজ্জা নহে ত তিক্ততা কদাচন।
 শ্রীরাধার সখী সকলের পীড়া মনে।
 তাঁহার আনীত দ্রব্য তিক্ত কি-কারণে।
 বিদগ্ধ সখীগণের হৈল হর্ষজাত।
 পরিহাসে শ্রীরাধার সৌভাগ্য বিখ্যাত।
 হর্ষ হৈল ঘেষকারী সপত্নীসবার।
 তিক্ত অজুমানিয়া আনীত দ্রব্য তাঁর।
 ততঃপরে কৃষ্ণ সেই লজ্জা-নির্গমণে।
 রাধাভ্রাতৃবংশজাত আমার ভাজনে।
 করিলেন নিষ্ক্ষেপ অত্যন্ত প্রীতিমনে।
 সর্বোৎকৃষ্টতর বস্ত্রসকল তখনে।
 পরম-আশাদয় সেই দ্রব্যসম।
 ভোজন করিয়া আমি হইলু বিশ্বস্ত।
 সরলবুদ্ধিতে রোষ মাতার হইল।
 তাহে শ্রীরাধার লজ্জা-দুঃখ সে অনিল।
 গোপনে কৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধা চাহিল।
 সে-ক্রোধ অল্প গোপী কেহ না আনিল।

কৃষ্ণ তাহে মুহু হাসি আনত-বদনে ।
 কটাক্ষেতে শ্রীরাধায় করিলা রঞ্জন ॥
 বিদগ্ধশিরোমণির এই লীলাসব ।
 সেইক্ষণে আমি করিলাম অনুভব ॥
 কৃষ্ণপ্রেমভরেতে পীড়িত যার মন ।
 তাহার পরমপ্রীতিদায়ী লীলা হন ॥
 ততঃপরে শ্রাব্যমত করি আচমন ।
 লীলায় তাহুলোভন করিয়া চরণ ॥
 রাধিকার প্রীতি চাহি তাহুলচর্কিত ।
 আমার মুখেতে তবে করিলা অর্পিত ॥
 স্নেহেতে বিবশা মাতা যশোদা তখন ।
 বিভূক্তজারক মস্থ করিয়া পঠন ॥
 বামপাণিতলদ্বারা কৃষ্ণের উদর ।
 বারম্বার মার্জন করেন ততঃপর ॥
 'কৃষ্ণরহঃক্লীড়ায় সময় এইক্ষণ ।'
 এত জানি সুপ্ত হৈলা রাম বিচক্ষণ ॥
 গোসমুহমধ্যে নন্দ নামন করিলা ।
 গৃহকৃত্যহেতু মাতা গৃহে প্রবেশিলা ॥
 ব্রজাঙ্গনে কৃষ্ণ ব্রজাঙ্গন'র সহিত ।
 পুনঃপুনঃ ভ্রমণ গাইয়া সুখে গীত ॥
 ব্রজসুন্দরীতে রত শ্রীনন্দনন্দন ।
 ভ্রমণ-ক্লীড়ন-আদি কবি কতক্ষণ ॥
 যশোদার আত্মবানের গোরব-আদরে ।
 শয়নগৃহের মধ্যে গেলেন সত্ত্বরে ॥
 চুপ্তফেননিন্দ-চারণ-তুলিকা-উপরে ।
 করিলেন শয়ন তখন সুগান্তরে ॥
 মনোহর পর্য্যঙ্কে সুমহা প্রভাবিত ।
 অম্বলা রত্নে ঋচিত কাঞ্চনে রচিত ॥
 অকলঙ্ক-পূর্ণচন্দ্র-সম উপাধান ।
 পার্শ্বে লম্বাকার উপাধান শোভমান ॥
 আছে সে পর্য্যাক্ষশ্রেষ্ঠ অট্টালিকাবরে ।
 বহুরত্নে নির্মিত প্রকোষ্ঠ মনোহরে ॥
 মুক্তমালা চতুর্দিকে আন্দোলায়মান ।
 বাসিত অঙ্কুরধূপে বিচিত্রে বিতান ॥
 বিদগ্ধা সে মুখ্যা রাধা মুখের অন্তরে ।
 সংস্কৃত তাহুল তাঁর অর্পণ সাদরে ॥
 চন্দ্রাবলী ললিতা শ্রীকমলচরণ ।
 লীলার সহিত করিছেন সংবাহন ॥
 কোনকোন গোপী কেলা চামর গ্রহণ ।
 কেহ তাহুলের পাত্রে শ্রেণীর ধারণ ॥
 কেহ চর্কিত-তাহুল-ধারণের পাত্র ।
 কেহ জলপূর্ণ ভূষারিকা সব মাত্র ॥

বিভাগেতে সকলেতে করেন সেবন ।
 কেহকেহ গান গান সচিহ্ন কীর্তন ॥
 কর্ণমনোহর হয় সেইসব গীত ।
 কেহকেহ বাত বাজায়েন বহু-নীত ॥
 কেহকেহ গোপিকা শ্রীকৃষ্ণের সহিত ।
 নানামত কৌশল করেন বিস্তারিত ॥
 অতিশয় প্রেমে বশীকৃত গোপীগণ ।
 সবে এইমত করে কৃষ্ণের সেবন ॥
 তাহুলচর্কিত অতি প্রিয় গোপিকায়ে ।
 দিলেন সে অল্প গোপী লক্ষিতে না পারে ॥
 মহাধূর্তসমাজেব কৃষ্ণ শিরোমণ ।
 এইমতে চেষ্টাসব করিয়া আপনি ॥
 সকল প্রেমসীগণে শ্রী-নন্দনন্দন ।
 করিলেন মনোহর সবার রমণ ॥
 সুনিবৃত্ত শ্রীরাধার প্রেমের কথায় ।
 ক্ষণকাল ভজিলেন শয়নলীলায় ॥
 জ্ঞানস্টম-আদি কোন সঙ্কেতের দ্বারে ।
 কহিলেন রহঃক্লীড়া-হেতু যাইবারে ॥
 হর্ষরস-প্রবাহেতে নিমগ্ন হইয়া ।
 সবে নির্জনিজ গৃহে গেলেন মোচিয়া ॥
 ততঃপরে সেই স্থানে শ্রীদামা আসিয়া ।
 যত্নে মোরে নিজগৃহে গেলেন লইয়া ॥
 অল্প নিশাক্রীড়া যেই হইল তাহার ।
 কহিতে স-সং নাহি যোগ্য তা আমার ॥
 মহাদুঃখে সেই রাত্রি কাটয়া যাপন ।
 প্রাতঃকালে নন্দগৃহে করিলু গমন ॥
 দেখিলাম রাত্রি জাগি পৃথক-উপরে ।
 শয়নে আছেন রতিচিহ্ন অঙ্গবরে ॥
 গোপীর বিলাসে নিশা জাগি নিদ্রা যায় ।
 দেখি মাতা অগ্রমত ভাবিয়া তাহার ॥
 সরলস্বভাবা মাতা বসি পার্শ্বে তাঁর ।
 করি বহু লালন কহেন কিছু আর— ॥
 আহা এই আমার বালক বনেবনে ।
 সমস্ত দিবস গাবী করিয়া রক্ষণে ॥
 শ্রান্ত হৈয়া নিদ্রাজন্ত সুখ পাইয়াছে ।
 সেইহেতু এতক্ষণো নাহি জাগিয়াছে ॥
 বিদগ্ধগোপিকাকৃত দেখি নশ্কত ।
 কহেন যশোদা মনে ভাবি অন্তমত— ॥
 অরণ্যেতে সর্বদিকে মুহু ধাইয়াছে ।
 সর্বদিকে কণ্টক দুষ্ট সব ক্ষুটিয়াছে ॥
 গোপীনেত্রচূষনেতে অপর কঙ্কল ।
 লাগিয়াছে দেখিয়া মাতা কহেন সরল— ॥

আহা কষ্ট নিদ্রাবশে কিছু না জানিল ।
 নেত্রের কঙ্কল নিজগাত্রেতে মাখিল ॥
 গোপীর অধর-তাসুলের রাগ তাঁর ।
 গণ্ডাদিতে লগ্ন দেখি কহে পুনর্বার—॥
 তাসুলের রাগ অধরের আপনার ।
 ইতস্তত মাখিয়াছে নহে জ্ঞাতসার ॥
 পুনঃপুনঃ পার্শ্বপরিবর্তন করিয়া ।
 কণ্ঠভূষা হার-আদি ফেলিল ছিঁড়িয়া ॥
 গোপিকার শ্রুনের কুঙ্কম কৃষ্ণগায় ।
 লগ্ন দেখি করে মাতা অত্ৰ অভিশ্রয়—॥
 যমুনানীরমুত্তিকা কুঙ্কমের রঞ্জে ।
 লাগিয়াছে তাহা স্নানিচ্ছয় কৃষ্ণ-অঙ্গে ॥
 আনেতেও অঙ্গ হৈতে না হৈল ত্যজিত ।
 শরীরের সহচর-মত সংলগ্নিত ॥
 চপলা বালিকাগণ করি অবধান ।
 সঙ্ঘার সময় নাহি করাইল স্নান ॥
 তৈলাভ্যঙ্গ আর শরীরেতে উত্তর্জন ।
 মনোভিনিবেশে না করাইল তখন ॥
 বারম্বার যশোদা কহেন এইমত ।
 ব্রজকল্যাণসকলের সমক্ষতঃ ॥
 শুনি ভয় হাস লজ্জা হৈয়। আবির্ভাব ।
 লজ্জাবৃন্ত-মুখ গোপী হইলা স-ভাব ॥
 ততঃপরে কৃষ্ণ নিদ্রা হইতে উঠিল ।
 রামের সহিত মাতা স্নান করাইলা ॥
 বহু অলঙ্কারে করাইয়া বিভূষিত ।
 করাইলা তবে ত ভোজন সুবিহিত ॥
 ভোজনাঙ্কে গোপিকার স্নেহের বার্তার ।
 ক্ষণেক করিলা কৃষ্ণ বিশ্রাম তথায় ॥
 তবে ত কাননে শুভ প্রয়াণ করেন ।
 করিলেন যশোমতী যোগ্য আয়োজন ॥
 বনপ্রয়াণেতে ভাবি-বিরহ-শঙ্কার ।
 যত্নপি গোপিকামন পৌড়িতা তাহার ॥
 তবু দিব্য সুমঙ্গলগীতের ধারায় ।
 পূর্ণকুন্ত-দধি-আদি রাখাইলা ভায় ॥
 বলরামসহ এক পীড়ার উপরে ।
 বসাইয়া কৃষ্ণে মাতা বেশ-ভূষা করে ॥
 বনের উচিত সর্ব অঙ্গেতে ভূষণ ।
 পরাইলা আর সে ঔষধপ্রকরণ ॥
 মণি ব্যঞ্জনধ আর বিশল্যকরণী ।
 রত্নাডোর মঞ্জ পঢ়ি করিলা রক্ষণী ॥
 বৃদ্ধা গোপী আর বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীদ্বারায় ।
 শুভ আশীর্বাদ বহু করাইলা ভায় ॥

শ্রীহস্তের তর্জনী অঙ্গুলী নাসিকায় ।
 ধরাইয়া শুভযাত্রা করাইলা মায় ॥
 মধ্যাহ্নের সময়েতে করিতে ভোজন ।
 শিকার বাধিয়া দ্রব্য করিলা অর্পণ ॥
 শ্রীদামাদি-বালকের হস্তে তাহা দিয়া ।
 নিকসিলা গো-অগ্রেতে বেণু বাজাইয়া ॥
 সেইকালে কৃষ্ণ-সখা গোপের কুমার ।
 উচিতত্ব-প্রাপ্ত সদা সখ্যতায় তাঁর ॥
 নিজনিজ ভোজ্য সবে করিয়া গ্রহণ ।
 শ্রীকৃষ্ণের নিকটেতে করি আগমন ॥
 যুখেযুখে সকলেতে মিলি কৃষ্ণসঙ্গে ।
 বাহির হইলা ব্রজ হৈতে গোষ্ঠে রঞ্জে ॥
 সখাসহ কতু বংশী শিলা বা কখন ।
 নানা বাস্ত্র বাজাইয়া করে বিলসন ॥
 সখাগণ লৈল ছত্র পাতুকা চামর ।
 ধ্বজ ভোগ্য পেয়াসন কল্লুক বিস্তর ॥
 তাল-মৃদঙ্গাদি বহু ক্রীড়ার সাধন ।
 স্বচ্ছন্দে খেলিতে সবে করিলা গ্রহণ ॥
 গায় নাচে তারা কতু হর্ষে শুব করে ।
 চলিল রামের সহ কানন-গোচরে ॥
 অগ্রে বলদেব আমি স্বরূপ পশ্চাতে ।
 সখাগণ চতুর্দিকে শোভা নানা ভাঁতে ॥
 গোষ্ঠীযাত্রা দেখিবার লাগি করি ছল ।
 আইলেন সেইস্থানে গোপিকাসকল ॥
 কৃষ্ণের বিরহঃখ সহিতে না পারে ।
 আকর্ষিত প্রেমপাশে আলা তথাকারে ॥
 গোপীমুখ নিরীক্ষণ করি ভাবোদয়ে ।
 কৃষ্ণের মুখেতে ঘর্ম হৈল সে-সময়ে ॥
 ঘর্মযুক্ত মুখপদ্ম দেখি বালকের ।
 স্নেহেতে বরষে ক্ষীর মাতার শ্রুনের ॥
 মার্জন করিলা হস্তে অঞ্চলেতে আর ।
 পিছে আলা পর্য্যন্ত ব্রজের বহির্দ্বার ॥
 কৃষ্ণের কখনে গৃহে করিতে গমন ।
 গ্রীবা ফিরাইয়া মাতা করিয়া দর্শন ॥
 দুই তিন পদ গিয়া ফিরি পুনর্বার ।
 পুত্রের নিকটে আইলেন ব্যগ্রাকার ॥
 তামূল সাজিয়া কৃষ্ণমুখে হস্তে আয় ।
 সমপিয়া চলিলেন গৃহে পুনর্বার ॥
 গ্রীবা ফিরি পুত্রমুখ দেখি পূর্বমত ।
 অতিবেগে ব্যগ্রা পুন হইলা আগত ॥
 কিছু মিষ্টকলাদিক আর মিষ্টজল ।
 পথে পুত্র করাইয়া ভোজন সকল ॥

গৃহে যাতে ফিরিয়া আসিয়া পুনর্বার ।
 সংনিবেশি বালকের বস্ত্র অলঙ্কার ॥
 স্নেহভরস্বভাবতে দুঃখিতা হইয়া ।
 শিক্ষা দেন বালকেরে সুযত্ন করিয়া—॥
 হে বাছা ! দুর্গম বনে দূরে না যাওবে ।
 সঙ্কটকারণে কত নাহি প্রবেশিবে ॥
 এত কহি মাতা অতি বিনয়সহিত ।
 আপনার শপথ দিলেন বিস্তারিত ॥
 নিবর্ত্ত হইয়া দুই চারি পদ গিয়া ।
 পুনর্বার আইলেন তথায় ফিরিয়া ॥
 'ওহে বাপ বলরাম ! সকল সময় ।
 নিজ অমুজের অগ্রে থাকিবে নিশ্চয় ॥
 শ্রীদামা স্বরূপ-সহ পৃষ্ঠেতে থাকিবে ।
 দক্ষিণেতে অংগ বামে সুবল বস্ত্রিবে ॥
 কটককাননে কিবা ভয়ঙ্কানে আর ।
 যদি যান, নিবারণ করিবে ইহার ॥
 রোদ্ভের আতপে ছায়া করিবে নিশ্চয় ।
 ভোজনাদি করাইবে সকল সময় ॥'
 ইত্যাদি প্রার্থনা দস্তে ভণ ধরি করি ।
 নিরীক্ষণ করে পুত্রে অতি স্নেহে ভরি ॥
 স্নেহভরে ব্যাকুল ুদ্ধিতে যশোমতী ।
 এইমত মুহু কৈলা যাতায়াত অতি ॥
 নূতন প্রসূত গাবী অতিবিক্রম হয় ।
 মাতা স্নেহভরে তারে করিলেন জয় ॥
 পায়ে ধরি করি নমস্কার আলিঙ্গন ।
 যশোদারে পুত্র করে বিবিধ ছলন ॥
 'সন্ধ্যাকালে আসি মাতা । খাইবার তরে ।
 দ্রব্য আয়োজন করা উচিত সম্বরে ॥
 গৃহকৃত্য আছে মাতা ! করুন গমন ।'
 ইত্যাদিক বহু ছল করিয়া তখন ॥
 আপন শপথ দিয়া মাতারে তখন ।
 ক্রমশঃ করিলেন যত্নে নিবর্ত্তন ॥
 যেইস্থলে মাতারে করিলা নিবর্ত্তন ।
 অতি উচ্চস্থল সেই নিকট কানন ॥
 চিত্রপুস্তলিকাভায় মাতা সেইস্থানে ।
 স্থানে ক্ষীর নেত্রে ধারা দেখেন সন্ধান ॥
 করেন গোপিকাসব পশ্চাতে গমন ।
 বাম্পেতে সংকল্পকণ্ঠ গদগদ বচন ॥
 গানেতে অশ্রুত সবে স্থলিতচরণ ।
 অশ্রুদৃষ্টি হৈলা—কল্প অশ্রুতে নয়ন ॥
 লজ্জাভরে করিতে বলিতে কিছু নারে ।
 শয় হৈলা মহাশোকসমুদ্রসম্মারে ॥

সে শোকের প্রতীকার করণে অক্ষম ।
 বিনা আলিঙ্গনে দুঃখ নহে উপশম ॥
 'কেমনে বাঁচিব' ইত্যাদিকো কহিবারে ।
 নাহি পারে, যাহে কিছু শোকপ্রতীকারে ॥

যথা (বৃঃ ভাঃ ২।৬।১৬৭ টীকা)—

নিবেদ্য দুঃখঃ সুখিনো ভবতি ॥

ব্রজ হৈতে দূরতর গোপিকা আইলা ।
 তাহাদের মনোনেত্র শ্রীকৃষ্ণ হরিল্লা ॥
 অতি যত্নে করি তাগণারে নিবর্ত্তন ।
 মুহুহু ফিরি-ফিরি করে নিরীক্ষণ ॥
 ব্যগ্রমন কৃষ্ণ ইন্দুতের দ্বারায় ।
 প্রেমে স্বয়ং গ্রীবা ফিরি করি দৃষ্টি তায় ॥
 বারবার আশ্বাস করেন গোপীগণে ।
 ক্রমেক্ষে মন্তককম্প জিহ্বাগ্রে দর্শনে ॥
 বল করি লজ্জাভর তাঁদের জ্ঞান ।
 সম্যক স্তম্ভিতা গোপী হৈলা সেইস্থান ॥
 যশোদার অগ্রে উচ্চস্থানে দাড়াইয়া ।
 রোদন করেন প্রাণনাথেরে হেরিয়া ॥
 গোপেন্দ্রে আপনি স্মরিত্ব আশায় ।
 বিশেষত পত্নীর বাৎসল্য দেখি তায় ॥
 সর্বব্রজজনের হেরিয়া স্নেহভর ।
 বৈরাগ্যপ্রকাশে হইলা বশীকর ॥
 উপনন্দ-আদি পুরোহিতের সহিতে ।
 পশ্চাতে গিয়াও দূরে না পারে ত্যজিতে ॥
 গো-মহিষ-মৃগ-খগ-আদির হৃষ্টতা ।
 দেখিয়া কুশল শুভ অত্যন্ত পুষ্টতা ॥
 অন্তরে প্রকৃষ্ট হৃষ্ট হইয়াও নন্দ ।
 পুত্রবিচ্ছেদকাতরে অতি নিয়নন্দ ॥
 রামসহ পুত্রে কৈলা পৃথগালিঙ্গনে ।
 পুন একবারে আলিঙ্গিলা দুইজনে ॥
 করিলেন মন্তকের আভ্রাণ-গ্রহণ ।
 স্নেহভরে আর্দ্র বহু করিলা রোদন ॥
 ততঃপরে পুত্র শ্রীনেত্রে প্রণমিলা ।
 অনেক আছয়ে কার্য তাঁরে দেখাইলা ॥
 'ব্রজবাসীগণের আশ্বাস রক্ষণ ।
 ময়ামগকালে ব্রজে শোভাদিকরণ ॥
 ইত্যাদিক বহু কর্ম আছে আপনার ।'
 ইহা কহি প্রস্থাপন করাইলা রি ।।
 ফিরিয়া শ্রীনন্দ কৃষ্ণ করিয়া লিঙ্গণ ।
 সেইস্থানে অবস্থান কৈলা কতক্ষণ ॥

রামঃ দূরে বনে করিলে গমন ।
 অরণ্যেতে দর্শন হইল আচ্ছাদন ॥
 হবে শিলা-হৃদয় নৱ হয় শ্রবণ ।
 ব্রজপ্রতি নিবর্ত হইলা সেইক্ষণ ॥
 শ্রীভাবার্তা-আনয়নকারী ভূত্যাগণে ।
 করিলা নিয়োগ কৃষ্ণবার্তা আহরণে ॥
 পত্নীসহ গোপীগণে করিয়া সান্বন ।
 সবারকারে গৃহে করিলেন আনয়ন ॥
 গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের বিলাসসকল ।
 গান করি প্রবেশ করিলা ব্রজতল ॥
 শ্রীকৃষ্ণগদ্য ধ্যান করি গোপীগণ ।
 করিতে লাগিলা সেই দিনের যাপন ॥
 তাঁহার বিশেষ করিবারে নির্বাচন ।
 অনন্তের শক্তিতে না হয় কদাচন ॥
 মহাপীড়াজনক বার্তা সে-সব হয় ।
 কোন্ বুদ্ধিমান বা তাহাতে প্রবর্তয় ॥
 গোপীগণে কৃষ্ণচন্দ্র করি প্রস্থাপন ।
 হইলা অধিক অতি মৃদুঃখিতমন ॥
 সখাগণ কল করি তাঁহারে লইলা ।
 অগ্রে শ্রীমদ্বন্দাবনমধ্যে প্রবেশিলা ॥
 সখাগণ বৃন্দাবন-শোভা দেখাইলা ।
 স্বয়ং বণি পীড়াগতমত সে হইলা ॥
 তবে বিস্তারিলা যেই ক্রোড়া গোপমত ।
 পাইল যে ভাব তাহে চরাচর যত ॥
 সে-সব বৃত্তান্ত ধ্যানে নাহি হয় মনে ।
 জিহবা কিপ্রকারে করিবেক নিরূপণে ?
 গোচারণ করি গোবর্দ্ধনসন্নিধানে ।
 করায়্যা তাদিগে যমুনার এলপানে ॥
 সায়ংকালে পূর্বমত নিজব্রজে আসি ।
 ব্রজেশ ক্রীড়েন সহ ব্রজবধূরাশি ॥
 নন্দীশ্বরস্থানে পুরী শ্রীনন্দর হয় ।
 কিন্তু কৃষ্ণ সদা কুঞ্জমধ্যে বিরাজয় ॥
 কৃষ্ণমত অমুখিত গোলাকনিবাসী ।
 কুঞ্জে বাস বহু করি মানে অভিলাষী ॥
 এইমতে গোলোকেতে নিবাস করিয়া ।
 যে আনন্দ অমুভব হয় যম হিয়া ॥
 যেবা সখ সেইস্থানে হইল তাহার ।
 বর্ণন না হয় সে কীদৃশপ্রকার ॥
 মুক্তসকলের সুখ হৈতে অভিমত ।
 বৈকুণ্ঠবাসীর হয় অত্যন্ত মহত ॥
 কৃষ্ণভক্তিমাছাখ্যা তাহার হেতু হয় ।
 সে-সুখবেদ্য-সকল কহিলা নিশ্চয় ॥

বৈকুণ্ঠে বিচিত্র ভক্তিরসের কারণ ।
 মোক্ষ হৈতে হয় সে অধিক শ্রবণ ॥
 অযোধ্যায় সেবারস-নিষ্ঠা বিশেষেতে ।
 বৈকুণ্ঠ হইতে সুখ হয় অধিকেষ্টে ॥
 দ্বারকায় সৌকণ্ডরস-বিশেষ-চয় ।
 অযোধ্যা হইতে সুখবিশেষ সে হয় ॥
 গোলোকেতে প্রেমরস-নিষ্ঠাবিশেষিক ।
 দ্বারকা হইতে সুখ অধিক অধিক ॥
 অযোধ্যাদিবাসিসুখ হইতে সুস্থির ।
 অধিকাদিক সে সুখ গোলোকবাসীর ॥
 সেই সুখ অতিক্রান্ত তর্কের বিধানে ।
 কিপ্রকারে বাক্যে তাহা ধরিবেক স্থানে ॥
 গোলোকনিবাসিজন সব নিরন্তর ।
 সেই সুখ অনুভব করেন বিস্তর ॥
 গোলোকনাথের প্রেমবিষয়ী হয়েন ।
 সে সুখের তত্ত্বমাত্র তাঁহারা জানেন ॥
 গোলোকনিবাসী গোপরাজ নন্দাদির ।
 অবতার বৈকুণ্ঠের নন্দাদি সুস্থির ॥
 অবতার-শব্দে হয় নিত্যস্তের হানি ।
 তাহা নহে, সবে নিত্য সুনিশ্চয় মানি ॥
 বৈকুণ্ঠে নিবাসী ইন্দ্রচন্দ্রাদির যেন ।
 প্রতিকূপ স্বর্গে ইন্দ্রচন্দ্রাদি হয়েন ॥
 যথোচ উপেক্ষ বিষ্ণু নীড়া করিবারে ।
 ধরণীমণ্ডলেতে করেন অবতারে ॥
 তাঁর শ্রীতিহেতু সেইসব দেবগণ ।
 বারম্বার ধরাতলে অবতার হন ॥
 যেন গোপরাজ নন্দ শ্রীগোলোকধানে ।
 তাঁর অবতার বৈকুণ্ঠেতে নন্দরূপে ॥
 দ্রোণ-নামে বসু তিহ দেবেতে গণন ।
 কদাচিত পৃথিবীতে নন্দরূপ হন ॥
 গোলোকে শ্রীবলদেব বৈকুণ্ঠেতে শেষ ।
 দেবের মধ্যেতে তিহ ধরণীধরেশ ॥
 পৃথিবীতে কদাচিত বলরাম জ্ঞান ।
 সেইমত গোলোকেতে শ্রীদামা আখ্যান ॥
 বৈকুণ্ঠে গরুড় দেবে বিনতানন্দন ।
 পৃথিবীতে কদাচিত শ্রীদামাখ্যা হন ॥
 এইরূপ অন্তসব বিশেষ জানিবে ।
 দীন-দীন বিস্তারিয়া কতকে লিখিবে ? ॥
 যেন কৃষ্ণ অবতারী তাঁহার সহিত ।
 অবতার সব হন অভিন্ন নিশ্চিত ॥
 তেন গোলোকস্থ নিত্যপ্রিয় নন্দাদির ।
 তাঁহাদের অবতারে অভিন্ন সুস্থির ॥

অংশেতে কখন, পূর্ণরূপে কদাচিত ।
 যথাকাল যথাকার্য্য যথাহানোচিত ॥
 যেখানে যেমত প্রয়োজন অবতারে ।
 তথায় তেমত তাঁহা হয়েন প্রকারে ॥
 কৃষ্ণ যেন কার্য্য স্থান ব্রহ্ম অবতরে ।
 তেমত পার্শ্বদগব ধরে কলেবরে ॥
 এইমতে কোনরূপে হৈয়া আকর্ষিত ।
 কদাচিত শ্রীগোলোকনাথের সহিত ॥
 ইচ্ছাযুক্ত হৈয়া মথুরায় অবতারে ।
 নিজ অংশ দ্রোণাদিকসহ ঐক্যাকারে ॥
 যবে প্রাতুর্ভাব হন সেই ত সময় ।
 ব্রহ্মবরে দ্রোণাদিক তাহে হন লয় ॥
 পরমেশ্বরের জায় তাঁরা অবতরে ।
 সেই লীন-হেতুক যতে ঐ মূনিবরে ॥
 কহেন নন্দাদিরূপে দ্রোণাদি হইল ।
 স্নানকৃত সিদ্ধান্ত এসকল কহিল ॥

এসকল আরো যত গোলোকে আছয় ।
 জানিবে সচ্চিদানন্দময় অংশয় ॥
 কৃষ্ণের ইচ্ছায় লীলাবিত্তারকারণ ।
 গোলোকমধ্যেতে কংসাদির নিবসন ॥
 পূর্বেতে সিদ্ধান্ত যেই নারদকথিত ।
 তার অল্পসারে সব জানিবে নিশ্চিত ॥

হে মথুরোত্তম । মহাক্ষর্য্য ব্রহ্ম যেই ।
 কৃষ্ণ-প্রভাবেতে কিছু কহি শুন এই— ॥
 গোলোকমধ্যেতে যত গোপসব হয় ।
 বালক যুবক বৃদ্ধ কোটিকোটি চয় ॥
 সবে জানে—‘শ্রীকৃষ্ণের আমি প্রিয়তর ।
 আমার সমান কেহ নহে ত ইত্তর ॥’
 তাঁহাদের নহে মনে কেবল মনন ।
 সেইরূপ ব্যবহার দেখি সর্ব্বক্ষণ ॥
 তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণেরো সেইমত ।
 বিস্তৃত দেখিয়ে প্রেম নিত্য অবিরত ॥
 তথাপিহ তাহাতে কাহার কদাচিত ।
 নাহি হয় মনঃপরিপূর্ণতা উদিত ॥
 বিধবা প্রেমের তৃষ্ণা—দৈন্তের জননী ।
 অক্লুপ অতিশয় বাঢ়য়ে আপনি ॥
 গোলোকবাসিনী কোটিকোটি গোপী যত ।
 তাহাদের প্রতি কৃষ্ণচক্রে সত্তত ॥
 শ্রেষ্ঠ প্রীতি রূপা আর আসক্তি বিরল ।
 করিলাম অল্পভব সাক্ষাতে সকল ॥
 শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি রূপা আসক্তিকারণ ।
 করিলাম ব্যক্ত অহুমান সর্ব্বক্ষণ ॥

গোপিকা হইতে কিবা গোপিকার সম ।
 নাহি গোলোকেও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ॥
 তথাপি যে গোপিকার প্রতি যেইক্ষণে ।
 কৃষ্ণের বিশেষ প্রেম করিয়ে দৈক্ষণে ॥
 সেইক্ষণে স্নানচয় হয় ত প্রত্যয়— ।
 ‘কৃষ্ণের সর্ব্বদা প্রিয় এই গোপী হয় ॥’
 নিজনিজপ্রেমযোগ্য সেই গোপীসব ।
 করিয়াও ক্রীড়ামুখবিশেষামুভব ॥
 নিরন্তর নিজমনে করেন মনন— ।
 ‘নাহি প্রেম প্রভুর আঘাতে কদাচন ॥’
 করেন প্রত্যেকে অভিলাষ এইমত— ।
 ‘হইবেক কি আমার সৌভাগ্য কিয়ত ? ॥
 যাহাতে অধম দাসী কৃষ্ণের হইব ।
 ছেন শুভ দিন কিসে উদয় করিব ? ॥
 গোপেরা ‘কৃষ্ণের প্রিয়’ আঘারে মানেন ।

আপন সৌভাগ্য তাহে বিশেষ জানেন ॥
 কিন্তু প্রেমবিশেষস্বভাবে ভগবানে ।
 অতৃপ্তি মানসেতে বিশেষ তৃষ্ণা জানে ॥
 গোপীসব অতি নিষ্ঠ-হেতু নিরন্তর ।

পরমদৈন্তৃত্যযুক্ত অন্তর-অন্তর ॥
 কৃষ্ণের অধমা দাসী হবার কারণ ।
 আপনার সৌভাগ্য সে করেন ইচ্ছন ॥
 ইথে যত গোপগণ হৈতে গোপিকার ।
 সৌভাগ্যবিশেষ কর বিবেচনা সার ॥

যতপিহ বৈকুণ্ঠের পার্শ্বদগণের ।
 ভক্তস্বভাবেতে তাহাদিগের মনের ॥
 প্রভুর চরণভজ্ঞানন্দ প্রভূতে ।
 নিশ্চয় মনের তৃপ্তি নাহিক প্রকৃতে ॥
 তথাপি সকলে ‘কৃষ্ণরূপা অতিশয় ।
 আমাদিগে’ এই তাঁদিগের মনে হয় ॥
 গোলোকবাসীর তাহা নহে কদাচিত ।
 ইথে বৈকুণ্ঠ হইতে মহিমা বিদিত ॥

অহো গাঢ় প্রেমের সাবেশ-স্বভাবের ।
 অদ্ভুত মহিমা অতি গভীর সবার ॥
 মহত্ত্বজনেও হুঃখে তর্কিতে না পারে ।
 অনন্ত মাহাত্ম্য নাহি পার কহিবারে ॥

একদিন বিহরেন শ্রীনন্দনন্দন ।
 যমুনার তীরে সহ যত সখাগণ ॥
 কায়লেন শ্রবণ সে লোকের মুখীয়— ।
 কালিয়ভূদেতে পুন আইল কালিয় ॥
 মহাবিষে বিদ্বিষ্ট স্থানেতে গমন ।
 সখাগণে ষোগ্য নহে করি এই মন ॥

কিবা বিবলহুয়ে আমারে পড়িতে ।
 যত্নে সখাগণ করিবক নিবারিতে ॥
 এত ভাবি একাকী সে হৃদতীরে গিয়া ।
 নীত্র কৃষ্ণ কদম্ববৃক্ষেতে আরোহিয়া ॥
 বেগে লক্ষ্য দিয়া হৃদজলে পড়িলেন ।
 জলসব উপরে নিঃসার করিলেন ॥
 জলে সন্তরিয়। বহু বিচিত্র বিলাস ।
 জলশব্দ বহুবিধ করিল সহাস ॥
 তাহে খল কালিয় হইয়া উপস্থিত ।
 করিলেক নিজদেহে কৃষ্ণেরে বেষ্টিত ॥
 তাহাতে কৌতুকী কৃষ্ণ দশা আপনার ।
 অনির্বচনীয় দেখাইলেন বিস্তার ॥
 সহসা গমনকারী কৃষ্ণে না দেখিয়া ।
 কৃষ্ণসখাগণ মৃতপ্রায় সে হইয়া ॥
 সবে তাঁর অবেষণে হইয়া কাতর ।
 দেখি পদচিহ্ন হৃদে গেলেন সস্তর ॥
 দেখিলেন কালিয়ের শরীরে বেষ্টিত ।
 কৃষ্ণে নাহি কিছু করেন চেষ্টিত ॥
 বয়স্যসকল তাহে হৈলা মোহগত ।
 স্পন্দনবিহীন রহিলেন জ্ঞানহত ॥
 বন-আচ্ছাদনে যারা না পায় দর্শন ।
 নাহি ইচ্ছা করে তারা রাখিতে জীবন ॥
 ধেনু বুধ বৎস মহিষাদি গ্রাম্য আর ।
 বনজাত পশুপক্ষ আদি কৃষ্ণসার ॥
 সবে কৃষ্ণবদনেতে অঁপিয়া নয়ন ।
 ভীরে থাকি আর্তনাদে করয়ে ক্রন্দন ।
 উচ্চৈঃস্বরে রোদনে বিকল পক্ষিগণ ॥
 বেগে উড়ি হৃদমধ্যে হয় ত পতন ॥
 শুদ্ধ হৈল বৃক্ষাদিক নিশ্চয় সেক্ষণে ।
 ত্রিবিধ উৎপাত মহা হৈল প্রকাশনে ॥
 এক বৃদ্ধে প্রভু কৈলা মনেতে প্রেরণ
 ব্রজমধ্যে ধাবমান গেল সেই জন ॥
 হাঃ মহারব করি স্রবোর কান্দিয়া ।
 সে-সব বৃদ্ধাজ ব্রজে কহিলেক গিয়া ॥
 বৃদ্ধ-আগমন-পূর্বে মহত উৎপাত ।
 রক্তবৃষ্টি ভূকম্পাদি ভয়ঙ্কর জাত ॥
 দেখিয়া শ্রীনন্দ-যশোমতা-আদি যত ।
 ব্রজবাসিগণে হৈলা স্তম্ভম-সজত ॥
 ব্রজের মঙ্গল কৃষ্ণ—তাঁরা অবেষণে ।
 ব্রজে হৈতে বাহির হইয়াছে সর্বজন ॥
 পুন সেই বৃদ্ধ ভয়কণ্ঠে স্বর করি ।
 হৃদে ময় সর্পবেষ্ট কহিল বিবরি ॥

তুনি সে বৃদ্ধান্ত যত ব্রজবাসিগণ ।
 বস্ত্রপাতঙ্গম সবে করিল মনন ॥
 নিজ অমুজের প্রভাবজ্ঞ বলরাম ।
 আপনার গৃহে স্থিত জ্ঞানি সবকাম ॥
 'ইহা মিথ্যা মিথ্যা' এই উচ্চশব্দ করি ।
 রোহিণীমাতাকে যত্নে প্রবেশ আচরি ॥
 গৃহরক্ষা-হেতু তাঁরে নিয়োগ করিয়া ।
 সর্ব ব্রজজনে শাস্তকরণ লাগিয়া ॥
 মৃতপ্রায় সকলেই অগ্রেতে ধাবিত ।
 ধাইয়া মিলিলা রাম তাঁদের সহিত ॥
 নীত্র সেই হৃদে রাম আসিয়া তখন ।
 অমুজের তাদৃশ দশা করি নিরীক্ষণ ॥
 তাইর প্রেমেতে অতি স্বকাতর-মন ।
 ধৈর্য্য না রক্ষিতে পারি করিলা রোদন ॥
 বিবিধ বিলাপ বলরাম সে করিল ।
 কাষ্ঠপাষণাদি-ভেদে বাহাতে হইল ॥
 পূর্বে নন্দ-যশোমতী মুচ্ছা হৈলা যেন ।
 বলরাম মুচ্ছিত হইলা ক্ষণে তেন ॥
 তবে সে-সকলে আর যত প্রাণিগণ ।
 অতি মহাউচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন ॥
 অতি আর্তিনাদে তাহা হইল পুরিত ।
 বিশ্বের রোদন বাহা হৈতে প্রকাশিত ॥
 সেই মহানাদে রাম পাইয়া স্মৃজান ।
 যত্নে ধীরশিরোমণি হৈলা ধৈর্য্যবান ॥
 যশোমতী-নন্দ সংজ্ঞা ক্ষণেকে পাইয়া ।
 তাদৃশ অবস্থা হৃদে কৃষ্ণেরে দেখিয়া ॥
 উচ্চৈঃস্বরে বেগে হৃদে করে প্রবেশন ।
 বলরাম দুইকরে করিলা রোধন ॥
 মৃত্যুভূল্য মুচ্ছিত দেখিয়া ব্রজজনে ।
 হৈলা রাম অতি ব্যথায়ুক্ত নিজমনে ।
 স্তম্ভর গল্গাদ স্বর করিয়া তখন ।
 কৃষ্ণ সঙ্ঘোধিয়া উচ্চৈঃস্বরে কথন—
 পার্শ্বদ বৈকুণ্ঠবাসী এসকল নয়ন ।
 অযোধ্যানিবাসী নহে এ বানরজন ॥
 ঝারকানিবাসী এই নহে ত যাদব ।
 গোলোকনিবাসী হয় এই জনসব ॥
 বৈকুণ্ঠানিবাসী পারে বিরহ সহিতে ।
 কৃষ্ণের প্রভাব তাঁরা সদা ভাবে চিতে ॥
 এ গোলোকবাসী তোমাগত সে জীবন ।
 পরম প্রেমেতে মগ্ন-মন সর্বক্ষণ ॥
 আমি আর রক্ষিবারে নারিয়ে এখন ।
 দেখিয়া এ দশা তব মরে সর্বজন ॥

হে কল্পণ ! এসবে না মরে যতকণ ।
 ত্যজ চেষ্টারাহিত্যাদি কৌতুক এখন ॥
 গোষ্ঠজন একবন্ধু হে কৃষ্ণ ! তোমার ।
 মৃদুলস্বভাব — দুঃখ নার সহিবার ॥
 যতপি এ বিনোদ এখনো না ত্যজিবে ।
 পরে নিজমনে শোক অত্যন্ত পাইবে ॥
 স্বরূপ কহেন তবে—যত গোপীগণ ।

বিবিধ বিলাস করি করেন রোদন ॥
 পুনঃপুনঃ মোহযুক্ত হয়েন সকলে ।
 এইহেতু পশ্চাতে আইলা সেইস্থলে ॥
 পরম পীড়িতা শঙ্খ-বলয়াদি ভঙ্গ ।
 যুক্ত কেশ-নীবি-আদি দুঃখিত সর্বাঙ্গ ॥
 প্রভুর পার্শ্বেতে যাইবারে সে-সময় ।
 হুচে প্রবেশিতে যান সব গোপীগণ ॥
 শোকেতে বিনষ্টচিত্তা—নাহি অবধান ।
 প্রভুর প্রভাব তাহে নাহি হয় জ্ঞান ॥

হুদে প্রবেশিতে গোপী চাহেন যাবত ।

আপন কৌতুক কৃষ্ণ ত্যজিয়া তাবত ॥
 না সহিয়া প্রভু সকলের দুঃখ যত ।
 কালিয়বন্ধন হৈতে হৈলা বহির্গত ॥
 অতি উচ্চ বিত্তীর্ণ সহস্রক্ষেপে তার ।
 আরোহিয়া হস্তপদ্ম করিলা বিস্তার ॥
 কালিয়ের সহস্রেক ফণ শোভমান ।
 রত্নেতে খচিত স্থলশ্রেণীর সমান ॥
 তাহাতে সম্বর নিজপ্রিয়া গোপীগণে ।
 একবারে করাইলা কৃষ্ণ আরোহণে ॥
 চিত্ত হৈতে বিচিত্র ভ্রমণে বহুতর ।
 সেইসব ফণা হৈল অতি মনোহর ॥
 পরম অদ্ভুত সেইসব রত্নস্থলে ।
 সকল গোপীর সহ মিলিয়া একলে ॥
 আকাশে দেবতাগণ করে বাতগীত ।
 তাহাতে নাচেন অতি বিচিত্র বিহিত ॥
 কৌতুকসাগর নৃত্যে বহু করিলেন ।
 রসবিলাসেতে জাত সুখ পাইলেন ॥

কৃষ্ণশক্তিবিশেষেতে নন্দাদিক যত ।
 মোহের গান্ধীয়া কিম্বা নহে অপগত ॥
 সেইহেতু গোপীগণ এই নৃত্যলীলা ।
 নন্দাদিক গুরুবর্গ কেহ না দেখিয়া ॥
 নন্দাদি শ্রীরাম হৈতে পায়্যা বোধোদয় ।
 কৃষ্ণে তটোপরি হেরি আনন্দ বিন্দয় ॥
 সর্পরাজ-কালিয়ের করিবে দমন ।
 নাগপত্নীসকলেতে করিল গুবন ॥

তাহাদের গাত্র হৈতে উত্তরীয়বস্ত্র ।
 কাড়িয়া লাইলা মন্দহাস্তযুক্ত তত্র ॥
 তাহে বাগডোর দীর্ঘ করিলা রচন ।
 কালিয়ের নাসা বিদ্ধি করি প্রবেশন ॥
 কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বামহস্তে ধরি ।
 অশ্বস্তায় চাড়িলেন তাহার উপরি ॥
 হঠ করি ইতস্তত তাহারে চালান ।
 দক্ষহস্তে ধৃত বংশী হর্ষেতে বাজান ॥
 চাবুকের মত সেই বংশীতে কখন ।
 বলের দ্বারায় তারে করেন চালান ॥
 গরুড়ের মত তারে বাহক করিলা ।
 অতিশয় প্রসন্নতা তাহারে সে দিলা ॥
 সেইক্ষেণে আনি দিল নাগপত্নীগণ ।
 অমূল্য বসন মালা রত্নের ভূষণ ॥
 অমুল্যপ-আদি যত দিল ভক্তিতরে ।
 রাখিলেন কৃষ্ণচন্দ্র ফণার উপরে ॥
 পঙ্কজ-উৎপল-আদি পুষ্প বহুতর ।
 যমুনায় জাত আনি নিলেক বিস্তার ॥
 সে-সব ভূষণে নাগপত্নীর দ্বারায় ।
 ভূষাইলা আপনারে আর গোপিকায় ॥
 ফণীক্স কালিয় নিজ অসজ্জা বদনে ।
 করিলেক শুভ বহু শ্রীনন্দনন্দনে ॥
 নন্দাদি সবারে হর্ষে করায়্যা নর্ত্তন ।
 হুদে হৈতে করিলেন তবে নিঃসারণ ॥
 গরুড়ের দুশ্রাপ যে মহাপ্রসন্নতা ।
 বরশ্রেণী লাভে নাগ মহা প্রকৃষ্টতা ॥
 কালিয় হইতে গোপীসহস্রসহিত ।
 নাখিলেন কৃষ্ণ মহা আশ্চর্য্য বিদিত ॥
 নন্দাদিক করি আরাট্রিক আলিঙ্গন ।
 হর্ষযুক্ত অশ্রুধারে করিলা প্রাবন ॥
 কৃপা করি কালিয়ে কিঞ্চিৎ কহিলেন ।
 হুদ হৈতে তাহারে ত দূর করিলেন ॥

তথাচ (ভাঃ ১০।১৬।৬০ ৬১) ভগবদাক্সা—

নাত্র স্বেয়ং ভয়া সর্প সমুজ্জং যাহি মা চিরম্ ।
 স্বজাত্যপত্যদারাত্যা গোবৃভিভূজ্যতে নদী ।
 য এতৎ সংস্বরেম্বর্ত্তাস্তভ্যং মদমুশাসনম্ ।
 কীর্ত্তয়ন্তু ভয়োঃ সঙ্কোচান্ যুগন্তয়মাশুয়াৎ ॥

গোপ-গোপী-সমুদয় একত্র হইয়া ।
 নানাবিধ যন্ত্র-তন্ত্র-আদি মিলাইয়া ॥
 গাইতে লাগিলা অতি মনোহর গীত ।
 সেই মহোৎসবে কৃষ্ণ হৈয়া সম্ভোষিত ॥

গোপ-গোপীগণসহ শ্রীনন্দনন্দন ।
 ভগবান্ কৈলা নিজগৃহেতে গমন ॥
 কদাচিত সে দুষ্ট কংসের অত্মচর ।
 কেশী আর অরিষ্ট হুঁহেতে নামধর ॥
 কেশী মহা অশ্বের আকার সেই হয় ।
 যুর্ধের আকৃতি ধরে অরিষ্ট দুর্জয় ॥
 বহিষ্চর-প্রাণরূপ কংসের স্ত্রিগ্রন্থ ।
 বৃহত শরীর তাহে গগনস্পর্শায় ॥
 ঘোরশব্দে প্রাণিমাতে ভূতলে ফেলায় ।
 গোপসকলের ভয় বিবিধ দেখায় ॥
 গোসকলে পদদ্বারা করে আক্রমণ ।
 একবারে ব্রজেতে করিল আগমন ॥
 দুই অশ্বেরে ভয়ে গোপগোপীগণ ।
 আকর্ষিয়া কৃষ্ণে কারছেন নিবারণ ॥
 তাঁদিগে আশ্বাসি বীরদর্প দেখাইয়া ।
 অগ্রে হৈলা নিজহস্তে ভূজ আফোড়িয়া ।
 প্রথমত কেশী দৈত্য আলা বেগভরে ।
 পাদে প্রহারে তারে দূরে ক্ষেপ করে ॥
 পশ্চাতে বুকের নাসা-বিভেদ করিয়া ।
 রাখিলেন গোপীশ্বর-শিবাগ্রে বাঁধিয়া ॥
 পুনর্বীর কেশী দৈত্য আইল তথায় ।
 অমলবিক্রম কৃষ্ণ লক্ষ্য দিয়া তায় ॥
 মহাপরাক্রমে তার পৃষ্ঠে আরোহিল ।
 নানা গতি শিক্ষাইয়া দমন করিল ॥
 সেই অশ্ব আরোহিয়া নিজসংগণে ।
 সহস্রসহস্র শীঘ্র করিয়া ভ্রমণে ॥
 তাহার কুর্দনেতে বিচিত্র কোতুকিত ।
 ভূতলে আকাশে এমি শোভা বিরাজিত ॥
 কণ্ঠমধ্যে নিয়মিয়া স্বপন করিয়া ।
 আরোহণহেতু ব্রজে রাখিল বান্ধিয়া ॥
 বুকেরেই পূর্বে গোপীশ্বরেতে বান্ধিল ।
 শকটবাহনহেতু ব্রজেতে রাখিল ॥
 শ্রীগোলোক-ব্রজবর্তি-নন্দীশ্বরপুরে ।
 নিবসেন কৃষ্ণ নানা আনন্দপ্রচুরে ॥
 ব্রজ হৈতে মধুপুরী তাঁরে লইবারে ।
 কংসাজায় অক্রুর আইল একবারে ॥
 সেইকালে ব্রজে যেই বৃন্ডাঙ্গ হইল ।
 কে কহিবে—তাতে ব্রজে কি গতি ধরিল ? ॥
 অস্তিত্বিক শিলা-কাষ্ঠাদিক তা শুনিয়া ।
 নিশ্চয় রোদন করি যায় বিদরিয়া ॥
 সেই বার্তা রাজিঙ্গেই করিয়া শ্রবণ ।
 গোলোক-গৌকুলবাণী যত সবজন ॥

বহুত প্রকার সবে করি বিলপন ।
 পুনঃপুন অতিশয় মোহযুক্ত হন ॥
 পুত্রপ্রাণা যশোদা শুনিয়া সমুদয় ।
 দুষ্ট কংস হইতে পাইয়া অতিভয় ॥
 আপন শপথ দিয়া করি আচ্ছাদন ।
 লুকায়্যা রাখেন পুত্রে করিয়া গোপন ॥
 প্রভাতে অক্রুর বহু যুক্তির দ্বারায় ।
 প্রবেশ দিলেন নন্দরাজেরে তথায় ॥
 নন্দ নিজপত্নী যশোদারে নানামত ।
 বুঝাইয়া পুত্রে বাহ্যে আনিলেন ততঃ ॥
 দেখি লজ্জা ত্যজিয়া যতক গোপীগণ ।
 হাহা আর্জস্বরে উচ্চ করেন রোদন ॥
 করিতে অশক্তি মাত্র করেন দর্শন ।
 তাঁহাদের প্রাণ যেন করিল ছেদন ॥
 সেইকালে যশোমতী অতি দীনমন ।
 নিজ অশ্রুধারে করে করেন মার্জন ॥
 ধরি নিজপুত্রকরে করে অক্রুরের ।
 নিশ্কেপের ছায়া অর্পিলেন স্বপুত্রের ॥
 কহিলা নন্দে—তব হস্তেতে এক্ষণ ।
 প্রাণধনাধিক পুত্র করিলা অর্পণ ॥
 কারেও না বিশ্বাসিবা স্বপার্থে রাখিয়া ।
 দিবে মম করে তুমি এখানে আনিয়া ॥
 এইমতে স্তম্ভেহভয়েতে আতুরা ।
 পৌনঃপুত্র মোহযুক্তা হইলেন প্রচুরা ॥
 বাক্যরোধ যশোমতী আপন আলয়ে ।
 কৃষ্ণবিনা একা আইলেন যেসময়ে ॥
 তবে ব্রজগোপিকাগণের স্নমহত ।
 ক্রন্দনের ধ্বনি হৈল অতি উচ্চগত ॥
 যে ক্রন্দন অস্ত্রপিহ করিলে স্মরণ ।
 শুদ্ধকাষ্ঠে জল বহে—শিলায় রোদন ॥
 স্বয়ং ব্রজ তাহা শুনি হয় ত বিদার ।
 কহিব কি কথা ইথে অত্রের কি আর ? ॥
 নিশ্চয় জগত যদি ক্ষণে নাহি মরে ।
 তবে মগ্ন হয় সেই শোকের সাগরে ॥
 সরলস্বভাবা যশোমতী বহুতর ।
 প্রবেশ দিলেন গোপীগণেরে বিস্তর— ॥
 মূনিপুত্র অক্রুরের করে এইক্ষণ ।
 নিশ্কেপরূপেতে করিলাম সমর্পণ ॥
 সাধুলোকহস্তে সমর্পিলে দ্রব্যচয় ।
 কদাচিত তাহে কোন আশঙ্কা না হয় ॥
 শীঘ্র তাঁরা কৃষ্ণে আনি করিবে অর্পণ ।
 অতএব শোক নাহি কর গোপীগণ ॥

এমতে প্রবোধ সাধু বহু করিলেন ।
 ভব গোপী শোকার্ণবে মগ্ন হইলেন ॥
 কোণের সহিত যশোদারে সেসময় ।
 কহিতে লাগিল। খেদে ব্রজনারীচয়—
 যে নিদ্রায় ! আরে বুদ্ধিবিহীন হইলে ।
 নিজপুত্র ব্যাঘ্রের করেছে সমর্পিলে ? ॥
 কৃষ্ণবিনা শূন্য এই হইল আলয় ।
 একা তুমি প্রবেশিলে কেমন হৃদয় - ॥
 এইমতে যশোদারে নন্দাদিরে আব ।
 নিন্দন করেন গোপী অনেকপ্রকার ॥
 অধিক শোকের বেগে অক্রুরে শাপিয়া ।
 ধাইলেন বেগে গৃহে হৈতে বাহিরিয়া ॥
 প্রভুরে আহ্বান করি কল্পনা করিয়া ।
 করেন রোদন অতিশোকাক্ত হইয়া ॥
 প্রিয় কৃষ্ণ রথোপরি আরোহণে স্থিত ।
 নন্দ বলদেব গোপ অক্রুর সহিত ॥
 গোপীদের মল্যশোক দৃঢ়াঙ্কি রোদনে ।
 কান্দিল। মোহিলা যত ব্রজবাসিগণে ॥
 ক্রণে স্বাস্থ্য পাই সেই গোপিকার গতি ।
 গোপীগণে দেখি প্রাপ্ত-শেষদশা অতি ॥
 স্বয়ং তাঁহাদিগে বাঁচাইবার কারণ ।
 রথ হৈতে লক্ষ দিরা নামিলা তখন ॥
 আবৃত হইয়া কৃষ্ণ সেই গোপীগণে ।
 অলক্ষিতে কুঞ্জমধ্যে করিলা গমনে ॥
 ততঃপরে কংসদূত শূন্যতা পাইয়া ।
 কৃষ্ণচক্রে রথের উপর না দেখিয়া ॥
 অজ্ঞতাপ করি বলরামে কহিলেক ।
 বাক্যের চাতুর্যে তাঁরে বশ করিলেক ॥
 বসুদেব দেবকী যাদব সবাকার ।
 দুঃখ কহিলেক—এক্ষণে কাহার ॥
 তবে রাম অক্রুরের সহ অবেশিয়া ।
 পাইলেন কুঞ্জ পদচিহ্নিত দেখিয়া ॥
 গোপীগণে আবৃত শ্রীকৃষ্ণেরে দেখিয়া ।
 অবিদূরে বলরাম থাকিলেন গিয়া ॥
 অক্রুর তখন উচ্চ করিয়া রোদন ।
 কহিতে লাগিল। কৃষ্ণ শুনে যেন— ॥
 বসুদেব দেবকী শূন্য অতিদীন ।
 দৃষ্ট কংস নির্ভয় করে প্রতিদিন ॥
 উঠাইয়া খড়্গ নিত্য কাটিবারে চায় ।
 জ্ঞান-শোক-পীড়াসাগরেতে ফেলি তাঁর ॥
 সেই দুইজন ভব ভক্ত অতি হয় ।
 ভ্যাগ করিবারে কদাচিত যুক্তি নয় ॥

সকল বাদবগণ অনভ্রালম্বন ।
 দিরা আছে মম পথমধ্যেতে নয়ন ॥
 কংস হৈতে ত্রস্ত দেববিপ্রাদিকসব ।
 মহা আর্ষ শোকোত্তপ্ত হত-আশা হবে ॥
 সেই কংসরাজ হয় দেবের মর্দন ।
 নিজ বাহুবল সদা করয়ে প্লাবন ॥
 নিজ অমুরূপ সেই মহাবলান্বর ।
 সেইসব তার সঙ্গী হয় ত প্রচুর ॥
 জরাসন্ধ-নরকাদি যত রাজগণে ।
 তাহারে পুজয়ে নাহি মানে কোনজনে ॥
 স্বরূপ কহেন—তব শ্রীনন্দনন্দন ।
 গোপিকাগণেরে নাহি করিল ত্যজন ॥
 কহিতে-কহিতে দস্তে ধরি তৃণচয় ।
 অক্রুর করিল মহা কাকুসমুদয় ।
 পরমোগ্রকর্ষ্য সেই ব্রজনারীগণে ।
 একে-একে প্রণমিয়া কহয়ে বচনে— ॥
 যদুবংশজাত আর যত লোকগণে ।
 ওগো দেবীসব ! নাহি কর বিনাশনে ॥
 এইসব গোপ কংস হৈতে ধরে জ্ঞাস ।
 ইহাদের প্রতি কৃপা করহ প্রকাশ ॥
 বসুদেব-দেবকী—কৃষ্ণের মাতা-পিতা ।
 কংস হৈতে রুদ্ধ দীন হও গো রক্ষিতা ॥
 গোপিকাগণের ওহে মহাধূর্তবর ! ।
 কংস-অমুবর্তি মিথ্যা প্রলাপ না কর ॥
 পিতামাতা কোনস্থানে হয় ত ইহার ।
 নন্দ-যশোদার পুত্র প্রসিদ্ধ বীহার ॥
 গোকুল গো-কুল আর যত নারীকুল ।
 না মার না মার ইহা কহিলাম মূল ॥
 স্বরূপ কহেন—দৃষ্টকংসের চেষ্টিত ।
 শুনিয়া হইল কৃষ্ণে ক্রোধ উপস্থিত ॥
 বন্ধুগণ-দুঃখ হেতু আপনি যাহার ।
 শ্রবণ করিয়া শেক হইল প্রচার ॥
 মথুরাগমনে দেখি রামের সম্মতি ।
 যেহেতু আছেন মৌনে অক্রুরসংহতি ॥
 গোপীসকলের কৃষ্ণ করি আশ্বাসন ।
 কুঞ্জ হৈতে নির্গমন করিলা তখন ॥
 তাহাতে অক্রুর অতি হৈয়া আনন্দিত ।
 সঙ্কত পাইয়া বলরামের স্মরিত ॥
 সেইস্থানে রথ আনিবারে চলিলেন ।
 ধাইয়া বেগেতে বহির্গত হইলেন ॥
 মথুরাগমনকারি-কৃষ্ণের নিষ্ঠর ।
 মুহু তাঁর মুখপদ্ম দেখে গোপীচয় ॥

বিরোগ-আনন্দে ভীত করিয়া রোদন ।
 পাদপদ্মে পড়ি কৃষ্ণ কহেন বচন— ॥
 ওহে নাথ ! না পারিব ধরিতে জীবন ।
 তোমা বিনা অনাশ্রয়ে কত এককণ ।
 এই নিজদাসীগণে ত্যাগ না করিবে ।
 লৈয়া চল তথা প্রভু ! যেখানে যাইবে ॥
 তব সজলাভহেতু গৃহ হৈল বন ।
 গৃহ বন তব সঙ্গ-অভাব-কারণ ॥
 হইল সপত্নীবর্গ স্নেহদে গণন ।
 তব সঙ্গমের সাহায্যতার কারণ ।
 বৈরী হৈল পতিপুত্রাদিক বন্ধুগণ ।
 যেহেতুক কৃষ্ণসঙ্গ করে নিবারণ ॥
 বিব হৈল সুধা প্রেমে করিতে ভোজন ।
 জ্যোৎস্না-চন্দ্রনাড়ি-মিষ্ট বিষতুল্য হন ॥
 এইহেতু তোমা বিনা অবশ্য মরিব ।
 কদাচিত জীবন ধরিতে না পারিব ॥
 দৈবজ্ঞানযুক্ত তব সুন্দর আনন ।
 মনোহর পাদপদ্ম উরুধর হন ॥
 বক্ষঃস্থল নানামত শোভাতে পুঞ্জিত ।
 কোথাও না দেখি নাহি থাকিবে জীবিত ॥
 যদি কহ—আমি শীঘ্র আসিব এখান ।
 নিশ্চয় জানিহ, শুন উত্তর তাহায়— ॥
 গোপবিলাসের হেতু তুমি বৃন্দাবনে ।
 সখার সহিত নাথ । করিলে গমনে ॥
 সন্ধ্যাকালে অবশ্য সে আসিবে আপনে ।
 এই আশে কুঞ্জে দিন করিয়ে যাপনে ॥
 কংস দুষ্টজনের আজ্ঞায় তার পুর ।
 দূরে গেলে কংসপ্রিয় সহিত অক্রুর ।
 নানাবিধ শঙ্কিতে আকুল হইবারে ॥
 প্রবাসাশ্রি চিন্তিয়া বাঁচিব কি প্রকারে ? ॥
 সহঅমৃতের সেই কংসের বিনাশে ।
 নাহি জানি তব কত হইবে আশ্বাসে ॥
 নখুরানিবাসিজন-পীড়া-বিনাশনে ।
 না জানিবে কতকাল হবে বিলম্বনে ॥
 আবাদের শ্রুতি তথা হবে না কি হবে ।
 অভাব শীঘ্র আসিবে কিরূপে তবে ॥
 স্বরূপ কহেন—তবে এই ত প্রকার ।
 বহু কাকু করিলেন গোপিকা প্রচার ॥
 যাহা শুনি সেইস্থানবাসী যতজন ।
 করিয়া রোদন মোহ পাইল তখন ॥
 কোনমতে কৃষ্ণ করি ধৈর্য্য আলম্বন ।
 স্বচকু হইতে অঙ্গ করিয়া মার্জন ॥

গোপিকার নেত্রজল করিয়া মার্জন ।
 কহিতে লাগিল ইহা গদগদ বচন— ॥
 সাধু আর মম ঘেবী—অল্পশক্তি তায় ।
 কংসের বিনাশ আমি করিয়া হেলায় ॥
 আইলাম প্রায় আমি প্রতীতি সে ধর ।
 ওহে সখি ! কান্দি অমঙ্গল নাহি কর ॥
 স্বরূপ কহেন—ভক্ত করিলা গমন ।
 গোপপুরোহিত-পশু-দাস-দাসীগণ ॥
 অতিবেগে আশ্রয় নন্দ যশোদা রোহিণী ।
 তথায় আনিল রথ অক্রুর সে তিনি ॥
 বলদেব-সহ কৃষ্ণ তাহে আরোহিলা ।
 গোপীতে সংলগ্ন দৃষ্টি যত্নে নিবর্তিলা ॥
 মুখা বিহবলিতা গোপী কান্দেন পড়িয়া ।
 নেত্রজলে ধরণী কর্দম হয় গিয়া ॥
 তাহা দেখি যশোমতী সক্রোধস্বরে ।
 পুনঃ উচ্চ অধিক রোদন তথা করে ॥
 মনোহরী নন্দ তাঁরে কহেন সান্ত্বিয়া ।
 প্রস্তুতার্থসমাধান-নৈপুণ্য দর্শিয়া— ॥
 কংসের পুরেতে মম হর্ষেতে প্রয়াণ ।
 এইমত তোমরা কদাচ নাহি জান ॥
 মিথ্যাতারী অক্রুরের বাক্যে কদাচিত ।
 অস্ত্রের সস্তান কৃষ্ণে না জানি নিশ্চিত ॥
 কোনমতে কৃষ্ণে রাখি ব্রজে না আসিব ।
 কার সাধ্য বল করি ইহারে রাখিব ? ॥
 মধুপুরে উন্নয়ন—বিলম্ব না করিব ।
 কংসবধে ব্যাজপ্রাপ্তে ভুলিতে না দিব ॥
 জানি কৃষ্ণ বিনা যত ব্রজবাসিগণ ।
 জীবন ধরিতে নাহি পারি এককণ ॥
 তাহে জান শীঘ্রাগত মোরে পুত্রসহ ।
 মুক্ত করি বন্দুদেব-দেবকী-নিগ্রহ ॥
 স্বরূপ কহেন—নন্দরাজ এপ্রকারে ।
 নপথাদি দিয়া আশ্বাসিলা যশোদারে ॥
 চিন্তে শান্তি-মত তাহে যশোদা ধরিল ।
 গোপীগণে বহুতর আশ্বাস করিলা ॥
 জলসেক-আদি বহুপ্রকার করিয়া ।
 যত্নে গোপীগণে লইলেন উঠাইয়া ॥
 গোপসব শকটে করিল আরোহণ ।
 অক্রুর শীঘ্রতে রথ করিল চালন ॥
 গমন করেন কৃষ্ণ দেখি ব্রজনারী ।
 কিক্রিত বিরহ তাঁর সহিতে না পারি ॥
 হাছা উচ্চ নামে শুভ হইল বচন ।
 অত্যন্ত খলিত হয় পদের গমন ॥

ভয় কণ্ঠস্থর দীর্ঘরবেতে তখন ।
মহা-আশ্বি-কাকুতস্থ কলেন রোদন ॥
যায় শব্দে দশদিগ হইল পূরণ ।
রথের পশ্চাতে গোপী করিল ধাবন ॥
কোনকোন গোপী রথ করিল ধারণ ।
কেহকেহ অনুমানি আপন মরণ ॥
কিবা রথগমন-বিরোধ করিবারে ।
চক্রেব তলেতে পড়িলেন বেগবারে ॥
কেহ কেহ কিছুদূর যাইয়া যোহিলা ।
কেহকেহ অগ্রে যাইবারে না পারিলা ॥

ভতঃপরে ধেয় বৃষ বৎস যুগগণ ।
অস্ত্র-অস্ত্র জঙ্ঘ বত হৈয়া দুঃখিমন ॥
উচ্চরোদনের অশ্রুজলে ধৌতানন ।
থাকিল সকলে রথ করি আবরণ ॥
কোলাহল রব কবি আকুল হইয়া ।
পক্ষিসব রথোপরি বেড়ায় ভ্রমিয়া ।
সেইক্ষেণে বৃক্ষজাতি যতক আছিল ।
পত্রেব সক্ষয় সব শুষ্কতা পাইল ॥
মহাগিরিসকলের বৃক্ষের সহিত ।
শিলাসব নিম্নস্থলে হয় ত স্থলিত ॥
নদীর হইল শুষ্ক জল পুষ্প যত ।
অতিক্রীণ উজান বহনে হৈল গত ॥

পরম প্রেমসী গোপী প্রভৃতি সবার ।
অতি দুঃখময়ী দশা দেখিয়া প্রাণার ॥
শোকোতে আকুল হৈল কৃষ্ণের মানস ।
রোষিবারে নারে উচ্চরোদন-বিবশ ॥
অশ্রুধারা অতিশয় হয় ত পতন ।
তাহার মাজনে ব্যগ্র হইলা তখন ॥
'রথ হৈতে প্রভু লক্ষ দিয়া পাছে যান ।'
পুনর্বার এ আশঙ্কা করি অনুমান ॥
যত্নবদ্ধ অকুর প্রভুরে পৃষ্ঠে ধরে ।
উৎপ্রেক্ষা করিয়ে এই চিন্তের ভিতরে ॥
'কদাপি মোহেতে পাছে হয় ত পতন ।'
এই প্রণয়েতে যেন করিলা ধারণ ॥
মোহ-প্রাপ্ত-মত কৃষ্ণে জানিলা লক্ষণে ।
বলরাম নন্দাদির সম্মতে তখনে ॥
রথের ঘোটকগণে করাবাস্ত করি ।
অকুর চালায়া দিলা অতিবেগ ধরি ॥
চেতনবিহীন গোপনারী পশুগণ ।
ইতস্তত পড়িয়া আছয়ে কতজন ॥
তাহাদিগে বন্ধি রথ বক্রগতি করি ।
বাহির করিলা রথ অকুর সঘরি ॥

করিছেন গোপীগণ প্রভুরে দর্শন ।
কুররীপক্ষীর ভ্রায় অতি আক্ৰোশন ॥
নির্দয় অকুর তথা প্রভুরে হরিল ।
পক্ষিমধ্য হৈতে শ্রেন যেন মাংস নীল ॥
অকুরের তাড়নায় রথ-অঙ্কগণ ।
তেন অতি বেগযুক্ত করিল গমন ॥
যেন কোনস্থানে ঞ্জ করিল গমন ।
লক্ষিতে নহিল শক্ত তাহা কোনজন ॥

তবে করিলেন নন্দ-আদি গোপগণ ।
নিজনিজ শকটেতে বুঝত-যোজন ॥
তাহার উপরে সবে করি আরোহণ ।
করিলেন অতিবেগে পশ্চাতে গমন ॥
ব্রহ্মহুদে অকুর করিয়া আনয়ন ।
বহুবিধ স্তব দ্বারা স্তুতির রচন ॥
অনেকপ্রকার নীতিবিস্তার দ্বারায় ।
করিলেন শ্রীকৃষ্ণচক্রে স্তবস্তায় ॥

তবে ব্রজজনের জন্মিল দশা যেই ।
প্রবণে শ্রাবকে তেন দশা দেয় সেই ॥
তাহার কথায় মন হৃদয়-দলন ।
হাহা বজ্র হয় যেন মস্তকে পতন ॥

পরীক্ষিত কহিছেন—শুন যা উত্তরে । ।
কহিতে-কহিতে এইমত কথা পড়ে ॥
স্বরূপ করুণায়ের বাতর-সহিত ।
উচ্চ কান্দি প্রেমভোলে হৈল মুচ্ছাধিত ॥
প্রোতা দ্বিজবর ঞ্জকথা শুনাইয়া ।
অতি ক্রেশে ক্ষণে স্তব করিলেন নীয়া ॥
পুনশ্চ স্বরূপ প্রেম-গদগদ বচনে ।
কহিতে আরম্ভ করিলেন ততঃক্ষেণে ॥
কিন্তু পুনর্বার মোহ করি আশঙ্কন ।
তাজিখা ব্রজের দুঃখ দুর্দশা বর্ণন ॥
কহেন—শ্রীকৃষ্ণচক্রে মথুরায় গিয়া ।
মালাকার-বায়ক-কুজাদিরে তোষিয়া ॥
অমুচর-সহ কংসে করিয়া নাশন ।
বনুদেব-দেবকীরে করিলা মোচন ॥
কংসের জনক উগ্রসেনে রাজ্য দিলা ।
সর্বদিগ হৈতে যত্নগণে আনাহিলা ॥
কংসের দৌরায্যে ত্যক্ত ছিল পৌরজন ।
মিষ্টবাক্যে সকলে করিলা আশ্বাসন ॥
কসে হৈতে পরম পীড়িত যত্নগণ ।
কৃষ্ণ বাহাদের গতি আর ত জীবন ॥
কংসবদ্ধ অরাসন্ধ-আদি-সুপ-ভয়ে ।
তথায় থাকিতে কৈলা বর অতিশয়ে ॥

তত্ত্ববৎসল শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজসহিত ।
সুখ করিবারে তথা হৈলা নিবাসিত ॥
বৃজবাসিজন করিবারে আশ্বাসন ।
নন্দাদিরে গোকুলেতে করিলা প্রেরণ ॥

কৃষ্ণ কহে—ওহে পিতা । তবত আপনে
গোপবর্গ-সহ ব্রজে করহ গমনে ॥
আমাদের বিনা যত ব্রজবাসিজন ।
যাবত কাহার নাহি হয় ত যরণ ॥
উদ্বিগ্নমানস তব মিত্র যদুগণ ।
ক্রমেতে করিয়া সবার্থ স্নেহময়ন ॥
শীঘ্র আমি মম প্রিয়তম বৃন্দাবনে ।
নিঃসংশয় জানিবে করিব আগমনে ॥

নন্দ কহে—তুমি আমাদের ত্যাগ করি ।
পারহ অস্ত্রে বাস করিতে শ্রীহরি । ॥
এ প্রত্যয় আমার না হয় কদাচন ।
ইহা জানি আমি এখা করিল গমন ॥
নিজপরিজনদিগে নিজসম্বিহিতে ।
রক্ষ রক্ষ মা মুঞ্চ মা মুঞ্চ কদাচিত্তে ॥
আপন ইচ্ছায় যবে করিবে গমন ।
তোমার সঙ্গেতে যোরা যাইব তখন ॥
মম দত্ত আশায় ব্রজের যন্তজন ।
তব জননীর সহ আছে স-জীবন ॥
তোমা বিনা গেলে আমি কঠিনহৃদয় ।
মরিবে তখনি বাপ । সকলে নিশ্চয় ॥

শ্রীদাম কহেন—কিবা করিবে এখন ।
গোষ্ঠভূমে তুমি যবে কর গোচারণ ॥
ভক্ত-লতা-আদিতে হইলে আচ্ছাদন ।
যে আমরা নাহি পরি ধরিতে জীবন ॥
ওহে প্রভু । তোনা বিনা তত্র চিরকাল ।
পাকিতে হইব শক্ত কেমনে গোপাল । ॥

স্বরূপ কহেন—মনাদির বিরূপিত ।
এপ্রকার শুনি প্রভু হৈলা তুষীস্থিত ॥
ইচ্ছা ব্রজে যাইবার তাঁর আশঙ্কিয়া ।
বস্তুদেব কহেন কিঞ্চিৎ বিবরিয়া— ॥
তাই নন্দ ! তব পুত্র অগ্রজসহিত ।
ব্রজে সদা সুখে থাকে অস্ত্রে দুঃখিত ॥
কিন্তু একাদশবর্ষবয়স-সময় ।
উপনয়নের কাল এই ত নিশ্চয় ॥

তাহে দুহে ব্রজচারী হই স্থানান্তরে ।
বেদ-অধ্যয়ন কার ব্রজে যাবে পরে ॥

স্বরূপ কহেন—বস্তুদেবের বচনে ।
কৃষ্ণের সম্মতি নন্দ জানিয়া লক্ষণে ॥

আপন বাক্যেতে তাঁর অসম্মতি-জ্ঞানে ।
রোদনে আকুল নন্দ করিলা প্রশ্রুত ॥
বস্ত্রত নন্দের এই আশ্রয় সে মনে ।
আমাদের গতি কৃষ্ণ করি আলোকনে ॥
বিরহে অস্ত্রে কৃষ্ণ না পারি থাকিতে ।
আমাদের সঙ্গে ব্রজে আসিবে ত্বরিতে ॥
এই অভিপ্রায় নন্দ করিয়া হৃদয়ে ।
প্রস্থান করিলা ইহা জানিবে নিশ্চয়ে ॥

যাদবকুলের সহ শ্রীকৃষ্ণ আপনি ।
অল্পব্রজ্য যান গোপরাজের তথনি ॥
রোদন করিয়া ক্রমেক্রমে গোপগণ ।
কৃষ্ণকণ্ঠে ধরে ভিহ করেন রোদন ॥
ব্রজে যাইবারে কৃষ্ণে ব্যাকুলিতমন ।
দেখি বস্তুদেবাদি যাদব ধীরগণ ॥
অনেকপ্রকার যুক্তিপাঞ্জি দেখাইয়া ।
নিবর্ত করিলা কৃষ্ণে যাইতে না দিয়া ॥

নন্দাদি আইলা ব্রজে কৃষ্ণের ইচ্ছায় ।
অস্ত্রাধা শ্রীকৃষ্ণ বিনা কেবা ব্রজে যায় ? ॥
নন্দ আইলেন শুনি ব্রজবাসিজন ।
কৃষ্ণাগম-আশে সবে করিলা গমন ॥
নন্দ কৃষ্ণবিরহেতে শোকে আকুলিত ।
কৃষ্ণবিনা নিজ আগমনে লজ্জাযিত ।
তাহে বস্ত্রে মুখাচ্ছাদি হইয়া রোদিত ।
গৃহে গিরা ভূমে শোয় পরম দুঃখিত ॥

ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণ না করি দর্শন ।
পরম পীড়ায় অতি সকাভদমন ॥
নাহি জানে কি কর্ম করিবে সে-সময় ।
বহুতর শঙ্কা হৈতে বিবশ-হৃদয় ॥
শুভ হৈল বদন—কেহ ত নাহি পারে ।
'শ্রীকৃষ্ণ কোথায় ?' এই প্রশ্ন করিবারে ॥
বৃন্দগোপ-সুখে শুনি কৃষ্ণসমাচারে ।
'এক্ষণে যাদবকুল-দুঃখ হরিবারে ॥
মধুপুর-মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র থাকিলেন ।'
এই কথা যখন সকলে শুনিলেন ॥
হা হা হা মহা-আশ্চি-শব্দেতে তখন ।
কৃষ্ণমাতা-সহ উচ্চ করিয়া রোদন ॥
নারীগণ যে দশা পাইলা সে-সময় ।
হা হস্ত হা হস্ত কার সাধ্য তাহা কয় ? ॥

পরীক্ষিত কহেন—এপ্রকারে তখনে ।
ব্রজজন-দশা আসি স্বরূপের মনে ॥
শোকানল প্রজ্জ্বলিত হৈয়া অভিযয় ।
দুঃখ হৈলা শ্রীগোপকুমার মহাশয় ॥

বোহয়ুক্ত পুনঃ আর স্বরূপ হইল।
 চেতনবিহীন ভূমিতলেতে পড়িল।
 সেই বিপ্রবর জলসেকাদি-দ্বারায়।
 যত্নে অল্প স্বাস্থ্য-ভ্রায় করিল। তাঁহার।
 স্বরূপ আপন মোহ পুন আশঙ্কয়।
 অধিক সে বাক্তা বিশেষেতে না বর্ণয় ॥
 প্রজ্ঞতা কথার শেষ করিতে শ্রবণ।
 মাধুর্য ব্রাহ্মণে ব্যগ্র করিয়া দর্শন ॥
 যত্নে নিজমনঃস্থির করি সে-সময়।
 পুনর্বার কহিতে লাগিল। মহাশয় ॥
 'ব্রজজন-শোক-পীড়া ভর কদাচিত।
 অল্পপ্রকারেতে নাহি হবে নিবর্তিত ॥'
 প্রতীতির যোগ্য উদ্ধবদির দ্বারায়।
 শুনিয়া যাদবগণে কহি সব ঐয় ॥
 শ্রিয়প্রোষবশ কৃষ্ণ রামের সহিত।
 ব্রজে আগমন করিবেন সম্বরিত ॥
 বিদগ্ধগণের মন্তকের শ্রেষ্ঠমণি।
 কৃপা করিবারে নিত্য আকুল আপনি ॥
 ব্রজস্থিত সকলের কৈলা প্রাণদান।
 তাহাদের সহ বিহারিলা তথা স্থান ॥
 যেন তাঁরা এই দুঃখ মূলের সহিত।
 বিশ্বরণ করিলেন হৈয়া আনন্দিত ॥
 যদি ব্রজবাসিসকলের কোনজন।
 মধুপুংগবন করু করয়ে স্মরণ ॥
 খেদে কহে—'আমি স্বপ্ন দেখিলুঁ কিঞ্চিত'।
 ভয়ে শোক করে বহু রোদন-সহিত ॥
 গোপালের বিহারের মাধুরীর ভরে।
 আকর্ষিত বিমোহিত সর্বেক্ষিয়বরে ॥
 চিরকাল এইমত ব্রজবাসিজন।
 তৃত ভবিষ্যত কিছু না করে স্মরণ ॥
 কালান্তরে সেই ত অক্রুর পুনরায়।
 রথ নীয়া আন্য ব্রজে অনাগতপ্রায় ॥
 পূর্বমত নীয়া গেলে ব্রজের জীবনে।
 হৈলা পূর্বমত দশা ব্রজবাসিজনে ॥
 পুনর্বার মধুপুরে করিয়া গমন।
 করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কংসের নাশন ॥
 পূর্বমত ব্রজমধ্যে করেন গমন।
 এইমত নিশ্চয় করেন বিহরণ ॥
 এইমতে পুনঃপুনঃ পূর্বপূর্বমত।
 পুনঃ যান পুনঃ আসি ব্রজে ক্রীড়ারত ॥
 সেইমত কালিদমন পুনঃপুন।
 মুহুমুহু গোবর্দ্ধনধারণে নিপুণ ॥

বারবার প্রভুর বিবিধ লীলা পর।
 আশ্চর্য্য প্রবর্ত হয় ভক্তমনোহর ॥
 কৃষ্ণের পরম প্রেম কালকূটসম।
 তাহে বিমোহিত ব্রজবাসী নিরুপম ॥
 যত কৃষ্ণ-লীলাগণে যানে নিজমনে।
 পূর্ব অল্পভব যেন না কৈল কখনে ॥
 ইথে তাহাদের প্রেমাবেশ নিরন্তর।
 বিষোণে যোগেতে বাড়ে স্নমহত্তর ॥
 গোলোকেতে নিত্যবাসিগণ যত হয়।
 তাহারা যে বিশ্বরণ করে সমুদয় ॥
 সে কথা থাকুক দূরে—আমরা নূতন।
 আশাধেরো স্মৃতি নাহি থাকে কদাচন ॥
 অনির্কচনৌষ মহা মোহন মাধুর্য্যে।
 সরিতের ধারা সিন্ধু নিমম প্রাচুর্য্যে ॥
 তাদৃশ প্রিয়ে প্রেম-মহাধনচয়।
 লাভের উন্নত কেবা কি না বিশ্বরণ ? ॥
 অহো মহাশ্রু এই প্রভু সে আপনে।
 নিজপ্রিয়-প্রেম-সমুদ্রেতে মগ্ন-মনে ॥
 কিছু কৃতকার্য্য সদা করিতে সন্ধান।
 ক্ষম নাহি হন বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ ভগবান ॥
 প্রভুচরণের লীলা সব নিত্যা হয়।
 সচ্চিদানন্দময়ীশ্রেষ্ঠ স্বয়ং বিরাজয় ॥
 প্রভুপাদসেবা দ্বারা আকর্ষিতা হয়।
 সেইসেই পরিবারযুক্ত প্রবর্তয় ॥
 গোলোকের মাধুর্য্য-মাধুরীধারা যেই।
 তোমারে করিলুঁ তার অন্তর্গামী এই ॥
 সর্ব বৈকুণ্ঠাদি ধাম হৈতে বিলক্ষণ।
 নিঃশেষে কহিলুঁ এই তোমারে ব্রাহ্মণ ॥
 মাধুর্য্য ব্রাহ্মণ তাঁরে করে জিজ্ঞাসন।
 কৃষ্ণচন্দ্র মধুপুরী করিলে গমন ॥
 ভূমি কোথা বসতি করিলে কিপ্রকারে।
 বাহে চিরকাল করি বহু যত্ন সারে ॥
 ব্রজভূমে শ্রীগোপালদেবের সহিত।
 ক্রীড়ার আশায় পাল্যে সে ধাম বিহিত ॥
 ব্রজভূমে শ্রীকৃষ্ণের সর্বদা ক্রীড়ন।
 পরিত্যাগ নাহি ঘটে তাহা কদাচন ॥
 মধুপুরী গেলে তাঁর সহিত বিলাস।
 নাহি ঘটে, কহ দেখি ইহার নিষ্ঠাস ॥
 স্বরূপ কহেন—মম তুল্য যতজন।
 পাশ্চাত্যে গোলোক যারা করিয়া সাধন ॥
 প্রভুর আদেশে ব্রজে নন্দাদি-সহিত।
 নিজতুল্যজন-সহ সদা হয় স্থিত ॥

যেহেতুক গোলোকের এই ত স্থিত ।
 কৃষ্ণসদ্য বিনাও সর্বদা স্মৃতিব ।
 সেইস্থানে থাকিবার ইচ্ছা সদা হয় ।
 অল্পত্রে গমন করিবারে বাঞ্ছা নয় ।
 বিরহাদিকৃত দুঃখ গোলোকে যে হয় ।
 সর্বস্বত্ব-মন্তকে সে অত্যন্ত নাচয় ।
 শ্রীগোলোকে বিরহেতে যে শোক জন্ময় ।
 সর্বানন্দ-সমূহের উপরে নাচয় ।
 এই উক্ত প্রকারে শ্রীগোলোকে বসিয়া ।
 আমার মনের পরিপূরণ হইয়া ।
 পাইয়াও বাহ্যিক ফল সে বাঞ্ছিত ।
 বস্তুর স্বভাবে সৃষ্টি নহে কদাচিত ।
 তাথে ব্রজনারী-কুচ-কুঙ্কমে আচিত ।
 মনোরম পাদপঙ্খদ্বয় স্থললিত ।
 কোন নিজ-ইন্দ্রিয়াদি-দ্বারায় নিশ্চিত ।
 ত্যজিতে না পারি কণকালো কদাচিত ।
 এই দীনতর জনে মাধুর্য্য-নিষ্ঠার ।
 কৃপাপ্রসন্নতা যেই হইল তাঁহার ।
 অস্ত্রে অসম্ভাব্যহেতু কুজাপি কহিতে ।
 যোগ্য নাহি হয়—তবু কহিনু বিদিতে ।
 তোমার হিতার্থে শ্রীরাক্ষিকার আঞ্জার ।
 কহিলাম এইভাবে জানিহ ইহার ।
 যদি কহ—তবে এই ভৌমমথুরায় ।
 কি প্রকারে আইলে ? উত্তর শুন তায়— ।
 এইমতে চিরকাল থাকিয়া তথায় ।
 মর্ত্যলোক-মধ্যস্থিত এই মথুরায় ।
 শ্রীবিষ্ণু যেমত গোলোকে সব হয় ।
 সেইমত দেখিলাম ইহাতে নিশ্চয় ।
 হইলে শ্রীগোলোকের তত্ত্ব অল্পতবে ।
 এই মথুরার তত্ত্বজ্ঞান হয় সব ।
 শ্রীগোলোকভী যত গোপ-গোপীগণ ।
 পশু পক্ষী কুমি গিরি সরিত গোধন ।
 তাঁদের পৃথক মৃষ্টি বিশেষেতে বৃত ।
 সদা একরূপে কৃষ্ণকৌড়ায়োগ্য কৃত ।
 লোকের উজ্জ্বল প্রকারেতে সূনিস্কর ।
 গোলোকবিরহী কৃষ্ণ সর্বদা সময় ।
 গোলোকসদৃশ কৌড়া-আবলি-সকল ।
 বিস্তারিয়া বিভূষিত করেন নিশ্চল ।
 সেহেতু এ মথুরা-ব্রজেতে কদাচিত ।
 থাকিয়া কখন বা গোলোকে করে স্থিতি ।
 ভৌমমথুরামণ্ডলে গোলোকেতে আর ।

দুইস্থানে কিছু ভেদ না দেখি ইহার ।
 এখানে থাকিয়ে জানি আছিয়ে তথায় ।
 গোলোকে থাকিয়ে জানি আছিয়ে এথায় ।
 যদি কহ—‘পূর্বে কেন ছাড়ি এই স্থান ।
 গোলোক পাইতে যত্ন করিলে বিধান ?’
 পূর্বে এই তত্ত্ব অল্পতবে না হইয়া ।
 পরম বিভেদজ্ঞান কৈল মম হিয়া ।
 এইকণে সেই তত্ত্ব জানিয়া সন্ধান ।
 দুইধামে অভেদ হইল মম জ্ঞান ।
 যদি কহ—‘উর্দ্ধ-অধ-ভাবে, ভেদ হয়ে ।
 গমনাগমন হবে কর লোকদ্বয়ে ।
 তবে দুই লোকের বিচ্ছেদে দুঃখ হয় ?’
 ইহার উত্তর কহি শুনহ নিশ্চয়—
 গমনাগমনে ভেদ যে হয় জনন ।
 লোকদ্বয়ে চিন্ত-আহুরক্তির কারণ ।
 তাহাও না জানিয়ে যেমত প্রকাশিত ।
 কখনোবা কিছু দুঃখ হয় ত স্থচিত ।
 ‘এই স্থানদ্বয় হৈতে অত্র কোনধামে ।
 না স্মৃহে শ্রবণ দৃষ্টি মন কোনকামে ।
 এই স্থানদ্বয় হৈতে অত্র কোনস্থানে ।
 বর্তমান কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ংভগবানে ।
 আছেন তাদৃশ ভক্তসকল তাঁহার ।’
 এমত না মানে কতৃ হৃদয় আমার ।
 কৈকুর্ঠাদিবাসিগণ দেখে কদাচিত ।
 তাদিগেও দেখি কৃষ্ণবিরহে পীড়িত ।
 বৈকুর্ঠাদিলোকবাসি-মধ্যে কদাচিত ।
 গোলোকস্থ-ব্রজবাসী-সম ভাবায়িত ।
 না দেখিয়া অনুতাপে প্রেম প্রকাশিতে ।
 গোলোকস্থ শ্রেষ্ঠ স্মৃথ হয় ত উদিতে ।
 ভুলোক অবধি বৈকুর্ঠাদিবাসিগণ ।
 গোলোকবাসির নিত্য করেন পূজন ।
 সেই গোলোকীয়গণ সেই অল্পতবে ।
 মহত পদার্থ গোলোকের বৃত্ত সবে ।
 তার কতকত বিবরণ কহিবারে ।
 শক্ত হব আমি তাহে কেমতপ্রকারে ?
 অহো সেই গোলোকের যত পরিকর ।
 তাঁহাদিগে প্রণাম আমার বহুতর ।
 বন্দিয়া আনন্দে গুরুচরণাবিন্দ ।
 সর্বভোগদয় হয় যাহাতে অনিন্দ্য ।
 কথা যষ্ঠাধ্যায় সমুদায় বিরচনে ।
 কহে জয়গোবিন্দ গোবিন্দ ভাবি মনে ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃত গোলোকমাহাত্ম্যে-ইতিষ্টলাভো নাম যষ্ঠোধ্যায়ঃ ॥

সপ্তম অধ্যায়

সপ্তমে শ্রীকৃষ্ণপত্নী কৃপয়া প্রেমবেগতঃ ।

তৎকং কৃষ্ণপ্রসাদোহভূদ্বিপ্রো তস্মিন্নিতীৰ্য্যতে ॥*

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময় ।

জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর তনয় ॥

জয়জয় সীতানাথ জয় ভক্তগণ ।

দীনহীন-প্রতি কর কৃপাবলোকন ॥

স্বরূপ কহেন তবে—শুন হে ব্রাহ্মণ !

পরম যে সাধ্য, আর পরম সাধন ॥

মম উক্তপ্রকারেতে করিয়া বিচার ।

সম্প্রতিক করহ নিশ্চয় তুমি তার ॥

মাথুর ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! মহৎপ্রাপ্য যেই ।

দেবীর প্রসাদে সর্ব পাল্যে মান সেই ॥

অবশিষ্ট মদনগোপালের দর্শনে ।

আছে, সেই হৈল প্রায়, তাহা জান মনে ॥

ভগবান্ গোলোকনাথের কৃপাভর ।

দেখিতেছি ব্যক্তরূপ তোমার উপর ॥

দেখ ভক্তসকলের, আর আপনার ।

নিশ্চয় পরম গোপ্য যে বৃত্তান্ত সার ॥

কহিলাম নিঃশেষেতে আমি সেইসব ।

আপনার মনে ইহা কর অহুভব ॥

নিজ ভাববিশেষেতে কৃষ্ণপদাশ্রয় ।

নিজমনে লজ্জায় প্রকাশে যোগ্য নয় ॥

মোহ-উন্মাদাদি দশা জন্মিলে আমার ।

তাহে বিশ্বিয়া নিজপর-সমাচার ॥

সেহেতু বিশেষ-জ্ঞান-রহিত প্রকারে ।

যেই নাহি অহুভব হৈল। আপনারে ॥

কৃষ্ণক্সে আমার হৃদয়ে প্রবেশিলা ।

সেইসেই সব এই বলে নিঃসারিলা ॥

সেইহেতু তব অগ্রে আইল বদনে ।

মম অনিচ্ছায় ইহা জ্ঞান কর মনে ॥

ইথে শীঘ্র ফলপ্রদ বিশ্বাস তোমার ।

জন্মেছেন কণে আমি জ্ঞানিল প্রচার ॥

স্বয়ং শ্রীরাধিকাদেবী প্রভাতসময়ে ।

করিলেন আদেশ আমারে কৃপোদয়ে—

“হেদে হে স্বরূপ ! মম কুঞ্জে এইক্ষণ ।

আসিতেছে মম ভক্ত মাথুর ব্রাহ্মণ ॥

সেখানে একাকী তুমি করিয়া গমন ।

সর্বমতে করি উপদেশ-প্রকাশন ॥

প্রবোধ করিয়া পুনঃ আশ্বাসিয়া তার ।

প্রাপ্ত কর শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ স্বয়ং ॥”

শ্রীরাধাদেবীর এই সমাদেশ পাই ।

শীঘ্র এইস্থানে উপস্থিত হৈলু আই ॥

শ্রীরাধার আজ্ঞাপ্রাপ্তি-হর্ষের কারণ ।

কৃষ্ণসঙ্কস্বে না করিলু অপেক্ষণ ॥

শ্রীরাধার আজ্ঞা প্রতিপালনে নিশ্চয় ।

কৃষ্ণবলীকারে সেই প্রাথমিক হয় ॥

পরীক্ষিত কহেন—স্বরূপ সেই বিজে ।

এইমত বহুতর কহিয়াও নিজে ॥

উদয় না দেখি প্রেমসম্পদের সার ।

অর্পণ করিলা হস্ত মন্তকে তাঁহার ॥

মহাত্মা শ্রীস্বরূপ যে কৈলা অহুভব ।

তাঁহার কৃপায় ব্রাহ্মণের চিত্তে সব ॥

আপনা হইতে যেন অহুভব ছিল ।

তৎকণেতে এককালে সকল স্মরিল ॥

মহৎসম্মের এই মাহাত্ম্য সে হয় ।
 পরম অদ্ভুত তাহা জানিবে নিশ্চয় ॥
 যেই সাধুসঙ্ঘ হৈতে সত্ত্ব বিপ্রবর ।
 স্বরূপের ভাষা হৈল কৃতার্থ সধর ॥
 স্বরূপের মত সেই ব্রাহ্মণ সধরে ।
 যম্ব হৈল মহাপ্রেমের সাগরে ॥
 বিকারের উর্ধ্ব—শ্বেদ-কম্প-আদি যত ।
 তাহে হৈল ব্যাপ্ত অতি স্বরূপের মত ॥
 হা কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি বলি করয়ে যোদন ।
 'কিশোরশেখরে মোরে করাহ দর্শন ॥'
 স্বরূপের আর চরিত্রপ্রাণিগণে ।
 নমস্কার করি ত্বণ ধরিয়া দশনে ॥
 তম্ব শোক আভিধনি বিকার-সহিত ।
 দ্বিজবর জিজ্ঞাসেন সবারে ব্রিহত—॥
 'কোথায় কোথায় কৃষ্ণ শ্রীনন্দনন্দন ?
 করিয়াছ তুমি কিবা তাঁহারে দর্শন ?—
 প্রেমসমুদ্রেতে মম্ব স্বরূপ তখন ।
 বিবশ্ব বিপ্রের প্রেম করিয়া দর্শন ॥
 হেন গুরুপদ বিপ্র করিয়া ধারণ ।
 কৃষ্ণনাম মনোরম করেন কীর্তন ॥
 কণে মহাপ্রেমবেগে যন্ত্রিত হইয়া ।
 মহোন্মত্ত-মত উঠি সে বনে ব্রম্মিমা ॥
 করীরকুঞ্জেতে বহুকণ্টক-আচিতে ।
 পড়িল মাধুরী দ্বিজ হৈয়া বিমুচ্ছিতে ॥
 ওগো মাতা ! তবে দূরে হইল প্রচার ।
 গভীর মধুর বেগু-শৃঙ্গরব আর ॥
 তোম্বিবিধা আর দল-বাঞ্ছাতে মিলিত ।
 গো-সবার হাষারবে অত্যন্ত মিশ্রিত ॥
 সেইসব রবে গুরুশিষ্য দুইজন ।
 বোধপ্রাপ্ত হইয়া উঠিল সেইকণ ॥
 সেই উচ্চনাদ-অভিমুখেতে ধাইলা ।
 শ্রীকৃষ্ণ গোপালদেবে তথায় দেখিলা ॥
 অতি মনোহর রূপ শোভিত সকল ।
 স্মৃষ্টগ্রাম গাত্র—কাস্তিসমূহে উজ্জল ॥
 পশুদিগে জল পিলাইতে যমুনায় ।
 আর বরস্তের সহ করিতে বিহার ॥
 গোপীগণে নোকা-পার-করণ প্রভৃতি ।
 কার্য্যহেতু অনন্ত বাহার লীলাকৃতি ॥
 গজেন্দ্রলীলার দ্বারা পূজ্য বৃত্তগতি ।
 করিছেন আগমন সন্নিধানে অতি ॥
 স্বকীয় কৈশোর তাঁর মহা বিভূষণ ।
 বিচিত্র লাবণ্যভরণের সিদ্ধ হন ॥

জগতের মনোনেত্রহর্ষেরে বাচায় ।
 মুহুমুতঃ নৃতন মাধুরী ধরে তায় ॥
 দ্বাত্রিংশত সন্নকণে শ্রবনরাজ হয় ।
 কদম্বের পুষ্পে কর্ণভূষণ শোভয় ॥
 ময়ূরপিচ্ছের চূড়, পট্ট পীতাম্বর ।
 মুক্তাবলী-লবিত্রী শ্রীকৃষ্ণকণ্ঠবর ॥
 বিলম্বিত গুঞ্জা-মহা-হারেতে ভূষিত ।
 পীনবন্ধ শ্রীবৎস-লক্ষ্মীতে সুলক্ষিত ॥
 সিংহশ্রেষ্ঠ-মধ্য, শতসিংহবিক্রমিত ।
 পাদপদ্ম সৌভাগ্যের সাগরেতে পুঞ্জিত ॥
 কদম্ব তুলসী গুঞ্জা শিখণ্ড প্রবাল ।
 মালার শ্রেণীতে চাক্র বেশ অতি ভাল ॥
 বিচিত্র পুষ্পের কাঞ্চী কটিকটে রাজে ।
 তাহা লম্বমানেন্তে নিতম্বদেশে সাজে ॥
 স্তবর্ণে রচিত দিব্য অঙ্গদ কঙ্কণ ।
 মনোহর স্বলয়িত ভূজে স্তম্ভোভন ॥
 বিশ্বাধরে স্তম্ভ মনোহর বেণু সার ।
 সে বাজে নাচয়ে পদ্মকরাল্লি তাঁর ॥
 আপনি করিছে যে অপূর্ণ বেণুগীত ।
 বিশ্বলোক তাহার ভক্তীতে বিমোহিত ॥
 বক্র অঙ্গ-চঞ্চল লীলায় বিলোকয় ।
 সে ভূষণে বিভূষিত নেত্রপদ্মদ্বয় ॥
 চাপতুলা ভ্রুগুণের নর্তনশোভায় ॥
 বাচাইছে প্রেতজন-অম্বরগাগ তায় ॥
 মুখপদ্ম দ্বয়দ্বাশ্র শ্রীকৃষ্ণ সদায় ।
 আশ্রয়ামগণচিত্ত আকর্ষে শোভায় ॥
 তিলপুষ্পসম নাসিকার অগ্রপার ।
 বিরাজিত গজেন্দ্রের এক-মুক্তাবর ॥
 কভু গোধূলিভূষিত অলকান্দর ।
 সংবরণ করিবারে শোভমান কর ॥
 উর্দ্ধগুণ্ড যমুনায় স্তম্ভমুত্তিকার ।
 অর্ধচন্দ্রাকৃতি তালপট্ট ক্ষীত তায় ॥
 গিরিহরিতালাদিত্তে চিত্রিতাজ হয় ।
 নানা মহারঙ্গ-স্তরঙ্গের সিদ্ধুর ॥
 দাঁড়াইয়া কদাচিত্তে ত্রিভুজী-ললিত ।
 অনেক কোশলে বাজায়েন বংশীগীত ॥
 সে কোশলে হাসায়েন নিজ মিত্রগণে ।
 ভূষিত করেন ভূমি নিজ শ্রীচরণে ॥
 অগ্রজমা বলরাম রমণীয়দেহ ।
 গোপালদেবের তুল্য বয়োবেশে এহ ॥
 নীলবস্ত্রে অঙ্গস্ত গৌরমুষ্টি তায় ।
 হেন বলরামে যুক্ত কৃষ্ণ শোভা পায় ॥

সখাগণ আত্মতুল্য নিরুপম হয় ।
 শ্রিয় সেইগবে আছে আবৃত শোভায় ॥
 গুরু-শিষ্য সেই রূপ করিয়া দর্শন ।
 হৈল মহাহর্ষশ্রেণীতার গাটগণ ॥
 পড়িলেন কিবা দণ্ডপ্রণামকারণ ।
 সন্ন্যাস-ধ্বংসিত-সর্বনৈপুণ্য দুইজন ॥
 শ্রিয়প্রেমবশ কৃষ্ণ ধাইলা তখন ।
 হর্ষভরে মুগ্ধ করিলেন আগমন ॥
 তাঁহাদের উপরেতে হইলা পতন ।
 দার্ষ মহাভূজে আলিঙ্গিয়া দুইজনে ॥
 অহো কৃষ্ণ মহাপ্রভু কৃপাত্ত হৃদয়ে ।
 আন করাইলা সে প্রেমাপ্রধারাচয়ে ॥
 ক্ষণেক উঠিয়া করষে দুইজনে ।
 উঠাইয়া করিলেন স্থির সেইক্ষণে ॥
 গাত্রে লগ্ন অশ্রু আর ধূলির মার্জন ।
 করিয়া দরালু মুগ্ধ কৈলা আলিঙ্গন ॥
 তথায় ভূমিতে বসি তাঁদের সহিত ।
 ঝাক্যামুতে ভিন্নবরে করেন তোষিত— ॥
 হে ঐক্যনন্দা মথুরাজুগৃহীতাব্য ।
 বিশ্রামগারের চক্ষু আচাধ্য ! ॥
 জিজ্ঞাসিয়ে—সর্বযতে তোমার কুশল ।
 কহ কহ বিরাজিত হয় কি সকল ॥
 সব পরিবারের সহিত সে আমার ।
 তোমার প্রভাবেতে কুশল অনিবার ॥
 তোমার উপরে যেই মম কৃপা হয় ।
 তাহাতে আকৃষ্টচিত্ত জানিহ নিশ্চয় ॥
 ‘কবে তুহি আগমন করিবে এখান ।’
 পথনিরীক্ষণে আমি থাকি সর্বদা ॥
 তদ্ব তুমি আমারে যে করিলা স্মরণ ।
 তদ্ব চিরকালপরে করিলা দর্শন ॥
 তোমার স্বাধীন আমি জানিবে ব্রাহ্মণ ।
 আপন ইচ্ছায় এথা করহ ক্রীড়ন ॥
 পরীক্ষিত কহে—জনশর্মা শিজঘরে ।
 সম্পূর্ণ সন্ন্যাস আর প্রেমানন্দভরে ॥
 বশীকৃত হই তবে প্রত্যাশ্রয় দিতে ।
 শঙ্ক নাহি হন আর দর্শন করিতে ॥
 বাঞ্ছিতে সম্যক্ কৃষ্ণকর্তৃ সে হইল ।
 নয়নের দৃষ্টি অপ্রধারার রেখিল ॥
 কেবল শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মদয় ।
 যত্নকে ধরিয়া বহু রোদন করয় ॥
 দ্বাতাচূড়ামণি কৃষ্ণ ভাবে নিজমনে— ।
 এই বিশ্র করিলেক আত্মা-সমর্পণে ॥

আমি যদি বশীকৃতরূপেতে ইহায়ে ।
 নিজ আত্মা সমর্পণ করিয়ে প্রচারে ॥
 তবে সম হৈলে মম কিবা উদারতা ।
 আত্মা হৈতে অধিকো না দেখিয়ে দেবতা ॥
 হইলা আকুল প্রতিদেব না দেখিয়া ।
 বলে গাত্রে চৈতে অলঙ্কার আকর্ষিয়া ॥
 সেগব ভূষণে বিপ্রে করিয়া ভূষিত ।
 স্বরূপের মত করিলেন সুশোভিত ॥
 এইমতে কৃষ্ণ নিজ শ্রিয় সহচর ।
 গোপকুমারস্ব করি প্রীতিপন্ন তাঁর ॥
 তাহাতে পরম কৃপা করিলা বিস্তার ।
 জনশর্মা পাইয়া সে করুণার সার ॥
 স্বরূপের মত বিধানেন্তে সুনিশ্চয় ।
 পরিপূর্ণ-সর্বকল হৈল সেসময় ॥
 অতঃপরে বৈষ্ণবনি স্নেহেত স্বারায় ।
 পশুদিকে আহ্বান করিয়া তামরায় ॥
 মুখশব্দ বিচিত্র করিয়া সেইক্ষণে ।
 জলপান করাইলা সব পশুগণে ॥
 সেইশব্দে সুখদেশে যত পশুগণে ।
 নিরোধিয়া পশুগণে, বসিয়া আপনে ॥
 জনশর্মা স্বরূপ অগ্রজ সখাগণ ।
 সকলের সহ কৈলা জলেতে ক্রীড়ন ॥
 পরস্পর জল সেকে কৃষ্ণ সখাগণে ।
 কত জল দিয়া করে ভজের প্রাণণে ॥
 কত সখাগণ হৈতে পাই উজ্জ্বল ।
 বিহারবিদগ্ধ কৃষ্ণ হাসেন বিস্তর ॥
 বহু জলবান্য শুভ তাদের সহিত ।
 বাজাইয়া যমুনায় প্রবাহে ছরিত ॥
 স্রোতের উজ্জান আর ভাটায় তখন ।
 করিলেন বিচিত্র ক্রীড়ন সন্তরণ ॥
 কত যমুনায় জলে লুকাইয়া কায় ।
 পদ্মবনে কৃষ্ণ নিজ মুখ রাখি তায় ॥
 সুতুলী এইমতে হইলেন স্থিতে ।
 বেন কেহ তাঁহায়ে না পারয়ে লক্ষিতে ॥
 কৃষ্ণের দর্শনে প্রাণ ধরে সখাগণ ।
 অবেষণ করি কৃষ্ণে না পান যখন ॥
 বন্ধুগণ ব্যগ্রবৃদ্ধি চাইয়া তখন ।
 মহা দুঃখী স্নানরোক্ষে করেন মৌদন ॥
 তবে হাসি পদ্মবন হৈতে বাহিরিলা ।
 সখাগণ যেনমাত্র শ্রীকৃষ্ণে দেখিলা ॥
 প্রকৃষ্ট হর্ষগমুহে বিকাসি নয়ন ।
 লক্ষ্যগতি সবে অগ্রে করেন গমন ॥

পরম কৌতুকী কৃষ্ণ তাঁদের সহিত ।
বিহরেন জলক্রীড়া করি সুবিহিত ॥
পদ্মপুষ্পে মৃণালসমূহে গাঁথি হার ।
সহচরগণে করিলেন সালঙ্কার ॥
সেইরূপ মালাও কৃষ্ণেরে সবে দিলা
জল হৈতে তবে সবে উপরে উঠিলা ॥
মধ্যাহ্নে ভোজন করিতে সেই বনে ।
যমুনার পুলিন বিস্তীর্ণ সুশোভনে ॥
সখাসহ বসিলেন মণ্ডলী করিয়া ।
সকলের মধ্যে বলরামে বসাইয়া ॥
নিজনিজ গৃহ হৈতে প্রাতঃকালে যেই ।
আনিলা অভূত ভোজ্যদ্রব্য সব সেই ॥
স্বয়ং পরিবেশন করেন বিলসিয়া ।
লীলায় রচিত মৃত্যুগতিতে ভ্রমিয়া ॥
সকল ক্ষত্রেতে সেই ফল সব হয় ।
বুন্দাবনে নিত্যনিত্য সে ফল জন্মায় ॥
আনিয়া সে ফল সব অতি স্বাদুতরে ।
ওগো মাতা ! যথাক্রটি দেন সহচরে ॥

কলানাং নামান্ধাহ (বৃ: ভা: ২।৭।১৫)—

রসাল-তাল-বিদ্যানি বদরামলকানি চ ।
নারিকেলানি পনস-দ্রাক্ষা কদলকানি চ ॥
মাগরজ্জানি গীলূনি করোরাণ্যপরাণ্যনি ।
খণ্ড রদাড়িমাণীনি পঞ্চানি রসবন্তি চ ॥ ইতি ॥

যেইসব ফল পরিবেশন করিলা ।
তার মধ্যে কিছুকিছু আপনি লইলা ॥
থাকি তারতার কাছে অচ্যুত খায়েন ।
সহচরগণেরেও যত্নে খাওয়ায়েন ॥
সখাগণ কিছু খায়্যা মিষ্ট পরীক্ষিয়া ।
উঠিউঠি কৃষ্ণমুখে দেন সাদরিয়া ॥
প্রশংসি কৌশলহাস্তে মধুর চর্কণে ।
নানা সুখভঞ্জে হাসায়েন সখাগণে ॥
নানা প্রেয়দ্রব্য অন্ন মিষ্ট তজ্জ আর ।
অলাবুপাত্তাদি-ধৃত জল যমুনার ॥
পিয়া পিয়াইয়া গোপগণে রমে স্থিত ।
নানাবিধ-সুখক্রীড়া-কৌতুক-পণ্ডিত ॥
আচমন করিয়া তাহুল সুগন্ধিত ।
আপন-আপন গৃহ হইতে আনীত ॥
জ্বাক-কপূর-আদি মগলা মিলনে ।
বিভাগ করিয়া কৃষ্ণ খায়েন আপনে ॥
তুলসী মালতী জাতী লবঙ্গ মল্লিকা ।
স্বর্ণযুথী শ্বেতযুথী কেতকী বিটিকা ॥

কুন্দ কুজ করবীর মাধবী কাঞ্চন ।
রক্তপদ্ম শ্বেতপদ্ম পলাশ দমন ॥
কদম্ব বকুল নাগ পুন্নাগ চম্পক ।
জবা নবমল্লিকা অর্জুন পাটলক ॥
কুটজ অশোক নীপ কর্ণিকা মন্দার ।
প্রিয়ক প্রভৃতি পুষ্প নিবিধপ্রকার ॥
পত্রসহ আনি বিরচিলা সখা যত ।
বৈজয়ন্তী-বনমালা-আদি নানামত ॥
অশুরু কণ্ডুরী আর কুঙ্গুম চন্দন ।
বুন্দাবন হৈতে সবে কৈলা আনয়ন ॥
অত্র সুগন্ধিসহিত কারিয়া পেষণ ।
সকলের অঙ্গ তাহে হইল লেপন ॥
নিকুঞ্জে সুগন্ধি পুষ্প সুবাসিতবরে ।
মধুকরপুঞ্জ গুঞ্জগুঞ্জ শব্দ করে ॥
নবীন-কোমল-পত্রগুচ্ছে পুষ্পজাতে ।
রচিত শয্যায় কৃষ্ণ শুইলেন তাতে ॥
প্রিয়সখা শ্রীদামের ক্রোড়ে শির দিলা ।
পদসংবাহন কেহ করিতে লাগিলা ॥
কেশ প্রসাধয়ে কেহ কর সংবাহয়ে ।
কেহ গীত শ্রব, কেহ পত্রোতে বীজয়ে ॥
মুখকমলের নানা করিয়া বিকার ।
কোশলের ভঙ্গী সব তাহাতে প্রচার ॥
হাস্তকেলিদক্ষ সখাগণে সুখ দেন ।
রামসহ বিশ্রামের কেনি বিস্তারেন ॥
পরে শিলা-বেণু-নাদে উঠায়া গোপগণে ।
গৌবর্দ্ধননিকটেতে করেন চারণে ॥
শিখণ্ডের চূড়া, হরিতাণের ভিলক ।
গুঞ্জামালা-প্রভৃতিতে যতেক বালক ॥
'আমি পূর্বে আমি পূর্বে করিব রচিত ।'
এত কহি যথাক্রটি করেন ভূষিত ॥
নুতন আগত জনশ্রুতি বিপ্রবরে ।
সমর্পণ করি কৃষ্ণ স্বরূপের করে ॥
সায়ংকালে পূর্বভম ব্রজে প্রবেশিয়া ।
বিলাস করেন ব্রজজনে হর্ষ দিয়া ॥
এইমতে ইতিহাস করি সমাপন ।
মাতাপ্রতি পরীক্ষিত কহেন বচন— ॥
শ্রীগোপীনাথের প্রসন্নতা পাইয়াছ ।
মহাসাধুজনমত-মতি হইয়াছ ॥
আপন প্রণের মাতা ! উত্তর এক্ষণে ।
আপনি বিচার করি করছ গ্রহণে ॥
পুন পরীক্ষিত মাতৃস্নেহেতে উত্তর ।
প্রকাশিয়া ফলিতার্থ উপদেশপর ॥

প্রকরণার্থের উপসংহার করিয়া ।
 কহেন জননীপ্রতি তত্ত্ববোধ দিয়া— ॥
 সম্পূর্ণ পরমানন্দসমূহ যে ভায় ।
 তার অন্ত্যসীমার গম্ভীর সিদ্ধপ্রায় ॥
 শ্রীগোলোক—তাহাতে গমন গো জননি ।।
 আপনি প্রয়াস দ্বারা সাধহ এখনি ।
 যতাপি শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদেতে তত্ত্ব গতি ।
 তথাপি নিমিস্ত—সাধকের শ্রদ্ধা-রতি ॥
 অত্থথা সৰ্বত্র যদি উদাসীন হয় ।
 তবে ভগবানের প্রসাদ কভু নয় ॥
 যে গোলোকে যাক্রামাত্রে সে নাথ-সহিত ।
 মধুরমধুর ক্রীড়া নানা সংঘটিত ॥
 যদি কহ—‘তোমার উক্তির অনুসার ।
 শ্রীগোলোকসহ এই ভোম-মধুরার ॥
 অভেদহেতুক কেনে এখানে গমন ।
 না সাধিয়ে’, তাহে শুন উত্তর বচন— ॥
 গমনমাত্রেতে ভোম-মধুরার গলে ।
 যেকোন ব্যক্তির সদা সময়ে সকলে ॥
 শ্রীকৃষ্ণের সহ সেই বিবিধ ক্রীড়ন ।
 সিদ্ধ নাহি হয় নিরন্তর কদাচন ॥
 কিন্তু কোন দ্বাপরযুগান্তে যে-সময় ।
 শ্রীগোলোকনাথ অবতরি প্রকটয় ॥
 সে-কালে গমনমাত্রে সবার নিশ্চয় ।
 যেকোনপ্রকারেতে মানস সিদ্ধ হয় ॥
 অত্থকালে কৃষ্ণপ্রিয়জন-রূপাচয়ে ।
 ভোম-মধুরায় কারো ইষ্ট সিদ্ধ হয়ে ॥
 সেইহেতু কৃষ্ণপদ প্রিয় যাহাদের ।
 পদধূলি সঞ্চয় করহ তাহাদের ॥
 ওগো মাতা ! শিরে ধর সে ধূলিনিচয় ।
 যাহে গতমাত্রে নিজাভীষ্ট সিদ্ধ হয় ॥
 গোপীকুচতট-কুঙ্কমের শোভাভর ।
 তাহে আত্র শ্রীযুগচরণদ্বয়বর ॥
 তার প্রীতিবৃত্ত সঙ্গ করয়ে প্রদান ।
 জানিবারে ইচ্ছা গো জননি ! হেন স্থান ॥
 এই হেতু সংপ্রতিক সত্বকে তোমার ।
 মধুর-গহন-প্রভাব-অনুসার ॥
 কহিলাম শ্রীগোলোকমাহাত্ম্যসঞ্চয় ।
 যাহা শুনি অশেষ-সংশয়-নাশ হয় ॥
 বৈকুণ্ঠেরো উপরি যে ধাম বিরাজয় ।
 অত্থ কোন উপায়ে তাহার লাভ নয় ॥
 নিতান্ত শ্রীগোপীনাথপদরূপাচয়ে ।
 লাভ হয় সেই ধাম জনিহ নিশ্চয়ে ॥

বাহার-বাহার-পরে গুরু ফল যেই ।
 তাহার প্রাপ্তির ভূমি শ্রীগোলোক সেই ॥
 যে-গোলোকবাসি-জন যেনে মনেন ।
 তারে অতি প্রেমসম্পত্তির নিষ্ঠা দেন ॥
 সম্প্রতিক এই উক্ত উপাখ্যানবয়ে ;
 মহামুনিগণের যে যুক্ত বাধ্য হয়ে ॥
 কহিয়ে একপে তাহা করহ শ্রবণ ।
 যাহে নিজ চিস্তের হইবে সন্তোষণ— ॥
 সবলোক-উক্তে শ্রীবৈকুণ্ঠলোক হয় ।
 নারদাদি ব্রহ্মঋষিগণেতে সেবয় ॥
 তত্ত্ব গতি হয় উমাসহ শ্রীশিবের ।
 জ্যোতিঃস্বরূপের মহাশয়সকলের ॥
 তাহার উপরে শ্রীগোলোক বিরাজয় ।
 যারে সাধনেতে যোগ্য নন্দাদি পালয় ॥
 অথবা যাহারা যোগ্য কৃষ্ণবলীকারে ।
 শ্রীরাধাপ্রভৃতি পালে বিচিত্র-বিহারে ॥
 সেই ধাম নিত্য সর্বসময়েতে গত ।
 মহাকাশগত পর হয় ত মহত ॥
 সর্বোপরি বৈকুণ্ঠের উপরি রাজয় ।
 সমাধির দ্বারা জানিবারে শক্য হয় ॥
 জিজ্ঞাসিয়া ব্রহ্মারে ইন্দ্রাদি দেব সব ।
 করিতে না পারেন যাহার অনুভব ॥
 ‘ব্রহ্মারে দুর্জয়’ ইথে হইল ধ্বনিত—।
 ‘অন্তে জানিবেক কিবা তারে প্রকাশিত ? ॥’
 শব্দদমে যুক্ত যে স্মৃতিতর্কী জন ।
 সত্যলোকপর্যন্ত তাদের প্রাপ্য হন ॥
 বিষুবিসম-তপস্তায় যুক্ত যেই নর ।
 শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে শ্রেষ্ঠা গতি নিরন্তর ॥
 গোপ-গোপীপ্রভৃতির গোলোকেতে গতি ।
 অত্থের সে লোক হয় দুরারোহ অতি ॥
 ‘ইন্দ্র যবে বর্ষণে তাহারে দুঃখ দিল ।
 ধৃতিমান ধীর কৃষ্ণ তখন রক্ষিল ॥’
 হরিবংশে এই সব কহিল বচন ।
 স্বন্দপুরাণীর ইবে শুনহ কথন— ॥
 ‘এব বহুবিধরূপে পৃথীতে ভ্রমণ ।
 শ্রীগোলোক ব্রহ্মলোক সত্য সনাতন ॥’
 কহেন জনমেজয়—হে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব !।
 বৈষ্ণবায়নের মুখে এই শ্রোক সব ॥
 শুনিয়া তখন কোন্ অর্থ হৈল জ্ঞান ।
 তোমা হৈতে শুনি কোন্ অর্থ চিন্তে ভাণ ? ॥
 ‘সত্যনামে ব্রহ্মলোক প্রপঞ্চমধ্যেতে ।’
 ইত্যাদিক অর্থ জ্ঞান হইল পূৰ্ব্বোক্তে ॥

ভব মুখে সেইসব করিয়া শ্রবণ ।
‘প্রপঞ্চের অতীত বৈকুণ্ঠোপরি হন ॥
শ্রীগোলোক’ ইত্যাদিক অর্থ এইক্ষণে ।
তব প্রসাদেতে দীপ্ত পায় মম মনে ॥
ভাগবতসকলের আশ্চর্য্য মহিমা ।
পরম অদ্ভুত—যার নাহি আছে সীমা ॥
কথার সমাপ্তি আশঙ্কিয়া মম মন ।
পরিভাপ করে যেন অরবুজজন ॥
কিছু রসায়ন—কৃষ্ণ তাঁর ভক্ত কথা ।
দান কর অতি সুখী থাকে মন যথা ॥

শুনি জৈমিনি কহেন—যেন রসায়ন ।
গোলোকমাহাত্ম্যে ব্রহ্মসংহিতাবচন ॥
তথা ব্রজ আর তদ্বাসীর মহিমার ।
দশমস্কন্ধোক্ত পদ্যে করেন বিস্তার ॥
ওহে বৎস ! মধুর বিচিত্র ভাবময়ে ।
তব পিতা যে কহিল উপাখ্যানদ্বয়ে ॥
তাহে যুক্ত পত্ন সব মনোহর হয় ।
শ্রুতি-স্মৃতিগণের নানার্থসারময় ॥
হঠে হৈয়া গোলোকে র মাহাত্ম্যাকথার ।
গাইল তোমার অগ্রে শ্রুখে মন ভায় ॥
তাহে ভব তাত-বিরোগের দুঃখ যায় ।
শ্রুতেতে ভ্রমিয়ে, তাহা কহিয়ে তোমায়—

ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (বৃঃ ভাঃ ২।৭।৬৬)—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিভাতি-
জ্যোতির্ষ এব নিজরূপতয়া কলাতিঃ ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাস্বভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষঃ তমহং ভজামি । ০ ।
সুপ্রসিদ্ধ বৈদক্ষী সে গুণ-রূপাদিক ।
অথবা নিজাংশ গোপগোপী প্রভৃতিক ॥
স্বাভাবিকহেতু কিবা সমানবিভবে ।
আনন্দচিন্ময়রসে নির্মিত যেসবে ॥
ঐহাদের সহিত শ্রীগোলোকে নিচ্চয় ।
অখিলের অন্তর্ধামী যেই নিবসয় ॥
সেই শ্রীগোবিন্দ আদিপুরুষ যে হন ।
ঐহার করিয়ে আমি নিতান্ত ভজন ॥

তত্রৈব (ঐ ৬৭)—

গোলোকনাথি নিজধামি তলে চ তত্ৰ,
দেবী-মহেশ-হরিধামত্ৰ তেবু ভেবু ।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন,
গোবিন্দমাদিপুরুষঃ তমহং ভজামি । ০ ।

গোলোকানাথ নিজ ধামে তলেও তাহার ।
প্রকৃতির শিবের হরির ধামে আর ॥
প্রভাবসমূহ কৈল যে প্রকট দিয়ে ।
সেই আদিপুরুষ গোবিন্দেই ভজিয়ে ॥

তত্রৈব (ঐ ৬৮)—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো,
ক্রমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্ ।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী,
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাখ্যানমপি চ । ০ ॥

যে গোলোকে নারীগণ মহালক্ষ্মী হয় ।
পরমপুরুষ কৃষ্ণ কান্ত বিরাজয় ॥
বৃক্ষগণ কল্পতরু, অমৃত সে জন ।
চিন্তামণিগণময়ী ভূমি ত সকল ॥
কথা গান কর্ণমুখাবহের কারণ ।
প্রিয়সখী বংশী, নাট্যস্বরূপ গমন ॥
প্রদীপাদি জ্যোতি চিদানন্দরূপ যায় ।
গোবিন্দ-অধরামৃত আশ্রিত তাহার ॥
প্রায় সেইস্থলে ভগবতী গোপিকার ।
প্রাধিকারহেতুক হেন কহিলেন সার ॥

তত্রৈব (ঐ ৬৯)—

স যজ্ঞ কীরাক্তিঃ সয়তি সুরভীভাশ্চ স্মমহান্,
নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ ।
ভজো য়েতদ্বীপঃ তমহমিহ গোলোকমিতি ষং,
বিশ্বস্তম্ভে সন্তঃ ক্ষিতিবিলচাবাঃ কতিপয়ে । ০ ॥

যেই য়েতদ্বীপে কীরসাগর নিঃসরে ।
কামধেনুসকল হইতে নিরন্তরে ॥
নিমেষার্দ্ধ-পরার্দ্ধাখ্যে যে স্থানে সময় ।
নাহি যায়—অর্থাৎ নাহিক কালভয় ॥
সেই য়েতদ্বীপে আমি করিয়ে ভজন ।
বিশুদ্ধ দ্বীপের তুল্য কোন স্থান হন ॥
প্রপঞ্চান্তর্গত কীরসমুদ্রে বর্ত্তন ।
‘য়েতদ্বীপ’-নামে সেই স্থান ইহা নয় ॥
যাহারে ‘গোলোক’ করি জানেন প্রভব ।
ক্ষিতিতে বিরলচারী কতক সাধব ॥
ইহাতে নিগূঢ় স্থান হইল স্থচিত ।
সর্বজন তাহারে না জানেন নিশ্চিত ॥

ব্রীহদ্রসম্বন্ধে (ভাঃ ১০।৪৪।১৩)—

পৃথ্বা বত ব্রজভূবো যদয়ং নৃলিঙ্গো,
গূঢ়ঃ পূৰ্বাপপুরুষো বনচ্ছিন্নমালাঃ ।
গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ কৃশয়শ্চ বেণুঃ,
যিকীড়য়াকৃতি গিরিক্রয়মার্কিতাজিঃ । ১ ।

মথুরায় রক্তভূমে শ্রীনন্দনন্দন ।
 চাপুসাদিস্থ যুদ্ধ করেন যখন ॥
 মথুরানাগরী সব কুনীতি দেখিয়া ।
 কহেন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ মি প্রাশংসিয়া— ॥
 ব্রজভূমি কিম্বা ব্রজভূমিজাত যত ।
 পুণ্যযুক্ত এই পুরী না হয় সেমত ॥
 বাহে এই কৃষ্ণচন্দ্র পরমমোহন ।
 শিব মহালক্ষ্মী ষাঁর সেবন চরণ ॥
 পুরাণপুরুষ—চিত্র-বনমালা ধরে ।
 নন্দুয়ালক্ষণে গোপনীয়ভাবে চরে ॥
 রামসহ কিম্বা গোপকুমার-সহিত ।
 গো-পালন করেন রাজার্যা বেগুণীত ॥
 রাস আদি বহুলীলা করিয়া যাহার ।
 ভ্রমণ করেন কৃষ্ণচন্দ্র হারহায় ॥
 অথবা গিরির দ্বারা করেন রক্ষণ ।
 'গিরিত্রে'-শব্দেতে হয় শ্রীনন্দনন্দন ॥
 তাঁহারে রমেন স্থি হর্ষভঙ্গ দিয়ে ।
 'গিরিত্রননা'-শব্দেতে শ্রীরাধা কহিয়ে ॥
 ঠিহ পূজা করেন শ্রীচরণ ষাঁহার ।
 ইহাতে শ্রীব্রজভূমি পুণ্যযুক্ত সার ॥

তট্রৈব (ভা: ১০।১৪।৩১)—

অহোহতিথ্যা ব্রজগোরমণ্যঃ-
 স্তম্ভাস্থতং পীতমন্তীব তে মুদা ।
 যাসাং বিভো বৎসতরাজ্জাহ্ননা,
 যদুপ্তয়েহদ্যাপ্যথ নালমধরা: ॥ ২ ॥

বৎস আর বালক হরিল্লা ব্রজা সব ।
 শ্রীনন্দনন্দন ইহা করি অস্তুভব ॥
 সকলের স্বরূপ সে হইয়া আপনে ।
 একবর্ষ এইমতে করিল ক্রীড়নে ॥
 ব্রজা আসি প্রথমত হইয়া মোহিত ।
 তবে কৃষ্ণপাতে হইল জ্ঞানোদিত ॥
 আনি কৃষ্ণভক্ত ব্রজজনের মহিমা ।
 বর্ণন করেন ব্রজা আপনি অসীমা— ॥
 ভগবান্ পান করিলেন দুগ্ধ ষার ।
 মহিমা বর্ণন হেন ধেনু-গোপিকার— ॥
 অহে' অতি ধন্য ব্রজে গোরমণী যত ।
 পান কৈলা স্তম্ভাস্থত অতি হর্ষগত ॥
 ওহে বিভো ! যাহাদের তৃপ্তির কারণে ।
 হৈলা বৎস-বালকস্বরূপ সে আপনে ॥
 অন্তাপিহ তাহাদের তৃপ্তি না হইল ।
 অন্তএব তাহাদের সৌভাগ্য বর্ণিল ॥

যতাপি শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমের প্রধান ।
 শ্রীরাধিকাপ্রভৃতি সর্বত্র সপ্রমা- ॥
 তাঁহাদের মহিমা বর্ণনে যুক্ত হয় ।
 ভবু প্রেমবিশেষের অভাবে নিশ্চয় ॥
 তাঁহাদের মহিমা বিশেষ না জানিয়া ।
 কহিলেন এতাদৃশ বচন প্রার্থিয়া ॥
 তাহে হৈল তাঁর বাণগোপালদর্শন ।
 স্তম্ভাস্থত যুগপাদ কহিলা বচন ॥
 কিম্বা ব্রজা সেবক হ'ন বৃদ্ধতরে ।
 আপনি তাহার পুত্র-অভিমান করে ॥
 ষাষ্ট্যপরিহারহেতু তাহা না বর্ণিলা ।
 একুপ সিদ্ধান্ত ইথে গোম্বামী লিখিল ॥

তট্রৈব (ঐ ৩২)—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্য! নন্দগোপপ্রজৌকসাম্ ।
 যদ্বিত্রৈঃ পরমানন্দ পূর্ণং ব্রজ সনাতনম্ ॥ ৩ ॥

নন্দ আর গোপ ব্রজবাসিগণ যত ।
 পরমাত্মশর ভাগ্য সবার সম্মত ॥
 যাহাদের মিত্র হিতকারী সদা হন ।
 পরানন্দদায়ী পূর্ণব্রজ সনাতন ॥

তট্রৈব (ঐ ৩৩)—

এবাঙ্ক ভাভামহিমাচ্যুতং তাবদাস্তা-
 মেকান্দর্শনং ত্রি বয়ং বত ভবিভাগাঃ ।
 এতচ্ছ্রীকৃষ্ণচর্যকৈরসকুং পিবামঃ,
 শরীরায়োহজ্যাদজমপদমৃতাসবং তে ॥ ৪ ॥

হে অচ্যুত ! ইহাদের ভাগ্যের মহিমা ।
 থাকুক তাবত কেবা দিতে পারে সীমা ? ॥
 শিব ব্রজা চন্দ্র দিগ বাতাক প্রচেতঃ ।
 অশ্বি বঙ্গীক্সোপেক্স মিত্র দাদশে ত ।
 প্রজাপতি এই ত্রয়োদশ মোরা গণ ।
 বহুভাগবান্, কহি তাহার কার— ॥
 ব্রজবাসীদের অহঙ্কার বৃদ্ধি মন ।
 চক্ষু কণ দ্বক রসন নাসিকা বচন ॥
 পাণি পাদ এইসব ইন্দ্রিয়ের গণে ।
 অধিষ্ঠাতা আমরা সকলে অক্ষুণ্ণে ॥
 তব পাদপদ্মমধু অমৃতসমান ।
 প্রাণদায়ী ইন্দ্রিয়-চক্রে করি পান ॥

তট্রৈব (ঐ ৩৪)—

তদ্বুরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটবাং,
 যদগোবুলংপি কতমাজ্জিহাজ্জিহকম্ ।
 যজ্জীবিতন্ত নিখিলং ভগবান্ যুগল-
 যদ্যপি যৎপদরজঃ স্ততিযুগ্মমেব ॥ ৫ ॥

সেই ভূরি ভাগ্য মম তৃণাদিক্রপেতে ।
কোনো জন্ম হয় এই বনে গোকুলেতে ॥
যাহে গোকুলের কোনো জনেরো চরণ-।
ধূলি-অভিনেক মম হয় ত প্রাণণ ॥
যাহাদের নিখিল জীবন ভগবান্ !
মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্যোখ্য-কারুণ্যাদিস্থান ॥
প্রেম-খদায়ক হয়েন, শ্রুতিচয় ।
ধীর পদধূলি সে অজ্ঞাপি অবশয় ॥

তত্রৈব (ঐ ৩৫)—

এষাং যোযনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেবরাত্তেতি ন-
শ্চেতো বিশ্বফলাং ফলাং তদপরাং কৃত্রাপ্যয়মুছতি ॥
সঙ্ক্শাদিব পুতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাশিতা,
মঙ্কামার্থ-স্বহৃৎ-প্রিয়াঙ্ক-তনয়-প্রাণাশ্রয়ংকুতে ৬৬।

সর্বকলার্থক তুমি—তোমা হৈতে অস্ত্র ।
কিবা ফল, তুমি ব্রজবাসিগণে ধন্ত ॥
দিবে ?—তাই ওহে দেব ! আমাদের মন ।
সর্বত্র যাইয়া বিচারিয়া মুক্ত হন ॥
তোমার অঙ্কণীকারী দ্রব্য কোনস্থানে ।
না পাইয়া মুক্ত হয় চিত্ত সাবধানে ॥
যদি কহ—ইহাদিগে আপনারে দিবে ।
অঙ্কণী হইবে, তাহা কভু না ভাবিবে ॥
তত্ত্বসম বেশমাত্র পুতনা করিল ।
আপনার কুলসহ তোমায়ে পাইল ॥
যাহাদের ধাম অর্থ বন্ধু প্রিয় মন ।
পুত্রে প্রাণাশ্রয় তব অর্থে সর্বক্ষণ ॥
ভক্তিবিশেষের হেতু ব্রজবাসিগণে ।
মহাশ্রমিত প্রভু ! থাকিলে আপনে ॥

তত্রৈব (ঐ ৩৬)—

তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্ ।
তাবদ্যোহোহজিৎ নিগডো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ ॥

তাবৎ রাগাদি সব হয় চৌধ্যকারী ।
বিবেক-ধৈর্য্যাদি-সর্বগুণরত্নহারী ॥
তাবৎ হয় ত গৃহ যেন কারাগার ।
তাবৎ সে মোহ পাদশূল-আকার ॥
যাবৎ হে কৃষ্ণ ! ভক্তি না হয় তোমার ।
তব ভক্ত হৈলে সব করে উপকার ॥

তত্রৈব (ঐ ৩৭)—

প্রপঞ্চ নিম্প্রকোঃপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে ।
প্রপন্ন-জনতানক-সদোহঃ প্রথিতুং প্রভো ৮৮।

নিজভক্তসকলের আনন্দনিচয় ॥
করিবারে বিস্তার হে প্রভো ! শুনিস্চয় ॥
প্রপঞ্চের অতীত হইয়া তুমি সার !
করিছ ভূতলে পুত্রহাদি-অনুকার ॥

তত্রৈব (ঐ ৩৮)—

জ্ঞানন্তু এব জ্ঞানন্তু কিং বহুত্বা ন মে প্রভো ।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবঃ তব গোচরঃ ৯৯।

জ্ঞানে যত্ববান জ্ঞান করুক সাধন ।
ভক্তির মহিমা বহু কি কব কথন ॥
হে প্রভো—বিচিহ্নানন্ত-গরিমা-প্রভাব ! ।
তোমার বৈভব ভক্তিমহিমাছুভাব ॥
নহে মম কায়-মন-বাক্যের স্যাপার ।
অপরিচ্ছিন্ন স্ব অবিতর্ক হে ত তার ॥
দ্বিতীয়প্রকার অর্থ শ্রবণ হে কর ।
'প্রভো'—সর্ববিলক্ষণরূপ শ্রেষ্ঠতর ! ॥
তব শরীরের যেই বৈভব সে হয় ।
মম মনোবচনের না হয় বিষয় ॥
কিবা তব মনোবপুর্বাক্যের বৈভব ।
না হয় গোচর মম তার অনুভব ॥
তৃতীয়ার্থে 'এষাং'-শব্দ আস্তে অনুবৃত্তি ।
পূর্বলোক হৈতে তাহে শুন অর্থ বৃষ্টি—॥
প্রভো—হে অপরিচ্ছিন্ন চিত্তশক্তিমান্ ! ।
এই ব্রজবাসিকলের মহিমান ॥
মম আর তব কায়-মনাদি-গোচর ।
নাহি হয়, ইথে স্নানাহার্য্য শ্রেষ্ঠতর ॥

তত্রৈব (ঐ ৩৯)—

অমুজানোহি মাং কৃষ্ণ সর্বং ত্বং বেৎসি সর্বদৃক্ ।
ত্বমেব জগতাং নাথো জগচ্চৈতন্ত্ববাপির্ভূতম্ ১০০ ॥

কৃষ্ণের প্রসাদ হৈল পূে জ্ঞত স্ববনে ।
অখিলাভিমান গেল ব্রহ্মার তখনে ॥
অতি দৈত্ত্যপ্রয়ে ব্রজবাসিসন্নিধানে ।
অযোগ্য দেখি দীর্ঘকাল অবস্থানে ॥
তাহে অস্ত্র অপরাধ আশঙ্কা করিয়া ।
নিজস্থানে যাইবারে কহেন প্রার্থিনা—॥
আমাদের নিকৃষ্টতা মহিমা আপন ।
নিশ্চয় জানহ তুমি সর্ব সর্বক্ষণ ॥
যেহেতু সাক্ষাৎ সর্ব দেখছ নিশ্চয় ।
তাহে স্তব করিতেও শক্তি নাহি হয় ॥
গমনে আমারে কর অমুজাপ্রদান ।
এইক্ষণে যাই আমি প্রভো ! নিজস্থান ॥

অগন্তের নাথ তুমি হও ত নিশ্চিত ।
তথাপি জগৎ কৈলু তোমায়ে অর্পিত ॥

তত্রৈব (ঐ ৪০)—

শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলপুঙ্করজ্যোত্স্নায়িন্,
স্মা-নির্জ্বর-দ্বিজ-পশুদধিবুদ্ধিকাবিন্ ।
উৎকর্ষশার্করহর ক্ষিতিবাক্সসঞ্জন-
গাকল্পমার্কমহন ভগবন্তমন্তে ॥ ১১ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলপদ্মপ্রীতিদায়ি ॥
ইহাতে সূর্য্যের সহ উপমা নিশ্চয়ি ॥
পৃথ্বী আর দেব পশু দ্বিজ সিকুপম ॥
তাহাদের বুদ্ধিকারি-হেতু চন্দ্রসম ॥
হে পাবগুধর্ম্ম-অক্কাবের হারক ॥
ক্ষিতিতে বাক্স-কংসাদির বিনাশক ॥
আদিভ্যাপ্যাস্ত সর্কপুজা ভগবান্ ॥
আকল্পপর্য্যাস্ত করি প্রণামবিধান ॥

তত্রৈব (ভা: ১০।১৫।৮)—

ধন্তেরমত ধরণী তৃণবীকৃৎসুং,
পাদস্পৃশো দ্রুমলতা: করজাভিমুষ্টি: ।
নক্তোহজ্রয়: পগমুগা: সদয়াবেলাটেক-
গোপ্যোহস্তুরেণ ভূজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রী: ॥ ১২ ॥

গোপালন-লীলায় পোগণ্ডে বৃন্দাবনে ।
বলরামপ্রতি কন শ্রীকৃষ্ণ আপনে— ॥
অন্ত এই ধরা তৃণ-শুল্কাদিক আর ।
তব পাদস্পর্শহেতু হৈলা ধন্তা সার ॥
বৃক্ষলতাগণ তব হস্তের স্পর্শনে ।
নদী গিরি খগ মুগ দয়াবলোকনে ॥
সবে ধন্তা, গোপীপণ ধন্তা অভিশয় ।
বাহাদের বক্ষশোভা লক্ষ্মীও বাঞ্ছয় ॥
ক্রমেক্রমে সকলের ধন্তা কহিতে ।
গোপীসব স শ্রেষ্ঠা হইল সৃষ্টিতে ॥

তত্রৈব (ভা: ১০।২১।১০)—

বৃন্দাবনং সখি ভূবো বিতনোতি কীর্ত্তিঃ,
বন্দেবকীশ্রতপদাপুঞ্জলক্ললক্ষ্মি ।
গোবিন্দবেণুমু মন্তময়ূরনৃত্যং,
শ্রেণ্যাক্সিমাধপরতাত্তমসন্তসঙ্ঘম্ ॥ ১৩ ॥

বৃন্দাবনমধ্যে গত শ্রীনন্দনন্দন ।
করিলেন মনোহর বংশীর বাদন ॥
তাহা শুনি গৃহমধ্যস্থিতা গোপীগণ ।
প্রেমো পূর্ণা পরস্পর কহয়ে কখন— ॥

ওহে সখি শ্রীরাধিকে । এই বৃন্দাবন ।
পৃথিবীর কীর্ত্তি করিতেছে বিস্তারণ ॥
যেহেতুক দেবকীশ্রুতের শ্রীচরণ ।
হৈতে লভিয়াছে সর্ব্ব শোভাক্রপ ধন ॥
গোবিন্দের বেণুনাদ করিয়া শ্রবণ ।
মবজ্ঞানে নৃত্য করে ময়ূরের গণ ॥
তাহা দেখি পরস্পরের শৃঙ্গের উপরে ।
অন্তপক্ষিগণ যত আসি নৃত্য করে ॥

(তত্রৈব ১৮)—

হস্তায়মস্ত্রিরবলা হবিদ্যাসবধো,
যজ্ঞায়, ক্ষতবর্ণ-স্পর্শশ প্রমোদ: ।
মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তরোধং,
পানীয় স্রবস-কন্দব-কন্দ-মূলে: ॥ ১৪ ॥

হে অবলা! হস্ত এই গিরিগোবর্ধন ।
হরিদাসলকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন ॥
যেহেতুক রামকৃষ্ণচরণস্পর্শনে ।
কিছা ক্রীড়াকারী যেই কৃষ্ণের চরণে ॥
তাহার স্পর্শনেতে প্রমোদযুক্ত হয় ।
জল ঘাস গুহা কন্দ মূলে সমুদয় ॥
ধেছু আর সহচরগণের সহিত ।
শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করে বিস্তারিত ॥
অথবা রময়ে যেই কৃষ্ণচরণ ।
তাহা যবে গিরিবরে করয়ে স্পর্শন ॥
কঠিনতা তাজি অতি কোমল হইয়া ।
প্রমোদ তাঁহারে দেন চর-সেবিয়া ॥

তত্রৈব (ঐ ১৬)—

দৃষ্ট্রীতপে ব্রজপশুং সহ রামগোপৈঃ,
সকলবস্তমহু বেণুমুদীরয়তম্ ।
শ্রেমপ্রবৃত্ত উদিত: কুশ্মাবলীভিঃ,
সখ্যার্থাৎ স্ববপুবাশুদ আতপত্রম্ ॥ ১৫ ॥

বলরাম আর সহ সহচরগণ ।
রৌদ্রে ব্রজপশুগণে করেন চারণ ॥
প্রতিক্ষণ বেণুনাদ করেন পূরণ ।
দেখিয়া অমুদ প্রেমে বাঢ়িয়া তখন ॥
উদিত হইয়া বিলুপিলু জল ঝরে ।
প্রিয়ের হইল ছত্র নিজ কলেবরে ॥

তত্রৈব (ঐ ১৫)—

নতজ্ঞা তত্পদার্থ মুকুলগীত,
মাবর্জলক্ষিতমনোভবভয়বেগা: ।
আলিননহগিতমুদিতুজৈমুদ্রাধে,
গৃহীতি পাদমুগলং কমলোপহারী: ॥ ১৬ ॥

কালিন্দ্যাচ্ছা শুনি তবে মুকুন্দের গীত ।
অবর্তে দর্শিত কামে ভগ্নবেগাধিত ॥
কিছা মুকুন্দগীতের শোভা পরস্পরে ।
অতি প্রকাশিত কামে ভগ্নবেগ ধরে ॥
উশ্নিক্রমে ভুঞ্জে মুরারির পাদদময় ।
আলিঙ্গনে স্থগিত সে গ্রহণ করয় ॥
যাহাদের পূজার সামগ্রী পদ্মসব ।
কিছা কমলার পূজ্যা সৌভাগ্যপ্রভব ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।৩৫।১)—

বনলতাস্তব আশ্রয়নি বিবৃৎ,
ব্যঞ্জয়ন্ত ইব পুষ্পফল্যাঢ্যঃ ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ,
শ্রেয়স্বষ্টতনবো ববুযুঃ স্ব ॥ ১৭ ॥

পূর্বলোক-উক্ত বেগনাদ হৈল পর ।
বৃন্দাবনাদিতে যেই লতা শুক্লবর ॥
ভক্তিবশেহেতু বৃক্ষ নিজচিত্তে স্থিত ।
গোপনীয় তবে প্রেমে করেন ব্যঞ্জিত ॥
পুষ্প আর ফল সবে যুক্ত অনিবার ।
বিনয়াদিগুণে নম্রগত পরিবার ॥
প্রেমেতে সন্তুষ্টতম সদা মধুধার ।
বর্ষণ করেন আনন্দাশ্রুর সঞ্চার ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।১৫।৬)—

এতেহলিনস্তব যশোহখিললোকতীর্থং,
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে ।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়যুখ্যা,
গুঢ়ং বনেহপি ন জহত্যানবাস্তদৈবম্ ॥ ১৮ ॥

বলরামে কহেন শ্রীকৃষ্ণ পূর্বমত—।
হে আদিপুরুষ ! এইসব অলি যত ॥
পথেপথে ভজি পিছে করয়ে প্রস্থান ।
তব যশ সর্বলোকজ্ঞাত করি গান ॥
প্রায় এই সকল সে হয় মুনিগণ ।
ভক্তসবমধ্যে হয় মুখ্যমুখ্য জন ॥
নিজ ইষ্টদেব আছে সংগোপনে বনে ।
তথাপিও ভ্যাগ নাহি করে কদাচনে ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।৩৫।১১)—

সরসি সায়সংসবহিষ্কা-
শ্যাকগীতস্বতচেতস এত্যা ।
হরিশূপাসত তে যতচিত্তা,
হস্ত মৌলিতদশো বৃতমোনাঃ ॥ ১৯ ॥

দিবার বিরহদুঃখশাস্তির কারণ ।
পূর্বমত কৃষ্ণলীলা গায় গোপীগণ ॥
সরোবরে সায়সংসাদি পক্ষিগণ ।
কৃষ্ণকৃত চাক্ষুগীত করিয়া শ্রবণ ॥
সবাকার চিন্তসব হরণ হইয়া ।
হরি-উপাসনা করে সমীপে আসিয়া ॥
যমন করিয়া চিত্ত যদ্রিতনয়ন ।
হস্ত হস্ত কৈন সবে মৌনের ধারণ ॥
পক্ষিজ্ঞাতিগণের এমত আকর্ষণ ।
কহ দেখি কিমতে রহিবে গোপীগণ ? ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।২১।১৪)—

প্রায়ো বতাস্থ মনয়ো বিহগা বনেহস্মিন্,
কৃষ্ণকৃতিং তদ্বদিতং বনবেগীতম্ ।
আকৃহ যে ক্রমভূজান্ কচিরপ্রবালান্ ।
শশ স্তি মৌলিতদশো বিগতানুবাতঃ ॥ ২০ ॥

খেদে কহে—ওগো মাতা ! প্রায় এইবনে ।
পক্ষিগণ মুনি কৃষ্ণ ধর্মপরায়ণে ॥
অথবা যে কৃষ্ণপরায়ণ মুনিগণে ।
পক্ষীর স্বরূপ হৈল সবে এইবনে ॥
মনোহরপত্রযুক্ত বৃক্ষের শাখায়
আরোহণ করি নিমীলিতনেত্র তায় ॥
তাজি অল্প বাক্য হৈয়া কৃষ্ণের ঈক্ষিত ।
কৃষ্ণের উদ্দত শুনে কলবেগীত ॥
'বত' এই খেদবাক্যে এই ত আশয় ।
কৃষ্ণপরায়ণ পক্ষিগণ মহাশয় ॥
ধিক্ আমাদিগে—মোরা সকল ত্যজিয়া ।
শ্রীকৃষ্ণদর্শন নাহি করি বনে গিয়া ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।২১।১১)—

ধন্যঃ স্ব মুচ্যতয়োহপি হরিণি এতা,
যা নন্দনন্দনমুপাস্তবিচিত্রবেশম্ ।
আকর্ষ্য বেগুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ,
পূজাং দধুবিরচিতাং প্রণয়াবলোচকঃ ॥ ২১ ॥

মুচ্যমতি হইয়াও হরিণীর গণ ।
ওগো সখি ! সব হয় ধন্য সর্বক্ষণ ॥
বেগুশব্দ শুনি কৃষ্ণসারের সহিত ।
নানাবেশভূষাধারিকৃষ্ণের নিশ্চিত ॥
পূজা করে প্রণয়াবলোকনে রচিত ।
অতএব ধন্য তারা হয় সুবিহিত ॥

ইহাতে হরিনীগণ পতির সহিত।
কৃষ্ণমুখ দেখে, তাহে ধৃত্য স্থনিশ্চিত ॥
গোপিকার মনেতেও হয় সে আশয়।
এপ্রকার এই শ্লোকে অর্থ নাহি হয় ॥
হরিনীগণের পতি 'কৃষ্ণসার' হয়।
'কৃষ্ণ সার যাহাদের' এ অর্থ নিশ্চয় ॥
আমাদের পতি দ্বেষ করে দর্শনে।
অতএব অধস্তা আমরা সর্বক্ষণে ॥

তত্রৈব (ঐ ১৩) —

গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেগুগীত-
দীযুযমুত্তভিতকর্ণপুটে: পিবন্ত্য: ।
শাবা: স্তমস্ তপয়ঃকবলা: স্ম তস্মু-
র্গোবিন্দমাত্মনি দৃশাক্ষকলা: স্পৃশন্ত্য: ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণমুখনির্গত মুরলীগীতামৃত।
উর্দ্ধ কর্ণপুটে ধেমুগণ পান কৃত ॥
শবতুল্যা হৈয়া মুখ হৈতে গ্রাস পড়ে।
স্তন হৈতে দুগ্ধ করে, যেন রহে জড়ে ॥
মণ্ডোমধ্যে গোবিন্দের করিয়া স্পর্শন।
চক্ষুসব হৈতে অশ্রু বর্ধে অশ্রুক্ষণ ॥
কিহা 'শাব',-শব্দে বৎস—তাদের বদনে।
শুভ্রদুগ্ধরূপ গ্রাস করে সেইক্ষণে ॥
অশ্রু অর্থ পূর্বগত জানিহ ইহায়।
অতএব ধন্ত তারা হয় সমুদায় ॥

তত্রৈব (ভা: ১০।৩৫।৫) —

বৃক্ষশো ব্রহ্মবৃষা যুগগাবো,
বেণুবাক্ষজতচেতস আবাং ।
দম্ভদষ্টকবলা-ধৃতকর্ণা,
নিজিতা লিখিত-চিত্রমিবাসন্ ॥ ২৩ ॥

হে শবি! ব্রহ্মের ধেমু বৃষ যুগগণ।
বেণুরবাক্ষেতে চিত্ত হইয়া হরণ ॥
শীঘ্র নিজস্থান হৈতে করি আগমন।
দম্ভে গ্রাস ধরি রহে, না করে ভক্ষণ ॥
বেণু শুনিবারে রহে ধৃতকর্ণ ভায়।
হইল নিজিত কি লিখিতচিত্রজায় ॥

তত্রৈব (ভা: ১০।২১।১৭) —

পূর্ণা: পুলিন্দ্য উরুগারপদাঙ্গরাগ-
শ্রীকৃষ্ণমেন দয়িতান্তনমণিতেন ।
তক্ষর্শনমবরজজ্ঞপকষিতেন,
লিপ্পদ্য আননকূচেষু জহন্তদাধিম্ ॥ ২৪ ॥

যে কৃষ্ণম কৃষ্ণপদাঙ্গরাগে শোভিত।
কৃষ্ণপ্রিয়া-স্তনমধ্যে আছিল মণ্ডিত ॥
রতিকালে পাদপদ্ম ধরিলেক স্তনে।
তাহাতে সে বৃক্ষম লাগিল শ্রীচরণে ॥
বনের ভ্রমণে তাং লাগিল ভ্রুণেতে।
দেখিয়া পুলিন্দী কামে পাড়িত মনেতে ॥
উঠাইয়া সে কৃষ্ণম লোপ মুখে স্তনে।
অনির্বীচ্য মনোব্যথা করিল ত্যজনে ॥
ইহাতে পুলিন্দী—শবরের নারী যত।
হইল কৃতার্থ বনচারিণী সর্বত: ॥

তত্রৈব (ভা: ১০।১২।৬) —

যদি দূরংগত: কৃষ্ণো বনশোভেক্ষণায় তম্ ।
অহং পূর্বমহং পূর্বমিতি সংস্পৃশ্য বেমিরে ॥ ২৫ ॥

ব্রজবালকসবার মাহাত্ম্য এখন।
গোষ্ঠামী শ্রীশুকদেব করেন বর্ণন—॥
বনশোভা দেখিবারে সন্দন্দনন্দন।
যদি দূরবনমধ্যে করেন গমন ॥
'আমি পূর্বে আমি পূর্বে করিব স্পর্শন।'
ইহা কহি স্পর্শি সবে করেন ক্রীড়ন ॥

তত্রৈব (ঐ ১১) —

ইথা সত্যং ব্রহ্মসুখামুভূত্যা,
দাস্ত্য গতানাং পরদৈবতেন ।
মায়াজিভানাং নরদারকণ,
সাক্ষং বিজহ: কৃতপুণ্যপুঞ্জা: ॥ ২৬ ॥

'নরদারক'-শব্দেতে কিশোরশেখর।
অতি মনোহর যেই নববধুবর ॥
দাস্ত্যতায় যে গোপীরা লইয়া আশ্রয়।
তাহাদের নরদারক শ্রীকৃষ্ণ হয় ॥
সাপু ভক্তগণের সে পরম দৈবত।
তাহার সহিত ব্রহ্মসুখামুভবত: ॥
বৎসচারণাদিমতে করিল বিহার।
কৃতপুণ্যপুঞ্জ যত গোপের কুমার ॥
অত্র 'পুণ্য'-শব্দে ভক্তি-পরিভাষা হয়।
'কৃতভক্তিপুঞ্জ' এই অর্থ স্থনিশ্চয় ॥

তত্রৈব (ঐ ১২) —

যৎপাদপাং তর্জজলমুচ্ছ হো,
ধৃত্যভিধোগিভিষপ্যলভা: ।
স এষ যদৃষ্টিবয়ঃ স্ময়ং স্থিতঃ,
কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমহো ব্রজীকসাম্ ॥ ২৭ ॥

বীর পদরেণু বহুজমকচ্ছুরে ।
স্থিরীকৃতমন যোগিগণ না লভয়ে ॥
শ্রীসচ্চিদানন্দধনমুক্তি সে নিষ্ঠয়ে ।
স্বয়ং স্থিত বীহাদের চক্ষুর বিষয়ে ॥
হেন ব্রজবাসিসকলের ভাগ্যচর ।
অহো কি বর্ণিব, যার সীমা নাহি হয় ॥
কিবা 'মহঃ'-শব্দে হয়, ভেজের প্রভাষ ॥
কি বর্ণিব 'দীপ্তমহঃ', নাহি অজুতাব ॥

তট্টেব (ভা: ১০।১৫।১৬)—

কচিং পল্লবতলেয় নিযুক্তশ্রমকর্ষিতঃ ।
বৃক্ষমলাশ্রয়ঃ শেতে গোপোৎসবোপবর্হণঃ ॥ ২৮ ॥

মল্ললীলাশ্রমে বৃক্ষ হইয়া কর্ষিত ।
কোনস্থানে যে শীতল-বাততেতে সেবিত ॥
কদম্বাদিবৃক্ষতল করিয়া আশ্রয় ।
পল্লব-পুষ্পাদি-শয্যা'পরে সেসময় ॥
শয়ন করেন কৃষ্ণ মুখে সেইস্থান ।
শ্রীদামের ক্রোড় তাঁর হব উপধান ॥

তট্টেব (ঐ ১৭, ১৮)—

পাদসংবাহনং চকুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ ।
অপরে হতপাশ্মানো ব্যজ্ঞনৈঃ সমবীজয়ন্ ॥ ২৯ ॥
অস্ত্রে তদমুকপাশি মনোজ্ঞানি মহাত্মনঃ ।
গায়ন্তি স মহারাজ মেহক্লিষ্ট মিয়ঃ শনৈঃ ॥ ৩০ ॥

কোন মহাশয় তাঁর পাদ সংবাহয়ে ।
কোন হত-অপরাধ ব্যজ্ঞনে বীজয়ে ॥
মেহে আর্জবুদ্ধি কেহ অমুরূপ তার ।
মহাত্মা কৃষ্ণের ঘেই মনোহর সার ॥
করেন হে মহারাজ ! অস্ত্রে-অস্ত্রে গান ।
সখাসব হেন সেবা করে সাবধান ॥
'মহারাজ'-শব্দে তোমাদিগেরো কখন ।
হেন স্নেহ ক্রীড়া নাই বুঝ নিজমন ॥

তট্টেব (ভা: ১০।১৮।১৯)—

নন্দঃ কিমকরোদ্ভবক্স শ্রেয় এবং মহোদয়ম্ ।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ বশ্তাঃ স্তনং হরিঃ ॥ ৩১ ॥

মাতৃপিতৃস্নেহ-আদি শুনিয়া বিশ্বয়ে ।
রাজা পরীক্ষিত শুকদেবে জিজ্ঞাসয়ে— ॥
ওহে ব্রহ্মমূর্ত্তে ! কিবা শ্রেয় মহোদয় ।
করিয়াছিলেন তাহে নন্দ স্নানিকয় ॥

মহাভাগ্যবতী বা যশোদা আচরিল ।
বীর স্তনপান হরি আপনি করিল ॥
পিতা হৈতে মাতৃস্নেহে অধিক সে হন ।
'মহাভাগা' 'স্তনপান' কহি একারণ ॥
কিবা নন্দপক্ষে—'অজ্ঞা করিল ব্রহ্মপ' ।
যশোদাপক্ষেতে 'স্তনপান সে করণ' ॥

তট্টেব (ঐ ৫১)—

ততো ভক্তির্ভগবতি পুত্ৰীভূতে জনার্দনে ।
দম্পত্যোনি'ভরামাসীদগোপগোপীযু ভায়ত ॥ ৩২ ॥

কহেন শ্রীশুক—ব্রহ্মবরের কারণ ।
হৈলা পুত্রেরূপে ভগবান্ জনার্দন ॥
সব গোপ-গোপী মধো নন্দ-যশোদার ।
তাঁহাতে হইল ভক্তি বিবিধপ্রকার ॥
'হে ভারত !'-সম্বোধনে—শ্রেষ্ঠবংশোদ্ভব ॥
অতএব তুমি স্বয়ং কর অজুতব ॥

তট্টেব (ভা: ১০।৩৮।৪০)—

নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রোষ্যাগত উদারধীঃ ।
মুক্ত্যবজ্রায় পরমায় যুদং লেভে কুরুষহ ॥ ২৩ ॥

পুত্নাবধের কালে নন্দ মথুরায় ।
গিয়াছিল, আসিয়া শুনিলা সমুদায় ॥
দানশীলবুদ্ধি নন্দরাজ সেইক্ষণে ।
আপন পুত্রেরে ক্রোড়ে করিয়া গ্রহণে ॥
অতি স্নেহে মন্তকের আভাষ লইয়া ।
ওহে কুরুষহ ! হর্ষ পরম পাইলা ॥

তট্টেব (ভা: ১০।৩৯।৪০)—

ধমাতুঃ শ্বিনগাত্ৰায়া বিস্রম্ভকবরশ্রবঃ ।
দৃষ্টঃ পবিত্রমঃ কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে ॥ ৩৪ ॥

নবনীতচৌর্য্য ভগ্ন দধির ভাজন ।
দেখি ক্রোধে মাতা কৃষ্ণে করিতে বন্ধন ॥
উদরে বান্ধেন যত রজ্জুতে তাঁহায় ।
নান হয় দ্বি-অঙ্গুলী রজ্জু সর্কণায় ॥
বর্ষযুক্ত সর্কণাত্রে হইল মাতার ।
খসিল কবরী আর মালিকা তাহার ॥
পরিশ্রম দেখি কৃষ্ণ কৃপা-প্রকাশনে ।
করিলেন স্বীকার আপনার বন্ধনে ॥

তত্ৰৈব (ঐ ২০)—

নমঃ বিবিধো ন ভবো ন শ্রীমদ্যজ্ঞসংগ্রহঃ ।
প্রসাদে লেভিরে গোপী বহং প্রাপ বিমুক্তিদাং ॥ ৩৫ ॥

বিমুক্তিদ কৃষ্ণ হৈতে গোপী যশোমতী ।
লাভ করিলেন যেই প্রসন্নতা অতি ॥
ব্রহ্মা, শিব মহালক্ষ্মী সদা বক্ষঃস্থিতা ।
না পাইলা সেই প্রসন্নতা স্নানশ্চিত্তা ॥
সংসারবন্ধন হৈতে মুক্তি দেয় যেই ।
গোপী হৈতে গোরক্ষ হুতে বাক্য গেলা সেই ॥

তত্ৰৈব (ভাঃ ১০।১১৮)—

পর্যাসি যাসামশিবং পুত্রস্নেহম্, তাস্তলম্ ।
ভগবান্ দেবকীপুত্রঃ কৈবল্যাক্ষিলার্থদঃ ॥
তাসামশিবিরতঃ কৃষ্ণে কুবর্তীনাং স্নতেক্ষণম্ ।
ন পুনঃ কল্পতে বাঞ্ছনং সংসারোহজ্ঞানসম্বৎ ॥ ৩৬ ॥

যে যে বুদ্ধগোপিকার দুষ্কৃত্ত্বনস্থিত ।
কৃষ্ণে পুত্রস্নেহহেতু হইল ক্ষরিত ॥
কৈবল্যাদি-অখিলার্থপ্রদ ভগবান্ ।
দেবকীনন্দন অতি করিলেন পান ॥
কৃষ্ণে পুত্রদৃষ্টি তারার করে অবিরত ।
না হয় অজ্ঞানোন্মত্ত সংসার পুনঃ ত ॥
'ব্রাক্ষসগণের হৈল সংসারমোচন ।
গোপিকার তাহাতে কি হৈল প্রশংসন ? ॥'
অন্তএব কহি শুন অর্থ-বিবরণ— ।
সম্যাক্‌সার 'সংসার'-শব্দেতে 'মুক্তি' হন ॥
অকার-বিলেব নাহি করি এইবার ।
জ্ঞান হৈতে হয় মুক্তি—জানিহ প্রকার ॥
তাহা নাহি হয় যত বুদ্ধগোপিকার ।
যেহেতুক সদা কৃষ্ণসীলপরিহার ॥

তত্ৰৈব (ভাঃ ১০।১১১৬)—

গোপীনাং পরমানন্দ আসীদেগোবিন্দদর্শনে ।
কণং যুগশ্চতুর্মিব বাসাং যেন বিনাভবৎ ॥ ৩৭ ॥

মুষ্ণাটবীমধ্যে দ্বারানল-বিমোচন ।
করি কৃষ্ণ ব্রজতে করিলে আগমন ॥
গোবিন্দদর্শন করি যত গোপিকার ।
পঞ্চম আনন্দ অতি হইল প্রচার ॥
যেই কৃষ্ণে না দেখিয়া কণেক সময় ।
যে গোপীগণের যুগ-শত-নন্দ হয় ॥

তত্ৰৈব (ভাঃ ১০।৩০।১৪০)—

তদনন্তান্তনাশাপাত্তবিশেষোত্তমানন্দিকাঃ ।
তদগুণানুব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারানি সমকঃ ॥ ৩৮ ॥

রাসায়ন্তে কৃষ্ণচক্রে হৈলে অন্তর্ধান ।
না পাইয়া গোপী অশেষিয়া নানা স্থান ॥
নিবিড় বনেতে জ্যোৎস্না সম্ভব না হয় ।
অন্ধকার দেখি নিবস্তিলা গোপীগণ ॥
কৃষ্ণে যন, কৃষ্ণালাপ, কৃষ্ণের কারণ ।
পুষ্পমালা-রচনাদি বিবিধ চেষ্টন ॥
তদ্ব্যয়ী হইয়া সে তাঁহার গুণগণ ।
গায়েন আলয় দেহ না করি স্মরণ ॥

তত্ৰৈব (ভাঃ ১০।৪৪।১৪)—

গোপান্তপঃ কিমচরন্ যদমুখং কণং,
লাবণ্যসারমসমোদ্র মনস্তাসিকম্ ।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যমুসবাভিনবং হ্রবাপং,
যেকান্তধাম যশসঃ ত্রিয ঐশ্বর্যত ॥ ৩৯ ॥

কংসরক্ষস্থলে কৃষ্ণে করিয়া দর্শন ।
পরস্পর কহে কথা পুরনারীগণ— ॥
প্রসিদ্ধ তপস্তা সব যে আছে ভুবনে ।
এতাদৃশ ফল তার না করি শ্রবণে ॥
গোপীসব কিবা তপ কৈল আচরণ ।
যেহেতু ঈর্ষার রূপ সর্ববিলক্ষণ ॥
লাবণ্যের সার,—নাহি সম উর্দ্ধ যার ।
প্রতিক্ষণ-নুতন দুষ্কৃত্যপ্য সবাংকার ॥
যশঃ শ্রী ঐশ্বর্য্য তার যে এতান্ত ধাম ।
যতঃসিদ্ধ চক্ষুদ্বারা পিয়ে অবিরাম ॥

তত্ৰৈব (ঐ ১৫)—

বা দোহনেঃবহননে মথনোপলোপং,
প্রোম্বোম্বনাভকুদিতোক্ষণমাজ্ঞনাদো ।
গায়ন্তি চৈনমুদ্রকুদিতোক্ষণকণ্ঠো,
ধজা ব্রহ্মস্থিয় উরুক্রমচিন্তয়ানাঃ ॥ ৪০ ॥

দোহন বর্তন আর দখির মথনে ।
বালক-রোদিতের আর দোলা-আলোলনে ॥
চন্দনামূলোপ আর সেচন-মার্জনে ।
ইত্যাদিকে গায় যারা শ্রীনন্দনন্দনে ॥
অম্বরকুবুড়ি উরুক্রমে চিত্তগতি ।
অঙ্গকণ্ঠা ব্রহ্মনারীগণ বজা অতি ॥

ভট্টব (ঐ ১৬)—

প্রান্তরাজ্যব্রজত আবিশতশ্চ সায়ং,
গোভিঃ সমং কথ্যতোহস্তা নিশম্য বেণুয় ।
নির্গত্যা তূর্ণমবলাঃ পথি ভূরিপুণ্যাঃ,
পতন্তি সন্মিতযুগং সদয়াবলোকয় ॥৪১॥

গো-গোপকুমার-সহ প্রতাতসময়ে ।

ব্রজে হৈতে কৃষ্ণচক্রে গমন করয়ে ॥
সায়ং-আগমনে বেণু করেন বাদন ।
সেই মুরলীর ধ্বনি শুনি নারীগণ ॥
শীঘ্র পথে আসি দেখে ভূরি-পুণ্যাগণ ।
সন্মিত-সদয়দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণবদন ॥

ভট্টব (ভাঃ ১০।৩২।২২)—

ন পারয়েহহং নিরবদ্যাসংযজ্ঞা
বসধুকৃত্যং বিবৃথায়ুযাপি বঃ ।
যা মা ভজন দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃত্তা তদ্বঃ প্রতিবাতু সাধুনা ॥৪২॥

রাসে অশুদ্ধান হৈয়া গোপীর ক্রন্দনে ।

আবির্ভূত কৃষ্ণচক্রে হইলা যবনে ॥
গোপীসকলের প্রশ্রয়ের উত্তরে ।
ঐহাদের কহেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরে—॥
তোমাদের সংযোগ হে গোপি ! অনিন্দিত ।
দেবগণ পরমায়ুকালেও ব্যাপিত ॥
আমি নাহি পারি তোমাদের কদাচিত ।
ঐতু্যপকারের কৃত্য করিতে নিশ্চিত ॥
চুজর সে গৃহরূপ শৃঙ্খল হেদিয়া ।
আমার ভজন তবে করিলে আসিয়া ॥
ভাহে সব তোমাদের সাধুত্বদ্বারায় ।
প্রতিকৃত হউক ; শুনহ তাব তায় ॥
তোমাদের সুশীলতা যদি না সহায় ।
তবে ঞ্জী থাকিলাম আমি সর্বদায় ॥

ভট্টব (ভাঃ ১০।৪৬।৩)—

গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য পিত্রোনঃ প্রীতিমাবহ ।
গোপীনাং মন্দিরোগাধিং মৎসন্দৈশৈক্সিমোচয় ॥৪৩॥

মথুরায় থাকি কৃষ্ণ গোপীর বিরহ ।
ভাবিয়া মনেতে অতি হইয়া অসহ ॥
প্রিয়সখা মন্দির উদ্ধবে ডাকিয়া ।
পাঠায়েন ব্রজে কিছু সাধনা করিয়া—॥

সহজ-কোমল-রীতি হে উদ্ধব ! তায় ।
ব্রজেতে গমন তুমি করহ স্বরায় ॥
যশোমতী নন্দ আমাদের মাতা পিতা ।
ঐহাদিগে প্রীতি দাও নিম্নচাতুরিতা ॥
গোপিকার মম বিরহের দুঃখ যত ।
আমার সন্দেশ-বাক্যে মোচন কর ত ॥

ভট্টব (ঐ ৪)—

তা মম্মনস্বা মৎপ্রাণা মদর্শে ত্যক্তদৈহিকাঃ ।
যে ত্যক্তলোকধর্ম্মাশ্চ মদর্শে তান্ বিভ্রাম্যহম্ ॥৪৪॥

গোপিকার আমাতেই মন-প্রাণ হয় ।

মদর্শে ত্যজিলা দেহকার্য্য সমুদয় ॥
মন্নিমিত্তে লোকধর্ম্ম ত্যজে যে যে জন ।
ঐহাদিগে করি আমি সুখেতে বর্জন ॥

ভট্টব (ঐ ৫৬)—

ময়ি তাঃ প্রেষয়াং প্রেষ্ঠে দৃবদ্বৈ গোকুলদ্বিয়ঃ ।
ময়ন্ত্যোহহং বিমুহস্তি বিরহোৎকণ্ঠা-বিহ্বলাঃ ।
ধারয়ন্ত্যতিকুলেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন ।
প্রত্যাগমনসন্দৈশৈক্সিমোচ্যো মে মদাম্বিকাঃ ॥৪৫॥

আমি প্রিয়তম হই প্রিয়তমগণে ।

দূরেতে থাকিতে গোকুলের নারী মনে ॥
ময়িয়া বিরহ-উৎকণ্ঠায় বিহ্বলিতা ।
বিশেষেতে মূহমূহঃ মোহ প্রাপ্তদ্বিতা ॥
হে অজ ! শ্রীরাধা-আদি বল্লবীসকল ।
মম প্রত্যাগম-আশা জানিয়া প্রবল ॥
মন্ময়ী ঐহারী অতি ক্রুদ্ধে তে জীবন ।
কোনপ্রকারেতে মাত্র করেন ধারণ ॥

ভট্টব (ভাঃ ১১।১২।১০)—

রামেণ সাক্ষি মথুরাং প্রবীতে,
স্বাক্ষিণা মথ্যমুদ্রকচিত্তাঃ ।
বিগালভাবেন ন মে বিয়োগঃ,
তীত্ৰাধয়োহস্তং দদুভঃ সুখায় ॥ ৪৬ ॥

দ্বারকায় কৃষ্ণ গোপীমহিমোৎখাপনে ।

উদ্ধবের প্রতি কিছু কহেন বচনে—॥
বৃন্দাবন হৈতে যোরে রামের সহিত ।
মথুরায় অকুর সে করিলে আনীত ॥
মন্নি অকুর-চিহ্ন অতি গাঢ়ভাবে ।
বিচ্ছেদের তীব্র পীড়া সদা অহুভাবে ॥

আমা হৈতে অত্র কিছু সুখের কারণ ।
না দেখিয়া থাকিলেন সুহৃৎখিত-মন ॥

তট্টেব (ঐ ১১)—

ভাস্তাঃ কৃপাঃ প্রেষ্ঠভূমেন নীতা,
মঠৈব বৃন্দাবনগোচরেণ ।
কর্ণাঙ্কবতাঃ পুনরঙ্গ তাসাং,
হীনা ময়া কল্পসমা বভূবুঃ ॥ ৪৭ ॥

আমি প্রেষ্ঠতম সে বৃন্দাবনগোচর ।
আমার সহিত অনির্বচনীয়তর ॥
নিশা-সব রাসকীড়াদিক পরানন্দে ।
কর্ণাঙ্কসমান গত করিলা স্বচ্ছন্দে ॥
হে অঙ্গ ! সে সব নিশা পুনঃ কল্পজায় ।
হৈল আমা হৈতে হীন হৈয়া গোপিকায় ॥

তট্টেব (ঐ ১২)—

ভা নাবিনম্যামুযজ্ঞবন্ধঃ,
ধিয়ঃ স্বগাংমানমদন্তুথেনম্ ।
যথা সমাধৌ মুনয়োহিকিতোরে,
নন্তঃ প্রবিষ্টৌ ইব নামকপে ॥ ৪৮ ॥

আমাতে সর্বদা-সঙ্গে বদ্ধবুদ্ধি যত ।
ইহ-পর-লোক সুহৃদবর্গ অতিমত ॥
নিজ-আত্ম-পর্যাপ্ত না জানয়ে কিঞ্চিত ।
সিদ্ধতোয়ে নদীমত প্রবিষ্ট নিশ্চিত ॥
সমাধিতে প্রবিষ্ট যেমত মুনি যত ।
নাহি জানে নামরূপাত্মক এ জগত ॥

তট্টেব (ঐ ১৩)—

মৎকামা রমণঃ জারমরুবিদোহবলাঃ ।
ত্রক য়াং পরমং প্রাপুঃ সদ্ব্যক্তসহস্রণাঃ ॥ ৪৯ ॥

অবলা-শব্দের অর্থ কহেন প্রবীণ ।
জাতি-ক্রিয়া-জ্ঞান-শক্তাদিক বলহীন ॥
পুণিলীপ্রভৃতি শতসহস্রশো নারী ।
আত্মভক্তজ্ঞানেতে রহিতা বনচারী ॥
গৃহাদিগমনে গোপীশক্তিত পাইয়া ।
আমাবিবয়ক-কাম-বিশিষ্টা হইয়া ॥
পরব্রহ্মরূপ আমি শ্রীনন্দনন্দন ।
আমায়ে পাইল স্বাধিকাবে নারীগণ ॥

তট্টেব (ভাঃ ১০।৪৭।৫৮)—

এভাঃ পরঃ তদুভূতো ভূবি গোপবন্দো,
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রুচভাবাঃ
বাহন্তি বস্তবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজগদ্বিষ্মনস্তকথারসত্ ॥ ৫০ ॥

কৃষ্ণাজ্ঞায় উদ্ধব আসিয়া বৃন্দাবনে ।
শ্রীকৃষ্ণের আদেশ কহিয়া গোপীগণে ॥
বিরহের শাস্তি নাহি অথচ বঞ্চিত ।
দেখিয়া উদ্ধব মনে হইলা বিস্মিত ॥
এমত গাভীর্য্য প্রেম না দেখি কোথায় ।
পরম ভক্তিতে প্রশমিয়া ইহা গায়— ॥
ব্রজে মহালক্ষ্মী এই গোপবধূগণ ।
ভূবিমধ্যে সফলজন্মা ইহারা হন ॥
যেহেতুক সর্বাস্বধামী শ্রীগোবিন্দে ।
রুচভাব অতি প্রেমবতী সে অনিন্দে ॥
মুক্তীচ্ছুকসব আর মুক্ত মুনিগণ ।
আমরাও বাছা করি বাহা সর্বক্ষণ ॥
অনন্তের কথা-রস-বিশিষ্ট যে মনে ।
কিবা ফল আত্মতত্ত্ব-প্রকাশ-সাধনে ? ॥

তট্টেব (ঐ ৫১)—

ক্বেমাঃ স্তিরো বনচরীর্বাভিচারদৃষ্টাঃ,
কৃক্ষে ক চৈব পরমাত্মনি রুচভাবঃ ।
নবীষরোহিহুভজতোহরিহুযোহপি সান্মা-
চেচ্ছয়ন্তোতাঃগদরাজ ইবোপযুক্তঃ ॥ ৫১ ॥

বৃন্দাবনে রহঃস্থানে করেন ভ্রমণ ।
কোথা এই শ্রীনন্দব্রজের নারীগণ ॥
না করা প্রতিপালন আদেশ তাঁহার ।
তত্ত্বজ্ঞিনিষ্ঠ-রাহিত্যাদি ব্যভিচার ॥
তাহে দৃষ্টা আমরা বা আছিযে কোথায় ।
পরমাত্ম-কৃক্ষে রুচভাব কোথা ভায় ? ॥
অর্থাৎ গোপিকাদের যেহি রুচভাব ।
তাহা কোথা আমাদের হবে অমুভাব ? ॥
বুরিলাম—যত্নপিও হৈয়া-অপণ্ডিত ।
নিরন্তর ঈশ্বরেতে ভজয়ে নিশ্চিত ॥
সাক্ষাত কুশল তার করেন বিস্তারে ।
ঔষধ খাইলে যেন রোগ নাশ করে ॥

তট্টেব (ঐ ৬০)—

নায়াং স্তিরোহস্র উ নিভাস্তরভেঃ প্রসাদঃ,
স্বর্ধোবিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহিষ্টাঃ ।
রাসোৎসবেহস্র ভূজদত্তগৃহীতকণ্ঠ,
লদানিবাং য উদদ্যাত্তবনরীগাম্ ॥ ৫২ ॥

রাসোৎসবে কৃষ্ণকণ্ঠ করিয়া গ্রহণ ।
সুখপাল্য যেই ব্রজসুন্দরীর গণ ॥
ঔহারা যে প্রসন্নতা কৃষ্ণের লভিলা ।
নিভান্ত রতির তাহা লক্ষী না পাইলা ॥
পদ্মগন্ধকান্তি স্বর্গনারী সমুদায় ।
না পাইলা অজ্ঞা সব পাইবে কোথায় ? ॥

তট্টেব (ঐ ৬১)—

আসামহো চরণেরেণুর্জ্বামহং শ্রাং,
বৃন্দাবনে কিমপি গুণলভৌষধীনাম্ ।
যা হস্তাজং স্বজনমার্থ্যপথকং হিত্বা,
ভেক্ষুর্কৃষ্ণপদযৌ শ্রুতিভির্বিমুগ্যাম্ ॥ ৫৩ ॥

গোপিকাসবার পাদরেণু যেই পায় ।
বৃন্দাবনে গুণলভাদিক সমুদায় ॥
তাসবার মধ্যে আমি কিছু কি ছইব ।
অহো গোপীপদরেণু সর্বোদে পাইব ॥
ঔহার অত্যাজ্য পতিপুত্রাদিক সব ।
সদাচাররূপ ধর্ম্য ত্যজিয়া বিতব ॥
পাইলা শ্রীমুকুন্দের কমল-চরণ ।
শ্রুতিসবার অধেষণীয় যে হন ॥
শ্রুতিদের ধর্ম্মাদির অপেক্ষা আছেয়ে ।
গোপীগণ সর্ব ত্যজি লৈল কৃষ্ণশ্রেয়ে ॥
অতএব শ্রুতিরা কেবল অধেষয়ে ।
গোপিকারা পাইলেন সে পদ নিশ্চয়ে ॥
এইহেতু গোপিকারা সর্বোৎকৃষ্ট হন ।
এবং যে কেহ কহে—‘উপনিষদগণ ॥
বিশেষ ভজনলাভে গোপিকা হইলা ।’
সেকথাও একথায় নিরস্ত রহিলা ॥
লক্ষী হৈতে ঔহাদের নানদ সে হয় ।
অতএব নহে তত সৌভাগ্য-উদয় ॥
কেবল শ্রীগোবিন্দের করুণাপ্রভাবে ।
নিশ্চয় সম্ভবে তাহা, এই হয় ভাবে ॥

তট্টেব (ঐ ৬২)—

যা বৈ শ্রিয়াক্তিমজ্জাদিভিরাশুকার্শৈ-
র্গৌগেশ্বরৈরপি যদাশ্চানি রাসগোষ্ঠীন্ম ।
কৃষ্ণস্ত তত্তগবতঃ প্রেদ্যারবিদ্যং,
ভক্ত্যন্তনেষু বিজ্ঞতঃ পবিত্রতা তপম্ ॥ ৫৪ ॥

লক্ষী যাহা নিরস্তর করেন অর্চন ।
ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদিক দেব আর ব্রহ্মগণ ॥

ভক্তিব্যোগসমর্থ প্রভৃতি সমুদয়ে ।
যেই পদ সদা মনোমধ্যেতে আছেয়ে ॥
সেই শ্রীকৃষ্ণের পদ গোপিকানিকরে ।
রাসে শুনে রাধি আলিঙ্গিয় তাপ হরে ॥

তট্টেব (৬৩)—

বন্দে নন্দব্রজস্রীণাং পাদরেণুযভীক্লশঃ ।
যাসাং হরিকথোদগীতং পুণ্যতি ভুবনজয়ম্ ॥ ৫৫ ॥

শ্রীনন্দব্রজের যেই গোপীপারিবার ।
ঔহাদের পাদরেণু বন্দি বারবার ॥
ঔহাদের হরির কথায় উচ্চগীত ।
ত্রিভুবন পবিত্র করয়ে সুনিশ্চিত ॥
কিছা হরিকথা-শ্রায় ঔদের উদগীত ।
কিছা ঔহাদের পাদরেণু সুনিশ্চিত ॥
হরিকথোদগীত-শ্রায় এই ত্রিভুবন ।
পবিত্রয়ে ইত্যাদিক আছে অর্থগণ ॥

তট্টেব (১০১২১১)—

গোপ্যঃ কিমাচরণং কুশলং য় বেণু-
দ্যামোদরাধরস্বধামপি গোপিকানাম্ ।
ভূতন্তে স্বয়ং যদবশিষ্টবসং ব্রহ্মজ্ঞো,
হব্যবচোহক্ষ মুমূচুস্তবো বথার্থ্যাঃ ॥ ৫৬ ॥

বৃন্দাবনমধ্যে শুনি কৃষ্ণবংশীধ্বনি ।
কহেন সখীর প্রতি শ্রীরাধা আপনি— ॥
ওহে ললিতাদি সখি ! এই কাণ্ডময় ।
কৃষ্ণবেণু কীদৃশ কুশল আচরণ ॥
গোপীদের পানযোগ্য কৃষ্ণাধরায়ত ।
শেষ না রাখিয়া স্বয়ং পিয়ে অবিরত ॥
যাহার শ্রবণে যমুনাদি নদীগণ ।
হর্ষে ফুলপদ্ম ঝারা রোমাঞ্চিত হন ॥
বংশেতে উদ্ভব বংশী তাহে তরুণগণ ।
নয়ন হইতে করে অশ্রুবিমোচন ॥
যেন বৃদ্ধাগণ বংশে দেখি কৃষ্ণভক্ত ।
রোমাঞ্চিত হন অশ্রু মুখে গজুরক্ত ॥

তট্টেব (ভাঃ ১০১১০৮৮)—

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাসো,
যত্নবরপরিষৎ ঈশোক্তিরিত্তরুণধর্ম্ম ।
স্থিরচরবুজিনয়ঃ স্থমিতশ্রীমুখেন,
ব্রহ্মপূর্ববনিতান্যং বর্জয়ন্ কামদেবম্ ॥ ৫৭ ॥

দশমস্কন্ধের শেষে শ্রীশুক আপনে ।
 প্রতিপাদ্য সজ্জপিয়া কহেন বচনে—
 জয়তি শ্রীকৃষ্ণ—জনেদের বাহে বাস ।
 অথবা জনসকলে ঐহার নিবাস ॥
 দেবকীতে জন্ম এই প্রসিদ্ধি ঐহার ।
 যদুবরসব-সভা-সেবক আকার ॥
 ইচ্ছাধীন চতুর্বাছ হইয়া আপনে ।
 কিছা বদ্ধবাছদ্বারা দৈত্যবিনাশনে ॥
 বৃন্দাবনস্থিত স্থিরচরগণ যত ।
 তাহাদের ক্রেশনাশ করেন সতত ॥
 জ্যোতিষুক্ত কাম ব্রজপুর-বনিতার ।
 স্নানিত শ্রীমুখে বাঢ়ায়েন অনিবার ॥ ইতি ॥

কহেন জনমেজয়—গুরো ভগবন ॥
 কৃতার্থোহস্মি কৃতার্থোহস্মি নিশ্চিত এক্ষণ ॥
 গোলোকের মাহাত্ম্য যে গোপনীয় হয় ।
 করালো সে এবণ আমারে মহাশয় ॥
 জৈমিনি কহেন—কৃতার্থোহস্মি বাক্যে যেই ।
 ওহে তাত । যে কহিলে, সব সত্য সেই ॥
 গোলোকমহিমাখ্যান ভক্তির দ্বারায় ।
 শ্রবণে কীর্তনে ধ্যানে সেইপদ পায় ॥
 নিহেতুক কৃপাকুল শ্রীনন্দনন্দন ।
 গুরুভ্যম্বিহি তাঁরে মন অদৃশ্য ॥
 ভক্তি করাইয়া বিহি স্বসেবকজনে ।
 পরমোপকারিনায়া হন সন্তোষণে ॥

ইতি শ্রীভাগবতায়ুতে গোলোকমাহাত্ম্যখণ্ডে
 জগদানন্দো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥
 ॥*॥ সমাপ্তস্তায়ং দ্বিতীয়খণ্ডঃ ॥*॥

* ॥ ইতি শ্রীভাগবতায়ুতং সম্পূর্ণম্ ॥ *

অনুবাদকের আত্মকথা

===== *) * =====

নমোনম সনাতনগোবিন্দচরণে ।
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তের যে হন নিভাজনে ॥
 শ্রীগুরুপদারবিন্দ বন্ধি সাবধানে ।
 ঐহার কৃপায় হৈল এ গুঢ় ব্যাখ্যানে ॥
 বেনাপুর-নামে গ্রাম পরমসুন্দর ।
 বিরাজ করেন বাহে শ্রীগ্রামসুন্দর ॥
 তাঁহার সেবক—বনু শ্রীগোকুলচন্দ্র ।
 প্রেমভক্তিরূপ গগনেতে যেন চন্দ্র ॥
 তাঁহার তনয় জয়গোবিন্দ সুদীন ।
 ভক্তি-শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা-আদি সকলে বিহীন ॥

বধামতি টীকা মূল করিয়া ভাবনা ।
 করিল সম্প্রতি ভাষাবচনে রচনা ॥
 ইহাতে কামনা এই সলা মম মনে ।
 করিবেন কৃপা এ অধীনে সাধুগণে ॥

শাপকে বেদরসাত্মকগণিতে চৈত্রে দ্বিতীয়ৈহনি
 নদ্বা শ্রীগুরুপাদপদ্মযুগলং শ্রীকৃষ্ণভক্তিরূপম্ ।
 শ্রীমদ্ভাগবতায়ুতায়াকমিদং সংপুস্তকং ভাব্যৈ,
 পুণং সৰ্বফলাকরং গুণযুক্তং হীনেন জাতং যুদা ॥৩॥

শ্রীরাধাগ্রামসুন্দরাত্ম্যং নমঃ ॥ শ্রীহরয়ে নমঃ ॥
 শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্তচন্দ্রায় নমঃ ॥
 শ্রীরাধাকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

শ্রী মদ্ভাগবত

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী

পণ্ডিত রঘুনাথ ভাগবতাচার্য

প্রথম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

লাচরণ

বন্দে নিত্যমনস্ততস্তিনিরতং ভক্তপ্রিয়ং সদৃশকৃষ্ণং,
শ্রীমদ্ভীষ্মগদাধরং দ্বিজবরং তুতৈঃকল্পপাতিম ।
শ্রীমদ্ভাগবতং বিলোক্য রুচিরং ভক্তিপ্রদং শ্রীহরৌ,
কর্তুং কৃষ্ণচরিত্রপুণ্যরচনাং ধীরেতরাণাং মুদে ॥ ১
এষা ভাগবতী গদাধরপদাশ্চোজৈকসম্ভাবিতা,
সর্বেষামঘনাশিনী শ্রুতিবনশ্রান্তামৃতান্বিতা ।
নানাবর্ণলরাঙ্গিতাতিমধুরাকৃত্যা গতীরাশয়া,
কৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী হরতু বঃ সন্তোষমস্তর্কহিঃ ॥ ২
শ্রীমদ্ভাগবতাদহনিশমিয়ং পীযুষসংবাহিনী,
স্বর্গদেব বিনির্গতা যতপতেঃ শ্রীমৎপদাশ্চোক্ৰহাৎ ।
শ্রোত্রেঃ কৃষ্ণগুণানুকীর্ণনপয়ঃপানায়নোমহ নাৎ,
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী বিজয়তে তাপত্রয়োন্মূলিনা ॥ ৩
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্যোঃ প্রেমভক্তিবৃদ্ধয়ে ।
গীয়তে পরমানন্দং শ্রীগোবিন্দকথামৃতম্ ॥ ৪

মঙ্গল্য রাগ ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোপীনাথ গোকুলনন্দন ।
বৃন্দাবনচন্দ্র ব্রজরমণীজীবন ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ সার নাম এ দুই অক্ষর ।
এক কৃষ্ণ নামে হয় কোটিনামফল ॥
মুখে বাণী থাকিতে থাকিতে কৃষ্ণনাম ।
ভব লোক সংসারে ভ্রমে অবিরাম ॥

মুখে ভব ভরিতে যাহার চিত্ত ধরে ।
সে জন কেবল মাত্র কৃষ্ণনাম করে ॥
বিনি একনামে তাই গতি নাহি আর ।
বিনি কৃষ্ণ না ভজিলে নাহি পরিদ্রাণ ॥ (১)
কৃষ্ণনামে কৃষ্ণগুণ শ্রবণ কীৰ্ত্তন ।
কৃষ্ণাখ্যান (২) কৃষ্ণসেবা চরণবন্দন ॥
কৃষ্ণ বৈষ্ণবের হেতু সর্কধর্ম ভেজে ।
কৃষ্ণপদ পূজন বৈষ্ণব পদ তজে ॥
ভক্তিযোগ হয় কৃষ্ণচরণে তাহার ।
তবে মুখে হয় ঘোর সংসারের পার ॥
এ বোল বুঝিয়া ভাই কৃষ্ণে ধর মন ।
মুখে ভব ভরি যাহ টুটুক বন্ধন ॥
পণ্ডিত গোপীনাথ শ্রীযুত, গদাধর নামে ।
যাহার মহিমা ঘোষে এ তিন ভুবনে ॥
ক্ষতিতলে রূপায়ে কেবল (৩) অবতার ।
অশেষ পাতকী জীব করিতে উদ্ধার ॥

(১) সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত

পুস্তকে,—

“কৃষ্ণনাম বিনে ভাট গতি নাহি আর ।

কৃষ্ণ না ভজিলে কেহো নাহি পায় পার ॥”

(২) পাঠান্তর—“কৃষ্ণকথা” !

(৩) পাঠান্তর—“কৈলেন” ; “করিলো” ।

বৈকুণ্ঠনায়ক কৃষ্ণ চৈতন্ত-মুরতি ।
 তাঁহার অভিন্ন তেঁহ(১)সহজে শক্তি ॥
 যোর ইষ্টদেব গুণ সে চুই চরণ ।
 দেহ মন বাক্যে যোর সেই সে শরণ ॥ (২)

ভাৱ্য চরণে রহ সতত প্রণতি ।
 কৃষ্ণগুণ ভাষাতে বর্ণিব যথামতি ॥ (৩)
 দ্বিতীয়ে প্রণাম করোঁ গণেশ প্রবীর ।
 দিব্য করিমুগ্ধর স্থল শ্রীশরীর ॥
 ষাঁহার প্রসাদে সর্বসিদ্ধি অব্যাহতি ।
 সে দেব-চরণে রহু সতত প্রণতি ॥
 বেদব্যাস চরণে করিয়ে নমস্কার ।
 ষাঁহার কৃপায় ভাগবতে পরচার ॥
 সর্ব ধর্মগায় বেদ পুরাণ-গোপিত ।
 হেন ভক্তিব্যোগ ভাগবতে প্রকাশিত ॥
 ষাঁহা হৈতে হেন ভাগবত উপাদান ।
 তাঁহার চরণে রহ সতত প্রণাম ॥
 দেব ষিঙ্গ চরণ বন্দিয়া গুরুজনে ।
 কথাছলে ভাগবত কহিব পুরাণে ॥ (৪)
 ভাষায় রচিব কৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিনী ।
 শুনিলে গোবিন্দ প্রেম হয় হেন জানি ॥

(১) পাঠান্তর—“তত্” ।

(২) পাঠান্তর—“জীবন” ।

(৩) সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত

পুস্তকে :—

“তাঁহার চরণে বহু সহস্র প্রণতি ।

কৃষ্ণগুণ পাঁচালী রচিব যথামতি ।”

(৪) “করিব রচনে” ।

জয় জয় মহামন্ত্র আদি অবতার ॥
 জয় কৃষ্ণরূপ ক্ষীরজলধি-বিহার ॥
 জয় যজ্ঞকলেবর বরাহ-মুরতি ।
 জয় দিব্য নরসিংহ অনন্তশক্তি ॥
 জয় জয় অদভূত বামন বিহার ॥
 জয় জয় ভৃগুপতি রাম অবতার ॥
 জয় রঘুকুলপতি রাবণ-সংহার ॥
 জয় হলধর বলরাম অবতার ॥
 জয় বুদ্ধ অবতার অশুরমোহন ॥
 জয় কঙ্করূপ স্নেহকুল-বিনাশন ॥
 জয় নন্দমুখ পূর্ণব্রহ্ম অবতার ॥
 ঋতিগণ (১) অগোচর বিচিত্রবিহার ॥
 জয় জয় জগত পাবন গুণবান । (২)
 জয় জয় অখিলমঙ্গল গুণধাম ॥
 জয় জগন্নাথ নীলাচল অবতার ॥
 বিবিধ মঙ্গলধাম বিচিত্র বিহার ॥
 জয় জয় গৌরচন্দ্র চৈতন্ত বিহার ॥
 ভক্তকুল-প্রাণধন ভক্ত অবতার ॥
 শ্রীঅশ্বৈত শ্রীনিবাস হরিদাস সজ ॥
 নিত্যানন্দ বলরাম সহ নিত্য রজ ॥
 গদাধর প্রাণনাথ ভক্তকুলপতি ।
 ভক্তরূপ অবতার ত্রিজগৎগতি ॥
 তবে শুন কহি ভাই হরিগুণ-গাথা ।
 কথাছলে কহিব শ্রীভাগবত-কথা ॥
 ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জান ।
 ভাগবত-আচার্যের মধুরস-গান ॥

(১) “ঋতি মূনি” ।

(২) পাঠান্তর—“গুণধাম” ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
 সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে
 প্রেমতরঙ্গিনী প্রথমোধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

এছারম্ভ

যঃ স্বাস্থ্যভাববঞ্চিতশ্রুতিসারমেক-
 মধ্যায়াদীপমতিতীরবতঃ তমোহিকম্ ।
 সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং
 তং ব্যাসমুখমুপযামি কুং মুনীনাম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যথৈকবানং শ্রিয়ং
 যস্মিন্ পারমহংস্তুমেবমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে ।
 যজ্ঞ জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈকর্ম্যমাবিকৃতং
 তচ্ছ্রুত্বং স্বপঠনং বিচারণপরো ভক্ত্যা বিশ্বতোয়মঃ

সিদ্ধিলা রাগ ।

অশ্রুভক্তত্যাগি—

বন্দো প্রভু নারায়ণ সর্ব-সুখদাতা ।
নরাবতার বন্দো অখিল পরিত্রাতা ॥
সত্যগর নিত্য ব্রহ্ম করিব চিন্তন ।
যাই হৈতে উত্তপতি প্রলয় পালন ॥
চরাচর জগতে বাহার পরবেশ ।
জগতের ভিন্ন নাহি নাহি সঙ্কলেশ ।
পুরুষ-প্রকৃতি-পর নিত্য-পরকাশ ।
সহজ করুণানিধি আনন্দবিলাস ॥
ব্রহ্মার আননে কৈলা বেদ সমর্পণ ।
সে বেদে মোহিত হয় মহামুনিগণ ॥
ত্রিগুণজনিত যত এ সব সংসার ।
মিছা হেন জানি সব কুপায়ে যাহার ॥
নিজ ভেঙ্গে কৈলা সব কপট খণ্ডন ।
হেন সত্য পরানন্দ করিব চিন্তন ॥
নারায়ণ-মুখে ভাগবত উপাদান ।
স্থাপিলা ব্রহ্মার মুখে প্রভু ভগবান ॥
কহিল পরমধর্ম ত্রিভাগবতে ।
মুক্তিপদ পর্যন্ত কপট নাহি যাথে ॥
নির্মলসর শাস্ত্র জন যারা অধিকারী ।
হেন মহাভাগবত ধর্মঅবতারী ॥
পরমার্থ তত্ত্ববস্ত্র জানি ভাগবতে ।
ভাপজয় বিমোচন হয় যাঁহা হৈতে ॥
আর নানা শাস্ত্র যদি করিয়ে শ্রবণ ।
তবু কি বান্ধিতে পারি চিন্তে নারায়ণ ॥ (১)
তুনিবার ইচ্ছা মাত্র ভাগবত করি ।
সেইকণে চিন্তে কৃষ্ণ বান্ধিবারে পারি ॥

(১) অষ্ট পুঁথির পাঠ,—

‘আর নানা শাস্ত্র যদি না করি চিন্তন ।
তবু বান্ধিবারে চিন্তে পারি নারায়ণ ।’

নিগম কল্পভঙ্গ-বিগলিত কল ।

শুকমুখে পতিত অমৃত মধুতর ॥
ক্ষিতিতলে নিপতিত ভাগবত নাম ।
পিয় রে ভাবুক ভাই রসিক স্নেহান ॥
সর্বধর্ম সারবর্ম মহাভাগবতে ।
ব্যাস হুনি করিলা (২) চিন্তিয়া লোকহিতে ॥
শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস পুরাণের সার ।
বেদব্যাস বিরচিয়া করিলা উচ্চার ॥ (৩)
একত্র করিয়া সার রচিলা ভাগবতে । (৪)
সর্বলোক স্নেহে পার হৈব ইহা (৫) হৈতে ॥
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চারি ধর্ম এহি ।
নানা ভেদে সর্ব শাস্ত্রে আন নাহি কহি ॥
সকল ধর্মের ফল কৃষ্ণ আরাধন ।
কৃষ্ণ ভজিবারে (১) বলি এই সে কারণ ॥
কেবল বৈষ্ণব-ধর্ম কৃষ্ণগুণ গাথা ।
মহাভাগবতে না কহিব অস্ত্র কথা ॥
কৃষ্ণগুণকর্ম (২) তাই স্তন সাবধানে ।
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী রঘুনাথ গানে ॥

(২) পাঠান্তর,—“কহিলা” ।

(৩) অষ্ট পুঁথির পাঠ,—

“বেদ বিচারিয়া ব্যাস করিলা উচ্চার ॥”

(৪) পাঠান্তর,—

“একত্র করিয়া কহিলেন ভাগবতে ॥”

(৫) পাঠান্তর,—“যাহা” ।

(১) পাঠান্তর—“মহাভাগবত” ।

(২) “ধর্ম” ।

ইতি ত্রিভাগবতে প্রথম স্কন্ধে
দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

কেদার রাগ ।

উগ্রপ্রবাহ স্রুত গেলা নৈমিষ অরণ্যে ।
ছাঞ্চিশ সহস্র তথা বৈসে বৃনিগণে ॥

শোনক প্রধান তাথে বৃহৎ কুলপতি ।
স্রুতকে জিজ্ঞাসা কেই কৈলা মহামতি ॥
স্তন স্তন স্রুত মহাধোর কজিকাল ।

হরি বিনে না দেখিয়ে জীবের নিস্তার ॥
 ধর্মশাস্ত্র যত যত পুরাণ বিদিত।
 তোমা ভালে আনি সর্বশাস্ত্রে স্থপণ্ডিত ॥
 সর্বশাস্ত্রের সার ধর্ম করিয়া উদ্ধার।
 বাহা হৈতে তরে জীব এ যোর সংসার ॥
 হরিনাম হরিকথা হরিসংকীৰ্ত্তন।
 যত যত অবতার কৈলা নারায়ণ ॥
 কহিবে সকল তুমি একত্রে করিয়া।
 স্মৃথে যেন তরে জীব গোবিন্দ ভজিয়া ॥
 স্মৃত মহামুনি শুনি মূনির বচনে।
 বাহু পাসরিলা হরি-গুণ শ্রবণে ॥
 কণে বাহু পায়্যা চিস্তে হৈলা (৩) অবগতি ॥
 গুরুর চরণে কৈল প্রথমে প্রণতি ॥

নট রাগ।

অখিল বেদের সার পুরাণে গোপিত।
 বাহা হৈতে হৈল ভাগবত প্রকাশিত ॥
 শুক মহাযোগেশ্বর মূনির প্রধান।
 তাঁহার চরণে বহু সতত প্রণাম ॥
 জগিয়া হইলা শুক মহা যোগেশ্বর।
 সেইকণে অরণ্যে চলিলা একেশ্বর ॥
 পুত্রশোক বেদবাস পাছে চলি যায়।
 পুত্র পুত্র করি মোহে ডাকে ঘন রায় (১) ॥
 যোগবলে বৃক্ষগণে পরবেশ করি।
 বাপকে সম্ভতি (২) দিল বৃক্ষরূপ ধরি ॥
 বৃক্ষরূপে কৈলা, ব্যাসের মোহ নিবারণ।
 তাহার চরণ স্মৃত করিয়া বন্দন ॥
 কহিতে লাগিলা স্মৃত সর্গধর্মসার।
 বাহা হৈতে হৈব সর্ব জীবের নিস্তার ॥
 সেই সে পরম ধর্ম সর্ব বেদে কহে।
 বাহা হৈতে হরির চরণে ভক্তি রহে (৩) ॥
 হরিভক্তি হৈলে তত্ত্বজ্ঞান পরকাশ।
 ছিণ্ডয়ে সংসার (৪) সব অবিজ্ঞা বিনাশ ॥
 এইমত কৈলা কিছু ভকতি বিস্তার।
 কহিতে লাগিলা তবে যত অবতার ॥

সুই রাগ।

প্রলয়ে না ছিল কিছু এ লোকরচনা।
 ন চন্দ্রতারকাভ্যোতি ব্রহ্মাদি কলনা ॥

নিরাশার নিরালস্য এক ভগবান।
 তাহা বিনে বলিতে না ছিল কিছু আন ॥
 তবে বিহরিতে প্রভু যখনে ইচ্ছিলা।
 তখনে পুরুষরূপ প্রকাশ হইলা ॥
 আদি নারায়ণ তঁহ পুরুষ পুরাণ।
 তাঁহা হৈতে নানা অবতার উপাদান ॥
 প্রথমে সনকাদি চারি ব্রহ্মার কুমার।
 ব্রহ্মচার্য কৈল ব্রহ্মচারী অবতার ॥
 দ্বিতীয়ে বরাহরূপে কৈল অবতার।
 দশনে তুলিয়া কৈলা পৃথিবী উদ্ধার ॥
 আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষ তথাই বধিল।
 জলের উপরে প্রভু পৃথিবী স্থাপিল ॥
 তৃতীয়ে নারদরূপ হৈলা হৃষীকেশ।
 লম্বাইলা সাধুতত্ত্ব ভক্তি উপদেশ ॥
 চতুর্থে ধর্মের ঘরে কৈলা অবতার।
 নরনারায়ণ নাম বিদিত সংসার ॥
 বদরিকাশ্রম তীর্থে রহি নিরন্তর।
 আকল্প পর্যন্ত তপ করেন দুষ্কর ॥
 পঞ্চমে কপিলদেব হই মূনিবেশ।
 মায়ে বুঝাইলা ভক্তি-যোগ উপদেশ ॥
 দত্তাত্রেয়রূপে অত্রিমূনির কুমার।
 যোগধর্ম লম্বাইলা ষষ্ঠ অবতার ॥
 সপ্তমে রুচির স্মৃত হয়ে নারায়ণ।
 যজ্ঞরূপে বৈবস্বত মনুর রক্ষণ (১) ॥
 অষ্টমে ঋষভ দেব নাভির তনয়।
 জড়ধর্ম জগতে লম্বাইলা মহাশয় ॥
 নবমে ধরিতা প্রভু পৃথু-কলেবর।
 পৃথিবী দুহিয়া লৈল ওষধি সকল ॥
 ধনু-অগ্র দিয়া কৈল পৃথিবী সমান।
 পৃথুর পৃথুল (২) যশ জগতে বোধণা ॥
 নবম অবতার প্রভু দশমে হইলা।
 পৃথিবী করিয়া নোকা বেদ উদ্ধারিলা ॥
 মনু-বৈবস্বত আর মহাবির গণে।
 নোকাতে তুলিয়া কৈল প্রলয় রক্ষণে ॥
 একাদশে হৈলা প্রভু কুরু-কলেবর।
 অমৃত-মখনে পুণ্ড্র ধরিল মন্দর ॥
 দ্বাদশে উদয় কৈল ধনুধরি-বেশে।
 দেব উদ্ধারিতে লৈলা অমৃতকলসে ॥

(৩) “কৈলা”।

(১) রায় অর্থে “রবে”।

(২) পাঠান্তর,—“বাপের প্রবোধ”।

(৩) “হয়ে”। (৪) “লেশ”।

(১) “স্বায়ম্ভুব মনুর পালন” এইরূপ

পাঠ হইবে।

(২) পৃথু, লু.—বিশুদ্ধ।

দ্রোণদশ অবতারে হৈলা মোহিনী ।
নারীবেশে অম্বর মোহিলা চক্রপাণি ॥
চতুর্দশে হৈলা নরসিংহ অবতার ।
হিরণ্যকশিপু দৈত্য করিলা সংহার ॥
পঞ্চদশ অবতারে কপট বামন ।
ছলিয়া পাভালে বলি লৈলা নারায়ণ ॥
ষোড়শে পরশুরাম দ্বিজ-অবতার ।
নিষ্কত্রিয়া কৈলা পৃথ্বী তিন সাত বার ॥
সপ্তদশে সত্যবতীসুত বেদব্যাস !
বেদ বিভজিয়া কৈল ধর্ম পরকাশ ॥
অষ্টাদশে হৈলা রঘুনাথ অবতার ।
সীতা উদ্ধারিয়া কৈল রাবণ সংহার ॥
ঊনবিংশে বিশেষ রাম-কৃষ্ণ অবতার ।
অম্বর বধিয়া সব ঋগ্ভিলা ভূতার ॥
একবিংশে প্রভু বৃদ্ধ শরীর ধরিল।
জরাইয়া পাবণধর্ম অম্বর মোহিল ॥
দ্বাবিংশেতে কঙ্কিরূপে হৈব অবতার ।
স্নেহ বধি সত্য প্রচারিব আর বার ॥
এই যত কভেক অনন্ত অবতার ।
কহিতে উদ্দেশ জানে শকতি কাহার ॥
যত যত অবতার করেন মুরারি।
কেহ অংশ কেহ কলা বৃকহ বিচারি ॥
পূর্বব্রহ্ম কৃষ্ণ অবতার-শিরোমণি ।
অন্ত অবতার অবতারী যদুমণি ॥

বেলয়ার রাগ ।

কৃপা কর প্রভু ঠাকুর যদুবার ।
দাক্ষণ যমের দূত লগে লগে ধায় ॥ ৫ ॥
তবে আর কথা স্মৃত কহিতে লাগিলা ।
যেযতে নারদ ব্যাস সমাগম হৈলা ॥
নানা বর্ণধর্ম ব্যাস কহিল পুরাণে ।
সকল বেদের অর্থ ভারত আখ্যানে ॥
এক বেদ চারি ভাগ বহু শাখা করি ।
পাটাইলা বহু শিষ্যে বেদ-অধিকারী ॥
লোক উদ্ধারিতে কৈলা এতেক আয়াস ।
ভম্বু ব্যাসের না হৈল হৃদয়ে (১) প্রকাশ ॥
সরস্বতী ভীরে ব্যাস চিন্তিয়া বসিলা ।
হেনকালে তথা আসি নারদ মিলিলা ॥
শিষ্যগণ সহে ব্যাস উঠিলা সঙ্করে ।
আভিষ্য বিধানে পুজি আনিলা মন্দিরে ॥
প্রণাম করিব কৈল পাদ সর্ষাহন ।
তবে ঠায়ে পুজিলা নারদ-তপোদান ॥

(১) পাঠান্তর, — “চিন্তন” ।

কেন ব্যাস দেখি তোমা চিন্তিতহৃদয় ।
তোমা হৈতে জগতের ঘুচিল সংশয় ॥
নানা ভেদে নানা ধর্ম নানা উপাখ্যানে ।
বেদ বিভাজলে লোক বুঝিব কারণে ॥
জগতে রহিতে কৈলে ধর্ম সংস্থাপন ।
তোমার হৃদয়ে শোক এ কোন্ কারণ ॥
দান ব্রত তপ যজ্ঞ বিবিধ আচার ।
লোক উদ্ধারিতে কৈলে এ সব প্রচায় ॥
তবে কেন ব্যাস তুমি হৃদয়ে চিন্তিত ।
কহত কারণ তুমি জানে সুপণ্ডিত ॥

বরাড়ি রাগ ।

উত্তর মিলেন তবে ব্যাস মহাশয় ।
তুমি যত কহিলে সকল সত্য হয় ॥
তথাপি হৃদয় মোর না হয় প্রশয় ।
আপনে কহিবে তুমি ইহার কারণ ॥
মহাভাগবত তুমি ব্রহ্মার কুমার ।
তিন লোকে অগোচর নাহিক তোমার ॥
ভূত ভব্য বর্ধমান তিনে সুপণ্ডিত ।
বাহু অভ্যস্তর সব তোমাতে বিদিত ॥
তোমার হৃদয়ে বৈসে প্রভু নারায়ণ ।
আমায় সংশয়-হেতু কহ তপোদান ॥
হাসিয়া নারদ তবে দিলেন উত্তর ॥
সকল পাসর হয়্যা আপনে ঈশ্বর ॥
দান ব্রত তপ যজ্ঞ কহিলে বিচারি ।
হরি সংকীর্তন তুমি না কৈলে বিস্তারি ॥
ভে-কারণে নহে তোমার সন্তোষ হৃদয় ।
আপনে চিন্তিয়া চাহ ব্যাস মহাশয় ॥
তুমি বোল পশুধর্ম লোকের আচার ।
আহার শৃঙ্গার নিদ্রা ভয় ব্যবহার ॥
নিয়ম করিব তাথে ধর্ম উপদেশে ।
আমায় বচন লোক বরিব সন্তোষে ॥
স্বধর্ম করিতে লোক শুদ্ধমতি হৈব ।
ক্ষুদ্র মুখ ভেজি তবে মহামুখ পাইব ॥
আপনে বিচার করি ভজিব শ্রীহরি ।
পাছে তবে যাবে লোক ভবসিদ্ধ তারি ॥
যে তুমি চিন্তিলে হিত হৈল অপকার ।
নিভাইতে প্রদীপ বাঢ়াইলে আর বার ॥
পশুবুদ্ধি জীব তাথে না কৈল বিচার ।
মানিল পরম ধর্ম আহার শৃঙ্গার ॥
সুখভোগ স্বর্গবাস শুভ কর্মফল ।
এই বলি ধর্মকর্ম করে নিরন্তর ॥

দান দ্রুত তপ যন্ত এই সতে জানে ।
 আপনে কহিলা ব্যাস ভারত পুরাণে ॥
 অহোর শৃঙ্গার সতে জীবের ভজনা ।
 ইহার কারণে করে নানা উপাসনা ॥
 তুমি যে নিয়ম কৈলে সে হইল বিধি ।
 তে কারণে সংসারে ভ্রময়ে পশুবুদ্ধি ॥
 হরি না ভজিয়া জীব সংসারে ভ্রময়ে ।
 তে-কারণে নহে তোমার প্রসন্ন হৃদয়ে ॥
 শুন শুন ব্যাস সত্যবতীর নন্দন ।
 হরিনাম হরিকথা হরিসংকীৰ্ত্তন ॥
 হরির চরিত্রে বিনে না কহিবে আন ।
 জগতে করাহ তুমি হরিশুণ গান ॥
 হরিনাম শ্রবণ প্রণাম স্তুতিবাদ ।
 বৈষ্ণব মহিমা কহ বৈষ্ণবপ্রসাদ ॥
 হরিভক্তি বিনে আন না কহিবে ধর্ম ।
 সর্বধর্মফল হরি আরাধন-কর্ম ॥
 এতেক বলিয়া তবে ব্রাহ্মার নন্দন ।
 আপনার কহে পূর্বজন্ম-বিবরণ ॥
 দাসীসুত হয়্যা কৃষ্ণ দেখিলু সাক্ষাতে ॥
 হরির কিঙ্কর হৈলু বৈষ্ণবকৃপাতে ।
 দাসীসুত হয়্যা পাইলু কৃষ্ণদরশন ।
 তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ কৈলা নারায়ণ ॥
 এস বাণী বলিয়া নারদ তপোধান ।
 তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিলা সেইক্ষণ ॥
 আপনে সাক্ষাৎ হই প্রভু স্বরীকেশ ।
 ব্রহ্মকে দিলেন ভাগবত উপদেশ ॥
 ব্রহ্মা নারদের মুখে কৈলা সমর্পণ ।
 নারদ ব্যাসের মুখে কৈলা আরোপণ ॥
 সংক্ষেপে কহিল ভাগবত উপদেশ ।
 বেদব্যাং হই তুমি পঢ়াহ বিশেষ ॥
 এতেক বলিয়া মহামুনি তপোধান ।
 অন্তরীক্ষ হয়্যা গেলা ব্রাহ্মার নন্দন ॥

নট রাগ ।

জ্ঞান পায়্যা ধ্যান কৈলা ব্যাস মহামুনি ।
 হৃদয়ে প্রকাশ দিল প্রভু চক্রেপাণি ॥
 হৃদয়কমলে ব্যাস দেখি গদাধর ।
 প্রেমভাবে পুলকে পুরিল কলেবর ॥
 নয়নে আনন্দজল গদ গদ বাণী ।
 কৃষ্ণভাবে বাহু পাসরিল মহামুনি ॥
 কণে চিত্ত সমাধিল ব্যাস মহাশয় ।
 নারদকৃপায় হৈল ভক্তির উদয় ॥

সত্য ধর্ম কর্ষে আমি জগৎ বাঞ্ছিল ।
 বিষয়লম্পট করি লোক বিনাশিল ॥
 বিনে কৃষ্ণ ভজিলে সংসার নাহি ছুটে । (১)
 বেদ গৃহ করি ভক্তি রাখিল কপটে ॥

ঐরাগ ।

তবে সত্যবতী স্তুত হৈয়া প্রেমভক্তিযুত
 লোকহিতে চিন্তি পরকার ।
 পরমহংসের মত ভক্তিশাস্ত্র ভাগবত
 রচিল সকল বেদসার ॥
 শুকদেব তাঁর স্তুত মহাযোগী যোগে রত
 চলি গেলা তার বাসস্থানে ।
 পঢ়াইয়া ভাগবত বেদব্যাং সত্যব্রত
 পুন আইলা আপন ভবনে ॥
 ব্যাসের নন্দন বাই রাজা পরীক্ষিত ঠাঞি
 গঙ্গাভীরে মূনির মণ্ডলে ।
 সত্যায় ভিতরে বসি গ্রহমধ্যে যেন শশী
 ভাগবত কহিলা সকলে ॥
 শুকদেব কৃপা কৈল তথা বসিবারে পাইল
 পঢ়িল সকল ভাগবত ।
 কহিলু তোমার স্থানে তুমি মহামুনিগণে
 তবে স্তুত হৈলা নিশবদ ॥
 শুনিঞা শোনক মূনি স্মৃতির অমৃত বাণী
 সাধু সাধু স্তুতকে বাধানে ।
 গুহিলা বিশ্বম্ভর শুক মহা যোগেশ্বর
 কেন গেলা রাজসমিধান ॥
 তাঁর নাহি দেহধর্ম কেহ নহে ভিন্ন মর্ম
 কোন কার্য রাজসমিধান ॥
 দিব্যজ্ঞান মহাভক্তি পঢ়িলে কি তার সিদ্ধি
 কেন তেঁহ পুরাণ বাধানে ॥
 ইহার কারণ স্তুত কহ অতি অদভুত
 আর কথা পুছিব তোমায়ে ।
 মহা ভাগবত রাজা জগতে বাহার পূজা
 ব্রহ্মশাপ কে দিল তাহারে ॥
 কহ তাঁর ভ্রম কর্ষ শুনিলে বৈষ্ণবধর্ম
 গোবিন্দচরণে হয় মতি ।
 বিস্তারিয়া ভাগবত কহিবে সকল তত্ত্ব
 শুনি লোক তরিব দুর্গতি ॥
 স্তুত বলে শুন শুন হেনপ্রি অনন্ত গুণ
 মুক্তগণে প্রভু গুণ গায় ।

(১) পরিবং কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের পাঠ,—"কৃষ্ণে
 না ভজিলে কছু সংসার না ছুটে ।"

কৃষ্ণের মহিমা গাই অতুল আনন্দ পাই
যুক্তিপথে সে স্থখ না পায় ॥
তবে স্তূত শুদ্ধচিত্তে ভাগবত আদি হৈতে
কহিল সকল মুনি স্থানে।
মুনিগণে হরবিত্ত শুনি হৈলা আনন্দিত
ভাগবত আচার্য্য স্রুগানে ॥

ভাটিয়ালি রাগ ।

যত যত প্রসঙ্গ পুছিলা শোনকে ।
তবে স্তূত সকল কহিল একে একে ॥
সেই ভাগবত হৈলে বিস্তার কথনে ।
স্বত্রেবন্ধে কহিল করিয়া সমাধানে ॥
প্রথমে ভারতবৃদ্ধ সংক্ষেপে কহিল ।
যেমত উত্তরাগর্ভ গোবিন্দ রাখিল ॥
কুঙ্কক্ষেত্রে শরশয্যা ভীষ্মের শয়নে ।
নানা ধর্ম্য বুঝাইলা যুধিষ্ঠির স্থানে ॥
সাক্ষাতে দেখিয়া কৃষ্ণে হৈল অহুরাগ ।
কৃষ্ণে প্রাণ প্রবেশিয়া কৈলা দেহত্যাগ ॥
মহারাজ অভিষেক করি রাজ্যগনে ।
যুধিষ্ঠির রাজ্য করি স্থাপিলা আপনে ॥
সাগর পর্য্যন্ত দিল পৃথিবী শাসিয়া ।
পৃথিবীর রাজ্য দিল সেবক করিয়া ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইল তিনবার ।
ব্রহ্ম অস্ত্র কাটি পরীক্ষিৎ প্রতিকার ॥
সত্যব্রত প্রভু কৈলা সত্যের পালন ।
চারকা বিজয় তবে কৈলা নারায়ণ ॥
ভাইগণ সঙ্গে রাজ্য সত্যে রাজ্য পালে ।
পরীক্ষিৎ জনম হইল শুভকালে ॥
ভীর্ষমাত্রে করিয়া বিদূর আগমন ।
হতশেন বহুগণ কৈল সম্ভাষণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র বুঝাইল ধর্ম্য উপদেশে ।
ভিন জনে উঠিয়া চলিলা রাত্রিশেষে ॥
গন্ধাধারে ধৃতরাষ্ট্র মহাযোগবলে ।
জালিয়া আগুনি পোড়াইল কলেবরে ॥
ভার পাছে গান্ধারী পশিল হতাশনে ।
বিদূর চলিল তবে ভীর্ষ পর্য্যটনে ॥
তবে যুধিষ্ঠির হৈলা শোকে অচেতনে ।
নায়দ আসিয়া তবে বুঝালা যতনে ॥
ছলে কৃষ্ণবিজয় কহিল তপোধন ।
নায়দ চলিলা রাজ্য চিস্তে মনোমন ॥
ব্রহ্মশাপ ছলে করি যত্নহীন ক্ষয় ।
বৈকুণ্ঠমাধের হৈল বৈকুণ্ঠ বিজয় ॥
ভাৰ্য্যাগণ আনিতে অর্জুন মানভজ ।

আইলা হস্তিনাপুর হৈয়া নিরানন্দ ॥
অর্জুনের মুখে শুনি শ্রীহরिवিজয় ।
স্বর্গ আরোহণ কৈল পঞ্চ মহাশয় ॥
নবখণ্ড জম্বুদ্বীপ পৃথিবী মণ্ডল ।
পরীক্ষিৎ রাজ্য হৈয়া শাসিল সকল ॥
ধরণীমণ্ডলে যত আছিল নৃপতি ।
দাস হয়্যা করে তার চরণে প্রণতি ॥
চতুর্দশ ধর্ম্য করি নিজ অধিকারে ।
নিগ্রহ করিয়া কলি স্থাপিল সংসারে ॥
পশ্চম বৈষ্ণব রাজ্য ধর্ম্য অবতার ।
তঁার গুণ কহে হেন শক্তি কাহার ॥
দৈবযোগে শাপ দিল মূনির কুমারে ।
স্বীকার করিয়া রাজ্য লইল আদরে ॥
সে হেন সম্পদে তঁার নৈল বস্তুজ্ঞান ।
তিলেকে সকল ত্যজি গেলা মতিমান ॥
গন্ধার ভিতরে (১) ব্রত উপবাস করি ।
রহিল নৃপতিসিংহ ভয় পরিহারি ॥
যতেক আছিল মহা মহামুনিগণ ।
কৌতুকে দেখিতে গেলা রাজ্যার মরণ ॥
ভা-সভা পুজিল রাজ্য করিয়া প্রণতি ।
বিনয়ে পুছিলা তবে পরলোকগতি ॥
হেনকালে শুকদেব ব্যাশের নন্দন ।
আসিয়া মিলিল যেন দীপ্ত ছত্ৰাশন ॥
সভাসদে নরপতি উঠিলা সম্মুখে ।
আতিথ্য বিধানে শুকে পুজিল বিস্তরে ॥
আসনে বসিলা তবে শুক যোগেশ্বর ।
চৌদিকে সকল মুনি রচিল মণ্ডল ॥
শিরে কর যুড়ি রাজ্য কৈল স্তুতিবাদ ।
বিনয় ভকতি বহু কৈলা দণ্ডপাত ॥

বসন্ত রাগ ।

তবে রাজ্য জিজ্ঞাসিলা শুকের চরণে ।
এ বোর সংসারে প্রজা তরিক কেমনে ॥
দেবমায়ারচিত অনাদি ভববন্ধ ।
কেমনে ছুটিব গোসাঞি পুন নহে সজ ॥
কি চিন্তিয়া কি জপিয়া কি দেব ভজিয়া ।
এ বোর সংসারে জীব যাইবে তরিয়া ॥
বেদ-বেদান্তের সার করিয়া উদ্ধার ।
যাহা হৈতে হয় সব জীবের নিস্তার ॥
কৃপা যদি কর এই নিবেদি চরণে ।
সে ধর্ম্য কহিবে গোসাঞি জীবের কারণে ॥

ভূত ভব্য বর্তমানে তুমি স্থপতিত।
বাহু আভ্যন্তর গোপাঞ্ছি তোমাতে বিদিত ॥
তুমি শুক মহামুনি মহা গুণনিধি।
গর্ভবাসে হৈল যার মহাবোণ সিদ্ধি (১) ॥
স্বত্রেবন্ধে কহিল প্রথম স্বকৃৎকথা।
সুখে যেন শুনে লোক কৃষ্ণগুণগীতা ॥

(১) ইহার পর অত্র পুঁথিতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি আছে ;—

“কহিবে পরম ধর্ম মহা যোগেশ্বর।
সুখে যেন তবে জীব এ ভবসাগর ॥”

বৃদ্ধজনে গড়ে মোর এই পরিহার।
দোষ ক্ষমা করি গুণ করিবে বিচার ॥
কৃষ্ণকথা শুধা পানে যে করিবে বোধ (২)
সেই সে ভরসা মোর চিন্তের প্রবোধ ॥
কৃষ্ণ-কথামৃত-মহৌষধি জল পানে।
ভৃগু বা কাহার হয় এ তিন ভুবনে ॥
ভাগবত আচার্যের এ সব ভরসা।
সুখে ভাগবত শুন ছাড়িয়া দুরাশা ॥

(২) পাঠান্তর,—“কে করে বিরোধ”

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথম স্কন্ধে কৃষ্ণভক্তি-
তরঙ্গিণী তৃতীয়াধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥
সমাপ্তচায়াং প্রথমস্কন্ধঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

ইনং সভাসদঃ সর্বের দ্বিতীয়স্কন্ধবর্ণনম্।

ভবন্তু শ্রুতিনিঃ শ্রদ্ধা যত্নানন্দামৃতানুধিঃ।

সিদ্ধুড়া রাগ।

রাজার বচন শুনি ব্যাসের নন্দন।
কৃষ্ণের মহিমা হৈল হৃদয়ে স্মরণ ॥
নরনে আনন্দজল পুলকিত অঙ্গে।
যজিল ব্যাসের স্মৃত আনন্দ-তরঙ্গে ॥
বাহু পাগরিল চিন্তে নাহি অবধান।
অলপে অলপে কৈল চিন্ত সমাধান ॥
যোগাসন করিয়া বসিলা মহাশয়।
হরি হরি শব্দ উঠিল জর জর ॥
মুনিগণ বদন কটাক্ষে নিরখিয়া।
কহিতে লাগিলা শুক সভাতে বসিয়া ॥
ধন্য ধন্য রাজা তুমি ধন্য মতিমান।
স্বর্ণ সময়ে তোমারে হেন দিব্য জ্ঞান ॥

ভুড়ি রাগ।

শুন শুন মহারাজা শুন সাবধানে।
কহিব পদ্ম ধর্ম হরিগুণ-গানে ॥
বোণ বজ্র তপ জ্ঞান দান ব্রত কহি।
ভক্ত নিত্য নহে হরিতত্ত্বি বহি ॥

সর্বভাবে কর যদি গোবিন্দ ভজন।
তবে সে সংসার দুঃখ হবে বিমোচন ॥
সকল ধর্মের ফল হরি-আরাধন।
হরিতত্ত্বি মহাধর্ম কহি তে-কারণ ॥
ভক্তজ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির পরিকর।
হরিতত্ত্বি হৈলে তারা মিলয়ে সঙ্গর ॥
হরিনাম হরিগুণ হরিসংকীর্তন।
গোবিন্দ ভজিলে হয় ভববিমোচন ॥
কেহ এক বলে ব্রহ্মা কেহ জ্ঞানময়।
কেহ হুল কেহ স্মরণ করয়ে নির্ণয় ॥
এক কৃষ্ণ নানা মতে নানা শাস্ত্রে কহে।
সে কৃষ্ণ-ভজন বিনে পরিভ্রাণ নহে ॥
সাংখ্য বোণ ধর্ম শাস্ত্রে এই অবধারি।
অখিল জন্মের লাভ যদি বোলে হরি ॥
মুক্ত মুনিগণ বিধি-নিবেধ-রহিত।
কৃষ্ণগুণ গায় তারা হৈয়া আনন্দিত ॥
এমত প্রভুর গুণ শুন বৃণবর।
মুক্তগণ যায় গুণ গায় নিরন্তর ॥

আমি জানে গুপ্তিত নাহি কৰ্মলেশ ।
 বাপের নিকটে ভবু লৈলু উপদেশ ॥
 ভাগবত পঢ়িলু বাপের সন্নিধানে ।
 হরিল আমার চিত্ত কৃষ্ণগুণগানে ॥
 সেই ভাগবত রাজা কহিব তোমায়ে ।
 পরম বৈষ্ণব তুমি পুণ্য কলেবরে ॥
 জ্ঞানযোগী কৰ্মযোগী কৰ্মপরায়ণ ।
 সত্যের সূত্রে হেতু হরি-সংকীৰ্ত্তন ॥
 তবে শুন ভাগবত কহিব বিস্তারি ।
 সাবধানে শুন রাজা কৃষ্ণে মন ধরি ॥ (১)

দেশাল রাগ ।

জয় জয় নারায়ণ পরম কারণ ।
 অসার সংসার লয়া যায় অকারণ ॥
 প্রথমে ধারণা ধ্যান করি মহাশয় ।
 ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ পাছে বিরাট নিরণ ॥
 যেমতে শরীর তেজে যোগী যোগবলে ।
 যেমতে পরম পদ পায় অবতলে ॥ (২)
 নানা লোকে নানা কামে নানা দেব ভজে ।
 হরিভক্তি মহিমা কহিল যুনিরাজে ॥
 শৌনক পুছিল তাবে সূত সন্নিধানে ।
 কি কি জিজ্ঞাসিলা রাজা শুকদেব স্থানে ॥
 সে রাজা পরম ভাগবত মহামতি ।
 হরিকথা ছাড়ি আন নাহি অবগতি ॥
 বালজ্যোড়ী কালে কৈল কৃষ্ণলালা-কেলি ।
 সে কেন পুছিল আন কৃষ্ণকথা ছাড়ি ॥
 কৃষ্ণকথা বিনে যার যত যায় কাল ।
 দিননাথ বুঝা আয়ু হরয়ে তাহার ॥
 যদি বল সতে জীয়ে নিবন্ধ অবধি !
 তুণ গাছ জীয়ে তার আছে কোন্ সিদ্ধি ॥
 যদি বল তুণ গাছে নাহিক চেতনা ।
 পশুপতি খায় ধায় কি গুণ কল্পনা ॥
 কুকুর শূকর উষ্ট্র গদগদ সমান ।
 যার কর্ণে নাহি যায় হরিগুণগান ॥
 গৰ্ভ তুল্য তার ছুই শ্রবণ-বিবর ।
 কেশবচরিত্র যার নহিল গোচর ॥
 যে জিহ্বায় গোবিন্দমহিমা নাহি গায় ।
 তেজ-জিহ্বা সদৃশ সে কিবা গুণ ভায় ॥
 বিচিত্র মুকুট পাগ যেনা শিরে ধরে ।

(১) অত্র পুঁপির পাঠ,—

“তবে শুক ভাগবত কহেন বিচারি ।

সাবধানে শুনে রাজা কৃষ্ণে মন ধরি ।”

(২) পাঠান্তর,—“বোধেবধে” ।

পরন্তায় সে যদি প্রণাম নাহি করে ॥ (১)

কঙ্কণ ভূষণ ভূজে সেবা নাহি করে ।
 কেবল মড়ার হাথ আছয়ে বিফলে ॥
 বৈষ্ণব বিষ্ণুর মুক্তি না দেখে নমনে ।
 ময়ুর পাখার চক্র (২) জানিহ সমানে ॥
 যে চরণে হরিক্ষেত্র না গেল চলিয়া ।
 বৃক্ষমূলে আছে যেন ভূমিতে পড়িয়া ॥
 বৈষ্ণব চরণধূলি যে না নিল মাথে ।
 জীয়েছেই মরা তাথে জানিহ সাক্ষাতে ॥
 শিলাতে অধিক তার কঠিন হৃদয় ।
 হরিনামে নহে যদি বিকার উদয় ॥
 তবে শুকে কি পুছিল রাজা পরীক্ষিৎ ।
 কি তার উত্তর দিলা শুক স্মৃগুণিত ॥
 বৈষ্ণব সত্য কৃষ্ণকথার প্রচার ।
 তে-কারণে সূত তোনা পুছি বারেবার ॥
 তবে সূত কহিতে করিল অনুবন্ধ ।
 শুকদেব পরীক্ষিতে যে হৈল প্রসঙ্গ ॥
 তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা শুকের চরণে ।
 কিরূপে ভকতি গোপাঞ্জি হয় নারায়ণে ॥
 জগতের উতপতি কে করে পালন ।
 কে করে প্রলয় হেন বিবিধ রচন ॥
 এ সব কহিবে শুক হিত-উপদেশ ।
 তোমার প্রশ্নে যেন জানিঞে বিশেষ ॥
 নানা মুক্তি ধরি প্রভু করে নানা কেলি ।
 কিমতে বিবিধ লীলা করে বনমালী ॥
 আপনে নিষ্ঠুর হই সগুণ বিহার ।
 এক হয়ে নানাক্রমে করে অবতার ॥
 কহ শুক এ সব তোমাতে সুগোচর ।
 তোমার প্রশ্নে যেন জানিঞে সকল ॥
 রাজার বচন শুনি শুক মহাশয় ।
 কৃষ্ণভাবে পুলকিত চকিত হৃদয় ॥
 পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া নারায়ণে ।
 পুরুষ সংবাদ শুক কহে আদি হনে ॥

গোড় মল্লার রাগ ।

পুরুষে নারদ গেলা ব্রহ্মার সদনে ।
 ব্রহ্মা তপ করেন দেখিল তপোধনে ॥
 বিষয় হইল মূনি দেখি প্রজ্ঞাপতি ।
 কি তপ করেন ব্রহ্মা কাহার ভকতি ॥

(১) অত্র পুঁথির পাঠ,—

“ভার বহে যদি কৃষ্ণে প্রণাম না করে ।”

(২) পাঠান্তর,—“চকু” ।

প্রণাম করিয়া মুনি ব্রহ্মাকে পুছিল ।
 এক্রপ তোমারে দেখি বড় ভয় পাইল ।
 তুমি আদিদেব তুমি জগতকারণ ।
 তোমা হৈতে উতপত্তি প্রলয় পালন ॥
 তুমি তপ কর কিবা দেব আরাধন ।
 এ সব সংশয় মোর কর বিমোচন ॥
 নারদের বচন শুনিয়া প্রজ্ঞাপতি ।
 চিন্তিতে লাগিল ব্রহ্মা জগতের গতি ॥
 মল্লার রাগ ॥

সত্য সত্য দেবমায়ী মহাবলবতী ।
 মহাযোগী মোহে যার বলের শক্তি ॥
 আপনে নারদ হএা মহাযোগেশ্বর ।
 তব্ব না জানিয়া বলে আমারে দৈব ॥
 বাঁহার সৃজিত আমি সৃজিয়ে সংসার ।
 যাহার অজ্ঞাতে করি এ লোক বিস্তার ॥
 সেই সে সত্য মূল বিশ্বের আধার ।
 প্রলয়ে যাঁহাতে হয় সকল সংহার ॥
 নারায়ণ পরলোক নারায়ণ গতি ।
 নারায়ণ পরদেব নারায়ণ ঐতি ॥
 নারায়ণ পরব্রহ্ম নারায়ণ ধর্ম ।
 নারায়ণ পরতপ নারায়ণ কর্ম ॥
 ষাঁর অংশ তেজ পেয়ে উরে দিনকর ।
 ষাঁর জ্যোতি বল পেয়ে দীপ্ত শশধর ॥
 দহন শক্তি লেশ পেয়ে হতাশন ।
 বাঁহার প্রসাদে করে ত্রৈলোক্য দাহন ॥
 ষাঁর অধিকার পেয়ে যমে দণ্ড ধরে ।
 দেবের উপরে বজ্র ধরে পূরনরে ॥
 হেন প্রভু থাকিতে অঝল লোকনাথ ।
 আমারে বলয়ে লোক প্রভু পরিবাদ ॥
 এতেক বলিয়া ব্রহ্মা দেবের দেবতা ।
 আদি হৈতে কহিল সকল সৃষ্টিকথা ॥
 কহিল তোমারে মুনি তব্ব উপদেশ ।
 কাহার শক্তি কৃষ্ণে জানিতে উদ্দেশ ॥
 কৃষ্ণের চরণে মোর আছে দৃঢ় মতি ।
 সেই সে কারণে সৃষ্টি করিতে শক্তি ॥
 মোহর ক্ষময়ে বৈসে প্রভু নারায়ণ ।
 কুপথে না চলে চিন্ত এই-সে কারণ ॥
 অসত্য বচন আমি না কহি বদনে ।
 ষিকর্থে না ধায় মন হরিসেবা বিনে ॥
 কহিল তোমারে মুনি শুন যোগেশ্বর ।
 হরি সে সত্য প্রভু সত্য ঈশ্বর ॥
 কহিব তোমারে সৎস নারদ কুমার ।
 যে যে কর্ম করে প্রভু যে যে অবতার ॥

শ্রীরাগ ।

তোমার সেবক করি রাখ যোরে প্রভু হরি
 এবার উদ্ধার যত্নাথ ॥
 দাক্ষণ যমের ভয় প্রাণ মোর স্থির নয়
 তোমা বহি নিবেদিমু কাত ॥ ৫ ॥

ধরিয়া বরাহরূপ প্রভু চক্রপাণি ।
 পাতাল ভেদিয়া তুলে দশনে যেদিনী ॥
 হিরণ্যাক্ষ নামে দৈত্য তথাই বধিল ।
 জলের উপরে ক্ষিতিমন্তল স্থাপিল ॥
 আকুতি উদরে জন্ম লৈল গদাধর ।
 কুচির তনয় হৈলা যজ্ঞ-কলেবর ॥
 স্বয়ম্ভুব মনু তার দক্ষিণা বনিতা ।
 হরি অবতার কৈল সর্বলোকপিতা ॥
 কর্দ্ধমতনয় হৈলা কপিল মুরতি ।
 তাহা হৈতে তত্ত্বজ্ঞান পাইলা দেবহুতি ॥
 অক্রিম তনয় হই দত্ত অবতার ।
 যোগধর্ম জগতে করাইল পরচার ॥
 সনক সনন্দ আর সনৎকুমার ।
 সনাতন নাম চারিমুনি অবতার ॥
 স্মৃষ্টি উদরে হই ধর্মের কুমার ।
 নরনারায়ণ রূপে কৈলা অবতার ॥
 করেন দৃষ্ণর তপ বদরিকাশ্রমে
 লোকহিতে হৈলা নরনারায়ণ নামে ॥
 আদি রাজা হৈলা আর গুণু অবতার ।
 ধনুহল দিয়া কৈলা পৃথিবী সুরার ॥
 নানা অদভূত কর্ম কৈলা মহারাজে ।
 যাহার নির্মল যশ দেবতাসমাজে ॥
 ঋষভ মুরতি হৈলা নাভির তনয় ।
 জড়ধর্ম জগতে করিল পরিচয় ॥
 হয়গ্রীব রূপ হই নাগিকাশ্রমে ।
 কহিয়া সকল বেদ বুঝাইলা মোরে ॥
 কোতুকে ধরিলা প্রভু মৎসকলেবর ।
 করিয়া বিচিত্র নৌকা যেদিনীমণ্ডল ॥
 চারি বেদ মুনিগণ সত্যব্রত মনু ।
 প্রলয়ে রাখিলা প্রভু ধরি মৎসভক্ষ ॥
 অমৃত মথনে ভক্ষ করিয়া বিস্তার ।
 মল্লর ধরিল পৃষ্ঠে কুর্ম অবতার ॥
 নরসিংহরূপে আর বিভা অবতার ।
 অম্বর বধিয়া কৈলা বেদের উদ্ধার ॥
 হরিরূপে অবতার কৈলা নারায়ণ ।
 চক্রে নক্স কাটি কৈলা পঞ্জেজ্ঞ মোক্ষণ ॥
 ধরিয়া বামনবেশ প্রভু দামোদর ।

বলি ছলি ত্রৈলোক্যে স্থাপিলা পুরন্দর ॥
ধনুস্তরিক্ষপ ধরি অমৃতমথনে ।
যার নামে সর্বরোগ হরে সুরগণে ॥
ভৃগুপতি কামরূপ মুনির কুমার ।
নিক্সত্রিয়া কৈলা পৃথ্বী তিন সাত বার ॥
রাম অবতারে প্রভু রাবণ বধিলা ।
দেবের কুশল করি সীতা উদ্ধারিলা ॥
রামকৃষ্ণরূপে হই পূর্ণ অবতার ।
করিয়া অদ্ভুত কৰ্ম থুইলা চমৎকার ॥

শ্রীরাগ ।

দুটা ভাই কানাঞি বলাই গোয়াল ।
ছাওয়ালের প্রাণধন ।
যমুনার কূলে কূলে চরায় গোবিন ॥ ক্র ॥
বিষন্তন পান করি পুতনা বধিল ।
এক মাসে (১) পায়ে ঠেলি শকট ভাঙ্গিল ॥
যমল অর্জুন দুই মহাতরুবার ।
ভাঙ্গিল উর্ধ্বলি ঠেলি প্রভু দামোদর ॥
অথ বক তৃণাবস্ত মারিল অম্বর ।
কালিনাগ দমিঞা করিল স্ততি দূর ॥
দাবায়ি করিয়া পান প্রভু কুতূহলী ।
গোপ গোপী গোবুল রাখিলা বনমালী ॥
এ চৌদ্ধ ভুবন প্রভু দেখালা উদরে ।
মায়ে ভয় পাওয়া মনে মানিল ঈশ্বরে ॥
নন্দকে হরিয়া নিল বক্রণের চরে ।
আপনে উদ্ধার করি আনিল সত্তরে ॥
গোপগণে দেখালা বৈকুণ্ঠ নিজ ধাম ।
বজ্র ভাঙ্গি ইন্দ্রের করিল অপমান ॥
সাতদিন গোবর্দ্ধন ধরি বামকরে ।
হরিয়া ইন্দ্রের দর্প রাখিল গোবুলে ॥
দ্বিবা রাস রসময় রচি বনমালী ।
ব্রজবধু সমাবে করিল রাসকলি ॥
প্রলম্ব ধেনুক কেন্দ্রী অরিষ্ট অম্বর ।
কুবলয়গাণ্ডী গজ মুষ্টিক চাগুর ॥
কংস কালঘবন বধিয়া শিশুপাল ।
কাশীপুরী পোড়াইল মারিল শৃগাল ॥

(১) মূলে, “ত্রৈমাসিকত্ব” পাঠ আছে ।

জরাসন্ধ অদি করি দুষ্ট মূপবর ।
দস্তবক্র বিহরথ দ্বিবিদ বানর ॥
শাস্ত্র সত্ত্বর কুরু কুন্তী আদি করি ।
একে একে সকল মারিলা রাম হরি ॥
করিয়া ভারত যুদ্ধ প্রভু যদুবর ।
পৃথিবীর তার যত হরিলা সকল ॥
বেদব্যাসরূপে তবে হই অবতার ।
ভারত পুরাণ বেদ করিল প্রচার ॥
করিয়া পাষণ্ড ধর্ম বৌদ্ধ অবতারে । (২)
অম্বর মোহিব হরি দেব দামোদরে ॥
কঙ্কি-অবতারে স্নেহ করিয়া সংহার ।
অধর্ম করিব নাশ সত্য পরচার ॥
এইরূপে কত কত অনন্ত মূরতি ।
কে জানে কিরূপে ধরে অনন্ত শক্তি ॥
আমি যাথে না জানি না জানে মুনিগণ ।
হর আদি সুরে যার না জানে মরম ॥
দশ শত বদনে অনন্ত গুণ গায় ।
তবহ গুণের যার অণু নাহি পায় ॥
সে প্রভুচরণে যার একান্ত ভক্তি ।
তবে তারে দয়া যদি করে প্রাণপতি ॥
সেই সে তরিতে পারে সে প্রভুর মায়ী ।
স্বতন্ত্র শরীর করি তার নহে দয়া ॥
শবর চণ্ডাল হীন পাপজীবীগণে ।
যদি সেবা করে তার ভকত চরণে ॥
কৃষ্ণগুণ মহিমা বৈষ্ণবমুখে শুনে ।
সেই তরে দেবমায়ী কি কহিব আনে ॥
কহিলু তোমারে বৎস নারদ কুমার ।
কে জানে কৃষ্ণের গুণ মহিমা বিস্তার ॥
ভাগবত নাম এই তত্ত্ব উপদেশ ।
আপনে বাঢ়হ তুমি জানিয়া বিশেষ ॥
স্বখে যেন তরে লোক এ ভব সংসার ।
হরিগুণ গায়্যা যেন ভবে হয় পার ॥
এই ভাগবত তুমি বাঢ়াহ যতনে ।
ভাগবত আচার্য্য কহিল সাবধানে ॥

(২) অত্র পৃথিব ওর্থে,—

“বৌদ্ধরূপে প্রভু আর হৈব অবতারে ।”

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বিতীয় স্কন্ধে

প্রেমভরঙ্গিণী প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

পঠমঞ্জরী রাগ ।

তবে রাজ্য পরীক্ষিৎ করিয়া বিনয় ।
তকদেবচরণে পুছিলা মহাশয় ॥
নারদ কাহার তরে কৈলা উপদেশ ।
কে বাঢ়াইল ভাগবত জ্ঞানিঞা বিশেষ ॥
কৃষ্ণকথা বিনে তুমি না কহিবে আন ।
কৃষ্ণের চরণে যেন রহে মন প্রাণ ॥
কৃষ্ণে মন প্রবেশিয়া ছাড়িমু জীবন ।
কহ হেন উপদেশ শুক তপোধন ॥
হেন শুনি নারায়ণ নাতি পদ্ম'পরে ।
ব্রহ্মা উৎপন্ন হৈলা ভুবন আধারে ।
তথা রহি চিরকাল ব্রহ্মা স্তুতি কৈল ।
দেখিতে না পায়্যা রূপ ব্যাকুল হইল ॥
হেন অদভূত কথা কহ মুনিবর ।
কল্প বিকল্প আর কহিবে সকল ॥
সব্ব রজ্জ ভস্ম আর ত্রিগুণ জনিত ।
কিঙ্কপে জন্মিল বিধি মারাবিরচিত ॥
নদ নদী পাতাল সাগর দিগন্তর ।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল তত বাহু অভ্যন্তর ॥
মহাজনচরিত্রে তকতগুণগাথা ।
একে একে কহ কৃষ্ণ অবতার কথা ॥
চারি যুগ যুগধর্ম যুগপরিমাণ ।
সকল জীবের ধর্ম কহ গুণগ্রাম ॥
কৃষ্ণ আরাধন বিধি ভকতিলক্ষণ ।
যোগপথ ধর্ম কহ মুক্তি কারণ ॥
কিঙ্কপে করয়ে প্রভু প্রলয় পালন ।
কিঙ্কপে করয়ে সৃষ্টি দেব নারায়ণ ॥
এই সব কথা মোরে কহ মহাশয় ।
যেমতে ঘুচয়ে মোর চিন্তের সংশয় ॥
তোমার বচন হরিকথা সুধাময় ।
শ্রবণে করিতে পান যুড়ায় হৃদয় ॥
সাত দিন উপবাস নাহি অবধানে ।
তৃপ্তি নাহি হয় হরিকথা রস পানে ॥
রাজার বচন শুনি মুনি ঐশোৎসব ।
সাধু সাধু বলি তাঁরে দিলেন উত্তর ॥
সেই ভাগবত নাম চারি বেদসার ।
যাহার প্রসাদে পায় জগৎ নিস্তার ॥
শুন শুন মহারাজ কহিব তোমায়ে ।
প্রভুর মহিমা কহি বুদ্ধি অল্পগায়ে ॥
বিহার করিতে হরি হৈছিলা যখনে ।
ব্রহ্মা উতপন্ন হৈলা নারতি পদ্ম হ'নে ॥

সৃষ্টি করিবারে ব্রহ্মা কৈলা অবধানে ।
না জানি কেমনে হৈব সৃষ্টি নিয়মাণে ॥
ধ্যান করি ব্রহ্মা মনে চিন্তিতে লাগিলা ।
হেনকালে তপ তপ শব্দ শুনিলা ॥
কোথা হৈতে উপজিল তপ তপ বাণী ।
দেখিতে না পাল্যা তাহা ব্রহ্মা পদ্মযোনি ॥
তবে তপ কৈল দিব্য সহস্র বৎসর ।
বৈকুণ্ঠ দেখাইলা তায়ে প্রভু সুরেশ্বর ॥

বেলোয়ার রাগ ।

আজু রে শ্রীচান্দ্রমুখ দরশন ভেল ।
জনমে জনমে সব দুঃখ ধুরে গেল ॥ ১ ॥
নাহি শোক মোহ যথা নাহি জরা ভয় ।
নাহি কালগতি যথা মায়াপরিচয় ॥
কোটি কোটি বৈসে বিষ্ণু-পারিষদগণ ।
শ্রাম কলেবর ধরে সুপীঠ বসন ॥
চতুর্ভূজ মহাবাহু শঙ্খচক্রধারী ।
রাজীবলোচন তারা দিব্য বনমালী ॥
মহামণিময় দিব্য রতনভূষিত ।
মুহূট কুণ্ডল মণিগণ বিরাজিত ॥
তার মাঝে দেবদেব মহা রাজেশ্বর ।
কমলা করয়ে পদসেবা নিরন্তর ॥
মহাধন মণিগণ ভূষণ ভূষিত ।
মুহূট কুণ্ডল মণিহার বিরাজিত ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি ভুজে ।
পীতবাস কঙ্কণ কেয়ুর সুবিরাজে ॥
অষ্টনিধি চারি বেদ ধরিয়া মুরতি ।
তত্ত্বগণ রূপ ধরি করে নানা স্তুতি ॥
এরূপ দেখিল ব্রহ্মা প্রভু জগন্নাথ ।
চরণপঙ্কজে কৈলা বহু দণ্ডপাত ॥
প্রেমভরে পুলকিত পুরিল অন্তর ।
প্রেম জলে পুরিল ব্রহ্মার কলেবর ॥
প্রেমে গদগদ বাণী বাহু নাহি জানে ।
শিরে কর যুড়িয়া রহিলা সেই মনে ॥
হাসিয়া উত্তর তবে দিলা চক্রপাণি ।
বর মাগ প্রজাপতি শুন তত্ত্ববাণী ॥
বড় হুখে তপ তুমি কৈলে চিরকালে ।
ভুট্ট হৈয়া দিব্যরূপ দেখাইলু তোরে ॥
আমার এরূপ যার হয়ে দরশন ।
সেই ক্ষণে হয় ভববন্ধ বিমোচন ॥

গভাগত শ্রম আর নহিব তোমার ।
আজ্ঞা লৈয়া চল তুমি সৃষ্টি করিবার ॥
চান্নি শ্লোকে ভাগবত কহিলু সংক্ষেপে ।
এই ভক্তজ্ঞান ব্রহ্মা জানিহ স্বরূপে ॥
সৃষ্টিকার্য্যে চল তুমি চিন্তা নাহি কর ।
ভক্তজ্ঞান করি এই ভাগবত ধর ॥
তুমি সৃষ্টি কর ব্রহ্মা এক মন চিতে ।
তবে ত তোমার চিন্ত না যাব বিপথে ॥
এতেক বলিয়া দেবদেব নারায়ণ ।
অন্তরীক্ষ হইয়া তবে চলিলা তখন ॥

কানাড়া রাগ ।

দেখরে দেখরে শ্রমের যত্ননন্দনা ।
ইন্দ্রনীলমণি কিরে এ শ্রাম বরণ ॥ ৫ ॥
কৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা করিয়া প্রণাম ।
সৃষ্টি করিবার ভরে গেলা নিজ স্থান ॥
পূর্ববে যেক্ষেপে ছিল কল্প বিকল্পনা ।
সেইরূপে কৈল ব্রহ্মা অগত রচনা ॥
তবে মহা ষোড়শের নারদ কুমার ।
ব্রহ্মার সদনে গেলা তত্ব জানিবার ॥
তবে ভাগবত ব্রহ্মা কহিল তাহারে ।
আপনে কহিল যাহা দেব দেবেশ্বরে ॥
দশবিধ লক্ষণ পুরাণ বেদসার ।
ব্রহ্মামুখে জানিলেন নারদ কুমার ॥
নারদ ব্যাসেরে তবে কৈলা উপদেশ ।
ব্যাসে আমা পঢ়াইল করিয়া বিশেষ ॥
সেই ভাগবত আমি কহিব তোমাতে ।
সাবধান হইয়া তুমি শুন নৃপবরে ॥
সর্গ বিসর্গ স্থান পোষণ ধারণ ।
কর্ম-বাসনা যত্নস্বর বিবরণ ॥
ঈশ্বরচরিত মুক্তি প্রলয় আশ্রয় ।
দশবিধ কহিল লক্ষণ পরিচয় ॥
জীবের স্বরূপ গতি বক্রবিমোচন ।
যেক্ষেপে তব্ধের গতি মান্নার জনম ॥
সঙ্করজ ভয় তিন গুণ উতপতি ।
যেক্ষেপে বিরাক্ষর হৈলা সুরপতি ॥
যেক্ষেপে সৃজিলা জল এ মহীমণ্ডল ।
যদ নদী স্বাবর অজম চরাচর ॥

যেক্ষেপে সাগর গিরি পাতাল কল্পনা ।
যেক্ষেপে উপরে সাত লোকের রচনা ॥
দেবতা দানব নর কিম্বদ্বানর ।
সুর সিদ্ধ মুনি যক্ষ যক্ষ বিদ্যাধর ॥
নগ নাগ কিন্নরকুম্ব গুহক চারণ ।
ভূতপ্রেত পিশাচ রাক্ষস দুর্ষ্টগণ ॥
পশু পক্ষ খগ মৃগ কীটাদি পতঙ্গ ।
চতুর্বিধ জীব জাতি সিংহ ও মাতঙ্গ ॥
জল স্থল পাতাল সকল লোকবাসী ॥
একে একে সৃজিল যতক জীবরাশি ॥
এইরূপে সৃজে হরি সকল সংসার ।
প্রলয় সময়ে করে জগত সংহার ॥
নানারূপ ধরি হরি করয়ে পালনে ।
তবে পান্নকল্প কহি শুন সাবধানে ॥
পুছিল শৌনকঃ তবে স্মৃতিস্থানে ।
কেনে ঘর ছাড়িয়া বিদুর গেলা বনে ॥
সে হেন সম্পদ কেনে ছাড়িল বিদুরে ।
কিছুপে চলিলা উহ তীর্থ করিবারে ॥
মৈত্রেয় মুনির সহে কোথা দরশন ।
কি কাজে একত্রে হৈলা দু'হার মিলন ॥ (১)
কি কথা কহিল মুনি বিদুরের স্থানে ।
এ সব কহিবে স্মৃতি শুনে মুনিগণে ॥
তবে স্মৃতি কহিতে করিল অনুবন্ধ ।
যেক্ষেপে মৈত্রেয় সহে বিদুরপ্রসঙ্গ ॥
এই কথা জিজ্ঞাসিলা রাজা পরীক্ষিৎ ।
শুক মুনি কহিলা করিয়া বিস্তারিত ॥
কহিব তোমাতে রাজা শুন সাবধানে ।
বিদুর-মৈত্রেয়-কথা বিদিত ভুবনে ।
কহিল দ্বিতীয় স্বরূপ কথা সমাধানে ॥
ভক্তিব্যোগ কহি যাথে নানা উপাখ্যানে ॥
যন্ত পুণ্য পাপহর অগত-পবিত্র ।
ভব-বন্ধ-বিদারণ গোবিন্দচরিত্র ॥
সুখে ভাগবত লোক বৃন্দে কারণে ।
স্মৃতিবন্ধে ভাগবত কহে সমাধানে ॥
দ্বীপশিখরোমণি শ্রীগদাধর জানে ॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর-গানে ॥

(১) অঙ্ক পুঁথির পাঠ,—

“কি কাজে একত্রে হৈলা দু'হার মিলন”

ইতি শ্রীভাগবতে দ্বিতীয় স্বরূপে প্রেমভরঙ্গিণী

দ্বিতীয়োচ্চারণঃ ॥ ২ ॥

সমাপ্তোচ্চারণ দ্বিতীয়ঃ স্বরূপঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম অধ্যায় ।

ভক্তিশতকির্মা জ্ঞানং বিজ্ঞানং তত্ত্বনির্ণয়ম্ ।
তৃতীয়স্কন্ধচরিতং শৃংখলং যত্র বর্ণ্যতে ॥

সিদ্ধুড়া রাগ ।

ধৃতরাষ্ট্র রাজা ছিল কুপত্র অধীন ।
সে যেই ইচ্ছায় তাই করে অক্ষহীন ॥
পঞ্চটা পাণ্ডব শুদ্ধ ধর্ম কলেবরে ।
তা-সভা পোড়াতো রাজা ধুইল জৌঘরে ॥
জলে রাজ্য ছারাইল দ্যাতকীড়া করি ।
দ্রৌপদী সভাতে আনে কেশপাশ ধরি ॥
বিষলাড়ু দিলা ভীমে মাঝিবার তরে ।
এইরূপে কত কত কৈল পরকারে ॥
ধৃতরাষ্ট্র মহারাজ মদ্রণা করিতে ।
ডাক দিয়া বিদুরে আনিলা সভাসতে ॥
কহিতে লাগিলা তবে বিদুর সম্মতি ।
কহিব তোমাতে রাজ্য কর অবগতি ॥
যুধিষ্ঠিরে দেহ তুমি অর্দ্ধ রাজ্যখণ্ড ।
দুর্ভাই অর্জুন ভীম মহা পরচণ্ড ॥
কৃষ্ণ তার সহায় অখিল লোকপতি ।
তার সহে ছাড় রাজ্য বিবাদ যুগতি ॥
কুলদ্বার দুর্ঘোষন আছে নিজ গুরে ।
এ বড় বিষম দোষ দেখিয়ে তোমাতে ॥
এ বোল শুনিঞা দুর্ঘোষন দুর্গাচার ।
বিদুরকে দিলা গালি ভৎসিয়া অপার ॥
কে আনিল হেন দুষ্ট সভার ভিতরে ।
যার অন্ন খেঞা জীয়ে মন্দ বোলে তারে ॥
সহজে অন্ন জাতি দাসীর কুনার ।
আনিতে উচিত নহে সভার মাঝার ॥
সভা হৈতে দূর কর কুমন্ত্রভাজন ।
পর পক্ষ হৈয়া বনে অসত্য বচন ॥
এ বোল শুনিঞা ধীর ব্যাসের নন্দন ।
দ্বারে ধুইয়া বনে চলিলা তখন ॥
অবধূত বেশ ধরি শিরে জটাভার ।
দণ্ড কমণ্ডলু করে পরে বাঘছাল ॥
নানা ভীর্থ যত যত আছে কিতিলে ।
পুণ্য নদ নদী যত পুণ্য-সরোবরে ॥
যে যে রূপ পরি হরি যথা যথা বৈসে ।
করিয়া সদল ভীর্থ চলিলা প্রভাসে ॥

যখন বিদুর আসি প্রভাসে মিলিলা ।
লোকমুখে বন্ধুগণনিধন শুনিলা ॥
জানিলা বিদুর ভার হরিলা শ্রীহরি ।
কণেক বসিলা তবে চিন্ত স্থির করি ॥
যুধিষ্ঠিরে রাজ্য করি প্রভু যদুবর ।
শাসিয়া সকল দিল ধরণীমণ্ডল ॥
এ সব শুনিঞা দরশনভীত্রে আসি ।
তথা রহি নানা ভীর্থ কৈল ভীর্থবাসী ॥
তবে আসি প্রয়াগে বিদুর উদ্ভরিল ।
উদ্ধবের সঙ্গে তথা দরশন হৈলা ॥

মারাটি রাগ ।

দ্বারকার কথা জিজ্ঞাসিলা একে একে ।
শ্রুতির্য্য উক্ত আকুল হৈলা শোকে ॥
সে মহা ভকত একে কৃষ্ণের কিঙ্কর ।
এ জন পরাণে জীয়ে বড় চমৎকার ॥
শ্রুতির বিচ্ছেদ তার জীয়ে হেন জন ।
এইত অল্প নহে শক্তি কারণ ॥
পাঁচ বরষের শিশু যখনে আছিল ।
ভাত খাইবার তরে মায়ে ডাক দিল ॥
না ছাড়িল কৃষ্ণকেলি না কৈল ভোজন ।
হেন সে উদ্ধব ভাগবত মহাজন ॥
ভূমিতে পড়িলা সে যে হয়্যা মুরহিত ।
কণেক থাকিয়া তবে স্থির কৈল চিত্ত ॥
পুলকে পুরিল অঙ্গ সজলনয়নে ।
চিন্ত নিবারিয়া কথা কহে মতিমানে ॥
কি কহিব কুশল বিদুর মহামতি ।
হতাভাগ্য সব লোক হত বসুমতী ॥
হতাভাগ্য যদুকুল জ্ঞান ভাল মতে ।
একত্রে বসিয়া কৃষ্ণের না জানিল তত্ত্বে ॥
ইচ্ছিতজ্ঞ এক মহামতি ঐশ্বর্য্যব ।
হেন হয়্যা না জানিল প্রভুর স্বভাব ॥
দেবমায়্য বলবতী কি কহিব তারে ।
হরয়ে সভার মতি ভ্রম করিবারে ॥

ব্রহ্মশাপ ছলে হরি যদুকুল হরে ।
 বৈকুণ্ঠ বিজয় তবে কৈলা যদুবরে ॥
 উদ্দেশ্য না জানে যার ভব আদি সুরে ।
 কে জানে কিরূপে হরি কোন কর্ম করে ॥
 কর্তা নহে কর্ম করে অজ হঞা জন্ম ।
 কে জানে কিরূপে হরি করে কোন কর্ম ॥
 অমুর বধিতে জন্ম বসুদেবঘরে ।
 পলায়্যা গোকুলে যার কংসাসুরডরে ॥
 আর এক দুঃখ যোর শুন মহামতি ।
 বাপের চরণ ধরি করয়ে কাহুতি ॥
 বসুদেব দেবকীর ধরিয়া চরণ ।
 আপনার অপরাধ করায় খণ্ডন ॥
 শরণ পশিয়া তাঁর চরণকমলে ।
 কেবা দুঃখ নাহি তপে এ ভব সংসারে ॥
 সাক্ষাতে দেখিলে তুমি আর অদভুত ।
 কি কাজে কিঙ্কর হৈলা অর্জুনের দূত ॥
 শিশুপাল করিয়া অশেষ অপরাধ ।
 চরণে প্রবেশ কৈলা দেখিলা সাক্ষাৎ ॥
 ভারতে যতেক দৈত্য পড়িল সময়ে ।
 মুখচন্দ্র দেখি গেলা বৈকুণ্ঠ নগরে ॥
 উগ্রসেন সাক্ষাতে দাণ্ডিয়া বনমালী ।
 ভয় করি আত্মা মাগে কর জোড় করি ॥
 কালকূট তন পান পুতনা করায় ।
 সে হেন রাক্ষসী হয়্যা মাতৃপদ পরায় ॥
 যত দৈত্যগণ মৈল সময় ভিতরে ।
 তারা সে বৈষ্ণব বড় যোর চিন্তে ধরে ॥
 গরুড় বাহন হরি দেখিয়া সাক্ষাতে ।
 সবংশে বৈকুণ্ঠে চলি গেলা সেই পথে ॥
 সে সব কহিতে যোর মনে দুঃখ উঠে ।
 শত্রুরি প্রভুর গুণ যোর গ্রাণ ফাটে ॥
 আর কি কহিব কথা শুন হে বিদুর ।
 গ্রাণ হরি লৈয়া প্রভু গেলা নিজপুর ॥
 গোপন চরায় হরি গোপবেশ ধরি ।
 গোপশিশু সঙ্গে করি করে নানা কেলি ॥
 বিবিধ দানব মায়ে বিবিধ প্রকারে ।
 দাবায়্য করিয়া পান গোকুল উদ্ধারে ॥
 ছুষ্ঠ নাগ দমিয়া পাঠাইল আন স্থান ।
 বমুন্যর জল কৈল অমৃতসমান ॥
 যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া ইন্দ্রের ভাঙ্গে পূজা ।
 করে গিরি ধরিয়া রাখে গোকুলের পূজা ॥
 রাসকেলি করে ব্রজ-রমণীমণ্ডলে ।
 অখিল ভুবনে অমুপায় রূপ ধরে ॥

কংস মারি উগ্রসেনে অভিষেক করে ।
 গুরুসেবা লওয়াইতে গেলা গুরুঘরে ॥
 রাজ্যচক্র জিনিঞা ক্লান্তিগী দেবী হরে ।
 সাত বৃষ বান্ধি নাগজিতী বিভা করে ॥
 এইমতে অষ্টদেবী বিবাহ করিয়া ।
 ষোল সহস্র কন্তা আর আনিল হরিয়া ॥
 নয়ক মারিয়া তার পুত্রে কৈল রাজা ।
 স্বর্ণে গেলা ইন্দ্রাদি দেবতে কৈল পূজা ॥
 পারিজাত আনিলা জিনিয়া দেবগণে ।
 কল্লতরু আরোপিলা ঝারকা ভুবনে ॥
 ঘোড়শ সহস্র রূপ ধরি এক কালে ।
 ষোড়শ সহস্র বিভা কৈলা যদুবরে ॥
 যত যত পরচণ্ড দৈত্য অধিকারী ।
 জরাসন্ধ আদি সব মারিল মুরারি ॥
 বৃধিষ্টির আদি পঞ্চ শাণ্ডবের সঙ্গে ।
 দুর্যোধন সহে কৈলা বৈর অমুবন্ধে ॥
 হরিলা সকল ভার এই লক্ষ্য করি ।
 সত্যের পালন তবে করিলা শ্রীহরি ॥
 বৃধিষ্টির রাজ্য করি নিজ অধিকারে ।
 অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইল তিন বারে ॥
 শাসিয়া সকল দিল মোদনীমণ্ডল ।
 পৃথিবীর রাজ্য দিল করিয়া কিঙ্কর ॥
 উত্তরার গর্ভরক্ষা সত্যের পালন ।
 ঝারকা চলিয়া তবে আইলা নারায়ণ ॥
 রাজরাজেশ্বর হই ষারকামণ্ডলে ।
 গৃহধর্মস্থখ করি ব্রাহ্মণ্য সংসারে ॥
 প্রকৃতি-পুরুষপর পুরুষ পুরাণ ।
 গৃহধর্ম কৈলা যেন জীবের সমান ॥
 কত কোটি স্তব দায় কে জানিতে পারে
 কত কত যজ্ঞ দান কৈলা ঘরে ঘরে ॥
 কত কর্ম কত রূপ কৈল একবারে ।
 ঝারকার সম্পদ শ্রুতির অগোচরে ॥
 তিলেক সকল নাশ কৈলা যদুবর ।
 সাগরে মজিলা তবে ঝারকা নগর ॥
 ব্রহ্মশাপ হল করি তেজি নিজ পুরে ।
 প্রভাসে আসিয়া প্রাণ কুলক্ষয় করে ॥
 যদুকুল সংহার করিয়া যোগেশ্বরে ।
 বীরাসন করিয়া বসিলা তরুতলে ॥
 বৈকুণ্ঠনাথের হৈল বৈকুণ্ঠ বিজয় ।
 সুরগণে জানিলেন প্রভুর হৃদয় ॥

পঠয়জ্জরী রাগ ।

ব্রহ্মা ভব সুরপতি শশী দিনকর ।
 ২য় সিদ্ধ মূনিগণ গন্ধর্ব্ব কিম্বর ॥
 ঐরা সব সভাই রহিলা সাবহিতে ।
 সতেই বলেন প্রভু যাইবা এ পথে ॥
 নরবেশ ছাড়ি প্রভু নিজ বেশ ধরে ।
 সূর্য্যকোটি জিনিঞা প্রকাশ কলেবরে ॥
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরে চারি ভুজে ।
 ধ্বজ বক্ষ বিরাজিত চরণ পঙ্কজে ॥
 মুণ্ডট কুণ্ডল হার কটক বিরাজে ।
 সুপীষর বক্ষেতে কৌন্তত মণি সাজে ।
 দিব্য গন্ধ তুলসী কুমুম দিব্য মালা ॥
 দিব্য মণিময় হার চমকে চপলা ।
 চরণে নুপুর করে কেয়ুর কঙ্কণ ।
 গীতবাস পরিধান বিচিত্র ভূষণ ॥
 বৈকুণ্ঠের পারিষদ অষ্ট মহানিধি ।
 নিজ রূপ ধরি সব আইলা যোগসিদ্ধি ॥
 স্বর্গে যেন তারা ছুটে বিজুরি সঞ্চারে ।
 হেন অলঙ্কিত গতি চলিলা সঙ্ঘরে ॥
 যে ধেব আসিল যথা রহিলা সেমতে ।
 কেহ না জানিলা প্রভু গেলা কোন্ পথে ॥
 তখনে আছির্নু মুঞি অধম বঞ্চিত ।
 না জানির্নু কিরূপে চলিলা আচম্বিত ॥
 কহিলা মোহোর তরে দিব্য যোগ জ্ঞান ।
 বৈকুণ্ঠ চলিলা তবে পুরুষ পুরাণ ॥
 আজ্ঞা হৈল মোরে যাইতে বদরিকাশ্রম ।
 ভাগ্যে তোমা সনে হৈল পথে দরশন ॥
 নর-নারায়ণ তথা পুরুষ পুরাণ ।
 ভক্তিব্যোগ সাধিব তাঁহার সন্নিধান ॥
 এত মর্শ্ব শুনিঞা বিদুর মহাশয় ।
 কর জোড়ে বলে কিছু করিয়া বিনয় ॥
 কৃপা করি যদি মোরে কহ তত্ত্বজ্ঞান ।
 তোমার প্রসাদে যোর হয় পরিজ্ঞান ।
 লোক হিত করিতে বৈষ্ণব অবতার ।
 সর্ব্বত্র বেড়ায়্যা করে জীবের উদ্ধার ॥

ভাটিরাগি রাগ ।

কহিলা উদ্বত তবে জ্ঞানে সুপণ্ডিত ।
 আমি উপদেষ্ট দিতে না হয় উচিত ॥
 মৈত্রেয় মুনিকে আজ্ঞা দিলেন আপনে ।
 এই জ্ঞান দিহ তুমি বিদুরের স্থানে ॥
 বিদুর আবার সখা শুন মহামুনি ।
 যোয় বিদ্যমানে কহিলেন চক্রপাণি ॥

মৈত্রেয় তোমারে কহিবেন তত্ত্বজ্ঞান ।
 শীঘ্র চলি যাহ তুমি মুনি সন্নিধান ॥
 এতেক বলিয়া তুমি হরির কিম্বর ।
 চলিলা উত্তর মুখে ভকতশেখর ॥
 বিদুর অজ্ঞান হয়ে পড়ি ভূমিতলে ।
 হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি কান্দে উচৈঃস্বরে ॥
 কণে চিত্ত স্থির করি চলিলা তখন ।
 গঙ্গাধারে গিয়া পাইল মূনির দর্শন ॥
 দেখিলা মৈত্রেয় মুনি মহা তপোনিধি ।
 কর যোড়ি প্রণাম করিলা মনোবাক্ষি ॥
 প্রণত কঙ্কর হই বলে স্তুতিবাণী ।
 জিজ্ঞাসা করিব কিছু শুন মহামুনি ॥
 আমি দীন হীন জনে যদি দয়া হয় ।
 সে সব করিলে মোর সংশয় সংশয় ॥
 সুখ হেতু করে লোক নানা পুণ্য কর্ম্ম ।
 তাহাতে না দেখি সুখ না ঘুচে অধর্ম্ম ॥

বেলোয়ার রাগ ।

পরিণামে দুঃখ সতে দেখিয়ে তাহার ।
 কহ মুনি তপোধন কি হয় বিচার ॥
 কিরূপে করয়ে প্রভু সৃষ্টি পরলয় ।
 কিরূপে পালন করে প্রভু দয়াময় ॥
 প্রলয়সাগরে করি অনন্ত শয়ন ।
 ষোণনিদ্রা কিরূপে করয়ে নারায়ণ ॥
 দান পুণ্য যজ্ঞ ব্রত শুনিলা ভারতে ।
 ব্যাসমুখে শুনিয়া সন্তোষ নৈল চিত্তে ॥
 হরিকথা শ্রবাপান করিতে শ্রবণে ।
 তৃপ্তি মানয়ে হেন আছি কোন্ জনে ॥
 সর্ব্বধর্ম্মসার হরি কথা শ্রবাপান ।
 তাহা বহি মুনি তুমি না কহিবে আন ।
 বিদুরের বচন শুনিঞা মহামুনি ।
 সাধু সাধু বাদ করি বিদুরে বাখানি ॥
 ব্যাসের নন্দন তুমি যম ধর্ম্মরাজ ।
 তুমি যে বৈষ্ণব হবে কত বড় কাজ ॥
 মুনি যাণ্ডবোর শাপে তুমি শূদ্রজাতি ।
 শুদ্ধভাবে ভজিলে গোবিন্দ প্রাণপতি ॥
 তোমার কারণে হরি বলিলা আমারে ।
 তত্ত্ব উপদেশ তুমি কহিও বিদুরে ॥
 এতেক বলিয়া তবে মুনি যোগেশ্বর ।
 সৃষ্টি স্থিতি উতপত্তি কহিলা বিদুর ॥
 সৃষ্টিকালে যখনে প্রভুর ইচ্ছা হৈল ॥
 প্রকৃতি পুরুষ কাল মহত জায়িল ।
 অহঙ্কার পঞ্চভূত পঞ্চভূতগণ ॥

দশবিধ ইন্দ্ৰিয় দেবতা দশজন ।
এ সব একত্রে হই করিব সৃজন ।
অহঙ্কারে একত্রে নহিল কোন জন ।
তারা যদি না পারিল সৃষ্টি করিবারে ।
কৃষ্ণেরে প্রণাম কৈল কর যুড়ি শিরে
ভক্তি প্রতি প্রতি কৈল নানা ভাবে ।
সর্বভাব করিয়া ভজিলা সর্ব দেবে ॥
কালরূপ ধরিয়া অনন্ত স্থবীকেশ ।
সভার হৃদয় মাঝে কৈলা পরবেশ ॥
তবে তারা সতে মেলি হৈল একমতি ।
সৃজিল ব্রহ্মাণ্ড নানা বিচিত্র শক্তি ॥
ব্রহ্মাণ্ড মজিল তবে প্রলয়গাগরে ।
সহস্র বৎসর হৈল প্রলের ভিতরে ॥
তবে প্রভু ধরিয়া বিরাট কলেবর ।
ব্রহ্মাণ্ড স্থাপিলা যুগি প্রলের উপর ॥
আপনে প্রবেশ কৈলা বাহু অভ্যন্তরে ।
সুদৃঢ় ব্রহ্মাণ্ড হৈল কৃষ্ণশক্তি বলে ॥
তাহার ভিতরে হল ব্রহ্মাদি কল্পনা ।
৫ চৌদ্দ ভুবন আর বিবিধ রচনা ॥
চন্দ্র সূর্য্য পুরন্দর যম হতাশন ।
কুবের ঈশান মৃত্যু (১) বরুণ পবন ॥
সুর সিদ্ধ নাগ নর যক্ষাদি কিম্বর ।
নক্ষত্র সকল আর সাধ্য বিজ্ঞাধর ॥

(১) পাঠান্তর,—“বহু” ।

সুরাসুর মূনিগণ গন্ধর্ব্ব খেচর ।
পশু পক্ষ ঋগ মুগ জল স্থলচর ॥
অশেষ বিশেষ জন্তু নানা চরাচর ।
সকল সৃজিল প্রভু ব্রহ্মাণ্ড ভিতর ॥
মুখে হৈতে ব্রাহ্মণ সৃজিলা সুরপতি ।
বাহুমূলে ক্ষত্রিয়ের করিলা উতপতি ॥
বৈষ্ণব জাতি উরু স্থলে কৈলা উতপন্ন ।
পদযুগে শূদ্রজাতি করয়ে সৃজন ॥
সর্ব বর্ণ সর্ব ধর্ম্ম আশ্রম আচার ।
সৃজিলা সভার বৃষ্টি আহার বিহার ॥
শস্ত্র শাস্ত্র নানা বিজ্ঞা শিল্প ব্যবহার ।
সর্ব জীব জীবন-উপায় পরকার ॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজয়ে এইরূপে ।
কে জানে কেমন কর্ম্ম করে কোন্‌রূপে ॥
কহিল তোমাঝে কিছু বৃদ্ধি অঙ্গুসারে ।
সকল কহিব হেন শক্তি কেবা ধরে ॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর বচন ।
উদ্দেশে কহিলু কিছু সৃষ্টিনিরূপণ ॥
শুনিলে হ্রিত হরে পুষ্য উপচয় ।
বিষ্ণুলোকে বাস তার ঘুচে ভবভয় ।
ধীরশিরোমণি ত্রীগদাধর জান ।
ভাগবত আচার্য্যের মধুর-গান ॥

ইতি ত্রিভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়

স্কন্ধে প্রেমতরঙ্গিনী প্রথম

অধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

(বরাড়ী) রাগ ।)

এতেক শুনিলে তবে বিহুর সুধীর ।
নয়নে আনন্দজলে পুলক শরীর ॥
তবে আর জিজ্ঞাসিলা মূনি সন্নিধানে ।
প্রণত কঙ্কর হই পুছিলা বিধান ॥
অজ নিরঞ্জন হরি নিগুণ বিহার ।
সে কেন শরীর ধরি করে অবতার ॥
দান যজ্ঞ দ্রব্য বিধি নানা বর্ণ ধর্ম্ম ।
জীবগতি কহিবে সকল ণ কর্ম্ম ॥

কোন্ কর্ম্মে দেবদেব হয় পরসর ।
কোন্ কর্ম্মে করিব গোবিন্দ আরাধন ॥
ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্য কহিবে যে গগতি ।
জ্ঞান দান দিঞা মোর ঘৃচাহ দুর্খতি ॥
কহিতে লাগিলা তবে মূনির প্রশান ।
ধন্য পুরুষাংশ (১) যাণে তুমি উপাদান ॥

(১) পাঠান্তর,—“পুণ্যবংশ” ।

হরিকথামৃত পান কর মহাভাগ ।
 পদে পদে নব নব বাঢ়ে অঙ্কুরাগ ॥
 ব্রহ্মার আননে যে কহিল সুরেশ্বরে ।
 সেই ভাগবত আমি কহি সবিত্তারে ॥
 অনন্ত ধরণীধর সহস্র বদন ।
 সনকাদি চারি মুনি গেল। তাঁর স্থান ॥
 যেক্রপে তাঁহার স্তুতি কৈলা আরাধন ।
 যেক্রপে ধরণীধর হৈলা পরসন্ন ॥
 সনক সনক আর মুনি সনাতন ।
 সনৎকুমার চারি ব্রহ্মার নন্দন ॥
 ধরণীধরের স্থানে পাইলা উপদেশ ।
 মৈত্রেয় কহিলা সেই করিয়া বিশেষ ॥
 প্রলয় সময়ে বিশ্ব করিয়া উদরে ।
 অনন্ত-শয়নে ছিল। প্রভু বিশ্বস্তরে ॥
 তাঁর নাভিকমলে ব্রহ্মার উতপত্তি ।
 চিরকাল ধ্যান করি রহে প্রজাপতি ॥
 বত বড় নাভিপদ্ম কি তার আধার ।
 ব্রহ্মা হুয়া। না পারিলা তত্ত্ব জানিবার ।
 পদ্মনাল-বিবরে করিয়া পরবেশ ।
 কোথা হৈতে হৈল পদ্ম না পাইল উদ্দেশ ॥
 চিরকাল ত্রিমুখা উঠিল আর বার ।
 এইক্রপে ত্রিমুখি রহিলা চিরকাল ॥
 চির পরিশ্রমে ব্রহ্ম হৈলা অবসন্ন ।
 তবে হরি সাক্ষাতে দিলেন দর্শন ॥
 অনন্ত শয়নে হরি দিব্যরূপ ধরে ।
 নানা স্তুতি কৈলা ব্রহ্মা প্রণত বন্ধরে ॥
 প্রসন্ন হইয়া প্রভু পুরুষ পুরাণ ।
 ব্রহ্মাকে কহিলা ভাগবত-তত্ত্বজ্ঞান ॥
 বিশ্ব সৃজসেন ব্রহ্মা পাত্র উপদেশ ।
 কহিল মৈত্রেয় মুনি করিয়া বিশেষ ॥
 বত বত পুছিলা বিহুর মহাশয় ।
 সকল কহিলা মুনি প্রসন্নহৃদয় ॥
 যতেক মানস সৃষ্টি কৈলা পিতামহে ।
 তবে আর যতেক সৃজিলা নিজদেহে ॥
 সনকাদি চারিমুনি মানস কুমার ।
 রুদ্র সৃষ্টি কৈলা ব্রহ্মা হয় অবতার ॥
 মনে উপজিল মুনি মরীচি তনয় ।
 নয়নে জন্মিল অত্রি মুনি মহাশয় ॥
 জন্মিলা অঙ্গিরা মুনি ব্রহ্মার বদনে ।
 জন্মিলা পুলস্ত্য মুনি ব্রহ্মার শ্রবণে ॥
 জন্মিলা পুলহ মুনি নাভির বিবরে ।
 ক্রতু মুনি জন্মিলা ব্রহ্মার দুই করে ॥

চর্যে উপজিল কৃষ্ণ মুনির প্রধান ।
 প্রাণ হৈতে বশিষ্ঠ জন্মিলা মতিমান ॥
 দক্ষিণ অঙ্গুলি হৈতে দক্ষের জনম ।
 বক্ষঃস্থলে জন্মিলা নারদ তপোধন ॥
 স্তনে হৈতে জনমিলা ধর্ম্য অবতার ।
 পৃষ্ঠে উপজিলা মৃত্যু অধর্ম্য আচার ॥
 হৃদয়ে জন্মিলা কাম ক্রোধ ভুক্রয়ুগে ।
 অধরে জন্মিলা লোভ বাণী হৈলা মুখে ॥
 ছায়া হৈতে জন্মিলা কদম্ব মুনিবর ।
 চারিমুখে চারিবেদ সৃজে মুনিবর ॥
 অর্থ শাস্ত্র যজ্ঞ হোম বিবিধ প্রচার ।
 আয়ুর্কৌদ ধনুর্কৌদ শিল্প ব্যবহার ॥
 স্বায়ম্ভুব মনু যার শতরূপা নারী ।
 দুই মূর্তি ধরে আর ব্রহ্মা অধিকারী ॥
 করিয়া দম্পতিতাব তারা দুইজনে ।
 বাচাইল অপত্য সৃষ্টি ব্রহ্মার বচনে ॥
 জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈল তার প্রিয়ব্রত নাম ।
 দ্বিতীয় উত্তানপাদ পুত্রের প্রধান ॥
 তিন কণ্ঠা হৈলা তার আকৃতি প্রসূতি ।
 দেবহুতি নাম আর কণ্ঠা মহাসতী ॥
 জনমিঞা জিজ্ঞাসিলা ব্রহ্মার চরণে ।
 কি সেবা করিব মুক্তি তোমার এখনে ॥
 বিরক্তি দিলেন আজ্ঞা তজ্জ নারায়ণ !
 শতরূপা লঞা কর অপত্য সৃজন ॥
 ধরণী শাসিয়া কর এ লোক পালন ।
 এই সে আমার সেবা গুরু আরাধন ॥
 স্বায়ম্ভুব মনু নিবেদিল আরবার ।
 কোথাতে রহিব লোক নাহিক আধার ॥
 পাতালে মজিয়া রৈল ধরণীমণ্ডল ।
 কোথাতে রহিব আমি এ লোক সকল ॥
 এ বোল শুনিঞা ব্রহ্মা চিন্তিল আপনে ।
 না কহিল পুত্র মোর অসত্য বচনে ॥
 আপনে বহিলুঁ আমি সৃজিতে সংসার ।
 পাতালে মজিল পৃথ্বী এ লোক আধার ॥
 ক্রিপণে এখন তবে উঠয়ে ধরণী ।
 প্রকার না দেখি আন বিনে চক্রপাণি ॥
 এইক্রপে চিন্তিতে রহিলা প্রজাপতি ।
 হেনকালে জন্মিলা বরাহ মুরতি ॥
 ব্রহ্মার নাসিকারন্ধ্রে হৈলা উপাদান ।
 শূকর বালক হৈলা গজ পরমাণ ॥
 মহানাদ কৈলা রহি আকাশমণ্ডলে ।
 তিলেকে গগন যুড়ি ধরে কলেবরে ॥

সুখ সিদ্ধ মুনিগণে করিলা স্তবন ।
গন্ধর্ব্ব কিয়রে কৈলা পুষ্প বরিষণ ॥
তখনে প্রবেশ কৈলা পাতাল বিবরে ।
পৃথিবী উদ্ধার কৈলা দশনশিখরে ॥
হিরণ্যাক্ষ নাম দৈত্য মহা ঘোরতর ।
ভায় সহে যুদ্ধ হৈল জলের ভিতর ॥
তাহাকে মারিয়া হরি পৃথিবী তুলিল ।
জলের উপরে প্রভু লীলায় স্থাপিল ॥

শঙ্কর বিরিঞ্চি আদি কৈলা নান। স্তুতি ।
অস্ত্রদান কৈলা তবে বরাহ মুরতি ॥
কহিলু সৎক্ষেপে কিছু যজ্ঞ অবতায় ।
সকল কহিতে পারে শক্তি কাহার ॥
দিব্য যজ্ঞবরাহচারিত পুণ্য কথা ।
ভাগবত-আচার্য্য রচিল গুণগাথা ॥
সাবধানে শুন লোক গোবিন্দচরিত !
শুনিলে হরিত হরে খণ্ডে ভবভীত ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়

অঙ্কে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় ।

গণ্ডরী রাগ ।

শুনিল। বিদুর যদি গোবিন্দ-চরিত্র ।
পাপহর পুণ্যকর জগতে পবিত্র ॥
আনন্দে পুরিল তহু সন্তোষ-হৃদয় ।
শিরে কর ধরি কৈল বিস্তর বিনয় ॥
তবে জিজ্ঞাসিল আর মুনির চরণে ।
হিরণ্যাক্ষ দৈত্য যুদ্ধ কৈল কি কারণে ॥
কোথাতে জনম তার কোন্ স্থানে বৈসে ।
এই সব কথা মোরে কহিবে বিশেষে ॥
শাধু সাধুবাদ করি বিস্তর বাধান । (১)
কহিতে লাগিলা তবে মুনির প্রধান ॥
দিত্তি নামে কশ্যপের আছিল বনিতা ।
দৈত্যের জননী তিঁহ দক্ষের দুহিতা ॥
চন্দ্র সূর্য্য পুরন্দর অদিত্তিতনয় ।
তা-সভা দেখিয়া দুঃখ পাইলা অতিশয় ॥
সন্ধ্যাকালে গেলা তিঁহ কশ্যপের স্থানে ।
পুত্রকামে রতিকেলি মাগিল চরণে ॥
কশ্যপ বিস্তর তাঁরে কৈলা নিবারণ ।
এখনে উচিত নহে নারী-সম্ভাষণ ॥
শঙ্করের অছুর এখনে শ্রময়ে ।
অর্থ দেখিলে তার। কারো নাহি গয়ে ।
আম্বুরী বেলায় যত করি পুণ্য কর্ম্ম ।
অম্বুরে হরয়ে তাহা সে হয় অর্থ ॥

এতেক শুনিল। দিত্তি দক্ষের দুহিতা ।
ধরিতে না পারে চিন্ত কামে বিমোহিতা ॥
বিস্তর যতন কৈল বিস্তর বিনতি ।
ভার ইচ্ছা পালিল কশ্যপ প্রজাপতি ॥
শ্রান করি কৈলা ব্রহ্মময় স্রষ্টারণে ।
অদৃষ্ট মানিয়া মুনি রহিল ধৈর্য্যানে ॥
গর্ভস্থ ধরে তবে দিত্তি দৈত্যমাতা ।
সুরগণ জিনিব শুনিল। আনন্দিতা ॥
ভার ভেঙ্গে তিন লোক দহয়ে সকল ।
দেবগণ মিলি গেলা ব্রহ্মার গোচর ॥
স্তুতি করি কৈলা দেবে দুঃখ নিবেদন ।
দেবতা শাস্তিয়া ব্রহ্মা কহিলা কারণ ॥

ভাটিয়ালি রাগ ।

চতুরানন-নন্দন, শ্রীসনক সনাতন,
আর সনৎকুমার সনন্দ ।
উঁরা চারি কামচারী, চলিল বৈকুণ্ঠ পুরী,
দিব্যরূপ সদায় আনন্দ ॥
কহিলা চতুরানন, শুন শুন সুরগণ,
তুমি সব না করিহ ভয় ।
অম্বর শরীর ধরি দিত্তিগর্ভে অবতরি
জনমিলা শ্রীজয় বিজয় ॥
যশি ঘরে স্বর্ণকুণ্ড দিব্য রত্ন যশি কুণ্ড
রতন বস্মিন ধরেধন ॥

(১) পাঠান্তর,—

“শাধু শাধু বলি তায়ে করিলা বাধান”

ভটিক রচিত স্থল বিক্রমের বলয়ল
উজ্জলিত বৈকুণ্ঠ নগর ॥
জলিত বিতান জাল বিলোল মুকুতামাল
মরকত রুচির প্রাচীর ।
দিব্য বাপী উদ্ভট, বিদ্রুত ঘটিত তট
তরলিত বিমল সলিল ॥
নিঃশ্রেয়স নাম বন শুক সারী ভূঙ্গগণ
ভ্রাম অন্ন স্নানধুর গান ।
যত পারিষদ বৈসে বিষ্ণুসম রূপ বেশে
সম লোকে বৈকুণ্ঠ সমান ॥
নিজ দেশে পরিহরি লক্ষ্মী যাথে শ্রুতিকরী
করয়ে মন্দির মারজনে ।
পুরুষ-প্রকৃতি পর বুদ্ধি মন অগোচর
বৈকুণ্ঠের মহিমা কে জানে ॥
চারি মহা যোগেশ্বর উঠিলা বৈকুণ্ঠ পর
যায় পুর পরবেশ করি ।
ছই পারিষদ বর বিষ্ণু সম তেজ ধর
রাখিল দুয়ারে বেজ ধরি ॥
দীপ্ত হতাশন জিনি কোপ কৈল চারি মুনি
তা-সভাকে শাপিল বচন ।
বৈকুণ্ঠে বসতি যার হেন সে কুবুদ্ধি তাঁর (১)
হেন জন বৈসে হেন স্থানে ॥

(১) পাঠান্তর—“হেন ভেদ বুদ্ধি তার ” ।

তোয়া এথা হৈতে নড় শীত্ৰগতি অধো চল
হও সে অনুর দুয়াচার ।
কহে সেই জয় বিজয় জন্ম যথা তথা হয়
হরি-স্বস্তি রাখহ আমার ॥
চারি ব্রহ্মার কুমার কৈলা বর অঙ্গীকার
ত্রি ভাবে করিহ স্মরণ ।
দিব্য পরিচ্ছদ পরি বৈকুণ্ঠের অধিকারী
হেনকালে কৈলা আগমন ॥
তবে প্রভু ভগবত ধর্মদত্ত সত্যব্রত
নানা স্তুতি কৈলা নমস্কার ।
ভূত্য করে অপরাধ প্রভুর উপরে বাদ
ক্ষম দোষ সকল আমার ॥
প্রভুর মহিমা জানি স্তুতি কৈলা চারি মুনি
বিমোহিত হৈলা চারি জন ।
চলিলা প্রণাম করি প্রভু গেলা নিজ পুরী
ছুই বীর পড়িল তখন ॥
জয় বিজয় দুইজন দিতি গর্তে উৎপন্ন
সুরগণ চলে নিজ স্থানে ।
প্রভু করি অবতার হরিব অনুর তার
ভাগবত আচার্য্য স্থগানে ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়
স্কন্ধে তৃতীয়েঃধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়

ব্রহ্মার বচন শুনি যত সুরগণে ।
হরিষে চলিলা তবে নিজ নিজ স্থানে ॥
দিতি যে ধরিল গর্ভ শতেক বৎসর ।
প্রসব হইল তবে অপত্য যুগল ॥
হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ নাম ।
ভার সম কেহ নৈল করিতে সংগ্রাম ॥
হরিষা বরাহরূপ আপনে শ্রীহরি ।
পৃথিবী উদ্ধার কৈলা হিরণ্যাক্ষ মারি ॥
হিরণ্যাক্ষ বধ-কথা কহিল সকল ।
হিরণ্যকশিপু হৈল ত্রৈলোক্য ঈশ্বর ॥

হিরণ্যাক্ষবধ কথা বরাহচরিত ।
শুনিলে মুকতিপদ ছরিত খণ্ডিত ॥ (১)
হরিকথা শুনিঞা বিদুর মহাশয় ।
হরিষে পুরিল তত্ত্ব প্রসন্ন হৃদয় ॥
ভকতি করিয়া কৈল মুনিকে প্রণাম ।
বিদুর জিজ্ঞাসা কৈল ভকত প্রদান ॥
স্বয়ংসু ব মন্ত ছিল ব্রহ্মার কুমার ।
লঙ্কধীপ পৃথিবী শাসিলা একেশ্বর ॥

(১) “তুলিলে মুকতিপদ”

ভিল যাত্র না ছাড়িল গোবিন্দ ভজন ।
 মহাভাগবত তিঁহো ব্রহ্মার নন্দন ॥
 চারি বেদ শ্রম করি পঢ়ি চিরকাল ।
 ভকত চরিত শুনি এই ফল সার ॥
 হরিকথা শুনি কিবা ভকত চরিত ।
 সর্বশাস্ত্রে সার বর্ষ এই সুনিশ্চিত ॥
 সাধু সাধু বাখানিঞা মুনি যোগেশ্বর ।
 প্রসন্ন হৃদয়ে ভারে দিলেন উত্তর ॥
 স্বায়ম্ভুব মনু তিঁহো ব্রহ্মার নন্দন ।
 ব্রহ্মার বচনে কৈলা অপত্য সৃজন ॥
 দুই পুত্র তিন কন্যা সৃষ্টির কারণ ।
 শতরূপা উদরে জন্মিলা পাঁচ জন ॥
 আকৃতি বিবাহ দিল কৃতি মনু স্থানে ।
 প্রসুতি দক্ষেরে তবে কৈলা সংপ্রদানে ॥
 আছিল কন্দম মুনি ব্রহ্মার ভনয় ।
 পরম যোগেশ্বর তেঁহ মহাভপোষয় ॥
 ব্রহ্মা আজ্ঞা দিলা যদি সৃষ্টি করিবারে ।
 সহস্র বৎসর তপ কৈলা নিরন্তরে ॥
 সাক্ষাতে আসিয়া বর দিলা জগন্নাথ ।
 স্বায়ম্ভুব কন্যা লঞা আসিব এখাত ॥
 বিনয় করিয়া কন্যা দিব দেবহুতি ।
 তবে নব কন্যা তাথে হইব উত্তপতি ॥
 আপনে আসিয়া পুত্র হইব তোমার ।
 ধরিব কপিল নাম মুনি অবতার ॥
 মায়েরে কহিব সাংখ্য যোগ তত্ত্ব জ্ঞান ।
 এ বোল বলিঞা প্রভু হৈলা অন্তর্দান ॥
 যোগেশ্বর রহিলা যোগ সমাধি করিয়া ।
 সজ্জাষ পাইলা কৃষ্ণ সাক্ষাতে দেখিয়া ॥
 স্বায়ম্ভুব মনু তবে ব্রহ্মার বচনে । (১)
 রাজসিংহ চলিল মূনির তপোবনে ॥
 শতরূপা মহিষী অলপ সৈন্ত সাথে ।
 দেবহুতি কন্যা তুলি নিল দিব্য রথে ॥
 সরস্বতী নদী তীরে দিব্য সিদ্ধাশ্রম ।
 সর্বগুণে অলঙ্কৃত দিব্য তপোবন ॥
 ভয়াল হিঙ্গাল ভাল শাল যে পিরাল ।
 বকুল কদম্ব নীপ বিষ্ণু কোবিদার ॥
 চম্পক লবঙ্গ চূত নারেল পারিজাত । (২)
 ফল ফুলে লঙ্ঘিত বিবিধ ভক্ষ্যাত ॥

(১) পাঠান্তরে—

“স্বায়ম্ভুব কন্যা লঞা চলিলা ভংকণে ।”

(২) পাঠান্তরে—

“চম্পক পুরাণ চূত আর পারিজাত ।”

বিবিধ বিহঙ্গ ভৃঙ্গ বিবিধ ঝঙ্কার ।
 বিবিধ নির্মিত স্থল বিবিধ সঞ্চার ॥
 যোগীন্দ্র ধনীন্দ্রবৃন্দ বিবিধ মণ্ডল ।
 যজ্ঞ হোম বেদধ্বনি বিবিধ মঞ্জল ॥
 তথা গিয়া উত্তরিলা মনু মহারাজ ।
 আনন্দিত হৈল দেখি মূনির সমাজ ॥
 দণ্ড পরণাম করি ব্রহ্মার নন্দন ।
 কন্দম মূনির কৈলা চরণবন্দন ॥
 বিবিধ বিধানে স্তুতি কৈলা অতিশয় ।
 করযোড় করিয়া রহিলা মহাশয় ॥
 উঠিয়া কন্দম তবে রাজা সম্ভাবিলা ।
 বিবিধ বিধানে পুজি পাশ্চ অর্ঘ্য দিলা ॥
 স্বাগত বচনে কৈলা কুশল জিজ্ঞাসা ।
 মধুর বচনে কৈলা আতিথ্য সম্ভাষা ॥
 তবে স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার নন্দন ।
 মূনির চরণে কৈলা আশ্রয়বেদন ॥
 যোর কন্যা দেবহুতি কুলশৌলবতী ।
 নারদের বচনে বরিল তোমা পতি ॥
 পিতামহ যোরে আজ্ঞা দিলেন আপনে ।
 কন্যাখানি সমর্পিব তোমার চরণে ॥
 এতেক বলিয়া মনু কৈলা শুভক্ষণ ।
 কন্দম মূনিরে কৈলা কন্যা সমর্পণ ॥
 বিবিধ ষোড়শ দিল বহুমূল্য ধন ।
 শতরূপা দেবী কিছু কৈলা নিবেদন ॥
 আজ্ঞা মাগি দম্পতি চচিয়া নিজ রথে ।
 বহিষতী নিজ পুরী গেলা রাজপথে ॥
 সম্ভাবতী দেবহুতি মনুর হৃদিতা ।
 সর্বভাবে পাতিসেবা কৈল পতিব্রতা ॥
 ছাড়িয়া সকল সুখ শয়ন ভোজন ।
 নিরবধি কৈল কন্যা পতি আরাধন ॥
 এইরূপে সেবিতে রহিলা চিরকাল ।
 রূপা কৈল মূনি দুঃখ দেখিয়া তাহার ॥
 যোগবলে দিব্যরথ আনিল তখনে ।
 রতনে রচিত রথ খচিত কাঞ্চনে ॥
 ভরল কিঙ্কণীজাল বিলোলিত মাল ।
 বিবিধ মন্দির পুর বিবিধ সঞ্চার ॥
 দেবের নাচনী নাচে গায় বিভাধর ।
 দেবগণে সেবে রথ দিব্য কলেবর ॥
 যত ইচ্ছা করে রথ বাঢ়ে তত দূর ।
 বিচিত্র নির্মিত রথ যেন সুরপুংগব ॥
 পাটের খোপনা তাথে স্রবণ গাঁথনী ।
 হেম মরকত মাঝে দীপ্ত করে যণি ॥

বহুবিধ ভোগ দিব্য তাথে মনোহর ।
 সুবর্ণ ভিদ্ধার তাথে সুশীতল জল ॥
 কপূর তাহুল তাথে মনোহর ভীতি ।
 স্বপনেই যাহা নাহি দেখে শরীপতি ॥
 ত্রিভুবনে নাহি সে যে রথের উপমা ।
 কাহার শক্তি তার কহিব মহিমা ॥
 একত্রে আছয়ে তাথে অষ্ট মহানিধি ।
 মুক্তিমতী হৈল কি মূনির যোগ সিদ্ধি ॥
 ছেন রথ মিলিল মূনির যোগবলে ।
 তাহাতে হইল আর দিব্য সরোবরে ॥
 ইহাতে করিয়া স্নান চট দিব্য রথে ।
 তবে আমি পুরাণ তোমার মনোরথে ॥
 আজ্ঞা পেয়ে দেবহুতি জলেতে মজিল ।
 জলের ভিতরে সুরসুন্দরী দেখিল ॥
 অজ মারজন কেহ করায় মজ্জন ।
 বসন পরায় কেহ বিবিধ ভূষণ ॥
 কেহ বেশ করে কেহ চামর চুলায় ।
 কেহ মালা করে কেহ তাহুল যোগায় ॥
 ইন্দ্রের ইজ্ঞাণী কিবা হরের পার্শ্বভী ।
 ভুবন জিনিঞা রূপ ধরে দেবহুতি ॥
 জলে হৈতে উঠিল কিস্করীগণ সঙ্গে ।
 মূনির বচনে রথে চড়িলা স্নানন্দে ॥
 চলিলা কর্দ্দম মূনি মহাযোগেশ্বর ।
 বাম কোটি জিনি রূপ ধরে মনোহর ॥
 যতেক বিহার স্থল আছে ত্রিভুবনে ।
 যোগবলে বিহার করিল স্থানে স্থানে ॥
 পরম যোগেশ্বর মূনি অব্যাহত গতি ।
 বিবিধ বিহার (১) করে লেয়া দেবহুতি ॥
 সুর-সিদ্ধ নর-পুত্র করেন বিহার ।
 এইরূপে বিহারিতে গেল চিরকাল ॥
 তবে নিজ স্থানে চলি আইলা মূনিবর ।
 পূৰ্ণরূপ ছাড়ি হৈলা মূনিকলেবর ॥
 তবে নব কস্তা প্রসবিনী দেবহুতি ।
 উতপল গন্ধ তহু মোহন মুরতি ॥
 চলিলা কর্দ্দম মূনি করিয়া সন্ন্যাস ।
 কন্মধোড়ে দেবহুতি দাণ্ডাইলা পাশ ॥
 পূৰ্ণবে আছিল আজ্ঞা হইব তনয় ।
 আপনে জানিয়া কৃপা কর মহাশয় ॥
 পত্নীর হৃদয় বুঝি মূনির প্রদান ।
 কথোদিন রহিলা করিয়া সমাধান ॥

শুভকালে শুভকণে শুভ বোগ-ভিধি ।
 আপনে আসিয়া জনমিলা সুরপতি ॥
 ধরিলা কপিল নাম মহা মুনীশ্বর ।
 সূর্য্য কোটি সম তেজ দীপ্ত কলেবর ॥
 হেনকালে ব্রহ্মা আইলা সঙ্গে ঋষিগণ ।
 কর্দ্দম মূনিরে তবে কৈলা সম্ভাষণ ॥
 ধন্ত তুমি মহাযোগী সফল জীবন ।
 আপনে তোমার পুত্র হৈলা নারায়ণ ॥
 তোমার আছয়ে কস্তা নব ধৃতব্রতা ।
 তাঁ-সত্যার যোগ্যবর এ নব জামাতা ॥
 নব ঋষি কুলে শীলে তোমার সমান ।
 বুঝিয়া করহ তুমি কস্তা সংপ্রদান ॥
 আমার কুমার বৎস তোমার জামাতা ।
 এ বোল বলিয়া গেলা সর্বলোক পিতা ॥
 তবে মূনি বিচারিয়া কৈল শুভক্ষণ ।
 আনিয়া বরিলা নব ঋষি ভপোধন ॥
 মরীচি ঋষিকে কস্তা দিলা কলা নামে ।
 অত্রিকে করিলে অনশ্রু সংপ্রদানে ॥
 ব্রহ্মা নামে কুমারী অজিয়া মূনি পাইল ।
 হবিত্র হুহিতা তার পুলস্ত্যে তজিল ॥
 পুত্র হৈ পাইল গতি ক্রিয়া ক্রতু মূনি ।
 খ্যাতি কস্তা পাইল তৃপ্ত পরম রমণী ॥
 বশিষ্ঠ পাইল কস্তা নামে অঙ্কুরজী ।
 অথর্বকে দিলা শান্তি নামে সত্যবতী ॥
 কস্তা দিয়া কৈলা মূনি বিনয় বেত্তারে ।
 সাদরে চলিলা তারা নিজ নিজ ঘরে ॥
 বিষ্ণু অবতার দেখি কপিল কুমার ।
 আসিয়া কর্দ্দম মূনি কৈল নমস্কার ॥
 বহুবিধ স্তুতি কৈল বিবিধ বিধানে ।
 চলিতে মাগিলা আজ্ঞা পুত্রের চরণে ॥
 পুত্র বৃদ্ধি না বুচিব তোমার সাক্ষাতে ।
 দূরে থাকি চরণ তজ্জিব ধ্যান পথে ॥
 জগত-উদ্ধার-হেতু কৈলে অবতার ।
 যোর ভববন্ধ যেন নহে আরবার ॥
 আজ্ঞা দেহ পৃথিবী করিব পর্য্যটন ।
 যথা তথা থাকি যেন চিস্তয়ে চরণ ॥
 বাপের বচন শুনি কপিল কুমার ।
 কহিল যাহার তরে কৈলা অবতার ॥
 সত্যযুগে সাংখ্য যোগ পূৰ্ণবে কহিল ।
 ছেন যোগপথ চিরকাল নষ্ট হৈল ॥
 সেই সাংখ্যযোগ আমি কহিব এখানে ।
 শ্রুথে যেন তবে লোক এই দয়শনে ॥

চল তুমি মহাযোগী তজিহ আমারে ।
এই ঘোর সংসার তারি বাহ বিষ্ণুপুরে ॥
মায়েরে কহিব ভক্তিব্যোগ উপদেশ ।
অথৈ যেন ভজ্যে আমি জানিয়া বিশেষ ॥
তারিব ছরন্ত ভয় এ ঘোর সংসার ।
এই সে কারণে আমি কৈলু অবতার ॥
শুনিয়া কর্দম মুনি পুত্রের উত্তর ।
প্রদক্ষিণ করিয়া করিল ঘোড় কর ॥
প্রণাম করিয়া তবে পুত্রের চরণে ।
চলিলা কর্দমমুনি হরবিভ মনে ॥

ছাড়িয়া সকল কৰ্ম আশ্রম আচার ।
নিরালস্য নিরাশ্রয় হৈলা নিরাধার ॥
একান্ত ভকতি করি ভজি নারায়ণ ।
পাইল পরমপদ ছুটিল বন্ধন ॥
তবে আইলা দেবহুতি কপিলজননী ।
প্রণাম করিয়া দেবী বলে কোন বাণী ॥
ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জান ।
ভাগবত-আচার্যের মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়
স্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

কামোদ্য রাগ।

অজ নিরঞ্জন তুমি নিগুণ বিকার ।
লোক-পরিজ্ঞান-হেতু কৈলে অবতার ॥
স্বীকৃতি সহজে না জানে ভাল মন্দ ।
কিরূপে সংসার ছুটে ছুটে ভববন্ধ ॥
অজ্ঞানভিমির অন্ধ মুঞি মূঢ়রতি ।
জ্ঞানচক্ষু দিয়া যোর খণ্ডাহ দুর্গতি ॥
এ ঘোর সংসার পার কর দয়াময় ।
মাতৃভাবে কৃপা করি ঘূচাহ সংশয় ॥
মায়ের বচন শুনি প্রভু হৃষীকেশ ।
কহিতে লাগিলা প্রভু ধরি মূনিবেশ ॥
ভক্তি যোগ হয় যদি আমার চরণে ।
বিষয়ে বৈরাগ্য বলে বাঢ়ে অমুক্ষেপে ॥
তবে সে ভরিতে পারে এ ঘোর সংসার ।
শুন মাতা কহিব তাহার পরকার ॥
প্রসঙ্গ দুর্জয় পাশ জীবের বন্ধন ।
সেই সাধু সঙ্গ হৈলে কৈবল্য কারণ ॥
ভাগ্যশীল দয়ালু সকল হিতকারী ।
জগতে যাহার নাহি উপজয়ে বৈরী ॥
এসব ভকতজন ভকতভূষণ ।
সংভাবে করে যেন গোবিন্দ ভজন ॥
অন্ত দার পরিজন গৃহ ধন তেজে ।
ছাড়িয়া সকল ধর্ম সতে আমি ভজে ॥
পুণ্যকথা আমার শুনয়ে যেনা কহে ।
বিবিধ সংসারতাপ কতু তার নহে ॥

এ সব ভকত সহ্য কর তুমি সঙ্গ ।
সঙ্গদোষ হরিব এই সব ভঙ্গ ॥ (১)
ভকত জনের সঙ্গ হয় যথা তথা ।
আমার চরিত্রশুণ শুনে পুণ্য কথা ॥
নিরবধি হরিকথা শুনে বেই জন ।
শ্রদ্ধা রতি ভকতি বাঢ়য়ে অমুক্ষণ ॥
ভক্তিব্যোগ হয় যার হয়ে ভাগ্যোদয় ।
বিষয়ে বৈরাগ্য হয়ে খণ্ডয়ে সংশয় ॥
সুদৃঢ়ভাবে নিরবধি ভজয়ে শ্রীহরি ।
তবে সে পরমপদ পায় সব তারি ॥
পুত্রের বচন শুনি মম্বুর দুহিতা ।
আর কিছু জিজ্ঞাসিলা হৈয়া হরষিতা ।
কিরূপ ভকতজন কিরূপ ভকতি ।
কেমন কক্ষেণে চিনি কহ মহামতি (২) ॥
মায়ের বচন শুনি প্রভু দামোদর ।
কপট কপিলবেশে দিলেন উত্তর ॥
বেদমুখে বুঝায় যাহার যে যে ধর্ম ।
সকল ইঞ্জিয়গণ করে সেই কৰ্ম ॥
স্বভাবে যাহার যে যে করয়ে বিষয় ।
সে সব বিষয় যদি কৃষ্ণ-হেতু হয় ॥

(১) পাঠান্তর,—

“সঙ্গ গুণে নহিব হরির স্মৃতি ভঙ্গ ।”

(২) পাঠান্তর,—“ভকতের গতি” ।

সেই হরি ভকতি বলি বাকি কনা ।
 কৈবল্য অধিক সেই ভকতি প্রদান ॥
 জীবের বাসনা বন্ধ হরয়ে সকল ।
 অন্নপান ভায়ে যেন উদর আনল ॥
 চরণসেবনে রত যে জন আমার ।
 কৈবল্য করিয়া কিবা বস্তুজ্ঞান তার ॥
 ভক্তভসমাবো মেলি হরিগুণ গায় ।
 কৈবল্য অধিক সুখ তাহা হৈতে পায় ॥
 আমার কৃষ্ণ রূপ দেখে সেই জনে ।
 অতিশয় নাহি যার নাহিক সমানে ॥
 প্রসন্নবদন কুল কমললোচন ।
 মুক্তি করিয়া তার কোন প্রয়োজন ॥
 আমার অমৃত কথা কহে নিরন্তর ।
 জামল সুন্দর রূপ দেখে মনোহর ॥
 এই স্মৃতি প্রাণ হরে হরয়ে চেতন ।
 তথাপি কৈবল্যপদ হয় উপগম ॥
 অষ্টসিদ্ধি অষ্টৈশ্বর্য অনন্ত বিভূতি ।
 মিলয়ে ভক্তভজনে অষ্ট মহানিধি ॥
 ভক্ত জনের নাহি কবহু বিনাশ ।
 কালক্ষেপে না পারিয়ে করিতে গরাস ॥
 আমি যার প্রিয় সখী পুত গুরুজন ।
 আমি যার ইষ্টদেব সুহৃদ আপন ॥
 আমার নিমিত্তে ছাড়ি পুত গৃহ দার ।
 ইহলোক পরলোক ভেজে আপনার ॥
 পশু বিস্ত সম্পদ সকল সুখ ভেজে ।
 একান্ত ভকতি করি সবে আমি ভজে ॥
 ইহাকে করিয়ে মুক্ত সংসারের পায় ।
 তাহা বিনে আমার বাঞ্ছন নাহি আর ।
 আমি সে প্রকৃতি পর পুরুষ প্রদান ।
 আমি হৈতে সকল জীবের উপাদান ॥
 মোর ভয়ে রহে বায়ু উয়ে দিনকর ।
 মোর ভয়ে বরিষয়ে দেব পুরন্দর ॥
 যমে দণ্ড ধরে ধর্ম করিয়া নির্ণয় ।
 ধর্মার ভয়ে সাবধানে হত্যাশন দয় ॥
 এই সে কারণে মহা মহাবোগেশ্বর ।
 ভকতি করিয়া ভজে পদ নিরন্তর ॥
 কহিব তোমারে ভক্তিযোগ তত্ত্ব কথা ।
 তত্ত্বভেদ লক্ষণ কহিব শুন মাতা ॥
 তত্ত্বভেদ জানিলে হৃদয় গ্রহি ছুটে ।
 তত্ত্বজ্ঞান উদয়ে অজ্ঞান বন্ধ টুটে ॥
 এই সে কারণে করি তত্ত্ব উপদেশ ।
 স্মৃতি যেন ভজে হরি জানিও বিশেষ ॥

এতেক বলিয়া মহাযোগী দয়াময় ।
 কহিল সকল তত্ত্ব করিয়া নির্ণয় ॥
 অজ নিরঞ্জন জীব নিগুণ বিকার ।
 দেহধর্ম আপনাতে করে অহঙ্কার ॥
 সুখী দুঃখী ভোগী হেন আপনাকে মানে ।
 কর্মদোষে বন্দী জীব শরীর বন্ধনে ॥
 দেহধর্ম আপনাতে করে অভিমান ।
 তে কারণে নানা জনে ভ্রমে স্থানেস্থান ॥
 অকারণে ভ্রমে জীব এ ঘোর সংসারে ।
 বিষয় ধ্যানে দুঃখ পায় বারে বারে ॥
 স্বপনে অনর্থ যেন হয় দরশনে ॥
 জাগিলে সকল যেন হয় মিথ্যা ভাণে ॥
 এইরূপ জান তুমি জীবের সংসার ।
 কি কারণে বন্দী জীব অধীন কাহার ॥
 এই সে কারণে চিত্ত করিব সংযম ।
 আনিয়া কুপথ হৈতে করিয়া নিয়ম ॥
 গোবিন্দচরণে চিত্ত ধরিব যতনে ।
 সত্য শৌচ ত্যাগ তপ সাধিব আপনে ॥
 কহিব আমার কথা মহিমা প্রচার ।
 চিন্তিব সকল জীব-হিত পরমকার ॥
 ব্রহ্মচর্য ব্রত মোন আশ্রম আচার ।
 করিব ছাড়িব দেহ গেহ অহঙ্কার ॥
 শাস্তি দয়া তৃষ্টি ধৈর্য করিব সাধনে ।
 এ সব উপায়ে চিত্ত করি সমাধানে ॥
 কেশব চরণে চিত্ত ধরিব যতনে ।
 তবে সে জীবের ছুটে এ ভববন্ধনে ॥
 বিনে হরিতকতি উপায় নাহি আন ।
 বিনে কৃষ্ণ ভজিলে না হয় পরিত্রাণ ॥ (১)
 তবে মাতা কহি শুন যোগের লক্ষণ ॥
 যাহার শ্রবণে চিত্ত হয় পরসন্ন ॥
 শক্তি পর্যন্ত জীব করিব স্বধর্ম ।
 পরম যতন করি তেজিব বিকর্ম ॥
 যথা লাভে সন্তোষ ভক্তপদ পূজে ।
 গ্রাম্যধর্ম পরিত্যাগ মোক্ষধর্ম ভজে ॥
 মিততোজী বিরল-কুশল-স্থান-সেবী ।
 অসত্য ভাষণ পরহিংসা পরিত্যাগী ॥
 প্রয়োজন অবধি ধনের প্রয়োজন ।
 ব্রহ্মচর্য শৌচ তপ বেদ অধ্যয়ন ॥

(১) পাঠান্তর,—

“ঐক্য ভজন বিনে নহে পরিত্রাণ”

পুত্রব অর্চন যৌন জিনিব আসন ।
 বিষয় বিমুখ করি হৈলি রক্ষণ ॥
 সমাধি ধারণা ধ্যান ধৈর্য্যাবলম্বন ।
 গোপীনাথ-লীলা ধ্যান শ্রবণ কীর্তন ॥
 এতদ্ব্যপেক্ষে বশ করি মন দুয়াচার ।
 কেশব-চরণে ধরি করিব নিবার ॥
 চিস্তিব প্রভুর দুই চরণকমল ।
 ধ্বজ বজ্রাক্রম বিরাজিত মনোহর ॥
 উন্নত লোহিত বিলসিত নখপাতি ।
 ভক্ত হৃদয়-তম হয়ে যার জ্যোতি ॥
 যার পদধৌত জল শিব ধরি শিরে ।
 শিবপদ পাই শিব হৈলা মহেশ্বরে ॥
 সে পদপঙ্কজ ধ্যান করিব বিশেষে ।
 ভক্ত হৃদয়-শেল খণ্ডন কলিশে ॥
 এইরূপ নিরন্তর চিস্তিব শ্রীহরি ।
 বৈকুণ্ঠে চলিব তবে ভবসিন্ধু তরি ॥
 তবে আর কহি কথা শুন সাবধানে ।
 বহুবিধ ভক্তিযোগ কহিব বিধানে ॥
 দম্ব মাংস্যা হিংসা করিয়া সন্ধান ।
 ক্রোধভাবে যেবা ভজে হয়্যা হীনজ্ঞান ॥
 তামস ভক্ত তারে জানিব বিচারি ।
 বৈষ্ণব ছাড়িয়া আন কহিতে না পারি ॥
 ধন পুত্র সম্পদ বাঞ্জিয়া ভজে হরি ।
 সে ভক্ত জানিহ রাজস অধিকারী ॥
 সধর্ম্ম তেজি কিবা করে আরোপণ ।
 যে ভজে কেশব সে সাত্বিক মহাজন ॥
 কৃষ্ণগুণ গুনি চিত্ত দ্রবয়ে যাহারে ।
 সর্বজীব উদয় করয়ে একিকালে ॥
 কৃষ্ণপদে অবিচ্ছিন্ন যার মন ধার ।
 শতমুখে গঙ্গা যেন সাগরে মিলায় ॥
 নিঃশব্দ ভক্ত তারে বলি মহাশয় ।
 চারি ভেদে কহিল ভক্তপরিচয় ॥
 গালোকা সাক্ষ্য সাক্ষি' সামীপ্য মুকতি ।
 মিলেহো না লয় যার নিঃশব্দ ভক্তি ॥
 হেন ভক্তিযোগ মাতা কহিল তোমারে ।
 অবিভা বিনাশ করি কৃষ্ণ দিতে পারে ॥
 স্বার্থ করিব জীব ভেজি কর্ম্মফল ।
 পরিচর্যা করিয়া ভজিব গদাধর ॥
 কৃষ্ণমুষ্টি দরশন পূজন বন্দন ॥
 ভক্তি ভক্তি করিয়া ভজিব নারায়ণ ॥
 সর্বভূতে বৈসে হরি করিব ভাবনা ।
 সর্বলোক না করি অসত্য সম্ভাষণা ॥

দেখিয়া বৈষ্ণব-মুষ্টি করিব সম্মান ।
 দীনহীন দেখিয়া করিব জ্ঞান-দান ॥
 সমান জনের সঙ্গে করিব মিতালী ।
 যোগার্থ যোগকথা কহিব বিচারি ॥
 হরিনাম হরিগুণ হরীসংকীর্তন ।
 থাকিব বৈষ্ণবজন সঙ্গে অমুক্ষণ ॥
 কৃষ্ণকর্ম্ম নিরবধি করে সাবধানে ।
 ভক্তিযোগ হয় তার পায় নারায়ণে ॥
 চারিভেদে ভক্তিযোগ কহিলু' তোমারে ।
 এক ভক্তি হৈলে জীব হৈলে ভব ভরে ॥
 আর এক কহি মাতা শুন তত্ত্বকথা ।
 না বুঝে প্রভুর লীলা শঙ্কর বিধাতা ॥
 সর্বত্র মিলিব খণ্ডিত দুঃখভায়ে ।
 এই সে কারণে জীব নানা কর্ম্ম করে ॥
 অশ্রব শরীর গৃহ মৃত বিস্ত দার ।
 অশ্রব সকল মুখ অশ্রব সংসার ॥
 এই শ্রব মানিঞা করয়ে নানা কর্ম্ম ।
 নানা যোনি প্রমে জীব ভুঞ্জয়ে অধর্ম্ম ॥
 দেখিয়া কুমতি তার প্রভু নরহরি ।
 তিলেকে সকল হয়ে কালমুষ্টি ধরি ॥
 নারকী নরক ভুঞ্জে তখি মুখ ভাণে ।
 কুযোনি-জনম সেই মুখ করি মানে ॥
 সাধুসঙ্গ সাধুসেবা না কৈল বিচারি ।
 কুটুবে আসক্তি করি না ভজিল হরি ॥
 গৃহ দার মৃত বিস্ত চিন্তা অতিশয় ।
 কুটু-ভরণ-হেতু আকুল হৃদয় ॥
 নানা পাপ কর্ম্মে ধন করে উপার্জন ।
 নানা দুঃখ তাপে করে কুটু পোষণ ॥
 দুঃখ-নিবারণ-হেতু যে যে কর্ম্ম করে ।
 সেই সেই মুখ হেন তার চিন্তে ধরে ॥
 বিচারে দেখয়ে নহে দুঃখ প্রতিকার ।
 মানয়ে কুমতি মুখ মুখ আপনায় ॥
 নানা দুঃখ করি ধন উপার্জন করে ।
 সে ধন বিনাশ হৈল কোন পরকারে ॥
 পুন ধন অরাজিতে করয়ে সন্ধান ।
 ধনের কারণে ভেজে আপনার প্রাণ ॥
 দৈবক্রমে নৈল তার যদি ধনযোগ ।
 হেনকালে উপজিল নানা দুঃখ রোগ ॥
 আছুক পুণি মৃত দার পরিজন ।
 করিতে না পারে নিজ উদর-ভরণ ॥
 জরা পরবেশ করি হরয়ে গয়ান ।
 কম্পে ধর ধর অজ করে বকখান ॥

দুঃখশোকে জরারোগে পোড়ে কলেবর ।
 চকল সকল অজ করে টলবল ॥
 সন্ধিবন্ধ খসে সব টুটেয়ে বন্ধন ।
 নিজ অঙ্গে না পারে করিতে সংবরণ ॥
 মৃত দার পরিজন নিতি বলে মন্দ ।
 বলিতে না পারে কিছু পড়ে রয়ে ধন্দ ॥
 আপনায় ইচ্ছায় যখন যে জিজ্ঞাসে ।
 সেইক্ষেণে জীয়ে হেন আপনাকে বাসে ॥
 সর্বকণ সত্যই বলয়ে অপমান ।
 ভয়ণ শোষণ করে কুকুর সমান ॥
 অতিশয় ক্ষুধা তৃষ্ণা অলপ আহার ।
 করিতে না পারে কিছু করে অহঙ্কার ॥
 কক্ষ পিত্ত খাস কাস উঠে ঘনঘন ।
 ক্ষণে কঠরোধ ক্ষণে করয়ে মরণ (১) ॥
 দেখিয়া মরণকাল শব বন্ধুগণ ।
 চৌদিকে বেচিয়া সভে করয়ে ব্রন্দন ॥
 বোলাইতে কিছুই বলিতে নাহি পারে ।
 কিল্পে মরিব বলি কান্দে নিরন্তরে ॥
 কোথাতে রহিব মোর মৃত বিস্ত দার ।
 মরিলে কোথাতে যাব কি হব প্রকার ॥
 কুটুম্ব-ভরণ-হেতু এত দুঃখ হয় ।
 এইরূপে মরয়ে গৃহস্থ দুঃখায় ॥
 হেনকালে দুই যমদূত ঘোরতর ।
 নিকটে দাণ্ডায় আসি দেখি ভয়ঙ্কর ॥
 তা-সভা দেখিয়া ভয়ে হরয়ে গেরান ।
 বিষ্ঠা মূত্রে ছাড়ে সব নাহি অবধান ॥
 বাতনাশরীর বান্ধি যমের কিঙ্কর ।
 যম পথে লৈয়া যায় যমের গোচর ॥
 তর্জন গর্জন তারা করয়ে তড়ান ।
 পথের কুকুর আসি করয়ে ভোজন ॥
 নিজকর্ম সজ্জিয়া কান্দে উচ্চবরে ।
 ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মরে উদর আনলে ॥

(১) পাঠান্তর—“বমন” ।

তপ্ত বালুকায় পথে নেয়ত বান্ধিয়া ।
 পিঠেতে চাবুক মারে না চাহে ফিরিয়া ॥
 নাহি জল বৃক্ষ যাহে নাহিক সঞ্চার ।
 হেন পথে লৈয়া যায় পাণী দুয়াচায় ॥
 ক্ষণে মূরছিত হঞা পড়ে ভূমিতলে ।
 মারণের ভয়ে পুন উঠয়ে সঙ্করে ॥
 নিরানৈ সহস্র পথ প্রহর প্রমাণ ।
 তিনদণ্ডে লঞা যায় যম বিজ্ঞমান ॥
 সকল নরক ভোগ করায় তাহারে ।
 জলন্ত অনল দিঞা পোড়ে কলেবরে ॥
 তাহা হৈতে তার মাংস কাটিয়া খাওয়ার ॥
 শৃগাল কুকুরে আঁত টানিঞা খসায় ॥
 মহা সর্পগণ আসি দংশে কলেবর ।
 ডাশ মচ্ছর (১) বেচি খায়য়ে নিরন্তর ॥
 কাটয়ে সকল অঙ্গ করি খণ্ড খণ্ড ।
 ভূমিতে ফেলায়ে গজ প্রবেশায় দন্ত ॥
 পর্কতশিখর হৈতে মারেন আছাড় ।
 গর্তের তিতরে ধরি যোথেন দুয়ার ॥
 যন্তেক যাতনা আছে যমের সদনে ।
 একে একে ভুঞ্জায় সকল পাণিগণে ॥
 কুটুম্বের ভরণে ব্যাকুল যে যে জন ।
 কেবল করয়ে কিংবা উদর ভরণ ॥
 ছাড়িয়া কুটুম্ব সব নিজ কলেবর !
 যমপথে চলে সভে হঞা একেশ্বর ॥
 পরহিংসা পরপীড়া জনিত দ্রুতিত ।
 পথের সঞ্চল সভে জানিহ বিদিত ॥
 এইরূপে করে যেন কুটুম্ব ভরণ ।
 নানা পাপ করিয়া পোষয়ে পরিজন ॥
 অন্তকালে দেখিলে নরকভোগ সার ।
 তবে মাতা শুন তুমি যে কহিব আর ॥
 ভক্তিরস-গুরু শ্রীগদাধর জান ।
 ভাগবত-আচার্যের মধুর-গান ॥

(১) পাঠান্তর—“মশা”

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয় স্কন্ধে
 পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

ভাট্যালি রাগ ।

তবে কর্মবশে জীব যামের উদরে ।
 বাপের ঔরস সহ পদবেশ করে ॥

এক রাত্রে কলল বৃষদ পঞ্চদিনে ।
 দশরাত্রে হয় যেন বদর প্রবাহে ॥

তাহার অন্তরে হয় অণু পরিমাণ ।
 এক মাসে হয় শির শ্রবণ নরান ॥
 দুইমাসে হয় কর পদ উত্তপতি ॥
 তিনমাসে নখ লোম ছিঁড় অবগতি ।
 চারিমাসে হয় সপ্ত ধাতু নিরূপণ ॥
 পঞ্চমাসে হয় ক্ষুধা তৃষ্ণার উদগম ॥
 ছয় মাসে ত্রয়ে শিশু মায়ের উদরে ।
 মায়ের ভোজনরসে নিতি নিতি বাড়ে ॥
 বিষ্ঠা-মূত্র-গর্ভে রহে করিয়া শয়ন ।
 কুমি কীট বেটি করে সর্বাক ভক্ষণ ॥
 ক্ষণে মূরছিত হয় ক্ষণে জীবা উঠে ।
 দুঃখ ভয় পাঞা অঙ্গ করে ছটপটে ॥
 কটু তিক্ত অম্লাদি মায়ের অন্ন পান ।
 তাহার পরশে ক্ষণে তেজয়ে পরাণ ॥
 আঙলে বেষ্টিত চারিদিক অন্তপাশ ।
 নড়িতে না পারে শিশু দেখিয়া তরাস ॥
 পৃষ্ঠ গলা ভগন উদরে শির ধরে ।
 এইরূপে শিশু নানা দুঃখ ভোগ করে ॥
 দৈবযোগে জ্ঞান যদি হয় সাত মাসে ।
 শত শত জনম স্রগ্ডরে ভাগ্য-বশে ॥
 এদিকে ওদিকে চালে প্রসব মারুতে ।
 ব্যাকুলিত শিশু কিছু না পারে করিতে ॥
 জানিঞা ভজয়ে তবে প্রভু নরহরি !
 নানা স্তুতি করে জীব শিরে কর ধরি ॥
 নমো নমো দেব দেব প্রভু নারায়ণ ।
 জানিঞা পশিলুঁ দুই চরণে শরণ ॥
 না ভজিয়া প্রভু দুই চরণ তোমার ।
 এই গর্ভবাস দুঃখ হয় বার বার ॥
 সংসারে পতিত জীব স্বকর্ম বন্ধনে ।
 মায়াবশে দুঃখ ভোগ করে স্থানে স্থানে ॥
 মুখ দুঃখ রহিত কেবল জ্ঞানময় ।
 আনন্দে বিহরে প্রভু জীবের হৃদয় ॥
 প্রণমোহ প্রাণনাথ চরণে তোমার ।
 গর্ভবাসদুঃখ যেন নহে আরবার ॥
 চরাচর শরীরে বৈসয়ে হৃদীকেশ ।
 নিঃশব্দ নিঃশব্দ তাথে নাহি সঙ্গলেশ ॥
 চরণপঙ্কজ তাঁর না ভজিলুঁ হেলে ।
 তে-কারণে মজি আমি উদরগহ্বরে ॥
 বায়েক প্রভুর যদি দয়া হয়। বার ।
 দুর্গত পাতকী তবে পরিত্রাণ পায় ॥

এইবার হকু মোর গর্ভবাস দুঃখ । (১)
 জন্মিঞা না দেখি যেন আর মায়ামুখ ॥
 এথাই থাকিয়া মুঞি করিমু যতন ।
 ভকতি করিয়া দৃঢ় ভজো নারায়ণ ॥
 তবে সে করিব হরি দয়া পরকাশ ।
 গর্ভবাস ছুটিব খণ্ডিব মায়াপাশ ॥
 দশমাস ধরি স্তুতি এইরূপে করে ।
 প্রসূত মারুও তবে প্রবেশে উদরে ॥
 বাহিরে ঠেলিয়া পেলো অধোমুখ করি ।
 তিলেক পাসরে সব ভূমিতলে পড়ি ॥
 ভূমিতে পড়িয়া শিশু হয় অচেতনে ।
 বন্ধুগণ মেলি শিশু জীয়ার যতনে ॥
 ক্ষণে শিশু বিষ্ঠা মূত্র শয়নে লোটায় ।
 ক্ষণে ক্রিমি কীট সব অঙ্গ বেটি খায় ॥
 হস্ত পদ আছাড়িয়া কান্দে বনেনবন ।
 বলিতে করিতে নারে না জানে মরম ॥
 বন্ধুগণ জানি তার দুঃখের কারণ ।
 নানাপরকারে দুঃখ করে বিমোচন ॥
 ডাকিনী যোগিনী হয় ভূত অশিষ্ঠান ।
 নানা রোগ নিবারিয়া রাখয়ে পরাণ ॥
 এইরূপে দুঃখ ভোগ করে শিশুকালে ।
 যৌবন সময় হৈলে হয় বেদ্বাকুলে ॥
 হরিব পরের বিস্ত পশু গৃহদার ।
 দিনে দিনে কাম লোভ বাড়ে অহঙ্কার ॥
 বিরোধ কন্দল বৃদ্ধ করে জনে জনে ।
 পরদুঃখ কায়ে বলে চিন্তেহ না জানে ॥
 পঞ্চভূত রচিত আপন ভিন্ন কায় ।
 মোহোর শরীর বলি কুমতি দঢ়ার ॥
 করিয়া আপন বুদ্ধি অসত্য শরীরে ।
 হস্তবুদ্ধে পরহিংসা পরপীড়া করে ॥
 সাধুসঙ্গ নহিল কুসঙ্গ-সঙ্গিদোষে ।
 আহার শৃঙ্খার মাত্র জানিল বিশেষে ॥
 কর্মদোষে সাধুসঙ্গ না কৈল বিচার ।
 তে-কারণে ভুঞ্জে জীব এত দুঃখতার ॥
 সাধুসঙ্গে চিত্ত যার হয়ে পরসর ।
 কর্মদোষে হয়ে যদি কুসঙ্গে মিলন ॥
 পুরুষে যেরূপ ছিল কুমতি তাহার ।
 সেইরূপে হয়ে পুনঃ কুমতি লকার ॥

(১) পাঠান্তর,—

“এই হৈতে রহ মোর গর্ভবাস দুঃখ ।
 জনিয়া না দেখিব আর মায়ামুখ ॥”

সত্য শৌচ দয়া দান লজ্জা যশ কমা ।
কুসঙ্গে সকল বুদ্ধি হয়সে মহিমা ॥
দ্বীপে রত দ্বীপের অধীন যুট জনে ।
এ সব অসাধু সঙ্গ ছাড়িব যতনে ॥
ব্রহ্মা হঞা নারীগঙ্গে হৈল বিমোহিত ।
অন্তকে মোহিব তাথে এ কোন্ বিচিত্র ॥

সন্তত যতন করি কুসঙ্গ ছাড়িব ।
ভকত জনের সঙ্গ যতনে করিব ॥
ভকত জনের সঙ্গে বাচয়ে ভকতি ।
ভব বিমোচন হয়ে বিকূপনে গতি ॥
ভক্তিরস-গুরু শ্রীগদাধর জ্ঞান ।
ভাগবত আচাৰ্য্যের মধুরস গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়
স্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

শ্রীরাগ ।

পিতৃলোক ভঞ্জে যদি পিতৃলোক যায় ।
বে দেবে যে ভঞ্জে সেই সেই গতি পায় ॥
নানা দুঃখে তপ যজ্ঞ করে ব্রত দান ।
কৰ্মফল বিনে কিছু না দেখিয়ে আন ॥
সৰ্ব্ব কৰ্ম করে কিবা সৰ্ব্বদেব পূজে ।
সৰ্ব্ব যজ্ঞ করি যদি সৰ্ব্বদেব ভঞ্জে ॥
জবু তার না যুচয়ে ভব-অন্ধকার ।
বিনে কৃষ্ণ ভজিলে সংসার নহে পার ॥ (১)
পুণ্য পুরাণ ব্রহ্মা ঋত সত্যময় ।
সভার হৃদয়ে বৈসে প্রভু কৃপাময় ॥
সৰ্ব্বভাবে লহ তুমি তাঁহাতে শরণ ।
তবে সে দেখিয়ে মাতা ভব বিমোচন ॥
গৃহরসে গৃহে যায় নিবদ্ধ হৃদয় ।
পিতৃযজ্ঞ দেবযজ্ঞ করে অতিশয় ॥
মধুরিপু চরিত্র পবিত্র দিব্য গাথা ।
শুনিলে সন্তোষ যার নহে হরিকথা ॥
কুকথা শ্রবণে যার সন্তোষ বাচয়ে ।
শুকর সদৃশ তারে জানিহ নিশ্চয়ে ॥
দেবময় পিতৃময় হরি সৰ্ব্বময় ।
হরি বিনে বলিতে অগতে কিছু নয় ॥
সৰ্ব্বরূপ ধরে হরি সৰ্ব্বলোকপতি ।
হরি সে দিবারে পারে মুখ মোক্ষগতি ॥

এতক জানিঞে ভজ শ্রীহরিচরণ ।
সৰ্ব্বভাবে লহ মাতা গোবিন্দ শরণ ॥
কহিল তোমারে মাতা এই তত্ত্ব কথা ।
গোবিন্দ-শরণ লঞা রহ যথা তথা ॥
জ্ঞানযোগে ভক্তিযোগে নাহি কিছু ভেদ ।
জ্ঞান হৈলে হয় তবে ভববন্ধ ছেদ ॥
ভক্তি হৈলে হয় কৃষ্ণ ভকত অধীন ।
জ্ঞানযোগে ভক্তিযোগে এই মাত্র ভিন্ন ॥
চারি ভেদে ভক্তিযোগে কহিল জননি ।
ভকতি করিহা তুমি ভজ চক্রপাণি ॥
উপদেশ না করিহ খলসতি জনে ।
ধর্ম তেজি যেবা হয় বিনয় বিহীনে ॥
গৃহে যায় চিত্ত বদ্ধ দেখ অতিশয় ।
ভকত জনের ঘেষ যে জন করয় ॥
শ্রদ্ধা ভক্তি বিহীন যে জন দুঃখাচারে ।
কদাচিত উপদেশ না করিহ তারে ॥
সৰ্ব্ব জীব হিতে রত ভকত মূখীর ।
বিষয়ে বৈরাগ্য যার কমল শরীর ॥
দম্ব মান মদ হিংসা না দেখ যাহার ।
না দেখ যাহার কাম ক্রোধ অহঙ্কার ॥
উপদেশ করিহ এ সব মহাজনে ।
ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ কৈল নিরূপণে ॥
যেবা শুনে যেবা কহে এ পুণ্য কথন ।
বৈকুণ্ঠে তাহার বাস ভববিমোচন ॥
ভক্তিরস-গুরু শ্রীগদাধর জ্ঞান ।
ভাগবত-আচাৰ্য্যের মধুরস-গান ॥

(১) পাঠান্তর,—

“কৃষ্ণ না ভজিলে কত সংসার নহে পার ॥”

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

পুত্রের বচন শুনি কপিলের মাতা ।
মোহজাল সকল ছিড়িলা সুপণ্ডিতা ॥
পুনঃপুনঃ চরণে করিয়া দণ্ড হুতি ।
করজোড়ে স্তুতি কিছু করে দেবহুতি ॥
যার নাভিপদ্মে উপজিল প্রজাপতি ।
যাহা হৈতে চরাচর বিশ্ব উতপত্তি ॥
অখিল ভূষননাথ হেন নারায়ণ ।
জঠরে জনমে মোর না বুঝি কারণ ॥
যার নাম শ্রবণ করয়ে সোণ্ডর ।
যদি বা চণ্ডাল জনে কঃয়ে কীর্তন ॥
চণ্ডাল জনম ঘোষ হয়ে সেই কণে ।
কি বলিব সাক্ষাৎ তাহার দরশনে ॥
যাহার জিহ্বায় নাম বৈসয়ে তোমার ।
জানি বা সত্যর শ্রেষ্ঠ যদি বা চণ্ডাল ॥
সর্বতপ সর্বযজ্ঞ সর্বতীর্থস্থান ।
সর্ববেদ পঢ়িল সেই সে মতিমান ॥ (১)
মায়ের বচন শুনি কপিল ঈশ্বর ।
চলিলা পরম যোগী মহা যোগেশ্বর ॥

(১) পাঠান্তর,—

সর্বদেব পূজিল সেই সে মতিমান ।*

পুরুষ-উত্তর কোণে আছে মুনিবন ।
তথা আসি মিলিলা কপিল তপোধন ॥
কথো দূর স্থান ছাড়ি দিলেন সাগর ।
তথাই রহিলা তবে মুনি যোগেশ্বর ॥
পুত্রমুখে তব্ব কথা শুনি দেবহুতি ।
ভজিলা মুকুন্দপদ করিয়া ভকতি ॥
সর্বভাবে লৈল যদি গোবিন্দে শরণ ।
চলিলা বৈকুণ্ঠপুরী ছুটিল বন্ধন ॥
যেবা কহে যেবা শুনে কপিলচরিত্র ।
পুণ্যকর পাপহর পরম পবিত্র ॥
হরিপদে হয় তার ভকতি উদয় ।
বিষ্ণুপদে বাস তার খণ্ডে ভবভয় ॥
কহিল তৃতীয় স্বাক্ষচরিত্র অমৃত ।
পদে পদে ভক্তি তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত ।
যেবা শুনে শুনায় কপিল-যোগ কথা ।
ভবদাবদহন মুকতি গুণগাথা ॥
বৈকুণ্ঠে বসতি তার ভববন্ধ ছেদ ।
নহিব সংসারে আর গত্যাগতি বেদ ॥
গদাধর-পদযুগ এই সে ভরসা ।
ভাগবত-আচার্যের মধুরস-ভাষা ॥
চৈতন্য পদারবিন্দ-মকরন্দ রসে ।
প্রেমভরজিণী কহি মুদিত মানসে ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে

প্রেমভরজিণী অষ্টমোহধ্যায় ॥ ৮ ॥

তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ সমাপ্তঃ ॥

চতুর্থ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায় ।

চতুর্স্কন্ধ চরিতং নানোপাখ্যানবৃহিতম্ ।
বর্ণ্যতে সদস্যঃ শ্রীভৈরবো হরিকথোদয়ম্ ॥
মালসি রাগ ।
আকৃতি বাহার নাম মন মমুর হুহিতা । (১)
সত্যবতী প্রিয়ব্রতা কুচিম বনিভা ॥
ধনু জারা বিষ্ণুরাত ধনু নয়েশ্বর ।
নিরমল বসতি ভূতি ভকতশেখর ॥

(১) অধ্যায়ের আরম্ভে অস্ত পুথির

অধিক পাঠ,—

নিরবধি হরি কথা শুনহ শ্রবণে ।
তাহার উদরে হৈল যজ্ঞ অবতার ।
দক্ষিণা লক্ষ্মীর অংশে বিদিত সংসার ॥
মরীচি মূনির পুত্র কণ্ডপ জন্মিল ।
যাহার অপত্য সৃষ্টে জগৎ পুরিল ॥
ব্রহ্মার বচনে অত্রি মুনি যোগেশ্বর ।
করিল পরম তপ শতেক বৎসর ॥
এক পায়ে রহে বামু করিয়া মোধন ।
ব্রহ্মরক্ষ কুটমা উঠিল হস্তাশন ॥

হেনকালে আইলা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ।
 তিন দেব দিল তারে তিন পুত্র বর ॥
 তিন অংশে তিন পুত্র হইব তোমার ।
 তোমার নিখিল বশ ঘুষিব সংসার ॥
 এতেক বলিয়া তাঁরা কৈলা অন্তর্ধান ॥
 অগস্ত্যা সনে মুনি আইলা নিজ স্থান ॥
 বিরিকির অংশে পুত্র হৈলা শশধর ।
 শিব অংশে চুর্কাসা জন্মিল মুনিবর ॥
 বিষ্ণু অংশে দত্ত নামে জন্মিল কুমার ।
 প্রসঙ্গে করিল দত্তাত্রেয় অবতার ॥
 অজিতা মুনির দুই জন্মিল তনয় ।
 উত্তম্য মুনির বৃহস্পতি মহাশয় ॥
 জন্মিলা অগস্ত্যা মুনি পুত্রভাকুমার ।
 কনিষ্ঠ বিশ্রবা নাম বিদিত সংহার ॥
 বিশ্রবার তিন পুত্র হৈল মহাবল ।
 এক পক্ষে জন্মিল কুবের ধনেশ্বর ॥
 তম্বুল বল তুমি বহু অমূল্যকণে ॥
 কহিব পরম সত্য তোমার গোচরে ।
 দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গ কথা শুনি নরেশ্বর ॥
 এতেক শুনিঞা তবে রাজা পরীক্ষিত ॥
 প্রেমভাবে পুত্রকে পূরণ হৈল চিত্ত ।
 ক্ষণে তি নিবারিয়া কৈল সমাধান ॥
 মুনিকে পুছিল কিছু বিনয় বিধান ॥
 কৃষ্ণকথা সম শ্রবণে নহে ব্রহ্মপদ ।
 তে কারণে মুক্তগণ গায় অনন্তত ॥
 কৃষ্ণকথা শ্রবণে যাহার নাহি মতি ।
 কেবল না শুনে অট্টেভক্ত পশুমতি ॥
 রাজার বচন শুনি সব যোগেশ্বর ।
 প্রেমভাবে পুত্রকে পূরণ কলেবর ॥
 আর পক্ষে জন্মিল রাবণ কুন্তকর্ণ ।
 নিজ ভুজে আচ্ছাদিল তিন লোকধর্ম ॥
 এইরূপে নব ঋষি অপত্য বিস্তার ।
 একে একে কহিল সকল ধর্মসার ॥
 মৃতি নামে দক্ষমুতা ধর্মের ঘরগী ।
 তার ঘরে অবতার কৈলা ক্রেপাণি ॥
 নরনারায়ণরূপে কৈলা অবতার ।
 বদরিকাপ্রমে তপ করেন প্রচার ॥
 বেক্রপে জন্মিল দক্ষ শঙ্কর বিবাদ । (১)
 দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ আর সতী-দেহত্যাগ ॥
 কহিব বিদুর আর যত বিবরণ ।
 সাবধানে শুনি তুমি কৃষ্ণে ধরি মন ॥

(১) পাঠান্তর,— বিরাগ

প্রসূতি মনুর কন্যা মহা গুণবতী ।
 শুভকালে বিভা কৈলা দক্ষ প্রজাপতি ॥
 জন্মিল বোড়শ কন্যা তাহার উদরে ।
 ত্রয়োদশ কন্যা দিল ধর্মরাজ তরে ॥
 এক কন্যা বিভা দিল অগ্নি-সম্মিধান ।
 পিতৃগণে কৈলা তার এক কন্যা দান ॥
 আর এক কন্যা দিল শঙ্করের তরে ।
 সতী নামে গুণবতী বিদিত সংসারে ॥
 পতিসেবা করে দেবী সতী পতিব্রতা ।
 বাপের চূর্মতি দেখি পরম দুঃখিতা ॥
 শিবদেবে দেখিয়া বাপের অপরাধ ।
 যোগবলে কৈল সতী নিজ দেহত্যাগ ॥
 বিদুর জিজ্ঞাসা কৈলা মৈত্রেয়্যগণে ।
 শঙ্করের ঘেব দক্ষ কৈলা কি কারণে ॥
 চরাচরগুরু শিব শাস্ত কলেবর ।
 আত্মারাম বৈরাবিবর্জিত মহেশ্বর ॥
 কেনে ঘেব কলা ভাঙ্গ দক্ষ প্রজাপতি ।
 জামাতা শ্বশুরে কেন বিবাদ বৃগতি ॥
 শুনিঞা মৈত্রেয়্য মুনি বিদুরের বাণী ।
 কহিতে লাগিলা তবে পুরুষ কাহিনী ॥
 প্রজাপতিগণে কৈলা যজ্ঞ অনুবন্ধ ।
 দেবগণ আলা তাথে করিয়া আনন্দ ॥
 সিদ্ধ মহাঋষিগণ মুনিগণ যোগি ।
 সনকাদি মুনি ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি ॥
 সগণে শঙ্করদেব চলি গেলা তাথে ।
 সতে মেলি বসিয়া আছেন সভাসতে ॥
 হেনকালে গেলা তথা দক্ষ প্রজাপতি ।
 দশ দিগ্ প্রকাশিত যার অজ্ঞোপভি ॥
 দক্ষ দেখি সভাসদ উঠিলা সংশ্রমে ।
 কুণ্ড হৈতে আগুনি উঠিলা ভয় মনে ॥
 সভাসদে মেলি দক্ষ পুঞ্জিল সাদরে ।
 না উঠিলা সতে ব্রহ্মা হম মহেশ্বরে ॥
 ব্রহ্মাকে প্রণাম করি দক্ষ প্রজাপতি ।
 আজ্ঞা পায়্যা আগনে বসিল মহামতি ॥
 দেখিয়া শঙ্করদেবে ক্রোধ করি মনে ।
 বলিতে লাগিলা দক্ষ ঘৃণিত ন নে ॥
 শুনি শুনি দেবমুনি মহা ঋষিগণ ।
 সভাসদে কহি কিছু সাধু বিবরণ ॥
 ক্রোধে নাহি বলি আমি না বলি অজ্ঞানে ।
 সাধুজন ধর্ম কহি সভা বিদ্যমান ॥
 হের-দেখ শঙ্কর নির্লজ্জ দুর্ভাগার ।
 বেদবিনিশ্চিত পথে কেবল সঞ্চার ॥

ধর্মপথ বিনাশন মর্কটলোচন ।
 শিষ্য হয়্যা করে এত শুধু বিলম্বন ॥
 অগ্নি বিপ্র সাক্ষী থুয়া দিল কড়াদান ॥
 শিষ্য হয়্যা করে এত বড় অবজ্ঞান ॥
 বাহা দেখি উঠিয়া করিয়ে নমস্কার ।
 বসেনহ তাঁর কিনা করি পুরস্কার ।
 প্রোতভূতগণ যুত উনমত বেশ ।
 বাঘছাল পরিধান পিঙ্গু জটাকেশ ॥
 ইচ্ছায় না দিলু কড়া বিধির ঘটনা ।
 দৈবযোগে হয় সাধুজনবিভূষণা ॥
 ভস্মবিভূষিত অঙ্গ অস্থিমালা ধরে ।
 অশ্বানে বসিয়া রহে হৈয়া দিগন্তরে ॥
 নষ্টাচার পতিত পিশাচ সঙ্গে রহে ।
 দৈবযোগে সম্বন্ধ ঘটিল তার সহে ॥
 এতেক বলিয়া দক্ষ জল লঞা করে ।
 ক্রোধ করি দিলা শাপ শঙ্করের তরে ॥
 আজি হৈতে যজ্ঞভাগ নহিব ইহার ।
 দেবধর্ম হয়্যা যেন রহে ছুরাচার ॥
 এ বোল শুনিঞা ক্রোধ কৈলা মহেশ্বর ।
 উঠিয়া চলিলা শিব না দিলা উত্তর ॥
 নন্দীশ্বর আদি যত শঙ্করের গণ ।
 ক্রোধ করি তারা সব কি বোলে বচন ॥
 মাছুষ শরীর পাঞা এত বড় গর্ব ।
 দৈবের দ্রোহ করিবারে এত দৰ্প ॥
 শঙ্করের অপরাধে দক্ষ প্রজাপতি ।
 ভক্তজ্ঞান দূর হকু বাচুক কুমতি ॥
 গৃহধর্মে িন্ত বদ্ধ হউ অতিশয় ।
 গ্রাম্যসুখে হোক দক্ষ নিবদ্ধহৃদয় ॥
 কর্মপথে দক্ষের বাচুক অনুরাগ ।
 বেদপথ ছাড়ক বাচুক দুঃখ ভাগ ॥
 ভক্তজ্ঞান খণ্ডক বাচক পশুপতি ।
 ছাগমুখ হোক দক্ষ যাউক অধোগতি ॥
 দক্ষপক্ষ হৈয়া যে যে কৈল উপহাস ।
 শিব অপরাধে তার হোক মতি নাশ ॥
 সর্ব ভক্ষ্য হোক তার দেহ গেহ মতি ।
 মাজিতে বেড়ায় যেন ভুজয়ে দুর্গতি ॥
 এতেক বচন শুনি ভৃগু মহামুনি ।
 শিবের কিঙ্করে তবে বলে কোন বাণী ॥
 শিবব্রত ধরে যেবা শিবের কিঙ্কর ।
 পাষণ্ডী নিন্দিত তারা হকু নিরন্তর ॥
 নষ্টাচার হকু তারা জটাত্মধারী ।
 সর্ব ধর্ম ভেজে যেন বেদপথ

শিবের কিঙ্কর যেবা শিবদেব ভঞ্জে ।
 সে জন পাষণ্ড হয় সর্ব ধর্ম ভেজে ॥
 এত শাপ দিলা যদি ভৃগু মুনীশ্বর ।
 নিশবদে গেলা শিব না দিলা উত্তর ॥
 যজ্ঞ সমাপিয়া যত দেব-মুনিগণে ।
 সতেই চলিয়া গেলা নিজ নিজ স্থানে ॥
 যজ্ঞ সমাপন হৈল সহস্র বৎসরে ।
 পূর্ণা দিয়া গেলা দেব নিজ নিজ পুরে ॥
 এইরূপে হয় দক্ষ বাড়িল বিবাদ ।
 রহিল বিস্তর কাল নহিল প্রসাদ ॥
 এককালে দক্ষ আনি ব্রহ্মা সুরেশ্বর ।
 মহা অভিষেক করি দিলা দিব্য বর ॥
 প্রজাপতিগণ-অধিপতি কার দিল ।
 তে-কারণে দক্ষের অধিক দৰ্প হৈল ॥
 বৃহস্পতি সব নামে কৈলা যজ্ঞরাজ ॥
 তাহাতে মিলিল আসি দেবের সমাজ ॥
 ব্রহ্মঋষি দেবঋষি যত পিতৃগণ ।
 সতেই দক্ষের যজ্ঞে হৈল উপসন্ন ॥
 সগণে দেবগণ পত্নীগণ সহে ।
 দেখিতে দক্ষের যজ্ঞ মিলিলা উৎসাহে ॥
 সিদ্ধগ- চলি যায় আকাশমণ্ডলে ।
 রথে রথে ঘষাঘষি বাজিলা কন্দলে (১)
 দেবগণ সিদ্ধগণ যায় স্বরাশ্রয় ।
 দিব্য রথে চটি যায় দেবতা সুন্দরী ॥
 আকাশ মণ্ডলে যায় দেবদেবীগণ ।
 শিব দিব্যামানে সতী কি বোলে বচন ॥
 দক্ষ প্রজাপতি নাথ তোমার স্বস্তর ॥
 যজ্ঞ আরম্ভিলা তেঁহ উৎসব প্রচুর ॥
 সাদরে দেবতাগণ রথে চটি যায়ে ।
 হের-দেখ আকাশে বিমানগণ ধায়ে ॥
 সকল ভগিনীগণ যায় শূত্রপথে ।
 নিজ পতিগণ সঙ্গে চটি দিব্য রথে ॥
 আজ্ঞা দেহ যদি নাথ বাট চলি যাই ।
 বাপের উৎসব যজ্ঞ সতে মেলি চাই ॥
 চিরকালে বাপ যায়ে হয় দরশন ।
 ভগিনীগণের সঙ্গে হয় সম্ভাষণ (২) ॥
 ভগিনী ভগিনীপতি আসিব উৎসবে ।
 একত্রে বাহুবগণ দেখি আমি সতে ॥

(১) পাঠান্তর,—“রথে রথে ঠেকাঠকি
 বাজে উত্তরাল ।”

(২) পাঠান্তর,—“ভগিনীগণের সনে
 করিব মিলন ।”

যদি হিংসা কর নাথ চলি চল যাই ।
 সকল বান্ধবগণ দেখি এক ঠাঞি ॥
 তোমার মায়ায় নাথ নিশ্চিত সকল ।
 তুমি সর্বলোকপতি তুমি মহেশ্বর ॥
 জিরি জাতি আমি তব্ব কি জানিতে পারি
 কৃপা যদি কর নাথ ঝাট করি চলি ॥
 দেখ নাথ সকল ভগিনী যায় রথে ।
 পতিগণ সঙ্গে চলি যায় শূত্রপথে ॥
 চল নাথ দেখি গিয়ে আনন্দ মঙ্গল ।
 ঝাট করি দেখি গিয়ে বান্ধব সকল ॥
 যদি বল যাচিয়া না যাই বন্ধুঘরে ।
 তথাপি বাপের ঘরে ঘোষ নাহি ধরে ॥
 স্নুগ্রসন্ন হও নাথ বিলম্ব না কর ।
 বাপের উৎসব দেখি ঝাট করি চল ॥
 এতেক বচন শিব শুনঞা শ্রবণে ।
 স্নগড়ি পুরুষ কথা হাসে মনে মনে ॥
 তুমি যে কহিলা সতী সে নহে অজ্ঞাধা ।
 যাচিয়া বাইতে হয় উচিত সর্বথা ॥
 যদি আমা দেখিয়া দক্ষের নহে ক্রোধ ।
 যদি বা দক্ষের সহে না হয় বিরোধ ॥
 যদি কোন মতে কিছু নহে বিপরীত ।
 তবে সে আমার হয় যাইতে উচিত ॥
 তপ বিস্ত কুলশীলে যার বাড়ে গর্ভ ।
 অন্ত্য শরীর ধরি তার হয় দর্প ॥
 দেব দ্বিজ গুরু করি নহে তার জ্ঞান ।
 পাসরে সকল ধর্ম বাঢ়ে অভিমান ॥
 তার ঘরে যাইতে উচিত নাহি হয় ।
 যে জন বান্ধব দেখি ক্রোধ দৃষ্টে চায় ।
 নিপুবাণে হয় যদি অজ জরজর ।
 তথাপি তাহাতে ব্যথা নহে তত বড় ॥
 বন্ধুগণ কুবচন-বাণ-বরিষণে ।
 যেক্রপে হৃদয়ে তাপ বাঢ়ে অজ্ঞকণে ॥
 বাপের প্রধান তুমি কহা গুণবতী ।
 তোমাতে অধিক প্রেম ধরে প্রজাপতি ॥
 তবু তথা গেলে তুমি না পাবে সন্তোষ ।
 আমার বনিতা দেখি চব তার রোষ ॥
 পাপে দৃঢ়মতি যার কুজ্জিত হৃদয় ।
 সম্পদ বিষয়ে গর্ভ বাঢ়ে অতিশয় ॥
 দৈব না হয়ে করে দৈবের ঘেষ ।
 বুধা যেন অস্বরে হিংসরে স্ববীকেশ ॥
 যদি বল কেন তুমি না কৈলে প্রণাম ।
 জায় কথা কহি সতী তোমা বিদ্যমান ॥

দেহ গেহে দেখিয়ে যাহার অহংকার ,
 বৃদ্ধজনে তাহারে না করে নমস্কার ॥
 যাহার অন্তরে আছে প্রভু ভগবান ।
 চিন্তের ভিতরে তারে করিয়ে প্রণাম ॥
 বাসুদেব নাম শুধু বিমুখ বিজ্ঞান ।
 তাহাতে পরম ব্রহ্ম বৈসে ভগবান ॥
 সেই বাসুদেব নাম করিয়ে চিন্তন ।
 শরীরে প্রণাম করি কোন প্রয়োজন ।
 প্রণাম না কৈলু আমি এই সে কারণে ॥
 না বুঝিয়া দক্ষ ক্রোধ কৈল অকারণে ।
 তুমি না চলিহ সতী দক্ষ-দরশনে ॥
 তার দুষ্টগণ না করিবে সন্তোষণে ।
 কোতুকে গেলাম মুঞি যজ্ঞ দেখিবারে ।
 তাহাতে ভৎসিয়া দক্ষ কৈল তিরস্বারে ॥
 তুমি যদি আমার বচন পরিহারি ।
 বাপের মন্দিরে য'হ চিন্তে কোপ করি ॥
 তবে সতী কলিবে বিষম পরমাদ ।
 এ বোল বুঝিয়া রহ না কর বিবাদ ॥
 এ বোল বলিয়া শিব হৈল নিশবদ ।
 মনে দুঃখ পায়া দেবী করে ছটফট ॥
 পুর হৈতে বাহির বাহির হৈতে পুর ।
 আইসে যায় মনে দুঃখ পাইয়া প্রচুর ॥
 সঙ্কল্প শরীরে আঁখি বেয়া পাড়ে ধসে ।
 লাজে ভয়ে সতী দেবী কিছুই না বলে ॥
 কারে কিছু না বলিঞা ক্রোধ করি মনে ।
 চলিলা বাপের ঘরে সঙ্গল-নয়নে ॥
 বুঝিয়া দেবীর মন দেব ত্রিলোচন ।
 পাঠাঞা দেবীর সঙ্গে দিলা নিজগণ ॥
 ধন ছত্র চামর পতাকা দিব্য বান ।
 চলিল দেবীর পাছে শত শত সেনা ॥
 শত শত মূদক দুন্দুভি কোলাহল ।
 সোদিগে পুরিয়া হৈল আনন্দ মঙ্গল ॥
 উত্তরিল গিয়া দেবী বাপের মন্দিরে ।
 দ্বিজগণ বেদ ঘোষে পুরিত অন্তরে ॥
 পশু হিংসা বলিদান বিবিধ সস্তার ।
 বহুবিধ ধাতুপাত্র কাঞ্চন অপার ॥
 হেন যজ্ঞঘরে দেবী করিলা প্রবেশ ।
 কেহ না বোলয়ে তারে শিবে ধরি ঘেষ ॥
 কিছুই না বোলে কেহ না চাহে নয়নে ।
 সকল ভগিনীগণ পূজিল আদরে ॥
 মায়ে কোল দিয়া ঘরে আনিল দুহিতা ।

আগনে বসাত্তা মাতা হৈলা আনন্দিতা ॥ (১)
মনে ক্রোধ করি সতী চৌদিকে নেহালে ।
না দেখি শিবের ভাগ যজ্ঞের ভিতরে ॥
বাপের দুর্নীত দেখি শিবে অবজ্ঞান ।
অন্তরে জানিলা দেবী পায়্যা অপমান ॥
শিব শিব এত বড় দেখিলুঁ দুর্নীত ।
মুনির সমাধে হয় হেন বিপরীত ॥
এ সব ব্রাহ্মণে করে যজ্ঞধূমপান ।
এই অহঙ্কারে করে শিবে অবজ্ঞান ॥
যার সম ত্রিভুবনে নাহি অতিশয় ।
সকল জগৎগুরু পিতা সর্বময় ॥
যার বৈরিভাব নাহি দেখি ত্রিভুবনে ।
হেন শঙ্করের ঘেব করে বিজগণে ।
কোন কোন দুষ্ট জন গুণে দোষ ধরে ।
সাধুজনে অল্প গুণ সেহ বড় করে ॥
অসত্য শরীরে যে আপন করি মানে ।
হিংসাবুদ্ধি হয় তার সাধু মহাজনে ॥
মহাজন নির্দিব এ কোন তার কাজ ।
কুলজ সংযোগে যার নাহি ভয় লাজ ॥
প্রসঙ্গেতে গিরে (১) যার শিব দু অক্ষর ।
জগতমঙ্গল নাম সর্বপাপহর ॥
শিব নাম কীর্তনে সংসারদুঃখ হরে ।
হেন শঙ্করের ঘেব বিজগণ করে ॥
যার পাদপদ্ম যোগী চিন্তয়ে ধিয়ানে ।
যার গুণ কীর্তন করয়ে সুরগণে ॥
হেন শঙ্করের সহে বাপের বিবাদ ।
ভাঁহার দুহিতা আমি এ বড় বিবাদ ॥
ব্রহ্মা আদি দেবে যার তত্ত্ব নাহি জানে ।
হেন শঙ্করের হিংসা করে বিজগণে ॥
জটা ভঙ্গ্য ধরে শিব বাঘহাল পরে ।
শ্রেষ্ঠ ভূত পিশাচ যোগিনী সঙ্গে ফিরে ॥
এ সব শিবের দোষ নাহি জানে আনে ।
সভে দোষ জানে এই যজ্ঞের ব্রাহ্মণে ॥
মহাজন নিন্দা যথা শুনি নিজ কাণে ।
হাথে কাণ ঢাকিয়া চলিব তথা হনে ॥
যদি পারি তার জিহ্বা কাটিয়া ফেলিব ।
নহে বা আপন প্রাণ আপনে ছাড়িব ॥
এথা আসি শিবনিন্দা শুনিলুঁ শ্রবণে ।
যজ্ঞভাগী নহে শিব দেখিলুঁ নয়নে ॥

হেন দক্ষ হইতে যোর উৎপন্ন কার ।
এ দেহ রাখিতে যোর আর না যায় ॥
লোভ-মনে গরিষ্ঠ ভোজন যদি করি ।
সেই অন্ন পাছে যদি উগারিয়া পেলি ॥
তবে পাছে পরিণামে সেই ভাল হয় ।
এ দেহ রাখিতে আর উচিত না হয় ॥
বেদবাদরত মতি নহে মহাজন ।
নিজ ধর্ম্ম থাকি করে স্বধর্ম্ম রক্ষণ ॥
ঐবৃন্তিলক্ষ্য ধর্ম্ম বেদমুখে শুনি ।
নিবৃন্তিলক্ষ্য ধর্ম্ম সেই বেদবাণী ॥
এক কঠা দুই কর্ম্ম নহে অধিকারী ।
জ্ঞানপথে কর্ম্মযোগে ফল নাহি ধরি ॥
এ দেহ ধরিয়া কিছু ফল নাহি আর ।
ভজিতে শঙ্কর দেব নাহি অধিকার ॥
এ দেহ রাখিয়ে যোর নাহি প্রয়োজন ।
এ বড় কুচ্ছিত যোর কুয়োনি-জনম ॥
এ বোল বলিয়া দেবী বলিলা ধিয়ানে ।
যোগপথে কৈলা দেবী চিত্ত সমাধানে ॥
শিবচরণারবিন্দ হুবয়ে ধরিয়া ।
যোগপথে নিজ দেহ আশুনি জালিয়া ॥
শরীর পোড়ায়্যা দেবী শিবলোকে গেল ।
তিনলোকে হাহাকার শব্দ উঠিল- ॥
কোন জনে সতীদেবী কৈলা অবজ্ঞান ।
কোন বাণী কে বলিল পাইল অপমান ॥
সতীদেবী শরীর ছাড়িল কি কারণে ।
এইরূপ নানা বাণী বলে সর্বজনে ॥
হেনকালে শঙ্করের পারিষদগণ ।
জানিঞা সাক্ষাতে সতীদেবীর মণ ॥
অঙ্গ তুলি ধাইল তারা মারিবার তরে ।
হেনকালে ভৃগুমুনি কোন যুক্তি করে ॥
যেই মাত্র কুণ্ডে হোম কৈলা মুনিবর ।
কুণ্ডে হৈতে দৈত্যগণ (১) উঠিল সঙ্কর ॥
মহা ভয়ঙ্কর তারা দিব্য অস্ত্র ধরে ।
দুইগণে যুদ্ধ হয় পৃথিবী উপরে ॥
শিবগণে ব্রহ্মতেজ সহিতে না পারি ।
চৌদিকে পলংগ গেল ভয়ে রণ ছাড়ি ॥
শিবদেব শুনিলা দক্ষের অবজ্ঞান ।
সতীদেবী দেহ ছাড়ি গেলা নিজস্থান ॥

“পাঠান্তর,—“কৈলা জালিজিহ্বা” ।

(১) গিরে,—(গির, বাক্য) বাক্য ক্ষুণ্ণি হয় ।

(১) পাঠান্তর,—“কৃত্যগণ”। মূল—

“অশ্বঘ্যাণা হৃদ্যমানে দেবা উৎপেতুবোজসা ।

ঋভবো নাম তপসা সোমঃ প্রাশ্বাঃ

ভয়ে রণ তেজি নিজগণের তন্ত্র্যান ।
 শুনিয়া নারদমুখে শিব ভগবান ॥
 ক্রোধ করি মহাদেব উঠিল। সত্বরে ।
 দস্তে দস্তে পিবিয়া ছিঙিলা জটাভারে ॥
 ভড়িতবরণ জটা দেখি ভয়ঙ্কর ।
 তাহা হৈতে পুরুষ উঠিল। ঘোরতর ॥
 শিরে পরশিল বীর গগণ-মণ্ডল ।
 তিন গোটা অক্ষি যেন তিন দিনকর ॥
 জলন্ত আগুনি যেন বিকট দশন ।
 বিশাল সহস্র ভূজ ঘোর দরশন ॥
 নানা অস্ত্র করে ধরে মুণ্ডমালা গলে ।
 শিবে অগ্রেতে বলে কর ঘৃণি শিরে ॥
 আজ্ঞা কর কি নাথ করিব আরাধন ।
 শিব বলে শুন শুন আমার বচন ॥
 সগণে মারিয়া আইস দক্ষ দুর্গার ।
 নন্দভক্ত কর তার কুলের সংহার ॥
 গণের প্রধান তুমি নিজ অংশধর ।
 আমার বচনে তুমি শীঘ্র ইহা কর ॥
 আজ্ঞা শিরে ধরিয়া পুরুষ ঘোরতর ।
 প্রণাম করিয়া বীর চলিলা সত্বর ॥
 রুদ্ধ পারিষদগণ ধাইল তার পাছে ।
 মহারব করিয়া ধবীয়া রণকাছে ॥
 দেখিয়া উত্তর দিগে ধূলা অন্ধকার ।
 দক্ষগুরে শব্দ উঠিল হাহাকার ॥
 িস্তিতে লাগিলা দক্ষ যতেক ব্রাহ্মণ ।
 আকাশে উঠিল ধূলা এ কোন্ কারণ ॥
 নাহি রড় উতপাত দুষ্টজন-ভয় ।
 অরাজক রাজ্য নাহ দেখিয়ে প্রায় ॥
 কোন্ দোষে কৈলা দক্ষ সতী অবজ্ঞান ।
 পরমাদ ফলে হেন করি অনুমান ॥
 অজ্ঞকালে যে শিব মেলিয়া জটাভার ।
 দিগ্‌গজ বিদ্ধিয়া শূলে করয়ে বিহার ॥
 যার ক্রোধ আনলে ব্রহ্মাণ্ডকোটি দহে ॥
 কেন দক্ষ বিবাদ বাঢ়াইল তার সহে ॥
 এইরূপে বলাবলি করে সর্বজননে ।
 হেনকালে আসিয়া বেটিল রুদ্ধগণে ॥
 কেহ ঘর ভাঙে কেহ প্রাচীর দুয়ার ।
 কেহ সভা ভাঙে কেহ রন্ধনআগার ॥
 কেহ বজ্রহুণ্ড ভাঙ্গি আগুনি নিভায় ।
 কেহ কেহ বজ্রপাত্র ভাঙ্গিয়া পেলায় ॥
 কুণ্ডের উপরে কেহ ছাড়ে মলমূত্র ।
 বিজগণে বান্ধি কেহ ছিঙে যজ্ঞহুত্র ॥

কেহ নারীগণে ধরি করে বিড়ম্বন ।
 কেহ আনি বান্ধিয়া পেলায় মুনীগণ ॥
 দেবগণ পেলায় বান্ধিয়া কেহ আনে ।
 ভৃগুমুনি বান্ধিয়া আনয়ে যণিমান ॥
 বীরভদ্র বীর বান্ধে দক্ষ প্রজাপতি ।
 চণ্ডেশ বান্ধিয়া করে পুষার দুর্গতি ॥
 নন্দীশ্বর ভগদেবে বান্ধিলা নির্জাসে ।
 চৌদিক তরিয়া দেব পলায়ে তরাসে ॥
 যে দাড়ি দেখায়া ভূজ হালিলা তখনে ।
 সে দাড়ি মুড়াঞা তার কৈলা বিড়ম্বনে ॥
 যে দস্ত দেখায়া পুষা পুরুষে হাসিল ।
 ভূমেতে পেলাঞা তার দস্ত উপাড়িল ॥
 ভগবেবে যে আঁখি দেখাঞা দিল ঠার ।
 ভূমিতে পেলিয়া আঁখি উফাড়িল তার ॥
 চাপিয়া ধরিয়ে দক্ষ ভূমিতে পেলিয়া ।
 খরসান খজো মাথা পেলিল কাটিয়া ॥
 কাটিতে না গেল কাটা িস্তে মহেশ্বর ।
 সংগোপনে যোগ চিস্তে মনের ভিতর ॥
 কাটিল দক্ষের মাথা সেই যোগবলে ।
 সাধু সাধু শব্দ উঠিল ক্ষিতিতলে ॥
 দক্ষশির হলিল যজ্ঞের হতাশনে ।
 হাহাকার শব্দ উঠিল দক্ষগণে ॥
 দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ হৈল দক্ষের মরণ ।
 প্রাণ লঞা সুরলোকে গেলা সুরগণ ॥
 ত্রিগুণ পট্টপ গদা পরিষ মুদ্রারে । (১)
 ছিন্ন ভিন্ন হঞা দেব পলায় সত্বরে ॥
 ব্রহ্মাকে জানাল্যা গিয়া করিয়া প্রণাম ।
 শুনিঞা বিরিকি দেব কৈলা প্রণিধান ॥
 ব্রহ্মা নারায়ণ স্থানে কৈলা নিবেদন ।
 শুনিয়া গোবিন্দ দেব কি বোলে বচন ॥
 মহাজন অপরাধে না হয় কল্যাণ ।
 তুমি-সব শিব দেবে কৈলে অবজ্ঞান ॥
 ত্রিজগৎনাথ শিব লোকমণ্ডেশ্বর ।
 তাঁর স্থানে অপরাধে না দেখি কুশল ॥
 সতে মেলি কর গিয়ে শিব আরাধন ।
 ভজিলে তখনে শিব হৈব পরশম ॥
 চরণ ভজিলে মাত্র করিব প্রসাদ ।
 ভজিলে শব্দ দেব খণ্ডিব প্রমাদ ॥

(১) পাঠান্তর:—

পত্রপূর্ণ পট্টপ গদা পরিষ মুদ্রার ।

বয়স ভেদিল তাঁর দক্ষ-কুবচনে ।
 প্ৰিয়মীৰ্ণ শব্দে করঃ আবোধনে ॥
 আমি নারায়ণ যার তত্ত্ব নাহি জানি ।
 ব্ৰহ্মাহ না জানে তত্ত্ব কিবা সুর মুনি ॥
 হেন শিবদেবে আছে কি আর উপায় ।
 ভজিলে করিবে কৃপা সতে মনে ভায় ॥
 এ বোল বলিয়া চরি লৈয়া সুরগণ ।
 ব্ৰহ্মা লৈয়া আপনে চলিলা নারায়ণ ।
 কৈলাস পৰ্বত যথা শঙ্কর স্থান ॥
 আপনে চলিলা তথা গেনা ভগবান ॥
 কিম্বদ গন্ধৰ্ব যক্ষ অক্ষর্য বেষ্টিত ।
 নানা মণিশয় শৃঙ্গ দেখিতে শোভিত ॥
 নানা ক্ৰম লতাৰলি ভ্রমব বন্ধার ।
 নানা মণিশয় পথ বিমলা সঞ্চাব ॥
 সিংহগণ সহে সিদ্ধবত (১) বিচরণ ।
 ময়ূর-শব্দ শুক কোকিল ৩ ঘণ ॥
 বিবিধ নিহগ নন্দ খণ্ড বিদগ্ধিত ।
 ক্ষেপিত হইয়া পুষ্প পোনে ভয়ঙ্কর ॥
 ছিন্ন ভিন্ন মৈত্রী দেব পায় তবাসে ।
 তা দেখিয়া বৃদ্ধগণ উচ্চগরে ২ সে ॥
 দেব মূনিগণ বল না দেখি নিস্তার ।
 কিল্পপে তবিত তান বরে প্ৰতিকার ॥”
 - বৈদিন্য ১২২২ পৃথি ।

পারিজাত সরল মন্দার সুশোভিত ॥
 তাল তমাল সাল আশ্র কোবিল ১ ।
 নাগ পুন্নাগ নিম্ব মৃচকুন্দ পিয়াল ॥
 মালতী মাধবী জাতি মল্লিকা মণ্ডিত ॥
 রাজপুগ পুগ বাড পুর শুলে পিত ॥
 কুন্দ কুরবক নীপ মধু ২ বকুল ॥
 ভূজ সৰ্ব্ব কুজ বট কদম্ব সন্দাল ॥
 কুমুদ কন্দলী পতপত্র উৎপল ॥
 বিবিধ কমল যুক্ত দৌৰি সরোবর ॥
 মৃগ শাখীমৃগ সিংহ মন্ত মাতঙ্গ ॥
 শরভ মহিষ খর দেখিতে সুরঙ্গ ॥
 পুং নদী পুণ্ড তরু পুণ্ড উপবন ॥
 দেখিয়া বিম্বিত হৈলা সব সুরগণ ॥
 শিবের অলকাপুৰী কগাস পঞ্চভে ॥
 দেবগণ আশ্রয় দেখিলা হবসিতে ॥
 গৌৰাঙ্গক বন তাথে সুরমা ময়ূর ।
 শুক পিক বিহগ নাদিত ভৃঙ্গকুল ॥

(১) সিদ্ধবত ।

কুমুমতি ক্রমজাল পুণ্ড লতাৰলী ।
 সুরবধু কেলি করে হরে কুতূহলী ॥
 বিজয়চিহ্নিত তঃ দীঘী সরোবর ।
 কুমুমে আশ্রয় বন পবন শীতল ॥
 তার মাঝে আছে এক বট মনোহর ।
 শতক যোজন গাছ দীঘল প্ৰসর ॥
 বিবিধ সস্তাপ তথা নাহি জরা তন্ন ।
 পুণ্ড গন্ধ আশ্রয়িত পবন সঞ্চর ॥
 তার তলে শিবদেব শাস্ত কলেবর ।
 চৌদিগে বেঢ়িয়া আছে গন্ধৰ্ব্ব কিম্বর ॥
 উপাসনা করে সিদ্ধ যোগী মূনিগণে ।
 সনকাদি নারদাদি করয়ে স্তবনে ॥
 দেবগণ দেখিয়া শঙ্কর মহেশ্বর ।
 অরাধরি করজুড়ি শিৱের উপর ॥
 প্ৰণাম করিয়া মহেশ্বরের চরণে ।
 স্তুতি করে সুরগণ হবসিত মনে ॥
 স্তুতি করে নারায়ণ ব্ৰহ্মা সুরপতি ।
 দেবগণ স্তুতি করে শিবগত মতি ॥
 তুষ্ট হইয়া মধাদেব কি বোলে বচন ।
 বর মাগ কোন বর দিব সুরগণ ॥
 শিবের বচন শনি সুরগণ যৌলি ।
 বর মাগে সুরগণ ববজোড় করি ॥
 যজ্ঞ বক্ষা কর দেব (১) দক্ষ প্ৰাণ দান ।
 জীয়াইয়া দেবগণে কর পরিভ্রাণ ॥
 যজ্ঞভাগ তোমারে না দিল বিজগণে ।
 যজ্ঞভঙ্গ তুমি হব কৈলে তে-কারণে ॥
 বিজগণে প্ৰাণদান দেহ একবার ।
 দুই আঁখি দিয়া ভগ কর প্ৰতিকার ॥
 ভৃঙ্গর উঠুক দাড়ি পুষ্প দশনে ।
 প্ৰাণদান দিয়া দেব কর বিমোহনে ॥
 যজ্ঞভাগ তোমার রহিল সৰ্বকাল ।
 যজ্ঞ বক্ষা করি কর দক্ষেব উদ্ধার ॥
 দেবের বচন শুনি হয় মহেশ্বর ।
 তুষ্ট হইয়া দেবগণে কি বোলে উত্তর ॥
 দক্ষ আদি বিজগণ ছাওয়ায় সমান ।
 দেব মায়া বিমোহিত মুখ অগেয়ান ॥
 তা-সত্য অপরাধে ক্ৰোধ না হ করি ।
 ছুষ্ট দোষ নিবাবিতে খল দণ্ড ধরি ॥
 ছা ' মুখ হোক দক্ষ দিলু এই বর ।
 মিত্রের লোচনে ভগ দেখিব সকল ॥

(১) পাঠান্তর,—"দেহ" ।

নহিব পুবার দম্ব ভক্ষিব পিঠালি।
 দেবগণ রহে যেন কাটা অম্ব ধরি।
 ছাগলের দাড়ি যেন ভৃগুমুনি ধরে।
 এই বর দিলু দেব চল সুরপুরে ॥
 শিবের বচন শুনি যত দেবগণে।
 শিব আজ্ঞা লয়্যা গেলা সেই যজ্ঞ স্থানে ॥
 ছাগলের মুণ্ড দিয়া দক্ষদেহে ঘুড়ি।
 জীয়ায়ে তুলিল দক্ষ অতিবেক করি ॥
 তবে দক্ষ উঠিয়া চিস্তিল মনে মনে।
 শিবেরে সন্তোষ আমি করিব কেমনে ॥
 শিবের মহিমা দেখি কম্পিত অন্তর।
 জ্ঞতি ভক্তি করিয়া তুষিণ মহেশ্বর ॥
 পুনরপি যজ্ঞ কৈল ব্রহ্মার বচনে।
 পূর্ণা দিয়া যজ্ঞ সমাপিল দ্বিজগণে ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থ-

স্কন্ধে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

সুই রাগ ।

তবে আর কহিব বিহুর মতিমান্ ।
 একচিন্তে শুন তুমি হয়্যা সাবধান ॥
 স্বায়ম্ভুব মহুর আছিল পুত্র শ্রেষ্ঠ ।
 কনিষ্ঠ উত্তানপাদ প্রিয়ব্রত জ্যেষ্ঠ ॥
 উত্তানপাদের দুই আছিল বনিতা ।
 সুনীতি সুরচি নাম জগৎ বিদিতা ॥
 সুরচি সন্দরী হয় রাজার বল্লভা ।
 সুনীতি যাহার নাম যে হয় দুর্ভগা ॥
 সুরচি দেবীর হৈল উত্তম কুমার ।
 সুনীতির পুত্র ধ্রুব বিদিত সংসার ॥
 একদিন রাজসিংহ রাজসিংহাসনে।
 উত্তমে করিয়া কোলে বসিলা আপনে ॥
 হেনকালে ধ্রুব গেলা তাঁর সন্নিধানে ।
 ইচ্ছা কৈল উঠিতে বাপের সিংহাসনে ॥
 ভৎসিয়া সুরচি বলে আরে রে ছাওয়াল ।
 রাজ্যসনে বসিতে তোমার অহঙ্কার ॥
 নাহি কর যজ্ঞ তপ কৃক আরাধন ।
 আমার উদরে তোমাব না হৈল সনম ॥
 তবে কেন ইচ্ছা কর এত বড় পদে ॥
 স্তেন ভাগ্য নাহি কর চল নিশবদে ॥

কুণ্ডে হৈতে আপনে উঠিলা নারায়ণ ।
 শব্দ একে গদা পদ্ম শ্রীবৎস লঙ্ঘন ॥
 মুকুট কুণ্ডল হার হেম অলঙ্কার ।
 আপনে আসিয়া কৃষ্ণ কৈলা অবতার ॥
 ব্রহ্মা আদি দেবগণে কৈল নানা জ্ঞতি ।
 তুষ্ট হৈয়া বর দিয়া গেলা সুরপতি ॥
 ব্রহ্মভাগ দিয়া দক্ষ যজ্ঞ সমাপিল ।
 দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ কথা সংক্ষেপে কহিল ॥
 ধন্য পুণ্য পাপহর পরম পবিত্র ।
 কৃষ্ণগুণ সমুদিত শঙ্করচরিত্র ॥
 যেবা শুনে শুনায় ছরিতরাশি হরে ।
 অন্তকালে তহু তেজ যায় বিষ্ণুপুরে ॥
 যীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জ্ঞান ।
 ভাগবত আচার্যে র মধুর গান ॥

এ বোল শুনিঞা রাজা হয়্যা হেটমাথা ।
 লাজে কিছু না বলিল মনে পাঞা ব্যথা ॥
 এতেক বচন শুনি ধ্রুব মতিমান ।
 কান্দিতে কান্দিতে গেলা মাতা বিত্তমান ॥
 পুত্র পুত্র বলিয়া সে আইল জননী ।
 কেন পুত্র কান্দিতেছ চক্ষে পড়ে পানি ॥
 কি কারণে কান্দ তুমি কে বলিল মন্দ ।
 তোমা সনে কাহার ছাওয়াল কৈল বন্দ ॥
 তবে ধ্রুব কহিল সকল বিবরণ ।
 যে বলিল সংমায়ে বিরোধ বচন ॥
 শুনিঞা দুঃখিত হৈল ধ্রুবের জননী ।
 পুত্রকে শাস্তিয়া তবে বলে কোন বাণী ॥
 সত্য সত্য সংমায়ে বলিল তোমার ।
 পুণ্যে হৈতে নহে বাপ কোন অধিকার ॥
 ভকতবৎসন হরি সর্বফলদাতা ।
 অখিল জগৎগুরু সর্বলোকপিতা ॥
 মুক্তগণ চিন্তে ধীর উদ্দেশে সরণ ।
 সর্বভাবে লহ বাপু তাঁহার শরণ ॥
 লক্ষ্মী ধীর পানপান করয়ে ধৈর্যন ।
 কমল ধয়িয়া করে পুণ্ড্র অধিরাম ॥

ব্রহ্মা আদি দেবে ধীর চিন্তয়ে চরণ।
 হেন লক্ষ্মী করে ধীর চরণ সেবন ॥
 উচ্চপদে যদি বাঞ্ছা আহুয়ে তোমার।
 যদি বাপু ইচ্ছা তুমি বড় অধিকার ॥
 তবে কৃষ্ণপাদপদ্ম কর আরাধন।
 ত্রৈলোক্য-বন্দিত পদ দিব নারায়ণ ॥
 ধীর পদ সেবি ব্রহ্মা পাইল ব্রহ্মপদ।
 শিষ্যের শব্দ হৈল সেবি ধীর পদ ॥
 সে হরিচরণে বাপু করহ ভক্তি।
 জগৎবন্দিত পদ দিব দিব্যগতি ॥
 ঐশ মহামতি শুনি এতেক বচন।
 ধীরে ধীরে কৈলা চিতে ক্রোধ নিবারণ ॥
 যাতাকে প্রণাম করি ঐশ গেলা বনে।
 নারদ আসিয়া পথে দিলা দরশন ॥
 আশীর্বাদ করিয়া বলিলা তপোধন।
 রাজার কুমার বনে চল কি কারণ ॥
 পঞ্চ বৎসরের তুমি রাজার কুমার।
 মনে অপমান কিবা তোমার বিচার ॥
 খেলার ছাঁয়াল তুমি শিশুখেল খেল।
 যারের বচনে তুমি ক্রোধ কেনে কর।
 মান অপমান দিতে পারে নারায়ণ ॥
 না জানিয়া ক্রোধ লোক করে অকারণ ॥
 যারে উপদেশ কৈলা ভজিতে শ্রীহরি।
 তোমার শক্তিতে তাঁরে ভজিতে না পারি ॥
 অনেক জনম ধরি মহামুনিগণে।
 চিন্তিয়ে না পায় ধীর চরণ সন্ধান ॥
 তপ যোগ সমাধি করিয়া নিরন্তর।
 যোগেশ্বর না দেখে ধীর চরণকমল ॥
 একে শিশু আরে তুমি রাজার কুমার।
 সে প্রভু ভজিতে কিবা শক্তি তোমার ॥
 এতেক বলিলা যদি মুনি যোগেশ্বর।
 প্রণাম করিয়া ঐশ দিলেন উত্তর ॥
 নিশ্চয় জানিহু হরি হৈলা পরম্বর।
 তে-কারণে তোমা সনে হৈলা দরশন ॥
 যে কিছু কহিলে তুমি মোর হিতবাণী।
 না রহে ক্ষণে মোর দোষ দেহ জানি ॥
 মরম ভেদিল সৎযারের বচনে।
 কেমতে করিতে পারি চিন্ত সমাধানে ॥
 জগৎবন্দিত পদ নাহি দেখি আন।
 হেন পদ পাইতে মোর চিতে অভিমান ॥

কোন পুণ্যে কোন তপে সে পদ মিলয়।
 হেন উপদেশ মোরে কর মহাশয় ॥

ঐশের বচন শুনি মূনির প্রধান।
 ধন্য ধন্য করি কৈল ঐশের বাধান ॥
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ মিলয়ে তখনে।
 সর্বভাবে লয় যদি গোবিন্দ শরণে ॥
 ভজিলে সে হরি পারে আপনা দিবারে।
 উচ্চপদ দিব কোন বস্ত্রজান তারে ॥
 সত্য উপদেশ কৈল তোমার জননী।
 ভক্তবৎসল ঐশ-প্রাণ ঐশ-পাণি ॥ ()
 যমুনা পুলিনে পুণ্য আছে মধুবন।
 চল তথা গিয়ে কর শ্রীহরি ভজন ॥
 ত্রিকাল করিহ আন যমুনার জলে।
 ত্রিকাল ভজিহ হরি দিব্য ফলফুলে ॥
 ধূপ দীপ বিবিধ নৈবেদ্য উপহারে।
 বিবিধ বিধানে পুজ দিনে তিনবারে ॥
 ভূতভজি করপদ করিহ শোধন।
 স্থির হয়্য বসিহ করিয়া শুদ্ধাসন ॥
 পুজিয়া গোবিন্দ রূপ করিহ চিন্তন।
 নবধন দ্রব্য তহু রাজীবলোচন ॥
 ময়ূর চন্দ্রিকা চাক কুটিল কুন্তলে।
 ললিত অলকাবলী বিলোল কপোলে ॥
 গণ্ডমুখে বিলোলিত মকর কুণ্ডল।
 ইন্দুকোটি-বিরাজিত বদনমণ্ডল ॥
 হারি বিরাজিত গলে বনমালা উরে।
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি করে ॥
 ত্রিভঙ্গ ভজিয়া কটিতটে পীতবাস।
 নবমণি জিনি কোটি চান্দ পরকাশ ॥
 মঞ্জীর-রঞ্জিত চাক চরণপঙ্কজে।
 কেয়ুর কঙ্কণগুণ চাক ভুজরাজে ॥
 সুরেশ্বর মুনীশ্বরুন্দ করয়ে স্তবন।
 শঙ্কর বিরজি করে চরণ বন্দন ॥
 এক্রপ চিন্তিয়া তুমি পুজ হৃদ্যকেশ ॥
 কহিব তোমারে আর মন্ত্র উপদেশ ॥
 ষোড়শ অক্ষর মন্ত্র সর্বমন্ত্র-সার।
 কহিব তোমারে মন্ত্র করিয়া ড়ার ॥
 সাত দিন যদি মন্ত্র জপে নিরন্তর।
 সর্ব সিদ্ধি হয় তার সর্বত্র মঙ্গল ॥
 সে মন্ত্র জপিয়া কৃষ্ণ পুজ নিরন্তর।
 ত্রৈলোক্য-বন্দিত পদ দিব গদাধর ॥
 এতেক বচন শুনি রাজার কুমার।
 মূনির চরণে ঐশ কৈল নমস্কার ॥

(১) পাঠান্তর,—

“ভক্তবৎসল হরি ভজ চক্রপাণি।”

প্রদক্ষিণ করিলা চলিলা যমুবনে ।
 নারদ চলিয়া আইলা রাজা বিত্তমানে ॥
 দেখিয়া উত্তানপাদ পুঞ্জিল বিধানেনে ।
 শিরে করি আনিঞা বসাইল দিব্যাসনে ॥
 পুঁহিল রাজ্যারে তবে মুনি যোগেশ্বর ।
 বিবাদ করিছ কেনে হয়্যা নৃপবর ॥
 রাজ্য হয়্যা কেনে তুমি কর বিমবিষ ।
 কি কারণে না দোঁখয়ে হৃদয় হরিষ ॥
 লকণ্টক দেখি বাপু রাজ্য অধিকার ।
 তোমার প্রাণে দণ্ড ফিবয়ে সংসার ॥
 কেহ নাহি আজ্ঞা লঙ্ঘ্য না দেখি অধর্ম ।
 তুমি যদি ইৎসা কর নহে কোন কর্ম ॥
 তবে কেনে কর তুমি হৃদয় বিবাদ ।
 রাজ্য হয়্যা কর শোক এ বড় প্রমাদ ॥
 শুনিঞা উত্তানপাদ মুনির বচন ।
 আপন হৃৎকের কথা কৈল নিবেদন ॥
 স্তম্ভপ ছাওয়াল যোর গেল বনবাসে ।
 কেহ না রাখিল তবে মার কর্মদোষে (১)
 সৎমায়ে ভৎসিল মোচোর বিত্তমানে ।
 মুক্তি তাথে কিছু না বলিলুঁ মতিহীনে ॥
 নারীজিত মুক্তিত অধন ছুরা গর ।
 স্ত্রীভয়েতে উপেখিলুঁ স্তম্ভপ ছাওয়াল ॥
 বনে ভয় পাঞা যদি ছাওয়াল উরায় ।
 সিংহে যদি মারে কিংবা বাঘে ধরি খায় ॥
 কোপে যদি ধব মোর যায় দূর দেশ ।
 চাহিতে চাহিতে যদি না পাই উদ্দেশ ॥
 তবে কি করিব মুক্তি নারদ গোপাঙ্গি ।
 স্ত্রীজিত পুরুষ মোব সম কেহ নাঞি ॥
 রাজ্যার বচন তবে শুনি মুনিবর ।
 শাস্তিয়া রাজ্যারে তবে দিলেন উত্তর
 কৃষ্ণ আরাধিব ঐব তোমাব তনয় ।
 সে পদ সাধিব যাথে নাহি কালভয় ॥
 জগতে তোমার যশ করিব বিস্তার ।
 সাধিব সকল সিদ্ধি হৈব ভবপার ॥
 আনে আনে যে পদ পাইতে বাঞ্ছা করে ।
 ঐব পদ পাব যে তাহার উপরে ॥
 চিন্তা পরিহর তুমি শুন মহারাজ ।
 নিকটে আসিব ধন সাধি সব কাজ ॥
 এতেক বচন বলি নারদ চলিলা ।
 ঐব গিয়া পুণ্য যমুবনে উত্তরিলা ॥

তীর্থজলে স্নান করি কৈলা উপবাস ।
 পরদিনে কৃষ্ণ পূজা কৈল পরকাশ ॥
 নারদের উপদেশ বি অমুদারে ।
 কৃষ্ণ আরাধন ঐব করে নিরন্তরে ॥
 তিন দিন বহি শ্রব করেন পারাণ ।
 কেবল বদর ফল দেহের ধারণা ॥
 এক মাস গেল তবে ঐহ পরকারে ।
 দুই মাসে ষড়রাত্রি উপবাস করে ॥
 পারাণ দিবসে পত্র করেন ভোজন ।
 হেনকালে তিন মাস দিল দরশন ॥
 নব রাত্রি পরেতে করেন জলপান ।
 যোগবলে ধরয়ে কেবল নিজ প্রাণ ॥
 চারিমাसे ছয়দশ উপবাস ববি ।
 শরীর রাখয়ে ঐব বায়ু পান করি ॥
 পঞ্চ মাसे ঐব কৈল পবন রোধন ।
 হৃদয়পঙ্কজে আরোপিল নাশয়ণ ॥
 স্তম্ভিয়া রাখিল বায়ু এ দশ দুয়ার ।
 নিশ্চলে রহিল তখন পুরুষ আকাঙ্ক্ষ ॥
 মন নিরোজিল ঐব কৃষ্ণের রণে ।
 বাহু পাসরিলা তবে তেঁশব-ধ্বজানে ॥
 এক পায়ে পরশিয়া দৈত্য স্তম্ভিতল ।
 তার ভয়ে পৃথিবী করয়ে চলণ ॥
 নগনাগ দশ দিক বাসিত ॥
 পদভরে পাতাল তলাব স্তম্ভিতল ॥
 পবন কুদিল ঐব আপন স্বারে ।
 তিন লোক নিঃশ্বাস হইল সুরাসুর ॥
 তবে তার তপোবল দেখিয় বিদিত ।
 ইন্দ্র আদি সুরগণ হৈলা চমকিত ॥
 ভয়ে গিয়া লৈল বক্ষণে শরণ ॥
 বিবিধ প্রণাম কৈল ঐবদ্য স্তবন ॥
 তবে হরি সাক্ষাতে দিলেন দরশন ।
 দেবগণে আশ্বাসিলা বানধ বচন ॥
 বৈরভাব নাহি তার ঐব মহামতি ।
 পরম বৈষ্ণব ঐব সাধয়ে ভবতি ॥
 ভয় পরিহর দেব চল নিজ স্থানে ।
 আপনে চলিব আমি ঐব সন্তোষনে ॥
 দেবগণ সন্তোষিয়া পুরুষ পুরাণ ।
 সেইকণে আইলা প্রভু ঐব বিত্তমান ॥
 (সমাধি করিয়া ঐব আচ্ছত্ত ধোয়ানে ।
 দিব্য কৃষ্ণরূপ ঐব দেখে বিত্তমানে ॥)
 দিব্য কৃষ্ণরূপ ঐব দেখিল সম্মুখে ।
 বাহু আভ্যন্তর পাসরিলা শ্রেমমুখে ॥

(১) পাশাস্ত্র,—

“কেহ না দেখিল ঐব গেল তান দেশে ।”

নমো নমো নমো নমো নমো জগন্নাথ ।
 এ বোল বলিয়া এব কৈল দণ্ডপাত ॥
 ভূমিতে পড়িল। এব হঞা অচেতনে ।
 শিখিল হইলা অঙ্গ কিছুই না জানে ॥ (১)
 দেখিয়া কবের ভাব প্রভু দামোদর ।
 শিয় পরাশ্রিতা প্রভু দিয়া নিজ কর ॥
 তবে এব পাইল বল একি চমৎকার ।
 উঠিয়া করয়ে স্তুতি রাজার পুয়ার ॥
 কত কত স্তুতি কৈল কত দণ্ড নতি ।
 কত ভাব উপভিল কতক ভাবতি ॥
 তবে তুষ্ট হয়। বর দিল ভদ্রপান ।
 জগৎবন্দিত তুমি ০০ ০০ ০০ ০০ ॥
 ধবলোক যাহ তুমি সভা উপরে ।
 লক্ষ্মী সহ তথা আনি পি নিঃস্তুরে ॥
 চন্দ্র স্বর্ঘ্য গ্রহ যোগ লক্ষ্য কর ॥
 তারা সব। তোনা বেচি কবিব ভ্রমণ ॥
 মুনিগণ বেচিয়া কবিব ঐতিহাস ।
 গন্ধর্ব্ব কবিব পান গোমা সাধা ॥
 ছি শ সহস্র তুমি বসন্ত প্রবাহ ।
 রাজ্যভোগ করহ মিলন কাশীনাথ ॥
 মহাযজ্ঞ করি তুমি পাইহ পদধরে ।
 তবে তুমি ব লোক পাত ব অন্তকালে ॥
 এতেক খচন বাল প্রভু ভগবান ॥
 কবের সাক্ষাতে কৃত বেলা অন্তর্ধান ॥
 তবে এব উদ্দেশে বাবনা নবধর ।
 নিজ পুরে চলে তবে রাজার পুয়ার ॥
 উত্তরিল। এব যদি রসাম্বদানে ।
 এক জনে জানাইলা রাত বহুমান ॥
 রাজা তাপে দিল হার রাজ্য মাতরণে ।
 হয় বা না হয় রাজ্য চক্ষে মনে মনে ॥
 নারদে কহিল আশা নিচম বচনে ।
 আনন্দে পুরিয়া রাজা চলে সেই ক্ষণে ॥
 কুলের প্রধান যত আছে ব্রাহ্মণ ।
 কুলপুত্রিহিত যত প্রধান ব্রাহ্মণ ।
 পাত্র মিত্র সামন্ত অমাত্য মন্ত্রীগণ ॥
 চলিলা রাজার সঙ্গে সব পুরজন ॥
 মদমত্ত গজরাজ করি আশ্রয়ান ।
 লক্ষ লক্ষ হস্তী ঘোড়া কারিয়া যোগান ॥
 অযুত অযুত রথ শত শত সেনা ।
 নানা বর্ণে পতাকা বিবিধ ছত্রবান ॥

(১) পাস্তুর,—

“তিতিল সকল অঙ্গ নয়নের জলে ।”

বিবিধ বাজনা বাজে রাজার গমনে ।
 চলিলা এবের মাতা হরষিত মনে ॥
 উত্তমের জননী উত্তম পুত্র সঙ্গে ।
 এব আনিবারে দেবী চলিল আনন্দে ॥
 বিবিধ সান্নে সেনা সান্নিয়া সারে ।
 চলিলা নৃপতিসিংহ প্র আশ্রমারে ॥
 কথো দূর গিয়া হৈল পুত্র দদশনে ।
 দণ্ডবত হৈল এব বসন্ত চরণে ॥
 মায়ের চরণে তবে কবিব পদধরে ।
 দণ্ডবত বৈল। সংসারের চরণে ॥
 উত্তমের সঙ্গে তবে কৈল কোলাকোলি ।
 বিনয় বচন তবে সর্বলোকে বাল ॥
 তবে রাণী তুলিয়া পুত্রেরে দিল কোল ।
 তখন ভরিয়া হৈল রসময় কোল ॥
 পুত্র কোলে বসি রাণী আপনা পাসরে ।
 তিতিল সকল অঙ্গ নয়নের জলে ॥
 সংসায়ে কোলে দেয়া কৈল আশীর্বাদ ।
 চিরজীবী বলিয়া মাথায় দিল হাব ॥
 মায়ে আশীর্বাদ দিল কার আলঙ্কর ।
 আশীর্বাদ দিল যত দ্বি ভরণ ॥
 রথে তুলি পুত্র লৈয়া আইলা নিঃস্তুরী ।
 পুষ্প বারষ করে বসন্ত চরণে ॥
 প্রবাল তড়প ফল লা বার্ষিক ।
 পুরে পুরে বেলা যত গুনবার্ষিক ॥
 বসাই পুত্রকে রাণী দিল রাণীরে ।
 বহুবিধ স্তুতি গীত বস্ত্র মনোহরে ॥
 এইরূপে আনন্দে রহিল কথোকাল ।
 তবে বিচা কৈল ব রাজার পুয়ার ॥
 শিশুমার নামে ছিল এক প্রাপাত ।
 তার কন্য বিভা কৈল নমি নামে সতী ॥
 এব রাজ্য কারণে স্থাপন রাজ্যসনে ।
 আপনে চলিয়া রাজ্য গেল তপোবনে ।
 যোগে দেহ ছাড় রাণী গোলা স্বর্গবাসে ।
 স্নেহে বাজ্য করে এব শুক উপদেশে ।
 মৃগয়া করিতে বনে উত্তম চলিলা ।
 তথাই গন্ধর্ব্বগণে বেচি। মাদরো ॥
 পুত্রশোকে তার মাতা গেল অমুসারে ।
 অগ্নি পরবেশ করি তেজে কলেবরে ॥
 শুনিঞা এবের কোপ হৈলা অতিশয় ।
 সাজিয়া সকল সৈন্তে চলে মহাশয় ॥
 গন্ধর্ব্বগণের সহে করিয়া সমর ।
 কোটি কোটি গন্ধর্ব্ব কাটিলা মহাবল ॥

গন্ধর্বের সৃষ্টিনাশ হয় হেনকালে ।
 স্বায়ম্ভুব মনু আইলা ঋগ্বেদ গোচরে ॥
 পরম বৈষ্ণব বৎস তুমি মহাশয় ।
 এত প্রাণী বধ করা উচিত না হয় ॥
 গন্ধর্বের সৃষ্টিনাশ নহেত উচিত ।
 ভকত জনের কর্ম নহে বিপরীত ॥
 এইরূপে নানা স্তুতি কৈলা মহুরাজ ॥
 তবে যুদ্ধ ছাড়ে ঋগ্বেদ মনে পাঞা লাজ ॥
 তবে স্বায়ম্ভুব মনু গেলা স্বর্গবাসে ।
 কুবের আসিয়া তথা মিলিলা হরিবে ॥
 করিয়া কুবের নানা ভবে স্তুতিবাদ ।
 মাথে হস্ত দিয়া তাঁরে দিলা আশীর্বাদ ॥
 রহিল গন্ধর্ব সৃষ্টি কুপায় তোমার ।
 দেবগণ তুষ্ট হৈলা গন্ধর্ব নিস্তার ॥
 পরম বৈষ্ণব তুমি চিন্তে কৃষ্ণ ধর ।
 নিজ পর বৃদ্ধি তুমি কত নাহি কর ॥
 ভকতবৎসল হরি ভক্তিজন্মে ভজ ।
 নিজ পুরে চল বৎস বৈরভাব তেজ ॥
 এতক বচন বলি কুবের চলিল ।
 নিজ পুরে আসি তবে ঋগ্বেদ উস্তরিল ॥
 জনমিল পুত্র পৌত্র মহা বলবান ।
 পৃথিবী শাসিয়া কৈল মহা বস্ত্র দান ॥
 দুইজন খণ্ডিল দণ্ডিল দুরাচার ।
 শিষ্ট পরিপালন করিল সর্বকাল ॥
 হরি-পূজা হরি-সেবা হরি-সংকীৰ্ত্তন ।
 যুক্ল-পবিত্র-কথা সতত শ্রবণ ॥
 সাধুপূজা সাধুসেবা সাধুজন-সঙ্গ ।
 ভবু তার না হৈলা প্রচণ্ড দণ্ডভজ ॥
 চরাচর শরীরে দেখিলা কৃষ্ণরূপ ।
 কৃষ্ণ বিনে আন কিছু না হয় স্বরূপ ॥
 যদি চিত্ত স্থির হৈল কৃষ্ণের চরণে ।
 বাহ্য অভ্যন্তর ঋগ্বেদ কিছুই না জানে ॥
 তবে ঋগ্বেদ পরিহারি নিজ অধিকার ।
 প্রধান পুত্রেরে তবে দিলা রাজ্যভার ॥
 ছত্রিশ সহস্র ধরি বৎসর অবধি ।
 রাজ্যভোগ কৈলা ঋগ্বেদ সর্ব গুণনিধি ॥
 সে হেন সম্পদ তেজি গেলা মূনিবনে ।
 বিশালা নদীর তীর নীর শ্লশোভনে ॥
 পুণ্যজলে মজিয়া পুজিল নারায়ণ ।
 হেমকালে দিব্য রথ দিল দরশন ॥

দুই পারিষদ চারি ভূজ-বিরাজিত ।
 নীতবস্ত্র কৃষ্ণবেশ ভূষণে ভূষিত ॥
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চারি মহাভূজে ।
 রাজীবলোচন দিব্য বনমালা শাজে ॥
 কহিলা ঋগ্বেদে তবে তাঁরা দুই জন ।
 দিব্য রথ তোমারে পাঠাইলা নারায়ণ ॥
 এই রথে চড়ি তুমি ঋগ্বেদলোকে চল ।
 আত্মা দিলা অগম্য বিনশ না কর ॥
 তবে ঋগ্বেদ তাঁ-সভারে কৈলা দণ্ডনতি ॥
 গন্ধ পুষ্প দিয়া পূজা কৈলা মহামতি ॥
 পুজিল বিমানবর বিবিধ বিধানে ।
 প্রণাম করিলা দেব ষিদ্ধ গুরুগণে ॥
 উঠিলা বিমানে ঋগ্বেদ হস্তে নমস্কার ।
 সূর্য্যকোটি সম তেজ ধরেন তৎকাল ॥
 আকাশে রহিয়া ঋগ্বেদ বলে কোন বাণী ।
 পরম ভূখিতা মোর রহিলা জননী ॥
 কোন মতে হয় যদি মাগের উদ্ধার ।
 কহ পারিষদবর তার পরকার ॥
 বুঝিয়া ঋগ্বেদ মন দুই পারিষদে ।
 দেখাইল জননী তাঁর যার দিব্য রথে ॥
 তবে ঋগ্বেদ চলি যার হরষিত মনে ।
 হৃদ্যুতি বাজন বাজে পুষ্প বরিষণে ।
 ধন্য ঋগ্বেদ ধন্য ঋগ্বেদ করয়ে রাখান ।
 সুরপুর লঙ্ঘিয়া চলিলা নিজ স্থান ॥
 নাশিয়া বসিল ঋগ্বেদ পরম আসনে ।
 বায়ুবেগে রথরাজ উড়ায় তখনে ॥
 ঋগ্বেদ প্রদক্ষিণ করি শশী দিনকর ।
 বেচিয়া ভ্রময়ে যত জ্যোতিষ গণ্ডল ॥
 সপ্ত ঋষি স্তুতি করে নাচে বিভাধর ।
 সুরবধুগণ নাচে অতি মনোহর ॥
 পরম বৈষ্ণব ঋগ্বেদ বিষ্ণুপদে বাস ।
 ঋগ্বেদ চরিত্র কিছু কৈল পরকাশ ॥
 ধন্য পুণ্য শৌকহর দরিদ্র মামন ।
 পবিত্র-চরিত্র-কথা দ্রুতিত খণ্ডন ॥
 পুণ্য তিথি পুণ্য কালে যে করে শ্রবণে ।
 অশ্বমেধ শত-ফল হয়ে দিনে দিনে ॥
 কৃষ্ণের চরণে ভক্তি হয় পাপক্ষয় ।
 বিষ্ণুপদে বাস তার খণ্ডে ভবভয় ॥
 ভাগবত-আচাৰ্যের মধুরস-বাণী ।
 ঋগ্বেদ মহিমা শুন পুণ্যফল জানি ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থস্কন্ধে ঋগ্বেদচরিত্র কথনে ত্রিভীমোহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় ।

কহিলা মৈত্রেয় মুনি ধ্রুব উপাখ্যান ।
 বিদুর সন্তোষ পাইলা ভকত-প্রধান ॥
 তবে আর জিজ্ঞাসিলা মৈত্রেয়-চরণে ।
 কার পুত্র দশজন প্রচেষ্টা নায়ে ॥
 কহ মুনি তার অম্ব কৰ্ম গুণ নাম ।
 মোর নিবেদনে গুরু কর অবধান ॥
 শুনিঞা মৈত্রেয় মুনি দিলেন উত্তর ।
 ধ্রুবের কুমার রাজা আছিল উৎকল ॥
 রাজা হয়্যা রাজ্যে তার নৈল অভিলাষ ।
 জগৎ দেখিল যেন তড়িৎ-প্রকাশ ॥
 নিরবধি সমাধি নাহিক ধ্যানভঙ্গ ।
 কার সহে নাহি প্রেম কার সহে সঙ্গ ॥
 যেন জড় উনমত-বধির-আকার ।
 তবে তায় মন্ত্রিগণে করিল বিচার ॥
 বৎসর কনিষ্ঠ তার করিয়া বৃপতি ।
 তবে রাজ্য পালিল শাসিল বসুমতী ॥
 পুষ্পার্ণ কুমার তার পাইল রাজ্যভার ।
 ব্যাট নায়ে রাজা হৈল তাহার কুমার ॥
 ব্যাটের স্তনয় রাজা হৈল চক্ষু নায়ে ।
 চক্ষুর কুমার হৈল উল্লুক প্রধান ॥
 উল্লুকের পুত্র অঙ্গ নামে নরপতি ।
 তার পুত্র হৈল বেণ কেবল কুমতি ॥
 দুয়স্তু দুঃশীল বেণ হৈল দুরাচার ।
 অঙ্গ রাজা না পারিল করিতে নিবারণ ॥
 মনে দুঃখ পেয়ে রাজা গেল তপোবনে ।
 দুষ্ট বেণ বলিল বাপের রাজ্যগনে ॥
 রাজা হয়্যা দুষ্ট বেণ করিল ঘোষণা ।
 মোর রাজ্যে ধর্ম জানি করে কোন জনা ॥
 না করিহ যজ্ঞ দান ব্রত গুণ্য কৰ্ম ।
 কেহ জানি কোন দেব করে আরাধন ॥
 এই আজ্ঞা দিল বেণ নিজ অধিকারে ।
 রাজ্যের আজ্ঞাতে লোক সেই কৰ্ম করে ॥
 এতেক দুর্নাত শুনি যত মুনিগণ ।
 আসিয়া বেণেরে তবে কৈল নিবারণ ॥
 সামদানে স্তুতি করি বুঝাইল প্রকারে ।
 ভবত কুমতি নাহি ছাড়িল দুরাচারে ॥
 ভৎসিয়া বলিল বেণ আরে মুনিগণ ।
 এবে সে জানিলু তোরা কুমতি ভাজন ॥
 কুপঞ্জিত তোরা সব হেন মনে বাসি ।
 বিছা ভগ্ন কর তোরা কপট ভগ্নস্বামী ॥

কারে বোল বিষ্ণু তোরা সৃষ্টি-স্থিতিকারী ।
 কারে বোল পুরাণ পুরুষ ব্রহ্ম করি ॥
 সর্বদেবমণ্ডল রূপ ইহা নাহি জান ।
 সাক্ষাতে থাকিতে রাজা আন দেব মান ॥
 নিজ পতি ছাড়ি যেন নারী ভঞ্জে জায় ।
 সেইরূপ তুমিসব কর ব্যবহার ॥
 ভজ পূজ আমারে করহ আরাধন ।
 আমি তুষ্ট হৈলে তুষ্ট হয় দেবগণ ॥
 রাজ্যের বচন শুনি যত মুনিগণে ।
 ক্রোধেতে জ্বলিল যেন দীপ্ত হৃতাশনে ॥
 শাপিয়া ষারিয়া তারা গেল তপোবনে ।
 শুনিয়া বেণের মাতা যুক্তি কৈল মনে ॥
 তেলদ্রোণে ফেলিয়া রাখিল কলেবর ।
 চোর দস্যুভয়ে রাজ্য হৈল ভয়ঙ্কর ॥
 অরাজক রাজ্য নাশ কৈল দস্যুগণ ।
 লুটিয়া পুড়িয়া ছন্ন কল দুষ্টজন ॥
 আনে আন কাটিল হরিল আনে ধন ।
 আনে আন খণ্ডিল দণ্ডিল আন জন ॥
 এইরূপে ধরণীমণ্ডল ছন্ন হৈল ।
 মহারণ্যে সকল পৃথিবী বিয়ালিল ॥
 প্রমাদ দেখিয়া সব মুনিগণে আসি ।
 বেণের মাতাকে তবে সত্বেই জিজ্ঞাসি ॥
 কোন মতে হয় মাতা সন্ততি রক্ষণ ।
 কহ দেখি কে করিবে পৃথিবী পালন ॥
 শুনিঞা বেণের মাতা দিলেন উত্তর ।
 তৈলদ্রোণে রাখিয়াছি পুত্রকলেবর ॥
 আনিঞা দিলেন বেণ মুমি-বিজ্ঞমানে ।
 বাম উরু মণিল সকল মুনিগণে ॥
 ধূম্রবর্ণ পিঙ্গললোচন একজন ।
 জনমিল মহাকায় বোর দরশন ॥
 রহিতে মাগিল স্থান মুনিগণ স্থানে ।
 বলিল সকল মুনি নিবীদ (১) বচনে ॥
 ভে-কারণে হৈল সে যে নিষাদ চণ্ডাল । (২)
 বেণ-পাপে তার অংশ হৈল দুরাচার ॥
 মণিল বেণের দুই ভুজ আরবার ।
 প্রকৃতি পুরুষ দুই হৈল অবতার ॥

(১) নিবীদ,—নিস্কল ভাবে অবস্থান
 কর ; বৈস ।

(২) ইহার পর বর্তমান—ভৈটোর পুঁথিতে
 অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে ।

অবতার কৈল দেখি লক্ষ্মী নারায়ণে ।
 পরম সন্তোষ পাইলা সব ঋষিগণে ॥
 এই সে সাক্ষাৎ বিষ্ণু পুরুষ পুরাণ ।
 এই লক্ষ্মী দেবী জানি ধরে অচ্চি নাম ॥
 পৃথু নাম ধরিব এই সে নরপতি ।
 রিপুদল জিনিব শাসিব বসুমতী ॥
 লক্ষ্মীনারায়ণ অবতার হেন মানি ।
 বিবুধ-সদনে হৈল জয় জয় ধ্বনি ॥
 গন্ধর্ব্ব কিম্বয়ে গায় পুষ্প বরিষণ ।
 দেববাদ্য বাজে নাচে প্রবধুগণ ॥
 ঐশ্বা আদি দে-শ্যেণ আইলা তৎকাল ।
 দেখিল সাক্ষাতে নারায়ণ অবতার ॥
 অভিষেক কৈল সরদেবগণ মৌলি ।
 গন্ধর্ব্ব কিম্বর সু বধু বিদ্যাধরী ॥
 নদ নদী স্থাবর সাগর বন গিরি ।
 অভিষেক কৈল তারা নিজ মতি ধরি ॥
 কনক-আগন তাঁরে দিলা ধনপতি ।
 বক্র-বিমল ছত্র দিল মহামাত ॥
 ধর্ম্ম দিয়া মালা দিল পবন চামর ।
 যমে দণ্ড দিল ইন্দ্রে কীরট উজ্জল ॥
 ব্রহ্মায় কবচ দিল সরস্বতী হার ।
 নারায়ণ চক্র দিল বিপক্ষ বিদার ॥
 দশ-চক্র খড়া দিলা হয় মহেশ্বর ।
 দুর্গাদেবী দিল শতচক্র চর্ম্মবর ॥
 চন্দ্র দিবা ঘোড়া দিল বায়বেগগতি ।
 দিব্য রথ দিল বিশ্বকর্ম্ম প্রজাপতি ॥
 সূর্য্য তীক্ষ্ণ বাণ দিল চাপ হত্যাশন ।
 পৃথিবী পাছুকায়া দিল মহাধন ॥
 ঋষিগণ মিলায়া দিলেন আশীর্ব্বাদ ।
 শঙ্খবর কৈল তারে সাগর প্রসাদ ॥
 সূত মাগধ আইলা স্তুতি করিবারে ।
 তবে তারে জিজ্ঞাসিলা পৃথু ক্ষিতীন্দ্রে ॥
 কাহাকে স্তুতিবে কেবা স্তব অধিকারী ।
 জনমিঞা আমি কোন কর্ম্ম নাহি করি ॥
 কি বোল বলিয়া শ্রব করিবে আমার ।
 মাতৃস্ব জাতিতে কিবা স্তবে অধিকার ॥
 এক প্রভু থাকিতে সাক্ষাৎ ভগবান্ ।
 আপনর স্তুতি করে মুখ অগেয়ান ॥
 তুমি সব স্তুতি বর হর্ষিগুণ গাথা ।
 স্তবে যেন তরে নোক শুনি কৃষ্ণকথা ॥
 সূত মাগধ শুনি পৃথুর বচন ।
 নিশবদ হয়্যা তারা রহিলা দুজন ॥

তবে আজ্ঞা দিলা তারে যত মুনিগণে ।
 পৃথু রাজা যত কর্ম্ম করিব আপনে ॥
 সেই যশ গাহ তোরা পৃথুর চরিত ।
 শুনিলে হরিব সর্ব্বলোকোন্মত্ত ॥
 যে যে কর্ম্ম করিব জানিল সেইক্ষণে ।
 পৃথুর নির্ম্মল যশ গায় দুইজনে ॥
 পৃথু রাজা জিনিব সকল বসুমতী ।
 শিষ্টজন পালিব ঋণিব দুষ্টমতি ॥
 কেবল নৃপতিরাহু ধর্ম্ম অবতার ।
 পৃথুদেহে বসিব সকল লোকপাল ॥
 হরিব পৃথুর ধন দিব শুভকালে ।
 মহাযজ্ঞ করিব ভজিব সুরেশ্বরে ॥
 চন্দ্র সমতুল সর্ব্বজীবে দয়াপর ।
 প্রচণ্ড প্রভাপ হৈব যেন দিনকর ॥
 ক্ষিতি সম সর্ব্বলোকে দিব বৃত্তি দান ।
 তপিত করিব লোক ইন্দ্রের সমান ॥
 পৃথিবী দুহিব বনস করি হিমালয় ।
 স্থাপিব জগতে যশ পৃথু মহাশয় ॥
 ধনু-হল দিয়া স্তসারিব ক্ষিতিতল ।
 সর্ব্বলোক ত্রিবি ভূমিব মহেশ্বর ॥
 সাগর পর্য্যন্ত হৈব দণ্ড অধিকার ॥
 যে যে কর্ম্ম করিব থাকিব চমৎকার ॥
 সর্ব্বধন ব্রাহ্মণে করিব সমর্পণ ॥
 দাস হন্যা পূজিব ভকত মহাজন ॥
 এইরূপ করিব কতক মহা কর্ম্ম ।
 পৃথু হৈতে জগতে রহিব রাজধর্ম্ম ॥
 এইরূপে স্তুতি করে সে সূত মাগধ ।
 না পাই মহিমা অস্ত্র হৈলা নিশবদ ॥
 তা-সভা পুঞ্জিলা রাজা দিয়া নানা ধন ।
 একে একে পুঞ্জিল সকল মহাজন ॥
 বসন ভূষণ অস্ত্র মহাধন দিয়া ।
 সভারে পাঠায়া রাজা বিনয় করিয়া ।
 দেবগণে মুনিগণে পুঞ্জিল বিধানে ।
 চলিল সকল লোক হরাষত মনে ॥
 মুনিগণ চলিল করিয়া আশীর্ব্বাদ ।
 চলিলা বিবুধগণ করিয়া প্রসাদ ॥
 তবে রাজা বসিল পরম রাজাসনে ।
 শিষ্ট জন স্থাপিল ঋণিব দুষ্টজনে ॥
 যত মত মহিমা কহিল যশো ভায় ।
 সেই সেই কর্ম্ম করি থুইল চমৎকার ॥
 তবে রাজা পরীক্ষিৎ শুককে পুছিল ।
 কি কারণে পৃথু রাজা পৃথিবী ছহিল ॥

কিবা ধর্ম সংস্থাপন করিল সংসারে ।
 বিস্তার করিয়া গুরু কহিবে আমারে ॥
 জগতে দুর্লভ ভাগবত সেই জন ।
 তারে বিশ্ব বাধিতে না পারে কদাচন ॥
 আপনে কহিলে পূর্বে ব্যাস-মুখরিত ।
 ভাগবত জন হয় সংসারে পুজিত ॥
 একান্ত ভক্তি যায় দেব জনাঙ্গনে ।
 তারে বিশ্ব বন্ধিতে না পারে কদাচনে ॥
 নচাশি বাধিতে পারে দুষ্ট চৌর ভয় ।
 ভূত বেভাল আদি যত পেতচয় ॥
 সর্প ব্যাজ নক্রে আদি দুষ্ট দস্যুগণ ।
 ভাগবত জনেয়ে না বাধে কদাচন ॥
 জগতে পুজিত রাজা মহা ভাগবত ।
 কেন তারে বিশ্ব কৈল অদ্বিতীয় স্মৃত ॥
 ভাগবত জনে ঘেব করয়ে যে জন ।
 ব্যর্থ তার দেহ গেহ বিফল জনম ॥
 সলিল বিহনে যেন সরিতা যেমন ।
 পদ্মহীন সর হেন নহে সুশোভন ॥
 ফলহীন তরুণর বিফল যেমন ।
 ভাগবতদেবী ভক্তিবিহীন তেমন ॥
 কি বুঝিয়া ইন্দ্রে ঘেব কৈলা নরবরে ।
 বিস্তার করিয়া গুরু কহিবে আমারে ॥
 রাজার বচন শুনি শুক যোগেশ্বর ।
 সাধু সাধু বলি প্রশংসিলা বহুতর ॥
 সমাহিত হৈয়া রাজা গুন সাবধানে ।
 বাহা জিজ্ঞাসিলে কিছু করিমু বাধানে ॥
 মহা ভাগবত রাজা পৃথু নরপতি ।
 তাহার মহিমা কহে কাহার শক্তি ॥
 কহিব তোমায়ে কিছু অলপ বিস্তর ।
 একচিত্র হৈয়া তুমি শুন নরবর ॥
 মহাভাগবত রাজা পৃথু নরেশ্বর ।
 প্রভাপে মার্কণ্ডেয় শ্রীভলভায় শশধর ॥
 একছন্দে নরপতি ভারতমণ্ডলে ।
 বিপুল অতুল ধর্ম স্থাপিল সংসারে ॥
 ইন্দ্রের অমরাবতী সমান বৈভব ।
 নৃপতির গুণে সুখী সকল মানব ॥
 পুণ্যকর্ম ফলভোগ করিল বর্জ্বন ।
 সকল সংসার হৈল হরিপরায়ণ ॥
 ইন্দ্রে আদি উপাসনা সকলে ভেজিল ।
 বিমুক্তি উপাসনা সকল ব্যাপিল ॥
 উদ্দেশে ভঙয়ে সতে প্রভুর চরণ ।
 দণ্ড পরণাম ভ্রতি শ্রবণ কীর্তন ॥

ইন্দ্রের ইন্দ্রভোগ ভোগ সমতুল ।
 নিষ্কটকে পৃথু রাজা ভুজয়ে বিপুল ॥
 রাজার ঐশ্বর্যে ভয় পাইল পুন্দর ।
 যোর ইন্দ্রপদ নিব এই নরবর ॥
 এত বিমরিশ ইন্দ্রে করিয়া হৃদয় ।
 পৃথিবীর স্থানে গিয়া করিল বিনয় ॥
 আমার বচন তুমি দৃঢ়চিত্তে ধর ।
 সংসারের যত শস্ত্র সম্বরেতে হয় ॥
 এত শুনি সব শস্ত্র পৃথিবী হরিল ।
 সংসারের যত জীব মহাকষ্টী হৈল ॥
 অনাবৃষ্টি কৈল ইন্দ্রে দ্বাদশ বৎসর ।
 অসংখ্য অপার জীব মরিল বিস্তর ॥
 দেখি পৃথু রাজা হৈলা চিন্তিত অন্তর ।
 পুরোহিত লঞা যুক্তি কৈল নরবর ॥
 পুরোহিত বলে রাজা কর অবধানে ।
 ইন্দ্রে দেবরাজ হয়্যা তব্ব নাঞি জানে ॥
 জীবহিংসা মহাপাপ বেদেতে বাধানে ।
 তথাপি করিল ইন্দ্রে হৈলা হীন জানে ॥
 জীবহিংসা সাধুজনে না করে প্রশংসা ।
 তবে ঘেব ইন্দ্রচিত্তে করিল দুরাশা ॥
 এতেক শুনিঞা রাজা বন্দি পুরোহিতে ।
 ইন্দ্রেয়ে মারিব আজি হেন কৈল চিত্তে ॥
 নানা অস্ত্রশস্ত্র দিয়া করিল কাছনি ।
 একরথে সুরপুরে গেলা নৃপমণি ॥
 জানি ইন্দ্রে পৃথু রাজা বিহু অবতার ।
 সজোপনে রহে সতে ভেজি স্বর্গদ্বার ॥
 একে একে স্বর্গ পৃথু সব বিচারিল ।
 কোথায় ইন্দ্রের দরশন না পাইল ॥
 স্বর্গে হৈতে পৃথিবীতে করিল গমন ।
 পথে নারদের সঙ্গে হৈল দরশন ॥
 নারদ বলেন রাজা কোন্ কর্ম কর ।
 আগে তুমি পৃথিবীর সম্বরেতে মার ॥
 তবে সে ইন্দ্রের বধ হইবে নিশ্চয় ।
 এত বলি চলিলা নারদ মহাশয় ॥
 শুনিয়া নৃপতি বাণ ঘুড়িয়া সন্ধানে ।
 সকল পৃথিবী বলে করিয়া ভ্রমণে ॥
 দেশ গিরি আদি করি করিলা ভ্রমণ ।
 কোথায় পৃথিবী সঙ্গে নৈল দরশন ॥
 ভ্রমিয়া অনেক ভ্রম হৈলা কলেবরে ।
 দুই চক্ষু রক্তবর্ণ ক্রোধিত অন্তরে ॥
 শবভেদী বাণ ক্রোধে সন্ধান করি
 ভয় পায়্যা পৃথু আসি দরশন দি

গাভীরূপ ধরি তবে বলয়ে ধরণী ।
 প্রণতকঙ্কর হই নানা স্তুতিবাণী ॥
 জয় জয় অংশ অবতার নৃপমণি ।
 জয় মীনকলেবর দেব চক্রপাণি ॥
 জয় ধ্বজরিকূপ নমো নারায়ণ ।
 নমো যজ্ঞকায় হিরণ্যাক্ষবিদারণ ॥
 নমো কুর্ম অবতার মন্মথধারণ ।
 নমস্তে মোহিনীরূপ অম্বরমোহন ॥
 নমো ভৃগুপতি রাম ক্ষত্রিকুলাস্তক ।
 নমো রাম অবতার রাবণনাশক ॥
 নমো নরসিংহরূপ দৈত্যবিনাশন ।
 নমো দিব্য অবতার নমস্তে বামন ॥
 নমো রামকৃষ্ণ বসুদেবের নন্দন ।
 পূর্ণব্রহ্ম অবতার ব্রহ্মসনাতন ॥
 ভবিষ্যৎ অবতার নমো বুদ্ধকায় ।
 নমো কঙ্কি-অবতার স্লেচ্ছবিনাশায় ॥
 কত কত অবতার করহ আপনে ।
 তব লীলা বুঝে হেন কে আছে ভুবনে ॥
 ব্রহ্মা হৈয়া না পারিল অস্ত্র জানিবারে ।
 নায়দাদি মুনিগণ মহামুনিবরে ॥
 হেন প্রভু আপনে ঈশ্বর নৃপমণি ।
 কি কারণে সংহারিতে চাহত ধরণী ॥
 ভূতহিংসা মহাপাপ পুরাণে বাঞ্ছনে ।
 অহিংসক হিংসিবারে চাহ কি কারণে ॥
 এত স্তনি পৃথুরাজ্য বিষয় বদন ।
 সাম্যচিন্তে ধরণীয়ে বলিলা বচন ॥
 যতেক কহিলে সতি অসত্য না হয় ।
 পূর্বাপব আছে হেন বেদশাস্ত্রে কয় ॥
 প্রজা স্মৃতি না হইলে রাজ্য স্মৃতি নয় ।
 পৃথিবী হরিল শস্ত্র প্রজার সংশয় ॥
 প্রজা পালনেতে ধাতা রূপে নিয়োজিল ।
 কপট করিয়া ইন্দ্র বৃষ্টি না করিল ॥
 এই হেতু মহাক্রোধ হইল আমার ।
 ইন্দ্রে মারিব হেন যুক্তি কৈল সার ॥
 স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিলোক জিতুবন ।
 কোথাহ ইন্দ্রের না পাইল দমনন ॥
 সংশয়িত এই হেতু আজিত ধরণী ।
 নি পরিচয় মোরে কহত আপনি ॥
 এত স্তনি গাবীরূপ বলয়ে ধরণী ।
 আমিত পৃথিবী রাণী সংসারধারিণী ॥
 সংহারিতে রাজ্য মোরে চাহ অকারণে ।
 তত্ত্ব উপদেশ কহি স্তন শাবধানে ॥

ইন্দ্রের আজ্ঞায় শস্ত্র আমিত হরিল ।
 সদয় হইয়া রাজ্য তোমায়ে বলিল ॥
 যতেক পূর্বত আছে সংসার ভিতরে ।
 ক্রমে ক্রমে বৎস করি দেহত আমারে ॥
 নানাবিধ শস্ত্র যত হয় উপজাত ।
 ইন্দ্র বৃষ্টি করিব স্তনহ নরনাথ ॥
 পৃথিবীর আজ্ঞা শুনি রাজ্য আনন্ডিত ।
 মৌন হৈয়া কণেক ভাবিল নিজ চিত্ত ॥
 ধনু-শর হাত হৈতে এড়িল রাজন ।
 অস্ত্রবলে আনিল যতেক গিরিগণ ॥
 রাজ্যের প্রতাপে যত আছিল শিখর ।
 বৎসরূপ ধরি আইল নৃপতি গোচর ॥
 তবে আনন্ডিতচিত্ত হইয়া রাজন ।
 আরম্ভ করিল পৃথ্বী করিতে দোহন ॥
 হিমালয় বৎস করি প্রথমে দুহিল ।
 ধাতু যব আদি শস্ত্র উপজাত হৈল ॥
 তদন্তরে ত্রিকূট নামেতে গিরিবর ।
 তারে বৎস করি রাজ্য দুহিলা সম্বর ॥
 সরিষা মস্তুরি বৃট্ট আদি শস্ত্রগণ ।
 উপজাত হৈল দেখি হরিশ রাজন ॥
 শতশৃঙ্গ গিরি বৎস করি তদন্তরে ।
 পুনরপি পৃথিবীয়ে দোহে নৃপবরে ॥
 গম তিল ইক্ষু আদি হৈল উৎপত্তি ।
 দেখি আনন্ডিত চিত্ত হৈল নরপতি ॥
 স্নেহে করিয়া বৎস তদন্তরে রাজন ।
 পুনরপি পৃথিবীয়ে করিল দোহন ॥
 নানাবিধ রত্ন যত হৈল উপজাত ।
 দেখি হরিশ চিত্ত হৈল নরনাথ ॥
 গন্ধমাদন বৎস করি পুনর্বার ।
 পৃথিবীয়ে নৃপতি দুহিলা আরবার ॥
 অসংখ্য গন্ধর্ব্ব অস্ত্র হৈল উৎপত্তি ।
 লোক দিয়া দেশে পাঠাইলা নরপতি ॥
 এইরূপে ক্রমে ক্রমে যত গিরিগণ ।
 একে একে বৎস করি করিলা দোহন ॥
 নানাবিধ শস্ত্র যত হৈল উপজাত ।
 হরিষে পূর্ণিত হৈলা পৃথু নরনাথ ॥
 পূর্বে বেগ রাজ্য যত অপকর্ম্ম কৈল ।
 সেই দোষে দেবরাজ বৃষ্টি না করিল ॥
 বীজহীন হইয়া আছিল শস্ত্রগণ ।
 হৈবে পৃথু মহারাজ্য কৈল উদ্ধারণ ॥
 পৃথুর মহিমা যশ জগত পূরিল ।
 স্থানে স্থানে পৃথ্বী যত উচ্চ নীচ ছিল ॥

এক রথে সংসার ভ্রমিঞা নয়বর ।
 ধন আগে দিয়া সব কৈল সমসর ॥
 ধর্ম অবতার হইয়া দেব ভগবান্ ।
 ইন্দিয়া সকল শস্ত হইয়া কৃষাণ ॥
 পৃথিবী পুরিল শস্ত লোকে আনন্দিত ।
 অল্পক্ষণ গায়ে সতে পৃথুর চরিত ॥
 বিষ্ণু অবতার রাজা মহা মতিমান্ ।
 ইন্দ্র আদি দেব করে বাহার বাখান ॥
 লঙ্কা পায়্যা শেষে ইন্দ্র জল বৃষ্টি কৈল ।
 রাজার বিক্রমে দেবগণ ভয় পাইল ॥
 চক্রেয় সনান রাজা প্রজার পালনে ।
 রাজার পালনে প্রজা দুঃখ নাঞি জানে ॥

যজ্ঞ মহোৎসব রাজা কৈল অদ্ভুত ॥
 দেবতুল্য কৈল রাজা ব্রাহ্মণ পূজন ॥
 ব্রাহ্মণের সেবা বিনে অল্প নাহি জানে ।
 অল্পক্ষণ করে রাজা ব্রাহ্মণ ভরণে ॥
 যাহা িজ্ঞাসিলে তুমি রাজা পরীক্ষিত ।
 সংক্ষেপে কহিল কিছু তোমার বিদিত ॥
 বিজ্ঞারিয়া কহি যদি শতেক বৎসরে ।
 পৃথুর মহিমা গুণ নারি কহিবারে ॥
 অতঃপর যে কহিয়ে শুন একমনে ।
 পৃথুর মহিমা যশ অতুল ভুবনে ॥
 ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর ভান ।
 শ্রীভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে

তৃতীয়োধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

রাজসিংহ বলিয়া বিচিত্র রাজ্যসনে ।
 পৃথিবীর রাজ্য পায়ে করয়ে পূজনে ॥
 রাজার মহিমা যশ অতুল ভুবনে ।
 যত যত কর্ম কৈল না হয় বর্ণনে ॥
 শত যজ্ঞ করিয়া ভজিয়া গদাধর ।
 ব্রহ্মা বিষ্ণু আইলা যাথে হর মহেশ্বর ॥
 দেব সব আসিয়া সাক্ষাতে লৈল ভাগ ।
 যজ্ঞ মহোৎসব দেখি লোকে অহুরাগ ॥
 এইরূপে শত যজ্ঞ কৈলা নৃপবর ।
 অবশেষ যজ্ঞ-অশ্ব নিল পুরন্দর ॥
 ভষ্ম বিভূষিত অঙ্গ রক্ত বস্ত্র ধরি ।
 তপস্বীর বেশে ইন্দ্র নিল অশ্ব হরি ॥
 অত্রিযুনি চিনাইল পৃথুর কুমারে ।
 তপস্বীর বেশে অশ্ব হরে পুরন্দরে ॥
 রাজার কুমার তবে জিনি দেবরাজ ।
 আনিল বাপের অশ্ব ইন্দ্র পাইল লাজ ॥
 পুনরপি হইয়া ইন্দ্র কপট তপস্বী ।
 হরিতে রাজার অশ্ব দেখে অত্রি ঋষি ।
 রাজার কুমার তুমি বধি শচীপতি ।
 কোড়া আমি যজ্ঞ রক্ষা কর মহামতি ॥

রাজার কুমার তবে বুড়ে ধনুর্কাণ ।
 মুনিগণে রক্ষা কৈলা ইন্দ্রের পরাণ ॥
 জিনিঞা আনিল অশ্ব নিজ ভূজবলে ।
 বিজিতাশ্ব নাম তার থুইলা সকলে ॥
 কপট তপস্বী বেশ হৈলা শচীপতি ।
 সে বেশ ধরিল যত পাশও কুমতি ॥
 শত যজ্ঞ পৃথুরাজা কৈল সমাধানে ।
 শতক্রতু নাম তার হৈল তে-কারণে ॥
 বসন ভূষণ অন্ন দিয়া বহু ধন ।
 দেবগণ মুনিগণ পূজিল ব্রাহ্মণ ॥
 চণ্ডাল পর্য্যন্ত পুড়া কৈল সর্ব্বজনে ।
 চলিয়া সকল জন হরষিত মনে ॥
 মুনিগণ চলিল করিয়া অনীকাদ ।
 চলিয়া দেবভাগণ করিয়া প্রসাদ ॥
 বহুবিধ বর দিয়া চলিলা শ্রীহরি ।
 রাজসিংহে রহিল গোবিন্দে চিত্ত ধরি ॥
 উদ্দেশ্যে করিয়া রাজা কৃষ্ণে নমস্কার ।
 ধর্ম্মে চিত্ত দিয়া কৈল রাজ্য অধিকার ॥
 মহাবোলে বহু জন্ম কৈল কর্মনাশ ।
 দেহ গেহ সম্পদে মহিল বিশোদ্ভাস ॥

হরিভক্তি বিনে লোকে নালওয়ার আন ।
 সর্বলোকে করাইল কৃষ্ণগুণ গান ॥
 ব্রাহ্মণ-চরণ-পূজা বৈষ্ণব-সেবন ।
 শরীর পর্যন্ত কৈল দ্বিজে সমর্পণ ॥
 এইরূপে পৃথিবী পালেন পৃথ্বীপাল ।
 একদিন আন্যা চারি ব্রহ্মার কুমার ॥
 সনক সনন্দ আর সনৎকুমার ।
 সনাতন নামে চারি মূনি অবতার ॥
 তা-সভা দেখিয়া চারি মহাযোগেশ্বর ।
 সভাসদে পৃথুরাজ্য উঠিল সত্ত্বর ॥
 ভূমিতে পাড়িয়া কৈল দণ্ডপরগামে ।
 বসাইল আসনে পুজি আতিথ্য বিধানে ॥
 কর যোড়ি বলে রাজ্য বিনয় বচন ।
 শুন চারি যোগেশ্বর ব্রহ্মার নন্দন ॥
 তোমার চরণে মোর এই নিবেদন ।
 শরীর পর্যন্ত মোর দ্বিজে সমর্পণ ॥
 কি দিয়া পুজিমু মুঞি চরণ তোমার ।
 দ্বিজশেষ বিনে কিছু নাহি বলিবার ॥
 সতে প্রণিপাত আছে পুজিতে সত্তার ।
 জানিঞা কমিহ দোষ ব্রহ্মার কুমার ॥
 রাজ্য বচন শুনি চারি যোগেশ্বর ।
 তুষ্ট হয়্যা প্রশংসিল রাজ্যারে বিস্তর ॥
 তব উপদেশ কৈল সনৎকুমার ।
 অন্তরীক্ষে চলে চারি মূনি অবতার ॥

তব উপদেশ পায়্যা পৃথু নরপতি ।
 ভজিল মুকুন্দপদ একান্ত ভকতি ॥
 হরিভক্তি বিনে চিন্তে না চিন্তিল আন ।
 সপ্তবীপ অধিকারে নৈল অবধান ॥ (১)
 তবু তার কোথাহ নহিল দণ্ডতজ ।
 সূত দার শরীরে না হৈল তার সজ ॥
 এইরূপে রাজ্যভোগ কৈল কথোকাল ।
 বুদ্ধভাব শরীরে দেখিল আপনার ॥
 পুত্রে রাজ্য দিয়া রাজ্য গেলা তপোবনে ।
 যোগবলে তেজে রাজ্য শরীর-বন্ধনে ॥
 অচ্চি মহাদেবী প্রবেশিল হৃতাশনে ।
 পতি সহ পতিলোকে গেলা সেইক্ষণে ॥
 ধন্য ধন্য সুরলোকে উঠিল বাখান ।
 বৈষ্ণব চলিল রাজ্য ভকত-প্রধান ॥
 ধন্য পুণ্য শোকহর দুঃখবিনাশন ।
 সকল সম্পদ হয় ছুরিত খণ্ডন ॥
 পৃথুর চরিত্র ভাই শুন সাবধানে ।
 শুনিলে সম্পদ বাঢ়ে পাপবিমোচনে ॥
 ভাগবত-আচার্যের প্রেমভরদ্বিতী ।
 শুন সাবধানে লোক কৃষ্ণগুণবাণী ॥

(১) পাঠান্তর,—

“সর্বলোক করাইল হরিগুণ গান” ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থ স্কন্ধে
 চতুর্থোধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

গোপিকীরী রাগ ।

বিজিতাশ্ব রাজ্য হৈলা পৃথুর কুমার ।
 সাগর পর্যন্ত তার রাজ্য অধিকার ॥
 ইন্দ্রকে িনিয়া অশ্ব আনিল যে কালে ।
 অন্তর্ধান গতি তারে দিল পুরন্দরে ॥
 অন্তর্ধান পুত্র হৈল নাম হবির্দান ।
 রাঃ হয়্যা নৈল তার রাজ্যে অবধান ॥
 নিরন্তর ভক্তি রাজ্য কৈল দামোদরে ।
 যোগবলে তবু তেজি গেল বিষ্ণুপুরে ॥

হয় পুত্র হৈল তার মহা বলবান ।
 প্রাচীনবর্হি নামে পুত্রের প্রধান ॥
 কর্মকাণ্ডে হৈল তার দৃঢ়তর মতি ।
 পূর্ব অগ্রে কুশে আচ্ছাদিল বসুমতী ॥
 প্রাচীনবর্হি নাম এই সে কারণে ।
 দান ব্রত তপ বজ্র করে দৃঢ় মনে ॥
 তার দশ পুত্র হৈল প্রচেতস নামে ।
 বাপে আচ্ছাদিল সৃষ্টি করহ সৃষ্টনে ॥

শিরে আঁজা ধরি গেলা তপ কবিরে ।
 হয় সনে দরশন হৈল হেন কালে ॥
 শঙ্কর দেখিয়া তারা কৈল প্রশ্রিত ।
 হয় তুষ্ট হয়্যা কৈল পরম প্রসাদ ॥
 আমি জানি তুমি সব কৃষ্ণ-পরায়ণ ।
 তে কাবণে পথে আসি দিলু দরশন ॥
 আমার বান্ধব নাহি হরিভক্ত বিনে ।
 সন্তত বৈষ্ণব সঙ্গ করিয়ে যতনে ॥
 শত ভঙ্গ্য স্বার্থ করিয়ে নিরন্তর ।
 তবে ত ব্রহ্ম পায় শুদ্ধ কলেবর ॥
 তবে আমি পাইতে পারি তবে বিমুগ্ধ ।
 ভে-কারণে জগতে দুর্ভাগ ভাগবত ॥
 মন্ত্র উপদেশ কহি ধর দূর মনে ।
 এই মন্ত্র জপিয়া ভজিহ নারায়ণে ॥
 এই মন্ত্র জপিয়া করিহ এই ধ্যান ।
 এই বিধি ধর তুমি এই অনুষ্ঠান ॥
 এই শ্রব শুবিয়া শুবিহ ভগবান ।
 এতেক বলিয়া শিব কৈলা অন্তরীকন ॥
 শিবমুখে পাইল যদি তত্ত্ব উপদেশ ।
 দশ প্রচেষ্টা কৈল সাগরে প্রবেশ ॥
 জলের ভিতরে থাকি অযুত বৎসর ।
 গোবিন্দ ভজিল তপ করি নিরন্তর ॥
 প্রাচীনবরিহি রাজা কর্ম পরায়ণ ।
 জানিঞা আইলা তথা নান্দ তপোধন ॥
 গুহিলা নারদ তবে শুনি নৃপবর ।
 কর্ম হৈতে দেখ তুমি কেমন কুশল ॥
 স্নেহের বিনাশ হয় দুঃখ উতপতি ।
 কর্ম হৈতে না দেখি তোমার সুখগতি ॥
 রাজা বলে আমি কিছু না জানি মরম ।
 ক্লিপে নিস্তার হয় কহ তপোধন ॥
 রাজার বচন শুনি এক্ষার কুমার ।
 দেখাইল রাজারে তবে মহা চমৎকার ॥
 যজ্ঞ যত পশু বধ কৈল নরেশ্বর ।
 অস্ত্র ধরি যাহে তারা রাজার গোচর ॥
 কাটিব ছেদিব বলি করে মহানাদ ॥
 বড় ভয় পাইল রাজা দেখিয়া প্রমাদ ।
 তবে মূনি কহিল পুরাণ ইতিহাস ।
 জীবের শরীরধর্ম বাহাতে প্রকাশ ॥
 পুরাণ উপাখ্যান কহিব বিস্তারি ।
 বুঝাই তোমারে শুনি চিত্ত স্থির করি ॥
 পুরাণ নামে এক আভিগুণ নৃপতি ।
 অবিজ্ঞাত নানে তার সখা মহামতি ॥

সে রাজা পৃথিবীতল কৈল পর্যটন ।
 বলিবার ভরে স্থল কৈল নিরুপণ ॥
 একে একে ভ্রমিলা সকল পুরে পুরে ।
 আপনার যোগ্য স্থান না দেখে সংসারে ॥
 হিমালয় পর্বতের আসিয়া দক্ষিণে ।
 একখানি দিব্য পুরী দেখিল নয়নে ॥
 নয়খানি দুয়ার পুরীর সুশোভন ।
 চারি পাশে প্রাচীর স্তম্ভর উপবন ॥
 ভদ্রকর গড়খাই চৌদিকে বেষ্টিত ।
 পতাকা তোরণ ধ্বজ দেখি সুশোভিত ॥
 ক্ষটিক বিক্রম মণি মরকত স্থল ।
 কাঞ্চননির্মিত ঘর শোভে থরথর ॥
 সভাঘর ক্রীড়াঘর চত্বরে চত্বরে ।
 বিনিধ পসার ঘর শোভে থরে থরে ॥
 বিক্রমরচিত পথ রতন-শোপান ।
 সারি সারি শোভে ঘট কাঞ্চননির্মিত ॥
 গুণ্য-জল দীঘি সরোবর মনোহর ।
 অলিঙ্গল বিহগ শবদ কোলাহল ॥
 হেন দিব্য পুরী দেখি রাণী পুরাণ ॥
 দ্বারেতে দাঁড়ায়া রাভা চিন্তে মনমন ।
 হেন কালে তথা এক আইল্যা দিব্য নারী ॥
 দিব্য স্তম্ভ দশ ভূত্য নিভ সজে করি ॥
 এক এক জনার শতেক জন সঙ্গ ।
 গন্ধশির নামে তার প্রহরী ভূঙ্গ ॥
 আপনার যোগ্যপতি চাহিয়া বেড়ায় ।
 হেন দিব্য নারী গিয়া মিলিল তাহার ॥
 স্তম্ভরী দেখিয়া বীর বোলে কোন বাণী ।
 কোথা হৈতে কোথা যাহ কাহার রমণী ॥
 কি নাম তোমার তুমি কাহার ছুহিতা ।
 দিব্যরূপ বেশধরা সঙ্গ গুণযুতা ॥
 কে হয় তোমার সঙ্গ এই দশ জন ।
 দাস দাসীগণ লৈয়া ভ্রম কি কারণ ॥
 নারীগণ সজে দেখি বিনিতা কাহার ।
 আগে আগে যায় সর্প কি নাম ইহাব ।
 হরের পাক্তী কিংবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥
 দেখিয়ে সাক্ষাতে যেন লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ॥
 কমলচরণে কর পৃথিবী সঞ্চার ।
 হেন বুঝি যোগ্যবর চাহ আপনার ॥
 এই পুরী ভূষণ করিয়া তুমি রহ ।
 ইচ্ছা যদি কর তুমি বোল দুই কহ ॥
 রাজার বচন শুনি হাসিয়া স্তম্ভরী ।
 কহিতে লাগিলা নারী লজ্জা পরিহরি ॥

কিঙ্কর কিঙ্করীগণ আমার সংহতি ।
 পুরঞ্জনী নাম ধরি জগতে খ্যাতি ॥
 যে দেখে আমার আগে সৰ্প ভয়ঙ্কর ।
 জাগিয়া আমার আগে থাকে নিরস্তর ॥
 ভাগ্যে দরশন আজি ঘটিল তোমার ।
 আমা লয়া কামভোগ কর চিরকাল ॥
 ভজিলু তোমারে আমি স্তন নরেশ্বর ।
 এই পুরী পরবেশি রহ নিরস্তর ॥
 নবমুখী পুরীখান দেখিতে সুন্দর ।
 ইহাতে প্রবেশি থাক শতক বহুর ॥
 তোমা বিনে আমি বর না বরিব আন ।
 নিতি নিতি নানাভোগে করিব যোগান ॥
 তোমাকে ভজিলে দেখি সৰ্ব্বত্র কল্যাণ ।
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ হৈব উপাদান ॥
 পুত্র পৌত্র সুখভোগ মিলিব সকল ।
 জগন্ত ভরিয়া যশ রহিব বিস্তার ॥
 ইহলোক পরলোক সকল সাধিব ।
 পিতৃদেব গুরুগণ ব্রাহ্মণ ভজিব ॥
 গৃহস্থ আশ্রম শ্রেষ্ঠ বলে সর্বজননে ।
 না ভজিব পতি আন পতি তোমা বিনে ।
 গৃহধর্ম করিব সাধিব সর্ব সিদ্ধি ।
 জানিঞা ভজিলু আমি তোমা গুণনিধি ॥
 এতেক বচন বলি তাঁরা হুঁহে মলি ।
 আনন্দ রহিল পুর পরবেশ করি ॥
 পুরীর উপরে সাত বিচিত্র দুয়ার ।
 ছেটে আর দুই খান দুয়ার বিশাল ॥
 পাঁচ খান দ্বার তার পুরীর সম্মুখে ।
 দুইখান দুয়ার দক্ষিণ বামভাগে ॥
 গতাগত করে রাজা এ নব দুয়ারে ।
 যায় যে যে নাম রাজা কহিব তোমারে ॥
 আবিষ্কৃতী খজোত (১) এই দুই যার নাম ।
 সে দুয়ারে যবে রাজা করয়ে পয়গ ॥
 সূর্য্য সখা করিয়া উজ্জল দেশে যায় ।
 এইরূপে পুরজন আনন্দে বেড়ায় ॥

নলিনী নালিনী (১) দুই সম্মুখে দুয়ার ।
 সে দুয়ারে যদি রাজা করয়ে সঞ্চার ॥
 স্নগন্ধি নগরে যায় বায়ু সখ্য করি ।
 মুখ্য মুখ প্রথম দুয়ারে নাম ধরি ॥
 সে দুয়ারে করে রাজা নানা উপভোগ ।
 বরুণ মিত্রের সহে করিয়া সংযোগ ॥
 পিতৃহু দেবহু (২) নাম এ দুই দুয়ার ।
 উত্তর দক্ষিণে তার সঞ্চার যেতার ॥
 আকাশ করিয়া সখ্য যায় পুরজন ।
 দক্ষিণ উত্তর দেশে করয়ে ভ্রমণ ॥
 পাছে যে দুয়ার নাম আশুরী তাহার ।
 সে দুয়ারে করে রাজা মৈথুন আচার ॥
 আর এক দ্বার নিষ্কৃতি যাব নাম ।
 সে দুয়ারে করে রাজা যদ্যপি পয়গ ॥
 সে দুয়ারে পুরজন করে মলত্যাগ ।
 এইরূপে স্নুখে বৈসে রাজা মহাভাগ ॥
 বিষ্ণুতীন (৩) সঙ্গে রাজা অন্তঃপুরে বৈসে ।
 ক্ষণে শোক মোহ ক্ষণে থাকয়ে হরিয়ে ॥
 পুত্র দার ধন হেতু নানা উৎপাত ।
 নিতি নিতি ধর্ম করে না পায় সোয়াস্ত ॥
 যে যে ইচ্ছা করে নারী আনিঞা যোগায় ।
 অব্যবধিক্ত রাজা নানা দুঃখ পায় ॥
 পুরঞ্জনী কৈল যদি লজ্জন ভোজন ।
 তবে অন্ন পানি খায় রাজা পুরজন ॥
 সে যদি কান্দিলে কাশে হাসিলে হাসয়ে ।
 সে যদি বোলয়ে কিছু বিনয়ে বোলয়ে ॥
 সে যদি চলয়ে তার পাছে চলি যায় ।
 সে যথা বৈসয়ে তার সম্মুখে দাঁড়ায় ॥
 সে যদি শয়ন করে করয়ে শয়ন ।
 এইরূপে নিজ পুরে বৈসে পুরজন ॥
 ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জান ।
 ভাগবত-আচাৰ্য্যে মধুরস-গান ॥

(১) নলিনী ও নালিনী,—বাম ও
 দক্ষিণ নাসাপুট ।

(২) পিতৃহু.—দক্ষিণ কর্ণ । দেবহু —
 বাম কর্ণ ।

(৩) বিষ্ণুতীন,—সর্বতোমুখ মন ।

(১) আবিষ্কৃতী.—প্রকাশবহল দক্ষিণ নেত্র ।

খজোত,—স্বল্পপ্রকাশ বাম চকু ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থ স্কন্ধে
 পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

মৃগয়া করিতে রাজা ইচ্ছয়ে যখনে ।
 দিব্য রথে চট্টিয়া নৃপতি যায় বনে ॥
 নানা পরিচ্ছদে রথ করিয়া সাজন ।
 মৃগয়া করিতে চলে রাজা পুরঞ্জন ॥
 পঞ্চ ঘোড়া ছই চক্র রথের সাজনা ।
 ছই দ্বিগুণ তিন বাঁশে করিয়া কাছনি ॥
 এক বাণ এক চাবুক একখানি ঘর ।
 পঞ্চ প্রহরণ পঞ্চ বিক্রম প্রথর ॥
 হেন দিব্যরথে চড়ি রাজা পুরঞ্জন ।
 পঞ্চ পরকারে বনে করয়ে ভ্রমণ ॥
 দিব্য অস্ত্র বাণ ধনু ধরে নরেশ্বর ।
 মৃগয়া করিতে বুলে বনের ভিতর ॥
 ধরিয়া আসুরী বুদ্ধি রাজা পুরঞ্জন ।
 তিরি ঘর ছাড়িয়া পোড়ায় বনেবন ॥
 নানা পশু বধ রাজা করে ভীষ্মবাণে ।
 দেবযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ করয়ে বিধানে ॥
 প্রাণিবধ করিয়া করয়ে পুণ্য কর্ম ।
 প্রাণিবধগত দোষ না বুঝে অধর্ম ॥
 অহঙ্কারে যে জন করয়ে পরহিংসা ।
 নরকে গমন তার না করি প্রশংসা ॥
 শশক শল্লক মৃগ মহিষ শূকর ।
 নানা অস্ত্রে নানা পশু বধিল বিস্তর ॥
 ক্ষুধায় তৃষ্ণায় রাজা শ্রমিত শরীর ।
 বাহুড়িয়া নিজপুরে গেল মহাবীর ॥
 পান পান করিয়া বসিলা রাজাসনে ।
 অজ বিভূষণ কৈলা বসন ভূষণে ॥
 হুঃচিত্ত হৈয়া রাজা বসিলা আসনে ।
 নিজ মহাদেবী হৈল স্মরণ মনে ॥
 বিচারিয়া চাহিলা রমণী নাহি ঘরে ।
 দাসীগণে আনিঞা পুছিল নরেশ্বরে ॥
 কোথা গেলা মোর প্রিয়া কহ উপদেশ ।
 কহ সব দাসীগণ কি জান বিশেষ ॥
 দাসীগণ বলে রাজা শুন বিবরণ ।
 তোমার স্তন্যরী আছে করিয়া শয়ন ॥
 ভূমেতে পড়িয়া আছে উত্তর না করে ।
 অন্ন পানি নাহি খায় বচন না ধরে ॥
 তবে রাজা ধীরে ধীরে দাণ্ডায়া নিম্বে ।
 বিনয়ে বোলয়ে কিছু প্রবেশ উত্তরে ॥
 মুখানি তুলিয়া চাহ পরিহর খেদ ।
 তিলেক সহিতে নারি তোমার বিচ্ছেদ ॥

বিষাদ ভাবিয়া দেবি আহ কি কারণ ।
 কে তোমার কৈল দেবী পীড়িত লজ্জন ॥
 তার দণ্ড করিব ব্রাহ্মণ মাত্র বিনে ॥
 কত দণ্ড না করিব ভক্ত সাধুজনে ।
 কেহ বা করিয়া থাকে যদি আত্মভজ ।
 ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বিনে করি তার দণ্ড ॥
 মলিন বসন ধর মলিন বদন ।
 কহ মহাদেবি তুমি হুঃখের কারণ ॥
 পুরঞ্জন-বচন স্নানঞা পুরঞ্জনী ।
 সন্তাষিয়ে-রাজারে বোলয়ে প্রিয়বাণী ॥
 এইরূপে ছুঁহে মেলি রতিভোগ করে ।
 কত দিন রাত্রি যায় চিন্তে নাহি ধরে ॥
 কামে বিমোহিত রাজা হরল গেম্যান ॥
 কতকাল বহি যায় নাহি অবধান ॥
 মজ্জিয়া রহিল রাজা গৃহ-অন্ধকূপে ।
 অর্ধেক বয়স বহি গেল এইরূপে ॥
 একাদশ শত পুত্র হৈল মহাবলী ।
 ত্রয়োদশ এক শত জন্মিল কুমারী ॥
 আনিঞা উত্তম বর কহা সমর্পিল ।
 কঙ্কাগণ আনিঞা পুত্রকে বিভা দিল ॥
 এক শত পুত্র হৈল এক পুত্র বরে ।
 পুত্র পৌত্রে পুরঞ্জন বাটিল কুশলে ॥
 ধনরাজ্য বিভাজিয়া দিল পুত্রগণে ।
 যজ্ঞ করি কৈল দেব-পিতৃ আরাধনে ॥
 পশু বধ করিয়া দেব-পিতৃ আরাধিল ।
 দান ব্রত করিয়া বিস্তর কাল নিল ॥
 হেনকালে আইল এ কাল বিত্তমান ।
 চণ্ডবেগ নামে এক গন্ধর্ব্ব প্রধান ॥
 তিন শত ষাট গন্ধর্ব্ব সঙ্গে করি ।
 তিন শত ষাট গন্ধর্ব্বগণ নারী ॥
 শুক্ল কৃষ্ণ বরণ গন্ধর্ব্বগণ ধরে ।
 বেটিয়া গন্ধর্ব্বগণ রাজপুরী লোড়ে ॥
 চণ্ডবেগ অল্পচরে ভাঙ্গে পুরীখান ।
 যুঝিবারে আইল প্রজাগর বলবান ॥
 সাত শত কুড়িজন গন্ধর্ব্বের সঙ্গে ।
 নিরবধি প্রজাগর যুঝে নানা রঙ্গে ॥
 শতেক বৎসর ধরি যুঝে একেস্থরে ।
 এইরূপে প্রজাগর পুরী রক্ষা করে ॥
 যুঝিতে যুঝিতে তার ক্ষীণ হৈল বল ।
 তবে যুদ্ধে হারিয়া রহিল প্রজাগর ॥

তবে পুরঞ্জন রাজা মনে পাওয়া ভয় ।
 পুরী ভিতরে থাকি চিন্তে অতিশয় ॥
 কিছুই করিতে নারে বকবৎ চায় ।
 বন্ধুগণ আনি তার আহাৰ যোগায় ॥
 আছিল কালের এক কন্ত দুষ্টমতি ।
 ত্রিভুবন চাহিয়ে বেড়ায় নিজ পতি ॥
 কেহ তারে না বরে দেখিয়া দুষ্টচিতা ।
 চাহিয়া বেড়ায় পতি কামে বিমোহিতা ॥
 যযাতি রাজার পুত্রে নৈল পতি করি ।
 তার সঙ্গে কথোদিন কৈল রতিকেলি ॥
 ব্রহ্মলোক হতে আমি আইলুঁ ক্ষিততলে ।
 আমারে বরিল পতি সেই হেনকালে ॥
 আমি যদি না ইচ্ছিলুঁ শাপিল পাপিনী ।
 এক রাত্রি একত্রে কোথাহ থাক ভানি ॥
 তবে আমি দিল তারে পতি উপদেশ ।
 আমার বচনে গেল যবনের দেশ ॥
 যবনগণের পতি ভয় নামে জার্নি ।
 বরিল তাহাকে পতি কন্তা দ্বিচারিণী ॥
 শুনিঞা যবন পতি কন্তার বচন ।
 কহিল কন্তারে তবে গুহ্য বিবরণ ॥
 অলঙ্কিত গতি তুমি কর কাম ভোগ ।
 সৰ্বলোকে হৈব কন্তা তোমার সংযোগ ॥
 চলুক যবনগণ নিজ সৈন্য সাথে ।
 প্রজারের সঙ্গে ভ্রমুক অলঙ্কিত পথে ॥
 প্রজার আমার ভাই তুমি স ভগিনী ।
 তোমা সত্তা লঞা সূখে আমিবে যেদিনী ॥
 ভয় নামে রাজার যবন নামে সেনা ।
 কালকন্তা লঞা সৰ্ব ঠাঞি দেই হানা ॥
 কালকন্তা প্রজারে যবনগণ বেটি ।
 নুটিয়া পোড়াঞা ভাঙ্গে পুরঞ্জনপুরী ॥
 পুরী পরবেশ করি যবনের গণে ।
 তাকিয়া রাজার পুরী কৈল খানখানে ॥
 ভয়ে ভেজি গেল পুরা মিত্র বন্ধুগণ ।
 কাল কন্তা হরিল রাজার সব ধন ॥
 চিন্তিতে লাগিল রাজা মনে পাঞা ভয় ।
 করিতে না পারে কিছু পড়িল সংশয় ॥
 হতবল হইয়া রাজা চিন্তিতে লাগিল ।
 প্রজার আসিয়া তার নিকটে মিলিল ॥
 ভয় নামে রাজা তার করিতে পীরিত ।
 পুরীখান সকল পুড়িল দুষ্টমতি ॥
 তবে রাজা পুরঞ্জন বন্ধুগণ লয়া ।
 দুঃখ শোক করি কান্দে ব্যাকুল হইয়া ॥

যবনে বেটিয়া পুরী পোড়াল্য সকল ।
 গন্ধে হরিয়া তার লৈল বৃদ্ধি বল ॥
 কান্দে পুরঞ্জন রাজা কম্পিতহৃদয় ।
 গৃহকূপে পড়িয়া মজিল দুঃখশয় ॥
 বকবৎ ধ্যান করি রহে দুঃখচার ।
 মরিয়া কোথায়ে যামু কি হবে প্রকার
 কোথায়ে রহিব মোর ভাৰ্যা গুণবতী ।
 কুলশীলশুচরিতা পতিব্রতা সতী ॥
 আমি না খাইলে কিছু না খায় স্তন্যরী ।
 নিরন্তর আমাতে থাকয়ে চিন্ত ধরি ॥
 আমি বিনে কোথায়ে রহিব স্নাত দার ।
 ধন জন পাত্র মিত্র এ মহা ভাগ্যর ॥
 এই মত চিন্তে রাজা আকুল শরীর ।
 হেনকালে ভয় নামে আইল মহাবীর ॥
 ধরিয়া বাকিল রাজার ভয় মহাবলী ।
 তা দেখিয়া বন্ধুগণ কান্দয়ে ব্যাকুলী ॥
 বলে বাকি লৈল তারে ভয় বলবান্ ।
 ভূমিতে পড়িয়া রহে ভাঙ্গা পুরীখান ॥
 যত পণ্ড বধ রাজা কৈল যজ্ঞকালে ।
 তারা আসি চৌদিকে বেটিল কাটিবারে ॥
 ধর মার করিয়া বেটিল পশুগণ ।
 খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিল পুরঞ্জন ॥
 আর্তনাদ করি রাজা কান্দে নিরন্তরে ।
 এইরূপে নিরবধি দুঃখ ভোগ করে ॥
 দুঃখময় সাগরে মলি ন নরেশ্বর ।
 চিরকাল দুঃখ ভোগ করে নিরন্তর ॥
 ত্রিপুর সঙ্গে তুলিয়া রহিলা নরপতি ।
 সঙ্গদোষে হৈল এত বড় অধোগতি ॥
 তিরিকূপ চিন্তিতে আছিল অতুষ্ণ ।
 তিরিকূপ ধরি গিয়া লভিল ভ্রম ॥
 বিদর্ভ রাণীর ঘরে তিরিকূপ ধরি ।
 জনমিল পুরঞ্জন তিরি ধ্যান করি ॥
 আছিল মলয়ধ্বজ পাণ্ড্যদেশ পতি ।
 বিভা করি নিল কন্তা সতী গুণবতী ॥
 এক কন্তা জনমিল ভাণ্ডার উদরে ।
 কন্তার কনিষ্ঠ আর সাত সহোদরে ॥
 দ্রবিড় দেশের রাজা হৈল সাত ভাই ।
 সাত খান পুরী তার রহে সাত ঠাঞি ॥
 অর্কুদ অর্কুদ পুত্র হৈল সাত ঘরে ।
 বার বংশে ব্যাপিল এ মহীমণ্ডলে ॥
 অগস্ত্য নৃপতি বিভা কৈল কন্তাখানি ।
 তার গর্ভে পুত্র জনমিল মহামুনি ॥

ইধুবাহ নামে মুনি বিবিত ভুবনে ।
 আছিল মলয়ধ্বজ রাজা এই মনে ॥
 নিজ রাজ্য বিভজিয়া দিল পুত্রগণে ।
 আপনে চলিল রাজা কৃষ্ণ আরাধনে ॥
 কুলাচল পর্বতে রহিল। নরপতি ।
 তার সঙ্গে রহিল। মহিষী রূপবতী ॥
 চন্দ্রসরা তাম্রপর্ণী বটোদক। জলে ।
 নিতি নিতি জল পান দুহে মিলি করে ॥
 পুণ্যজল-মঙ্কনে শোধিল কলেবর ।
 দেহের ধারণ হেতু কন্দমূল ফল ॥
 শীত বাত বরিষণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা সয়ি ।
 দুহে মেলি তপ করে পুণ্যতীর্থে রহি ॥
 লংঘন নিয়ম করি শরীর শোধিল ।
 তপ যোগ করি রাজা কৃষ্ণ আরাধিল ॥
 ব্রহ্মে চিন্তা নিয়োজিয়া স্থির কৈল মন ।
 ভক্তিতাব করিয়া ভজিল নারায়ণ ॥
 ঈশ্বর ইচ্ছায় পাইল গুরুউপদেশ ।
 জ্ঞানদীপে সাক্ষাতে দেখিল হৃবীকেশ ॥
 ব্রহ্মে মন নিয়োজিয়া ব্রহ্মে প্রবেশিল ।
 শুদ্ধভাবে তার ভাষা পতিসেবা কৈল ॥
 স্বামীর মরণ দেখি ভাষা পতিব্রতা ।
 বিলাপ করিয়া কান্দে দুঃখশোকযুতা ॥
 চিত্ত করি কাষ্ট দিয়া জালিল আগুনি ।
 তাহার উপরে থুইল পতিদেহ আনি ॥
 তবে দেবী কৈল সেই চিত্তা আরোহণ ।
 হেনকালে পূর্ব সখা দিলা দরশন ॥

সখা বলে শুন দেবী কান্দ কি কারণে ।
 কেবা তুমি কার তরে কান্দ অতুষ্কণে ॥
 তোমার পূর্ব সখা আমি গুণনিধি ।
 তুমি আমি একত্র থাকিয়ে নিরবধি ॥
 অবিজাত নামে আমি সেহ পাসরিলে ।
 আমা পাসরিয়ে তুমি এত দুঃখ পাশ্যে ॥
 তুমি আমি দুই হংস থাকি এক গাছে ।
 বিষয় বিধানে তুমি পাসরিলে পাছে ॥
 আমাকে ছাড়িয়া তুমি অন্ধ হইয়াছিলে ।
 বিষয়ল-লট হইয়া সব পাসরিলে ॥
 তিরিসঙ্গে নবযুগ পুরী পরবেশি ।
 তিরিসঙ্গে পাসরিলে নিজ গুণরাশি ॥
 তে-কারণে তিরি হঞা জনম তোমার ।
 তুমি বা কাহার নারী দুহিতা কাহার ॥
 পুরজিনী সঙ্গে তুমি হৈলে বিমোহিত ।
 নারীসঙ্গে হৈলে তুমি কেবল বঞ্চিত ॥
 তোমার আমার নাহি তিলেক বিচ্ছেদ ।
 আমা সহে তোমার তিলেক নাহি ভেদ ॥
 তুমি পুরজ্ঞান নহে নাহি পুরজ্ঞানী ।
 সকল আমার মায়া বিচারিলে জানি ॥
 দর্পণে দেখিয়ে যেন আপনার ছায়া ।
 বিচারিলে সত্য নহে সব দেখ মায়া (১) ।
 এইরূপে যদি হংসী প্রবোধিল হংস ।
 সেইরূপে হৈল তার ভববন্ধ ধংস ॥
 বীবশিবোমণি শ্রীগদাধর ডান ।
 ভাগবত-আচাৰ্য্যের মধুরস-গান ॥

(১) পাঠান্তর,—‘দেবমায়’ ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থ-
 স্কন্ধে বটোহুধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

ভাঠারি রাগ ।

প্রাচীনবরিহি রাক্ষা এত বাণী শুনি ।
 কহিতে লাগিল। তবে তত্ত্ব নাহি জানি ॥
 না বুঝি তোমার আমি হিত উপদেশ ।
 কর্ণ বিনে আমি আর না জানি বিশেষ ॥
 রাজার বচন শুনি মুনি তপোধন ।
 প্রকাশিয়া কহিল। সকল বিবরণ ॥

চরাচর সব দেহে ভীবের সঞ্চার ।
 পুরজ্ঞানী মায়া পুরজ্ঞান নাম তার ॥
 যে কহিল তার সখা অবিজাত নাম ।
 সে কেবল ঈশ্বর সাক্ষাৎ ভগবান্ ॥
 গুণকর্মে যার তত্ত্ব জানিতে না পারি ।
 তে-কারণে অবিজাত তার নাম ধরি ॥

যে নারীর সঙ্গে রাজ্য কৈল গৃহবাস ।
 বুদ্ধি নাম তার সঙ্গে মনের বিলাস ॥
 সখীগণ সকল ইন্দ্রিয়গণ বলি ।
 সখীগণ প্রাণ মন বুদ্ধি অবধারি ॥
 পাঁচ বিষয়ের নাম পঞ্চ পঞ্চাল ।
 প্রকাশিয়া কহি স্তন এ নব দুয়ার ॥
 দুই আঁখি দুই নাসা এ দুই শ্রবণ ।
 শুষ্ক লিঙ্গ মুখ নবদ্বার নিরূপণ ॥
 দুই আঁখি দুই নাসা পরীর সম্মুখে ।
 দক্ষিণ উত্তর দুই কর্ণ দুই ভাগে ॥
 মুখ নামে আর এক সম্মুখে দুয়ার ।
 এই সাত দুয়ারে সঞ্চারে সর্বকাল ॥
 ঋদ্ধোত্ত আবিষ্কৃতী এ দুই নয়ান ।
 এ দুই দুয়ারে রূপ লয় গতিমান ॥
 নলিনী নালিনী দুই নাসিকাবিবর ।
 এ দুই দুয়ারে গন্ধ লয় নরেশ্বর ॥
 মুখ্য নামে দুয়ার মুখের নাম ধরি ।
 সে দুয়ারে রস লয় রসভেদ করি ॥
 পিতৃহু দেবহু দুই শ্রবণবিবর ।
 সে দুয়ারে শব্দভেদ লয় নিবস্তর ॥
 প্রবৃত্তি নিবৃত্তি শাস্ত্র পঞ্চ পঞ্চাল ।
 পিতৃহান দেবহান শ্রবণ সঞ্চার ।
 লিঙ্গের দুর্দ্বন্দ্ব নাম অপান নিষ্ঠাতি ।
 মল মুত্র সে দুয়ারে ছাড়ে গীৰ্জাতি ॥
 দুই হস্ত দুই পদ অঙ্গ নাম ধরে ।
 গতি কর্ম করে গীৰ্জা সে দুই দুয়ারে ॥
 অন্তঃপুর হৃদয় বুঝিবে অমুমানে ।
 বিমূঢ়ি মনের নাম বিচারিলে জানে ॥
 ইন্দ্রিয় রথের বোড়া রথ কলেবর ।
 কালগতি রথের গমন নিরন্তর ॥
 তিন গুণ ধ্বজ চক্র শুভাশুভ কর্ম ।
 পঞ্চপ্রাণ বন্ধুর জানিব তার কর্ম ॥
 জানিব বোড়ার বাগ শৌভ্রগতি মন ।
 রথের সারথি বুদ্ধি করায় ভ্রমণ ॥
 একাদশ ইন্দ্রিয় জানিব তার সেনা ।
 পঞ্চ বধস্থানে গিয়া নিতি দেই জানা ॥
 এইরূপে করে গীৰ্জা মুখ দুঃখ ভোগ ।
 শতেক বৎসর সন্তে দেহের সংযোগ ॥
 অজ্ঞানে মোহিত গীৰ্জা করে অহঙ্কার ।
 দেহধর্ম্যে মুখ দুঃখ বল আপনায় ॥
 আপনে নিষ্ঠুর হঞা অসত্য ধোয়ায় ।
 শ্রীকৃষ্ণ যোর বলিয়া সন্তত দুঃখ পায় ॥

কর্ম করি লয় জীব আপন বন্ধন ।
 নানা দেহ ধরে জীব কর্মের কারণ ॥
 গুরুরূপ আপনে সাক্ষাৎ ভগবান ॥
 গুরু না ভজিলে তার নাহি পরিভ্রাণ ॥
 প্রকৃতির পর গীৰ্জা আপনা পাসরে ।
 কর্ম করি শুভাশুভ শরীরে সঞ্চারে ॥
 শুভ কর্ম করিয়া উজ্জল লোকে যায় ।
 ফলভোগ অবশেষে পুন দুঃখ পায় ॥
 কর্মফল অনুগারে নানা দেহ ধরে ।
 কর্মভোগ কারণে বিবিধ ভোগ করে ॥
 কোথাতে পুরুষ হয়ে কোথাতে বা নারী (১) ।
 কোন কালে রহে নপুংসক-বেশ ধরি ॥
 কোন কালে হয় দেব কোন কালে নর ।
 পশু কীট পতঙ্গ স্থাবর কলেবর ॥
 কর্ম অনুরূপে গীৰ্জা নানা দেহ ধরে ।
 কর্ম অনুরূপে সুখ দুঃখ ভোগ করে ॥
 কর্ম অনুরূপে দেহ ধরে দুঃখময় ।
 কর্মভোগ কারণে বিবিধ দুঃখ হয় ॥
 ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হয়ে সন্তত বিকল ।
 দীন হীন হৈয়া দুঃখ ভুঞ্জে নিরন্তর ॥
 দুয়ারে দুয়ারে গিয়া ভিক্ষা মাগি খায় ।
 দৈবযোগে তাথে মান অপমান পায় ॥
 ঘরে ঘরে ফিরে যেন কুকুর সমান ।
 কোন ঘরে অন্ন পায় নও কোন স্থান ॥
 এইরূপে ভ্রমে জীব নানা কলেবরে ।
 ক্ষণে আধাগতি ক্ষণে উপরে সঞ্চারে ॥
 এক জীব কর্ম করি করে দুঃখ ভোগ ।
 কর্ম হেতু জীবের না ঘুচে দেহযোগ ॥
 কোন প্রতীকারে নহে দেহের বিচ্ছেদ ।
 শুভ কর্মে বিকর্মে কিঞ্চিৎ মাত্র ভেদ ॥
 মাধার বোঝার ভাব সহিতে না পারি ।
 ক্ষণেক বিশ্রাম যেন করে কান্ধে ধরি ॥
 এইরূপে জান সবে শুভ-কর্ম ফল ।
 শুভাশুভ কর্মে সন্তে কিঞ্চিৎ আস্তর ॥
 কর্ম হৈতে কভু নহে একান্ত কুশল ।
 শয়নে স্বপনে যেন হয় মতি জড় ॥
 কোন মতে জীবের সংসার নাহি ছুটে ।

(১) পাঠান্তর,—

“কখন পুরুষ হয় কবু হয় নারী” ।

বিনি গুরু ভজিলে অজ্ঞান নাহি টুটে (১) ॥
 হরি গুরুচরণে ভকতি যদি বাড়ে ।
 তবে সে অজ্ঞান ধ্বংস অবশ্য হাড়ে ॥
 ভক্তিব্যোগ হরিকথা শ্রবণে উদয় ।
 প্রজ্ঞাযুক্ত না হইলে হরিকথা নয় ॥
 বধাতে ভকতজন সাধু মহাভাগ ।
 হরিশ্রবণে তথাতে অমুরাগ ॥
 হরি-কথা-অমৃত-সরিৎ জলপান ।
 শ্রবণ করিয়া যে করয়ে অবিরাম ॥
 শোক মোহ জরা ভয় না হয় তাহার ।
 সেই জনা হয় ভব সংসারের পার ॥
 যদি বল তবে কেন হরিশ্রবণ-গাথা ।
 সব লোকে না শুনে কহিয়ে তার কথা ॥
 ব্রহ্মা ভব সনকাদি দক্ষ আদি করি ।
 পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু যোগ-অধিকারী ॥
 মরীচি অদ্বিরা ভৃগু বশিষ্ঠ কুমার ।
 এ সব জানিতে নাহি পায় তত্ত্ব যার ॥
 এ আদি পর্যন্ত যার করিয়া ধ্যান ।
 চিন্তিয়ে না পায় যোগী চরণ-সন্ধান ॥
 অমুগ্রহ করে হরি যখন যাহারে ।
 সেই সে প্রভুর তত্ত্ব জানিবারে পারে ॥
 লোকে বেদে দৃঢ়মতি ছাড়ে সেই জন ।
 তবে জানি অমুগ্রহ কৈল নারায়ণ ॥
 এ বোল শুনিয়া রাজা কর্মে দৃষ্টি ছাড় ।
 মিছা কর্মফলে বস্ত্র বুদ্ধি পরিহর ॥
 ঐতিমুখ কর্মফলে নাহি সুখলেশ ।
 বৃথা কর্ম করি কেন পাও নানা ক্লেশ ॥
 যজ্ঞধুম পান করি বৃথা দুঃখ পাও ।
 তত্ত্ব না জানিঞা বাপু কর্মপথে ধাও ॥
 কুশে আচ্ছাদিলে বাপু এ মহানগল ।
 পশুবধ করি কর্ম কৈলে নিরস্তর ॥
 বৃদ্ধ দেখি তাথে গতি কি হৈব তোমার ॥
 জন্ম মৃত্যু গর্ভবাস সমেত দুঃখ সার ।
 সেই কর্ম যাহা হৈতে তুষ্ট হয় হরি ॥
 সেই বিদ্যা যাহা হৈতে কৃষ্ণে মন ধরি ।
 সর্বলোক আত্মা হরি সত্যের লব্বর ।
 সর্বজীব-গতি-পতি প্রকৃতির পর ॥

তার পদকমল সকল সিদ্ধি হেতু ।
 অপার সংসারসিদ্ধ-পরিজ্ঞান-সেতু ॥
 সেই প্রিয় সেই আত্মা সেই সে শরণ ।
 এমত একান্ত চিত্ত জানে যেবা জন ॥
 সেই সে পণ্ডিত গুরু সর্ব তত্ত্ব জানে ।
 না জানিঞা অগ্র বিপ্র গুরু করি মানে ॥
 কহিল ভোমারে রাজা এই সুনিশ্চিত ।
 কর্মপথ তেজি তুমি কৃষ্ণে ধর চিত ॥
 জীবেরে জীমুখ করে মধু সমতুল ।
 কাম্য কর্ম করে জীব হইয়া ব্যাকুল ॥
 জীবেরে নিবেগিত সত্যত হৃদয় ।
 সুখভোগ-হেতু কর্ম করে দুঃখায় ॥
 দিন রাত্রিক্রমে কালে পরমায়ু হরে ।
 যমপাশে আপন বন্ধন (১) না অঙরে ॥
 না কর না কর রাজা কর্ম অভিলাষ ।
 সুখে পার হবে যদি ভজ জীবনবাস ॥
 ঐতিমুখমাত্র পুত্রদার-মধুভাষা ।
 না কর না কর রাজা ছাড় তুষ্ট আশা ॥
 প্রাচীনবরিহি রাজা শুনি এত বাণী !
 কহিতে লাগিলা কিছু করি বোড় পানি ।
 মোর গুরুগণ সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ।
 সর্ব-বেদতত্ত্ব জানে কুল পুরোহিত ॥
 তবে কেন তাঁরা মোরে কেলা উপদেশ ।
 হেন বৃষ্ণি তাঁরা কিছু না জানে বিশেষ ॥
 হেন বৃষ্ণি বঞ্চিত কেবল ঐবিগণ ।
 বেদপথে বিমোহিত কর্মপরায়ণ ॥
 রাজার বান শুনি ব্রহ্মার নন্দন ।
 তত্ত্বউপদেশ তাহে দিলা সেইক্ষণ ॥
 জীবগতি দরশিয়া কেলা অন্তর্দ্বান ।
 সত্যলোকে চলিলা নারদ যতিমান ॥
 প্রাচীনবরিহি রাজা নারদের স্থানে ।
 উপদেশ পেয়া কৈলা চিত্ত সমাধানে ॥
 পুত্রগণে কৈলা রাজ্যপদ সমর্পণে ।
 সর্বধর্ম সর্বকর্ম তেজে সেইক্ষণে ॥
 কৃষ্ণে মন ধরি রাজা গেলা তপোবনে ।
 কৃষ্ণ আরাধিল গিয়া কপিল আশ্রমে ॥
 ভক্তিতাব করিয়া ভজিল হরীকেশ ।
 কৃষ্ণময় হয় কৈল কৃষ্ণে পরবেশ ॥
 পুরজ্ঞান উপাখ্যান মুকুন্দ-চরিত ।
 ভুবন-পবিত্র-কথা শুক-মুখরিত ॥

(১) অস্ত পুঁথির পাঠ,—

“বিনি গুরু না ভজিলে অজ্ঞান না টুটে”

অমুগ্র,—“গুরু না ভজিলে কব্

অজ্ঞান না টুটে” ।

(১) পাঠান্তর,—“বাকব” ।

যে জন কীৰ্ত্তন করে ভক্তিভাবে শুনে ।
ভববন্ধ নহে তার বৈকুণ্ঠ গমনে ॥

ভক্তিরস-গুরু শ্রীগদাধর জ্ঞান ।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে
সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

ভৈরবী রাগ ।

বিদুর জিজ্ঞাসা কৈল শুন যোগেশ্বর ।
দশ প্রান্তেতস ছিল জ্বলের ভিতর ॥
কৃষ্ণ আরাধিয়া তারা কৈল কোন সিদ্ধি ।
সে সব কহিবে মোরে গুরু মহাপুঙ্জি ॥
শুনিয়া মৈত্রেয় মুনি বিদুর-বচনে ।
সে পুণ্য চরিত কহে আনন্দিত মনে ॥
অমৃত বৎসর থাকি জ্বলের ভিতর ।
তপ করি কৃষ্ণ আরাধিল নিরন্তর ॥
তুট্ট হয়্যা দরশন দিলা কুবীকেশ ।
গরুড়বাছনে প্রভু ধরি দিব্য বেশ ॥
তবে তারা স্তুতি কৈল গদগদ বাণী ।
পরম সন্তোষে বর দিলা চক্রপাণি ॥
তবে তারা নিবেদিল প্রভুর চরণে ।
আন বর না মাগি ভকত-সঙ্গ বিনে ॥
কর্ম্ম নিবন্ধনে জন্ম হয় যথা তথা ।
ভকত জনের সঙ্গে ঘটুক সর্ব্বথা ॥
ক্ষণেক শঙ্কর সঙ্গে হৈল দরশন ।
কুপায় কহিল কিছু ভক্তি নিরূপণ ॥
তোমা দরশন পাইল শঙ্করপ্রসাদে ।
হেন সে বৈষ্ণব-সঙ্গ কে বুঝিব তত্ত্বে ॥
ভা-সভার বচন শুনিঞা গদাধর ।
হাসিয়া সন্তোষে হরি দিলেন উত্তর ॥
বাপের বচন তুমি করিলে পালনে ।
রহিব নির্মল যশ এ তিন ভুবনে ॥
কণ্ঠ মুনি প্রেরোচা অঙ্গরা সমাগমে ।
জনমিল তাথে কত্কা মারিয়া যে নামে ॥
অঙ্গরা তোজিয়া তায়ে গেলা মহাবনে ।
কত্কা বাস দিয়া তায়ে রাখে বৃক্ষগণে ॥
সে কত্কা ক্ষুধায় কালে বনের ভিতর ।
অমৃত অমূল্য মুখে দিলা শরধর ॥

অমৃত ভোজনে তার রহিল জীবন ।
তারে পরিণয় গিয়া কর দশজন ॥
জনমিব তাহাতে তনয় মতাবল ।
ভুজবলে শাসিব সকল ক্ষিত্ততল ॥
একান্ত ভক্তি করি আচার্য্যে ভজিহ ।
অন্তকালে তহু ভেজি বিষ্ণুপদে বাহিহ ॥
এতেক বলিয়া হরি কৈলা অন্তর্জানে !
জলে হৈতে উঠে তবে তাবা দশজনে ॥
বৃক্ষগণে ব্যাপিত দোখিল এ মোদনি ।
ক্রোধ করি মুখে হৈতে জালিল আগুনি ॥
পোড়াঞা পৃথ্বীর বৃক্ষ কৈল ভস্মসাৎ ।
হেনকালে আইলা ব্রহ্মা ত্রিভুবননাথ ॥
বৃক্ষসৃষ্টি না পোড়াহ এই বাক্য ধর ।
বৃক্ষগণে কত্কা দিব তায়ে বিভা কর ॥
এ বোল বলিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজ স্থানে ।
হেনকালে কত্কা আনি দিলা বৃক্ষগণে ॥
সেই কত্কা বিভা কৈল দশ সহোদর ।
রাজ্যভোগ কৈল দশ সহস্র বৎসর ॥
দক্ষ পুত্র জন্মাইল দশ সহোদরে ।
পূর্ব্বজন্মে যারে বিড়াম্বল মহেশ্বরে ॥
শিবশাপে ছাগমুখ দক্ষের আছিল ।
সে তহু ছাড়িয়া আর শরীর ধরিল ॥
তবে তারা দশ ভাই ভজিল শ্রীহরি ।
অন্তকালে তহু ভেজি গেল বিষ্ণুপুরী ॥
উত্তানপাদের বংশ কতিল বিস্তার ।
কহ পরীক্ষিৎ রাজা কি কহিব আর ॥
(যত পুণ্য পাপহর পবিত্র আখ্যান ।
কহিল চতুর্থ স্কন্ধ বিচিত্র বাখান) ॥
ভক্তিরসগুরু শ্রীগদাধর জ্ঞান ।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থ স্কন্ধে প্রেমভরতিলী অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥ সমাপ্ত্যচরং চতুর্থস্কন্ধঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায় ।

ক্রিয়তে পঞ্চমস্কন্ধপ্রবন্ধঃ সম্ভতঃ সত্যম্ ।

যত্রৈবভূতানলচরিতাশ্চুধিকঙ্কলঃ ॥

দেশাগ রাগ ।

রাজা বোলে শুন গুরু মুনি যোগেশ্বর ।
প্রিয়ব্রত রাজা ছিল ধর্মকলেবর ॥
পরম বৈষ্ণব রাজা মহা গুণনিধি ।
কামভোগ বিলাসে বৈরাগ্য নিরবধি ॥
হেন হৈয়া কেন কৈল রাজ্য অধিকার ।
ভকত জনের নহে উচিত সংসার ॥
কহ মুনি প্রিয়ব্রত রাজার আখ্যান ।
সার্বভৌম নরপতি ভকত-প্রধান ॥
রাজার বচন শুনি শুক মহামুনি ।
ধন্ত ধন্ত সাধু সাধু র'জারে বাখানি ॥
স্বায়ম্ভু ব মনু ছিল ব্রহ্মার তনয় ।
তার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়ব্রত মহাশয় ॥
বাপে রাজ্য দিল তারে না কৈলা অঙ্গীকার ।
দেখিল সংসার বন্ধ রাজ্য অধিকার ॥
না কৈল সংসার তিঁহো বাপের বচনে ।
হেনকালে ব্রহ্মা আসি দিলা দরশনে ॥
ব্রহ্মা বলে শুন বৎস কোন্ বৃষ্টি কর ।
কোন্ দোষে বাপের বচন নাহি ধর ॥
কহিব বক্ষ্যে ধর্ম তন সাবধানে ।
মিথ্যা বুদ্ধি না করিহ আমার বচনে ॥
আমি ব্রহ্মা হর সুর মহা ঋষিগণে ।
যার বশ হয়্যা আজ্ঞা বহি সর্বজনে ॥
যদি যোগ তপ যজ্ঞ নানা কর্ম করে ।
তবুত প্রভুর কর্ম খণ্ডিতে না পারে ॥
ভয় শোক স্রুথ দুঃখ প্রভু দিব বারে ।
খণ্ডিতে না পারি আমি হর মহেশ্বরে ॥
যার বেদবাণীপাশে আছিয়ে বন্ধনে ।
যাহার ইচ্ছায় কর্ম করি সাবধানে ॥
নাকে দিদিয়া যেন বলদ গাধনি ।
আমি সব বন্দী আছি যার বেদবাণী ॥
যে কর্মে যাহারে প্রভু করে নিয়োজিত ।
সে কর্ম সতেই করি হৈয়া সাবহিত ॥
নড়ি ধরি আনে যেন আঁকলে হাঁটায় ।
সেইরূপ স্রব দুঃখ জীবেরে ভুঞ্জায় ॥
ছয় রিপু দেহে বেসে করে বনে বাস ।
না ঘুচে সংসার-ভব নহে ভব নাশ ॥

গৃহে বসি ছয় রিপু করে নিবারণ ।
গোবিন্দ ভজিলে ছুটে শরীরবন্ধন ॥
ছয় রিপু জিনিব যাহার আছে মনে ।
ঘরে থাকি যুদ্ধ করি জিনিব যতনে ॥
গুরু হৈলে শিষ্যে করে তত্ত্ব উপদেশ ।
ব্রহ্মায় সকল ধর্ম করিয়া বিশেষ ॥
সহজে সকল লোক কর্মপথে চলে ।
গুরু হৈলে কর্ম উপদেশ নাহি বলে ॥
স্বথেষ্ট হেতু জন্ত নানা কর্ম করে ।
পরিণামে দুঃখ সতে দেখিয়ে বিচারে ॥
দুঃখময় কর্ম নাহি মৃত জনে জানে ।
আপনে জানিঞা গুরু ছাড়ায় বতনে ॥
পাছে যথা তথা রহে বনে বা মন্দিরে ।
গোবিন্দ চরণ ভজি হেলে ভব তরে ॥
ভকতউদ্ভব তুমি পরম পণ্ডিত ।
বাপের বচন লজ্য এ নহে উচিত ॥
রাজা হঞা রাজ্যভোগ মহাপ্রথের কর ।
ছয় শত্রু জিনিঞা গোপালে ভক্তি ধর ॥ (১)
দেহ গেহে রাজ্যপদে তেজে অহঙ্কার ।
ভজিয়া গোবিন্দ পদ হও ভবে পার ॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজ স্থানে ।
প্রিয়ব্রত রাজা হইল ব্রহ্মার বচনে ॥
পুত্রে রাজ্য দিয়া মনু গেলা তপোবনে ।
তত্ত্ব উপদেশ পাইলা নারদের স্থানে ॥
তপ যোগ সাধিয়া ভজিল গদাধর ।
বিষ্ণুপদে প্রবেশিল তেজ কলেবর ॥
প্রিয়ব্রত সপ্তরূপে এক নরপতি ।
নিজ ধর্ম স্থাপিয়া শাসিলা বসুমতী ॥ (২)
বিশ্বকর্মা কন্তা বিভা দিলা বিহম্বতী ।
দশ পুত্র হৈল তাথে কন্তা উজ্জ্বলতী ॥
একাদশ অর্কুদ বৎসর পরিমাণ ।
প্রিয়ব্রত রাজ্য কৈল নৃপতি-প্রধান ॥
অন্তগিরি যাবৎ উত্তরে দিনকর ।
তাবৎ নৃপতিসিংহ এক দণ্ডধর ॥

(১) পাঠান্তর,—

‘ছয় রিপু জিনিঞা গোবিন্দে চিত্ত ধর’ ।

(২) “নিজ ভূজে শাসিল সকল বসুমতী” ।

কৃষ্ণপদ-ভকতি প্রভাব যোগবলে ।
 সপ্তদ্বীপ নরপতি অখণ্ড মণ্ডলে ॥
 মনোজব রথে রাজ্য করি আরোহণ ।
 রত্ননী করিব দিন হেন লয় মন ॥
 ধরণী বেঢ়িয়া সপ্ত প্রদক্ষিণ দিল ।
 চতুমুখ আসিয়া রাজ্যারে নিবারণ ॥
 রাত্রি দিন করিতে স্রোতার অধিকার ।
 ক্ষিতিতল পালিতে তোমার নিজ তার ॥
 তবে ব্রহ্মা চলি গেলা আপন ভুবনে ।
 নিজ পুরে রাজ্য আইল ব্রহ্মার বচনে ॥
 একচক্র রথে দিল সপ্ত প্রদক্ষিণে ।
 সপ্ত সিদ্ধু হৈল সপ্ত রথরেখা চিহ্নে ॥
 জম্বু প্রক্ষ শাল্মলি কুণ ক্রোধ নামে ।
 শাক পুষ্কর দ্বীপ বিদিত ভুবনে ॥
 ক্ষবণজলধি হৈম্বরস সুরানিধি ।
 স্নাতসিদ্ধু দধিসিদ্ধু ক্ষীরজলনিধি ॥
 আর জলনিধি সাত সিদ্ধু সাত নামে ।
 সাত দ্বীপ সাত সিদ্ধু হৈলা হেনমনে ॥
 জম্বুদ্বীপ লবণ সমুদ্র পরিমাণে ।
 প্রক্ষদ্বীপ হয় তার দ্বিগুণ প্রমাণে ॥
 দ্বিগুণ দ্বিগুণ সিদ্ধু দ্বীপের বিস্তার ।
 ত্রিভুবনে রহিল বিক্রম চমৎকার ॥
 মহা অজুভাব রাজ্য অতুলশক্তি ।
 সপ্ত দ্বীপে সপ্ত পুত্রে কৈল নরপতি ॥
 উক্করেতা হৈয়া তিন পুত্রে গেল বনে ।
 পরমহংসের গতি পাইল তিন জনে ॥
 এইমতে কত কত হৈল মহা কৰ্ম্ম ।
 সপ্তদ্বীপে স্থাপিল সকল নিজ ধৰ্ম্ম ॥
 একান্ত ভকতি করি ভজিল গেপোল ।
 ভকতত্বের সঙ্গ কৈল সৰ্বকাল ॥
 পরম বৈরাগ্য তবে জন্মিল হৃদয় ।
 বিষয়-লম্পট মুক্তি হৈলু অতিশয় ॥
 দ্বীর সঙ্গে রাজ্যভোগ গেল এতকাল ।
 না ভজিলু জগন্নাথ নহিল নিস্তার ॥
 পুত্রে রাজ্য বিভজিয়া ভেজিল সংসার ।
 প্রবেশিলা তপোবনে মনুর কুমার ॥
 সে হেন সম্পদ ভোগ ছাড়িয়া বসতি ।
 কৃষ্ণগতি পাইল রাজ্য সাধিয়া ভকতি ॥
 দশ পুত্রে প্রধান অগ্নীধ নাম যার ।
 জম্বুদ্বীপে হৈল তার রাজ্য অধিকার ॥
 গুণশীল বলবীৰ্য্য বাপের সমান ।
 পুত্ৰনিজ জে থিৰী শালিল বলবান ॥

পুত্রকামে তপ কৈল পরিতগহবরে ।
 পুত্রচিন্তি অঙ্গরা পাঠালা দামোদরে ॥
 তার সঙ্গে বিহার করিল নিরবধি ।
 রাজ্যভোগ কৈল লক্ষ বৎসর অবধি ॥
 নব পুত্রে হৈল তার মহা ধনুর্ধর ।
 পুত্রচিন্তি গেল তবে প্রভুর গোচর ॥
 অগ্নীধ ভেজিল তনু অঙ্গরা ধোয়ানে ।
 চলিল অঙ্গরালোকে দেবের ভবনে ॥
 নব খণ্ডে জম্বুদ্বীপে নব নরপতি ।
 নব পুত্রে শালিল সকল বসুমতী ॥
 ষোড়শপুত্রে নাতি নামে তাহাতে প্রধান ।
 জম্বুদ্বীপে রাজ্য হৈল মহা বলবান ॥
 পুত্রকামে যজ্ঞ করি ভজিল শ্রীহরি ।
 কৃষ্ণ দরশন দিলা দ্বিবারুণ ধরি ॥
 সগণে প্রণাম স্তুতি কৈলা নরেশ্বর ।
 ষয় জয় নমো নমো প্রণতি বিস্তর ॥
 তুষ্ট হইয়া বর দিলা প্রভু দামোদর ।
 হইব তোমার পুত্র নর কলেবর ॥
 জগতে তোমার যশ করিব বিস্তার ।
 হইব তোমার পুত্র অংশ অবতার ॥
 এতক বলিয়া প্রভু হৈলা অন্তর্ধান ।
 নাতি রাজ্য পুথিবী শালিল বলবান ॥
 শুভকালে জনমিল নাতির তনয় ।
 অংশ অবতার কৈল প্রভু দয়াময় ॥
 শোষ্য বীৰ্য্য যশ গুণের নিধান ।
 রাখিল স্বয়ং নাম পিতা মতিমান ॥
 পুণ্যকালে পুত্রে রাজ্য কৈল সমর্পণ ।
 নাতি রাজ্য গেলা তবে পুণ্য তপোবনে ।
 বিশালা নদীর তীরে কৃষ্ণ আরাধিল ।
 অস্ত্রে তনু ভেজি কৃষ্ণপদে প্রবেশিল ॥
 বলিলা স্বয়ংদেব রাজসিংহাসনে ।
 নিজ ধর্ম্ম স্থাপিয়া পালিলা প্রজাগণে ॥
 গুণভক্তি লওয়াইলা সেবি গুরুগণ ।
 দেব দ্বিজ বৈষ্ণব সেবিল অমুক্ষণ ॥
 জন্মিল শতেক পুত্র ভরতপ্রধান ।
 বৈষ্ণব বলিতে নাহি ভরত সমান ॥
 উক্করেতা নব পুত্র মহা যোগেশ্বর ।
 অন্তরীক্ষে নব মূর্নি চলিল সার ॥
 নব খণ্ডে নব পুত্র নব নরপতি ।
 নিজ ধর্ম্ম স্থাপিয়া শালিল বসুমতী ॥
 একাংশী কুমার হৈল কৰ্ম্মপরায়ণ ।
 যজ্ঞশীল কৰ্ম্মশীল শোভিল ব্রাহ্মণ ॥

আপনে ঋষভদেব বিষ্ণু অবতার।
 নিজ ধর্ম জগতে করিল পরচার ॥
 শত যজ্ঞ করিয়া ভজিল নারায়ণে।
 সর্বকালে সর্বমুখ দিল সর্বজনে ॥
 শিখাল্য সকল লোকে ভক্তি উপদেশ।
 ভক্তিযোগ কহি লোকে বুঝালা বিশেষ ॥
 নরদেহে কামভোগ উচিত না হয়ে।
 কামভোগী নারকীরে নরক মিলয়ে ॥
 কৃষ্ণভক্তি সাধিব মানুষ দেহ ধরি।
 অন্তর শোধিব ব্রহ্মসুখ অধিকারী ॥
 ভক্ত জনের সেবা মুকতি দুয়ার।
 তিরিঙ্গী সঙ্গ হৈলে নরক সঞ্চার ॥
 শাস্ত সমচিত্ত সাধুভূত-হিতকারী।
 সেই সে ভক্ত জন জানিব বিচারি ॥
 আমাতে পীরিতি যেনা করে দৃঢ়মনে।
 আমি ইষ্ট বন্ধু তার আমি প্রিয়জনে ॥
 আহা! শৃঙ্খার যার সত্য বাসনা।
 তার সঙ্গে পীরিতি না করে যেই জনা ॥
 সূত দায় রিণ বিস্ত গৃহে দৃঢ় মতি।
 তার সঙ্গে যার নহে কবল পীরিতি ॥
 প্রয়োজন অবধি তাহার সঙ্গ করে।
 সেই জনে জান সাধু বিষ্ণুকলেবরে ॥
 দেহের পীরিতি হেতু যে যে কর্ম করি।
 সেই সেই বিকর্ম বুঝিহ অবধারি ॥
 পুনঃপুনঃ দেহবন্ধ হয় বাহা সনে।
 সেই সেই বিকর্ম বুঝিব অনুমানে ॥
 তত্ত্বজান যাবৎ জিজ্ঞাসা নাহি করে।
 গতাগত দুঃখ তার তাবৎ না ছাড়ে ॥
 যাবৎ ঈশ্বরের কর্ম করি দৃঢ় মন।
 তাবৎ না ঘুচে তার শরীরবন্ধন ॥
 যাবৎ আমার সঙ্গে প্রেম নাহি হয়।
 তাবৎ না ঘুচে তার এ বোর সংশয় ॥
 প্রকৃতি পুরুষ সহ শরীর বন্ধন।
 এই বোল বুঝিয়া তেজয়ে বৃদ্ধজন ॥
 সূত বিস্ত গৃহে দারে না করি পীরিতি।
 যার সঙ্গে ভববন্ধে হয় দৃঢ় মতি ॥
 হরিগুণচরণে ভক্তি হয় যার।
 বিষয়ে বৈরাগ্য হয়ে ভবে হয় পার ॥
 সত্যত ভক্ত সঙ্গে হরিকথা কহে।
 হরিগুণ কীভাবে সাধুর সঙ্গে রহে ॥
 গেহ গেহে নহে যার প্রেম অমুবন্ধ।
 এ সব জনের কতু নহে ভববন্ধ ॥

গুরু হৈলে শিষ্য করে তব উপদেশ।
 বুঝাহ সকল ধর্ম করিয়া বিশেষ ॥
 সহজে সকল লোক কর্মপথে চলে।
 গুরু হৈলে কর্ম উপদেশ নাহি বলে ॥
 সুখলেশ হেতু জন্ম নানা কর্ম করে।
 পরিণামে দুঃখ সতে দেখিবে বিচারে ॥
 দুঃখময় কর্ম নাহি মুঢ় জনে জানে।
 আপনে জানিঞা গুরু ছাড়ায় যতনে ॥
 গুরু নহে পিতা নহে নহে বন্ধু জন।
 মাতা নহে পতি নহে নহে দেবগণ ॥
 যদি ঋণহীনে নারে মরণ সংশয় (১)।
 কিবা গুরু কিবা পতি কেহ কারো নয় ॥
 চরাচর জীব শ্রেষ্ঠ বাথে জীব বৈসে।
 জানিব তাহাতে শ্রেষ্ঠ বাথে জ্ঞান আছে ॥
 তাহাতে জানিব শ্রেষ্ঠ মানুষ জনম।
 বুঝিব তাহাতে শ্রেষ্ঠ স্তর সিদ্ধগণ ॥
 তাহার প্রধান জ্ঞান মূনি যোগেশ্বর।
 তাহার প্রধান হয় হর মহেশ্বর ॥
 তাহার প্রধান হয় ব্রহ্ম প্রজাপতি।
 সত্যের প্রধান আমি বিষ্ণু সুরেশ্বর ॥
 আমার প্রধান হয় বিজয়লবর।
 ব্রাহ্মণপ্রসাদে আমি বিষ্ণু সুরেশ্বর ॥
 ব্রাহ্মণের মুখে আমি করিয়ে ভোজন।
 ব্রাহ্মণপ্রসাদে সৃষ্টি করিয়ে পালন ॥
 ব্রাহ্মণ পূজিহ ভক্তি করিহ ব্রাহ্মণে।
 প্রণাম করিহ দ্বিজ-বৈষ্ণব চরণে ॥
 সেই সে আমার পূজা ভক্তি আরাধন।
 বুঝিয়া ভজিহ দ্বিজ-বৈষ্ণব-চরণ ॥
 এইরূপে নানা ধর্ম লোক শিক্ষা করি।
 স্থাপিল ভরতে রাজ্য অভিষেক করি ॥
 শতক পুত্রের জ্যেষ্ঠ ভরত কুমার।
 তার তরে দিল রাজ্য রাণ্য অধিকার ॥
 আপনে ঋষভদেব ধরি মূনিবেশ।
 বৃক্ষহাল পরিলা পিঙ্গল ষ্টা কেশ ॥
 যেন উনমত অবধূত দুরাচার।
 লোকধর্ম বেদপথ তেজিল আচার ॥
 শৌচ আচরন মান তেজিল বসন।
 যেন অন্ধ বধির করয়ে পর্যটন ॥
 বিষ্টামৃত লেপিত ধূসর কলেবরে।
 আপনে দৈব হৈয়া হেন কর্ম করে ॥

লোক বুঝাইতে প্রভু ছেন বেশ ধরে ।
 কেহ জানি কোথাহ কাহার সজ করে ॥
 সজ হৈতে জনম মরণ দুঃখভার ।
 সজদোষে না ঘুচয়ে এ ঘোর সংসার ॥
 এ বোল বুঝিয়া জানি কেহ সজ করে ।
 লোক বুঝাইতে প্রভু ছেন বেশ ধরে (১) ॥

(১) পাঠান্তর,—“হেন সজ করে” ।

ঐতর্য্য লওয়াইতে ঋষভ অবতার ।
 আপনে করিয়া কৰ্ম বুঝা জ্যৈষ্ঠ সংসার ॥
 ঋষভ-চরিত্র লোক শুন সাবধানে ।
 শুনিলে দূরিত হবে ভব বিষোচনে ॥
 ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী ।
 ভাগবত-কথা কৃষ্ণপ্রেমভরঙ্গিনী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে

প্রথমোধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

ধান শী রাগ ।

মহাভাগবত রাজ্যে ভরত বসিল রাজ্যে
 শাসিল সকল ক্ষিত্তিতে ।
 তারতবর্ষিষ করি নিঃ অধিকারে ধরি
 বশ থুঁইল তুবনমণ্ডলে ॥
 বহুবিধ বজ্র কৈল কৃষ্ণপদ আরাধিল
 পঞ্চ পুত্র হৈল মহাবল ।
 কৃষ্ণনাম গুণগান জুতি পু-১ ভপ ধ্যান
 রাজ্য কৈল অমৃত বৎসর ॥
 ষাণ্মথ্যে বিভজিয়া পুত্র অভিষেক কর্যা (২)
 ভরত চলিল তপোবনে ।
 চক্রে নদী নাম যথা পুত্র আশ্রম তথ্য
 ভরত রহিল হেন স্থানে ॥
 ভপ যোগ সুরমাধি ভক্তি প্রণতি স্তুতি
 কৃষ্ণ আরাধিল নিরন্তরে ।
 চক্রে নদী জলে মজি ত্রিকাল কেশব পুত্রি
 ফল পত্র করয়ে আহারে ॥
 এককালে তীর্থজলে ভরত মজ্জন করে
 জল পিতে আইল হরিণী ।
 বনে সিংহনাদ কৈল হরিণী ভরত পাইল
 কাঁপ দিল চক্রনদীপানি ॥
 হরিণীর গর্ভ খসি যায় জল মধ্যে ভাসি
 মৃগী মৈল জলের ভিতরে ।
 ভরত রাজ্য ধ্যান ছাড়ি মৃগশিশু কোলে করি
 লঞা গেলা আপন মন্দিরে ॥
 পালন পোষণ করি মৃগশিশু প্রেম ধরি
 ভরত পাসরে নিঃ ধর্ম্য ।

(২) পাঠান্তর,—“পুত্র দিল সমর্পিয়া”

হরিণে আসক্তি করি অন্তকালে তহু ছাড়ি
 হরিণ উদরে পাইল জন্ম ॥
 কৃষ্ণ আরাধন পুণ্যে ঐতিশ্যর হঞা অয়ে
 ভয় পেয়া চিন্তে মনে মনে ।
 সকল সংসার ছাড়ি হরিণে আসক্তি করি
 পশু জন্ম হৈল তে-কারণে ॥
 শালগ্রাম তীর্থে যাই পুণ্যজলে স্নান পান (১)
 করি রাজ্য রহে নিরন্তর ।
 নিরবধি হরিকথা শ্রবণ কীর্তন করি (২)
 তেজিল হরিণ কলেবর ॥
 তবে পুণ্য দ্বি কুলে নম লভিল রাজ্য (৩)
 জনমিঞা হৈল জাতিশ্রয় ।
 শ্রীকৃষ্ণ গুণ শ্রবণ স্মরণ শ্রুপদ ধ্যান (৪)
 মনে মনে করে নিরন্তর ॥
 পিতা দশ কৰ্ম কৈল নিজে বেদ পাঠাইল
 তাথে তার নহে অবগতি ।
 অন্ধ বধির অন্ধ যেন রহে নিরন্তর
 বুঝিয়া না বুঝে মহামতি ॥
 অনেক যতনে পুত্র বুঝাইতে না পারিল
 জ্যেষ্ঠ পুত্র করি সমর্পণে ।
 অন্তে তহু তেজি দ্বি পরলোকগতি গেল (৫)
 জননী পশিল হতাশনে ॥

(১) পাঠান্তর,—“পাই” । (২) “বধা” ।

(৩) “হেলে” । (৪) “স্মরণ পদপূজন” ।

(৫) পাঠান্তর,—

“অন্তকালে তহু তেজি, নিজ পরলোকগতি”

জ্যোত্ভাইগণে নানা (১) বেদধর্ম পঢ়াইল
তাহাতে না কৈল অবধান ।
মৃগসঙ্গ করি মৃগ শরীর ধরিল দেখি (২)
রহে জড় বধির সমান ॥
শৌচ আচমন তেঞি অবধুত বেশ ধরি
কপট মলিন অঙ্গ করে ।
তার ছুরাচার দেখি তেজিল বান্ধবগণ (৩)
নিজ স্নেহে আনন্দে বিহরে ॥
ভর্জন তাড়ন কেহ দণ্ড পরহার করে
কেহ করে কেশ আকর্ষণে । (৪)
গন্ধ চন্দন কেহ পান ভোজন দেই
শুখ দুঃখ নাহি তার মনে ॥
ভক্তিবোগ জ্ঞান বলে দীপ্ত কলেবর ধরে
বাহু অভ্যস্তরে সুখময় ।
মূল বলবান দেখি বেঠায় খাটার তারে
যার মনে যে যে কর্ম লয় ॥

(১) পাঠান্তর,—“তার” ।

(২) পাঠান্তর,—

“মৃগ সঙ্গে সঙ্গ করি, মৃগশরীর ।”

(৩) পাঠান্তর,—“সকল বান্ধব তেজি ।”

(৪) পাঠান্তর,—“কহে সব গর্জন বচনে”

অপরক,—“কেহ করে কেশ করিবণে ।”

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চম

স্কন্ধে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

সিদ্ধুড়া-রাগ ।

সিদ্ধু দেশে রাজা চিল রত্নগণ নামে ।
জয়িল বৈরাগ্য তার ভকতি গেলানে ॥
রাজ্য তেজি চলে রাজ্য কপিলের স্থানে ।
ভরভের সনে হৈল পথে দরশনে ॥
চৌদল বহিতে ধরে রাজার কিঙ্করে (১) ।
বহিতে না পারে দোলাী ব্রাহ্মণকুমারে ॥
ক্রোধ করি বলে তবে রাজা রত্নগণ ।
বিস্ময় করিয়া দোলা বহ কি কারণ ॥

(১) পাঠান্তর,—“রাজা কোপ করে” ।

কোদালে কাটিয়া মাটি বান্ধিতে খেতের আলি
ভাইগণে নিয়োজিল তারে ।
আছিল বুঝল রাজা করিব দেবীর পূজা
বলি পালাইল হেন কালে ॥
চাহিতে রত্ননীযোগে পাইক ধাইল বেগে (১)
নরবলি চাহিয়া বেড়ায় ।
বান্ধিয়া আনিয়া তারে দিল রাজার গোচরে
দেখি রাজা বড় সুখ পায় ॥
পুণ্য জলে স্নান করি গন্ধ চন্দন দেই তরি
আনিল চণ্ডীর বিত্তমানে ।
করিয়া পার্বতীপূজা আসিয়া বুঝল রাজা
খজা লৈল কাটিবার মনে ॥
ভক্ত স্থানে অপরাধ দেখি বড় পরমাধ
ক্রোধ কৈল চণ্ডী ভগবতী ।
ভয়ঙ্করীরূপ ধরি রাজার খজা নিল কাটি
সবংশে কাটিল নরপতি ॥
মুখের আগুনি জ্বালি পোড়াইল সব পুরী
সতে একা ভরত রহিল ।
ভরতে প্রসাদ করি জগৎ জননী দেবী
নিজ লোকে আপনে চলিল ॥
জড়ধর্ম করি জড় ভরত ধরিল নাম
ব্রত রাজা ভরত প্রধান ।
ভরত চরিত্র কথা শুনিলে ছরিত হয়ে
ভাগবত-আচার্য্য স্মরণ ॥

(১) পাঠান্তর,—“পাখি ধাইল দশ দিগে ।”

মরিবারে চাহ তোরা নাহি বাস ভর ।
ভাল মতে না যাহ ভুক্তিবে প্রতিক্ষণ ॥
শুনিঞা বাহকগণ রাজার বচন ।
সম্মুখে রাজ্যেরে তবে কহে বিবরণ ॥
আমি-সব মন্ত নহি বহি সাবধানে ।
কিন্তু বেগারিয়া তার বহিতে না জানে ॥
সঙ্গদোষে আমি-সব বুধা দোষ পাই ।
অতিশয় সাবধানে দোলা লয়া বাই ॥
এতক বচন শুনি রাজা রত্নগণ ।
বজ্রপি ব্রাহ্মণ গুরু সেবা পরায়ণ ॥

তথাপি কিঞ্চিৎ ক্রোধ উঠিল হৃদয় ।
 রজোগুণে হৈল কিছু মতিবিপর্যয় ।
 ব্রাহ্মণেরে তবে রাজা বলে কোন বাণী ।
 ভাল ভাল অহো ভাই আমি ভালো জানি ॥
 না ধর বিস্তর বল নহ অতি স্থল ।
 একেশ্বর দোলা বহি আন এত দূর ॥
 এত পরিশ্রম পাইলে নহ বক্রকায় ।
 বুঝকালে এত দুঃখ করিতে না জুরায় ॥
 এত উপালন্ত যদি কৈল নরেশ্বর ।
 নিশবদে দোলা বহে না দিল উত্তর ॥
 স্মৃৎ দুঃখে নাহি তার চিত্তে অবধান ।
 অসত্য শরীরে তার নহে বস্ত্র জ্ঞান ॥
 সেইরূপে দোলা বহে ব্রাহ্মণকুমার ।
 স্নুসারে না চলে দোলা দোলে আরবার ॥
 ক্রোধ করি রাজা তবে ভচ্ছিল অপার ।
 কাটিয়া ফেলিলু আরে ছুট ছুরাচার ॥
 যত্নপি না দোলা বহ হয়ে সাবধানে ।
 তবে আজি যোর হাথে না জীবৈ পরাণে ॥
 রাজার বচনে তাঁর (১) নাহি অবধান ।
 কার দোলা বহে কেবা করে অপমান ॥
 রত্নগণ রাজা যায় তত্ত্ব সাধিবারে ।
 যুগতি চিন্তিল মনে ব্রাহ্মণকুমারে ॥
 তত্ত্ব পদ সাধিতে রাজার আগমন ।
 বুঝিয়া করিব আমি কুমতি খণ্ডন ॥
 সাধুজনে কপট উচিত নাহি হয় ।
 কথাছলে করিব আপন পরিচয় ॥
 সত্য সত্য যে কিছু कहিল নরপতি ।
 অজ্ঞান জনের হয় এ সব কুমতি ॥
 কেবা রাজা কিবা রাজ্য কার অধিকার ।
 আপনে কে হয় কেবা করে অহকার ॥
 তত্ত্ব না জনিঞা জীব করে অভিযান ।
 ভ্রমায় সকল জীবৈ এক ভগবান ॥
 তুমি যে कहিলে রাজা তবে সত্য মানি ।
 যদি তার থাকে তবে ভারী হেন জানি ॥
 যদি কেহো যায় হেন থাকে গম্যদেশ ।
 তবে সে তোমার ঘটে বচন বিশেষ ॥
 স্থল বলবানু তুমি বলিলে কাহারে ।
 এ সব বচন রাজা পণ্ডিতে না বলে ॥
 স্থল ক্লশ আধি ব্যাধি স্মৃধা তৃষ্ণা ভয় ।
 ক্রোধ কলি (১) নিদ্রা রতি মদ মান হয় ॥

(১) “তত্ত্ব”—পাঠান্তর ।

(১) কাল, অর্থে—কলহ ।

এ সব শরীর-ধর্ম দন্ত অহকার ।
 আমি দেহ নাহি তাথে কি দায় আবার ॥
 জীবমৃত করিয়া বলিলে নরেশ্বর ।
 জীবমৃত আমি নহি কিন্তু কলেবর ॥
 জন্মমৃত্যুবৃত্ত রাজা সত্য শরীরে ।
 জীবমৃত করে তুমি বল মহাবীর ॥
 যে তুমি कहিলে আজ্ঞা লজিস্ আমার ।
 তার কথা कहি কিছু সাক্ষাতে তোমার ॥
 যদি স্বামী স্বাম্যভাব হয় স্নানিষ্ঠিত ।
 তবে সে এ সব বাণী বলিতে উচিত ॥
 যদি রাজা-ভৃত্যভাব থাকয়ে বিশেষ ।
 তবে সে এ সব বাণী করি উপদেশ ॥
 তুমি সত্য রাজা নহ আমি নহি ভৃত্য ।
 অভিমানে যত বল সকল অনিত্য ॥
 দণ্ড করি শিখাইব যে তুমি বলিলে ।
 সেই বাণ্য নিরর্থক আমারে না ফলে ॥
 আমি জড় উন্মত্ত অজড় ব্রহ্মময় ।
 তুমি শিখাইলে কি শিখিব অতিশয় ॥
 যদি আমি মত্ত স্তব্ব এই হয় দড় ।
 তবে তুমি কেন আয় ব্যর্থ শিক্ষা কর ॥
 পিঠালী পিষিলে তাথে কোন প্রয়োজন ।
 তবে নিশবদে দোলা বহিল ব্রাহ্মণ ॥
 ভোগে বিপ্রকরে দেহ হেতু কর্মক্ষয় ।
 পুনরপি রাজদোলা বহে মহাশয় ॥
 তবে সিদ্ধপতি রাজা হরষিত চিন্তে ।
 শ্রদ্ধাযুক্ত হয়্যা যায় তত্ত্ব জিজ্ঞাসিতে ॥
 সর্বযোগ শাস্ত্রসার ব্রাহ্মণবচন ।
 গুনিলে হৃদয়-গ্রাহি অবিভ্যা খণ্ডন ॥
 ছুরিতে নামিঞা রাজা পড়িল চরণে ।
 নিজ অপরাধ তবে খণ্ডায় ব্রাহ্মণে ॥
 রাজ-অভিমান তেজি বলে কোন বাণী ।
 কে তুমি কিরূপে ভ্রম কহ বিজয়গি ॥
 গৃঢ়রূপে ভ্রম তুমি ব্রহ্মস্ব ধর ।
 অবধূত বেশে কোথা চল কোথা ঘর ॥
 কিবা যোর কুশল কারণে আগমন ।
 হেন বুঝি সাক্ষাতে কপিল তপোধন ॥
 শঙ্করের ত্রিশূল যমের যমদণ্ডে ।
 তেন শঙ্কা নাহি অর্ক বহি পরচণ্ডে ॥
 তেন শঙ্কা নাহি যোর ইন্দ্রের কুলিশে ।
 যত বড় বিপ্র-অবজ্ঞান শঙ্কা বৈশে ॥
 কেবা তুমি জড়বৎ নিগূঢ়চরিত ।
 অনন্ত মহিমা সর্বগদ-বিবর্জিত ॥

যতেক कहিলে তুমি যোগশাস্ত্রসার ।
মনেহ না পারি কিছু ভেদ করিবার ॥
কিন্তু তুমি যোগেশ্বর ভক্তবিদ্যাসর ।
নারায়ণ জ্ঞান অংশে মুনিকলেবর ॥
ঐহার নিকটে যাই তত্ত্ব জিজ্ঞাসিতে ।
সেই বা কপিল তুমি মিলিলা সাক্ষাতে ॥
যোগেশ্বর গতি এনা আনিব কেমনে ।
গৃহবাসে নিরবধি বিষয় ধৈর্যানে ॥
এই রূপা করি কিবা আইলা যোগেশ্বর ।
তোমার বাক্যের কিছু कहিব উত্তর ॥
তুমি যে বলিলে শ্রম নাহিক আমার ।
অমুখানে তার এই বুঝিলুঁ বিচার ॥
যদি তার বহু তুমি তবে বলি শ্রম ।
কর্তা যদি নহে শ্রম বলি অকারণ ॥
যত কিছু বলি মাত্র সব ব্যবহার ।
ব্যবহার পথ মাত্র না দেখি বিচার ॥
বিনি ঘটে জল যেন না পারি আনিতে ।
এইরূপ সত্য সব ব্যবহার পথে ॥
তুমি যে कहিলে স্থল কৃশ আদি চিহ্ন ।
এ সব দেহের ধর্ম আমি দেহে ভিন্ন ॥
কেবল সংযোগ মা এ যদি দেহে থাকে ।
তবে বা এ সব না ঘটিব কোন পাকে ॥
যেন স্থানীতাপে হয় জলের স্তম্ভপ ।
তার তাপে তগুলের বাহু পরিপাক ॥
তবে ত তগুলের হয় অন্তরে রন্ধন ।
এইরূপে দেহযোগে জীবের জনম ॥
দেহের স্তম্ভপে যেন ইন্দ্রিয় তাপিত ।
তার তাপে হয় প্রাণগণ বিমোহিত ॥

তার তাপে হয় তেন মনের স্তম্ভপ ।
তার অগুরোধে হয় জীবের বিপাক ॥
এ সব অসত্য নহে ব্যবহার পথে ।
তবে আর নিবেদন করিব সাক্ষাতে ॥
যতপি সকল মিথ্যা কিছু সত্য নয় ।
তথাপি সংসার পথে এই সে নির্ণয় ॥
দণ্ড অমুগ্রহ করে যে হয় মূগতি ।
ঈশ্বর-কিঙ্কর করে ঈশ্বর-ভকতি ॥
পিষ্টপেষ না করে অচ্যুতদাস হয়্যা ।
ঈশ্বরের আজ্ঞা পালে কপট বর্জিয়া ॥
স্বধর্ম করিয়া করে ঈশ্বর ভজন ।
অশেষ ছুরিতাম করে বিমোচন ॥
কিন্তু মুক্তি সরদেহ হেন অভিমানে ।
অবজ্ঞান কেনু মুক্তি হেন মহাজ্ঞানে ॥
কৃপাদৃষ্টি দেহ যোরে আর্জুনবদ্ধ ।
যেন তরৌ সাধু-অবজ্ঞান পাপ-সিদ্ধ ॥
যতপি তোমার নাই মান অপমান ।
বিকারবর্জিত তুমি সর্বত্র সমান ॥
আমি সব তথাপি মহাস্ত-কৃত দোষে ।
শূলপাণি হই যদি মজিয়ে সবংশে ॥
সর্ব অবতারে कहি চৈতন্যমহিমা ।
চৈতন্য-ভকত-গুণ-চরিত্র বর্ণনা ॥
সর্বময় গৌরচন্দ্র পূর্ণ অবতার ।
ভক্তি-রস-সুধানিধি আনন্দ বিহার ॥
ভাগবত-আচার্যের মধুর ভারতী ।
চৈতন্যপদারবিন্দ গদাধর-গতি ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চম

স্কন্ধে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ । ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

কানোদ রাগ ।

বিপ্র বলে রাজা তুমি মুখ অগোবিন ।
পণ্ডিতের কথা कह পণ্ডিত সমান ॥
ব্যবহার সত্য করি বল অকারণে ।
কিন্তু সত্য বিচারে না বোলে বুধজনে ॥
কি পুন कहিব কর্মময় বেদবাণী ।
গৃহকর্ম বজ্র বাণে বিস্তারে বাধানি ॥

গুরু তত্ত্ববাদ বাণে প্রকাশ না করে ।
কি পুন कहিব রাজা লোক ব্যবহারে ॥
তত্ত্ব লগ্ন্যহিতে নায়ে বেদান্ত বচনে ।
গৃহ-সুখ স্বপন সমান যে না জানে ॥
বিচারিয়া অমুখানে না ছাড়ে সংসার ।
তার বশ নহে কভু মন ছুরাচার ॥

সত্ত্ব রজ তম গুণে বশ করি রাখে ।
 শুভাশুভ জীবের সৃষ্টিয়ে কর্মপাকে ॥
 সেই মন বিবিধ বাসনায়ুক্ত হয় ।
 বিচিত্র বিধানে তহু সৃজে কর্মময় ॥
 অশেষ বাসনায়ুক্ত বিষয় জড়িত ।
 এদিগে ওদিগে তিন গুণে বিলিত ॥
 দেব দানব ঐমি কীট রূপ ধরে ।
 নানা দেহ নানা যোনি ভ্রমায় সবারে ॥
 সুখ দুঃখ সৃজে মন নানা কর্মফল ।
 জীব আলিঙ্গিয়া মন রহে নিরন্তর ॥
 মন-নিবন্ধনে হয় ঈবের সংসার ।
 নহে যদি সত্য ঈব নিত্য নির্বিকার ॥
 সংসারের হেতু মন বলি তে-কারণে ।
 এ বোল বুঝিয়া মন রোধিব (১) যতনে ॥
 এই চুষ্ঠ মন যদি গুণহীন হয় ।
 মুক্তি-কারণ তবে সেই (সুনিশ্চয়) ॥
 গুণযুক্ত হৈয়া সৃজে নানা দুঃখভার ।
 গুণহীন হৈলে সেই মুক্তি-দুয়ার ॥
 তৈল শলিতায় যেন প্রদোপের শিখা ।
 ধুমময় হৈয়া নানা বর্ণে দেই দেখা ॥
 তৈল বাতি না থাকিলে নিজ রূপ ভজে ।
 মুক্তি-কারণ মন যদি গুণ তেজে ॥
 মনের কল্পনা সব বিবিধ বাসনা ।
 শত শত কোটি কোটি না যায় গণনা ॥
 অত্যাশ্রয়ে না হয় কিছু না হয় আপনে ।
 অশেষ বাসনাময় মন নিবন্ধনে ॥
 ক্ষেত্রজ দৈব প্রভু অনন্ত শক্তি ।
 তাথে হৈতে মনের বিভূতি উৎপত্তি ॥
 মায়াবিরচিত লিঙ্গদেহ মনোময় ।
 আবির্ভাব তিরোভাব সব তথি হয় ॥
 যে পুন ক্ষেত্রজ জীব সে ভুজে বিষয় ।
 ক্ষেত্রজ দৈব তাথে নিত্য শুদ্ধময় ॥
 ক্ষেত্রজ দৈব আত্মা পুরুষ পুরাণ ।
 অজ নিরঞ্জন নারায়ণ ভগবান্ ॥
 সুপ্রকাশ বাসুদেব পরম দৈব ।
 নিজ মায়া বলে জীব সৃষ্টিয়ে সকল ॥
 যাৎ জিজ্ঞাসা করি জ্ঞান নাহি বুঝে ।
 জ্ঞানে মায়া ছেদিয়া দৈব নাহি ভজে ॥
 যাবৎ দৈবরতন বিচার না করে ।
 তাবৎ ভ্রময়ে জীব এ যোর সংসারে ॥

যাবৎ না জানে লিঙ্গদেহ মনোময় ।
 অশেষ সংসার ক্ষেত্র তাপ কর্মচর ॥ (১)
 শোক মোহ রাগ রোগ লোভ নিবন্ধন ।
 তাবৎ ভ্রময়ে জীব না ঘুচে বন্ধন ॥
 এ বোল বুঝিয়া রাজা করি বিমর্শন ।
 মহাবল মহাশত্রু মন দুর্দ্ধরিষ ॥
 গুরুরূপ হরিপদ-সেবা অস্ত্র ধর ।
 আত্মবিনাশন মন শীঘ্র কাটি পেল ॥
 এতেক বচন শুনি রাজা রুহগণ ।
 ক্ষিত্তিতে পড়ি করে আত্মনিবেদন ॥
 নমো নমো অবধূত ভিজকলেবর ।
 নমো নমো নিগূঢ় কারণ তত্ত্ববর ॥
 নিজানন্দে পূর্ণ নিত্য অমৃতবানন্দ ।
 নমো নমো নিরবধি বন্দো পদদ্বন্দ্ব ॥
 রোগীর ঔষধ হেন হিত রোগহর ।
 নিদাঘ সন্তাপে যেন সুশীতল ওল ॥
 (কুচ্ছিত) শরীরে অভিমান ফণধরে ।
 দংশিল সকল যোর জ্ঞান অক্ষিবলে ॥
 তোমার অমৃতময় মন বিশেষে ।
 অজ্ঞান গরল যোর হরিল অশেষে ॥
 পাছে মুক্তি জিজ্ঞাসিমু নিজ প্রয়োজন ।
 যাহা হৈতে হয় মোর এ মায়া (২) খণ্ডন ॥
 যে তুমি কহিলে বিপ্র হৃকোষ বচন ।
 বেকত করিয়া মোরে বুঝাই এখন ॥
 কিবা ভার কিবা ভারী কার পরিশ্রম ।
 ব্যবহার মাত্র সতে কেবল ভরম ॥
 এ সব কহিলে তুমি সব ব্যবহার ।
 সাক্ষাতে দেখিয়ে কেন নহে আপনায় ॥
 এই সে মনের যোর ভ্রম অতিশয় ।
 তত্ত্ব বিচারিয়া মোর ঋণাহ সংশয় ॥
 রাজার বচন শুনি ব্রাহ্মণকুমার ।
 কহিতে লাগিলা তত্ত্ব কহিয়া বিস্তার ॥ (৩)
 শুন হে পার্থিব যারে বলে কলেবর ।
 যুক্তিকার পিণ্ড তাথে নাঞি বুদ্ধিবল ॥
 সেই তার বহে সেই ধরে যেন নাম ।
 কি তার কারণ কোথা হৈতে উপাদান ॥

(১) পাঠান্তর,—

“যাবৎ না জানে মন লিঙ্গদেহময় ।
 অশেষ সংসারে তাপ ক্ষেত্র কর্মচর ॥”

(১) পাঠান্তর,—“বাক্য” ।

(২) “অজ্ঞান” । (৩) “বিচার”

যদি তার শ্রম তবে সেই তার বহে ।
 বিচারিয়া বুঝি (১) যদি সেই সত্য নহে ॥
 পায়ের উপরে জন্মা জন্ম কটদেশ ।
 জাহার উপরে নাভি উদর বিশেষ ॥
 তাহার উপরে বক্ষঃস্থল শিরোবর ।
 বুঝ দেখি কি কি তার বহে কলেবর ॥
 কাষ্ঠময় দোলা আছে স্বকের উপরে ।
 তাথে তুমি আছ রাজা বলাহ কাহারে ॥
 মাটি পিণ্ড আছে যার সিদ্ধপতি নাম ।
 তাথে তুমি রাজা হেন কর অভিমান ॥
 দেহমদে অন্ধ তুমি আপনা পাসর ।
 দেহ ভিন্ন তুমি ভিন্ন কায়ে রাজা বল ॥
 বেঠায়ে ষাটাহ দীন হীন জন ধরি ।
 অহঙ্কারে আপনায়ে মান অধিকারী ॥
 মিথ্যা গর্ব কর তুমি লজ্জা নাহি বাস ।
 কোন্ গুণে আপনাকে আপনি প্রশংস ॥
 যদি বল চরাচর দেহের সনয় ।
 মাটি হৈতে হয় তার মাটিতে নিধন ॥
 নানা ভেদ কহি মাত্র মাটির বিকার ।
 সেই সত্য নহে সতে মাটি মাত্র সার ।
 ব্যবহার বিনে যদি পার নিরুপিতে ।
 অজ্ঞানে বিচারিয়া দেখ দেখি চিতে ।
 মাটির বিকার দেখ নানা পরকরে ।
 কত হয় কত খায় মাটি মাত্র সার ॥
 ক্ষতি সত্য বল যদি সেই সত্য নয় ।
 অল্পকালে পরমাণু-রূপে পরলয় ॥
 পরমাণু সত্য যদি বলিবে নিশ্চিত ।
 মনের কল্পনা সেই মাত্রা বিরচিত ॥
 পরমাণুগুণে করে পৃথিবী রচনা ।
 এতেক অসত্য সব মনের কল্পনা ॥
 এই হেন রূপ দুই বস্তু যারে বলি ।
 কাঁচ্য কারণ স্থল রূপ আদি করি ॥
 জীব অজীব (২) আর যত দেখি শুনি ।
 মাত্রা-বিনির্দিষ্ট সব বুঝ অজ্ঞানি ॥
 সত্য এক পরমার্থ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ।
 অন্তরে বাহিরে সেই পরিপূর্ণ-ধাম ॥

নিত্য শান্ত ভগবান বাসুদেব নাম ।
 সতে সত্য এই মাত্র কিছু নহে আন ॥
 শুন রহুগণ তব্ব কহিব তোমায়ে ।
 তপ যোগ যজ্ঞ করি না পাই তাহারে ॥
 দান দ্রুত গৃহত্যাগ সম্মাস বিধানে ।
 অগ্নি জল সূর্য্য সেবা তীর্থ পর্য্যটনে ॥
 সাধুজন-পদরজ অভিষেক বিনে ।
 সে কৃষ্ণ না পাই রাজা বিবিধ বিধানে ॥ (১)
 সাধুর সমাজে হয় হরিগুণ গাথা ।
 যাহার শ্রবণে দূর যায় গ্রাম্য কথা ॥
 নিরবধি হরি কথা করিতে শ্রবণ ।
 শ্রীহরিচরণে যতি বাঢ়ে অমূল্য ॥
 আমার পুরুষ কথা শুন রহুগণ ।
 কহিব তোমায়ে কিছু পূর্ব্ব বিবরণ ॥
 ভরত আমার নাম পুরুষে আছিল ।
 চক্রবর্তী রাজা হয়্যা পৃথিবী শাসিন ॥
 কৃষ্ণ-আরাধন করি নানা যজ্ঞ দানে ।
 গুণে রাজ্য দিয়া আমি প্রবেশিলুঁ বনে ।
 সমাধি ধারণা ধ্যান করিয়া বিস্তর ।
 সর্ব্বভাবে হরি আরাধিলুঁ নিরন্তর ॥
 যুগশিশু সঙ্গে আমি সর্ব্বনাশ করি ।
 জনম লভিলুঁ গিয়া যুগরূপ ধরি ॥
 জ্ঞানস্বর হৈয়া আমি জনম লভিল ।
 হরিসেবা অল্পভাবে স্মৃতিভঙ্গ নৈল ॥
 চক্র-নদী ভীরে তেজি যুগকলেবরে ।
 জনম লভিল আসি দ্বিজবর-ঘরে ॥
 তে-কারণে থাকি সর্ব্ব সজ পারহরি ।
 অবধূত-বেশে আমি মনে শঙ্কা করি ॥
 সর্ব্বসঙ্গ-বিবর্জিত সাধুসঙ্গ করি ।
 যদি সেই জ্ঞানবজ্রা ভক্তিতে ধরি ॥
 জ্ঞানখণ্ডে সর্ব্বসঙ্গ পেলিব কাটিয়া ।
 হরিকথা হরিলীলা শ্রবণ করিয়া ॥
 তবে জ্ঞানযোগে (২) ভবপথে হয় পার ।
 তবে সে শ্রীহরি লভে জন্ম নাহি আর ॥
 ভাগবত-আচার্য্যের মধুর ভারতী ।
 চৈতন্যদারবিন্দ গদাধর-গতি ॥

(১) “বিনা ভাগবত পদরজ দরশনে ।

সে প্রভু না পাই রাজা বিবিধ বিধানে”

—পাঠান্তর “পরশনে” ।

(২) পাঠান্তর,—“ভক্তিযোগে” ।

(১) পাঠান্তর,—“চাহ” ।

(২) পাঠান্তর,—“নিজীব” ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

সুই-রাগ ।

ভবপথ কহি শুন রাজা রত্নগণ ।
দুস্তর সংসার পথে ভ্রমে সৰ্বজন ।
দেবমায়ী নিপতিত ভ্রমে ভবপথে ।
ঞণ ভেদে কৰ্ম করে অদৃষ্টের (১) সাথে ॥

যেন বাণিজ্যার সঙ্গে লঞা সাধুগণ !
এদিকে ওদিকে ধায় ধনের কারণ ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যেন যায় নানা দেশ ।
খনলোভে করে গিয়া বনে পরবেশ ॥
শেইরূপে ভবাটবী নামে মহাবন ।
সুখ-হেতু প্রবেশিয়া ভ্রমে সৰ্বজন ॥
ছয় গোটা শত্রু তাথে মহাবলী যার ।
সৰ্ব্ব ধন হরি তবে যারে বাণিজ্যার ॥
শৃগাল আসিয়া তাথে বেচি কামড়ায় ।
ভেড়া ধরি কুকুরে বেচিয়া যেন ধায় ॥
কোন ঠাকুর তৃণ লতা পুরিত অন্তরে ।
প্রবেশ করয়ে গিয়া কঠোর গহ্বরে ॥
ভাশ মছর ভাখি বেচি কামড়ায় ।
কোন ঠাকুর গন্ধৰ্ব নগরে চলি যায় ॥
তথা গিয়া বিস্তর সুন্দর ধন দেখে ।
ধনের কারণে ধারে এদিকে ওদিকে ॥
কোন ঠাকুর মহাবাত ঝড় উতপাতে ।
বুজবর্ণ দশদিগ ধূলায় আচ্ছাদে ॥
দেখিতে না পায় কিছু আঁখি মুদি রহে ।
বত উতপাত পড়ে নানা দুঃখ সহে ॥
কোন ঠাকুর দেখিয়ে কিল্লিক রব উঠে ।
সহিতে না পারে বেধা দুই কাণ ফাটে ॥
কোন ঠাকুর ঘৃণ পক্ষ ডাকে ঘোরতর ।
সহিতে না পারে তাহা দুঃখিত অন্তর ॥
কোন ঠাকুর পাপবৃক্ষ অতি দুঃখময় ।
সুধারে আঁকুল হঞা করয়ে আশ্রয় ॥
কোন ঠাকুর মৃগ-তৃষ্ণা জল বৃদ্ধি করি ।
তৃষ্ণায় পীড়িত ধেঞা যায় স্বরাশ্রি (২) ॥
কোন ঠাকুর নদ নদী দেখি ধেঞা যায় ।
তথান দেখিয়া নদী মনে দুঃখ পায় ॥
কোন ঠাকুর দাবায়ি বেচিয়া অজ পড়ে ।
কোন ঠাকুর যক্ষগণে বেচি ধন লোড়ে ॥

কোন ঠাকুর বলে ধন হরে বাণিজ্যারে ।
শোকে বিষোহিত কিছু কহিতে না পারে ॥
কোন ঠাকুর গন্ধৰ্ব নগরে পরবেশে ।
ক্ষণ মাত্র থাকে তথা চিত্তের সন্তোষে ॥
কোন ঠাকুর কণ্টক দুর্গম পথে যায় ।
হাঁটিতে না পারে বৃক্ষে উঠিবারে চায় ॥
কণে কণে উদর অনলে তন্ন দহে ।
ক্রোধ করি বন্ধুগণে মারিবারে চাহে ॥
কোন ঠাকুর আসি ধরি গিলে অজগরে ।
শব সম হয়্যা রহে বনের ভিতরে ॥
কোন ঠাকুর সর্পে আসি দংশে কলেবর ।
অচেতন হয়্যা থাকে বনের ভিতর ॥
কোন ঠাকুর অন্ধরূপে পড়ে অন্ধ হয়্যা ।
কোন ঠাকুর স্নেহে রহে ক্ষুদ্র রস পায়্যা ॥
তথায় বেচিয়া মাছি করে উতপাত ।
সুখ হেতু বেয়াতুল না পায় সোম্বাতি ॥
কেহ গালি দেয় কেহ করে তিরস্কার ।
উর্জন তাড়ন দণ্ড পায় বারেবার ॥
সহিতে না পারে দুঃখ কোন পরকারে ।
সেই ধন লয়্যা গিয়া কোথাই উত্তরে ॥
তথাতে বেচিয়া ধন লোভে আনে আনে ।
দৈবযোগে তথা হৈতে গেল অল্প স্থানে ॥
তথা তারে আনে আনে বাকিয়া পেলায় ।
দণ্ড মুণ্ড করি সব ধন লঞা যায় ॥
কোন ঠাকুর শ্মিত তাপ ঝড় বরিষণে ।
নানা দুঃখ ভোগ করি রহে সেই মনে ॥
কোন ঠাকুর বিরোধ কন্দল গালি বাজে ।
অন্তোন্তে বেচিয়া জড়াঝড়ি শ্রায় ভাঙ্গে ॥
দৈবদুর্কিপাশে যদি যায় ধন নাশ ।
নাহি শয্যা নাহি ভূষা নাহি গৃহ বাস ॥
মাগিয়া পরের ঠাকুর যেন কিছু আনে ।
তাই লয়্যা তুষ্ট হয় (মন্ত্য হেন) ॥
যদি কিছু না পায় অন্তরে পরিতাপ ।
পরের সম্পদ দেখি করয়ে বিলাপ ॥
অন্তোন্তে করিতে ধন ব্যয় অপব্যয় ।
বন্ধুগণ সহে বৈরি-অশ্রুবন্ধ হয় ॥
তথাপি অন্তোন্তে যেন সফল বাক্যে ।
বিবাহ মজল কৰ্ম বিবিধ উৎসবে ॥
বিবাহ করিতে রহে তাতে বিষ পড়ে ।
রাজতম দম্ভ্যভয় নানা দুঃখ মিলে ॥
সম্পদে বিপদ আসি মিলে আচম্বিতে ।

(১) পাঠান্তর,—“সৰ্বসঙ্গ” ।

(২) পাঠান্তর,—

“ঞড় বিয়া স্বরাশ্রি যায় নন ধরি”

মৃতবৎ হয় কিছু না পারে করিতে ॥
 এই ভবপথে লোক এত দুঃখে ভ্রমে ।
 কত কত দুঃখভোগ করে পরিশ্রমে ॥
 ধন পুত্র পরিবার যত যার নাশ ।
 সে সব পাসরে আর ধনে করে আশ ॥
 পুন ধন পুন পুত্র পুন পরিজন ।
 ইহার কারণে পুন করে পরিশ্রম ॥
 এইরূপে সৰ্বলোক ভ্রমে ভবপথে ।
 বাহ্যিভাবে কেহ না আইসে কোন মতে ॥
 নাহি কেহ হৈতে পারে ভবপথে পার ।
 এইরূপে গতাগতি পরিশ্রম সার ।
 মহাপুরুষ মহাবীর নৃপতিমণ্ডল ।
 দিগ্গজ জিনিঞা যারা ধরে মহাবল ॥
 মোর মোর বলি তারা এই কিতিতলে ।
 বৈর অশ্বক্কে যুদ্ধ কৈল চিরকালে ॥
 এখানেতে যুঝিয়া সব মৈল বীরগণ ।
 নাহি ভবপথে পার হৈল কোন জন ॥
 কোন ঠাঞি লতাবল্লভ করি আরোহণ ।
 শুক পিক কলয়ব বধুর ভাষণ ॥
 শুনিতে আনন্দ তবে বাঢ়ে অতিশয় ।
 সেই সঙ্গে সন্তোষে বিহরে দুরাশয় ॥
 কোন ঠাঞি কালচক্র দেখিয়া তরাসে ।
 কঙ্ক বক-কাককুল শরণে প্রবেশে ॥
 তারা সব যদি তারে বঞ্চয়ে কপটে ।
 হংসকূলে প্রবেশয়ে পড়িয়া সঙ্কটে ॥
 তা সভার গুণ শীল করিয়া আচার ।
 বানরগণের সঙ্গ রয়ে আরবার ॥
 তা-সভার জাতি অনুসার ক্রীড়ারসে ।
 অস্তোস্ত্রে বিহরে সেই সন্তোষ বিশেষে ॥
 মৃত্যুকাল আছে হেন মনেহ না ভায় ।
 ক্রম আরোহণ করি বিছরিতে চায় ॥
 মৃত্যু দার পরিজন দয়ারস বশে ।
 অতিশয় রতি সুখ সন্তোষ বিশেষে ॥
 আপন বন্ধন জীব ছিড়িতে না পারে ।
 কোন ঠাঞি পরবেশ পৰ্ব্বত গঙ্ঘারে ॥
 কন্দরে পড়িয়া হয় ভয়ে অচেতন ।
 গজভয়ে লতাবলী করে আরোহণ ॥
 যদি কদাচিৎ হয় আপদ নিস্তার ।
 পুনরপি সেই পথে মিলে আরবার ॥
 এইরূপে ভবপথে এ লোক সকল ।
 দেবমায়ী নিপতিত ভ্রমে নিরন্তর ॥
 এই ভবপথে লোক এখন ভ্রমে ॥

তার মাঝে এক গুটি পার নাহি হয়ে ।
 তুমি রহুগণ এই পথে নিপতিত ।
 এ বোল বুঝিয়া শীঘ্র হও সাবহিত ॥
 হরিসেবা করি তুমি জ্ঞানবজ্র ধর ।
 বিষয়ে আসক্তি রাজা মনে বুঝি ছাড় ॥ (১)
 সৰ্বভূতে দয়া মৈত্রী দণ্ড পরিহর ।
 শীঘ্র এই ভবপথে পার হৈয়া চল ॥
 তবে কোন বাণী বলে রাজা রহুগণ ।
 অহো ধন্ত অতি ধন্ত মামুঘ জনম ॥
 স্বর্গে দেবজন্ম তাহে কোন প্রয়োজন ।
 তোমা-সব সঙ্গে যাহে নাহি সমাগম ॥
 অন্তর শোধিত যার হরিগুণরসে ।
 তুমি সব মহাস্ত মুদিত কৃষ্ণরসে ॥
 তোমা সব সঙ্গে যথা প্রচুর সঙ্গম ।
 নাহি যদি স্বর্গবাসে কোন প্রয়োজন ॥
 তোমার পদারবিন্দ-রজ পরশনে ।
 সৰ্ব পাপ হরে ভক্তি হয় নারায়ণে ॥
 এই কোন অদভূত মহিমা তোমার ।
 ক্ষণ মাত্র সঙ্গ আজি ঘটিল আমার ॥
 কুতর্ক লক্ষ্যনে অতিশয় বৃদ্ধমূল ।
 হেন অবিবেক মোর সব গেল দূর ॥
 নমো নমো মহাস্তচরণে নমস্কার ।
 নমো নমো দ্বিজবটুচরণে তোমার ॥
 অবধূত বেশে প্রভু ভ্রম কিতিতলে ।
 নমো নমো ব্রাহ্মণচরণে নিরন্তরে ॥
 শুক মুনি বলে রাজা শুন পরীক্ষিৎ ।
 তবে অবধূতরাজা জানে সুপণ্ডিত ।
 রাজ্যারে বুঝিয়া তব উপদেশ দিল ।
 চরণে প্রণাম করি সে রাজা চলিল ॥
 তব উপদেশ পায়্যা রাজা রহুগণ ॥
 জ্ঞানদীপে নিবায়িল আত্মগত ভ্রম ॥
 অবিচারচিত ভেদ ভেজি অহঙ্কার ।
 ভজিয়া শ্রীহরি হৈল ভবপথে পার ॥
 অবধূত দ্বিজ পরিপূর্ণ জ্ঞান-রসে ।
 জিনিঞা তরঙ্গ চক্র শিক্কুলে ভাসে ॥

(১) পাঠান্তর,—

“বিষয়-আসক্তি রাজা বুঝি মনে ছাড়” ।

নিজ স্মৃতে ভ্রমে বিপ্র ছাড়িয়া কল্পনা ।
কহিল তোমায়ে রাজা ভকত মহিমা ॥
রাজা বলে শুন শুকদেব মহামতি ।
তুমি যে কহিলে যোর নৈল অবগতি ॥
ভবপথ নিরূপিলে পরোক বচনে ।
বিচারিলে কদাচিত্ ববে বৃথজনে ॥

মুখ'লোক বৃত্তিতে না পারে কি প্রকার (১) ।
প্রকাশিয়া কহ কিছু করিয়া বিস্তার ॥
ধীর-শিরোমণি শ্রীগদাধর জ্ঞান ।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান ॥

(১) পাঠান্তর,—

"মুখ'জনে বৃত্তিতে না পারে ভৎকাল" ।

ইতি শ্রীভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে
পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

দেশাগ রাগ ।

মুনি বলে রাজা তুমি কর অবধান ।
প্রকাশিয়া ভবাটবী করিব ব্যাখ্যান ॥
এই সব জীবলোক বিষ্ণুমায়াবশে ।
চূর্ণম সংসারপথে ভ্রমে কর্মদোষে ॥
ভবাটবী প্রবেশিয়া ভ্রমে নিরন্তরে ।
শ্রীহরিচরণ নাহি ভঞ্জে একবারে (১) ॥
হরিগুরু-চরণারবিন্দ-মধুকরে ।
ভায়া সব ভক্তিব্যাগ স্থাপিল সংসারে ॥
ছেন ভক্তিব্যাগ এক (২) কালে নাহি পারে ।
চূর্ণম সংসারপথে ভ্রমিঞা বেড়ারে ॥
সুভাশুভ ত্রিগুণকল্পিত কর্ম করে ।
কর্মবশে উত্তম অধম দেহ ধরে ॥
দেহ গেহ স্মৃত-দার সংযোগ বিচ্ছেদ ।
নানা কর্ম-বিনির্মিত বহুবিধ খেদ ॥
বহুবিধ প্রতিকার করে বহু মতে ।
সাধিতে না পারে কিছু ভ্রমে ভবপথে ॥
যেন বাণিজ্যর গণে অর্থ উপার্জনে ।
ধন-হেতু ব্যাকুলিত পৈশে মহাবনে ॥
এইরূপে ভবপথে ভ্রমে হতবুদ্ধি ।
সুভাশুভ কর্ম করি মরে নিরবধি ॥
এই ভবাটবা মাঝে ছয় রিপু বৈসে ।
ইঞ্জির তাহার নাম বিশ্বর প্রবেশে ॥
বহু চন্দ্ৰ কষ্ট করি করে উপলক্ষন ।
লক্ষ্য করিয়া যত রাখে পুণ্যধন ॥
দৃষ্ট্যবৎ বেচিয়া তার। সর্ব ধন লুটে ।

বুদ্ধি মন হয়ে করি বিষয়ে লম্পটে (১) ॥
এদিগে ওদিগে তারা বান্ধি লৈয়া যায় ।
পরলোক ধন তারা সব বেড়ি খায় (২) ॥
ধনের বাণিজ্যে যেন চলে সাধুগণে ।
কুনায়ক সঙ্গী সঙ্গে ফিরে বনে বনে (৩) ॥
আচাৰ্য্যিতে বেচি যেন দম্মাগণ লোড়ে ।
এইরূপে গ্রাম্যস্মৃতে গৃহবাসী মরে ॥
এ বন্ধু বান্ধব স্মৃত দার পরিবার ।
নামে সে কুটুম্ব কার্য্যে কেবল শৃগাল ॥
কামী কুপুরুষ তারা বেচি কামড়ায় ।
কুকুরে বেচিয়া যেন ভেড়া ধরি খায় ॥
বৎসরে বৎসরে যেন কৃষি করে খেতে ।

(১) পাঠান্তর,—

"বিষয় লম্পট করি বুদ্ধি মন টুটে"

অপরক,—

"দম্মাগণে বেচি তার সব ধন লোড়ে ।

বিষয়-লম্পট করি বুদ্ধি বল হয়ে ।"

(২) সাহিত্য-পরিবং কর্তৃক প্রকাশিত

পুস্তকে,—

"এ দিগে ও দিগে তার কলস বাজায় ।

পরলোক ধন তার সব বেড়ি খায় ।"

(৩) অল্প পুঁথির পাঠ,—

"লোলা এক চাপি যেন ভ্রমে বনে বনে ।"

পরিবং প্রকাশিত পুস্তকের পাঠ—

"কোন এক সঙ্গী সঙ্গে কৈসে মহাবনে ।"

(১) কোন কালে । (২) "বত" ।

যদি বীজ পোড়াইতে নায়ে কোন মতে ॥
সেই খেতে শস্ত যদি বুনিল কৃষাণে ।
তুণ গুল্য ঘাসে হয় গহ্বর সমানে ॥
এইরূপ গৃহাশ্রম বলি কর্ম-খেত ।
কত কর্ম উঠে তার নাহি পরিচ্ছেদ ॥
করিতে না টুটে কর্ম বাচে অভিশয় ।
কর্ম করি মরে গৃহবাণী দুরাশয় ॥
এ ঘর বসতি সে যে কামের কোদণ্ড ।
কত কাম উঠে তার কেবা পায় অস্ত ॥
কপূরের ডাঙে যেন গন্ধ নহে দূর ।
কপূর না থাকে ততু গন্ধ যে প্রচুর ।
এইরূপে শূন্য ঘরে উঠে নানা কাম ।
তাথে দুই লোক ভাণ শযার সমান ॥
পতঙ্গ শকুনী চোর মুখা সমতুল ।
ভার্য্য সব বেড়ি প্রাণে করয়ে ব্যাকুল ॥
এইরূপে ভ্রমে জীব এনা মহাবনে (১) ।
অবিচারচিত কাম-কর্ম নিবন্ধনে ॥
কদাচিত কখন মধুর পুরে যায় ।
গন্ধর্ব্বনগর তুল্য দেখি সুখ পায় ॥
কোন ঠাঞি ফিরয়ে বিষয় অভিলাষে ।
মৃগতৃক্ষা সমতুল্য নাহি সুখলেশে ॥
পান ভোজনাদি রতিশূন্য ভোগলেশ ।
এখনে মানয়ে সুখ অস্তে মাত্র ক্লেশ ॥
কোন ঠাঞি বহিমল অঙ্গার বরণ ।
তাহার কারণে ধায় মানিক্য কাঞ্চন ॥
উদ্ধামুখ কেবল পিশাচ সমতুল ।
অগ্নিকামে ধায় তথা হইয়া ব্যাকুল ॥
উদ্ধামুখ পিশাচী ভ্রমে বনে বনে ।
আগুনি বলিয়া ধায় শীতাতুর জনে ॥
এইরূপ কনক আনল সমতুল ।
তা' দেখিয়া ধায় ভীষ হইয়া ব্যাকুল ॥
কনক না পায় যদি কর্মবশে ধায় ।
সেই হেম কারণে আপনে মরি যায় ॥
ভাল জল স্তল দেখি তথা করে বাস ।
বিবিধ জীবিকা-হেতু বিবিধ প্রয়াস ॥
এ দিগে ও দিগে ভ্রমে এই ভববনে ।
তবে আর কহি রাজ্য শুন সাধবানে ॥
কোন ঠাঞি যুবতী করিয়া কোলে রহে ।
অসাধু নিমিত্ত কথা তার সনে কহে ॥

সকল মর্ধ্যাদা পরিহরে একিবারে ।
অন্ধবৎ হয় যেন অন্ধকার ঘরে (১) ॥
দেব ষিদ্ধ কাল বেশ পাগরে সকল ।
যুবতী করিয়া কোলে অজ্ঞানে বিভোলা ॥
যেন বায়ুচক্রে করে ধলায়ে আঁকল ।
না জানে বিদিক দিক কিবা নিজ পর ॥
এইরূপে ভ্রমে জীব ভব মহাবনে ।
দুঃখ ভোগ করে মাত্র অসত্য ধোয়ানে ॥
ক্ষণ মাত্র বিষয় অসত্য করি জানে ।
মতি-ভ্রষ্ট হয় পুন দেহ অভিমানে ॥
বিষয় সন্ধানে পুন হয়ত ব্যাকুল ।
না জানে বিষয় মৃগতৃক্ষা সমতুল ॥
কোন ঠাঞি এইরূপে ভ্রমিয়ে বেড়ায় ।
কোন ঠাঞি দুষ্কর্মন-ভৎসন গালি খায় ॥
রিপুগণে দেহে গালি রাজার কিঙ্করে ।
তর্জ্জন গর্জ্জন নানা পরিবাদ করে (২) ॥
অসত্য বচন শুনি মনে দুঃখ উঠে ।
সহিতে না পারে বেথা দুই কাণ ফাটে ॥
বচে যেন উলুক ঝিল্লিক বনবনী ।
সহিতে না পারে লোক উতপাত ধ্বনি ॥
কোন ঠাঞি ক্ষীণ পুণ্য আপনার দেখি ।
জীয়েছেই মরা যেন মনে হয দুঃখা (৩) ॥
দান ভোগ বিহীন বণিক ঘরে ধায় ।
নহে কিছু প্রয়োজন দুঃখ মাত্র পায় ॥
বিষক্রম লতা যেন করিয়া আশ্রয় ।
বিষজল পানে যেন দুঃখ অতিশয় ॥
কোন কালে হয় যদি কুসঙ্গে কুমতি ।
পাষণ্ড দুষ্কর্মনে জনে করয়ে সংহতি ॥
শুখন নদার গর্ভে কেহ জানি পড়ে ।
হাত পাও ভাঙ্গি যেন শির কুটি মরে ॥
যদি ধনহীন হৈল অন্ন নাহি মিলে ।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মরে উদর অনলে ॥
বাপের পুত্রের কিছু যায় ঠাঞি পায় ।
তুণ মাত্র হয় যদি কাটি ধরি খায় ॥
কোন কালে দেখে ঘরে নাহি কিছু সুখ ।
দাবানল সমতুল পরকালে দুঃখ ॥

(১) পরিবৎ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকে,—

“পাতকী সহায় যেন অন্ধকার স্থলে” ।

(২) পাঠান্তর,—“বোলে”

৩) পাঠান্তর,—

“হা কর করি তবে বিধাতাকে দেখি ।”

(১) পাঠান্তর,—“নানা কুসন্ধানে” ;
“যে মহাবনে” ।

শোকানলে পুড়িয়া মরয়ে নিরন্তর ।
 রহিতে না পারে ঘরে চলে দেশান্তর ॥
 কোন ঠাঞি কালদোষে রাজা দুষ্টবতি ।
 ধন প্রাণ হরে সব এ ঘর বসাত ॥
 রাক্ষসে বেঢ়িয়া যেন প্রজা ধরি খায় ।
 এইরূপে প্রাণ-ধন হরি লয়া যায় ॥
 জীবন উপায় কিছু না দেখে সংসারে ।
 মৃতবৎ হঞা চিন্তা করে নিরন্তরে ॥
 কোন ঠাঞি মনোরথ-রচিত সংসার ।
 পিতা পুত্র ধন জন এ মহীভাণ্ডার ॥
 অসত্য মানয়ে সত্য তড়িৎ চঞ্চল ।
 প্রবেশিয়া বহে যেন গন্ধর্ব্বনগর ॥
 স্বপন সমান সুখ ক্ষণ মাত্র পায় ।
 সুখের কারণে নানা দুঃখ অল্পভায় ॥
 কোন ঠাঞি গৃহকর্ম্ম বিধি অনুষ্ঠান ।
 গুরুতর গিরি যত বিবিধ বিধান ॥
 বঝিতে কর্ম্মের অন্ত কর্ম্মগিরি চড়ে ।
 ভথি কত কত দুঃখ নানামতে পড়ে ॥
 সেই দুঃখ সহি জীব করে কর্ম্মরাশি ।
 কষ্টক পুরিত ক্ষেত্রে যেহেন প্রবেশি ॥
 নিরবধি কর্ম্ম করি পায় অবসাদ ।
 সতে দুঃখ মাত্র সার না হয় প্রসাদ ॥
 কোন কালে দুর্দ্ধরিষ উদরঅনলে ।
 বৃদ্ধি বল হরে সব আকুল অন্তরে ॥
 ক্রোধ করি গালি দেয় বন্ধু পরিজনে ।
 নিদ্রা অজগরে ধরি গিলে কোন ক্ষণে ॥
 অন্ধতমে মজিয়া না জানে াল মন্দ ।
 যেন শূন্য বনে প্রবেশিয়া রহে অন্ধ ॥
 কোন কালে আসিয়া দুর্দ্ধিন ফণধরে ।
 চৌদিকে বেঢ়িয়া তার দংশে কলেবরে ॥
 ক্ষণেক না যায় নিদ্রা অন্তরে দুঃখিত ।
 অন্ধবৎ যেন অন্ধরূপে নিপতিত ॥
 কোন কালে মধুলব (১) কাম অভিলাষে ।
 পরদার পরদ্রব্য হরে কর্ম্ম বশে ॥
 ধরিয়া মারিয়া আনে অস্ত্র-লয়া যায় ।
 রাজার কিঙ্কর পাইলে মারিয়া পেলায় ॥
 নরকে পড়িয়া পড়ে (২) করে দুঃখ ভোগ ।
 তে কারণে বলি ভববীজ কর্ম্ম যোগ (৩) ॥

পরদার পরদ্রব্য হরয়ে যে জনে ।
 বাকিয়া পেলায়ে তারে আনি ধরি আনে ॥
 সেই সেই বন্ধ ছাড়ি যায় যথা যথা ।
 অস্ত্রে অস্ত্রে বাকিয়া পেলায় তথা তথা ॥
 কেহ মারে কেহ বান্ধে ধন লৈয়া যায় ।
 কাকবৎ মহাপাপী ভ্রমিঞা বেড়ায় ॥
 কোন কালে দেবগত হয়ে দুঃখ শোক ।
 কোন কালে নানা প্রাণিগত কর্ম্মভোগ ॥
 কোন কালে দেহগত আদি ব্যাধি ব্যাধা ।
 খণ্ডিতে না পারে দুঃখ চিন্তয়ে সর্ব্বথা ॥
 কোন কালে অন্ত্রোন্মেষে মেলিয়া বন্ধুগণে ।
 ধন উপভোগ করে বিবিধ বিদানে ॥
 কেহ যদি পাঁচ গুণা কৈল কার ধার ।
 তবে কলি কন্দলসে বাঁচি তৎকাল ॥
 এই ভবপথে হয় প্রত্যহ উৎপাত ।
 সুখ দুঃখ রাগ ঘেব হরিষ বিবাদ ॥
 শোক দুঃখ অভিমান উনমাদ ভয় ।
 ক্রোধ ভীতি জরা রোগ জন্ম পরলয় ॥
 মোহ মাৎসর্য্য হিংসা মান অতিলায় ।
 এত উতপাত বেঢ়ি করে সর্দনাশ ॥
 তিরিঙ্গাতি দেবদায়ী ভুজ অলিঙ্গনে ।
 বিবেক বিজ্ঞান জ্ঞান হরে সেই ক্ষণে ॥
 তিরিঘর নিরমাণে আকুল হৃদয় ।
 শয়ন ভোজন পানে চিন্তা অতিশয় ॥
 তনয় কলত্র মৃত মধুর ভাবণে ।
 চঞ্চল আলোল লোল বিলাস গমনে ॥
 চিত্ত হরে তিল মাত্র ছাড়িতে না পারে ।
 আপনারে আপনে মজায় অন্ধকারে ॥
 কোন কালে কালরূপী ঈশ্বর সাক্ষাৎ ।
 ব্রহ্মা পর্য্যন্তের সাথে ভ্রষ্টে নিপাত ॥
 নৃষ্টি স্থিতি পরলয় কালের বিলাস ।
 কালভয় চিন্তে যদি উঠিল তরাস ॥
 সেই কাল ক্র যার অস্ত্র নিজ করে ।
 তেন প্রভু সাক্ষাতে থাকিতে পরিহরে ॥
 পাষণ্ড আলাপ করে পাষণ্ড আগমে ।
 পাষণ্ড দেবতা সেবে পাষণ্ড বচনে ॥
 নানা দেবগণ ভজ্ঞে কঙ্ক বক প্রায় ।
 তে-কারণে কালচক্রে ভ্রমিঞা বেড়ায় ॥
 যদি বা পাষণ্ড সজ হৈল কদাচিত ॥
 কুসঙ্গে আপনা কৈল আপনে বঞ্চিত ॥
 কুল শীল নিজ ধর্ম্ম তেজি আপনায় ।
 নিগম ব্রাহ্মণ বিধি বিধান আচার ॥

(১) মধুলব অর্থাৎ মধুকণা ।

(২) পাঠান্তর,—“ভবে”,—অজ্ঞান—“মরে”

(৩) পাঠান্তর,—“ভবপথ-কর্ম্মযোগ” ।

শূদ্রবৎ হঞা শূদ্রকুলধর্ম ভজে ।
 পাষণ্ড হইয়া নিজ কুলধর্ম তেজে ॥ (১)
 শূদ্রকূলে নাহি ধর্ম নিগম আচার ।
 কুটুম্ব ভরণ মাত্র নারীসঙ্গ সার ॥
 হেন শূদ্রজাতি যেন আচারে বানর ।
 তার সহে স্বচ্ছন্দে বিহরে নিরন্তর ॥
 লজ্জা ভয় পরিহারি কুপণ বঞ্চিত ।
 অজ্ঞোক্তে কৃতর্কে কর্ম করে বিনিমিত ॥
 মৃত্যুপথ আছে হেন মনেহ না জানে ।
 এইরূপে গ্রাম্যমুখে ভ্রমে ভববনে ॥
 কোন ঠাকুরি গৃহবাসে আকুল হৃদয় ।
 স্নাত দার পরিবারে দয়া অতিশয় ॥
 আহার শৃঙ্খারে কাল যায় নিরন্তর ।
 গাছের উপরে যেন বিহরে বানর ॥
 কোন ঠাকুরি শীত বাত নানা উতপাত ।
 দৈবগত দেহগত দুঃস্থত বিপাক ॥
 নিবারিতে নারে নাহি কিছু বুদ্ধিবল ।
 বিবাদ ভাবিয়া মনে চিন্তে নিরন্তর ॥
 এইরূপে ভবপথে নানা দুঃখ শোকে ।
 নিরবধি ভ্রমে জীব নিজ কর্মপাকে ॥
 এক সাথে ভবপথে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ।
 এক জন তার মাঝে না পারে চলিতে ॥
 শক্তিশূন্য হৈল কিবা শুইল (২) সেই ঠাকুরি ।
 সঙ্গিগণ যায় তাখে তেজিয়া তথ্যই ॥
 কণে শোক কণে মোহ কান্দে উচ্চস্বরে ।
 কণে হাসে কণে নাচে হরিষ অন্তরে ॥
 কণে কেহ ধরি মাঝে করে অপমান ।
 এইরূপে ভবপথে ভ্রমে অবিরাম ॥
 যে যায় সে যায় মাত্র পালটি না (৩) আইসে ।
 নাহি কেহ পার হৈতে পারে কর্মদোষে ॥
 নাহি ভক্তি জ্ঞান উপদেশ কেহ লয় ।
 নহে বা নিস্তার পথ কার চিন্তে ভায় ॥
 ক্ষুদ্রদণ্ড মনিগণ শাস্ত সমশীল ।
 যে পদ সাধয়ে তারা বিমল শরীর ॥
 সে পদ সাধিতে কার যেনেহ না লয় ।
 তে-কারণে ভবপথে ভ্রমে দুরাশয় ॥
 দিগ্‌গজ জিনিঞা যারা শাসিল মেদিনী ॥
 মহাবল পরাক্রম রূপশিখামণি ॥

(১) পাঠান্তর,—

পাষণ্ড কখনে নিজ জাতিধর্ম ত্যজে ।

(২) পাঠান্তর,—“যৈল”

(৩) “পালটিয়া আসে” পাঠ ইহবে বোধ হয় ।

অজ্ঞোক্তে যুবিল তারা মোর মোর করি ।
 তারা সব কোথা গেল রাজ্য পরিহারি ॥
 কর্মলতা অবলম্ব করি দুরাচার ।
 আপদ সম্পদ মাত্র ভুঞ্জে বার বার ॥
 কেহ কি করিতে পারে লতা আরোহণ ।
 লতা অবলম্ব করি তরে কোন জন ॥
 এইরূপে কর্মলতা অবলম্ব করি ।
 ভবপথে ভ্রমে কেহ ভরিতে না পারি ॥
 স্বর্গ নরকভোগ গতাগত সার ।
 কিছু ভবপথে কেহ কতু নহে পার ॥
 কহিলুঁ তোমারে রাজা এই সুনিশ্চিত !
 কর্ম হৈতে কেহ পার নহে কদাচিত ॥
 হরিভক্তি বিনে রাজা গতি নাহি আর ।
 বিনে কৃষ্ণ ভজনে সংসার নহে পার ॥
 হেন মহাপুরুষ ভরত-রূপসিংহ ।
 হরিপদকমল-রসিক-মত্ত ভূজ ॥
 হেন কোন রূপ আছে এ মহীমণ্ডলে ।
 মনেহ শব্দভস্ম পথ অমুগরে ॥
 গরুড়ের পথে যেন যাছি না সঙ্করে ।
 ভরতের পথ তেন না বুঝে সংসারে ॥
 এ হেন সম্পদ রাজ্য স্নাত বিস্ত দার ।
 এ হেন সামন্ত মন্ত্রী সে মহীভাণ্ডার ॥
 যুবা কালে সকল তেজিয়া গেল বনে ।
 মলবৎ সব যেন দেখিল নয়নে ॥
 কৃষ্ণরস লালস-মানস-মহাশয় ।
 তিলেকে তেজিল সব মৃদিতহৃদয় ॥
 সে হেন কলত্র স্নাত বিস্ত পরিজন ।
 সে হেন সম্পদ যাহা বাঞ্ছে সুরগণ ॥
 তিলেকে তেজিলা সব নৈল বস্তুজ্ঞান ।
 ভকত জনের এই উচিত বিধান ॥
 মধুরিপু-পদযুগ-সেবাগত-মতি ।
 উদার চরিত্র যার একান্ত ভক্তি ॥
 কৈবল্য মুক্তি সেই অল্প হেন মানে ।
 বস্তুবুদ্ধি নাহি তার এ তিন ভুবনে ॥
 নমো যজ্ঞরূপ নমো যজ্ঞফলদাতা ।
 নমো বিধি-বিধান-কারণজন পিতা ॥
 নমো নমো নানায়ুগ প্রকৃতি ঈশ্বর ।
 সাংখ্য যোগ ফলদাতা যোগ যোগেশ্বর ॥
 এইরূপে কৈল রাজা হরিসংকীর্ণন ।
 যুগতত্ত্ব তেজি গেল ছুটিল বন্ধন ॥
 হেন ভরতের কেবা কহিবে মহিমা ।
 ভরতের সঙ্গে কার করিবে উপমা ॥

হেন মহাভাগবত ভরত আছিল ।

যাহা হৈতে ভক্তিযোগ প্রচার হইল (১) ॥

(১) পাঠান্তর,—

“যোগবল পরকাশ হৈল” ।

ধন্ত পুণ্য চরিত্র ছরিত-বিশাশন ।

কহিলে শুনিলে হয় ভব-বিমোচন ॥

কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী শুন সাবধানে ।

ভাগবত-আচার্যের মধুরল-গানে ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চম-

স্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

সিদ্ধুড়া রাগ ।

ভরত রাজার হৈল স্মৃতি তনয় ।
তার পুত্র নামে দেবজিৎ মহাশয় ॥
তার পুত্র দেবদ্যয় মহাবলবান্
তার পুত্র প্রতীহ জন্মিল মতিমান ॥
প্রতিহর্ষা তার পুত্র হৈল মহাবল ।
জনমিল তার পুত্র ভূম। নরেশ্বর ॥
ভূমার তনয় হৈল উদ্গীথ নৃপতি ।
আর পুত্র প্রস্তাব জন্মিল মহামতি ॥
জনমিল পৃথুসেন তনয় তাহার ।
নক্স নামে জনমিল তাহার কুমার ॥
নক্স মহারাজের বনিতা হৈল ঋতি ।
ঋতির কুমার গয় নামে নরপতি ॥
বিষ্ণু অংশে জনমিল গয় বলবান্ ।
নহিল না হৈব রাজা গয়ের সমান ॥
যজ্ঞ দান করিয়া ভজিল নারায়ণ ।
গুরু বিজ্ঞ পুজিল ভকত মহাজন ॥
গয়ের নির্মল যশ জগতে বিস্তার ।
গয় মহা নরপতি বিদিত সংসার ॥
গয়ের তনয় চিত্ররথ মহাবল ।
তার সূত সম্রাট মরীচি ততঃপর ॥
তার পুত্র জনমিল নামে বিলুমান্ ।
মধু নামে সূত তার রাজা বলবান্ ॥
মধুর তনয় মধু নামে নরপতি ।
ভোবন কুমার তার হৈল মহামতি ॥
জনমিল বট্টা নামে তাহার তনয় ।
বট্টার বিরজ নামে পুত্র মহাশয় ॥
বিরজের সূত শত হৈল বলবান ।
শতজিৎ হৈল শত পুত্রের প্রাধান ॥

প্রিয়ব্রতবংশ কথা কহিলুঁ তোমায়ে ।
শতজিৎ অবধি সন্ততি পরচারে ॥ (১)
তবে আর কহিব ভূগোলচক্র কথা ।
সপ্তসিদ্ধ সপ্তদ্বীপ বৈসে যথা যথা ॥
দ্বীপে দ্বীপে যত যত প্রমাণ বিস্তার ।
যথাক্রমে যেক্রমে হরি করে অবতার ॥
নব ঋণ জম্বুদ্বীপ স্মরেক সংস্থান ॥
সপ্তসিদ্ধ কহিমু বিস্তার পরিমাণ ॥
যত যত নদ নদী গিরি তরু বন ।
কহিব ভূগোলচক্র করি প্রকাশন ॥
জ্যোতিষ মণ্ডল তার কহিব বিস্তারি ।
সপ্ত পাতাল আর বর্গব বিচারি ॥
অনন্ত ধরীধর কহিব মহিমা ।
ব্রহ্মা আদি দেব যার দিতে নায়ে সীমা ॥
স্বর্ধাকোটি সম তেজ পাতাল বিবর ।
লোকহিতে তথা বৈসে প্রভু হলধর ॥
সর্বরাজ-কল্পা করে চরণ-বন্দন ।
অহিপতিগণ যার করয়ে সেবন ॥
পতিত দুঃখিত আর্ন্ত হয় যে যে জন ।
অকস্মাৎ করে যদি নাম সঙ্কীর্জন ॥

(১) উক্ত বৃত্তান্তে পরমেষ্টী (ইনি দেবদ্যয়ের পুত্র ও প্রতীহের পিতা), বিড় (ইনি প্রস্তাবের পুত্র পৃথুসেনের পিতা) এবং মধুপুত্র বীরব্রতের (ইনি মধুর পিতা) উল্লেখ নাই । এতদ্ব্যতীত প্রতিহর্ষা মহোদর প্রতিমোহতা ও উদ্গীতা, ভূমসহোদর অজ, চিত্ররথসহোদর সৃগতি ও অবিরোধন, মধুসহোদর প্রমদ এবং প্রস্তাবের বৈমাত্রেয় উদ্গীথের কোন প্রঙ্গল নাই ।

উপহাসে শুনে কিবা করয়ে মরণ ।
সেইক্ষেণে অশেষ দুঃখিত-বিমোচন ॥
সহস্রশিরের এক শিরের উপরে ।
সর্বপ সমান রহে ব্রহ্মাণ্ড বগুলে ॥
হেন প্রকৃ অনন্ত অনন্ত শক্তি ধরে ।

তাহার মহিমা কেবা কহিবারে পারে ।
বলরাম অনন্ত-মুরতি ভগবান ।
কহিব তাহার কিছু মহিমা ব্যাখ্যান ॥
ভাগবত-আচার্যের মধুর-বাণী ।
সাবধানে শুন ভাই প্রেমভরজিগী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে
সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

শ্রীরাগ ।

তবে আর জিজ্ঞাসিলা রাজা পরাক্ষিক ॥
কাহারে নরক বোল কোথা তার স্থিত ॥
কে বৈসে নরকে তার কেবা অধিকারী ।
এই সব কথা যোরে কহিবে বিভারি ॥
রাজার বচন শুনি শুক মুনীশ্বর ।
রাজারে ব্যাখ্যান করি দিলেন উত্তর ॥
দক্ষিণে নরক ভূমি পৃথিবীর তলে ।
পাশ্চাত্ত্যে নরক-লোক জলের উপরে ॥
যমরাজা বৈসে তথা হয়্যা দণ্ডধর ।
প্রভুর আজ্ঞার দণ্ড ধরে নিরন্তর ॥
অঙ্কতামিস্র আর তামিস্র নরকে ।
মহারোরব আর রোরব কুন্তীপাকে ॥
কালসূত্রে অসিপত্রে শূকরবদন ।
অঙ্করূপ তপ্তশূর্ষি ক্রিমির ভোজন ॥
সন্ধ্যাংশ নরক আর বে বহুকণ্টক ।
শাশ্বতী নরক যাথে পরাণসঙ্কট ॥
নদী বৈতরণী নাম জীবন রোধন ।
বিশ্বসন লালাতঙ্ক বুদ্ধরভোজন ॥
ভরজপাতন আর রাক্ষসভোজন ।
জ্বর বক্ষম নরক আর শূলগাধন ॥
গর্ভনিরোধন নাম আর দন্দশূক ।
পর্যাবর্ত্ত নরক আর নরক সূচীমূখ ॥
এইরূপ কতক নরক ভূমি আছে ।
এই সব নরকে পাতকিগণ পড়ে ॥
পর্যবিত্ত পরনারী হরে যেবা জন ।
যমদূতে আনে তারে করিয়া বন্ধন ॥
তামিস্র নরকে তারে বাঙ্কিয়া পালার ।
ভঙ্কন গর্জন করি নরক ভুঞ্জায় ॥
মহাদণ্ড করে তারে নির্ধাত তাড়ন ।

মুচ্ছিত হইয়া পড়ে না হয় মরণ ।
পরহিংসা পরপীড়া করয়ে যেজন ।
পরধন হরি করে কুটুম্ব-পোষণ ॥
বুটু ছাড়িয়া পাছে চলে একে স্বরে ।
রোরব নরকে পড়ি পাপ ভোগ করে ॥
যত যত প্রাণিবধ কৈল পূর্বকালে ।
যোর মুক্তি ধরি তারা করয়ে প্রহারে ॥
যে কেবল দম্ভাচার উগ্র ঘোরতর ।
পশু পক্ষ বধ করি ভরয়ে উদর ॥
কুন্তীপাক নরকে তাহারে তবে পেলি ।
যাতনা ভুঞ্জয়ে পাছে তপ্ত তৈলে ধরি ॥
ব্রহ্মঘাতী যেবা জন কালসূত্রে পড়ে ।
অযুত যোজন যার দীর্ঘ পরিসরে ॥
তবে তপ্ত তাত্র খোলে পেলিয়া তাহারে ।
তার হেন উপরে চৌদিকে অগ্নি জ্বলে ॥
সকল শরীর পুড়ি হয় খণ্ড খণ্ড ।
কুখ্যে তৃষ্ণাযে মরে তাহে যমদণ্ড ॥
কোটি ২ বৎসর নরক ভোগ করে ।
মহাপাতকীর শাস্ত্রে না দেখি উদ্ধারে ॥ (১)
নিজ ধর্ম পরিহরি পর ধর্ম করে ।
করিয়া পাষাণসজ্জ বেদ পথ ছাড়ে ॥
চাবুক মারিয়া ফেলে অসিপত্রেবনে ।
অসিধার পত্রে অজ করে খান খানে ॥
ভালবন তীক্ষ্ণধার পত্রে ভয়ঙ্কর ।
খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটয়ে কলেবর ॥
লোক দণ্ড করে রাজা লজ্জয়ে ব্রাহ্মণ ।
শূকরবদনে তার হয়ে নিপাতন ॥

পরে দুঃখ দিয়া যেবা পর বৃন্তি হয়ে ।
 সে পাতকী অন্ধকূপে পচে নিরন্তরে ॥
 বংশ মশা পশু পক্ষ যেবা বধ করে ।
 অন্ধকূপে পড়িয়া নরক ভোগ করে ॥
 বিভজিয়া না খায় না করে যজ্ঞ দানে ।
 ক্রিমিভক্ষ্য নরকে তাহার নিপাতনে ॥
 ক্রিমিকুণ্ড এক লক্ষ প্রহর (যোজন) বিস্তারে ।
 ক্রিমি কীট বেচি খায় তাহার ভিতরে ।
 যেবা হরে পরধন বল ছল করি ।
 ত্রাঙ্কণের ধন যেবা আনে অপহরি ॥
 ভগ্ন গাঁড়ানী দিয়া যমের কিঙ্করে ।
 খসায় অজের মাংস পরাণে না মারে ॥
 অগম্য গমন-কাম করে যেবা নরে ।
 অগম্য পুরুষ সঙ্গে যে নারী বিহরে ॥
 লৌহময় নর নারী তপত করিয়া ।
 ধরিয়া দেখায় কোল চাবুক মাঝিয়া ॥
 নানা যোনি গমন করয়ে যেবা নরে ।
 শিমুলীকটক বনে পেলায় তাহারে ॥
 শিমুলী গাছের কাঁটা বজ্রের সমান ।
 তাহে আলিঙ্গন দিয়া হরয়ে পরাণ ॥
 ধর্মশীল সাধুজনে যেবা নিন্দা করে ।
 বৈতরণী নদী জলে পেলায় তাহারে ॥
 ঝিট মূত্র রক্ত মাংস তরঙ্গ কল্লোলে ।
 তাহাতে যজিয়া পাণী পচে চিরকালে ॥
 দণ্ডে যজ্ঞ পূজা করি পিতৃ দেব ভজ্ঞে ।
 ছাগল মহিষ পশু বলি দিয়া পূজে ॥
 বৈশ্য নরক ঘাথে বধস্থান বলি ।
 নরক ভূগ্নয়ে তাহে তথা লৈঞা পেলি ॥
 ছাগ মহিষের রূপ ধরি ভয়ঙ্কর ।

খণ্ড খণ্ড করি তার কাটে কলেশ্বর ॥
 আর্তনাদ করি কান্দে হইয়া কাপয় ।
 মহাশূলে তার অঙ্গ বিক্ষেপে নিরন্তর ॥
 পরধর পরগ্রাম নুটি পুড়ি খায় ।
 অন্তকালে সমদূতে বান্ধি লয়া যায় ॥
 শত শত কুকুর বিকট দস্ত ধরে ।
 খসায় অজের মাংস খায় নিরন্তরে ॥
 অসত্য বচন বলে সভার ভিতরে ।
 মিথ্যা সাক্ষী দিয়া যেবা ত্রায় ভঙ্গ করে ॥
 শতেক প্রহর পথ (১) পর্কতে তুলিয়া ।
 ছোট মাথা করি তারে পেলায় ঠেলিয়া ॥
 এইরূপে শত শত মারয়ে আছাড় ।
 পরাণে না মারে পাণী না হরে উদ্ধার ॥
 অতিথি দেখিয়া যেবা ক্রোধ করে মনে ।
 ভক্ষ্যভয়ে না করয়ে তাঁর সম্ভাব ॥
 বজ্রতুণ্ড গৃধ্র কাক মহা ভয়ঙ্করে ।
 টান দিয়া তার আঁখি বেচিয়া উকাড়ে ॥
 এইরূপ আছে শত সহস্র যাতনা ।
 কাহার শক্তি পারে করিতে গণনা ॥
 নারকী নারক ভোগ করে একে একে ।
 সকল নরক ভোগ করে কর্মপাতকে ॥
 পাতকীর পাপগতি कहিনু সংক্ষেপে ।
 বুঝিয়া গোবিন্দপদ ভজ সর্বলোকে ॥
 যেবা শুনে শুনায় নরক উপাখ্যান ।
 পাপবৃদ্ধি নহে তার হয় দিব্যজ্ঞান ॥
 ভাগবত-আচার্যের বচনমামুখী ।
 সাবধানে শুন তাই কৃষ্ণ মন ধরি ॥

(১) পাঠান্তর,—“উজ ।”

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে

শ্রেয়ত্তরঙ্গিনী অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

পঞ্চমস্কন্ধঃ সমাপ্তঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ স্কন্ধ

বেপথে ছরিতানি মোহমতিয়া সমোহমালম্বতে,

সাতকো নখরঞ্জনাঃ কলয়তে শ্রীচিহ্নগুপ্তঃ কৃতী ।

সানন্দাঃ মধুপর্কসংভূতবিরোধো যেথাঃ স্বয়ং যন্তবান,

বন্তুঃ নাম ভবেষ্বরভিলষিতে ক্রমঃ কিমন্তংপরম্ ॥

কামোদ রাগ ।

তবে রাজা জিজ্ঞাসিল ভয় পাঞা মনে ।

সতেই নরক ভোগ করে জনে জনে ॥

সুকৃতী দুষ্কৃতী কিবা নাহিক বিচার ।

এমতে না দেখি কোন জীবের নিস্তার ॥

প্রথমে নিবৃত্তিপথ कहিলে বিস্তার ।

প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্য কহিলে সকল ॥
 অধর্ম্যলক্ষণ নানা নরক কহিলে ॥
 একে একে পুণ্য পাপ সকল বর্ণিলে ॥
 ক্রিপণে নরক ভোগ জীবের না হয় ॥
 এ সব কহিবে যোরে খণ্ডক সংশয় ॥
 মুনি বলে শুন রাজা ভয় পরিহর ॥
 আমার বচন তুমি দৃঢ়চিত্তে ধর ॥
 পাপ কৈলে প্রায়শ্চিত্ত না করে যেজন ॥
 অন্তকালে হয় তার নরকে গমন ॥
 এ বোল বুঝিয়া জীব যতন করিয়া ॥
 গুরু লঘু পাপ পুণ্য বিচার করিয়া ॥
 কায়মনোবাক্যে যেন প্রায়শ্চিত্ত করে ॥
 সে জন না যায় রাজ্য যমের দুয়ারে ॥ (১)
 রাজা বোলে মোর চিত্ত এ বোল না লয় ॥
 প্রায়শ্চিত্তে কেমনে ছরিত নাশ হয় ॥
 আপনহি জানে পাপে হয় অধোগতি ॥
 জানিঞা করয়ে পাপ এ কোন যুক্তি ॥
 প্রায়শ্চিত্তে কেমনে সে পাপ দূর হয় ॥
 যোর মনে মুনি তুমি করালো সংশয় ॥
 জানিঞা যে করে পাপ না করে বিচার ॥
 ব্যর্থ প্রায়শ্চিত্তে তার কোন প্রতীকার ॥
 মুনি বলে শুন রাজা তুমি সুপণ্ডিতে ॥
 আমি যাহা কহি তাহা তন সাবহিতে ॥
 কর্ষে হৈতে কর্ষ নাশ একান্ত না হয় ॥
 মুখ' দেখি, প্রায়শ্চিত্ত করিবে নির্ণয় ॥
 পণ্ডিতে করিবে পাপ এ কোন বিচার ॥
 প্রায়শ্চিত্ত ধরি মুখ'জনে অধিকার ॥
 পথ্যযোগে রোগি'নে করাই আহার ॥
 কুপথ্য ছাড়িলে রোগ টুটিলে তাহার ॥
 এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত নিয়ম করিয়া ॥
 পাপি হৈতে পাপি'জনে আনি নিবারিয়া ॥
 শুভ কর্ষ তাহারে করাই নিরস্তর ॥
 অলপে অলপে পাপ খণ্ডয়ে সকল ॥
 এত কর্ষ করিতে নির্মল হয় চিত্ত ॥
 তত্ত্বজ্ঞান হয় তার খণ্ডয়ে ছরিত ॥
 তে-কারণে করি প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণ ॥
 আর কথা কহি রাজা স্থির কর মন ॥
 কেহ কেহ ভকতি করিয়া নারায়ণে ॥
 অশেষ ছরিত দুঃখ করয়ে খণ্ডনে ॥
 দান দ্বন্দ্ব ভপ যজ্ঞ নানা কর্ষ' করে ॥
 তথাপি তেমনে তার ছরিত না করে ॥

(১) পাঠান্তর,—“গোচরে” ॥

বৈষ্ণবচরণ ভজে কৃষ্ণে ধরে মন ॥
 তবে ত তাহার হয় পাপ বিমোচন ॥
 এই ত উত্তম পথ সর্বপাপ-হর ॥ (১)
 হরিপরায়ণ যথা রহে নিরস্তর ॥
 প্রায়শ্চিত্ত শত বড় করিয়া করয় ॥
 গোবিন্দবিমুখ ভল পবিত্র না হয় ॥ (২)
 সুরাকুন্ত শুভ যেন নহে গঙ্গানীরে ॥ (৩)
 শ্রীহরিবিমুখ'নে পুণ্যে নাহি ভরে ॥
 একবার কৃষ্ণপদে যেন ধরে মন ॥
 আছুক সকল রূপ করিব চিত্তন ॥
 সর্বভাবে ভজিব আছুক তার কথা ॥
 যে'নে সে জন হউ রহ যথা তথা ॥
 অমুরাগে চিত্ত ধরে শ্রীহরি চরণে ॥
 স্বপনেহ নহে তার যম দরশনে ॥
 কিনা যম যমদূত না দেখে স্বপনে ॥
 আছুক মরণকালে না হৈল দর্শনে ॥
 সর্বপাপ প্রায়শ্চিত্ত হয়্যা থাকে যার ॥
 সেই সে গোবিন্দে পারে চিত্তে ধরিবার ॥
 কহিব তোমারে ইতিহাস পুরাতন ॥
 যমদূত বিমুদূত সংবাদ কখন ॥
 কান্তকুজ দেশে এক আছিল ব্রাহ্মণে ॥
 দাসীপতি দুষ্টাচার অজামিল নামে ॥
 পরপীড়া করিয়া হয়য়ে পরধন ॥
 কপট কৈতব করি ভাগে সর্বজন ॥
 নানা পাপ করি গুণে স্নত দার ॥
 স'লোকে গীড়য়ে পাতকী দুর্ভাচার ॥
 আটালী বৎসর তার গেল এই বনে ॥
 মরণ সময় আসি দিল দরশনে ॥ (৪)
 দাসীর উদরে পুত্র হৈল দশ জন ॥
 কনিষ্ঠ পুত্রের নাম খুইল নারায়ণ ॥
 শিশুভাব হৈতে তার বাক্সল হৃদয় ॥
 পুত্রস্নেহে তার মনে আন নাহি লয় ॥
 শয়ন ভোজন পান করয়ে যখনে ॥
 ডাক দিয়া শিশুপুত্র আনয়ে তখনে ॥

(১) পাঠান্তর,—“এই ত কুশল” ॥

(২) পাঠান্তর,—

“প্রায়শ্চিত্ত শতক যতন করি করে ॥
 গোবিন্দবিমুখ জন নাহি নাহি তরে ॥”

(৩) পাঠান্তর,—“গঙ্গাজলে” ॥

(৪) পাঠান্তর,—“হৈল উপসরে” ॥

শয়ন ভোজন পান করাই তনয়ে ।
 পাছে অজামিল পান ভোজন করয়ে ॥
 এইরূপে থাকিতে মরণকাল হৈল ।
 তিন যমদূত আসি দরশন দিল ॥
 মহা ঘোরতর তারা বিকট দর্শনে ।
 অজামিলে বলে ধরি বাক্সিল যতনে ॥
 দূরে থেলা খেলে শিশুপুত্র নারায়ণে ।
 আকুল হৃদয়ে পুত্রে ডাকিল ব্রাহ্মণে ॥
 ঘর্ষ শব্দে বোলে আয় নারায়ণ ।
 হেনকালে বিষ্ণুদূত আলা চারি জন ॥
 তারা বোলে ছাড় ছাড় আরে দুরাচার ।
 কেন বা বাক্সিল বিপ্রে করিস প্রহার ॥
 ব্রাহ্মণের মুখে উচ্চারিল হরিনাম ।
 তমু তোরা লঞা যাবি এত বড় প্রাণ ॥
 ভা-সভার বচন শুনিঞা যমদূতে ।
 মনে ভয় পেয়া তবে লাগিলা বলিতে ॥
 তুমি-সব কেবা হও দূত বা কাহার ।
 কোথা হৈতে কোথা বাহ কি নাম তোমার ॥
 নব ঘন ভ্রাম তমু মধুর মুরতি ।
 সূর্যাসম ভেজ ধর নিরমল কান্তি ॥
 শব্দ চক্রে গদা পদ্ম ধর চারি ভূজে ।
 হেম মণি অলঙ্কার শরীরে বিরাজে ॥
 তোমা-সভা দেখি মহাপুরুষ লক্ষণ !
 তবে কেনে কর ধর্মঘর্ষণা দা লঙ্ঘন ॥
 আমি সব হই ধর্মরাগ-অহুসর ।
 কেন তাঁর আশ্রয় ভঙ্গ কর এত বড় ॥
 এতেক বচন শুনি পারিষদগণ ।
 হাসিয়া উত্তর তারা দিল চারিজন ॥
 যদি তোরা হও ধর্মরাজের কিঙ্কর ।
 কি ধর্ম জানিস কহ আমার গোচর ॥
 এ বোল শুনিঞা যমদূত তিন জনে ।
 ধর্ম কহে কৃষ্ণ পারিষদ বিত্তমানে ॥
 বেদমুখে শুনি ধর্ম বেদ নারায়ণ ।
 বেদ বুঝাইলে ধর্ম করে সর্বজন ॥
 বেদ-বিনিবন্ধিত পথ অধর্ম ণানিব ।
 ত্রিগুণ-বিনিত বেদ মুখে বিচারিব ॥
 শব্দী সূর্য্য দিবস রজনী হতাশন ।
 পৃথিবী আকাশ দিক্ আপ যে পবন ॥
 এ সব ধর্মের সাক্ষী ধর্মতত্ত্ব জানে ।
 ধর্মীধর্ম নির্ণয় বুঝায় দশ জনে ॥
 শুভ কর্ম করে যদি শুভ ফল পায় ।
 পাপ কর্ম করিয়া নরক অস্থায় ॥

পাপ পুণ্য ভোগ পাপ পুণ্য অস্থায় ।
 এক জীব নানা মতে কর্মভোগ করে ॥
 বার যেন স্বভাব বুঝিয়া অস্থয়ানে ।
 পূর্বজন্ম পাপ পুণ্য করি নিরূপণে ॥
 যদি বলে মুক্তি কর্ম না করিব আর ।
 স্বভাবে কথায় কর্ম কি দোষ তাহার ॥
 কর্মে জী আপনা বাক্সিয়া বিমোহিত ।
 কর্মবন্ধে অনাদি সংসার নিয়োজিত ॥
 অবিত্তা প্রসঙ্গ করি জীবের বন্ধন ।
 ভজিলে গোবিন্দপদ ছিঙয়ে তখন ॥
 সর্ব ধর্মবুদ্ধ ছিল এই অজামিল ।
 শাস্ত দান্ত ধৃতব্রত সত্য দয়ালীল ॥
 দেব-বিজ্ঞ-গুরুগণে করিয়া সেবন ।
 সর্ব ভূত-হিত-রত আছিল ব্রাহ্মণ ॥
 সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ধর্মপরায়ণে ।
 এক দিনে বনে গেল বাপের বচনে ॥
 কুল কল ৩শ কাষ্ঠ নঞা বিজবর ।
 বনে হৈতে ঘরে আইসে বাপের নিয়ড় (১) ॥
 পথে এক শূদ্র সছে হৈল দরশন ।
 করিয়া মদিরা পান কামে অচেতন ॥
 দাসীসঙ্গে ক্রীড়া করে নাচয়ে খেলয়ে ।
 বুধলী করিয়া কোলে হাসয়ে ঢুলয়ে (২) ॥
 ছহার বাসন নাহি ছুহে নাহি জানে ।
 দেখিয়া ব্রাহ্মণ হৈল কামে অচেতনে ॥
 যতন করিয়া কৈল চিন্ত সমাধান ॥
 চিন্ত নিবারিতে না পারিল হতভয়ান (৩) ॥
 কামে বিমোহিত হৈল দাসী দরশনে ।
 কুল শীল লঙ্কা ভয় তেজিল ব্রাহ্মণে ॥
 যতেক আছিল ধন বাপের সঞ্চিত ।
 তাহা দিয়া সম্ভোষিলা বুধলীর চিন্ত ॥
 চুরি করি মিথ্যা বলি কৈতব প্রবন্ধে ।
 পরদ্রব্য পরবিত্ত আনে নানা হুন্নে ॥
 পরপীড়া করিয়া আনয়ে পরধন ।
 এত মতে করে তার কুটুখ ভরণ ॥
 কুলবতী সত্তা নারী তেজে আপনয়ে ।
 কুলটোর সঙ্গে তেজে আশ্রম আচার ॥
 নিরবধি মত্তপান করয়ে ব্রাহ্মণ ।
 বুধলীর সঙ্গে রহে কামে অচেতন ॥

(১) পাঠান্তর,—

“ব্রাহ্মণ আইসে পুন বাপের গোচর ।”

(২) “বলয়” । (৩) “মতিম

ভেদ-কারণে লঞা যাই যমবিভক্তমানে ।
 যমদণ্ড হৈলে দ্বিজ পাবে পরিভ্রাণে ॥
 এতেক বচন শুনি শ্রীহরিকিঙ্কর ।
 যমদূতে তবে তাঁরা দিলেন উত্তর ॥
 হরি হরি এত বড় দেখিল প্রমাদ ।
 ধর্মরাজ হঞা করে এত অপরাধ ॥
 অদণ্ডে দণ্ডয়ে পুণ্যলোকে পাপ ধরে ।
 ধর্মরাজ হঞা ছেন দৃষ্ট কর্ম করে ॥
 সকল লোকের পিতা গুরু হিতকারী ।
 সে যদি কুচ্ছিত (১) করে কারে ভাল বলি ।
 কাহাতে শরণ পশি এ লোক তরিব ।
 কাহা হেতে ধর্মধর্ম সংসারে জানিব ॥
 মহাজনে যে যে কর্ম করয়ে আচার ।
 সেই অঙ্গসারে অঙ্গে করয়ে বেতার ॥
 পশুমতি আপনে না জানে ভাল মন্দ ।
 দেখিয়া শ্রেষ্ঠেব কর্ম করে অমুবন্ধ ॥
 পাপ পুণ্যে যদি নাহি যমেব বিচার ।
 সর্বলোকে তব এই রহিল আচার ॥
 এ ব্রাহ্মণে কৈল কোটি জন্ম পাপ ক্ষয় ।
 হরিনাম মুখে হৈল যখনে উদয় ॥
 সর্বপাপ প্রায়শ্চিত্ত হৈল সেইক্ষণে ।
 নারায়ণ আয় বলি বলিল যখনে ॥
 মিএজ্রোহী গুরুজ্রোহী স্বর্ণ অপহারী ।
 নানী-রাজ পিতৃবাতী হরে গুরুনারী ॥
 সুরাপান গোবধ যতেক পাপ করে ।
 হরি নাম উচ্চারিলে সদপাপ হরে ॥
 সর্বপাপ প্রায়শ্চিত্ত বেদে যত কহে ।
 কৃষ্ণ চান্দ্রায়ণ আদি যত দুঃখ সহে ॥
 তমু তার তেনরূপ নহে পাপ ক্ষয় । (২)
 হরি নামে যেক্রমে পাতক নাশ হয় ॥
 প্রায়শ্চিত্তে পাপ হরে শুদ্ধ নহে মন ।
 পুনরপি পাপে চিত্ত ধায় তে কারণ ॥
 সর্বপাপ ঋণাত্যে বাহার মনে লয় ।
 হরিশ্রবণ গান করি সুধিব আশয় ॥
 এ ব্রাহ্মণ সর্ব পাপ প্রায়শ্চিত্ত কৈল ।
 মরণ সময়ে হরি নাম উচ্চারিল ॥
 ছাড় ছাড় আরে দূত খসাহ বন্ধন ।
 অশেষ দুরিত বিপ্র কৈল বিমোচন ॥

সঙ্কেতে বা পরিহাসে বোলে একবার ।
 ছেলায় করয়ে যেবা গোবিন্দ উচ্চারণ ॥
 স্বধর্মবিহীন কিংবা স্বাপ্রমপতিত ।
 অশেষ পাতকযুক্ত সস্তাপে তাপিত ॥
 হরি ছেন শব্দ বোলয়ে একবার ।
 তবে ত নরকবাস না হয় তাহার ॥
 গুরু লঘু পাপ পুণ্য করিয়া বিচার ।
 করয়ে পণ্ডিত জনে পাপপ্রতিকার ॥
 তাহা হৈতে হয় সব দুরিত ঋণন ।
 অধর্ম জনিত নহে হৃদয় শোধন ॥
 যত যত প্রায়শ্চিত্ত বেদ মুখে কহে ।
 বিনে হরি ভজিলে হৃদয় শুদ্ধ নহে ॥
 অজ্ঞানে বা জ্ঞানে কবে হরিসংকীর্ণন ।
 সেইক্ষণে করে সব দুরিত দহন ॥
 অগ্নির কণায় যেন দহে কাষ্ঠচয় ।
 এক হরিনামে মহা পাপরাশি দয় ॥
 না জানিঞা করে যদি ওষধ তক্ষণ ।
 তমু তার গুণে হয় বোগ-নিবারণ ॥
 হরিনাম এইরূপ সর্ব ধর্মসার ।
 তোরা সব না জানিস দূষ্ট দুরাচার ॥
 এতেক বচন বলি পারিষদগণ ।
 ব্রাহ্মণের কৈল যমপাণ-বিমোচন ॥
 অপমান পেয়ে তিন ঘরের কিঙ্কর ।
 সকল কহিল গিয়ে যমের গোচর ॥
 অজামিল যমদণ্ডে পাঞা প্রতিকার ।
 চিস্তিতে লাগিল বিপ্র দেখি চমৎকার ॥
 প্রণাম করিয়া কৃষ্ণ কিঙ্করচরণে ।
 কি বোল বলিব দ্বিজ চিস্তে মনে মনে ॥
 ছেনকালে তাঁরা সব কৈল অন্তর্দান ।
 আপনার চিস্তে দ্বিজ করে অহুমান ॥
 শুনি বৈষ্ণব ধর্ম বৈষ্ণববদনে ।
 পরম বৈষ্ণব সঙ্গে হৈল দরশনে ॥
 সেইক্ষণে হৈল হরিভক্তি উপাদান ।
 পূর্বদোষে চিস্তি দ্বিজ করে অহুমান ॥
 মুক্তি ছার অধম পাপিষ্ঠ দুরাচার ।
 আপনেই সর্বনাশ কৈলু আপনার ॥
 মোর কুলে কলঙ্ক রহিল এত বড় ।
 বুঝলীর সঙ্গে মোর মজিল সকল ॥
 সতী কুলবতী নাবী আপনার তেজো ।
 অসতী মদ্যপনারী দাসী-অঙ্গ ভজো ॥
 বৃদ্ধ পিতা মাতা মোর অনাথ দুঃখিত ।
 তা-সভা তেজিলু মুক্তি ছেন দুইচিস্ত ॥

(১) পাঠান্তর,— বিকল্প ।

(২) তাহা হইতে তাবতে নহে পাপ
 ক্ষয় ।—পাঠান্তর ।

কোন্ গতি হৈব য়োর কি হয় উপায় ।
 অবশ্য নরক ভোগ এড়ান না যায় ॥
 স্বপন দেখিও কিবা কিবা বিভ্রম ।
 বন্ধন খসাল্য য়োর চারি বলবান ॥
 দিব্য মহাপুরুষ পরম শুদ্ধময় ।
 খসায়্য বন্ধন য়োর খণ্ডাইল সংশয় ॥
 এইক্ষণে কত হেত যমেব তাড়না ।
 ছেন দুঃখভোগ য়োর কৈল বিমোচনা ॥
 ছেন মহাজন সজ্জ হৈল দরশনে ।
 অবশ্য উদ্ধার হৈব ছেন লয় মনে ॥
 শ্রুতি ছার বেষ্ঠাপতি কেবল অধম ।
 মোহর জিহ্বায় কৈল হরিসংকীৰ্ত্তন ॥
 ব্রহ্মঘাতী নিলজ্জ কপট দুরাচার ।
 য়োর মুখে নারায়ণ শব্দ উচ্চার ॥
 এখনে যতন করি ভজিব শ্রীহবি ।
 এ য়োর নরকভোগ খাড়া হৈতে তরি ॥
 তিরি মই মায়া দড়ি মোহর বন্ধন ।
 শ্রীহরিচরণ ভজি করিব মোচন ॥
 হরিকথা হরিনাম করিব কীৰ্ত্তন ।
 হরিপদ ভজিব চিন্তিব অতুচ্ছন ॥
 এতেক বচন বলি দ্বিজ অজামিল ।
 দেহমন গোবিন্দচরণে নিযোজিল ॥
 গজাবারে গিয়া কৈল কৃষ্ণ আরাধন ।
 কৃষ্ণে মন ধরি দ্বিজ তেজিল জীবন ॥
 সেইক্ষণে চারি মহা পুরুষ আসিয়া ।
 অজামিলে নিল দিব্য রথে চাহিয়া ॥
 পতিত নিন্দিত দাসীপতি দুরাচার ।
 অজামিল সম পার্শ্ব নাহি বলিবার ॥
 নারায়ণ নাম ধরি পুত্রে ডাক দিল ।
 ছেন মহা পাতকীর পাতক খণ্ডিল ॥
 হরিনাম বিনে নাহি কন্ম বন্ধ টুটে ।
 বিনে কৃষ্ণ ভজিলে সংসার নাহি ছুটে ॥
 অজামিল উপাখ্যান বৈষ্ণব চরিত্র ।
 পাপহর পুণ্য কর পরম পবিত্র ॥
 ভকতি করিয়া শুনে করয়ে কীৰ্ত্তন । (১)
 না যায় নরক নহে হয় দরশন ॥
 একে অজামিল তাথে মরণ সময়ে ।
 পুত্রহলে একবার হরিনাম লয়ে ॥

তমু ত তাহার হৈল বৈকুণ্ঠ গমন ।
 শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া যে করায় কীৰ্ত্তন ॥
 শূন্যকালে সন্তোষে যে হরিনাম করে ।
 তাহার মহিমা কেবা পারে কহিবারে ॥
 রাজা বলে যমদূতে জানাল্য গোচরে ।
 যমরাজা কি দিলেন তাহার উত্তরে ॥
 তিন লোকে যার দণ্ডভঙ্গ নাহি গুনি ।
 তার দণ্ড ভঙ্গেত সংশয় ছেন মানি ॥ (১)
 মুনি কহে শুন রাজা কহিব তোমারে ।
 যমদূতে জানাইল যমের গোচরে ॥
 এক অধিকারে আছে কত দণ্ডধর ।
 যদি বা সংসারে হৈল বিবিধ দৈন্য ॥
 তবে পাপ পুণ্য কিছু নহিল নির্ণয় ।
 কোন্ জনা মুক্তি পাইব কার শ্রুতান্তর ॥
 যাহার ইচ্ছায় যার যেন গতি হয় ।
 এ সব লোকের তবে দেখিবে সংশয় ॥
 পাপ পুণ্য বিচারিয়া তুমি দণ্ড কর ।
 এই সে কারণে ধন্য রাজা নাম ধর ॥
 এবে আর তোমার না দেখি অধিকার ।
 এ সব লোকের আর না দেখি নিস্তার ॥
 চারি মহাপুরুষ অদ্বুত রূপ ধবে ।
 আসিয়া তোমার আজ্ঞা দণ্ডভঙ্গ করে ॥
 মহাপার্পী অজামিলে আনিব বাকিয়া ।
 ছাড়িয়া দিলেন তাঁরা বন্ধন খসায়্য ॥
 কি নাম তাঁহার তাঁরা কাহার কিসরে ।
 এ সব বিবরি প্রভু কহিবে আমারে ॥ (২)
 ধন্যরাজ বলে আরে শুন দূতগণ ।
 চরাচর জগৎ-দৈন্যর নাশায়ণ ॥
 যার অংশ একা বিষ্ণু হর মহেশ্বর ।
 ঐশ্বর মা পাপশে বন্দী সব চবাচর ॥
 আমি সব বন্দী ঐশ্বর মায়ায় পাপশে ।
 সন্তেই প্রভুর আজ্ঞা পালয়ে তরাসে ॥
 নাকে দড়ি দিয়া যেন বলদ বাক্ষয় ।
 সাবধান হঞা রহে গৃহস্থের প্রায় ॥
 চন্দ্র সূর্য ইন্দ্র আদি বরুণ পবন ।
 আপনে বিরুদ্ধ হর সিদ্ধ সাধ্যগণ ॥
 এ সবে যাহার মায়া বৃত্তিতে না পারে ।
 সেই সে সভার প্রভ লোকমহেশ্বর ॥

(১) “এবে দণ্ডভঙ্গ হয় এ সংশয় মানি ॥”

—পাঠান্তর ।

(২) “এ সব আমারে প্রভু কহিবে সকল ॥”

—পাঠান্তর ।

(১) বন্ধমান—ভৈরৱ পুথিতে ইহার

৭৪ অধ্যায় শেষ হইয়াছে ।

তাঁর পারিষদগণ ভ্রময়ে সংসারে ।
 অলক্ষিত রূপে কেহ চিনিতে না পারে ॥
 ভকত-রক্ষণ-হেতু সে সব ভ্রময়ে ।
 ফিল্পে কোথাতে রহে কেহ না বুঝয়ে ॥
 ভাগবত-ধর্ম ঋষি কহিলে আপনে ।
 যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যার তত্ত্ব নাহি জানে ॥
 বিরিঞ্চি নারদ শঙ্কু সনৎকুমার ।
 কপিল প্রহ্লাদ স্বামিজীব মনু আর ॥
 শুক বলি ভীষ্ম আমি জনক রাজেনে ।
 ভাগবত-ধর্ম জানে এ দ্বাদশ জনে ॥
 ভাগবত-ধর্ম কেহ না বুঝয়ে আর ।
 পরম গোপিত ধর্ম স্তম্ভগতি যার ॥
 এই সে পরম ধর্ম জানিবে সংসারে ।
 ভক্তিভাবে হরি-নাম-শ্রবণ গান করে ॥
 দেখে বৎস হরিনামকীর্তনে কি ফল ।
 বৈকুণ্ঠ নগর যায় হয়। অজামিল ॥
 হরি-নাম-শ্রবণ-কীর্তন-শ্রবণে ।
 সকল দ্রবিত হরে বলে যে যে জনে ॥
 তারা তারা কীর্তন-মহিমা নাহি জানে ।
 হরিনামে পাপ হরে এই বড় মানে ॥
 যদি হরিনামে সব পাপ দূর হয় ।
 অজামিল হঞা কেনে মুক্তিপদ পায় ॥
 যত যত মহাজন প্রায় বেদ-জড় ।
 বিষ্ণুমায়া-বিমোহিত সে সকল নর ॥ (১)
 অশ্বমেধ আদি মহা কর্মপরায়ণ ।
 মধু পুষ্প সম ফল স্বর্গ আরোহণ ॥
 এই বাক্য বুঝিয়া যতেক বুধজনে ।
 সর্বভাবে ভকাত করয়ে নারায়ণে ॥
 তাহাতে আমার নাহি দণ্ডে অধিকার ।
 যত্নপি অশেষ পাপ দেখিয়ে তাহার ॥
 সর্বপাপ হরে তার হরি-সংকীর্তনে ।
 তুমি সব না যাইছ তার সন্নিধানে ॥

(১) পাঠান্তর,—“সব সকল ।”

সর্বভূত-হিতে রত হরিপরায়ণ ।
 তাহার পবিত্র যশ গায় স্তবগণ ॥
 কভু জানি যাহ তোরা তার সন্নিধানে ।
 নহে কাল ভয় তার যম-দরশনে ॥
 মুকুন্দ-পদারবিন্দ মকন্দ-রসে ।
 সতত বিমুখ যারে দেখে বিশেষে ॥
 দেহ গেছে দেখে যায় দৃঢ় অন্তর ॥
 বৈষ্ণব জনের সনে নহে যার সঙ্গ ॥
 তাগতা আনিহ তাথে নাহিক বিচার ।
 করিহ তাহারে তোরা দণ্ড পরহার ॥
 যার জিহ্বা হরিনাম কভু না উচ্চারে ।
 যার শির কৃষ্ণপদে প্রণাম না করে ॥
 যার চিত্তে কৃষ্ণপদ না করে স্মরণে ।
 তা-সভারে আনিহ আমার বিত্তমানে ॥
 নারায়ণ পুঙ্খ পুরাণ জগন্নাথ ।
 একবার ক্ষম প্রভু মোর অপরাধ ॥
 সেবকের অপরাধে প্রভু দণ্ড পায়ে ।
 ভৃত্য-অপরাধে প্রভু দণ্ডিতে জুয়ায়ে ॥
 নমো নমো নারায়ণ মোর নমস্কার ।
 মোর অপরাধ প্রভু ক্ষম একবার ॥
 হরিনাম-সংকীর্তন জগতমঙ্গল ।
 মহাত্ম-বিনাশন মহাপাপহর ॥
 হরিনাম-শ্রবণ-কীর্তন-শ্রবণে ।
 শুন বাছা বেদে যার মহিমা না জানে ॥
 এতেক বচন শুনি যমদূতগণে ।
 নামের মহিমা শুনি ভয় পাইল মনে ॥
 আছুক বৈষ্ণব জনার যাইতে সন্নিধানে
 বৈষ্ণবের নাম শুনি ভয়ে কম্পবানে ॥
 আছিল। অগস্ত্য মুনি মলয় পর্বতে ।
 আপনে কছিল। তেঁহ মুনি সভাসতে ॥
 কহিলুঁ তোমাতে শুন রাজা পরীক্ষিৎ ।
 হরিসংকীর্তন-ফল জগতে গোপিত ॥
 ভক্তিরস-গুরু শ্রীগদাধর জান ।
 ভাগবত আচার্য্যের মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রী ভাগবতে মহাপুরাণে ষষ্ঠস্কন্ধে প্রথমেহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

বরাড়ী রাগ ।

তবে রাঙ্গা জিজ্ঞাসিল শুকদেব স্থানে ।
 দক্ষলিপি বিস্তারিয়া কহিবে এখনে ॥

রাজার বচন শুনি মুনি যোগেশ্বর ।
 সাধু সাধু বাখানিয়া দিলেন উত্তর ॥

প্রাচীনবরিহি রাজা পুরুবে আছিল।
 প্রচেত্স নামে তার দশ পুত্র হৈল।
 জলের ভিতর রহি সহস্র বৎসর।
 কৃষ্ণ আরাধিল তপ করিয়া দুষ্কর।
 আপনে আসিয়া বর দিলা নারায়ণ।
 জলে হৈতে উঠে তবে তারা দশজন।
 বৃক্ষগণে ব্যাপিত দেখিল মেদিনী।
 ক্রোধ করিমুখ হৈতে জ্বলিল আগুনি।
 পোড়াঞা পৃথ্বীর বৃক্ষ কৈলা ভয়গাণ।
 হেনকালে আইলা ব্রহ্মা দিতুবননাথ ॥ (১)
 বৃক্ষসৃষ্টি না পোড়াই এই বাক্য ধর।
 বৃক্ষগণে কত্না দিবে তাহা বিভা কর।
 এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজস্থানে।
 হেনকালে কত্না আনি দিল বৃক্ষগণে।
 সেই কত্না বিভা কৈল দশ সহোদরে।
 রাজ্য ভোগ কৈল দশ সহস্র বৎসরে।
 দক্ষ পুত্র জন্মাইল দশ সহোদরে।
 পুঃ জন্মে যারে বিভাঞ্চল মহেশ্বরে।
 শিবশাপে হ্রাগমুখ দক্ষের আছিল।
 সে তহু তেজিয়া আর তহু যে ধরিল।
 তবে তারা দশ ভাই ভজিয়া শ্রীহবি।
 অন্তকালে তহু তেজি গেল বিষ্ণুপূরী।
 দক্ষ প্রজাপতি পাইল রাজ্য অধিকার।
 নানা কৰ্ম করি থুইল যশ চমৎকার।
 তবে দক্ষ প্রজাপতি মহা তপ করি।
 বিষ্ণুপাদ গিরিতটে ভঁজিল শ্রীহরি।
 পুণ্য তীর্থ আছে তথা অব বিঘর্ষণ।
 ত্রিকাল করিয়া স্নান পূজে নারায়ণ।
 স্তুতি ভক্তি প্রণতি বিবিধ যতি কৈল।
 তুষ্ট হঞা বর তারে জগন্নাথ দিল।
 পঞ্চজন নামে এক আছিল নৃপতি।
 তার কত্না বিভা কৈল দক্ষ প্রজাপতি।
 অসিক্রী তাহার নাম রাজার চহিতা।
 পরম সুন্দরী দেবী দক্ষের বনিতা।
 এককালে গুনমিল অযুত কুমার।
 দক্ষ আজ্ঞা দিল তারে সৃষ্টি করিবার।
 বাপের আজ্ঞায় তারা গেল তপোবনে।
 পথেতে নারদ আসি দিল দবশনে।
 আরে রে বালক তোবা কোন্ যুক্তি কর।
 আমার বচন তোরা একান্তে ধর।

এতেক বচন যদি নারদ কহিলা।
 পৃথ্বী পর্যটনে তবে সভাই চলিলা।
 মনে হুঃখ পাঞা তবে দক্ষ প্রজাপতি।
 অবৃত্ত ভনয় আর কৈল উত্তপতি।
 পৃথিবীর অন্ত লেহ পর্যটন করি।
 তবে তোরা পাছে সৃষ্টি করিহ বিচারি।
 বাপে আজ্ঞা দিল গুন আমার বচনে। (১)
 সকলে মিলিয়া কর অপত্য সৃজনে।
 আজ্ঞা পাইয়া গেল তাঁরা তপ করিবারে।
 পথে আসিয়া কহিল নারদ যোগেশ্বরে।
 জ্যোত্ববর্গ গেল তোদের পৃথ্বী পর্যটনে।
 আগে তার উদ্দেশ করহ ভাইগণে।
 বাপের বচন তবে করিহ পালন।
 এতেক বলিয়া মূনি গেলা তপোবন।
 এইরূপে গেলা তারা অযুত ভনয়।
 হুঃখ পায়া দক্ষ কোপ কৈল অতিশয়।
 ভালত নারদ তুমি হারিভুক্ত ধর।
 ভাল শাস্ত দাস্ত তুমি পরহিত কর ॥ (২)
 শাপিল তোমারে আজ্ঞা কে রাখিতে পারে।
 নিরবধি জগৎ লম্বিবে একেশ্বরে।
 একাদন এক স্থানে নহে যেন স্থিতি।
 স্বাকার করিয়া লৈল মূনি মহামতি।
 হুঃখ শোক পাঞা দক্ষ রহিল আপনে।
 কত্না সৃষ্টি কৈল পাছে ব্রহ্মার বচনে।
 বাটি কত্না জন্মিল দক্ষের নন্দিরে।
 সাতাইশ হুহতা তার দিল শশধরে।
 দশ কত্না কৈল তার ধর্ম সম্প্রদান।
 কত্নাপেবে জ্যোদশ কত্না কৈল দান।
 শিবে তার দুই কত্না কৈলা পরিণয়।
 দুই কত্না অঙ্গিরাকে দিল মহাশয়।
 কৃশাশ্বরে দুই কত্না দিলা প্রজাপতি।
 তাক্ষে বিভা কৈল চারি কত্না গুণবতী।
 দেব দানব নাগ অশুর কিন্নর।
 যক্ষ রাক্ষস পশু-পক্ষী চরাচর।
 এইরূপে নানা সৃষ্টি জগৎ পুরিল।
 কহিব কত্নাসৃষ্টি যতরূপ হেল।
 দিত দহু কাষ্ঠা নাম অদিতি সুরসী।
 সুরভি অরিষ্টা ইলা মূনি ক্রোধবশা।

(১) পাঠান্তর,—“সৃষ্টি কর নিরমাণে।

(২) “ভাল শাস্ত তুমি সদা পরহিত
 কর।”—পাঠান্তর।

(১) মূলে “রাজোবাচ মহাম্ সোম” এই পাঠ আছে।

তিমি তাম্রা নাম আর সরমা কুমারী ।
কশ্যপের এই ত্রয়োদশ ধর্ম নারী ॥
তিমির তনয় হৈল যত জলচরে ।
ব্যাত্তগতি জনমিল সরমা উদরে ॥
সুরতির বংশ পশু গো-মহিষ জাতি ।
তাম্রাব উদরে হৈল পক্ষির উৎপত্তি ॥
জন্মিল অঙ্গরাগণ মূনির উদবে ।
ক্রোধবংশার বংশ হৈল যত ফণধরে ॥
ইলার উদরে জন্মিল তরুগণ ।
সুরসার গর্ভে জাতুধানের (১) জনম ॥
অবিষ্টার পুত্র যত গরুর জন্মিল ।
তুরঙ্গ গর্ভে যত কাষ্ঠাগর্ভে হৈল ॥
দম্বুর উদরে দানবের উপাদান ।
কহিব যতেক তার দানব প্রধান ॥
দ্বিমূর্দ্ধা শব্বর ভয়গ্রীব বলবান্ ।
বিভাবসু শঙ্কুশিরা অয়োমুখ নাম ॥
অরিষ্ট কপিল আর স্বনামু অরুণ ।
এক এক বুসপর্কী পুলোমা দারুণ ॥
ধ্বজেশ্বর বিপ্রচিহ্নিত বিক্রপাক্ষ নাম ।
এইসব মহাবীর দানব-প্রধান ॥
বুসপর্কী দানবের শম্ভিষ্ঠা কুমারী ।
দিল তারে যযাতি রাজার ভার্য্যা করি (২)
বৈশ্বানর দানবের চারি কন্যা হৈল ।
তার দুই কন্যা বিভা কশ্যপেরে দিল ॥
কালকার যত পুত্র কালকেয় নামে ।
পুলোমার যত পুত্র পোলোম প্রধান ॥
বাটি যে সচস্র পুত্র দানব প্রথরে ।
তোমার বাপের বাপে মারিল সমরে ॥
অদিতির বংশ হৈল যত দেবগণ ।
যাহার উদরে জন্ম লৈল নারায়ণ ॥
সূর্য্য বিভা কৈল সংজ্ঞা নামে ফুলবতী ।
তার পুত্র শ্রাদ্ধদেব মনু উতপত্তি ॥
যম আর যমুনা যমক দুই জন ।
সংজ্ঞার উদরে তিন লভিল জনম ॥
ছায়া নামে তাঁর আর এক পত্নী হৈল ।
তাহার উদরে শনি সাবণি জন্মিল ॥
এইরূপে হৈল সূর্য্যবংশের বিস্তার (৩) ।
তবে রাজা শুন কথা যে কহিব আরু ॥

ত্রিভুবনে একা রাজা হৈল পুরন্দর ।
সুর সিদ্ধ বিদ্যাদেবে সেবে নিরন্তর ॥
শুরু অবজ্ঞানে তার শ্রীত্র্যষ্ট হৈল ।
ঘুরিয়া অশ্ববে ইন্দ্রে মারি খেদাডিল ॥
ভয়ে যুদ্ধ তেজিয়া পলাইল দেবগণ ।
ব্রহ্মার চরণে গিয়া লহিল শরণ ॥
রূপা করি উত্তব দিলেন পদ্মাসনে ।
তুমি সব অধর্ম্মে মণ্ডিলে সুরগণে ॥
শুরু অবজ্ঞানে তুমি কৈলে সর্ব্বনাশ ।
সেই দ্বিধ দেখি পাইল অশ্বরে প্রকাশ ॥
শুণ আবোধিয়া তারা মহাবল ধরে ।
এখন উচিত নহে যুদ্ধ করিবারে ॥
শুরু ব্রহ্মপতি তোমার কৈলা অন্তর্দান ।
চাহিলেহ তুমি সব না পাবে সন্ধান ॥
বিশ্বরূপ নামে বিশ্ব-কর্ম্মার তনয় ।
পরম তপস্বী তিহো যতি মহাশয় ॥
তুমি সব তাঁরে পূর্বাভিত করি বর ।
তাঁর উপদেশ লঞা তবে যুদ্ধ কব ॥
এতেক বচন শুনি যত সুরগণে ।
সেইরূপে আইলা বিশ্বরূপ বিচ্যামানে ॥
দেবগণে মিলিয়া বরিল পুরোহিত ।
যজ্ঞ আরভিল বিশ্বরূপ সুপণ্ডিত ॥
বিশ্বজয় (১) যজ্ঞ করাইল পুরন্দরে ।
নারায়ণ-কবচ ধবিল কলেবরে ॥
তবে ইন্দ্রে যুদ্ধ করি অশ্বরে জ্বিলিল ।
দেবগণ সহ নিজ অধিকার পাল্য ॥
এইরূপে যজ্ঞ করে দ্বিজ বিশ্বরূপে ।
দৈবযোগে অশ্বরকে দিল যজ্ঞভাগে ॥
এ বোল শুনিঞা ক্রোধ কৈল পুরন্দরে ।
ব্রাহ্মণের তিন মাথা কাটিল সঞ্চারে ॥
বিশ্বরূপ দ্বিজের আছিল তিন মুণ্ড ।
ইন্দ্রে তাহা কাটিয়া করিল চারি খণ্ড ॥
ব্রহ্মবধ সঞ্চারিল ইন্দ্রের শরীরে ।
ইন্দ্রে চারি ভাগ করি বিভাজিল তারে ॥
ক্রম জল ভূমি আর যত নারীগণ ।
চারি ভাগে ব্রহ্মবধ পাইল পরিজন ॥
পৃথিবীর ব্রহ্মবধ বিদিত উষরে ।
ফেন বদ্বদে ব্রহ্মবধ জানি নীরে ॥ (২)
তরুগণে ব্রহ্মবধ আঠা রূপে বহে ।
নারীগণে ব্রহ্মবধ রাজাযোগে বহে ॥

(১) জাতুধান অর্থে—রাক্ষস ।

(২) “যযাতি রাজার বিভা কৈল মহাবলী ।”

(৩) ইহার পর বর্দ্ধমান—ভৈটোগ্রামের

পুঁথিতে নূতন অধ্যায়ের আরম্ভ হইয়াছে ।

(১) পাঠান্তর—“রিপুজয়” ।

(২) পাঠান্তর,—“সরাবলে” অপরাধ,—“জানিব সে জলে”

এতেক প্রকারে ইন্দ্র ব্রহ্মবধে তরে।
 পুত্রবধ শুনি বিশ্বকর্মা ক্রোধ করে ॥
 বৃত্ত নামে অশ্রুব স্ত্রী ল ভয়ঙ্কর।
 প্রলয় কাণের যেন জলন্ত অনল ॥
 ধুম্রবর্ণ বিকট দশন ঘোরতর।
 পদতরে ধরণী করয়ে টলমল ॥
 তিন লোক ঘড়ি নাদ করয়ে গভীর।
 ত্রিশূল তুলিয়া বৃত্ত নাচে মহাবীর ॥
 তিন লোক গরাসয়ে দেহ্য দুর্দ্ধরিশ।
 তা দেখিয়া দেবগণ হৈলা বিমরিব ॥
 পরম দাক্ষণ রণ বাজিল তখনে।
 বৃত্ত সহ মহাবৃত্ত কৈল সুরগণে ॥
 সমরে হারিয়া সুর পলায় সঙ্করে।
 শরণ পশিল কৃষ্ণচরণ-কমলে ॥
 দিব্য রূপ ধরি হবি দণা দরশন।
 দেবগণ দেখি কৈল প্রণাম স্তবন ॥
 ভুট্ট হঞা বর দিলা প্রভু হৃষীকেশ।
 শুন শুন দেবগণ কহি উপদেশ ॥
 দধ্যাক্ষ পরম মুনি আছে মহাজন।
 মাগিয়া তাহার অঙ্গ লহ সুরগণ ॥
 তার অঙ্গ দিয়া কর বজ্রের নির্মাণ।
 তবে ইন্দ্র মরিবে অশ্রুর বলবান্।
 মাগিলেহি দিবে দ্বিজ আপনার অঙ্গ।
 মাগিলে না করে মহাজনে আজ্ঞা ভঙ্গ ॥
 এতেক বলিয়া গেলা প্রভু ভগবান্।
 ইন্দ্র আদি দেব আইলা দ্বিজ বিত্তমান
 প্রণাম করিয়া ইন্দ্র দধ্যাক্ষচরণে।
 সুরগণ সহে কৈল আত্মনিবেদনে ॥
 যশোধন মহাজন পরিহতকারী।
 তত্ত্বজ্ঞান নাহি তায় দেহ গেহ করি ॥
 আপনার অঙ্গ যদি কর কর সস্ত্রাদান।
 তবে সব সুরগণ পায় পরিত্রাণ ॥
 শুনিঞা দধ্যাক্ষ মুনি দিলেন উত্তর।
 অঙ্গব শরীর ধন অঙ্গব সকল ॥
 অঙ্গব শরীরে যদি দ্রব পদ পাই।
 তবে কেনে তাহা ছাড়ি অত্র কর্ষে ধাই ॥
 এ শরীরে হয় যদি দেব উপকার।
 তবে আমি শরীর তেজিল আপনায় ॥
 এ বোল বলিয়া বিপ্র ধ্যান যোগ করি।
 শরীর তেজিয়া উঁহো গেলা বিশ্বপুরী ॥
 বিশ্বকর্মা সেই অঙ্গে বজ্র নিয়মিল।
 পরম উজ্জল অস্ত্র ইন্দ্র হস্তে দিল ॥

তবে ইন্দ্র ঐরাবতে করি আরোহণ।
 বজ্র হস্তে করিয়া (১) করিতে গেলা রণ ॥
 অশ্রুরের সঙ্গে তবে বাজিল সংগ্রাম।
 যুঝিবারে আইল যত দৈত্যের প্রধান ॥
 হয়গ্রীব শঙ্খশিরা নমুচি শঙ্খর।
 বৃষপর্কী চেতি প্রেচেতি খরতর।
 অয়োমুখ বিপ্রচিতি দ্বিমুখা প্রথর।
 মালী সুমালী আদি দৈত্য ভয়ঙ্কর ॥
 দৈত্য দানব যক্ষ রক্ষ কোটি কোটি।
 চৌদিকে বেচিল তারা বাণ ছটাছুটি ॥
 সংহনাদ করি ধায় লক্ষ লক্ষ সেনা।
 বাঘভাঙ বাজে উঠে ত্র ধ্বজ বানা ॥
 প্রাণ মৃদার গদা পরিঘ তোমর।
 শূল পরশু বজ্র অস্ত্র খরতর ॥
 অস্ত্রে শস্ত্রে কাটাকাটি বাণ ববিষণ।
 বাজিল অশ্রুর দেবে ঘোর মহারণ ॥
 যত দেবগণ ছিল সমরে প্রচণ্ড।
 অশ্রুরের অস্ত্র কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড ॥
 পৃথ্বীর ভিতার রণ হৈল ভয়ঙ্কর।
 নগ নাগ সকল কাঁপিল চরাচর ॥
 দৈত্য দানব যত বলে পরখর।
 তারা সব পালাইল তেজিয়া সমর ॥
 তবে বৃত্ত বলে আরে শুন দেবগণ।
 তোবা সব মোর সঙ্গে করসিঞা রণ ॥
 সমর তেজিয়া ভয়ে যে সব পলায়।
 তার সঙ্গে যুঝিবারে কতুন জুয়ায় ॥
 মোর আগে রহ তোরা করসিঞা রণ।
 আজি পাঠাইমু দেবে যমের ভুবন ॥
 এতেক বচন বলি মহানাদ কৈল।
 মুরহিত হঞা দেব ভূমিতে পড়িল ॥
 আকর্ণ শব্দ করি বৃত্ত মহাস্বর।
 হুই পায়ে মন্দিয়া দেবতা কৈল চুর ॥
 তবে দেবরাজ কোপে জ্বলিল অন্তরে।
 পেলাঞা মারিল গদা বৃত্তের উপরে ॥
 আকাশে উঠিল গদা পড়িল উপরে।
 লীলায় ধরিল বৃত্ত দিয়া বাম করে ॥
 সেই গদা তুলিয়া প্রমাইল তিন বার।
 ঐরাবত-কুস্তে কৈল গদার প্রহার ॥
 গদাবাড়ি থাঞা গজ ঘুরিতে লাগিল।
 ইন্দ্র সহ সাত ধনু রণ তেজি গেল ॥

অমৃত-অঙ্গুলী ইন্দ্র গজমুখে দিল ।
 খণ্ডিল অঙ্গের ব্যথা গজ স্থির হৈল ॥
 ক্রোধ করি বলে বৃত্র আরে পুরন্দর ।
 তুংগ সে যারিলি মোর ভাই সহোদর ॥
 ব্রহ্মবধ গুরুবধ দ্রাবিড় কবি ।
 আপনে বোলাহ ইন্দ্র দেব-অধিকারী ॥
 সুধিব ভাইর ধার বধিব তোমারে ।
 আজি তোমা বেচি থাকে শৃগাল কুকুরে ॥ (১)
 মোর হাতে শীয়ে যাবে হেন মনে লয় ।
 এইরূপে ইন্দ্রকে ভৎসিল অতিশয় ॥
 তবে বৃত্র পুরন্দরে বাজিল সঙ্গান ।
 নাহি হয় যুদ্ধ আর তাহার সমান ॥
 অমুরে অমরে বুদ্ধ বাণ ছুটাছুটি ॥
 মুদগর-প্রহার শিরে খজো কাটাকাটি ।
 গাঃ পাথর কেহ পর্বত পেলায়ে ॥
 কেহ মুখ মেলি আইসে খাইবারে ধায়ে ॥
 বৃত্রে ইন্দ্রে যুদ্ধ তার নাহি সমতুল ।
 গদার প্রহারে হৈল কোটি কোটি চূর ॥
 দেব অমুরের যুদ্ধ পরম দারুণ ।
 নগ নাগ তিন লোক কাঁপিল বরণ ॥
 পড়িল অমুর দেব সমর ভিতরে ।
 তবে বৃত্র ডাক দিয়া বলে উচ্চস্বরে ॥
 তোর অস্ত্রে ইন্দ্র আমি তেজিব শরীর ।
 অনন্ত চরণে তবে চিত্ত হৈব স্থির ॥
 তবে মোর খণ্ডিব সকল ভববন্ধ ।
 নিরবধি কবিমু ভবতজনসঙ্গ ॥
 হরিদাস তাঁর দাস দাস অমুদাস ।
 জনমে জনমে হঞা থাকু এই আশ ॥
 যদি মন করে কৃষ্ণগুণ স্মরণ ।
 ছুই কর হয় যদি সেবাপরায়ণ ॥
 যদি মোর বদনে গোবিন্দ গায় ।
 যদি নারায়ণকর্ম করে মোর কায় ॥
 তবে ইন্দ্রপদ ব্রহ্মপদ যোগসিদ্ধি ।
 সার্কভৌমপদ চাহি বাঞ্ছো মহানিধি ॥
 বেষ্টব জনের সঙ্গে বাস যদি হয়ে ।
 কক্ষবন্ধে জন্ম তবে যথা তথা নহে ॥
 এতেক বচন বলি বৃত্র মহাবলী ।
 খাইল ইন্দ্রের তরে শূল পাট ধরি ॥
 শূল মুখে জ্বলিছে প্রলয়-হত্যাশন ।
 শূল পাট দেখিয়া কাঁপিল ত্রিভুবন ॥

(১) পাঠান্তর,—“শকুনি শৃগালে” ।

আকাশে ফেলিয়া শূল মারিল অমুরে । (১)
 ঘুরিয়া পড়িল শূল ইন্দ্রের উপরে ॥
 বজ্রে কাটি ইন্দ্র শূল কৈল খণ্ড খণ্ড ।
 কাটিল বৃত্রের আর এক ভৃঙ্গদণ্ড ॥
 হস্ত কাটা গেল কোপে জ্বলিল অমুর ।
 মারিল ইন্দ্রের গালে চাপড় নিষ্ঠুর ॥
 ইন্দ্রের হস্তেব বজ্র খসিয়া পড়িল । (২)
 হাহাকার তুমুল শব্দ উপজিল ॥
 তবে দেববাজ বজ্র তুলিয়া না লয় ।
 বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে ভৎসিলা অতিশয় ॥
 যুদ্ধকালে বিবাদ বীরের নহে ধর্ম ।
 জয় পরাজয় দেখে ঈশ্বরের কর্ম ॥
 কাঠের পতলী নাচে কুহক হুঁসায় ।
 পত্রের হরিণ যেন বাদিয়া নাচায় ॥
 এইরূপে প্রভু যারে যে কর্ম করায় ।
 প্রভুনিয়োজিত কর্ম গুণে না যায় ॥
 পিঙ্গরের পাগী যেন থাকয়ে বন্ধনে ।
 সেইরূপ ব্রহ্মা যদি ঈশ্বর-অধীনে ॥
 যুগ জনা আপনাতে করে অভিমান ।
 খণ্ডিতে না পারে কেহ ঈশ্বর নিখান ॥
 একজনে আর জন প্রভু সৃষ্টি করে ।
 আর জনা দিয়া প্রভু অল্প জনে মারে ॥ (৩)
 করয়ে করায় তেঁহ ভুঞ্জয়ে ভুঞ্জায় ।
 ব্রহ্মা আদি যার কর্মে অন্ত নাহি পায় ॥
 এ বোল বুঝিয়া ইন্দ্র তেজ বিমরিষ ।
 মোর সঙ্গে যুব চিত্তে হইয়া হরিষ ॥
 বৃত্রের বচন শুনি দেব পুরন্দর ।
 হাসিয়া বুকেরে তবে দিলেন উত্তর ॥
 ধর্ম মহাপুরুষ ভকত মহাভাগ ।
 শ্রীহরিচরণে এত বড় অহুরাগ ॥
 বিষ্ণুমায়া তুমি সে তরিলে মহাশয় ।
 নহিব তোমার আর ভব-মহাভয় ॥

(১) পাঠান্তর,—

“আকাশে ভ্রমাণ শূল পেলিল অমুরে ।”

(২) “ছিন্নকবাহঃ পরিষেণ বৃঃ

সংরক্ত আসক্ত গৃহীতবজ্রম্ ।

হনৌ ততাদেজ্জমথামরোক্ত

বজ্রঞ্চ হস্তাশ্রয়পশ্মাঘোনাঃ” ৬।১২।৪

(৩) পাঠান্তর,—

“একজনে আব জন সাজায় শ্রীহরি ।

আন জন দিঞ প্রভু আন জন মারি ।”

ভ্রমোগুণে জন্মিলে অশ্রু দুরাচার ।
 এত বড় বিষৃভক্তি দেখিলুঁ তোমার ॥
 এ বোল বলিয়া ইন্দ্র বজ্র হাথে ধরি ।
 বৃদ্ধ সঙ্গে যুদ্ধ কৈল দেবমহাবলী ॥
 বাম হস্তে পরিঘ তুলিয়া মহামুর ।
 মারিল ইন্দের মুণ্ডে (১) প্রহার নিষ্ঠুর ॥
 পড়িতেছি পরিঘ কাটিল পুরন্দর ।
 তবে পুন কাটিল বৃত্তের আর কর ॥
 দুই হাত কাটা গেল বৃদ্ধ কোপে জলে ।
 হৃৎকার করিয়া পড়িল ভূমিতলে ॥
 মুখখান মেলি দৈত্য আকাশ ঘুড়িয়া ।
 ঐরাবত সহ ইন্দ্র পেলিল গিলিয়া ॥
 হাহাকার শব্দ উঠিল ত্রিভুবনে ।
 মহাবলী দেবরাজ না মৈল পরাণে ॥
 উদয় ভেদিয়া ইন্দ্র বাহিরে আইলা ।
 রজ্জের মাথা কাটিয়া বৃত্তের প্রাণ নিল ॥
 পড়িল অশ্রু ঝর হৈল ত্রিভুবনে ।
 হৃৎকৃত্তি বাজনা বাজে পুষ্প বরিষণে ॥
 গন্ধর্বে সংগীত গায় অপ্সরা নাচন ।
 জয় জয় শব্দে পুরিল ত্রিভুবন ॥
 এইরূপে পড়িল অশ্রুব মহাবলী ।
 মনে দুঃখ পাইল ইন্দ্র ব্রহ্মবধ করি ॥

(১) পাঠান্তর,—“পৃষ্ঠে” ।

কি গতি হইব মোর কি হয় প্রকার ।
 কোনমতে ব্রহ্মবধ হৈব প্রতীকার ॥
 এতেক বচন শুনি শূর-মুনিগণে ।
 হাসিয়া ইন্দের সনে কল সম্ভাষণে ॥
 বিবাদ না কর তুমি তেহ সংশয় ।
 ব্রহ্মবধ করিয়া তোমার কিবা ভয় ॥
 অশ্বমেধ যজ্ঞ কর ভজহ শ্রীহরি ।
 গোবিন্দ ভজিলে কত ব্রহ্মবধে তরি ॥
 পিতৃ-মাতৃ গুরুঘাতী গোব্রাহ্মণ-ঘাতী ।
 চণ্ডাল কুকুরভোজী হীন পাপজাতি ॥
 এ সব যাহার নাম করিয়া কীৰ্ত্তন ।
 অশেষ পাতকবন্ধ করয়ে খণ্ডন ॥
 অশ্বমেধ করি তুমি ভজ দামোদর ।
 ঐরিনাম কীৰ্ত্তন করহ নিরন্তর ॥
 জগত মারিয়া যদি জগতে সংহারে ।
 সেই পাপী হরিণামে হেলে পাপে তরে ॥
 মূনির বচন শুনি দেব পুরন্দর ।
 ঘুসিয়া মারিবে বৃত্তে রণের ভিতর ।
 মুক্তিমন্ত হঞা ব্রহ্মবধ উপজিল ।
 ধাঞা ব্রহ্মবধ ইন্দ্রে থাইবারে আইল ॥
 অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইল মুনিগণে ।
 নিরবধি কৈল ইন্দ্র হরিসংকীৰ্ত্তনে ॥
 ব্রহ্মবধ ঘুচিল ইন্দের হেল জয় ।
 বৃত্তবধচারিত শুনিলে পাপ ক্ষয় ॥
 ধ যশস্কর পাপহ ত্রিপুঞ্জয় ।
 ভাগবত-আচার্য্য কহিল পুণ্যময় ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে ষষ্ঠস্কন্ধে

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় ।

পাহাড়ী রাগ ।

তবে রাজা পরীক্ষিৎ ভাবিরা বিস্ময় ।
 পুছিল মূনির পাখে করিয়া বিনয় ॥
 ভাসল দরন্ত বৃদ্ধ পাপ দুরাচার ।
 কোন্ পুণ্যে হরিতত্ত্ব জন্মিল তাহার ॥
 সন্তুষ্টীপা পৃথ্বী যদি রেণু করি গণি ।
 তার সম চরাচর জীব হেন মানি ॥
 তার মধ্যে পুণ্যকর্ম করে নর জাতি ।
 তার মধ্যে কেহ কেহ সাধয়ে মুক্তি ॥

কোটি কোটি মধ্যে কেহ মুক্তি পদ পায় ।
 মুক্ত কোটি কোটি মধ্যে বিচারিয়া চায় ॥
 তমুত তাহার মধ্যে ভকত দুলভ ।
 বৃদ্ধ হৈয়া কোম পুণ্যে পাইল হেন পদ ॥
 কহ মহামুনি তুমি ইহার কারণ ।
 কিরূপে বৃত্তের ভক্তি হৈল উৎপন্ন ॥
 শুক বলে শুন রাজা কহিব তোমায়ে ।
 চক্রেতে নামে রাজা বিদিত সংসারে ॥

সুরসেন দেশে সার্কভৌম নরপতি ।
 আছিল তাহার দশ সহস্র যুবতী ॥
 ধন জন সম্পদ সে হেন নারীগণে ।
 কোথাহ পীরিতি তার নহে পুত্র বিনে ॥
 আছিল অজিরা মুনি ব্রহ্মার নন্দন ।
 দৈবযোগে তার স্থানে কৈল আগমন ॥
 আতিথ্য বিধানে রাজা পুঞ্জিল তাঁহারে ।
 কনক আগনে পুঞ্জি বসাল্য যন্নিরে ॥
 পুঞ্জিলা অজিরা মুনি শুন নরেশ্বরে ।
 অন্তরে চিন্তিত হেন দেখিয়ে তোমারে ॥
 চিত্তকেতু বলে সভা বলিলে গোসাঁঞি ।
 বাহ্য অভ্যন্তর তোমার অবিসদিত নাঞি ॥
 জিজ্ঞাসিলে তমু তুমি চাহি কহিবারে ।
 অপুত্রের হয় কোন পুণ্য প্রতিকারে ॥
 এই সে কারণ হেতু মনে কিছুই না ভায় ।
 নহিল সম্ভতি মোর কোন গতি হয় ॥
 রাজার বচন শুনি মুনি রূপা কৈল ।
 যজ্ঞ করি চরস্থানী রাজাকে সঁপিল ॥
 প্রধান মহিষী তার নামে কৃতদ্রুতি ।
 যজ্ঞচক্রে তাহারে খাওয়ায় নরপতি ॥
 মুনি বলে ইহা হৈতে হৈব পুত্রবর ।
 হরিষ বিবাদে তোমার পুরিব অন্তর ॥
 এ বোল বলিয়া মুনি গেলা নিজস্থান ।
 আনন্দে রহিল তবে নৃপতি প্রধান ॥
 শুভকালে ও শুভক্ষণে কুমার জন্মিল ।
 শুনিয়া রাজার চিস্তে আনন্দ হইল ॥
 গজ দান রথ দান পৃথিবী কাঞ্চন ।
 পুত্রের উৎসবে রাজা দিল মহাধন ॥
 ঘরে ঘরে পুরে পুরে আনন্দ যজল ।
 মৃত্যু গীত আনন্দে পুরিল ক্ষতিভল ॥
 তবে রাজকুমার বাঢ়িয়ে দিনে দিনে ।
 পুত্রস্নেহে চিত্তকেতু অন্ত নাহি জানে ॥
 পুত্র ছাড়ি তার চিস্তে অন্য নাহি ভাবে ।
 অধনের ধন যেন হারাইলে পাবে ॥
 পুত্রের জননী করি প্রেম অতিশয় ।
 আন নারীগণে তার টুটিল হৃদয় ॥
 সঙ্গতীর সম্পদ দেখিয়া দেবীগণে ।
 শোকে অশ্রুতনে হৈয়া চিস্তে মনে মনে ॥
 একদিন সকলে মিলিয়া যুক্তি কৈল ।
 বিব দিয়া বালকে করে স্ত্রীর পিরাইল ॥
 শরনে শুভাল্য শিশু খুঁইয়া রাজঘরে ।
 মায়ে আজ্ঞা দিল ধাই পুত্র আনিবারে ॥

ধাত্রী মায়ে পুত্র কোলে করিয়া ভাকিল । (১)
 হাহা শব্দ করি মাতা ভূমিতে পড়িল ॥
 শিরে কর হানিঞা কান্দয়ে উচ্চস্বরে ।
 এ বোল শুনিয়া রাজা উঠিল সত্বরে ॥
 ভূমিতে পড়িয়া কান্দে চিত্তকেতু রাজা ।
 রাজার কান্দনা দেখি কান্দে যত প্রেমা ॥
 পাত্রে মিঞা সামন্ত যতেক (২) পুরজন ।
 রাজারে বেঢ়িয়া সতে করয়ে ক্রন্দন ॥
 শিরে করাঘাত করে কেশ সে উফাড়ে ।
 উঠিয়া উঠিয়া রাজা ভূমিতলে পড়ে ॥
 অব্যত বনিতা কান্দে যত পুরনারী ।
 কান্দয়ে সকল লোক বালকে করে বেচি ॥
 শিরে করাঘাত করি করয়ে বিলাপ ।
 ক্ষেণে মূরছিত হয়ে ক্ষেণে দেহি ঝাপ ॥
 (কতকাল যায় তার নাহি অবধান ।
 রাজি দিবা নাহি জানে নাহিক গেষ্মান) ॥
 এইরূপে কান্দে রাজা শোকে অশ্রুতন ।
 হেনকালে দুই মুনি কৈল আগমন ॥
 বুঝায় রাজারে তত্ত্ব উপদেশ করি ।
 চিত্ত স্থির কর রাজা শোক পরিহারি ॥
 কে তোমার পুত্র হয় এমি পিতা কার ।
 পুরুষে আছিলে কোথা এখন কাহার ॥
 শ্রোতের বানুকা যেন শ্রোতে লঞা যায় ।
 এইরূপ সব জীব কালে বিচালয় ॥
 বীজ হৈতে বীজের জনম সভা নয় ।
 এক বীজ হৈতে কৈছে আর বীজ হয় ॥
 এক দেহ হৈতে আর দেহের জনম ।
 অজর অমর বীজ নিত্য সনাতন ॥
 এক হরি লুঞ্জে আর করয়ে সংহার ।
 মিথ্যা জীব বলে পুত্র দার আপনার ॥
 এ বোল শুনিঞা রাজা তেজিল ক্রন্দন ।
 অলপে অলপে কৈল শোক নিবারণ ॥
 রাজা বলে ওহে অবধূত বেশধর ।
 তোমা সভা দেখি যেন মহা যোগেশ্বর ॥
 মহামুনিগণ সব ভ্রময়ে সংসারে ।
 জ্ঞান উপদেশ করে জীবের নিত্যারে ॥
 আমি সব পশুবুদ্ধি যুট্ট অগেষ্মান ।
 জ্ঞানদীপ দিয়া যোরে কব পরিজ্ঞান ॥

(১) পাঠান্তর,—

“ধাইয়ার কোলে করি পুত্রে ডাক দিল” ।

(২) পাঠান্তর—“সভাসনে বসত” ।

রাজার বচন শুনি ছই মুনীশ্বর।
 আপনার পরিচয় দিলেন উত্তর ॥
 আমি সে অঙ্গিরা মুনী ব্রহ্মার কুশার।
 রবে আসিয়া পুত্র সাধিল তোমার ॥
 ক্রিহায়ে নারদ বলি মুনির প্রধান।
 ক্রিহা হৈতে রাজা তুমি পাবে পরিজ্ঞান ॥
 তুমি হেন রাজা হয়্যা পুত্রশোকের মজ।
 ভক্তিপথ ছাড়িয়া সংসারধর্ম ভজ ॥
 পরম বৈষ্ণব তুমি পুরুষে আছিলে।
 এ দেহ ধরিয়া তুমি ভক্তি পাসরিলে ॥
 ভক্তি উপদেশ দিতে হৈলু উপসরে।
 বিকল দেখিল তোমা পুত্রের কারণে ॥
 তে-কারণে তখনে না কৈলু উপদেশ।
 এখন যে কহি রাজা শুনহ বিশেষ ॥
 পুত্র হৈতে দেখ রাণী সতে শোক সার।
 মিথ্যা ধন এন রাজ্য মিথ্যা স্নাত দার ॥
 পুত্র হৈতে সতে শোক বুঝ অহুতানে।
 তত্ত্ব উপদেশ লহ নারদের স্থানে ॥
 অঙ্গিরার বচন শুনিঞা নরপতি।
 নারদচরণযুগে করিল প্রণতি ॥
 মন্ত্র উপদেশ তবে করিলা নারদে।
 অনন্ত প্রসন্ন হৈব যাহার প্রসাদে ॥
 শিব আদি যার পদ করিয়া সেবন।
 শিবপদ পাইল ভ্রম করিয়া খণ্ডন ॥
 হেন অনন্তের মন্ত্র কৈল উপদেশ।
 তবে ভক্তিপথে রাণী কৈল পরবেশ ॥
 মরা বালকেরে তবে কহে যোগেশ্বর।
 বাপ মায়ে কান্দে কেন না দেহ উত্তর ॥
 রাজ্য ভোগ কর তুমি বৈস রাজ্যসনে।
 বাপের সন্তোষ কর উঠিয়া আপনে ॥
 মরা পুত্র বলে তবে শুন নরেশ্বর।
 মিথ্যা কাজে কেন দুঃখ পাও নিরন্তর ॥ (১)
 কে তোমার পুত্র তুমি পিতা বা কাহার।
 কর্ম ভোগ করে জীব ভ্রমিয়া সংসার ॥
 দৈবযোগে পুত্র মিত্র বন্ধু সঙ্গ হয়ে।
 বিচারিয়া চাহ রাজ্য কেহ কার নহে ॥
 বিকাইলে সোণা যেন অন্যে লঞা যায়।
 এইরূপে দেখ জীব ভ্রমিঞা বেড়ায় ॥

(১) পাঠান্তর,—

“এতক বচন যদি বলিল মুনীশ্বরে।
 অন্তরীক (গত) হঞা করিল উত্তরে।”

যাবৎ বাহাতে থাকে আপন সম্বন্ধ।
 তাবৎ তাহার সঙ্গে প্রেম অমুবন্ধ ॥
 নিত্য নিরন্তর জীব অজর অমর।
 পুত্র মিত্র নাহি তার নাহি ভিন্ন পর ॥
 বালকের বচন শুনিঞা নরপতি।
 পুত্রশোক তেজি রাজা হৈল শুদ্ধমতি ॥
 আপনার তত্ত্ব রাজা বুঝিয়া আপনে।
 রাজ্যপদ তেজি গেল পুণ্য মধুবনে ॥
 যমুনার জলে স্নান ত্রিকাল করিয়া।
 অনন্তচরণ পূজে একচিত্ত হয়্যা ॥
 যে মন্ত্র নারদ মুনী উপদেশ দিল।
 একান্ত ভক্তি করি সে মন্ত্র জপিল ॥
 সাতদিনে মন্ত্রসিদ্ধি হৈল নরেশ্বরে।
 গন্ধর্বের অধিপতি পদ দিল তারে ॥
 অনন্ত ধরলীধর ভকতবৎসল।
 দরশন দিলা দাপ্ত গৌর কলেবর ॥
 প্রসন্নবদন প্রভু অকণ্ঠলোচন।
 মুকুট কুণ্ডল চাক্র সুনীল বসন ॥
 যোগেশ্বর মুনীশ্বর সিদ্ধগণে স্তুতি করে।
 নি প্রভু চিত্তকেতু দেখিল গোচরে ॥
 বলরাম দরশনে খণ্ডিল দুঃখিত।
 বাটিল আনন্দ ভাব নিরন্তর চিত্ত ॥
 নয়নে আনন্দজল পুলকিত অঙ্গ।
 প্রেমে গদ গদ বাণী হৈল স্বরভঙ্গ ॥
 তবে রাজা ক্ষণে চিত্ত কৈল সমাধান।
 দিব্য স্তুতি করিয়া স্তবিল (১) বলরাম ॥
 তুষ্ট হঞা বলে প্রভু শুন নরেশ্বর।
 পুরুষে আছিল তুমি আমার কিঙ্কর ॥
 নারদকৃপায় হৈলে এখনে উদ্ধার।
 এইরূপে জান রাজ্য অসত্য সংসার ॥
 আমার বন তুমি ধরিহ যতনে।
 দেহ গেহ পুত্র দার তেজ একমনে ॥
 ভক্তি করিয়া তত্ত্ব চরণ আমার।
 যথা তথা রহ তুমি সুখে হব পার ॥
 এতক বচন বলি প্রভু বলরাম।
 অন্তরীক হঞা প্রভু কৈল অন্তর্ধান ॥
 চিত্তকেতু রাজা হৈল বিদ্যাধরপতি।
 দিব্য রথে আকাশে বিহরে মহামতি ॥
 গগনমণ্ডলে ভ্রমে রথের উপর।
 আনন্দে বিহরে রাজা কোটি যে বৎসর ॥

(১) পাঠান্তর—“তুমি

সিদ্ধ সাধ্য বিজ্ঞাধর করয়ে স্তবন ।
কোটি কোটি বিজ্ঞাধরী করয়ে সেবন ॥
দ্বিবার্ষিক চড়িয়া বিহরে বিজ্ঞাধর ।
হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তন করে নিরন্তর ॥ (১)
একদিন ভ্রমে রাজা আকাশমণ্ডলে ।
কৈলাস পর্বতভাটে দেখিল শঙ্করে ॥
চৌদিকে বেষ্টিত শিষ্য মুনি সিদ্ধগণে ।
তত্ত্বযোগ মহাদেব বাখানে আপনে ॥
দেবী দিগম্বরী কোলে হর দিগম্বর ।
তত্ত্ব কথা কহে শিব সভার ভিতরে ॥
চিত্রকেতু রাজা দেখি হাসে মনে মনে ।
হেন অদভূত নাহি দেখি ত্রিভুবনে ॥
সকল লোকের পিতা গুরু মহেশ্বর ।
পরম ভাপস বেশ শিরে জটাধর ॥
ভিরি কোলে করি রহে সভার ভিতরে ।
মত্ত উনমত্ত সেহ এ কর্ম না করে ॥
আপনি শঙ্কর হয়্যা করে হেন কাজ ।
জগৎ ভরিয়া হৈল এত বড় লাজ ॥
আপনে ঈশ্বর হওয়া হেন কর্ম করে ।
অন্তে যে করিবে মন্দ কি বলিব তারে ॥
এতক বসন শুনি পর্বতদুহিতা ।
ক্রোধ করি বলে দেবী ত্রিভুবনমাতা ॥
হর দুষ্ট কর্ম করে ইহ সব জানে ।
ব্রহ্মা হঞা না জানিল যত মুনিগণে ॥ (২)
ইহ জানে শঙ্কর নিজজ্ঞ দুরাচার ।
ইহ সে দেখিল হরে দুষ্ট ব্যবহার ॥
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যার চরণ ধোয় ।
অর সিদ্ধগণে যার অন্ত নাহি পায় ॥
ইহা জানে শিব কর্ম করে বিপরীত ।
আজি সে ইহার দণ্ড করিব উচিত ॥
ভকত জনের কতু নহে অহঙ্কার ।
ভক্তি পথে ইহার নাহিক অধিকার ॥

(১) পাঠান্তর,—

দ্বিবার্ষিক চড়িয়া ভ্রময়ে নিরন্তর ।
নিরবধি হরিশ্রবণ গায় বিজ্ঞাধর ॥

(২) পাঠান্তর,—

“মহাবিজ্ঞ না জানিল যত মুনিগণে ॥”

এই পাপে অমর জনম হেন হয় ।
এমত কুচ্ছিত বুদ্ধি কতু যেন নয় ॥
এ বোল শুনিঞা চিত্রকেতু বিজ্ঞাধরে ।
দুই হাত পাতি শাপ লইল আদরে ॥
ভূমেতে পড়িয়া রাজা কৈল নমস্কার ।
এই সে উচিত দণ্ড করিলে আমার ॥
অজ্ঞান-মোহিত জন্ম ভ্রময়ে সংসারে ।
অর্থ দুঃখ পাপপুণ্য ভুলে নিরন্তরে ॥
শাপবিমোচন দেবি না করিহ মোর ।
এক নিবেদন করোঁ চরণে তোমার ॥
এই সে কারণে দেবী চরণ ভজিলুঁ ।
তুমি হেন জানি মুঞি অপরাধ কৈলুঁ ॥
সেই দোষ খানি মোর ক্ষমহ পার্শ্বতি ।
তবে হউক তব শাপে মোর অধোগতি ॥
এত বলি চিত্রকেতু চলিল বিমানে ।
হরকথা কহে তবে দেবী বিজ্ঞমানে ॥
দেখ দেবী ভকত-মহিমা-পরকাশ ।
ভকত জনের নাহি সুখভোগ আশ ॥
স্বর্গ মোক্ষ নরকে সমান বুদ্ধি যার ।
তোমার মোর দেহ গেছে নাহি অহঙ্কার ॥
প্রসাদ নিগ্রহে তার নাহি বস্তু জ্ঞান ।
ভকত জনের চিত্তে সকল সমান ॥
আমি আর বিরিকি সনক আদি করি ।
যাহার মহিমা কেহ বুঝিতে না পারি ॥
শত্রু মিত্র নাহি যার নাহি ভিন্ন মর্ম ।
আমি-সব জানিতে না পারি যার ধর্ম ॥
সে প্রভুর ভকত অনন্ত গুণ ধরে ।
শুনিলে শাস্তাতে যে কহিল বিজ্ঞাধরে ॥
শিবের বচন শুনি দেবী মহামায়া ।
চিস্তিয়া রহিলা মনে বিষয় ভাবিয়া ॥
সেই চিত্রকেতু রাজা বুজ্ঞ জপ ধরে ।
মারিল সময়ে ভারে দেব গুরুনরে ॥
কহিলুঁ তোমারে রাজা এ পুণ্য চরিত্র ।
ভকত-স্মিত-কথা পরম পবিত্র ॥
ধন্য পুণ্য পাপহর পরম পাবন ।
শুনিলে দুর্গতি খণ্ডে দূরিত হরণ ॥
শ্রীগদাধর ভক্তিরসগুরু জান ।
ভাগবত-আচার্যের মধুরস-গান ॥

ইতি ত্রিভাগবতে মহাপুরাণে ষষ্ঠস্কন্ধে

প্রেমতরঙ্গিনী তৃতীয়োধ্যায়ঃ ॥

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধঃ সমাপ্তঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তম অঙ্ক

প্রথম অধ্যায় ।

কানড়া রাগ ।

দেবসৃষ্টি ঋষিসৃষ্টি যতরাপে হৈল ।
 একে একে শুক মুনি সকল কহিল ॥
 দিতিগর্ভে হৈল যত দৈত্য খরতর ।
 হিরণ্যকশিপু রাজ্য দৈত্যের ঈশ্বর ॥
 জম্বু নামে দৈত্য ছিল তাহার কুমারী ।
 কয়ধু তাহার নাম পরম সুলক্ষ্মী ॥
 হিরণ্যকশিপু তারে কৈল পরিণয় ।
 তাহার উদরে হৈল চারিটি তনয় ॥
 কনিষ্ঠ প্রহ্লাদ তার ভকত প্রধান ।
 প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন ধলবান ।
 তার পুত্র বলি রাজ্য বলিপুত্র বাণ ।
 শতেক ভাইর মাঝে আছিল প্রধান ॥
 এইরূপে কহিল সকল সৃষ্টিকথা ।
 যেরূপে অমুর সৃষ্টি হৈল যথা যথা ।
 তবে রাজ্য জিজ্ঞাসিল শুন মুনীশ্বর ।
 অগতে কৃষ্ণের কেহ নাহি নিজ পর ॥
 তবে কেন বৈরাভাষ করে নারায়ণে ।
 অমুর বিনাশে প্রভু দেবের কারণে ॥
 সত্যর হৃদয়ে বৈসে প্রভু হৃদীকেশ ।
 কি কারণে অমুর-দানবে করে ধ্বংস ॥
 কহ গুরু মুনীশ্বর ইহার কারণ ।
 চিন্তের সংশয় মোর কর নিবারণ ॥
 রাজার বচন শুনি শুক মহামুনি ।
 সাধু সাধু বাদ করি রাজ্যেরে বাখানি ॥
 প্রণাম করিয়া মুনি কৃষ্ণের চরণে ।
 কৃষ্ণলীলা কহে মুনি হরষিত মনে ॥
 পুরুষ-প্রকৃতি পর এক ভগবান ।
 সর্বস্থানে বৈসে প্রভু সর্বত্র সমান ॥
 অমুর দানব সৃষ্টি হয় তমোশুণে ।
 সৃষ্টি শুণে সৃষ্টি পালে যত সুরগণে ।
 অমুর দানবে করে জগৎ বিনাশ ।
 তে-কারণে অমুরে হরয়ে শ্রীনিবাস ॥
 দেব রক্ষা করি করে সৃষ্টির পালন ।
 অমুরে সংহারে প্রভু এই সে-কারণ ॥
 আর কথা কহি রাজ্য শুন সাবধানে ।
 নারদ কহিল যুধিষ্ঠির বিজ্ঞমানে ॥
 আছিল তোমার পিতামহ যুধিষ্ঠির ।
 ধর্মের তনয় তেঁহে ব্রহ্মপতি স্মরী ॥

রাজস্বয় যজ্ঞ আশঙ্কিল নরেশ্বর ।
 জিনিঞা পৃথ্বীর রাজ্য আনিল সকল ॥
 দেবঋষি নরঋষি রাজঋষিগণ ।
 আপনে শঙ্কর ব্রহ্মা ব্রহ্মার নন্দন ॥
 সত্বেই যেমিয়া (১) আইলা যজ্ঞ দেখিবারে ।
 আপনে আছেন যাণে কৃষ্ণ নিরন্তরে ॥ (২)
 একদিন বিশ্বর ভাবিল নরেশ্বর ।
 জিজ্ঞাসিল নারদেরে সত্যর ভিতর ॥
 শুন শুন অদভূত মুনি যোগেশ্বর ।
 ভূত ভব্য বর্তমান তোমার গোচর ॥
 জিজ্ঞাসিয়ে যোগেশ্বর তোমার চরণে ।
 গুনিব তোমার মুখে সব মুনিগণে ॥
 এক অদভূত আমি সাক্ষাতে দেখিল ।
 শিশুপাল হঞা রুষে পরবেশ কৈল ॥
 [পাইতে দুলভ যাহা একান্ত ভকতি ।
 শিশুপাল হইয়া লভিল হেন গতি ॥
 জনম-অবধি বেটা কৃষ্ণে করে ধ্বংস ।
 হেন দুষ্ট করে কৃষ্ণ-চরণে প্রবেশ ॥]
 বেণ নামে এক রাজ্য ছুরন্ত আছিল ।
 কৃষ্ণ নিন্দা করিয়া সে নরকে পড়িল ॥
 জনম-অবধি বেটা নিন্দে নারায়ণে ।
 জিহবার না হৈল তার কুণ্ড কি কারণে ॥
 সাক্ষাতে পরম ব্রহ্ম এই ভগবান ।
 চরণে প্রবেশ বেটা কৈল বিভ্রমান ॥
 এ বড় আমার চিন্তন্য নিরন্তরে ।
 প্রদীপের শিখা যেন পবনে সঞ্চারে ॥
 কহিবে কারণ তার মুনি মহাশয় ।
 তোমার বচনে মোর ঋণ্ডিও সংশয় ॥
 রাজার বচন শুনি মুনি যোগেশ্বর ।
 হাসিয়া রাজ্যেরে তবে দিলেন উত্তর ॥
 অবিচারে যুট লোক তব্ব নাহি জানে ।
 স্তুতি নিন্দা পুরস্কার দেহ-অভিমান ॥
 যুগ্মে মোর বলিয়া শরীরে অহঙ্কার ।
 দেহ বধে যানে জীব বধ আপনার ॥

(১) পাঠান্তর,—“কৌতুকে” ।

(২) পাঠান্তর,—

“জানের আত্মক কাজ কৃষ্ণ নিরন্তরে” ।

শরীর করিয়া তাঁর নাহি অভিমান ।
 স্তম্ভি নিন্দা হিংসা তার সকল সমান ॥
 অখিল জীবের জীব প্রভু যদ্বারায় ।
 দণ্ড করি দুই জনে ছরিত খণ্ডায় ॥
 বৈয়িত্যভাব করে কিবা ভয় ভক্তি ধরে ।
 কাম লোভে কিবা তার শরীরে সঞ্চারে ॥
 সকলে ভজুক যেন তেন পরকারে ।
 ভিন্ন পর বুদ্ধি প্রভু কাঙ্ক্ষকে না করে ॥
 বৈয়িত্য-অভাবকে যেন হয় কৃষ্ণময় ।
 হেন আন ভক্তিব্যোগে তেন গতি হয় ॥
 কুমারিয়া কীটে অগ্র কীটে আনে ধরি ।
 কুটিয়া ভিতরে তারে রাখে বন্দী করি ॥
 ক্রোধ ভয়ে নিরস্তর তাহারে স্মরণে ।
 নিজরূপ ছাড়িয়া তাঁহার রূপ ধরে ॥
 বৈয়িত্যভাবে নিরবধি যদি চিন্তে করি ।
 কৃষ্ণগতি পায়ের নর কৃষ্ণে ক্রোধ করি ॥
 কাম ক্রোধে ভয়ে প্রেমে গোবিন্দে ধরিয়া ।
 অখিলে (১) অনেক গেল সংসার তরিয়া ॥
 কামে গোপী ভয়ে কংস বৈরে শিশুপাল ।
 সঙ্কর করিয়া যদুবংশের উদ্ধার ॥
 তুমি সব প্রেম করি ভজহ শ্রীহরি ।
 তার মধ্যে বৈষ্ণব রাজা গণনা না করি ॥
 যেন তেন পরকারে কৃষ্ণে ধরে মন ।
 সেই কণ্ঠে ছুটে তার সংসারবন্ধন ।
 শিশুপাল দস্তবন্ধ দু ভাই তোমার ।
 বিষ্ণুপারিষদ নরবেশে অবতার ॥
 জয় বিজয় দুই বৈকুণ্ঠ দ্বারী ।
 ব্রহ্মশাপে আছিল অমুর বেশ ধরি ॥
 তবে যুধিষ্ঠির রাজা ভাবিয়া বিস্ময় ।
 আর বার জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয় ॥
 সকল বৈকুণ্ঠবাসী লীলা-কলেবর ।
 আনন্দ-মুগ্ধতা ধরে একত-প্রবল ॥
 ভা-সভারে ব্রহ্মশাপে কি করিতে পারে ।
 কহ মুনি এ বড় বিস্ময় হৈল মোরে ॥
 এ বোল শুনিঞা তবে ব্রহ্মার নন্দন ।
 কহিলা যা য়ে তবে হইহার কারণ ॥ (২)
 ব্রহ্মার কুমার চারি সনকাদি করি ।
 এক দিন গেলা তারা বৈকুণ্ঠ নগরী ॥

পঞ্চ বরষের শিশু তারা দিগম্বর ।
 প্রবেশ করিলা তারা বৈকুণ্ঠ নগর ॥
 দ্বারেতে নিবেদন করি রাখিল দ্বারী ।
 মুনিগণে শাপিল তাহারে ক্রোধ করি ॥
 হেন দুই বৈকুণ্ঠে (১) থাকিতে না যুমায়ে ।
 অধোগতি অমুর-নম যেন পায়ের ॥
 ভিন জন্ম ধরিব অমুর-কলেবর ।
 তবে শুদ্ধ হৈল দুই পারিষদ বর ॥
 সেই দুই পারিষদ প্রথম জনমে ।
 হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ নামে ॥
 দ্বিতীয় জন্মেতে সেই পুরুষ প্রধান ।
 ধরিল রাবণ আর কুম্ভকর্ণ নাম ॥
 তৃতীয় জনমে জন্ম হৈল শিশুপাল ।
 বিজয় জন্মিল দস্তবন্ধ নাম যার ।
 আপনে করিয়া নরসিংহ অবতার ।
 হিরণ্যকশিপু দৈত্য করিল সংহার ॥
 বরাহ-শরীর ধরি প্রভু গদাধর ।
 হিরণ্যাক্ষ বধ কৈল জলের উপর ॥
 রামরূপে কুম্ভকর্ণে বধিলা রাবণে ।
 শিশুপাল দস্তবন্ধে মারিলা তখনে ॥
 মহাভাগবত পুত্র প্রহ্লাদ আছিল ।
 যাহার নির্মল যশে জগৎ পুরিল ॥
 হিরণ্যকশিপু রাজা বহু পরকারে ।
 মারিতে উপায় কৈল প্রহ্লাদ কুমারে ॥
 শাস্ত দাস্ত সর্বভূতহিত দয়াপর ।
 হৃদয়ে বৈসয়ে তার প্রভু গদাধর ॥
 সকল উপায় ব্যর্থ হৈল একে একে ।
 পুত্রকে মারিতে না পারিল কোন পাকে ॥
 এ বোল শুনিঞা তবে রাজা যুধিষ্ঠির ।
 পুছিল মায়ের পায় বি-য়ে স্মরী ॥
 বাপ হয়্যা পুত্রে কেন মারিতে ইচ্ছিল ।
 কোন্ পুণ্যে প্রহ্লাদের ভক্তি জন্মিল ॥
 রাজার বচন শুনি কহে মুনীশ্বর ।
 সাবধানে শুন রাজা হইয়া তৎপর ॥
 হিরণ্যাক্ষ বধ যদি কৈল গদাধরে ।
 হিরণ্যকশিপু তবে জন্মিল অন্তরে ॥
 আকাশে তুলিয়া হাতে ফিরাই ত্রিশূল ।
 দশনে দশন পিষে বোলয়ে গিষ্ঠুর ॥
 কুকুটি-কুটিল মুখ উদ্ধত নয়নে ।
 উচ্চস্বরে বলে রাজা তবে যজ্ঞগণে ॥

(১) পাঠান্তর,—“দেখিল” ।

(২) পাঠান্তর,—

“কহিল রাজার জন্মে সব বিবরণ” ।

(১) পাঠান্তর,—“এখাতে” ।

আরে আরে হরগ্রীব বিমূৰ্ছ সখর ।
 শতবাহু ত্রৈলোক্য নমুচি হৈমল ।
 আমার বচন তোরা শুন সাবধানে ।
 আত্মা লয়্যা শেষে কর্ম করিবে যতনে ॥
 অন্নজাতি দেবগণ কপটে প্রথর ।
 কপটে মারিল মোর ভাই সহোদর ॥
 কপট চর কৃষ্ণ নানা মায়া জানে ।
 গোপতে সভার চিত্তে থাকে সাবধানে ॥
 কপটে ধরিয়া হরি বরাহ মুরতি ।
 মারিল আমার ভাই অতুলশক্তি ॥
 হৃদয় বিক্লি তার মোর এ ত্রিশূলে ।
 ভাইর তর্পণ তবে করিব ক্রথিবে ॥
 সকল দেবের মূল দুষ্ট নারায়ণ ।
 তাহাকে মারিলে মরে সর্ব দেবগণ ॥
 এই সে উপায়ে কৃষ্ণে করাব নিধন ।
 কাটিব গাছে সে কিবা ডালে প্রয়োজন ॥
 ধরশীমণ্ডলে তোরা শীঘ্রগতি চল ।
 তপ যজ্ঞ দান ব্রত গো ব্রাহ্মণ মার ॥
 যে যে দেশে গো ব্রাহ্মণ স্বধর্ম আচার ।
 সে সে দেশ লুটিয়া পোড়াই বাব বার ॥
 ধর্মমূল কৃষ্ণ দেব-দ্বিজ-পরায়ণ ।
 এ সব মারিলে জেনো মরে নারায়ণ ॥
 রাজার বচন শিরে ধরি দৈত্যগণে ।
 আসিয়া পৃথিবীতল কৈল পর্যটনে ॥
 গো ব্রাহ্মণ মারিল ভাঙ্গিল পুরগ্রাম ।
 কাটিয়া প্রাণীর পুর কৈল খানখান ॥
 কাটিল ফলিত বৃক্ষ ভাঙ্গিল নগর ।
 লুটিয়া পুটিয়া লোক নাশিল সকল ॥
 স্বর্গমর্ত্য পোড়ায়্যা লুটিয়া ছয় কৈল ।
 দান ব্রত তপ যজ্ঞ সকলি নাশিল ॥
 দেবগণ নররূপ ধরিয়া গোপতে ।
 পৃথিবী ভ্রময়ে তারা হঞা অলঙ্কিতে ॥
 ছিন্ন্যকশিপু রাজা চিন্তি মনে মনে ।
 ব্রাহ্মণলোককর্ম করিল বিধান ॥
 বন্ধুগণ দিতি মাতা শোকোত্তে ব্যাহুলি ।
 ভা-সভা প্রবোধে রাজা তজ্জ কথা বলি ॥
 না করিহ শোক মাতা শুন বন্ধুগণ ।
 পুত্রদার সংযোগ জানিহ অকারণ ॥
 জলছত্রে লোক যেন মিলে এক ঠাঞি ।
 কোন দিগে কেবা চলে উদ্দেশ না পাই ॥
 এইরূপ স্তম্ভভায় ভাবিহ সংযোগ ।
 না জানিঞা অকারণে করে দুঃখ শোক ॥

নিত্য নিরঞ্জন জীব শুদ্ধ সত্ত্বয় ।
 মায়ায় শরীর ধরে মায়ায় তেজয় ॥
 তরুগণ কাঁপে যেন জলের কম্পনে ।
 পৃথিবী ভ্রময়ে যেন আঁধার ভ্রমণে ॥
 এইরূপ মায়ায় চঞ্চল মন যার ।
 মনের ভ্রময়ে দেখে জীবের সংসার ॥
 সংযোগ বিয়োগ শোক জনম বিনাশ ॥
 এ সব জানিহ মাতা কর্মের বিলাস ।
 করিয়া বিবিধ কর্ম বিবিধ প্রকারে ।
 সুখ দুঃখ শোক মোহ পায় নিরন্তরে ॥
 কহিব তোমাতে মাতা পুরুষ কথন ।
 স্বয় রাজা যে কহিলা প্রবোধ বচন ।
 আছিল সুযজ্ঞ নামে রাজা উল্লীনরে ।
 রিপুগণে সে রাজারে মারিল সমরে ॥
 আছিল যতেক তার পাছে মিত্রগণ ।
 রাজারে বেচিয়া তারা করয়ে ক্রন্দন ॥
 নারীগণে নানারূপে করয়ে বিলাপ ।
 শিরে কর হানিয়া করয়ে কুচঘাত ॥
 বিবিধ বিলাপ করে করুণ রোদনে ।
 রাজার শরীর ধরি রাখিল যতনে ॥
 পোড়াইতে না দিল রাজার কলত্রর ।
 রাজি পরবেশ অন্ত গেল দিনকর ॥
 আপনে বালক হই যম ধর্মরাক্ষে ;
 আসিয়া কহিল সেই নারীর সমাবে ॥
 তুমি-সব আত্মা হৈতে বয়সেতে বড় ।
 তোমা সভা ঠাঞি মোর বৃদ্ধি কত দঢ় ॥ (১)
 দেখিয়া তনিয়া শোক কর আকরণ ।
 যথা হৈতে আইসে তার তথায় গমন ॥
 জনক জননী মোর মৈল বিচয়ানে ।
 তাহাতে আমার শোক নাহি অকারণে ॥
 ব্যাঘ্রে নাহি খায় আত্মা হস্তিতে না মারে ।
 সেই রাখে যে রাখিল গর্ভের ভিতরে ॥
 জগৎ সৃজয়ে প্রভু পালয়ে সংহারে ।
 আপন ইচ্ছায় তার যখন যা করে ॥
 প্রভু বাহা করিবে তা কে করিবে আন ।
 এ বোল বুঝিয়া চিত্তে কয় সমাধান ॥
 দৈবে বাহা রাখে তাহা পথে না হারায় ।
 দৈবে না রাখিলে বন্ধ ঘরে নাশ যায় ॥

(১) পাঠান্তর,—

“তুমি সব আত্মা হৈতে বয়সে আগল ।
 তোমা সব চাহি আমি বৃদ্ধি কত বড় ।”

অনাথ বালক হয়ে যদি বৈসে বনে ।
 সেই বনে জীয়ে যদি রাখে নারায়ণে ॥
 বন্ধুগণে রাখে যারে ঘরের ভিতরে ।
 প্রভু যদি না রাখিব সেই মরে ঘরে ॥
 কর্মফলে এক হেতে একের জনম ।
 দৈবযোগে একে হৈতে একের মরণ ॥
 শরীরে শরীর সৃষ্টি শরীরে মারয় ।
 জীবের তাহাতে কিছু নাহি অপচয় ॥
 কাঠে হৈতে যেন ভিন্ন দেখিয়ে আনল ।
 এইরূপ ভিন্ন জীব ভিন্ন কলেবর ॥
 কাহার কারণে শোক কর এত বড় ।
 স্বপন সদৃশ দেখ অসত্য সকল ॥
 আর এক কথা কহি স্থির কর চিত্ত ।
 অরণ্যে দেখিলে এক ব্যাধ আচম্বিত ॥
 [শূন্য না শুনে কিছু না করে উত্তর ।
 ভূমিতে পড়িয়া আছে মরা কলেবর] ॥
 কাহার কারণে শোক করা এত বড় ।
 স্বপন সদৃশ দেখ অসত্য সকল ॥
 আর এক কথা কহি স্থির কর চিত্ত ।
 অরণ্যে দেখিল এত ব্যাধ আচম্বিত ॥
 বিপিনে পাতিয়া জাল নানা পাখী মায়ে ।
 দেখিল কুলিঙ্গ দুই হেন অবসরে ॥
 অণুব্যস্তে পাতিল বিষম জাল দড়ি ।
 কুলিঙ্গী পড়িল তাথে লোভেতে ব্যাকুলী ॥
 তা-দেখিয়া কুলিঙ্গ আকুলচিত্ত হই ।
 ভূমিতে পড়িয়া কান্দে দুঃখ শোক পাই ॥
 কে নিল ঘরগী মোর সতী পতিব্রতা ।
 কার সনে বঞ্চিত কহিব কারে কথা ॥
 কি মোর শরীরে কাজ কি কার্য জীবনে ।
 হেন নারী মরে যার জীয়ে অকারণে ।
 বাসাতে আছয়ে মোর শিশু পক্ষগণ ।
 কেমনে করিব তার পোষণ পালন ।
 মায়ের বিলম্বে তারা চাহে এক দিগ্ধে ।
 দুর্গতি বালক তারা শাখা নাহি উঠে ॥
 এইরূপে কান্দে পক্ষ নানা পরকারে ।
 দুষ্ট ব্যাধে মারিল বিক্রিয়া ধনু শরে ॥
 এইরূপ সকল অনিত্য করি জ্ঞান ।
 বুঝিয়া বিচার করি চিতে অজ্ঞান ॥
 এতক বচন বলি যম অধিকারী ।
 অন্তরীক্ষ হঞা তিঁহো গেলা নিজ পুরী ॥
 মজ্জিগণে নারীগণে করিয়া বিচার ।
 রাজার শরীর লয়্যা করিল সংকার ॥

জীব কার শত্রু মিত্র নহে ভিন্ন পর ।
 সর্বত্র সমান জীব অজর অমর ॥
 শুনহ জননী স্তন শুন বন্ধুগণ ।
 তব্ধে চিত্ত ধরি শোক কর নিবারণ ॥
 পুত্রের বচন শুনি দৈত্যমাতা দিতি ।
 শোক পরিহারি কৈল তব্ধে অবগতি ॥
 হিরণ্যকশিপু কৈল চিত্তে অজ্ঞান ।
 অজর অমর হৈব মহাবলবান ॥
 জগতে দুর্জয় হৈব ত্রিভুবন-রাজা ।
 আমি বিনে জগতে নহিব কার পুজা ॥
 সংকল্প করিয়া এই মহাদৈত্যেশ্বর ।
 তপ করিবারে গেলা বনের ভিতর ॥
 মন্দরপর্বতগুহা পরবেশ করি ।
 নিরাহার নিরালস্য উর্দ্ধে বাহ ধরি ॥
 বামপদ অঙ্গুলী পরশি ক্ষিত্তিতল ।
 উর্দ্ধ নয়নে তপ করে নিরন্তর ॥
 হিরণ্যকশিপু তপ করে এই মনে ।
 ব্রহ্মরন্ধ্র কুটিয়া উঠিল হতাশনে ॥
 তিন লোক দহে যেন প্রলয় অনল ।
 নদ নদী তরু গিরি ক্ষুভিত সাগর ॥
 সপ্তদ্বীপ সহিতে কাঁপিল ভূমিতল ।
 ঋষিরা পড়িল সব নক্ষত্র মণ্ডল ॥
 দশ দিগ্ধ জ্বলিল কাঁ ল ত্রিভুবন ॥
 ভয়ে দেব নৈল গিয়া ব্রহ্মার শরণ ।
 নিবেদিল দেবগণে ব্রহ্মার চরণে ।
 ত্রৈলোক্য দহিল দৈত্য তপ-হতাশনে ॥
 যাবৎ সকল লোক নাশ নাহি যায় ।
 তাবৎ রাখিতে লোকে করহ উপায় ॥
 কি কব চরণে গোসাঞি সংকল্প তাহার ।
 তিন লোক অগোচর নাহিক তোমার ॥
 তমু আমি-সব করি চরণে গোচর ।
 বিচার করিয়া পাছে বুঝহ সকল ॥
 তপ অল্পভাবে ব্রহ্মা জগৎ সৃজিল ।
 সত্য উপরে সত্যলোকে বাস কৈল ॥
 আপনে ঈশ্বর হুয়া করে ঠাকুরাল ॥
 চৌদ্দ ভুবনে যার এক অধিকার ॥
 ততকাল ধরি তপ করিব নিশ্চয় ।
 যতকালে ব্রহ্মপদ যৌ সিদ্ধ হয় ॥
 আনে আন করিব স্থাপিব আন ধর্ম ।
 প্রলয়েহ নহে যেন মোর ভঙ্গ ধর্ম ॥ (১)

হেন শুনি এই তার সংকল্প নিশ্চয় ।
 আপনে ঐকিয়া কর যে যুগতি হয় ॥
 দেবের বচন শুনি কমল আসন ।
 আশ্বাসিয়া পাঠাইল সব সুরগণ ॥
 আপনে চলিলা ব্রহ্মা গলা সেই বনে ।
 যথা তপ করে দৈত্য তীরের আশ্রমে ॥
 বন্দীক পিপড়ে তার ঝাইল-কলেবর ।
 তাহার উপরে হৈল বন্দীক টাকর ॥
 ঘাস বাঁশে তাহার উপরে মহাবাড় ।
 মাংস শোণিত নাহি মাত্র আছে হাড় ॥
 অদ্ভুত দেখিয়া ব্রহ্মা হংস সে বাহন ।
 বিস্ময় ভাবিয়া ব্রহ্মা বলিল বচন ॥
 উঠ উঠ আরে বাপ হৈল তপ সিদ্ধি ।
 বর দিব বর মাগ শুন মহাবুদ্ধি ॥
 হেন অদভূত নাহি দেখি কোন কালে ।
 বন্দীক পিপড়ে তোর ভথিল শরীরে ॥
 হাড়ের ভিতরে প্রাণ রহিল প্রবেশি ।
 হেন তপ করে হেন কে আছে তপস্বী ॥ (১)
 শতেক বৎসর তুমি আছ নিরাহারে ।
 হেন তপ করে হেন (২) শক্তি কাহারে ॥
 তুষ্ট হৈলু বর মাগ দিতির নন্দন ।
 যত বর মাগ তুমি দিব এইক্ষণ ॥
 এতেক বলিয়া ব্রহ্মা কমণ্ডলুভলে ।
 অভিষেক কৈল সেই টাকর উপরে ॥
 উঠিলা টিকর হৈতে দিব্যকলেবর ।
 তপত কাঞ্চন যেন জলন্ত আনল ॥
 সম্মুখে দেখিল ব্রহ্মা হংসের উপরে ।
 দণ্ডবৎ হিয়া দৈত্য পড়িলা সম্মুখে ॥
 নানা স্তুতি কৈল দৈত্য কর যুড়ি শিরে ।
 নয়নে আনন্দ জল গুলক শরীরে ॥
 বর মাগে দৈত্যরাজ গদগদ বাণী ।
 মোর বর কহি প্রভু শুন পঞ্চযোনি ॥
 তোমার স্বজিত যত আছে চরাচর ।
 তাহা হৈতে কর মোরে অল্পম অমর ॥
 দিবস রজনীকালে অন্তর বাহিরে ।
 অস্ত্রে শস্ত্রে না মরিব না ভূমি অম্বরে ॥
 নর যুগ সুরাসুর উরগ কিম্বরে ।
 মোর মৃত্যু নহে যেন ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ॥
 ত্রিভুবনে রাজা করি করহ স্থাপনে ।
 মোর সম যুদ্ধে যেন নহে কোন জনে ॥

(১) পাঠান্তর,—“কেবা আছে তপস্বী ।”

(২) পাঠান্তর,—“কেবা” ।

দৈত্যের বচন শুনি ব্রহ্মা সুরেশ্বর ।
 তুষ্ট হিয়া দিল যত সে মাগিল বর ॥
 মাগিলে তুল্য বর দিতির নন্দন ।
 সব বর দিলু তোরে সন্তোষ কারণ ॥
 এতেক বলিয়া ব্রহ্মা হংসপুটে চড়ি ।
 অন্তরীক্ষ হঞা তবে গেলা নিজপুরী ॥
 বর পেয়া দৈত্যরাজ বলে কোন বাণী ।
 সেনাপতি সতে আন ত্রিভুবন জিনি ॥
 সুরাসুর নরপতি গন্ধর্ব্ব কিম্বর ।
 সিদ্ধ চারণ যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর ॥
 সকল জিনিঞা বশ কৈল ত্রিভুবন ।
 চন্দ্র সূর্য্য ইন্দ্র জিনি জিনি পবন ॥
 কুবের বরুণ জিনি যম লোকপাল ।
 ত্রিভুবনে স্থাপিল আপন অধিকার ॥
 বিশ্বকর্মা আনিয়া নির্মল দিব্যপুরী ।
 ত্রৈলোক্য সম্পদ ভোগ করে মহাবলী ॥
 বিজয়-সোপান-ঘর মরকত-স্থলে ।
 ক্ষণিক নির্মিত শুভ সূর্য্য যেন জলে ॥
 বিচিত্র বিত্তান পদ্মরাগ সিংহাসন ।
 পদ্মক্ষেণ সম শয্যা মুকুতা-তোষণ ॥
 বহুমূল্য রত্ন মণি হেন পরিচ্ছদ ।
 এক এক করিল ত্রিভুবনের সম্পদ ॥
 ললিত লাবণ্য রূপ সুরবধুগণে ।
 রতনে ভূষিতা কেব দৈত্যের সেবনে ॥ (১)
 হিরণ্যকশিপু রাজা ত্রিভুবন জিনি ।
 আসনে বসিলা যেন দীপ্ত দিনমণি ॥
 সুরাসুর করে যার (২) চরণ বন্দন ।
 কেবল প্রতাপে বশ হৈল ত্রিভুবন ॥
 বিবিধ সম্ভার দ্রব্য দিয়া সুরগণ ।
 চকিত নয়নে করে চরণ-বন্দন ॥
 তুঙ্গ নারদ গীত গায় সুললিত ।
 সিদ্ধ ঋষিগণ স্তুতি করে সচকিত ॥
 দেবের নাচনী নাচে দেখিতে সুলভ ।
 বিবিধ বাজনা বাজে অতি মনোহর ॥
 নানা যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণে তারে যজ্ঞে ।
 নানা ধর্ম্ম কর্ম্ম করি সর্বলোক পূজে ॥

(১) পাঠান্তর—

“রপিত নৃপুত্র পায়ে সুরবধুগণে ।

ললিত লাবণ্য রূপ রতন ভূষণে,”

(২) পাঠান্তর,—“তার” ।

সপ্তবীপা ধরণী আপনে শস্য ধরে।
 নানা অদভুত হৈল আকাশ উপরে (১) ॥
 সাত সমুদ্রের আনি রতনসঞ্চয়।
 ভয়ঙ্ক তুলিয়া দেব মনে পেয়া ভয় ॥
 নানা ফল ফল রস দিল দ্রুতগণে।
 পুরিল পৰ্ব্বতগণ মাণিক রতনে ॥
 বাসুকি তক্ষক আদি ফণধরগণে।
 দিবা রত্ন মণি (২) আনি যোগায় যতনে ॥
 হিরণ্যকশিপু একা ত্রিভুবনে রাজা।
 সুরাসুর মুনীগণে করে যার পূজা ॥
 এইরূপে কবে দেতা রাজ্য অধিকার।
 দুঃখ শোকে সর্বলোক বহে সর্বকাল ॥
 ইন্দ্র আদি দেবে মেলি কৃষ্ণ আরাধিল।
 বহুবিধ প্রণাম বিবিধ স্তুতি কৈল ॥
 নিরাহারে নিরালসে কৈল উপাসনা।
 অন্তরীক্ষে বাণী হৈল আকাশে ঘোষণা ॥
 আরে আরে সুরগণ ভয় পরিহর।
 হিরণ্যকশিপু করি শঙ্কা নাচি কর ॥
 আমি ভালে জানি দেতা হুঁষ্ট হুঁচাচার।
 আপনে তাহার আমি কাঁবৈ সংসার ॥ (৩)
 মরণ অবধি তার আছে কথৈ দিন।
 পুত্র অপরাধে মৃত্যু পাবে মতিহীন ॥
 বেদ-দেব-নিম্নক যে গা ব্রাহ্মণে হিংসে।
 নিকটেই হয় তার মরণ সবংশে ॥
 একান্ত ভকত পুত্র হইব তাহার।
 প্রহ্লাদ তাহার নাম বিদিত সংসার ॥
 আমার ভকত পুত্র দেখি দৈত্যপতি।
 মারিবার ভরে তারে করিবে শকতি ॥
 আমার কৃপায় তার নহিব মরণ।
 মারিব অনুরাগে সেই সে কারণ ॥
 সুরগুরু-বচন শুনিয়া দেবগণে।
 আনন্দে চলিয়া গেলা আপন ভুবনে ॥

জনমিল তার পুত্র প্রহ্লাদ কুমার।
 সত্যসন্ধ জিতেন্দ্রিয় ধর্ম অবতার ॥
 শাস্ত দাস্ত সর্বভূতহিত প্রিয়কর।
 পিতৃতুল্য দীনজন পরিব্রাজকর ॥
 দাসতুল্য সাধুজন-চরণবন্দনে।
 ভ্রাতৃতুল্য প্রিয়স্বদ ইষ্ট সন্তাষণে ॥
 গুরু আরাধনে করে দেখর ভাবনা।
 কৃষ্ণ বিনে চিন্তে নাহি অস্ত্র উপাসনা ॥
 জিতকাম জিতক্রোধ ছিন্ন-মোহজাল।
 দৈত্য ঘরে হল হেন প্রহ্লাদ কুমার ॥
 যার যশ মহাজন সুরগণে গায়।
 গণিতে মহিমা যার গণনে না যায় (১) ॥
 সুরাসুর-সভায়ে যাহার গুণ গান।
 উপমা করিতে যার গুণের বাধান ॥
 একান্ত ভকতি যার গোবিন্দচরণে।
 বাল ক্রীড়া ছাড়ি কৃষ্ণ চিন্তে মনে মনে ॥
 জড় উনমত যেন ভূত অধিষ্ঠান।
 কিরূপে কোথাতে থাকে নাহি অবধান ॥
 শয়ন ভোজন পান পয়সি কালে।
 কিছুই না জানে শিশু সদাই বিহ্বলে ॥
 ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে আকুলহৃদয়।
 ক্ষণে উনমাদ উঠে ডাকে অতিশয় ॥
 উনমত হয়্যা ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায়।
 কৃষ্ণভাবে গ্রস্ত চিত্ত আন নাহি ভায় ॥
 ক্ষণে কৃষ্ণধ্যানেন্তে করয়ে আলিঙ্গন।
 শুক হয়্যা রহে নাহি বাহু স্তম্ভর ॥
 নয়নে আনন্দধল পুলকিত অঙ্গ।
 তিলমাত্র নাহি কৃষ্ণ-দর্শন ভঙ্গ ॥
 হেন পুত্র মহাভাগবত গুণনিধি।
 হিরণ্যকশিপু রাজা হিংসিল কুবুজি ॥
 ভক্তিরসকলা গুরু গদাধর গান।
 ভাগবত-আচার্যের মধুরস-গান ॥

(১) পাঠান্তর,—“আকাশমণ্ডলে”।

(২) পাঠান্তর,—“মাল”।

(৩) পাঠান্তর,—

“পুত্র হৈতে হয় শ্রী মরণ তাহার”।

(১) পাঠান্তর,—

“যার যশ মহাজনে কবিগণে গায়।

গণিতে মহিমা তার গুর নাহি পায়”।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে সপ্তমস্কন্ধে

প্রথমোধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

ধানশী র'গ ।

তবে যুধিষ্ঠির রাজ্য ধর্মের তনয় ।
এ বোল শুনিঞা চিত্তে ভাবিল বিস্ময় ॥
হেন অদ্ভুত নাহি শুনি কোন কালে ।
বাপ হয়্যা কেহ পুত্রে বিনাশিব বলে ॥
পুত্রে দোষে পেয়া বাপে করয়ে তাড়নে ।
ধর্ম উপদেশ দিয়া বুঝার যতনে ॥
সাধু পুত্র প্রহ্লাদ কেবল গুণময় ।
বাপে কেনে কৈল তার মরণ সংশয় ॥
কহ মুনি নারদ ইহার তত্ত্ব কথা ।
ভকত জনের শুনি পুণ্য গুণগাথা ॥
রাজার বচন শুনি ব্রহ্মার নন্দন ।
পরম হরিষে তার কহেন কারণ ॥
দৈত্যগুরু শুক্র গেলা যজ্ঞ করিবারে ।
যজ্ঞার্থক দুই পুত্রে রাখি গেলা ঘরে ॥
দৈত্যোত্তর তা-সত্যেরে কৈল নিয়োজিত ।
পটায়্যা প্রহ্লাদ পুত্র কর স্থপণ্ডিত ॥
আজ্ঞা পায়্যা শিশু তারা নিল নিজ ঘরে ।
রাজপুত্রে যতনে পটায় নিরন্তরে ॥
যে যে পাঠ পঢ়াইল তারা দুই জনে ।
পঢ়িল প্রহ্লাদ তাহা শুনিল শ্রবণে ॥
প্রহ্লাদের মনে তাহা নৈল ভাল জান । (১)
নানা ভেদ দেখে তাহে কুমন্ত্র সন্ধান ॥
এক দিন দৈত্যরাজ পুত্রে ডাকি আনে ।
কহ বাপ কি পাঠ পঢ়িলে গুরুস্থানে ॥
কি কি অধ্যয়ন হৈল শুনিবারে চাই ।
শুনিঞা প্রহ্লাদ কহে দৈত্যরাজ ঠাক্রি ॥
শুন পিতা কহি পাঠ তোমার গোচর ।
বিচার করিয়া আমি বুঝিলু সকল ॥
অন্ধকূশ গৃহ আশ্রয়পতন কারণে ।
আসক্তি ছাড়িব তার পরম যতনে ॥
ঘরেতে ব্যাকুল চিন্ত অনিত্য ধ্যেয়ান ।
গৃহ ছাড়ি গোবিন্দ ভজিব মতিমান ॥
এই সে উত্তম পাঠ দেখিল বিচারে ।
গৃহসঙ্গ ছাড়িয়া ভবিষ্যৎসাধরে ॥ (২)
পুত্রের বচন দৈত্য শুনি নিজ কাণে ।
চাঙ্গিয়া কহিল শুন দ্বিজ গুরুগণে ॥

(১) পাঠান্তর,—“নাহি অবধান” ।

(১) “এই সে উত্তম পাঠ দেখিল বিচারি ।

ভজিব গোবিন্দপদ গৃহসঙ্গ ছাড়ি ॥”

কুম্ভ সে আমার বৈরী তার অহুচর ।
গোপতে কপট বেশে থাকয়ে বিস্তর ॥
বালকে শিখায়্যা তারা অন্ত বুদ্ধি করে ।
এ বোল বুঝিয়া শিশু লয়্যা যাহ ঘরে ॥
করে ধরি শিশু ঘরে আনি গুরুগণে ।
প্রশংসা করিয়া পুছে বিনয় বচনে ॥
শুন হে প্রহ্লাদ তোমা থাকুক কল্যাণ ।
মিছা নাহি কহ বাপ গুরু বিভ্রমান ॥
কে তোমার মতিভেদ ছলে বলে করে ।
কিংবা আপনার বুদ্ধি কহিবে আমারে ॥
দৈত্যাসুত বলে গুরু মোর বাণী শুন ।
মোর মোর হেন বুদ্ধি অকারণে মান ॥
যাহার মায়ায় করে আত্মপর মতি ।
সে দেব চরণ মোর রহক প্রণতি ॥
শক্র মিত্র নিজ পর মায়াতে করায় ।
পশুবুদ্ধি নর তাহা বিচারি না চায় ॥
তোর মোর ভিন্ন মর্ম্ম সব অগেয়ান ।
এক গীব নানা ভেদে সর্বত্র সমান ॥
ব্রহ্মা আদি দেব যার মায়ায় মোহিত ।
সে দেব-চরণ বিনে আন নাহি চিত ॥
এতেক বচন শুনি শুক্রের তনয় ।
ক্রোধ করি প্রহ্লাদে তৎসিল অতিশয় ।
আরে আরে আন বেত্র করির প্রহার ।
দৈত্যকুলে জনমিল হেন কুলদার ॥
মোর অপযশ বেটা কৈল এত বড় ।
শত্রুপক্ষ লয়্যা কথা কহে নিরন্তর ॥
তজ্জন গজ্জন করি তৎসিল অপার (১) ।
বশ করি বালক পঢ়াইল আরবার ॥
অর্থশাস্ত্র কামশাস্ত্র তর্ক রাজনীতি ।
হায় দণ্ড ব্যবহার ছিল শ্রুতি যত ॥
সকল পটায়্যা শিশু কৈল স্থপণ্ডিত ।
শিষ্যে লয়্যা গুরু গেলা রাজার বিদিত ॥
বাপের চরণ শিশু করিল বন্দন ॥
পুত্র কোলে করি দৈত্য হিল আলিঙ্গন ॥
বদন চুষন কৈল পুত্র লঞা কোলে ।
প্রেমযুক্ত হয়্যা তবে দৈত্যরাজ বলে ॥
কহ কহ আরে বাপ কুলের নন্দন ।
গুরুঘরে কৈল যত উত্তম পাঠন ॥

পাঠান্তর ।

(১) পাঠান্তর,—“বিস্তর” ।

এতেক ভনিয়া বলে দৈত্যের তনয় ।
 শুন পিতা কহে যো' মনে যাহা লয় ॥
 শ্রবণ কীর্ত্তন হরি-চরণ-স্মরণ ।
 সেবন অর্চন পদকমল-বন্দন ॥
 দাস্ত্যভাব সখ্যভাব আত্মনিবেদন ।
 এই নববিধ হরি-ভকতি লক্ষণ ॥
 এই নববিধ ভক্তি করয়ে যে জনে ।
 সেই সে উত্তম পাঠ পঢ়িল যতনে ॥
 পুত্রের বচন শুনি দৈত্যের ঈশ্বর ।
 ক্ষুব্ধিত অধর কোপে জ্বলিল অন্তর ॥
 আরে আরে দুষ্ট দ্বিজ কোন কাম কৈলি ।
 অসার পঢ়ায়্যা যোর পুত্র বিনাশিলি ॥
 রিপুপক্ষ লয়া সব করে স্তুতিবাদ ।
 কুপাঠ পঢ়ায়া তোরা কৈলি পরমাদ ॥
 রাজার বচন শুনি শুক্রে তনয় ।
 করযোড়ে কহে কিছু করিয়া বিনয় ॥
 ৩ন শুন মহারাজ কোথ পরিহর ।
 গুরু বচন জানি মিছা বুদ্ধি কর ॥
 না পঢ়াইলু' আনি ইহা না পঢ়াইল আনে ।
 আপনার চিন্তে নাহি করে অহুমান ॥
 কে জানে কি কহে শিশু কাহার বচনে ।
 স্বভাবে বোলায় হেন বুঝি অহুমান ॥
 দৈত্যরাজ বলে আরে কহরে ছাড়া লি ॥
 কে তোর হৃদয়ে কৈল কুমতি সঞ্চার ॥
 এ বোল শুনিঞা শিশু দিলেন উত্তর ।
 কহিব তোমায়ে পিতা শুন দৈত্যেশ্বর ॥
 এই যোর গৃহ দার সংকল্প ধ্যানে ।
 অবিজ্ঞিতেশ্বর জনার হরয়ে গেমানে ॥
 চর্কিত চর্কণ কবে না ছাড়ে বিষয় ।
 কৃষ্ণপদে তার চিত্ত কোন কালে নয় ॥
 গুরুমুখে না লয় আপনেই না জানে ।
 সাধুসঙ্গ করিয়া না করে অহুমান ॥
 কৃষ্ণ না ভজিলে কভু না টুটে সংসার ।
 ক্রোধ ছাড়ি বৃষ্ণ মনে করিয়া বিচার ॥
 অসত্য সংসার যেনা সত্য করি জানে ।
 হেন কুপণ্ডিতে যেনা গুরু করি মানে ॥
 দান পুণ্য ধর্ম কর্ম কেবল করায় ।
 ভবপথে দুহে (১) গভাগতি দুঃখ পায় ॥
 হেন দুরাশয় কুপণ্ডিত গুরু যার ।
 কভু নাহি টুটে ভববন্ধন তাহার ॥

আকুলার পাছে যেন আকুল গোড়ায় ।
 পথ না জানিঞা অন্ধকূপে পড়ি যায় ॥
 এইরূপে শিষ্য গুরু দুইজন মরে ।
 রক্ষ না ভজিয়া মজে এ ঘোর সংসারে ॥
 যাবৎ বৈষ্ণব-পদরজ নাহি ভজে ।
 তাবৎ সংসারকূপে পড়ি জীব মরে ॥
 পুণ্যযোগে করে যদি ভকত সেবন ।
 তবে তার নহে আর সংসারবন্ধন ॥
 প্রহ্লাদ কহিল যদি এ সব বচন ।
 দৈত্যরাজ-শরীরে জ্বলিল হতাশন ॥
 ক্রোধে পুত্রে ঠেলিয়া পেলিল ভূমিতলে ।
 ডাক দিয়া দৈত্যরাজ উচ্চস্বরে বলে ॥
 আরে আরে হনুগ্রীব নমুচি শব্দর ।
 হেতি প্রহেতি আর যত যোদ্ধুবর ॥
 মার মাঝ পুত্রে তোরা বিলম্ব না কর ।
 পুত্রহলে রিপু মোর ঘরের ভিতর ॥
 খুড়ুতাত বধিল যার দুষ্ট (১) দুরাচারে ।
 দাস হম্যা বেটা তার স্তুতি ভক্তি করে ॥
 শরীরে উপজে ব্যাধি শত্রু করি জানি ।
 বনের ঐষধ পরে হিত করি মানি ॥
 নিজ অঙ্গ কাটি যদি দুষ্ট হেন দেখি ।
 আপনার প্রাণহেতু কি কি না উপেখি ॥
 দুষ্ট পুত্র দুষ্ট মিত্র কবছ না রাখি ।
 দুষ্ট দূর কৈলে পাছে সতে থাকে সুখী ॥
 সার এ উপায় (২) তোরা পুত্র লয়া মার ।
 আমার বচনে আর বিলম্ব না কর ।
 এ বোল শুনিঞা বত দৈত্য ঘোরতর ।
 বিকট দশন মুখ মহা ভয়ঙ্কর ॥
 বিশাল ত্রিশূল ধরে বিশাল লোচন ।
 ধর ধর করিয়া বেচিল দৈত্যগণ ॥
 ছিঁড় ছিঁড় শব্দ উঠিল ঘন ঘন ।
 প্রহ্লাদের অঙ্গে কৈল শূল বাঁধণ ॥
 গোবিন্দ ধরিয়া মনে (৩) রহিল কুমার ।
 জল বারষণে কৈল ত্রিশূল প্রহার ॥
 নানা অস্ত্রে শস্ত্রে তার মরম বিজ্ঞল ।
 মহাভাগবত শিশু কিছু না জানিল ॥
 হিরণ্যকশিপু রাজা ভয় পেয়া মনে ।
 বিবিধ উপায়ে শিশু মারয়ে যতনে ॥

(১) পাঠান্তর,—“ভেঁহা” ।

(১) পাঠান্তর,—“বিকু”

(২) পাঠান্তর,—“সকল উপায়ে”

(৩) পাঠান্তর,—“গোবিন্দে ধরিয়া মনে” ।

মহাগজ মহাসর্প পর্ত পাতনে ।
 েলে মজাইল অঙ্গ দিল হতাশনে ॥
 গন্ধর ভিতরে ধূয়া কুণ্ডিল দুয়ার ।
 বিধ দিল উপবাস করান্য অপার ।
 এতেক প্রকারে শিশু নহিল নিধনে ।
 ভয় পেয়া দৈত্যরাজ চিন্তে মনে মনে ॥
 মহা অমৃতভব পুত্র অঙ্গ অমর ।
 এতেক উপায় কৈলু সকল বিফল ॥
 এত পরকারে মৃত্যু নহিল সাহার ।
 মোর বধ হেতু এই জন্মিল কুমার ॥
 চিন্তাতে ব্যাবুল মূপ চিন্তে হেট মাথে ।
 বণ্ডার্ক এই বিপ্র কহে বোড় হাথে ॥
 কটাক্ষে জিনিলে তুমি এ তিন ভুবন ॥
 ছেন বীর হয়্যা তুমি চিন্ত কি কারণ ॥
 বালকের দোষ গুণ না করি বিচার ।
 মনে ভয় পাই পাছে পালায় কুমার ॥
 নাগপাশে রাখ শিশু করিয়া বন্ধন ।
 বাবৎ শুক্রেয় হয় এথা আগমন ॥
 বুদ্ধি হৈলে বালকের কুমতি ধণ্ডিব ।
 শুক্রে উপদেশ দিবা ধর্ম বুঝাইব ।
 গুরুপুত্র বচন শুনিঞা দৈত্যপতি ।
 মনে দঢ়াইল এই উত্তম যুগতি ॥
 বান্ধিয়া বালক তোরা লয়া বাহ ঘরে ।
 পঢ়াহ যতন করি নানা পরকারে ॥
 রাজার বচন শুনি তারা দুই জনে ।
 ঘরে আনি বালকে পঢ়ায় সাবধানে ॥
 বর্ষ অর্ধ কাম-আদি যত রাজনীতি ।
 শুনিঞা বালক তাথেনা পায় পারিতি ॥
 ডাক দিয়া নিল যত দৈত্যের তনয়ে ।
 করিতে লাগিলা শিশু করিয়া বিনয়ে ॥
 শুন শুন দৈত্যশিশু হিত উপদেশ ।
 কহিব তোমায়ে আমি করিয়া বিশেষ ॥
 ভূমি-সব প্রিয়গণা বান্ধব আয়ার ।
 ভে-কারণে কহি শুন দৈত্যের কুমার ॥
 গুরু বাহা পড়াইল না জানিহ ভাল ।
 ভয় পরিহরি গুরু পঢ়ায় অসার ॥
 কত কত মরি গেল দেখ বিজ্ঞমানে ।
 অসার করিয়া সার ঘুষি অকারণে ॥
 ভয় ছাড়ি গুরু যত অনিত্য বুঝায় ।
 উত্তম জনের তাহা চিন্তে নাহি ভায় ॥
 আকুলার পাছে যদি গোড়ায় আকুল ।
 পথ না জানিঞা পড়ে কুণের ভিতর ॥

কেহ নহে শত্রু মিত্র কেহ নিজ পর ।
 কুমতি নির্মিত সব জানিহ সকল ॥
 দুর্লভ যাহুব জন্ম অসত্য মানিঞা ।
 শিশুকাল হৈতে কৃষ্ণ ভজিব জানিঞা ॥
 হরি সে সভার গুরু প্রিয় ইষ্ট ধন ।
 সর্বদর্শনার রক্ষচরণ-সেবন ॥
 যদি বল সুধভোগ তেজিব কেমনে ।
 দুঃখে কৃষ্ণ ভজিলে বা কোন্ প্রয়োজনে ॥
 দেহধর্মে সুখ দুঃখ মিলে সর্ব ঠাঞি ।
 যেন দুঃখ তেন সুখ অবতনে পাই ॥
 মিছা কাজে কেন এত ব্যর্থ কাল যায় ।
 না ভজিয়া জগন্নাথ ব্যর্থ দুঃখ পায় ॥
 কৃষ্ণ না ভজিলে নহে দুঃখবিমোচন ।
 বিচারিয়া আপনে বুঝয়ে বুধজন ॥
 বাবৎ শরীর নাহি পড়ে অকারণে ।
 ভাবৎ বুঝিয়া কৃষ্ণ ভজিব যতনে ॥
 সন্তে দেখ পরমায়ু শতেক বৎসর ।
 নিজায় অর্ধেক তার হরয়ে বিফল ॥
 শিশুকালে অগেয়ানে যায় কথো কাল ।
 বুদ্ধভাবে যায় কুড়ি বৎসর তাহার ॥
 তবে যেবা কিছু থাকে যৌবন সময় ।
 কাম ক্রোধ দম্ব লোভ বাঢ়ে অতিশয় (১) ॥
 যদি বল যৌবনে বিষয় ভোগ করি ।
 পাছে সর্বত্যাগ করি ভজিব শ্রীহরি ॥
 হেন কে মনুষ্য (২) আছে জগৎ ভিতরে ।
 বিষয়লম্পট চিত্ত নিবারিতে পারে ॥
 শরীর অধিক প্রাণ দুর্গত সভার ।
 হেন প্রাণ দিয়ে ধন কিনে বাণিজ্যর ॥
 প্রাণ বিকলিয়া হয় ধনের কিঙ্কর ।
 ধনের কারণে প্রাণ ভেজয়ে তম্বর ॥
 হেন ধন বিষয়ে সাহার প্রেম বাঢ়ে ।
 পাছে তাহা ভেজিয়া চলয়ে একেশ্বরে ॥
 শ্রী-লম্বাষণ পুত্র মধুর ভাষণ ।
 বন্ধু মিত্র অমুরাগ করিতে স্মরণ ॥
 বৃদ্ধ পিতামাতা মোর বালক তনয় ।
 এ সব বলিতে প্রেম বাঢ়ে অতিশয় ॥
 দিব্য ঘর পুরী মোর আছে বহুধন ।
 কোথাতে থাকিব কেবা করিব রক্ষণ ॥

(১) পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকে :—

“ভাংগতে জন্ময়ে কত শত কামোদর ।”

(২) পাঠান্তর,—“হেন কি পুংসব ।”

এইরূপ শোক মোহ (১) নিরস্তর করে ।
 সুখভোগ বিনে চিন্তে অস্ত্র নাহি ধরে ॥
 জিহ্বার আত্মদ রস বড় করি যানে ।
 শৃঙ্গার বেতার (২) বিনে অস্ত্র নাহি জানে ॥
 কুটুম্বভরণে নিজ পরমায়ু যায় ।
 কামে মত্ত হয় তাহা (৩) বুঝিয়া না চায় ॥
 পরধন হয়ে করে পর অপকার ।
 নান পাকে কুটুম্ব পোষয়ে আপনার ॥
 কুটুম্ব ভরণে যত দোষগুণ হয় ।
 জানিতেহ চিন্তে তাহা (৪) বাঢ়ে অতিশয় ॥
 এইরূপে মৃত্যুজন মজয়ে সংসারে ।
 কামে বিমোহিত চিত্ত নিবারিতে নারে ॥
 তে-কারণে কহি আমি শুন শিশুগণ ।
 সত্য করি ধর সন্তে আমার বচন ॥
 শুন শুন ভাইগণ আমার উপদেশ ।
 সকল ছাড়িয়া ভ্রম প্রভু হৃদয়কেশ ॥
 হেন জানি বল কৃষ্ণ ভজিতে আয়াস ।
 সব ঠাক্রি আছে প্রভু গুণত নিবাস ॥
 চরাচর স্থাবর জঙ্গমে ভগবান ।
 ভূণ তরু ফুল স্রষ্টে সর্বত্র সমান ॥
 অচিন্ত্য অনন্তশক্তি আনন্দস্বরূপ ।
 এক হরি নানা রূপে দেখি নানাক্রপ ॥
 এ বোল বুঝিয়া সর্ব ভাবে দয়া কর
 ছাড়িয়া অমর ভাব কৃষ্ণ মন ধর ॥
 কিবা লভ নহে (৫) ভ্রষ্ট হৈলে নারায়ণ ।
 কৃষ্ণের সন্তোষ-হেতু বৈষ্ণব সেবন ॥
 সর্ব সমর্পণ করি কৃষ্ণের চরণে ।
 ভক্তত ভজিয়া ভক্তি পাব নাশ্রয়ণে ॥
 পূরবে নারদ গেলা বদরিকাশ্রমে ।
 তথায় করেন তপ নরনারায়ণে ॥
 নারদ কহিলা হেঁহো এহ শুভজ্ঞান ।
 কহিলা আমারে তাহা মুনী মতিমান ॥
 আমি তোমা সভারে কহি নু শুদ্ধাচরণে ॥

এই ভাগবত শুদ্ধজ্ঞান জ্ঞান ভণ্ডে (১) ॥
 এতেক বচন শুন দৈত্য-পুত্রগণে ।
 পুছিল বিনয় করি গ্রহ্লাদের স্থানে ॥
 কহিলে গ্রহ্লাদ তুমি অপূর্ব কাহিনী ।
 ষণ্ডামার্ক দুই গুরু আমি সন্তে জানি ॥
 নারদের সঙ্গে তোমার কোথ' দরশন ।
 কহত বালক তুমি তাহার কারণ ॥
 দৈত্যপুত্র বচন শুনিয়া শিশুগণ ।
 হৃদয়ে সন্তোষ পেয়া দিগেন উত্তর ॥
 আমার জনক গেলা তপ করিবারে ।
 পিপড়া বন্ধীকে তার ভক্ষিল শরীরে ।
 ইন্দ্র আদি দেবগণে পেয়া অবসর ।
 উদযোগ করিয়া আইল করিতে সময় ॥
 চতুরঙ্গ দেববল দেখি ভয়ঙ্কর ।
 চৌদিগে বেটিল আসি অশুরনগর ॥
 ধন পুত্র কলত্র তেঁহো দৈত্যগণ ।
 ভয় পেয়া পলাইল রাবীয়া জীবন ॥
 লুটিল পুড়িল সব অশুরনগর ।
 আমার জননী লয়া গেলা পুরন্দর ॥
 ভয়ে কম্পমান মাতা করেন ক্রন্দন ।
 ইন্দ্রের নারদসঙ্গে পথে দরশন ॥
 মুন বলে ছাড় ছাড় এই পবনারী ।
 ভাল পুরন্দর তুমি দেব-আধিকারী ॥
 ইন্দ্র বলে শুন মুনী কবি নিবেদন ।
 ইহার উদরে আছে পুত্র একজন ॥
 দৈত্যবধু তাহা থাকিবে মোর পুত্র ।
 পুত্র প্রসবিলে পাঠাইব নিজ ঘরে ॥
 নারদ কহিল ইন্দ্র নচন ধি বে ।
 ইহার গর্ভের পুত্রে মারিতে নারিব ।
 মহাভাগবত শিশু পুরুষ প্রবান ।
 শক্র মিত্র নাহি তার সর্বত্র সমান ॥
 গোবিন্দচরণে তার আছে দৃঢ় মন ।
 তাহাকে মারিব হেন আছে বোঁ ন ॥
 নারদের বচন শুনিয়া শচীপাত ॥
 মুনী প্রদক্ষিণ করি বৈল দণ্ডপাত ॥
 জননী ছাড়িয়া ইন্দ্র গেলা দিগন্তরে ।
 নারদ আনিলা তবে আপন মন্দিরে ॥

(১) পাঠান্তর—“কত বত ।”

(২) পাঠান্তর—“দ্বীপক-স্তম্ভ” ।

(৩) পাঠান্তর—“তত্ত্ব” ।

(৪) পাঠান্তর—

“জানিতে না পারে তত্ত্ব” ।

(৫) পাঠান্তর—“কিবা না লভিয়ে” ।

(১) প, প্র, পু—

“এই গুরু ভাগবত জ্ঞান জীব তত্ত্ব” ।

আশ্বাস করিয়া আজ্ঞা দিল মুনীশ্বর ।
 স্নেহে এথা থাক তুমি না করিহ ডর ॥
 তপ করি তুমি পতি যাবৎ না আইসে (১) ।
 তাবৎ থাকিবে তুমি এই গৃহবাসে ॥
 এ বোল শুনিঞা মাতা সতী গুণবতী ।
 নারদের পরিচর্যা করেন ভক্তি ॥
 মাগিয়া নিলেন বর নারদ-চরণে ।
 তখনে প্রসব মোর ইচ্ছিব যখনে ॥
 বর দিয়া ঋষি তারে দিলা তত্ত্বজ্ঞান ।
 আমার কারণে কৃপা কৈলা মতিমান ॥
 স্ত্রীভাবে চিরকালে মায়ে বিন্মরিল ।
 মূনির কৃপায় আমি হুদয়ে ধরিল ॥
 সেই তত্ত্বজ্ঞান কহি শুন সাবধানে ।
 আপনারে শিশু বুদ্ধি না করিহ মনে ॥
 শোক মোহ জরা ব্যাধি জনম মরণ ।
 এ সব শরীর যোগে হয় উত্পন্ন ॥
 জীব এক নিত্য নিরঞ্জন জ্ঞানময় ।
 অবিকার স্প্রকাশ ব্যাপক আশ্রয় ॥
 হেন গুণনিধি জীব আপনা পাসরে ।
 মূঞি মোর বলি দেহে অহঙ্কার করে ॥
 দেহ গেহ অতিমান তেজিব সকল ।
 হুদয়ে চিস্তিলে তত্ত্ব পাই নিরমল ॥
 ত্রিগুণ রচিত দেহ পঞ্চভূতময় ।
 তাহা হৈতে জীব ভিন্ন এক নিত্যময় ॥
 সুখ দুঃখ সার মাত্র জীবের আশ্রয় ।
 দেহে বৈসে জীব সে শরীর মায়ায় ॥
 অনিত্য শরীরে হয় অসত্য ভাবনা ।
 সেই দেহে সত্য ব্রহ্ম করি উপাসনা ॥
 অল্পে অল্পে করি তাই ইচ্ছিয় রোধন ।
 তবে খণ্ডাইতে পারি এ ভববন্ধন ॥
 জীবের সংসার দেখে অজ্ঞান-কারণ ।
 মিথ্যা হেন জানি যেন জানিলে স্বপন ॥
 অজ্ঞানেতে ভ্রমে জীব এ ঘোর সংসারে ।
 জ্ঞান হলে জ্ঞান ভ্রম ছুটে সেই কালে ॥
 এ বোল বুঝিয়া তাই করহ উপায় ।
 যাহা হৈতে এ ঘোর সংসারবন্ধ যায় ॥
 সহস্র উপায় আছে তরিতে সংসার ।
 তার মধ্যে জ্ঞান কৃষ্ণ উপায়ের সার ॥

(১) প. প্র. পু.—

“তপ করি যাবৎ ভোমার পতি আইসে” ;

অন্ত পুথির পাঠ,—

“যাবৎ ভোমার পতি ঘরে নাহি আইসে ।”

শ্রীহরি চরণে ভক্তি হয় যাহা মনে ।
 তাই সে সাধিব জীব পরম যতনে ॥
 গুরু সেবা গুরুপদে সর্ব সমর্পণ ।
 ভক্ত জনার সঙ্গ কৃষ্ণ আরাধন ॥
 হরি-কথা শ্রবণ কীর্তন গুণ নাম ।
 হরির চরণ ধ্যান স্তুতি পরণাম ॥
 কৃষ্ণের অদ্ভুত মূর্তি করিয়া নির্মাণ ।
 পরিচর্যা করিয়া পূজিব মতিমান ॥
 সর্বভূতে দেখিব আছেন নারায়ণ ।
 তৎসম্বন্ধে সভায় করিব সম্ভাষণ (১) ॥
 এইরূপে হয় তবে ভক্তি উদয় ।
 কৃষ্ণের চরণে রতি বাঢ়ে অতিশয় ॥
 গোবিন্দের লীলা কর্ম গুণ নাম শুনি ।
 সর্বাদে পুলক হয় গদগদ বাণী ॥
 উচ্চস্বরে ডাকে নাচে কণে গুণ গায় ।
 কণে হাসে কণে কান্দে চরণ ধোয় ॥
 কণে ভাবগ্রস্ত হয় উঠয়ে উন্মাদ ।
 কণে লোক চরণে করয়ে দণ্ডপাত ॥
 গোবিন্দ মাধব করি ডাকে উচ্চস্বরে ।
 চিন্তিতে প্রভুর লীলা আপনা পাসরে ॥
 হেনরূপে হয় যার ভক্তি উদয় ।
 কর্মবন্ধ ছিণ্ডে তার ঘুচে ভবভয় ॥
 গোবিন্দ ভজিতে কিছু নাহিক আশঙ্ক ।
 হুদয়ে চিন্তিলে কৃষ্ণ ছিণ্ডে ভবপাশ ॥
 হরি সে সভার পতি প্রিয় সখা ধন ।
 হরি ছাড়ি বিষয় সেবিয়ে অকারণ ॥
 পশু ভূত্য দেহ গেহ সূত বিজ দার ।
 রাজসুখ রাজ্যভোগ এ মহীভাগার ॥
 স্বর্গবাস স্বর্গফল দেবদেহ ধরে ।
 এ সব চিন্তিয়া বৃথা তড়িৎচকলে ॥
 এ সব বুঝিয়া ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ ।
 ভজিলে অনন্ত সুখ দিব নারায়ণ ॥
 সুখ উপাদান হৈব দুঃখ বিমোচন ।
 ইহার কারণে কর্ম করে সর্বজন ॥
 কর্মে হৈতে কিছু ত না দেখি সুখলেশ ।
 প্রথমে করিতে কর্ম দুঃখপরবেশ ॥
 ফলভোগ করিতে বিবিধ উৎপাত ।
 অবশেষে হয় পুন জনম প্রমাদ ॥
 কর্মফল অক্ষব অক্ষব কলেবর ।
 ইহার কারণে কর্ম করিয়া বিফল ॥

(১) অন্ত পুথির পাঠ,—

“কৃষ্ণ বৃন্দে সভায় করিব সম্ভাষণ ।”

এ বা অধীন কিংবা রাজার কিঙ্করে ।
 হুকুরে ভঙ্কিব কিংবা দহিব অনলে ॥
 হেন দেহ যোর করি করে অঙ্কর ।
 ভবপথে নিরন্তর ত্রয়ে বার বার ॥
 কৰ্মফলে মিলে দেহ দার পুত্র ধন ।
 পশু ভৃত্য গজ রথ বিবিধ বাহন ।
 প্রদীপের শিখা সম এ সব চঞ্চল ।
 ইহার কারণে কৰ্ম করে নিরন্তর ॥
 ময়ূর অৰ্ধি আর জয় আদি করি ।
 দুঃখ বিনে অস্ত কিছু বলিতে না পারি ॥
 এ বোল বুঝিয়া শুন আমার বচনে ।
 ধৰ্ম অর্থ কাম মোক্ষ সাধার কারণে ॥
 সেই সে সত্যের প্রভু প্রিয় গতি পতি ।
 সে হরি চরণ ভজ ছাড়িয়া দুৰ্মতি ॥
 দেবতা অশ্বর নর কিম্বদ বানর ।
 গোবিন্দ ভজিলে হয় শুদ্ধকলেবর ॥
 দেব ঘিঞ্জ হয় কিংবা মুনিদেহ ধরে ।
 দান ব্রত তপ যজ্ঞ নানা কথ্য করে ॥
 শুভ কৃষ্ণে সন্তোষিতে নহিব শক্তি ।
 আর সব বিড়ম্বন ছাড়িয়া তকতি ॥
 তকতি করিয়া যদি ভজ্ঞে দয়াময় ।
 আপনারে দিয়া হরি তার বশ হয় ॥
 শুন দৈত্যাসুত ভাই মোর নিবেদন ।
 সৰ্বভাবে কর ভাই গোবিন্দ ভজন ॥
 দৈত্য দানব যক্ষ রাক্ষস বানর ।
 ঋগ, যজু পশুজাতি পতিত পায়র ॥
 এ সব ভজিয়া রক্ষ হৈল কৃষ্ণময় ।
 এ বোল বুঝিয়া কেহ না কর সংশয় ॥
 এই সে পরম ধৰ্ম সৰ্ব ধৰ্ম পর ।
 একান্ত তকতি করি ভজ দামোদর ॥
 এতেক বচন শুনি দৈত্যাসুতগণে ।
 তত্ত্ব উপদেশ পাই ধরিল যতনে ॥
 গুরু উপদেশে তারা না কৈল আদর ।
 ভয়ে জানাইল গুরু রাজার গোচর ॥
 হিরণ্যকশিপু শুনি গুরুর বচন ।
 প্রকোপে জ্বলিল যেন দীপ্ত হত্যাশন ॥
 দুষ্ট দৈত্য পাঠায়া বালক হরি আনে ।
 জোড়হস্তে প্রহ্লাদ দাণ্ডাইল বিম্বনানে ॥
 স্বভাবে দারুণ রাজা বলে খরতর ।
 আরে বেটা কেনে তুমি গেলে ক্লান্তল ॥
 কুলের অধম তুমি দুষ্ট দুরাচার ।
 এখনি পাঠাই তোরে যবের দ্বার ॥

মুঞ্জি কোধ কৈলে কাঁপে এ ভিন ভূষন ।
 মোর পুত্র হয়্যা বেটা লজ্জিস্ বচন ॥
 কোন্ বলে বেটা তুঞ্জি না রাখিস্ ডর ।
 হের-দেখ কাটিয়া পাঠাও যমঘর ॥
 বাপের বচন শুনি দিলেন উত্তর ।
 করষোড়ে করি শিশু প্রণতকন্ডর ॥
 ন কেবল তুমি আমি এই দুইজনে ।
 স্বাবর জন্ম যত আছে ত্রিভুবনে ॥
 সে হরি সত্যের বল সত্যের শক্তি ।
 যার বলে সৃষ্টি করে ব্রহ্মা প্রজাপতি ॥
 শিব যার বলে করে এ লোক সংহার ।
 আপনে আপন বলে (:) পালেন সংসার ॥
 হরি বিনে জগতে বলিতে নাহি আন ।
 ছাড়িয়া অনুর ভাব কর অবধান ॥
 দেহের ভিতরে ছয় রিপু বলবান ।
 ঘরের ভিতরে রিপু বাহিরে পরাণ ॥
 জিনিলে ঘরের রিপু না থাকিব জয় ।
 আপনে বিচার করি দেখ মহাশয় ॥
 হিরণ্যকশিপু বলে আরে দুরাচার !
 মোর আগে এই কথা কহ বার বার ॥
 আরে বেটা আমি বিনে কে আছে লৈষর ।
 জগতের গতি পতি আমি দণ্ডধর ॥
 আজি তোর শির কাটি রাখুক লৈষর ।
 এ বোল বলিয়া দৈত্য উঠিল সত্তর ॥
 সব ঠাঞি আছে কৃষ্ণ বলিস্ কাহারে ।
 তবে কেনে স্তম্ভ হৈতে না হয় বাহিরে ॥
 এ বোল বলিয়া দৈত্য ডাকিল নিষ্ঠুর ।
 মুটকি মারিয়া তত্ত্ব কৈল সজ্জুর ॥
 স্তম্ভ হৈতে শবদ উঠিল ঘোরতর ।
 কাপিল সকল লোক ধরা ধরাধর ॥
 ব্রহ্মাণ্ডের খোলা টুটি হৈল দুইখান ।
 ব্রহ্মা ভব আদি দেব হৈলা কম্পমান ॥
 শবদ শুনিঞা দৈত্য চৌদিকে নেহালে ।
 কাহার শবদ হেন বুঝিতে না পারে ॥
 হিরণ্যকশিপু তবে চিন্তে মনে মনে ।
 কহিল প্রহ্লাদ সত্য বুঝি অনুমানে ॥
 সৰ্বভূতে বৈসে হরি বুঝায় আপনে ।
 সত্য করি বুঝাইল ভক্তের বচনে ॥ (২)

(১) প, প্র, পু—“যার বলে বিক্ষুব্ধপ”

(২) প, প্র, পু—

“সৰ্বভূতে বৈসে হরি বুঝিয়ে কাব্য ।

সত্য করিলেন বুঝ ভূত্যাব ।

এতেক বচন যদি বলিল অশ্রুতে ।
 শুভ হৈতে প্রকাশ হইল গদাধরে ॥
 তপত কাঞ্চন জিনি নয়নযুগল ।
 ক্রুটিকুটি মুখ অতি ভয়ঙ্কর ॥
 করাল কেশর-জাল জলন্ত আনল ।
 সটাচ্ছটা বিলুপিত ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ॥
 বিকট দশন জিহ্বা খরধাব তুল ।
 পর্বত কন্দর কর্ণ গজ্জন নিষ্ঠুর ॥
 খরতর ভয়ঙ্কর কর নখ-জাল ।
 গিরি ওহা সম নাঙ্গা বদন বিশাল ॥
 আকাশমণ্ডল জিনি শরীর বিস্তার ।
 ভয়ঙ্কর বিললিত লদসঞ্চাৰ ॥
 ভয়ঙ্কর রূপ দেখি দৈত্য মহাবলী ।
 সম্মুখে রহিল গিয়া বজ্র চর্য ধরি ॥
 উড়িয়া পতঙ্গ যেন পড়ে ছতাশনে ।
 আসিয়া দাণ্ডায় দৈত্য প্রভুবিদ্যমানে ॥
 বিক্রম করিয়া দৈত্য হৈল গোচর ।
 লীলায় ধরিল তারে প্রভু দামোদর ॥
 হাতে হৈতে খসি দৈত্য হৈল আশ্রয়ে ।
 ভয় পাল্য দেবগণ মেঘে তিতরে ॥
 অট্ট অট্ট হস্ত করি প্রভু নরহরি ।
 দ্বায়েতে আনিল দৈত্য বাম করে ধরি ॥
 উষান্তের উপরে ধরিয়া দৈত্যোৎথর ।
 নখ দিয়া বিদারিল তার বক্ষঃস্থল ॥
 জিহ্বায় লেহিয়া তার কৈল রক্ত পান ।
 নখে দৈত্যে বিনারিরা কৈল খান খান ॥
 মারিল সকল দৈত্য নখের প্রহারে ।
 দৈত্যগণ মারিয়া ডাকিল উচ্চস্বরে ॥
 সটাচ্ছটা ছটি মেঘ পড়িল ভাঙ্গিয়া ।
 স্বর্গে হৈতে তারাগণ পড়িল খসিয়া ॥
 নাসিকার খাসে হৈল ক্ষুভিত সাগর ।
 শব্দে কাঁপিল দশদিগের কুঞ্জর ॥
 পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল ।
 অজ্ঞের বাতাসে তরু গিরি খরখর ॥
 মহাভয়ঙ্কর রূপে দৈত্য বধ করি ।
 রাজ্যসনে আপনে বসিলা নরহরি ॥
 সুরবধুগণে কৈল পুষ্প বরিষণ ।
 আকাশে বাজিল শঙ্খ তন্দ্রুতি বাজন ॥
 গজ্জর কিঙ্করে গায় নাচে বিভাধরী ।
 ব্রহ্মা আদি স্তুতি করে করযোড় করি ॥
 দূরে দূরে থাকি দেব করয়ে পূজন ।
 ভয় পেয়া নিকট না আইলা কোন জন ॥

ব্রহ্মা ভব স্তুতি কৈলা বিবিধ বিধানে ।
 ইন্দ্র স্তুতি কৈলা আব দেব ঋষিগণে ॥
 পিতৃগণ সিদ্ধগণ বিভাধরগণে ।
 নাগলোক স্তুতি কৈল বিবিধ বিধান ॥
 মুনি প্রজাপতি যত গজ্জর কিঙ্কর ।
 শুভক চারণগণ যক্ষ বিভাধর ॥
 বৈকুণ্ঠের পাবিষদ করযোড় করি ।
 নারদ করেন স্তুতি ভক্তি বিস্তারি ॥
 ব্রহ্মা আদি দেব কেহ না গেল নিকটে ।
 পাঠ'য়্যা নিলেন লক্ষ্মী পড়িয়া সঙ্কটে ॥
 লক্ষ্মী দেবী স্নেহে তাঁর না গেল নিমড় ।
 ঐহলাদে আনিয়া ব্রহ্মা বসিলা বিস্তর ॥
 তুমি যদি বাহ বাপ প্রভুবিদ্যমানে ।
 তবে কোথ হাড়ে (১) প্রভু হন লম্বনে ॥
 ব্রহ্মার বচন শুনি দৈত্যের তনয় ।
 শিরে কর যুড়িয়া চালস' মহাধর ॥
 দণ্ড পরণাম করি পড়িলা চরণে ।
 শিরে কর দিয়া প্রভু হু নলা আপনে ॥
 করপদ্ম পরশনে হৈল দিব জ্ঞান ॥
 স্তুতি করে দৈত্যগণ মহা নতবান ॥
 প্রেমে গদগদ বাণা স্বপ্ন পুলকিত ।
 কৃষ্ণের চরণে শিশু আত্মোপলি চিত ॥
 ব্রহ্মা আদি সুরগণে সেবে এককাল ।
 বসিতে না পারে তহু চরিত্র যাহার ॥
 যোগেন্দ্র মুনোজ্জ যার না পাইল মর্য ॥
 তাঁর স্তুতি কি করিব অশ্রু অবধ ॥
 বুদ্ধি বল তপ যোগ স্তুতি পুলকন ।
 কৃষ্ণ আরাধিতে নহে এ সব কারণ ॥
 গুণগান পুঞ্জ্যতি গজেন্দ্র আছিল ।
 ভক্তি দেখিয়া তারে প্রভু উদ্ধারিল ।
 ভক্তিহীন বিশ্র দ্বিষ্ট গুণে অলঙ্কৃত ॥
 তাহা হৈতে ভক্ত চণ্ডাল সুপুঞ্জিত ।
 ধন মন বচন গোবিন্দে আরোপণ ।
 সবংশে পরিত্র তারে করে নারায়ণ ॥
 পরিপূর্ণ ভগবান্ স্বঃ স্ত্র বিহার ।
 না মাগে কাহার পূজা ভক্তি পুরস্কার ॥
 প্রভুকে পূজিলে পূজা হয় ত্রিভুবনে ।
 মুখের ভূষণ যেন দেখিয়ে দর্পণে ॥
 এই সে ভরসা যোর শ্রীহরিচরণে ।
 বুদ্ধি অহুসারে স্তুতি করিমু আপনে ॥

নীচ পামর তবে প্রভুর গুণ গাই ।
 এই ভরসায় কিছু বলিবারে চাই ॥
 ব্রহ্মা ভব আদি যত পুরাণ (১) কিঙ্কর ।
 চিরকাল ধরি তোমা ভজে নিরন্তর ॥
 এ সত্ত্বের কৈলে মহাভয় নিবারণ ।
 ক্রোধ ছাড়ি শান্ত রূপ ধর নারায়ণ ॥
 দম্ব মুখ বিকট কঠোর ভয়ঙ্কর ।
 এক্রপ দেখিতে মোর কিছু নাহি ডর ॥
 এ যোর সংসার দেখি মোর বড় ভয় ।
 কতকালে প্রভু তুমি হইবে সদয় ॥
 ব্রহ্মা ভব আদি দেব সত্যার ভিতরে ।
 তোমার মহিমা কথা কহে নিরন্তরে ॥
 এই গুণ কথা যেন নিরন্তর গাও ।
 ভকত সমাঝে যেন আনন্দে বেড়াও ॥
 এই দয়া কর মোরে প্রভু নরহরি ।
 ভিলেক না রহি যেন ভব কথা ছাড়ি ॥
 এইরূপ কত কত কৈল স্তুতিবাদ ।
 নরসিংহ তুষ্ট হই করিলা প্রসাদ ॥
 বর মাগ দৈত্যপুত্র যত ইচ্ছ মনে ।
 আমি তুষ্ট হৈলে নাহি দুর্ভাগ ভুবনে ॥
 হাসিয়া প্রহ্লাদ তবে দিলেন উত্তর ।
 বর দিয়া ভাগু তুমি আপন কিঙ্কর ॥
 সেবক অধমে সেবা করে কাম্য করি ।
 কাম দিয়া কর দাস ঈশ্বর না বলি ॥
 আমি বর না মাগিব তোমার চরণে ।
 তুমি কতু বর মোরে না দিহ আপনে ॥
 অকাম ভকত মুক্তি তুমি নিরাশ্রয় ।
 তোমার আমার প্রভু এই সে নিশ্চয় ॥
 বরে হৈতে আমার নাহিক প্রয়োজন ।
 সেবকের সেবায় তোমার কর্ম কোন ॥
 তুমি পূর্ণব্রহ্ম আমি অকামী কিঙ্কর ।
 বর দিয়া মোরে কেনে ভাগিবে বিফল ॥ (২)
 যদি বর দিবে হেন নিশ্চয় তোমার ।
 মোর চিন্তে নহে যেন কাম অহঙ্কার ॥
 নায়দ কহিলা মোরে যত উপদেশ ।
 সেই যত্ন অপি যেন করিয়া বিশেষ ॥
 আর বর দেহ মোরে প্রভু মহেশ্বর ।
 পিতা মোর তোমারে নিমিল নিরন্তর ॥

তোমার ভকত আমি তনয় তাঁহার ।
 তে-কারণে কৈল মোর নানা অপকার ॥
 তোমার চরণে গতে মোর এই বর ।
 তাঁর অপরাধ তুমি ক্ষমিহ-সকল ॥
 এ বোল শুনিঞা বলে প্রভু নারায়ণ ।
 সাবধানে শুন বাপ আমার বচন ॥
 স্নেহে পরিত্রাণ পাইল জনক তোমার ।
 তিন সাত কুল আর পাইল প্রতিকার ॥
 যে বংশে জন্মিলে তুমি ভকতপ্রধান ।
 সবংশে তাহার কুল পাইল পরিত্রাণ ॥
 যার বংশে বৈষ্ণবের হয় উতপত্তি (১)
 হীন বা পামর কিংবা দুষ্ট পাপজাতি ॥
 পবিত্র সকল কুল বংশের উদ্ধার ।
 সাধুসঙ্গে তরে সব পাপী দুরাচার ॥
 রাজ্যভোগ কর তুমি এক মহেশ্বর ।
 পুণ্যকথা আমার কহিবে নিরন্তর ॥
 আমাতে করিয়া তুমি চিত্ত আরোপণ ।
 সর্বভূতে আমারে করিবে শ্রবণ ॥
 পাপ-পুণ্যভোগে কর্ম করহ খণ্ডন ।
 জগতে নির্মল যশ হইব স্থাপন ॥
 অন্তকালে কর্মবন্ধ তেজি কলেবর ।
 পাইবে আমারে বন্ধ ছুটিবে সকল ॥
 তোমার আমার সেবা করিবে স্মরণ ।
 খণ্ডিব হুরিত তার ভব বিমোচন ॥
 অগ্নি দান বাপের করহ প্রেতকর্ম ।
 রাজাসনে বসিয়া পালহ রাজকর্ম (২) ॥
 হেনকালে ব্রহ্মা আইলা দেবের দেবতা ।
 দেবগণ সঙ্গে স্তুতি কৈল লোকপিতা ॥
 দেবগণে স্তুতি করে প্রভু বিভ্রামান ।
 দেবের সাক্ষাতে প্রভু কৈল অন্তর্দান ॥
 বিশ্বয় ভাবিয়া দেব সকল রহিল ।
 দৈত্যের ইচ্ছ করি প্রহ্লাদে স্থাপিল ॥
 প্রহ্লাদে পূজিল দেব ব্রহ্মা মহেশ্বর ।
 নিজ নিজ স্থানে দেব চলিলা সকল ॥
 সেই পারিষদ দুই দিতির নন্দন ।
 অবতার করি হরি বধিল তখন ॥
 সেই দুই দৈত্য হৈল রাক্ষস মুরতি ।
 কুন্তকর্ণ দশগ্রীব ত্রিজগতে খ্যাতি ॥

(১) পাঠান্তর,—

“পুত্র” ; “অন্তঃ”, “তোমার” ।

(২) — প, প্র, পু,—

“বর দিঞা কেনে মোরে ভাগু গদাধর” ।

(১) প, প্র, পু,—

“যার বংশে ভকতজনের উৎপত্তি” ।

(২) পাঠান্তর,—“নিজ কর্ম” ।

রাম অবতারে হরি তা-সভা বধিল ।
সেই দুই দৈত্য আসি হেথাতে জন্মিল ॥
বৈর-অম্ববন্ধ করি দেবকী-নন্দন ।
ঐরৌতাব চিস্তি গেলা বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
কহিলু তোমারে রাজা ধর্মের নন্দন ।
বৈরৌতাব করি দৈত্যগণ বিমোচন ॥
নরসিংহ অবতার পুণ্য-শুণ-গাথা ।
প্রহ্লাদ-চরিত্র মহাভাগবত-কথা ॥
ধন্য পুণ্য পাপহর পবিত্র আখ্যান ।

কহিলে শুনিলে মিলে সর্বত্র কল্যাণ ॥
তুমি সব ধন্য জন জগতপাবন ।
যার ঘরে বৈসে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ ॥
যারে তুমি বল ভাই বান্ধব আমার ।
সারথি বলিয়া যারে কর অহঙ্কার ॥
সেই পূর্ণ ব্রহ্ম হরি ধরে নরবেশ ॥
ব্রহ্মা ভব আদি যার না জানে উদ্দেশ ॥
শ্রীগদাধর ভক্তি রস-গুরু জান ।
ভাগবত-আচার্যের মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে সপ্তমস্কন্ধে
দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

মালতী রাগ ।

এই হরি পুরুষে স্থাপিল নিজ তার ।
ত্রিপুর মারিয়া যশ থুইল চমৎকার ॥
শঙ্কর দেবের কৈল সঙ্কট মোচন ।
সাক্ষাতে তোমার ঘরে হেন নারায়ণ ॥
এ বোল শুনিঞা তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা ।
কিরূপে ত্রিপুর বধ কি কারণে হৈলা ॥
নারদ বলিলা রাজা শুন সাবধানে ।
যেকূপে ত্রিপুর বধ কৈলা নারায়ণে ॥
দেবাসুরে যুদ্ধ হৈল পৃথ্বীর ভিতর ।
অসুরে হারিয়া যুদ্ধে গেলা রসাতল ॥
ময়দানবের গিয়া পশিল শরণে ।
ত্রিপুর নির্মিঞা ময় দিল সেই ক্ষণে ॥
একখান পুরী তার লোহার নির্মাণ ।
কনকে রজতে আর পুরী দুইখান ॥
তিনখান পুরী তারা একত্র করিয়া ।
বোচায় অসুর সব তাহাতে চঢ়িয়া ॥
যে দেশ চাপিয়া পড়ে তিন গোটা পুর ।
ভাজিয়া চুরিয়া তারা করয়ে নিশ্চল ॥
এইরূপে করে তারা তিন লোক নাশ ।
দেবগণ মেলি গেলা শঙ্করের পাশ ॥
আরাধিয়া শঙ্করে আনিল দেবগণে ।
শঙ্করের যুদ্ধ হৈল ত্রিপুরের সনে ॥
শঙ্কর যুড়িয়া বাণ ধনুর সন্ধানেন ।

হানিল অসুরগণে বাণ বরিষণে ॥
মহাযোগী ময় তাতে স্থজিল প্রাকার '
যোগবলে দৈত্যগণে লইল পাতাল ॥
রস-কূপে থুয়া ময় অসুর জীয়ায় ।
মনে হুংস পায় শিব না দেখি উপায় ॥
হেনকালে সেই হরি দৈবকীনন্দন ।
ধেমুরূপ আপনে ধরিয়া সেই ক্ষণ ॥
ব্রহ্মায় করিয়া বৎস চলিলা শ্রীহারি ।
রস কূপ পান কৈলা ধেমুরূপ ধরি ॥
তবে শিব সন্ধান করিয়া আরবার ।
ত্রিপুর অসুরে মারি করিলা সংহার ॥
ত্রিপুর মারিয়া শিব হৈলা ত্রিপুরারি ।
শঙ্করের যশ থুইল ত্রিগুণে ভরি ॥
ছন্দুভি বাণে না বাণে আকাশ উপরে ।
গুপ্ত বরিষণ কৈল গন্ধর্ব্ব কিম্বরে ॥
ইন্দ্র আদি দেবে স্তুতি কৈল বিস্তমানে ।
ত্রিপুরে দহিয়া শিব গেল নিজস্থানে ॥
এইরূপ লীলা করি করে কত কথ্য ।
কহিতে শক্তি আর কে জানিব মর্য্য ॥
কৃষ্ণের মহিমা কিছু কহিলু উদ্দেশে ।
আর কি জিজ্ঞাসা রাজা কহিব বিশেষে ॥
ভক্তি রস-কল্পতরু গদাধর জান ।
ভাগবত আচার্যের মধুর-রস গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে সপ্তমস্কন্ধে
দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

কামোদ-রাগ ।

তবে রা । যুধিষ্ঠির করি ঘোড়কর ।
বর্ণাশ্রমধর্ম জিজ্ঞাসিল তার পর ॥
মহাভাগবত তুমি ব্রহ্মার নন্দন ।
লোকপরিভ্রাণ হেতু কর পর্যটন ॥
বর্ণাশ্রমধর্ম মোরে কহ মহাশয় ।
শুনিলে তোমার মুখে ঋগ্বেদ সংশয় ।
এ বোল শুনিঞা বলে মুনি তপোধনে ।
কহিব তোমাতে রাজ্য কর অবধানে ॥
ধর্মের নন্দন নরনারায়ণ নামে ।
আকল্প করেন তপ বদরিকাশ্রমে ॥
তারা দুই জনে ধর্ম কহিল আচারে ।
সে ধর্ম কহিব রাণা তোমার গোচরে ॥
সর্বভূতময় হরি ধর্মের কারণ ।
ধর্মময় এক ভগবান্ নারায়ণ ॥
সত্য শাস্ত দয়া শৌচ তপ শম দম ।
শান্তি তৃষ্টি ব্রহ্মচর্য ইন্দ্রিয়-সংযম ॥
গ্রাম্যধর্মে পরিভ্যাগ ভকতসেবন ।
সর্বজীবে করি অন্ন পান বিভজন ॥
সর্বভূতে কৃষ্ণবুদ্ধি শ্রবণ কীর্তন ।
অন্ন বন্দন দাস্য আত্মনিবেদন ॥
এ সব ধর্মের সর্ব বর্ণ অধিকারী ।
যাহা হৈতে তুষ্ট হন প্রভু নরহরি ॥
যজ্ঞন যাজ্ঞন বেদ (১) করি অধ্যয়ন ।
বেদ পাঠাইব দান করিব ব্রাহ্মণ ॥
সন্ধ্যাকর্ম করি কৃষ্ণে পুজিব ত্রিকাল ।
সামান্তে কহিলু কিছু ব্রাহ্মণ আচার ॥
ক্ষত্রিয়জাতির ধর্ম সংগ্রামে যুগল ।
স্নিপুদল জিনিয়া শাসিব ক্ষিত্তিতল ॥
বুত্তি দিয়া ব্রাহ্মণে স্থাপিব অধিকারে ।
প্রজা ধর্ম পালিব দণ্ডি ব দুষ্টাচারে ।
কৃষিকর্ম গোরক্ষণ ধার উপহার ।
বৈশ্যে ধন বাঢ়াইব হঞা বাণিজ্যার ॥
সকল করিয়া ধন স্থাপিব ব্রাহ্মণে (২) ।
দ্বিজ দেব পুজিব ভজিব সাধুজনে ॥
শুভ্রকুলে ধর্ম সতে ব্রাহ্মণসেবনে ।
চিন্তবুত্তি সমর্পিব দ্বিজের চরণে ॥

দৈবযোগে যদি ধন মিলয়ে তাহাণে ।
ধন হৈতে ধনমদে বাঢ়ে অহঙ্কারে ॥
ভে-কারণে ধন সমর্পিব দ্বিজকুলে ।
দাস হয়্যা সেবিব তেঁ বি মায়া-ছলে ॥
সর্বদেবময় বিপ্র গোবিন্দ-সমান ।
দ্বিজসেবা ছাড়ি শূদ্র কুলে নাহি আন ॥
শম দম তপ শৌচ অচ্যুত-ভজন ।
শান্তি ক্ষান্তি জ্ঞান দয়া ব্রাহ্মণলক্ষণ ॥
ব্রাহ্মণভকতি কমা প্রসাদ বিনয় ।
দৈর্ঘ্য শৌর্য তপ শ্রম মন শুদ্ধময় ॥
দান যজ্ঞ এই সব ক্ষত্রিয়লক্ষণ ।
বৈশ্যের লক্ষণ শুন কহিব এখন ॥
অধর্ম করিয়া ধন করিব অর্জন ।
ধন দিয়া সন্তোষিব দ্বিজ-গুরুগণ ॥
দেব দ্বিজ ভকতি কবিব নিরন্তর ।
শূদ্রজাতি ধর্ম কহি শুন নরেশ্বর ॥
দাসভাবে দ্বিজসেবা মায়া পরিহরি ।
ব্রাহ্মণভকতি করি ভজিব শ্রীহরি ॥
সত্য শৌচ স্থাপিব ভোজিব দুষ্টধর্ম ।
মন্ত্র উচ্চারণ করি না করিব কর্ম ॥
তিরিকুলে পতিসেবা অমুকুল বাণী ।
পতিবন্ধুগণ-সেবা অমুকুল জানি ॥
পতিধর্ম-ব্রত তার সতত ধারণ ।
মার্জন লেপন গৃহ করিব মণ্ডন ॥
পবিত্র শরীর করি পতিসম্ভাষণ ।
বদনে কহিব প্রেমে সন্তোষ বচন ॥ (১)
ক্রোধ লোভ ছাড়িব থাকিব সত্য দয়া ।
কৃষ্ণভাবে পতিভক্তি না করিব মায়া ॥
সকল জাতির ধর্ম নিজ নিজ আছে ।
সেই ধর্ম হৈতে তার পরিভ্রাণ পাছে ॥
অন্ত্যজ চণ্ডাল কিংবা শূচ পামর ।
আপনার নিজবুত্তি করিব সকল ॥
নিজধর্মে থাকিয়া ভজিব নারায়ণ ।

(১) পাঠান্তর,—

(১) পাঠান্তর,—“বিপ্র” ।

(২) “সকল করিয়া দান করিব ব্রাহ্মণে ।”
—পাঠান্তর ।

“বচনে করিব প্রেম সন্তোষ কারণ ।”

অন্ত্যজ—

“বিনয় করিব প্রেম সন্তোষ বচন ।”

কহিলু তোমাতে সৰ্ব্ব ধৰ্ম বিবরণ ॥ (১)
 নিজধৰ্মে থাকিয়া ভজিব নরহরি ।
 পাছে কৃষ্ণ ভজিব সকল ধৰ্ম ছাড়ি ॥
 তবে রাজা কহি শুন আশ্রম আচার ।
 ব্রহ্মচারি-ধৰ্ম শুন ধৰ্মের কুমার ॥
 ব্রহ্মচারী গুরুকুলে সতত বসিব ।
 চিত্ত সমাধান করি গুরু আরাধিব ॥
 দাসভাবে নীচবৎ করিব বেভার ।
 সঙ্কট-কৰ্ম বহিষ্কৰ্ম করিব ত্রিকাল ॥
 গুরু আজ্ঞা দিলে বেদ করি অধ্যয়ন ।
 সাধ অল্পবয়সকালে চরণবন্দন ॥
 দণ্ড কমণ্ডলু জটা চৰ্ম পরিধান ।
 ধরিব করিব তবে চিত্ত সমাধান ॥
 প্রাতঃকাল সন্ধ্যাকালে ভিক্ষা পৰ্য্যটন ।
 আনিঞা করিব ভিক্ষা গুরুকে অৰ্পণ ॥
 গুরু আজ্ঞা দিলে তবে করিব ভোজন ।
 গুরু আজ্ঞা না হৈলে করিব উপাসন ॥ (২)
 তিরি-সজ না করিব তিরি-সঙ্গী সজ ।
 কোনমতে নহে যেন মহাব্রত ভঙ্গ ॥
 সকল ইন্দ্ৰিয়গণ মহাবলবান্ ।
 হরিতে যোগীর মন নহে বস্তুজ্ঞান ॥
 মৰ্দন মৰ্জ্জন জল অঙ্গ পরিষ্কার ।
 না করিব শরীরে পীরিতী ব্যবহার ॥
 গুরুদার-নিকটে নহিব কোন কালে ।
 হেন জানি নারীজাতি জলন্ত আনলে ॥
 পুরুষ জানিহ ঘৃতকলস সমান ।
 নারীসঙ্গ কভু না করিব মতিমান্ ॥
 কজ্জা যদি হয় তাহো দূরে পরিহরে ।
 নারীসঙ্গে নিবাস কবল্ নাহি করে ॥
 এইরূপে ব্রহ্মচারী গুরু আরাধিব ।
 পঢ়িয়া সকল বেদ আজ্ঞা মাগি লৈব ॥
 গুরুকে দক্ষিণা দিয়া চলিব মন্দিরে ।
 সন্ন্যাস করিয়া বা চলিব দিগন্তে ॥
 সকল ছাড়িয়া কিংবা বনে প্রবেশিব ।
 একান্ত ভক্তি করি কৃষ্ণ আরাধিব ॥
 সৰ্ব্বভূতে বৈসে হরি করিব সন্ধান ।
 বানপ্রস্থধৰ্ম কহি শুন মতিমান্ ॥
 বানপ্রস্থ কৃষি-ফল ছাড়ির ভোজন ।
 কন্ম মূল ফল খায়্যা রাখিব জীবন ॥

(১) পাঠান্তর,—“সাধারণ”

(২) “দৈবযোগে হয় উপবাস উতপন্ন ।”

—পাঠান্তর ।

কুশ কাশ সমিধ আনিব আহরিয়া ।
 নিতি নিতি নানা (১) যজ্ঞ করিব চিন্তিয়া ॥
 সঙ্কটকৰ্ম অগ্নিকৰ্ম করিব ত্রিকাল ।
 কেশ লোম ধরিব পরিব বৃক্ষছাল ॥
 দণ্ড কমণ্ডলু করে শিরে জটাভার ।
 বস্ত্র ফলমূল দিয়া করিব আহার ॥
 এইরূপে চিরকাল বনে বাস করি ।
 অস্তকালে তলু তেজি যায় বিষ্ণুপুরী ॥
 সন্ন্যাস-আশ্রমধৰ্ম কহিব এখনে ।
 পরম পাবন ধৰ্ম শুন সাবধানে ॥
 যখনে পুরুষ হয় বিষয়ে বিরাগ ।
 সৰ্ব্বকৰ্ম সৰ্ব্বধৰ্ম করি পরিত্যাগ ॥
 তখনে চলিব নর করিয়া সন্ন্যাস ।
 গ্রামে গ্রামে এক দিন ক্ষণে বনে বাস ॥
 দণ্ড কমণ্ডলু গণ্ডে (২) কোপীন বসন ।
 একেশ্বরে নিরপেক্ষ করিব গমন ॥
 শাস্ত দাস্ত সৰ্বভূত-হিত দম্বাপর ।
 নারায়ণপরায়ণ শুদ্ধকলেবর ॥
 চরাচর জীবে হৈব ঈশ্বর ভাবনা ।
 মনে না হইব কভু বিষয় বাসনা ॥
 বদ্ধ যোক্ষ আপনার দেখিব গেয়ানে ।
 শাস্তময় জগৎ বুঝিব অমুয়ানে ॥
 অসৎ শাস্ত্রের না যাইব সন্নিধানে ।
 কভু নাহি ঈবিধা কল্পিব মতিমান্ ॥
 বিবাদ বর্জিব তর্ক ত্রায় দরশন ।
 কভু না করিব বহু শাস্ত্র অভ্যাসন ॥
 বহু শিষ্য না করিব না পঠাব বেদ ।
 কার সঙ্গে কভু না করিব মতিভেদ ॥
 সকল আরম্ভ তেঁঞি তত্ত্ব মন দিব ।
 সমচিত্ত শাস্ত হয়্যা ত্রীকৃষ্ণ ভজিব ॥
 বালবৎ চরিত্র অন্তর নিরমলে ।
 জড় উনমত যেন দেখিব সকলে ॥
 কহিব তোমাতে পুরাতন ইতিহাস ।
 অজগর মুনি আর প্রহ্লাদ সম্ভাষ ॥
 কাবেরী নদীর তীরে এক যোগেশ্বর ।
 সহ গিয়ি গহবরে থাকয়ে নিরন্তর ॥
 ধূল্য ধূসর তম্ব থাকেন শয়নে ।
 এককালে প্রহ্লাদ চলিলা পৰ্য্যটনে ॥
 লোকতত্ত্ব জানিব লোকের অধিপতি ।
 চলিলা অলপ সৈন্ত করিয়া সংহতি ॥

(১) পাঠান্তর,—“পক্ষ” ।

(২) পাঠান্তর—“করে” ।

কাবেয়ী নদীর ভীরে হৈলা উপগম ।
 অজগর মুনি সনে তথা দরশন ॥
 প্রহ্লাদ চিনিলা দিব্যপুঙ্খ লক্ষণ ।
 প্রণাম করিয়া কৈল চরণ বন্দন ॥
 প্রহ্লাদ পুছিল তবে ভকত প্রদান ।
 স্থল কলেবর তুমি মহা ভোগবান ॥
 ধন নাহি তোমার উদযোগ নাহি কর ।
 স্থল কলেবর তুমি কোন্ যোগে ধর ॥
 শয়ন করিয়া থাক না কর আহারে ।
 ভুট্ট পুট্ট দেখি তোমা সন্তোষ অন্তরে ।
 কহ যদি যোগ্য আমি হই যোগেশ্বর ।
 অজগর মুনি তবে দিলেন উত্তর ॥
 শুন হে অনুরঞ্জন ভকতপ্রদান ।
 কহিব সকল কথা তোমা বিত্তমান ॥
 বাহার হৃদয়ে বৈসে প্রভু নারায়ণ ।
 বড় পুণ্যে তার সঙ্গে হয় দরশন (১) ॥
 নানা বোনি স্রমিল বিবিধ কৰ্ম করি ।
 এ দেখে সকল আমি বুকিল বিচারি ॥
 মুকুতি-দুয়ার এই নরক-দুয়ার ।
 গামিতে পারিলে এই দেখে প্রতিকার ॥
 মুখ হেতু কৰ্ম করি সতে দুঃখ সার ।
 কৰ্ম করি নানা দুঃখ পাই বার বার ॥
 ইবে কৰ্ম তেজি আমি (২) গুরু কলেবর ।
 আনন্দসাগরে আমি ভাসি নিরন্তর ॥
 বিষয় সন্ধান এবে মনেহ না করি ।
 শয়ন করিয়া থাকি তব্দে মন ধরি ॥
 তত্ত্ব বিস্মরিয়া লোক ভ্রমে সংসার ।
 অসত্য সকল মনে না করে বিচার ॥
 নানা দুঃখ করি ধন আয়োজন (৩) করে ।
 দুঃখ বিনে আর কিছু না দেখি তাহারে ।
 রাজভয় চৌরভয় শত্রু-মিত্রভয় ।
 নিদ্রা নাহি যায় ধনী সর্বত্র সংশয় ॥
 শোক মোহ ভয় ক্রোধ রাগ পরিশ্রম ।
 ধনে হৈতে ধনীর সন্তত মতিভ্রম ।
 এই বোল বুকিয়া তেজিলু ধন-আশা ।
 সর্প মধুকর দেখি বাটিল ভরসা ॥

দুই গুরু আমার পয়গ মধুকর ।
 তা-সত্য ঠাঞি তত্ত্ব শিখিল সকল ॥
 নানা পুষ্ণ হৈতে মধু মধুকরে আনে ।
 তাহাকে মারিয়া মধু লয় অন্ত নে ॥
 এ বোল মুছিয়া ধন না করি লক্ষয় ।
 সর্প হৈতে যে শিখিলু শুন মহাশয় ॥
 মহাসর্প তুট্ট হয়্যা থাকে সর্বকাল ।
 আহার করিয়া চিন্তা নাহিক তাহার ।
 অলপ বিস্তর যেন দৈবযোগে মিলে ।
 তাই খেয়া সর্পরাজ বহে কুতূহলে ॥
 পরঘরে থাকে সর্প না চিন্তে আহার ।
 সর্প হৈতে শিখিলু এ সব সদাচার ॥
 দৈবযোগে যে মিলায় করিয়ে ভোজন ।
 তৃণ পত্র তন্ময় ক্ষণে করিয়ে শয়ন ॥
 কনকপর্ষাঙ্কে কেহ শয়ন করায় ।
 দিব্যগন্ধ মালা দিব্য বসন পরায় ॥
 হরিষ বিষাদ আমি কোথাহ না করি ।
 অদৃষ্ট মানিঞা বহি রক্ষে চিন্ত ধরি ॥
 মিষ্ট অন্ন পান কেহ করায় ভো ন ।
 বিস্তর ভৎসয়ে কেহ করয়ে তা ন ॥
 দিব্য রথে তুলি কেহ চামর ঢুলায় ।
 গণের উপরে তুলি কেহ লঞা যায় ॥
 ধূল্য ভষ্ম দিয়া কেহ সর্বদ ভরায়ে ।
 দণ্ডের প্রহার কেহ করে মোর গায়ে ॥ (১)
 তাহাতে না করি আমি মান অপমান ।
 অদৃষ্ট মানিঞা চিন্তে করি সমাধান ॥
 সকল লোকের হিত চিন্তি স কাল ।
 শ্রীহরি ভজিয়া যেন ভব হয় পার ॥
 কহিলু তোমায়ে রা । গাপত কখন ।
 গোবিন্দভকত তুমি সাধু মহাজন ॥
 মুনীর বচন শুনি দৈত্যের দৈশ্বর ।
 বিনয়ে প্রশাম করি গেলা নি ঘর ॥ (২)
 কহিল তোমায়ে রাজা পুঙ্খ বধন ।
 আর কি কাঁহব কহ ধর্মের নন্দন ॥
 জ্ঞান গুরু গদাধর ধীরশিরোমণি ।
 ভাগবত-আচার্যের মধু-রস-বাণী ॥

(১) পাঠান্তর,—“সন্তোষণ” ।

(২) পাঠান্তর—“হৈল” ।

(৩) পাঠান্তর—“উপাঞ্জন” ।

(১) পাঠান্তর,—

“দণ্ড পরহার কেহ করে সপরায়ায়,”

(২) “নিজ পুর চলিলা করিয়া নমস্কার”;

অন্যত্র,—“নমস্কার করিঞা চলিলা নিজঘর ।”

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে সপ্তমস্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

ভক্তিসম্বন্ধ হৈলা তবে রাজা যুধিষ্ঠির ।
 প্রেমে গদগদ বাণী পুলকশরীর ॥
 নারদের চরণে করিয়া নমস্কার ।
 আর কথা জিজ্ঞাসিল ধর্মের কুমার ॥
 আমি-সব সম যত মুখ গৃহবাসী ।
 ভায়া-সব কেমনে তরিব পাপরাশি ॥
 * কহ বোগেশ্বর মোরে তাহার প্রকার ।
 কহিতে লাগিলা তবে ব্রহ্মার কুমার ॥
 যেরে থাকি সতত করিব শুভ কর্ম ।
 গোপীনাথচরণে করিয়া সমর্পণ ॥
 হরিকথা নিরন্তর করিব শ্রবণে ।
 বৈষ্ণবজনের সঙ্গে থাকিব যতনে ॥
 চিত্ত নিরমল হয় সাধুর সংহতি ।
 শ্রুত দার দেহ গেহে না রহে পীরিতি ॥
 প্রয়োজন অবধি কলত্র পুত্রসঙ্গ ।
 অন্তর বৈরাগ্য তার কভু নহে ভঙ্গ ।
 কেবল সংসারী যেন দেখে সর্বলোক ॥
 পুত্র দার মরে যদি তবু নাহি শোক ॥
 যে যে ইৎসা করে মাতা পিতা শ্রুত দার ।
 সেই দ্রব্য দিয়া চিত্ত সজ্ঞেবে তাহার ॥
 অন্তরে বৈরাগ্য তার কেহ নাহি বুঝে ॥
 আপনা গোপত করি গোপীনাথ ভজে ॥
 দেখিব সকল জীবে আপন সমান ।
 কীট পশু পক্ষ না করিব ভিন্ন জ্ঞান ॥
 যখন যে হয় দৈবযোগে উপসন্ন ।
 যখন যে হয় দৈবযোগে উপসন্ন ॥
 সর্বজীবে বিতজিয়া করিব ভোজন ॥
 আপনার না বলিব সত বিস্ত দার ।
 বিশ্ব-নির্মিত সব ানিব সংসার ॥
 অন্তকালে কুমি ভয় হয় কলেবর ।
 তার ভরে কারে না হইব (১) নিজ পর ॥
 যদি ধন হয় সর্বজীব সংস্থাপিব ।
 দেবযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ সতত করিব ॥
 সর্বজীবে বৈসে হরি করিব ভাবনা ।
 এই চিন্তে করিয়া করিব উপাসনা ॥
 শুভযোগ শুভ তিথি শুভকাল পেয়া ।
 জপ হোম যজ্ঞ দান করিব বৃষ্টিয়া ॥
 পুণ্য দেশ পুণ্য ভূমি কহিব তোমারে ।
 যথা রহি পুণ্য কর্ম করিব সকলে ॥

সেই পুণ্য দেশ যথা থাকে সাধুজন ।
 যথা যথা কৃষ্ণমুক্তি করয়ে স্থাপন ॥
 মুক্তি অবতারে হরি থাকেন যে দেশে ।
 সর্ব ভীর্থ সনে তথা সর্ব দেব বৈসে ॥
 সে দেশে ানিহ তুমি সকল কল্যাণ ।
 সাধক জনার যথা হয় উপাদান ॥
 গঙ্গা আদি মহা নদী প্রভাঙ্গ পুঙ্কর ।
 কুরুক্ষেত্র প্রয়াগ নৈমিষ ভীর্থবর ॥
 পুন্ড্র আশ্রম সেতু গঙ্গা দ্বারাবর্তী ।
 বারাণসী মধুপুরী পদ্মা সরস্বতী ॥
 নারায়ণক্ষেত্র বিন্দুসর আদি করি ।
 এই সব পুণ্য ভূমি যথা বৈসে হরি ॥
 মুক্তিরূপে যথা হবি করেন বিহার ।
 ভক্ত জনের হয় যথা অবতার ॥
 সেই সব পুণ্য ভূমি জানিহ বিশেষে ।
 যত যত কর্ম ধন্য হয় সেই দেশে ॥
 পাত্র মধ্যে পাত্র সার কহি নরেশ্বর ।
 সকল পাত্রের সার এক দামোদর ॥
 স্বষ্ণ তুট্ট হৈলে তুট্ট হা চরাচর ।
 এই বোল বৃষ্টিয়া ভজিব গদাধর ॥
 পাত্র মধ্যে সার আর জানিহ ব্রাহ্মণ ।
 তাহাতে অধিক পাত্র হবিপরাশর ॥
 ত্রেতাযুগে মুক্তি করি মহামুনিগণে ।
 মুক্তি অবতারে হরি ভজিল যতনে ॥
 সেই মুক্তি করি যেন ভজে নারায়ণ ।
 জীব হিংসা করে যদি নাহি প্রয়োজন ॥
 প্রজাবিধি তবে আর কহিল বিস্তারে ।
 কাম ক্রোধ মোহ জিনিতে প্রকারে ॥
 নারদ বলেন তবে শুন নরেশ্বর ।
 কহিহু যতেক ধর্ম তোমার গোচর ॥
 বিনি গুরু-উপদেশ কিছুই না হয় ।
 গুরু-উপদেশ লঞা ঘুচাই সংশয় ॥
 তবে ধর্ম সাধিলে সকল হয় সিদ্ধি ।
 এ বোল বৃষ্টিয়া হরি ভজে মহাবুদ্ধি ॥
 গুরুরূপে জ্ঞানদাতা প্রভু ভগবান্ ।
 চিন্তে না করিহ গুরু মায়ায় গেরান্ ॥
 গুরুতে যাবৎ যার থাকি নর বুদ্ধি ।
 তাবৎ না হয় তার কোন কর্মাসিদ্ধি ।
 যেই গুরু সেই হরি দেখিব সমান ॥
 গুরুভক্তি করিয়া ভজিব যতীবান্ ॥
 পুরুষ অশ্রয় হিহু আমি গুরুপ্রধান ।
 সঙ্গীতে পণ্ডিত আমি করি দিব্য গান ॥

(১) পাঠান্তর,—“করিব” অর্থাৎ,—
 “তার ভরে কারে না বলিব” ।

উপবরিহণ নার আছিল আমার ।
 দেবের সমাজে গীত গাই সর্বকাল ॥
 এককালে যজ্ঞ আরম্ভিল প্রজাপতি ।
 সকল গন্ধর্বগণে করিয়া সংহতি ॥
 তাহাতে চলিল আমি গীত গাইবারে ।
 হরিগুণ গান করি ব্রহ্মার গোচরে ॥
 দেবের নাচনী তথা দিব্য নৃত্য করে ।
 ভিলেক আমার চিত্ত তাহাতে সঞ্চারে ॥
 ভালভজ হৈল তবে হেন অবসরে ।
 ক্রোধ করি প্রজাপতি শাপ দিল মোরে ॥ (১)
 বাহু দুই বেটা তুমি হও শূদ্রজাতি ।
 ভে-কারণে ক্ষতিভলে হইলু উৎপত্তি ॥
 দ্বিগুণে হৈলু আমি দাসীর তনয় ।
 আচরিতে আইল তথা চারি মহাশয় ॥
 কৃপা করি তাঁরা মোরে দিলা উপদেশ ।
 তাঁ-সভার প্রসাদে ভজিলু হৃষীকেশ ।
 মহাভূজ-উপাসনা উচ্ছিন্নে ভোজনে ।
 ব্রহ্মার কুমার আমি হৈলু ভে-কারণে ॥

(১) পাঠান্তর,—“পাপিল আমারে” ।

বিনে গুরু ভজিলে না হয় পরিত্রাণ ।
 এ বোল বুঝিয়া গুরু ভজ মতিমান ॥
 কৃষ্ণে সমর্পিয়া যদি নিজ ধর্ম করে ।
 গৃহস্থ সংসারহুঃখ তরিবারে পারে ॥
 তুমি ধন্য পুণ্য রাজা গুণের নিধান ।
 সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম তব সম্মিধান ॥
 নররূপ ব্রহ্মা এই প্রভু নারায়ণ ।
 তার সঙ্গে কর তুমি শয়ন ভোজন ॥
 ব্রহ্মা ভব আদি যার করয়ে ধ্যান ।
 তোমার নিকটে রহে সেই ভগবান ॥
 তুমি মহাপুরুষ কেবল ধর্মময় ।
 তোমার প্রসাদে লোক তরিব সংশয় ॥
 এতেক বচন বলি ব্রহ্মার নন্দন ।
 অন্তর্দ্বান করিয়া চলিলা সেইক্ষণ ॥
 নারদের বচন শুনিঞা যুধিষ্ঠির ।
 আনন্দে মজিল রাজা পুলক শরীর ॥
 রক্ষের মহিমা শুনি ভাবিলা বিশ্বয় ।
 জানিল সাক্ষাৎ ব্রহ্ম এই দয়াময় ॥
 ত্রিযুত ত্রীগনধর ধীরশিরোমণি ।
 ভাগবত-আচার্যের মধুরস-বাণী ॥

ইতি ত্রিভাগবতে মহাপুরাণে সপ্তম-স্কন্ধে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥৫॥

সমাপ্তচাং সপ্তমঃ স্কন্ধঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টম স্কন্ধ ।

প্রথম অধ্যায় ।

এতেক বচন শুনি রাজা পরীক্ষিত ।
 আর কথা জিজ্ঞাসিলা হয়। হরষিত ॥
 স্বায়ম্ভুব-মহু-বংশ কহিলে সকল ।
 চৌদ্ধ মনুষ্য কথা কহ যোগেশ্বর ॥
 যথা যথা অবতার করিলা শ্রীহরি ।
 যত কর্ম কৈল যত অবতার ধরি ॥
 সে সব কহিবে মোরে যদি কর দয়া ।
 তোমার প্রসাদে যেন তরি দৈব-ময়া ॥
 তবে শুক মুনি তারে দিলেন উত্তর ।
 কহিব তোমাতে যত যত মনুষ্য ॥
 ছয় মনু বহি গেল কল্পের ভিতর ।
 স্বায়ম্ভুব মনু তাণ্ডে প্রধান সকল ॥

আকৃতি তাহার কজা আছিল সুন্দরী ।
 তার গর্ভে অবতার করিল শ্রীহরি ॥
 স্বায়ম্ভুব মনু ছিল সভার প্রধান ।
 বনে তপ করি আরাধিল ভগবান ॥
 ক্ষুধায় আকুল হই যত দৈত্যগণে ।
 চৌদ্দগে বেটিল তাবা ভিক্ষবার মনে ॥
 তবে যজ্ঞরূপে হরি করি অবতার ।
 সেইক্ষণে কৈল সব দৈত্যের সংহার ॥
 দ্বিতীয়ে আছিল স্বারোচিষ মনুষ্য ।
 বৈরোচন নামে ইন্দ্র তুষিত অমর ॥
 তৃতীয়ে আছিল মুনি উত্তম সে নামে ।
 সত্যজিৎ নামে ইন্দ্র সত্য দেবগণে ॥

সত্যসেন নামে হরি ধর্মের কুমার ;
 মায়ীরা অশ্রুগণে করিল সহ্যার ॥
 চতুর্থে ভাসল মন্থ পুণ্য-কলেবর ।
 প্রিযত্রস্ত-সুত তারা দুই সহোদর ॥
 সত্যক বৈষ্ণব নামে হৈল সুরগণে ।
 ত্রিশিখ ইন্দ্রের নাম আছিল তখনে ॥
 হরিমেধা নামে ছিল এক নরেশ্বরে ।
 হরিক্রমে অবতার কৈলা তার ঘরে ॥
 হরি অবতারে কৈলা গজেন্দ্রমোক্ষণ ।
 শুন রাজা তার কথা কহিব এখন ॥
 আছে ত্রিকুট নামে এক গিরিবন ।
 চৌদিকে বেষ্টিয়া আছে কীরোদ সাগর ॥
 অমৃত যোজন তার উচ্চ পরিসর ।
 তিন গোটা শৃঙ্গ তার দেখিতে সুন্দর ॥
 রক্তত কাঞ্চনে তার দুই ত শিখর ।
 রতনের এক শৃঙ্গ করে বলমল ॥
 আর শত শৃঙ্গ তারা নানা মণিময় ।
 কীরোদ সাগরে দীপ্ত করে অতিশয় ॥
 ফল ফুলে লঙ্ঘিত বিবিধ তরুজাল ।
 কলরব পরভূত ভ্রমর বাঁহার ॥
 বিবিধ বিহগকুল শব্দ সঙ্গার ।
 সুর গিদ্ধ বিজ্ঞান করয়ে বিহার ॥
 হেম-মণিময় শিলা রতন বিমলে ।
 ক্রীড়া করে সুরগণ গুহার ভিতরে ॥
 নিবার বাক্যত অলঙ্কৃত চাক বনে ।
 ধরে ধরে দেবের উদ্ভান স্থানে স্থানে ॥
 নদ নদী সরোবর বিমল সলিল ।
 মণিময় বালুক রতন চাক তীর ॥
 সুরবধু জলকলি সলিল সুগন্ধ ।
 ললিত লহরী বায়ু বহে মন্দ মন্দ ॥
 বাল চন্দ্রক চূত পাটল পিয়াল ।
 তমাল হস্তাল তাল শাল কোবিদার ॥
 অশোক পুন্নাগ আর জম্বীর খর্জুর ।
 মধুক কিংকর নারিকেল বীজপুর ॥
 বিশ্ব আমলক ভল্লাতক দেবদারু ।
 বহুবিধ ক্রমজাত পর্বত সুগন্ধ ॥
 আছিল ত্রিকুট হেন পর্বত বিশাল ।
 এক সরোবর তাখে আছিল বিস্তার ॥
 কুমুদ কহলার শতপত্র উতপল ।
 শুক্ল বিমল জল কনক কমল ॥
 জলচর বিহরে শব্দ উত্তরোল ।
 মকর কঙ্কণ জল-স্তরঙ্গ কল্লোল ॥

বার দিব্য গন্ধে দশদিগ আমোদিত ।
 হেন সরোবর তাখে দেখিতে শোভিত ॥
 এক গজ তাহাতে আছিল মহাবল ।
 বার পদভরে গিরি করে টলবল ॥
 বার গজ মাঝে ভয়ে পালায়ে কেশরী ।
 পালায়ে মহিষ ব্যাঘ্র ভয় বন ছাড়ি ॥
 এক দিন মহাগজ জল অমুসারে ।
 গজীগণ সংহতি চলিলা সরোবরে ॥
 তরু বন ভাঙ্গিয়া করিল সমঞ্চল ।
 তার ভরে গিরিরাজ করে টলবল ॥
 গজরাজ চলি যায় গজীগণ সঙ্গে ।
 তরুগণ ভাঙ্গি কৈল লণ্ড ভণ্ড সঙ্গে ॥
 প্রবেশ করিল গিয়া জলের ভিতরে ।
 কমল কুমুদ গজ হেম উতপলে ॥
 জলকলি করে গজ গেলের মাঝার ।
 ভাঙ্গিয়া কমল বন তুলিল মুগাল ॥
 ঠেলাঠেলি পেলাপেলি করি গজীগণে ।
 সরোবর-জল কৈল কর্দম সমানে ॥
 শুণ্ডে গেল ছিটাই ছিট করে গজরাজ ।
 জলকলি করে গজ গীর সমান ॥
 হেনকালে এক নর মহাবলবান্ ।
 গজেন্দ্রচরণে ধরি দিল এক টান ॥
 বিক্রম করিল গজ উঠিতে সঙ্কটে ।
 উঠিতে না পারে গজ ছটকট করে ॥
 গজীগণে বেষ্টিয়া গিঙ্গিল পরকার ।
 টানাটানি করি না পারিল তুলিবার ॥
 অনেক যতন কৈল অনেক শক্তি ।
 কোনমতে লিতে না পারে গজপতি ॥
 গজীযুধ পালায়া (১) চলিল ভিত্তাভিতে ।
 জলের ভিতরে গজ রহে এই মতে ॥
 মহানর মহাগজ দুহে সমবল ।
 এইরূপে যুদ্ধ করে সহস্র বৎসর ॥
 কেহ কায়ে না পারে সমান দুই বলী ।
 দুই নে করে টানাটানি পেলাপেলি ॥
 এইরূপে গেল যদি সহস্র বৎসর ।
 অলপে অলপে টুটে গজেন্দ্রের বল ॥
 একে ক্রোধ তৃষ্ণা তাহে যুদ্ধপরিশ্রম ।
 দিনে দিনে হৈল গজের বলের নিধন (২) ॥

(১) পাঠান্তর,—“এড়িয়া” ।

(২) পাঠান্তর,—

“দিনে দিনে করিয়াই হৈল অবসন্ন” ।

সঙ্কটে পড়িল গজ চিন্তে মনে মনে ।
 দাক্ষণ কুন্তীর-বন্ধ ছাড়িব কেমনে ॥
 ভবভয়-ভঞ্জন প্রাপ্ত নারায়ণে ।
 উদ্ধারিতে কে পারিব নারায়ণ বিনে ॥
 শ্রীহরিচরণে যুঁজি পশিমু শরণে ।
 সেই সে করিব নক্রবন্ধ-বিমোচনে ॥
 পুরুষ জনমে গজ যে মন্ত্র জপিল ।
 হেনকালে সেই মন্ত্র মনে সঞ্চারিল (১) ॥
 সেই মন্ত্র গজেন্দ্র জপিল সাবধানে ।
 বহুবিধ স্তুতি কৈল বিবিধ বিধানেনে ॥
 জগত নিবাস হরি বৈকুণ্ঠে আছিল ।
 গজরাজ-স্তুতিবাণী তখনে শুনিল ॥
 সঙ্গে পারিষদগণ গরুড়বাহন ।
 আকাশমণ্ডলে আসি দিলা দরশন ॥
 সূর্য্যকোটিলম জ্যোতি চক্রে ধরি (২) করে ।
 প্রকাশ দিলেন হরি গরুড়-উপরে ॥
 গজরাজ সম্মুখে দেখিয়া নারায়ণে ।
 চমকিত হৈলা গজ ভয় পেয়া মনে ॥
 নমো নমো নমো নারায়ণ ভগবান ।
 অখিল জগতগুরু পুরুষ পুরাণ ॥
 এতেক বলিয়া গজ যুক্তি কৈলা মনে ।
 কমল তুলিয়া করে ধরিল গগনে ॥
 এতেক দেখিয়া মাত্র কঙ্কণাসাগর ।
 গরুড়ের স্বরূপ হৈতে নাহিলা সত্ত্বর ॥
 গরুড় চলিয়া যাইতে হৈব যতক্ষণ ।
 তাবৎ থাকিব মোর ভকত-বন্ধন ॥
 এ বোল চিন্তিয়া হরি নাছিল সত্ত্বরে ।
 নক্র সহ গজেন্দ্র তুলিলা বাম করে ॥
 চক্রে নক্র কাটিয়া গজেন্দ্র উদ্ধারিলা ।
 ব্রহ্মা আদি সুরগণে পুষ্পবৃষ্টি কৈলা ॥
 গন্ধরু কিস্তরে গায় নাচে বিজ্ঞাধর ।
 সুরগণে স্তুতি করে প্রগতকঙ্কর ॥
 চন্দ্রস্তুতি বাজনা বাজে জয় জয় ধনি ।
 সিদ্ধ বিজ্ঞাধর মুনি বলে স্তুতিবাণী ॥
 চক্রে কাটা গেল যদি দুয়স্ত কুন্তীর ।
 দিব্যরূপ ধরে তবে গন্ধর্ব্বশরীর ॥
 পুরুষ জনমে হুহু গর্ষক আছিল ।
 দেবল মুনির শাপে নক্ররূপ হৈল ॥

ধরিয়া গন্ধর্ব্বরূপ দিব্য কলেবর ।
 প্রণাম করিয়া রহে যুড়ি দুই কর ॥
 প্রভুর নির্মল যশ গাহ উচ্চস্বরে ।
 প্রদক্ষিণ করিয়া চলিলা নিজপুরে ॥
 আজ্ঞা শিরে ধরিয়া গন্ধর্ব্বরাজ চলে ।
 বিশ্বয় ভাবিবা দেব রহিলা অন্তরে (১) ।
 গজরাজ বলে তবে প্রভু নারায়ণ ।
 ভকতবৎসল তুমি শ্রীমধুসূদন ॥
 তোমার কৃপায় মোর হৈল প্রতিকার ।
 আজি সে ষড়্ভিল মোর ভব-অন্ধকার ॥
 তবে গজরাজ দিব্য কলেবর ধরে ।
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরে চারি করে ॥
 পুরুষে আছিল গজ দ্রবিড়-ঈশ্বর ।
 ইন্দ্রদ্রায় নামে রাজা পুণ্য কলেবর ॥
 হরিপরায়ণ রাজা ভকতপ্রধান ।
 সতত গোবিন্দপদ করয়ে সন্ধান ॥
 চীর পরিধান শিরে ধরে জটাভার ।
 কুলাচল গিরিভূটে রহে চিরকাল ॥
 রায় পরিচরি ধরে তপস্বীর বেশ ।
 তীর্থস্থান করি রাজা পুণ্ড্র ভ্রমীকেশ ॥
 এক দিন কৃষ্ণপূ- করে নরপতি ।
 হেনকালে আইলা অগস্ত্য মহামতি ॥
 শিষ্যগণ সঙ্গে মুনি কৈলা আগমন ।
 উঠিয়া না কৈল রাজা তাঁর আগমন ॥
 ক্রতপূজা ছাড়িয়া না কৈল আন চিন্ত ।
 তে-কারণে রাজা না উঠিলা সচকিত ॥
 তা দেখিয়া ক্রোধ কৈল মুনি যোগেশ্বর
 দ্বিজ অবজ্ঞান বেটা কৈল এত বড় ॥
 আপনে বৈষ্ণব বেটা এত গর্ব্ব ধরে ।
 আমাকে দেখিয়া না উঠিল অহঙ্কারে ॥
 মন্ত গজ হেন যেন গজরূপ ধর ।
 আয় যেন গর্ব্ব না করিহ এত বড় ॥
 এতেক বলিয়া মুনি অগস্ত্য চলিল ।
 ইন্দ্রদ্রায় রাজা তবে মনে ভয় পাইল ॥
 কুঞ্জরশরীর রাজা মুনি শাপে ধরে ।
 আপনে আসিয়া হরি গজেন্দ্র উদ্ধারে ॥
 পুরুষ ভক্তি তার হইল স্মরণ ।
 গংঘোনি পরিজ্ঞাণ পাইল তে-কারণ ॥
 গজেন্দ্র-মোক্ষণ করি প্রভু নরহরি ।

(১) পাঠান্তর,—“স্তুতি হৈল” ।

(২) পাঠান্তর,—“চাক” ।

(১) পাঠান্তর,—“অবরে” ।

নিজ পারিষদ করি লৈলা নিজ পুরী ।
কহিল তোমাতে রাজ্য কৃষ্ণের চরিত্র ॥
গজেন্দ্রমোক্ষণ কথা পরম পবিত্র ।
ধন্ত পুণ্য স্বর্গপর (১) দুঃস্বপ্ননাশন ॥

(১) পাঠান্তর—“শোকহর”
অন্তর—“পাপহর” ।

ধর্ম যশস্কর কলিমল-বিনাশন ।
ইহা শুনে শুনায় যে প্রভাত সময় ॥
সর্বপাপ হবে তার খণ্ডে ভবভয় ।
শ্রীগুত শ্রীগদাধর ধীরশিরোমণি ॥
ভাগবত-আচর্যের মধুরল-বাণী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টমস্কন্ধে
প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

কামোদ রাগ ।

গজেন্দ্রমোক্ষণ রাজ্য কহিল তোমাতে ।
তবে আর কহিব পঞ্চম মনস্তরে ॥
পঞ্চমে রৈবত যজ্ঞ বিত্ব ইন্দ্র নামে ।
ভূভরয় নামে তাহে হৈল সুরগণে ॥
আছিল বিকূঠ নামে শুভ্রের বনিতা ।
তার গর্ভে জনমিলা সর্বলোকপিতা ॥
ধরিতা বৈকুণ্ঠ নাম প্রভু ভগবান্ ।
লক্ষ্মীর ইচ্ছায় কৈল বৈকুণ্ঠ নির্মাণ ॥
পৃথিবী গুণ্ডিয়া যদি গণি ধূলা করি ।
তবুও প্রভুর গুণ গুণিতে না পারি ॥
আছিল চাক্ষুষ যজ্ঞ যষ্ট মনস্তরে ।
মজ্জক্স নামে ইন্দ্র, দেবের ঈশ্বরে ॥
আপ্য নামে সুরগণ আছিল তবনে ।
অজিত প্রভুর নাম বিদিত ভুবনে ॥
বৈরাগ্যের বনিতা সমুত্তি নামে জানি ।
তার গর্ভে অবতার কৈলা চক্রপাণি ॥
ধরিতা অজিত নাম প্রভু নারায়ণ ।
দেবের কারণে কৈলা সমুদ্র মন্থন ॥
কর্মরূপ ধরি হরি ধরিতা মন্দর ।
অমৃত পিয়য়া দেবে করিল অমর ॥
কীরোদমন্থন-কথা শুনে সাবধানে ।
অদভুত কর্ম তথা কৈলা নারায়ণে ॥
অশ্রুতে জিনিলা সুর করিয়া সময় ।
ইন্দ্র আদি সুর হৈল চিন্তিয়া বিকল (১)

যজ্ঞ । করিয়া গেলা ব্রহ্মা-বিত্তমানে ।
কহিলা সকল কথা ব্রহ্মার চরণে ॥
দেবগণে দুর্জয় দেখিয়া পদ্মাসন ।
চিন্তের ভিতরে কৈলা শ্রীকৃষ্ণ স্বরণ ॥
আমি ব্রহ্মা ভব আদি তুমি সুরগণে ।
সকলে মিলিয়া চিন্ত প্রভু নারায়ণে ॥
যার আজ্ঞা ধরি কর্ম কর সঙ্কল্পনে ।
সকলে শরণ পৈশ তাঁহার চরণে ॥
কেহ তাব বধ্য রক্ষা নাহি বন্ধুজন ।
কেহ তাব শত্রু মিত্র নাহি ভিন্ন মর্ম ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কবয়ে সেই জনে ।
সকল রজ তম গুণ ধরে নারায়ণে ॥
জগতের গুরু সেই ভকতবৎসল ।
ইচ্ছা করি সেই হবি করিব কুশল ॥
এ বোল বলিয়া ব্রহ্মা দেব সন্তোষিল ।
নির্মল কীর্তন করি গোবিন্দ শুভিল ॥
আত্ম সত্য অনন্ত নিমল অবিকার । (২)
মনোবাক্যে না পরি জানিতে তত্ত্ব সার ॥
সে দেবচরণে যোর সন্তত প্রণাম ।
জানিঞা করিব কৃপা সেই ভগবান ॥
যার মায়াপাশ বন্দী সব চরাচর ।
যে হরি নির্গুণ ব্রহ্ম প্ৰকৃতির পর ॥
যোগেন্দ্র মুনিজ্ঞ যার অন্ত নাহি জানে ।
যার মখে উপজিল দ্বিজ ছত্যাশনে ॥

চক্ষু নৃপ উপজিল নয়নে যাহার ।
 স্রবণে জন্মিল দশদিক দিকপাল ॥
 আমি উপজিলু যার শ্রীনাভিকমলে ।
 নিরন্তর বৈসে যার লক্ষ্মী বক্ষঃস্থলে ॥
 বাহুযুগে উপজিল এ ক্ষত্রিয় জাতি ।
 উরুযুগে হৈতে যার বৈশ্র উত্তপতি ॥
 শূদ্রজাতি উপজিল চরণযুগলে ।
 শিরে যার উপজিল আকাশমণ্ডলে ॥
 শুনে ধর্ম পৃষ্ঠে যার জন্মিল অধর্ম ।
 যার হস্ত হৈতে হৈল অমরার ভ্রম ॥
 ভূকম্বুগে যম লোভে এন্মিল অধরে ।
 কাল উপজিল যার কটাক্ষ ভিতরে ॥
 প্রাণ হৈতে প্রাণবল শক্তি জনম ।
 হেন অদভূত কর্ম করে নারায়ণ ॥
 তার পদকমলে রহক নমস্কার ।
 যাহা হৈতে প্রপন্ন জনেব প্রতিকার ॥
 নমো নমো নমো নমো নমো নারায়ণ ।
 প্রপন্ন জনের প্রভু দেহ দরশন ॥
 এত জ্ঞতি কৈলা ব্রহ্মা দেবের দেবত' ।
 দরশন দিল আসি সর্বলোক-পিতা ॥
 জলধর শ্রাম তম্বু রাজীব-লোচন ।
 তপন কাঞ্চন তুল্য সুপীত বসন ॥
 মহাযাগিন্য হেম-মুকুট কেয়ুর ।
 অরুণ-কমলপদ রঞ্জিত নৃপুংস ॥
 বিলোল অলকাবলি ললিত কপোলে ।
 কোমল-ভূষণ উরে বনমালা দোলে ॥
 কুণ্ডল কঙ্কণ হার ভূষণে ভূষিত ।
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ভূজে বিরাজিত ॥
 তেন অপক্লপ রূপ দেখি সুরগণে ।
 প্রণাম করিয়া জ্ঞতি করে সাবধানে ॥
 নমো হরি নমো জয় নমো নারায়ণ ।
 নমো রাম কৃষ্ণ বিষ্ণু শ্রীমধুসূদন ॥
 দেবের কেবল তুমি গতি ভগবান ।
 প্রপন্নতার প্রভু কর পরিত্রাণ ॥
 এ বোল শুনিঞা বলে প্রভু দয়াময় ।
 শুন শুন দেবগণ না কর সংশয় ॥
 আমার বচন দেব শুন সাবধানে ।
 অমৃতের সঙ্গে গিয়া করহ সন্ধান ॥
 এখন দৈত্যের সঙ্গে করহ মিলনে ।
 শুভদিন হৈলে পাছে জিনিবে তখনে ॥
 অলময়ে রিপু সনে করিয়ে সন্ধান ।
 সময়ে জিনিতে রিপু করিব সন্ধান ॥

অমৃত জনের সঙ্গে করিয়া পীরিত ।
 অমৃত মন্বন-হেতু করহ যুগতি ॥
 পৃথিবী ঔষধ যত আনি জড় কর ।
 ক্ষীরজলনিধি-মাঝে তাহা লঞা পেল ॥
 মন্দর আনিঞা কর মন্বনের নড়ি ।
 বাসুকি আনিঞা কর বন্ধনের দড়ি ॥
 সুরাসুর মেলি কর ক্ষীরোদ মথনে ।
 দেবের সহায় আমি করিব আপনে ॥
 আমার বচন দেব শুন সাবধানে ।
 দম্বু ক্রোধে তেজি কর অমৃত মন্বনে ॥
 কালকূট বিধ তাহে হৈব উতপনে ।
 ভূমি-সব তাহে জানি ভয় কর মনে ॥
 ইচ্ছা কৈল মহাপ্রভু করিতে বিহার ।
 আপনে করিব কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবতার ॥
 তে-কারণে কৈলা দেবে এত উপদেশ ।
 অস্তরীক্ষ হঞা তবে গেলা হ্রদীকেশ ॥
 প্রণাম করিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজস্থানে ।
 সুরগণ গেল তবে বলি বিদ্যমানে ॥
 বলি যথাপুরুষ দয়ালু কামাশিল ।
 বিনয় বচনে বলি দেব সন্তোষিল (১) ॥
 তবে দেব পুরন্দর কি বোলে বচনে ।
 আমার বচন বলি শুন সাবধানে ॥ (২)
 যত কথা কহিলা আপনে ভগবান ।
 সকল কহিলা ইন্দ্র বলি বিদ্যমান ॥
 বলি রাজা শুনিঞা সন্তোষ পাইল মনে ।
 স্বীকার করিয়া তবে দেবের বচনে ॥ (৩)
 দৃঢ়মনে যুগতি করিয়া দেবারণে ।
 সকলে মিলিয়া গেলা গিরি আনিবারে ॥
 তুলিলা মন্দর গিরি দিগ্বা বাহুবল ।
 অনেক যতন করি ধরিল সকল ॥
 মহানাদ করিয়া পর্বত তুলি আন ॥
 বহিতে না পারে গিরি দেবাসুরগণে ।
 না পারিয়া পর্বত পেলিল ভূমিতলে ।
 অনেক অমৃত সুর হৈল সমুদরে ॥ (৪)
 যে যে সুরাসুর তাথে না মৈল পরাণে ।
 হস্ত পদ ভাঙ্গিল ভাঙ্গিল নাক কাণে ॥

(১) পাঠান্তর,—“সমানিল” ।

(২) পাঠান্তর,—“কর অবধানে” ।

(৩) পাঠান্তর,—

“সত্য করি মানিল সে ইন্দ্রের বচনে”

(৪) পাঠান্তর,—“চুরমায়ে” ।

ସୁରାସୁର-କ୍ରନ୍ଦନ ଦେଖିଲା ନାରାୟଣ ।
 ଗରୁଡ଼ ବାହନେ ହରି ଦିଲା ଧରଣ ।
 ଆପନେ ଚାହିଲା ଯଦି ଅମୃତ ନୟନେ ।
 ଦେବାସୁର ବାଞ୍ଛିଲା ଉଠିଲ ସେହିକ୍ଷଣେ ॥
 ଲୀଳା କଲି ବାମ ହସ୍ତେ ତୁଲିଲା ମନ୍ଦର ।
 ହାମିଲା ମନ୍ଦର ଲଗ୍ନା ଗରୁଡ଼-ଉପର ॥
 ସୁରାସୁରଗଣ ଲଗ୍ନା ଚଳିଲା ଜିହ୍ବର ।
 ଗରୁଡ଼ କ୍ବୀରୋଦଜଳେ ପେଲିଲ ମନ୍ଦର ॥
 ଆଜ୍ଞା ଦିଲା ନାରାୟଣ ଗରୁଡ଼ ଚଳିଲ ।
 ଆସିଲା କ୍ବୀରୋଦ-ତୀରେ ସକଳେ ରହିଲ ॥
 ଆହ୍ୱାନ କରିଲା ଗିରୀ ବାସୁକି ଆନିଲ ।
 ଅମୃତେର ଭାଗ ଦିବ ସକଳେ କହିଲ ॥
 ବେଢ଼ିଆ ପର୍ବତରାଜେ ବାନ୍ଧିଲ ଯତନେ ।
 ସୁରାସୁରେ କରେ ତବେ ଅମୃତ ମନ୍ଦନେ ॥ (୧)
 ଆପନେ ଧରିଲ ହରି ବାସୁକିର ଶିରେ ।
 ସକଳ ଦେବତାଗଣ ସେହି ଦିଗେ ଧରେ ॥
 ଭା-ଦେଖିଲା ନୈତ୍ୟଗଣ ବଳେ କୋନ ବାଞ୍ଚି ।
 କପଟୀ ଦେବତାଗଣ ଆମି ସତେ ଜ୍ଞାନି ॥
 ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଧରିବ ଆମି ତୁମି ଧର ଶିରେ ।
 ତୁମି ସବ ବଳ କିଛି ନା ବୁଝେ ଅନ୍ତରେ ॥
 ସର୍ପେର ଲେଜୁର ନାହିଁ ଛୁଇଁବେ ବୁଧଜନେ ।
 ଆମି-ସବ ହସ୍ତା ତାହା ଧରିବ କେମନେ ॥
 ଏତେକ ବଚନ ଯଦି ବଳିଲ ଅନ୍ତରେ ।
 ଦେବଗଣ ଲଗ୍ନା ହରି ଧରିଲ ଲେଜୁଡ଼େ ॥
 ତବେ ଦେବ ଅନ୍ତରେ ମିଳିଲା ଦିଲ ଟାନେ ।
 ଅମୃତେର ଲୋଭେ କରେ କ୍ବୀରୋଦ ମନ୍ଦନେ ॥
 ପର୍ବତ ରାଧିତେ କିଛି ନା ଥିଲ ଆଧାରେ ।
 ଯଦିତେ ଯଦିତେ ଗିରି ପଶିଲ ପାତାଳେ ॥
 ସୁରାସୁର ମେଲି କୈଳ ଯତନ ବିସ୍ତର ।
 ନା ପାରିଲ ରାଧିତେ ପର୍ବତ ଗେଲ ତଳ ॥
 ଯନେ ଦୁଃଖ ପେୟା ଦେବ-ଅନ୍ତର ବସିଲ ।
 ଶିରେ ହାତ ଦିଲା ତବେ ଚିନ୍ତିତେ ଲାଗିଲ ॥
 ଦେଖିଲା ଶ୍ରୀହରି ତବେ ହଞ୍ଜିଲ (୨) ପ୍ରକାର ।
 ଆପନେ ଧରିଲ ହରି କୁର୍ମ ଅବତାର ।
 ଶ୍ରେଣୀ କରିଲ ଗିରୀ ପାତାଳବିବର ।
 ପୂର୍ବେ ଉପରେ ଧରି ତୁଲିଲା ମନ୍ଦର ॥
 ତବେ ସୁରାସୁରଗଣେ ଉଠିଲ ଆନନ୍ଦ ।
 କ୍ବୀରୋଦ ଯଦିତେ ପୁନ କୈଳା ଅଭୁବକ ॥
 ପୂର୍ବେ ଉପରେ ହରି ଧରିଲ ମନ୍ଦର ।
 ସୁରାସୁର ଯଥେ ତବେ କ୍ବୀରୋଦ ସାଗର ॥

ଲଙ୍କା ଶ୍ରହରେର ପଥ ପର୍ବତ ବିସ୍ତାର ।
 ପୂର୍ବେ ଉପରେ ଫିରେ ବଦର ଆକାର ।
 ଦେବାସୁରେ ବାସୁକି ଧରିଲା ଯାରେ ଟାନ ।
 ତବେ ଆର କୋନ ବୁଝି କରେ ଭଗବାନ ॥
 ବିଷଦୁଃଖ କରିଲା ଅନ୍ତରବଳ ହବେ ।
 ଦେବବଳ ବାଞ୍ଛାହିତେ ଅମୃତବୁଝି କରେ ॥
 ଉପରେ ପର୍ବତ ଧରେ ଆର ଯୁଦ୍ଧି ଧରି ।
 କରିଲା ସହସ୍ରତୁଞ୍ଜ ବିହରେ ଯୁରାରି ॥
 ବ୍ରହ୍ମା ଭବ ଆଦି ଶକ୍ତି କରେନ କୌତୁକେ ।
 ପୁଷ୍ପବୁଝି ଜୟବାଞ୍ଚି ହେଲ ତିନ ଲୋକେ ॥
 ସହସ୍ରବଦନ ଷ୍ଟିରାଜ ବିଦାନେ ॥
 ପ୍ରାଞ୍ଜିଆ ଅନ୍ତରଗଣେ ହେଲା ହତବଳେ ॥
 ବିଷଜାଳେ ହତବଳ ଦେଖି ସୁରଗଣ ।
 ଯେଷ ଆନି ଉପରେ କରାର ବସିଷ ॥
 ଶୌତଳ ପବନ ଆନି ଶରୀରେ ଲାଗାଇ ॥
 ଦେବରକ୍ଷା ହେତୁ କରେ ଏତେକ ଉପାୟ ॥
 ମନ୍ଦନ କରତେ ତବେ କ୍ବୀରୋଦ-ସାଗର ।
 ପ୍ରଥମେ ଉଠିଲ ମହା ବିଷ ହଳାହଳ (୧) ॥
 ମକର କଛପ ମୂଳ ନାନା କଳେବର ।
 ଆକୂଳ ସକଳ ହେଲ କ୍ବୋଡ଼ିତ ସାଗର ॥
 ଉର୍ଦ୍ଧାଳିଆ ଉଠି ବିଷ ଉଠିଲ ଆନଳ ।
 ବିଷକଣା ଛୁଟାଛୁଟି ଦୋଷ ଭୟଙ୍କର ॥
 ଭୟ ପେୟା ସୁରାସୁର ପଳାୟ ଅନ୍ତରେ ।
 ଆପନେହ ପଞ୍ଚାୟା (୨) ଶ୍ରଦ୍ଧ ଦାୟୋଦରେ ॥
 ଚିନ୍ତିଲ କୋଷାତେ ଗେଲେ ହୟ ପରିତ୍ରାଣ ।
 ସତେହିଁ ଯେଲିଆ ଗେଲା ଶିବସନ୍ନିଧାନ (୩)
 କୈଳାସ ପର୍ବତେ ଶିବ ଆଛେନ ବସିଲା ।
 ସିଦ୍ଧସାଧ୍ୟଗଣ ଆଢ଼େ ଶବ୍ଦରେ ବେଢ଼ିଆ ॥
 ହେନକାଳେ ସୁରାସୁର ହେଲା ଉପଶୟ ॥
 ଶ୍ରାମ୍ୟ କରିଲା କୈଳ ଶିବ ସନ୍ତୋଷ ॥
 ବିଷ ପାନ କରିଲା ଜଗତ ରକ୍ଷା କର ।
 ତୁମି ମହାସାଗେଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତି ଧର ॥
 ବ୍ରହ୍ମତାବେ ଶକ୍ତି କୈଳ ବିବିଧ ପ୍ରକାରେ ।
 ତବେ ଦେବୀ ସଜ୍ଜେ କଥା କହେ ମହେଶ୍ୱରେ ॥
 ଦେଖ ଦେଖ ପାର୍ବତୀ ବିଷମ ଉପସ୍ଥିତେ ।
 ବିକଳ ସକଳ ଲୋକ କାଳକୃତତୀତେ ॥
 ଦୀନପରିପାଳନ ଶ୍ରଦ୍ଧ ପ୍ରୟୋଜନ ।
 ପରହିତେ ଦେହ ବିଷ ତେଜେ ବୁଧଜନ ॥

(୧) ପାଠାନ୍ତର—“କ୍ବୀରୋଦ ମନ୍ଦନ” ।

(୨) ପାଠାନ୍ତର—“ଚିନ୍ତିତ” ।

(୧) ପାଠାନ୍ତର—“କାଳକୃତ ଭୟଙ୍କର” ।

(୨) ପାଠାନ୍ତର—“ଏତେକ ଦେଖିଆ” ।

(୩) ପାଠାନ୍ତର—“ଶବ୍ଦରେ ହାଲେ” ।

অধব শরীর দিয়া পরহিত করে।
 কৃপা করি হরি তারে আপনে উদ্ধারে ॥
 বাহ্যে করয়ে কৃপা প্রভু নারায়ণ।
 তাহার অধিক মোর নাহি বন্ধুজন ॥ (১)
 বৈষ্ণব-বান্ধব আমি বৈষ্ণব-জীবনে।
 বৈষ্ণব অধিক প্রিয় নাহি ত্রিভুবনে ॥
 সুন হে পাণ্ডিত্য দেবী আমার বচনে।
 আমা হৈতে হয় যদি লোকপরিত্রাণে ॥
 তবে আমি আপনে করিব বিষ পান।
 জীবন তেজিয়া করি লোক পরিত্রাণ ॥
 দেবী অনুমতি দিল মহিমা বুঝিয়া।
 ক্ষীরোদ সাগরে গেল শঙ্কর চলিয়া ॥
 অজ্ঞান করিয়া বিষ শঙ্কর তুলিল।
 কৃপায়ে শঙ্কর দেব বিষ পান কৈল ॥
 নীলকণ্ঠ হৈলা শিব বিষ পান করি।
 সুরান্বরে প্ৰসংশিলা সাধু সাধু বলি ॥
 হেন অদভূত কৰ্ম কৈল মহেশ্বরে।
 চমকিত হৈল দেখি ত্রিভুবন ডরে ॥
 অজুলির সন্ধি দিয়া যে বিষ পড়িল।
 সর্প-লিপীলিকাদেবে বিতজিয়া দিল ॥
 তরে আরবার যদি মথিল সাগর।
 হবিষ্কানী (২) নামে ধেনু তখন উঠিল ॥
 ঋষিগণে নিল তাহা যজ্ঞ করিবারে।
 মথিতে লাগিল তবে ক্ষীরোদ সাগরে (৩)
 উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্ব হৈল উপাদান।
 ঐরাবত নামে হৈল গজের প্রধান ॥
 জয়িলা কৌশ্ণভ মণি কৃষ্ণের ভূষণ।
 তবে পারিজাত পুষ্প হৈল উৎপন্ন ॥
 জয়িলা অঙ্গরা বহু দেবের রমণী।
 লক্ষ্মী দেবী জনমিলা কৃষ্ণের ঘরনী ॥
 আসন আনিঞা তারে দিল পুরন্দরে।
 মুক্তি ধরি নদীগণ আইলা সহরে ॥

(১) পাঠান্তর,—

“প্রভু নারায়ণ কৃপা করয়ে বাহ্যে।
 তাহার অধিক বন্ধু নাহি আমারে” ।

(২) সুরভি।

(৩) ইহার পর অস্ত পৃথির অধিক পাঠ,—

চন্দ্র উপজিল ত্রিভুবনের উজ্জ্বল।
 দেবান্দ্র মিলিয়া তুমিল মহেশ্বর ॥
 কৈলাসে উঠিয়া শিব গেল ত সম্বরে।
 বিষভেজ শাস্ত হৈল চন্দ্রমুখীভলে ॥

হেমঘটে অভিষেক করে নন্দনদী।
 অভিষেকদ্রব্য আনি দিলা বশমতী ॥
 পঞ্চগব্য আনি দিল যত ধেনুগণে।
 ঋষিগণে অভিষেক করয়ে বিধান ॥
 গন্ধর্ব্ব-কিন্নরে গায় নাচে বিজ্ঞানরী।
 পুষ্প-বরিষণ করে বিবুধসুন্দরী ॥
 অষ্টদিগহন্তী আসি বেড়ি চারিপাশে।
 অভিষেক করে তারা সুবর্ণকলশে ॥
 মৃদঙ্গ পণব শঙ্খ দুন্দুভি বাজনে।
 অভিষেক কৈল দেব। দেব-ঋষিগণে ॥
 পীতবস্ত্র-যুগ্ম আনি দিলেন সাগরে।
 বৈজয়ন্তী-মালা আনি দিল জলেশ্বরে ॥
 সরস্বতী আনি দিলা হার মনোহর।
 ব্রহ্মা আনি দিলা হস্তে বিচিত্র কমল ॥
 উজ্জ্বল কুণ্ডলযুগ্ম দিলা নাগগণ।
 দেবগণে মিলি দিল বিবিধ ভূষণ ॥
 করিয়া কমলাদেবী অভিষেকস্থান।
 মনোহর পীতবাস কৈলা পরিধান।
 দিব্যগন্ধ পরিমল চন্দন লেপন।
 বিচিত্র নির্মাণ দিব্য পরিণ ভূষণ ॥
 উত্তপল কমল উজ্জ্বল বনমালা।
 ধরিত্রা দক্ষিণ করে চলিল কমলা ॥
 চরণে শিজিত মণিমঞ্জীর রঞ্জিত।
 ধীরে ধীরে চলে দেবী গতি সুললিত ॥
 আপনার যোগ্যপতি বরিষ আপনে।
 কাহারে বরিষ দেবী চিন্তে মনে মনে ॥
 ব্রহ্মাতে দোষিল দেবী নানা গুণ আছে
 না জীবৈ বিস্তর দিন হুদে প্রকাশিছে ॥
 এই দোষ দেখিয়া তৌ ল প্রজ্ঞাতি।
 শিবসঙ্গস্থানে তবে গেলা ভগবতী ॥
 হয় চিরজীবৈ দেখি সর্বগুণ ধরে।
 ভাস্মবিভূষিত অঙ্গে ব্যাভ্র চর্ম্ম পরে ॥
 ভূতপ্রেতগণ লয়া করয়ে বিহার।
 শঙ্কর তেজিয়া গেলা দেখি দুরাচার ॥
 ইন্দ্র আদি দেবগণে তেজি একে একে।
 নানা গুণ নানাদোষ দেবগণে দেখে ॥
 এইরূপে তেজিয়া সকল দেবগণে।
 চলিলা কমলাদেবী যথা নারায়ণে ॥
 সর্বানন্দ সুখময় সর্বগুণধাম।
 অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি এক ভগবান্ ॥
 আপনার যোগ্য পতি দেখিয়া কমলা
 তুলিয়া প্রভুর গলে দিল দিব্য মালা ॥

বন্ধস্থলে তুলিয়া ধরিল নারায়ণে ।
 জয় জয় শব্দ উঠিল জিহুবনে ॥
 যুদ্ধ দৃশ্যে শঙ্খ বাজিল বাজনে ।
 সুরবধুগণে কৈল পূর্ণ-বরিসণ ॥
 গন্ধর্ব্ব-কিন্ধবে করে সুরধুর গান ।
 দেবের নাচনী নাচে প্রভুবিজ্ঞান ॥
 ব্রহ্মা আদি দেবে কৈল বিবিধ নৃতন ।
 আনন্দে পুরিয়া তবে রহে জিহুবনে ॥
 তবে আর যদিরা বাকুশী উপজিল ।
 অনুর দানবে তাহা হরি লঞা গেল ॥
 তবে এক উপজিল পুরুষপ্রধান ।
 কন্যকণ্ঠ মহাভূজ নবঘনশ্রায় ।
 কুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ড বিচিত্র ভূষণ ॥
 কুক্ষিত কুন্তলজাল ললিতবসন ॥
 অমৃতকলস করে নামে ধ্বস্তরি ।
 জনমিল বিষ্ণু অংশে অবতার করি ॥
 অমৃত-কলস কাড়ি নিল দৈত্যগণে ।
 বিবাদ ভাবিয়া দেব চিন্তে মনে মনে ॥
 দেবগণে সন্তোষিয়া প্রভু হুবীকেশ ।
 যারায় সজিল হরি উপায় বিশেষ ॥
 প্রথমে আনিমু মুঞি বলে একজনে ।
 তোমার পুরুষ আমি বলে আনে আনে ।
 কেহ বলে দেবের ইহাতে ভাগ আছে ।
 কেহ বলে না দিলে বিবম হৈব পাছে ॥
 বলাবলি গালাগালি বাজিল কন্দল ।
 জড়াজড়ি কাটাকাটি দৈত্যের ভিতর ॥
 মহাযোগেশ্বর প্রভু কোন কর্ম করে ।
 হেনকালে আপনি সুল্লরীকর ধরে ॥ (১)
 নীলউৎপল শ্রাম সর্বাঙ্গ সুল্লর ।
 নবীনযৌবনা স্তনযুগ্ম মনোহর ॥
 বিলোল অলকাবলি ললিত কপোলে ।
 বিবিধ রতন মুক্তাদাম গলে দোলে ॥ (২)
 রণিত কিস্কিন্ধীজাল কটিবিলসিত ।
 কেহুর কঙ্কণ মণি ভূষণে ভূষিত ॥
 লজ্জিত হাসিত শ্রিত কটাকবিলাস ।
 দৈত্যগণচিন্তে কৈল কামপরকাশ ॥
 দেখ দেখ অদভুত রূপের মহিমা ।
 জিহুবনে দিতে নায়ে এ রূপের সোমা ॥

(১) পাঠান্তর,—

“স্ত্রী রূপ আপনি ধরিল হেনকালে ।”

(২) পাঠান্তর,—

“বিকচ মুক্তাদাম হার গলে দোলে ।”

রূপ দেখি কামে বিমোহিত দৈত্যগণ ।
 ভরল-বিরলে সন্তে জিজ্ঞাসে বচন ॥
 কোথা হৈতে কোথা বাহ কি নাম তোমার ।
 কি কাজে বেড়াই তুমি বনিতা কাহার ।
 দৈবযোগে এখানে তোমার আগমন ।
 অমৃতকলস তুমি কর বিভজন ॥
 এতেক বচন বলি দানব অনুরে ।
 অমৃতকলস আনি দিল তার করে ॥
 জাতির কলহ তুমি জাতিবে আপনে ।
 সমভাগ করি কর সুখা পরিষণ ॥
 এ বোল বলিল যদি দানব অনুরে ।
 হাসিয়া মোহিনীবেশ দিলেন উত্তরে ॥
 তুমিসব কেনে কর আমাতে প্রতীত ।
 নারীকে বিশ্বাস করু না করে পশ্চিভ ॥
 ঘরের বাধিনী যেন জানিহ স্ত্রীজাতি ।
 আমারে প্রতীত কর কেমন যুগতি ॥
 এই উপহাস যদি বলিল। শ্রীহরি ॥
 দৈত্যগণ মেলিয়া হাসিল উচ্চ করি ॥
 সুরাসুরগণ মেলি কৈল উপহাস ।
 পর দিনে স্নান করি পরে দিব্য বাস ॥
 দেব দ্বিজ পূজা করি কৈল হোমকর্ম
 নিত্যকর্ম সমাপিল যার ঘেই ধর্ম ॥
 সংঘম করিল। সন্তে হৈলা উপসন্ন ।
 হাসিয়া মোহিনীবেশে কি বোলে বচন ॥
 একদিগ হৈয়া সুর বৈসহ সুরারে ।
 আর এক দিগ, হৈয়া বৈসহ অনুরে ॥
 একে একে করি আমি সুখা পরিষণ ।
 ভাল মন্দ কেহ যদি না বল বচন ॥
 তবে আমি বিভজিয়া দিব সুরাসুরে ।
 কেহ যদি ভাল মন্দ না কর উত্তরে ॥ (১)
 এ বোল শুনিঞা সব সুরাসুরগণে ।
 দুই ভাগ হয়। তারা বলিলা আসনে ॥
 যারাবিশারদ হরি নানা মায়া জানে ।
 অগ্নর মোহিব তার হেন আছে মনে ॥
 প্রথমে দেবভাগে বিভজিয়া দিল ।
 দিতে দিতে সকল অমৃত সাজ হৈল ॥ (২) ॥
 কলস উব্ধ করি দেবায় শ্রীহরি ।
 দিতে না আঁটিল (৩) আমি কি করিতে পারি ॥

(১) পাঠান্তর,—“কিছু নাহি বোলে ।”

(২) পাঠান্তর,—“কুরাইল ।”

(৩) পাঠান্তর,—“বাঁটিতে না হৈল ।”

সকল অমুরগণে পড়ি গেল ধন্দ ।
 বিমোহিত হয়্যা না বলিল ভাল মন্দ ॥
 দেবরূপ ধরিয়। স্বর্ভাষু প্রবেশিল ।
 দেবের ভিতরে পশি সুখা পান কৈল ॥
 চন্দ্র সূর্য্য কহি দিলা কৃষ্ণবিন্ধ্যমানে ।
 চক্রে মাথা কাটিল। আপনে নারায়ণে ॥
 অমৃত পরশে হৈল কবন্ধ অমরে ।
 কেতুরূপ ধরি রহে আকাশ উপরে ॥
 রাহু হয়্যা মুণ্ড রহে দেবের সমাবে ।
 তবে নারীরূপ তেজে প্রভু দেবরাজে ॥

সমুদ্রার্থে কর্ম কৈল দেবাসুরে মিলে (১) ।
 অমুর বঞ্চিত হৈল নিজ কর্মফলে ॥
 কৃষ্ণ না ভঞ্জে নহে কাহার কল্যাণ ।
 ঐ বোল বুঝিয়া কৃষ্ণ ভজ মতিমান ॥
 সর্বকাল দৈত্যগণ কৃষ্ণে করে ঘেষ ।
 তে-কারণে কপটে মোহিলা কুবীকেশ ॥
 অমৃত মখন-কথা কেশবচরিত ।
 ধন্য পুণ্য মনোহর শ্রবণঅমৃত ॥
 ভক্তিরস-গুরু গদাধর শিরোমণি ।
 রঘুনাথ কহে বৃষ্ণপ্রেমভরঙ্গিনী ॥

(১) পাঠান্তর,—“দেবতা অমুরে” ।

ইতি ত্রীতাগবতে মহাপুরাণে অষ্টমস্কন্ধে
 দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়

গয়ড়া-রাগ

করাঞা মমতপান সব সুরগণে ।
 অন্তর্দান কৈলা প্রভু গরুর বাহনে ॥
 দেবের সম্পদ দেখি কুপিল অমুর ।
 চতুরঙ্গ সেনা সাজি গেলা সুরপুর ॥
 দেবাসুরে সময় বাজিল ঘোরতর ।
 প্ৰথম দ্বারকণ রণ মহাতরঙ্গর ॥
 রথে রথে গজে গজে তুরঙ্গে তুরঙ্গে ।
 পাইকে পাইকে যুদ্ধ নাহি কার ভঙ্গে ॥
 উটের উপরে কেহ যুগে আরোহণ ।
 বলদ মহিষে চটি কার আগমন ॥
 শূন্য শূণ্যে কেহ কঙ্ক বকে চটি ।
 শণক মুষকে চটি কার রড়ারডি ॥
 গাধার উপরে চটি কার খাণ্ডসারে ।
 গজারে ভল্লুক কেহ কেহ কৃষ্ণসারে ॥
 কেহ ছাগ স্কন্ধে কেহ মেঘে আরোহণে ।
 শূকর বানরে চটি কার আগমনে ॥
 কেহ কঁকলাস্কন্ধে কেহ জলচরে ।
 কত কোটি সেনা আইল কত পরকারে ॥
 কোটি কোটি ছত্র বানা পতাকা চামর ।
 কোটি কোটি বাস্তভাণ্ড বাজে ভল্লকর ॥
 সাজিয়া অমুর সেনা বিবিধ বিধানে ।
 বলি রাণী চলে তবে হরষিত মনে ॥
 বৈহায়ক নামে রথ ময়ের নির্মাণ ।
 জিতুবনে নাহি রথ তাহার সমান ॥

তাকিতে তাকন নহে দেখিতে না দেখি ।
 থাকিতে নাহিক (১) যেন লখিতে না লখি ॥
 যে যে ইংসা করে রথে মিলয়ে সকল ।
 যত ইংসা করে তত বাড়য়ে নিঙ্কল (২) ॥
 হেন মহারথে চটি বলি বলবান ।
 চৌদিকে বেটিল যত দৈত্যের প্রধান ॥
 নমুচি শব্দর বাণ বিপ্রচিস্তি নায়ে ।
 কালনাভ অরোমুখ ভূতগন্ধাপনে ॥
 শকুনি প্রহেতি হেতি অরিস্ট ইন্ডল ।
 শুভ নিশুভ জন্ত ময় উৎকল ॥
 হংগীর শঙ্কুশিরা বজ্ররশ্মন ।
 তারক যারক আর এ চক্রলোচন ॥
 নিবাতকবচগণ কোটি কোটি সেনা ।
 বেটিয়া ইন্ডের পুরী দৈত্যে দিল হানা ॥
 ঐরাবতে চটিয়া নামিলা পুরন্দর ।
 সাজিয়া দেবতাগণ নাখিলা সত্তর ॥
 কুবের বন্ধন যম লয়া নিজগণ ।
 কোটি কোটি দেব আইলা করিয়া সাগ্নন ॥
 আপনি শ্রীহরি ব্রহ্মা আর মহেশ্বর ।
 সগণে দেবতাগণ মিলিলা সত্তর ॥

(১) পাঠান্তর,—“না থাকে” ।

(২) পাঠান্তর,—

“যত ইচ্ছা করে রথ বাটে ততদূর” ।

অন্তর,—“তত বড়” ।

বলাবলি গাঙ্গাগালি বাজিল সমর ।
 দেবাম্বরে বুদ্ধ হৈল পৃথিবী ভিতর ॥
 বলি পুরন্দরে বুদ্ধ দেখি লাগে ডর ।
 তারক কঠিকে তবে বাজিল সমর ॥
 কালনাভ সনে হৈল যমের সংগ্রাম ।
 বিশ্বকর্মা সহ যুবো ময় বলবান ॥
 বক্রণের সঙ্গে হেতি যুঝিল প্রথর ।
 বিরোচন সঙ্গে সূর্য্য যুঝিল বিস্তর ॥
 দাদশ সূর্য্যের সঙ্গে দাদশ অস্তুর ।
 মহা ভয়ঙ্কর রণ হইল নিষ্ঠুর ॥
 কৃষ্ণসঙ্গে নমুচি যুঝিল মহাবলী ।
 রাহ চক্রে বুদ্ধ হল কহিতে না পারি ॥
 পবন দেবের সঙ্গে পুরোমা যুঝিল ।
 দুর্গা সহে শুভ নিশুভের বুদ্ধ হৈল ॥
 শঙ্করের সঙ্গে শুভ যুঝিল নিষ্ঠুর ।
 কন্দর্পের সহ যুবো উৎকল অম্বর ॥
 ব্রহ্মার কুমার সহে যুঝিল ইন্ডল ।
 মাতৃগণ সঙ্গে বুদ্ধ করিল উৎপল ॥
 শুক্র বৃহস্পতি বুদ্ধ শুনি ভয়ঙ্কর ।
 নরকের সঙ্গে বুদ্ধ কৈল শনৈশ্চর ॥
 উনপঞ্চাশৎ বায়ু একত্রে মিলিল ।
 নিবাতকবচগণ সঙ্গে বুদ্ধ কৈল ॥
 কালকেয়গণ সহে অষ্টবংশগণ
 বিশ্বদেব সহ হৈল পোলোমের রণ ॥
 ক্রোধবশে ক্রতুগণে বাহিল সমর ।
 এইরূপে বুদ্ধ হৈল মহা ভয়ঙ্কর ॥
 খড়্গে খড়্গে কাটা কাটা বাণ বরিষণ ।
 বলকে বলকে খণ্ডামুখে হত্যাশন ॥
 গদা মুদগর শক্তি মূল্য প্রহার ।
 পরিষ তোমার প্রাণ ভন্ন ভিন্দিপাল ॥
 অস্ত্রে অস্ত্রে কাটা কাটা রণ ভয়ঙ্কর ।
 কোটি কোটি মৃগ পড়ে রণে র ভিতর ॥
 হস্তী ঘোড়া কাটা গেল অস্ত্র নাহি তার ।
 কত কোটি কাটা গেল সমর যুঝায় ॥
 কার হস্ত পদ গেল কার নাক কাণ ।
 কেহ কেহ মাঝামাঝি হৈল দুই থান ॥
 কোটি কোটি কাটা গেল রণের ভিতর ।
 কত বা অস্তুর দৈত্য কত বা অমর ॥
 রণধূলি উপজিল পুরিল মেদিনী ।
 আকাশ ঢাকিল আচ্ছাদিল দিনমণি ॥
 রক্তে তিতিয়া ভূমি (১) কর্দম হইল ।
 কাটা মাথা কলেবরে পৃথিবী পুরিল ॥

বলি-পুরন্দরে বুদ্ধ বাজিল তুমুল ।
 না হৈল না হৈব বুদ্ধ তার সমতুল ॥
 দশবাণ এড়ে বলি ইন্দ্রের উপরে ।
 তিন বাণ ছাড়ে ঐরাবত বিদ্বিবারে ॥
 চারি ঘোড়া বিদ্বিবারে মাইল চারি বাণ ।
 নিমিষে কাটিয়া ইন্দ্র কৈল শত খান ॥
 অস্ত্ররীক্ষে কাটিল যাবৎ নাহি পড়ে ।
 কাটা গেল বাণ সব হাসে পুরন্দরে ॥
 তা দেখিয়া দুর্ধরিষ দৈত্য কোপে জলে ।
 শক্তিপাট তুলি লৈল জলন্ত আনলে ॥
 হস্তেই থাকিতে শক্তি কাটে পুরন্দর ।
 তবে আর নিল দৈত্য ত্রিশূল তোমর ॥
 দুই অস্ত্র হস্তের কাটিল শতীপতি ।
 তবে আর স্বজ্ঞে মায়া অস্ত্ররীক্ষগতি ॥
 পর্ত্ত পাথর পড়ে দেবের উপরে ।
 শত শত পর্ত্ত দেখিতে ভয়ঙ্করে ॥
 আগুনি বরিষে সর্প মহাভয়ঙ্কর ।
 সিংহ ব্যাঘ্র মহাগজ বিকট শূকর ॥
 নাকট বিকট মুখ এ যক্ষ রাক্ষসী ।
 দুই দন্তে পেলে তাবা ভয় রাশি রাশি ॥
 মহাশয় করে যেন মেঘ হড়হড়ি ।
 দুই বাহ তুলি ধায় ছিণ্ড ছিণ্ড করি ॥
 অজার বরিষে ঘন মহাগরজনে ।
 তা দেখিয়া প্রলয় মানিল সুরগণে ॥
 চৌদিকে বেটিল তবে প্রলয় সাগরে ।
 প্রচণ্ড পবন বহে তরঙ্গ বিধারে (১) ॥
 ভয় পেয়া দেবগণ রহে ধ্যান করি ।
 সেইক্ষেণে দরশন দিলেন শ্রীহরি ॥
 নব-ঘন-শ্রাম তহু গরুড়বাহন ।
 পীতবাস পরিধান রাজীব-লোচন ॥
 অষ্টভূজে শঙ্খ-চক্র আদি অস্ত্র ধরে ।
 কিরীট কুণ্ডলহার বনমালা গলে (২) ॥
 যুটিল সকল মায়া প্রভুদরশনে ।
 জাগিলে স্বপন যেন মিথ্যা হেন মানে (৩) ॥
 মনে অঙুরিলে কৃপা করে এনিবাস ।
 শ্রীহরিস্মরণে সব বিপদবিনাশ ॥
 তবে কালনেমি দৈত্য সমরে প্রথর ।
 শূলপাট তুলিয়া ফিরারে ভয়ঙ্কর ॥
 পেলাঞা মারিল শূল গরুড় উপরে ।

(১) পাঠান্তর,—“কলোলে” ।

(২) পাঠান্তর,—“হার বনমালা লোলে” ।

(৩) পাঠান্তর,—“হয় মিথ্যা মানে” ।

(১) পাঠান্তর,—“বুলি” ।

লীলায় ধরিল হরি দিয়া বাম করে ।
সেই শূলে কালনেমি বিদ্ধিয়া মারিল ।
মালী সূণালী তবে যুঝিবারে আইল ।
চক্রে মাথা কাটি তার কৈল দুইখান ।
তবে যুঝিবার তরে আইল মাল্যবান ।
মারিল গদার বাড়ি গরুড় উপরে ।
চক্রে শির কাটিয়া পেলিল হেনকালে ।
কৃষ্ণের কৃপায় দেব পেয়া প্রতিকার । (১)
সাজিয়া আইল তবে যুদ্ধ করিবার ।
বলি বধিবারে বজ্র লৈল প্রস্তুত ।
হা হা শব্দ উলজিল রণের ভিতরে ।
ইন্দ্র বলে আরে বলি শুন মোর ঠাকুর ।
মিথ্যা কেন কর তুমি এতক বড়াই ।
মামা বিশারদ তুমি মায়া ভালে পান ।
মায়ায় নিবে তুমি আপনাকে মান ।
বজ্রে শির কাটা আজি দেখুক অন্তরে ।
এ বোল বলিয়া বজ্র হুলে প্রস্তুত (২) ।
বলি বলে আরে ইন্দ্র এত অহঙ্কার ।
আপনে প্রশংসা তুমি কর আপনার ।
ক্ষণে জিনি ক্ষণে হারি কাল অল্পসারে ।
হরিষ বিবাদ তাতে পণ্ডিতে না করে ।
জয় পরাজয় কারো নাহিক নিশ্চয় ।
মান অপমান তাহে পণ্ডিতে না লয় ।
মুখ বড় ইন্দ্র তুমি অহঙ্কার কর ।
অদৃষ্ট-অধীন লোক নাহিক বিহার ।
এতক বচন বলি বলি মহামুর ।
আকর্ণ পুরিয়া বাণ এড়িল নিষ্ঠুর ।
মিথ্যা কৈল বাণ তার দেব প্রস্তুত ।
পলাঞা মারিল বজ্র বলির উপরে ।
ভ্রমেতে পড়িল বলি পরিত আকার ।
জন্তু নামে দৈত্য তবে হৈল আগুসার ।
রহ রহ আরে ইন্দ্র না বাহ পলায়া ।
শুনিব রাজার ধার তোর শির দিয়া ।
এ বোল বলিয়া জন্তু গদা লৈল হাথে ।
মারিল গদার বাড়ি ঐরাবতমাথে ।
ভূমিতলে গজেন্দ্র পড়িল প্রাণ ছাড়ি ।
দেখিয়া মাতলি রথ আনে দ্বারা করি ॥

(১) পাঠান্তর,—

“কৃষ্ণের প্রসাদে দেব পাইল প্রতিকার” ।

(২) পাঠান্তর,—

“এবোল বলিয়া ইন্দ্র বজ্র নিল করে” ।

দশশত বোডায় যুড়িয়া রথখান ।
মাতলি সারথি আনি দিল বিস্তার ।
প্রশংসিয়া জন্তু দৈত্য কোন কর্ষ করে ।
মারিল ত্রিশূল পেলি মাতলির শিরে ।
ধৈর্য্য ধরি মাতলি সহিল শূলব্যথা ।
বজ্রে ইন্দ্র কাটি আনে জন্তুদৈত্যমাথা ।
আপনে কহিল গিয়া শ্রীনারদ মুনি ।
জন্তু কাটা গেল তার বন্ধুগণে গুনি ।
জন্তুর বান্ধব পাক নমুচি সবল ।
তারা আসি দেবরাজে ভৎসিল বিস্তর ।
তবে ক্রোধ করি তারা খরতর বাণে ।
বিদ্ধিল ইন্দ্রের অঙ্গ মর্য্য স্থানে স্থানে ।
শত শত বোড়া তারা বিদ্ধিল সন্ধান ।
ইন্দ্রের উপরে কৈল বাণ বরিষণ ।
শরজালে রথখান কৈল জরজর ।
দুই শরে বিদ্ধিল মাতলিকলেবর ।
সেইক্ষণে যুড়ে বাণ সেইক্ষণে ছাড়ে ।
বাণ বরিষণ কৈল ইন্দ্রের উপরে ।
মেঘে অন্ধকার যেন বাড় বরিষণে ।
জীয়ে মরে ইন্দ্র না বুঝিল দেবগণে । (১)
রণের ভিতরে ইন্দ্র রহি কতোক্ষণ ।
বাহির হইল যেন দীপ্ত হুতাশন ।
জয় শব্দ উঠিল সুরগণে ।
তবে সুরপতি যুক্তি করি মনে মনে ।
সন্ধান করিয়া বজ্র এড়ে শচীপতি ।
দুই মুণ্ড কাটিয়া আনিল ঐশ্বর্য্যগতি ।
পড়িল সে বল পাক রণের ভিতরে ।
দেখিয়া নমুচি দৈত্য জলিল অন্তরে ।
শূলপাট তুলি লৈল পরিত সমান ।
সুবর্ণে চড়িত শূল শিলার নির্মাণ ।
সিংহনাদ করি দৈত্য ধাইল সমরে ।
পেলিয়া মারিল শূল ইন্দ্রের উপরে ।
পড়িল ইন্দ্রের যুগে শূল পরচণ্ড ।
তথাই কাটিয়া বাণে কৈল খণ্ডখণ্ড ।
কাটা গেল শূলপাট তিলপরিমাণ ।
তবে বজ্র তুলি লৈল ইন্দ্র বলবান ।
মারিল নির্ধাত কাড়ি নমুচির শিরে ।
বজ্রে না হুটিল শির চিন্তে প্রস্তুত (২)

(১) পাঠান্তর,—

“জীয়ে কি না জীয়ে ইন্দ্র বলে দেবগণে” ।

(২) পাঠান্তর,—“পরকারে” ।

এই বজ্র কোটি কোটি পৰ্ব্বত কাটিল ।
 হেন বজ্র নমুচির শিরে ব্যর্থ হৈল ॥
 ব্রত হেন মহানুর এই বজ্রে কাটে ।
 মুঞি বজ্র এড় যদি ত্রিভুবন না আঁটে ॥
 কেন ব্যর্থ হৈল বজ্র পেয়া অন্ন কাজ । (১)
 চিন্তিতে লাগিল শত্রু মনে পেয়া লাভ ॥
 অন্তরীক্ষবাণী হৈল হেন অবসরে ।
 না কর বিবাদ ইন্দ্র কহিয়ে তোমায়ে ॥
 শুদ্ধ আত্মে না মরিব দুঃস্থ অশ্রয় ।
 বজ্রে না মরিব দৈত্য চিন্তা কর দূর ॥
 উপায় করিয়া তুমি বধ দুবাচার ।
 এ বোল শুনিঞা ইন্দ্র চিন্তে পরকার ॥
 নহে শুদ্ধ নহে আত্ম দেখি জলফেনা ।
 হৃদয়ে ভাবিয়া দাটাইল এ মন্ত্রণা ॥
 ফেন দিয়া নমুচির মুণ্ড বাটি আনে ।
 জয় জয় বলি স্তুতি কৈল দেবগণে ॥
 (গন্ধর্ব্ব কিম্বরে গায় পুষ্প বরিষণ ।
 দেববধুগণ নাচে দুন্দুভিবাজন ॥
 কোটি কোটি দৈত্য কাটা গেল মহারণে ।
 সকল অশ্রয় নাশ কৈল দেবগণে ॥)
 দেবিল অশ্রুরকুল নাশ হয়্যা যায় ।
 আপনে চিন্তিয়া ব্রহ্মা নারদে পাঠায় ॥
 ব্রহ্মার নন্দন বলে শুন দেবগণ ।
 তুমি-সব এখনে না কর আর রণ ॥
 নারায়ণকৃপায় অমৃত পান কৈলে ।
 নিজ ভুজবলে সব অশুর িনিলে ॥
 এখন না কর রণ আমার বচনে ।
 এ বোল শুনিঞা যুদ্ধ ছাড়ে দেবগণে ॥
 ক্রোধ ছাড়ি দেবগণ গেল নিম্নপরে ।
 ডাক দিয়া অশুরে আনিল যোগেশ্বরে ॥
 তুমি সব বলি লয়্যা চলি যাহ কাটে ।
 অন্তর্গিরি লঞা যাহ শুক্রেয় নিকটে ॥
 এ বোল বহিয়া শ্রুনি কৈলা অন্তর্জান ।
 বলি লয়্যা গেল দৈত্য গুরুবিদ্যমান ॥
 মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা করিয়া স্মরণ ।
 বলি জীয়াইল শুক্রে মহাতপোধন ॥
 এইরূপে যুদ্ধ কৈল পৃথ্বীর ভিতর ।
 দেবানুরসংগ্রাম কহিল ভরদ্বজ । (২)

আর কথা কহি রাজা কর অবধান ।
 যেক্ষেপে মোহিলা শিবে প্রভু ভগবান ॥
 আপনে মোহিনী বেশ ধরি গদাধর ।
 অশুর মোহিলা হেন শুনিলা শঙ্কর ॥
 বুঝ আরোহণ করি সজ্ঞে নিম্নগণ ।
 পার্শ্বভী সহিত গেলা যথা নারায়ণ ॥
 শঙ্কর দেখিয়া হরি পুজিল বিধানে ।
 কি বোলে শঙ্কর তবে প্রভুর চরণে ॥
 দেব দেব ভগবান জগত-জীবন ।
 পিতা মাতা পতি বন্ধু তুমি নারায়ণ ॥
 জগতের আদ্য অন্ত তুমি অভাস্বর ।
 ভগতের সত্যাসত্য তুমি মহেশ্বর ॥
 যোগেশ্বর মুনীন্দ্র তজ্জে চরণ তোমার ।
 ভকতি করিয়া হয় ভববন্ধ পার ॥
 পূর্ণব্রহ্মা নিত্য তুমি অজ্ঞ অবিকার ।
 আনন্দস্বরূপ নিরালস্য নিরাধার ॥
 এক নিরঞ্জন হয়্যা নানা ভেদ (১) ধর ।
 রূপভেদে বিখ্যোৎপত্তি স্থিতি লয় কর ॥
 একই সুবর্ণ যেন নানা ভেদ ধরে ।
 অগেয়ান বলে কটক কুণ্ডল হারে ॥ (২)
 কেহ ব্রহ্ম বলে কেহ পুরুষ পুরাণ ।
 কেহ ধর্ম্ম সত্য বলে কেহ তগবান ॥
 আমি ব্রহ্মা সনকাদি না জানি তোমায়ে ।
 আমি সব মায়ায় নির্মিত চরাচরে ॥
 আপনে সৃজন কর পালন সংহার ।
 তোমা বহি জগতে বলিতে নাহি আর ॥
 নানা অবতার তুমি কর নানা রূপে ।
 আপনে মোহিনীবেশ ধরিলে কিরূপে ॥
 অশুরমোহিনী তুমি নারীবেশ ধর ।
 দেখাইয়া আমার সংশয় ছেদ কর ॥ (৩)
 হাসিয়া কেশব তবে বলে কোন বাণী ।
 অশুর মোহিত রূপ ধরিছ মোহিনী ॥
 সে রূপ দেখাব শিব কর অবধান ।
 দেখিলে কামীর কাম হয় উপাদান ॥
 এ বোল বলিয়া হরি হৈলা অন্তর্জান ।
 এবে শিব উপবন দেখে বিভ্রান্ত ॥

(১) পাঠান্তর,—“রূপ” ।

(২) “একই কনক যেন নানা ভেদ ধরে ।

কিরীট কুণ্ডল হার নানা অলঙ্কারে ॥”

(৩) “অশুর মোহিলে তুমি স্ত্রী-বেশ ধর ।

সে রূপ দেখাই মোরে যদি দয়া কর ॥”

(১) “কেন বা পেলিলু বজ্র পাঠিয়া অন্নকাজ ।”

(২) ইহার পর অন্ত পুঁথিতে অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে ।

ফল ফুলে লব্ধিত্ত বিবিধ তরুজাল ॥
 সাক্ষাৎ বসন্ত যেন কৈল অবতারণ ॥
 তাহার ভিতরে দেবী গমন মন্থরা ।
 ললিত চলিত চাক্র নিতম্ব মেখলা ॥
 সমান উন্নত স্তন তার গতি মন্দ ।
 মধুস্মিত বিনিমিত্ত মতিময় দম্ব ॥
 কুচযুগলমণ্ডলে চঞ্চল হার জাল ।
 ললিত কলিত পারিজাত বনমাল ॥]
 গেড়ুয়া ক্ষেপণে লোল নয়নবিলাস ।
 চলিত কুণ্ডল চাক্র কপোলবিকাশ ॥
 স্তন ভরে ক্ষীণ গতি ক্ষীণ কটদেশ ।
 ঠমক চলিত গতি গমন বিশেষ ॥
 পবনে চলিত কুচ-বসন বিলাস ।
 মদনমোহন মন্দ মধুস্মিত হাস ॥
 পরম রমণীরূপ দেখিয়া শঙ্কর ।
 কামে বিমোহিত শিব পাগরে সকল ॥
 কোথা বুঝ কোথা দেবী কোথা নিজগণ ।
 আপনা পাগরে শিব কামে অচেতন ॥
 লজ্জা মান (১) হরিল বিফল মহেশ্বর ।
 মোহিনী ধরিতে নারে ধায় নিরন্তর ॥
 বনের ভিতরে দেবী রহিল লুকায়া ।
 খুঁজিয়া বেড়ায় হর ব্যাকুল হইয়া ॥
 লাগ পের্যা কেশপাশে ধরিল যতনে ।
 বাহুগুণ ভিড়িয়া দিলেন আলিঙ্গনে ॥
 বাহুবন্ধ খসায়্যা পলাইল শীঘ্রগতি ।
 এদিকে ওদিকে যায় মোহন মুরতি ॥
 কেশ বেশ খসিল বসন পরিধান ।
 বনে বনে রমণী পলায় স্থানস্থান ॥

(১) পাঠান্তর,—“লাজ ভয়” ।

ইতি অষ্টমস্কন্ধে ভূতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

তবে মন্থর কথ্য কহিব এখনে ।
 মহাভাগবত ভূমি শুন সাবধানে ॥
 এখনে সপ্তম মন্ত্র বৈবস্বত নাম ।
 গুরুর তনয় তেঁহ মন্ত্র প্রদান ॥
 আদিত্য দেবের নাম ইন্দ্র পুরন্দর ।
 আপনে বামন রূপ ধরিলা দীপ্বর ॥

পাছে পাছে ধায় শিব ধরিতে না পারে ।
 খসিয়া পড়িল বীৰ্য্য ভূমির উপরে ॥
 শঙ্করের বীৰ্য্য খসি যথাতে পড়িল ।
 সেই সেই ঠাকুর ভূমি হেমময় হৈল ॥
 বীৰ্য্যপাত হৈল যদি চিত্তে মহেশ্বরে ।
 বিষম দেবের মায়া কে বুঝিতে পারে ;
 ছাড়িয়া মোহিনীবেশ প্রভু গদাধর ।
 নিজরূপ ধরে তবে হরের গোচর ।
 সন্তোষিয়া বলে হরি না কর বিবাদ ।
 আমার বিষম মায়া বড় পরমাদ ॥
 আমার প্রভাব আমি দেখালাম তোমায়ে ।
 নহিব তোমায়ে আর মায়া কোন কালে ॥
 এতেক বলিয়া হরি শঙ্করে ভূষিল ।
 প্রণাম করিয়া শিব সগণে চলিল ॥
 পথে দেবী সনে কথা কহে মহেশ্বর ।
 দেখিলে পার্শ্বতী বিষ্ণুমায়া এত বড় ॥
 আমি যোগেশ্বর হইয়া পাইল এত লাজ ।
 অতকে মোহিব তাঁর কত বড় কাজ ॥
 এই সে কৃষ্ণের কথা পুঙ্কবে শুনিলে ।
 সেই নারায়ণ তুমি সাক্ষাতে দেখিলে ॥
 সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম পুরুষ পুরাণ ।
 সকল জীবের গতি এক ভগবান ॥
 কহিল তোমায়ে রাজা অপূর্ব কাহিনী ।
 কপটে যুবতীবেশ ধরে চক্রপাণি ॥
 অম্বর মোহিয়া করে দেবে পরিভ্রাণ ।
 সে হরিরচরণে যোর রহক প্রণাম ॥
 ভক্তি রস-কথা-গুণ গদাধর জান ।
 ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান ॥

চতুর্দশ মন্থর কহিল বিস্তারে ।
 যে যে কথ্য কৈলা হরি যে যে অবতারে ॥
 মন্থরংশ মন্থর কাল পরিমাণ ।
 কি কথা কহিব আর কহ মতিমান ॥
 মূনির বচন শুনি রাজা জিজ্ঞাসিল ।
 বামনমুরতি কৃষ্ণ কি কারণে হৈল ॥

চলিয়া পাতালে বলি লৈল নারায়ণে ।
 ভিন পদ ভূমি কৃষ্ণ মাগে কি কারণে ॥
 এ বড় কৌতুক গুরু শুনিবারে চাই ।
 আপনে বিশ্ব হর্যা মাগে অত্র ঠাক্রি ॥
 তবে শুক মুনি বলে শুন নরেশ্বর ।
 অদভুত কথা কহি তোমার গোচর ॥
 ইন্দ্র আদি দেবগণে অসুর জিনিল ।
 হারিয়া অসুরগণ নানা দিগে গেল ॥
 বলি রাজা জীয়াইল গুরু পুরোহিতে ।
 তবে বলি গুরু আরাধিল নানা মতে ॥
 তবে শুক বেদবিৎ আনিয়া ব্রাহ্মণে ।
 বিশ্বজিৎ নামে যজ্ঞ করায় আপনে ॥
 মহা অভিষেক করাইল দৈত্যেশ্বরে ।
 দিব্য রথ উপজিল যজ্ঞের অনলে ॥
 দিব্য রথ দিব্য ঘোড়া দিব্য শরাসন ।
 যজ্ঞের অনলে সব হৈল উৎপন্ন ॥
 সিংহধ্বজ অক্ষয় কবচ দিব্য বাণ ।
 উঠিল আগুনি হৈতে অগ্নির সমান ॥
 পিতামহ (১) দিলা মালা অমল কমলে ।
 আশ্বিনীদ দিল যত ব্রাহ্মণ সকলে ॥
 গুরু বিজ্ঞ প্রদক্ষিণ করি সপ্তবার ।
 দণ্ডবৎ হর্যা বলি কৈল নমস্কার ॥
 অদ্বৈতে পরিল বলি দিব্য আভরণ ।
 দিব্য রথে বলি রাজা কৈল আরোহণ ॥
 দিব্য ধ্বজা বাণ ধরে অস্ত্র খরতর ।
 তবে বলি জলে যেন জলন্ত আনল ॥
 সমবল সমবীৰ্য্য সম শক্তি ধরে ।
 মহারথি সেনাপতি লৈয়া দৈত্যেশ্বরে ॥
 বেটিল ইন্দ্রের পুরী স্বর্গের উপর ।
 বৈদূর্য্য বিক্রমবর শোভে ধরেণর ॥
 কনক কবাট যাথে ফটিকদুয়ার ।
 অর্কুদ অর্কুদ রত্ন বিমানসঞ্চার ॥
 বিক্রমনিধিত বেদী গণিময় স্থল ।
 ফটিকরচিত তট দীঘি সরোবর ॥
 কুমুদ কমল উৎপল নানা ফুল ।
 জলচর কোলাহল শব্দ আকুল ॥
 কুমুদিনী নলিনী তাহাতে ক্রীড়া করে ।
 সুরবধূগণ সব বিহরে পুণ্য জলে ॥
 বিবিধ মন্দির পুর রতনে নির্মিত ।
 বিশ্বকর্ষ-শিল্পগুণ বাহে প্রকাশিত ॥
 বিবল অগুরু ধূপ সুগন্ধি পবন ।
 সুরভঙ্গ-কুমুম আমোদ উপবন ॥

(১) প্রজ্ঞাদ ।

বিবিধ মঙ্গলগীত বিবিধ বাজন ।
 বহুবিধ সুরবধু বিবিধ নাচন ॥
 খল দুই ভূতদ্রোহী পাণ্ডী দুরাচার ।
 এ সব জনৈয় যাথে নাহিক সঞ্চার ॥
 যজ্ঞ পুণ্য ধর্ম্মশীল যজ্ঞ দান করে ।
 শুভকর্ম্ম করিয়া সে যাইবারে পারে ॥
 হেন সুরপুরী গিয়া বেঢ়ে দৈত্যগণে ।
 ভয় পাঞা ইন্দ্র গেল গুরুনিজ্ঞমানে ॥
 কহ গুরু বৃহস্পতি বিষম ঘটিল ।
 কি কারণে এত বড় অসুর বাটিল ॥
 ত্রৈলোক্যদহন-শক্তি বলি রাজা ধরে ।
 তার সঙ্গে যুঝিবে কেমন পরকারে ॥
 তবে বৃহস্পতি বলে শুন পুরন্দর ।
 গুরু আরাধিয়া বলি ধরে মহাবল ॥
 কার শক্তি আছে তারে জিনিবারে পারি ।
 এখন পলাঞা যাহ তেজি সুরপুরী ॥
 যখনে তোমার ইন্দ্র হবে শুভকাল ।
 তখনে সে হৈব দৈত্য সবংশে সংহার ॥
 এ বোল শুনিঞা যত দেবগণ মেলি ।
 চৌদিকে পলাঞা গেলা ছাড়ি সুরপুরী ॥
 তবে বলি প্রবেশিয়া রহে সুরপুরে ।
 ত্রৈলোক্য জিনিয়া কৈল নিজ অধিকারে ॥
 ত্রিভুবনে রাজা যদি হৈল দৈত্যেশ্বর ।
 গুরু পুরোহিত গেলা বলির গোচর ॥
 শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করায় ব্রাহ্মণে ।
 এক ছত্র (১) অধিকার হৈল ত্রিভুবনে ॥
 নরবেশ ধরি ক্রমে যত দেবগণ ।
 দেখিয়া পুত্রের দুঃখ চিন্তে মনোমন ॥
 পুত্রশোক ব্যাকুলিত অদিতি রহিল ।
 হেনকালে কশ্যপের আগমন হৈল ॥
 সমাধি করিয়া ভঙ্গ আইলা প্রজাপতি ।
 পান্য অর্ঘ্য দিয়া তারে পূজিলা অদিতি ॥
 আসনে বলিয়া মুনি অদিতি দেখিল ।
 অদিতির দুঃখ দেখি কশ্যপ পুছিল ॥
 কহ দেবি কিবা সে তোমার অকুশল (২) ।
 মলিন বদন ধর ক্ষীণ কলেবর ॥
 কিবা লোকে ধর্ম্মে তুমি কৈলে অপরাধ ।
 কিবা দৈবযোগে কিছু কৈলে পরমাদ ॥

(১) পাঠান্তর,—“চক্র” ।

(২) পাঠান্তর,—

“কহ দেবি কি কারণে তুমি অকুশল”

জল মাত্র দিয়া কি অতিথি না পুজিলে ।
 কিবা গৃহকক্ষেতে ব্যাকুল হয়্যা ছিলে ॥
 যার ঘরে অতিথি বিমুখ হয়্যা চলে ।
 জঙ্ঘকের বাস যেন জানিহ বিফলে ॥
 কিবা কালে কালে না পুজিলে হত্যাশন ।
 কিবা যজ্ঞকালে তুমি না কৈলে হবন ।
 কিবা দ্বিজুলে তুমি কৈলে অবজ্ঞান ॥
 কিবা পুত্রশোকে তুমি পাও অপমান ॥
 কহ দেবি দুঃখ-শোক-কারণ তোমার ।
 জানিঞা করিব আমি দুঃখপ্রতিকার ॥
 কণ্ঠপের বাক্য শুনি দেবের জননী ।
 কহিল সকল কথা ঘোড় করি পাণি ॥
 তুমি হেন পতি যায় যোগধর্মময় ।
 কোন কালে কভু তার দুঃখ শোক নয় ॥
 দৈবযোগে দুঃখ শোকে আমিত ব্যাকুলী ।
 দৈত্যগণে ইন্দ্র জিনি লৈল সুরপুরী ॥
 নরবেশ ধরি ভ্রমে মোর পুত্রগণ ।
 যিপুত্রে আছে তারা রাখিয়া জীবন ॥
 মোর পুত্রগণে পাইব নিঃস্বার্থকার ।
 টুটাব অনুরগণে দর্প অহঙ্কার ॥
 ছেন ক'ম সাধিয়া দেয়াহ যোগেশ্বর ।
 শুনিঞা কণ্ঠপ মুনি দিলেন উত্তর ॥
 হরি হরি বিষ্ণুমায়া না যায় বুঝন ।
 প্রেমপাশে চরাচর জগতবন্ধন ॥
 কেবা কার পতি পুত্র কেবা কার মাতা (১) ।
 অনাদি সংসার বন্ধে বাঁধিল বিধাতা ॥
 মল মুহু শরীর কেবল অচেতন ।
 প্রকৃতির পর জীব অজ নিরঞ্জন ॥
 কার শোক কার মোহ কেবা নিজ পর ।
 অবিদ্যা কল্পিত জীব বন্ধন সকল ॥
 সর্বভাবে কর তুমি গোবিন্দ ভজন ।
 হরি সে করিব সব দুঃখ নিবারণ ॥
 হরি সে জগৎগুরু জগতনিবাস ॥
 হরি সে পুরিতে পারে দীন-অভিলাষ ॥
 এ বোল বুঝিয়া হবি ভজ সাবধানে ।
 অশেষ বাক্তিত ফল দিব নারায়ণে ॥
 কৃষ্ণ আরাধনবিধি শুনি সাবধানে ।
 পূরবে শুনিল আমি ব্রহ্মার আননে ॥
 যখনে আমারে ব্রহ্মা পুত্রবর দিল ।
 পরোব্রত নামে ব্রত আমারে কহিল ॥

ফাঙ্কন মাসের শুক্লপক্ষে আরম্ভিব ।
 এই ব্রত করিয়া গোবিন্দ আরাধিব ॥
 বঃহমস্তের মাটি আনিব যতনে ।
 পূর্ক দিনে করি তবে অঙ্কের জেপনে ॥
 মজ্জন করিয়া তবে পুজি দামোদরে ।
 জলে স্থলে পুজি কিংবা গুহুর শরীরে ॥
 ধরণীমণ্ডলে কিংবা পুজিব আনলে ।
 দিব্য স্তুতি করি তবে প্রভুর গোচরে ॥
 পাচ অর্ঘ্য আচমন গন্ধ পুষ্প দিব ।
 দিব্য-গন্ধ জলে কৃষ্ণে মজ্জন করাব ॥
 দিব্য ধূপ দীপ দিব দিব্য উপহার ॥
 দিব্য বস্ত্র মালা দিব দিব্য অলঙ্কার ॥
 ষাদশ অক্ষর মন্ত্রে পুজিব শ্রীহরি ।
 সঙ্কড় পায়স দিয়া হোম ক'ম করি ॥
 মূল মন্ত্র করি উপহার নিবেদন ।
 আচমন দিয়া করি ভাষূল অর্পণ ॥
 মূল মন্ত্র জপি এক শত অষ্ট বার ।
 প্রোক্ত প্রদক্ষিণ করি করি নমস্কার ॥
 দিব্য স্তুতি পাচ স্তুতি করিব বিধানে ।
 অবশেষে শিরে ধরি করি বিসর্জনে ॥
 নিবেদিত করি ভক্তজনে নিবেদন ।
 দিব্য অন্ন পান দিয়া ভুজাব ব্রাহ্মণ ॥
 ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-আজ্ঞা শিরে করি লৈব ।
 যজ্ঞ-অবশেষ দিয়া ভোজন করিব ॥
 এইরূপে রজনী বঞ্চিব ব্রত করি ।
 রাত্রিশেষে উঠিব গোবিন্দে মন ধরি ॥
 স্নান করি নিত্যকর্ম করি সমাধান ।
 প্রতিদিন কেশবে করাব ক্ষীরে স্নান ॥
 পুরুষ বিধানে হরি করিব অর্চন ।
 নিতি নিতি হোম কর্ম ব্রাহ্মণ ভোজন ॥
 আরম্ভ করিব শুক্লপ্রতিপদ দিনে ।
 ত্রয়োদশী দিনে ব্রত করি সমাধানে ॥
 ব্রহ্মচর্য্য করিব শয়ন ভূমিতলে ।
 ত্রিসন্ধ্যা মজ্জন করি পুজিহ দামোদরে ॥
 চুইজন আলাপ বজ্জিব সুখভোগ ।
 বৈষ্ণব জনের সঙ্গে করিব সংযোগ ॥
 ব্রত সমাপিব শুক্লত্রয়োদশী দিনে ।
 পঞ্চগবে অতিসেক করি নারায়ণে ॥
 মহাপূজা করি বিত্তশাঠ্য পরিহরি ।
 সঙ্কড় পায়সে হোম মূল মন্ত্রে করি ॥
 বহুবিধ উপহার বিবিধ রতন ।
 পরম পীরীতি করি করিব পূজন ॥

উৎসব করিয়া ব্রত করি সমাপনে ।
 তবে গুরুপূজা করি বস্ত্র আভরণে ॥
 ব্রাহ্মণ সম্ভাষণ করি দিয়া বহুধন ।
 বহুবিধ অন্নপানে করাই ভোজন ॥
 গুরুকে দক্ষিণা দিব বসন ভূষণ ।
 অন্নপানে পূজিব পতিত হীনজন ॥
 সৰ্ব্বজীবে সম্ভাষণ করিয়ে পীরিত ।
 জীব সম্ভাষণে তুষ্ট হন প্রাণপতি ॥
 স্তুতা গীত শ্রুতি বাচ্য করিব বিস্তর ।
 ব্রত সমাপিব করি বিবিধ মঙ্গল ॥
 বহুগণ সহ পাছে করিব ভোজন ।
 কহিণু তোমাতে ব্রত কৃষ্ণ-আরাধন ॥
 পরোব্রত নামে ব্রত ব্রহ্মা যে কহিল ।
 তোমার কারণে আমি ব্রত প্রকাশিল ॥
 সেই তপ সেই জপ সেই যজ্ঞ দান ।
 বাহ্য হৈতে তুষ্ট হন প্রভু ভগবান ॥
 সৰ্ব্ব কৰ্ম সমর্পিয়া কৃষ্ণের চরণে ।
 শুদ্ধভাবে কর তুমি কৃষ্ণ আরাধনে ॥
 কৃষ্ণ আরাধন হয় সৰ্ব্বগুণনিধি ।
 তবে হেন জান তার হবে সৰ্ব্ব সিদ্ধি (১) ॥
 কল্পপের বচন শুনিঞা সুরমাতা ।
 তবে পরোব্রত কৈলা হয়্যা আনন্দিতা ॥
 কার মন বচন গোবিন্দ-পদে ধরি ।
 ভক্তিতাবে করি গৃহিণী ভজিলা শ্রীহরি ॥
 ত্রয়োদশী দিনে ব্রত কৈলা সমাধান ।
 ব্রত সাক্ষ্যকালে দেখা দিলা ভগবান ॥
 নব জলধর তনু সুপীত বসন ।
 শঙ্খ-চক্রধর হরি রাজীবলোচন ॥
 সাক্ষাতে দেখিয়া হরি দেবের জননী ।
 প্রেমভরে পুলকিত গঙ্গাদ বাণী ॥
 ভূষেতে পড়িয়া কৈল দণ্ড পরগতি ।
 কর-বোড় করিয়া করয়ে কোন গুতি ॥
 তীর্থপাদ তীর্থকীৰ্ত্তি শ্রবণ মঙ্গল ।
 অচ্যুত পুরুষ যজ্ঞ প্রণত বৎসল ॥
 গোবিন্দ কেশব হৃষীকেশ দামোদর ।
 জয় জগন্নাথ দেব জয় গদাধর ॥
 জয় কৃষ্ণ নমো নমো জয় শ্রীনিবাস ।
 অতুল সম্পদ-পদ বিশ্ব-পরকাশ ॥

(১) পাঠান্তর,—

“কৃষ্ণ আরাধিল যদি সৰ্ব্বগুণনিধি ।
 তবে ত জানিহ হেন হৈল সৰ্ব্ব-সিদ্ধি ॥”

তুমি তুষ্ট হৈলে সৰ্ব্ব সিদ্ধি উপাদন ।
 রিপুঞ্জয় হৈব তাহে কোন বস্তুজ্ঞান ॥
 অদিতির বচন শুনিঞা চক্রপাণি ।
 ক্রন্দন বুঝিয়া তার বলে কোন বাণী ॥
 তোমার চিন্তের কথা আমি জানি ভালে (১)।
 ইন্দ্র আমি দেবগণ জিনিল অনুরে ॥
 বলে হরি লৈল তারা স্বর্গ অধিকার ।
 শ্রীশ্রষ্ট হইয়া ফিরে সন্তান (২) তোমার ॥
 এই পুত্র শোকে তুমি ব্যাকুল হইয়া ।
 আমি আরাধিলে তুমি একান্ত করিয়া ॥
 প্রেমভক্তি করি তুমি আমারে ভজিলে । (৩)
 আমার ভজন কতু নহিব বিফলে ॥
 সতী পতিব্রতা তুমি কল্পপবনিতা ।
 দেবের জননী তুমি পরম পণ্ডিতা ॥
 জনম লভিব আমি তোমার উদরে ।
 স্থাপিব তোমার পুত্রে নিজ অধিকারে ॥
 শ্রীভ্র (৪) করি চল তুমি পতি সন্ন্যাসনে ।
 কল্পপে চিহ্নিহ যেন আমিঃ সমানে ॥
 এইরূপ চিহ্নিয়া ভজিহ প্রজাপতি ।
 বিনয় বচনে তাঁরে করিহ ভক্তি ॥
 তবে জনমিব আমি তোমার উদরে ।
 ভকতবৎসল নাম করিব সকলে (৫) ॥
 এতেক বলিয়া হরি কৈলা অন্তর্ধান ।
 অদিতি চলিয়া গেলা কল্পপের স্থান ॥
 লভিয়া দুর্লভ বর মনে আনন্দিতা ।
 ভক্তিতাবে পতিসেবা কৈলা পতিব্রতা ॥
 সমাধি করিয়া তবে কল্পপ বুঝিল ।
 সাক্ষাতে আসিয়া হরি অবতার কৈল ॥
 অদিতির গর্ভে হরি কৈলা অবতার ।
 জানিঞা বিস্ময়িতা গেলা স্তম্ভ করিবার ॥

(১) পাঠান্তর,—“পুত্র বেড়ায়।”

“আমি ভালমতে জানি তোমার অনুরে ।

(২) পাঠান্তর,—

(৩) পাঠান্তর,—

“এই পুত্রশোকে তুমি হইয়া ব্যাকুল ।
 আমি আরাধিলে তুমি নানা যজ্ঞ বলি ।
 একান্ত ভজন করি ভজিলে আমারে ।”

(৪) পাঠান্তর,—“কাট” ।

(৫) পাঠান্তর,—

“তোমার উদরে আমি তবে জনমিব ।
 ভকতবৎসল নাম সকল করিব ।”

বহুবিধ স্তুতি ভক্তি করিয়া প্রণতি ।
 আপন ভুবনে তবে গেলা প্রজাপতি ॥
 শুভ কালে শুভ দিনে শুভ বোগ তিথি ।
 হেন কালে জনম লভিল প্রাণপতি ॥
 আজ্ঞার লক্ষিত চারু (১) ভূজ বিরাজিত ॥
 শঙ্খ চক্রে গদা পদ্ম ভূজে বিলসিত ॥
 পীতবাস পরিধান রাজীব-লোচন ।
 বিলোল মুকুতাদাম শ্রীবাসলাঞ্ছন ॥
 মকরকুণ্ডল চারু গণ্ড বিলোলিত ।
 মঞ্জীররঞ্জিত চারু চরণে শিজিত ॥
 মণিময় ভূষণ বিলোল বনমাল ।
 নিজ তেজে নিবারিল গৃহঅন্ধকার ॥
 গণ্ড বিলোলিত চারু মকরকুণ্ডল ।
 অধর রজিম চারু শ্রীমুখ মণ্ডল ॥
 দশ দিগ প্রকাশ বিমল জলাশয় ।
 ত্রিভুগৎ হরষিত হৈল অতিশয় ॥
 ছয় ঋতু বিদ্যমান হৈলা এককালে ।
 পুরিল পৃথিবীতল আনন্দ মঙ্গলে ॥
 স্থাবর জঙ্গম হৈল অন্তরে হরিব ।
 আকাশ মণ্ডলে হৈল কুমুম বরিষ ॥
 দুন্দুভি কাহাল শঙ্খ বাজিল তুমুলে ।
 প্রভুর মঙ্গল গীত গায় বিভাধরে ॥
 দেবগণে মুনীগণে করিল স্তবন ।
 গন্ধৰ্ব্ব কিম্বরে কৈল কোতুকে নাচন ॥
 শ্রবণা নক্ষত্রযুত ষাটশর দিনে ।
 শুভযোগে তিথি বার অভিজিৎ ক্ষণে ॥
 ভাদ্র মাস ঋতুপক্ষ ষাটশর দিনে ॥
 প্রকাশ দিলেন হরি অদিতির স্থানে ॥
 দেখিয়া অদিতি দেবী হৈলা আনন্দিতা ।
 পুত্র হয়্যা জনমিলা ত্রিভুবনপিতা ॥
 কস্তাপ দেখিয়া পুত্রে কৈল দণ্ডহুতি ।
 করষোড় করি স্তুতি করে প্রজাপতি ॥
 পিতা মাতা বিদ্যমানে প্রভু যোগেশ্বরে ।
 নিজ রূপ ভেজিয়া বামনরূপ ধরে ॥
 অদ্ভুত বামন মুক্তি দেখি মুনীগণে ।
 হরষিত হয়্যা কৈল বিবিধ স্তবনে ॥
 কস্তাপ পুত্রের গলে যজ্ঞহুত্রে দিল ।
 আপনে আসিয়া সূর্য্য গায়ত্রী পাঠাইল ॥
 বৃহস্পতি গলে দিল কুশের মেথলা ।
 বসুন্ধরা বসিবারে দিলা মৃগছালা ॥

(১) চারি ।

দণ্ড কমণ্ডলু আনি দিল শশধরে ।
 কোপীন বসন দিল আকাশমণ্ডলে ॥
 অস্তরীক্ষ ছত্র দিল মালা সরস্বতী ।
 আনিঞা ভিক্কার পাত্র দিলা ধনপতি ॥
 নানা দ্রব্য আনি দিল নানা মুনীগণে ।
 হেন কালে মনে বৃষ্টি চিহ্নিল বামনে ॥
 অশ্বমেধ যজ্ঞ করে বলি দৈত্যরাজ ।
 চলিয়া বামন গেলা দৈত্যের সমার ॥
 ভৃগুকচ্ছ নামে ভীৰ্ষ নর্যদার তীরে ।
 ঋতু-শুভ্রে লঞা তথা বলি যজ্ঞ করে ॥
 তথা গিয়া উত্তরীলা অদ্ভুত বামন ।
 নিজ তেজে জলে যেন সূর্য্য হত্যাশন ॥
 বামন দেখিয়া লোকে লাগে চমৎকার ।
 সভাসতে বলিরাজা উঠিল তৎকাল ॥
 কিবা চজ্ঞ সূর্য্য কিবা দীপ্ত হত্যাশন ।
 বামন দেখিয়া বিমোহিত সর্বজন ॥
 কপট বামনবেশ ছত্র ধরে মাথে ।
 মৃগছাল পরে দণ্ড-কমণ্ডলু হাথে ॥
 অদভুত দ্বিজ বহু দেখি উপসন্ন ।
 কুণ্ডে হৈতে উঠিল যজ্ঞের হত্যাশন ॥
 বাজিক ব্রাহ্মণ সব উঠিল সত্বরে ।
 সভাসতে ওরিতে উঠিলা দৈত্যেশ্বরে ॥
 মনোহর রূপ দেখি দ্বিজ শিশুবেশ ।
 সভার হৃদয়ে হৈল আনন্দবিশেষ ॥
 হরিবে আসিয়া বলি কৈলা সম্ভাষণে ।
 আগত স্বাগত বলে বিনয় বচনে ॥
 পাণ্ড অর্ঘ্য দিয়া রাজা পুজিল সত্বরে ।
 হেম সিংহাসনে প্রভু বগালা আদরে ॥
 চরণকমল পাখালিল পুষ্যজলে ।
 সবংশে ধরিল জল মাধার উপরে ॥
 ভকতি করিয়া বাহা হর ধরে মাথে ।
 ব্রহ্মা আদি দেবে বাহা বাহে ধ্যানপথে ॥
 মহাতাগবত বলি ধর্ম কলেবর ।
 হেন পুষ্যজল ধরে শিরের উপর ॥
 নমো জয় জয় বলি কৈল পরণাম ।
 করষোড় পুছে রাজা হয়্যা সাবধান ॥
 আজি সে সফল যোর জনম জীবন ।
 আজি সে ভূপিত যোর হৈল পিতৃগণ ॥
 আজি সে সফল যোর যজ্ঞ পরিবার ।
 আজি সে আনিহু হৈল বংশের উদ্ধার ॥
 ধন্ত যজ্ঞ ধন্ত দ্বিজ ধন্ত ক্রিতিতল ।
 যাহাতে পড়িল হেন চরণকমল ॥

আজ্ঞা কর দ্বিজরাজ কি দিব তোমায়ে ।
 হতী ঘোড়া রথ যত মোর অধিকারে ॥
 ত্রিভুবন মাগ যদি তাহা দিতে পারি ।
 ভূমি যাহা চাহ তাহা অস্তথা না করি ॥
 এ বোল বুঝিয়া আজ্ঞা কর দ্বিজবর ।
 সবংশে সফল মোরে করহ সত্তর ॥
 বলির বচন শুনি প্রভু হৃষীকেশ ।
 হাসিয়া উত্তর দিয়া ছলে দ্বিজবেশ ॥
 ধন্য ধন্য বলি ভূমি ধন্য কুণ্ডলজয় ।
 ধর্মযুক্ত সত্যযুক্ত তোমার বচন ॥
 কুলবৃদ্ধ পিতামহ প্রহ্লাদ তোমার ।
 শুক হেন মুনিরাজ পুরোহিত যার ॥
 এ বংশেতে জন্মে নাহি কপ-রূপণ ।
 কেহ কভু নাহি বলে অসত্য বচন ॥
 প্রতিজ্ঞা করিয়া কেহ না দিল ব্রাহ্মণে ।
 হেন জন নাহি হয় এবংশে জনমে ॥
 এই বংশে উপজিল হিরণ্যাক্ষ বীর ।
 তার যুদ্ধে ত্রিভুবনে কেহ নহে স্থির ॥
 বধনে বরাহরূপে পৃথ্বী উদ্ধারিল ।
 অনেক যতনে তারে বরাহ মারিল ॥
 শুনিঞা ভাইব বধ মহাদৈত্যেশ্বর ।
 হিরণ্যকশিপু ক্রোধে জ্বলিল অস্তর ॥
 বিষ্ণু মারিবারে দৈত্য চলে তরাশ্বরি ।
 চাহিতে চাহিতে বলে শূল হাতে ধরি ॥
 ত্রিভুবনে চাহি দৈত্য বৈকুণ্ঠে উঠিল ।
 মহাদৈত্য দেখি বিষ্ণু সজ্জয়ে চিহ্নিল
 লুকায়া বেড়ায় বিষ্ণু বৈকুণ্ঠ নগরে ।
 যথা যথা বিষ্ণু তথা ধাব ধরিবারে ॥
 পালায়া রহিতে স্থান না দেখিল হরি ।
 তারি হৃদে প্রবেশিল স্তম্ভরূপ ধরি ॥
 নাসিকাবিবরে হরি কৈলা পরবেশ ।
 কোথাতে রহিল বিষ্ণু না পায় উদ্দেশ ॥
 স্বর্গ মর্ত্য পাতাল চাহিল ত্রিভুবন ।
 দশ দিগ চাহিল না পাইল দরশন ॥
 তবে দৈত্য বলে আমি চাহিলু বিচারি ।
 যবে জীয়ে তবে কেনে না দেখিলু হরি ॥
 হরষিত হয়্য দৈত্য আইল নিঃশর ।
 তাহাকে মারিল নর-সিংহ অবতারে ॥
 আছিল তোমার বাপ বিরোচন নামে ।
 তার ঠাঞি ভিক্ষা মাগিলেন সুরগণে ॥
 দ্বিজবেশ ধরি দেবে মাগিল জীবন ।
 আপনার প্রাণ দিয়া ভূমিল ব্রাহ্মণ ॥

হেন পূণ্যবংশে ভূমি জনম লাভিলে ।
 আপনার কুলধর্ম আপনে রাখিলে ॥
 মাগিব অলপ কিছু তোমা বিত্তমানে ।
 সতে তিনপাদ ভূমি দেহ ভূমি দানে ॥
 তিনপাদ ভূমি দেহ চরণে জুখিয়া ।
 তপ করিবারে চাহি তাহাতে বসিয়া ॥
 প্রয়োজন বুঝিয়া ব্রাহ্মণে লব দান ।
 অধিক না লয় যদি হয় মতিমান ॥
 ভূমি-সব দিতে পার ত্রিভুবনপতি ।
 আমি-সভে মাগিবে ত্রিপাদ বসুমতী ॥
 এতেক শুনিজ্ঞা বলি প্রভুর বচন ।
 করজোড়ে বলিয়া করে নিবেদন ॥
 শিশুবৃদ্ধি দ্বিজ ভূমি সহজে ছাওয়াল (১) ।
 মাগ যদি পারি আমি পৃথিবী দিবার ॥
 তিন পদ ভূমি মাগ এ কোন ঠাকুরী (২) ।
 দাতা পায়্যা মাগি যাহা হৈতে দুঃখ তরি ॥
 হাসিয়া বামন তবে দিলেন উত্তর ।
 ভাল কথা কহ ভূমি বলি দৈত্যেশ্বর ॥
 ভূমি তিন পদে যদি সন্তোষ না হব ।
 তবে ত্রিভুবন দিলে কামনা পুরিব ॥
 পৃথু গয় আদি রাজা পুরুষে আছিল ।
 সপ্তর্ষীপে যার রাজ্য অধিকার হৈল ॥
 তমুত নহিল শাস্তি রাজ্যপদ পাঞা ।
 হেন সব রাজা গেল পৃথিবী ছাড়িয়া ॥
 সন্তোষ থাকিলে চিত্ত অলপেই আঁটে ।
 অসন্তোষ চিত্ত যার ত্রিভুবনে না আঁটে ॥
 দ্বিজকূলে এই ধর্ম শাস্তি কুটি দয়া ।
 অধিক মাগিব কেনে দ্বিজসুত হঞা ॥
 প্রয়োজন অধিক মাগিলে কোন কাজ ।
 এ বোল বুঝিয়া আজ্ঞা কর মহারাজ ॥
 হাসিয়া উত্তর দিল বলি দৈত্যেশ্বর ।
 যে তোমার বাহা সেই লহ দ্বিজবর ॥
 এ বোল বলিয়া জলপাত্র নিল করে ।
 তিন পদ ভূমি দিব বলে বামনেরে ॥ (৩)

পঠমঙ্গরী রাগ ।

বলির বচন শুনি দৈত্যশুক শুক্লমুনি
 কহিল বলির বিত্তমানে ।
 কস্তপের পুত্র হই অদিত্য গর্তে বাই
 আপনে জন্মিলা নারায়ণে ॥

(১) ছাওয়াল । (২),—“ভাল ঠাকুরালী” ।

(৩) পাঠান্তর,—“নরেশ্বরে” ।

দেবকার্য সাধিবারে চলে বিজয়পথে ধরে
বজ্র আসি হৈলা উপসর ।
কপটে সকল নিব ইন্দ্রে অধিকার দিব
এই বিষ্ণু কপট-বানন ॥
তুমি না জানিঞা মর্থ কৈলে অতি মন্দ কর্ম
দান দিতে কৈলে অধীকার ।
এইক্ষণে ত্রিভুবন তিন পদে নারায়ণ
বুড়িয়া লইব অধিকার ॥
এক পদে ক্ষিত্তিতল আর পদে সুরপুর
বুড়িয়া ধরিব মহাশয় ।
এক পদে নাহি স্থিতি কি হয় তাহার গতি
কেন তার না চিন্ত উপায় ॥
দিতে অধীকার কৈলে যদি দিতে না পারিলে
তবে দেখি নরক তোমার ।
তুমি মুখ দৈত্যপতি না বর ধর্মের গতি
ব্যর্থ তুমি কৈলে অধীকার ॥
আছিল ঋচীক মুন তার মুখে হেন শুনি
দোষ নাহি অসত্য বচনে ।
পরিহাসে নারীকুলে বিবাহে সঙ্কট কালে
মিথ্যা বলি ব্রাহ্মণ কাবণে ॥
আমার বচন ধর অধীকার ব্যর্থ কর
কিছু তুমি না দেহ ব্রাহ্মণে ।
গুরু বচন শুনি বলি রাজা মনে গণি
কহে কিছু বিনয় বচনে ॥
গুরুমুখে যত কহে সে সব অসত্য নহে
গৃহস্থকুলের ধর্মবাণী ।
জনমিঞা মহাবংশে ভাঙিব কপট অংশে
এহ বড় অপরাধ বানি ॥
হেন কহে বসুমতী অসত্য নরকে গতি
মহাপাপ অসত্য বচনে ।
সকল কহিতে পারি অসত্য বলিতে নারি
এই বড় ভয় মোর মনে ॥
অসত্য ধরণী ধন বন্ধু পরিবারগণ
অসত্য শরীর স্তূত দায় ।
শিবি-আদি নরপতি আছিল নির্মল মতি
প্রাণ দিয়া কৈল উপকার ॥
সন্তে তুমি তিন পদ যাগিল ব্রাহ্মণ স্তূত
তাহা আমি কৈলু অধীকার ।
অসত্য বচন বলি ভাঙিব কপট করি
বিকৃষ্ট জীবন আমার ॥
মহারাজগণ ছিল পৃথিবী তেজিয়া গেল
ভায় বশ রহিল সগোরে ।

যদি দ্বিজ মাগে আর ত্রিভুবন অধিকার
তাহা দিতে মোর অধীকারে ॥
তুমি-সব মুনীগণ করি বজ্র আঘাত
কর যার উদ্দেশে ধোয়ানে ।
যদি সেই নারায়ণ মোর ভাগ্যে উপসর
তবে মোর সফল জীবনে ॥
বলির বচন শুনি ক্রোধ করি গুরু মূর্খি
শাপ দিল বলি দৈত্যপত্রে ।
লজ্জিলে আমার বাণী আপনা পণ্ডিত মামি
শ্রীশ্রষ্ট হও অতঃপরে ॥
তমু বলি দৈত্যপতি নহিল অসত্যমতি
জল দিল ব্রাহ্মণচরণে ।
বিক্রাবলি তার নারী কলক কলস ভরি
জল আনি দিল সেইক্ষণে ॥
চরণ পাখালি বলি সেই জল শিরে বরি
অভিষেক কৈল বন্ধুগণে ।
দেবগণে স্তুতি কৈল পুন্শ বরিষণ হৈল
দেববাদ্য বাজিল সবনে ॥
সিদ্ধ বিদ্যাধর যত গুরু গাইল স্তুত
বৃত্য করে দেবের নাচনী ।
ধন্য বলি রাজা হৈল বিশ্বনাথে দান দিল
ত্রিভুবনে জয় জয় বাণী ॥
তবে প্রভু হৃষীকেশ কপট বাননবেশ
ত্রিভুবন ঘুড়িল শরীরে ।
আকাশ পৃথিবীতল নন্দনদী সসাগর
সব হৈল দেহের ভিতরে ॥
বিশ্বস্তর-মুক্তি ধরি বিশ্ব নিজ দেহে করি
বিশ্বনাথ রহিলা আপনে ॥
বলি অদভূত দেখি তরাসে মুদিল আঁধি
চমকিত হৈল সুরগণে ॥
এক পদে সপ্তদ্বীপ ঘুড়িল পৃথিবীতল
আর পদে গগনমণ্ডল ।
চতুর্থ চরণ খানি কোথা থুইব চক্রপাশি
ত্রিভুবনে নাহি তার স্থল ॥
চন্দ্র সূর্য পুরন্দর ভব আদি সুরবর
সনকাদি মহাবোগেশ্বরে ।
নন্দ সুনন্দ আদি পারিষদগণ আসি
স্তুতি করে শিরে ধরি করে ॥
বেদ বেদান্তাদি যত তর্ক ছায় ইতিহাস
যোগ শাস্ত্র পুরাণ সংহিতা । (১)

(১) পাঠান্তর,—‘বেদ চারি বড় ব্যাস তর্ক ছায় ইতিহাস
যোগ শাস্ত্র সাংখ্য এ সংহিতা ।’

তারা মৃষ্টিমান হই প্রভুর নিকটে যাই
 গায় যশ প্রভুগুণগাথা ॥
 কেহ করে স্তুতিবাদ কেহ করে দণ্ডপাত
 কেহ পুষ্পে নানা উপহারে ।
 কেহ পুষ্প বরিষণ কেহ-কৃত্যপরাশ্রয়
 কেহ করে আনন্দ মঞ্চলে ॥
 বিসম্বত ভুবন ভেদি শ্রীপদ উঠিল যদি
 সত্য লোকে হৈলা উপসন্ন ।
 ধূপ দীপ উপহারে বহুবিধ পরপারে
 ত্রুক্ষা কৈলা চরণ অর্চন ।
 নিজ ধর্ম দূরে করি ত্রুক্ষা কমণ্ডলু তরি
 পাখালিল প্রভুর চরণ ।
 জয় জয় স্তুতি বাণী চৌদিগে মঙ্গলধ্বনি
 নৃত্য গীত বিবিধ বাজন ॥
 ভক্তবৃন্দের অধিপতি পাতালে তাহার স্থিতি
 ভাষুবান উঠিলা তখনে ।
 অবতার কৈলা হরি ভেরী শব্দ পরচারি
 পৃথ্বী কৈলা তিন প্রদক্ষিণে ॥
 প্রভুর চরিত্র বৃদ্ধি অশ্রুর দানবে সাজি
 অশ্রু শব্দ ধরে খরতর ।
 কৃষ্ণ পারিষদগণে অশ্রুরে ত্রিনিল রণে
 দৈত্যবল গেলা রসাতল ॥
 হেনকালে বলি আনি গরুড়ে বান্ধিল জানি
 দশ দিগে হৈল হাহাকার ।
 উচ্চস্বরে বলে হরি শুন শুন আরে বলি
 স্থান দিতে করহ প্রকার ॥
 তিন পদ দিলে ভূমি দুই পদ পাইল আমি
 আর পদ থুইব কোন স্থানে ।
 দিতে অঙ্গীকার কৈলে যদি দিতে না পারিলে
 নরক দেখিয়ে বিচক্ষমানে ॥
 ব্রাহ্মণেরে দিব বলি পাছে করে ভাণ্ডাতাণ্ডি
 তার গতি নাহি কোন কালে ।
 ইহলোকে ধর্মনাশ সকল নরকে বাস
 তার কতু না হয় উদ্ধারে ॥
 বলি বলে প্রভু শুন ভূমি যদি জান হেন
 ব্যর্থ হৈল মোর অঙ্গীকার ।
 সত্য হউক মোর বাণী ভূমি ধীর শিরোমণি
 শিরে দেহ চরণ তোমার ॥
 বিদগ্ধশেখর ভূমি বিচারে বুকিলু আমি
 প্রভুর বচন নহে আন ।
 মোর নাথে পদ ধর অঙ্গীকার সত্য কর
 ভাল সত্যবাদী ভগবান ॥

নরকে বা হয় বাস কিবা রাজ্য পদ নাশ
 বন্ধনেহ নাহি মোর ভয় ।
 ইহাতে অধিক আর কল্প যদি পরকার
 ততু যেন সত্যভঙ্গ নয় ॥
 ভূমি প্রভু কল্পতরু দৈত্যের পরম গুরু
 মদ তরু কৈলে কৃপা করি ।
 ভববন্ধ অঙ্ককার মোর যেন নহে আর
 এই দয়া করহ শ্রীহরি ॥
 যোগেন্দ্র মুনীন্দ্রগণ যার পদ সংচিন্তন
 করিয়া সংসারে হয় পার ।
 হেন মহাযোগেশ্বরে আপনে বান্ধিব যারে
 তার ভাগ্য কি কহিব আর ॥
 আমার বাপের বাপ প্রহ্লাদ তোমার দাস
 বৈর ভাব বাপের দেখিয়া ।
 আমি গৃহ ধন স্তব দার তেজি বন্ধু পরিবার
 রয়ে ছুই চরণ ভজিয়া ॥
 ভূমি প্রভু চক্রপাণি বিদগ্ধশেখর-মণি
 মোর অস্ত্র দেখি সেই বংশে ।
 রাণ্যপদ দূর করি মোর গর্ভ পরিহারি
 তে-কারণে বান্ধি নাগ পাশে ॥
 হেনকালে দৈত্যেশ্বর প্রহ্লাদ ভক্ততর
 শাসিয়া দেখিল নাগপাশে ।
 পারিষদগণ যুত দিব্যরূপ অদভূত
 বাহু পাগরিল দরশনে
 প্রেমে পুলকিত অঙ্গ গদগদ স্বর তরু
 নয়নে আনন্দজল বহে ।
 কৈল দণ্ড পরণাম নাহি বাহ্য অবধান
 তবে কর যুড়ি কিছু কহে ॥
 নমো নমো জয় ওয় কৃপালু করুণাময়
 দীনবন্ধু ভক্তবৎসল ।
 অখিল ভুবনপতি সকল লোকের গতি
 নমো নমো জগৎ ঈশ্বর ॥
 কোন তপ কৈল বলি কৃপা কৈল বনমালী
 হরিলে শ্রীমদ-অহঙ্কার ।
 বান্ধিয়া বন্ধু পাশে ভববন্ধ কৈলে নাশে
 ধনকুলে জনম আমার ॥
 হেনকালে বিদ্যাবলি ভয়ে অতি স্রব্যাঙ্কলা
 কর যুড়ি শিরের উপর ।
 লাঞ্জে হেট মাথা হই প্রভুর নিকটে যাই
 বলে কিছু বিনয় উত্তর ॥
 আপনার শ্রীভাষাও ভূমি স্থজিলে ব্রহ্মাও
 অস্ত্রে তাহা করে অধিকার ।

নির্জঙ্ঘ কুব্জজনে বিধি করে বিড়ম্বনে
কোন দায়ে করে অহঙ্কার ॥
স্বামী নাহি স্বামী বোলে ব্যর্থ অহঙ্কার করে
ত্রিভুবনে আছে কার দায় (১)
ভাল তুমি মায়া কর কপটে সেবক ভাঁড়
ঠাকুরালী করিতে যুয়ায় ॥
হেনকালে ব্রহ্মা আসি মনে বড় ভয় বাসি
বলে কিছু বিনয় বচনে ॥
সকল তোমারে দিল তার হেন গতি হৈল
ভেজ দণ্ড কর কি কারণে ॥
যার পদবুগ ভজি দুর্কীপাত্র দিয়া পুজি
সেহ বিমুগ্ধগে গতি পায় ॥
ত্রিভুবন দান করি তবু দণ্ড পায় বলি
হেন কি প্রভুর মনে ভায় ॥
প্রভু বলে ব্রহ্মা শুন তুমি তব্ব নাহি জান
আমি যারে অহুগ্রহ করি ॥
তার ধনমদ হরি-বাঙ্কব বিচ্ছেদ করি
সেই যায় ভববন্ধ তরি ॥
ধন মদ হয় যার তার বাঢ়ে অহঙ্কার
দেব দ্বিজ গুরু নাহি মানে ॥
যে পুন আশার দাস তার করি মদ নাশ
তারে দণ্ড করি তে-কারণে ॥
যারে অহুগ্রহ করি তার ধন পুত্র হরি
সেই জন বাঙ্কব আমার ॥
ব্রহ্মার দুর্ভাগ পদ কিবা দিগে ইন্দ্রপদ
তত্বত সাধিতে নারি ধার ॥
বলি হয় মহামতি অমুর দানব-পতি
এই সে জিনিল বিমুগ্ধায়া ॥
পাঞা এত অপমান নাহি যার বস্তুজ্ঞান
ত্রিভুবনে নাহি যার দয়া ॥
ছলে ত্রিভুবন লৈল তর্জনি ভৎসন কৈল
বহুবিধ তাড়ন বন্ধন ॥
বন্ধুগণে ছাড়ি গেল-ছলে সর্বনাশ হৈল
তমু যার না চলিল মন ॥
এই-মহাস্তর পরে বলি হব পুরন্দরে
ভাবৎ সুতলে দিব বাস ॥
আমার বচন ধরি বিশ্বকর্মা কলা প্রয়ী
স্বর্ঘ্য-কোটি জিনি পরকাশ ॥
জরা মৃত্যু ভয় ব্যথা শোক মোহ নাহি যথা
নাহি যথা বিবিধ সন্তাপ ॥
(১) "স্বামিও নাহিক যার, বর্ষ বলে অধিকার,
জিহুবন করে কিবা দায়" — পাঠান্তর ॥

দেবে যার বাঞ্ছা করে ব্রহ্মাওঁর অগোচরে
হেন পদ করিব প্রসাদ ॥
চল বলি সে সুতলে রহ গিয়া দিব্য পুরে
ভজ গিয়া চরণ আমার ॥
নিজ পরিবার সঙ্গে সুখ ভোগ কর রঞ্জে
ভববন্ধ নৈব আরবার ॥
নিজ হস্তে চক্র ধরি রাখিব তোমার পুরী
আমি তোমার থাকিব দুয়ারে ॥
ভবে কর যোড় করি বিনয় বচন বলি
বলি কিছু নিবেদন করে ॥
ভাবে পুলকিত অঙ্গ আনন্দ তরঙ্গ-ভঙ্গ
গদ গদ বচন রসাল ॥
প্রণত কঙ্কর করি বলে বোল দুই চারি
ভাল প্রভু কৈলে ঠাকুরাল ॥
মুঞি তব্ব না জানিলুঁ কিবা আরাধন কৈলু
দ্বিজ বৃত্ত্যে কৈল উপাসনা ॥
ব্রহ্মাদি দুর্ভাগ পদ শিরের উপরে ধর
এত বড় কুপার মহিমা ॥
অধম অমুর জাতি তমোঙণে উত্তমতি
তাহে তুমি এত কুপা কর ॥
একান্ত ভকতি করি সকল সংসার ছাড়ি
ভজিলে বা কি না দিতে পার ॥
এতেক বচন বলি দণ্ডপরশাম করি
আজ্ঞা ধরি শিরের উপরে ॥
সুতলে প্রবেশ কৈল নিজগণ সঙ্গে নিল
ইন্দ্রপদ পাইল পুরন্দরে ॥
প্রহ্লাদ আগিয়া তবে প্রেমে গগনদ ভাবে
বলে কিছু বিনয় বচনে ॥
ধন্য যোর কুলশীল ধন্য বলি জনমিল
ধন্য বংশ হৈল যাহা হনে ॥
ব্রহ্মা যাহা নাহি লভে যে পদ না পায় শিরে
লক্ষ্মী যাহা করয়ে সন্ধান ॥
জগত বন্দিত জন করে বাহার বন্দন
বলিশিরে সে পদ ভূষণে ॥
ব্রহ্মা ব্রহ্মপদ পাইল শিবের শিবদ্ব হৈল
যার পদকমল ধোয়ানে ॥
কুযোনি অমুর খল তাথে কুপা এত বড়
তার লীলা কে কহিব আনে ॥
সভার হৃদয়ে বৈস সমভাবে পরকাশ
তমু ধর বিবম স্বভাব ॥
ভকতে আপন কর না ভজিলে পরিহর
যেন সুরতরু অহুভাব ॥

এতেক বচন বলি মণ্ড পরণাম করি
আজ্ঞা ধরি শিরের উপরে ।
জুজলে ঐবেশ কৈল বলি আসি সজ্জাবিল
শুভ্রে কিছু বলে পদাধরে ॥
শুন শুক ভৃগুধর আমার বচন ধর
যজ্ঞচ্ছিন্ন কর সমাপনে ।
সকল ভ্রাত্মণে মেলি যজ্ঞ পরিপূর্ণ করি
শিষ্য কর্ম কর সমাধানে ॥
শুভ্র বলে প্রভু শুন তুমি যাথে উপসন্ন
তার ছিন্ন নাহি কোন কালে ।
যজ্ঞ ভঙ্গ দ্রব্যগত দেশ কাল ছিন্ন যত
সৰ্ব দোষ যার নামে হরে ॥
তথাপি তোমার বাণী পাছে ব্যর্থ হয় জানি
আজ্ঞা শিরে করিব পালনে ।
এতেক বচন বলি যজ্ঞ সমাপন করি
পূর্ণা দিল যত মুনিগণে ॥
ছলে দৈত্য সংহারিয়া ইন্দ্রে অধিকার দিয়া
ধরিল বামন কলেবর ।

ব্রহ্মা ভব পুরন্দর সুর সিদ্ধ বিভাধর
ত্রিতুবনে আনন্দ মঙ্গল (১) ॥
দেব মুনিগণে মেলি মহ অস্তিত্বের করি
তবে নাম উপেক্ষ ধরিল ।
সৰ্ব দেবগণ মেলি দিব্য দেবরথে জুলি
প্রভু লঞা সুরপুরে গেল ॥
ইন্দ্র নিজ অধিকারে দেব নিজ নিজ পুরে
হরিষে রহিল নিজ পুরে ।
অপক্লপ লীলা করি ক্রীড়া কৈলা বনমাজী
কহিল বামন অবতারে ॥
পৃথীধান ধূলা করি যদি গণিবারে পারি
তমু গুণ গণন না যায় ।
যার পদ-নখ-জলে জগৎ পবিত্র করে
তার গুণ কেবা অন্ত পায় ॥
দিব্য অবতার লীলা বামন বিক্রম খেলা
শুনিলে সকল পাণ হরে ।
ভাগবত-আচাৰ্য্যের বাণী-রস স্নমধুম
জ্ঞান-গুরু শ্রীগদাধরে ॥
(১) পাঠান্তর, — “অস্তর” ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টম স্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥৪॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা শুক সন্নিধানে ।
মৎস্ত অবতার হরি কৈলা কি কারণে ॥
আপনে দৈব হয় মৎস্ত-কলেবর ।
ইহার মহিমা গুরু কহ কত বড় ॥
রাজার বচন শুনি মুনি যোগেশ্বর ।
মৎস্ত অবতার-কথা কহে মনোহর ॥
চুষ্ট-বিনাশন শিষ্ট করিব পালনে ।
নানারূপ ধরে হরি এই সে কারণে ॥
অনন্ত-শয়নে প্রভু প্রলয়-সাগরে ।
নিদ্রাভঙ্গ করি হরি কোতুকে বিহরে ॥
প্রভুমুখে হৈতে চারি বেদ নিঃসরিল ।
হয়গ্রীব নামে দৈত্য বেদ হরি নিল ॥
তে-কারণে ধরে হরি মৎস্ত কলেবর ।
মৎস্ত-অবতার-কথা শুন নরেশ্বর ॥
সত্যব্রত নামে এক আছিল ব্রুপতি ।
জলপান করি ভুপ করে মহাব্রতি ॥

কৃতমালা নদীজলে করিয়া মজ্জন ।
পুণ্যজল দিয়া রাজা করয়ে তর্পণ ॥
একটি শফরী মৎস্ত অঞ্জলি ভিতরে ।
দেখিয়া অঞ্জলি রাজা তেজিল সত্তরে ॥
বিনতি করিয়া তবে কি বলে শফর ।
ক্ষুদ্র মৎস্তজাতি আমি কেন পরিহর ॥
বড় বড় মাছে ধরি থায়ে তে-কারণে ।
জাতি ভয়ে নৈল আমি তোমার শরণে ।
তুমি যোরে না ছাড়িছ শুনহ রাজনে ।
শরণাগতেরে তুমি তেজ কি কারণে ॥
এতেক বচন যদি বলিল শফরী ।
কলসী ভিতরে মৎস্ত থুইল দয়া করি ॥
কৃপায় শফরী রাজা আনিল মন্দিরে ।
ক্ষণেকে কলস তার পড়িল শরীরে ॥
দুঃখ ভাবি মৎস্ত বলে শুন নরেশ্বর ।
রহিতে না পারি আমি ইহার ভিতর ॥

বড় হেন বুঝিয়া আমারে দেহ ঠাঞি ।
 তাহার ভিতরে আমি সন্তোষে বেড়াই ॥
 তবে মৎস্ত খুঁইল লঞা কুপের ভিতরে ।
 তিলেকে সকল কুপ যুড়িল শরীরে ॥
 বিনতি করিয়া তবে বলয়ে শফরী ।
 ইহার ভিতরে আমি রহিতে না পারি ॥
 বড় হেন বুঝিয়া আমারে দেহ স্থান ।
 অন্ন করিয়া না করিহ অবজ্ঞান ॥
 তবে মৎস্ত খুঁইল রাজা সরোবর জলে ।
 যুড়িল সকল জল তিলেক ভিতরে (১) ॥
 তবে মৎস্ত বলে রাজা অবধান কর ।
 অগাধ জলের মাঝে আমি নিয়া ধর ॥
 এ বোল শুনিঞা মৎস্ত অগাধ সলিলে ।
 অনেক যতনে লঞা খুঁইল নরেন্দ্রে ॥
 যত যত জলাশয় খুঁইল বারে বারে ।
 তিলেকে সকল যুড়ি ধরে কলোবরে ॥
 তবে ক্রোধ করি রাজা পেলিবে সাগরে ।
 বিনয় করিয়া মৎস্ত বলে হেন কালে ॥
 না পেল না পেল রাজা সাগরের জলে ।
 বড় বড় মৎস্ত ধরি খাইব আমারে ॥
 বড় জলচর ভয়ে পশিল শরণ ।
 মহারাজ হুয়া তুমি তেজ কি কারণ ॥
 এতেক বচন যদি বলিল শফরে ।
 চিন্তের ভিতরে রাজা অমুমান করে ॥
 নাহি দেখি নাহি শুনি অপক্লপ মীন ।
 নাহি দেখি হেনরূপ জলচর চিন ॥
 এক দিনে বাচু তুমি শতেক যোজন ।
 অমুমান বুঝিল সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥
 অমুগ্রহ করিতে এ রূপ তুমি ধর ।
 মৎস্তরূপ ধরি তুমি অবতার কর ॥
 নমো মহাপুরুষ অনন্ত ভগবান ।
 নানা মুক্তি ধরি কর লোক পরিপাণ ॥
 ভকত জনের তুমি বন্ধু হিতকারী ।
 ভেদ-কারণে কৃপা কৈলে মৎস্ত রূপ ধরি ॥
 নমো দেব জয় জয় নমো নারায়ণ ।
 মৎস্ত রূপ ধর তুমি এ কোন কারণ ॥
 সত্যব্রত বচন শুনিঞা হৃষীকেশ ।
 অবতার কারণ কহিল মৎস্ত-বেশ ॥
 সপ্তম দিবসে হৈব প্রলয় সাগর ।
 যজিব তাহাতে জৈত্বেন চরাচর ॥

ভাসিয়া আসিবে নৌকা প্রলয়-সলিলে ।
 ঔষধি তুমি তুমি তাহার উপরে ॥
 সপ্ত ঔষগণ লয়া আপনে উঠিহ ।
 তাহার উপরে চটি কোতুকে স্রিয়িহ ॥
 শুধনে আসিব আমি মহা মৎস্ত-বেশে ।
 কাঁটাতে বান্ধিহ নৌকা মহানাগপাশে ॥
 পর্বতের শৃঙ্গ যেন কণ্টক বিশাল ।
 তাহাতে বান্ধিয়া নৌকা করিহ বিংশল ॥
 আমার মহিমা দিব্য গাইব মুনিগণে ।
 নৌকার উপরে বসি শুনিহ শ্রবণে ॥
 এতেক বলিয়া মৎস্ত কৈলা অন্তর্ধান ।
 বিশ্বয় ভাবিয়া রহে রাজা যতমান ॥
 কৃতমালা ভীরে করি কুশের আসন ।
 তাহাতে বসিয়া রাজা চিন্তে নারায়ণ ॥
 হেনকালে শুনে মহাজল উত্তরোল ।
 প্রলয় সাগর জল তরঙ্গ কল্লোল ॥
 মহামেঘ বরিষণ বোর অন্ধকার ।
 বাটিল সাগর জল পর্বত আকার ॥
 ভয় পাঞা রাজা কিছু চিন্তে মনে মনে ।
 হেনকালে দিব্য নৌকা দিল দরশনে ॥
 পৃথিবীর ঔষধি যতেক মুনিগণে ।
 নৌকাতে তুলিয়া রাজা কৈলা আরোহণে ॥
 মুনিগণ বলে রাজা না করিহ ভয় ।
 ভক্তিভাব করি চিন্ত হরি দয়াময় ॥
 সেই সে করিতে পায়ৈ সফট যোচন ।
 হেনকালে মৎস্তরূপ দিলা দরশন ॥
 দশলক্ষ প্রহর শরীর পরিমলর ।
 পর্বত আকার শৃঙ্গ পৃষ্ঠের উপর ॥
 হেমধাম কলোবর আতি মনোহর ।
 তরঙ্গ-কল্লোলে মৎস্ত করে ঝলমল ॥
 আজ্ঞা পাঞা সত্যব্রত নাগপাশে ধরি ।
 কণ্টকে বান্ধিল নৌকা দৃঢ়তর করি ॥
 তবে সত্যব্রত রাজা করিয়া প্রগতি ।
 বিবিধ প্রণাম কৈল বহুবিধ স্তুতি ॥
 এত স্তুতি কৈল যদি মূপতি প্রধান ।
 তুষ্ট হুয়া বলে মৎস্তরূপী ভগবান ॥
 পুরাণ-সংহিতা সাংখ্যযোগ তত্ত্বকথা ।
 কহিল সকল ধর্ম সর্বলোক পিতা ॥
 হেন অপক্লপ ক্রীড়া কৈলা মৎস্তবেশে ।
 ঔষগণে ভক্তজ্ঞান কৈলা উপদেশে ॥
 এইরূপে গেল যদি প্রলয় সময় ।
 বেদ উচ্চারিতে ইংসা কৈলা দয়াময় ॥

হয়গ্রীব দৈত্য যারি দেব উদ্ধারিল ।
ব্রহ্মার বদনে প্রভু বেদ সমর্পিল ॥
সেই সভ্যব্রত রাজা আছিল তখনে ।
বৈবস্বত নামে যজ্ঞ হয়্যাছে এখনে ॥
বৎস অবতার কথা যেনা জন শুনে ।

সর্ব পাপ হরে সুখ বাঢ়ে দিনে দিনে ॥
আদি অবতার কথা ধন্য পাপহর ।
সর্ব সিদ্ধি হয় তার সর্বত্র মঙ্গল ॥
ভাগবত-আচার্যের মধুরস-বাণী ।
বৎস অবতার-কথা প্রেমভরাঙ্গিনী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টম স্কন্ধে

প্রেমভরাঙ্গিনী পঞ্চমোহনধ্যায়ঃ ।

অষ্টম স্কন্ধ সমাপ্ত ॥

নবম স্কন্ধ

প্রথম অব্যায় ।

তবে রাজা পরীক্ষিৎ সুবুদ্ধিশেখর ।
আর কথা জিজ্ঞাসিলা মূনির গোচর ॥
সভ্যব্রত রাজা ছিল ভকত-প্রধান ।
বৎস অবতারে প্রভু দিলা তত্ত্বজ্ঞান ॥
বৈবস্বত মন্বন্তরে সূর্যের তনয় ।
বৈবস্বত যজ্ঞ তিহো হৈলা মহাশয় ॥
বৈবস্বতবংশে বত হৈল উৎপত্তি ।
হয়্যাছে হৈবেক বত আর নরপাত ॥
সূর্য্যবংশে যত রাজা হৈল উপাদান ।
ভা-সভ্যার কহ পুণ্য চরিত্র-ব্যাখ্যান ॥
এতেক বচন যদি বলিলা ব্রুপতি ।
কহিতে লাগিলা তবে শুক মহামতি ॥
সূর্য্যবংশকথা রাজা শুন সাবধানে ।
সংক্ষেপে কহিব কিছু তোমা বিদ্যমানে ॥
বিস্তারিয়া কহি যদি শতেক বৎসর ।
তমুত কহিতে নারি মহিমা সকল ॥
সূর্য্যবংশচরিত্র কহিব সাবধানে ।
পুরুবে আছিল। সতে এক ভগবানে ॥
প্রলয়ে না ছিল কিছু এ লোক রচনা ।
চন্দ্র সূর্য্য চরাচর (১) ব্রহ্মাদি কল্পনা ॥
তৎসং সৃষ্টিতে প্রভু বখনে হৈছিল ।
ভায় নাভিপদ্ম হৈতে ব্রহ্ম উপজিল ॥
ব্রহ্মার বানসপুত্র জন্মিল মরীচি ।
মরীচির তনয় কস্তুর প্রজাপতি ॥
অদিতির গর্ভে সূর্য্য কস্তুরতনয় ।
সূর্য্যপুত্র শ্রাদ্ধদেব হৈলা মহাশয় ॥

শ্রদ্ধা নামে তার পত্নী পরম রূপসী ।
দশ পুত্র হৈলা তাথে মহাশুণরাশি ॥
পুরুবে না ছিল শ্রাদ্ধদেবের সন্তান ।
পুত্রকামে বশিষ্ঠ সেবিল মতিমান ॥
দ্বিজগণ আনিঞা বশিষ্ঠ যজ্ঞ কৈল ।
হোতার নিকটে তবে শ্রাদ্ধদেবী গেল ॥
একখানি কস্তা মোর হয় যেনমতে ।
হেন কর্ম কর হোতা কহিল তোমাত ॥ (১)
তবে হোতা কৈল যজ্ঞ কস্তার কারণে ।
শ্রদ্ধার জন্মিল তবে কস্তা হৈলা নামে ॥
কস্তা দেখি শ্রাদ্ধদেব ভাবিয়া বিবাদ ।
বশিষ্ঠের আগে কহে করি ঘোড় হাথ ॥
তুমি-সব মহাযোগেশ্বর মূনিরাজ ।
বিপরীত হয় কেন মূনির সমাধ ॥
পুত্রকামে যজ্ঞ কর কস্তা উপাদান ।
এ সব উচিত নহে তোমা বিজ্ঞান ॥
রাজার বচন শুনি বশিষ্ঠ কহিল ।
হোতার কপট দোষে কস্তা জনমিল ॥
তমু তুমি না চিন্তিহ সূর্য্যের নন্দনে ।
ঐ কস্তাখানি পুত্র-করিব আপনে ॥
এ বোল বলিয়া কৈল কৃষ্ণ-আরাধন ।
সাক্ষাৎ আসিয়া বর দিলা নারায়ণ ॥
তবে হৈলা কস্তা হৈলা সূর্য্য কুমার ।
সূর্য্য সে রাজপুরে করয়ে বিহার ॥
এক দিন বনে গেলা মৃগয়া করিতে ।
দ্বিব্য অথ আরোহণে অন্ন সৈন্ত সাথে ॥

দিব্য শরৎকালে হাথে দিব্য অস্ত্র ধরে ।
 চলিয়া উত্তরদিকে যুগ অম্বুসারে ॥
 যেক্ষণ নিকটে আছে কার্তিকের বন ।
 তার সন্নিধানে গেলা স্নহ্য রাজন (১)
 প্রবেশ করিলা মাত্রে কার্তিকের বনে ।
 সেইক্ষণে নারীরূপ ধরিল সগণে ॥
 গভাই সভারে চাহি চিন্তে মনে মনে ॥
 কেন পরবেশ কৈলু হেন চুই বনে ।
 তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা শুকদেব স্থানে ।
 "কৃষ্ণ তাহাতে নারী হয় কি কারণে ॥
 মুনি বলে শুন রাজা কহিয়ে তোমায়ে ।
 পার্বতী সহিত ক্রীড়া করে মহেশ্বরে ।
 দেবী দিগম্বরী রহে শিব বিবসনে ।
 হেনকালে গেলা তথা মহাঋষিগণে ॥
 তা'সভা দেখিয়া লজ্জা পাইলা মহেশ্বরী ॥
 বস্ত্র পরিধান লাঞ্জে উঠে স্বরাশ্রয় ॥
 ঋষিগণ লাজ পাঞা কৈলা হেঁট মাথা ।
 সেই মনে গেলা নরনারায়ণ যথা ॥
 লাজ পায়্যা মহাদেব চিন্তে মনে মনে ।
 হেন কর্ম করি কেহ না আইসে এ বনে ॥
 আত্মি চৈতন্তে এই বনে কেহ যদি আইসে ।
 ছাড়িয়া পুরুষ বেশ হৈব নারীবেশে ॥
 সেই দিন হৈতে কেহ না যায় তাহাতে ।
 স্নহ্য প্রবেশ গিয়া কৈল আচম্বিতে ॥
 সগণে ঘূষভীবশ স্নহ্য ধরিল ।
 চক্রেয় তনয় বৃধ হেনকালে গেল ॥
 রত্নকৈলি হৈল তাঁহা হুহার মিলনে ।
 তাহাতে জন্মিল পুত্র পুরুষা নামে ॥
 স্নহ্য চলিয়া তবে গেলা নিজপুরে ।
 কহিল সকল কথা বশিষ্ঠগোচরে ॥
 স্নহ্য দেখিয়া মুনি চিন্তি মনে মনে ॥
 আপনে চলিয়া গেলা শঙ্করের স্থানে ॥
 স্তুতি ভক্তি করি শিবে কৈলা আরাধন ।
 শঙ্কর আদরে কৈলা মুনি সম্ভাষণ ॥
 স্নহ্যয়ের ভরে বর বশিষ্ঠ মাগিল ।
 ক্রমে চিন্তিয়া তবে শিব বর দিল ॥
 অসত্য নহিব কছু আমার বচন ।
 স্নহ্যকে বর দিল তোমার কারণ ॥
 এক মাসে নারী হৈব আর মাসে নয় ।
 এইরূপ দিলু আমি স্নহ্যয়েরে বর ॥

বশিষ্ঠ আসিয়া রাজা স্নহ্যয়ে কহিল ।
 তপ করিবারে মুনি তপোবনে গেল ॥
 রাজা হয়্যা রাগ্য করে স্নহ্য কুমার ।
 পৃথিবী শাসিয়া কৈল নিজ অধিকার ॥
 এক মাস থাকে রাজা নারী বেশ ধরি ।
 আর মাসে পুরুষ আকার যচাবলী ॥
 এইরূপে কৈল রাজা পৃথিবী পালনে ।
 রাজা দেখি প্রজার সন্তোষ নাহি মনে ॥
 তিন পুত্র হৈল তার মহাবলবান ।
 কনিষ্ঠ বিমল গয় উৎকল প্রধান ॥
 দক্ষিণ দেশের রাজা হৈল তিনজনে ।
 তবে পুরুষা পুত্রে ডাক দিয়া আনে ॥
 পুত্রে রাজ্য দিয়া রাজা গেল তপোবনে ।
 পুরুষা রা'্যপদ করে সাবধানে ॥
 এইরূপে যদি বহি গেল চিরকাল ।
 বৈবস্বত মন্ত্র তপ কৈলা আরবার ॥
 যমুনার তীরে রাজা গেল নিরস্তর ।
 পুত্র কামে তপ কৈল শতেক বৎসর ॥
 হরি আরাধিল রাজা যোগ-সমাধানে ।
 তবে তুই হয়্যা বর দিল নারায়ণে ॥
 ইক্ষাকু প্রথম নৃপ শর্বাতি কুমার ।
 দিষ্টে ধৃষ্ট কক্ৰব নরিবাস্ত আর ॥
 পৃষধু নভগ করি দশ পুত্র হৈল ।
 তবে বৈবস্বত মন্ত্র সন্তোষে রহিল ॥
 দশ পুত্র মাঝে নাম পৃষধু যাহার ।
 বশিষ্ঠ স্থাপিলা তারে করিয়া গোমাল ॥
 গোত্র রাখে পৃষধু কুমার রাজ্যদিনে ।
 বীরগন ব্রত করি করে আগরণে ॥
 এক দিন দোর নিশি রাজি অন্ধকারে ।
 এক ব্যাত্র প্রবেশিল গোষ্ঠের মাঝারে ॥
 চমকিয়া সব গোত্র উঠিল তরাসে ।
 এক গোত্র ব্যাত্রে তার ধরিল নিষ্ঠাসে ॥
 ক্রন্দন শুনিঞা বীর উঠিল সহর ।
 খজা ধরি প্রবেশিল গোষ্ঠের ভিতর ॥
 ব্যাত্র বলি কোপ দিল করিয়া সন্ধান ।
 কাটা গেল বাছুর (১) ব্যাত্রের এক কাণ ॥
 শব্দ ছাড়িয়া ব্যাত্র পলাইল ডরে । (২)
 পথে পথে রক্ত পড়িল ধারে ধারে ॥
 কাটা গেল ব্যাত্র বীর মনে হরষিত ।
 রজনী প্রভাতে বৎস দেখিয়া দুঃখিত ॥

(১) পাঠান্তর,—

"তার সন্নিধানে গিয়া হৈলা উপসন্ন ॥

(১) "কপিল" ইহবে বোধ হয় ।

(২) "শব্দ উঠিল তবে বাঘ পলায় ডরে ।"

অপরাধ শুনিয়া বশিষ্ঠ দিল শাপ ॥
 শূত্র হয়্যা ষাটুক অজ্ঞানে কৈল শাপ ॥
 শুকশাপ লৈল বীম ঘোড় করি কর ॥
 তপ করি কৃষ্ণ আরাধিল নিরন্তর ॥
 শান্ত দান্ত সর্বভূত-হিতরত হই ॥
 যথা লাভে তুষ্ট বস্ত্র ফল মূল খাই ॥
 পবন রোধন করি সর্গ সঙ্গ ভেজি ॥
 একান্ত ভকতি করি কৃষ্ণপদ ভজি ॥
 কৃষ্ণে মন ধরি প্রাণ কৈল উৎকমণ ॥
 ত্রক্ষে প্রবেশিল তার ছুটিল বন্ধন ॥
 তাহার কনিষ্ঠ যেই কবি বন্ধু সনে ॥
 সুখ ভোগ রাজ্য ভেজি প্রবেশিল বনে ॥
 কৃষ্ণ আরাধিয়া শিশু পাইল কৃষ্ণগতি ॥
 কল্পবের পুত্রগণ কারুব খেয়াতি ॥
 উত্তম দেশের তারা পাইল অধিকার ॥
 ব্রাহ্মণ্য বদান্ত তারা ধর্মপরিচার ॥
 ধৃষ্টবংশ যত উপজিল ধাষ্ট্র নাম ॥
 যুগের স্মৃতি পুত্র হৈল বলবান ॥
 স্মৃতির পুত্র তার নাম ভূতজ্যোতি ॥
 তার পুত্র বনু তার প্রতীক খেয়াতি ॥
 তার পুত্র ওষবান্ বিদিতসংসার ॥
 ওষবতী নামে কহা জন্মিল তাহার ॥
 নরিস্যস্ত নামে এক পুত্র জনমিল ॥
 চিত্রসেন তার পুত্র ঋক্ষ নামে হৈল ॥
 যীচবান্ তনয় তার পুত্র পূর্ণ নামে ॥
 ইন্দ্রসেন তার পুত্র বিদিত ভুবনে ॥
 বীতিহোত্র তার পুত্র সত্যপ্রবা নাম ॥
 উরুপ্রবা তার পুত্র মহাবলবান্ ॥
 দেবদত্ত তার পুত্র অগ্নিবৈশ্র হৈল ॥
 কানীন তাহার পুত্র ঋষি জনমিল ॥
 জাতুকর্ণ নামে ঋষি বিদিত ভুবনে ॥
 বিজকুল উপজিল অগ্নিবৈশ্রায়নে ॥
 দিষ্টবংশ কহি তবে শুন নরপতি ॥
 দিষ্টের নাভাগ পুত্র কর্ষে বৈশ্রজ্যোতি ॥
 ভলন্দন তার পুত্র তার বৎসপ্রীতি ॥
 তার পুত্র প্রাংগু তার তনয় প্রমিতি ॥
 খনিত্র তাহার পুত্র চাক্ষুষ তনয় ॥
 বিবিশ্ণতি তার পুত্র রক্ত মহাশয় ॥
 খনীনেত্র তার (পুত্র) করক্কম নরপতি ॥
 অবিক্ষিৎ নামে তার স্ত্রুত মহামতি ॥
 চক্রেবর্তী রাজা তার মরুত কুমার ॥
 সখর্ষ আগিয়া বস্ত্র করাইল যার ॥

মরুতের যজ্ঞসম বস্ত্র নাহি হয় ॥
 যার যজ্ঞে সর্ব পাত্র হৈল হেমময় ॥
 মরুতের স্ত্রুত দম নামে মহীপাল ॥
 রাজবর্ধন নামে তাহার কুমার ॥
 তার পুত্র স্মৃতি তাহার স্ত্রুত নর ॥
 নরপুত্র কেবল জন্মিল মহাবল ॥
 তার পুত্র ধৃক্কমান্ বৃথ তার স্ত্রুত ॥
 তার পুত্র তৃণবিন্দু মহাশয় ॥
 তৃণবিন্দু মহাপতি ভণ্ডিল অশ্রয়া ॥
 অলম্বা নাম তার দিব্য বেশধরা ॥
 তার কন্যা জনমিলা ইলবিলা নাম ॥
 আপনে বিশ্রবা যাতে কৈল গর্তাধান ॥
 কুবের জন্মিল তাহে বিদিত সংসার ॥
 অলম্বা পুত্র আর জন্মিল বিশাল ॥
 বিশালে বৈশালী পুরী কৈল নিরমাণ ॥
 আর পুত্র শূত্রবন্ধু ধুমকেতু নাম ॥
 হেমচন্দ্র তার পুত্র ধূম্রাক্ষ তনয় ॥
 তার পুত্র জন্মিল সখ্যম মহাশয় ॥
 তার পুত্র সহদেব কৃশাশ্ব তাহার ॥
 তার পুত্র গোমদন্ত নামে মহীপাল ॥
 তার পুত্র স্মৃতি জনমেজয় তার ॥
 তৃণবিন্দু বংশ কিছু বর্গিল বিস্তার ॥
 শর্ষাতি মনুর পুত্র আছিল নৃপতি ॥
 সুকন্যা কুমারী তার হৈল রূপবতী ॥
 যুগয়া করিতে রাজ্য গেলা এক দিনে ॥
 সুকন্যা করিয়া সাধে স্রমে বনে বনে ॥
 চবান আশ্রমে যদি রাজ্য উত্তরিল ॥
 সখীগণ লয়া কন্যা ত্রিমিতে লাগিল ॥
 বন্দীকটাকরে জ্যোতি দেখে দুইখানি ॥
 কাঁটা দিয়া বিক্রে তার মরম না জানি ॥
 শোণিত স্রাবিল তার বেয়া পড়ে ধারে ॥
 বল শূত্র নিরোধিল সৈন্তের উদরে ॥
 বিষয়ে পড়িল রাজ্য নাহি জানে মর্ষ ॥
 না বুঝিয়া কেবা কোন্ কৈল অপকর্ম ॥
 কোন্ দোষ কৈলু কিবা মূনির আশ্রমে ॥
 হেন বুঝি প্রমাদ পড়িল তে-কারণে ॥
 সুকন্যা কহিল গিয়া বাপের গোচরে ॥
 দুই জ্যোতি কাঁটা দিয়া বিক্ৰিল টাকরে ॥
 কন্যার বচন শুনি দাঁড়া পাইল ভয় ॥
 মূনির নিকটে গেলা কল্মষহৃদয় ॥
 মূনি প্রসাদিয়া রাজ্য কন্যা সমর্পিল ॥
 সসৈন্তে চলিয়া তবে নিজ পুরে গেল ॥

সুকজ্ঞা মূনির সেবা করে সাবধানে ।
 বুকিয়া মূনির চিত্ত পরম যতনে ॥
 এক কালে অশ্বিনীকুমার দুইজন ।
 দৈবযোগে গেলা তারা মূনির আশ্রম ॥
 পুজিয়া চাবন মূনি আতিথ্য বিধানে ।
 যৌবন মাগিলা সেই দুই দেব স্থানে ॥
 যজ্ঞে ভাগ দিব করাইব সোমপান ।
 দিব্যরূপ দিয়া কর কন্দর্পগমান ॥
 তবে অঙ্গীকার তাঁরা কৈলা দুই জনে ।
 আজ্ঞা দিলা এই হ্রদে করহ মজ্জনে ॥
 তাঁ-সভার বচন শুনিঞা মুনীশ্বর ।
 নথ দম্ব গলিত কম্পিতকলেবর ॥
 জরা-জরজর মূনি জলে প্রবেশিল ।
 অপক্লপ দিব্য তিন পুরুষ উঠিল ॥
 সমক্লপ সমবেশ সমান ভূষণ ।
 সূর্য্য সম তেজ ধরি উঠিল তিন জন ॥
 তাহা দেখি সুকজ্ঞা চিস্তিল মনে মনে ।
 অশ্বিনীকুমার স্থানে কৈল নিবেদনে ॥
 পতিব্রতা ধর্ম্ম মোর করিবে রক্ষণ
 চিনিয়া দিইবে মোর পতি কোন্ জন ॥
 তবে তাঁরা পতি চিনাইল দুই জনে ।
 পতিব্রতা-ধর্ম্ম দেখি তুষ্ট হৈলা মনে ॥
 ঋষি সন্তাষিয়া তাহা চলিলা বিমানে ।
 শর্যাপি ভূপতি গেলা মূনির আশ্রমে ॥
 স্নানর পুরুষ দেখি কন্যার সহিতে ।
 মনে দুঃখ পেয়া রাজা লাগিলা চিস্তিতে ॥
 উঠিয়া বসিল কন্যা বাপের চরণে ।
 ভৎসিয়া কি বলে রাজা ক্রোধ করি মনে ॥
 আরে রে অসভী কর্ম্ম কৈলি বিপরীত ।
 মহামুনি পতি ভোর লোকনমস্কৃত ॥
 বুদ্ধি দেখি নিজ পতি তেজি আপনার ॥
 মোর কুলে কলঙ্ক করিতে কৈলি জার ।
 মহাকুলে জনমিয়া আপনা খাইলি ।
 পিতৃকুল পতিকুল দুই মজাইলি ॥
 হাসিতে লাগিলা কন্যা শুনিঞা উত্তর ।
 তোমার জামাতা এই মূনি যোগেশ্বর ॥
 তব্ব না জানিঞা পিতা বল অকারণ ।
 আদি হৈতে কহিল সকল বিবরণ ॥
 শুনিঞা বিস্মিত রাজা আনন্দে পুরিল ।
 নিজ পুরে গিয়া তবে বজ্র আরম্ভিল ॥
 চাবন আনিঞা রাজা কৈল মহাযোগ ।
 অশ্বিনীকুমার বাহে পাইলা বজ্রভাগ ॥

সোমপান করাইল চাবনেত তেজে ।
 এ বোল শুনিঞা কোধে কৈল দেবরাগে ॥
 কাঁবার তরে বজ্র তুলি লৈল হাথে ।
 চাবনে শুভিয়া হাথ রাখে সেই মতে ॥
 তবে ইজ্ঞ আজ্ঞা দিলা অশ্বিনীকুমারে ।
 সোমপান কৈল তাঁরা যজ্ঞের ভিতরে ॥
 শর্যাপি তিন পুত্র হৈল উৎপত্তি ॥
 আনন্ড মধ্যম তার আছিল বৃপতি ॥
 তার পুত্র আছিল রেবত বলবান্ ।
 সমুদ্রে নির্মল পুরী কুশস্থলী নাম ॥
 একশত পুত্র তার রেবতী কুমারী ।
 কজ্ঞা লগ্যা গেল রাজা যথা ব্রহ্মপুরী ॥
 তখনে গন্ধর্ব্বগণ পিতামহ সনে ।
 হেনকালে গেলা রাজা ব্রহ্মা-বিদ্যমানে ॥
 কণেক বিলম্বে রাজা কৈল নিবেদন ।
 আজ্ঞা কর এক বর কজ্ঞার কারণ ॥
 রাজার বচন শুনি বলে প্রজাপতি ।
 পুত্র পৌত্র নাহি তার কুলের সম্ভতি ॥
 সাতাশী চৌষুগ বহি গেল এতকাল ।
 চল তুমি হবে বলরাম অবতার ॥
 পৃথিবীর ভার রাম করিব ধ্বংসন ।
 অনন্ত ধরণীধর সহস্র-বদন ॥
 অবতার আপনে করিব ক্ষিতিলে ।
 তবে কজ্ঞা দিহ ভূমি রামের গোচরে ॥
 আজ্ঞা শিরে ধরি রাজা আইলা নিজপুরে ।
 বলরাম অবতার হৈল যত কালে (১) ॥
 তাবৎ আছিল রাজা অবধি করিয়া ।
 তবে বলভদ্রে দিল কজ্ঞা সমর্পিয়া ॥
 বদরিকাশ্রমে নরনারায়ণ স্থানে ।
 তপ সাধি গেল রাজা বৈকুণ্ঠভুবনে ॥
 নভগের পুত্র হৈল নাভাগ বৃপতি ।
 তার পুত্র হৈল অশ্বরীষ মহামতি ॥
 মহাভাগবত রাজা ধর্ম্ম অবতার ।
 সপ্তদ্বীপে দণ্ডধর এক অধিকার ॥
 ব্রহ্মশাপ নষ্ট হৈল যার বিজ্ঞমানে ।
 হেন অশ্বরীষ রাজা বিদিত ভুবনে ॥
 তবে রাজা জিজ্ঞাসিল কহ মুনিবর ।
 ব্রহ্মশাপে কিরূপে তরিল ক্ষিতীশ্বর ॥
 এ বড় বিষয় শুক কহ বিবরণ ।
 তবে শুকদেব তার কহেন কারণ ॥

অশ্বরীয মহাভাগ সপ্তদ্বীপ পতি ।
 অতুল বৈভব রাজ্য অনন্ত বিভূতি ॥
 হেন রাজ্য পদে তাঁর নৈল বসুজ্ঞান ।
 সকল দেখিল যেন স্বপন সমান ॥
 কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের সেবা কৈল নিরন্তর ।
 জগৎ দেখিল যেন লোষ্ট্রে পাথর ॥
 কৃষ্ণ-পদযুগে মন কৈল নিয়োজনে ।
 হরিগুণ বিনে আন না কহে বদনে ॥
 করযুগে করে গৃহ মার্জ্জন লেপনে ।
 হরি-কথা বিনে আর না শুনে শ্রবণে ॥
 দুই চক্ষে দেখে সবে মুকুন্দ মন্দিরে ।
 ভকত-শরীর সন্তে পরশে শরীরে ॥
 গোবিন্দ-চরণ ত্রীতুলসী-আম্রাণ ।
 তাহা বিনে নাসিকায় নাশানিল আন ॥
 মুকুন্দ নবেস্ত অন্নপান উপহার ।
 তাহা বিনে রসনায় না সেবিল আর ॥
 পদযুগে কৈল হবিক্ষেপে পর্যটন ।
 নিরবধি করে শিরে চরণ বন্দন ॥
 গন্ধ মালা রাজবেশ দাস্যভাবে পরে ।
 স্মৃৎ ভোগ-হেতু কিছু বিলাস না করে ॥
 নিরবধি উত্তমশ্লোকের গুণে মতি । (১)
 কতু অস্ত্র চিন্তে না চিন্তিল নরপতি ॥
 তমু তার দণ্ড ভঙ্গ নহিল সংসারে ।
 এক চক্রে ক্ষিতিল শাসিল সকলে ॥
 বিষ্ণু বৈষ্ণবের আত্মা লঞা নিজ মাথে ।
 তবে কর্ম কবে রাজ্য হয়্যা সাবহিতে ॥
 রাজসুয় অশ্বমেধ বহু যজ্ঞ করি ।
 বিবিধ দক্ষিণা দিয়া ভজিলা শ্রীহরি ॥
 বশিষ্ঠ গৌতম আদি মুনিগণে আনি ।
 নানা যজ্ঞ করিয়া ভজিলা চক্রপাণি ॥
 বহুবিধ ধন রত্ন বিবিধ সস্তার ।
 বহুবিধ অন্ন পান দিব্য উপহার ॥
 দিব্য বেশ বসন ভূষণ অলঙ্কার ।
 যার যজ্ঞে নর নারী গর্হর আকার ॥
 কেবা স্তর কেবা নর কেহ না চিনিল ।
 যার যজ্ঞে দেবগণ স্বর্গ পাসরিল ॥
 হরি-গুণ চরিত্র অমৃত পান করি ।
 আনন্দে রহিল দেব স্বর্গ-পরিহারি ॥
 হেন মহাবিজ্ঞান রাজ্য কৈলা শতে শতে ।
 কত মহাদান পুণ্য কৈলা কত যতে ॥

(১) "নিরবধি ঐবৈষ্ণব জনের সহতি ।"

—পাঠান্তর ।

কত কোটি মহারথ কত কোটি ঘোড়া ।
 কোটি কোটি গজ যেন পর্কতের চূড়া ॥
 পশু বিস্তৃত স্রুত দার অনন্ত ভাণ্ডার ।
 এ সব দেখিল যেন বৃহদ আকার ॥
 হেন ভাগবত অশ্বরীয নরেশ্বর ।
 চক্র যারে পাঠায়্যা দিলেন গদাধর ॥
 নিরবধি বিষ্ণুচক্রে যারে রক্ষা করে ।
 তাহার মহিমা কেবা কহিবারে পারে ॥
 তাঁর সম শ্রুণ শীলে আছিল মহিষী
 তার সহে ব্রত আরম্ভিলেন ছাদশী ॥
 এক বৎসরের ব্রত পূর্ণ যদি হৈল ।
 কাটিক মাসের একাদশী ব্রত আইল ॥
 ত্রিগাত্র করিয়া রাঙা ছাদশীর দিনে ।
 যমুনার তলে স্নান করিয়া বিধানেন ॥
 মধুবনে কৈল রাজ্য রক্ষ-আরাধনে ।
 মহারাজ্ঞ-অভিষেক কৈল নারায়ণে ॥
 গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বিবিধ সস্তার ।
 বহুবিধ দিব্য বস্ত্র দিব্য অলঙ্কার ॥
 দিব্য পবিত্র করি পুণিল শ্রীহরি ।
 ব্রাহ্মণ পুঞ্জিলা তবে কৃষ্ণ মন ধরি ॥
 রজতের খুর শৃঙ্গ কনকে রচিত ।
 ষড়র্কুদ শ্রেয় নানা ভূষণে ভূষিত ॥
 ভকত ব্রাহ্মণগণ বিচার করিয়া ।
 তার ঘরে দিল রাজ্য আপনে পাঠায়্যা ॥
 দিব্য অন্ন দ্বিজগণে করায়্যে ভোজনে ।
 পারণা করিতে আত্মা মাগিল ব্রাহ্মণে ॥
 হেনকালে দুর্কাসা মুনির আগমন ।
 দেখিয়া সন্তোষে রাজ্য উঠিলা তখন ॥
 পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজ্য পুঞ্জিল বিধানেন । (১)
 চরণে ধরিয়া রাজ্য কৈলা নিবেদনে ॥
 কৃপা যদি কর গোলাঞি করহ পারণ ।
 রাজ্যের বচন মুনি না কৈল লজ্জন ॥
 স্বীকার করিয়া গেলা যমুনার জলে ।
 স্নান করি মহামুনি নিত্যকর্ম করে ॥
 হেনকালে ছাদশীর ক্ষণ বহি যায় ।
 ব্রাহ্মণের সহে রাজ্য বিচারিয়া চায় ॥
 ব্রাহ্মণ লজ্জিলে দোষ হয় অতিশয় ।
 ছাদশীর ক্ষণ গেলে ব্রতভঙ্গ হয় ॥
 কোন কর্ম কৈলে আমি না পড়ি সঙ্কটে ।
 বিচার করিয়া দেব কহ তুমি যাটে ॥

(১) "পাদ্য অর্ঘ্য দিঞা মুনি বসাল্যা আসনে ।"

—পাঠান্তর ।

বিজগণে বলে তুমি কর জল পানে।
 ব্রতরক্ষা নহিব ব্রাহ্মণ-অবজ্ঞানে ॥
 ভক্তগণে মাঝে জলপান নাহি লেখি।
 এই সনাতন ধর্ম বেদ বিপ্র সাক্ষী ॥
 এ বোল শুনিয়া রাজা করি জল পানে।
 মূনির বিলম্বে রাজা রহে সাবধানে ॥
 ছেনকালে দুর্কীসা মূনির আগমন।
 আশু বাড়ি কৈল রাজ্য চরণ-বন্দন ॥
 রাজার চরিত্র মূনি জানিল গেষ্যনে।
 একোপে জ্বলিল যেন দীপ্ত স্তম্ভশনে ॥
 একেত দুর্কীসা মূনি আরে উপবাসী।
 জগৎ দহিতে পারে যার প্রোধপ্রাণি ॥
 অতিথি বিধানে আশা করি নিমন্ত্রণ।
 আশাকে না দিয়া আগে করিলি ভোজন ॥
 ধন-রাজ্য-মদে তোর এত অহঙ্কার।
 ভাল মন্দ না বুঝিয়া আরে দুরাচার ॥
 বিযুক্তক আপনাকে বোলাই সংসারে।
 গুরু দ্বিজ না মানিস এই অহঙ্কারে ॥
 আজি সে করিব তোর সবংশে সংহার।
 এ বোল বলিয়া জটা হিণ্ডে আপনার ॥
 সেই জটা দিয়া মূনি কৃত্য নিরমিল।
 প্রলয় আনলে যেন ধৈর্য্য খাইতে আইল ॥
 তমু অধরীষ রাজা না চিন্তিগ মনে।
 বিযুক্তকে কৃত্য পুড়ি পেপিল তখনে ॥
 ত্রৈলোক্যদহন চক্রে দেখি ভয়ঙ্কর।
 পলাঞা দুর্কীসা মূনি চলিল সহর ॥
 সুরেন্দ্র পরীত আদি যত গিরিদরী।
 দশ দিগ আকাশ লম্বিল সুর সুরী ॥
 সপ্তদ্বীপ সপ্তসিন্ধু এ সপ্ত পাতাল।
 কোথাহ না দেখে মূনি আপন নিস্তার ॥
 যথা যথা যায় চক্রে দেখে সেই স্থানে।
 ব্রহ্মলোকে গেল তবে ব্রহ্মার শরণে ॥
 ভয়ে কম্পবান মূনি কৈল নিবেদন।
 বিযুক্তক হৈতে কর আমারে রক্ষণ ॥
 ব্রহ্মা বলে শুনি মূনি কহি তত্ত্ব কথা।
 প্রভু যে করিব তাহা না হয় অশ্রুতা ॥
 ক্রীড়াকালে করে প্রভু জগৎ নিখণ ॥
 প্রলয় সময়ে সব হয়ে ভগবান ॥
 কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড স্বল্পয়ে ভুতভজ ॥
 আপনে সংহার করে আপনার রবে ॥
 আমি আদি শশী সূর্য্য সুরেশ শঙ্কর।
 যার আজ্ঞা শিরে ধরি বহি নিরন্তর ॥

তার কালচক্র এই সংহার-মুরতি ॥
 ইহা নিবারিতে পারি কাহার শক্তি ॥
 শিবলোক ধৈর্য্য মূনি চলিল সহর।
 শরণ মাগিল গিয়া শঙ্করগোচর (১) ॥
 শিব বলে শুনি মূনি আমার বচন।
 প্রভুর উপরে প্রভু আছে কোন জন ॥
 আমি ভব মহেশ্বর ব্রহ্মা লোকপিতা।
 জগতের গতি পতি জগত-বিধাতা ॥
 সনকাদি নারদ মুনিজ্ঞ যোগেশ্বর।
 যার মায়াপাশে বন্দী সব চরাচর ॥
 বুঝিতে না পারি যার মায়া বলবতী।
 তার নিজ চক্রেতে অতুল শক্তি ॥
 সর্বভাবে লহ গিয়া গোবিন্দ শরণ।
 হরি সে করিতে পারে চক্রে নিবারণ ॥
 শিবের বচন শুনি দুর্কীসা চলিল।
 বৈকুণ্ঠ নগরে গিয়া স্থিরিতে উঠিল ॥
 ভয়ে কম্পবান মূনি দেখিয়া তরাস।
 কমলার সনে যথা বৈসে শ্রীনিবাস।
 হা নাথ হা নাথ বলি পড়িল চরণে।
 পরিত্রাণ কর প্রভু পশিছু শরণে ॥
 মোর অপরাধ প্রভু ক্ষেম একবার।
 না জানিঞা মুঞি বড় কৈলু দুরাচার ॥
 তোমার ভক্তস্থানে কৈল অপরাধ।
 একবার ক্ষেম প্রভু সর্বলোকনাথ ॥
 যার নাম শ্রীনিবাস নারকী সব তরে।
 শরণ পশিলু তার চরণকমলে ॥
 মূনির বচন শুনি পুরুষ পুরাণ।
 আপনার তত্ত্বকথা কহে ভগবান ॥
 ভক্তের বন্ধু আমি ভক্ত-অধীন।
 ভক্ত জনের সঙ্গে মোর নাহি ভিন ॥
 হৃদয় হারিয়া মোর লৈল সাধুজনে।
 আপনে ঈশ্বর নাহি সাধুজন বিনে ॥
 আপনাকে বড় মুঞি না বলি আপনে।
 লক্ষ্মীদেবী বড় মোর নহে সাধু হনে ॥
 অষ্টৈশ্বর্য্য দেখ মোর বৈকুণ্ঠ সম্পত্তি।
 বৈষ্ণব হইতে বড় নহে অষ্টসিদ্ধি ॥
 সূত বিত্ত গৃহ দার প্রাণ বন্ধুগণ।
 সকল ভোজিল যেবা আমার কারণ ॥
 ইহলোক পরলোক সর্বস্ব তেজে।
 শরণ পশিয়া মোর পদযুগ ভজে ॥

(১) পাঠান্তর,—

“শরণ পশিল মূনি দেখিয়া শঙ্কর।”

মনেহ না লয় মোর তেজিতে তাহারে ।
 হৃদয়ে বান্ধিয়া মোরে তিলেক না ছাড়ে ।
 ভকতি করিয়া মোরে রাখে বশ করি ।
 স্বামী বশ করে যেন পতিব্রতা নারী ।
 চতুর্বিধ মুক্তি মোর ভজনের ফল ।
 দিলেহ না লয় মুক্তি ভকতি-কুশল ।
 আমার সেবায় পূর্ণ অন্তর বাহিরে ।
 মুক্তিপদে বস্ত্রজ্ঞান নাহিক যাহারে ।
 ভকত-হৃদয়ে আমি থাকি সর্কক্ষণ ।
 সতত হৃদয় মোর থাকে সাধুজন ।
 তাহা বিনে আমি কিছু না জানিয়ে আনে ।
 আমি বিনে তার চিত্ত অন্ধ নাহি জানে ।
 এ বোল বুঝিয়া মুনি চল তুমি বাটে ।
 শীঘ্র চলি যাহ তুমি রাজার নিকটে ।
 অপরাধ ক্ষেমাহ বিনয় বাক্য বলি ।
 বিনয়ে সকল কার্য সাধিবারে পারি ।
 শুনিঞা দুর্কাসা মুনি প্রভুর বচনে ।
 চক্রেতে গেলা মুনি দ্বারিত গমনে ।
 অশ্বরীষচরণ ধরিয়া হুই হাথে ।
 লোটায়া দুর্কাসা মুনি পড়িলা ভূমিতে ।
 লাঞ্জে ভয়ে ব্যাকুলিত রাজা অশ্বরীষ ।
 দেখিয়া মুনির দুঃখ হৈলা বিমরিষ ।
 তবে অশ্বরীষ রাজা কোন বুদ্ধি করে ।
 নানা স্তুতি করি চক্রে সাধিল বিস্তরে ।
 তুমি সব সত্য ধর্ম তুমি যজ্ঞময় ।
 তুমি কাল তুমি যম তুমি লোকভয় ।
 কোটি কোটি কর তুমি ব্রহ্মাণ্ড প্রলয় ।
 তোমার প্রতাপ-তেজ কার প্রাণে সয় ।
 সকল তেজিনু মুক্তি ব্রাহ্মণ কারণে ।
 যজ্ঞ দান উপ জপ জনমে জনমে ।
 এই পুণ্যে ব্রাহ্মণের হউক প্রতিকার ।
 ব্রাহ্মণের অপরাধ ক্ষেম একবার ।
 কৃপা যদি থাকে মোরে বিপ্র রক্ষা কর ।
 ক্ষেমিয়া সকল দোষ (১) ব্রাহ্মণে উদ্ধার ।
 শুনিয়া সে সুদর্শন অশ্বরীষ স্তুতি ।
 শাস্ত হৈল বিষ্ণুচক্রে অতুল শক্তি ।
 শঙ্কটে তরিয়া মুনি সুস্থ হৈল মনে ।
 আশীর্বাদ করি মুনি কি বলে বচনে ।

আমি সে দেখিলু হরিভক্তের মহিমা ।
 ব্রহ্মা আদি দেবে যার দিতে নারে গীমা ।
 অপরাধ দেখি ক্ষমা করে সাধুজনে ।
 ভকতমহিমা ত্রিভুবনে নাহি জানে ।
 যার নাম শ্রবণে পাতকী সব ভরে ।
 তাহার ভকততত্ত্ব কে জানিতে পারে ।
 অমুগ্রহ কৈলে রাজা তুমি দয়াময় ।
 ক্ষেমিয়া সকল দোষ খণ্ডাইলে সংশয় ।
 তবে রাজা দুর্কাসার ধরিয়া চরণ ।
 প্রসন্ন করিয়া তারে করাল্যা ভোজন ।
 পারণা করিয়া বিপ্র শিরে দিয়া হাথ ।
 সন্তোষিত হৈয়া তবে কৈলা আশীর্বাদ ।
 তোমার প্রসাদে কৃষ্ণ দেখিল সাক্ষাতে ।
 ভকত জনের তত্ত্ব জানিলু বিদিতে ।
 তোমার আলাপ দরশন-পরশনে ।
 ঋণিল সকল দোষ মোর অভিমানে ।
 এতেক বচন বলি দুর্কাসা চলিল ।
 এইরূপে গেল কাল বৎসর পুরিল ।
 বৎসরেক ছিল রাজা করি জল পান ।
 পারণা করিতে তবে করে অবধান ।
 দিব্য অন্ন পান দিয়া ভূজাল ব্রাহ্মণে ।
 দ্বিজ অবশেষ দিয়া করয়ে পারণে ।
 এইরূপে নানা গুণ ধরে যতিমান ।
 অশ্বরীষ রাজা ছিল ভকতপ্রধান ।
 শ্রবণ কীর্তন সেবা স্তবন বন্দন ।
 দান যজ্ঞ করিয়া ভজিল নারায়ণ ।
 তিন পুত্রে হৈল তাঁর মহাবলবান ।
 বিভজিয়া দিল রাজ্য করিয়া সমান ।
 বনে গেলা অশ্বরীষ সকল তেজিয়া ।
 বিষ্ণুপদে গেলা রাজা কৃষ্ণ আরাধিয়া ।
 ধৃত পুণ্য পাপহর অশ্বরীষ কথা ।
 রক্ষগুণ-কীর্তন ভকত-গুণ-গাথা ।
 যেবা কহে যেবা শুনে এ পুণ্য চরিত্র ।
 পুণ্যকর পাপহর পরম পবিত্র ।
 সর্গ পাপ হরে তার বিষ্ণু-লোকে গতি ।
 ভাগবত-আচার্য্যে কহিল যথামতি ॥ (১)

(১) পাঠান্তর,—“কণ্ঠ” ।

(১) “ভাগবত আচার্য্যের মধুর ভারতী”

—পাঠান্তর ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

অবরীষ ধরে তিন পুত্র জনমিল ।
 বিক্রপ প্রধান পুত্র তাহাতে আছিল ।
 বিক্রপের পুত্র হৈল পুষ্পদম্ব নাম ।
 তার পুত্র রথীতর মহা বলবান্ ।
 রথীতর রাজার অপত্য না জন্মিল ।
 অজিয়া মুনিরে তবে নিবেদন কৈল ।
 আপনে অজিয়া মুনি কৈলা গর্তাধান ।
 জনমিল তার পুত্র দ্বিজের প্রধান ।
 রথীতরবংশ তবে হৈল দ্বিজজাতি ।
 ইক্ষাকু বংশের কথা শুন নরপতি ।
 ইক্ষাকুর পুত্র একশত বলবান্ ।
 তাহাতে বিকৃষ্ণি নিমি দণ্ডক প্রধান ।
 ইক্ষাকু করিল শ্রাদ্ধ পেয়া শুভকাল ।
 ডাকিয়া আনিল তবে বিকৃষ্ণি কুমার ।
 মাংস আনি দেহ তুমি বিলম্ব না কর ।
 আমার বচনে তুমি শীঘ্র করি চল ।
 চলিল বিকৃষ্ণি তবে তুরিত গমনে ।
 মারিয়া অনেক মৃগ আনিল যতনে ।
 বনে গিয়া বিকৃষ্ণি ক্ষুধার দুঃখ পাইল ।
 একগুটি শশ তার আপনে ভক্ষিল ।
 সকল আনিয়া দিল বাপ-বিজ্ঞমানে ।
 বশিষ্ঠ তাহার তত্ত্ব জানিল গেয়ানে ।
 কেমনে করিব যজ্ঞ দুষ্ঠ মাংস দিয়া ।
 অবশেষ মাংস দিল বালকে আনিঞা ।
 এ বোল শুনিঞা রাজা বড় ক্রোধ কৈল ।
 দেশে হৈতে বিকৃষ্ণিরে দূর করি দিল ।
 বাণে যদি ভেজিল বিকৃষ্ণি পাইল লাজ ।
 পুণ্যবলে গেলা তবে ভকতসমার ।
 ভক্তি উপদেশ পাইল বৈষ্ণবের স্থানে ।
 পুণ্য ভীর্থে বিকৃষ্ণি রহিলা সেই মনে ।
 শশক ধাইয়া নাম শশাদ ধরিল ।
 জগতে শশাদ নাম পরচার হৈল ।
 ইক্ষাকু নির্মল (১) রাজা চিরকাল ধরি ।
 অন্তকালে ভক্ত ভেজি গেল বিষ্ণুপুরী ।
 শশাদ আসিয়া রাজা হৈল ক্ষিত্তভলে ।
 সপ্তদ্বীপ পৃথিবী শাসিল বাহুবলে ।
 পুরঞ্জয় নামে পুত্র জনমিল তার ।
 ককুৎস্থ তাহার নাম বিদিত সংসার ।

দেবে আর দানবে বাজিল মহারণ ।
 সহায় করিয়া তারে নিল দেবগণ ।
 কৃষ্ণের বচনে তারে করিয়া সহায় ।
 সুরগণে বুদ্ধ করে করিয়া উপায় ।
 যুদ্ধকালে পুরঞ্জয় কি বোলে বচন ।
 আমার বচন তুমি শুন দেবগণ ।
 আমার বাহন যদি হয় শচীপতি ।
 তবে সে বুঝিতে পারি দৈত্যের সংহতি ।
 ইন্দ্র বলে হৈব আমি তোমার বাহন ।
 চড়িয়া আমার স্বন্ধে তুমি কর রণ ।
 তবে ইন্দ্র-কাঙ্খে চড়ি চলে পুরঞ্জয় ।
 বিষ্ণুভেজে তার বল হৈল অতিশয় ।
 বেটিল দৈত্যের পুরী লঞা সুরগণে ।
 বিকিল সকল দৈত্য চোখ চোখ বাণে ।
 ভন্ন ভিন্দিপালে দৈত্যে কৈল খানখান ।
 কথো দৈত্য পলাইল লইঞা পরাণ ।
 জিনিঞা দৈত্যের পুরী দিল পুরন্দরে ।
 এই সে কারণে ইন্দ্রবাহ নাম ধরে ।
 ইন্দ্রকাঙ্খে চড়িয়া সে করিল সংগ্রাম ।
 তে-কারণে ককুৎস্থ বোলয়ে আর নাম ।
 তিন নামে পুরঞ্জয় বিদিত সংসার ।
 জন্মিল অনেনা নামে তাহার কুমার ।
 অনেনার পুত্র হৈল পৃথু মহাবল ।
 বিশ্বগন্ধি তার পুত্র পুণ্যকলেবর ।
 চন্দ্র নামে তার পুত্র মহা ধনুর্ধর ।
 যুবনাথ তার পুত্র বৃপতিশেখর ।
 শ্রাবস্ত তাহার পুত্র মহাবলবান্ ।
 সেই সে শ্রাবস্তীপুরী করিলা নির্মাণ ।
 তার পুত্র বৃহদ্রথ বিদিতসংসার ।
 কুবলয়াশ পুত্র জনমিল তার ।
 উত্তর মুনির প্রীত করিবার ভরে ।
 ধনু নামে অশুরে মারিল বাহুবলে ।
 একুণ সহস্র পুত্র মারিয়া সংহতি ।
 ধনু সনে মহাযুদ্ধ কৈল নরপতি ।
 তার মুখ-আনলে পুড়িল পুত্রগণ ।
 অবশেষ মাত্র সে রহিল তিন জন ।
 দূঢ়াশ কপিলাশ ভদ্রাশ নাম বার ।
 তিন পুত্র তার রণে পাইল প্রতীকার ।
 দূঢ়াশের তনয় হর্যাস তার নাম ।
 তার পুত্র নিরুত্ত আছিল বলবান্ ।

বহুনাথ নামে তার জন্মিল কুমার ।
 কুশাখ তাহার পুত্র বিদিত সংসার ॥
 তার পুত্র সেনজিৎ হইল উৎপতি ।
 যুবনাথ তার পুত্র মহানরপতি ॥
 যুবনাথ নৃপতির না ছিল সন্ততি ।
 এক শত ভার্যা তার মহা গুণবতী ॥
 ঋষিগণ আসি যজ্ঞ কৈলা পুত্রকায়ে ।
 নিশাকালে রাজা গেল। সেই যজ্ঞস্থানে ॥
 মন্ত্রজ্ঞসে পূর্ণ ঘট দেখি বিভ্রমণ ।
 তৃষ্ণাতে আকুল রাজা কৈল জল পান ॥
 নিজা হৈতে মূনিগণ উঠিল সত্তরে ।
 কলসে না দেখি জল পুছিল রাজারে ॥
 রাজা বলে মূনিগণ কর অবধান ।
 না জানিঞা আমি সে করিলু জল পান ॥
 ঋষিগণ শুনিঞা চিহ্নিল মনে মনে ।
 বৈবনিবন্ধন কেবা করিব খণ্ডনে ॥
 দৈবনির্নিশ্চিত কেবা করিব খণ্ডন ।
 অদৃষ্ট মানিঞা বনে গেল। মূনিগণ ॥
 উদয় ভেদিয়া তার গর্ত নিঃসরিল ।
 ঘেবে বর দিল রাজা প্রাণে না মরিল ॥
 ভূমিতে পড়িয়া শিশু কান্ধিতে লাগিল ।
 অমৃত-অমূলি দিয়া ইজ্ঞ জীয়াইল ॥
 ধরিল মাক্ষাতা নাম দেব পুরন্দরে ।
 পুত্র লঞা যুবনাথ রাজ্যভোগ করে ॥
 তপ যজ্ঞ করি রাজা ভজিল শ্রীহরি ।
 তজ্জ তেজি যুবনাথ গেল সুরপুরী ॥
 তবে রাজ্যপদ পাইলা মাক্ষাতা কুমার ।
 সপ্তদীপা ক্রিত্তিল যার অধিকার ॥
 যার নামে দম্ভ্যগণ হয় তরাসিত ।
 ত্রৈলোক্য আর নাম ভুবনে বিদিত ॥
 মাক্ষাতার সম আর নাহি হয় রাজা ।
 স্বর্গে থাকি দেবগণ করে যার পূজা ॥
 যাবৎ প্রকাশ করে শশী দিবাকর ।
 যতেক প্রমাণ আছে ধরণীমণ্ডল ॥
 তার নিজ অধিকার তাবৎ প্রমাণ ।
 একচক্রে পৃথিবী শাসিল বলবান ॥
 চক্রবর্তী মহারাজা একদণ্ডধর ।
 ত্রৈলোক্য নাম দম্ভ্য জিনিঞা সকল ॥
 শত শত যজ্ঞ কৈল কোটি কোটি দান ।
 নামাকর্ম করিয়া ভজিল ভগবান ॥
 সর্ব ধর্ম সন্তোষিল সর্বদেবময় ।
 দ্বাদশ-বৈকব পুত্র কৈল অতিশয় ॥

কাল যেশ দ্রব্য মস্ত বিবিধ সস্তার ।
 এ সব মাক্ষাতা হৈতে হৈল পরচার ॥ (১)
 মাক্ষাতার তিন পুত্র হৈল বলবান ।
 পুরুকুৎস অশ্বরীষ মুচুকুন্দ নাম ॥
 পঞ্চাশ দুহিতা তার উপজিল আর ।
 তার কথা কহি রাজা তোমার গোচর ॥
 আছিল সৌভরি মূনি জলের ভিতরে ।
 যমুনার হ্রদে তপ করে নিরন্তরে ॥
 মীনরাজ ক্রীড়া করে জলের ভিতরে ।
 পুত্র পরিবার লঞা আনন্দে বিহরে ॥
 তাহা দেখি শ্রদ্ধা হৈল সৌভরির মনে ।
 মৎস্তরাজ স্নেহে ভাল আজে এই মনে ॥
 পুত্র পোত্র লয়া জলে করয়ে বিহার ।
 অগাধ সলিলে স্নেহে আছে এতকাল ॥ (২)
 আমি তপ করি দশ সহস্র বৎসর ।
 নিরুচ্ছাস হয়। আছি জলের ভিতর ॥
 এইরূপে কথো দিন বিনোদ করিয়া ।
 পাছে তপ করিব সকল সখরিয়া ॥
 এ বোল বলিয়া মূনি উঠিল। উপরে ।
 হৃদয়ে চিন্তিয়া মূনি কোন যুক্তি করে ॥
 দেখিয়া হৃগত আয়া বিকৃত আকার ।
 কেহ ত না দিবে কষ্ট। করিয়া বিচার ॥
 মাক্ষাতার ঘরে আছে পঞ্চাশ দুহিতা ।
 মাগিলেই দিব এক কষ্ট। মহাদ তা ॥
 এ বোল বলিয়া মূনি গেল। তার স্থানে ।
 পুজিলা মাক্ষাতা রাজা আতিথ্যবিধানে ॥
 মূনি বলে শুন রাজা। বচন আমার ।
 সূর্য্যবংশে তুমি রাজা ধর্ম অবতার ॥
 একখানি কষ্টাদেহ মাগিল তোমায়ে ।
 এ বোল শুনিঞা রাজা কোন যুক্তি করে ॥
 নথ দম্ভ গলিত পলিত সব অঙ্গ ।
 দেখিতেই সর্ব লোক হয়ে মনোভঙ্গ ॥
 দেখিয়া বিকটরূপ হৃদয়ে বিধাদ ।
 যদিবা না দিব কষ্ট। ফলিব প্রমাদ ॥
 হৃদয়ে চিন্তিয়া রাজা দৃঢ় কৈল মনে ।
 কর যোড়ে বলে কিছু বিনয় বচনে ॥

(১) অজ পৃথিতে ইহার পরবর্তী চরণঘরে অধ্যায়

সমাপ্ত হইয়াছে :—

“ভাগবত আচার্য্যেয় প্রেমতরঙ্গিনী ।

মাক্ষাতার কথা এই মধুর বাণী ॥”

(২) পাঠান্তর,—

“অগাধ সলিলে আসি স্নেহে ক্রীড়া করে” ।

কন্তাগণ আপনে করিব স্বয়ম্বর ।
 এ বোল বুলিয়া আজ্ঞা কর যোগেশ্বর ॥
 আপনে চলিয়া যাহ কন্তা-অন্তঃপুরে ।
 যার ইৎসা হবে সেই বরিব ভোমারে ॥
 এ বোল বলিয়া সঙ্গে দিল পুরজনে ।
 প্রবেশ করিল গিয়া কন্তার ভবনে ॥
 হেনকালে যোগেশ্বর কোন যুক্তি করে ।
 কামকোটি জিনিঞা স্তম্ভর রূপ ধরে ॥
 কন্তাপুরে যাই মাত্র কৈলা পরবেশ ।
 কন্তাগণে গালাগালি বাজিল বিশেষ ।
 কেহ বলে মোর যোগ্য এই বর হয় ।
 কেহ বলে আমি সে বরিল মহাশয় ॥
 কেহ বলে তার আগে কৈল স্বয়ম্বর ।
 কেহ বলে তার যোগ্য নহে এই বর ॥
 এইরূপে কন্তাকুলে বাজিল কন্মল ।
 তুরিতে চলিয়া তথা গেলা নরেশ্বর ॥
 অদভুত যোগবল দেখি বিদ্যমান ।
 পঞ্চাশ হুহিতা বিভা দিল মুন সনে ॥
 কন্তাগণ লগ্যা মুন গেলা ভপোবনে ।
 বিশ্বকর্মা ডাক দিয়া আনিলা তখনে ॥
 ছেম মণি বিবিধ বিচিত্র স্থানে স্থানে ।
 রতনরচিত পুরী কাঞ্চননির্মাণে ॥
 যার সম পুরী নাহি ইন্দ্রের ভবনে ।
 নির্মিঞা পঞ্চাশ পুরী দিল সেই ক্ষণে ॥
 কুবের আনিঞা দিল বহুবিধ ধন ।
 বহুবিধ অন্ন পান বসন ভূষণ ॥
 পঞ্চাশ স্তম্ভরী মুন ধুই পুরে পুরে ।
 যোগবলে আপনে পঞ্চাশ রূপ ধরে ॥
 দিব্য বেশ ধরে ছেম মণি অলঙ্কারে ।
 ভাষ্যাগণ লগ্যা মুন করনে বিহারে ॥
 স্নগন্ধি কুমুদবন ভৃঙ্গ বিরাজিত ।
 শুক পিক বিহগ বিবিধ স্তনাদিত ॥
 ভরল বিষল জল দীঘি সরোবর ।
 কুমুদ কমল কুল নীল উৎপল ॥
 হংস কার্ডুব জলচর উত্তরোল ।
 সুললিত নদ নদী তরঙ্গ কল্লোল ॥
 নানারূপে নানা ক্রীড়া করে স্থানে স্থানে ।
 এইরূপে ক্রীড়া করে লঞা নারীগণে ॥
 মাধাতা রাজার মনে দুঃখ নিরন্তর ।
 কন্তা দেখিবারে যনে গেলা নরেশ্বর ॥
 পাত্তগণে কৈল রাজ্য রাজ্য সমর্পণ ।
 সঙ্গে কিছু লৈল সৈন্য বৃদ্ধ দ্বিজগণ

মুনির সঙ্কেতে সৈন্য না লৈল সংহতি ।
 তবে তপোবনে উত্তরিল। নরপতি ॥
 দিব্য পুরী দেখে রাজা বনের ভিতরে ।
 দাঁড়াইয়া রহিল রাজা পরের দুয়ারে ॥
 দ্বারী পাঠাইয়া জ্ঞানাইল হুনিহানে ।
 তুরিতে আসিয়া মুন কৈল সন্তোষণে ॥
 পান্য অর্ঘ্য দিয়া রাজায় পূজিল বিধান ।
 পুরীর ভিতরে রাজায় নিল সেই ক্ষণে ॥
 রতনে নির্মিত ঘর মণি-সিংহাসনে ।
 তাহাতে বসারে রাজায় পূজিল বিধান ॥
 দিব্য অন্ন পান দিয়া করাল্য ভোজন ।
 দিব্য বস্ত্র দিব্য গন্ধ অঙ্গে বিলেপন ॥
 দিব্য বেশ ভূষণ বিবিধ পরিচ্ছদ ।
 দেখিয়া মাধাতা রাজা হৈল নিশবদ ॥
 কন্তা ডাক দিয়া রাজা আনে বিদ্যমান ।
 পুছিল সকল কথা কন্তাসম্মিথানে ॥
 কহিল সকল তত্ত্ব রাজার হুহিতা ।
 সকলে কহিব আমি আপনার কথা ॥
 আমার নিকট মুন তিলেক না ছাড়ে ।
 ভগিনীগণের কিছু জিজ্ঞাসা না করে ॥
 মুনির প্রসাদে সর্ব সুখে আনন্দিতা ।
 ভগিনীগণের দুঃখে কেবল দুঃখিতা ॥
 কন্যার বচন তবে শুনি নরপতি ।
 তথাই রহিল রাজা এক দিনরাতি ॥
 রাত্রিশেষে গেলা আর পুরীর দুয়ারে ॥
 দ্বারী জানাল্য গিয়া মুনির গোচরে ॥
 শুনিঞা সৌভরি রাজায় কৈল সন্তোষণ ।
 পান্য অর্ঘ্য দিয়া কৈল স্বাগত বচন ॥
 পুরীর ভিতরে রাজায় নিল মুনীশ্বর ।
 দিব্য গন্ধ বস্ত্র দিয়া পূজিল বিস্তর ॥
 বসিতে আসন দিলা রতনমন্দিরে ।
 দিব্য অন্ন-পান দিল নানা পরকারে ॥
 তবে রাজা ডাক দিয়া কন্যাকে পুছিল ।
 পূর্বরূপ কথা এই কন্যারে কহিল ॥ (১)
 এইরূপে পুরে পুরে গেলা দিনে দিনে ।
 দেখিল সকল পুরী পূর্ব সমানে ॥
 সেইরূপে কৈলা মুন রাজার সন্তোষা ।
 প্রীতিপুরে প্রীতি কন্যায় করিল জিজ্ঞাসা ॥
 প্রীতি কন্যা সেইরূপ দিলেন উত্তর ।
 বিশ্বয় ভাবিয়া মনে রহে নরেশ্বর ॥

(১) "সেইরূপ কথা কন্তা তাহাই কহিল ।"

—পাঠান্তর ।

সপ্তদ্বীপ পৃথিবী বাহার অধিকার ।
 খণ্ডিল চিন্তের তার রাজ অহঙ্কার ॥
 বিদায় হইয়া রাজ্য নিজ পুরে আসি ।
 কহিল সকল কথা রাজ্যসনে বসি ॥
 পাণ্ডা মিত্রে পুরজনে শুনিঞা বিস্মিত ।
 কহিতে কহিতে রাজ্য হৈল বিমোহিত ॥
 এইরূপে করে মূনি বিবিধ বিহার ।
 সুখ ভোগ করিতে রহিল চিরকাল ॥
 সন্তোষ না হয় মনে চিন্তে মুনিরাজ ।
 চিন্তা নিবারিতে নারে বাঢ়ে অজ্ঞান ॥
 মূনি হয়্যা কৈলু আমি স্ত্রীসঙ্গে নিবাস ।
 মীন সঙ্গে কৈলু আমি আপনা বিনাশ ॥
 তপ যোগ ভক্তজ্ঞান নিয়ম আচার ।
 কুসঙ্গে সকল ধর্ম খণ্ডিল আমার ॥
 স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ ানি করে সাধুজনে ।
 সর্বধর্ম হরে নারী সঙ্গী দরশনে ॥
 যন্ত্র সহ দরশন হৈল আচম্বিতে ।
 তা দেখিয়া আমিহ হইলু বিমোহিতে ॥
 প্রথমে আছিলু আমি মাত্র একেশ্বর ।
 পঞ্চাশ বনিতা সঙ্গ হৈল তারপর ॥
 পঞ্চ সহস্র হইল পুত্র পরিবার ।
 তমুত নহিল চিন্তে সন্তোষ আমার ॥
 চিন্তা সমাধিয়া মূনি তেজিল সকল ।
 তপ করিবারে বনে গেলা একেশ্বর ॥
 তীব্র তপ করিয়া ভজিল নারায়ণে ।
 নিজ অঙ্গে যোগবলে জ্বলে হতাশনে ॥
 শরীর পোড়ায়্যা মূনি গেলা দিব্যগতি ।
 পঞ্চাশ বনিতা তার আছিল সংহতি ॥
 তারা প্রবেশিল সেই দীপ্ত হতাশনে ।
 পতি সনে দিব্যগতি পাইল নারীগণে ॥
 সোভরি মূনির কিছু কহিল চরিত । (১)
 রাষ্ট্রাতার বংশকথা শুন পরীক্ষিৎ ॥
 রাষ্ট্রাতার তিন পুত্র বংশের প্রধান ।
 পুরুকুৎস অশ্বরীষ মুচুকুন্দ নাম ॥
 পুরুকুৎস পুত্র পাইল রাজ্য অধিকার ।
 সপ্তদ্বীপে দণ্ডভজ নহিল তাহার ॥
 পুরুকুৎস বিভা কৈল নর্মদা নাগিনী ।
 নাগগণে আনি দিল নাগের ভগিনী ॥
 নর্মদা নাগিনী তারে নিল রসাতলে ।
 গন্ধর্বের সনে তথা বাজিল কন্দলে ॥

(১) ইহার পর অত্র পুঁথিতে অধ্যায় শেষ
 হইয়াছে ।

মারিয়া গন্ধর্ব নাগে কৈলা পরিজ্ঞান ।
 তবে নিজ রাজ্যে উত্তরীলা বলবান ॥
 পুরুকুৎসের পুত্র হৈল ত্রৈলোক্য নামে ।
 তার পুত্র অনরণ্য বিদিত ভুবনে ॥
 হর্ষাশ্ব তাহার পুত্র বিদিত সংসারে ।
 তার ঘরে জনমিল প্রাক্রণ কুমারে ॥
 জনমিল তার পুত্র ত্রৈবন্ধন নামে ।
 ত্রৈলোক্য তাহার পুত্র বিদিত ভুবনে ॥
 ত্রৈলোক্য চণ্ডালস্ব পিতৃশাপে হৈল ।
 অধোমুখ হয়্যা গিয়া আকাশে রহিল ॥
 তার পুত্র হরিশ্চন্দ্র জগতে বিদিত ।
 তার গুণ কহি কিছু শুন পরীক্ষিত ॥
 হরিশ্চন্দ্র রাজ্য যদি হৈল ক্ষিতিতলে ।
 সপ্তদ্বীপ পৃথিবী শাসিল বাহুবলে ॥
 মহাদান মহাযজ্ঞ কৈল শতে শতে ।
 হরিশ্চন্দ্র গুণ-কথা না পারি কহিতে ॥
 সর্বস্ব দক্ষিণা যজ্ঞ রাজসূয় করি ।
 স্ত্রীপুত্র বিকিল নিজে দুঃখ পরিহারি ॥
 অপনা বিকায়্যা রাজ্য দিলেন দক্ষিণা ।
 বিশ্বামিত্র কৈল তারে কপটে ভণ্ডনা ॥
 পরীক্ষা করিয়া দিল অন্তরীক্ষগতি ।
 কাশ্যগতি দিব্য রথ পাইল নরপতি ॥
 পুত্র দার পরিজন লঞা দিব্য রথে ।
 ভ্রমণ করয়ে রাজ্য অন্তরীক্ষ পথে ॥
 কত কত পুণ্য গুণ চরিত তাহার ।
 হরিশ্চন্দ্র মহারাজ্য ধর্ম-অবতার ॥
 তার পুত্র রোহিত হরিত তার সূত ।
 চম্পা নামে তার পুত্র অতি অদভূত ॥
 চম্পা রাজ্য চম্পা নামে পুরী নিরমিল ।
 সুরদেব তাহার পুত্র পৃথিবী শাসিল ॥
 তার পুত্র বিজয় ভরুক তার সূত ।
 তার পুত্র বৃক তার তনয় বাহুক ॥
 রাজ্য অধিকার তার নিল রিপুগণে ।
 ভার্য্যা লঞা বাহুক পালয়্যা গেল বনে ।
 বৃদ্ধ হয়্যা যৈল রাজ্য সেই মূনি-বনে ।
 তার ভার্য্যা প্রবেশিতে গেল হতাশনে ॥
 ঔরু মূনি আসিয়া করিল নিবারণ ।
 না কর প্রবেশ যাতা কহিব কারণ ॥
 গর্ভবতী নারী অল্পমরণ না করে ।
 চক্রবর্তী পুত্র আছে তোমার উদরে ॥
 মূনির বচনে বাণী চিন্তা স্থির করে ।
 পরলোক-কর্ম কৈল বিধি অঙ্গসারে ॥

রিপুগণে তার গর্ভে দিয়াছিল গর।
 গর সহে জনমিল পুত্র মহাবল ॥
 তে-কারণে মুনি নাম রাখিল সগর।
 জিনিল সকল রিপু এক ধনুর্ধর ॥
 ভালজন্ম যবন হৈহয় আদি করি
 বশিষ্ঠের শরণ পশিল সব অরি ॥
 খেদিয়া তুলিল লঞা গুরু বিত্তমানে ।
 বশিষ্ঠে সাধিয়া তারে কৈল নিবারণে ॥
 লাড়ি চুল মুড়ায়া করিল ছারখার ।
 সব রিপুগণে কৈল বিকৃতি আকার ॥
 তবে রাজসিংহাসনে বসিল সগর ।
 ভূজবলে শাসিল সকল ক্ষিতিতল ॥
 ওঁক্ষ মুনি আসিয়া দিলেন উপদেশ ।
 নানা ষজ করিয়া ভজিলা স্ববীকেশ ॥
 জুমতি কেশিনী দুই সগরের নারী ।
 জুমতির পুত্র জনমিল মহাবলী ॥
 বাটি সহস্র তারা সব সাগর নামে ।
 বোড়া রাখিবারে গেল বাপের বচনে ॥
 হরিয়! যজ্ঞের বোড়া নিল পুন্সরে ।
 কপিলনিকটে লয়া ধুইল রসাতলে ॥
 সগর-কুমার সব লোকমুখে শুনি ।
 শতেক গ্রহর পথ খুঁজিল যেদিনী ॥
 কপিলের শাপে ভয় হৈল পুত্রগণে ।
 বাটিল সগরকীর্তি তাহার কারণ ॥
 কেশিনীর পুত্র হৈল অগমজস নাম ।
 তার পুত্র জনমিল নামে অংশুমান ॥
 পিতামহে আজ্ঞা দিল অশ্ব আনিবারে ।
 তবে অংশুমান গিয়া নাঞ্চিলা পাতালে
 কপিল দেবের তবে নানা জ্ঞতি কৈল ॥
 তুষ্ট হয়্যা মুনীশ্বর তারে বর দিল ॥
 অশ্ব লয়া দেহ পিতামহ-বিত্তমানে ।
 হের-দেখ ভয় হয়্যা আছে পিতৃগণে ॥
 গজাজলে এসবে করিহ পরিভ্রাণ ।
 অশ্ব লঞা শীঘ্র তুমি চল অংশুমান ॥
 প্রণাম করিয়া অশ্ব আনিল সম্বরে ।
 অশ্ব লঞা যজ্ঞ সিদ্ধি কৈল নরেশ্বরে ॥
 অংশুমানে রাজ্য দিয়া রাজা গেল বনে ।
 বিষ্ণুপদে গেলা বাজা ছুটিল বন্ধনে ॥
 চিরকাল ধরি তপ কৈল অংশুমান ।
 গজা আনিবারে না পারিল যতিমাম ॥ (১)

তার পুত্র জনমিল দিলীপ কুমার ।
 তার পুত্র ভগীরথ বিদিত সংসার ॥
 ভগীরথ তপ করি গজা আরাধিল ।
 দ্রবময়ী ব্রহ্ম গজা ভূমিতে আনিল ॥ (১)
 ভয় হয়্যা পিতৃগণ যথাতে আছিল ।
 পতিতপাবনী গজা তথাতে আনিল ॥
 গজাজলে ভয় পরশিল যেহঁকণে ।
 সেইকণে স্বর্গপুরে গেল পিতৃগণে ॥
 এই কোন অদ্ভুত বলিবারে পারি ।
 পাতকী তরয়ে যার নাম মাত্র ধরি ॥
 হেন প্রভু-চরণে গজার উত্তপতি ।
 পাতকী ভারি তার এ কোন শক্তি ॥
 দূরে থাকি বলে যদি গজা গজা বাসী ।
 ছরিত হরবে গজা ভববিমোচনী ॥
 ভগীরথ পুত্র জনমিল শ্রুত নাম ।
 নাভ নামে তার পুত্র মহাবলবান ॥
 সিন্ধুদীপ নামে তার পুত্র জনমিল ।
 তার পুত্র অযতায় পৃথিবী শাসিল ॥
 জনমিল ঋতুর্ণ তনয় তাহার ।
 সৌদাম্য তাহার পুত্র বিদিত সংসার ॥
 বশিষ্ঠের শাপে তার রাক্ষস হৈল ।
 গজাজল পরশনে পরিভ্রাণ পাইল ॥
 দ্বিজপত্নী শাপ তারে দিল ক্রোধ করি ।
 নারীসজ্জ না করিল সেই দিন ধরি ॥
 তে-কারণে পুত্র তার পুরবে না ছিল ।
 বশিষ্ঠে আনিঞা পাছে পুত্র এয়াইল ॥
 সপ্তবর্ষ গর্ত তার আছিল উদরে
 মদয়ন্তী গভ আর ধরিতে না পারে ॥
 পাথরে উদর হানি গর্ত প্রসবিল ।
 তে-কারণে পুত্রের অশ্বক নাম হৈল ॥
 মূলক তাহার পুত্র হৈল উত্তপতি ।
 তার পুত্র দশরথ নামে নরপতি ॥
 তার পুত্র মহাবাহু ঐড়বিড়ি নামে ।
 তার পুত্র বিশ্বসহ বিদিত ভুবনে ॥
 ঋতুর্ণ তনয় তার চক্রবর্তী রাজা ।
 ইন্দ্র আদি দেবগণে কৈল তার পূজা ॥
 সুরগণে নিল তার বৃদ্ধ করিবারে ।
 জিনিঞা অনুরে দেব রাখিল সময়ে ॥
 বর মাগিবারে আজ্ঞা দিল সুরগণে ।
 জিজ্ঞাসিল মহারাজা বিবৃধ সদনে ॥

(১) ইহার পর অত্র পুথিতে অধ্যায় শেষ হইয়াছে ।

(১) "তপস্তা করিয়া গজা তথাই আনিল ।"

আগে কহ য়োর কত পরমায়ু আছে ।
 বুঝিয়া মাগিব বর যেবা মনে রাহে ॥
 কহিল দেবতাগণ করিয়া বিচার ।
 একমুঃশ্বের আছে জীবন তোমার ॥
 তবে রাজা বলে আমি মাগি এই বর ।
 ইহার ভিতরে যেন ভজি দামোদর ॥
 দেবগণে মেলি তবে এই বর দিল ।
 তবে সেই ক্ষণে রাজা শ্রীহরি ভজিল ॥
 সর্বভাবে কৈল রাজা শ্রীহরি ভজন ।
 বিষ্ণুপদে প্রবেশিল ছুটিল বন্ধন ॥
 তিলেক ভজিয়া রাধা গেল ভব তরি ।
 সর্বকাল ভজে তারে কি বলিতে পারি ॥
 ঋট্যাজের পুত্র হৈল দীর্ঘবাহু নামে ।
 তার পুত্র রঘুরাজা বিদিত ভুবনে ॥
 রঘুর তনয় অগ্র জগতে বিদিত ।
 তার পুত্র দশরথ ভুবন পুজিত ॥
 যার ঘরে পূর্ণ ব্রহ্ম রাম অবতার ।
 রাবণ বধিয়া কৈল সীতার উদ্ধার ॥
 এক ব্রহ্ম চারি অংশে ধরে চারি নাম ।
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভক্ত প্রধান ॥
 আর অংশে শক্রয় মহাধনুর্দ্ধর ।
 রামায়ণে রামশুণ কহিল বিস্তর ॥
 তাঁর গুণ-কথা কিছু কহিব সংক্ষেপে ।
 যে যে কর্ম নারায়ণ কৈলা রায়রূপে ॥
 বিশ্বামিত্র রামে লেল যজ্ঞ রাখিবারে ।
 তাড়কা রাক্ষসী পথে প্রথমে সংহারে ॥
 মারীচ সুবাহু আদি মারি নিশাচরে ।
 বিশ্বামিত্র যজ্ঞ রক্ষা করে তার পরে ॥
 জনকের ঘরে তবে গেলেন শ্রীরাম ।
 তিন শত বীরে ধরি আনে ধনুধান ॥
 বাম হাথে ধরিয়া ধনুকে দিল চড়া ।
 ভাজিল হরের ধনু চমৎকার জীড়া ॥ (১)
 নির্ধাত শব্দ তার উঠিল নিষ্ঠুর ।
 নগ নাগ পৃথিবী কাঁপিল সুরপুর ॥
 তবে সীতাদেবী বিভা কৈলা নারায়ণ ।
 পরশুরামের সনে পথে দরশন ॥
 নিঃশঙ্কিত কৈলা পৃথ্বী তিন সপ্তবার ।
 তার দর্প হরে রোধি স্বরগ-দুয়ার ॥

(১) “ভাজিল শিবের ধনু রাম উদ্ধ দিয়া”

— পাঠান্তর ।

অভ্যুত্—বাম হাথে ধরিয়া ধনুতে দিল টান ।

ভাজিল শিবের ধনু হৈল খান খান ।

রাজ্য তেজি গেল প্রভু বাপের বচনে । (১)
 জ্ঞানকী লক্ষ্মণ সনে ভ্রমে বনে বনে ॥
 শূর্ণগণা রাক্ষসীর কাটে নাক কাণ ।
 খর দুষণ কাটে রাক্ষস প্রধান ॥
 একক ধাহুকী রাম এক ধনু খর ।
 চতুর্দশ সহস্র বধিলা নিশাচর ॥
 শুনিঞা রাবণ রাজা জ্বলিল অন্তরে ।
 মায়ামৃগ মারীচে পাঠায় হলিবারে ॥
 আসিয়া কনক মৃগ দিল দরশনে ।
 মৃগ অমুশারে গেলা সীতার বচনে ।
 তপস্বীর বেশে সীতা হরিল রাবণ ।
 মারীচ মারিয়া রাম ফিরিলা তখন ॥
 সীতা না দেখিয়া রাম হৈল অচেতন ।
 তবে দুই ভাই শোকে ভ্রমে বনবন ॥
 শোকহলে প্রভু রাম জগতে বুঝায় ।
 নারী সঙ্গে সর্বলোক এই দুখে পায় ॥
 সুগ্রীবের সঙ্গে তবে করিলা মিভালী ।
 বিক্রিয়া মারিল তবে বালি মহাবলী ॥
 সুগ্রীবের সঙ্গে করি কটক সঙ্কম ।
 সীতার উদ্দেশ্য কিছু করিলা নির্গম ॥
 লঙ্কায় পাঠাইল হনুমান্ মহাবল ।
 শত প্রহরের পথ লজ্জিয়ে সাগর ॥
 সীতার্যস্তা আনি দিলা শ্রীরামের গোচর ।
 শাণ্ডিয়া বানর-সেনা চলিলা সাগর ॥
 শঙ্কর বিরক্তি যার দেখায় চরণ ।
 সিদ্ধতীরে হেন রাম হৈল উপসন্ন ॥
 ক্রোধে রাম চলিলা দ্বৈত ভুরুভঙ্গে ।
 ক্ষোভিল সাগর ভয়ে থাহরি অঙ্গে ॥
 উথলিল (২) কুন্তীর মকর মীনচয় ।
 মুক্তিমান্ হয়্যা সিদ্ধ দিল পরিচয় ॥
 পাণ্ড অর্ঘ্য দিয়া দুই পুজিল চরণ ।
 কন্মযোড় করি সিদ্ধ কি বোলে বচন ॥
 জড়বুদ্ধি জলময় কি জানিতে পারে ।
 প্রকৃতি-পুরুষ পর তুমি মহেশ্বরে ॥
 সাগর বাকিয়া তুমি সুখে হও পার ।
 সবংশে রাবণ রাজ্য করহ সংহার ॥
 সাগর বাকিয়া যশ রাখ ত্রিভুবনে ।
 সুখে পার হও তুমি লয়া কপিগণে ॥
 তবে রাম আশ্রা দিলা বাকিতে সাগর ।
 পর্তত আনিতে তবে চলিল বানর ॥

(১) পাঠান্তর,—“সত্যের কারণে” ।

(২) পাঠান্তর,—“তরাসিত” ।

নল নীল আদি যত বানর-প্রধান ।
 অজয় গন্ধমাদন বীর হনুমান্ ॥
 পৰ্ব্বত আনিঞা কৈল সাগর বন্ধন ।
 কংগ লঞা পার হৈলা নারায়ণ ॥
 সুবেল পৰ্ব্বতে রাম বসিলা আপনে ।
 বিভীষণ তথা আসি পশিল শরণে ॥
 বানর কটকে তবে চৌদিকে বেচিল ।
 চিন্তিয়া রাবণ রাজা লকটে পড়িল ॥
 কুন্ত নিকুন্ত অতিকায় কুন্তকর্ণ ।
 নরাস্তক দেবাস্তক ধূম্র বিকম্পন ॥
 প্রহস্ত দুম্বুখ মেঘনাদ আদি করি ।
 কোটি কোটি রাক্ষস সৈন্তের অধিকারী ॥
 চতুরঙ্গ সেনা সাজি রণে আগুয়ান ।
 বানর রাক্ষস সনে বাজিল সংগ্রাম ॥
 সুগ্রীব লক্ষণ হনুমান্ নল নীল ।
 শত শত (১) সেনাপতি রণে মহাবীর ॥
 গাছ পাথর গিরি গদা মৃদগরে ।
 বধিল রাক্ষস সব দণ্ড পরহারে ॥
 বড় বড় সেনাপতি পড়িল সমরে ।
 ইন্দ্রজিৎ কাটা গেল রণের ভিতরে ॥
 স্তনিঞা রাবণ রাজা ক্রোধে প্রজ্বলিত ॥
 খট্টা হইতে লাফ দিয়া উঠে আচম্বিত ॥
 চটয়া পুষ্পক রথে ধাইল সত্বরে (২) ।
 রাম তরে রথ পঠাইলা পুরন্দরে
 শ্রীরাম রাবণে তবে বাজিল সংগ্রাম ।
 হাসিয়া কি বলে তবে পুরুষ-প্রধান ॥
 আরে-রে রাবণ তুঞ্জে ছুটে ছুরাচার ।
 পুরুষ অধম তুঞ্জে কুলের অঙ্গার ।
 বার্থ বেটা এতেক করিস্ অহঙ্কার ।
 এখনি পাঠাব তোরে যমের দুয়ার ॥
 এতেক বলিয়া রাম পুরুষ প্রধান ।
 বাম হাতে তুলিল গাণ্ডীব ধনুধান ॥
 ধনুকে ঘুড়িলা রাম অর্দ্ধচন্দ্র বাণ ।
 লীলায়ে ছাড়িল বাণ ধানুকি প্রধান ॥
 দশ মুণ্ড কাটিয়া করিল ছুড়ি খান ।
 পড়িল রাবণ রাজা পৰ্ব্বত সমান ॥
 জয় জয় শব্দ উঠিল ত্রিভুবনে ।
 পতি লয়া বিলাপ করয়ে নারীগণে ॥
 বিভীষণে রাজা করি লক্ষায় স্থাপিল ।
 জানকী রাঘবে তবে দরশন হৈল ॥

সীতা লঞা কৈলা রাম রথে আরোহণ ।
 হনুমান সুগ্রীব চলিল বিভীষণ ॥
 কোটি কোটি চলিল বানর সেনাপতি ।
 রথে চড়ি চলে রাম ত্রিভুবনপতি ॥
 সুরগণে করে দিব্য পুষ্প বরিষণ ।
 আকাশমণ্ডলে বাজে হুমুভি-বাজন ॥
 ব্রহ্মা আদি দেবে করে নানা স্তুতিগান ।
 চলিলা অযোধ্যাপুরে শ্রীরাম লক্ষণ ॥
 রাম-আগমন কথা ভরত শুনিল ।
 পাছুকা কবিতা শিরে আনন্দে চলিল ॥
 বিবিধ সাজন সেনা বিবিধ বাজন ।
 কোটি কোটি ছত্র বানা চামর সাজন ।
 অঞ্জলি উপরে দুই পাছুকা ধরিয়া ।
 ভরত প্রণাম কৈল চরণে পড়িয়া ॥
 দুই হস্তে তুলি রাম দিলা আলিঙ্গন ।
 নয়ান আনন্দজলে করাল্য মজ্জন ॥
 প্রণাম করিলা বুদ্ধ দ্বিজ গুরুগণে ।
 তুঘিলা সকল লোকে বিনয় বচনে ॥
 রাম দরশনে লোকে উঠিল আনন্দে ।
 বাহু পারিল লোক প্রেম অমুবন্ধে ॥
 প্রবাল তড়ুল ফল পুষ্প বরিষণ ।
 বসন ঢুলায়া নাচে সব পুরজন ॥
 ভরতে পাছুকা গেল শিবের উপরে ।
 বিভীষণ সুগ্রীব রামেরে ছত্র ধরে ॥
 শক্রিয় ধরিল রামের ধনুর্ধার ।
 অজয় ধরিলা ঋগা রামের যোগান ॥
 সীতাদেবী কমণ্ডলু লৈল নিজ করে ।
 জাম্ববান রামের কবচ শিরে ধরে ॥
 চড়িয়া পুষ্পক রথে চলেন শ্রীরাম ।
 অযোধ্যা প্রবেশ বৈলা পুরুষ-প্রধান ॥
 প্রবেশ করিয়া নিজপুরে ভগবান্ ।
 মায়ের চরণে পায় করিলা প্রণাম ॥
 সৎমায়ের চরণে করিয়া পুরস্কার ।
 একে একে পুরজনে কৈলা নমস্কার ।
 যতন করিয়া সব মূনিগণে আনি ।
 নানা ভীষণ চারি সাগরের পানি ॥
 উদার চরিত্র রাম গুণের নিধানে ।
 তকতবৎসল রাম পুরুষ পুরাণে ॥
 মহারাজ অতিবেক করিয়া বিধান ।
 রাজরাজেশ্বর করি বসাল্য আসনে ।
 ধর্ম প্রজা পালিল শাসিল বসুমতী ।
 সর্বলোক আনন্দে আছিল দিন রাত্রি ॥

(১) পাঠান্তর,—“যত যত” ।

(২) পাঠান্তর,—“আইলা সমরে” ।

দুঃখ শোক জরা ব্যাধি অকাল মরণ ।
বলিতে না ছিল কিছু দুঃখের কারণ ॥
আনন্দে পূর্ণিত লোক রহে সর্বকাল ।
সর্ব সুখ আছিল রামের অধিকার ॥
নানা যজ্ঞ দান করি বিবিধ বিধানে ।
আপনি আপনা রাম কৈলা আবাসনে ॥
অন্নদান জমিদান বসন ভূষণ ।
বিবিধ দক্ষিণা দিয়া পূজিলা ব্রাহ্মণ ॥
দুইজন-দমন সুজন-পরিভ্রাণ ।
এহ্মরূপে রাজ্যপদ করেন শ্রীরাম ॥
আপনে বৃষ্টিতে রাম এ লোকচরিত ।
রজনী সময়ে রাম বুলে অলক্ষিত ॥
নগরে নগরে রাম বুলে অলক্ষিতে ।
এক বাণী কচ্ছিত শুনিল আচম্বিতে ॥
জানকী নহিস্ তুষ্টি আমি নহি রাম ।
বাম ঘেন করিল কুচ্ছিত হেন কাম ॥
রাবণে হরিল সীতা স্বাম তায়ে আনে ।
রাম হেন আমাকে দেখিল অস্থানে ॥
এ সব ঘটন রাম শুনিল নিজ কাণে ।
লোক-অপবাদ করি ভয় কৈল মনে ॥
তবে রাম বনবাসে জানকী পাঠায় ।
আপনে করিলা কর্ম এ লোক বুঝায় ॥

বাগ্মীকি-আশ্রম দেবী রহে কথোকাল ।
কুশ লব নামে দুই জন্মিল কুমার ॥
মুনিবিভ্রমানে দুই পুত্র সমপিয়া ।
পাতালে পশিলা দেবী ধরণী ভেদিয়া ॥
সীতার গমন শুনি রাম নৃপবর ।
হৃদয়ে ভাবিয়া শোক কান্দিলা বিস্তর ॥
স্ত্রী-পুরুষে সঙ্গ হয় দুঃখ মাত্র সার ।
লোক বুঝাইতে করে এত পরকার ॥
অয়োদশ সহস্র বৎসর পরিমাণে ।
ব্রহ্মচর্য্য করি রাজ্য পালিল বিধানে ॥
ভকতহৃদয়ে পদযুগ আরোপিয়া ।
বৈকুণ্ঠ চলিল প্রভু পৃথিবী ত্যজিয়া ॥
রামের অতুল যশ বিদিত সংসারে ॥
লীলায় শরীর ধরি কৈলা অবতারে ॥
যেবা রাম দেখিল আছিল সন্নিধানে ।
রামের চরিত্র যেবা শুনিল শ্রবণে ॥
সকল অযোধ্যাবাসী নিল নিজধামে ।
হেন দয়ানিধি রাম গুণের নিধানে ॥
সর্ব পাপ হরে তার দুঃখ বিমোচনে ।
রামের চরিত্র যেবা শুনে সাবধানে ॥
রামচন্দ্র চরিত্র অমৃত-রস-বাণী ।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিনী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে
দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় ।

কুশপুত্র অভিধি নিষ্প পুত্র তার ।
তার পুত্র নভ নামে হৈলা মহীপাল ॥
তার পুত্র জনমিল পুণ্ডরীক নামে ।
ক্ষেমধরা তার পুত্র নৃপতি প্রধানে ॥
দেবানীক তার পুত্র সমরে সুধীর ।
অহীন তনয় তার হৈল মহাবীর ॥
পারিণাত্য তার পুত্র মহা নরেশ্বর ।
জনমিল তার পুত্র নামে বলস্থল ॥
তার পুত্র অর্ক তার পুত্র বজ্র নাম ।
সুগণ তনয় তার মহা অহুতান ॥

তার পুত্র জনমিল বিশ্বতি নৃপতি ।
তার পুত্র হিরণ্যনাভ নামে নরপতি ॥
হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্প নামে হৈল ।
ঐবসন্ধি নামে তার পুত্র জনমিল ॥
সুদর্শন স্মৃত তার অগ্নিবর্ণ নামে ।
শীঘ্র নামে তার পুত্র মহা বলবানে ॥
মরুত তনয় তার মহা যোগেশ্বর
যোগবলে রাখয়ে আপন কলেবর ॥
আছেন কলাপগ্রামে অবিনীত রূপে ।
কলিযুগ পর্য্যন্ত থাকিব সেইরূপে ॥

সত্যযুগে সূর্য্যবংশ করিব বিস্তার ।
 প্রসূত নামে তার জন্মিল কুমার ॥
 সন্ধি নামে পুত্র তার পুত্র অমর্যণ ।
 মহেশ্বান নামে তার পুত্র উত্তপন্ন ॥
 তার পুত্র বিশ্ববাহু নামে নরপতি ।
 ভাহার প্রসেনজিৎ পুত্র মহামতি ॥
 তক্ষক নামেতে তার নন্দন আছিল ।
 তার পুত্র মহাবল নামে বৃহৎল ॥
 মারিল ভোমার বাপ তাহারে সমরে ।
 কহিল ইক্ষাকুবংশে নৃপতি বিস্তারে ॥
 ভবিষ্য কহিব তবে শুনহ রাজন ।
 বৃহৎল পুত্র জনমিব বৃহদ্রথ ॥
 উপাবৃত্ত তার পুত্র হৈব নরপতি ।
 বৎসবৃত্ত তার পুত্র হৈব মহামতি ॥
 প্রতিবোম তার পুত্র হৈব ভানু নাম ।
 দিবাকর তনয় তার হৈব বলবান ॥
 সহদেব তার পুত্র হৈব মহাবল ।
 বৃহদথ তার পুত্র হৈব নরেশ্বর ॥
 তার পুত্র জনমিব নামে ভানুমান ।
 জনমিব তার পুত্র প্রতীকার্য নাম ॥
 সুপ্রতীক তার পুত্র হৈব নরেশ্বর ।
 মক্কেদেব তার পুত্র পুণ্যকলেবর ॥
 সুনক্কর তার পুত্র হৈব নরপতি ।
 পুষ্কর তনয় তার হৈব উৎপত্তি ॥
 অস্তরীক তার পুত্র সূতপা তনয় ।
 মিত্রজিৎ তার পুত্র হৈব মহাশয় ॥
 বৃহদ্রাজ তার পুত্র হৈব বর্হি নামে ।
 কৃতজ্ঞ তার পুত্র জন্মিব ভুবনে ॥
 সজয় তাহার পুত্র হৈব মহাবল ।
 শাক্য নামে তার পুত্র পুণ্যকলেবর ॥
 শুদ্ধোদ তনয় তার হৈব নরপতি ।
 জন্মিব লাজল তার পুত্র মহামতি ॥
 জন্মিব প্রসেনজিৎ তাহার নন্দনে ।
 তাহার তনয় তবে হৈব ক্ষুদ্র নামে ॥
 ক্ষুদ্রকের তনয় কুলক নামে হৈব ।
 কুলকের তনয় সুরথ জনমিব ॥
 সুরিত্র তনয় তার হৈব নরেশ্বর ।
 সুরিত্রোত্তম সূর্য্যবংশ কহিলুঁ সকল ॥
 নিমি নামে মহারাজা ইক্ষাকুতনয় ।
 মহাযজ্ঞ আরজিল নিমি মহাশয় ॥
 যজ্ঞ করিবারে নিমি বশিষ্ঠে বরিল ।
 শুনিঞা বশিষ্ঠ কিছু বিলম্ব করিল ॥

প্রথমে বরিল আমা ইন্দ্র শচীপতি ।
 তার যজ্ঞ করিয়া আসিব শীঘ্রগতি ॥
 প্রতীত না গেল রাজা মুনির বচনে ।
 চিস্তিল জীবন ধন স্বপন সমানে ॥
 ব্রাহ্মণ আনিঞা যজ্ঞ কৈল সমাধানে ।
 বশিষ্ঠ আসিয়া ক্রোধ কৈল দৃঢ়মনে ॥
 গুরু অবজ্ঞান তুমি কৈলে এত বড় ।
 এইক্ষণে পড়ুক তোমার কলেবর ॥
 গুরু শাপে দেহপাত হেল সেই ক্ষণে ।
 নিমি মহারাজা তবে গেলা স্বর্গস্থানে ॥
 দ্বিজগণে যজ্ঞ তার কৈল সমাপনে ।
 আসিয়া যজ্ঞের ভাগ লৈলা দেবগণে ॥
 দ্বিজগণে তার দেহ রাখিয়া যতনে ।
 নিবেদন কৈলা তবে দেবগণস্থানে ॥
 নিমি রাজার জীয়াইল সব দেব মেলি ।
 তবে নিমি রাজা বলে করযোড় করি ॥
 যোর কার্য্য নাহি আর শরীর বন্ধনে ।
 এই বর মাগি সব দেবের চরণে ॥
 তবে দেবগণ তারে দিলা এই বর ।
 আধির নিমিষ হয়। রহ নিরন্তর ॥
 ধরিয়া নিমিষরূপ জীবের নয়নে ।
 নিমি রাজা জগতে রহিলা সেইহুহনে (১) ॥
 দ্বিজগণ মথিল রাজার কলেবর ।
 জনমিল তাহে এক মহাধনুর্ধর ॥
 জনমিল মহনে মথিল নাম হৈল ।
 বিদেহ কারণে নাম বৈদেহ ধরিল ॥
 জনমিল দেখিয়া জনক নাম হৈল ॥
 মথিলা নগর হৈছে নিরমাণ কৈল ॥
 তার পুত্র উদাবস্তু নামে নরপতি ।
 নন্দিবর্দ্ধন তার পুত্র মহামতি ॥
 সুরকৌ তনয় তার পুত্র দেবরাত ॥
 তার পুত্র বৃহদ্রথ নিজকুলনাথ ॥
 তার পুত্র সুর্য্যুতি আছিল নরেশ্বর ।
 ষষ্ঠকৌ পুত্র তার মহা ধনুর্ধর ॥
 হৃষীক তনয় তার সূত মরু নাম ।
 প্রতীপ তাহার পুত্র মহা বলবান ॥
 কৃতিরথ তার পুত্র সূত দেবমীচ ।
 তার পুত্র বিক্রান্ত আছিল মহাবীর ॥
 বিক্রান্তের পুত্র জনমিল মহাধৃতি ।
 কৃতিরাত তার পুত্র আছিল নৃপতি ॥

মহারোমা স্বরোমা ক্রুরোমা নাম ।
 ক্রুরোমার পুত্র শ্রীরক্ষ বলবান্ ॥
 যজ্ঞ করিবারে ভূমি চষিল নৃপতি ।
 লাক্ষ্মী উঠিল সীতাদেবী রূপবতী ॥
 শ্রীরক্ষ নাম তার হৈল তে-কারণে ।
 সীতাদেবী লাক্ষ্মী উঠিল ভূমি হনে ॥
 শ্রীরক্ষপুত্র হৈল কুশধ্বজ নাম ।
 ধর্মধ্বজ পুত্র তার হৈল বলবান্ ॥
 তার পুত্র মিতধ্বজ নামে নরপতি ।
 খাণ্ডিক্য তনয় তার হৈল মহামতি ॥
 তার পুত্র জনমিল নামে তাহুমান্ ।
 তার পুত্র শতদ্রুম মহাবলবান্ ॥
 শুচি নামে তার পুত্র হৈল নরপতি ।
 তার পুত্র শনম্বাজ নামে মহামতি ॥
 উজ্জ্বলকৈতব পুত্র তার মহা ধর্মধ্বজ ।
 পুরুজিৎ পুত্র তার পুণ্যকলেবর ॥
 তার পুত্র জয়িল অরিন্দনমি নামে ।
 ঐশ্বর্য তনয় তার নৃপতিপ্রধানে ॥
 চিত্ররথ তার পুত্র মহা নরেশ্বর ।
 ক্ষেমাধি তনয় তার পুণ্যকলেবর ॥
 তার পুত্র সমরথ নৃপতিপ্রধান ।
 সত্যরথ পুত্র তার মহাবলবান্ ॥
 উপপ্ত তনয় তার মহা নরপতি ।
 উপপ্ত তার পুত্র রাজা মহামতি ॥
 তার পুত্র বশনন্ত তার যযুধিমাণ ॥
 সূতাধি তার পুত্র নৃপতিপ্রধান ॥
 ঐশ্বর্য নামে তার পুত্র তার পুত্র জয় ।
 বিজয় তনয় তার ঐশ্বর্য মহাশয় ॥
 ঐশ্বর্যপুত্র শুনক শাসিল বসুমতী ।
 বীতহব্য তার পুত্র তার পুত্র ধৃতি ॥
 বহলাশ্ব তার পুত্র মহা নরেশ্বর ।
 কৃতি নামে তার পুত্র পুণ্যকলেবর ॥
 নিমিষংশে জনমিল যত নরপতি ।
 ধর্মপরায়ণ তারা দানে দৃঢ়মতি ॥
 একান্ত ভকতি করি ভজিল শ্রীহরি ।
 অন্তকালে তহু তেজি গেলা বিষ্ণুগুরী ॥
 তবে রাজা শুন ভূমি যে কহিব আর ।
 শাবধানে শুন চন্দ্রবংশের বিস্তার ॥
 প্রায়শ লাগয়ে হরি অনন্ত শরনে ।
 যোগনিদ্রা করিয়া অর্চিলা নাবারণে ॥
 তার নাভিপদ্মে ব্রহ্মা হৈল উৎপন্ন ।
 ব্রহ্মার তনয় হৈলা অত্রি তপোধন ॥

চন্দ্র উপজিল অত্রি মুনির নয়নে ।
 জনমিল চন্দ্রের তনয় বৃধ নামে ॥
 বৃধের জনম কথা শুন পরীক্ষিৎ ।
 বৃহস্পতি আছিল দেবের পুরোহিত ॥
 তার নামে তাঁর পত্নী পরম সুন্দরী ।
 আনিলা হরিয়া তারে চন্দ্র মহাবলী ॥
 বৃহস্পতি গেলা তবে চন্দ্র বিজ্ঞমানে ।
 মাগিল আপন ভার্য্যা অনেক যতনে ॥
 তহু তারা না ছাড়িয়া দিল শশধর ।
 তাঁহার কারণে তবে বাজিল সমর ॥
 বাজিল দেবতাসুরে তুমুল সংগ্রাম ।
 আর বৃদ্ধ নাহি হয় তাহার সন্ধান ॥
 মহাযুদ্ধ হৈল যাহে শুরাসুর-সম্মুখ ।
 সেই সে সময় হৈল রণ মহাভয় ॥
 তবে বৃহস্পতি গেলা ব্রহ্মার সদনে ।
 এ সব ছুৎখের কথা কৈলা নিবেদনে ॥
 আপনে আসিয়া ব্রহ্মা তৎসিল বিস্তরে ॥
 তারাকে ছাড়িয়া তবে দিল শশধরে ।
 ক্রুদ্ধ হৈল তারাকে দেখিয়া গভবতী ।
 বিস্তর তৎসিয়া গালি দিল বৃহস্পতি ॥
 ছাড় গর্ভ স্নারে রে পাপিনি এইক্ষেপে ।
 গভ প্রসবিল তবে পাতার বচনে ॥
 প্রসবিল শিশু হেম-গৌর-কলেবরে ।
 বৃহস্পতি চন্দ্রে তবে বাজিল কন্দলে ॥
 বৃহস্পতি বলে তোমার পুত্রে কোন্ দায় ।
 চন্দ্রে বলে এ বোল বলিতে না বুঝায় ॥
 আপনার পুত্র বল নাহি বাস লাজ ।
 আপনার তনয় নিবে হেন মনে সাধ ॥
 দেবগণে ঋষিগণে তারাকে পুছিল ।
 লাঞ্জে পড়ি তারা কিছু উত্তর না দিল ॥
 ক্রোধ করি এমার বলয়ে কোন বাণী ।
 উত্তর না দেহ কেন আরে রে পাপিনি ॥
 কাহার তনয় আমি বল সত্য করি ।
 উত্তর না দিলে তাথে তারকা সুন্দরী ॥
 তবে ব্রহ্মা ডাক দিয়া তারাকে আনিলা ।
 প্রণয় বচনে ব্রহ্মা তাহারে পুছিল ॥
 লাঞ্জে হেঁট মাথা করি বলে ধীরে ধীরে ।
 চন্দ্রের কুমার দেব কহিল তোমারে ॥
 তবে ব্রহ্মা বৃধ নাম ধরিল তাহার ।
 ধরিয়া আনিলা চন্দ্র আপন কুমার ॥
 তারা লক্ষ্য বৃহস্পতি গেলা নিজ ঘরে ।
 ব্রহ্মা আদি দেব গেলা নিজ নিজ পুরে ॥

পুঙ্করবা ০ নমিল বুধের তনয় ।
 ইলার উদরে জনমিল মহাশয় ॥
 তার রূপ গুণ গুনি উর্ধ্বশী সুনন্দী ।
 মিত্রাবন্ধনের খাপে নারীরূপ ধরি ॥
 পুঙ্করবা ভজিল ইন্দ্রের বিদ্যাধবী ।
 না কহিনু কথা কিছু সে সব বিস্তারি ॥
 ৫য় পুত্র ০ নমিল উর্ধ্বশী উদরে ॥
 আয়ু শ্রুতায়ু তার জ্যেষ্ঠ নাম ধরে ॥
 রয় বিজয় জয় সত্যায়ু প্রধানে ।
 বিজয়পুত্রের বংশ কহিয়ে এখনে ॥
 জন্মিল কাঞ্চন নামে বিজয় তনয় ।
 হোত্রক তাহার পুত্র হৈল মহাশয় ॥
 হোত্রকের পুত্র জঙ্ঘু বিদিত ভুবনে ।
 গণ্ডুষ করিয়া যিহ কৈল গঙ্গা পানে ॥
 ৬কুর তনয় পুরু পুরুষ-প্রধান ।
 বলাক তনয় তার মহা বলবান ॥
 অজক তনয় তার দুষ আর স্তত ।
 তার পুত্র কুশাস্ত্র মহা বলযুত ॥
 বহু নামে তার পুত্র কুশনাভাস্ত্রজ ।
 গাধি নামে তার পুত্র হৈল মহারাজ ॥
 তার কন্তা জনমিল সত্যবতী নামে ।
 আসিয়া ঋচীক মুনি মাগিল আপনে ॥
 দেখিয়া কুচ্ছিত বর গাধি নরেশ্বর ।
 ঋচীকের তরে তেবে দিলেন উত্তর ॥
 সহশ্রেক ঘোড়া স্কন্ধবর্ণ শ্রামকর্ণ ।
 আনিয়া দিবারে যদি পার তপোধন ॥
 তবে তুমি কন্তা সত্যবতী বিভা কর ।
 এ বোল বুঝিয়া তুমি শীঘ্র করি চল ॥
 চিন্তিয়া ঋচীক মুনি বিচারিল মনে ।
 মাগিল সহস্র ঘোড়া বন্ধনের স্থানে ॥
 সেইরূপ বেশে ঘোড়া দিল জলধরে ।
 ঘোড়া আনি দিল মুনি রাজার গোচরে ।
 তবে রাজা কন্তা বিভা দিল শুভকণে ।
 সত্যবতী লঞা মুনি গেলা তপোবনে ॥
 অপুত্রক গাধি রাজা পুত্র নাহি হয় ।
 ডাক দিয়া ঋচীকে আনিল মহাশয় ॥
 পুত্রকায়ে মায়ে ঝিয়ে মুনি আরাধিল ।
 পুত্রের কারণে মুনি পুত্রযজ্ঞ কৈল ॥
 দুই মন্ত্রে দুই চক্র সাধিয়া বিধানে ।
 স্নান করিবারে মুনি চলিলা আপনে ॥
 হেনকালে সত্যবতী কোন কর্ম করে ।
 আপনার চক্র সেহ দিল জননীয়ে ॥

শ্রেষ্ঠ চক্র আপনার বুঝি অগ্রহানে ।
 প্রেমভাবে দিল চক্র মায়ের কারণে ॥
 আপনে মায়ের চক্র কবিল শুকণ ।
 হেনকালে মহামুনি কৈল আগমন ॥
 দেখিয়া দুহার কর্ম মুনি যোগেশ্বর ।
 ডাকিয়া ভার্যাকে আনি ভণ্ডসিল বিস্তর ॥
 কি কারণে দুষ্ট কর্ম কৈলে এত বড় ।
 জন্মিল তোমার পুত্র মহাভয়ঙ্কর ॥
 শাস্ত দাস্ত ব্রাহ্মণ তোমার হৈব ভাই ।
 দৈবের নির্বন্ধ করি শক্তিতে ঘুচাই ॥
 এ বোল শুনিঞা কন্তা ভয় পেয়া মনে ।
 পতিরে সাধিল তার ধরিয়া চরণে ॥
 ভয়ঙ্কর পুত্র যোর নহক উদরে ।
 এ বোল শুনিঞা বর দিল যোগেশ্বরে ॥
 পুত্র ভয়ঙ্কর হৈব কুমার ব্রাহ্মণ ।
 জমদগ্নি পুত্র তবে হৈলা উৎপন্ন ॥
 ঋচীকের পুত্র, জমদগ্নি তপোধনে ।
 সত্যবতী গর্ভে জন্ম লভিলা আপনে ॥
 জমদগ্নি বিভা কৈল রেণুকা সুনন্দী ।
 তার পঞ্চ পুত্র জনমিলা মহাবলী ॥
 কনিষ্ঠ পরশুরাম বিষ্ণু-অবতাব ।
 নিঃকৃত্রিয় কৈলা পৃথ্বী তিন সম্ভবার ॥
 যেক্রমে কৃত্রিয় নাশ কৈল মহাবীর ।
 তার কথা কহি শুন নৃপতি স্মধীর ॥
 হৈছয় বংশের রাজা কার্ত্তবীৰ্য্য নামে ।
 দস্ত নার যণে তেঁহো কৈল আরাধনে ॥
 তুষ্ট হইয়া দিল দস্তে সহশ্রেক কর ।
 রিপু-য অব্যাহত গতি যশ বল ॥
 অগ্নিহোত্র অষ্টৈশ্বর্য্য যোগেশ্বরগতি ।
 নারায়ণ-প্রসাদে লভিল নরপতি ॥
 বরদর্পে মদগর্ভ বাঢ়িল-তাহার ।
 দিব্য নারী লয়া রাজা করয়ে বিহার ॥
 ভাটিবাকে রহে রাজা নন্দদার জলে ।
 দিব্য নারীগণ লয়া জলক্ৰীড়া করে ॥
 হস্তে আচ্ছাদিয়া ল যখনে রহায় ।
 উজ্জল্যো (১) নদীর ল ছকুলে ভাসায় ॥
 তাহাতে শঙ্কর পুঞ্জ লঙ্কার রাবণ ।
 দিব্য উপহারে করে শিব আরাধন ॥
 ফুল ফল গেল ভাব জলেতে ভাসিয়া ।
 ক্রোধ করি যুদ্ধ কৈল সতরে আসিয়া ॥

কার্তবীৰ্য্য হেলায় জিনিঞা বাহুবলে ।
 লয়া রাবণ রাজার থুলা কপালাগারে ।
 আসিয়া পুলস্ত্য মুনি রাবণ উজ্জ্বরে ।
 হেন কার্তবীৰ্য্য রাজা হৈল ক্ষিভিতলে ॥
 এক দিন যুগয়া করিতে গেলা বনে ।
 উত্তরিল জমদগ্নি মূনির সদনে ॥
 সসৈন্তে পুজিল মুনি আতিথ্যবিধানে ।
 দিয়া অন্ন পান দিয়া করাল্য ভোজনে ॥
 রাজ-আভরণ দিল বসন - বণ ।
 রাজপুত্রী রাঘব রাজসিংহাসনে ॥
 হবির্দানী দেখু তার যোগবল ধরে ।
 প্রসবিয়া দিল সব রাজ-উপহারে ॥
 অতুল সম্পদ তার দেখিয়া নৃপতি ।
 মনে মনে চিন্তে রাজ্য কেমন যুগতি ॥
 হরিয়া মুনিব দেখু লৈল নিজপুরে ।
 তুনিঞা পরশুরাম জলিল অন্তরে ॥
 ধরিয়া পরশু হস্তে মহা ধনু শয় ।
 পাছে রাম ধাইল যেন দীপ্ত দিনকর ॥
 পুর পরবেশ রাজ্য করে হেনকালে ।
 উত্তরিল ভৃগুবর পুরের দুয়ারে ॥
 বাজিল তুমুল রণ অর্জুনেব সনে ।
 কার্তবীৰ্য্য যুদ্ধ কৈল সফলবাহনে ॥
 সপ্তদশ অশ্বোহিনী সেনা তয়ন্তর ।
 কাটিল সকল সেনা একা ভৃগুবর ॥
 কোটি কোটি রথ যোড়া পবন সঞ্চার ।
 কোটি কোটি মহাগজ পর্বত আকার ॥
 কোটি কোটি মহাবীর রণেতে প্রচণ্ড ।
 কাটিল রামের বাণে কৈলা খণ্ড খণ্ড ॥
 কাটা গেল সব সৈন্ত রণের ভিতরে ।
 রক্তে বহিল নদী শত শত ধারে ॥
 দেখিয়া অর্জুন রাজা সৈন্তের বিনাশ ।
 ক্রোধ করি ধাইল যেন সূর্য্য পরকায় ॥
 পাঁচ শত হাথে পাঁচ শত শরাসন ।
 পাঁচ শত হাথে শর দীপ্ত হস্তাশন ॥
 পাঁচ শত বাণ রাজ্য জোড়ে একবারে ।
 কাটিল সকল বাণ রাম এক শরে ॥
 গাছ পর্বত তারে মারিল পেলিয়া ।
 খণ্ড খণ্ড কৈলা রাম কুঠারে কাটিয়া ॥
 সহস্রেক ভূজ তার কাটে একবারে ।
 তবে মাথা কাটিয়া পেলিল ভূমিতলে ॥
 কার্তবীৰ্য্য কাটা গেল রণের ভিতরে ।
 অমৃত ভনয় তার পলাইল ডরে ॥

কার্তবীৰ্য্য হেন বীর কাটিল হেলায় ।
 সবৎস আনিঞা দেখু পিতাকে ভেটায় ॥
 অর্জুনে কাটিয়া রাম থুইল চমৎকার ।
 ত্রিভুবন যুড়িয়া রহিল যশ তার ॥
 জমদগ্নি বলে তবে শুন বাছা রাম ।
 আকরণে কৈলে তুমি এতবড় কাম ॥
 সর্বদেবময় রাজ্য সর্বশাস্ত্রে কহে ।
 ব্রাহ্মণের বৃদ্ধধর্ম্য উচিত না হয়ে ॥
 ক্ষমশীল ব্রাহ্মণের নহিব বিকার ।
 ক্ষমায় সকল কর্ম্য পারি সাধিবার ॥
 ক্ষমা কৈলে তুই হন পত্ন ভগবান্ ।
 উচিত না হয় দ্বিজকুলে অভিমান ॥
 গুরু-দ্বিজ বধসম বাজ-বধ ধরি ।
 তীর্থ পর্যাটনে বাপু চল শীঘ্র করি ॥
 তীর্থ সেবা করি তুমি হরি গুরু ভজ ।
 রাজবধ-পাপ বাপ এই মতে তেজ ॥
 বাপের বচন শুনি রাম মহাবল ।
 তীর্থ করিবাবে তবে চলিা সভর ॥
 বাপের আজ্ঞায় করি তীর্থ পর্যাটন ।
 বৎসব পুরিলে রাম কৈলা আগমন ॥
 রেণুকা রামে মাতা পতিসেবা করে ।
 একদিন গেলা তিহো জল ভরিবারে ॥
 দেখিল গন্ধর্বরাজ চিসেন নামে ।
 দেবীগণ লয়া ক্রীড়া করয়ে বিমানে ॥
 স্নানভাবে তাহাতে ক্ষণেক দিল চিন্ত ।
 হোমকাল মুনিব বহিল আচম্বিত ॥
 শ্রুতিরয়া পাছে মনে হৈলা সচকিতা ।
 জল ভরি শীঘ্র লয়া আইল রামমাতা ॥
 জল ঘট থুই দেবী ভয়েতে ব্যাকুলী !
 রহিল মূনির আগে যোড় হাত করি ॥
 দেখিয়া পত্নী হেন দুই ব্যবহার ।
 পুত্রগণ নিকটে দেখিল আপনায় ॥
 আজ্ঞা দিল শির কাটি পেলেহ সঙ্করে ।
 বাপের বচনে কেহ না করিল ডরে ॥ (১)
 বুঝিয়া বাপের চিন্ত রাম ভৃগুবর ।
 পাড়াইল পিতা-আগে যুড়ি দুই কর ॥
 বাপে আজ্ঞা দিল রাম বিলম্ব না কর ।
 সপুত্র মায়ের মাথা শীঘ্র কাটি পেল ॥
 বাপের বচনে রাম না কৈল বিলম্ব ।
 কাটিল মায়ের মাথা কৈলা দুই খণ্ড ॥

(১) পাঠান্তর,—

"বাপের বচন কেহ না পালিল ডরে ।"

ভাইগণে কাটিল বাপের বিভ্রমানে ।
 শোক ছুঃখ একই নহিল তার মনে ॥
 পুত্রের প্রভাব দেখি মুনি যোগেশ্বর ।
 বলে বর মাগ মাগ রাম ভৃগু বর ॥
 ভো! হইতে শুক্লভক্তি লোকেতে প্রচার ।
 করিয়া সঙ্কট কর্ম থুইলে চঃৎকার ॥
 বর মাগ যে বর হইলহ ভৃগুপতি ।
 সেই বর দিব আমি তপের শক্তি ॥
 রাম বলে সন্তে আমি মাগি এই বর ।
 জীউক আমার মাতা ভাই সহোদর ॥
 তা-সভা বধিল যেন নহে তার মনে ।
 এই বর মাগি পিতা ভোমার চরণে ॥
 তুষ্ট হয়্যা জমদগ্নি দিলা সেই বর ।
 সেইক্ষণে জীল মাতা ভাই সহোদর ॥
 এইরূপে বৈসে রাম বাপের আশ্রমে ।
 ভাইগণে লয়্যা বনে গেলা এক দিনে ॥
 অর্জুনের অযুত তনয় দুরাচার ।
 নিরবধি চিহ্নিল রামের অপকার ॥
 শোকেতে ব্যাকুল তারা বাপের মরণে ।
 হেনকালে পশিল মুনির তপোবনে ॥
 কাটিয়া মুনির মাথা নিল অংচস্থিতে ।
 রেংকুা রামের মাতা লাগিলা কান্দিতে ॥
 রাম রাম বলিয়া কান্দিল উচ্চস্বরে ।
 মায়ের ক্রন্দন রাম শুনে হেন কালে ॥
 তুরিতে আসিয়া দেখে বাপের মরণ ।
 ছুঃখশোকে ভাইগণ হৈল্যা অচেতন ॥
 ভাইগণে সমপিয়া বাপের শরীর ।
 পরশু ধরিয়া রাম ধায় মহাবীর ॥
 বিক্রমের সীমা রাম রণেতে প্রচণ্ড ।
 কাটিয়া সকল বীর কৈলা খণ্ড খণ্ড ॥
 রিপুশির দিয়া মহাপর্যুত নিখিল ।
 ক্ষত্রিয়কুশিরে শত শত নদী হৈল ॥
 মহাধর্মুর্ধর রাম বিষ্ণু-অবতার ।
 নিঃক্ষত্রিয় কৈলা পৃথ্বী তিনসপ্তবার ॥
 হরিল পৃথ্বীর ভার পিতৃবধুলে ।
 শোণিতে নিখিল নব ব্রহ্ম ধরে ধরে ॥
 সমস্তপঞ্চক নাম ক্ষেত্রের ধরিল ।
 মহা পুণ্যতীর্থ করি জগতে স্থাপিল ॥
 আনিঞা বাপের মাথা ব্রুড়িল শরীরে ।
 বাপকে জীয়াই রাম নিজ যোগবলে ॥
 ক্ষত্রিয় যারিয়া বশ কৈল মহীতল ।
 শত শত বক্ষ কৈল পৃথিবী-ভিতর ॥

আপনে আপনা রাম পূজিল বিধানে ॥
 সমস্ত পৃথিবী দান কৈল বিজগণে ।
 পুরুষ-পুরাণ রাম কমললোচন ।
 বিক্রমে কেশরী রিপুদল-বিনাশন ॥
 প্রচণ্ড কোদণ্ড ধরে দুঃস্বপ্ন কুঠার ।
 ক্ষত্রিয়ে বধিতে হরি রাম অবতার ॥
 ক্ষত্রিয় বধিয়া রহে মহেন্দ্র পর্বতে ।
 গন্ধর্ব্ব কিয়রে স্তুতি করয়ে সাক্ষাতে ॥
 কলিযুগ খণ্ডিলে দিবেন দরশনে ।
 বেদশাস্ত্র পরচার করিব আপনে ॥
 কহিল পরশুরাম-চরিত্র ব্যাখ্যান ।
 সর্গভূতপতি রাম পুরুষপ্রধান (১) ॥
 গাধি রাণ্ডার কস্তা নামেতে সত্যবতী ।
 বর্ণিল তাহার বংশে রাম ভৃগুপতি ॥
 জনমিল মহাতেজা গাধির কুমার ।
 বিশ্বামিত্র নাম যার বিদিত সংসার ॥
 তপের প্রভাবে বিপ্র হৈল্য মহাশয় ।
 তার ধরে জনমিল শতক তনয় ॥
 বিশ্বামিত্র বংশ কথা রহিল এই হৈতে ।
 বিস্তার করিয়া তাহা না পারি বর্ণিতে ॥
 বুধের কুমার হৈল পুরুষবা নাম ।
 তার ছয় পুত্র জনমিল বলবান্ ॥
 জ্যেষ্ঠ-পুত্র আয়ু নামে পুত্রের প্রধান ।
 তার বংশ কহি রাজ্য কর অবধান ॥
 জনমিল তার পাঁচ পুত্র মহামতি ।
 সত্যয় প্রধান তার নহব ব্রুপতি ॥
 ক্ষত্রবৃদ্ধ রজি রাত তিন পুত্র হৈল ।
 অনেনা তনয় তার কনিষ্ঠ আছিল ॥
 ক্ষত্রবৃদ্ধ-বংশ কথা কি কহিতে পারি ।
 যার বংশে অবতার কৈলা ধর্মুর্ধর ॥
 যার নামে জীবের সকল রোগ হয়ে ।
 বিষ্ণু-অংশে ধর্মুর্ধর বিদিত সংসারে ॥
 যার বংশে শোনকাদি মুনির উৎপত্তি ।
 যার বংশে জনমিল অলক নরপতি ॥
 রাজ্য ভোগ কৈল ষষ্টিসহস্র বৎসর ।
 সপ্তদ্বীপ ক্ষিত্তিতে এক দণ্ডধর ॥
 এইরূপে কত কত হইল ব্রুপতি ।
 কহিব রজির বংশ শুন মহামতি ॥

(১) অস্ত্র পুথিতে ইহার পরবর্তী চরণঘরে অধ্যায় শেষ
 হইরাছে—

“ভৃগুরাম-চরিত্র তন অযুতের বাণী ।
 ভাগবত-আচার্যের শ্রেয়স্তরঙ্গিনী ॥”

রজি সম রাজ্য নাহি হয় ক্রিতিতলে ।
 যাহার প্রসাদে স্বর্গ পাইল পুরন্দরে ॥
 দেবাসুরে যুদ্ধ কৈল দেবের ভুবনে ।
 দেবে যুদ্ধে হারিল জিনিল দৈত্যগণে ॥
 রাজি রাজ্য ভজিয়া নিলেন পুরন্দরে ।
 জিনিলা অসুর দল নিজ বাহুবলে ॥
 অসুরে জিনিঞা ইন্দ্রে দিল ত্রিভুবন ॥
 ইন্দ্রে ইন্দ্রপদ তবে কৈলা সমর্পণ ॥
 রজি রাজ্য লইল ইন্দ্রের অধিকার ।
 এইরূপে রাজ্যভোগ কৈল চিরকাল ॥
 তবে তহু তেজি রাজ্য গেল বিষ্ণুপুরে ।
 পঞ্চ শতপুত্র তার হৈল মহাবলে ॥
 ধরিয়া বাপের দায় ইন্দ্র অধিকারে ।
 দেবগণ সহ তারা স্বর্গ ভোগ করে ॥
 এইরূপে স্বর্গভোগ করে কথোকাল ।
 বৃহস্পতি তবে তার চিন্তিল প্রকার ॥
 যজ্ঞ করি তা-সত্যার করে মতিভঙ্গে ।
 ধর্মপথ তেজি তারা চলিল কুসঙ্গে ॥
 তবে ইন্দ্র পঞ্চশত বধিল কুমার ।
 দেবগণ লয়া স্বর্গে করে অধিকার ॥
 এইরূপে হৈলা রজিবংশের বিনাশ ।
 নহবংশের কথা করিব প্রকাশ ॥
 নহবের ছয় পুত্র বিদিত সংসারে ।
 যতি আর যযাতি শর্ঘ্যতি নাম ধরে ॥
 আয়তি বিয়তি আর কৃতি বলবান্ ।
 নহবের ছয় পুত্র আছিল প্রধান ॥
 জ্যেষ্ঠ পুত্র যতি তঁহো হরিপরায়ণ ।
 বালে রাজ্য দিল তাথে না পাতিল মন ॥
 নহব আছিল ইন্দ্র স্বর্গ-অধিকারে ॥
 বিজ্ঞাপনে হৈল তঁহো সর্পকলেবরে ॥
 যযাতি করয়ে তবে রাজ্যের পালন ।
 চারিদিকে স্থাপিল কনিষ্ঠ ভাইগণ ॥
 শুক্রের দুহিতা তঁহো কৈলা পরিণয় ।
 মহাসুখে রাজ্য ভোগ করে মহাশয় ॥
 এ বোল শুনিঞা রাজ্য ভাবিল বিষয় ।
 কেন দ্বিজকণ্ঠা তঁহু কৈলা পরিণয় ॥
 শুক মুন বলে রাজ্য কহিব কারণে ।
 বেঙ্গপে শঙ্ক হৈল ব্রাহ্মণের সনে ॥
 বুঝপক্স নামে রাজ্য দৈত্য-অধিকারী ।
 আছিল শর্শিষ্ঠা নামে তাহার কুমারী ॥
 এক দিন গেলা কণ্ঠা স্নান করিবারে ।
 সখীগণ লয়া সঙ্গে নিজ পরিবারে ॥

দেবযানী নামে কণ্ঠা শুক্রের আছিল ।
 সখিভাবে দুইজনে কৌতুকে চলিল ॥
 ভীরের উপরে পরিধান-বস্ত্র খুঁয়া ।
 জলকেলি করে তারা বিবসন হয়্যা ॥
 বহু ভাতি বহুবিধ বিবিধ খেলনে ।
 জলকেলি করে তারা যত সখিগণে ॥
 হেনকালে মহাদেব কৈলা আগমন ।
 পার্শ্বভীর সহ করি বুয়ে আরোহণ ॥
 শিব দেখি সঙ্করে উঠিল যত নারী ।
 যার যে যে বসন পরিল হরাহরি ॥
 না গানিঞা শর্শিষ্ঠা করিল কোন কাম ।
 দেবযানীর বস্ত্র কৈল অঙ্গে পরিধান ॥
 তবে দেবযানী কোপে জ্বলিল অন্তরে ।
 ক্রোধ করি দিল গালি কম্পিত অধরে ॥
 দেখ দেখ আরে রে পাণিনী উনমতি ।
 দাসী-জাতি তুঞি ছার কি তোর শক্তি ॥
 কেন বেটি করিস তু এত অহঙ্কার ।
 আমাব বসনে তোর কিবা অধিকার ॥
 সহজেই ব্রাহ্মণের দাগ শূদ্রজাতি ।
 করিবে বিপ্রেণের সেবা যত দিন রাতি ॥
 ব্রাহ্মণের অবশেষ করিব আহার ।
 কুকুরের সবে যেন পিণ্ডে অধিকার ॥
 তপোবলে বাখে সৃষ্টি ব্রাহ্মণশক্তি ।
 ব্রাহ্মণপ্রসাদে সৃষ্টি কবে প্রজাপতি ॥
 দ্বিজমুখে বেদপথ ধর্মের প্রচার ।
 ইন্দ্র আদি বেদ যারে করে নমস্কার ॥
 আপনে প্রণাম যারে (১) করে ভগবান্ ।
 হেন দ্বিজবৃন্দে বেটি তোর অবজ্ঞান ॥
 ভৃগুবংশ জাগ আমি শুক্র হেন পিতা ।
 শূদ্রের অধম তুঞি অসুরদুহিতা ॥
 তুঞি ছার কেলি মোর এত অপকার ।
 করিমু ইহার শাস্তি রহ কথোকাল ॥ (২)
 এ বোল শুনিঞা বলে শর্শিষ্ঠা কুমারী ।
 আরে দুরাচারিণী তু কেন দিলি গালি ॥
 সহজে ব্রাহ্মণ জাতি ভিক্ষা মাগি খায় ।
 কুকুর সমান গৃহস্থের মুখ চায় ॥
 যার ভাত খেয়্যা তুঞি জীস এত কাল ।
 তারে মন্দ বলিতে তোহোর অহঙ্কার ॥
 মুঞি শাস্তি করিলে রাখিব কার বাপে ।

(১) পাঠান্তর,—“ব্রাহ্মণচরণে ভক্তি” ।

(২) পাঠান্তর,—“দেখহ তৎকাল” ।

প্রতিকার করি তোরে দেখহ প্রতাপে ॥ (১)
 এক্রূপে দেবযানীরে ভৎসিয়া বিস্তর ।
 ধরিয়া পেলিল তারে কুপের ভিতর ॥
 শর্খিষ্ঠা চলিয়া তবে গেলা নিজপুরে ।
 যথাতি মিলিল যথা হেন অবসরে ॥
 যুগয়া করিয়া রাজা বলে বনে বনে ।
 তথা উত্তরিল গিয়া জলের কারণে ॥
 বিবসনা কস্তা দেখি কুপের ভিতরে ।
 কৃপায় তুলিল তারে ধরি নিজ করে ॥
 তবে দেবযানী বলে শুন নরেশ্বর ।
 পাণি গ্রহণ কৈলে যোরে দিয়া নিজকর ॥
 তোমা বিনে পতি আর নহিব আমার ।
 এ বোল বুঝিয়া তুমি করহ বেতার ॥
 বিধি ঘটনা কেবা করিব খণ্ডন ।
 দৈবযোগে তোমা সনে হৈল দরশন ॥
 এ বোল শুনিয়া রাজা ভাবিলা বিষয় ।
 নিজ পুরে চলি গেলা চিন্তিত হৃদয় ॥
 তবে দেবযানী গেলা আপন ভবনে ।
 কহিল সকল কথা পিতা-বিজ্ঞমানে ॥
 এ বোল শুনিয়া শুক্র বিস্মিত হৃদয় ।
 অস্তরেতে ক্রোধ মূনি কৈলা অতিশয় ,
 অম্বরগণের আমি হই পুরোহিত ।
 আমারেই করে এত বড় অমুচিত ॥
 এ বোল বলিয়া কন্যা লয়া ক্রোধ মনে ।
 তেজিয়া অম্বরপুর চলিলা তখনে ॥
 বৃষপর্কী শুনে তবে এ সব কাহিনী
 চরণে ধরিয়া তবে রাখে শুক্র মূনি ॥
 শুক্র বলে কতু আমি ক্রোধ নাহি করি ।
 কন্তার বচন আমি ছাড়িতে না পারি ॥
 কন্তার বচন তুমি কর সমাধানে ।
 তবে সে রহিতে পারি তোমার বচনে ॥
 তবে বৃষপর্কী রাজা কোন কর্ম করে ।
 দেবযানীর চরণ ধরিল দুই করে ॥
 দেবযানী বলে রাজা কাহব তোমারে ।
 বাপে যোরে বিভা লঞা দিব রাজ্যঘরে ॥
 তোমার শর্খিষ্ঠা কস্তা যোর দাসী হয় ।
 করিব আমার সেবা দাসীগণ লয়া ॥

(১) পাঠান্তর,—

“প্রতিফল দিব ভোগে দেখুক সর্বলোকে” ।
 অতঃ,—প্রতিফল করে। তোর দেখু
 সবলোকে” ।

তবে সে রহিতে পারি কহিহু নিশ্চয় ।
 ভাবিয়া চিন্তিয়া তুমি দঢ়াহ হৃদয় ॥
 তার বাক্য দেত্যরাজ কৈলা অঙ্গীকার ।
 তবে শুক্র বার্ষাড়িয়া আইল আরবার ॥
 আনিল যথাতি রাজা করি শুভক্ষণে ।
 দেবযানী বিভা দিল যথাতির স্থানে ॥
 শর্খিষ্ঠা কুমারী তার দিল দাসী করি ।
 তবে শুক্র মূনি বলে বোল দুই চারি ॥
 শর্খিষ্ঠাকে কতু তুমি না নিহ শয়নে ।
 আমার কন্তার তুমি করিহ পালনে ॥
 অঙ্গীকার কৈলা রাজা মূনির বচনে ।
 আপনার রাজ্যে তবে চলিলা তখনে ॥
 এইরূপে দেবযানী আছে কতকাল ।
 কথোদিন বই দুই জন্মিল কুমার ॥
 শর্খিষ্ঠা রার স্থানে কৈলা নিবেদন ।
 ভজিব তোমারে আমি অপত্য-কারণ ॥
 তবে রাজা যথাতি চিন্তিল মনে মনে ।
 শুক্রের বচন চিন্তে কয়ে স্মরণে ॥
 তিরিঙ্গাতি ভজিলে ছাড়িতে না জুয়ায় ॥
 শুক্রের বচনে হৈব কেমন উপায় ॥
 অদৃষ্ট মানিঞা তার পালিল বচন ।
 তিন পুত্র তার গর্ভে হৈল উৎপন্ন ॥
 যদু আর তুর্কসু লভিল দেবযানী ।
 শর্খিষ্ঠার কহি এবে পুত্রের কাহিনী (১)
 ক্রতু অন্ন পুরু নামে তিন পুত্র হৈল ।
 তা দেখিয়া দেবযানী মনে ক্রোধ কৈল ॥
 ক্রোধ করি গেলা দেবী বাপের মন্দিরে ।
 তার পাছে যথাতি চলিল ধীরে ধীরে ॥
 বিস্তর সাধিল তারে করিয়া বিনয় ।
 চরণে ধরিল তমু নহিল সদয় ॥
 সেইমতে গেলা দেবী বাপ বিজ্ঞমান ।
 ক্রোধে শুক্র জলিল যেন দীপ্ত হতাশন ॥
 ধিক্ ধিক্ আরে রাজা পুরুষ-অধম ।
 এত বড় তিরিঙ্গিত তুঞি হুই জন ॥
 তোর দেহে করু গিয়া জরা পরবেশ ।
 তিণোক হরয়ে যেন দিব্য রূপ বেশ ॥
 তবে রাজা যথাতি চিন্তিল মনে মনে ।
 শুক্র মূনি শাপ দিল বিনয় বচনে ॥
 তৃপ্তি না হইল মোর কাম ভোগ করি ।
 তব দুহিতার প্রেম ছাড়িতে না পারি ॥

(১) পাঠান্তর,—“আর অপূর্ণ কাহিনী” ।

আন দেহে করে যেন জয়া আরোহণ।
এই আত্মা কর যোরে হইয়া প্রসন্ন।
তবে এই বস্তু তারে দিলা মুনিবরে।
দেবযানী লয়া রাজা গেলা নিজঘরে ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র যত্ন তবে ডাক দিয়া আনে।
কহিল সকল কথা পুত্র-বিদ্যামানে ॥
যোর জয়া লয়া তুমি রহ কথোকাল।
তোমার যৌবন দেহ আশ্রুক আমার ॥
এ বোল শুনিঞা যত্ন বলে কোন বাণী ॥
কারে বলে স্নখভোগ একুই না জানি ॥
কামভোগ না করিয়া রহিব কেমনে।
না পারিব জয়া আমি করিতে ধারণে ॥
তবে ডাকি আনিল তুর্য্যব্রহ্ম অম্বু।
তা-সভারে কহিল সকল ধর্ম্মশাস্ত্র (১) ॥
ভায়া-সব একে একে দিলেন উত্তর।
কেন হেন বাণী তুমি বল নরেশ্বর ॥
স্নখ ভোগ না করিব যৌবনসময়।
জয়া লয়া থাকিব কাহার মনে লয় ॥
আমি-সব না পারিব পালিতে বচন।
তবে রাজা চিন্তিয়া রহিলা কথোকল্প ॥
ডাক দিয়া পুরু নামে আনিল তনয়।
সভায় কনিষ্ঠ সেহ বুদ্ধি অভিষয় ॥
তারে কহে যোর বাক্য করহ পালনে।
তুমি জানি কর কর্ম্ম জ্যেষ্ঠের সমানে ॥
জয়া লয়া তুমি বাপ রহ কথোকাল।
তোমার যৌবন লয়া করিব বিহার ॥
এ বোল শুনিঞা তবে পুরু মহামতি।
কহিল বাপের আগে করিয়া মিনতি ॥
পুত্র হৈতে দেখি সন্তে এই প্রয়োজন।
কাম মন-বাক্যে পালে বাপের বচন ॥
চিন্তিতেই করে কর্ম্ম সেই সে উত্তম।
বলিলে করয়ে কর্ম্ম সেবক মধ্যম ॥
অসন্তোষে করে কর্ম্ম অধম কেবল।
বলিতেহ না করে কেবল মুক্ত মল ॥
এ বোল বলিয়া পুরু পাতি দুই কর।
জয়া লয়া বাপের চলিল নিজ ঘর ॥
তবে রাজা স্নখ ভোগ কৈল চিরকাল।
সঙ্কটীপ খাসিল স্থাপিল অধিকার ॥
নানা যজ্ঞ দান করি ভজিল শ্রীহরি।
যোগেন্দ্র বনিত-পদ নিজ চিন্তে ধরি ॥

নানাকল্পে স্নখভোগ কৈল নিরন্তরে।
তমুত সন্তোষ তার লৈল কলেশ্বরে ॥
তবে রাজা দেখিয়া আপন দুঃখচার।
আপনার চিন্তে কৈল আপনে ধিকার ॥
দেবযানী ডাক দিয়া আনে সন্নিধানে।
হলে কিছু কহিল তাহার বিদ্যামানে ॥
শুন দেবযানী এক অপকল্প কথা।
কহিব তোমার আগে না পাইহ ব্যথা ॥
এক মহাহাগল বেড়ায় বনে বনে।
এক ছাগ্নী সহ হৈল কুপে দরশনে।
ছাগ্নী উচ্চারিতে ছাগ নানা যুক্তি করে।
অনেক যতন করি ভুলিল উপরে ॥
ছাগ দেখি ছাগলীর হৈল অভিলাষ।
তাব সহ চিরকাল কৈল গৃহবাস ॥
আর যত ছাগ্নীগণ লয়া ছাগরাজ।
নিরন্তর ক্রীড়া করে ছাগলী সমাধ ॥
দৈবযোগে এক ছাগ্নী আছিল প্রাধান্য।
কামভাবে তবলী (১) হইল তজ্জমান্য ॥
তার সনে ছাগরাজ কৈল রতিভোগ।
বড় ছাগ্নী তা-দেখিয়া কৈল মহাকোপ ॥
দুষ্ট হেন নিজ পতি দেখিয়া তখনে।
দুঃখ পেয়া ছাগে ছাড়ি গেলা নিদ্র স্থানে ॥
লম্বদাড়ি স্থল বলবান বৃদ্ধ ছাগ।
ছাড়িতে না পারে সেই ছাগ্নী অম্বরগ ॥
বকুবকু ববুবকু শব্দ করিয়া।
পাছে পাছে যায় তার চরণে গোড়ায়্যা ॥
তমু কুপা না করিল ছাগ্নী দোচারিণী।
চরণে ঠেলিয়া পতি পেলিল পাপিনী ॥
পুরুবে আছিল ছাগ্নী এক বিজয়রে।
কহিল সকল কথা তাহার গোচরে ॥
ছাগীর বচন শুনি দ্বিজ ক্রোধ কৈল।
কাটিয়া ছাগের অণ্ড বল হরি নিল ॥
তবে ছাগ ব্রাহ্মণে শান্তিল পায়ে ধরি।
উপায় করিয়া বিপ্র বল রক্ষা করি ॥
তবে সেই ছাগ্নী লয়া আইল আরবার ॥
তার সনে স্নখ ভোগ করে চিরকাল (২) ॥
তমু তার স্নখভোগে নহিল সন্তোষ।
সেইরূপ দুষ্ট জন আমি মতিনাশ ॥

(১) ছাগ্নী।

(২) পাঠান্তর,—

“চিরকাল তার সঙ্গে করিল বিহার।”

(১) পাঠান্তর—“বর্জতমু”।

আপনা না জানি আমি হয়্যা বিবোধিত।
 তোমার পীড়িতবশে সহজে বঞ্চিত ॥
 পৃথিবীর ধনধান্য কনক রতন।
 পৃথিবীর যত নারী কুঞ্জর বাহন ॥
 সকল একত্র করি করি উপভোগ।
 ভয় নাহি দেখি চিত্তে সন্তোষ সংযোগ ॥
 কামভোগ অভিলাষ না যায় ধ্বংসন।
 যত দিলে আর যেন বাঢ়ে হতাশন ॥
 বাবৎ গোবিন্দপদে নাহি হয়ে রতি।
 বাবৎ সকল জীবের না হয় পীড়িত ॥
 তাবৎ জীবের কভু নহে প্রতিকার।
 আমি সন্তে মায়ার বঞ্চিত এতকাল ॥
 দম্ব কেশ গলে অঙ্গ গলয়ে সকল।
 বুদ্ধি বল টুটে আশা বাঢ়ে নিরন্তর ॥
 জননী ভগিনী কত্না রহি তার সঙ্গ।
 পণ্ডিতেহ তার সঙ্গে হয় মতিভঙ্গ ॥
 এত স্নেহ ভোগ করি এতেক বৎসর।
 তবু মোর অভিলাষ বাঢ়ে নিরন্তর ॥
 ছাড়িব সকল স্নেহ ভোগ অভিলাষ।
 ভজিমু গোবিন্দ-পদ হৈব হরিদাস ॥
 ভেজিমু সকল দেহ-গেহ-অহঙ্কার।
 বনে গিয়া যুগ সহে করিব বিহার ॥
 দেবযানী প্রবোধিল এত পরকারে।
 পুরু পুত্রে রাজা বৈল নিজ অধিকারে ॥
 ক্রম্য নামে পুত্রে রাজ্য কৈল পুরুষদিগে।
 বহুপুত্রে স্থাপিল দক্ষিণ ভূমিভাগে ॥
 তুর্কস্বকে দিল রাজ্য পশ্চিম সকল।
 অল্প পুত্রে দিল আর যতেক উত্তর ॥
 চারি পুত্রে স্থাপিল পুরুষ বংশ করি।
 চলিল যযাতি রাজ্য পরিহারি ॥
 পুরুকে যৌবন দিল নিজ জরা লই।
 চলিল যযাতি রাজ্য অবশুত হই ॥
 ভক্তিতাবে হরিপদ করিয়া চিন্তন।
 চলিল বৈকুণ্ঠে রাজ্য ছুটিল বন্ধন ॥
 দেবযানী শুনিঞা এতেক ছলবাণী।
 বুঝিল সকল কথা চিত্তে অল্পমানি ॥
 স্বপন সমান যেন দেখিল সংসার।
 ভিলেকে ছাড়িল সব দেহ-অহঙ্কার ॥
 কৃষ্ণে মন নিয়োজিয়া ছাড়িল জীবন।
 কৃষ্ণপদে প্রবেশিল ছুটিল বন্ধন ॥
 তবে রাজ্য পুরুবংশে কহিব বিস্তার।
 সেই পুরুবংশে বাপু জনম তোমার ॥

যে বংশে ভরত রাজ্য হৈল উপাদান।
 যার মাতা মহাসতী শকুন্তলা নাম ॥
 দুয়ন্ত যাহার পিতা জগতে বিদিত।
 ভরত নৃপতি-সিংহ ভুবনে পুণ্ডিত ॥
 বিষ্ণু-অংশে অবতার শুদ্ধ সঙ্কমর।
 বিক্রমে কেশরী রাজ্য প্রসন্নহৃদয় ॥
 পরিত সমান স্থির সাগর-গভীর।
 সূর্য্য সম প্রতাপ প্রসন্ন যেন নীর ॥
 ভরত রাজ্যের যশ গায় ত্রিভুবনে।
 যার বংশে রত্নদেব হৈল উপাদানে ॥
 রত্নদেব-চরিত্র কহিব পুণ্যকথা।
 রত্নদেব-সম নাহি ত্রিভুবনে দাতা ॥
 সপ্তদ্বীপ ক্ষিতিতেল যার অধিকার ॥
 তবু যার অবশেষে না রহে আহার ॥
 যত যত ধন দ্রব্য হয়ে উপসর।
 কিছু তার অবশেষে না করে রক্ষণ ॥
 অষ্ট দিন অধিক চারি দিন ধরি।
 সবংশে রহিল রাজ্য উপবাস করি ॥
 দিতে দিতে অবশেষ না রহে তাহার।
 এই সে কারণে কিছু না করে আহার ॥
 পারণাদিবসে তার মেলি বহুগণে।
 যত দুঃখ পরমায় আনিল যতনে ॥
 ভোজন করিতে রাজ্য হইল উপসন্ন।
 হেনকালে আইলা এক ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ ॥
 আদরে পুজিয়া দ্বিজে ভোজন করাই ॥
 পারণা করিব তবে বহুগণ লই ॥
 হেনকালে আইল এক দুর্গত বুঝলে।
 অন্ন দেহ অন্ন দেহ উচ্চরয়ে বলে ॥
 বড় দুঃখ পাইল তার কাতর বচনে।
 অবশেষ অন্ন দিয়া করাল্যা ভোজনে ॥
 ভোজন করিয়া শূদ্র যার কথোদর।
 ডাকিয়া বলিল এক চণ্ডাল নিষ্ঠুর ॥
 অতিশয় ক্ষুধায় শরীর মোর দহে।
 দুঃখিত : কুরগণ আছে মোর সহে ॥
 তোমার সাক্ষাতে আমি হৈলু উপসন্ন ॥
 গগনসহে মোরে অন্ন দেহ এইক্ষণে ॥
 দুঃখবাণী শুনি রাজ্য বড় দুঃখ পাইল।
 যত কিছু আছিল সকল তারে দিল ॥
 একজন পিয়ে হেন অবশেষ জল।
 সন্তে এই রহি গেল রাজ্যের গোচর ॥
 হেনকালে আইল এক দুঃখিত চামার।
 কহে জল দিয়া রাখ জীবন আমার ॥

করুণ বচনে পাই দুঃখ অতিশয় ।
সেই জল দিয়া তারে প্রসন্ন হৃদয় ॥
তবে রাজা নিবেদিল কৃষ্ণের চরণে ।
সকল সম্পদে যোর নাহি প্রয়োজনে ॥
অষ্টসিদ্ধি অষ্টনিধি নহক আমার ।
যোক্ষপদ নাহি মাগি চরণে তোমার ॥
সকল জীবের দুঃখে মুক্তি হও দুঃখী ।
তোমার কৃণায় সর্বলোক হোক সুখী ॥
এই বর মাগেঁ সতে তোমার চরণে ।
সর্বলোক সুখী হোক এই জলদানে ॥
এ বোল বলিয়া রাজা রহিল ধোয়ানে ।
ইন্দ্র আদি দেবগণ দিলা দরশনে ॥
ইন্দ্র বলে আমি সব নানা মায়া করি ।
তোমা পরীক্ষিলুঁ রাজা নানা মুক্তি ধরি ॥
তবে রাজা দেবগণে কৈলা নমস্কার ।
করযোড় করিয়া মাগিল পরিহার ॥
কৃষ্ণ আলম্বন চিত্তে কৈলা দৃঢ়মতে ।
হেন রত্নদেব রাজা আছিল জগতে ॥
সেই পুরুষবংশে ক্রপদের উত্তপতি ।
জ্যোপদী যাহার কন্তা নামে মহাসতী ॥
কুন্তীয়া আদি যার পুত্র বলবান ।
হেন রাজা ক্রপদ যাহাতে উপাদান ॥
কৃপাচাধ্য হৈল বাহে মহাধনুর্ধর ।
হেন পুরুষবংশ বাপু মহিম-সাগর ॥
এই বংশে শিশুপাল হৈল উৎপন্ন ।
এই বংশে ভরাসন্ধ রাজার জনম ॥
এই বংশে জনমিল শাম্বু মুপতি ।
একচক্রে শাসিল সকল বসুমতী ॥
গজাদেবী যার পত্নী পতিতপাবনী ।
ভীম হেন পুত্র যার নরলোকমণি ॥
যার পত্নী সত্যবতী দাসের দুহিতা ।
চিত্রোদ্ভদ্র বিচিত্রবীৰ্য্যের জন্ম যথা ॥
সেই সত্যবতীগর্ভে জনমিল ব্যাস ।
বাহা হৈতে জগতে সকল পরকাশ ॥
চিত্রোদ্ভদ্র পুত্র গত হৈলা (১) কথোকালে ।

বিচিত্রবীৰ্য্যের কথা কহিব তোমারে ॥
বিচিত্রবীৰ্য্যের দুই আছিল বনিতা ।
অম্বা অম্বালিকা কাশীরাজার দুহিতা ॥
তা-সভার সঙ্গে রাজা রহে সর্বক্ষণ ।
যম্বা কাস হয়্যা তিঁহো মৈল তে-কারণ ॥
সত্যবতী কারণে ব্যাসের আগমন ।
ব্যাসদেব তিন পুত্র কৈল উৎপন্ন ॥
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু আর বিদুর সুধীর ।
তিন পুত্র ক্ষিতিতলে হৈল মহাবীর ॥
ধৃতরাষ্ট্র শত পুত্র হৈল মহাবল ।
গান্ধারী-উদরে এক শত ধনুর্ধর ॥
জ্যোষ্ঠ পুত্র দুৰ্যোধন বিদিত সংসারে ।
জনমিঞা দুষ্ট কর্ষ কৈল দুরাচারে ॥
মুগয়া করিতে পাণ্ডু ঋষিতে শাপিল ।
তে কারণে নারী-সন্তাষণে সে বঞ্চিত ॥
ধর্ম হৈতে জনমিল রাজা যুধিষ্ঠির ।
বাসু হৈতে জনমিল ভীম মহাবীর ॥
ইন্দ্র হৈতে অর্জুন বীরের উপাদান ।
তিন পুত্র কুন্তীগর্ভে হৈল বলবান ॥
সহদেব নকুল মাজীর গতে হৈল ।
অশ্বিনীকুমার আসি তার জন্ম দিল ॥
অর্জুনের পুত্র হৈল শ্রুতদ্রা-উদরে ।
অভিমুখ্য তার নাম বিদিত সংসারে ॥
তার পুত্র তুমি বাপু পুরুষ-রতন ।
উত্তরার গর্ভে তুমি লভিলে জনম ॥
অশ্বথামা ব্রহ্ম-অস্ত্র ফেলিল উদরে ।
চক্রে অস্ত্র কাটিয়া রাখিল গদাধরে ॥
জন্মেজয়-আদি করি তনয় তোমার ।
সর্পযজ্ঞ করি সর্প করিল সংহার ॥
পুরুষবংশ সমুদ্র করিয়া আদি অন্ত ।
কহিল সংক্ষেপে কিছু শক্তি পর্য্যন্ত ॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী ।
জ্ঞান-সুন্দর গদাধর ধীর-শিরোমণি (১) ॥

(১) পাঠান্তর,—“রাজা হঞা মৈল” ;
অন্যত্র,—“তার মৈল” ।

(১) পাঠান্তর—“কৃষ্ণ-কথা-সমুদিত প্রেম-ভরস্বিনী ।”

চতুর্থ অধ্যায় ।

এবে রাজা শুন কিছু যে কহিয়ে আর ।
 অমুবংশে অজ বজ কলিঙ্গ বিস্তার ॥
 দ্রুহাবংশে জনমিল মেচ্ছ অধিপতি ।
 পাপিগণ তারা সব উত্তরে বসতি ॥
 তুর্কস্বয়ং বংশ ক্ষীণ হৈল কথোকালে ।
 পুরুবংশে মিলিয়া রহিল নিরন্তরে ॥
 এখানে কহিব যদুবংশের বিস্তার ।
 পূর্ণ ব্রহ্ম কৃষ্ণ যাথে কৈলা অবতার ॥
 যদুবংশ-চরিত্র পবিত্র পুণ্যগাথা ।
 যদুবংশে কহিব কেবল স্বয়ংকথা ॥
 গুনিলে দুরিত হয়ে হুঃখ বিমোচন ।
 যদুবংশ-গুণ-গাথা পরম পাবন ॥
 যদুর জন্মিল পঞ্চ পুত্র মতিমান ।
 তাহাতে প্রধান পুত্র শতাব্দে নাম ॥
 তার চারি পুত্র জ্যেষ্ঠ 'হুয় কুমার ।
 তা' পুত্র নেত্র কুস্তি তনয় তাহার ॥
 তার পুত্র সোহাগি আছিল মহাবীর ।
 ভদ্রসেন তার পুত্র জানে মহাদীর ॥
 দুর্মদ কুমার তার ধনক তনয় ।
 তার পুত্র কৃতবীৰ্য্য রাজা মহাশয় ॥
 অর্জুন কুমার তার সপ্তদ্বীপেশ্বর ।
 কার্তবীৰ্য্য অর্জুন নৃপতি মহাবল ॥
 কার্তবীৰ্য্য-সম রাজা নহিব না ছিল ।
 যাহার নিয়ল যশে জগৎ পুরিল ॥
 পঁচাত্তি সহস্র ধরি বৎসর প্রমাণ ।
 রাজ্যভোগ কৈল রাজা মহা বলবান ॥
 তার এক সহস্র তনয় জনমিল ।
 পঞ্চ পুত্র সন্তে তার যুদ্ধে উত্তরিল ॥
 পরশুরামের যুদ্ধে মৈল পুত্রগণ ।
 পঞ্চ পুত্র জীল তার বংশের কারণ ॥
 তার জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়ধ্বজ মহাবল ।
 তার পুত্র তালজঙ্ঘ মংগধুন্ধর ॥
 মধু নামে এক পুত্র আছিল তাহার ।
 জনমিল একশত মধুর কুমার ॥
 মধু নামে মাধব যাদব যদু নামে ।
 বৃষ্ণি নামে জানি বৃষ্ণিবংশের কারণে ॥
 শশবিন্দু রাজা হৈল বংশের প্রধান ।
 নহিল নহিব রাজা তাহার সমান ॥
 শশবিন্দু চক্রবর্তী সপ্তদ্বীপেশ্বর ।
 এক চক্রে ক্ষিত্তিভল শাসিল সকল ॥

দশ সহস্র পত্নী আছিল তাহার ।
 জনমিল দশ সহস্র লক্ষ কুমার ॥
 ছয় পুত্র প্রধান তাহাতে জনমিল ।
 তা সভার পুত্র পোত্রে পৃথিবী পুরিল ॥
 এই বংশে বিদর্ভ বাজার উতপত্তি ।
 যার কন্যা রক্ষিণী কমলা গুণবতী ॥
 এই বংশে সত্রাজিৎ প্রসেন জনম ।
 এই বংশে যুগধান 'হল উৎপন্ন ॥
 সাত্যকি উদ্ধব এই বংশে জনমিল
 কৃতবর্মা অক্রুর যাহাতে উপজিল ॥
 যদুবংশে জনমিল অন্ধক নৃপতি ।
 আহক তনয় তার হৈল মহামতি ॥
 আশ্বকের দুই পুত্র বিদিত সংসারে ।
 উগ্রসেন কনিষ্ঠ দেবক জ্যেষ্ঠ আবে ॥
 দেবকের চারিপুত্র সপ্ত কন্যা হৈল ।
 সভার কনিষ্ঠ তার দেবকী আছিল ॥
 বসুদেব কৈলা সাত কন্যা পরিণয় ।
 উগ্রসেনঘরে নব জন্মিল তনয় ॥
 জ্যেষ্ঠ পুত্র কংস তাথে জগতে বিদিত
 যার ভরে সুরাসুর ধরণী কম্পিত ॥
 এই যদুবংশে বসুদেবের জনম ।
 যার ঘরে অবতার কৈলা নারায়ণ ॥
 যার জন্মকাল হল দুন্দুভ-বা-ন ।
 সুরগণ কৈল যাহে পুষ্প-বরিষণ ॥
 সপ্ত পুত্র জনমিল দৈবক-উদরে ।
 কীষ্টিমন্ত আদি করি বিদিত সংসারে ॥
 অষ্টমে আপনে হরি কৈলা অবতার ।
 ক্ষিত্তিভলে কৈলা দুষ্ট দৈত্যের সংহার ॥
 অধর্ম খণ্ডাহ ধর্ম করিল স্থাপন ।
 দুষ্ট বিনাশিয়া শিষ্ট করিল পালন ॥
 অজ হুয়্য জনমিলা এই সে কারণে ।
 কষ্টা নহে কর্ম কৈলা ব্রহ্মার বচনে ॥
 লোকপরিভ্রাণ হেতু থুইলা যশতার ।
 যার কর্মে রহিল দেবের চমৎকার ॥
 যার পুণ্য-যশ-জলে করিয়া মজ্জন ।
 কর্ণপথে করে জীব ভব বিমোচন ॥
 গোপকূলে বৃন্দাবনে করি বালকেনি ।
 মধুপুরে মল্লযুদ্ধ কৈলা বনমালী ॥
 বিবিধ বিনোদ করি দ্বারকা ভুবনে ।
 পৃথিবীর গুরুভার হরিলে আপনে ॥

ହୃଦୟେ ସହକୂଳ କରିয়া ବିନାଶ ।
ଭଜିବୋଗ ଉଦ୍ଧବେ କରିয়া ପରକାଶ ॥
ବୈକୁଣ୍ଠ ବିଜୟ ଥବେ କୈଳା ଗଦାଧର ।

ହେନ ସହବଂଶ ରାଜା ମହିମା-ସାଗର ॥
ଶ୍ରୀଳ ଗଦାଧର ଜାନ, ସୀରଶିରୋମଣି ।
ଭାଗବତ-ଆଚାର୍ଯ୍ୟେ ପ୍ରେମଭରଦ୍ୱିଜୀ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ନବମ ଶ୍ଳୋକେ

ଚତୁର୍ଥୋହିଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୫ ॥

ଇତି ନବମ ଶ୍ଳୋକଃ ସମାପ୍ତଃ ॥

ଦଶମ ଶ୍ଳୋକ

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତଃ ପୁର୍ଣ୍ଣାବତୀର୍ଣ୍ଣପ୍ରବନ୍ଧଃ ସୁଦା,
କୁର୍ବେ ଶର୍ବ-ନନ୍ଦ ଚିନ୍ତ-ପରମପ୍ରେମପ୍ରଦଂ ଶ୍ରୀତରେ ॥
ନନ୍ଦା ଶ୍ରୀରକ୍ଷିତଶୃଙ୍ଖଳାମିତ୍ୟୋତିର୍ଗନ୍ଧଜଳଂ,
ବ୍ୟାସଂ ବ୍ୟାସସୁତଃ ଶୁକମାଳୟେ ପରାନନ୍ଦମ୍ ॥

ସଚକାନ୍ତଶୃଙ୍ଖଳାଞ୍ଜଳୋଚନେ
ଜଳମୁଦ୍ରାପ୍ରତିମତ୍ତୁଞ୍ଜୟଃ ।
ସୁରଲୀତରଲୀକୃତଗୋପିକା-
ଭୂତସଂକଳିତେ ସମ ମାନସେ ॥

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତାଚାର୍ଯ୍ୟେ ପ୍ରେମଭକ୍ତିବିବୁଧୟେ ।
ଶ୍ରିରାମେ ପରମାନନ୍ଦଂ ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦକଥାସୁତମ୍ ॥

ନୟୋ ନୟୋ ଶୁକ୍ର ଚରଣେ ନୟନ୍ଦାର ॥
ବାହାର କୁମ୍ଭାରେ ଖଣ୍ଡେ ଥବ ଶୁକ୍ରକାର ।
ନୟୋ ନୟୋ ଗୁଣପାତ ବିଷ୍ଣୁ ବିନାଶନ ।
ନୟ ବେଦବ୍ୟାସ ମତ୍ୟବତୀର ବନ୍ଦନ ॥
ନୟୋ ବ୍ୟାସସୁତ ଶୁକ ମହାବୋଗେଶ୍ୱର ।
ସୁନୀଳ-ବନ୍ଦିତପଦ ଲୀଳା-କଳେବର ॥
ଶୁକସୁନି-ଚରଣେ ଘୋହୋର ପରମାମ ।
ବାହାର କୁମ୍ଭାରେ ଭାଗବତ ଉପାଦାନ ॥
ଦେବ-ବିଜ ଚରଣେ କରିয়া ପରମାମ ।
କୃଷ୍ଣ-ପାଣି ପାଣି ରଚିବ ସମାମତି ॥
ନୟୋ ନୟୋ ନାରାୟଣ-ଚରଣେ ପ୍ରେମାମ ।
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ-କୋଟିର ହିତି-ପ୍ରଳୟ-ବିଦାନ ॥
ପୁରୁଷ-ପୁରାଣ ହରି ଅନାଦିନିଧାନ । (.)

ଲୀଳା-ଅବତାର କରେ ଭକତ-ତାରଣ ॥
ଚରଣ-ପଦ୍ମରେ ଶ୍ରୀ କରିয়া ପ୍ରେମାମ ।
କଥାଛଳେ ଭାଗବତ କରିବ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ॥
ଭୟ ଭୟ ନନ୍ଦସୁତ ବ୍ରହ୍ମକୂଳପତି ।
ଭୟ ଭୟ ସହନାଥ ତ୍ରିଭୁବନଗତି ॥
ଭୟ ଭୟ ଜଗତନିବାସ ହସିକେଶ ।
ଭୟ ଭୟ ଭକ୍ତକୂଳ-ନିଳିନୀ-ନିନେଷ ॥
ଭୟ ଭୟ ବ୍ରହ୍ମାଦିବନ୍ଦିତ-ପାଦପଦ୍ମ ।
ଭୟ ଭୟ ଦିବ୍ୟ ଅବତାର-ନବସଜ୍ଜ ।
ଭୟ ଭୟ କମଳା-ମାଳିତ-ପଦପଦ୍ମ ।
ଭୟ ଭୟ ସୁନୀଳ-ସାନଳ-ସୁଧାନଳ ॥
ଭୟ ଭୟ ଶୁଣିବିଧି ଭୟ ଦୟାବର ।
ଭୟ ଭୟ ଭକତବଂଶଳ ରମଣର ॥
ଭୟ ଭୟ ସହକୂଳ-କମଳ-ଭାବର ।
ଭୟ ଭୟ ବ୍ରହ୍ମବଧୁ-କବି-ନିଧର ॥

(୧) ଅନ୍ତ ପୂର୍ବର ପାଠ,—

“ଭବ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ନିତ୍ୟ ମନାତନ”

জয় জয় মহাভয়-দুরিত-ভঞ্জন ।
 জয় জয় পরচণ্ড পাবণ্ড-খণ্ডন ॥
 জয় জয় অনুর-খণ্ডন মহামতি ।
 জয় ব্রজবধু-মুখ-সরোজ-দ্যুতি (১) ॥
 জয় জয় যোগেন্দ্র-মানস-পরহংস ।
 জয় ভক্ত-ভবপথ-পরিশ্রম-ধ্বংস ॥
 জয় জয় জগতমঙ্গল গুণধাম ।
 ঐতিবাণী-অগোচর গুণগগনশয় ॥
 জয় জয় জগৎনিবাস লক্ষ্মীকান্ত ।
 জয় জয় নিজ জনবৎসল মহাস্ত ॥
 জয় জয় মহামৎস্র আদি অবতার ।
 জয় কুর্শরূপ ক্ষীর-জলধি বিহার ॥
 জয় যজ্ঞ অবতার বরাহ মুরতি ।
 জয় দিব্য নরসিংহ অনন্তশক্তি ॥
 জয় দিব্যপরাক্রম অদ্ভুত বামন ।
 জয় ভৃগুপতি কত্রিকুল-বিনাশন ॥
 জয় জয় রঘুপতি রাম অবতার ।
 জয় হলধর রাম বিপক্ষ-বিদার ॥
 জয় বুদ্ধ অবতার অনুর-মোহন ।
 জয় কচ্ছিরূপ স্নেহহু-বিনাশন ॥
 জয় পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ বিচিত্র বিহার ।
 জয় জগদ্রাথ নীলাচল-অবতার ॥
 জয় জয় ত্রীগোবিন্দ চৈতন্যমুরতি ।
 প্রেম-ভক্তিদাতা প্রভু ভকতের গতি ॥
 তবে কহি শুন লোক কৃষ্ণের চরিত্র ।
 অশেষ দুরিত হরে পরম পবিত্র ॥
 পরীক্ষিত মহারাজা ভকত প্রধান ।
 শুকের সাক্ষাতে জিজ্ঞাসিল মতিমান ॥
 চন্দ্রবংশ সূর্য্যবংশ কহিলে সকল ।
 দুই বংশে জনমিল যত নরেশ্বর ।
 তা-সত্য অদভূত কহিলে চরিত্র ॥
 বিশেষে যত্ন যত্ন কহিলে পবিত্র ॥
 সেই যত্নবংশে হরি কৈলা অবতার ।
 কি কিরূপে কৈলা কর্ম আনন্দবিহার ॥
 জগতের আত্মা প্রভু এক ভগবান ।
 যাহা হৈতে হয় সব ভূত (২) উপাদান ॥

হেন প্রভু কি কারণে ধরে নরবেশ ।
 তাঁর গুণ কর্ম তুমি কহিবে বিশেষ ॥ (১)
 কৃষ্ণকথা সম স্মৃতি নাহি মুক্তিপদে ।
 তে-কারণে মুক্তগণে গায় উচ্চনাদে ॥
 মুক্তিপদ পাইতে যার বিশেষ যতন ।
 তার-সব কৃষ্ণগুণ গায় অমূল্য ॥
 পরম ঐশ্বর্য এই ভব-নিবারণে ।
 সত্য কীর্তন করে ভবভীত জনে ॥
 হরিনাম-গুণ-কথা ঐতীমনোহর ।
 বিষয়-লম্পট জনে শুনে নিরন্তর ॥
 কৃষ্ণ-কথা শ্রবণে যাহার নাহি মতি ।
 কেবল না শুনে অচেতন আত্মঘাতী ॥
 মুখিষ্ঠির আদি মোর পিতামহগণ ।
 কৃষ্ণপদযুগ-নৌকা করি আরোহণ ॥
 কুরুসৈন্ত-গভীর-সাগর ভয়ঙ্কর ।
 ভীষ্ম দ্রোণ আদি মহামৎস্র বোরতর ॥
 বৎসপদ করিয়া তরিলো তাঁরা হেলে ।
 হেনরূপে কৈল প্রভু বংশের উদ্ধারে ॥
 বংশরক্ষা হেতু বোর এই কলেবর ।
 অথথামা ব্রহ্মঅস্ত্রে পুড়িল সকল ॥
 শরণ লইল মাতা প্রভুর চরণে ।
 চক্রে অস্ত্র কাটি প্রভু রাখিল আপনে ॥
 কালরূপে সেই প্রভু করয়ে সংহার ।
 অন্তর্ধামী রূপে করে ভকত উদ্ধার ॥
 মায়ায়ে মায়াধরূপে করে অবতার ।
 তাঁর গুণ কথা কহ করিয়া বিস্তার ॥
 হেন জানি রোহিণীর পুত্র বলরাম ॥
 কিরূপে দৈবকী-গর্ভে হৈল উপাদান ॥
 এক দেহ দুই গর্ভে কেমনে প্রবেশ ।
 কহিবে এ সব তুমি কৌতুক বিশেষ ॥
 কেন বা জন্মিলা কৃষ্ণ দৈবকী-উদরে ।
 কেমন কারণে গিয়া রহিলা গোকুলে ॥
 কি কি কর্ম কৈলা কৃষ্ণ গোকুলে রহিয়া ॥
 কোন কর্ম কৈলা তরে যদুপুরে গিয়া ॥
 সাক্ষাতে মাতুল বধ কৈলা কি কারণে ॥
 প্রভুর নিমিত্ত কর্ম কোন প্রয়োজনে (২) ॥
 নরলীলা প্রকটিল কতক বৎসর ।
 যদুকুলে কি কি কর্ম কৈল যদুবর ॥

(১) পাঠান্তর,—

“জয় জয় অনুরকুঞ্জর মহাসিংহ ।

জয় জয় ব্রজবধু-মুখপদ্ম-ভূজ ॥”

(২) পাঠান্তর,—“বিষ”; অন্তঃ,—

“সর্বজীব ।

(১) পাঠান্তর,—

“বিস্তার করিয়া সব কহিবে বিশেষ” ।

(২) পাঠান্তর,—

“প্রভুর হিঙ্গেন কস কোন প্রয়োজনে ॥”

কত রাজকন্ডা হৈল প্রভুর রমণী ।
 আর যত যত কৰ্ম কৈলা চক্রেপাণি ॥
 এ সব কহিবে গুরু বরিয়্য বিস্তার ।
 মহাযোগেশ্বর মোর কর প্রতিকার ॥
 সাত দিন আমি নাহি পরশিয়ে জল ।
 তহুত স্নান য় মোর নাহি করে বল ॥ (১)
 তোয়ার বদন-সরোরুহ-বিগলিত ।
 পান করো হরিকথা বচন-অমৃত ॥
 এই কথা কহে সূত নৈমিষ অরণ্যে ।
 শৌনকাদি মুনিগণে শুনে শুদ্ধ মনে ।
 সূত বলে শুনহ শৌনক মুনিগণ ।
 শুক যোগেশ্বর শুনি রাজার বচন ॥
 সাধু সাধু বলি তারে করিয়া বাঞ্ছনে ।
 কহিতে আরম্ভ কৈলা ভকত প্রধানে ॥
 ভাল ভাল নিশ্চয় করিলে নরপতি ।
 গোবিন্দ-কথায় তুমি কৈলে দৃঢ়মতি ॥
 কৃষ্ণকথা প্রশংসল কহিব তোমারে ।
 জিজ্ঞাসা করিলে মাত্ৰ সৰ্বপাপ হরে ॥
 যেবা পুছে যেবা কহে যে করে শ্রবণ ।
 বিশেষে পবিত্র হয়ে এই তিন জন ॥
 ত্রিভুবন তরে জেত্র (২) তার পদজলে ।
 কৃষ্ণ কথা পুড়িলেই সৰ্বপাপ হরে ॥
 কংস জরাসন্ধ আদি নৃপক্লপ ধরি ।
 দৈত্যগণে ব্যাপিল সকল মর্ত্যপুরী ॥
 ভা-সভার ভরে অস্তি করিয়া ক্রন্দন ।
 পৃথিবী লইল গিয়া ব্রহ্মার শরণ ॥
 যাবৎ পাতালে মোর নাহি হয় গতি ।
 তাবৎ রাখিতে মোরে করিবে শক্তি ॥
 অশ্বরের ভূরিভার সহনে না যায় ;
 এ সব গোচর দেব কৈনু ভুয়া পায় ॥
 পৃথিবীর বচন শুনিঞা প্রজ্ঞাপতি ।
 ইচ্ছা আদি দেবগণ করিয়া সংহতি ॥
 চলিলা চতুরানন সঙ্গে মহেশ্বর ।
 ক্ষীর-জলনিধি যথা প্রভু গদাধর ॥
 বেদমন্ত্রে তত্তি কৈল যত দেবগণে ।
 সমাধি করিয়া ব্রহ্মা রহিলা ধ্যানেনে ॥
 শুনিলা ঈশ্বরবাণী আকাশমণ্ডলে ।
 সমাধি ভাঙ্গিয়া ব্রহ্মা বলে উচ্চস্বরে ॥
 শুন শুন দেবগণ ঈশ্বরের বাণী ।
 আপনে কহিলা কথা প্রভু চক্রেপাণি ॥

(১) পাঠান্তর,—

“তবুত স্নান আমি না হব বিকল” ।

(২) জানিও ।

পৃথিবীর দুঃখ প্রভু জানেন আপনে ।
 পুরুষেই কৈলা প্রভু তার সমাধানে ॥
 ভূমি সব জন্ম গিয়া লভ যদুংশে ।
 সভাই জন্ম গিয়া নিজ নিজ অংশে ॥
 বশুদেবধরে হরি দৈবকী-উদরে ।
 অবতার করিব আপনে ক্ষিত্তিতলে ॥
 দিব্য মুক্তি যত আছে দেবতা সুলক্ষী ।
 জন্ম লভুক গিয়া নররূপ ধরি ॥
 অনন্ত ধরণীধর সহস্রবদন ।
 প্রথমে আসিয়া ঐহো লভিব জন্ম ॥
 বিষ্ণুমায়্য ভগবতী জগৎমোহিনী ।
 আপনেহি আজ্ঞা তারে দিলা চক্রেপাণি ॥
 কার্য সাধিবারে ঐহো জন্মিব আপনে ।
 এ বোল বুঝিয়া দেব চল নিজ স্থানে ।
 পৃথিবী পাঠায়্য দিল করিয়া আশ্বাস ।
 তবে ব্রহ্মা চলিলা আপন নিজবাস ॥
 শুরসেন নামে রাজা পুরুষে আছিল ।
 সে রাজা মথুরা নামে পরী নিরমিল ॥
 রাজ্যভোগ কৈল রাজা মথুরে বসি ।
 রাজধানী নাম তার সেই হেতে সুখি ॥
 যে মথুরাপুরে কৃষ্ণ নিত্য সন্নিধান ।
 তাহাতে আিল এক বশুদেব নাম ॥
 উগ্রসেন নামে এক আছিল নৃপাত ।
 তার ভাই আছিল দেবক মহামতি ॥
 দেবক দেবকী নাম কস্তার বিবাহে । (১)
 ডাক দিয়া বশুদেব আনিল উৎসাহে ॥
 বশুদেবে আনিয়া পুত্রিল মতিমান ।
 বিধি অনুসারে তারে কৈলা কস্তা-দান ॥
 বহুবিধ ধন দিল যৌতুক নিমিত্তে ।
 কস্তার তুলি তবে দিল দিব্য রথে ॥
 চারিশত মন্ত গজ কাঞ্চে ভূষিত ।
 সাজিয়া রথের পাছে কৈল নিয়োজিত ॥
 আঠার শত রথ দিল কাঞ্চে নির্মাণ ।
 শতশত-দশ ঘোড়া দিল আগুমান ॥
 দুই শত দাসী দিল ভূষণে ভূষিয়া ।
 কস্তা সমর্পণ কৈল বিনয় করিয়া ॥
 শঙ্খ ভূষা দুন্দুভি মৃদঙ্গ কোলাহল ,
 দেববাণ নরবাণ বাজে সুরজল ॥

(১) পাঠান্তর,—

“দেবকের এক কস্তা দেবকী সুলক্ষী ।

বশুদেবে বিত্তা দিল বহুবিধ করি ॥”

উগ্রসেন-সুত যুবরাজ কংস নামে ।
 রথের সারথি হৈয়া চলিল আপনে ॥
 ধরিল ঘোড়ার বাগ ভগিনী সদয়ে ।
 অন্তরীক্ষ বাণী হৈল হেনকি সময়ে ॥
 যাহারে বহিল অরে অবোধ রাজন ।
 ক্রিহারি অষ্টম গর্ভে তোমার মরণ ॥
 [না জানিয়া কুমতি বহিল হেন জনা ।
 বুঝিয়া করহ কার্য্য যে হয় মঙ্গলা ॥]
 এ বোল শুনিয়া কংস কুলের অকার ।
 খলমতি মহাপাপী ক্রুর দুরাচার ॥
 ভীক্স খজা হাতে ধরি উঠিল সত্বরে ।
 লাফ দিয়া ধরে গিয়া ভগিনীর চূলে ॥
 তবে বন্দুদেব দেখি কংসের বেতার ।
 নিলঙ্ঘ্য পাপিষ্ঠ পাপমতি দুরাচার ॥ (১)
 প্রহসিত মুখপদ্ম অন্তরে দুঃখিত ।
 বন্দুদেব বলে তবে সমর-উচিত ॥
 তোমা হৈতে যশের বিস্তার ভোজ্যবংশে ।
 বীরগণে নিববধি তোমায়ে প্রশংসে ॥
 তুমি কংস মহাবীর জগতে বিখ্যাত ।
 তুমি কেন হেন কর্ম করিবে সাক্ষাৎ ॥ (২)
 নারীবধ হয়ে তাহে ভগিনী তোমায়ে ।
 বিবাহ উৎসাহ তাহে নহে ধর্ম্মাচারে ॥
 যদি বোল আপনার মরণ খণ্ডাই ।
 কোন মতে কারো বোলে মৃত্যু না এড়াই ॥
 শরীরের সহ মৃত্যু জনমে সভার ।
 আজি কিংবা মগ্নি শত বৎসরের পর ॥ (৩)
 অবশ্য মরণ হব বতো নহে আন ।
 এ বোল (৪) বুঝিয়া ক্রোধ ছাড় মতিমান ॥
 এ দেহ ছাড়িলে আর না হব শরীর ।
 হেন বা বলিবে যদি শুন মহাবীর ॥
 আর দেহে যাঞা জীব পূর্ব্বদেহ ছাড়ে ।
 অদৃষ্ট অধীন ভীব অদৃষ্টে সঞ্চারে ॥
 এক পদ আরোপিয়া আর পদ তুলি ।
 জোক যেন তৃণ ছাড়ে আর তৃণ ধরি ॥

জাগিতে রাজাদি রূপ হয় দরশনে ।
 ইন্দ্রপদ স্মৃতিভোগ স্তনয়ে শ্রবণে ॥
 শয়ন করয়ে সেই করিষা ধ্যান ।
 স্বপনেই সেই রূপ হয় বিদ্যমান ॥
 আপনেকি হয় ইন্দ্র আপনেকি রাজা ।
 আপনার পূর্ব্বদেহ পাগুরয়ে প্রোজা ॥
 যে দেহ চিস্তিয়া মন করয়ে আশ্রয় ।
 সেই দেহে জীবের জনম গিয়া হয় ॥
 উত্তম অধ্যম দেহ অদৃষ্ট প্রধান ।
 অদৃষ্ট করয়ে তাহা কভু নহে আন ॥
 এক চন্দ্র একি সূর্য্য প্রকাশ-স্বরূপ ।
 জলভেদে সেই যেন দেখি নানারূপ ॥
 বায়ুবেগে তারা যেন চলন কম্পন ।
 বিচারিতে দেখি যেন সে সব ভরষ ॥
 এইরূপ নিত্য জীব অজর অময় ।
 ঈশ্বরের অংশ জীব ঈশ্বরকিস্কর ॥
 মায়ায় চরিত দেহে করি অমুরাগ ।
 দেহধর্ম্মে অপনা পাগুরে মহাভাগ ॥
 যে পুন পণ্ডিত হয় করিব বিচার ।
 বুঝিয়া না করে কতো পর-অপকার ॥
 পরহিংসা করে যেবা কুশল-কারণে ।
 সেই হিংসকের ভয় হয় আন হনে ॥
 এ তোমার ভগিনী কনিষ্ঠ অচেতনা ।
 ইহাকে না মার তুমি শিশু বুদ্ধিহীনা ।
 সাম ভেদে বন্দুদেব কৈল এত স্তুতি ।
 তহত সদয় নৈল কংস পাপমতি ॥
 তবে বন্দুদেব তার বুঝিবা ক্ষময় ।
 মনে মনে যুগতি চিন্তয়ে মহাশয় ॥
 অন্তত খণ্ডিতে করি কালের হরণ ।
 উপায় দেখিয়ে সেবে এই সে কারণ ॥ (১)
 যখন আসিয়া মৃত্যু হয় উপগম ।
 বুদ্ধিবলে নিবারণ করিয়া যতন ॥
 তমু যদি মৃত্যুপথ খণ্ডিতে না পারি ।
 তবে আর আপনার দোষ নাহি ধরি ॥
 যত পুত্র দৈবকীর হয় উত্তপন্ন ।
 সকল করিব লঞা কংসে সমর্পণ ॥
 এ বোল বলিয়া করি দৈবকীর রক্ষা ।
 সম্প্রতি এখনে হয় মরণের যোক্ষা ॥ (২)
 পুত্র জনমিব যদি ইহার তিতয়ে ।
 যদি মৃত্যু কংস কোন মতে নষ্ট করে ॥

(১) পাঠান্তর,—

“হৃদয়ে চিন্তয়ে কিছু করে পরিহার”

(২) পাঠান্তর,—

“পণ্ডিত হইয়া তুমি কর বিপরীত” ।

(৩) পাঠান্তর,—

“এখনে মল্লক বা ধাতুক চিরকাল” ।

(৪) পাঠান্তর,—“হৃদয়ে” ।

(১) পাঠান্তর,—“এখন” ।

(২) পাঠান্তর,—“যে প্রভাকাল” ।

পুত্র জনমিয়া বা কংসের প্রাণ হয়ে ।
 বিধাতার গতি কেবা বুঝিবারে পারে ॥
 সম্প্রতি এখনে হয় মৃত্যু নিবারণ ।
 কোনমতে হইবে বা কংসের মরণ ॥
 আঁনি লাগিয়া যেন পোড়ে কাষ্ঠচয় ।
 দৈবযোগে তার মাঝে কোন কাষ্ঠ রয় ॥
 নিকটে ছাড়িয়া ঘর দূরে গিয়া পোড়ে ।
 অদৃষ্ট যাহার যেন তেন ফল ধরে ॥
 এইরূপ শরীরের সংযোগ-বিচ্ছেদ ।
 অদৃষ্টকারণ বিনা কিছু নাহি ভেদ ॥
 এইরূপে বিমর্শ করিয়া হৃদয় ।
 বলিতে লাগিলা বনুদেব মহাশয় ॥
 অট্ট অট্ট হাস করি প্রসন্নবদন ।
 অন্তরে দুঃখিত হৈয়া কি বলে বচন ॥
 শুন কংস যুবরাজ তুমি মহাশয় ।
 দৈবকী করিয়া তুমি না করিহ ভয় ॥
 যত পুত্র জনমিব ইহার উদরে ।
 আমি আনি সমর্পিব তোমার গোচরে ॥
 অন্তরীক্ষবাণী হৈল যাহার কারণে ।
 তাহা আনি দিব আমি তোমা বিজ্ঞমানে ॥
 এ বোল শুনিয়া কংস চিন্তিল হৃদয় ।
 ভালত কহিল বনুদেব মহাশয় ॥
 দৈবকীর কেশবন্ধ দিলত ছাড়িয়া ।
 বনুদেব ঘরে গেল কংস প্রশংসিয়া ॥
 কথোকাল বহি তবে দৈবকী উদরে ।
 অট্ট পুত্র জনমিল বৎসরে বৎসরে ॥
 শেষে এক কন্তা আর হল উপাদান ।
 প্রথম পুত্রের হৈল কীৰ্ত্তিগন্ত নাম ॥
 ভ্রমযুক্ত বনুদেব অসত্য বচনে । (১)
 পুত্র সমর্পিল লৈয়া কংস বিজ্ঞমানে ॥
 সাধুজনে নাহি কিছু দুঃসহ সংসারে ।
 পণ্ডিত জনের কিবা অপেক্ষা কাহারে ॥
 দুষ্টজনে কোন কোন না করে বিকর্ম ।
 ভকত জনের কিবা নাহি সত্য ধর্ম ॥
 তার সত্য ধর্ম দেখি কংস যুবরাজ ।
 বলিল বিনয় কিছু মনে পাঞা লাগ ॥
 ইহা হনে আমারে খানিক নাহি ভয় ।
 ঘরে লগ্না যায় তুমি আপন তনয় ॥
 অষ্টম গর্ভেতে পুত্র হইব তোমার ।
 তাহা হৈতে মৃত্যুভয় আছেই আমার ॥

পুত্র লঞা বনুদেব চলিলা তখনে ।
 প্রতীত নহিল তার দুষ্টের বচনে ॥
 হেনকালে আসিয়া নায়দ তপোধন ।
 কহিল কংসেরে তবে মন্ত্রণা বচন ॥
 নন্দ আদি গোপ তার গোকুলে বসতি ।
 সপুত্র বান্ধব তার যতেক যুবতী ॥
 যদ্বংশে তোমার যতেক বন্ধু আছে ।
 বনুদেব আদি যত মথুরাতে বৈসে ॥
 যতেক দৈবকী আদি আছে কুলনারী ।
 এ সব দেবতা প্রায় বুঝ অবধারি ॥
 জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধব তোমার যত ভৃত্য ।
 এ সব দেবতা আমি কহিল নিশ্চিত ॥
 পৃথ্বীর হরিতে তার দেবের মন্ত্রণা ।
 বুঝিয়া উপায় তুমি করহ খণ্ডনা ॥
 এতেক বলিয়া মুনি কৈলা অন্তর্দান ।
 কোন যুক্তি করে তবে কংস বলবান্ ॥
 দৈবকীর গর্ভে হৈব বিযু-অবতার ।
 সেই সে করিব যোরে অবশ্য সংহার ॥
 গুণে আছিলুঁ মুঞি নামে (১) কালনেমি ।
 সংগ্রামে মারিল মোকে সেই ১৩ পাণি ॥
 এখনে কপট বেশ দৈবকী-উদরে ।
 জনম লভিব মোকে মারিবার তরে ॥
 এতেক জানিঞা কংস কোন কর্ম করে (২)
 বনুদেব দৈবকীরে বাঁধিল নিগড়ে ॥
 যত পুত্র জনমিল বৎসরে বৎসরে ।
 বিযুশঙ্কা করিয়া মারিল বারেবারে ॥
 খল রাজা হৈলে কোন না করে দুনীত ।
 বন্ধু বধ করে তার এ কোন বিচিত্র ॥
 পিতা মাতা বন্ধু পুত্র মিত্র সহোদরে ।
 রাজ্যলোভে লোভী রাজা এ সব সংহারে ॥
 উগ্রসেন পিতা লৈয়া নিগড়ে বান্ধিল ।
 আপনি ঋপতি হৈয়া রাজ্য ভোগ কৈল ॥
 মহাভাগবত লোক স্মৃখে যেন বুঝে ।
 কথাজ্জলে কহি আমি বুঝিবার কাজে ॥

(১) পাঠান্তর,—“দৈত্য” ।

(২) পাঠান্তর—

“এতেক জানিয়া কংস ভাবিয়া অন্তরে ।”

(১) পরিবর্তন কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকে,—
 “জন্মে ভীত বনুদেব অসত্য লাগি—”

বৃদ্ধজনে সবে যোর এই পরিহার ।
দোষ ক্ষমা করি গুণ করিবে বিচার ।
যেন তেন মতে কৃষ্ণকথা অবসরে ।

দিবস গোড়াই মাত্র এই মন ধরে ॥
চিন্তা দিয়া শুন ভাই কৃষ্ণগুণবাণী ।
ভাগবত-আচার্যের প্রেমতরঙ্গিনী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাত্ম
সংহিতায়াং বৈয়াকিক্যাং দশমস্কন্ধে
প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

নট রাগ ।

প্রলম্ব চাপুর বক তৃণাবর্ত নাম ।
অবাস্তুর মুষ্টিক অরিষ্ট বলবান ॥
দ্বিবিদ ধেনুক আর পূতনা রাক্ষসী ।
যন্তেক অনুর আর মহাবল বেশী ॥
বলি (১) আদি করি আর যত নরেশ্বর ।
এ সব সংহতি করি কংস মহাবল (২) ॥
জরাসন্ধ সহায় করিয়া দুষ্টবৃদ্ধি ।
যদুকুলে কদন (৩) করএ নিরবধি ॥
ভায় ভয়ে যদুবংশ গিয়া নানা দেশে ।
পলাঞা রহিল গিয়া অকিঞ্চন বেশে ॥
ভারি সেবা করিয়া রহিলা কণোজনে ।
হেনরূপে কৈল যদুবংশ-বিড়ম্বন ॥
ছয় পুত্র হৈল যদি দৈবকীর নাশ ।
সপ্তমে অনন্ত আসি গর্ভে কৈলা বাস ॥
কেবল বৈষ্ণবধাম সহস্র বদন ।
দৈবকীর গর্ভে আসি হৈল উপসন্ন ॥
কংসভয়ে দৈবকী রহিল বিমরিষ ।
অগ্নিলা দীপ্ত পুত্র এ বড় হরিষ ॥
জগতের আত্মা প্রভু পূর্ণ ভগবান্ ।
হেন বস্তু নাহি যাথে নাহি অবধান (৪) ॥

যদুকুলে কংসভয় জানেন্ত আপনে ।
যোগমায়া পাঠাইঞা দিল নারায়ণে ॥
চল মহামায়া তুমি নন্দর গোকুলে ।
গোপ-গোপী-গোধন-মণ্ডিত নিরন্তরে ॥
বসুদেবভার্যা তথা আছ এ রোহিণী ।
কংসভয়ে আলঙ্কিতে থাকে একাকিনী ॥
দৈবকীর গর্ভ লঞা রোহিণী-উদরে ।
খোহ নিঞা কেহ যেন না লখিতে পারে ॥
তবে আমি পূর্ণরূপে দৈবকী-উদরে ।
জনম লভিব নিঞা বসুদেবঘরে ॥
নন্দর ঘরণী আছে যশোদা স্নানরী ।
তথা জন্ম লভ গিয়া দিব্যরূপ ধরি ॥
নানা যজ্ঞ বলিদান দিয়া উপহার ।
নরলোকে মহাপূজা করিব তোমার ॥
সর্বলোকে দিবে তুমি সর্ব কাণ্ডবর ।
সর্বলোক তোমারে পূজিব নিরন্তর ॥
কুমুদা চণ্ডিকা দুর্গা বিজয়া বৈষ্ণবী ।
নারায়ণী ভদ্রকালী শারদা মাধবী ॥
এ সব বিশেষ নাম ধরিব তোমার ।
জগতে রহিব দিব্য পূজা সর্বকাল ॥
গর্ভ আকর্ষণ করি আনিব আপনে ।
স্বর্ষণ নাম তাঁর হইব তে কারণে ॥
মনোরম দেখি নাম হৈব বলরাম ।
বলভদ্র নাম হৈব দেখি বলবান্ ॥
এইরূপ আজ্ঞা যদি দিলা নারায়ণে ।
শিরে আজ্ঞা ধরি দেবী চলিলা তখনে ॥
দৈবকীর গর্ভ আনি রোহিণী-উদরে ।
মহামায়া খুঁইল লঞা মহাবোণবলে ॥

(১) পাঠান্তর,—“বাণ” ।

(২) পাঠান্তর,—“ধনুর্ধ্ব” ॥

(৩) পাঠান্তর,—কদন অর্থে গীড়ন,
নিগ্রহ ।

(৪) “হৃদয় চিন্তিয়া তবে কৈল অমুমান”

—পাঠান্তর ।

দৈবকীর গর্ভপাত হৈল হেন বাণী।
সর্বলোকে এই কথা হৈল জানাজানি ॥
ভগন্তের আত্মা প্রভু পূর্ণ ভগবান।
সন্তত ভক্ত জন করে পরিত্রাণ।
সর্ব শক্তি লৈয়া তবে প্রভু ক্রমীকেশ।
আনকদুন্দুভি-মনে কৈল পরবেশ ॥
বসুদেব পরম বৈষ্ণবধাম ধরি।
সুখ সম তেজ কেহো সহিতে না পারি ॥
হেনকালে তবে বসুদেব মহাভাগ।
চাহিলা দৈবকীমুখ করি অমুরাগ ॥
সর্বশক্তিবৃত্ত ধাম পরম মঙ্গল।
অখণ্ড অচ্যুত পরিপূর্ণ মহেশ্বর ॥
বসুদেব আরোপিয়া দৈবকীর মনে।
ধরিল দৈবকী ধাম চিত্ত সমাধানে ॥
পূর্বদিগে ধরে যেন পূর্ণ শশধর।
ধরিল দৈবকী ধাম মনেন ভিতর ॥
জগৎনিবাস তার নিবাস-স্বরূপ।
প্রকাশ নহিল তহু দৈবকীর রূপ ॥
কংসের মন্দিরে দেবী আছিল বন্ধনে।
প্রকাশ নহিল তেজ তাহার কারণে ॥
প্রদীপের শিখা যেন রুধিলে না জ্বলে।
মুখ মুখে শুদ্ধবাণী যেন না সঞ্চারে ॥
কংস আসি দৈবকী দেখিল আশ্চিত।
চিস্তিতে লাগিল কংস মনে পাঞা ভীত ॥
এমন দৈবকী-রূপ কভো নাঞি দেখি।
বিষ্ণু আসি অবতার কৈলা হেন লখি ॥
দৈবকীর অজ্ঞতেজ সহনে না যায় ॥
এখনে করিব আমি কেমন উপায় ॥
প্রয়োজন কারণে বিক্রম নাহি ছাড়ি।
বাহা হৈতে অপযশ রহে লোক ভরি ॥
একন্ত স্বীজাতি তাতে আরে গর্ভবতী।
তাহাতে ভগিনী বধ হয়ে কোন গতি ॥
বল বীৰ্য পরমায়ু হরয়ে সকল।
জীয়েন্তেহ মরা তার জীবন বিফল ॥
এইরূপ সংশয় চিস্তিয়া মনে মনে।
চিন্তা নিবারণা কংস রহিলা আপনে ॥
এখনে জন্মিব হরি কি হয় প্রকার।
নিরবধি চিন্তয়ে মরণপ্রতিকার ॥
মজ্জন ভোজন পান করিতে শয়ন। (১)
কৃষ্ণময় জগৎ দেখিল অসুখ ॥

গোবিন্দ ধ্যান করি রহে নিরন্তর।
চিস্তিতে চৌদিকে সবে দেখে চক্রধর ॥
তবে নারদাদি সনকাদি মুনিগণে।
ইন্দ্র আদি দেবগণ সবল-বাহনে ॥
আপনে আসিয়া ব্রহ্মা হর মহেশ্বরে।
স্তুতি করে নারায়ণে গভীর ভিতরে ॥
সত্যব্রত প্রভু তুমি সত্য সর্বকাল।
সত্যো তোমা পায় জীব সত্যোর আধার ॥
সত্যো আরোপিত সত্য আহুয়ে তোমাতে।
তুমি সে সত্যোর সত্য জানিল সাক্ষাতে ॥
সত্যময় প্রভু তুমি ঋত সত্যব্রহ্ম।
আমি-সব হোই দুই চরণে প্রপন্ন ॥
সংসার বৃক্ষের এক প্রকৃতি আশ্রয়।
পাপ পুণ্য দুইগুণী সবে ফল হয় ॥
সব রজ তম গুণ তিন গুণী মূল।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চারি রস তুল ॥
পঞ্চভূতাবরচিত পঞ্চ পরকার।
শোক মোহ জরা ব্যাধি কৃষ্ণা তৃষ্ণা সার ॥
রস রক্ত মাংস আদি সাত ধাতু ছাল।
অষ্ট প্রকৃতি তার অষ্টগোষ্ঠী ডাল ॥
নব গোষ্ঠী গভীরে হয় সঞ্চার বেতার।
এইরূপে কহি আদি বৃক্ষের বিস্তার ॥
দশ গোষ্ঠী ইন্দ্রিয় বৃক্ষের দশ পাতে।
সবে দুই গুণী হংস আহুয়ে তাহাতে ॥
আব্রহ্ম পর্যন্ত ভব আদি বৃক্ষ বলি।
সকল পুরাণ বেদে এই অবধারি ॥ (১)
হেন ভববৃক্ষ তোমা হৈতে উতপতি।
তোমাতে প্রলয় হয় তুমি তার স্থিতি ॥
তুমি সে পালন তার কর সর্বকাল।
তোমা বিনে সত্য কিছু না হয় সংসার ॥
তুমি সৃজ তুমি পাল তোমাতে প্রলয়।
নাশাবিমোহিত লোক নানারূপ কর ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
এক প্রভু ধর তুমি নানা কলেবর ॥
বৃক্ষজনে তুমি হেন সত্য সবে জানে।
অসত্য মানয়ে সত্য বিমোহিত জনে ॥
জ্ঞানময় আত্মা তুমি দিব্যরূপ ধর।
দিব্য অবতার করি ভক্ত উদ্ধার ॥
জগৎমঙ্গল রূপ ধর সত্যময় ॥

(১) পাঠান্তর,—

“ভোজন শয়ন পান করিতে গমন।”

(১) “আব্রহ্ম পর্যন্ত বৃক্ষ ভবের ভিতরে।

সমস্ত পুরাণ এই আছে চরাচরে।” পাঠান্তর

সাধুজনে পরিভ্রাণ যাহা মনে হয় ।
 খল নিবারণ হেতু কর অবতার ।
 যোগিগণে যে রূপ চিহ্নিয়া হয়ে পার ।
 যত যত ভাগবত আছিল প্রাধান ।
 চিহ্নিল তোমার শুদ্ধ সঙ্কময় ধাম ।
 সমাধি করিয়া চিত্ত করি নিরোধন ।
 তোমার চরণনৌকা করিয়া চিস্তন ।
 গুরুজন-উপদেশে বৎসপদ করি ।
 লীলা এ চলিলা তারা ভবসিদ্ধি তরি ।
 আপনে তরিয়া ভবসিদ্ধি ভয়ঙ্কর ।
 লোক পরিভ্রাণ হেতু চিহ্নিল বিস্তার ।
 এ লোকবৎসল তারা সহজে দয়াল ।
 তোমার চরণে ভক্তি করিয়া বিস্তার ।
 চরণপঙ্কজ পোত ভ্রগতে স্থাপিয়া ।
 মহাজন সব গেল সংসার তরিয়া ।
 হের হে করুণাসিদ্ধি কমললোচন ।
 ভক্তিহীন জন তার বিফল জীবন ।
 তোমাব চরণে ভক্তি না কৈল যে জনে ।
 যোগ সাধি আপনাকে মূঢ় হেন মানে ।
 করিয়া পরম পদ হুংখ আরোহণ ।
 তাহা হৈতে হয় তার পুনঃ নিপাতন ।
 তোমার পদারবিন্দে যে হয় বঞ্চিত ।
 শুদ্ধ শুদ্ধি নহে তার ভক্তিহীন চিত ।
 মুক্তিপদ পাঞা সে যে পড়ে আর বার ।
 ভক্তি বিনে কেহো নহে ভবসিদ্ধি পার ।
 হে মাধব হে যাদব জগৎনিবাস ।
 ভকতজনের কভো না হয় বিনাশ ।
 প্রেম-অমুবন্ধ করে তোমার চরণে ।
 যথা তথা রহুক যেন তেন মনে ।
 বিষ্মশিরে চরণ ধরিয়া দৃঢ় করি ।
 সচ্ছন্দে ব্রহ্মক গিয়া ভয় পরিহরি ।
 তুমি রক্ষা কর যদি নহে তার নাশ ।
 হেন তুমি ভকতবৎসল শ্রীনিবাস ।
 যত্নপি কেবল আত্মা তুমি জ্ঞানময় ।
 তথাপি ভকতজন-পালন-সদয় ।
 বিসুদ্ধ পরম ধাম দিব্যমুষ্টি ধর ।
 জীবপরিণাম লাগি নানা লীলা কর ।
 দেবযজ্ঞ কর্মযজ্ঞ তপযজ্ঞ করি ।
 সে রূপ ভাবিয়া লোক বাহিব ভব তরি ।
 এই-সে কারণে মুক্তি কর আবির্ভাব ।
 প্রকট পরমানন্দ অচিন্ত্য প্রভাব ।
 যদি না করিতে হেন মুক্তি পরকাশ ।

কে তোমা জানিত তবে সর্বভূতে বাস ।
 কাহারো নহিত তবে ঈশ্বর-গেহান ।
 আছেন ঈশ্বর যবে এই অসুমান ।
 কাহারো নহিত তবে অজ্ঞান বিচ্ছেদ ।
 কাহারো যুচিত তবে ভবহুংখ-খেদ ।
 এখান তোমার দিবা অবতার ভজি ।
 শুভে লোক তরিব সংসার-হুংখ তেজি ।
 গুণ কর্ম জন্ম তুমি ধর নানামতে ।
 তহু নাম রূপ না পারিয়ে নিরূপিতে ।
 অনন্ত তোমার নরম গুণ অবতার ।
 নিরূপিতে পারে হেন শক্তি কাহার ।
 মনোবচনের প্রভু তুমি অগোচর ।
 সর্বলোক গাফী তুমি মহা মহেশ্বর ।
 কদাচিত্ বরে কেহ পথ অসুমানো ।
 হেন মহাপ্রভু তুমি পূর্ণ গুণবানে ।
 সবে চরণাধিন্দ পরিচর্যা করি ।
 এই সে উপায় ভব তরিবারে পারি ।
 (শুনিব শুনাব নাম করিব কীর্তন ।
 জগত-মঙ্গল নাম করিব চিস্তন)
 পরিচর্যা কর্ম করে ভক্তিযুত হৈয়া ।
 আপনে ঈশ্বর হৈয়া লভিলে জনম ।
 এতেকি হইল তার পৃথ্বীর খণ্ডন ।
 এই ভাগ্য তোমার দেখিব পাদপদ্ম ।
 মহাভাগবত মন্ত-মধুব্রত-সদ্ব ।
 চরণ-পঙ্কজ সুশোভিত ক্ষিতিলে ।
 দেখিব পদারবিন্দ গগনমণ্ডলে ।
 আপনে ঈশ্বর তুমি অজ নিরঞ্জন ।
 না দেখি বিনোদ বিনে জনম-কারণ ।
 যাহার মান্য করে সৃষ্টি পরলয় ।
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-কোটি যাহার হৃদয় ।
 হেন প্রভু হৈয়া তুমি কর অবতার ।
 সবে দেখি প্রয়োজন করিবে বিহার ।
 মৎস্য কূর্ম্ম আদি নানা অবতার করি ।
 জগৎ রক্ষণ যেন কর ভার হরি ।
 সেইরূপে এখনে পৃথ্বীর হর তার ।
 সুরগণ পালন করিহ সর্বকাল ।
 সত্যত তোমার রহ চরণে বন্দন ।
 তবে দৈবকীর তরে কৈল সম্ভাষণ ।
 পরম পুরুষ যে সাক্ষাৎ ভগবান ।
 তোমার উদরে তাঁর হৈল উপাদান ।
 তুমি না করিহ আর কংস করি ভয় ।
 সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠনাথ তোমার তনয় ।

[এইরূপ স্তুতি করি যত দেবগণে ।
অজ ভব আদি করি কৈল অস্ত্রধানে ॥
দেবস্তুতি কৃষ্ণকথা বৃদ্ধি অহুমানৈ ।

কহিল সকল লোক ব্রহ্মব কারণে ॥
ভক্তিরস-গুরু শ্রীগদাধর জ্ঞান ।
ভাগবত-আচাৰ্য্যের মধুর গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পরমহংস-
সংহিতায় বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে
গীৰোহিধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

মল্লার রাগ ।

মুনি বলে শুন রাজা অদভূত বাণী ॥
এখনে কহিব কৃষ্ণজনম-কাহিনী ॥
সর্বজনবৃত্ত কাল পরম সুন্দর ।
পৃথিবী পুরিয়া হৈল আনন্দমঙ্গল ॥
শুভ বার তিথি যোগ নক্ষত্র করণ ।
পুণ্যশুণ পুণ্যযোগ সর্ব সুলক্ষণ ॥
দশ দিগ পরসন্ন গগনমণ্ডল ।
উদিত তারকাবলী দেখি মনোহর ॥
নদ নদী সরোবর বিমলিত জল ।
বিকসিত উত্তপল বৃহদ কমল ॥
ঋণ-ভূজ-নির্নাশিত স্তবকিত বন ।
সুশোভিত পুণ্যগঙ্গা স্রবন পবন ॥
শান্ত হৈয়া জলিল দ্বিজের হৃতাশন ।
উত্তম জনের চিত্ত হৈল পরসন্ন ॥
আকাশমণ্ডলে বাজে দ্রুত বাজন ।
সুরমুনিগণে করে পুষ্প বরিষণ ॥
গঙ্ধর্ব কিন্নর গীত গায় সুমধুর ।
সিদ্ধ বিভাধর স্তুতি করএ প্রচুর ॥
সুর বিভাধরী নৃত্য করে সুশোভিত ।
মন্দ মন্দ জলধর ঘন গরজিত ॥
ভয়া নিশি রজনী তিমির ঘোরতর । (১)
হেনকালে জনম লভিলা গদাধর ॥
অন্তর্যামী ভগবান্ অচিন্ত্যপ্রভাব ।
দৈবকী উদরে আসি কৈলা আবির্ভাব ॥
পুরবে উদিত যেন পূর্ণ শশধর ।
মন্দিরে প্রকাশ কৈলা মহা মহেশ্বর ॥
নবঘন স্রাম তহু রাজীব লোচন ।
আজ্ঞামূল্যবত ভূজ শ্রীবৎসলাঞ্ছন ॥

শঙ্খ চক্রে গদা পদ্ম ভূজ-বিরাজিত ।
কটাতটে পীতপট কোমল-ভূষিত ॥
মহামুখ্য রত্ন মণি কিরীট কুণ্ডল ।
কুঞ্চিত অলকাবলী শ্রীমুখমণ্ডল ॥
উদভট পুরট কিঙ্কণী সৰঙ্গ ।
মৃগমদ-বিলেপিত হার বিলোচন ॥
হেন অদভূত শিশু দেখি মহাশয় ।
বসুদেব চমকিত হৈল অতিশয় ॥
নারায়ণ পুত্র দেখি কুল বিলোচন ।
পুলকিত কলেবর সঘন কম্পন ॥
কৃষ্ণ অবতার দেখি পুরিল উৎসবে ।
অযুত গোদান তবে কৈল বসুদেবে ॥
ভূমিতে পড়িয়া কৈল দণ্ডপর্যায় ।
করঘোড় করি স্তুতি করে মতিমান ॥
পুত্রের প্রভাব দেখি ভয় পরিহারি ।
প্রগতকন্ধর চিত্ত নিবোধিত করি ॥
ভানিলু বিদ্বিত আমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ।
পরম পুরুষ তুমি প্রকৃতির পর ॥
সর্ববুদ্ধি-সাক্ষী তুমি আনন্দস্বরূপ ।
বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ঘন পূর্ণ ব্রহ্ম রূপ ॥
অতুল শক্তি তুমি পুরুষ পুরাণ ।
যায়ায়ে আপনে কর বিশ্ব-মিরমাণ ॥
তাহাতে আপনে পাছে থাক পরবেশি ।
তহ শুদ্ধময় তুমি প্রভু অবিনাশী ॥
জগতের হও সবে উত্তপতি ধ্বংস ।
তোমার বিনাশ কভু নহে পরহংস ॥
জগতে প্রবেশ করি আছ নিরন্তর ।
তব পরবেশ নাহি তাহার ভিতর ॥
পঞ্চভূতময় যত কারণ বিশেষে ।
বিশ্ব নিরমিঞা যেন বিশেষে পল্লবেশে ॥

(১) পাঠান্তর—

“মোহিনী অধিনী সে তিমির ঘোরতর”

বিশ্ব সহে নহে যেন তার অমূল্যবদ্ধ ।
 এইরূপ প্রভু তুমি নিত্য পরানন্দ ॥
 বিশ্ব নিরমিয়া (১) আছ জগৎনিবাস ।
 বুদ্ধি মন চিন্ত তুমি কর পরকাশ ॥
 সেই বুদ্ধি মনে তোমা লইতে না পারি ।
 সর্বময় প্রভু তুমি সর্ব-অধিকারী ॥
 অসত্য জগতে তুমি আছ হেন মানি ।
 এমন নিশ্চয় যার ভদ্র নাহি জানি ॥
 পণ্ডিত না হয় সে যে না বুকে বিচার ।
 জগতের ভিন্ন তুমি জগতের সার ॥
 নিরাকার ব্রহ্ম তুমি নিঃশব্দ বিকার । (২)
 তহু তোমা হেন সৃষ্টি পালন সংহার ॥
 সত্যার ঈশ্বর তুমি সত্যার আশ্রয় ।
 তোমাতে কহিতে কিছু বিরোধ না হয় ॥
 সত্ত্বগুণে শুদ্ধবর্ণি ধর কলেবর ।
 জগৎ পালন তুমি কর মহেশ্বর ॥
 রজোগুণে রক্তবর্ণ ধরি সৃষ্টি কর ।
 তমোগুণে কৃষ্ণবর্ণ ধরিয়া সংহর ॥
 এখনে করিবে তুমি লোকপরিভ্রাণ ।
 মোর ঘরে অবতার কৈলে ভগবান ॥
 রাজবেশ কপট অনুরসেহভার ।
 সমুদ্রে করিবে তুমি সে সব সংহার ।
 এখানে সম্ভ্রতি মোর এই নিবেদন ।
 মোর ঘরে তুমি আসি লভিলে জনম ॥
 শুনিয়া অগ্রজ বধ কৈল ছয় ভাই ।
 কহিব তাহার অমূল্যে তার ঠাঞি ॥
 শুনিঞা আসিব কংস খড়্গ ধরি হাথে ।
 মোর নিবেদন এই তোমার সাক্ষাতে ॥
 দেখিয়া পুত্রের রূপ পুরুষলক্ষণ ।
 বিশ্বয়ে দৈবকী দেবী করয়ে স্তবন ॥
 নিক্রম্য নিরাকার বেকত-রহিত ।
 ব্রহ্মভোগ্যতি নিঃশব্দ বিকার-বিবর্জিত ॥
 সত্ত্বাত্মা নিরীকশেষ নিরীহস্বরূপ ।
 সেই সে সাক্ষাৎ জ্ঞান প্রকাশকরূপ ॥
 যখনে সকল হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের নাশ ।
 কারণে প্রবেশ করে প্রপঞ্চ বিলাস ॥
 কারণে প্রবেশ করে প্রকৃতি ভিতরে ।
 প্রকৃতি প্রবেশ গিয়া করে মহেশ্বরে ॥
 ব্রহ্মা পর্যন্ত হয় ব্রহ্মে পরবেশ ।
 তখনে সকলে তুমি থাক অবশেষ ॥

যদিবা বলিবা (১) কালে করএ সংহার ।
 কালরূপে আছে এক শক্তি তোমার ॥
 সেই কালে করে সৃষ্টি পালন প্রলয় ।
 সেই কাল তোমার লীলায় মাত্র হয় ॥
 মৃত্যু-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া এত কাল ॥
 পলাঞা কোথাহ লোক না পায় নিস্তার ॥
 এখনে পদারবিন্দ করিয়া আশ্রয় ।
 সুখে লোক থাকিব খণ্ডিব ভবভয় ॥
 উগ্রসেন স্নাত কংস হরন্ত নিষ্ঠুর ।
 তার ভয়ে আমি সব অতি বেদাকুল ॥
 ভকতবৎসল নাম করিয়া সফল ।
 ভৃত্যগণ পরিভ্রাণ কর প্রাণেশ্বর ॥
 যে রূপ যোগেশ্বরগণ চিন্তয়ে ধ্যানেন ।
 চক্ষুচক্ষে সে রূপ দেখিব সর্বজনেন ॥
 পরতের (২) এ রূপ না কর নারায়ণ ।
 ধ্যানগম্য রূপ প্রভু কর সম্বরণ ॥
 মোর ঘরে কৃষ্ণ আসি কৈলে অবতার ।
 না পানে পাপিষ্ঠ যেন কংস ছুরাচার ॥
 নারী জাতি মোর চিত্ত সহজে চঞ্চল ।
 তোমা লাগি মোর মনে বড় লাগে ডম্ব ॥
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ভূজ-বিরাজিত ।
 এ রূপ সম্বর তুমি না কর বিদিত ॥
 যে প্রভু প্রলয়ে ঘরে বিশ্ব চরাচর ।
 অখিল ব্রহ্মাণ্ড যার গর্ভের ভিতর ॥
 যে প্রভু আসিয়া মোর গর্ভে উৎপন্ন ।
 মানুষ্য জাতির এতাবৎ বিড়ম্বন ॥ (৩)
 দৈবকীয় বচন শুনিয়া চক্রেপাণি ।
 কহিতে লাগিলা সব পুরুষ কাহিনী ॥

পুত্রের প্রভাব দেখি বনুদেব শ্রীদৈবকী
 করে কিছু বিনয় স্তবন ।
 শিরেতে বুড়িয়া হাত ঘন ঘন প্রণিপাত
 স্বেদাক্তিত গজল নয়ন ॥
 আদি অন্ত তুমি সব তুমি যে কারণার্ণব
 তুমি ব্রহ্মা পুরুষপ্রদান ।
 আকাশ পাতাল তুমি নক্ষত্রমণ্ডল তুমি
 তুমি প্রভু বেদ ব্রহ্মজ্ঞান ॥
 তুমি ব্রহ্মা তুমি শিব তুমি সে দেবের দেব
 তুমি সে অনন্ত ক্ষতিধর ।

(১) বলিবা, বলিবে ।

(২) প্রত্যক্ষ ।

(৩) পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকে (বনুদেব
 ও দৈবকী উভয়ে মিলিত হইয়া) অতি করিতেছেন ।)

(১) পাঠান্তর,—“বেয়াপিঞা” ।

(২) পাঠান্তর,—“নিরীকার” ।

সংসার অসার যত তুমি মূল সর্বভূত
 বর্ষাধর্ম তুমি রম্যবর ॥
 গিরি গুহা হ্রদ নদী এ সপ্ত সাগর আদি
 তুমি সে সকল চরাচর ।
 চন্দ্র সূর্য্য জ্যোতির্ধর তোমার বিভূতি হয়
 তুমি তার মূল গদাধর ॥
 তুমি রাত্রি তুমি দিন সত্ত্ব রজ তমোগুণ
 চারি মুক্তি তুমি ভগবান্ ।
 উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি তুমি সে স্বজ্ঞের হতি
 বেদশাস্ত্র তুমি সে পুরাণ ॥
 সত্ত্বগুণে যেত বর্ণ ধরিত্তা কর পালন
 জগত আধার তুমি দেহ ।
 রক্তবর্ণ রক্তগুণে সৃষ্টি কর সজ্ঞনে
 মর্ন্ত্যোতে পালন করি রহ ॥
 তমোগুণে আরবার সকল কর সংহার
 কৃষ্ণ অঙ্গ ধরি নারায়ণ ।
 তুমি দেব চরুপাণি না জানি তকতি আমি
 লৈলু প্রভুর চরণে শরণ ॥
 কোনপুণ্য কৈল আমি মোর গর্ভে আসি তুমি
 জনম লভিলা বহুবরে ।
 কিবা মোর ভাগ্যবশে অবতার কুবীকেশে
 ইহার বৃত্তান্ত কহ যোরে ॥
 এই নিবেদন করি এক্রপ সম্বর হরি
 ধ্যানগম্য শরীর তোমার ।
 দাক্ষণ কংসের দূত পলাইতে নাহি পথ
 গুন প্রভু বচন আমার ॥
 উগ্রসেনসুত রাজা কংগাসুর মহারাজা
 এক্ষণে আসিবে ছুট্টমতি ।
 আসি চর্য্য ধরি করে আসিবেক ছুট্টাচারে
 কহ প্রভু ইহার সুগতি ॥
 এইরূপ বারবার ছয় পুত্র যে আমার
 কংগাসুর বধিল সবায় ।
 কংগাসুর ছুট্ট হেন এক্রপ না দেখে যেন
 কর প্রভু ইহার উপায় ॥
 একত বলি বসুদেবে কাকুতি মিনতি শুবে
 করবোড়ে পড়িল চরণে ।
 দৈবকী প্রণাম করে চরণ ধরিত্তা করে
 ভাগবত-আচার্য্য শ্রুগানে ॥
 বারম্বার মনস্তর আছিল যখনে ।
 তখনে আছিল তুমি পুত্রি হেন নামে ॥
 আছিল স্নতপা নামে এই মহামতি ।
 অসত্য সৃজিতে আত্মা দিলা প্রজাপতি ॥

সকল ইচ্ছায়গণ করিয়া যোধন ।
 তুমি সব করিলে আমার আরাধন ॥
 পরম দুষ্কর তপ কৈলে নিরন্তর ।
 শীত বাত ঘর্ম্ম তাপ সহিলে বিস্তর ॥
 বৃক্ষের গলিত পত্র করিয়া আহার ।
 বায়ুরোধ করিয়া রহিলে চিরকাল ॥
 তপ করি কৈলে নিজ চিন্ত নিরমল ।
 ভক্তিতাবে আমাকে ভজিলে নিরন্তর ॥
 দেবমানে দ্বাদশ সহস্র বৎসর ।
 এইরূপে মহাতপ করিলে দুষ্কর ॥
 তবে আমি তুষ্ট হৈয়া দিল দরশন ।
 তুমি সব এইরূপে দেখিলে তখন ॥
 আমি যদি বলিল মাগিয়া লহ বর ।
 পুত্রবর মাগিলে আমার সমসর ॥
 তোমা সভা না করিল মায়া বিমোহিত ।
 মুক্তিপদ না মাগিলে না হৈলে বঞ্চিত ॥
 মুক্তিপদে নাহি পুত্র প্রেম সুখসম ।
 মায়াবিমোহিত না করিল তেকারণ ॥ (১)
 তবে আমি তখনে চিন্তিল যনে মনে ।
 আমার সদৃশ কেহো নাহি ত্রিভুবনে ॥
 পুত্র হৈয়া আমি গিয়া জন্মিল আপনে ।
 পুত্রিগর্ভ নাম হৈল তাহার কারণে ॥
 তবে আর জনমে কল্পপ প্রজাপতি;
 হৈয়াছিল এই বসুদেব মহামতি ॥
 আদিত্তি তোমার নাম দেবের জননী ।
 ধরিত্তা বামন নাম পুত্র হৈল আমি ॥ (২)
 এখনে পৃথ্বীর ভার করিতে ছয়ণ ।
 শিষ্টের পালন হেতু ছুট্টের নিধন ॥
 তোমার উদরে আসি লভিল জনম ।
 সেই পূর্বরূপে আমি দিল দরশন ॥
 নরবেশ না ঘুচিব মাছুষ গেহান ।
 ভে-কারণে এইরূপ দেখাণ্য বিদ্যমান ॥

(১) "অভুট্টগ্রাম্যবিষয়াবনপত্যো চ দম্পতী ।
 ন ব্রাত্মেইপবর্গং মে মোহিতৌ দেবমায়া ॥"

১০।৩৩।৩৯

(২) ইহার পর পরিষৎ কর্তৃক পুস্তকের
 অধিক পাঠ,—
 "তৃতীয় জনমে দশরথ তব নাম ।
 কৌশল্যা ইহার নাম সর্বগুণধাম ॥"
 "আপনে জন্মিলু আমি রামরূপ ধরি ।
 দৈবের কারণ গিঞা রাবণ সংহারি ॥"

ব্রহ্মভাব করিয়া বা সন্তত চিন্তহ ।
পুত্রভাব করিয়া বা পীরিত করহ ॥
অবজ্ঞ পরমগতি পাইবে দুজন ।
অবধান কর বাপ আমার বচনে ॥
গোকুলে আমাকে লৈয়া ধোহ শীঘ্র করি ।
এখানে আনিয়া ধোহ নন্দেব কুমারী ॥
এতেক বুলিয়া হরি হৈলা নিশবদ ।
মায়ার রহিলা যেন সহজ বালক ॥
তবে বসুদেব নিজ পুত্র করি কোলে ।
স্নগপে স্নগপে গেলা পুরের দুয়ারে ॥
হেনকালে কোন কর্ম করে মহামায়া ।
পেলিল প্রহরিগণ নিজায় কাঁপিয়া ॥
বড় বড় লোহার কপাট দৃঢ়তর ।
যতক লোহার খিল লোহার শিকল ॥
খণ্ড খণ্ড হৈয়া সব মিলিলা বিদার ।
রবির কিরণে যেন ঘুচে অন্ধকার ॥
মন্দ মন্দ গরজন মেঘ বরিষণে ।
বান্ধুকি আসিয়া ফণা ধরিল আপনে ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং

সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে

তৃতীয়াধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

শুন বলে শুন রাজা বিচিত্র কথন ।
কহিব এখনে রাজা যে যে বিবরণ ॥
সেইরূপে কপাট লাগিল ধরে ধরে ।
লোহার শিকল খিল লাগিল দুয়ারে ॥
ছাওয়ালের ক্রন্দন শুনিয়া স্বরাশ্রয় ।
জাগিয়া উঠিল সব দুয়ারী প্রহারী ॥
তুরিতে জানাল্য গিয়া কংসবিজ্ঞমানে ।
চমকিত হৈয়া কংস উঠিল তখনে ॥
না জানো কি হয় আজি মোর প্রতিকার ।
যম জনমিল মোর করিতে সৎকার ॥
পড়িলে উঠিতে যায় চিন্তায় বিহ্বল ॥ (১)
খসিল মাথার কেশ ধাইল সত্তর ॥
ধাক্কা গিয়া পরবেশ কৈল স্মৃতি ধরে (২) ।
দেখিয়া দৈবকী দেবী কাকুবাণী করে ॥

(১) অজ্ঞ পুথির পাঠ,

“ব্যস্ত হঞা যায় তলে চিন্তায় বিকল ।”

(২) পাঠান্তর,—

স্মৃতিতে প্রবেশ বাঞ্ছা করে স্মৃতিধরে ।”

তরঙ্গ কল্লোল নীর গভীর যমুনা ।
পথ ছাড়ি দিল নদী ভয়ে কম্পমানা ॥
তবে বসুদেব গেলা নন্দেব গোকুলে ।
নিম্নে অচেতন গোপ প্রীতি ধরে ধরে ॥
নন্দধরে গিয়া তবে কৈলা পরবেশ ।
যশোদার শয়নে লৈয়া ধুইলা জুবীকেশ ॥
যশোদার কন্তাখানি তুলি নৈল কোলে ।
পুনরপি সেইরূপে গেলা মধুপুরে ॥
কন্তা সমর্পিল লৈয়া দৈবকী-শয়নে ।
লোহার নিগড় নিজ আপন চরণে ॥
তবে বসুদেব রহে করিয়া শয়ন ।
না জানে যশোদাদেবী এত বিবরণ ॥
জনমিল অপত্য এই সে মাত্র জানে ।
কিবা কন্তা পুত্র কিছু নহিল গেলানে ॥
এতক প্রসবদুঃখ পাঞাছে যাতনা ।
তাহে মহামায়া গিঞা কৈল অচেতনা ॥
রঘুনাথ পণ্ডিতের মধুরস-বাণী ।
শ্রুতবন্দে কহে কৃষ্ণপ্রেমভরঙ্গিণী ॥

শুন শুন আরে ভাই কংস মহাশয় ।
এবার মোহর ভরে হইবা সদয় ॥
না যারিহ কন্তাখানি যোরে দেহ দান ।
যারিলে বিস্তর পুত্র আশুনি সমান ॥
না যারিহ ভাই মোর এই নিবেদন ।
কন্তাবধ করিয়া কি তব প্রয়োজন ॥
যে কৈলে সে কৈলে মোর তাখে নাহি বেধা ।
গর্ভশেষ কন্তাখানি কর যদি রক্ষা ॥
এত কাকুবাণী যদি দৈবকী বুলিল ।
তছত পাণিষ্ঠ কংস সদয় না হৈল ॥
দৈবকীরে বিস্তর ভৎসিয়া দুরাচার ।
টান দিয়া হাতে হৈতে আনিল ছাওয়াল ॥
দুই পায়ে ছাওয়ালে ধরিল দৃঢ় করি ।
শিলার উপরে লৈয়া আছাড়িল তুলি ॥
খসিয়া ছাওয়াল তার হাতে হৈতে গেল ।
আকাশমণ্ডলে গিয়া আরোহণ কৈল ॥
দিব্য মুক্তি হৈল তথা ত্রিদশমোহিতা ।
অষ্টভুজা অস্ত্র-শস্ত্রে ভূষণে ভূষিতা ॥

গন্ধৰ্ব কিম্বদন্তি স্মর সিদ্ধ মূনিগণে ।
 নৃত্য গীত স্তুতি করে পুষ্প বরিষণে ॥
 কোড়কে পুঞ্জিল বলি উপহার দিয়া ।
 ডাকিয়া কি বলে তবে দেবী মহামায়া ॥
 শুন শুন আরে কংস দুষ্ট খলমতি ।
 আমাকে মারিতে কেন করিস্ শক্তি ॥
 আমাকে হিংসিস্ তোর নাহি প্রয়োজন ।
 যে তোমা হরিব প্রাণ লাভিল জনম ॥
 দুঃখিত প্রভার হিংসা না করিস্ বৃথা ।
 তোর শত্রু আজি জনমিল যথা তথা ॥
 এতেক বলিয়া ভগবতী মহামায়া ।
 নানা স্থানে রহে গিয়া নানাক্রপ হৈয়া ॥
 দেবীর বচন কংস শুনিলে শ্রবণে ।
 পরম বিস্মিত হৈয়া চিন্তে মনে মনে ॥
 বসুদেব দেবকীর ছুটিল বন্ধন ।
 স্তুতি করি বলে তবে বিনয় বচন ॥
 শুন হে ভগিনীপতি শুনহ ভগিনি ।
 কিবা গতি হয়ে মোর হেন নাহি জানি ॥
 কেবল স্বাক্ষস যেন মুক্তি দুরাচার ।
 ব্যর্থ এত পুত্রবধ করিলুঁ তোমার ॥
 নিলঙ্ঘ্য নিল্ভিত মুক্তি কৈল হেন কর্ম ।
 জ্ঞাপতি বন্ধু বান্ধব ছাড়িলুঁ লোকধর্ম ॥
 জীয়েন্তেই মরা মুক্তি যেন ব্রহ্মঘাতী ।
 মারিলে না জানো মোর হয় কোন গতি ॥
 আছুক মানুষ দেবে বলে মিছা বাণী ।
 এত অপকর্ম কৈল দৈববাণী শুনি ॥
 না করিহ আর শোক পুত্রের কারণে ।
 করএ সকল লোক অদৃষ্ট ভঞ্জে ॥
 অদৃষ্টঅধীন হৈব অদৃষ্টে মিলায় ।
 অদৃষ্টেহি পুনরায় বিচ্ছেদ করায় ॥
 মাটির নির্ধিত পাত্র নান। পরকার ।
 কত হয়ে কত বায়ে মাটি মাত্র সার ॥
 মাটির না হয়ে যেন উতপতি নাশ ।
 না হয়ে না হয়ে আত্মা নিত্য পরকাশ ॥
 শরীরের সবে উতপতি পরলয় ।
 ইহাতে না বুঝি মতি বিপর্যয় হয় ॥ (১)
 আপনান্নি দেখে সবে জনম মরণ ।
 সেই সে কারণে করে সংসার ভ্রমণ ॥
 এতেক বচন তুমি বুঝিয়া ভগিনি ।
 পুত্রের কারণ আর শোক কর জানি ॥

(১) পাঠান্তর,—

“এই না বুঝিয়া হয় মতিবিপণ্যর।”

তাৎসত্য আরে এই অদৃষ্টে লিখন ।
 মোর বা আছে এই পাপের কারণ ॥
 বার যেন অদৃষ্ট তাহার স্তেন ফল ।
 এ বোল বুঝিয়া দোষ ক্ষমিবে সকল ॥
 সে মোরে মারিবে মুক্তি মারিলুঁ তাহারে ।
 বাবৎ এমত বুদ্ধি বাহার সক্ষরে ॥
 তাবৎ তাহার বধ্য বধক সঙ্কটে ।
 বসুদেব তোমাতে গোচর ভাল মন্দ ॥
 এতেক বচন বলি ধরিল চরণে ।
 কানিতে লাগিল কংস ভয় পাঞা মনে ॥
 বসুদেব দেখিয়া কংসের দুঃখ শোক ।
 দুহে বেলি দিলা তারে সন্তোষ প্রবোধ ॥
 ভাল তুমি মহারাজ কহিলে সকল ।
 অভিযানে ভেদ বুদ্ধি হয় নিজ পর ॥
 এক দেহে করে আর দেহের বিনাশ ।
 দুঃখ শোক আদি যত মনের বিলাস ॥
 জীবের বাহাতে দুঃখ শোক নাহি ধরে । (১)
 আগেকান মুখ যেন শত্রু মিত্র করে ॥
 শুন মহারাজ তুমি শোক পরিহর ।
 সন্তোষ করিয়া তুমি নিজ ঘরে চল ॥
 তবে কংস প্রবেশ করিল নিজ ঘরে ।
 জাগিয়া বঞ্চিল নিশি খট্টার উপরে ।
 রজনী প্রভাত হৈল প্রত্যুষ বিহানে ।
 মস্তিগণ ডাকিয়া আনিল বিজ্ঞান্যে ॥
 আদি হৈতে পাত্রগণে সব কথা কই ।
 চিন্তিতে লাগিলা কংস হৈট মাথা হই ॥
 তবে যত সেনাপতি আছিল তাহার ।
 বীরদর্প করিয়া লাগিল বলিবার ॥
 কোন ছার প্রয়োজনে এত চিন্তা কর ।
 তুমি হৈয়া আপনার বিক্রম পাসর ॥
 রিপু জনমিল যদি এই সত্য হয় ।
 তাহা করি তহু কিছু না করিহ ভয় ॥
 আজি বা জন্মিল দশ দিনের ভিতরে ।
 মারিব সকল শিশু প্রতি ঘরে ঘরে ॥
 হেন ছার কাজে তুমি কর বিনয় ।
 বাহুবলে িনিলে সকল দশদিশ ॥
 যদি বল দেবগণ আসিব সাঙ্গিয়া ।
 বসুজ্ঞান না করিহ দেবতা বলিয়া ॥
 ইচ্ছা করি ধনকে যখন দেহ চড়া ।

(১) পাঠান্তর,—

“জীবের তাহাতে স্রুত দুঃখ নাহি ধরে ।

অজ্ঞানে মুখ তার শত্রু মিত্র করে ।

দেবগণে তখনে সজ্জমে পড়ে সাড়া ॥
না জানি কি হয়ে আজি দেবের সমাবে ।
হতুকে টকার দিল কংস মহারাজে ॥
তুমি যদি কর রাজা শর বরিষণ ।
পালাএ সকল দেব রাখিবা জীবন ॥
কেহো কর ঘুড়িয়া করয়ে কাকুবাদ ।
কেহো অস্ত্র পেলাইয়া করে দণ্ডপাত ॥
কেহো কেশ বান্ধে কেহো কাছা মুকুলায় । (১)
না মায় মা নার বুলি তরাসে পালায় ॥
রথী হৈয়া যদি রথ ছাড়য়ে সংগ্রাম ।
অস্ত্র তেজি ভাএ যেনা করয়ে প্রণাম ॥
সংগ্রামে বিমুখ হৈয়া যে জীব পালায় ।
ধনুযজ্ঞু ভাঙ্গে যেনা ঘুরিতে না চায় ॥
হৈহাতে না কর তুমি অস্ত্রের প্রহার । (২)
তুমি সে বীরের ধর্ম জান সর্বকাল ॥
দেবে কি করিতে পারে রণে ভয়াকুল ।
দর্প করিবার কালে (৩) সতে তারা শূর ॥
বিষ্ণু করি তিলেক না কর বস্তুজ্ঞান ।
সর্বত্র গোপতে থাকে নহে বিজ্ঞান ॥
হরে কি করিবে তার অরণ্যে বসতি ।
কি করিতে পারে অল্পবল শচীপতি ॥
কি করিব ব্রহ্মা তার সতত ধ্যান ।
তপ ছাড়ি অস্ত্র তার নাহি অবধান ॥
এ বোল বলিয়া উপেক্ষিত না বুঝায় ।
শক্র উদ্ধারিতে তহু করিব উপায় ॥
আজ্ঞা দেহ আমি সব কিঙ্কর তোমার ।
আমি সব বিপু-মূল করিব উদ্ধার ॥
অঙ্গে ব্যাধি হয় যদি অলপ সময় ।
না খণ্ডিলে সেই ব্যাধি বাঢ়ে অতিশয় ॥

(১) পাঠান্তর,—“কেহ বেশ বান্ধে বারে। কাছা
আউলার” ।

(২) “তাহার উপরে অস্ত্র না কর প্রহার” ।

(৩) পাঠান্তর,—“বেলে ।”

পাছে বেন সেই ব্যাধি না পারে খণ্ডিতে ।
শক্র বলবান্ হৈলে না পারি জিনিতে ॥
সকল দেবের মূল বিষ্ণু যার নাম ।
সত্যার্থ যথা তার তথা উপাদান ॥
গো ব্রাহ্মণ তপ যজ্ঞ বেদ ব্রত যথা ।
এ সব ধর্মের মূল ধর্ম রহে তথা ॥
ব্রহ্মবাদী যজ্ঞশীল তপস্বী ব্রাহ্মণ ।
হবির্দানী (১) যত পাই আছে ঋষিগণ ॥
এ সব মারিব আর যথা পাই লাগ ।
তবে বিষ্ণু মারিব তাহাতে কোন বাদ ॥
গো ব্রাহ্মণ তপ যজ্ঞ বিষ্ণুর শরীর ।
বিষ্ণু মারিবারে এই বুদ্ধি কর স্থির ॥
সেই বিষ্ণু অস্তুর হিংসয়ে নিরন্তর ।
সকল দেবের মূল দেবের ঈশ্বর ॥
এই সে উপায়ে বিষ্ণু মারিবারে পারি ।
সভেই মেলিয়া গিয়া গো ব্রাহ্মণ মারি ॥
পাপমতি কংস তার পাপেতে উৎপত্তি ।
কুমন্ত্রি মন্ত্রণা সেই দঢ়াইল যুগতি ॥
দুষ্ট দেত্য যত তারা কন্যালে পৌরিত্তি ।
চৌদিগে পাঠাঞা দিল দুষ্ট সেনাপতি ॥
পাপমতি তারা সব দুষ্টমতি খল ।
গো ব্রাহ্মণ সাধু যত হিংসিল সকল ॥
পরমায়ু ছিঁরি যত বেদধর্ম যশ ।
এই লোক পরলোক সকল সম্পদ ॥
এ সব যাহার নাশ হয়ে একবারে ।
সেই সে গোব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে হিংসা করে ॥
কংসের সকল নাশ হৈব হেন আছে ।
দেব ঈজ হিংসা করি মজিল সবংশে ॥
কঙ্কণ-সমুদিত অস্তুর মন্ত্রণা ।
রঘুনাথ পণ্ডিতের মধুর রচনা ॥

(১) মূলে “হবির্দানী” পাঠ আছে ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং

সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

দেশাগ রাগ ।

শুক যুনি বলে শুন রাজা পরীক্ষিৎ ।
পুত্র জনমিল নন্দ হৈয়া আনন্দিত ॥
ডাকিয়া আনিয়া যত বেদস্ত্র ব্রাহ্মণ ।
জ্ঞান করি অজ্ঞেতে পরিল আভরণ ॥
জাতকর্ষ কৈল স্বস্তি করিয়া বাচন ।
যথাবিধি কৈল দেব-পিতৃ আরাধন ॥
দশ লক্ষ (১) দিল ধেনু কাঞ্চনে ভূষিয়া ।
ভিলের নিশ্চিত সাত প ত করিয়া ॥
কাঞ্চনে নিশ্চিত ঘর (২) কাঞ্চনে খচিত ।
কাঞ্চন বসনে কৈল পরিত বেষ্টিত ॥
সাত তিল-পরিত ব্রাহ্মণে দিল দান ।
বসন ভূষণ বহুবিধ অন্ন পান ॥
দান হৈতে হয় সব দ্রব্যের শোধন ।
ভক্ষ্যজ্ঞান হৈলে হয় চিত্ত পরসর ॥
নানা দ্রব্য দিল নন্দ বহুবিধ দান ।
সহজে পণ্ডিত নন্দ মহামতিমান ॥
বিবিধ মঙ্গল বাণী পঢ়িল ব্রাহ্মণে ।
উচ্চস্বরে ভট্টমা পঢ়িল ভাটগণে ॥
গায়নে মধুর গীত নর্তকে নাচন ।
বাজিল দুষ্কৃতি ভেরী বিবিধ বাজন ॥
পুরে পুরে ঘরে ঘরে অজনে অজন ।
চন্দন লেপন কৈল কুকুর্মে সেচন ॥
বিচিত্র পল্লব ধ্বজ পতাকা তোরণ ।
পূর্ণঘট সারি সারি রজা আরোপণ ॥
গাভী বুধ বৎসগণ ধবলবরণ ।
তৈল হরিদ্রায় কৈল অজ বিলেপন ॥
নন্দঘরে পুত্র হৈল শুনি গোপগণে ।
অজ বিদ্বষিত কৈল বিবধ ভূষণে ॥
বিচিত্র কাঁচলি পাগ বিবিধ বরণে ।
বিচিত্র বরিহা খাতুমণ্ডিত কাঞ্চনে ॥
বহুবিধ বহুমূল্য উপায়ন লৈয়া ।
চলিল সকল গোপ আনন্দিত হৈয়া ॥
যশোদার পুত্র হৈল গোপীগণে শুনি ।
নানা আভরণে কৈল অঙ্গের সাজনী ॥
নবীন কুকুর্মে মুখপঙ্কজে ভূষিয়া ।
বিচিত্র বিবিধ খাতু অঙ্গে নিরমিয়া ॥

স্মরিতে চলিলা গোপী চলিতকুণ্ডলা ।
পৃথু কুচ শ্রেণীভার গমনমহুয়া ॥
বিলোলিত মণিহার কণ্ঠবিভূষণ ।
কেশপাশ গলিত কুসুমবরিষণ ॥
চঞ্চল কুণ্ডল পয়োধর হারশোভা ।
কঙ্কণকঙ্কণী জ্যোতি বিজুলির আভা ॥
পথশোভা করিয়া রমণীগণ চলে ।
তড়িৎ সঞ্চরে যেন আকাশমণ্ডলে ॥
উজ্জয়িতা গিয়া যদি নন্দের মন্দিরে ।
শিরে হাথ দিয়া গোপী আশীর্বাদ করে ॥
চিরজীবী হও বাণু কুশল কল্যাণ ।
ধাত্ত দূর্বা দিয়া শিরে কৈল সন্নিধান (১) ॥
তৈল জল হরিদ্রায় করিয়া সেচন ।
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু কৈল বরিষণ ॥
কৃষ্ণের মহিমা গোপী গায় উচ্চস্বরে ।
বিবিধ বাজন বাজে নন্দের মন্দিরে ॥
কৃষ্ণ আসি নন্দঘরে হৈলা উৎপন্ন ।
আনন্দে প্রাত্তর শুণ গায় গোপীগণ ॥
দধি দুগ্ধ ঢালাঢালি ননী পেলাপেলি ;
আনন্দগাগরে পড়ি ভাসে গোপনারী ॥
নন্দঘোষ মহাবুদ্ধি কোন কর্ম করে ।
পুঞ্জিল সকল লোক বস্ত্র-অলঙ্কারে ॥
নর্তক গায়ক ভাট নানা গুণিগণে ।
একে একে সকলে পুঞ্জিল জনে জনে ॥
পুঞ্জিল রোহিণী দেবী ভূষণে ভূষিয়া ।
উৎসব করয়ে দেবী আনন্দিত হৈয়া ॥
অষ্টৈশ্বর্য অষ্টসিদ্ধি অষ্ট মহানিধি ।
গোকুলে মিলিল গিয়া সে দিন অবধি ॥
আপনে আসিয়া যাতে রহে শ্রীনিবাস ।
সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ক্রীড়াভূমি পরকাশ ॥
গোকুলে রক্ষকগণ করি নিয়োজিত ।
মধুপুরে নন্দ ঘোষ চলিলা তুরিত ॥
কংসের বৎসরকর দিব সেই দিনে ।
মথুরা চলিলা নন্দ তাহার কারণে ॥
কংসের বৎসর কর করিয়া শোধন ।
আপনার নিজপুরে করিলা গমন ॥

(১) মূল “ধেনুনাং নিযুক্তে” আছে ।

(২) পাঠান্তর,—“রথ” ; অজ্ঞ,—

“কাঞ্চনে নিশ্চিত ঘট কাঞ্চনে খচিত ।”

(১) পাঠান্তর,—“মাথে লইল অরাজাণ” ।

হেন কালে বসুদেব গেলা নন্দঘরে ।
বসুদেব দেখি নন্দ উঠিল সত্বরে (১) ॥
দুই ভাই সন্তোষে করিয়া কোলাকোলি ।
আসনে বসিলা দুই হাতাহাতি করি ॥
রাম-কৃষ্ণ দুই পুত্রে চিত্ত আরোপিয়া ।
বসুদেব বলে কিছু পীরিত্তি করিয়া ॥
এই মহাভাগ্য ভাই দেখিলু তোমারে ।
পুত্রে জনমিল সিঞা এই বৃদ্ধকালে ॥
পুনরপি জন্ম যেন লভিল আপনে ।
হেনকালে পুত্রমুখ হৈল দরশনে ॥
সবজ্ঞ বান্ধবে তুমি আছ নিরাঙ্কলে ।
নাহি উৎপাত কিছু তোমার গোহুলে ॥
মহাবনে ভূণ ওল আছে ভালমতে ।
নিরন্তর যাহে থাক গোধন সহিতে ॥
আছয়ে আমার পুত্র কুশল কল্যাণে ।
তুমি-সব কর তার পোষণ পালনে ॥

(১) পাঠান্তর,—

“রাক্ষস দিল নন্দ কংসবিত্তমানে ।
বিলম্ব হইয়া চলে আপন ভবনে ।
বিবরণ বুঝিয়া বসুদেব মহাভাগ ।
নন্দেব নিকটে গেলা করি অমুরাগ ॥”

ইতি ত্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং
সংহিতায়াম্ বৈষ্ণবিকায় দশমস্কন্ধে
পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

ধানশী রাগ ।

মুনি বলে কহি রাজা শুন সাবধানে ।
নন্দবোষ চলিল চিস্তিতে মনে মনে ॥
বসুদেব-বচন অগত্য কভু নয় ।
কিবা উৎপাত আজি ব্রজকূলে হয় ॥
পুতনা পাঠাঞা তথা দিল কংসাস্তরে ।
উঠিল রাক্ষসী গিয়া নন্দেব গোহুলে ।
হরিগুণসংকীর্ণন না হয় যে স্থানে ।
তথা তথা উৎপাত করে দুইগণে ॥
হেন প্রভু আপনে সাক্ষাৎ যে ঐহরি ।
রাক্ষসীর প্রাণে তাথে কি করিতে পারি ॥

পিভা করি তোমারে বলয়ে অশ্রুণ ।
তুমিহ তাহারে যেন দেখ পুত্র সম ॥
ধর্ম অর্থ কাম সবে এই প্রয়োজন ।
যাহা দিবা সন্তোষ করিয়ে বন্ধজন ॥
যাহা হৈতে বন্ধগণে না হয়ে পীরিত্তি ।
কিবা যশে ধনে কিবা কি বর বসতি ॥
নন্দ বোষ বলে ভাই শুন মহাশয় ।
মারিল পাপিষ্ঠ কংস বিস্তর তনয় ॥
একখানি কস্তা যেহো হৈল অবশেষে ।
অস্তরীক্ষে গেল সেহো অদৃষ্টের বশে ॥
শুভাশুভ মুখদুঃখ অদৃষ্টকারণ ।
অদৃষ্ট বুঝিয়া স্থির হয় বৃদ্ধজন ॥
বসুদেব বলে নন্দ শুনহ বচন ।
বিস্তর কথায় কিছু নাহি প্রয়োজন ॥
রাজার বৎসর-কর দিলে একবারে ।
কি কাজ ছেধাতে ঝঞা ঝাট চল ঘরে ॥
গোপকূলে উৎপাত হৈব হেন জানি ।
না কর বিলম্ব নন্দ শুন তত্ত্ববাণী ॥
বসুদেব বচন শুনিঞা গোপগণে ।
নন্দ আদি করিয়া শকট আরোহণে ॥
বসুদেব সম্ভাষিয়া করিলা পরণ ।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর গান ॥ ‘

পাপিনী পুতনা সে যে নানা মার্মা জানে ।
মায়ার যুবতীবোষ ধরিলা আপনে ॥
কেশপাশ বিনিহিত ফুল মল্লিমালা ।
পৃথুশ্রোণী কুচভর গমন মধুরা ॥
কীণ কটিভট পট্টবাসপরিধানা ।
কুণ্ডলযুক্তিতগণ্ড মুদিতবচনা ॥
ভুরুভঙ্গ বিলসিত মান মনোহরা ।
বিলোল অলকাবলী কুঞ্চিতকুন্দলা ॥
অলস বিলস গতি কমল ঢুলায় ।
চকিত চপল দিষ্টা নন্দঘরে যায় ॥

লক্ষ্মীদেবী যায় নিজ পতি দরশনে ।
 এই চিন্তে লাগিল গোকুলবাসিনে ॥
 গোপ গোপী এইরূপ চিন্তিতে লাগিল ।
 পতনা প্রবেশ গিয়া নন্দঘরে কৈলা ॥
 নিজ তেজ সঘরিয়া আছয়ে শরনে ।
 মুদিত নয়ন যেন কিছুই না জানে ॥
 আচ্ছাদিয়া আছে প্রভু নিজ তেজবল ।
 আশুনি থাকয়ে যেন তন্ময়ের ভিতর ॥
 অন্তরামী প্রভু সে সভার তত্ত্ব জানে ।
 কিবা অগোচর আছে তার বিদ্যামানে ॥
 পুতনা রাক্ষসী সে যে বালকবাসিনী ।
 জানেন তাহার তত্ত্ব প্রভু চক্রপাণি ॥
 মনে আছে পুতনারে করিব সংহার ।
 নহে প্রভু শিশুভাব করিয়া বিস্তার ॥
 এত বিবরণ নাহি জানে নিশাচরী ।
 বালক তুলিয়া গিয়া লৈল কোলে করি ॥
 না জানিয়া কেহো যেন কালসর্প ধরে ।
 কালাত্মক যম যেন ভুলি লৈল কোলে ॥
 তার রূপ তেজ দেখি অতি মনোহর ।
 কুৎসিত বদন তার বচন সুন্দর ॥
 যশোদা রোহিণী কিছু না পারে বলিতে ।
 চিত্তের পুত্তলি যেন লাগিল চাহিতে ॥
 কোন্ কর্ম কব্ধ তবে পুতনা পাপিনী ।
 শিশুযুগে বিষন্তন দিল দোচারিণী ॥
 দুই করে স্তন ধরি প্রভু ভগবান ।
 চুষক ধরিয়া তবে দিল এক টান ॥
 প্রাণ সহে স্তন তার পিলেন ঐহরি ।
 ছাড় ছাড় বলিয়া পড়িল নিশাচরী ॥
 দুই আঁখি উলটিল আছাড়িল পায় ।
 আর্দ্রনাদ করিয়া ছাড়িল ঘন রায় ॥
 পড়িল পুতনা তার শবদ উঠিল ।
 নদ নদী গিরি তরু ধরনী কম্পিল ॥
 গ্রহগণ সহে কাঁপে গগনমণ্ডল ।
 দশদিগ পাতাল কাঁপিল জলস্থল ॥
 বজ্রপাত হেন লোকে হৈল চমৎকার ।
 ভূমিতে পড়িল লোক দেখি অন্ধকার ॥
 হেনরূপে পড়িল পুতনা নিশাচরী ।
 প্রাণ ছাড়ি গেল তবে নিজরূপ ধরি ॥
 ষাটশ দণ্ডের পথ পৃথিবী বুড়িয়া ।
 পুতনার কলেবর রহিল পড়িয়া ॥
 পর্ত্তের শুভা যেন নাসিকাবিবর ।
 দুই গোটা স্তন তার পর্ত্ততলিখর ॥

লাঙ্গলের ঈষ যেন বিকট দশন ।
 অন্ধরূপ যেন দুই গভীর নয়ন ॥
 শূন্তজল হ্রদ যেন উদর গভীর ।
 মহা মহীধর যেন উল্ল শরীর ॥
 নদীতট যেন তার জঘন বিস্তার ।
 হাত পায় দেখি হেন দীঘল আঁদাল ॥
 গোপগোপী দেখিয়া পুতনাকলেবর ।
 কাঁপিয়া উঠিল অন্ধ ভরাণে সকল ॥
 খেলায় বালক তার বৃকের উপরে ।
 ষাটো গিয়া গোপীগণ আনিল সঙ্করে ॥
 যশোদা রোহিণী আর গোপীগণ মেলি ।
 রক্ষা বান্ধে বালকের শিরে হাত ধরি ॥
 গোপুচ্ছ ভ্রাম্য লৈয়া অঙ্গের উপরে ।
 গোমুত্রে করায় স্নান বালকের শিরে ॥
 গোধূলি গোময়ে তার করায় মজ্জন ।
 ষাটশ অঙ্গের রক্ষা করে গোপীগণ ॥
 করপদ পাখালিয়া আচমন করি ।
 রক্ষা বান্ধে গোপীগণ নানা মন্ত্র পঢ়ি ॥
 অজ নারায়ণ রক্ষা করুক চরণ ।
 যশিমান্ জাহ্নবী ককন রক্ষণ ॥
 কটিতট অচ্যুত কঠর হস্তগ্রীবে ।
 বজ্ররূপী উরুধ্বয় হৃদয় কেশবে ॥
 ঈশ বন্ধে সূর্য্য কঠে বিষ্ণু ভুজযুগে ।
 রক্ষা করুক উরুক্রম তোমার শ্রীমুখে ॥
 ঈশ্বরে রক্ষুক শিরে আগে চক্রধর ।
 দুই পাশে খড়্গা ধনু আগে গদাধর ॥
 কোণে শঙ্খ অধে তাক্য রক্ষুক তোমার ।
 উপেন্দ্র রক্ষুক উর্ধ্বে তোমা সর্গকাল ॥
 হলধর সর্গদিক্ করুন রক্ষণ ।
 ভুবীকেশ ইন্দ্রিয় সে প্রাণ নারায়ণ ॥
 ষেতদ্বীপপতি চিত্ত মন যোগেশ্বর ।
 পুন্নিগত বুদ্ধি রক্ষা করুক নিরন্তর ॥
 জীড়াকালে গোবিন্দ রক্ষুক অমর ॥
 শরনে মাধব দেব আত্মা ভগবান্ ॥
 বলিতে শ্রীপতি দেব বৈকুণ্ঠ গমনে ।
 সর্গবজ্রপতি রক্ষা করুন ভোজনে ॥
 ভূত প্রেত আদি যত ডাকিনী যোগিনী ।
 কোটরা পুতনা আদি বালকবাসিনী ॥
 বন্ধ রক্ষা বিনারক দুষ্ট গ্রহগণ ।
 বুদ্ধগ্রহ বালগ্রহ লোকসম্পাদন ॥
 বিষ্ণু স্তম্ভরণে যাকু এ সব বিনাশ ।
 সর্গজ রক্ষক দেব জগৎনিবাস ॥

এইরূপে গোপীগণ করিল রক্ষণ ।
 যাত্র শিশু কোলে করি পিয়াহঁল স্তন ॥
 নন্দ আদি গোপগণ আইল হেনকালে ।
 বিস্ময় পড়িল তারা দেখি কলেবরে ॥
 বসুদেব যে কহিল নহিল অন্যথা ।
 মহামুনি বসুদেব জানিল সর্বথা ॥
 তবে তার কলেবর কুটরে কাটিয়া ।
 দূরে লৈয়া কাঠ দিয়া পেলিল পোড়ায়্যা ॥
 পড়িতে সৌরভ গন্ধ দেহের উঠিল ।
 তার গন্ধে সর্বলোক বিস্ময় পড়িল ॥
 স্তনপান কৈল তার প্রভু নারায়ণে ।
 অশেষ পাতক ধ্বংস হৈল ভে-কারণে ॥
 পুতনা রাক্ষসী সে যে কথির-ভোজনা ।
 বালকধাতিনী সে যে ঘোরদরশনা ॥
 মারিবার তরে বিষ ভরি দিল স্তন ।
 মুক্তিপদ হৈল তাব এই সে কার ॥
 প্রদ্বা ভক্তি করিয়া যে প্রভু নারায়ণে ।
 প্রিয়বস্ত্র যে কিছু করয়ে সমর্পণে ॥
 তাহার কি ফল হয় কহিতে না পারি ।
 তাহাকে পিয়ায় স্তন যশোদামুন্দরী ॥
 ভক্তজনে করে যাকে হৃদয়ে স্থাপন ।
 দ্বন্দ্বা আদি দেব যার করয়ে বন্দন ॥
 হেন পাদকমলে যাহার অঙ্গ বেড়ি ।
 স্তন পাণ কৈলা প্রভু শিশু বেশ ধরি ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং

সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

ভাটওয়ালী রাগ ।

এইরূপে নন্দঘরে বাঢ়ে যত্নবর ।
 গোপগোপী আনন্দ বাঢ়য়ে নিরন্তর ॥
 অদভূত কথা শুনি রাজা বিফুরাত ।
 নিবেদন করে কিছু মূনির সাক্ষাৎ ॥
 যে যে অবভারে হরি যে যে রূপ ধরে ।
 ঐতিমুখ মনোরম যে যে কর্ম করে ॥
 বা স্তনিলে মনোগত গ্রামি নাহি রয় ।
 বিশেষে বৈরাগ্য হয় নির্মল আশয় ॥
 ভক্তজনে সখ্যভাব ভক্তি নারায়ণে ।
 হেন হরিচরিত্র কহিবে আদি হনে ॥

কে কহিতে পারে তার ভাগ্যের মহিমা ।
 অজ ভব আদি যার দিতে নারে সীমা ॥
 যে যেহুয় কীব পান করেন মুরারি ।
 যে যে গোপী স্তন দিল কৃষ্ণ কোলে করি ॥
 প্রভু যার পীরিতে করিল স্তনপানে ।
 শঙ্কর বিরিকি যার মহিমা না জানে ॥
 পুতনা রাক্ষসী যাতে পায়ে মোক্ষগতি ।
 কহিব তাহার তত্ত্ব কাহার শক্তি ॥
 অখিল জগৎগুরু মোক্ষপদদাতা ।
 পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন সর্বলোকপিতা ॥
 ব্রহ্মাদি-বন্দিত সেই দেবকীন্দন ।
 পুত্রভাব তাহাকে করিল গোপীগণ ॥
 তবে কেন তাহার থাকিব ভবভয় ।
 না করিহ রাজা তুমি ইহাতে সংশয় ॥
 পুতনা পুড়িয়া নন্দ আদি গোপগণে ।
 গোবুলে আসিয়া জিজ্ঞাসিল লোকস্থানে ॥
 গোপগোপী কহিল তাহার বিবরণ ।
 শুনিয়া বিস্ময় হৈল যত গোপগণ ॥
 পুত্র লৈয়া নন্দঘোষ শিরে দিয়া হাত ।
 চূষন করিয়া মুখে কৈল আশীর্ব্বাদ ॥
 পুতনা মোক্ষণ কথা ভক্তিভাব করি ।
 যে জন শুনয়ে শ্রীকৃষ্ণেতে মন ধরি ॥
 রতি মতি হয় তার গোবিন্দচরণে ।
 ভাগবত-আচার্য্যের মধুর বচনে ॥

যদি ইৎসা কর তুমি শু যোগেশ্বর ।
 কহ হরিচরিত্র শ্রবণমনোহর ॥
 সপ্ততি গোপাল বাল কহিবে চরিত্র ।
 যাহার শ্রবণে সর্বলোক আনন্দিত ॥
 রাজার বচন শুনি শুক যোগেশ্বর ।
 কৃষ্ণকৈলি কথা কহে শ্রবণমদল ॥
 অজের চালন শিশু কৈলা একদিনে ।
 কোড়ুকে উৎসব তবে কৈল গোপগণে ॥
 জনম-নন্দন যোগ আছে সেই দিনে ।
 গোপগোপী আসিয়া মিলিল সেইক্ষণে ॥

বিবিধ বাজন গীত বিবিধ মঙ্গল ।
 দ্বিজগণে বেদমন্ত্র পড়িল বিস্তর ।
 মহা-অভিষেক কৈল অনিঞা ব্রাহ্মণে ।
 বিবিধ বিধানে কৈল শাস্তি স্বস্ত্যয়নে ॥
 গন্ধ মালা ধন ধেনু বসনে ভূষিয়া ।
 দ্বিজগণে পাঠাইলা সন্তোষ করিয়া ।
 তবে পুত্র কোলে করি যশোদা সুন্দরী ।
 নিদ্রা ল(ও) রাইলা অঙ্গে দিয়া কন্নডালি ॥
 শয্যার উপরে শিশু কর্যাঞা শয়ন ।
 বসনে ভূষণ পুজে গোপ গোপীগণ ॥
 পুত্রমহোৎসব দেবী আনন্দিত মনে ।
 লোকপূজা করিতে না কৈল অবধানে ॥ (১)
 স্তন নাহি পিয়ে শিশু বুড়িল ক্রন্দন ।
 কান্দিতে কান্দিতে দুই তুলিল চরণ ॥
 শকটের তলে আছে শয়ন করিয়া ।
 ভাঙ্গিল শকটখান চরণ লাগিয়া ॥
 নবদল চরণকমল দুইখানি ।
 শকটে বাজিল গিয়া তাহার ঠেকনি ॥
 উলটিয়া পড়িল শকট হৈল চূর ॥
 শিশু ঠেঁয়া কে করিতে পারে এতদূর ॥
 ভাঙ্গিয়া পড়িল দধি ছুইয়ে কলস ।
 ভূমিতে পড়িয়া গেল বিবিধ গোরস ॥
 হেন অদভূত দেখি বত ব্রজনারী ।
 বিষয় পড়িল নন্দগোপ আদি করি ॥
 উলটিয়া শকট পড়িল কি কারণে ।
 ভূমিতে পড়িয়া কেনে হৈল খানখানে ॥
 কেহোত বসিতে নারে ইহার কারণ ।
 নিকটে আছিল বত কহে শিশুগণ ॥
 পায়ে ঠেলি এই শিশু শকট ফেলিল ।
 বালকের বাক্য কেহো প্রতীত না গেল ॥
 অমিতবিক্রম শিশু গোপ নাহি জানে ।
 প্রতীত না কৈল কেহো শিশুর বচনে ॥
 সাক্ষাৎ পরমানন্দ প্রভু ভগবান ।
 শিশুবাক্যে গোপগণ কৈল অপজ্ঞান ॥
 ছা(ও)য়াল কান্দিতে আছে শয্যার উপরে ।
 ধাক্কা গিয়া যশোদা তুলিয়া লৈল কোলে ॥
 পুন বিপ্র আনি করাইল স্বস্ত্যয়ন ।
 শাস্তি স্বস্তি করি তবে পিয়াইল স্তন ॥

তবে আর গোয়াল আছিল বলীয়ার ।
 সেইরূপ শকট স্থাপিল আরবার ॥ (১)
 ধাত্ত দূর্বা দিয়া তবে শকট পুজিল ।
 ব্রাহ্মণ আনিয়া পুনঃ শাস্তিমন্ত্র কৈল ॥
 পরম সুবুদ্ধি নন্দ সহজে পণ্ডিত ।
 দেব দ্বিজ পূজা কৈল হৈয়া সাবহিত ॥
 দিব্য অন্নপান দিয়া পুজিলা ব্রাহ্মণে ।
 ধন ধেনু বহুবিধ বসন ভূষণে ॥
 বিপ্রমুখে পুত্রকে করায় আশীর্বাদ ।
 রক্ষা করে বিপ্রগণ অঙ্গে দিয়া হাত ॥
 এইরূপ উৎসব কর্যাঞা নন্দরায় ।
 সব গোপগোপীগণ ভূষিয়া পাঠায় ॥
 শকটভঞ্জন লীলা কহিল সুন্দর ।
 আর এক অদভূত স্তন ভূপবর ॥
 একদিন পুণ্যবতী যশোদা সুন্দরী ।
 লালন পালন করে পুত্র কোলে করি
 বহিতে না পারে শিশু বড় হৈল ভয় ।
 ভূমিতে ছাওয়াইল থুইল মনে পাঞা ডর ॥
 ঈশ্বর চিন্তিয়া মনে গৃহকর্ম করে ।
 তৃণাবর্ত দৈত্য আইলা হেন অবসরে ॥
 কংসের আদেশে দৈত্য গোকুলে আসিয়া ।
 চক্রবাক্যে নিল ছাওয়াইল হস্তিমা ॥
 মহাবড় উৎপাতে গোকুল পুরায় ।
 ধূলা অন্ধকারে কেহ দেখিতে না পায় ॥
 পুরাইল দশদিগ্ শব্দ নিষ্ঠুর ।
 ধূলা অন্ধকারে সব পুরায় গোকুল ॥
 কে কোথাতে আছে কেহো কিছুই না জানে ।
 পুত্র না দেখিয়া দেবী হরিল গেরানে ॥
 কন্ধণ করিয়া কান্দে ভূমিতে পড়িয়া ।
 গাবী যেন হাওয়ালায়ে বাছুর হার্যাঞা ॥
 কান্দন শুনিয়া সব গোপীগণ আইল ।
 শিশু না দেখিয়া তারা কান্দিতে লাগিল ॥
 আঁধি বাঞা পড়ে নীর আকুল হৃদয় ।
 ছুংখ শোকে গোপীগণ কান্দে আতিশয় ॥
 তৃণাবর্ত মহাদৈত্য কোন কর্ম করে ।
 ছাওয়াইল তুলিয়া লৈল আকাশমণ্ডলে ॥
 বহিতে না পারে শিশু পর্বতের ভয় ।
 মনে ভয় পাঞা দৈত্য করে খড়কড় ॥

(১) পাঠান্তর,—
 “নহি অবধান পুত্র আছেয়ে শয়নে।”

(১) পাঠান্তর,—
 “তবে বত মহাবল গোপগণ ছিল ।
 সেইরূপে আরবার শকট স্থাপিল ॥”

যাবৎ পলাঞা নাহি যায় দুরাচায় ।
 দুই হাতে গলা চাপি ধরিল ছাওরাণ ॥
 ছাখ পাও আছাড়য়ে করে ছটফট ।
 মুখেতে না আইসে রাও দেখিতে বিকট ॥
 দুই আঁখি উলটিল হরিল চेतন ।
 ভূমিতে পড়িঞা দৈত্য ছাড়িল জীবন ॥
 পড়িল আকাশ হতে শিলার উপরে ।
 ঋণ্ড ঋণ্ড হৈল তার সব কলেবরে ॥
 শিলাতে পড়িঞা দৈত্য হৈল শব্দচূর ।
 শব্বরের বাণে যেন পড়িল ত্রিপুর ॥
 গোপগোপীগণ কান্দে আকুল হৃদয় ।
 হেনকালে দৈত্য দেখি পাইল বড় ভয় ॥
 খেলায় বালক তার বৃকের উপর ।
 ঈষৎ মধুর হাস্য দেখিতে সুলভ ॥
 নাখিবারে চাহে শিশু ভয় নাহি মানে ।
 ধাঞা গিয়া ধরে শিশু গোপগোপীগণে ॥
 সব দুঃখ দূরে গেল পাঞা বহুবর ।
 গোকুল ভরিয়া হৈল আনন্দ মঙ্গল ॥
 নন্দ আদি গোপ বলে হৈয়া আনন্দিত ।
 নষ্ট হৈলে হেন পুত্র মিলে আচম্বিত ॥
 নিজ পাণে হিংসকের হয় পরলয় ।
 শুদ্ধভাবে সাধুজনে তরে ভবভয় ॥
 আমি সব কোন ভণ্ড কৈল পুণ্য দানে ।
 সাক্ষাতে পুজিল কিবা পুরুষ পুরাণে ॥
 কিবা সর্গভূতে দয়া কৈল শুদ্ধ চিন্তে ।
 কোন্ ভাগ্যে মৃত পুত্র মিলিল সাক্ষাতে ॥

অদভূত দেখি নন্দ চিন্তে মনে মনে ।
 বসুদেববচন ফলিল বিদ্যমানে ॥
 কথোদিন বই আর নন্দনে নন্দনে ।
 যে কর্ম করিল রাজা শুন সাবধানে ॥
 পুত্র কোলে করিয়া যশোদা এক দিনে ।
 স্তন পিয়াইল দেবী হরষিত মনে ॥
 মধুর অঙ্গের করে লালন পালন ।
 কর দিয়া করে দেবী মুখ মারজন ॥
 হেনকালে মুখে হাই ছাড়িল ছাওয়ালে ।
 ত্রিভুবন দেখে দেবী মুখের ভিতরে ॥
 দশদিগ গ্রহগণ আকাশমণ্ডল ।
 চন্দ্র সূর্য্য বায়ু বহি এ সপ্তসাগর ॥
 সপ্তদ্বীপ নদ নদী গিরি তরুগণ ।
 স্থরলোক সপত পাতাল কিতবন ॥ (১)
 ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত যত স্বাবর জন্ম ।
 পুত্রমুখে যশোদা দেখিল ত্রিভুবন ॥
 পুত্রমুখে জগৎ দেখিয়া ব্রহ্মেশ্বরী ।
 কাঁপিয়া উঠিল অঙ্গ ধরিতে না পারি ॥
 দুই আঁখি মুদিয়া রহিল সেই মনে ।
 হেন অদভূত লীলা করে নারায়ণে ॥
 বৃক্ষগুণ স্তন ভাই কৃষ্ণে দেহ আশা ।
 ভাগবন্ত-আচার্য্যের মধুরস ভাষা ॥

(১) অত্র পুথির পাঠ,—

“সপ্তদ্বীপ গিরি তরু নদ নদী জল ।
 স্থরলোক সপ্তপাতাল কিতবন ॥”

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
 সংহিতায়াং বৈষ্ণবাসিক্যাং দশমস্কন্ধে
 সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

বরাড়ী রাগ ।

শুক মহামুনি বলে শুন নরেশ্বর ।
 আর অদভূত কহি শ্রুতিমনোহর ॥
 যদুকলে পুরোহিত গর্গ মুনি নাম ।
 আত্মা দিলা তাঁরে বসুদেব মতিমান ॥
 গর্গ মুনি গেল তবে নন্দ্রের মন্দিরে ।
 দেখিয়া উঠিল নন্দ পরম আদরে ॥
 পাশ্চ অর্ঘ্য গন্ধ পুষ্প নানা উপহারে ।
 বিষ্ণুবুদ্ধি করি তাঁরে পুজিলা সখরে ॥

আসনে বসায়। মুনি বিনয়বচনে ।
 কর যোড় করি নন্দ বলে সাবধানে ॥
 মহাত্মন আগমন এই পরোজনে ।
 চৈতন-মরিচ গৃহীর করে পরিজ্ঞানে ॥
 তুমি মহাপুরুষ দুর্গত-হিতকারী ।
 তাহার কারণে তুমি আইলা দয়া করি ॥
 তুমি মহাপণ্ডিত কেবল শুদ্ধমতি ।
 তোমা হৈতে জ্যোতিষ শাস্ত্রের উৎপত্তি ॥

বাহা হৈতে জানি তুত ভব্য বর্তমান ।
 হেন মহাশাস্ত্র তোমা হৈতে উপাদান ।
 লোকে বলে সতে তুমি জ্যোতিবপ্রধান ।
 সৰ্ব্বশাস্ত্রে নাহি কেহ তোমার সমান ॥
 ছুইটি বালক আছে নাম নাহি ধরি ।
 তুমি নামকরণ করহ কৃপা করি ॥
 যদি বল আমি নহি কুল পুরোহিত ।
 জন্মিলেই গুরু বিপ্র জগতে পুজিত ॥
 মিথ্যা নাহি কহে তোার সঙ্গী শিশুগণে ॥
 ভয়ে ভীত হঞা প্রভু মায়ে কহে বাণী ।
 মাটি নাহি খাই আমি শুন গো জননি ॥
 বালকের বাক্য কেনে সত্য করি বল ।
 সাক্ষাতে আপনি মোর বদন নেহাল ॥
 রাণী বলে বাপু তুমি মেল মুখখানি ।
 এ বোল শুনিঞা মুখ মেলে চক্রেপাণি ॥
 সাক্ষাৎ দৈবর জীলায় নর-কলেবর ।
 ব্রহ্মাণ্ড দেখিল রাণী মুখের ভিতর ॥
 সপ্তদ্বীপ সপ্তসিন্ধু স্থাবর জঙ্গম ।
 নদ নদী পাতাল পৰ্ব্বত তরু বন ॥
 চন্দ্র সূর্য্য পবন বরুণ হতাশন ।
 জ্যোতিষমণ্ডল চল তেজ গ্রহগণ ॥
 দশদিগ, আকাশমণ্ডল সুরপুরী ।
 সকল ইন্দ্রিয়গণ মন আদি করি ।
 সঙ্ঘ রজ তম তিন গুণ বর্তমান ।
 অষ্টযোগ অষ্টসিদ্ধি দেখে বিভ্রমান ॥
 কাল কৰ্ম্ম স্বভাব অদৃষ্ট আদি করি ।
 এ সকল আছে নিজ নিজ মুক্তি ধরি ॥
 মুক্তিমান মন্ত্র তন্ত্র বেদ শাস্ত্র আদি ।
 তপ যজ্ঞ ব্রত দান পুণ্য ফল বিধি ॥
 এ সকল আছে তথা মুক্তিমান হয় ।
 তথাতে আছেন কৃষ্ণ আপনে বসিয়া ॥
 আপনাকে দেখে দেবী আছেন তথাই ।
 চিন্তিতে লাগিলা দেবী মনে ভয় পাই ॥
 স্থপন দেখিলুঁ কিবা হৈল দেবমায়ী ।
 কিবা মোর বুদ্ধি ভ্রম হৈল না বুঝিয়া ॥
 বালকের আছে বা সহজে যোগসিদ্ধি ।
 আচম্বিতে কেবা মোর ভ্রম কৈল বুদ্ধি ॥
 বুদ্ধি-মন-বচনে না জানি তত্ত্ব ব্যার ।
 ভগ্ন স্বভয়ে কিবা করয়ে সংহার ॥
 যোগীজ্ঞ মুনীজ্ঞ যার তত্ত্ব নাহি জানে ।
 শরণ লইলুঁ মুক্তি সে দেবদ্রুপে ॥
 এ মোর বসতি বাস পতি পুত্র ধন ।

মোর গোপ মোর গোপী মোর পরিজন ॥
 বাহার মায়াতে মোর এ সব কুমতি ।
 সেই প্রভু নারায়ণ সতে মোর গতি ॥
 এই রূপ তত্ত্ব যদি জানিল জননী ।
 বিষ্ণুমায়ী বিস্তারিল প্রভু যদুমণি ॥
 তত্ত্বজ্ঞান ধ্বংস তার হৈল সেইক্ষণে ।
 পুত্রপ্রেমে ব্রজেশ্বরী বাহু নাহি জানে ॥
 পুত্র কোলে করি গোপী পিন্নাইল জন ।
 বুকের উপরে থুয়্যা দিল আনিজন ॥
 নয়নে আনন্দজল পুলকিত অঙ্গ ।
 আনন্দগাগরে হৈল প্রেমের তরঙ্গ ॥
 চারি বেদে সাংখ্য যোগে যার গুণ গায় ।
 সনকাদি মুনি যারে ধ্যানেন্তে না পায় ॥
 শঙ্কর কিশোর যার কমলা কিশুরী ।
 পুত্রভাবে তাহারে করায় ব্রজেশ্বরী ॥
 রাজা জিজ্ঞাসিলা তবে মুনি বিতমানে ।
 কোন্ তপ নন্দঘোষ কৈল তব স্থানে ॥
 যশোদা বা কোন তপ কৈল মহোদয় ।
 অনন্ত একাণ্ডপতি তাহার তনয় ॥
 নন্দ যশোদার গুণ গায় ত্রিভুবনে ।
 মহা যোগেশ্বর যার করয়ে কীৰ্ত্তনে ॥
 কহ দেখি তা-সভার পুণ্যের কারণ ।
 মুনি বলে শুন বাজা কহি বিবরণ ॥
 এই নন্দঘোষের আছিল দ্রোণ নাম ।
 অষ্টব্রহ্মা যাকে হিলা সভার প্রধান ॥
 দ্রা নামে ভার্য্যা এই যশোদা আছিল ।
 গোপকল্পে জনমিতে ব্রহ্মা আত্মা দিল ॥
 তবে দ্রোণ ব্রহ্মাকে বলিলা স্তুতি করি ।
 জনম ০ ভিব গিয়া গোপকল্প ধরি ॥
 একান্ত ভকতি যেন হয় নারায়ণে ।
 অপার সংসার লোক তরে যাহা হনে ॥
 তুষ্ট হৈয়া ব্রহ্মা তারে দিল সেই বর ॥
 সেই দ্রোণ জনমিলা হত্যা ব্রজেশ্বর ॥
 ধরিয়া যশোদা নাম জনমিল ধরা ।
 হরিভক্তি জনমিল সৰ্ব্বদুঃখহরা ॥
 পুত্রভাবে ভক্তি কৈল প্রভু নারায়ণে ।
 সাধিল একান্ত ভক্তি গোপগোপীগণে ॥
 ব্রহ্মার বচন সত্য করিতে শ্রীহরি ।
 গোহুলে রহিল গিয়া পুত্ররূপ ধরি ॥
 শ্রীগদাধর ভক্তিরস গুরু জান ।
 ভাগবত-আচাৰ্য্যের মধুর-গান ॥

নবম অধ্যায় ।

বেলোয়ার রাগ ।

এক দিন কোন কৰ্ম করে ব্রহ্মেশ্বরী ।
নানা কৰ্মে দাসীগণে নিয়োজন করি ।
দধি মছে আপনে পুত্রের গুণ গায় ।
যে যে বালচরিত্র করয়ে যত্নায় ॥
পট্টপট পরিধান পুথু কটিতটা ।
বিনিহিত কনককঙ্কণ মণিছটা ॥
বিগলিত কুচপট সঘনকম্পনা ।
রজ্জু আকর্ষণ তুচ্ছ চলিতকঙ্কণা ॥
শ্রমজলমুত মুখ বিলোল কুণ্ডলা ।
বিগলিত কবরী মালতীজাতিমালা ॥
দধি মছে ব্রহ্মেশ্বরী দিয়া বাহটন ।
উচ্চস্বরে করেন পুত্রের বশোগান ॥
হেনকালে আসিয়া ছাওয়াল শ্রীহরি ॥
দুই হস্ত দিয়া ধরে মছনের নড়ি ॥
দণ্ড ধরি করে দধি মছন নিবেধ ।
যায়ের আনন্দ বাঢ়ে নাহি কিছু খেদ ॥
কোলেতে করিয়া মাতা পিয়াইল স্তন ।
মন্দ মধুস্মিত মুখ করে নিরীক্ষণ ॥
বালকের তৃপ্তি না হইতে স্তনপানে ।
উথলিয়া দুহু ওথা পড়ে আর স্থানে ॥
ছাওয়াল তোজিয়া দেবী চলিলা ঝুরিতে ।
তাহা দেখি কোথ হৈল বালকের চিতে ॥
কম্পিত অধরপূট দংশিয়া দশনে ।
অঙ্গুলি তজ্জন করে তুলায় নয়নে ॥
শিলায় পূতলী দিয়া ঘরের ভিতরে ।
ভাঙ ভাঙ্গি দধি খায় প্রভু সুরেশ্বরে ॥
ভূমিতে নাছাঞা দুহু বশোদা স্নন্দরী ।
গৃহেতে প্রবেশ গিয়া কৈল ওরা কারি ॥
দেখিয়া পুত্রের কৰ্ম হাসে নন্দরাশী ।
এখনি আছিল কোথা গেল যত্নমণি ॥
শিকার উপরে আছে সস্ত্র ননী সর ।
উদ্বুখলে উঠি হরি পেলায় সকল ॥
চুরি করি ননী খায় বানরে ভুঞ্জায় ।
তরাসে যায়ের দিগে উলটিয়া চায় ॥
চাহিতে বেড়ায় মাতা দেখয়ে শ্রীহারি ।
পেলায় দূরেতে সর খাইতে না পারি ॥
নড়ি হস্তে ধরি মাতা ধীরে ধীরে যায় ।
রূঢ় দিয়া শ্রীমুরারি সংরে পলায় ।
ধেয়া গিয়া যায় গোপী ধরিতে না পারে ।
যায়ের ভয়ে হরি পলায় সত্বরে ॥

বহু ঐশ্বর্য ভগ্ন করি মহা বোগিগণে ।
চিন্তে প্রবেশিতে যার না পারে চরণে ॥
শ্রুতিগণে রহে যার পথ অজ্ঞানি ।
হেন প্রভু ধেয়া লয়া যায় ব্রজনারী ॥
পাছে পাছে ধায় দেবী মছরগমনা ।
কেশপাশ বিগলিত বুচ বিবসনা ॥
ধেয়া শিশু ধরে দেবী কথোদূরে যাই ।
অঁখি কচালয়ে কৃষ্ণ মনে ভয় পাই ॥
অপরাধ ভয়ে শিশু করয়ে রোদন ।
নাহি সরে মুখে বাণী বিহ্বল লোচন ॥
দুই হাথে ছাওয়ালে ধরিয়া দৃঢ়মনে ।
বশোদা করিল বহু তর্জন ভর্ৎসনে ॥
মনে আছে বালক পায়ে বা পাছে ডর ।
পেলিয়া হাথের নড়ি আনিল সত্বর ॥
মনে মনে তবে গোপী কোন যুক্তি করে ।
দামদড়ি দিয়া আজি বাকি বালকেরে ॥
আদি অস্ত্র নাহি যার নাহি পূর্ক্যাপর ।
জগতের আদি অস্ত্র বাহু অভ্যস্তর ॥
সেই কৃষ্ণে পুত্র ভাবে মানে গোপনারী ।
উদ্বুখলে বন্ধ কৈল দিয়া দামদড়ি ॥
অপরাধ করে পুত্র না ধরে বচন ।
দামদড়ি দিয়া কৈল কাঁকালে বন্ধন ॥
বাক্কিতে না আঁটে দুই অঙ্গুলি সোমর ।
আর দড়ি দিয়া দেবী জড়ায় সত্বর ॥
তমু দাম টুটে দুই অঙ্গুলি প্রমাণ ।
আর দাম দিয়া করে বাক্কিতে সন্ধান ॥
সেহ দড়ি টুটিল বাক্কিতে না কুলায় ।
আর দাম দিয়া রাখি সে দাম জড়ায় ॥
বিস্ময় হইয়া দেবী করয়ে বন্ধন ।
বিস্ময় পড়িয়া রহে বত গোপীগণ ॥
শ্রমজলে তিভিল সকল কলেবর ।
খসিল বগন বেশ খসি কবর ॥
দেখিয়া যায়ের শ্রম প্রভু কৃপায় ।
আপনার বন্ধন তাপনে প্রভু লয় ॥
এ বোল বুঝিয়া কর পুত্রের সংস্কার ।
তবে গর্গমুনি বলে উত্তর তাহার ॥
আমিহ আপনে বহু ললপুত্রোহিত ।
সর্বত্র বিখ্যাত আমি জগতে বিদিত ॥
আমি যদি ভব পুত্রে করি নাম কৰ্ম ।
দুবিব পাপিষ্ঠ কংস না জানিঞা মর্শ ॥

দেবকীর পুত্র ওই জানিব নিশ্চয়
 তবে তুমি কি বুদ্ধি করিবে মহাশয় ।
 বসুদেব সঙ্গে তোমার আছেয়ে মিতালী ।
 দৈবকীর অষ্টম গর্ভে কভা নাহি বলি ॥ (১)
 কভায়ে কহিল শত্রু জন্মিল তোমার ।
 এত কুমন্ত্রনা যদি করে দুরাচার ॥
 আসিয়া মারিব যদি দুইটি তনয় ।
 তবে নন্দ দেখি বড় এইত সংশয় ॥
 নন্দ বলে কর এই পুরেতে প্রবেশ ।
 নিজ লোক মাতে যাথে না পায় উদ্দেশ ॥
 যেরে ভিতরে কর্ম কর অলক্ষিতে ।
 নয় নামে কেহ যেন না পারে জানিতে ॥
 নন্দে বচন শুনি গর্গ মহাশয় ।
 করিলা সকল কর্ম বিধি যেই হয় ॥
 তবে মূনি বলে শুন নামের বিধান ।
 ধরিব বাহার যেন অঙ্গরূপ নাম ॥
 রোহিণী পুত্রের নাম শুন বিস্তার ।
 মনোরম দেখিয়া বলিবে লোকে রাম ॥
 বলরাম হৈব দেখি বলেতে প্রথর ।
 আর এক নাম হৈব ইহার স্তম্বর ॥
 বহুবংশে বাঢ়াইব অতোন্তে পীরিতি ।
 ভিন্নতাব খণ্ডিয়া করিব এক মতি ॥
 সঙ্কর্ষণ নাম হৈব সেই সে কারণে ।
 তোমার পুত্রের নাম কহিব এখনে ॥
 এ বালক যুগে যুগে করে অবতার ।
 নানা বর্ণ নানা নাম আছিল ইহার ॥
 সত্যযুগে গুরুবর্ণে অবতার কৈল ।
 ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ ধরিয়া জন্মিল ॥
 ইন্দ্রানী ষাণ্ময়ে কৃষ্ণবর্ণ তবে ঘরে ।
 দ্বাপরযুগে কলিকালে হৈব অবতারে ॥ (২)
 পূরবে আছিল এক বসুদেব নামে ।
 তার পুত্র হয়্যা জন্ম লভিলা তখনে ॥
 তে-কারণে আর এক বসুদেব নাম ।
 না করিহ ইহাকে মানুষ হেন জ্ঞান ॥

(১) অত্র পু বীর পাঠ,—

“দৈবকীর অষ্টম গর্ভে কভো নহে নারী ।”

(২) ইহার পর সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত

পুস্তকের অধিক পাঠ,—

“যুগ বর্ষ নিজ নাম করিবে প্রচার ।

খিজবেশে করিবে চৈতন্ত অবতার ॥

* * * *

কৃষ্ণ নাম ইহার হইবে মহাশয় ।

কৃষ্ণ নামে জন্ম তারিবে ভবিষ্যৎ ॥

কত নাম কত রূপ কত গুণ কর্ম ।
 হেন নাহি ইহার জানিতে পারে কর্ম ।
 এই পুত্র ব্রজকুলে করিব কল্যাণ ।
 এই সর্ব বিপদে করিব পরিত্রাণ ॥
 ইহার প্রসাদে তুমি থাকিয়া স্বচ্ছন্দে ।
 গোপগোপীগণে এই বাঢ়াব আনন্দে ॥
 দম্ভ্যতম পুরুষে আছিল ক্ষিত্তিলে ।
 দম্ভ্যতমে সাধুজন রহিতে না পারে ॥
 এই শিশু বল বীর্য বাঢ়ায় তখনে ।
 তবে নন্দ জিনি সুখে রহে সাধুগণে ॥
 ইহাতে সন্তোষ যার বাঢ়িব পীরিতি ।
 সর্বসুখ হৈব তার খণ্ডিব দুর্গতি ॥
 রিপুভয় নহিব খণ্ডিব ভয়ভয় ।
 জানিহ সাক্ষাৎ বিধু তোমার তনয় ॥
 মহাশুণ মহাশয় মহা অমৃতাব ।
 দেখিবে ইহার যত অতুল প্রতাপ ॥
 এই ঋষ জানিহ সাক্ষাৎ নারায়ণে ।
 এ শিশু রাখিহ নন্দ পরম যতনে ॥
 এতেক বলিয়া মূনি গেলা মধুপুরে ।
 আনন্দে রহেন নন্দ গোকুল নগরে ॥
 এইরূপে বহি যদি গেলা কথোদিন ।
 দুই ভাই চলিতে কিছু হইল প্রবীণ ॥
 দুই হাথ দুই আঠা ভূমিতে পাড়িয়া :
 হাঁটিতে শিখিল কিছু হামাগুড়ি দিয়া ॥
 ধরধর হস্তপদ তুলিয়া পেলায় ।
 পাপা পাপি দিয়া এত কর্মমে খেলায় ॥
 কখন কিঞ্চিনী ঘন ঝনঝনি রোল ।
 শব্দ শুনিঞা বাঢ়ে আনন্দকজোল ॥
 ভিন্ন জন দেখিলে মনের হয় ভয় ।
 স্মরাতির জননীর কাছে গিয়া রয় ॥
 যশোদা রোহিণী তবে পুত্র লঞা কোলে ।
 বুকের উপরে ধুঞা শ্রীমুখ নেহালে ॥
 প্রেমভরে দুহার শরীর নহে স্থির ।
 পরোধর গলয়ে নরানে বহে নীর ॥
 পঙ্ক বিলেপিত অঙ্গ অতি মনোহর ।
 পুণিয়ার চন্দ্র জিনি বদন স্তম্বর ॥
 স্তন পিন্নাইতে মুখ করে নিরীক্ষণ ।
 স্নেহ মধুর হাস্য নবীন দশন ॥
 আনন্দসাগরে ভাসে টলবল অঙ্গ ।
 রহিতে না পারে ছুহে বাঢ়য়ে ভয়ঙ্গ ॥
 যখন বালকলীলা করয়ে মুরারি ।
 এদিকে ওদিকে যায় বৎসপুচ্ছধরি ॥

কণে পড়ে কণে উঠে কণে ছুঁছে ধার ।
 দেখিয়া রমণীগণ হাসি গড়ি যায় ॥
 বড় বড় মহিষ বুকের শৃঙ্গ ধরে ।
 বনের ভিতরে যায় জলে দিয়া পড়ে ॥
 'প' ধরিবারে যায় জলন্ত আগুনি ।
 তখন রাখিতে নায়ে দুহার জননী ॥
 চঞ্চল চপল বেশ মধুর মুরতি ।
 রাখিতে না পারে মায়ে করিয়া শঙ্কতি ॥
 নিজ গৃহকর্ষ ওখা না পায় করিতে ।
 মনে ছুঁখ ভয় পায় না পারে রাখিতে ॥
 কণোদিন বই হরি ব্রজশিশু সঙ্গে ।
 করয়ে বিবিধ কেলি আনন্দ তরঙ্গে ॥
 নানা মনোহর লীলা করে যত্নরায় ।
 গোপকুলে গোপগোপীর আনন্দ বাঢ়ায় ॥
 কৃষ্ণের চঞ্চল লীলা দেখি গোপীগণে ।
 যশোদার ঠাঞি গিয়া কৈল নিবেদনে ॥
 শুনহ যশোদারাগি পুত্রের বেভার ।
 আউলিয়া পৈলে দধি দুধের পসায় ॥
 বাছুর খসার্যা শিশু তখনে পলায় ।
 ক্রোধ করি যাই যদি হাসি দূরে যায় ॥
 ঘরে ঘরে দধি দুধ চুরি করি খায় ।
 হাতে না পাইলে তবে করয়ে উপায় ॥
 খাইতে না পারে যদি বানরে ভুঞ্জায় ।
 নহে বা দধির ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া পেলায় ॥
 যদি বা না পায় কিছু করে অহঙ্কার ।
 পুড়িঞা পেলিমু আঁজি এ ঘর দুয়ার ॥
 শুভিয়া থাকয়ে শিশু তারে গিয়া মায়ে ।
 দধি লাগ না পাইলে তার বুদ্ধি করে ॥
 পিণ্ডায় উপরে লঞা ওখলি তুলিয়া ।
 সব দধি দুধ পৈলে তাহাতে উঠিয়া ॥
 শূন্য ঘট উপরে দধি ঘট ধরি ।
 শিখাতে তুলিয়া যদি রাখি উচ্চ করি ॥
 যে ঘটে গোরস থাকে তার তত্ত্ব জানে ॥
 ছিঁড় করি দধি দুধ পেলায়ে তখনে ॥
 অহঙ্কার ঘরে জলে গাত্রে রতন ।
 ভাঙ্গিয়া পেলায় দধি দুধের ভাঙ্গন ॥
 যদি বল তুমি সব থাকিছ দুয়ারে ।
 ঘরে গিয়া শিশু যেন প্রবেশ না করে ॥
 গৃহকর্ষে আমি সব থাকিয়ে যখন ।
 তখন সে যায় শিশু বুঝিয়া কেমন ॥

লেপিয়া পুছিয়া করি স্থান পরিষ্কার ।
 দেববল্লভ পিতৃপুজা ব্রত করিবার ॥
 তাহার উপরে গিয়া বল মুক্ত ছাড়ে ।
 আঁছেত এখন ভাল রাও নাহি কাড়ে ॥
 হেঁট মাথে রহে কৃষ্ণ সত্তর নয়নে ।
 ব্রজনারী কহে কথা রাগী বিম্বমানে ॥
 আড় আঁখি করি চাহে শ্রীমুখ নেহালি ।
 পাছে আর ক্রোধ জানি করে বনমালী ॥
 স্নিগ্ধা পুত্রের কথা হাসে নন্দরাণী ।
 ভাল মন্দ কিছু না বলিল একবাণী ॥
 নানা লীলা করি হরি পীরিতি হিয়ার ।
 ব্রজপুরে গোপগোপীর আনন্দ বাঢ়ায় ॥
 একদিন রাম, কৃষ্ণ ব্রজশিশু সঙ্গে ।
 বহুবিধ বালকেলি করে নানা রঙ্গে ॥
 যশোদা গোচরে গিয়া বালকে কহিল ।
 তোমার ছাওয়াল আজি মৃত্তিকা ভক্ষিল ॥
 ধার্যা গিয়া ছাওয়ালে ধরিল নন্দরাণী ।
 তৎসিদ্ধা বোলয়ে কিছু হিত হেন বাণী ॥
 কেন বাপু মৃত্তিকা ভক্ষিলে আগেকান ।
 ডকতবৎসল আমি ডকত অধীন ॥
 ডকতে আমাতে কিছু নহি হয ভিন ॥
 আমায় মায়াতে বন্দী এ তিন ভুবন ।
 ডক্কের ইৎসাতে লই আপন বন্ধন ॥
 আপনে ডক্কের বশ জগতে বুঝায় ।
 ব্রহ্মা ভব আদি যার অন্ত নাহি পায় ॥
 এরূপ প্রসাদ নাহি লভে প্রজাপতি ।
 হয়ে নাহি লভে যাহা লক্ষী গুণবতী ॥
 হেনরূপ প্রসাদ লভিল গোপনারী ।
 কে আর বাঙ্কিতে পারে দিয়া দামদড়ি ॥
 গেইরূপে বন্ধনে রহিলা যত্নমণি ।
 গৃহকর্ষে রহে গিয়া নন্দের গৃহিণী ॥
 দুই বৃক্ষ দেখে হরি পরীত-আকার ।
 যমল অর্জুন নাম কুশেরকুমার ॥
 মণিগ্রীব নাম আর এ নলকুবর ।
 জগৎবিখ্যাত তারা দুই সহোদর ॥
 নারদের শাপে আছে বৃক্ষরূপ ধরি ।
 সম্মুখে দেখিল তারে প্রভু নরহরি ॥
 কৃষ্ণকথা শুন তাই কৃষ্ণে ধর আশা ।
 ভাগবত-আর্ষের মধুরস-ভাষা ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সাংখ্যভাষ্যং বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

দশম অধ্যায় ।

তোড়ি রাগ ।

তবে রাজা জিজ্ঞাসিল হয়। হরষিত ।
অদভুত কথা কহ শুক সুপণ্ডিত ॥
কোন মন্দ কর্ম তারা কৈল দুই জনে ।
নারদের ক্রোধ হৈল যাহার কারণে ॥
শক্র মিত্রি নাহি তাঁর নাহি নিজ পর ।
তবে কেনে তাঁর ক্রোধ হৈল এত বড় ॥
আপনে নারদ হঞা হেন শাপ দিল ।
কুবেরকুমার হয়। ঋক্যোনি পাইল ॥
শুক ব্রহ্মা শুনি তবে রাজার বচন ।
আদি হৈতে কহে তার যত বিবরণ ॥
কুবেরভনয় তার রক্ত-অশ্রুচর ।
আজ্ঞা দিল। তা-সত্যে চর মহেশ্বর ॥
তোমরা রক্ষক থাক এই তপোবনে ॥
এই বন রক্ষা কর আমার আরাধনে (১)
শিবের আজ্ঞায় তারা থাকে সেই বনে ।
নিরবধি ক্রীড়া করে তারা দুই জনে ॥
শঙ্করের ক্রীড়াবন কৈলাসনিকটে ।
দুই ভাই থাকে তথা মন্দাকিনীতটে ॥
বাঙ্কনী মদিরা পান করে নিরন্তর ।
বৃষিতলোচন মহা মন্তকলেবর ॥
দ্বিবা নারীগণ সঙ্গে কুসুমিত বনে ।
নিরবধি ক্রীড়া করে তারা দুই জনে ॥
একদিন গজাঙ্গলে পরবেশ করি ।
দুই ভাই ক্রীড়া করে লঞা দিবা নারী ॥
মহামন্ত গজ যেন গজিনীর সঙ্গে ।
জলক্রীড়া করে দুই ভাই নানা রঙ্গে ॥
দৈবযোগে পৃথিবী করিয়া পর্যটন ।
হেনকালে তথা নারদের আগমন ॥
নারদে দেখিয়া যত বিবসনা নারী ।
বসন পরিল তারা শাপ-শঙ্কা করি ॥
তাঁরা দুইই না কৈল বসন পরিধান ।
মহামদে অন্ধ তারা নাহি অবধান ॥
কুবেরের পুত্র হৈয়া শিবের কিঙ্কর ।
করিয়া মদিরা পান মন্ত এত বড় ॥
যে জন শ্রীমদে মন্ত হয় মৃত্যুমতি ।
সে যদি উত্তম হয় তম অধোগতি ॥

(১) পাঠান্তর,—

“তোমরা দোহেতে থাক এই তপোবনে ।

মোর প্রিয় বন রক্ষা কর চাই জনে ।”

বিভামদ কুলমদ হর্ষমদ হয় ।
তাহা হৈতে এত বড় বুদ্ধিভ্রম নয় ॥
যে রূপ শ্রীমদে হৈতে হয় বুদ্ধি নাশ ।
কেবল কুসঙ্গে হয় কুমতি প্রকাশ ॥
নারীগণ দ্যুতক্রীড়া হয় পানদোষ ।
এই পরকারে তার হয় মতিশোষ ॥
শ্রীমদ হইলে নানা শপথ করে ।
দেব-পিতৃযজ্ঞ-ছলে দন্ত অহঙ্কারে ॥
অনিত্য শরীর মানে অজ্ঞ অমর ।
পরহিংসা পরপীড়া করে নিরন্তর ॥
কিবা দেবদেহ কিবা নরকলেবর ।
তন্তকালে হয় সব ক্রিমি ভয় মল ॥
ইহার লাগিয়া যে পরের প্রাণ হয়ে ।
সে কিছু না জানে তব্ব অধোগতি পরে ॥
পরাদীন আপনে আপনা নাহি জানে ।
কেহ ভৃত্য করে কেহ অন্ন দিয়া কিনে ॥
কিবা বাপ মায়ের অধীন কথোকাল ।
কিবা বলবন্ত জনে করয়ে সংহার ॥
আপনে পুড়িয়া কিবা ভয় হয়। বায় ।
কিবা কাক কুকুর শৃগালে বেড়ি যায় ॥
সর্বকাল কলেবর পরের অধীন ।
আপন করিয়া তাহা মানে মতিহীন ॥
অজ্ঞবধ করে জীব দেহের কারণে ।
কুপণ্ডিত সজদোষে মর্ষ নাহি জানে ॥
ইহাতে দেখিএ আমি এই সে উপায় ।
এ হুয়ার মদভঙ্গ করিতে জুয়ায় ॥
যে জন শ্রীমদে অন্ধ হয় সর্বক্ষণ ।
দরিদ্রতা করি তার পরম অজ্ঞান ॥
দরিদ্র সকল দেখে আপন সমান ।
দরিদ্রতা হৈলে নহে ভিন্ন পর জ্ঞান ॥
যে জন জানিঞা থাকে কটকের ব্যথা ।
সে বলে কাহারে যেন না হয় সর্বথা ॥
দুঃখ পেয়া থাকে যদি পরদুঃখ জানে ।
পরদুঃখে দুঃখী কভু নহে সুখা জনে ॥
দরিদ্রতা হৈলে টুটে মনে অহঙ্কার ।
দরিদ্র জনের হয় সম ব্যবহার ॥
উপবাস আদি তার হয় মহাদুঃখ ।
সেই তপ হয় তার পরকালে সুখ ॥
দরিদ্রের কলেবর ক্ষুধায় শুখায় ।
আর কিছু নাহি বাপে অন্ন ব্যয় চায় ॥

সকল ইন্দিয়গণ টুটে ঘিনে ঘিনে ।
 হিংসা হেন নাম গর্ষ নাহি তার মনে ॥
 দয়িত্ব জনের হয় সাধু সমাগম ।
 সাধু সঙ্গে অপেষ বাসনা বিমোচন ॥
 তবে তার সেই হৈতে খণ্ডে ভববন্ধ ।
 এই দেখে হয় মুক্তিপদ স্থানন্দ ॥
 ভক্ত না চাহে ধন গর্ষিত আহার ॥
 চাহে মাত্র সাধুসঙ্গে হরিকথা সার ॥
 জানে ধমগর্ষ হিংসা আহার শৃঙ্গার ।
 কুপণ্ডিত সঙ্গে বার্ষ কাল যায় যার ॥
 তিন পুত্র কলত্রে উপেক্ষা যে করয় ।
 ধনি করিয়া তার কি অপেক্ষা হয় ॥
 কুবেরকুমার হৈয়া শিবের কিঙ্কর
 বান্ধণী মদিয়া পান করে নিরন্তর ॥
 আপনাকে না জানে আপনে বিবসন ।
 শ্রীমদেতে এত বড় হয় মতিভ্রম ॥
 এত বড় গর্ষ যেন দেখিলু দুহার ।
 বৃক্ষ হৈয়া ইহার রহক চিরকাল ॥
 দেবমানে এক শত বৎসর অন্তরে ।
 কৃষ্ণ সঙ্গ হৈব এই বৃক্ষকলেবরে ॥
 যোর অহু গ্রহ প্রভু অবশ্য করিব ।
 বাললীলা করি দুই বৃক্ষ উদ্ধারিব ॥
 তবে দিব্যকলেবর হৈব দুই জনে ।
 ভকতি লভিব দেবদেব নারায়ণে ॥
 এতেক বচন কহি ব্রহ্মার নন্দন ।
 বদরিকাশ্রম তীর্থে কৈলা আগমন ॥
 শ্রীনলকুবর মণিগ্রীব দুই জনে ।
 যমল অর্জুন বৃক্ষ হৈল সেই হনে ॥
 ভক্তপ্রধান মুনি ব্রহ্মার কুমার ।
 গোপাল পালিল বাক্য সত্য করি তাঁর ॥
 ধীরে ধীরে গেলা দুই বৃক্ষসন্নিধানে ।
 উদ্বৃথল টানি প্রভু কটরি বন্ধনে ॥
 বৃক্ষমাত্রে পরবেশ কৈলা বনমালী ।
 লাগিল পাখালি হুয়া গাছেত উখলী ॥
 কিঞ্চিৎ লাগিল মাত্র উখলী ঠেকলে ।
 দুই বৃক্ষ উফাড়িল সমূল বন্ধনে ॥
 মহাকম্প উপজিল শব্দ প্রচণ্ড ।
 ভূমিতে পড়িয়া বৃক্ষ হৈল খণ্ড খণ্ড ॥
 দুই বৃক্ষ হৈতে দুই পুরুষ প্রধান ।
 ঐষ্টিল সাক্ষাতে বেন আওনি সমান ॥
 দশ দিগ প্রকাশিল নিজ অজতেজে ।
 কম্প-নিবৃত্ত রূপ মহা সিদ্ধরাজে ॥

অখিলভূবনপতি দেবিয়া শ্রীহরি ।
 দণ্ডবৎ পরণাম কৈলা ভূষে পঙ্কি ॥
 প্রণতকঙ্কর শিরে মুড়ি দুই কর ।
 স্তুতি করে দুই মহাপুরুষ প্রবর ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগি পুরুষ পুরাণ ।
 পরিপূর্ণ ব্রহ্ম তুমি প্রভু ভগবান্ ॥
 আপনে আচ্ছাদ তুমি আপন মহিমা ।
 গুঢ় অবতার কর বিবিধ ভক্তিমা ॥
 এইরূপে কত কত কর অবতার ।
 অতুল বিক্রম বীৰ্য্য করহ প্রচার ॥
 সম্প্রতি করিবে সাধুজন পরিভ্রাণ ।
 অবতার কৈলে তুমি পূর্ণ ভগবান্ ॥
 নমো নমো নারায়ণ পরম কল্যাণ ।
 নমো বাসুদেব বিশ্ব মঙ্গলনিধান ॥
 অবধান কর যদি প্রভু নারায়ণ ।
 তোমার নিকটে কিছু করি নিবেদন ॥
 দেবঋষি নারদ তোমার অমুর ।
 আমি দুই ভাই হই তাঁহার কিঙ্কর ॥
 তাঁর অহুগ্রহে তোমা সনে দরশন ।
 বিনি সাধুপায় না হয় বিমোচন ॥
 বাণী গুণকথা কহে সত্ত্ব তোমার ।
 গুণকথা বিনে স্তুতি না শুনিব আর ॥
 নিরবধি কর্ম যেন করে দুই কর ।
 মন যেন তোমারে সন্তরে নিরন্তর ॥
 শিরে পরণাম কর অত্যন্ত চরণে ।
 দুই নেত্র রহে যেন সাধু দরশনে ॥
 সাধুজন কেবল তোমার কলেবর ।
 ভক্ত হৃদয়ে তুমি থাক নিরন্তর ॥
 এইরূপ স্তুতি কৈল দুই সহোদরে ।
 হাসিয়া উত্তর দিলা গোকুল ঈশ্বরে ॥
 পূর্ণব্রহ্ম ভগবান ওখলী বন্ধনে ।
 সন্তোষিলা তা-সত্যারে মধুর বচনে ॥
 পূর্বেই জানিয়া আমি সব বিষয়ণ ।
 শাপিলা নারদ মুনি যাহার কারণ ॥
 অহুগ্রহ করি মুনি শাপিলা তোমায়ে ।
 ধনমদ ধ্বংস করি কৈল প্রতিকারে ॥
 সাধুজন সমাচিত হরিপরায়ণ ।
 আমি দরশনে তাঁর না রহে বন্ধন ॥
 সূর্য্য দরশনে যেন আঁখির প্রকাশ ।
 সেইরূপ হয় তার ভববন্ধ নাশ ॥
 চল দুই ভাই তুমি আপন বসতি ।
 আমাতে লভিবে তুমি একান্ত ভক্তি ॥

এ বোল শুনিঞা দুই কুবেরকুমার ।
পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ কৈলা নমস্কার ॥
আজ্ঞা শিরে ধরিয়া চরণে ধরি মন ।

চলিলা উত্তর দিগে কুবেরভবন ॥
ভক্তিরস কল্লভক গদাধর তান ।
ভাগবত আচাৰ্যের মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়ৈ বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে
দশবোধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায় ।

শ্রীরাগ ।

শুক মুনি বলে তবে শুন শ্রুপবর ।
উকাড়িল দুই বৃক্ষ মহা ভয়ঙ্কর ॥
নন্দ আদি গোপগণ শব্দ শুনিঞা ।
স্বরাহরি গেল তথা প্রমাদ গণিঞা ॥
যমল অর্জুন বৃক্ষ ওথা পড়ি আছে ।
ক্রমিতে লাগিলা সতে বেচি তার কাছে ॥
কিহুপে পড়িল বৃক্ষ না দেখি কারণ ।
চৌদিকে বেচিয়া গোপ করয়ে ভ্রমণ ॥
দুই বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িল কি কারণে ।
এত বড় উৎপাত করিল কোন জনে ॥
চিন্তিতে লাগিলা গোপ না জানিঞা বর্ষ ।
শিশুগণ বলে এই বালকের কর্ম ॥
আগে যায় ছাওয়াল ওখলি টানে পাছে ।
টেড়ি হৈয়া ওখলি লাগিল দুই গাছে ॥
ভাঙ্গিয়া পড়িল বৃক্ষ হৈয়া দুই পাশ ।
মধ্যে আছে শিশু কিছু না পায় সন্ধান ॥
দুই বৃক্ষ হৈতে দুই পুরুষ উঠিয়া ।
জ্ঞাত করি গেল তারা অন্তরীক হিয়া ॥
শুনিঞা প্রত্যয় নেল শিশুর বচনে ।
কেহ কেহ সন্দেহ ভাবিল মনে মনে ॥
কটিতটে দাঁদাড়ি ওখলি বন্ধনে ।
হামাগুড়ি দিয়া করে জীলায় গমনে ॥
নন্দগোপ পুত্রে দেখি হাসিতে লাগিল ।
বন্ধন ছাড়িয়া নন্দ পুত্রে কোলে নিল ॥
যমল অর্জুন ভক্ত গোপালচরিত্র ।
কহিলুঁ তোমাংরে রাজ্য জগৎ-বিভ্র ॥
এখানে কহিব আর নানা বালকেলি ।
সাবধানে শুন রাজ্য কুম্ভকর ধরি ॥
কোন ক্ষণে গোপী মেলি দিয়া করতালি ।
নাচ নাচ বলিতে নাচয়ে বনমালী ॥
কহে গোপী বলে বাপা গাও দেখি শ্রীত ।
কিছুই না জানে যেন গায় গুলজিত ॥

কাঠের পুস্তলী যেন কুহকী নাচায় ।
পূর্ণব্রহ্ম লঞা গোপী আনন্দে খেলায় ॥
কেহ বলে হের বাপু আন পীড়িখান ।
কেহ বলে হের-আন পাছুকা উদ্যান । (১)
সেইক্ষণে রত দিয়া তার কাছে যায় ।
পড়িতে উঠিতে গিয়া আনিঞা যোগায় ॥
কেহ বলে বড় করি দেহ বাহুটান ।
মালসাট মারি বাপু হও আগুয়ান ॥
যে যে কর্ম বলে গোপী সেই কর্ম করে ।
ভক্ত অধীন প্রভু শিশুলীলা করে ॥
ভক্তবশ হয়্য হরি ভক্তেরে বুঝায় ।
ভক্তের অধীন প্রভু আপনা দেবায় ॥
শিশুলীলা করে প্রভু আপনে ঈশ্বর ।
ব্রজপুরে আনন্দ বাচায় নিরন্তর ॥
ফল লঞা আইল এক ফলের পসারী ।
ফল কিন করিয়া ডাকিল উচ্চ করি ॥
সর্বফলদাতা প্রভু ফলের কায়ে ।
ধাঙ্গ লয়া সত্বরে চলিলা সেইক্ষণে ॥
ধাঙ্গ লয়া পেলিয়া পাতিল দূর কর ।
ফল দেহ বলিয়া মাতিলা গদাধর ॥
ফলবিজ্ঞপ্তি দেখি আনন্দিত চিতে ।
অঞ্জলি ভরিয়া ফল দিল হরষিখে ॥
রতনে পুরিল তার ফলের পসার ।
এইরূপে করে প্রভু বালক বিহার ॥
যমুনায় জলে প্রভু করে বাললীলা ।
ত্র শিশুগণ সঙ্গে করে নানা খেলা ॥
খেলাসে রহিলা গোবিন্দ হলধর ।
ডাক দিলে ছাওয়াল না আইসে নিজ ঘর ॥ (২)

(১) উদ্যান, অর্থাৎ আদ্যাকাশি মানপাত্র ভেল ।

(২) অতঃপুঁথির পাঠ, — “ডাকিয়া আনিতে শিত
না আইসে ঘর ।”

যশোদা পাঠায়্যা দিল রোহিণী স্নানরী ।
 যমুনায় ফুলে গিয়া দেখে বনমালী ॥
 শিশুগণ লঞা কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে ।
 শিশু খেলা খেলে প্রভু নানা রস রঙ্গে ॥
 আইস আইস যোর প্রাণ বিলম্ব না কর ।
 মায়ে ডাক পাড়ে কেন বচন না ধর ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রাণেশ্বর কমললোচন ।
 কোলে করি আইস বাপ পিয়সিঞা স্তন ॥
 ভাত আসি ঋণ বাপু না খেলিহ খেলা ।
 খেলারকে না জান বিস্তর হৈল বেলা ॥
 হে রাম রোহিণীসুত কুলের নন্দন ।
 প্রভাত সময়ে বাপু কর্যাছ ভোজন ॥
 শ্রম বড় হৈল বাপু না খেলিহ খেলা ।
 কৃষ্ণ লঞা ঘরে আইস ছাড় শিশু মেলা ॥
 চলরে ছাওয়াল ভোরা যাহ ঘরাঘরি ।
 ধুলায় ধূসর যোর রাম বনমালী ॥
 ঝাট করি আইস বাপু করাই মজ্জন ।
 জনমনক্ষয় আজি আছয়ে কারণ ॥
 স্নান করি গোদান করাহ দ্বিজগণে ।
 বন্ধুগণে ভোজন করাহ অন্নপানে ॥
 দেখ দেখ তোমার সঙ্গের শিশুগণে ।
 মায়ে কর্যায়াছে ভাদে মজ্জন ভোজনে ॥
 বসনে ভূষণে অঙ্গ করিয়া সাজন ॥
 খেলায় ছাওয়াল ভাথে নাহি পাত মন ॥
 তুমিহ আসিয়া ঘরে স্নান দান কর ।
 ভোজন করিয়া অঙ্গে দিব্য বেশ ধর ॥
 তবে তুমি খেলাহ যতেক ইচ্ছা কর ।
 মায়ে বচনে বাপু বিলম্ব না কর ॥
 সমস্ত মন্তকমণি প্রভু হবীকেশ ।
 দেখিয়া যশোদাদেবী নিল শিশুবেশ ॥
 রতন পাচনী করে শিরে উড়ে নেত ॥ (১)
 নানা ক্রীড়া পরিচ্ছদ করিয়া সাজন ।
 বৎস রাখে রামকৃষ্ণ সঙ্গে শিশুগণ ॥
 খেণে বেণু বাজায় বালকগণ সঙ্গে ।
 পেলা পেলি করিয়া ক্ষেপণি (২) খেলে রঙ্গে ॥

পাঠান্তর।—

(১) “পীতবাস পরিধান ককে সিন্ধা আছে । রতন
 পাচনী করে শিরে শিখিগুচ্ছে ।”

(২) লোষ্ট্রাদি ক্ষেপণ যন্ত্রভেদ । চলিত ভাষায় ‘ফিল্ডে’,
 ‘পাটাল-ঝিকি’, ‘ফিন্টুল’ প্রভৃতি বলিয়া থাকে । কেহ
 কেহ ‘ক্ষেপণ’-এর অর্থ ‘লাঠি’ও করেন ।

চরণে চরণে ক্ষণে করে পেলাপেলি ।
 অঙ্গে অঙ্গে ক্ষণে প্রভু করে ঠেলাঠেলি ॥
 বৃষরূপ ধরিয়া বুকের ছাড়ে ডাক ।
 দুই দুই যুগ্মযুগ্ম বাচে অমুরাগ ॥
 যত জন্তু জীব বৈসে বন উপবনে ।
 ডাক দিয়া আনে প্রভু প্রতি জনে জনে ॥
 নিঃস্রব শুনিঞা সকল জন্তু মিলে ।
 সেই লীলাগতি করি তারি সঙ্গে খেলে ॥
 এইরূপে বাছুর চরায় শিশু সঙ্গে ।
 নানা শিশুকলি প্রভু করে নানা রঙ্গে ॥
 হেনকালে এক দৈত্য বৎসরূপ ধরে ।
 অলক্ষিতে প্রবেশিল বৎসের ভিতরে ॥
 সকল জানেন প্রভু সর্বজ্ঞ শেখর ।
 বলরামে তবে দেখাইল গদাধর ॥
 ধীরে ধীরে তার কাছে গেলেন শ্রীহরি ।
 বাম হাথ দিয়া পাছা দুই পায়ে ধরি ॥
 আকাশে তুলিয়া অমাইল সাত বার ।
 সেই মতে জীবন ছাড়িল চুরাচর ॥
 পাক দিয়া পেলাইল কপিথ উপরে ।
 ভাজিল কপিথ বন তার অঙ্গ ভরে ॥
 সাধু সাধু করিয়া বাধীনে শিশুগণে ।
 দেখিয়া বিস্মিত হৈল তত্ত্ব পাইল মনে ॥
 তুষ্ট হৈয়া দেবে কৈল পুষ্প বরিষণ ।
 আকাশে বাজিল শব্দ দুর্লভ বাজন ॥
 এইরূপে নানা লীলা করে যদুয়ার ।
 বৎসপাল ক্ষেত্র প্রভু বাছুর চরায় ॥
 সর্বলোক-পালক সকল লোক-গতি ।
 গোপরূপে বাছুর চরায় সুরপতি ॥
 প্রভাত সময়ে প্রভু খায় দধিভাত ।
 বাছুর চরায় বনে ঐত্ববননাথ ॥
 শিশু সঙ্গে বাছুর চরায় একদিনে ।
 কালিন্দী নিকট তট কুমুদত বনে ॥
 চালায়া আনিল বৎস গোধ (১) সন্ধান ।
 যৎসগণে দিয়া পানি কৈল জল পান ॥
 এক গোটা মহা প্রাণী পর্বত আকার ।
 দেখিয়া লাগিল শিশুগণে চমৎকার ॥
 বকাসুর নাম তার বক্ররূপ ধরে ।
 আসিয়া গোবিন্দে ধরি গিলিল সত্ত্বরে ॥
 তা দেখিয়া সব শিশু হৈলা অচেতন ।
 প্রাণ বিনে যেরূপ ইঞ্জিয় তহু মন ॥

(১) পর্বত ।

ত্রিজগৎ শুকু প্রভু ত্রিজগৎ পিতা ।
 গোপবেশ ধর প্রভু সর্ব ফলদাতা ॥
 বকাস্বর ভালমূল দহিল অন্তরে ।
 পুড়িয়া ময়য়ে বক সহিতে না পারে ॥
 আথে বেথে উগারিয়া পেলিল গোপাল ।
 দুই চোঁট বেলিয়া আইসে আরবার ॥
 দুই হস্ত দিয়া প্রভু দুই ওষ্ঠ ধরি ।
 বিদারিয়া দুই খান কৈল লীলা করি ॥
 সাধুজন-গতি প্রভু খল বিদারণ ।
 বকরূপ ছুই দৈত্য কৈল নিপাতন ॥
 বিধানে থাকিয়া দেখে সুর সিদ্ধগণে ।
 জয় জয় শব্দ উঠিল ত্রিভুবনে ॥
 পারিজাত-কুম্ভ নন্দনবন-মালা ।
 কৃষ্ণের উপরে হৈল পুষ্পবৃষ্টি ধারা ॥
 আনন্দমুখি (১) শব্দ বিবিধ বাজন ।
 বিবিধ স্তবন কৈল সুর মুনীগণ ॥
 বকাস্বর মুখ হৈতে লভিয়া শ্রীহরি ।
 বস্ত্রিয়া উঠিল (২) শিশু ভয় পরিহরি ॥
 প্রাণ আইলে যেন দেহ মন সচেতন ।
 পুত্র হেন মানিঞা ধরিয়া দুই করে ।
 স্বাম-কৃষ্ণ লঞা দেবী গেলা নিজ পুরে ॥
 পুত্র-স্বহোৎসব করে পরম আনন্দে ।
 এইরূপ লীলা প্রভু করে নানা ছন্দে ॥
 এক দিন বুদ্ধ গোপ একত্রে মিলিয়া ।
 মন্ত্রণা করয়ে গোপ-সভাতে বসিয়া ॥
 বুদ্ধ এক গোপ তাথে উপনন্দ নাম ।
 বয়েসে জ্ঞানেতে তেঁহ সভার প্রধান ॥
 বেশ কাল তত্ত্ব তিঁহ জ্ঞানেন সকল ।
 সুবুদ্ধিশেখর রাম-কৃষ্ণ-প্রিয়কর ॥
 কহিতে লাগিল। তেঁই মহামতিমান ।
 আমার বচনে সভে কর অবধান ॥
 মহাবনে রহিতে উচিত নহে আর ।
 নানা উৎপাত আসি মিলে বারবার ॥
 গোবুলের রক্ষা চাহ রাম কৃষ্ণ হিত ।
 এখায় রহিতে তবে না হয় উচিত ॥
 পুতনারাক্ষসী আইল মারিতে কৃষ্ণেরে ।
 তাহাতে কেবল কৈলা ঈশ্বর উদ্ধারে ॥
 ভাগ্যে না পড়িল শিশু উপরে শকট ।
 ঈশ্বররূপারে সেই তরিল সঙ্কট ॥

চক্রবাক্তে নিল শিশু আকাশে ছুটিয়া ।
 শিলার উপরে লঞা পেল আছাড়িয়া ॥
 ভাগ্যে তাথে রক্ষা কৈল অষ্ট লোকপাল ।
 কৃষ্ণ পড়ি ছাওয়াল না মৈল ভাগ্য ভাল ॥
 এইরূপ কত কত গড়এ উৎপাত ।
 কেবল ঈশ্বর রক্ষা করেন সাক্ষাৎ ॥
 যাবৎ প্রমাদ যোদে এথা নাহি ঘটে ।
 তাবৎ ছাওয়াল লঞা চল যাই ঝাটে ॥
 বৃন্দাবন নামে বন নবীন কানন ।
 বহুবিধ ফল ফল পরম শোভন ॥
 নব ফুল উপবন সুশীতল জল ।
 পুণ্য গিরি নদ নদী পুণ্যসরোবর ॥
 আজি চলি যাই তথা হেন লয় মনে ।
 গোপন চলুক আজ্ঞা দেহ গোপগণে ॥
 শকট আশ্রয় শীঘ্র সুসজ্জ করিয়া ।
 সবদ্ধ বান্ধবে চল শকটে চটিয়া ॥
 কহিলু কুশল যজ্ঞ যদি আজ্ঞা ধর ।
 শীঘ্র করি চলি চল বিলম্ব না কর ॥
 এ বোল শুনিঞা যত গোপগণ মেলি ।
 উপনন্দে বাখানিলা সাধু সাধু বুলি ॥
 দিব্য পরিচ্ছদে কৈল শকট সাজনি ।
 নানা অস্ত্রশস্ত্রে কৈল অস্ত্রের কাঁহনি ॥
 বৃদ্ধবাল নারীগণ শকটে তুলিয়া ।
 চলিলা গোয়ালা সব শকট চালায়া ॥
 যত যত গোয়াল আছিল বলীয়ার ।
 ধনুশর লঞা তারা হৈল আশুসার ॥
 তুম্যঘোষ করি গোপ চারিপাশে ফিরে ।
 কেহ শিলা পুরে কেহ বীরদর্প করে ॥
 হুলু হুলু (১) শব্দ করিয়া গোপ ধায় ।
 বিবিধ আনন্দ করি গোপগণ যায় ॥
 গোপীগণ বিবিধ ভূষণ বস্ত্র পরি ।
 কৃষ্ণলীলা গায় গোপা নিজ রথে চটি ॥
 মধুকণ্ঠী ব্রজনারী সুমধুর গায় ।
 যশোদা রোহিণী স্তনি মহা সুখ পায় ॥
 যশোদা রোহিণী এক শকটে চটিয়া ।
 দীপ্ত করে রাম কৃষ্ণ দুই পুত্র লঞা ॥
 বৃন্দাবনে গিয়া গোপ কৈলা পরবেশ ।
 জয়িল সভার চিহ্নে আনন্দবিশেষ ॥
 ব্রজপুর নিরমিল করিয়া মন্ত্রণা ।
 অর্ঘ্যচক্রে কৈল যেন শকটে রচনা ॥

(১) ঝড় ঢাক ।

(২) জীবন পাটল ।

(১) পাঠান্তর,—“জয় জয়” ।

এইরূপে গোপগণ রহিল আনন্দে ।
 রাম-কৃষ্ণ খেলায় বালকগণ সনে ॥
 বনুনা পুলিন বৃন্দাবন তরুগিরি ।
 দেখিয়া সন্তোষ পাইলা রাম-বনমালী ॥
 বহুবিধ বালক্রীড়া করে দিনে দিনে ।
 এইরূপে পীরিতি বাঢ়ায় গোপীগণে ॥
 হেনকালে কোন লীলা করে হৃষীকেশ ।
 বাছুর রাখিতে পারে ধরে হেন বেশ ॥
 নিকটে যমুনাতট নব উপবন ।
 ব্রজশিশু সঙ্গে বৎস রাখে নারায়ণ ॥
 বিবিধ রতন মণি বিভূষিত অঙ্গ ।
 সমবেশ মধুর মুরতি শিশু সঙ্গ ॥
 পীতবস্ত্র পরিধান কক্ষে শিখা বেত ।
 সেইরূপ কৃষ্ণ পেয়া জীয়ে শিশুগণ ॥
 আলিঙ্গন দিয়া শিশু শ্রীমুখ নেহালে ।
 চৌদিকে বেঢ়িয়া জয় জয় শব্দ বলে ॥
 কৃষ্ণ লঞা ব্রজপুরে চলিলা সত্তর ।
 গোপগণে বিবরণ কাঁহিল সকল ॥
 বিনয় ভাবিয়া গোপগোণীগণে শুনি ।

ব্রজপুরে সকল হইল জানা জানি ॥
 সৰ্বলোক আসিয়া দেখিল গদাধরে ।
 আনন্দ উৎসব হইল পুরের ভিতরে ॥
 দেখ-দেখ অদভূত শিশুর প্রভাব ।
 কত কত মৃত্যু আসি করয়ে উৎপাত ॥
 নিজ নিজ পাপে তারা সব মরি যায় ।
 পুণ্যকালে সন্তে শিশু সৰ্বত্র বেড়ায় ॥
 যোরতর দৈত্য সব আইসে মারিবারে ।
 আশুনে পতজ যেন যাই পুড়ি মরে ॥
 অসত্য নহিল কিছু গর্গের বন ।
 পর্গ যে কহিলা সেই দেখিএ লক্ষণ ॥
 জন্মিল কেবল মহাপুরুষ সাক্ষাৎ ।
 মহাপুরুষের কত নহে উৎপাত ॥
 নন্দ আদি গোপগণে এই কথা কহে ॥
 নিরন্তর পরম আনন্দ-চিত্তে রহে ॥
 কহে রঘু পণ্ডিত গোবিন্দ-গুণগান ।
 কৃষ্ণকথা শুনি তাই ছেয়া সাবধান ॥
 রঘুনাথ পণ্ডিতের মধুরস ভাষা ।
 কৃষ্ণগুণ শুনি তাই কৃষ্ণে দেহ আশা ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
 সংহিতায়াং বৈষ্ণবিক্যাং দশমস্কন্ধে
 একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

চাদশ অধ্যায় ।

বরাড়ী—দীর্ঘচন্দ ।

একদিন কৈলা মনে ভোজন করিবে বনে
 গাও তুলি প্রভাতবে বিধানে ।
 শিক্ষায় করি হরি, গোপশিশু সঙ্গে করি
 চলি গেলা বৎস লয়া বনে ॥
 লক্ষ লক্ষ শিশুগণ সম-বেশ-বিভূষণ
 শিক্ষাবেশে বিষ্ণাস কাড়িয়া ॥
 সহস্রেক মাছি টুটি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি
 চলে শিশু বৎসগণ লৈয়া ॥
 কৃষ্ণ বৎস রাখে যত ব্রহ্মার লেখি কত
 লেখিতে কে পারে তার অন্ত ॥
 বৎস ধুধু করি একত্রে সকল মেলি
 বৎস রাখে করিয়া আনন্দ ॥
 বিবিধ বালক লীলা বহুবিধ শিশুখেলা
 বহু ভাঁতি খেলে শিশুগণ ।

প্রবাসে কুম্ভায় ফল মন ধাতু বন দল
 করি শিশু অক্কেয় ভূষণ ॥
 কেহ শিক্ষা করে চুরি কেহ পেলে দূর করি
 পুন দেই হাসিয়া হাসিয়া ।
 কৃষ্ণ যদি থাকে দূরে দেখ্যা দেখ্যা শিশু চলে
 পুন আইসে কৃষ্ণ পরসিয়া ॥
 যুক্রি সে সন্তান আগে পরশিলু তোমা এবে
 এইরূপে আনন্দে বিহরে ।
 কেহ শিক্ষা বেণু পুরে কেহ ভূজয় করৈ
 কোকিল শব্দ কেহ করে ॥
 কেহ দেখি পাখি ছায়া তার সঙ্গে যায় যায়
 হংস দেখি হংসের গমন ।
 বক দেখি বকবৎ কেহ হয় ধ্যানরত
 কেহ ধরে ময়ূর পেশব ॥

বানরের পুচ্ছ ধরি কেহ টানটানি করি
 বানরে টানিয়া তুলে গাছে ।
 বানর আকৃতি ধরে সে রূপ ক্রকুটি করে
 লক্ষ লক্ষ যার তার পাছে ॥
 বেদের আকার ধরি যার নদীজলোপরি
 শব্দ করয়ে উচ্চ করি ।
 তার ঐতিহ্যনি শুনি বলে শিশু নানা বাণী
 ধর মার বলি দেই গারি ॥
 জন্ম কোটি কোটি ধরি নানা পুণ্যপুঞ্জ করি
 কৃষ্ণ লয়্যা খেলে শিশুগণে ।
 দেখে ব্রহ্মজ্ঞানী সব ব্রহ্মা স্মৃৎ অনুভব
 সাক্ষাত সাহার দরশনে ॥
 ভক্তগণ শ্রেয়সুখে ইষ্টদেব গুরুরূপে
 সাক্ষাৎ দেখিয়া মুক্তিমান ।
 যারাপ্রতি নরলোকে কেবল মাছুষরূপে
 দেখে হরি আনন্দ-বিধান ॥
 লক্ষ কোটি জন্ম ধরি চিন্তা নিরোধন করি
 তপ যোগ সমাধি করিয়া ।
 যার পদধূলিকণে না লভে যোগেশ্বরগণে
 খেলে শিশু হেন কৃষ্ণ লঞা ॥
 কি ভাগ্য বর্ষিষ তার কৃষ্ণ হেন সখা যার
 ধৃত ব্রজবাসী গোপগণ ।
 এইরূপে শিশু মেলে বিবিধ কৌতুক করে
 দৈত্য আসি দিল দরশন ॥
 তার নাম অবাসুর মহাদুর্ষ্ট ঘোরতর
 কৃষ্ণলীলা দেখিতে না পারে ।
 সুরগণ সুরপুরে চমকিত যার ডরে
 নিরস্তর হিড় অঙ্গারে ॥
 কংসের আদেশ পায়্যা অঘাসুর আইল ধায়্যা
 আজি কৃষ্ণ বধিষু সগণে ।
 পুতনা ভগিনী যোর জ্যেষ্ঠ ভাই বকাসুর
 এই কৃষ্ণ মারিল আপনে ॥
 ভাই ভগিনীর ধার সুরধিবার পরকার
 বৎস শিশু করি তৃণ জল ॥
 ভূর্ণ করিষু যদি সাধিষু সকল সিদ্ধি
 ব্রজবাসী মারিব সকল ॥
 পুত্রগন্ত প্রাণ যার পুত্রে দেহ মন তার
 পুত্রে বিনে না রহে জীবন ।
 বৎস শিশুসহ হরি যদি মারিবারে পারি
 তবে তথা বৈল গোপগণ ॥
 এই মনে বুদ্ধি করি সর্পকলেবর ধরি
 বোজনের দীঘল বিস্তার ।

শ্রেহরের পথ বুড়ি পড়িল মুখান মেলি
 বেন মহাপরুত আকার ॥
 বৎস বালকের সহে কৃষ্ণ গিলিবারে চাহে
 এই আশা দুর্ভয়তি ধরে ।
 এক ওষ্ঠ ক্ষিতি পরে আর ওষ্ঠ অঘরে
 গিরিগুহা মুখের ভিতরে ॥
 বিকট দশন-পীতি পরুত-আকার ভীতি
 উদর ভিতরে অন্ধকার ।
 জিহ্বা গোটা পথে মেলে ঘন ঘন খাস ছাড়ে
 বেন খর পবন সঞ্চার ॥
 দেখি গোপশিশুগণে অপক্লপ বৃন্দাবনে
 দৃষ্টান্ত করিয়া কথা কহে ।
 কহ দেখি মিত্রগণ গিলিবারে করে মন
 কিবা এক মহাপ্রাণী রহে ॥
 যেখ খান দেখি যেন রবি জলে রাজা হেন
 ভিতরে দেখিএ অন্ধকার ।
 ধরতর বহে বাত যেন ঘন খাসপাত
 দেখি বেন জন্তু ছুরাচার ॥
 যদি আমি সব মেলি ভিতরে প্রবেশ করি
 তবে যদি করয়ে গরাস ।
 তমু ভর না করিব এই পথ দিয়া বাব
 বকবৎ হৈহ হৈব নাস ॥
 এতেক বচন বলি দিয়া দৃঢ় করতালি
 হাসি কৃষ্ণসুখ নিরখিয়া ।
 নিজ বৎসগণ লয়্যা প্রবেশ করিল গিয়া
 কেহ না বুঝিল তার যার ॥
 না জানিয়া শিশুগণে সত্য কৈল মিথ্যাভাণে
 চিন্তে প্রভু এই মনে মনে ।
 বৎস শিশু না মরিব দৈত্যের সংহার হৈব
 হেন বুদ্ধি করিব এখনে ॥
 অঘাসুর মহাবলী কৃষ্ণের বিলম্ব করি
 না গিলিল কবিতা সন্ধান ।
 কৃষ্ণ পরবেশ কৈলে উদর ভিতরে গেলে
 তবে সে চালিব মুখান ॥
 সকল-অভয়দাতা অখিল ভুবন-পিতা
 মনে মনে ভাবিল শ্রীহরি ।
 দৈত্যের হরিব প্রাণ, বালকের পরিজ্ঞাণ
 দুই কর্ম কোন বৃদ্ধে কার ॥
 অশেষ কল্পপাসিদ্ধ অখিল জগৎবদ্ধ
 দৈতামুখে করিলা প্রবেশ ।
 রহিয়া বেদের আড়ে দেবগণ চাহে ডরে
 করে হাহা শব্দ বিশেষ ॥

হাসে দুট দৈত্যগণ ব্যাকুলিত সাধুজন
 ত্রিভুবনে হৈল হাহাকার ।
 জারিয়া করিষ চুর মনে ভাবে অবাশ্বর
 মুখান মুদিল দুরাচার ।
 প্রভু কোন কর্ম করে বাড়িতে লাগিলা গলে
 নিরোধিল এ দশ দুয়ার ।
 নড়িতে চড়িতে নারে ছটকটি করি মরে
 উলটিল নয়ন বিশাল ॥
 সকল শরীর পুরি পবন বাড়িল তরি
 ব্রহ্মরক্ষ কুটিয়া ছুটিল ।
 কুপাদৃষ্টি করি হরি মরা ঝঁৎস শিশু তুলি
 মুখপথে বাহিরে আনিল ॥
 সর্প-কলেবর জ্যোতি আকাশমণ্ডলে উঠি
 দশ দিগ প্রকাশ করিয়া ।
 আগিব বাহিরে হরি রহিল বিলম্ব ধরি
 সুরগণ বিস্মিত দেখিয়া ॥
 শ্রীহরি বাহির হৈল কৃষ্ণদেহে প্রবেশিল
 তিনলোকে দেখিল সাক্ষাৎ ।
 আনন্দিত সুরগণ কৈল পুষ্প বরিষণ
 স্তুতি ভক্তি কৈল দণ্ডপাত ॥
 সুরবধুগণ নাচে বিবিধ বাজনা বাজে
 গজকর্ক কিয়রে গায় গীত ।
 ব্রাহ্মণে মজল পড়ে স্তাবকে স্তবন করে
 ত্রিভুবন হৈল আনন্দিত ॥
 গীতবান্ধ স্তুতিবাণী ব্রহ্মলোকে গেল ধ্বনি
 ব্রহ্মা শুনি আইলা সেইক্ষণে ।
 আকাশমণ্ডলে থাকি প্রভুর মহিমা দেখি
 বিস্ময় ভাবিলা মনে মনে ॥
 শুন রাজা পরীক্ষিৎ বুঝাবনে অদভূত
 পষ্ট হৈল সর্প-কলেবর ।
 শুখায়া রহিল বনে ক্রীড়া-করে শিশুগণে
 চিরদিন তাহার ভিতর ॥

এ সব কুমারকালে কৈলা কর্ম দায়োদরে
 পৌগণ্ডে কহিল শিশুগণে ।
 অবাশ্বর বধ করি বৎস শিশু রক্ষা করি
 আজি হরি আনিলা এখনে (১)
 এ কোন বিচিত্র কথা অধিল জগৎ পিতা
 শিশুবেশে পুরুষ পুরাণ ।
 অব হেন দুরাচার অজ পরশিরা বার
 আশ্বসাৎ পায় বিস্তমান ॥
 যার অজ মুক্তি ধরি সঙ্কৎ দ্বন্দ্বেরে করি
 মনোময়ী করিয়া চিস্তনে ।
 মহাভাগবত সব পাইল পয়স পদ
 হেন প্রভু বধা বিস্তমানে ॥
 রাজা বিষ্ণুরতি শুনি পরম বিস্ময় গনি
 জিজ্ঞাসিল মুনীর চরণে ।
 কুমার কালের কর্ম কেহ না আনিল ধর্ম
 পৌগণ্ডে কহিল শিশুগণে ॥
 এত বড় কুতূহল কহ গুরু বোগেশ্বর
 বিষ্ণুমায়া বিনে নহে আন ।
 আমি-সব নরাধম তমু হৈনুঁ মত্ততম
 হরিকথামৃত করি পান ॥
 রাজার বচন শুনি বাহু পাসরিল মনি
 আনন্দে পুরিল কলেবর ।
 ক্ষণেক অবধান করি চাহিল নয়ান মেলি
 তবে দিল রাজারে উত্তর ॥
 অবাশ্বর-বিনাশন বৎস-শিশু-উদ্ধারণ
 গোপাল চরিত্র পুণ্য কথা ।
 ভাগবত-আচার্য্য কহে শুনিলে হুসিত মহে
 পরম মজল গুণ গাথা ॥

(১) "এতৎ কৌমারজঃ কর্ম হরেবান্ধাঃ-মোকশম্ ।
 মৃত্যোঃ পৌগণ্ডকে বালা দৃষ্টে চুবিমিতা বজে ॥"

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং
 সাহিত্যাস্তাং বৈয়াক্যং দশমস্কন্ধে
 প্রেমভরজিণী দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

তুড়ি রাগ ।

সাধু সাধু মহাভাগ ধন্য নরেশ্বর ।
 নিরমলমতি তুমি ভকতশেখর ॥
 নিরবধি - রিকথা শুন সাবধানে ।
 তমু নব নব তুমি কর অমুক্ষণে ॥
 শীতলজন যেবা হর চিন্তে ধরে সার ।
 শ্রুতি বাণী চিত্ত হরিপদ গত যার ॥
 কৃষ্ণ কথা নব নব করে অমুক্ষণে ।
 শ্রীর কথা শুনে যেন শ্রীজিত জনে ॥
 গুহ্য কথা কহি রাজা শুন সাবহিতে ।
 প্রিয় শিষ্য গুহ্য কথা না করি গোপতে ॥
 কহিব পরম গুহ্য শুন সাবধানে ।
 অপকূপ নাট্যলীলা কৈলা নারায়ণে ॥
 অঘাসুর মুখ হৈতে বৎস শিশুগণ ।
 বাহির করিয়া আনি নন্দের নন্দন ॥
 যমুনা-পুলিন-বনে নিল সেইক্ষণে ।
 হাসিয়া কি বলে তবে মধুর বচনে ॥
 দেখ-দেখ তাই সব রম্য নদীতীর ।
 কোমল বালকাতট নিরমল নীর ॥
 প্রফুল্ল কমলগন্ধ ভ্রমর বাক্যর ।
 জলচর কোলাহল শব্দ সবার ॥
 ধ্বনি পতিধ্বনি বিলসিত ক্রমজাল ।
 এথা রহি আমি-সব করিব বিহার ॥
 বেলি দুই গুহর ভোজন করি আগে ।
 পাছে খেলাইব খেলা হেন মনে লাগে ॥
 জল পিয়া বৎসগণ চক্কর সজ্জাবে ।
 আমি-সব ভোজন করিব হাস্তরসে ॥
 কৃষ্ণের বচন শুনি গোপশিশুগণে ।
 জল পান করিয়া বাছুর দিল বনে ॥
 শিক্যা মুকুলায়া (১) শিশু বসিলা ভূজিতে ।
 মাঝে কৃষ্ণ বসিলা বালক চারিতিতে ॥
 চৌদিকে বালকগণে রচিল মণ্ডল ।
 বিকসিত মুখপদ্ম নয়নকমল ॥
 বিবিধ মণ্ডল জাল করিয়া রচন ।
 সম্মুখে ত্রীমুখ দেখে সব শিশুগণ ॥
 চৌদিকে কমল দল মাঝে কর্ণিকাব ।
 সেইরূপে শোভে ব্রজ শিশু পাটোয়ার ॥

কেহ পুষ্প দিল কেহ পল্লব অকুর ।
 কেহ শিল গাছছাল আনে ফল মূল ॥
 কেহ শিক্যা মেলিয়া ভোজন পাত্র করে ।
 ভোজন করিয়া শিশু আনন্দে বিহরে ॥
 আপন আপন পাত্র সতেই প্রাশংসে ।
 কেহ কার পাত্র দেখি করে উপহাসে ॥
 কেহ হাসে তারে কেহ হাসিয়া হাসায় ॥
 কেহ কারো মুখ চাহি অঙ্গুলি দেখায় ॥
 ঠঠর পটেতে বেণু শিলা বৈজ্ঞ কাঁথে ।
 বাম হস্তে কোমল কবল ধরি রাখে ॥
 অঙ্গুরির মাঝে মাঝে রাখয়ে ব্যঞ্জন ।
 মাঝে নন্দমুখ হরি পাশে শিশুগণ ॥
 হাস্ত পরিহাসে প্রভু বালকে হাসায় ।
 আকাশরঙলে থাকি সুরগণে চায় ॥
 সর্বযজ্ঞভোগী প্রভু করয়ে ভোজন ।
 বালকেলি করে যজ্ঞপতি নারায়ণ ॥
 এইরূপে ভো - ন করয়ে শিশুগণে ।
 তৃণলোভে বৎসগণ গেল দূর বান ॥
 তরাগিল শিশুগণ বৎস না দেখিয়া ।
 নিবারিয়া রাখে হরি আশ্বাস করিয়া ॥
 তুমি-সব ভোজন না ছাও মিত্রগণে ।
 বাছুর আনিঞা আমি দিব এইক্ষণে ॥
 এতেক বচন বুলি প্রভু দামোদর ।
 বাম হস্তে সেইরূপে লইল কবল ॥
 গিরি গুহা নিকুঞ্জ তিমির ঘোর বনে ।
 বাছুর চাহিয়া প্রভু বেড়ায় আপনে ॥
 এক ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা হেন অবসরে ।
 আসিয়া মিলিলা শিশুলীলা দেখিবারে ॥
 আপনে দৈবর হয়্য ধরে শিশুবেশ ।
 নানা অবভূত লীলা করে হৃদীকেশ ॥
 তার কিছু অপকূপ দেখিব মহিমা ।
 কোনরূপে করে কৃষ্ণ কেমন ভজিয়া ॥
 এদিকে বালক হরি ওদিকে বাছুর ।
 অন্তরীক্ষে লঞা ব্রহ্মা গেলা নিজপুর ॥
 যে ব্রহ্মা অঘাসুর মোক্ষণ দেখিয়া ।
 পরম বিস্ময় পাইলা আকাশে থাকিয়া ॥

বাছুর না পায়্যা ত্রিভুবন অধিকারী ।
 পালটি পুলিন-বন আইলা বংশীধারী ॥
 এথা আসি শিশুগণ না পায় উদ্দেশ ।
 বনে বনে চাহিয়া বেড়য়ে হৃবীকেশ ॥
 হারাইল হাছুর বালক নাহি বনে ।
 সর্বজ্ঞ-শেখর হরি জানিল কারণে ॥
 ব্রহ্মার নৃজিল মা । তবু জানিবারে ।
 হেন কৰ্ম করি যেন বুঝিলে না পারে ॥
 গোপগোপীগণে চাহে বাচিতে পীরিত্তি ।
 সন্তোষ লভিতে চাহি ব্রহ্মা সুরপতি ॥
 হেন কৰ্ম করি আমি কোন পরকারে ।
 বৎস শিশু দুই রূপ হই একেশ্বরে ॥
 যে প্রভু লীলার করে জগৎ নির্মাণ ।
 বাছুর বালক রূপ হৈলা ভগবান ॥
 যত শিশু যত বৎস-সার যেন বেশ ।
 যার যেন দন্ত মুখ নখ লোম কেশ ॥
 যেবা যত বড় যার বরণ আকার ।
 যার যেন কর পদ শীল ব্যবহার ॥
 যার যেন শিলা বেত বসন ভূষণ ।
 যার যেন স্বর ভাষা শিল্প সম্ভাষণ ॥
 যার যেন আকৃতি প্রকৃতি রতি মতি ।
 যার যেন জ্ঞান নাম বিহরণ গতি ॥
 সর্বভূত-অন্তর্যামী জগৎ-নিবাস ।
 সর্বরূপ ধরি প্রভু করয়ে প্রকাশ ॥
 বিষ্ণুময় জগৎ আছয়ে বেদবাণী ।
 সেই যেন সাক্ষাৎ করিলা চক্রপাণি ॥
 আপনে বাছুর বেশ ধরে নারায়ণ ।
 আপন বালকরূপে করয়ে পালন ॥
 আপনে আপনা হরি করয়ে পালনে ।
 আপনে আপনা লঞা বিহরে আপনে ॥
 আপনে আপনা লৈয়া দিন অবসানে ।
 ব্রহ্মপুরে নন্দমুখ চলিলা আপনে ॥
 যার সেই বৎসগণ ভিন্ন ভিন্ন করি ।
 নিজ গোষ্ঠে চলিলা সে শিশুবেশ ধরি ॥
 সেই বৎস সেই লীলা সেই শিশুবেশ ।
 সেইরূপে প্রবেশ করিলা হৃবীকেশ ॥
 শ্রেয়স গুনি মাতা উঠিল সত্বরে ।
 দুই হস্তে তুলিয়া বালকে কৈলা কোরে ॥
 বাহপাশে ভিড়িয়া নিভরে দিল কোল ।
 পুত্র পরশনে চিত্ত হৈল উত্তরোল ॥
 পুত্রমুখে শুনি দিয়া করাইল পানে ।
 সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম জানিল গোয়ানে ॥

মর্দন মজ্জন করাইল শিশুগণে ।
 দিব্য গন্ধ দিয়া অঙ্গ কৈল বিলেপনে ॥
 দিব্য অলঙ্কারে অঙ্গ করে বিভূষণ ।
 দিব্য অন্ন পান দিয়া করায় ভোজন ॥
 এক্রপে করয়ে মাতা লালনে পালনে ।
 দিনে দিনে আনন্দ বাঢ়ায় নারায়ণে ।
 বৎসের শব্দ শুনি হরষিত মনে ।
 হাছারব করিয়া ডাকিল ধেমুগণে ।
 আপনে আপন বৎস আনিল ডাকিয়া ।
 লেহন পোহন কৈলা ক্ষীর পিন্নাইয়া ॥
 মাতৃভাব পূর্ববৎ কৈল গোপীগণে ।
 প্রেমানন্দ বাঢ়িল পুত্রব প্রেম হনে ॥
 পূর্ববৎ কৈলা কৃষ্ণ পুত্রতা বেতার ।
 পূর্ব হৈতে মায়ার অধিক পরচার ॥
 আপনে পালক পাল্য হৈয়া বনমালী ।
 এইরূপে শিশুবেশ ধরি করে কেলি ॥ (১)
 একদিন বলরামে করিয়া সংহতি ।
 বৎস শিশুগণ লঞা গেলা যত্নপতি ॥
 পাঁচ গাত দিন আছে বৎসর পুরিতে ।
 বেড়ায় নিকট বনে বাছুর রাখিতে ॥
 বনে বনে বাছুর চরায় ভগবান ।
 ধীরে ধীরে গেলা গোবর্দ্ধন সন্নিধান ॥
 পর্বত-শিখরে তথা ধেমুগণ চরে ।
 বাছুর দেখিল তারা পর্বত কিনারে ॥
 বৎস প্রেমে আপনা পাসরে ধেমুগণ ।
 উর্দ্ধগ্রীব উর্দ্ধপুচ্ছ উর্দ্ধ বিলোচন ॥
 হস্তার শব্দ করি আকর্ষণ পুরিয়া ।
 দুর্গ পথ চলি যায় দুপদ ভুলিয়া ॥
 নিজ নিজ বৎস লঞা যত শিশুগণে ।
 ক্ষীর পান করাইল আনন্দিত-মনে ॥
 লেহন পোহন কৈল লালন পালন ।
 সুধময় সাগরে মজিল ধেমুগণ ॥
 বৃদ্ধ গোপগণে নানা যতন করিয়া ।
 ধেমু রাখিবারে না পরিল নিবারিয়া ॥
 ক্রোধ করি কৈল গোপ তর্জ্জন গর্জ্জন ।
 নানা দুঃখে কৈল দুর্গ পথ বিলম্বন ॥
 আজি এত পরমাদ করে শিশুগণে ।
 বৎস লঞা এথা তারা আইল কি কারণে ॥
 আজিকার গোরস সকল কৈল নষ্ট ।
 নিরোধ না মানে ধেমু এহ লক্ষ্য প্রেষ্ঠ ॥

(১) অত পুঁথর পাঠ,—

“এইমতে ক্রীড়া করে বৎসসক ধরি”

গোহুলের কলক রাখিল শিশুগণে ।
 আজি তার শান্তি যে করিব ভাল মনে ॥
 এইরূপে গোপগণ তর্জিয়া গর্জিয়া ।
 নানা দুঃখ পেয়া আইল পরিত লজিয়া ॥
 যেই মাত্র হৈল শিশুর মুখ দরশন ।
 সেই ক্ষণে হৈল সব ক্রোধ বিষয়ন ॥
 বকের উপরে তুলি দিল আলিঙ্গন ।
 প্রেম রসে বাহু পাসরিল গোপগণ ॥
 কেবল পরমানন্দ রসময় সজ ।
 নয়নে আনন্দজল পুলকিত অঙ্গ ॥
 প্রেমরসে জড়বৎ নাহি অবধান ।
 পাসরিল গোপগণে নিজ পর জ্ঞান ॥
 বলরাম দেখি প্রেম সম্পদ-উদয় ।
 মনে মনে চিন্তিতে লাগিলা মহাশয় ॥
 স্তন্যপ ছাওয়ালে প্রেম বাড়িতে জুয়ায় ।
 এ সব বালক বৎস তন নাহি খায় ॥
 এত বড় তবে কেন দেখি অজুরাগ ।
 বুঝিতে না পারি নারায়ণ অমৃতভাব ॥
 ব্রজকূলে উৎখলি প্রেমের সাগর ।
 আমার হৃদয়ে প্রেম বাটে নিরন্তর ॥
 কোথা হৈতে আইল মায়া কাহার ঘটনা ।
 কিবা দেবমায়া কিবা অমুরচনা ॥
 প্রায় হেন বুঝি মায়া রচিল ঈশ্বরে ।
 অস্ত্রে মায়ায় কেন যোহিব আমারে ॥
 এতেক বচন বুলি প্রভু বলরাম ।
 ধ্যান অবলম্বে মন কৈলা প্রশিধান ॥
 সকল বৈকুণ্ঠময় জ্ঞানচক্ষে দেখি ।
 বলরাম আপনে মুদিল দুই আঁখি ॥
 শিশুগণ দেব-অংশে হইল উপাদান ।
 ঋষি-অংশে যতেক বাছুর বিদ্যমান ॥
 এ সব কেহত দেব ঋষি অংশে নয় ।
 সর্বরূপ ধরি লীলা করে কুপায় ॥
 এ বোল জানিঞা কৃষ্ণ কহিলা ইজিতে ।
 বলতত্ত্ব সকল বুঝিল ভাল মতে ॥
 এইরূপে যে দিনে বৎসর পূর্ণ হৈল ।
 সে দিনে আসিয়া ব্রহ্মা সকল দেখিল ॥
 যত বৎস যত শিশু পূর্বেতে আছিল ।
 সকল আসিয়া ব্রহ্মা গোহুলে দেখিলাম ॥
 যত বৎসশিশুগণ শব্যার উপরে ।
 শয়ন করিয়া আছে উঠিতে না পারে ॥
 যতেক বালক বৎস লঞা বনমালী ।
 ক্রীড়া করে নিজে শিশু বৎসরূপ ধরি ॥

এতেক চিন্তিয়া ব্রহ্মা কৈল প্রশিধান ॥
 চিরকাল রহে চিন্ত করি সমাধান ।
 কিবা সেই সত্য কিবা এই সত্য হয় ।
 কিবা সেই মিথ্যা কিবা এই মায়ায় ॥
 চৌদ্ধ ভুবনপতি ব্রহ্মা হেন হয়্যা ।
 তবু কিছু না বুঝিল যার যোগমায়া ॥
 নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানময় বিশ্ব-বিমোহন ।
 সে প্রভু মোহিতে ব্রহ্মা কৈলা আগমন ॥
 আপন মায়ায়ে ব্রহ্মা আপনে যোহিল ।
 নীহার তিমির যেন তিমিরে মজিল ॥
 মহাস্তে অস্ত্রের মায়া কি করিতে পারে ।
 দিবসের মাঝে যেন জুনিপোকা জলে ॥
 তবে ব্রহ্মা সকল বালক হেরি দেখে ।
 সাক্ষাৎ পরগব্রহ্ম রহে একে একে ॥
 নবধন শ্রামতমু পীত বস্ত্র ধরে ।
 চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র গদা পদ্ম করে ॥
 মকর কুণ্ডল হার বনমালা দোলে ।
 শ্রীবৎস-অঙ্গদ রত্ন মণিমালা গলে ॥
 কনক কঙ্কণ চারি ভুজে বিরাজিত ।
 শিজিত মঞ্জীর চারু চরণে রঞ্জিত ॥
 ক তটে কটিস্থত্র কনকমেখলা ।
 নব ওলংঘরে যেন চমকে চপলা ॥
 রতন অঙ্গুরী কর পল্লব বিলাস ।
 অরুণিত নখ নব চন্দ্র পরকাশ ॥
 আপাদমস্তকে দোলে তুলসীর মালা ।
 পদনখ বিবাজিত নবচন্দ্রকলা ॥
 বিশদ চক্রিকা চারু মন্দমধু হাস ।
 স্তম্ভগুণে যেন বিধিপালক বিলাস ।
 অরুণিত অপাঙ্গভঙ্গিমা নিরীক্ষণ ।
 রঞ্জন গুণে যেন সৃষ্টিকর্তাগণ ॥
 আশা আদি করি তৃণ স্তম্ভ পর্য্যন্ত ।
 চরাচর সর্বজীব হয়্যা মূর্তিমন্ত ॥
 বৃত্য গীত বহুবধ অনেক সম্ভার ।
 নানাতাবে স্তুতি ভক্তি করে নমস্কার ॥
 অনিমানি অষ্টৈশ্বর্য্য অষ্টমহানিধি ।
 মায়া আদি করিয়া বিভূতি সঙ্গলিখি ॥
 সাক্ষাৎ চক্ষিণ তবু নিজরূপ ধরি ।
 কায় কর্ম্ম সকল স্বভাব আদি করি ॥

অনন্ত-মুরতি ধরি করে উপাসনা ।
অনন্ত-মুরতি হরি অনন্ত-ভাবনা ॥
সত্য-জ্ঞান অনন্ত-আনন্দ-মাত্র রূপ ।
এক রস একমুষ্টি অনন্তস্বরূপ ॥
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যার না পায় মহিমা ।
ভক্তজ্ঞানী জানে যার নাহি দেখে গীমা ॥
হেন পরিপূর্ণ ব্রহ্ম অনন্ত-মুরতি ।
বৎস শিশু সকল দেখিল প্রজ্ঞাপতি ॥
কৌতুক দেখিয়া ব্রহ্মা আনন্দে মজিল ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ শিথিল হইল ॥
নিশবদ হয়্যা রহে ধাম দরশনে ।
চিত্তের পতলী যেন মুদিত নয়নে ॥
অন্তর্যমহিমা যার প্রকৃতির পর ।
নিরসন বেদমুখে প্রমাণ-গোচর ॥
সুখময় প্রকাশ আনন্দ রসময় ।
দেখিয়া বোহিত ব্রহ্মা হৈলা অতিশয় ॥
একি একি বলি ব্রহ্মা হৈলা অচেতন ।
তবে কৃপা কৈলা প্রভু জগৎ-জীবন ॥
যায়্যা আচ্ছাদন পট্রে ব্রহ্মা আচ্ছাদিল ।
কেবল মরিয়া যেন বিরক্তি উঠিল ॥
ধরন মেলিয়া ব্রহ্মা অনেক যতনে ।
কিরিয়া চৌদিকে চাহে ঘূর্ণিত লোচনে ॥
সমুখে দেখিল ব্রহ্মা সেই বৃন্দাবন ।
গোপশিশুনাট্য তাথে করে নারায়ণ ॥

অনন্ত-পরমধাম অগাধ পেয়াইন ।
গোপাল-বালক-নাট্য করে ভগবান ॥
বাছুর বালক চাহে পুরব সমানে ।
বামকরে কবল বেড়ায় বনে বনে ॥
সেইরূপ সেই বেশ সেই লীলা ধরে ।
সেই কৃষ্ণ বনে বনে বুলে একেখরে ॥
অদভূত নাট্য দেখি ব্রহ্মা সুরেশ্বর ।
লক্ষ দিয়া রথে হৈতে নাগিল সঙ্ঘর ॥
দণ্ডবৎ হয়্যা ব্রহ্মা পড়ে ক্ষিতিতলে ।
পদযুগ পরশিল যুকুট শিখরে ॥
চরণ পরশি ব্রহ্মা যুকুট শিখরে ।
অভিষেক কৈল অষ্ট নয়নের জলে ॥
উঠিয়া উঠিয়া পুন পড়য়ে চরণে ।
মহিমা স্মরণি পুন উঠে ক্ষণে ক্ষণে ॥
উঠিয়া উঠিয়া মোছে নয়নের জল ।
দেখিতে দেখিতে হয় আনন্দে বিহ্বল ॥
প্রণত-কঙ্কর শিরে যুড়ি হৈ কর ।
সভয় নয়নে চমকিত কলেবর ॥
সভয় কম্পন গদগদ গুতিবাণী ।
স্তুতি করে প্রজ্ঞাপতি মনে অমুখানি ॥
শ্রীগদাধর ধীর শিরোমণি জান ॥
ভাগবত-আচার্যের মধুর-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতাস্থাং বৈয়াক্যং দশমস্কন্ধে
ব্রহ্মোদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশ অধ্যায় ।

বরাড়ী রাগ ।

অপরোধভয়ে ব্রহ্মা সকম্প-শরীর ।
কৃষ্ণশূণ্য বর্ণিতে না হয় যতি স্থির ।
সাক্ষাতে যেরূপ ব্রহ্মা দেখে বিভ্রমানে ।
সেইরূপ স্তুতি করে বৃদ্ধি অমুখানে ॥
স্তুতিযোগ্য তুমি প্রভু নবধন শ্রাম ।
বিজুরী উজ্জল পীতবস্ত্র পরিধান ॥
নব গুচ্ছ অবভাসে প্রবণভূষণ ।
শিখণ্ডী-মণ্ডিত কেশ প্রসন্ন বদন ॥
আজ্ঞাভুলমিত বনমালা বিলোলিত ।
বেণু বেজ্য বিবাণ কবল বিরাজিত ॥

অমল কমল জিনি চরণ স্নানয় ।
নমো নমো নন্দগোপ স্নাত ননোহয় ॥
এই দিব্যরূপ দেব আনন্দ বিলাস ।
মোরে অমুগ্রহ যাথে কৈলে পরকাশ ॥
যে যেরূপ ভক্ত দেখিবাসে ইচ্ছা করে ।
সেই রূপ ধর তুমি নানা অবতারে ॥
পঞ্চভূত বিরাজিত শুদ্ধ সদ্ভব ।
তথাপি ইহার তত্ত্ব কেহ না ব্যাখ্য ॥
মুঞ্চি ব্রহ্মা হয়্যা চিত্ত করি নিরোধন ।
মহিমা জানিতে কিছু নহিল ভাজন ॥

কে পুন লক্ষ্যে সুখ অমৃতব রূপ ।
 জানিব তোমার প্রভু পরম স্বরূপ ॥
 তোমা না জানিলে নহে জীব পরিণাম ।
 সতে তাথে আছে এক উপায় মহান ॥
 জ্ঞানযোগে সুস্বপ্ন ভেজিয়া দূরতরে ।
 কেবল তোমার কথা শ্রুতিযুগে ধরে ॥
 সাধুসুখ-সুখরিত সাধু সন্নিধানে ।
 তহু মন বচনে তোমার কথা শুনে ॥
 সবে জীয়ে হরিদ্বা করিয়া জীবন ।
 বধা তথা থাকি মাত্র কলক শ্রবণ ॥
 সেই জন মাত্র প্রভু সবে তোমা পায় ।
 তিন লোকে আর কেহ অন্য না জানয় ॥
 তোমার ভক্তি সর্বসংকল্প-প্রবিনী ।
 তাহা পরিহরে যেবা তত্ত্ব নাহি জানি ॥
 তত্ত্বজ্ঞান হেতু করে নানা তপ ক্রেশ ।
 সবে তার ক্রেশ মাত্র হয় অবশেষ ॥
 ক্ষুদ্র ধাত্ত ভেজি যেন ততুলের আশে ।
 কেন যেন বড় বড় তুঁষ লয়া যবে ॥
 তবে তার পরিশ্রম কিছু নহে আর ।
 ভক্তি বিনে জ্ঞানযোগে ক্রেশ মাত্র সার ॥
 পুঙ্কবে সাধিল জ্ঞানযোগ যোগিগণে ।
 জ্ঞানযোগ সিদ্ধি হৈল যোগপথ হনে ॥
 তবে তারা বিচারিয়া মনে কৈল সার ।
 ভক্তিযোগ বিনে কতু নহি নিস্তার ॥
 তুয়া পদে সর্বকর্ম তৈল সমর্পণ ।
 তোমার চরিত্র কথা শুনে অমূল্য ॥
 তবে তারা ভক্তিযোগে লভিল তোমার ।
 উৎপন্ন তত্ত্বযোগ ছুটিল সংসার ॥
 তবে তারা লভিল পরম পদ সুখে ।
 এই সে কারণে ভক্তি করে বুধলোকে ॥
 সগুণ নিগুণ তুমি নিরাকার ব্রহ্মা ।
 কে নাথ বুঝি তোমার মহিমার মর্ম ॥
 কহাচি জানি কিছু নিগুণ মহিমা ।
 সগুণের গুণ কেবা করিব বর্ণনা ॥
 তথাপি নিগুণতত্ত্ব করে নিরূপণে ।
 ভক্তি নির্মল চিত্ত করে বুধগণে ॥
 আরোপিত নিজ অশ্রব অধিকার ।
 সবে এইরূপে কিছু পারে জানিবার ॥
 স্বরূপে করিব নাথ তত্ত্ব নিরূপণ ।
 হেন কি অগতে নাথ আছে বুধজন ॥
 সগুণের গুণ যেবা করিব গণনা ।
 ব্রহ্মাও ভিতরে নাথ নাহি হেন জনা ॥

সপ্তদ্বীপ পৃথীধান ধলা করি গণে ।
 হিমকণা গণিতে না পারে কোন জনে ॥
 আকাশের তারা যেবা পারে গণিবার ।
 গণিতে তোমার গুণ শক্তি নাহি তার ॥
 কেবল তোমার অমূল্য মাত্র চাহে ।
 তহু মন বচনে চিন্তিতে মাত্র রাহে ॥
 স্তম্ভান্ত কৰ্মকল ভুঞ্জ আপনার ।
 প্রণাম করিতে রাহে চরণে তোমার ॥
 মুক্তিপদে তার দায় রহিল নিশ্চয় ।
 যখন করয়ে ইচ্ছা সেইকণে লয় ॥

ভাটিয়ারি রাগ ।

সবন কম্পিত অঙ্গ গদ গদ স্বরভঙ্গ
 সত্য নয়নে কর ঘুড়ি রে ।
 করি নানা কাকুবাধ ব্রহ্মা নিজ অপরাধ
 কেয়ার চরণে পড়ি রে ॥ ১ ॥
 দেখে দেখে প্রভু মোর অপরাধ এত বড়
 তোমার উপরে মায়া ধরি ।
 আমি হেন মন্দবুদ্ধি আপনে বৈতব সিদ্ধি
 দেখিবারে মনে আশা করি ॥
 আগুনের শিখা যেন আগুনেতে হয় জীন
 মুক্তি নাথ কি শক্তি ব্রহ্মাও ।
 পরম পরম পর তুমি সর্বমায়ার ধর
 তাথে মায়া করিবারে চাও ॥
 সপ্ত আবরণ যুক্ত একটি ব্রহ্মাও ঘট
 সপ্তবিত্তি কলেবর ।
 তাহার ভিতর স্থিতি আমি এক প্রজাপতি
 আমার মতিমা এত বড় ॥
 এইরূপে কত কত অনন্ত ব্রহ্মাও ঘট
 গতাগত করে লোমকূপে ।
 কত হয় কত যার কেবা তার অন্ত পায়
 কোটি কোটি পরমাণুরূপ ॥
 একরূপ মহিমা যার আমি চাহি জানিবার
 কত বড় ছুহার অন্তর ।
 মুক্তি মল মতিছন্ন না জাহ্নু তোমার মর্ম
 কেম কেম অশেষ লীলার ॥
 জননীর গর্ভস্থলে ছাওয়ালে চরণ কুলে
 মায়ে কি তাহার দোষ লয় ।
 কৃপ স্তম্ভ আদি করি অন্তি নান্তি যত বলি
 গর্ভের বাহির কিছু নয় ॥
 এইত ভরসা ধরি তোমার তনয় করি
 ব্রহ্মা পুত্র প্রসিদ্ধ তোমার ।

প্রাণ সাগর জলে নাভিকমলের নালে
অজ হর্যা জনম আমার ॥
নারায়ণ-পুত্রে জিনি হেন আছে বেদবাণী
এত মিথ্যা নহে কোনকালে ॥
নারায়ণ সুরপতি আমি শিশু গোপজাতি
যদি বল কহিব তোমারে ॥
তুমি নারায়ণ নাম অস্বর্ধ্যামী ভগবান্
তুমি সব জীবের আশ্রয় ॥
তুমি প্রভু প্রবর্তক সর্বজীব নিয়োজক
লোকসাধী তুমি সর্বময় ॥
এইরূপ নিবেদন করিয়া চতুরানন
সুপ্রসন্ন কৈলা চক্ৰপাণি ॥
ব্রহ্মাস্তি পরব্রহ্ম প্রেমরস সুখানন্দ
ভাগবত আচার্যের বাণী ॥

ধানসী রাগ ।

সেহ নারায়ণ এক মুরতি তোমার ।
প্রাণসাগর-জলে কৈলে অবতার ॥
সেই সত্য হয়ে নহে না জানিল তবু ।
তোমার মায়ায় মোর ভ্রম হৈল চিত্ত ॥
পুনঃ পুনঃ দেখি পুনঃ নহে পরকাশ ।
অজ্ঞানে বুঝি সব মায়ায় বিলাস ॥
জগৎ-আশ্রয় নারায়ণ কলেবর ।
যদি সত্য স্থিত তার ভলের উপর ॥
শতেক বৎসর মুঞি কমলের নালে ।
প্রবেশ করিয়া ছিনু উদর ভিতরে ॥
শতেক বৎসর যদি ভ্রামি উদরে ।
অজ্ঞ না দেখিয়া তার আইল বাহিরে ॥
সেই নারায়ণরূপ না দেখিয়া আর ।
এতেক জানিনু নাথ মায়ায়ে তোমার ॥ (১)
তোমার রূপের প্রভু নাহি পরিচ্ছেদ ।
মায়ায় দেখাও তুমি নানা মুক্তিভেদ ॥
এই অবতারে তুমি জননীর তরে ।
বিশ্ব দেখাইলে তুমি উদর ভিতরে ॥
যেক্ষণে বাহির কর জগৎ বিলাস ।
উদর ভিতরে সেই রূপ পরকাশ ॥
এই মায়া বিনে নাথ কতু নহে আন ।
এখন দেখাইলে মোরে মায়া বিছিন্নান ॥
প্রথমে আছিলে এক নন্দের নন্দন ।
পাছে তুমি হৈলে বত বৎস শিশুগণ ॥

(১) পাঠান্তর.—

“এবে সে জানিনু নাথ মহিমা তোমার ।”

তবে সেই বৎস শিশু চতুর্ভুজরূপে ।
পাছে দেখা দিলে নাথ অনন্ত স্বরূপে ॥
মুঞি আদি করি হৃৎ তন্ত্বে যে পর্যন্ত ।
স্ততি ভক্তি সেবা করো হর্যা মুক্তিমন্ত ॥
পাছে এক ব্রহ্ম তুমি অমিয়া বিহার ।
এ সব তোমার মায়া বড় চমৎকার ॥
অদ্বৈত পরমব্রহ্ম তুমি নিরঞ্জন ।
তোমা বিনে আর যত মায়া নিরঞ্জন ॥
তুমি আত্মা আপনে অনন্ত মুক্তি ধর ।
মায়া বিস্তারিয়া নাথ নানা মায়া কর ॥
তোমার মহিমা কে না জানে কোন কালে ।
মায়া করি ভারে তুমি ভাণ্ড নানা ছলে ॥
সৃষ্টি-কাজে আমি যেন ব্রহ্ম সুরেশ্বর ॥
জগৎ-বিধান তুমি বিষ্ণুকলেবর ।
সংহার কারণ যেন ত্রিনয়নরূপ ॥
ভিন্ন ভিন্ন নহে কেহ তোমার স্বরূপ ॥
স্বর নর ঋষি পশু যুগ জলচরে ।
নানা মূর্তিধর তুমি নানা অবতারে ॥
সাধু-পরিজ্ঞান হেতু খল নিবারণ ।
অবতার করি কর জগৎ পালন ॥
পশুপূর্ণ ভগবান্ মহা যোগেশ্বর ।
পরমাত্মা প্রভু তুমি লীলা কলেবর ॥
কে বুঝে তোমার লীলা ত্রৈলোক্য-মাঝে ।
কি রূপে কেমন লীলা কর কোন কাজে ॥
এতেক জাহিনু নাথ জগৎ অসত্য ।
বিচারিলে তিল মাত্র কিছু নহে তথ্য ॥
স্বপন সমান মহাদুঃখ দুঃখময় ।
প্রকাশ বর্জিত ঘন তিমিরসঙ্কর ॥
তুমি নিত্য সুখবোধ অনন্ত বিলাস ।
তোমার প্রকাশে করে জগৎ প্রকাশ ॥
তোমাতে জগৎ আছে তোমাতে জনম ।
সত্য হেন জগৎ দেখিলে ভেদ-কারণ ॥
তুমি এক আত্মা সত্য পুরুষ পুরাণ ।
স্বপ্রকাশ নিরঞ্জন পূর্ণ ভগবান্ ॥
নিত্য নিত্যস্বরূপ হেতু ষষ্ঠীয়-রহিত ।
অনন্ত অক্ষর আত্ম উপাধি-বর্জিত ॥
শুরু স্বরূপ দরশন জ্ঞান বিলোচনে ।
এরূপ তোমার তত্ত্ব দেখয়ে যে মনে ॥
আত্মা ভেদ বুদ্ধি যার চিন্তে নাহি ধরে ।
অসত্য সংসারশিদ্ধি সেই প্রায় তরে ॥
কেবল আপন করি আত্মা সত্তে জানে ।
আর সব অসত্য কেবল আত্মা বিনে ॥

এইরূপ চিন্তিতে অজ্ঞান ধ্বংস হয়।
অভ্যাস বিশেষ তত্ত্বজ্ঞান পরিচয় ॥
সর্পরজ্জু জ্ঞান যেন হয় অগেয়ানে।
সেই ভ্রম ছুটে মূলজ্ঞান উপাদানে ॥
অজ্ঞান কল্পিত বন্ধ মোক্ষ দুই নয়।
বন্ধহেতু থাকিলে বন্ধন সত্য হয়।
জ্ঞান-পথ বিচারিলে অসত্য সংসার।
বন্ধ সত্য নহে যদি বন্ধ মোক্ষ কার ॥
শূন্য বিচারিলে সত্য নহে দিব্য রাস্তা।
জ্ঞান বিচারিলে বন্ধ নহে মোক্ষগতি ॥
তুমি সে আপন আত্মা পর করি জানে।
দেহ পুত্র কলত্র আপন করি মানে ॥
শরীর ভিতরে আত্মা বাহিরে বিচারে।
অহো মুঘ'জন ভ্রমে অসার সংসারে ॥
সাধুজন চিন্তে তোমা শরীর ভিতরে।
অসত্য কল্পিত যত দূরে পরিহরে ॥
অজ্ঞান খণ্ডিলে হয় জ্ঞান উৎপন্ন।
সর্প থাকিলে নহে সর্পরজ্জু ভ্রম ॥
তথাপি পদারবিন্দ প্রসাদের লেশে।
অল্পগ্রহ হয় যদি ভকত-বিশেষে ॥
সেই সে তোমার মহিমন্ তত্ত্ব জ্ঞানে।
চিরদিন চিন্তিলেহ না জানয়ে জ্ঞানে ॥
এই ভাগ্য মোর নাথ রহক সৰ্ব্বথা।
কীট পতঙ্গাদি জন্ম হউ যথা তথা ॥
এই জনমেতে কিংবা এই জন্মান্তরে।
মুক্তি কেহ হউ ভক্ত-মণ্ডল ভিতরে ॥
তোমার পদারবিন্দ সেবাই নিরন্তর।
এই আজ্ঞা কর মোরে করুণাসাগর ॥
ধন্ত ব্রজরমণী সুরভিগণ ধন্ত।
পরম হরিষে তুমি পিলে যার স্তন ॥
বৎস শিশুরূপে তুমি কৈলে স্তন পান।
মধুর মধুর তত্ত্ব অমৃত সমান ॥
অল্প পরীক্ষা যার মহা যজ্ঞগণে।
তৃপ্তি করিতে নারে মধা সন্ধিধানে ॥
অহো ভাগ্য অহো ভাগ্য কি বর্ণিব আর।
নন্দ ব্রজপুরে নাথ বসতি বাহার ॥
যার মিত্র পরিপূর্ণ বন্ধ সনাতন।
প্রকট পরমানন্দ গোকুলনন্দন ॥
এ সন্তের ভাগ্য কেবা করিব বর্ণনা।
আমি সব ধন্ত এই একাদশ জনা ॥
ভব-আদি আমি-সব ধন্ত সুরগণ।
সৰ্ব্ব দেখে থাকি করি তোমার সেবন ॥

এসবের হ্রবীক চষক পাত্র ধরি।
তোমার পদারবিন্দ-মধু পান করি ॥
এতকেই আমি সব হৈল ধন্ততম।
সৰ্ব্বভাবে সেবে তোমা ব্রজবাসিগণ ॥
ভা-সভার কি কহিব ভাগ্যের মহিমা।
কি তার কহিব নাথ ঠকুতি বর্ণনা ॥
ব্রজকুলে ভগ্নি নাথ এই ভাগ্য মোরে।
কিছা বৃন্দাবনে গিরিতটে নদীতীরে ॥ (১)
ভূণ লভা কোন এক হৈয়া মাত্র থাকে।
তোমার পদারবিন্দে এই বর মাপে ॥
কোন মতে কার বা চরণধূলি পাও।
অভয় পদারবিন্দে এই মাত্র চাও ॥
বা-সভার প্রাণ মন দেহ গোহ ধন।
মুকুন্দ পদারবিন্দ মুকুন্দ জীবন ॥
যে পদ-পঙ্কজরূপে করিয়া দেখানে।
এখন উদ্দেশ্য নাহি পায় প্রতীগণে ॥
কি দিয়া শুধিবে নাথ এসবের ধার।
তুমি সৰ্ব্ব ফলময় বিনে নাহি আর ॥
মনে মনে জগৎ চাহিলু বিচারিয়া।
ব্রজপুরবাসী ধার শুধিবে কি দিয়া ॥
যদি বল আত্মদান করিব তাহারে।
শোধন না যায় ধার এনা পরকালে ॥
পুতনা রাক্ষসী লোক বালক বাতিনী।
কেবল ধরিল মাত্র সাধুবেশ ধানি ॥
সবংশে তোমারে পাইল সেই পুণ্যফলে।
এ সবের পুণ্য কেহ গণিতে না পারে ॥
প্রাণ মন দেহ গেহ স্ত্রুত বিত্ত দার।
তোমার পীরিত রূপে প্রয়োজন যার ॥
আপনাকে দিয়া হব তাহার অধান।
যদি বল ভয়ত শুধিতে নার ঋণ ॥
সেবা অল্পরূপ দিতে না পারিলে ফল।
ঋণী হয়। তুমি নাথ রহিলে কেবল ॥
তোমাতে অধিক ফল নাহি দ্রিভুবনে।
সৰ্ব্বফল দিলে তুমি আত্মফল দানে ॥
পুতনার সহে কিছু নহিল বিশেষ।
অন্তেব রহিল নাথ তার ঋণশেষ ॥
যোগিগণ সৰ্ব্ব কর্ম করিয়া সম্যাস।
আমাকে লভিতে করে অশেষ প্রয়াস ॥

(১) অল্প পুণ্যের পাঠ,—

“এই মোর ভাগ্য নাথ জন্ম ব্রজকুলে।
কিংবা বৃন্দাবন নদীতটে গিরিমুখে ॥

হেন আত্মা দান আমি করিব তাহারে ।
 গৃহবাসী গোপগণ কিবা ভক্তি করে ॥
 হেন যদি বল নাথ করি নিবেদন ।
 ভক্ত জনের নাহি সংসার-বন্ধন ॥
 তাবৎ রাগাদি চোর করে অপহার ।
 তাবৎ বসতি ঘর বন্ধন-আগার ॥
 চরণে নিগড় যোহ তাবৎ তাহার ।
 বাবৎ না হয়্যা থাকে সেবক তোমার ॥
 সকল তোমার পাশ্ব নিম্নোজ্ঞন করে ।
 কাম ক্রোধ লোভ মোহ তস্তিরসে ধরে ॥
 সেই কাম রাগ তার করয়ে নিস্তার ।
 অস্ত্রের কেবল সেই নরক দুয়ার ॥
 যোগী হৈতে প্রধান তোমার ভক্তজন ।
 সর্ব সমর্পণ করি করয়ে ভজন ॥
 কেবল নিম্নগ তুমি উপাধি-রহিত ।
 তথাপি প্রকট কর মাধুৰ্য-চরিত ॥
 প্রপন্ন জনের বঢ়াইলে প্রেমানন্দ ।
 নানাভাবে কর নানা লীলা অমুবন্ধ ॥
 যে তোমারে জানে বলে জাহুক সে জনে ।
 মোর কোন প্রয়োজন বিস্তর কখনে ॥
 মোর তম্ব মন বচনের শক্তিবল ।
 সকল প্রভুর দুই চরণে গোচর ॥
 প্রভুর চরণে এক নিবেদন করোঁ ।
 আত্মা যদি কর নাথ নিজ ধামে চলো ॥
 তুমি সর্বলোক-সাক্ষী জগতের নাথ ।
 জগতের তত্ত্বগতি তোমার সাক্ষ্যে ॥
 তুমি সর্ব তত্ত্ব জ্ঞান প্রপন্ন পালন ।
 তোমার চরণে মোর সর্ব সমর্পণ ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বৃষ্ণ কুল পুঙ্কর-ভাস্কর- (১)
 কা নির্জর-ষিঞ্জ-পদ্ম-সিন্ধু শশধর (২) ॥
 উজ্জ্বলশার্কর হয় (৩) অম্বর-সংহারী ।
 অর্ক এদি সর্বসুর পূজ্য অধিকারী ॥
 আকল্প পর্য্যন্ত মোর রয় নমস্কার ।
 এই বর মাপোঁ নাথ চরণে তোমার ॥
 তিন তিন প্রদক্ষিণ করি বারে বার ।
 পদযুগে শত শত কৈল নমস্কার ॥

আত্মা শিরে ধরি ব্রহ্মা গেলা নিজপুরে ।
 সন্তোষিয়া ব্রহ্মারে পাঠাইলা দামোদরে ॥
 পূর্ব শিশু বৎসগণ অনিগ্রহা পুলিনে ।
 যুখে যুখে ভিন্ন করি থুইল স্থানে স্থানে ॥
 এইরূপে পরিপূর্ণ বৎসরেক হৈল ।
 তিলেক সমান হেন বালকে জানিল ॥
 কৃষ্ণমায়া বিমোহিত হয়্যা শিশুগণ ।
 বৎসর জানিল যেন যার এইক্ষণ ॥
 ঋক্ষমায়া-বিমোহিত কে কি না পাগরে ।
 জগৎ মোহিত যার ষোগমায়া-বলে ॥
 সেইরূপ সারি সারি মণ্ডল রচন ।
 সেইরূপে শিশুগণ করয়ে ভোজন ॥
 বাছুর আনিঞা কৃষ্ণ দিল বিস্তমানে ।
 যুথ যুথ করিয়া থুইল সন্নিধানে ॥
 শিশুগণ দেখিয়া ডাকিল উচ্চস্বরে ।
 আইস আইস প্রাণ তাই মণ্ডল ভিতরে ।
 তোমা বিনা এক গ্রাস অন্ন নাহি খাই ।
 এক দিঠি করিয়া তোমার দিগে চাই ॥
 আসিয়া ভোজন কর সংগণ লয়া ।
 তবে আর খেলা খেলি স্নুখে ভাত খেয়া ॥
 দৈবৎ হাসিয়া কৃষ্ণ বালকের মেলে ।
 ভোজন করিয়া পাছে চলিলা গোকুলে ॥
 বনমধ্যে সর্পের শুখন চর্মখান ।
 দেখিয়া চলিলা শিশু সঙ্গে ভগবান ॥
 বরিহা (১) প্রস্থান বনধাতু (২) বিব্রচিত ।
 বিচিত্রে বিবিধ বেশ অঙ্গে সুললিত ॥
 অধরে মুরলী শিশু শব্দ মদল ।
 ব্রজবধু-নয়ন আনন্দ-কলেবর ॥
 নাথ ধরি ধরি বৎস ডাকে ঘন রায় ।
 পবিত্র-চরিত্র গুণ অমুগতে গায় ॥
 গোকুল প্রবেশ কৈলা ব্রিভুবন রায় ।
 ডাক দিয়া শিশুগণ গোকুলে জানায় ॥
 আজি এক মহাসর্প পবিত্র আকার ।
 এই নন্দ স্নুতে তাহা করিল সংহার ॥
 আমা-সভা উদ্ধারিল তার মুখ হনে ।
 দেবে কৈল স্তুতি পূজা পুষ্প বরিষণে ॥
 ব্রজপুরে স্তনিগ্রহা লাগিল চমৎকার ।
 বড় ভাগ্য পুণ্যে আজি হৈল প্রতিকার ॥

(১) বৃষ্ণিকুল কমলের প্রকাশক শূন্য । (২) জ্ঞা ॥
 পৃথিবী । নিজ্জর = দেবতা । পৃথিবী, দেবতা, বিপ্র ও
 পদ্ম (গো) রূপ সাগরের ত্রীভিঃ ৩ চক্র ।
 (৩) পাবণ ধর্মরূপ নৈল অক্ষরারের নিবারণ
 প্রত্যাকর ।

(১) বর্ষ, ময়ূষপুচ্ছ ।
 (২) গৈরিকাদি বিবিট ধাতু । কোন
 কোন পুচ্ছকে “নবধাতু” পাঠও দৃষ্ট হয় ।

এ শব্দ শুনিঞা বড় গোপগোপীগণে ।
 শ্রী কৃষ্ণে আসি কৈল দর্শন লালনে ॥
 ভবে রাজা জিজ্ঞাসিল মুণির চরণে ।
 এত বড় অদভূত ঘটিল কেমনে ॥
 গোপগণে কৃষ্ণে প্রেম কৈল নিরন্তর ।
 পর পুত্রে কৃষ্ণে প্রেম কেনে এত বড় ॥
 শতভাগ প্রেম নহে আপন তনয়ে ।
 কহ গুরু এত বড় অদভূত হয়ে ॥
 মুনি বলে শুন রাজা কহিব তোমারে ।
 আত্মাতে অধিক প্রিয় নাহিক সংসারে ।
 আত্মা সম্বন্ধের দেহ স্রুত বিস্ত দার ।
 আত্মাতে অধিক কেহ প্রিয় নহে আর ॥
 আপন আপন আত্মা প্রিয় যত বড় ।
 পুত্র বিস্ত কলত্র না হয় এত বড় ॥
 দেহবাহী আর সব দেহে আত্মা মানে ।
 যার আর প্রিয় নাহি দেহের সমানে ॥
 আহাৰ আত্মাত বড় দেহ প্রিয় নহে ।
 জীর্ণ হয়্যা যায় অজ জীতে মাত্র চাহে ॥
 গলিত সকল অজ জীর্ণ হয়্যা যায় ।
 তমু তার ছুই আপা জীতে মাত্র চায় ॥
 এতেক সভার প্রিয় আত্মা প্রিয়তম ।
 সংসারে কাহার প্রিয় নহে আত্মা সম ॥
 সকল আত্মার আত্মা সে নন্দনন্দন ।
 সর্বলোক-গতি পতি জীবের জীবন ॥
 জগৎ নিস্তার হেতু মায়া নববেশে ।
 দেহ ধরি গোপরূপে ব্রহ্ম পরকাশে ॥

এই রাজা তোমারে কহিলু শ্রুনিশ্চয় ।
 এই নন্দসুত কৃষ্ণ প্রভু সর্বময় ॥
 হাবর জন্ম তৃণ গুল্ম আদি করি ।
 কৃষ্ণ বিনে কোন বস্তু নিকৃপিতে নারি ॥
 কারণের কারণ প্রকৃতি মহামায়া ।
 তাহার কারণ নন্দসুত-পদ চায়া ॥
 মুরারি চর-নৌকা যে করে আশ্রয় ।
 মহাস্ত একান্ত গতি পুণ্য যশময় ॥
 বৎসপদ হয় তার এ ভব সংসার ।
 পরম বৈষ্ণবপদে বৈসে নিরন্তর ॥
 বিপদের পদ তার নহে বিদ্যমান ।
 সর্বত্র সম্পদপদ রহে সিদ্ধিধান ॥
 যে তুমি পুছিলে ক্রিতিপতি মহাশয় ।
 কহিলু সকল আমি করিয়া নির্ণয় ॥
 এক সংবৎসরে অবাস্তুর বধ হৈলো ।
 আর বৎসরেতে শিশু গোকুলে কহিলো ॥
 মুররিপু শিশুবেশ চরিত্র-বর্ণন ।
 অবাস্তুর বধ কথা পুলিন-ভোজন ॥
 ব্রহ্মাঙ্কতি নিরূপণ ব্রহ্মদরশন ।
 ভক্তিভাবে যেবা কহে যে করে শ্রবণ ॥
 অশেষ সম্পদ তার বাড়ে দিনে দিনে ।
 সর্বপাপ হরে ভক্তি হয় নার্দিনে ॥
 শ্রীগদাধর ভক্তিরস গুরু জ্ঞান ।
 ভাগবন্ত আচার্য্যের মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং
 সংহিতায়াং বৈয়াসিকায় দশমোহর্ষে
 চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

কেদার রাগ ।

শুক মুনি বলে রাজা শুন সাবধানে ।
 আর অপরূপ কথা কহিব এখনে ॥
 পঞ্চ বৎসরের উল্লেহ মথুরা ভিতরে ।
 পৌগণ্ড সময় তাখে বলি নরেন্বরে ॥
 পৌগণ্ড সময় তবে করিয়া স্বীকার ।

রামকৃষ্ণ শিশু সঙ্গে করেন বিহার ॥
 বেহু চরাইতে যোগ্য হৈল বৃদ্ধি বল ।
 শিশুগণ সঙ্গে খেহু রাখে দামোদর ॥
 বৃন্দাবন ধন্য করে চরণ-পরশে ।
 রামকৃষ্ণ বেহু রাখে ব্রজ শিশুবেশে ॥

চৌদিকে বালকগণ নিজগুণ (১) গায় ।

বলরায় সঙ্গে হরি মুরলী বাজায় ॥
গোধন চরণে আগে পাছে ছবীকেশ ।
কুসুমিত বৃন্দাবনে কৈল পরবেশ ॥
শিশুগণ চরণ-নুপুর-বানবানী ।
অলিকুল বিহগ মধুর মৃদু বাণী ॥
যমুনায় হয় মহা নিরমল জল ।
শতপত্র-গন্ধ যুক্ত পবন ঐতল ॥
হেন অদভূত বন দেখি বনমালী ।
মনে করে এথা রহি করি বালকেলি ॥
বনে বনে অরুণ পলভ মনোহর ।
ফল ফুলে লম্বিত বিবিধ তরুবার ॥
শিরে ফল ফুল ধরি চরণ পরশে ।
ভরুগণ দেখি কৃষ্ণ মনে মনে হাসে ॥
আদি পুরুষ হরি অনাদি নিধন ।
নিজ অগ্রজেরে তবে কি বলে বচন ॥
অহো দেবদেব স্তব্ববন্দিত চরণ ।
ফল ফুল দিয়া পূজা করে তরুগণ ॥
পল্লব শিখায় করে চরণ বন্দনা ॥
তরুজগৎ-কৃত পাপ করিতে খণ্ডনা ॥
তোমার নির্মল যশ ভুবন পাবন ।
এ সব ভ্রমরগণ গায় অমৃক্ষণ ॥
ভৃঙ্গ দেহে ভকতের ধর্মপথ ভঞ্জে ।
প্রায় মূনিগণ এই বৃন্দাবন-মাঝে ॥
গৃচ্ছরূপে ভৃঙ্গবেশে রহে বনে বনে ।
নিজ নাথ তোমারে না ছাড়ি একমনে ॥
শিখিগণ নৃত্য করে মধুর মুবতি ।
প্রিয় নিরীক্ষে মৃগী করয়ে পীরিতি ॥
কলরব কোকিল মধুর রব করে ।
ধন্য বৃন্দাবনবাসী সংসার ভিতরে ॥
ভকত জনাব এই সহজেই রীতি ।
কোন দেহে না ছাড়িয়ে ছৈর পীরিতি ॥
ধন্য তৃণ লতা তরু ধন্য মৃগীগণ ।
ধন্য নদী খগ মৃগ ধন্য বৃন্দাবন ॥
তোমার চরণধূলি পরশিল শিরে ।
নথ পরশন কেহ লভিল শরীরে ॥
লক্ষ্মী বারে বাঞ্ছা করে সতত ধ্যানেরে ।
হেন কর পরশন করে তরুগণে ॥
এইরূপে বৃন্দাবনে রমে রম্যপতি ।
গোধন চরায় ব্রজবালক সংহতি ॥

মদমত্ত ভৃঙ্গগণ শবদ ঝঙ্কার ।

অম্লগত সঙ্গে গায় পঞ্চম রসাল ॥
হংসের শবদ শুনি হংসরব করে ।
শিশুগণ নিজ গুণ (১) গায় উচ্চস্বরে ॥
ময়ূরের নৃত্য দেখি ময়ূর নাচয় ।
ময়ূর পেখম ধার বালক হাসায় ॥
ক্ষণে শুক শব্দ করয়ে অম্লকার ।
কোকিল শব্দ ক্ষণে শব্দ রসাল ॥
ক্ষণে মেঘ শব্দ গম্ভীর নাদ করি ।
দূরে যদি যায় খেছু ডাকে নাম ধরি ॥
দূরে থাকি খেছু যদি নিজ নাম শুনে ।
উর্দ্ধ পুচ্ছে ধৈর্য্য আইসে কৃষ্ণ সন্নিধানে ॥
চকোর ভারুই হংস চক্রবাক নাড়ে ।
হাসায় বালকগণ বিবিধ শব্দে ॥
ক্ষণে শিশুগণে ভয় দেই দামোদর ।
সিংহ ব্যাঘ্র শব্দ করয়ে ভয়ঙ্কর ॥
ক্ষণে ক্রীড়া পরিশ্রমে বলদেব রায় ।
শিশু উরে শির দিয়া শুইয়া ঘুমায় ॥
আপনে করয়ে কৃষ্ণ পাদসংবাহন ।
বিশ্রাম করয়ে হরি লঞা শিশুগণ ॥
ক্ষণে নৃত্য করে হরি ক্ষণে গীত গায় ।
অন্তোন্তে মুঝয়ে ক্ষণে ডাকে ঘন রায় ॥
হাতাহাতি করিয়ে করয়ে মল্ল রণে ।
হাসিয়া হাসায় হরি সর্ব শিশুগণে ।
ক্ষণে বাঁহুযুদ্ধপ্রম করিতে খণ্ডন ॥
কোমল পল্লবদলে করয়ে শয়ন ॥
বালকের উরে শির করিয়া নিধান ।
বৃক্ষমূলে শয়ন করেন ভগবান ॥
কোন শিশু করে তাঁর পাদসংবাহন ।
কোন ধন্য শিশু কবে পল্লব ব্যঞ্জন ॥
কোন ধন্য শিশুগণ গায় মনোহর ।
প্রেমরসে শিথিল সকল কলেবর ॥
এইরূপে নিজ মায়া নিগূঢ় মহিমা ।
গোপশিশুরূপে করে বিবিধ ভঙ্গিমা ॥
কমলা লালিত পদ কমল মুরারি ।
ব্রজ শিশু সঙ্গে করে নানা বালকেলি ॥
রাম কেশবের সখা শ্রীদাম গোপাল ।
ভোককৃষ্ণ আদি আর যতোক ছাওরাল ॥
কহিতে লাগিলা তারা মধুর বচনে ।
রাম রাম মহাবাহ শুন নিবেদনে ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবল দুষ্ট বিনাশন ।
 ইথে কত দূরে আছে মহাতালবন ॥
 মহাতালকুল-পরিপূরিত সকল ।
 ভূমিতলে কতেক পড়িয়া আছে ফল ॥
 কিছু তালবন রাখে ধেহুক অনুরে ।
 নিকটে না যায় কেহ দুরন্তের ডরে ॥
 অতি মহাবল সে অনুর দুরাচার ।
 খরতর রূপ ধবে গর্দিত আকার ॥
 সমবল সমবেশ জ্ঞাতিগণ লঞা ।
 তালবনে বৈসে নানা জীবজন্তু খেয়া ॥
 ক্ষিতিতলে পুরিয়া বিস্তর ফল রহে ।
 হের দেখ ফলের সুন্দর গন্ধ বহে ॥
 তাল আনি দেহ যদি খায় শিশুগণ ।
 বাছা যদি কর কৃষ্ণ যাই তালবন ॥
 শিশুগণ বচন শুনিয়া বনমালী ।
 হাসিয়া চলিয়া বলভঞ্জে সঙ্গে করি ॥
 বলভঞ্জে করি তালবনে পরবেশ ।
 দুই হস্তে ধরি গাছ বাড়িল বিশেষ ॥
 গাছের ঠেলায় গাছ কাঁপে ধর ধর ।
 ভূমিতল পুরিয়া পড়িল তালফল ॥
 ছড়ছড়ি শব্দ উঠিল ক্ষিতিতলে ।
 শুনিঞা ধেহুক দৈত্য ধাইল সম্বরে ॥
 পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল ।
 কাঁপিল পর্কিত তরু ধরণীমণ্ডল ॥
 দুইখানা পাছা পদ উর্দ্ধ করি তুলি ।
 মারিল রামের বুকে গাধা শব্দ করি ॥
 লাথি মারি তবে সরি গেল কথোদূরে ।
 পুনরপি ধাইল দৈত্য গর্জিয়া নিষ্ঠুরে ॥
 উর্দ্ধ করি পাছু পদ তুলি আরবার ।
 রামের হৃদয়ে দূচ মারিল প্রহার ॥
 দুই পদ ধরিল রাম দিয়া বাম হাত ।
 আকাশে তুলিয়া পাক মারে পাঁচ সাত ॥
 স্রমাইতে জীবন ছাড়িল দুরন্তরে ।
 তুলিয়া মারিল পাক তালের উপরে ॥
 ভাঙিল তালের গাছ কাঁপে ধর ধর ।
 গাছের ঠেলায় গাছ কাঁপিল সকল ॥
 লীলায় পেলিল দৈত্য গাছের উপরে ।
 মহা শত্ৰুচর হেন হই তার ভরে ॥
 গাছে গাছে ঠেলাঠেলি কাঁপে তালবন ।
 আচম্বিতে যেন মহাবড় বরিষণ ॥
 অনন্তর ধরণীধর ত্রিভুগৎপতি ।
 চরাচর আধার সকল লোকপতি ॥

এ কোন বিচিত্র কৰ্ম বলিব তাহার ।
 এই লাকে কৈল এক লীলায় যাহার ॥
 ধেহুকের মরণ শুনিঞা বদ্ধগণে ।
 কোধ করি ধেয়া তারাইল সেইক্ষণে ॥
 রামকৃষ্ণ দুই ভাই কোন কৰ্ম করে ।
 বামহস্তে লীলায় চরণ চাপি ধরে ॥
 পাক মারি পেলে তাল বুকের উপরে ।
 তালবন পুরিল দৈত্যের কলেবরে ॥
 দৈত্য দেহে ক্ষিতিতল সকল পুরিল ।
 বিস্তর গাছের মাথা ভাঙিয়া পড়িল ॥
 দীপ্তি করে ভূমিখান দেখিতে সুন্দর ।
 মহামেঘে পুরে যেন গগনমণ্ডল ॥
 মহা অদভূত কৰ্ম দেখি সুরগণে ।
 মৃত্যু গীত স্তুতি কৈল পুষ্প বরিষণে ॥
 থাপাথাপি দিয়া তাল শিশুগণে ধরে ।
 ত ল খায় শিশুগণ আনন্দে বিহরে ॥
 কোতুকে সকল লোক দেখিয়ে বেড়ায় ।
 পশুগণ পরবেশি নব তৃণ খায় ॥
 অমল কমলদল বিশাল লোচন ।
 কমলা-বন্দিত পুণ্য শ্রবণ কীর্তন ॥
 অহুগত বালকে চৌদিগে গুণগায় ।
 ব্রজ পরবেশ কৈল ত্রিভুগৎ রায় ॥
 গোরক্জেতে আচ্ছাদিত কুঙ্কল উজ্জল ।
 বিচিত্রে বরিহা চূড়া শিরের উপর ॥
 কচির কনুমলম মন্দ মধু হাসে ।
 অহুগত শিশুগণ গায় চারি পাশে ॥
 শিশু মাঝে বায় কান্থ মধুর মুরলী ।
 পথে পথে রহি চাহে আভীরমুন্দরী ॥
 মুখ-পদ্ম মধু পিয়ে নয়ন ভ্রমরে ।
 দিবস বিরহ-তাপ ছাড়িল অন্তরে ॥
 ব্রজবধূগ-প্রেম আনন্দবিলাস
 ললজ্জ কটাক্ষপাত মন্দ মধু হাস ॥
 বুকিয়া রমণীগণ মন বনমালী ।
 ব্রজপুরে পরবেশ করিল শ্রীহরি ॥
 যশোদা রোহিণী দুই হরষিত মনে
 আশীর্বাদ কৈল রাম কৃষ্ণ দরশনে ॥
 মর্দন মজ্জন করাইল পুণ্যজলে ।
 দিব্যগন্ধ বিলেপন দিল কলেবরে ॥
 বসন ভূষণ দিব্য আভরণ দিল ।
 দিব্য অন্নপান দিয়া ভোজন করাইল ॥
 লালন পালন কৈল বিবিধ বিধানে ।
 শয়ন করাল্য মাতা উত্তম শয়নে ॥

এইরূপে আনন্দে বিহরে বনমালী ।
 মায়া-নব-নারায়ণ শিশু লীলা করি ॥
 বৃন্দাবনে বনমালী গেলা এক দিনে ।
 শিশুগণে সঙ্গে করি বলরাম বিনে ॥
 খেজুর লঞা গেলা কৃষ্ণ কালিন্দীর তীরে ।
 ভৃষ্ণার আকুল খেজুর হাইল সঙ্করে ॥
 খেয়া গিয়া শিশুগণ কৈলা জলপান ।
 বিষজল পান করি হরিল গেনান ॥
 প্রাণ হরি বৎস শিশু পড়িল সকল ।

দেখিয়া বিষয় হৈলা প্রভু ষোগেশ্বর ॥
 চাহিলা সদয়ে হরি অমৃত নয়নে ।
 গোধন বালক জীয়া উঠিলা তখনে ॥
 বিষয়ে বালক সম মুখামুখি চায় ।
 মরিয়া বহিলু পুন কেমন উপায় ॥
 কৃষ্ণ-অনুগ্রহে জীল বৃষ্টি অনুমানে ।
 প্রভু বিনে কে আর করিব পরিত্রাণে ॥
 ভাগবত-আচার্য্যের মধুর-গান ।
 স্নেহে লোক কর কৃষ্ণ-কথ-রস পান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং
 সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশম স্কন্ধে
 পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায় ।

নট রাগ ।

কালসর্প বিদূষিত যমুনার ' ল ।
 দেখিয়া পন্নগ দূর কৈলা ষোগেশ্বর ॥
 তবে রাজা জিজ্ঞাসিল ভন্ন পেয়া যনে ।
 জলের ভিত্তরে সাপ ধরিল কেমনে ॥
 সে বা সর্প তথা কেন আছে এত কাল ।
 কহিবে সকল মুনি করিয়া বিস্তার ॥
 পরিপূর্ণ ভগবান গুণকর্ম্মহীন ।
 ভকতবৎসল হরি ভকত অধীন ॥
 তাঁহার উদার লীলা চরিত্র শ্রবণে ।
 কাহার তৃপ্ত হইল সুধারস পানে ॥
 শুক মুনি বলে শুন কহি ক্ষিতীশ্বর ।
 আছিল বিষম এক হৃদ ভয়ঙ্কর ॥
 যমুনায় জল তাখে কালীনাগ বৈসে ।
 উৎলিষা উঠে জল তার মহাবিশে ॥
 তাহার উপরে কোন জীব না সঙ্করে ।
 উড়িয়া যাইতে পাখী পড়ে বিষজালে ॥
 বিষকণায়ুত বায়ু যত দূর চলে ।
 তাবৎ পর্য্যন্ত তার বৃক্ষ নাহি তরে ॥
 পন্নগও বিষবীৰ্য্য দেখি ফণধর ।
 বিষ বিদূষিত দেখি যমুনায় জল ॥
 খল-সংযমন ছেজু অবতার করে ।
 লক্ষ দিয়া চড়ে উচ্চ কদম্বের ডালে ॥
 দৃঢ় কনি পরিধান বান্ধিল খেঁচিয়া ।
 জলে বাঁপ দিব বাহেব মালগাট দিয়া ॥

অখিল পুরুষ সার বাঁপ দিল জলে ।
 ক্ষোভিল পন্নগরাজ কপিত অন্তরে ॥
 ঘন ঝাঁপ বিষজালে উৎলল নীর ।
 শতধু পর্য্যন্ত উঠিল দুই তীর ॥
 অনন্ত বিক্রম বল অমিত মহিমা ।
 এই কোন অভুত বিক্রমের সীমা ॥
 সর্পভেদে করে হরি বিবিধ বিহার ।
 উন্নত বারণবর বিক্রমে বিশাল ॥
 বিঘূর্ণিত ভূ-দণ্ড তরঙ্গ কল্লোলে ।
 নাগরাজে শবদ বাঁধিল উত্তরোলে ॥
 শবদ শুনিঞা নাগ প্রকোপে জ্বলিল ।
 সসৈন্তে আসিয়া কৃষ্ণে চৌদিকে বেটিল ॥
 মনোহর কলেবর নবঘন শ্রাম ।
 শ্রীবৎস-লক্ষণ পীতবস্ত্র পরিধান ॥
 মন্দ মধুস্মিত চাকু স্নানর বদন ।
 পন্নগভৈল করপন্নব-চরণ ॥
 মরমে মরমে নাগ সর্কাজে দংশিয়া ।
 বেটিল কৃষ্ণের অঙ্গ নিজ অঙ্গ দিয়া ॥
 নাগভোগ (:) বেষ্টিত সকল কলেবর ।
 অচেতন লীলা করি রহে এগেশ্বর ॥
 বৃষ্টিতে সর্পের বল-বিক্রমের সীমা ।
 আপনে আচ্ছাদে প্রভু আপন মহিমা ॥

গোপগণ অচেতন দেখিয়া শ্রহরি ।
 মুকুহিত হয়্যা তারা পড়ে প্রাণ ছাড়ি ॥
 চিন্তা বিস্তৃত দ্বারা কৃষ্ণে আরোপণ ।
 গোবিন্দ বাক্যে তারা গোবন্দ জীবন ॥
 হেন কৃষ্ণ বিনে কি গোয়ালী সব জীয়ে ।
 প্রাণ পড়ি পড়িল দারণ শোক-ভয়ে ।
 দেখু বৃষ বৎসগণ কান্দিতে লাগিল ॥
 কৃষ্ণে দৃষ্ট আরোপিয়া দাণ্ডায়া রহিল ॥
 হেন কালে বিবিধ প্রকার উৎপাত ।
 ব্রহ্মপুরে উপজিল অতি পরমাদ ॥
 তা দেখিয়া নন্দ আদি বৃদ্ধ গোপগণে ।
 ভয়েতে ব্যাকুল হয়্যা চিন্তে মনে মনে ॥
 আজি কৃষ্ণ বনে গেল বলরাম ঘরে ।
 না জানি কান্দনে কোন পরমাদ পড়ে ।
 জীয়ে বা না জীয়ে কৃষ্ণ হেন লয়ে মনে ।
 নানা উৎপাত দেখি বড় কুলক্ষণে ॥
 কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ মন রক্ষ বন্ধু ধন ।
 কৃষ্ণ বিনে কিছুই না জানে গোপগণ ॥
 দুঃখ শোকে ব্যাকুল চলিল হরিতে ।
 আবাল বনিতা বৃদ্ধ সকল সহিতে ॥
 অন্ধ বন্ধ আদি করি দীন হীন জন ।
 সকল গোকুলবাসী হয়্যা অচেতন ॥
 বন পরবেশ কৈল কৃষ্ণের উদ্দেশে ।
 বলভদ্র সর্বভাব জানেন বিশেষে ॥
 হাসিয়া রহিল রাম না দিলা উত্তর ।
 কৃষ্ণের মহিমা রাম জানেন সকল ॥
 গোপগণে চাহিয়া বেড়ায় বনে বনে ।
 গোপথে কৃষ্ণের পদ চিনিলা লক্ষণে ॥
 সেই পথ অনুসারে যার গোপগণে ।
 যমুনার তীরে গিয়া হৈলা উপশ্রমে ॥
 গোপগণ পড়ি আছে অচেতন হয়্যা ।
 দেখু বৎসগণ কান্দে কৃষ্ণমুখ চেয়্যা ॥
 কালীদহে ভাসে কৃষ্ণ ভগ্নের উপর ।
 কালীনাগে দংশিল সকল কলেবর ॥
 ভূজঙ্গে বেষ্টিত অঙ্গ না ধরে গেয়ান ।
 তা দেখিয়া গোপগণের হরিল পরাণ ॥
 গোপীগণ সন্তত গোবিন্দে ধরে চিন্তা ।
 গোবিন্দ জীবন তাদের পতি সূত বিস্ত ॥
 হেন প্রিয়তম কৃষ্ণে দংশিল পশ্চগে ।
 অঙরি প্রভুর গুণ মনে দুঃখ লাগে ॥
 কৃষ্ণ বিনে দেখে গোপী শূত্রা ভিতুবন ।
 শরীর না ধরে গোপী না রহে জীবন ॥

ভাটিয়ালি রাগ ।

কান্দে ব্রহ্মরমণী যশোদাদেবী কান্দে ।
 কেহ কার গলে ধরে কেশ নাহি বাঞ্জে ॥
 যশোদা করিয়া কোলে কৃষ্ণগুণ কহে ।
 আঁখি আরোপিয়া গোপী কৃষ্ণ পানে চাহে ।
 কৃষ্ণ-আরোপিত চিন্তা তনু মন প্রাণে ।
 কৃষ্ণ বিনে পরাণে না জীয়ে গোপীগণে ॥
 কালীদহে প্রবেশি এ তেজিব পরাণ ।
 নিবেশ করিয়া রাখে প্রভু বলরাম ॥
 বলভদ্র শ্রীকৃষ্ণের অন্তর জানে ।
 নিবারিয়া গোপগণে রাখিল যতনে ॥
 তবে প্রভু গোকুলনন্দন বনমালী ।
 কণেক মাছুষ জাতি-পথ অনুসারি ॥
 গোকুল আকুল দেখি যশোদাকুমার ।
 বলে আঁখি বিনে ব্রজে গতি নাহি আর ॥
 আমার কারণে দুঃখ শোকে বিমোহিত ।
 নিজজন দুঃখ দেখি এ কোন্ উচিত ॥
 এতেক চিন্তিয়া কৃষ্ণ কোন কর্ম করে ।
 লীলায় বাচায় হরি নিজ কলেবরে ॥
 ছিঙিল সর্পের অঙ্গ হয়্যা খানখান !
 সন্ধি বন্ধ ছিঙে সর্প তেজয়ে পরাণ ॥
 বন্ধন ছাড়িয়া নাগ রহিল অস্তরে ' ॥
 ঘন ঝাস ছাড়ে সর্প ছটকট করে ॥
 নাগরন্ধ্রে বিষজালে আঙুলি সঞ্চার ।
 স্তম্ভিত লোচনগণ ভপত অকার ॥
 মুখজালে ঝলঝল উজ্জ্বল বরিষণ ।
 ক্রোধ করি চাহে নাগ ঘন গরজন ॥
 সর্প লঞা খেলে খেলা ত্রিভুগত নাথ ।
 মন্ত্রগুরু-প্রধান সর্পের জানে হাথ ॥
 কালীনাগে বেঢ়িয়া ভ্রময়ে চারি পাশে ।
 কালিহো ভ্রময়ে কৃষ্ণে দংশবার আশে ॥
 ফণাগণ তুলিয়া ভ্রমে নিরস্তর ।
 ঘন ঘন ভ্রমণে টুটিল বৃদ্ধি বল (১) ॥
 রসিকশেখর হরি কোন কর্ম করে ।
 লক্ষ দিয়া উঠে সর্পফণার উপরে ॥
 ফণা-মণি-রতন নিকর পরশনে ।
 বিলসিত নখচন্দ্র রাতুল চরণে ॥
 সর্প কলারস-গুরু দ্রব্য ভাল জানে ।
 ফণধর-ফণে নাচে চরণ সন্ধান ॥

(১) ইহার পর অত্র পুথির অধিক পাঠ—

“হতভাগ্য হঞা কালী হইল কঁকর ।

মরণ নিকট কালী দেখে নিরস্তর ॥”

মৃত্যারম্ভ দেখিয়া প্রভুর সুরগণে ।
 জয় জয় ধ্বনি কৈল পুষ্প বরিষণে ॥
 গন্ধর্ব্ব কিঙ্করে বাজ করে সাবধানে ।
 সুমধু গায় গীত সুররথগণে ॥
 মৃদঙ্গ পণব শঙ্খ দুন্দভি বাজান ।
 গীত অমুগত বাজ সরস ভাষণ ॥
 মধুর মঙ্গল স্ততি গীত মনোহর ।
 সাবধানে সুরগণে সেবয়ে তৎপর ॥
 যে যে ফণা না নোঙয়ে ফণী ছুরাচার ।
 সেই ফণে উঠি করে চরণ প্রহার ॥
 ছুঁনিবারণ হরি খল-দণ্ডধর ।
 চরণে মর্দন করে শিরের উপর ॥
 প্রাণ ছাড়ি মরে সর্প না ধরে শরীর ।
 বলকে বলকে পড়ে মুখের কধির ॥
 গরল পড়য়ে ধারে নাসিকাবিবরে ।
 আঁখি ফুটি ছটুফটি কধির সঞ্চরে ॥
 যে যে ফণা না নোঙয়ে ছুঁই ফণধর ।
 সেই ফণে লক্ষ দিয়া উঠে যত্নবর ॥
 পুরাণ পুরুষ হরি সুরগুরু রাধ ।
 নৃত্য করে সর্পশিরে চরণে দমায় ॥
 সুরগণে করে দিব্য পুষ্প বরিষণ ।
 ফণি-ফণে নৃত্য করে আদি নারায়ণ ॥
 কৃষ্ণের তাণ্ডব নৃত্যে চরণ প্রহারে ।
 ভাঙ্গিল ভুজঙ্গ ভোগ (১) কধির উগারে ॥
 সহস্রেক ফণা ফুটি হৈল খানখান ।
 সহিতে না পারে তেজ তেজয়ে পরাণ ॥
 চরাচরগুরু হরি পুরুষ পুরাণ ।
 সর্বলোকগতি পতি প্রভু ভগবান ॥
 মনে অঙরিয়া নাগ পশিল শরণে ॥
 এবার উদ্ধার ঘোরে কর নারায়ণে ॥
 বিশ্বস্তর জগৎ উদরে যার বৈসে ।
 চেন প্রভু সর্পশিরে নাচে নৃত্যরসে ॥
 প্রাণ ছাড়ি ফণধরে দেখি পত্নীগণে ।
 শোকেতে ব্যাকুল হয়্যা পশিল শরণে ॥
 কুলশীল গুণবতী সতী পতিব্রতা ।
 পতিগত রতি মতি পরম পণ্ডিতা ॥
 খসিল অঙ্গের বেশ বসন ভূষণ ।
 বিগলিত বেশপাশ হরল চেনন ॥
 নিজ নিজ স্তত কোলে শিরে কর ধরে ।
 দণ্ড পরণাম করি ক্ষিত্তিতেলে পড়ে ॥

(১) সর্পফণা ।

অপরাধ মাগি নৈল প্রভুর চরণে ।
 স্ততি করে নাগপত্নী পশিয়া শরণে ॥
 ধানশী রাগ ।
 কৃত অপরাধী ভুজঙ্গ দেব দেব নিবারিলে
 মদ পরচণ্ড ।
 রিপু স্ততে সমদরশিত তুঁছ ভগবান
 সমচিত কর খল দণ্ড ॥
 গোসাঞি বারেক দেহ পতি দান ।
 হাম নারীজাতি সহজে লোকগর্হিত
 পতিগত কেবল পরাণ ॥ ৫ ॥
 কৃতকৃতজ্ঞন ছুরিত হরণ দম অঙ্গগ্রহ
 পরম তোমার ।
 কুযোনি জনম ভুজঙ্গম জাতি পাপ
 কেবল করিলে সংহার ॥
 নিজ মান তেজি আনগত জন কৃত মান
 কোন তপ করল ভুজঙ্গ ।
 অখিল দয়্যাপর ধরম করণে কিবা
 তোষণে জগজ্জনানন্দ ॥
 না বুঝলু হাম ফণীর কোন অধিকার
 শ্রীচরণের রজ পরশনে ॥
 নিজ গুণ দোষ তেজি লঙ্ঘিযী যো বাহুই
 তপ যোগ করই ধোয়ানে ॥
 যো চরণারবিন্দ রজ অজ্ঞভবমতি
 তছু বিনে আন নাহি জানে ।
 সুরপতি পদ আর অখিল ক্ষিত্তিপতি
 প্রজাপতি পদ নাহি মানে ॥
 অখিল সম্পদপদ পাদাম্বু সম্পদ
 সম্পদ করি নাহি জানে ।
 অষ্টযোগসিদ্ধি নিরবাণ মুকতি
 সকল তড়িৎ সমানে ॥
 তমোশুণ জনিত ক্রোধপুৰ কলেবর
 ফণধর (সোহোভূয়া) পদধূলি পায় ।
 কহে ভাগবতাচার্য্য যদু চৈতন্যে এ
 ভববন্ধন দূরে যায় ॥ (১)
 দেবের দেবতা তুমি কৃত পাপী মোর স্বামী
 নিবারিলে মদ অহঙ্কার ।
 তুমি প্রভু নারায়ণ তুমি সে সবার প্রাণ
 খল দণ্ড করিলে ইহার ॥

(১) পরিবৎ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের
 পাঠ—

সৰ্বশক্তি গতি রতি তুমি সে সবার পতি
 নারীজাতি যোরা অগেগান ।
 না জানি ভকতি জ্বতি কর প্রভু অব্যাহতি
 কৃপা করি স্বামী দেহ দান ॥
 কোন্‌ পুণ্য বিবধরে চরণ ধরিল শিরে
 যে পদ বাহুয়ে ঋষিগণ ।
 কিবা নাগ ভাগ বশে হেথা আসি হৃষীকেশে
 নাগকুল করিলে তারণ ॥
 সৰ্পজাতি খল চিত্ত না জানি তোমার তত্ত্ব
 তুমি ব্রহ্ম পুরুষ পুরাণ ।
 ছাড় প্রভু নিজ মায়া সৰ্পরাজে কর দয়া
 এই ভিক্ষা মাগি ভগবান্ ॥
 ভমোক্ত যোর পতি মদ গৰ্জা খলযতি
 না জানি কি পূর্বে পুণ্য ছিল ।
 ভব ব্রহ্মা ধ্যান করে লক্ষ্মী সেবে নিরন্তরে
 হেন পদ মন্তকে পড়িল ॥
 নম কৃষ্ণ নারায়ণ নমো নম জনার্দিন
 নমো প্রভু জগৎ দৈত্বর ।
 নম হৃষীকেশ হয়ে দীন হীন দেখি যোরে
 স্বামী দান মাগি এই বর ॥
 শিরেতে হুড়িয়া হাত ঘন ঘন প্রণিপাত
 জ্বতি করে নাগপত্নীগণ ।
 ভাগবত আচার্য বলে পড়িল চরণতলে
 সদয় হইল নারায়ণ ॥

নমো নমো মহাবোস্তি নমো ভগবান্ ।
 পরমাশ্রয় অত্যাশ্রয়ী পুরুষ পুরাণ ॥
 জ্ঞানগম্য জ্ঞানময় অনন্তশক্তি ।
 গুণ বিবজ্জিত নিত্য সৰ্বভূতপতি ॥
 কালময় কালনাভ সংহারকারণ ।
 নমো নমো বিশ্বরূপ বিশ্বপরায়ণ ॥
 নিগূঢ়মহিমা সৰ্বভূতাপনয়নী ।
 নমো নমো মহাসুভক্ত পুণ্যরূপরাশি ॥
 বাচ্য বাচক শক্তি পুরুষ পুরাণ ।
 প্রমাণ কারণ বেদউৎপত্তি-স্থান ॥
 নমঃ কৃষ্ণায় রামায় বাসুদেবায় তে নমঃ ।
 প্রহুয়ান্‌ নমো নমঃ সাঙ্ঘতাং পত্নয়ে নমঃ ॥
 অনিচ্ছ নমো নমো নমো হৃষীকেশ ।
 পরাপন্নগতি বিশ্বময় বিশ্বশেষ ॥
 নমো নমো অধিকার বিহার বিলাস ।
 নমো নমো নিজজন হৃদয়প্রকাশ ॥
 তুমি স্বজ তুমি পাল তুমি যে সংহার ।
 যারায় বিশ্বণ তুমি সৰ্বশক্তি ধর ॥

ভাল মন্য চরাচর স্বজিলে আপনে ।
 সত্যের জনক তুমি উৎপত্তির স্থানে ॥
 ভথাপি উত্তম জনে গীরতি তোমার ।
 দুষ্ট নিবারণ কর উচিত বিচার ॥
 নিজ ধর্ম স্থাপিতে দণ্ডিয়া দুষ্ট জন ।
 খলে দণ্ড তুমি নাথ ধর তে কারণ ॥
 প্রভু হয়্যা ভৃত্য অপরাধে দণ্ড করে ।
 একবার অপরাধ ক্ষেম দণ্ডধরে ॥
 ক্ষেম ক্ষেম মহাপ্রভু ক্ষেম একবার ।
 না জানে তোমার তত্ত্ব মুঢ় দুরাচার ॥
 অহুগ্রহ কর নাথ দেহ প্রতিদান ।
 আমি সব যোবা জাতি পত্তিগত প্রাণ ॥
 আমি-সব তোমার কিঙ্করী আজি হনে ।
 আজ্ঞা দেহ কি কাজ করিব দাসীগণে ॥
 প্রহুয়ান্‌ তোমার আজ্ঞা যে জন আচরে
 সেই জন অনাদি সংসারদুঃখে তরে ॥
 এত জ্বতি কৈল যদি নাগপত্নীগণে ।
 কৃপা কৈলা দেবদেব প্রভু নারায়ণে ॥
 কণিকণা ছাড়িয়া নাথিল। জনার্দিন ।
 মুরহন্ত হেরা নাগ রহে কতোক্ষণ ॥
 ধীরে ধীরে চিত্ত স্থির করে ফিরাই ॥
 হীন যানগতি ঘন তেজয়ে শোভাস ॥
 করজোড়ে বরিয়া ধ্বংসের পাশে রহে ।
 বিনয় করি একিছু নিজ দোষ কহে ॥
 উৎপাত হইতে আমি-সব খল মতি ।
 ক্রোধময় ভমোক্ত দুষ্ট সৰ্পজাতি ॥
 স্বভাব খণ্ডন নাথ কাহারো না যায় ।
 স্বভাবে সকল লোক নানা পথে যায় ॥
 তোমার স্বজিত বিশ্ব ত্রৈলোক্যজনিত ।
 নানা বীধ্য বল বৃদ্ধি স্বভাব রচিত ॥
 তার মধ্যে আমি-সব হই সৰ্পজাতি ।
 নিরবধি ক্রোধপরায়ণ দুষ্টমতি ॥
 এ সব তোমার মায়া পাসরিতে নাশি ।
 মায়াবিমোহিত হয়্যা নানা পথে ফিরি ॥
 ইহাতে প্রমাণ তুমি সৰ্বজ্ঞ দৈত্বর ।
 তোমার চরণে নাথ সকল গোচর ॥
 নিগ্রহ করহ কিংবা অহুগ্রহ ধর ।
 যে তোমার ইচ্ছা নাথ সেই আজ্ঞা কর ॥
 কালীনাগ বচন শুনিঞা ভগবান্ ।
 কারণে মাছুষ হরি পুরুষ পুরাণ ॥
 আজ্ঞা দিলা কালীনাকে করিতে গমনে ।
 বিলম্ব না করি সৰ্প চল এথা হনে ॥

পুত্র দার পরিবার বন্ধুগণ সহে ।
তুমি-সব কেহ না থাকিহ কালীদহে ॥
সেই রমণক দ্বীপে শীত করি চল ।
সর্বজন শ্রুখে যেন পিএ এই জল ॥
এই আত্মা দিনু সর্পরাজ আমি তোরে ।
ইহার কীর্তন যেবা ছুই সন্ধ্যা করে ॥
তার যেন সর্পভয় কত নহে আর ।
এই আত্মা আমার পালিহ সর্বকাল ॥
এই কালিন্দীর হৃদে করিয়া মজ্জন ।
দেব-পিতৃভূষণ করয়ে যেই জন ॥
উপবাস ব্রত করিয়া আমারে স্মরণে ।
সর্ব পাপ খণ্ডিয়া চলিব বিষ্ণুপুরে ॥
বার ভয়ে রমণক দ্বীপ পরিহরি ।
রহিলে কালিন্দী হৃদে পরবেশ করি ॥

সে গরুড় সর্প ধরি না খাইব আর ।
পাদপদ্ম শিরে চিহ্ন দেখিব বাহার ॥
আত্মা শিরে ধরি সর্প কোন কথ্য করে
সংগ্রহ বাক্যে কৃষ্ণ পুঞ্জিল সাদরে ॥
দিব্যবস্ত্র মণিরত্ন বিচিত্র ভূষণে ।
দিব্য উৎপল মালা দিব্য বিলেপনে ॥
ভূষিয়া কৃষ্ণের অঙ্গ পুঞ্জিলা বিধানে ।
আত্মা মাগি নিল সর্প প্রভুর চরণে ॥
প্রদক্ষিণ করি কৈলা দণ্ড পরণামে ।
সবন্ধুবান্ধবে নাগ গোলা নিজ স্থানে ॥
সেই দিনে সেইক্ষেণে যমুনার জল ।
অমৃত সমান হৈল অতি সুশীতল ॥
শ্রীগদাধর ভক্তিরস-গুরু জান ।
ভাগবত-আচার্যের যথুরস-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
ষোড়শোহ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় ।

কেদার রাগ ।

ভবে রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবস্থানে ।
এই কথা জিজ্ঞাসিলা সন্দেহ বচনে ॥
কালীনাগ স্থানভ্যাগ কৈলা কি কারণে ।
গরুড়ের কৈল কিবা পীড়িত লজ্জনে ।
মুনি বলে শুন রাজা বিবরণ বাণী ।
খগরাজে খণিরাজে বিবাদকাহিনী ॥
গরুড়ে আসিয়া সর্প নিতি ধরি খায় ।
সর্পগণ যেলি তার চিহ্নিল উপায় ॥
এ খগরে এক বলি দিব মাসে মাসে ।
এই বনস্পতিমূলে পুণিয়া দিবসে ॥
মর্যাদা স্থাপিল তার এই সর্পগণে ।
গরুড়ের তাহাতে সন্তোষ হৈল মনে ॥
প্রতি মাসে এক এক বলি দেয় ধরি ।
শ্রুখে থাকে সর্পগণ চিন্তা পরিহরি ॥
কঙ্কর কুমার এই ফণধর রাজে ।
বিষবোধী বল দর্পে কৈল কোন কাজে ॥
বৃক্ষমূলে বলি আনি দেই সর্পগণে ।
আপনি ধরিয়া খায় নিষেধ না মানে ॥

তাহা শুনি ক্রোধে বলে পশ্চগ-অশ্বন ।
সর্প হৈয়া করে যোর মর্যাদা লজ্জন ॥
সবংশে করিব আজি কালীর সংহার ।
সর্প হয় করে সেটা এত অহঙ্কার ॥
এতেক বচন বলি বিনতানন্দন ।
রমণক দ্বীপে আসি হৈলা উপসন্ন ॥
খগগতি দেখিয়া কুপিল ফণধর ।
সহস্রেক ফণা ধরি ধাইল সত্বর ॥
করাল দশন অস্ত্র শুভিত লোচন ।
গরুড় বেচিয়া ফিরে কঙ্কর নন্দন ॥
আশপাশে গরুড়ের সঙ্গীছে সংশিল ।
কঙ্করনন্দন যেন অনল জ্বলিল ॥
বাম পাকসাঁট দিয়া মারে এক বাড়ি ।
দূরে গিয়া পড়ে সর্প প্রায় প্রাণ ছাড়ি ॥
ভবে কঙ্কর ৩ ভয়ে কোন কথ্য করে ।
প্রবেশ করিল গিয়া কালিন্দী গহবরে ॥
মুনি বলে শুন রাজা কহিব বিশেষ ।
গরুড় না কৈল কেন হৃদে পরবেশ ॥

কোনকালে মৎস্তপতি দেখি খগরাজে ।
 খেদিয়া আনিল তারে যমুনার মাঝে ॥
 ক্ষুধায় ধরিয়া মৎস্ত খাইব খগেশ্বর ।
 আছিল ষোড়শি মূনি জলের ভিতর ॥
 মূনি নিবারিল তারে নিষেধ বচনে ।
 আমার সাক্ষাতে মৎস্ত না করে ভক্ষণে ॥
 তবু মৎস্ত ধরিয়া খাইল খগরাজে ।
 মৎস্যগণ বিলাপ করয়ে জলমাঝে ॥
 মীনগণ ক্রন্দন দেখিয়া যোগেশ্বর ।
 কৃপা করি দিলা শাপ সহস্র বৎসর ॥
 যদি আর এই লে পরবেশ করি ।
 গরুড়ে আসিয়া মৎস্য খায় কতু ধরি ॥
 প্রাণ ছাড়ি সেইক্ষণে মারিবে সর্বথা ।
 আমার বচন কতু না হব অশ্রুথা ॥
 এ সকল তবু কথা কালীনাগ জানে ।
 তথা গিয়া কৈল বাস সেই সে কারণে ॥
 পুনরপি কৃষ্ণ দূর কৈল তথা হনে ।
 আর কথা কহি রাজা শুন সাবধানে ॥
 কালিনীর হৃদে হৈতে উঠিলা শ্রীহরি ।
 দিবা গরু চন্দন কুমুদ মালা ধরি ॥
 মহামণিগণ জাম্বুদ বিরাজিত ।
 মুকুট কুণ্ডল হার অঙ্গ বিভূষিত ॥
 সকল গোকুলবাসী উঠিল সত্তরে ।
 মরা বাঁচি উঠে যেন জীবন সঞ্চারে ॥
 আনন্দে পুরিয়া গোপ দিল আলিঙ্গন ।
 শিরে হস্ত দিয়া কৈল বদন চুম্বন ॥
 যশোদা রোহিণী নন্দ গোপ গোপীগণে ।
 সচেতন হৈল সতে কৃষ্ণ দরশনে ॥
 কৃষ্ণের মহিমা জানে প্রভু বলরাম ।
 আলিঙ্গন করিয়া হাসিলা মতিমান ॥
 কৃষ্ণ কোলে করিয়া বসিলা মহাশয় ।
 প্রেমরসে পুলকিত আনন্দ হৃদয় ॥
 যেহু বুঝ মৎস্তগণ হৈল আনন্দিত ।
 সকল গোকুলবাসী প্রমোদে মুদিত ॥

সকল এ গুরু পুরোহিত দ্বিজগণে ।
 আসিয়া নন্দেরে তবে কৈলা সন্তাষণে ॥
 ভাগ্যে নন্দ পুত্র বাঁচি উঠিল তোমার ।
 দংশিল পাশিষ্ঠ নাগ বড় দুরাচার ॥
 ভাগ্যে শিশু জীল দ্বিজ-গুরু-আশীর্বাদে ।
 কেবল তোমার পুণ্য দেবের প্রসাদে ॥
 এইরূপে গোবিন্দে লভিয়া গোপগণে ।
 সর্বদুঃখ পাসরিল আনন্দিত মনে ॥
 সে রাত্রি রহিল সেই যমুনা তীরে ।
 ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কেহ চলিতে না পারে ॥
 শুচিবন নামে বন তথাই আছিল ।
 উপবাস করি গোপ তথাই রহিল ।
 বোরতর দাবায়ি উঠিল নিশাকালে ।
 চৌদিকে বেচয়ে বম পুড়িবার তরে ॥
 দাবানলে পুড়ে অঙ্গ চৌদিকে বেচিয়া ।
 উঠিল গোকুলবাসী সধমে দেখিয়া ॥
 শরণ পশিএ সতে কৃষ্ণের চরণে ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ কর পরিত্রাণে ॥
 অমিত বিক্রম রাম করুণাসাগর ।
 দাবানল চৌদিকে বেচিল বোরতর ॥
 আহি-সব নিজজন সেবক তোমার ।
 কাল দাবানল হৈতে রাখ একবার ॥
 আগুনে পুড়িএ তাহে নাহি বাসি ভয় ।
 ছাড়িতে না পারি তোমার চরণ-কমল ॥
 নিজজন বিকল দেখিয়া দয়াময় ।
 অনন্ত শক্তি ধরে সর্ব জীবালয় ॥
 অগ্নি পান কৈলা কৃষ্ণ আঁধির নিমিষে ।
 সেই বনে গোপগণ রহিল সন্তোষে ॥
 রজনী প্রভাতে গোপ গেল ব্রজপুরে ।
 হেন অদভূত রাজা কহিলু তোমায়ে ॥
 ভাগবত-আচার্য্যের সরস বচনে ।
 সুখে যেন ভাগবত বুঝে সর্বজনে ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং

সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে

সপ্তদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

মল্লার রাগ ।

ভবে গোপগোপী লয়্যা প্রভু স্বরীকেশ ।
 সঙ্গিগণ গায়ের গুণ গোঁকুল প্রবেশ ॥
 নিদাঘ সময় ভেল হেন অবসরে ।
 রবি াল প্রচণ্ড পবন খরতরে ॥
 দিনকর-কিরণে সকল চরাচর ।
 নীরস দেখয়ে যেন শুষ্ক কলেবর ॥
 হেনই নিদাঘ কালে বৃন্দাবন গুণে ॥
 সাক্ষাৎ বসন্ত যেন হৈল বিস্ত্রমানে ।
 বাহাতে নিবারণ ল-ভরঙ্গ-কল্লোল ।
 শুক পিক বিহগ শব্দ উত্তরোল ॥
 ভলকণে স্নিগ্ধ তরু মণ্ডলে মণ্ডিত ।
 নানা ফুল ফলে বন অতি সুশোভিত ॥
 কঙ্কণার কুমুদ কজ নীল উতপল ।
 চৌদিগে উজ্জল নদ নদী সরোবর ॥
 হংস কারুণ্ড বগ যত জলরে ।
 নানাবিধ কলরবে জলকলি করে ॥
 মলয়জ বরুণ বসন্ত পাঁচবাণ ।
 এ সব সাক্ষাৎ যেন হৈলা মুক্তিমান ॥
 ব্রহ্মার বিচিত্রে বিশ্ব-নির্মাণ নৈপুণ্য ।
 প্রকাশিলা একত্রে করিয়া নিঃশব্দ গুণ ॥
 হেন বৃন্দাবনে হরি অগুণত সজে ।
 গোধন চরায় বালকেলি-রস-রঞ্জে ॥
 বলদেব অগ্রজ অমুগ্ধ বনমালী ।
 তিনলোক যাহন লাভণ্যরূপধারী ॥
 সমকান্তি বালক-সমান-রূপবেশ ।
 বনধাতু (১) বিচিত্রে শিশু চূড়া কেশ ॥
 বন-পুষ্প গুঞ্জা নব পল্লব ভূষণ ।
 হেনরূপে শিশু সজে খেলে নারায়ণ ॥
 বিবিধ বিচিত্রে গতি বিচিত্রে খেলন ।
 বিবিধ ভঙ্গিমা ভাতি বিবিধ মেলন ॥
 বিবিধ কোতুক রস বিবিধ বিহার ।
 বিবিধ চঞ্চল লীলা বিবিধ সঞ্চার ॥
 বিবিধ আনন্দরসে বিবিধ নাচন ।
 বিবিধ কোতুক গীত বিবিধ বাজন ॥
 বহুবিধ পরিহাস বিবিধ ভাষণ ।
 বহুবিধ আন্দোচন বহুবিধ রণ ॥

বহুবিধ ভ্রমণ বিবিধ ভাতি লীলা ।
 সঙ্গিগণ লয়্যা হরি করে শিশুখেলা ॥
 হেনকালে আইল দৈত্য শিশুরূপ ধরি ।
 প্রলম্ব তাহার নাম বলে মহাবলী ।
 হরিয়া কৃষ্ণকে নিব হেন চিত্ত করে ।
 অখিল ভুবনে কিবা প্রভু অগোচরে ॥
 দুষ্ট দৈত্য প্রলম্ব জানেন্ত বনমালী ।
 তথাপি তাহার সহ পাতিল মিতালী ॥
 ধন্ত কৈল বৃন্দাবন এ সব আনন্দে ।
 আর এক বালকেলি রচিল প্রবন্ধে ॥
 যে িনে তাহাকে বহে হারে যেইজন ।
 বহিয়া থুইতে স্থান কৈলা নিরূপণ ॥
 ভাগীরথ নামে বট সঙ্কেত করিয়া ।
 প্রলম্ব সহিত খেলে দু-ভাই মেলিয়া ।
 সভার প্রধান তাথে হৈলা দুই ভাই ।
 বিভজিয়া সব শিশু কৈলা দুই ঠাঞি ॥
 বলরাম নিল আশ আশত জীহরি ।
 আনন্দে খেলায় ত্রিভুবন অধিকারী ॥
 বলদেব ত্রিনিলা সহিত তার গণে ।
 সঘনে হারিল খেড়ী প্রভু নারায়ণে ॥
 ত্রিদাম বালক হরি বহিল আপনে ।
 অত্রে অত্রে বহিল সকল জনে জনে ॥
 বুধত বালক বহে ভদ্রসেন নামে ।
 প্রলম্ব অমুরে বহি নিল বলরামে ॥
 সজেই সভাকে থুইল ভাগীরথ নিকটে ।
 বলদেবে লয়্যা দৈত্য চলি যায় ঝাটে ॥
 সেইকণে রামে লৈয়া আকাশ উপরে ।
 উঠিয়া প্রলম্ব দৈত্য নিজরূপ ধরে ॥
 দন্ত মুখ বিকট পিঙ্গল জটাভার ।
 অতি বোর কলেবর পর্বত আকার ।
 দৈত্যস্বৰূপে হলধর দেখি সুশোভনে ।
 পূর্ণিমার চন্দ্রে যেন শোভে নবঘনে ॥
 তা দেখিয়া রাম কিছু মনে পাইল ভয় ।
 সেইকণে আপনা অরিল মহাশয় ॥
 কোপে রাম জলে দেখি দৈত্য দুরাচার ।
 দৈত্য যুগে মাইল দৃঢ় মুষ্টির প্রহার ॥
 ভাঙ্গিল দৈত্যের মুণ্ড হৈল সান্ত্বান ।
 সর্বাঙ্গ বিদীর্ণ হৈল ভেজিল পরাণ ॥

(১) পাণ্ডুর,—"নব ধাতু" ।

ভূমিতলে পড়িল প্রাণবকলেবর ।
 তাহার উপরে খোঁতে প্রভু হলধর ।
 সুরগণে কৈল জুতি পুষ্প বরিষণ ।
 পারিষদ বালকে বেলি দিল আলিঙ্গন ।
 সাধু সাধু বলি লোকে করয়ে ব্যাখ্যান ।

অদ্বুত প্রাণবধ কৈলা বলরাম ॥
 ভবসিদ্ধ ভরিতে কৃষ্ণের গুণ-গাথা ।
 অষ্টাদশ অধ্যায়ে প্রাণব-বধ কথা ॥
 শ্রীগদাধর ভক্তিরস-গুরু জ্ঞান ।
 ভাগবত-আচার্যের মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
 সংহিতায়াং বৈষ্ণবিক্যাং দশমস্কন্ধে
 অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

উনবিংশ অধ্যায় ।

সুই রাগ ।

উবে আর যে কহিব শুন মূপবর ।
 গোবিন্দচরিত্রে পুণ্য প্রবন্ধ সুন্দর ।
 এইরূপে নানা ক্রীড়া করে দামোদর ।
 গোরালা ছাওয়াল লঞা সঙ্গে হলধর ।
 হেনকালে সময়ে আর যতক গোধন ।
 নব নব ভূগলোতে গেল দূরবন ।
 মুঞ্জাটবী পশি খেছু সব আউলাইল ।
 নানা ভিত্তে গোষ্ঠে গোষ্ঠে সব খেছু গেল ।
 হেনকালে শিশু সব না দেখি গোধন ।
 ভাঙ্গিয়া খেলার বেলি চাহে বনেবন ।
 ভয়েতে ব্যাকুল শিশু গোধন হারায়্যা ।
 চৌদিকে চাহিয়া বুলে বিবেকী হইয়া ।
 দঙ্কচ্ছেদ তৃণ ক্ষুর-চিন মহীভল ।
 সেই অঙ্গুসারে শিশু চলিল সকল ।
 সেই পথে মুঞ্জাটবী বনে উত্তরিল ।
 আউলায়্যা গোধন বুলে তথাই দেখিল ।
 ক্ষুধার ছাওয়াল সব হয়্যাছে কাতর ।
 পালটিয়া আইলা গোপীনাথের গোচর ।
 বেণুনাথে নাম ধরি গোষ্ঠের গোধন ।
 আপনার নিকটে আনয়ে ততক্ষণ ।
 হেনকালে দাবায়ি অরণ্যে উপলিল ।
 পুড়িয়া সকল বন চৌদিকে বেচিল ।
 সব শিশুগণ দেখে চৌদিকে আগুন ।
 কান্দিতে ব্যাকুল হয়্যা বনে ভয় মানি ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাপ্রভু প্রণতপালন ।
 ভবতর-ভঞ্জন দুরিত বিনাশন ॥

ভূমি প্রাণ ভূমি পতি বাকব আশায় ।
 ভূমি বই শিশু সব নাহি জানে আর ।
 যে যে বৈসে গোকুলে তোমার পরিজন ।
 জানিঞা উদ্ধার পায় লইলু শরণ ॥
 এতেক বলিয়া শিশু গোধন সহিতে ।
 অভয় রণে পড়ি লাগিল কান্দিতে ।
 ভয়ে ভীত বালকে দেখিয়া দয়াময় ।
 ভয় নাঞি ভয় নাঞি বলে মহাশয় ॥
 ভূমি সব আঁখি মুদ এ ভয় থগুন ।
 এখনে করিব আমি বলে নারায়ণ ॥
 কৃষ্ণের এ সব বাণী শুনিঞা ছাওয়ালে ।
 দুই আঁখি মুদি তারা রহিল নিশ্চলে ॥
 যোগবলে কৈলা পান দাবহতাশন ।
 অগ্নি পান করিয়া উদ্ধারে নিজ জন ॥
 প্রণতপালন নাম ভকতবৎসল ।
 ভকত উদ্ধার নাম করিতে সকল ॥
 অগ্নি পান করি কৈলা গোপের রক্ষণ ।
 গোকুলে চলিতে চিত্ত কৈলা নারায়ণ ॥
 আগে সব গোধন চলিল যুখে যুখে ।
 পাছে গোপতনয় চলিল ঝঞ্চ সাথে ॥
 ভুবনপাবন গুণ অঙ্গুগতে গায় ।
 গোকুলেতে প্রবেশ করিয়া যজ্ঞরায় ॥
 গোপীর আনন্দ হৈল ঝঞ্চ দরশনে ।
 তিল এক যুগশত বায় বাহা বিনে ॥
 দৈত্য বধে বলভদ্র বড় চমৎকার ।
 অগ্নি পান কৈল কৃষ্ণ এই চিত্র আর ॥

শতযুগে গোপগণ এই কথা কহে ।

তাহা শুনি গোবিন্দে আনন্দনদী বহে ॥

উনবিংশ অধ্যায়ে এ সব কথা কহি ।

ভবসিদ্ধ-ভরণে উপায় হয় এই ॥

ভাগবত আচার্য্যের মধুর রচনা ।

শ্রুত যেন ভাগবত বুঝে সর্বজন ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসায়

সংহিতায় ঐশ্বর্য্যিক্যাং দশমস্কন্ধে

একোবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায় ।

মল্লার রাগ ।

কথোদিত বহু হৈল বয়সী সময় ।

কালগুণে বাহাতে সকল জীব হয় ॥

বিদ্যাত চমকে দশদিগ চমকিত ।

কণে কণে আকাশে দেখিএ প্রকাশিত ॥

মহামেষ গর্জ্জন বিদ্যাত ছটা উহে ।

আকাশমণ্ডলে জ্যোতি কণে কণে বহে ॥

পৃথিবীর স্বত রস নিল অষ্টমাসে ।

মেঘপথে সে সব তেজিল দিননাথে ॥

রা য় পৃথিবীর ধন যেন হরি লয় ।

শতগুণ করে দান পাইলে সময় ॥

প্রচণ্ড পবন রহে মহামেষ মালা ।

সর্বলোক জীবন বরিখে জলকণা ॥

দয়ালু পুরুষ যেন দেখি দুঃখী জন ।

তাহাকে রাখিতে ভেজে আপন জীবন ॥

নিদাঘ আতপতাপে ধরণী তাপিতা ।

বেষ বরিষণ পায়্যা হৈলা আনন্দিতা ॥

কাম্যব্রতে তপস্বীর যেন ওমু ক্ষীণ ।

কাম্যব্রত সিদ্ধি হৈলে দেখিএ নবীন ॥

রাত্রিকালে যোনিকীট (১) জলে অতিশয় ।

বেষ আচ্ছাদিলে নাঞি নক্ষত্র উদয় ॥

অধর্মে পাবন্তী যেন কলিকালে বাড়ে ।

দুষ্ট কলি দেখি বেদ না হয় প্রচারে ॥

জলদ-শব্দ শুনি হরষিত মনে ।

কোলাহল শব্দ করে শিখী আদিগণে ॥

মৌন আচরিতা ব্রতে আছিল ব্রাহ্মণ ।

নিরম খণ্ডিলে যেন বেদ উচ্চারণ ॥

পুরিতা কলুষ ভলে স্কন্দ নদী বহে ।

ভার ভার ভাঙ্গে স্রোতে বেগে স্থির নহে ॥

অহঙ্কারে মত্ত যেন আপনা পাসরে ।

তনু ধন স্নাত দার পায়্যা পর্ক করে ॥

হরিৎ বরণ ঘাসে কোথাহ হরিতা ।

ইন্দ্রগোপ নামে কীট কোথাহ লেহিতা ॥

কোথাহ ছত্রাক ছায়া শোভে বসুমতী ।

যেন রাজসম্পদ সাক্ষাতে মুক্তিমতী ॥

শস্ত্রপূর্ণ ক্ষেত্র দেখি কুবক হরিব ।

অল্পতাপে কারো কারো বাড়ে বিমরিষ ॥

নব জল স্নান পানে সব চরাচর ।

ধরয়ে উত্তম রূপ দেখি মনোহর ॥

তকত জনার চিত্ত কৃষ্ণসেবা রসে ।

রূপ ভেজ বল যেন সর্বত্র প্রকাশে ॥

ধারাপাত বরিষণে পর্কত না টুটে ।

তকতের চিত্ত যেন কামে নাহি ছুটে ॥

কর্দম দেখিয়। পথে কেহ নাহি হাঁটে ।

তৃণ জল পড়ে কৈল অধিক সঙ্কটে ॥

দুষ্ট কলিযুগে যেন দুষ্ট ব্যবহার ।

ব্রাহ্মণে না পড়ে বেদ না ধর্ম প্রচার ॥

যেযেয়ে স্থির নহে চঞ্চল ভড়িৎ ।

নিষ্ঠা পুরুষে যেন কামিনীর চিত্ত ॥

নবধন-গরজিত গগন উপরে ।

জগহীন শত্রু-ধনু তাহে দীপ্ত করে ॥

যদি লোকে নিজ গুণ হয় পরিচয় ।

নিষ্ঠা পুরুষ তাহে শোভে অতিশয় ॥

চন্দ্রভেজে সর্ব লোক দেখে জলধর ।

সেই আবরণে নাহি শোভে শশধর ॥

নবধন দরশনে আনন্দিত হৈলা ।

শিখী সব স্তুত করে হরষে পুরিতা ॥

(১) খতোত ; কোনোকি পোকা ইতি ভাষা ।

নানা গৃহতাপে তাপী যেন গৃহিণীনে ।
অতুল আনন্দ পায় সাধু-সমাগমে ॥
যন বদ্বিষণে জল পেয়া। তরুণ ।
সুন্দর মুরতি ধরে বিবিধ লক্ষণ ॥
তপ করি তপস্বীর কীর্ণ কলেবর ।
কার্য সিদ্ধি হৈলে যেন দেখিএ সুন্দর ॥
দৃঢ় সেতুবন্ধ টুটে ধারা বরিষণে ।
যেন কলিরূপে বেদ পাষণ্ডবচনে ॥
বরিষা কালের গুণ যত যত হয় ।
সকল শ্রীকৃন্দাবনে করিল উদয় ॥
তাল অধু ঋজুর বিবিধ নানা ফল ।
বহুবিধ কুসুম শোভিত ধরে ধর ॥
সঙ্গে ব্রজবালক গোপন আগে যায় ।
নাথ বয়ি উচ্চস্বরে ডাকে যত্নস্বয় ॥
পন্নোবর ভারে খেজুগমন মসুর ।
হুহুকার শব্দ করয়ে উত্তরোল ॥
শ্রেয়-রসে সব (১) খেয় আকুল হৃদয় ।
যথা যথা কৃষ্ণ তথা বেচি বেচি রয় ॥
যখনে বরিখে মেঘ দেব পুরন্দর ।
শিশু সঙ্গে তরুতলে রহে দামোদর ॥
পর্বতগহবরে ক্ষেণে করেন প্রবেশ ।
ফল ফুল ভোজনে করয়ে হৃষীকেশ (২) ॥
এইমতে শ্রীগোকুলে বৃন্দাবনে বৈসে ।
গোপগোপী সঙ্গে হরি বহুবিধ রসে ॥
ভবে দিল শরৎ সময় পরকেশ ।
সর্বলোকে বাটে সুখ সম্পদ বিশেষ ॥
অমল সজিল মন্দ পবন সঞ্চার ।
সকল নির্মল গুণ হৈল আরবার ॥
যোগশ্রষ্ট যোগীর মলিন যেন চিত্ত ।
পুনঃ আর যোগ সাধি যেন প্রকাশিত ॥
যতেক আছিল মেঘ আকাশমণ্ডলে ।
বহু জীব বলতি আছিল এক মেলে ॥
পৃথিবীর আছিল যতেক পঙ্কচয় ।
লেব কলুষ আদি যে যে দোষ হয় ॥

সকল হরিল তাহা (১) শরতের গুণে ।
সকল নির্মল হৈল সুখী সর্বজননে ॥
বহু দুঃখে ব্রহ্মচারী গুরু শেবাকারী ।
নিতি নিতি সামগ্র্য আনয়ে ভিক্ষা করি (২)
পুত্র দার পরিবার সমতা বন্ধনে ।
নানা গৃহকর্ম দুঃখে রহে গৃহিণীনে ॥
বনবাণী কন্দমূল করয়ে আহার ।
বিবিধ সংযমে করে বহু দুঃখ ভার ॥
সন্ন্যাসীর নিজ ধর্ম করিতে পালন ।
দুঃখ বই নাহি কিছু সন্ন্যাস কারণ ॥
যদি ভাগ্যবশে ভুক্তি হয় নান্যায়ণে ।
এ চারি আশ্রম ধর্ম ছাড়ে সেইজন ॥
সুদুঃখ ভাবে সঙ্কচিত হয় সঙ্কমতি ।
যেন কর্ম বন্ধ সব ছাড়ায় ভকতি ।
জলময় ধন ছাড়ি মেঘ মিরমল ।
বাসনা ছাড়িল যেন শান্ত মূনিবর ॥
অন্ন জলে বৈসে যেন ক্ষুদ্র জলচরে ।
অল্পদিনে জল টুটে বুঝিতে না পারে ॥
নষ্টবুদ্ধি গৃহী যেন মুখ অতিশয় ।
দিনে দিনে টুটে আয়ু তমু না বুঝয় ॥
অন্ন জলে বৈসে যেন ক্ষুদ্র জলচর ।
রবিয় কিরণতাপে দহে কলেবর ॥
যেন দুঃখী গৃহস্থ না গণে দুঃখভার ।
সন্তত আবুল হয়। পুষে পুত্র দার ॥
অলপে অলপে পক্ষ ছাড়য়ে দেদিনী ।
পুত্র দার আদি মোহ যেন ভবজানী ॥
নিচলে রহিলা সিদ্ধ শরৎ সময়ে ।
যেন মহামুনি তত্ত্বজ্ঞান পরিচয়ে ॥
দৃঢ় সেতু বান্ধি জল রাখিল কুবাণে ।
ইন্দ্রিয় সংযম যেন কৈল যোগিগণে ॥
শরৎরবির জালা করে নিশাপত্তি ।
গোপীর বিরহতাপ যেন যত্নপত্তি (৩)
আকাশমণ্ডলে শশী নক্ষত্র সমাবে ।
শোভে যেন যত্নাথ যত্নবংশ মাঝে ॥

- (১) পাঠান্তর,—“বশ” ।
(২) ইহার পর অল্প পুঁথির অধিক
পাঠ,—
“যমুনা নিকট-তটে উত্তম পাখর ।
খুইল ওদন দ্বিধি তাহাব উপর ।
গোপশিশু সঙ্গে বলদেব নারায়ণ ।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপত্তি করয়ে ভোজন ॥”

- (১) পাঠান্তর,—“কাল” ।
(২) পাঠান্তর,—
“নিতি নিতি সমিধ আনয়ে কুল বারি” ।
(৩) ইহার পর অল্প পুঁথির অধিক পাঠ,—
“নির্দোষ গগনে হৈল নক্ষত্র নির্মল ।
সবস্তু চিত্ত যেন শুদ্ধ কলেবর ॥”

সমশীত সমস্তাপ কুসুম-পবন ।
এ সুখ সন্দেহে সুখী হৈল সর্বজন ॥
খেদে বৃগী পক্ষিণী যতেক নারীজাতি ।
গর্ভযোগ ধরিল সংযোগে নিজ পাতি ॥
আকুল জলজ সব রবির উদয়ে ।
কুসুম মুদিত সব (১) হৈল অভিশয়ে ॥
যেন লোক হরষিত রাজ দরশনে ।
ছুটে চোর পলায়ে রাখিতে নিজ প্রাণে ॥

(১) পাঠান্তর,—“ভয়ে” ।

পুর গ্রাম দ্বিবিধ উৎসবে উল্লসিতা ।
বিবিধ সুপক ধাত্তে পৃথিবী পুরিতা ॥
বাণিজ্যে চলিল যত আছে বাণিজ্যার ।
বৃণ সব কৈল যাত্রা শত্রু জিনিবার ॥
চলিল তপস্বী মুনি তপ সাধিবারে ।
যার বখা মনোরথ সেই তথা চলে ॥
এ সব শব্দকালগুণের ব্যাখ্যান ।
বিংশতি অধ্যায়ে কহি কৃষ্ণগুণ গান ॥
তাগবত-আচার্যের মধুরস বাণী ।
মন দিয়া শুন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং
সংহিতায়াম্ বৈষ্ণবসিক্যাম্ দশমস্কন্ধে
বিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায় ।

ধানশী রাগ ।

মধুমন্ত মধুরত	বিবিধ কুসুমযুগ	আকুল মদনবাণে	বাহ কিছু নাহি জানে
মকরন্দ সুগন্ধি পবনে ।		কহে গুণ বণিতে না পারে ॥	
নব নদী সরোবর	শরৎ নির্মল জল	ইথে ধিক নাহি আর	আঁখির সকল ভায়
বহু অদভূত বৃন্দাবনে ॥		যে যে দেখে কৃষ্ণমুখজ্যোতি ।	
শুক শারী পরভূত,	বিবিধ বিহগ যুত	চন্দ্র কোটি পরকাশ	মন্দ মধু সুধা হাস
বহুবিধ শব্দ বাজার ।		কি সখি কহিব নারীজাতি ॥	
হেন বনে পরবেশি	অধিঃ-স্বরস্বাসী	নব চূতপল্লব	মধুচন্দ্রিকা নব
করে-হরি বিবিধ বিহার ॥		উতপল কমলে রচিত ।	
চঞ্চল বরিহাপীড়	বাকুল কুসুমে চূড়	আজাহু কুসুম মালে	মাবে মাবে শোভা করে
নটবর শেখর গোপাল ।		পরিধান বিচিত্র ভূষিত ॥	
নৃচবন্ধ গীত ধী	উজ্জল কিকিণী কটি	বলদেব দামোদর	দ্বিবা গন্ধে মনোহর
শ্রুতিযুগে শোভে কর্ণিকার ॥		শোভে ব্রজ বালকের মাঝে ।	
বৈজয়ন্তী মালা দোলে	মণি-আভরণ ধরে	ভুবন মোহন লীলা	খেলে দ্রুত গীত খেলা
অধর সুধায় বেণু পুরে ।		রাম কৃষ্ণ নটবর রাজে ॥	
নব নব গোপসুত	চৌদিগে আনন্দযুত	ওহে সখি হের-বল	বেণু কোন তপ কৈল
পায় ৬৭ মাঝে যদুবরে ॥		সব গোপা করিয়া ঠৈ-রাশে ।	
নব ধ্বজ পদ্মাক্রিত	পদযুগ স্নলক্ষিত	হরিমুখ সুধানিধি	পান করে নিরবধি
জুগলভূষিত বৃন্দাবনে ।		ধনু বেণু জঙ্গ যেনা বংশে ॥	
অমিত গোধান সজে	বিবিধ কোঁড়ক রজে		
প্রবেশ করিলা নারায়ণে ॥			
শ্রীকৃষ্ণাবিনি শুনি	মধুর বংশীর ধনি		
জ্ঞানবধু সব এক মেলে ।			

প্রকল্প কমলযুতা সব নদী পুলকিতা
 জনমিল ভকতভনয় ।
 নিবসে আবার বনে (১) পুত্র বেণু এই মনে
 মুক্তি দিব এ কোন্ সংশয় ।
 যদুপুত্র অশ্রুধারে সকল বৃক্ষের করে
 পুত্রপ্রেম হৈল ভরগণে ।
 জনমিল এই বুলে আমরা তরিব হেলে
 এ সব অদ্ভুত বৃন্দাবনে ॥
 যেন কোন ধন কূলে বৈষ্ণব জনম নিলে
 আনন্দে বাঢ়য়ে বৃদ্ধগণে ।
 অচেতন ধর্ম যার জীবধর্ম হয়ে ভায়
 কি কহিব বৃন্দাবন-গুণে ॥
 গুন সখি সাবহিতা শ্রীবৃন্দাবনের কথা
 বিস্তারিল বিশ্বকীর্তি ভার ।
 ধন্য-বাক্য-মূলকিত মুকুন্দ পদ-ভূষিত
 ঐ বা বসেরি অবতার ॥ (২)
 গভীর বংশীর সানে ঘন বৃদ্ধি শিখিগণে
 উজ্জাসিতে করয়ে নাচনে ।
 ভক ভককে মেলি দেখে সেই মৃত্যুকেলি
 সখ্যাতাব হৈল জনে জনে ॥
 বস্ত্র ঐ মৃগীগণ দেখে শ্রীনন্দনন্দন
 চিত্রবেশ মধুর মুরতি ।
 বংশীর মধুর ধ্বনি নিচল হইল শুনি
 প্রেমভাবে বাঢ়ল পীরিতি ॥
 মধুর মুরগীয়ব শুনি দেববধু সব
 মনগতি রহে শূন্যপথে ।
 অখিল লাভ্যধার গুণশীলে অভিরাম
 দেখিয়া মুরছি পড়ে রথে ॥
 যবে কৃষ্ণ বেণু বায় সব ধেনু রহি চায়
 ঋতিযুগপট ধরে তুলি ।
 মুদিত নয়ন করি হৃদয়ে চিন্তয়ে হরি
 দশনে কবল দাস ধরি ॥
 ধ্বংস করে কীর পান যবে শুনে বেণুগান
 কীর কবল মুখে ধরি ।
 ঋতিযুগ উভ করি অমনি ধোয়ায় হরি
 প্রেমরসে আপনা পারসরি ॥

গুন সখি হেন দেখি বৃন্দাবনে যত পারী
 ও সব সাক্ষাৎ মূনিগণে ।
 কচির বিরল জালে চট্টিয়া গো পালে পালে
 চাহিয়া মুরলীনাথ শুনে ॥
 ধর্ম অর্থ কাম মুক্ত লানা মত বেদপথ
 ভেজিয়া সকল একেবারে ।
 নিরমল ভক্তিপথে রহে মুনি যেন মতে
 সে ধর্ম দেখিলু পক্ষিবারে ॥
 মধুর মুরলিধ্বনি সব নদীগণে শুনি
 কামভরে গমনমহরা ।
 অচল তরঙ্গ ভূজে মুকুন্দ পদ-পঙ্কজে
 ধরিল কমল উপহার ॥
 বলভদ্র সহ হরি গোপশিশু সঙ্গে করি
 বৃন্দাবনে চরায়ে গোদন ।
 দেখিয়া রবির জালে যেখ আসি ছত্র ধরে
 দেবে করে পুষ্প বরিষণ ॥
 ও সব শব্দ নারী কোন্ পুণ্য তপ করি
 চরণকুম্ব পাইল বনে ।
 গোপী-কুচবুগ-গত গোবিন্দ চরণে রত
 নিজ কুচে করে আলোপনে ॥
 গুন হের গোপনারী ধন্য গোবর্দ্ধন গিরি
 উই লেখি ভকতপ্রধান ।
 চরণ-রেণু-পরশে পুজকে সর্বাঙ্গ ভাগে
 হরিপদচিহ্ন নিজ নাম ।
 কন্দ মূল তৃণ জল বিবিধ কুম্ভম ফল
 বহুবিধ দিয়া উপহারে ।
 ধেনু সঙ্গে শিশুগণ রাম সঙ্গে নারায়ণ
 আরাধিল বহু পরকারে ॥
 যতেক বালক মেলি রাম সঙ্গে বনমালী
 গোদন চালার যদি বনে ।
 চরের স্থাবর ধর্ম স্থাবরের চর-ধর্ম
 হেন চিত্র দেখিল নয়নে ॥
 এইরূপে বাল্যকেলি কৈলা যত বনমালী
 শ্রীবৃন্দাবিনে কুতূহলে ।
 গোবুল নগর নারী সতে হঞা এক মেলি
 বর্ষিতে থাকরে নিরন্তরে ॥
 প্রেম-রতন-রসে আনন্দ-মানস-রসে
 কুম্ভময়ী ভেল ব্রজরায়া ।
 এ সব চরিত্র-লীলা কৈলা দেবকীর বাল্য
 ভাগবত-আচার্য্য-রচনা ॥

(১) পাঠান্তর,—“আমার নিবাসে ক্রম ।”

(২) পাঠান্তর,—

“যাতে প্রভু করেন বিহার ।”

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সাংহিত্যাস্তাং বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

চাবিশ অধ্যায় ।

বরাড়ী রাগ ।

অগ্রহায়ণ মাস হৈল প্রথম হেমন্ত ।
ব্রজবধু সব কৈল ব্রত অমুবন্ধ ॥
দুর্গার্চন নাম ব্রত হবিষ্য ভোজন ।
কালিন্দীর জলে করে প্রভাতে মস্তন ॥
বালুকায় কৈল দেবী প্রতিমা নির্মাণ ।
গন্ধমালা ধূপ দীপ বিবিধ বিধান ॥
প্রবাল তণ্ডুল ফল নানা উপহারে ।
প্রতিদিন প্রাতঃকালে দুর্গা পূজা করে ॥
উঠিয়া রজনীশেষে আভীর-কুমারী ।
সভেই সভারে ডাকে নাম ধরি ধরি ॥
বাহু বাহু ধরিয়া কুমারী এক মেলে ।
কৃষ্ণের নির্মল যশ গায় উচ্চসরে ॥
আনন্দে চলিয়া যায় যমুনার তীরে ।
বিধিবোধ পরশ করয়ে তীর্থনীর ॥
কালিন্দীর তীরে থুয়া বস্ত্র পরিধান ।
বিবসনা হয়্যা জলে করে তীর্থস্নান ॥
দুর্গা দেবী পূজা করে পূর্ব বিধানে ।
বহুবিধ স্তুতি করি করয়ে প্রণামে ॥
কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিনীধীশ্বরী ।
নন্দ গোপসুত পতি হোক বনমালী ॥
পূজিল চণ্ডিকা দেবী দুর্গা মহামায়া ।
নন্দসুত পতি দেহ কর দেবি দয়া ॥
জন্মে ঽনমে হোক নন্দসুত পতি ।
এই বর মাগিয়া পূজিলা তগবতী ॥
এই মত ব্রত পূর্ণ হৈল এক মাসে ।
অখিলকলসবাসী জানিলা বিশেষে ॥
মহাযোগেশ্বর হরি তকতবৎসল ।
যার শে হৃদয় প্রভু জানেন্ত সকল ॥
আমারে পাইতে কৈল দুর্গা আরাধনে ।
আমি সে পূরিব আশা যার যেন মনে ॥
গোপীর সংকল্প সিদ্ধি করিব কারণে ।
গোপবালকের সাথে চলে নারায়ণে ॥
অম্লগুস্ত শিশু সব নিজ গুণ গায় ।
অখিল লাভাধ্যায় মধ্যে বদ্রয়ার ॥
যমুনার তীরে গেল যথা ব্রজাঙ্গনা ।
সংকল্প করিয়া করে দেবী আরাধনা ॥
পরিধান-বস্ত্র যত তীরেতে আছিল ।
ভাহা হরি লঞা কৃষ্ণ কদম্বে চঢ়িল ॥

হাসে গোপশিশু কৃষ্ণ বলে উপহাস ।
এথা আসি লহ তোরা যার যেই বাস ॥
মিথ্যা নাহি বলি আমি কহি সত্যবানী ।
দেখিতেছি এথা রহি তোরা তপস্বিনী ॥
তোমা সভায় মিথ্যা বানী না হয় উচিত ।
আমিহ না বহি মিথ্যা বালকে বিদিত ॥
কবহু না কহি আমি অসত্য বচনে ।
পুছিয়া দেখহ সত্তে এই শিশুগণে ॥
তমু যদি চিত্তে সবে প্রতীত না হও ।
একে একে আসি নিজ বস্ত্র লয়া যাও ॥
পরিহাস-বচন শুনিঞা ব্রজাঙ্গনা ।
আনন্দে মজিল গোপী পাগরে আপনা ॥
লাজে পড়ি গোপীগণ হেঁট মাথা কৈল ।
সভেই সভাকে চাহি হাসিতে লাগিল ॥
উঠি না গেল কেহ কৃষ্ণের নিকটে ।
শীতে কাঁপে সব গোপী পড়িয়া সঙ্কটে ॥
কৃষ্ণের বচনে সভার হরিয়াছে মন ।
আকণ্ঠ মজিয়া জলে কি বলে বচন ॥
তোমাকে জানিঞে সত্তে নন্দেব তনয়ে ।
সর্বলোকে মান্ত তুমি করিছ অত্যায়ে ॥
লাজে শীতে মরি আমি দেহত বসন ।
হইব তোমার দাসী পালিব বচন ॥
তমু যদি বস্ত্র তুমি না দিবে আমারে ।
রাজারে জানাব পাছে দোষ দিবে কারে ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু দেব দামোদর ।
কুমারীগণেরে তবে দিলেন উত্তর ॥
তোরা হেন জান আমি করি পরিহাস ।
এথা আসি লহ তোরা নিজ নিজ বাস ॥
নহেবা না দিব বস্ত্র কহিহু তোমারে ।
কুহু হৈলে তোদের রাজা কি করিতে পারে ॥
জানিয়া কুমারীগণ বচন নিশ্চয় ।
কৃষ্ণের নিকটে যাইতে কলিল আশয় ॥
তুই হস্তে ঝাঁপি বোনি জলে হৈতে উঠে ।
লাজে শীতে কাঁপে গোপী হাঁটে বা না হাঁটে ॥
সুদৃভাব গোপীর দেখিয়া বনমালী ।
প্রসন্নহৃদয় হৈলা প্রভু নরহরি ॥
সকল বসন কৃষ্ণ তুলি লৈল ক্ষেদ্রে ।
হাসিয়া বচন কিছু বলেন প্রবন্ধে ॥

জপস্বিনী হৈয়া কৈলে দেব আরাধনা ।
 জন্মেতে যজিল কেন হুয়া বিবসনা ॥
 গায়ের গরবে কৈলে এত অহঙ্কার ॥
 এ বড় বিষম দেখি হ্রিত্ত তোমার ॥
 এ সব পাপের যদি বাঞ্ছ প্রতিকার ।
 কর যুড়ি শিরে করি কর নমস্কার ॥
 এইমনে হইব সব হ্রিত্ত খণ্ডন ।
 তবে লয়া যাহ আসি যার যে বসন ॥
 কৃষ্ণের বচনে গোপীর হৃদয়ে প্রীত ॥
 বিবসনে ব্রতভঙ্গ এ হয় উচিত ॥
 ব্রতভঙ্গ হুয়া থাকে যদি ওই দোষে ।
 কৃষ্ণে কশিলে প্রণাম পূর্ণ হৈব শেষে ॥
 সৰ্ব্ব-কর্ম-ফলদাতা এই জগন্নাথ ।
 এই িন্তে শিরেতে যুড়িল দুই হাত ॥
 সৰ্ব্ব-কলা-রস-শিরোমণি নারায়ণে ।
 জানিঞা প্রণাম কৈল অভয় চরণে ॥
 ব্রজভাব গোপীর দেখিয়া দয়াময় ।
 শেলিয়া বসন দিল সন্তোষ হৃদয় ॥
 নিজ নিজ বসন পরিয়া ব্রজনারী ॥
 দাড়াইয়া রহিল কদম্ব তরু বেঢ়ি ।
 চলিতে না পারে যেন চিত্তের পুণ্ডলি ॥
 ঈষৎ কটাক্ষে চাহে শ্রীমুখ নেহালি ॥
 তপ ব্রত পূজা কৈল এই সে কারণে ।
 মহানিধি পেয়া গোপী তেজিব কেমনে ॥
 গোপীর চিত্তের কথা জানিঞা সকল ।
 পুন আর প্রভু ভাষে কি দিল উত্তর ॥
 আমা পাইবারে সতে কৈলে সঙ্কল্পনা ।
 হইব সফল তোমার দুর্গা আরাধনা ॥
 সৰ্ব্বভাবে শরণ যে লইলে আমাতে ।
 পুন অত্র কান সত্য না উঠিবে চিন্তে ॥
 তিল যব ধাতু যদি ভাজিল অনলে ।
 পুন কি তাহার আর উপজে অঙ্কুরে ॥
 চল চল ব্রজরামা সিদ্ধ ভক্তি হৈয়া ।
 আসিব রজনী তাথে রবিহ আসিয়া ॥
 মোর সঙ্গে তুমি-সব করিহ রমণ ।
 বাহার উদ্দেশে কৈলে চণ্ডী আরাধন ॥

সৰ্ব্ব মনোরথ সিদ্ধি পেয়া গোপীগণে ।
 পদযুগ চিহ্নিএ চলিল নিজ স্থানে ॥
 তবে গোপশিশু সাথে দৈবকীনন্দন ।
 বৃন্দাবন ছাড়ি গেলা আর দূর বন ॥
 সুরভি চরায় সঙ্গে অগ্রজ বলাই ।
 তরুগণ দেখি কিছু বুলিছে কানাক্রি ॥
 হে শ্রীদাম স্তোক কৃষ্ণ বিশাল জ্বলত ॥
 হে অংশ অর্জুন দেবপ্রসূ বরুণপ ॥
 হে সুবল হে ওজ দেখেদেখ তাই ।
 অনেক জনমফলে বৃক্ষযোনি পাই ॥
 শীতল মারুত ছায়া পত্র ফল ফুল ।
 দেব দারু (১) পল্লব কলিকা কল মূল ॥
 পর তুষ্টি হেতু সব সম্পদ যাহার ।
 সকল জন্মের মাঝে বৃক্ষজন্ম সার ॥
 সুজন জনের এইরূপ ব্যবহার ।
 পর হেতু সকল তেজয়ে আপনার ॥
 প্রাণ ধন দেহ মনে করে পরহিত ।
 সুজন জনের হাং এই সে চরিত ॥
 এইরূপে প্রশংসিতে যত তরুগণ ।
 যমুনার তীরে গিয়া ঠৈ লা উপসন্ন ॥
 সব দেখুগণে করাইল জল পান ।
 পাছে গোপশিশু সঙ্গে কৃষ্ণ বলরাম ॥
 শীতল অমৃতজল সুখে কৈল পান ।
 তরুমূলে তথা প্রভু করেন বিশ্রাম ॥
 বালক মেলিয়া তথা গোধন চরায় ।
 কৃধায়ে আকুল শিশু কৃষ্ণেরে জানায় ॥
 ষাটবংশ অধ্যায় কহি এ গুণ চরিত ।
 আর কৃষ্ণশুণ কহি শুন পরীক্ষিত ॥
 শুক-পরীক্ষিতে কথা দুহার সংবাদ ।
 সুখে লোক বুঝিতে রচিল গুণবাদ ॥
 শ্রীগদাধর জ্ঞান ধীর শিরোমণি ।
 ভাগবত-আচার্যের মধুরস বাণী ॥

(১) পাঠান্তর,—"নবদল।"

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং

সংহিতায় ষষ্ঠোঃ অধ্যায়ঃ দশমোঃ

ষাটবংশোঃ অধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

তুড়ি রাগ ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহু রাম হনুধর ।
 ক্ষুধায় আকুল হৈল রাখাল সকল ॥
 হেন বুঝি কর যেন ক্ষুধা নাহি পাই ।
 কোন পরকারে ভক্ষ্য মিলে এই ঠাঞি ॥
 জানাইল বালকে শুনিঞা জুবীকেশ ।
 বখা অন্ন পাবে তার কহিল উদ্দেশ ॥
 এইত কাননে বৈসে বৃদ্ধ দ্বিজগণ ।
 সৰ্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ মহাতপোধান ॥
 আছিরস নামে যজ্ঞ করে স্বর্গকামে ।
 তোরা যায়া মাগ অন্ন সেই বিপ্র স্থানে ॥
 অগ্রজ রামের নাম প্রথমে ধরিহ ।
 আমার বচন তাথে পশ্চাতে করিহ ॥
 তবে তাতা দিবে অন্ন চল তুরিতে ।
 আজ্ঞা শিরে ধরি শিশু চলে সেই যতে ॥
 উঠিয়া দাঙালা (১) শিশু সেই যজ্ঞ স্থানে ।
 ভূমিতে পড়িয়া কৈল দণ্ড পরণামে ॥
 কর যোড় করি বলে বিনয় বচনে ।
 শুনহ ব্রাহ্মণগণ কর অবধানে ॥
 গোপশিশু আমি সব হই কৃষ্ণদাস ।
 আজ্ঞা প্যায়া-আইলুঁ বিপ্র তোমার সংপাশ ॥
 অগ্রজ বলাই তাঁর সঙ্গে শিশুগণ ।
 নিকটে থাকিয়া প্রাণ চরায় গোধান ॥
 গণ সহে শুশ্রূষা ছেন বড় বৃত্তিক্ত ।
 অন্ন দেহ বিপ্রগণ তার সমুচিত ॥
 যে যে বিপ্র হৈয়া থাকে যজ্ঞেতে দীক্ষিত ।
 তার অন্ন দোষ যদি বলিবে পণ্ডিত ॥
 শুন হে ভূদেবগণ তার সমাধান ।
 শর্কশাস্ত্র কহি কিছু তোমা বিজ্ঞমান ॥
 পশু-সংস্থা নাম যজ্ঞ আর সৌত্রামণী ।
 তার অন্ন খাইলে পতিত হয় জানি ॥
 আর যজ্ঞে অন্ন খাইলে দোষ নাহি দেখি ।
 আমি কি কহিব বিপ্র তুমি তার সাক্ষী ॥
 কহিল এতেক যদি বিনয় বচনে ।
 শুনিঞাহো না শুনিল সব দ্বিজগণে ॥
 মনে দুঃখ পাঞা শিশু কি বোলে বচনে ।
 কে বলে ইহারা বৃদ্ধ কে বলে ব্রাহ্মণে ॥

বড় বড় কর্ম করে অন্ন আশা ধরে ।
 জ্ঞান সাক্ষাৎ ছাড়ি যুত পণ্ডিতাই করে ॥
 যজ্ঞ তত্ত্ব দেশ কাল যজ্ঞ হতাশন ।
 দেব দ্বিজ যজ্ঞ যত সব নারায়ণ ॥
 কৃষ্ণ বিনে অজ্ঞ কিছু নাহি বিকল্পনা ।
 হেন কৃষ্ণ সাক্ষাতে না দেখে মুখ জনা ॥
 সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মে মাহুয গেলানে ।
 অতি মুখ ব্রাহ্মণ জানিল অল্পমানে ॥
 আসিয়া জানাল্য শিশু কৃষ্ণ বিজ্ঞমানে ।
 এ বোল শুনিঞা কৃষ্ণ হাসে মনে মনে
 যাচকের এই গতি ভিক্ষা মাগি খায় ।
 ছলে কৃষ্ণ তত্ত্বজ্ঞান লোকেয়ে বুঝায় ॥
 চল যজ্ঞস্থানে গোপশিশু আরবার ।
 বলভদ্র সহ নাম ধরিহ আমার ॥
 পুণ্যবতী যজ্ঞপত্নী সতী পতিব্রতা ।
 শুনিলেই দিব অন্ন আমাতে ভকতা ॥
 পাঠাইলা গোপশিশু গেলা পত্নী স্থানে ।
 ভূমেতে পড়িয়া গিয়া করিল প্রণামে ॥
 কর জোড়ি শিরে ধরি বিনয় বচনে ।
 দূরে থাকি কহে যজ্ঞপত্নী বিজ্ঞমানে ॥
 গোপশিশু আমি-সব কৃষ্ণ-অনুচর ॥
 আমি পাঠাইল কৃষ্ণ তোমার গোচর ।
 এইত নিকট বনে সঙ্গে হনুধর ॥
 গোপ সহ সুরভি চরায় দামোদর ॥
 গণ সহে রাম কৃষ্ণ হয়্যাছে কুণ্ঠিত ।
 অন্ন দেহ যজ্ঞপত্নী তার সমুচিত ॥
 কৃষ্ণ আগমন কথা শুনি সেইক্ষণে ।
 প্রাণ ছাড়ি ভূমেতে পড়িল সেই মনে ॥
 প্রেমরসে দ্বিজপত্নী আপনা পসারে ।
 কৃষ্ণকে দেখিব বলি উঠিল সঙ্করে ॥
 দিব্য রত্ন রচিত ভোজনপাত্র ধরি ।
 বহু অন্ন চৌদিকে ব্যঞ্জন লৈল ভরি ॥
 আনন্দে পুরিয়া দ্বিজপত্নী চলি যায় ।
 পতি পুত্র বন্ধুগণে ধরিয়া স্বহায় ॥
 গোবিন্দ হরিল চিস্ত রাখে কার শক্তি ।
 তুরিতে চলিয়া গেল সব দ্বিজ সতী ॥
 খরবেগে নদী যদি চলে শিকুমুখে ।
 হেন কার শক্তি আছে যে তাহারে রাখে ॥

যেক্ষণ দেখিল কৃষ্ণ দ্বিজ পত্নীগণে ।
 কহিব তোমাংগে রাজা স্তন সাবধানে ॥
 শীতল যমুনাকূলে অশোকের তলে ।
 ললিত লহরী বাত বহে পরিমলে ॥
 বহু শ্রুত বহু গন্ধ বিবিধ আনন্দ ।
 বহুবিধ কুসুম কমল মকরন্দ ॥
 নবদল পল্লব অশোক ভরুবার ।
 কনক পরিধি পরে শ্রাম-কলেবর ॥
 মন্থর চঞ্জিকা নবধাতু বনমালা ।
 নবদল পল্লব ধরয়ে নন্দলালা ॥
 নটবর বেশ ধরে ত্রিভঙ্গ সুন্দর ।
 অঙ্গুগত শিশু স্বক্কে দিয়া বামকর ॥
 অখিল লাবণ্য লীলা ধরে বহুরায় ।
 দক্ষিণ কোমল করে কমল ঢুলায় ॥
 ললিত চলিত উত্তপল শ্রুতিমূলে ।
 চঞ্চল অলকা চাক্ষু সুন্দর কপোলে ॥
 শ্রীমুখ-পঙ্কজে চাক্ষু মন মুহু হাস ।
 যেন ঘন মেঘে চন্দ্র-কোটি পরকাশ ॥
 এক্ষণ দেখিল দ্বিজসতী পতিব্রতা ।
 জনমে জনমে তার। মুকুন্দ-ভকতা ॥
 প্রথম শ্রবণে তাদে শ্রুতিযুগ পূরে ।
 দরশন-রসে দুই আঁখি রক্ত ভরে ॥
 ধ্যান ভাবে কৈলা হরি হৃদয় কমলে ।
 ভাবে আলিঙ্গন দিল হুড়ি দুই করে ॥
 পতি পুত্র গৃহ ধন ভোগিয়া সকলে ।
 যজ্ঞপত্নী শরণ লইল পদমূলে ॥
 অখিল-ভুবন-সাক্ষী প্রভু নারায়ণে ।
 বুঝিয়া হাসিয়া তারে কি বোলে বচনে ।
 আইস আইস নারীগণ কহত কল্যাণে ।
 দেখিবারে আইলে আশা দেখিলে নয়নে ॥
 ধন্য পুণ্য জন্ম বায় থাকে আশ্রয়তি ॥
 নিরবধি করে তারা আমাংগে ভকতি ॥
 ধন জন জন স্নাত দার যবে অধ্বজে ।
 প্রিয় করি মানেন তারা আশ্রয় সযত্নে ॥
 বাবৎ আশ্রয় থাকে শরীরে সংযোগ ।
 তাবৎ মানিঞে ধন স্নাত স্নাতোগ ॥
 হেন সাক্ষাৎ আশ্রা আমি নারায়ণ ।
 আশা ছাড়া কারে প্রীতি করে বৃথজন ॥
 উচিত্তে আমাংগে তুরি করিলে ভকতি ।
 বাহ বাহ নিঃগৃহে শীঘ্র দ্বিজসতী ॥
 বিপ্রজ্ঞাতি স্বামী শোর ছিড় অঙ্গুসারে ।
 ছিড় পায়া তেজিতে বিলম্ব নাহি করে ॥

যজ্ঞ করে দ্বিজগণ গৃহবাসী হয়্যা ।
 সেই যজ্ঞ সমাধিব তোমা সভা লয়্যা ॥
 এ বোল বুঝিয়া তুমি চল শীঘ্র যবে ॥
 তবে যজ্ঞপত্নীগণে কি বোলে উত্তরে ॥
 হেন কি নিষ্ঠুর বাণী বলিতে ঘৃণায় ।
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি তুমি যত্নরায় ॥
 জগতে বিদিত সত্য তোমার বচন ।
 প্রণত জনের তুমি করহ পালন ॥
 হেন অঙ্গীকার প্রভু হয়্যাছে তোমার ॥
 সর্ব বেদশাস্ত্রে কহে এই সমাচার ।
 হেন সত্য বাক্য প্রভু করহ পালন ।
 যজ্ঞপত্নী মোরা লৈলু চরণে শরণ ॥
 চরণে ঠেলিয়া তুমি পেলিবে তুলসী ।
 কেশে ধরি মোরা তাহা রাখিব শিরসি (১) ॥
 এই সে কারণে আইলু বন্ধুগণ ভেজি ।
 থাকিব এথাই মোরা পদযুগ ভজি ॥
 পতি স্নাত জনক জননী যদি ভেজে ।
 ভাই বন্ধু বান্ধব আনের কিবা কাজে ॥
 তমূত অতন্ন পদে পশিহু তোমার ।
 অতন্ন চরণ বিনে গতি নাহি আর ॥
 বুঝিয়া করিবে আশ্রা তুমি সে প্রমাণ ।
 তোমার চরণ ছাড়ি গতি নাহি আন ॥
 এ সব বচন শুনি করুণাসাগর ।
 কৃপা করি দিলা তারে প্রবোধ উত্তর ॥
 কেহ ক্রোধ না করিব পতি স্নাতগণে ।
 বিশেষে করিব পূজা এ তিন ভুবনে ॥
 দেবে পূজা করিব আনের কিবা দায় ।
 আমার প্রসাদে স্নেহে থাক সৎপায় ॥
 নিকটে থাকিলে নাহি বাঢ়ে অঙ্গুরাগ ।
 মনেতে ভাবিহু আশা পাইবে সংযোগ ॥
 প্রবোধ বচন পেয়া যজ্ঞপত্নীগণে ।
 পালটি আইল পুহু সেই যজ্ঞস্থানে ॥
 নিজ নারী দেখিয়া আনন্দ দ্বিজগণে ।
 যজ্ঞপত্নী লয়্যা কৈল যজ্ঞ সমাধানে ॥
 ধরিয়া রাখিল স্বামী এক দ্বিজ সতী ।
 ঘরের ভিতরে রৈল না পাইল সংহতি ॥
 হৃদয়ে চিন্তিয়া কৃষ্ণে দিল আলিঙ্গন ।
 ছাড়িল শরীর কণ্ঠ-নিবন্ধ-বন্ধন ॥

১) পাঠান্তর,

কেশে ধরি আমি-সব রহিব শিরসি°

সর্ব বজ্রপতি বজ্রভোজি নারায়ণ ।
 বাজক সহিতে কৈল ওদন ভোজন ॥
 জীলাময় শরীর মাধব হবীকেশ ।
 নানারূপে সর্বলোকে মোহে গোপবেশ ॥
 বিজগণে দেখিল আপন পাপচর ।
 মনে বিমরিষ হয়্যা ভাবিল বিষয় ॥
 নারীজাতী হৈয়া দেবদেব নারায়ণে ।
 সাধিল এক্লপ ভক্তি নাহি অন্ত জনে ॥
 আমি-সব হইয়ে ত কুলেতে প্রবীণ ।
 সর্বশাস্ত্রে অন্তর্যজ্ঞতা তমু ভক্তিহীন ॥
 ধিক্ ধিক্ রহ তপ জ্ঞান ব্রত দানে ।
 ধিক্ ধিক্ রহ এই পাগর জীবনে ॥
 নিশ্চয় কৃষ্ণের মায়া মোহে সর্বজ্ঞানী ।
 নয় গুরু হৈয়া আমি না জানি আপনি ॥
 সঙ্গলোক-বিমোহিনী মায়া ভগবতী ।
 ঋণ্ডিবারে পারে তাহা কাহার শক্তি ॥
 সর্বলোক-নাথ লক্ষ্মীকান্ত যত্নপতি ।
 লাবিল তাহাতে ভক্তি হয়্যা নারীজাতি ॥
 বিজয়ধর্ম না ধরে না বৈসে গুরুকুলে ।
 তপ শৌচ জ্ঞান কর্ম একহি না করে ॥

অদৃঢ় ভকতি বহু ধরে নারায়ণে ।
 আমি-সব বঞ্চিত থাকিতে এত গুণে ॥
 মত্ত হৈয়া রহিলাম পুং দার পাশা ।
 গর্গ মুনি যে কহিলা তাহা পাসরিয়া ॥
 পূর্ণকাম জগন্নাথ নাহি তাঁর কামে ।
 তবে যে মাগিল অন্ন লোক-বিড়ম্বনে ॥
 সর্বভাবে লক্ষ্মী বার ভজ্যে পদমূলে ।
 হেন শ্রী অন্ন মাগে কে বুঝিতে পারে ॥
 মজ্ঞ তত্ত্ব ধর্ম যজ্ঞ দেব বিজয় ॥
 হেন কৃষ্ণ সাক্ষাৎ মাহুসরূপ হয় ॥
 যত্নকুলে জন্ম হৈল এহ নাহি ভালে ॥
 হেন মুখ আমি সব বিস্মরিল হেলে ॥
 পূর্ণব্রহ্ম জগন্নাথ কমলানিবাস ।
 যাহার মায়ায়ে আমি নানা গর্তবাস ॥
 সে দেবচরণে আমি কৈলু নমস্কার ।
 না জানিঞা দোষ কৈল ক্ষম একবার ॥
 শীঘ্র গিয়া দেখি হরি হেন চিন্তে আছে ।
 কংসভয়ে তথা নাহি চলি গেলা পাছে ॥
 বিপিন-বিহার কৃষ্ণ চরিত্র রচন ।
 ভাগবত-আচার্যের মধুর ভাষণ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসায়
 সংহিতায় ঐরাবত্যাং দশমস্কন্ধে
 ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

ললিত রাগ ।

শুক মুনি বলে রাজা শুন গাবহিতে ।
 আর অদভূত কহি গোপাল-চরিতে ॥
 গোবর্ধন নামে গিরি বৃন্দাবনে আছে ।
 নন্দ আদি ষত গোপ গেল তার কাছে ॥
 নানা ভক্ষ্য পান নিল বিবিধ সস্তার ।
 ইন্দ্র পুত্র করিতে রচিল পরকার ॥
 হেনকালে গেলা কৃষ্ণ সঙ্গে বলরাম ।
 অনুগত গোপশিশু গায় গুণ নাম ॥
 অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি দেখে নিঃস্র জ্ঞানে ।
 জানি এমাহো পুছে নন্দ আদি গোপগণে ॥
 কি ভয় গোহূলে কিবা হয়্যাছে সংশয় ।
 কি কারণে কর এত সস্তার সঞ্চয় ॥

কি ফল কি বিধি হয় কি কি বা উদ্দেশ ।
 কি দেবতা পূজ পিতা কহিব বিশেষ ॥
 সাধুওনে গুপ্ত কথা গোপ্য নাহি করে ।
 যার বুদ্ধি নাহি হয় শত্রু মিত্র পরে ॥
 শুনিবারে যোগ্য যদি হই যোগ্য পাত্র ।
 কহিবে সকল কথা শুন মোর ভাত ॥
 না জানিয়া জানিঞা যাহুবে কর্ম করে ।
 জানিঞা যে করে কর্ম সিদ্ধি হয় তারে ॥
 না জানিঞা করে কর্ম সম্পূর্ণ না হয় ।
 কেমনে বিচারে তুমি কর ব্রহ্মরায় ॥
 নহেবা লৌকিক পারম্পর্য্য ক্রমাগতে ।
 সর্বকাল করিছ করিবে এই মতে ॥

এ বোল শুনিঞা নন্দ দিলেন উত্তর।
 কহিয়া তোমায়ে বাপু বিশেষ সকল ॥
 ইন্দ্র জিভুবনে রাজা দেবের ঈশ্বর।
 যত মেঘগণ তাঁর সব অন্তর ॥
 যেষ বরিষএ জল সৰ্বলোকহিত।
 এই সে কারণে ইন্দ্র লোকের পূজিত ॥
 নানা দ্রব্য উপহার বিবিধ বিধানে।
 নানা যজ্ঞ করি ইন্দ্র পূজে সৰ্বজনে ॥
 ধর্ম অর্থ কাম এই তিন পুণ্যফল।
 ইন্দ্র ফলদাতা তিন ফলের ঈশ্বর ॥
 এই সে কারণে বাপু করি ইন্দ্রপূজা।
 লোকের জীবন ওই ত্রিভুবনরাজা ॥
 পারম্পর্য্যগত কুলধর্ম এই আছে।
 কাম-লোভে যে ছাড়ে নরক যায় পাছে ॥
 এতেক শুনিঞা প্রভু দেব চুড়ামণি।
 ইন্দ্রে বাঢ়াইতে কোপ বলে কোন বাণী ॥
 কর্ম লোক জনমে প্রমাণ ওই কর্ম।
 সুখ দুঃখ কুশল যতেক জীবধর্ম ॥
 যদি বল কর্ম-প্রভু করে ফল দানে।
 সেই আর প্রভু ভঞ্জে সেই আর জনে ॥
 কর্ম প্রভু ছাড়ি আর নাই ফলদাতা।
 হেন কর্ম ছাড়ি কেন ইন্দ্র পূজ পিতা ॥
 ইন্দ্রে কি করিব কর্মে যে যে আছে যার।
 সে পুন অতথা নেব এই সে বিচার ॥
 স্বভাবে-অধীন লোক স্বভাবেই নড়ে।
 স্বভাবে বাঞ্ছিয়া রাখে সব সুর নরে ॥
 ছোট বড় তনু পায় স্বভাবেই ফলে।
 স্বভাবে ছাড়িয়া তনু নানা দিগে চলে ॥
 শত্রু মিত্র গুরু ধর্ম স্বভাবে মিলায়।
 কর্ম ছাড়ি আন কেন পূজ ব্রজরায় ॥
 স্বধর্ম তে জন্মা যেন করে পরধর্ম।
 কুশল না হয় তাঁর সতে পরিশ্রম ॥
 নিজ পতি ছাড়িয়া অসতী নারীগণে।
 উপগতি সেবে যেন নরক কারণে ॥
 ব্রাহ্মণ কুলের ধর্ম ব্রহ্ম-উপাসন।
 ক্ষত্রিয়কুলের ধর্ম পৃথিবীপালন ॥
 বৈশ্য-কুলধর্ম আছে বাত্তা হেন নামে।
 শূদ্র-পাতিয় এই ধর্ম ব্রাহ্মণ-সেবনে ॥
 ক্রাশকর্ম বাণিজ্য আউর গোরক্ষণ।
 লভ্যবৃত্তি কহে আর এ চারি যোজনা ॥
 তাঁর মধ্যে পশুবৃত্তি আমি গোপ জাতি।
 তবে কেন পশু ছাড়ি পূজ সুরপতি ॥

সকল রজ্ঞ স্তম হেন আছে তিন গুণ।
 উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি হেন ভিন্ন ভিন্ন ॥
 রজোগুণে বিবিধ বিশ্বের উৎপত্তি।
 রজোগুণে রাখিব কি করে সুরপতি ॥
 রজোগুণে অজ্ঞা দিলে মেঘে দিব জল।
 তবে সৰ্বলোক স্থখী হৈব নিরন্তর ॥
 গ্রামে নাহি বসি আমি নাহি পুর ঘর।
 বনবাসী আমি বনে থাকি নিরন্তর ॥
 পর্কত নিকটে বসি ও হয়ে দেবতা।
 সতে কর ওই পর্কতের পূজা পিতা ॥
 ইন্দ্র পূজিবারে যত হয়্যাছে রচনা।
 তাই দিয়া কর বন-গিরি আরাধনা ॥
 অজ্ঞা দেহ দ্বিগুণে করুন রক্ষন।
 নানা পাক সুপকাম বিবিধ ওদন ॥
 পিষ্টক মোদক হোক বহু গুড়পাক।
 স্নাতপক্ষ বিবিধ ব্যঞ্জন বহু শাক ॥
 কুণ্ড জালি দ্বিজগণে করুন হবন।
 এই মনে যজ্ঞ করি পূজিব ব্রাহ্মণ ॥
 প্রচুর ভূষণ থেয়ু করুক দক্ষিণা।
 ব্রাহ্মণকে দিলে হৈব যজ্ঞ সমাপনা ॥
 সৰ্বলোকে দেহ অন্ন ভোজন ভূষণ।
 চণ্ডাল পতিত আদি পূজ সঃ জন ॥
 নব ঘাস আনি দেহ গোখনের তরে।
 পর্কতে গাজিয়া দেহ সর্ক উপহারে ॥
 সর্ক গোপ সুগী হয়্যা করুন ভোজন।
 গন্ধ পুষ্প দিব্য বস্ত্র ধরিয়া ভূষণ ॥
 দিব্য বেশ ভূষণ ধরিয়া সৰ্বলোকে।
 গোবন চালায়া কথো গোপ চলু আগে ॥
 প্রদক্ষিণ করি বিপ্র পর্কত বেচিয়া।
 কহিলু তোমায়ে পিতা তবু বিচারিয়া।
 বুঝিয়া করহ যজ্ঞ যে হয় সুরগতি ॥
 সর্ক গোপগণে যদি থাকে অহুমতি ॥
 মুনি বলে শুন রাজা বলিয়ে তোমায়ে।
 শক্র-দর্প খণ্ডিলা এতেক পরকারে ॥
 কালরূপী নারায়ণ সর্ক মায়া জানে।
 কার চিতে নহে ভ্রম তাঁহার বচনে ॥
 নন্দ আদি যত গোপ শুনিঞা উত্তরে।
 সাধু সাধু বুঝিয়া বাখানে দামোদরে ॥
 ব্রাহ্মণ বরিয়া স্তুতি করিল বাচন।
 আরম্ভ করিয়া যজ্ঞ কৈল সমাপন ॥
 বিবিধ দক্ষিণা দান দিলা দ্বিজগণে।
 ভূষণ ভোজন পান দিল সর্কজনে ॥

উত্তম কোমল তৃণ গোধনে ভুজায়্যা ।
আনন্দে গোয়ালী চলে গোধন চালায়্যা ॥
বড় বড় শকট বলদ ঝঞ্জে ঘুড়ি ।
দিব্য বেশ ধরি গোপ শকটেতে চটি ॥
প্রদক্ষিণ করে বিপ্র পর্বত বেটিয়া ।
কৃষ্ণগুণ গায় গোপী শকটে চটিয়া ॥
নয়নারী বাল বুদ্ধ দিব্য বেশ ধরে ।
আনন্দে পর্বত বেটি প্রদক্ষিণ করে ॥
কৃষ্ণের মঙ্গল যশ গায় উচ্চস্বরে ।
উঠিল মঙ্গল ধনি গগন উপরে ॥
হেনকালে প্রভু কৃষ্ণ হৈল আর রূপ ।
মুগ্ধমান হৈলা যেন পঞ্চত-স্বরূপ ॥
অনি এই পর্বত সাক্ষাতে মুগ্ধমান ।
ভূজিব সকল যজ্ঞ দেখ বিদ্যমান ॥
এ বোল বলিয়া যত যজ্ঞ উপহার ।
ভুজিয়া রহিলা সেই পর্বত-মারার ॥

গোপগণে প্রতীত করাল্যা পরকারে ।
আপনে প্রণমি প্রভু কৈলা আপনারে ॥
দেখিয়া সন্তম পাল্যা সকল গোয়ালে ।
সাক্ষাৎ পর্বত দেব জানি এতকালে ॥
আমি-সব না জানিঞা করি অবজ্ঞানে ।
এত উৎপাত দুঃখ পাইলুঁ তে-কারণে ॥
আজি হৈতে পর্বতে গুঞ্জিব সর্বকালে ।
দণ্ডবৎ হয়্যা গোপ পড়ে ভূমিতলে ॥
পুনঃপুন প্রণাম করয়ে দৃঢ়মনে ।
সে রূপ ছাড়িয়া রহে নন্দে নন্দনে ॥
যজ্ঞ সাধ হৈল গোপ পুরিয়া হয়বে ।
রাম কৃষ্ণ সহিতে গোবুলে চলি আইসে ॥
চতুর্কিংশোহধ্যায়ে কহি এগুণ চরিত ।
কৃষ্ণের নির্মল বশে জগৎ পুরিত ॥
ভাগবত-আচার্য্যর প্রবন্ধ রসময় ।
সুখে যেন সর্বলোক বুঝে অতিশয় ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈষ্ণবাসিক্যাং দশম স্কন্ধে
চতুর্কিংশোহধ্যায়ঃ ॥২৪॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

বসন্ত রাগ ।

যজ্ঞভঙ্গ শুনি কোপ কৈল দেবরাজ ।
কে হয় গোয়ালী জাতি বরে হেন কাজ ॥ (১)
দেবগুর বর্ণিতে (২) আমার করে পূজা ।
কে হয় মাছুষ জাতি সুর লোকে রাজা ॥
মাছুষ গোয়াল জাতি করে অপমান ।
ছাওয়াল কানাক্রি ভারে বড় হেন জ্ঞান ॥
বাচাল বালিশ শুক অজ্ঞ হেন জানি ।
কৃষ্ণ নাম মাছুষ পণ্ডিত বহুমানী ॥
হেন কৃষ্ণ পেয়া হেলা করে এত বড় ।
বনে বৈসে গোপজাতি বৃদ্ধি কত বড় ॥
অহঙ্কারে ক্রুদ্ধ হৈল গালি এত দিল ।
ইজ্ঞমুখে সরস্বতী সেই স্ততি কৈল ॥
বাহা হেন সর্বশাস্ত্র বেদ উৎপত্তি ।
তে কারণে বাচাল বালিশ সুরপতি ॥

বালিশ বলিল ইজ্ঞ অই বাণী সার ।
কোন কালে পুতু নাহি করে অহঙ্কার ॥
তে-কারণে বালিশ বলিল বনমার্গী ।
শুকবুলি দিল ইজ্ঞ আর এক গালি ॥
আপনা চাহিতে বড় নাহি সর্বলোকে ।
তে-কারণে নহ হয়্যা কোথাহ না থাকে ॥
অজ্ঞ বুলি এক গালি দিল পুরুর ।
অজ্ঞ পদ বাখানব শুন সুপবর ॥
কৃষ্ণকে অধিক তত্ত্ব জ্ঞান নাহি আর ।
তে কারণে অজ্ঞ বোলে অই নান সার ॥
বালিয়া পণ্ডিতমানী দিল এক গালি ।
সমস্ত পণ্ডিত মাছুষে সভ্য বুলি ॥
কৃষ্ণ নাম ধার বলে চলে তিরস্কার ।
রক্ষ হেন নান অই চারি বেদ সার ॥
আনন্দ পবনব্রহ্ম কহি কৃষ্ণনামে ।
মর্ত্য বলি দিল গালি করিয়া বাখানে ॥

(১) অজ্ঞ পুণ্ডিত পাঠ,—
“গোপজাতি হঞা কবে বড় কাজ”
(২) পাঠান্তর,—“গন্ধকে” ।

ভক্ত ভরাইতে কৃষ্ণ নবরূপ ধরে ।
 ইন্দ্রমুখে সরস্বতী এই জ্ঞতি করে ॥ (১)
 সৰ্বভূক আদি যত আছে মেঘগণ ।
 আজ্ঞা দিয়া ইন্দ্র তার ছুটিল শ্রবণ ॥
 আরে আরে স্রব মেঘ চল সাবধানে ।
 যজ্ঞভঙ্গ করিয়াছে যত গোপগণে ॥
 প্রায় কালের যত ধারা বরিষণে ।
 বাড় বাত বজ্রপাত প্রায় গর্জনে ॥
 গোধন সহিতে গোপ করহ সংহারে ।
 গোপ হেন শব্দ যেন না থাকে সংসারে ॥
 ভয় হেন মনে যদি শুন মেঘগণ ।
 গজকঙ্কে চটি আমি আসিব এখন ॥
 আজ্ঞা পেয়া জলধর চলে সেইকণে ॥
 গোকুল বিনাশ করে ধারা বরিষণে ॥
 যেন রূপ দিল আজ্ঞা ইন্দ্র সুরপতি ।
 সেই রূপে বরিষণে পুরায় ভগতী ॥
 উচ্চ নিচু না বেধে পৃথিবী সমসর ।
 কেহ কাহো না দেখে না চেনে নিজ পর ॥
 বজ্রাবাত বড়বাত ধারা বরিষণে ।
 অস্তন হৈল গোপ ঘন গরজনে ॥
 শ্রবণে না শুনে কেহ না দেখে নয়নে ।
 কে আছে কোথাতে কেহ কাহে নাহি এনে ॥
 বসনে ঝাপিয়া শিশু কোলে নিল তুলি ।
 শয়ন পশিল কৃষ্ণে রাখ রাখ বলি ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ দীনবন্ধু হারিত ভঞ্জন ।
 তোমার সাক্ষাতে মরে নিজ পরিজন ॥
 কৃষ্ণ হৈতে বড় নাহি সংসার ভিতর ॥
 নন্দ হঞা কোথাও না থাকে নারায়ণ ॥
 শুক বলে সুরপাত হইবার কারণ ॥
 অজ্ঞ বলি পুরন্দর দিল যেই গালি ॥

(১) সাক্ষিত্য-পরিদৃশ্য কবুত প্রকাশিত

পুস্তকের পাঠ,—

“বাচাল বালিশ শুক অজ্ঞ কৃষ্ণ মৃত্যু ।
 মানুষ পণ্ডিতমানী কৃষ্ণ জ্ঞান যত ।
 এত বলি গালি বৃষ্ণে দিল শচীপতি ।
 ইন্দ্রের মুখেতে জ্ঞাত কৈল সরস্বতী ।
 কৃষ্ণ হৈতে সর্ববেদ শাস্ত্রের উৎপত্ত ।
 তে-কারণে বাচাল বলিল সুরপতি ।
 বালিশ বলিল ইন্দ্র যাহার কারণ ।
 অহঙ্কার কখন না করে নারায়ণ ।
 যেই হেতু শুক বলে দেব পুরন্দর ॥

জ্ঞানাত্মিক নাহি আর বিনা বনমালী ॥
 কৃষ্ণ নাম বলিয়া বলিল সহস্রাক্ষ ।
 চতুর্বেদে সর্ব শাস্ত্রে কৃষ্ণ নাম মুখ্য ॥
 মৃত্যু বলি দিল গালি দেব শচীপতি ।
 সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম অতুল শক্তি ॥
 মানুষ পণ্ডিতমানী বলে পুরন্দর ।
 সমস্ত পণ্ডিত মধ্যে মান্ত গলাধর ॥
 ভক্তের গতি কৃষ্ণ দেখিয়া ভারতী ।
 ইন্দ্রের সভাতে বলি মাগিল ভক্তি ॥
 যজ্ঞভঙ্গ শুনিঞা কুপিল সুরপতি ।
 তে কারণে গোপকুলে এতেক গতি ॥
 গোকুল আকুল দেখি প্রভু দয়াময় ।
 কেমন যুগতি কৃষ্ণ ভাবিল হৃদয় ॥
 গোকুল রাখিব ইহা কত বড় কাজ ।
 হেন বুদ্ধি করি দর্প ছাড়ে দেবরাজ ॥
 দৈবর বালতে সতে আমাতে ঘটনা ।
 আমি বিনে দৈবর বলায় কোন জনা ॥
 অলপ সম্পত্ত্য পেয়া অন্ন অধিকার ।
 আপনে দৈবর হেন করে অহঙ্কার ॥
 নষ্ট বুদ্ধি যে হয় দাম্পত্য অভিমানে ।
 তার দর্প ভঙ্গ আমি করিব আপনে ॥
 এই সে কারণে আমি কৈলু অবতার ॥
 অবস্ত করিব ছুটে সম্পদ সংহার ॥
 এতেক ভাবিয়া কৃষ্ণ কোন বুদ্ধি করে ।
 টান দিয়া গোবর্দ্ধন পর্বত উফাড়ে ॥
 বাম হস্তে গোবর্দ্ধন ধরি নিল তুলি ।
 ভয় নাহি বলিয়া আশ্বাসে বনমালী ॥
 আগিয়া প্রবেশ কর পর্বতের তলে ।
 দেখি ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া কি করে গোকুলে ॥
 পর্বত পাড়ব হেন ভয় জানি কর ।
 যার যত আছে লক্ষ্য প্রবেশ ভিতর ॥
 ধন জন গোধন যাহার যেই হয় ।
 তাহা লক্ষ্য প্রবেশহ না কর সংশয় ॥
 কৃষ্ণের অভয়বাণী শুনি গোপগণে ।
 তুরিতে প্রবেশ করি রহে যথাস্থানে ॥
 এত বড় সঙ্কট তরিয়া ভাগ্যবশে ।
 ধন জন গোধন সহিতে সুরে বেলে ॥
 উর্দ্ধমুখে কৃষ্ণমুখ চাহে গোপগণে ।
 না ভোক না শোষ তারা বহে সেই মনে ॥
 সপ্তদিন এক হস্তে পর্বত ধরিলা ।
 এক পদ হৈতে আর পদ না তুলিলা ॥

যায় একরূপে ধরে অশেষ জগতী ।
সে প্রভু পর্কত ধরে এ কোন্ শক্তি ॥
সপ্তদিন মেঘ বরিষয়ে নিরন্তর ।
ঐরাবত গজ্ঞে চটি চাহে পুন্দর ॥
কিছুই সত্ত্ব নৈল গোকুল উপরে ।
লক্ষ্য পেয়া ইক্ষ মেঘ আপনে নিবারে ॥
ভগদর্প হৈল মেঘ ইক্ষ অপমানে ।
পালটিয়া মেঘ লয়া চলে নিজস্থানে ॥
দেখিয়া গোপাল বলে স্তন গোপগণে ।
ধন খেদু লয়া সতে চল নিজ স্থানে ॥
চৌদিকে বিমল সূর্য উদিত গগনে ।
স্বখে চলি চল সতে গোকুল ভবনে ॥
এ বোল শুনিয়া গোপ হরষিত মনে ।
ধন খেদু লয়া গোপ চলে সেই ক্ষণে ।
শকটে তুলিয়া নিল সকল সত্তার ।
আনন্দে গোকুলে চলে যতেক গোয়াল ॥
অমিতবিক্রম প্রভু ধরে শিশু লীলা ।
পূর্ক স্থানে পর্কত স্থাপিল নন্দবালা ॥

এ তিন ভুবনে হৈল জয় জয় নাদ ।
গোপগোপী মেলি সতে কৈল আশীর্বাদ ॥
যশোদা রোহিণী নন্দ দিল আলিঙ্গন ।
শিরে হস্ত দিয়া কৈল শ্রীমুখ চুষন ॥
দ্বিজগণে বেদ পঢ়ে শিরে দিয়া হাথ ।
ধাত্র দুর্বা দিয়া মাথে কৈল আশীর্বাদ ॥
আকাশে বাজিল শঙ্খ দুন্দুভি বাজন ।
স্বরগণে করে স্তুতি পুষ্প বরিষণ ॥
বিভাধরী গায় গীত অপরা নাচন ।
সিদ্ধ সাধ্য মুনিগণে কবয়ে স্তবন ॥
গোপগোপী মেলিয়া চৌদিকে গুণ গায় ।
গোকুল প্রবেশ কৈলা প্রভু যদুরায় ॥
লীলায় র্কত প্রভু ধরিল কৌতুকে ।
গোবর্দ্ধনধর নাম হৈল সর্বলোকে ॥
পঞ্চবিংশে কহি এই গোপালচরিত ।
আর কথা স্তন রাতা হয় সাবহিত ॥
গোবর্দ্ধন-ধারণ চরিত পুণ্য কথা ।
ভাগবত-আচাৰ্য্যের মধুরস-গাথা ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈষ্ণাসিক্যাং দশমস্কন্ধে
পঞ্চবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় ।

সায় রাগ ।

এইরূপে অদভূত কৈল কত কর্ম ।
তা দেখিয়া গোপকুলে লাগিল সত্ত্বম ॥
গোপগণ মেলি গেলা নন্দ ঘোষ স্থানে ।
কহিতে লাগিল কথা নন্দ বিজ্ঞমানে ॥
স্তন স্তন ব্রজপতি নন্দ ঘোষ রায় ।
তোমার পুত্রের রীত বুঝনে না যায় ॥
সপ্ত বৎসরের শিশু কিবা শক্তি তারে ।
সত্তদিন গোবর্দ্ধন এক হস্তে ধরে ॥
শিশু হয় পর্কত লীলায় হস্তে তোলে ।
যেন মদমত্ত গজ কমলের ফুলে ॥
মহা বলবতী নারী পূতনা রাক্ষসী ॥
স্তন পিতে তার প্রাণ হরিল গরাসি ॥
তিন মাসের শিশু আছিল যখনে ।
শকটের তলে থুয়া করাল্যা শরনে ॥

স্তন খাইবার তরে বুড়িল ক্রন্দন ।
উভ করি তুলি ধরে দুখানি চরণ ॥
ঠেলায়ে শকট ভাঙ্গি হৈল সাত খান ।
শিশু ছেন কর্ম করে কর অমুমান ॥
এক বৎসরের শিশু আছিল যখনে ।
চক্রবাত নামে দৈত্য তুলিল গগনে ॥
গলা চাপি ধরি মারে তথাই অগ্রে ।
শিলাতে পড়িয়া দৈত্য হৈল শঙ্খচরে ॥
ঘরে পশি ক্ষীৰ নী চুরি করি খায় ।
উদুখলে বাক্তি তারে যশোদা রহায় ॥
ওখলি টানিঞা গেল বৃক্ষের নিয়ড়ে ।
যমল অর্জুনে ছেন দুই বৃক্ষ পাড়ে ॥
অঘ বক দুই দৈত্য পর্কত আকার ।
তাহাকে মারিয়া রাখে শিশু চমৎকার ॥

বৎসরূপী আর এক দৈত্য গোটা মারে ।
 কাজীনাগ মারিল নদীর বিষ নীরে ॥
 উড়ি যাইতে পাখী যার মরে বিষজালে ।
 হেন নাগ দমিল বিষম নদীজলে ॥
 কাজীনাগ দমিয়া সবংশে কৈল মূর ।
 সেই যমুনার জল হৈল স্রমধুর ॥
 আর এক মহাদৈত্য আইল বোরতর ।
 বলভদ্রে লয়া গেল আকাশ উপর ॥
 তথায় মারিল দৈত্যে মূর্তির প্রহারে ।
 শিশু হয়। হেন অদভুত কৰ্ম্ম করে ॥
 বৎস শিশু রাখে বনে পিয়া হতাশন ।
 এ দুই শিশুর মহাপুরুষ লক্ষণ ॥
 এ বড় অদ্ভুত নরকুলেতে জনম ।
 কহ কহ নন্দবোষ না বুঝি কারণ ॥
 সর্বলোকে অমুরাগ বাঢ়ে অম্লকণে ।
 এ দুই বালক বৈ আম নাহি জানে ॥
 বুঝিতে না পারি নন্দ এ কোন শক্তি ।
 মনে শঙ্কা লাগে নন্দ কহিবে বৃগতি ॥
 গোপগণের বচন শুনিঞা নন্দ বোষ ।
 কহিতে লাগিল পোয়া হৃদয়ে সন্তোষ ॥
 গর্গ মুনি যে কহিল শুন গোপগণ ।
 মনে জানি শঙ্কা কর শুনিয়া বচন ॥
 সত্যযুগে ধরে পুত্র শুক কলেবর ।

ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ ধরে মনোহর ॥
 কলিযুগে গীতবর্ণ হবে কলেবরে ।
 কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে এখনে দ্বাপরে ॥
 বসুদেব নামে ছিল এক মহাজন ।
 একবার তার ঘরে লয়াছে জনম ॥
 তে কারণে বসুদেব নাম লোকে করে ।
 গুণ কৰ্ম্ম অম্লরূপে নানা নাম ধরে ॥
 গোপকুলে আনন্দ রাঢ়াইব নিয়মল ।
 সর্বলোক সুখী হৈব তরাব সকল ॥
 অরাজক হয়।ছিল জগৎ যখনে ।
 দুই লোক পীড়া দিল সব সাধুজনে ॥
 এই কৃষ্ণ সাধুলোকে বাঢ়ালা শক্তি ।
 দুই লোক খণ্ডিয়া শাসিলা বসুমতী ॥
 এই কৃষ্ণে প্রেম যার হৈব ভাগ্যবশে ।
 খণ্ডিব সংসারবন্ধ ছরিত বিশেষে ॥
 এই কৃষ্ণে জানিহ সাধুগণ নারায়ণে ।
 গর্গমুনি বলিলেন এ সব বচনে ॥
 কহিলু তোমায়ে গোপ শঙ্কা জানি কর ।
 গর্গমুনি যে কহিল সত্য করি ধর ॥
 নন্দের বচন শুনি সন্তোষ হৃদয় ।
 আনন্দিত হৈল লোক খণ্ডিল সংশয় ॥
 ভাগবত আচার্য্যের মধুরস-ভাষা ।
 কৃষ্ণগুণ শুন লোক কৃষ্ণে ধর আশা ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং
 সংহিতায়াম্ বৈষ্ণবসিক্যাম্ দশমস্কন্ধে
 ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

শ্রীরাগ ।

শুক মুনি বলে রাজা শুন সাবধানে ।
 গোবর্দ্ধন গিরি যদি ধরিল নারায়ণে ॥
 ভয়দশ হয়। ইন্দ্র আইল তৎকণে ।
 সুরভি আইলা আর সুর মুনিগণে ॥
 দণ্ডবৎ হয়। ইন্দ্র পড়ে ভূমিতলে ।
 কিরীট পরশ করে চরণযুগলে ॥
 নমিত কঙ্কর শিরে বৃড়ি দুই কর !
 গদগদ হয়। ভক্তি করে পুরন্দর ॥

শুকসম্ব কলেবর ভূমি শান্ত রূপ ।
 রক্ত ভ্রমোগুণ হীন পরম স্বরূপ ॥
 গুণ অম্লবন্ধে করে সর্ব মানাময় ।
 তার সহে তোমার সখ্যক নাহি হয় ॥
 লোভ ক্রোধ আদি যত দেহ অম্লবন্ধে ।
 অজান জনার হয় তাহার সখ্যক ॥
 গুণময় দেহে নাহি তোমার সংযোগ ।
 কেমনে বলিব আছে ক্রোধ মোহ লোভ ॥

ভয় দণ্ড কর তুমি স্রজন পণ্ডিত ।
 দুষ্ট নিবারিতে হয় এই সমুচিত ।
 দুষ্ট নিবারিয়া ধর্ম করহ পালন ।
 অবতার কর তুমি এই সে কারণ ।
 তুমি পিতা হিতকারী জগৎঈশ্বর ।
 ভে-কারণে দণ্ড করি ব্রাহ্ম সকল ।
 জগতের হিত-হেতু দণ্ড সমুচিত ।
 জানিঞা সে কর তুমি জানে সুপণ্ডিত ॥
 জগদীশ হেন যার হয় অভিমান ।
 তার সমুচিত দণ্ড কর অপমান ॥
 আমা হেন বুদ্ধিহীন থাকে যে যে জন ।
 করএ তাহার দণ্ড কুমতিখণ্ডনা ॥
 খলেয়ে নিগ্রহ তুমি কর এই মতে ।
 তবে দর্প ছাড়ি রহে নিজ ধর্মপথে ॥
 স্রপতি হেন যোর হৈল অহঙ্কার ।
 সম্পদতিমিরে হৈল দুর্নতি সঞ্চার ॥
 তে কারণে তোমা প্রভু পাসরিলু হেলে ।
 আর হেন মতি যেন নহে কোন কালে ॥
 না জানিঞা কৈলু দোষ কম একবার ।
 কৃপা কর হেন বুদ্ধি নহে যেন আর ॥
 দুষ্ট মারি হরিব পৃথিবী গুহবার ।
 এই সে কারণে প্রভু জনম তোমার ॥
 প্রণত জনের তুমি করিবে পালন ।
 অর্ধ ঋণীয়া ধর্ম করিবে স্থাপন ॥
 বৃক্ষ বাসুদেব নারায়ণ ভগবান ।
 সর্বময় সর্ববীজ সর্বকৃত প্রাণ ॥
 শুদ্ধ জ্ঞান শুদ্ধমুক্তি শুদ্ধ কলেবর ।
 এত বলি প্রণাম করয়ে পুরন্দর ॥
 কোপে আমি কৈলু এত ধারা বরিষণ ।
 গোহুল করিব নাশ হেন মতিচ্ছন্ন ॥
 সেই মোর অমুগ্রহ হৈল হেন বুঝি ।
 ভয়দর্প হয়্যা এবে প্রভু তোমা ভজি ।
 পিতা মাতা হিতকারী জগৎঈশ্বর ।
 জানিঞা শরণ এবে নিল পুরন্দর ॥
 এত স্তুতি কৈল যদি ইন্দ্র স্রপতি ।
 তবে কৃষ্ণ বলে মেঘ গভীর তারতী ॥
 শুন ইন্দ্র আমি তোমার যজ্ঞ ভঙ্গ কৈল ।
 আমার প্রগাড়ে সেই অমুগ্রহ হৈল ॥
 ইন্দ্রপদ পেয়া তুমি মন্ত হয়্যাছিলে ।

দর্প ভয় হৈলে তুমি আমাকে ানিলে ॥
 সম্পদতিমিরে তুমি না চিন আমারে ।
 দণ্ড করি আমি তবে করিএ উদ্ধারে ॥
 যারে অমু হ আমি করিব নিশ্চয় ।
 সম্পদ খণ্ডিলে তার সম্ব বুদ্ধি হয় ॥
 চল ইন্দ্র থাক লঞা নিজ অধিকার ।
 আর কোন কালে জানি কর অহঙ্কার ॥
 স্রতি আসিয়া তবে করে দণ্ড স্তুতি ।
 পুষ্প বরিষণ করে বহুশ্রু স্তুতি ॥
 বৃক্ষ কৃষ্ণ মহাযোগী জগৎজীবন ।
 তুমি পতি আমি-সব নিজ পরি-ন ॥
 তুমি ইন্দ্র তুমি প্রভু পরম দেবতা ।
 তুমি বন্ধু তুমি গুরু তুমি মাতা পিতা ॥
 কহিলা যে একা তুমি কর অবতার ।
 ইন্দ্রপদে অভিষেক করিব তোমার ॥
 ব্রহ্মার আদেশ পেয়া আইল মুনীগণ ।
 আজ্ঞা দেহ অভিষেক করিব এখন ॥
 এতেক বলিয়া তবে গোলোক জননী ।
 নিজ কারে অভিষেক করে চক্রপাণি ॥
 আকাশগঙ্গার জল আনি পুরন্দর ।
 গজশৃঙে অভিষেক করে নিরন্তর ॥
 স্র-ঋষিগণ নানা তীর্থ জল আনি ।
 অভিষেক উৎসব করয়ে চক্রপাণি ॥
 দেবমাতৃগণ আসি অভিষেক করে ।
 আনন্দ মজলে তবে তিন লোক পূরে ॥
 স্র মুনি করাইল অভিষেক স্থান ।
 সর্ব লোক ধরিল গোবিন্দ হেন নাম ॥
 তুষ্ণ নারদ গুর সিদ্ধ বিদ্যাধর ।
 গন্ধর্ব চারণ মুনি বিবিধ কিন্দর ॥
 নাচন বাজন গীত পুষ্প বরিষণ ।
 বিবিধ মঙ্গল স্তুতি করে সর্বজন ॥
 আনন্দিত সর্বলোক হৈল ত্রিভুবনে ।
 ক্ষীর রসে পূর্ণ হৈল সব খেদুগণে ॥
 নদীগণ বহে নানা রসময় জলে ।
 বৃক্ষগণে মধুধারা স্রবে নিরন্তরে ॥
 নানা শস্ত্রে পূর্ণ হৈল ধরণীমণ্ডল ।
 উজ্জল বিবিধ মণি পরীত শিখর ॥
 দুষ্ট লোকে দুষ্ট বুদ্ধি ছাড়িল তখনে ।
 দুষ্টপুষ্ট স্রীভোগী হৈল সর্বজনে ॥

কৃষ্ণ অভিষেক যত হৈল মহোদয় ।
কহিতে না পারি রাজা শুন মহাশয় ॥
করিয়া গোবিন্দ অভিষেক সুরপতি ।

আজ্ঞা পেয়া চলি গেলা সবল সংহতি ॥
ভাগবত-আচার্য্য-রচিত রসময় ।
তনিলে সকল খণ্ডে দ্রুতি সক্ষম ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাতঃ
সংহিতায় ঐশ্বর্য্যাসিক্যং দশমস্কন্ধে
সপ্তবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

সিদ্ধুড়া রাগ ।

শুক মুনি বলে শুন রাজা পরীক্ষিত ।
আর অদ্যুত কহি কৃষ্ণের চরিত ॥
নন্দঘোষ মহাবৃদ্ধি একাদশী দিনে ।
নিরাহার উপবাস কৈলা শুদ্ধমনে ॥
অল্পক্ষণ ষাটশী পারণা দিবসে ।
তে-কারণে নন্দ ঘোষ উঠি রাত্রিশেষে ॥
শ্রান করিবারে গেলা যমুনার জলে ।
অম্বরে হরিয়া নন্দ নিল হেনকালে ॥
আম্রুরী বেলায় নন্দ করে নিত্যকর্ম ।
অম্বরে হরিয়া নিল দেখিয়া বিধর্ম ॥
বর্ষের অম্বরে ধর্মশাস্ত্র নাহি জানে ।
অল্পক্ষণ ষাটশী পারণা তে-কারণে ॥
নন্দঘোষ শ্রান করে রাত্রি অবসানে ।
নিত্যকর্ম করে হেন অম্বরে না জানে ॥
বর্ষণ নিকটে নন্দে লইল হরিয়া ।
ব্যাকুল হইলা গোপ নন্দে না দেখিয়া ॥
কান্দিয়া গোয়ালাগণ কৃষ্ণকে জানায় ।
অম্বরে হরিয়া নন্দে নিল যত্নরায় ॥
অম্বরে হরিল পিতা শুনি নারায়ণে ।
বর্ষণের পুরী হরি গেলা সেই ক্ষণে ॥
সাগরের জল মধ্যে বর্ষণের পুরী ।
জাঁঝির নিমিষে তথা গেলেন এ হরি ॥
শুনিয়া বর্ষণরাজ আইলা যত্নরায় ।
চরণকমলে পড়ে ছয়া দণ্ডবৎ ॥
দিব্য রত্ন মণি দিয়া পুঞ্জিল চরণ ।
ত্রৈলোক্যের তুল্য মূল্য দিল বহু ধন ॥
বিবিধ উৎসব কৈল বিবিধ মজলে ।
আনন্দে বর্ষণ-রাজা বিনয়ে কি বলে ॥

সকল শরীর মোর জীবন সকলে ।
সর্ব মনোরথ সিদ্ধি হৈল এককালে ॥
যার পদযুগ ভজি গর্তবাস তরি ।
দেখিলাম হেন প্রভু সাক্ষাতে মুরারি ॥
তোমার চরণে মোর বহু নমস্কার ।
যার নাথে তরে লোক এ ঘোর সংসার ॥
আমার কিঙ্কর মুখ নাহি কর্ম বোধে ।
আনিল আমার পিতা ক্ষেম অপরাধে ॥
হের নন্দঘোষ পিতা লেহ বিস্তম্বনে ।
অপরাধ ক্ষম প্রভু জানালা চরণে ॥
এইরূপ গাধিল বর্ষণ লোকপাল ।
পিতা লৈয়া গোপকুলে আইল তৎকাল ॥ (১)
দেখিয়া আনন্দ হৈল গোকুল নগরে ।
পরম বিস্মিত নন্দ বলেন সভারে ॥
বর্ষণের দেখিলু সম্পদ মহোদয় ।
জিভুবনে কে আছে তাহার বড় হয় ॥
দিব্য রত্ন রচিত বিচিত্র পুরীখান ।
যাথে প্রবেশিল খণ্ডে মাছুষ গেয়ান ॥ (২)
আর যত দেখিলু রতন মহাধন ।
সে সব আমার মুখে না যায় কহন ॥
দিব্য মণি রত্ন দিয়া পুঞ্জিল গোপাল ।
কত কত স্তুতি ভক্তি কৈল নমস্কার ॥

(১) পাঠান্তর,—

“বর্ষণের স্থানে হৈতে নন্দেয়ে লইয়া ।
গোকুল নগরে কৃষ্ণ উত্তরিল গিয়া ॥”

(২) পাঠান্তর,—

“মণিরত্নে খচিত বিচিত্র পুরীখান ।
দরশন মায়ে হয় বৈকুণ্ঠ গেয়ান ॥”

কহিতে না পারি আমি শুন গোপগণ ।
যোর কৃষ্ণ ভানিলু সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥
এ বোল শুনিঞা গোপ হরষিত মনে ।
জগদাশ হেন কৃষ্ণে জানিল গেয়ানে ॥
হেলায় তরিব ঘোর সংসার-সাগর ।
নিস্তার কারণ এই টেলোকা-ঈশ্বর ॥
গোপগণে যদি কিছু হৈল তত্ত্বজ্ঞান ।
তা দেখিয়া কুপা কৈলা পুরুষ পুরাণ ॥
নানা গর্ভবাসে লোক ভ্রমে কৰ্ম্মপথে ।
কখনে কি গতি হয় না বুঝে সাক্ষাতে ॥
নিজ নিজ গোপগণ সুহৃদ আমার ।
মহৎগতি দিব আমি করিয়া উদ্ধার ॥

এবোল বুজিয়া প্রভু যোগযোগেশ্বর ।
ব্রহ্মহৃদে নিল সব গোকুল নগর ॥
নিত্য ব্রহ্ম সনাতন সত্ত্ব জ্যোতির্ময় ।
ব্রহ্মা আদি যে গী যাহা ধ্যানযোগে লয় ॥
হেন ব্রহ্মহৃদে নিল সব গোপপুরী ।
আনন্দ পুরাণ্য প্রভু গোকুলনগরী ॥
পুনঃ ব্রহ্মহৃদে হৈতে আনিল তুলিয়া ।
নিঃশব্দে রহিল গোপ বিশ্বয় ভাবিয়া ॥
নন্দ বিনোচন একহৃদ-দরশন ।
ভাগবত আচার্য্যের সরস বচন ॥
অষ্টাবিংশে কহি এই বৃষ্ণগুণ সার ।
সাবধানে শুন রাজা যে কহিব আর ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং

সংহিতায়াং বৈখানসিকান্দশমস্কন্ধে

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

উনত্রিংশ অধ্যায় ।

বিনোদবার্লকৈঃ সাক্ষ্মথশ্চিত্তমুখো হরিঃ

ক্রোড়াক্ষকে ব্রহ্মজ্যোতিস্তম্বনোরথলিঙ্গয়ে ।

কামদর্পবিষাতার্ব্যং পূর্ণকামঃ স্বহৃৎপ্রভুঃ ।

লোকানুকরণেনৈব ভগবান্ভক্তভ্রমাদিশং ॥

বরাড়ী

গোপিকার সঙ্কে কৃষ্ণ করিব রমণ ।
মনে হেন কৈলা যদি প্রভু নারায়ণ ॥
শরৎ-যামিনী চাক্র চৌদিকে বিমল ।
প্রভুল মালতী জাতি () বৃথিকা স্তম্বর ॥
বহু গুণ বহু স্তম্ব হৈল বৃন্দাবনে ।
অখণ্ড পুনিয়া শশী উদিত গগনে ॥
চিরদিন যেন নারী পতিদরশনে ।
সর্ব দ্রুত শোক হরে আনন্দিত মনে ॥
কমল-বদন ভূজ্য পূর্ণ শশধর ।
তা দেখিয়া আনন্দিত ভাবে গদাধর ॥
বলমলিবৃন্দাবন চক্রেয় কিরণে ।
বনে রবি গোপীনাথ দিলা বংশীসানে ॥
যোগমায়া প্রকাশিলা মুহূর্ত্তীর ধনি ।
ভূলাইল সত্যর মন দেব শিরোমণি ॥
শুনিয়া বাঁশীর শব্দ ব্যাকুলিত-চিতা ।
মুরছি পড়ল গোপী মদন উদিতা ॥

গোবি ৮ হরল চিত্ত নাহি অবধানে ।
চৌদিকে বেটিয়া গোপী চলে বৃন্দাবনে ॥
এক পথে চলে কেহ কাহে নাহি ঠানে ।
চকল কুণ্ডলযুগ তুরিত গমনে ॥
দোহনে আছিল গোপী তেজিল দোহনে ।
দধি মছে ব্রজনারী তেজে সেইক্ষণে ॥
গোরস উথলি পড়ে তেজে সেই মনে ।
গুরুজন তেজিল ওদন পরিবশে ॥
কেহ কেহ অন্ন দিয়া দিছিল ব্যঞ্জন ।
না দিল ব্যঞ্জন সে তেজিল পরিষণ ॥
স্তন পিষাতেই শিশু ভূমিতে কোঁলিয়া ।
ভো ন করিতে অন্ন চলিল তেজিয়া ॥
পতি সেবা করিতে আছিল ব্রজনারী ।
আকুলে চলিল গোপী পতিসেবা ছাড়ি ॥
কেহ করিতে আছিল কেশ সংস্কারণ ।
কেহ করিতে আছিল অঙ্গবিশুষণ ॥

বংশীধ্বনি শুনি গোপী সকল ভেজিল ।
 বৃন্দাবন অভিমুখে তুরিতে চলিল ॥
 নৈত্রের অঞ্জন নিজ চরণে লেপিয়া ।
 পায়ের আলতা নেল যুগলে অপিয়া ।
 এক আঁখি অঞ্জন কুণ্ডল এক কাণে ।
 পরিষে চলিল গোপী এনি বেগমানে ॥
 পরণে কুণ্ডল হার নুপুর রসনা ।
 শিরে পরে ব্রজনারী পাগরে আপনা ॥
 উদ্ধ বস্ত্র অধে পরে উদ্ধে অধোবাস ।
 কে বা কি করিব মনে না হয় প্রকাশ ॥
 মৃগধি গোপীর মনে কিছুই না ভায় ;
 কৃষ্ণ অভিমুখে সব গোপী চলি যায় ॥
 কৃষ্ণপ্রেম এই সে সহজ রীতি রসে ।
 ধর্ম অর্থ কাম তিন ছাড়য়ে বিশেষে ॥
 কুলধর্ম নিজ স্মৃতি আর ধন জনে ।
 প্রেম সে এসব ছাড়িল গোপীগণে ॥
 পতি পিতা বন্ধুগণে ধরিয়া রহায় ।
 রাখিতে না পারে গোপী শূঁচ চলি যায় ॥
 কটিবন্ধে কপাট বান্ধিল বন্ধুগণে ।
 নিজঘরে কথো গোপী রাখিল যতনে ॥
 তারা সব ধ্যানে কৃষ্ণ ভাবিল হৃদয়ে ।
 মুক্তিপদ পাইল দহ ছুটি গুণময় ॥
 আর ভাবে কৈল গোপী গোবিন্দ ধ্যানে ।
 তব মুক্তিপদ পাইল বিনা তত্ত্বজ্ঞানে ॥
 বস্ত্রর শক্তি বৃদ্ধি অপেক্ষা না করে ।
 অজ্ঞানে অমৃত খেয়া কে নহে অমরে ॥
 যদি বা বলিবে কর্মবন্ধ নাহি যায় ।
 মুক্তি লভিল গোপী কেমন উপায় ॥
 কহিব অদ্বুত কথা (১) শুন সাবহিত ।
 গোপীগণের কর্মভোগ খণ্ডিল যেমতে ॥
 প্রলয় আনিল তুল্য বিরহসম্বাপে ।
 দুঃখ ভোগ টুটিল জনম-কোটি পাপে ॥
 ধ্যানযোগে পাইল গোপী গোবিন্দ সংযোগ ।
 সেই স্মৃতি হেল সর্ব পুণ্য কর্মভোগ ॥
 পাপ পুণ্য কর্মবন্ধ টুটে সেইক্ষণে ।
 হেন মতে মুক্তি লভিল গোপাগণে ॥
 প্রবোধ না পাইল রাজা পণ্ডিত সূত্র নে ।
 মুনিকে পুছিয়া কিছু বিনয় বিধান (২)
 শুন শুক মুন যদি করিয়ে বিচার ।
 পতি পুত্র ঋক ছাড়ি বস্ত্র নহে আর ॥

ব্রহ্মভাবে পতি পুত্র কেহ নাহি সেবে ।
 এই সে কারণে কেহ মুক্তি না লভে ॥
 ব্রহ্মভাবে গোপী না ভজিল গদাধর ।
 কি প্রকারে মুক্তি পাইল কহত উত্তর ॥
 আর ভাবে কেবল ভেটিল (১) ব্রজনারী ।
 কেমনে মুক্তি পাইল কর্মবন্ধ ছাড়ি ॥
 তবে শুক মুন দিল রাজারে উত্তর ।
 না কর সংশয় কথা শুন সুপবর ॥
 সর্বলোকে ব্রহ্ম বৈসে কেবল গোপতে ।
 এই কৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম জানিহ সাক্ষাতে ॥
 গোপাল ভজনে জ্ঞান অপেক্ষা না ধরে ।
 যেন ভেন মতে ভক্তি কর্মবন্ধ ছাড়ে ।
 পূর্ববে কহিলু রাণী তাহা বিশ্বরিলে ।
 অসিতাবে মুক্তি পদ পাইল শিশুপালে ॥
 গোপনারী সাক্ষাৎ কৃষ্ণের প্রিয়তমা ।
 তাহাতে করিছ রাজা বিশ্বয় ঘটনা ॥
 কল্পাসাগর দীনবন্ধু হিতকারী ।
 স লোক উদ্ধারিলা ব্যক্ত রূপ ধরি ॥
 নিলেপ নিগুণ ক্ষয়-প্রমাণ-রহিত ।
 লোক-প্রতিকার-হেতু সাক্ষাতে বিদিত ॥
 কাম ক্রোধ ভয় প্রেম সধক ভক্তি ।
 এ সব ভাবনা কেলে কৃষ্ণময় গতি ॥
 মহাবোধযোগেশ্বর প্রভু দয়াময় ।
 কোন বুদ্ধ রাজা তোমার করিছ বিশ্বয় ॥
 তরু লতা তৃণ শুল্ক পাইল নিস্তার ।
 গোপীর কারণে কেনে বিশ্বয় তোমার ॥
 তবে রাগকৈল রাজা কহিব এখনে ।
 দৃঢ়মতি হয়্যা রাজা শুন সাবধানে ॥
 চৌদিকে বেচিয়া গোপী নিকটে দাঁড়ায় ।
 হাসিয়া কি বলে বাণী প্রভু যদুসায় ॥
 আইস আইস গোপী কহ কুশল কল্যাণ ।
 কি করিব আমি তোমার কহ বিজ্ঞমান ॥
 গোপকুলে কি হয় সঙ্কট উতপাতে ।
 তে-কারণে আইলে কি আমার সাক্ষাতে ॥
 আগমন-কাষণ কহিবে ব্রজনারী ।
 বনেতে প্রবেশ কৈলে কি ভয়সা করি ॥
 ভয়-নিশি এয়াতি বিপিন যোরতর ।
 এই বনে নানা ভক্ত বৈসে নিরন্তর ॥
 কোন আশে আইলে গোপী কৈলে এত কাজ ।
 জনম অবধি থুইলে গুরুকুলে লাজ ॥

পতি পুত্র বন্ধুগণ তোমা না দেখিয়া।
 অবেশণ করি বলে ব্যাকুল হইয়া।
 কুলবতী নারী হইয়া বর হেন কাজ।
 দুই কুল ভরি গোপী থুইলে বড় লাজ।
 যদি বল দেখিতে আইলাও বৃন্দাবন।
 চাহিয়া নেহার গোপী কুসুমকানন।
 শরৎ-সামিনী চন্দ্র ঝলমল জ্যোতি।
 যমুনা-লহরী বাত বহে মন্দগতি।
 মধুর সৌরভ বহু বিহগ-সুনা।
 এ বনে উপজে গোপী কাম উনমাদ।
 যাবত হৃদয়ে নাহি মনমথ উঠে।
 তাবত প্রমাদ নাহি চলি যাহ ঝাটে।
 বিলম্ব না কর গোপী নিজ ঘরে চল।
 নারীকূলে এই ধর্ম পতিসেবা কর।
 শুভ্রপ ছাওয়াগ বৎস রহিল বন্ধনে।
 ছাওয়ালাকে দেহ ত্বন কর গোদোহনে।
 যদিবা বলিবে আইলু তোমাদরশনে।
 দেখিলে আমারে যাহ গোবুল ভুবনে।
 এ পুন সহজ হয় সর্বলোক রীতি।
 আশা দেখিবারে লোক বাঢ়ায় পীরিতি।
 আমারে দেখিলে গোপী এ বড় সুন্দর।
 সুখে যাহ সুন্দরি চলিয়া নিজ ঘর।
 নারীকূলে মুখ্য ধর্ম পতি সুসেবন।
 পতিবন্ধু পালন পোষণ পরিজন।
 রোগযুক্ত দরিদ্র দুগত জড়মতি।
 তবু পতি না জাড়িব নারী কুলবতী।
 তেজিতে পাতকী পতি সবে অধিকার।
 পতিসেবা ছাড়ি নারীকূলে নাহি আর।
 নিজপতি ছাড়ি অত্রে যে করে সেবন।
 কূলে অপযশ তার নরকে গমন।
 প্রবেশ নিগম কালে হয় দুঃখ ভয়।
 নরক ছাড়িয়া তার স্বর্গে বাস হয়।
 যদি বা বলিবে ভক্তি করিব তোমাতে।
 নিকটে থাকিলে ভক্ত নহিব সাক্ষাতে।
 শ্রবণ কীর্তন ধ্যান করিহ সদায়।
 অচলা ভকতি হৈব এই সে উপায়।
 সন্তোষ করিয়া চিত্তে চলি যাহ ঘর।
 ঘরে থাকি ভকতি করিহ নিরন্তর।
 কৃষ্ণের নিষ্ঠুর বাণী শুনি ব্রজরাম।
 বিবাদে মোহিতা গোপী হৈল হতকাম।
 ত্যাগভয়ে শোক আসে শুধাইল অধর।
 হেটমাথে পদনখে লেখে ক্ষিতিতল।

নয়নে গলয়ে জল তবু বেয়া পড়ে।
 কাজল মলিন কুচকুম পাখালে।
 নিশবদে রয়ে গোপী পেয়া দুঃখভার।
 এক পদ হৈতে পদ না তুলিল আর।
 বহুক্ষণ ব্রজনারী রয়ে সেই মনে।
 বিমরিব হয়। দিল চিত্ত সমাধানে।
 রে'দন তেজিয়া জল পুঁছিল নয়নে।
 কোপে গদগদ বাণী বলে গোপীগণে।
 কে বলে দয়াল কৃষ্ণ ভকতবৎসল।
 কে বলে জীবননাথ করুণাসাগর।
 সর্বকাম তেজে গোপী বাহার কারণে।
 সে হেন নিষ্ঠুর বাণী বলিল কেমনে।
 শুন শুন প্রাণনাথ প্রভু যদুসায়।
 হেন কি নিষ্ঠুর বাণী বলিতে জুয়ায়।
 এই ঠাকুরাণী কৃষ্ণ তোমার ব্যবল।
 ব্রজনারী সর্বধর্ম তেজিয়া ভজিল।
 পদযুগ সেবা সতে এই আশা ধরে।
 তাহাকে তেজিব তুমি কেমন প্রকারে।
 না ছাড়ি না ছাড়ি কান্ন ধরিলু চরণে।
 পদযুগসেবা সবে মাগে গোপীগণে।
 বর্ষশত্রু জান তুমি উত্তম পণ্ডিত।
 নানার্থ্য বেদশাস্ত্র তোমাতে বিদিত।
 তে কারণে কৈলে নারীধর্ম উপদেশ।
 পতিবন্ধু স্নাত সেবা করিলে বিশেষ।
 ওই পরম ধর্ম সত্য নারীকূলে।
 সব সমর্পিলু তোমার চরণ কমলে।
 তুমি সে পরম পতি বন্ধু হিতকারী।
 সর্বধর্ম তোমাতে স্থাপিল ব্রজনারী।
 পতি স্নাত বন্ধু সেবা করি জনে জনে।
 সে সকল ধর্ম তোমার কমল চরণে।
 অজবুজি নারী আমি না বুঝি বিচার।
 হেন যদি বল তবু করিব তাহার।
 বড় বড় উত্তম যতক মহাভনে।
 সর্বধর্ম তেজি ভজে তোমারি চরণে।
 আমি সব দেখিগু ওই সে সুপ্রমাণ।
 তে কারণে সর্বধর্ম কৈলু সমাধান।
 পতি স্নাত-ভনে কেবল দুঃখ সার।
 অরতিভঞ্জন আমি চরণ তোমার।
 স্নানস্নান হও প্রভু না ছাড়ি হ আর।
 গোপীগণ আশা ধরি আছি এ তোমার।
 গৃহধর্ম নারীধর্ম কৈলে উপদেশ।
 করিব তাহার কথা শুনহ বিশেষ।

গৃহধর্ম কেমনে করিব ব্রজনারী ।
 তুমি সে-হরিলে চিত্ত ধরিতে না পারি ॥
 করে কর্ম না করে না বলে দুই পাও ।
 কেমনে বা চলিব ধরিতে নারি গাও ॥
 কোথা বা চলিব কিংবা করিব উপায় ।
 সকল হরিয়া তুমি নিলে যত্নরায় ॥
 মন্দ হাস মন্দ গীত মধুর বচনে ।
 হৃদয়ে জ্বলয়ে কাহ্ন কাম-হতাশনে ॥
 অধর অমিষ্টা-রসে বরহ চেন ।
 মদন অনলে দাহ না রহে জীবন ॥
 হের যদি না দেহ অধর মধু দানে ।
 বিরহ-আনলে গোপী তেজিব পরাণে ॥
 ধ্যান করি পদযুগ চিস্তিব তোমার ।
 এনমে-জনমে প্রভু গতি নাহি আর ॥
 কমলাসেবিত সুরবন্দিত চারণ ।
 বিপিন অ-নে আমি দেখিলু যখন ॥
 গৃহে স্থির হৈতে নারি সে-দিন অবধি ।
 সঙ্কটে পড়িলু আমি করিব কি বুদ্ধি ॥
 চরণপঙ্কজরসে কত না মাধুরী ।
 হৃদে রহি লক্ষ্মী বাহা বাঞ্ছে স্ততি করি ॥
 ব্রজা আদি সুর যারে সেবয়ে বতনে ।
 ছেন লক্ষ্মী পদধূলি বাঞ্ছয়ে আপনে ॥
 আমি-সব কেমনে তেজিব তার আশ ।
 না এনি চরণে কত মাধুরী প্রকাশ ॥
 ছরিতভঞ্জন কাহ্ন করহ প্রসাদ ।
 নহে বা তেজিলে পাছে কলিব প্রমাদ ॥
 দাসী হয়্যা থাকিব সেবিয়া পদ তুষা ।
 দাস্ততাব দেহ প্রভু না ছাড়িহ দয়া ॥
 চঞ্চল অলকাযুত শ্রীমুখমণ্ডল ।
 অরুণ-অধর পার্শ্বে কুণ্ডল উজ্জ্বল ॥ (১)
 অমৃত মধুর ভাষা মন্দ মুহ হাস ।
 ভূজদণ্ড যুগল অভয় পরকাশ ॥
 কমলানিধাং বক্ষ দেখিল সুন্দর ।
 তে-কারণে দাসী হয়্যা রহি নিরন্তর ॥
 মধুর বংশীর সান শুনিঞা শ্রবণে ।
 তোমার সুন্দর রূপ দেখিয়া নরনে ॥
 কোন্ কুলবতী নারী নহিব মোহিতা ।
 ধর্মপথ না ছাড়িব হয়্যা সাবহিতা ॥

(১) পাঠান্তর,—

“কুণ্ডল উজ্জ্বল জ্যোতি—অরুণ অধর ।”

তিন লোকে আছে এত বড় কোন নারী
 নিজধর্ম না ছাড়িয়া আছে ধৈর্য ধরি ॥
 তরু যুগ বিহগ এসব পুলকিত ।
 কোন্ চিত্র নয়লোক হয় যে মোহিত ॥
 বেকতে তানিল তুমি পুরুষ পুরাণ ।
 গোপকূলে অবতার দোঁখি বিত্তমান ॥
 ব্রজজনার আরাতি হারবে নারায়ণ ।
 গোপকূলে জনমিল এই সে কারণ ॥
 আমি সব ব্রজনারী গোপকুলবাসিনী ।
 তবে কেন উদ্ধার না কর যত্ননি ॥
 মদন-দহন তাপে দহে পয়োধর ।
 প্রাণরক্ষা কর ইথে দিয়া নিজকর ॥
 নহে বা না জীব গোপী মদন-অনলে ।
 পাছে জ্ঞান নারী-বধ-পরমাদ ফলে ॥
 ছেন যদি বল গোপী করে অহঙ্কার ।
 তবু দাসী ছাড়ি গোপী কতু নহে আর ॥
 এ-বোল বুঝিয়া কৃষ্ণ কুচে দেহ হাথ ।
 তবে আগে জীয়ে গোপী তন প্রাণনাথ ॥
 গোপীগণের অনিয়া করুণ কাকুবাণী ।
 হাসিয়া সদয় ছেলা প্রভু যত্মণি ॥
 মহাযোগযোগেশ্বর নিঃ যোগবলে ।
 সর্ব ব্রজরমণী রহিল এককালে ॥
 আপনোহ সহজে আনন্দ আশ্বারাম ।
 রমিয়া পুরায় কৃষ্ণ গোপীগণকাম ॥
 রমণীসমাঝে কৃষ্ণ শোভে সুশোভিত ।
 মদালস-বিশোচন-উদারচরিত ॥
 তারাগণ মাঝে যেন পূর্ণ শশধর ।
 অস্তিত্বী ব্রজনারী-মাঝে যত্নবর ॥
 জগতপাবন যশ গোপীগণ গায় ।
 মধুর মুরলী কাহ্ন আনন্দে বাজায় ॥
 বৈজয়ন্তী মাল্য দোলে আজ্ঞামূলধিত ।
 সুবর্তীসমাঝে কৃষ্ণ দেখিতে শোভিত ॥
 যমুনাগুলিনবন কুসুম-সুগন্ধ ।
 শীতল বালুকাযুত পবন সুমন্দ ॥
 প্রবেশ করিলা সেই পুলিন কাননে ।
 অপক্লপ রাগরগ রচিল পুলিনে ॥
 বিশাল যুগল ভূজদণ্ড আলিঙ্গন ।
 করে ধরি দৃঢ় নীবিবন্ধ-বিনোদন ॥
 বহুবিধ পরিহাস বিবিধ ভাষণ ।
 বদনে চন্দন দান কুচ-পরশন ॥

বিবিধ খেলন মন্দ-মধু সুধাহাস ।
মদনে মদন পীড়া হইল প্রকাশ ॥
সর্বকলা-রস নিরোমণি নারায়ণ ।
নানা রসে রসিয়া রসাইল গোপীগণ ॥
তবে গোপীগণে এই কৈল অহঙ্কার ।
আমা বই পূণ্যবতী নারী নাহি আর ॥
আমাতে অধিক ধন্ত নাহি ত্রিভুবনে ।

আমি সব সাক্ষাতে ভজিল নারায়ণে ॥
দেখিয়া গোপাল বলে এত বড় দর্প ।
আমা পেয়া গোপীগণ করে এত গর্ব ॥
এখনে ঋগুব আমি গর্ব অভিমান ।
এ বোল বলিয়া কৃষ্ণ হৈল। অন্তর্ধান ॥
ভাগবত-আচার্য্য-রচিত রসকলি ।
অনিলে ছরিত হরে বৃহৎ বিচারি ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং

সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে

একোনিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

ত্রিংশ অধ্যায় ।

কামোদ রাগ ।

শুকমুনি বলে রাজা কর অবধান ।
অন্তর্ধান করি হরি গেলা বিজ্ঞান ॥
কৃষ্ণ না দেখিয়া গোপী মুকুছিয়া পড়ে ।
মঞ্জিল রমণীগণ এ শোক-সাগরে ॥
নিজপতি হারাইলে যেন মৃগীগণ ।
ভরাসে পড়িয়া তারা হয় অচেতন ॥
যেনরূপ হৈল হরি বিহার বিলাস ।
যেন গতি যেন জীলা যেন মন্দহাস ॥
সেই সেই রচিত করয়ে ব্রজনারী ।
এই অবলম্বনে রহিল চিত্ত ধরি ॥
কৃষ্ণরূপ আপনে ভাবিল ব্রজরামা ।
সেই জীলা করে গোপী পাসরে আপনা ॥
সর্বগোপী মেলিয়া গোপালগুণ গায় ।
বনে বনে ব্রজনারী চাহিয়া বেড়ায় ॥
উনমত্ত হয় গোপী পুছে ভকুগণে ।
তোরা কি দেখিলে যাইতে শ্রীনন্দনন্দনে ॥
কহ কহ তরুগণ দেখিলে কিরূপে ।
না দেখিলে ব্রজনারী না জীব স্বরূপে ॥
শুনহ অর্থ বট কহ সাবধানে ।
মন হরি' নন্দমুখ গেলা এই বনে ॥
ওহে গুরুবক নাগ পুন্নাগ অশোকে ।
ওহে চম্পক কেশর পুছি তোমাদিকে ॥
তোমরা দেখিলে কৃষ্ণে কহ দেখি তত্ত্ব ।
বলরামের কনিষ্ঠ সহজে উনমত্তে ॥
নারীদর্প হরে তার এই সে বড়াই ।
সহজেই শিশুবুজি চঞ্চল কানাই ॥

উত্তর না পাইলা গোপী এ সত্য স্থানে ।
তবে আর বার পুছে তুলসীদিগণে ॥
কহ তুলসি কল্যাণি গোবিন্দ-প্রেমসি ।
তোমার প্রিয় আইলা তোমার দিতে সুখরাশি ॥
কহ যারবি মালতি মাল্ল জাতি যুধি (১) ।
এ পথে কি গেলা কৃষ্ণ করিয়া পারিত ॥
তন হে কদম্ব চূত পনস পিয়াল ।
আসন অর্জুন বিদ্র ৫ শূ কোবিদার ॥
স্বন্যার ভীরে তুমি সব ভীর্থবাসী ।
দুর্গেশ্বরী গোপিনী সব যোরা পাপীসী ॥
ধন্ত ভীর্থবাসী জন করে পরহিত ।
কহ কৃষ্ণ-উপদেশ—'হর কর চিত্ত ॥'
কহ হে ধরনি তুমি কোন তপ কৈলে ।
গোবিন্দ-চরণ চোখ শরীরে ধরিলে ॥
পুলকিত হৈল তরু-লতা-রোমাবলী ।
কাহিতে না পারি কৈলে কি তপস্রাবলী (২) ॥
কৃষ্ণোদ্দেশ কহি মোদের রাখহ পরাণ ॥
দয়াক্ষমাণীল নাহি তোমার সমান ॥
কহ হে হরীগণ পুছে ব্রজনারী ।
সবীসঙ্গে যাইতে কি দেখিলে মুরারি ॥
সকল হইল তুয়া নয়ন চঞ্চল ॥

(১) পাঠান্তর,—

"তন হে মালতি মাল্ল কহ জাতি যুধি ।"

(২) পাঠান্তর—

"কোন তপ কৈলে, তুমি কাহিতে না পারি ।"

পণ্ড কুলে জন্ম তোমার হইল সফল ॥
 শ্রীমদ-কুচ-কুসুম-রঞ্জিত কুম্বমালা ॥
 হের দেখে বহে তার গন্ধ-পরিমলে ॥
 স্বরূপে দেখিলে তোরা সে নন্দনন্দন ॥
 কহ উপদেশ কথা শুন মৃগীগণ ॥
 উত্তর না পেয়ে মৃগীস্থানে গোপীগণ ॥
 তারে বিরহিণী মানি করিলা গমন ॥
 অগ্রে দেখে পাদপ-সকল পুষ্পভরে ॥
 নম্রমাথে আছে শাখা মধুধার ক্ষরে ॥
 কৃষ্ণে শ্রণমিল বৃক্ষ মনে অহুমানি ॥
 কৃষ্ণের উদ্দেশ পুছে সকল গোপিনী ॥
 কহ দেখি তরুগণ পুছি এ তোমারে ॥
 তোমরা দেখিলে যাইতে নন্দের কুমারে ॥
 ফল-ফুলে নহ হৈয়া কৈলে পরণাম ॥
 সাধু সাধু বলি হরি কৈল কি বাখান ॥
 কৃষ্ণদরশন-চিহ্ন দেখিল বিদিতে ॥
 বলিকা ভাঙ্গিয়া কৃষ্ণ গেলা এই-ভিতে ॥
 গোপীস্বন্ধে বামবাহু দিয়া কাম-রঞ্জে ॥
 দক্ষিণে কমল ধরি ফিরায় শ্রীঅঙ্গে ॥
 কুসুম-তুলসীমালা আপাদলীষত ॥
 তাহার আমোদে মত্ত মধুপ্রচুসিত ॥
 অভাগিনী গোপনারী করয়ে জিজ্ঞাসা ॥
 স্বরূপে কহিবে তুমি কৃষ্ণ-উরদেশা ॥
 এইমতে তরু লতায় পুছিয়া বেড়ায় ॥
 সৰ্ব-বৃন্দাবনে চাহি উদ্দেশ না পায় ॥
 ধরিতে না পারে চিন্তা না রাহে জীবন ॥
 উপায় করিয়া প্রাণ রাখিবে কতোক্ষণ ॥
 যত-যত কথ্য কৃষ্ণ কৈলা অবতারে ॥
 গোপীগণ সেই-সেই-লীলা-রূপ ধরে ॥
 এক গোপী বলে আমি রাক্ষসী পুতনা ॥
 আর গোপী কৃষ্ণরূপ ভাবিল আপনা ॥
 পুতনাভাবিনী-স্তন পিয়ে কৃষ্ণমতি ॥
 কহিতে না পারি দুই-ভাবনা-শক্তি ॥
 এক গোপী বলে আমি শকটস্বরূপা ॥
 চরণে ক্ষেপিল তারে আর কৃষ্ণ-রূপা ॥
 এক গোপী হৈল ভূগাবন্ত-চক্রবাত ॥
 আর গোপী বলে আমি গোপাল সাক্ষাৎ ॥
 দৈত্যরূপা গোপী হরে গোপাল-রূপিনী ॥
 সে ভাব দুহার দুই কহিতে না জানি ॥
 বৎস-দৈত্য-রূপ ভাব ধরে এক রামা ॥
 আর গোপী কৃষ্ণভাব চিন্তিল আপনা ॥

দৈত্যরূপা গোপী বধে গোপাল-ভাবিনী ॥
 আর এক গোপী হৈল গোবিন্দ-রূপিনী ॥
 পায়ে ঠেলি করে কানৌ-দমন-বিহার ॥
 কহে দুই নিবারিতে মোর অবতার ॥
 এতেক বলিয়া কালীনাগ-মাথে চড়ে ॥
 আর এক গোপী বক-দৈত্য-রূপ ধরে ॥
 বকাসুর যেমতে বধিল যত্মাণি ॥
 বক-রূপা গোপী বধে গোপাল-রূপিনী ॥
 বলরাম-রূপ ধরে কথো ব্রহ্মরামা ॥
 কথো গোপী কৃষ্ণ-রূপ চিন্তিল আপনা ॥
 ব স-রূপ ধরে কত আভারস্বভা ॥
 কত গোপী ধরে ব্রজবালক মুরতি ॥
 রামকৃষ্ণ রূপিনী রমণী বেণু বায় ॥
 শিশু-রূপ গোপীগণ ষষ্টিগুণ গায় ॥
 আর গোপী কৃষ্ণরূপ ধরিয়া আপনে ॥
 বসন উড়ায় হস্তে ধরিল যতনে ॥
 গোবর্দ্ধন গিরি আমি তুলিয়া ধরিল ॥
 নাহি ঝড় বরিষণ সব দূরে গেল ॥
 যশোদারূপিনী হৈল আর রূপবতী ॥
 কুসুম-মাগায় বাক্যে গোপাল-মুরতি ॥
 দাঁধ দুগ্ধ খেয়া ভাঙ ফেলিলে ভাঙ্গিয়া ॥
 এখনো শক্তি বৃকো পেলিযু বাক্ষিয়া ॥
 এইরূপে গোপাল-চরিত্র রূপ ধরি ॥
 বনে-বনে গোপীনাথ চাহে এজন্যারী ॥
 এইমতে বনে-বনে গেল কথোদূরে ॥
 গোবিন্দ-চরণচিহ্ন দেখে পৃথু-পরে ॥
 ধ্বজবজ্রাঙ্কণ মান বোণী উজ্জয়ন্ত ॥
 শতপত্র যব আদি লক্ষণ অনেক ॥
 আনন্দে পুরিয়া গোপী চকিত নয়নে ॥
 সতে মেলি কৃষ্ণপদ করয়ে সন্ধান ॥
 এই মনে বনে-বনে কথোদূর গেলে ॥
 এক-সখী-পদচিহ্ন দেখে ক্ষতিতলে ॥
 দেখে-দেখ প্রাণসখি কোন দুচারিণী ॥
 কৃষ্ণ লয়া দূরবনে আইল একাকিনী ॥
 এই উনমতি কৈল এত পরমাদ ॥
 এ বোর গহন বনে আনে প্রাণনাথ ॥
 কৃষ্ণঅঙ্গে হস্ত দিয়া গমন তাহার ॥
 অহুযানে বুঝি পদ যায় ধারে ধার ॥
 এ দুই মো-সত্যে করাইল অনাদরে ॥
 কৃষ্ণের অধরমধু পিয়ে নিরন্তরে ॥

শুদ্ধভাবে হরি আরাধিল এই রামা ।
 সফল রাখিকা নাম ধরে পূর্ণকামা ॥
 তার ভক্তিরসে ভগবান তুষ্ট হৈল ।
 বায়ে লঞা ত্রীগোবিন্দ গুপ্তস্থানে নিল ॥
 আত্মারাম অখণ্ডিত নিজসুখ ধরে ।
 সে হরি মোহিল সখি কোন পরকারে ।
 এত ব্রজরমণী তেজিয়া দূরবনে ।
 এক সখী লঞা হরি আইল কোন্ গুণে ॥
 হের দেখ বসিয়া আছিল এইখানে ।
 এথা রহি রত্নসুখ কৈল দুইজনে ॥
 ধন্য এই কৃষ্ণ-পদ-বেণু ত্রিভুবনে ।
 বিরিকি-শব্দর শিরে ধরয়ে যতনে ॥
 লক্ষ্মীদেবী সদা করে ওই রেণু-আশ ।
 হেন পদ-রেণু ঘোর বনেতে প্রকাশ ॥
 কত দূরে নিল হরি কোন্ ছচারিণী ।
 তার পদ দেখি উঠে হৃদয়ে আগুনি ॥
 এবে পদচিহ্ন তার কেন নাহি দেখি ।
 বহিয়া কামুক হরি নিল হেন লখি ॥
 শিলা ভূণ-অঙ্গুর চরণে তৈল ঘাত ।
 আপনে বহিয়া সখী নিল জগন্নাথ ॥
 হের দেখ কৃষ্ণপদ অধিক যগন ।
 রমণী বহিতে ভর ল'খলু লক্ষণ ॥
 হের দেখ রমণী নামায়্যা এইখানে ।
 কুন্তল তুলিয়া হরি সখীর কারণে ॥
 বিচিত্র বিবিধ ফুলে গাঁথি দিব্যমালা ।
 এখায় গোপাল দিল কামিনীর গলে ॥
 এইখানে বসিয়া আছিল দুইজনে ।
 এথা থাকি কৈল গোপীর কথরীকন ॥
 এই মনে বনে-বনে চাহে ব্রজরামা ।
 না দেখিয়া প্রাণনাথ হৈল হতকামা ॥
 পূর্ণকাম নারায়ণ নিজ সুখময় ।
 শুবু ব্রজ রমণী রমিল অতিশয় ॥
 কামিনী লাগিয়া কামী এত দুঃখ পায় ।
 নারীর কঠিন চিন্তা জগতে বুঝায় ॥
 সুখ হেতু রতি যদি করে নারায়ণে ।
 তবে বা পরমানন্দ বলিব কেমনে ॥
 জীলা-নরবর হরি রসিক সজ্ঞান ।
 রতিকেলি-ছলে হরি বুঝায় গেমান ॥
 মূনি বলে শুন রাজা আর অঙ্কুরে ।
 বনে বনে ব্রজনারী বেড়ায় চাহিতে ॥
 যে রমণী লঞা হরি গেল দূরবনে ।
 সে গোপীর মনে উপজিল অভিধানে ॥

ত্রিভুবনে নাহি ধন্য যোর সমতুল ।
 আমার লাগিয়া কাঙ্ক্ষ কৈলা এতদূর ॥
 কোটি কোটি রমণী তেজিল ভজমানা ।
 সকল সুন্দরী-মাঝে আমি সে প্রধানা ॥
 মনে গরবিভা গোপী বলে কোন বাণী ।
 চলিতে না না পারি আমি শুন যদুমণি ॥
 মনে দেখ যথা ইংসা বহি লেহ মোরে ।
 নহে বা চলিতে নারি জানাইলু তোমায়ে ॥
 এই বাক্যে অহঙ্কার বখিয়া তাহার ।
 হরি ভাবে দর্প চূর্ণ করিব ইহার ॥
 হাসিয়া গোপাল বলে শুনহ সুল্লরি ।
 চট গিয়া তোমা বহি নিব স্বল্পে করি ॥
 এ বোল বলিয়া কৃষ্ণ হৈলা অন্তর্ধান ।
 ভূমিতে পড়িলা গোপী তেজিয়া গেমান ॥
 গোপীর দগধে তলু বিরহসন্তাপে ।
 ধরণী লোটয়া সখী করয়ে বিলাপে ॥
 হে নাথ হা প্রাণপতি পুরুষরতন ।
 মহাতুঙ্গ হে বান্ধব গোপীকুল-ধন ॥
 দরশন দিয়া প্রভু দেহ প্রাণদান ।
 নহে বা উদ্দেশে আমি তেজিব পরাণ ॥
 এইরূপে বলে সখী কাকূতি-বচনে ।
 ছেনকালে তথা আসি মিলে গোপীগণে ।
 তারে দেখি ছুলা দুঃখ শোক পেয়া মনে ।
 বিরহিণী সখীয়ে পুছিলা গোপীগণে ॥
 এতদূরে আনি তোমা তেজি কি কারণে ।
 কহ দেখি সখি বাত পুছে গোপীগণে ॥
 আদি অন্তে সকল কহিল ব্রজনারী ।
 যতেক পীরীতি-রীতি কলা বনমালী ॥
 দূরে বনে আনি যত করিল সম্মান ।
 তেজি গেল পাছে যত দিয়া অপমান ॥
 সকল কহিল গোপী যুবতীসমাঝে ।
 বিস্ময় ভাবিয়া গোপী পড়িল প্রমাদে ॥
 সকল গোপীর তবে মনে হৈল ভয় ।
 নিতান্ত নৈরাশ প্রায় হইল হৃদয় ॥
 পরে সব সখীগণ হয়্যা একমতি ।
 ব্যাকুলা হইয়া খুঁজে ভ্রমে কত রাস্তি ॥
 যাবত উদিত চন্দ্র আছিল গগনে ।
 তাবত চাহিল তারা প্রতি বনে বনে ॥
 ভয়ঙ্কর বন হৈল ঘোর অন্ধকারে ।
 গহন কাননে কেহ চলিতে না পারে ॥
 পাংলটি আইলা পুন যমুনাগুলিনে ।
 গতে মেলি কৃষ্ণগণ পায় অহঙ্কণে ॥

কৃষ্ণের চরণে মন কৃষ্ণগুণ গায়।
কৃষ্ণের চরিত্রে যিনি অস্ত্র নাহি ভায় ॥
কৃষ্ণভাবে ব্রজনারী আপনা পাগরে।
পতি-সুত গৃহ-আদি মনেহ না পড়ে ॥
গোপাল-চরিত্রগুণ গায় উচ্চস্বরে ।

হের আইসে কৃষ্ণ বলি চৌদিকে নেহালে
এইরূপে বনে রহে গোপী বিরহিণী ।
শ্রীভবন্ধে কত-কত বলে কাকুবাদী ॥
ভাগবত আচার্য্য-রচিত রসময় ।
শুনিলে হরিত হয়ে খণ্ডে ভবভয় ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায় ।

ভাটিয়ারি রাগ ।

মুনি বলে শুন রাজা তকত প্রধান ।
কহিব গোপাল-গুণ-চরিত্র-বাখান ॥
সকল গোপিকা মেলি যমুনা-পুলিনে ।
গোপাল-উল্লেখে বলে কাকুতি বচনে ॥
ষে দিনে জনম হৈল নন্দদোষ-ঘরে ।
সে-অবধি শ্রী রহিলা গোকুল-নগরে ॥
সকল সম্পদ বাঢ়ে সে-দিন-অবধি ।
গোকুলে আসিয়া রহে অষ্ট মহাসিদ্ধি ।
সন্তত আনন্দ বাঢ়ে সর্বলোকে ৳ ॥
তোমার জনম-গুণে এত সুখ হয় ॥
আমি-সব গোপী সেই গোকুলবাসিনী ।
তবে কেন তেজ' নারী বিরহতঃখিনী ।
আমি সব ব্রজনারী নিজ পরিজন ।
প্রাণ রাখ প্রাণপতি দিয়া দরশন ॥
কি কহিব প্রভু তোমার নয়ন স্নন্দর ।
শরৎ-কমল-গর্ভ-কান্তি মনোহর ॥
ইহা দরশনে আমি-সব দাসী হৈল ।
স্নন্দরী গোপিনী বিনি মূলে বিকাইল ।
দরশন দিয়া যদি না রাখ পরাণে ।
নারী বধ হৈল ছের-দেখ বিভ্রামনে ॥
কালিনাগ তোমাংরে দংশিল বিষজালে ।
তাহাতে রাখিলে সভার আপনে এড়াইলে ॥
অবাস্তুর বধিয়া রাখিলে আরবার ।
তোমা বিনে গোপী জীতে' নাহিক প্রকার ॥
পর্বত ধরিয়া নিবারিলে বরিষণে ।
এই মত কতবার রাখিলে আপনে ॥

আরবার রক্ষা কৈলে অগ্নিপান করি ।
তবে রক্ষা কৈলে বৃষ-দৈত্যেরে সংহারি ॥
এইরূপে নানা ভয় করিয়া খণ্ডন ।
রাখি মো-সভারে কেন না রাখ এখন ॥
যদি বল আমি হই নন্দের তনয় ।
কেমতে খণ্ডিল তোমার এতেক সংশয় ॥
এ বোল বলিয়া তুমি ভাণ্ডবে কাহারে ।
নন্দসুত নহ তুমি স্বরূপ বিচারে ॥
অখিল জীবের তুমি সর্ব বৃদ্ধে সাক্ষী ।
বিশ্ব-প্রতিকার-হেতু মুক্তিমান লখি ॥
ব্রহ্মা আরামিল তোমায় লোক-হিত-হেতু ।
যদুপূলে জনমিঞা রাখ ধর্মসেতু ॥
ভবভয়ে যে লয় শরণ পদতলে ।
জনম-সঙ্কট-ভয় নহে কোন কালে ॥
এ-হেন অভয় পায় লইলু' শরণ ।
শিরে কর দিয়া প্রভু রাখহ জীবন ॥
সর্বসিদ্ধি বৈসে হরি তব ওই করে ॥ (১)
গোপীগণ ভীয়ে তবে যদি দেহ শিরে ॥
ব্রজকূলে কর তুমি অরতি ভঞ্জন ।
নিজ-জন-অভিমান করহ খণ্ডন ॥
ব্রজনারী আমি-সব নিজ দাসীগণ ।
প্রাণ রাখ দেখিয়া জলকুহানন ॥
অমল-কমল-দল চরণযুগল ।
প্রণত জনের হরে হরিত সকল ॥

(১) পাঠান্তর,—“প্রভু তোমা করতলে ।”

লক্ষ্মী দেবী যে-পদ কমল-তলে বৈসে ।
 ধেনু-পাছে চেন-পদ কাননে প্রবেশে ॥
 ব্রহ্মাদি চুলভ ওই-অভয়-চরণ ।
 হেন পদ কৈল কালি শিরের ভূষণ ॥
 তবে কেনে কৃপা নাহি নিজ গোপীগণে ।
 প্রাণ রাখ অনে পদ কর আরোপণে ॥
 তোমার মধুর বাণী মোহে বৃণজন ।
 নারীজাতি আমারে মোহিতে কতক্ষণ ॥
 সেই সুখা-বাণী শুনি হর্য্যাছি কিঙ্করী ।
 প্রাণ রাখ অধর-অমৃত দান করি ।
 তোমার চরিত্র কথা অমৃতের ধারা ।
 এ-ধোর-সংসার দুঃখ সন্তাপ নিবারা ॥
 পুরাণ-পুরাণগণে গায় নিরন্তর ।
 শুনিলে ছরিত হরে শ্রবণ-মঙ্গল ॥
 মহাজন জনে কৈল জগতে বিস্তর ।
 কেবল চরিত্র কথা কহিলে নিস্তার ॥
 হেন পুণ্য গুণকথা কহে যে বা জনে ।
 সর্ব দান-পুণ্য-ফল লভে সেইক্ষণে ॥
 অমৃত মধুর ভাষা মন্দ-মধু হাস ।
 কুটিল কটাক্ষপাত লীলা পরিহাস ॥
 ললিত চঞ্চল লীলা-চলন চপল ।
 এ সব তোমার লীলা স্মরণ-মঙ্গল ॥
 আমি-সব মুগ্ধ হৈলুঁ দোষ এই লীলা ।
 দরশন দিয়া প্রাণ রাখ নন্দবালা ॥
 গোধন চালায়্য তুমি যদি চল বনে ।
 অমল-কমল-ভিনি কোমল চরণে ॥
 শিল-ভৃগু-অঙ্কুরে লাগয়ে জানি যাও ।
 তা লাগি ছদম্ব দহে স্থির নহে গাও ॥
 গোকুলে যখন আইসে দিন-অবসানে ।
 চৌদিকে বালক সঙ্গে চালায়্য গোধনে ॥
 কুটিল কুন্তলযুক্ত শ্রীমুখমণ্ডল ।
 গোধূলি-ধূসর চাকু অরুণ অধর ॥
 তা দেখিয়া মনে উঠে মদন-আশ্বিনি ।
 কেমন উপায়ে প্রাণ রাখিব রমণী ॥
 প্রাণত জনের সর্বকাম ফলদাই ।
 লক্ষ্মীদেবী যে-চরণ সতত পূজাই ॥
 গোপীর খেয়ান পদ ধরণীভূষণ ।
 হেন পদ কর প্রভু কুচে আরোপণ ॥
 তোমার অধরযুগ শোক বিনাশন ।

মধুর মূলীধর করয়ে চূষন ॥
 দেখিলে বাচিলে কাম-রমি-অমুরাগ ।
 না দেখিলে সে বড় সঙ্কট-দুঃখ ভাগ ॥ (১)
 হেন যে অধর-মধু যদি কর দান ।
 তবে সে রহিব গোপীগণের পরাণ ॥
 দিবসে বেড়াই যদি কানন-অটনে ।
 এক ক্রটি (২) যুগসম হেন লম্ব মনে ॥
 না দেখিলে কত-ক্লত বাচিলে বিধাদ ।
 চান্দমুখ দেখি যদি সে বড় প্রমাদ ॥
 নয়ন তরিয়া যদি দেখিব আনন ।
 তাথে বিধি জড়মতি কৈল বিভ্রম ॥
 অশ্রি নিমিষ দিল আর লোমাবলি ।
 মনের সন্তোষে মুখ চাহিতে না পারি ॥
 পতি স্নত কুল ধন তাই পরিবার ।
 তেজিয়া চরণযুগ ভজিল তোমার ॥
 মধুর মুরলীনাদে মোহিলে যুবতী ।
 নিশিতে রমণী তেজে কে হেন কুমতি ॥
 হাস-পরিহাস বাণী প্রেম-দরশন ।
 কমলা-নিবাস বন্ধ হসিতবদন ॥
 এ সব চিস্তিতে মন মোহো অতিশয় ॥
 সঙ্কটে পড়িলা গোপী জীবন সংশয় ॥
 চরণ-কমল-যুগ অতি সুকোমল ।
 সহজেই মোদের কঠিন কুচস্থল ॥
 ভয় মানি কুচে আরি করি আয়ে পণ ।
 হেন পদে কর তুমি বিপিনে জমণ ॥
 শলা-ভৃগু-অঙ্কুরে বেদনা জানি লাগে ।
 অঙরি অঙরি মনে বহু দুঃখ জাগে ॥
 যদি বল মোরে বাজে তোদের কি দায় ।
 তাহার কারণ শুন অহে ভ্রাম রায় ॥
 তুমি মোদের পরমাত্ম হও যত্ববীর ।
 তোমারে বাজিলে প্রাণ কৈছে রহে স্থির ॥
 এই পরকারে বিরহিণী ব্রজনারী ।
 কতক বিলাপ কৈল কহিতে না পারি ॥
 ভাগবত-আচার্য্য-রচিত রসময় ।
 শুনিলে ছরিত হরে খণ্ডে ভবভয় ॥

(১) সন্সার-বাসনা-বন্ধে কহাই বৈরাগ্য ।

—পাঠান্তর।

(২) পাঠান্তর,—“তিল এক” । ক্রটি

অর্থে ক্ষণিক ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

দশমস্কন্ধে একত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥ (১)

(১) সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকে
একত্রিংশ অধ্যায়ের পাঠ,—

যথা রাগঃ ।

শুক বলে নরপতি কর রাজ্য অবগতি
বেক্সে মিলিলা নারায়ণ ।
সে সব কহিব আমি কর্ণপথে পীও তুমি
বিবাদ করয়ে গোপীগণ ॥
একত্রে বসিয়া সব অঙরে গোপী মাধব
শিরেতে করিয়া করাঘাত ।
কিবা অপরাধ পাঞা বিরহিণী ত্যাসাগিঞা
কোথা গেলে অহে জগন্নাথ ॥
এবে সে জানিল আমি কঠিন নির্দয় তুমি
মজাইলে আতীরকুমারী ।

চাত্তিংশ অধ্যায় ।

যথা রাগ ।

শুক মুনি বলে রাজা শুন পরীক্ষিত ।
এসময় রাসকলি গোপালচরিত ॥
এইরূপ বিলাপ করিয়া ব্রজনারী ।
কান্ধিতে লাগিলা গোপী উচ্চস্বর করি ॥
নিজ জন দুঃখ দেখি প্রভু দয়াময় ।
দরশন দিলা হরি করুণ-হৃদয় ॥
শ্রীমুখে শ্রবণ হারি যেন সুধা পড়ে বসি
পায়ুষ সদৃশ রসভাষা ।
কটাক্ষ নয়নকোণে হানিলে কামিনীগণে
নেরাশ করিলে কেন আশা ॥
তোমারে পড়িল মনে চাহি বৃন্দাবন পানে
ধ্যান করি ও রাজা চরণ ।
হৃক্টয়ে কান্ধিতে নারি অনিমিখে পথ হেরি
যাবৎ না হয় দরশন ॥
বুঝিতে না পারি যেনে নিদয় হইল কেনে
ওহে শ্রাম না কর চাতুরী ।
তাজি সব পরিবার তুষা পদ কৈল সার
কত দুঃখ দিবে হে মুরারি ॥
যে ভজ্ঞে তোমার পাশ তার কি দশা হয়
গৃহধর্ম সকল পাগরে ।
যেন কাঞ্চালিনী হৈয়া পথে পথে ভ্রমাইয়া
ভিক্ষা মাগি খায় ঘরে ঘরে

তাজিহু সকল ধর্ম অবলা না জানি ধর্ম
বংশীনাদে প্রাণ কৈলে চুরি ॥
যে দিন অবধি কাহু বাজাইলে মোহন বেণু
যমুনাতে বস্তু মিজে হরি ।
শুন ওহে নারীচোরা সে দিন অবধি যোরা
ঘরে আর রহিতে না পারি ॥
শুনিঞা বাঁশীর গান পশু পক্ষী করে ধ্যান
নির্মল হইল যতজন ।
বেগবতী নদী যত উজানেতে বহে শ্রোত
শিশু সবে নাহি পীয়ে শুন ॥
যখন ত্রিভঙ্গ হঞা থাক তুমি দাঁড়াইয়া
মোহনমুরতি নটবর ।
অস্তিত মাক্ত বায় রবি নাহি বেগে যায়
সেবুপ দেখিয়া মনোহর ॥

কোথা আছ প্রাণ কাহু বাজাও মোহন বেণু
তবে বাঁচে গোপীর জীবন ।
কণেক বিলম্ব দেখি শরীর বিকল সখি
কোথা রক্ষ দেহ দরশন ॥
অনেক বিলাপ করি যতেক আতীর নারী
দাঁড়াইহু প্রাণ তেয়াগিতে ।
হেনকালে নারায়ণ গোপী মধ্যে আগমন
বংশীধ্বনি লাগিল করিতে ॥
রাসলীলা সুধামৃত গোপীর বিবাদ যত
শুন রাজা তোমারে কহিল ।
যেবা শুনে যেবা গায় নাহি ভবভয় তায়
ভাগবত আচার্য্য রচিল ॥
আচম্বিতে মধ্যে ক্রক্ষে দেখে গোপীগণ ।
পূর্ণিয়ার চন্দ্র যেন দিলা দরশন ॥
ভুবনমোহন রূপ কহিতে না পারি ।
পাতবাস পরিধান বনমালাধারী ।
ইন্দুকোটি জিনি মুখ রূপে কোটি কাম ।
ভুবনমোহন লীলা জলধরশ্রাব ।
গোপাল দেখিয়া গোপী চকিতনয়ন ।
সেইক্ষণে স্বরিতে উঠিল গোপীগণ ॥
চৌদিগে রমণীগণ দাঙায় সন্তোবে ।
প্রাণ আইলে যেন তত্ত্ব ইচ্ছায় প্রকাশে ॥

কেহ কর-সরোজ ধরিল ব্রজনারী ।
 কেহ বাহ চন্দন-চর্চিত অংগে ধরি ॥
 অঞ্জলি পাতিয়া নিল তাখুল চর্ষণ ।
 কেহ কুচযুগে পদ কৈল আরোপণ ॥
 কেহ কোণে ক্রকুটি কটাক্ষপাত করি ।
 অধর দংশিয়া দন্তে রহে ব্রজনারী ॥
 কোন গোপী আঁখিযুগ ধরিয়া নিমিষে ।
 শ্রীমুখ-পঙ্কজ-মধু পিয়ে সুধারসে ॥
 কোনো গোপী আঁখিরন্ধে হৃদয়ে করিয়া ।
 মনে আলিঙ্গন দিল আনন্দে পুরিয়া ॥
 কৃষ্ণ দরশনে হৈল আনন্দ প্রচুর ।
 খণ্ডিল বিরহতাপ দুঃখ গেল দূর ॥
 পরম আনন্দনিধি মজিল রমণী ।
 কেবা কোথা আছে কেহ কিছুই না জানি ॥
 সহজে কন্দর্পকোটি রূপ মনোহর ।
 রমণীমণ্ডলে শোভে অধিক সুন্দর ॥
 যমুনা-পুলিন-বন বিকস-মন্দার ।
 প্রফুল্ল কুসুম কুন্দ ভ্রমরবাছার ॥
 শরদ বিমল চান্দ কিরণ সংহতি ।
 খণ্ডিল রজনীতম বালমল জ্যোতি ॥
 যমুনার তরলতট কৈল বিরচিত ।
 কোমল তরলতট বালুকা শোভিত ॥
 ব্রজবধূ লয়া তাহে কৈলা পরবেশ ।
 বিবিধ কৌতুক কোল কৈল হৃষীকেশ ॥
 রাসরসবিলাস বিবিধ কেলিকলা ।
 জৈলোক্যমোহন বেশ দেখি নন্দবালা ॥
 মনোরথ সাগরে রমণী কৈল পার ।
 যেন ঞ্চতিগণ পাইল তন্ত্বের বিচার ॥
 নিজ নিজ বাসে গোপী বচন আসন ।
 তাহার উপরে বৈসে প্রভু নারায়ণ ॥
 যোগীন্দ্র হৃদয়ে যার কল্পিত আসনে ।
 হেন প্রভু রহে ব্রজযুবতীর সনে ॥
 কমলার মন হরে হেন রূপ ধরে ।
 তা দেখিয়া ব্রজগোপী আপনা পাসরে ॥
 কটাক্ষ-মোচন কেহ করয়ে বিলাস ।
 মধুর বচন কৈল কেহ শ্রুত্বাস ॥
 চরণ তুলিয়া কেহ কোলে তুলি নিল ।
 কুচের উপরে কেহ হস্ত তুলি দিল ॥
 দ্বৈব করিয়া কোথ বলে ব্রজনারী ।
 শুন প্রভু বলি কিছু বোল ছুই চারী ॥

যে ভজে তাহাকে পাছে ভজে কথোজন ।
 না ভজিতে কেহ ভজে কি তার কারণ ॥
 ভজে বা না ভজে কেহ নহে ভজমান ।
 কি হেতু এ সব প্রভু কহ বিভ্রমান ॥
 গোপী সব দিল যদি কটাক্ষে উত্তর ।
 হাসিয়া কি বলে বাণী প্রভু দামোদর ॥
 ভজিলে যে ভজে সখি-ধর্ম্যে নাহি লেখি ।
 পরহিত নহে সে আপন কার্য দেখি ॥
 না ভজিলে ভজে যে কেবল দযাময় ।
 বিনা হেতু যেন শূন্যে পিতার হৃদয় ॥
 এই সে পরমধর্ম্য এই পরহিত ।
 শুন সখি আর আমি হে কহি বিহিত ॥
 না ভজিলে ভজিব আছুক তার কাজ ।
 সর্বভাবে যে ভজে না যায় তার কাছ ॥
 কেহ তার আশ্রায়াম নিজস্বধে সুখী ।
 তে-কারণে ধর্ম্যধর্ম্য অপেক্ষা না দেখি ॥
 আপ্তকাম কেহ তার অমোঘ-বাঞ্ছিত ।
 তে-কারণে নাহি তার পরহিতাহিত ॥
 মুখ-জন কেহ নহে কার্যের বিচার ।
 ভজিতেহ না ভজে অজ্ঞান দুরাচার ॥
 গুরুদ্রোহী কেহ তারা ভজিলে না ভজে ।
 কহিল সকল সখি তোমার সমাঝে ॥
 এসব জনের মধ্যে আমি কেহ নহি ॥
 শুন সখি আমার সহজ কথা কহি ॥
 ভজিলেহ না ভজি আমার এই রীতি ।
 নিরবধি ভজে যেন করিয়া পীরতি ॥
 অধনে লভিলে ধন হারায় যখনে ।
 তাহার িস্তার আর কিছুই না জানে ॥
 ভজিলে না ভজি আমি এই সে কারণে ॥
 চিন্তিতে ভকতি যেন বাঢ়ে অশুকণে ।
 লোক বেদ পতি বন্ধু গৃহ পরিজনে ॥
 এসব ছাড়িলে সন্তে আমার কারণে ।
 তবে যে তোমারে তেজি রহিল অন্তরে ।
 আমাতে ভকতি যেন বাঢ়ে নিরন্তরে ॥
 জানিঞা করহ ঐশ শুন ব্রজরামা ।
 আমি অপরাধী তোবা গুণে নাহি সীমা ॥
 তোমরা ভজিলে ধার প্রেমযুক্ত ভক্তি ।
 তাহা কি শুধিতে পারি আমার শক্তি ॥
 ব্রহ্মার বয়েসে যদি করি উপকার ।
 তবু শুধিতে সখি না পারিব ধার ॥

বৃহৎ-বৃহৎ হাড়ি আইলে দুর্জয় শৃঙ্খলা ।
কোন উপকারে তাহা শুধি ব্রজবালা ।
ভুমি বত কৈলে যোয় ভক্তি-প্রণয় ।

সতে ওই আর কিছু উপকার নয় ।
কৃষ্ণকৈলি রাসরস সুখ-অনুবন্ধ ।
ভাগবত-আচার্যের মধুর প্রবন্ধ ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাতঃ
সংহিতায় বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে
ছাত্রিশোহিত্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায় ।

কেদার রাগ ।

শুক মুন বলে রাজা শুন পরীক্ষিৎ ।
অপরূপ রাসকৈলি গোপালচরিত ।
এইরূপে কৃষ্ণের মধুর মন্দবাণী ।
চাক্ষুরীবচন যত শুনিঞা রমণী ।
ছাড়িল বিরহতাপ পূর্ণ হৈল সিদ্ধি ।
আনন্দে মজিল গোপী পায়্যা গুণনিধি ।
তবে কৃষ্ণ রাসকৈলি কৈলা অনুবন্ধে ।
বাছে বাছে যুবতী ধরিয়া বাহুবন্ধে ।
রাসোৎসবে প্রবর্তিল রমণীসমাঝে ।
ছুই ছুই যুবতী গোপাল মাঝে মাঝে ।
হেনকালে সুর সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব কিয়র ।
নিজ নিজ নারীগহ আইল বিভাধর ।
দেবরথে পুরাইল আকাশমণ্ডল ।
শব্দ ভেরী দুন্দুভি বাজে নিরন্তর ।
ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া বাজে দেবের বাজন ।
আকাশ ভরিয়া হয় পুষ্পবিরষণ ।
রথের উপরে নাচে দেবের নাচনী ।
বিভাধরে গায় গীত সুরমুর ধনি ।
সিদ্ধগণ মুনীগণ করয়ে স্তবন ।
কৃষ্ণের নির্মল যশ গায় সুরগণ ।
কঙ্কণ কিঙ্কণী নুপুরের বনবানি ।
অঙ্গ-আভরণ-শয্যে পুরিল যেদিনী ।
তুমুল শব্দ হৈল এ রাসমণ্ডলে ।
রমণীর মাঝে মাঝে কৃষ্ণ শোভে ভালে ।
হেমমণি মাঝে বেন ইন্দ্রনীলমণি ।
মিনিস্রুতে হার যেন বিচিত্রে গাঁথুনি ।
ছুই ছুই গোপী মাঝে দেবকীনন্দন ।
কত গোপী কত কৃষ্ণ না যায় গণন
পদ-আরোপণ তুঙ্গযুগল কপিত ।
কটাকবিলাস দুগন্ধল-বিরচিত ।

কীর্ণ কটি ভদ্র কুচ আলোলিত বাস ।
গণ্ডযুগে ভরলিত কুণ্ডল-বিলাস ।
ঘর্ষকণা বিরাজি ৩ বদনমণ্ডল ।
বিগলিত নীবিবন্ধ-কবরী-কুন্তল ।
রতি-রস-বিলাস বেকত বহু ভাতি ।
বিগতবসনা হৈল সকল যুবতী ।
জলধরচন্দ্ৰে যেন সৌদামিনী মালা ।
বহু কৃষ্ণ মাঝে শোভে বহু ব্রজবালা ।
রতিরস অনুরাগে তুলিল রমণী ।
বিমল গোপাল বশ গায় উচ্চ ধনি ।
ধন্য ব্রজনারী ধন্য এ তিন ভুবন ।
গোপীর পবিত্র গুণ গায় অনুবন্ধ ।
বহুবিশ গীতভেদ গোপালের শু ।
কেহ কেহ সাধু সাধু কহয়ে বচন ।
ঋপদ করিয়া সুর কোন গোপী গায় ।
ধন্য ধন্য বলিয়া প্রশংসে যদুরায় ।
সুস্তিত নয়ন-ভূজ চরণ সঞ্চারা ।
চিত্তের পুত্তলী যেন রহে ব্রজবালা ।
গোবিন্দের স্কন্ধে কেহ দিয়া নিজকর ।
গলিত-বসন-বেশে রহে নিরন্তর ।
কৃষ্ণের আজ্ঞায় বাহু কেহ লৈল স্কন্ধে ।
পুলকিত হ'ল গোপী রহে বাহুবন্ধে ।
নটন চঞ্চল গণ্ড কুণ্ডলমণ্ডিত ।
নিজ গুণ গোপী তাহে কৈল আরোপিত ।
তাম্বুল চর্চিত তাহে দিল গদাধরে ।
নাচয়ে গোপিকা কেহ গায় উচ্চস্বরে ॥ (১) ॥
কিঙ্কণী মঞ্জীর-রব বনবানি বোলে ।
কি তেল আনন্দ রস এ রাসমণ্ডলে ।

কমলাসেবিত যার চরণবৃগল ।
 পতিতাবে ভুগ গোপী হৈল দামোদর ॥
 করে কঠ ধর্মী করে আলিঙ্গন ।
 বিহয়ে গোপালশুণ গায় গোপীগণ ॥
 কপোলে অশ্রুবলী কর্ণে উতপল ।
 জলাটে চন্দনবিন্দু গণ্ডে ঘঞ্জন ॥
 নানা বেশ ভূষণ পরিয়া ব্রজনারী ।
 বহুবিধ কোতুকে করয়ে রাসকেলি ॥
 বলয়া নুপুর-নাদ কিঙ্করী-বাঞ্জন ।
 ব্রজবধু নাচয়ে নাচয়ে নারায়ণ ॥
 অলিকুল-রোল ভেল স্নগীত স্নগার ।
 কি রসে মত্তিল ভেল কি রস বিহার ॥
 তিন লোক হৈল রাজা তাবে বিমোহিত ।
 কি পুন কহিব তাহা মন পরীক্ষিত ॥
 কাহ করে আলিঙ্গন কুচে নখরেহা ।
 কটাক্ষে ভূলায় কাহ কাহ অঙ্গে দেহা ॥
 উদার বিলাস-হাস্য করে কাহ সঙ্গে ।
 রময়ে রমণী কাহ রাস-রস রঞ্জে ॥
 প্রতিবিম্ব চাহি যেন বালক বিহরে ।
 সেইরূপে রমণী রময়ে গদাধরে ॥
 নিজ স্তম্বে পূর্ণ প্রভু আপ্ত সর্বকাম ।
 সর্বরস-রসিক-শেখর গুণধাম ॥
 সকল ভগতে হয় কৃষ্ণের মুরতি ।
 কৃষ্ণ বিনে আন নাহি বিচার যুগতি ॥
 আপনেহি আপনা রময়ে নারায়ণ ।
 বালক-বিহার-লীলা কে বুঝে কারণ ॥
 না সঘরে কুচপট পরিধান-বাস ।
 বিগলিত ভূষণ গলিত কেশপাশ ॥
 চরকি পড়য়ে অঙ্গ ধরণ না যায় ।
 ভাবেতে তরল গোপী কি আর উপায় ॥
 দেখিয়া গোপালকেলি বিবৃথবিনতা ।
 মুকুট পড়ল রথে কামে বিমোহিতা ॥
 নিজগণ সহিত মোহিত শশধর ।
 সুর সিদ্ধ বিমোহিত হৈল নিরন্তর ॥
 যত ব্রজবধু তত দেবকীনন্দন ।
 লীলায় রমিল গোপী প্রভু নারায়ণ ॥
 শ্রমজল ভেল গোপীর বদনমণ্ডলে ।
 তা দেখিয়া দয়া কৃষ্ণ কৈলা কুতূহলে ॥ (১)
 নিজ করকমলে মুছিল শ্রমজল ।
 নিজ ভুজে আলিঙ্গন দিল গদাধর ॥

(১) পাঠান্তর,—“প্রভু দামোদরে” ।

কনক কুণ্ডল-জ্যোতি গগন-বিরাজিত ।
 মন্দ মধুমিত-হাস বিলাস-মুদিত ॥
 নানা রত্নতাব গোপী করিয়া বিস্তার ।
 গায়েন গোপাল-শুণ-জন্ম-অবতার ॥
 তবে বত ব্রজনারী করিয়া সংহতি ।
 যমুনার জলে কেলি করে যতুপতি ॥
 জলকেলি করয়ে বিবিধ পরিপাটী ।
 হাসিকা গোপিকা করে জল ছিটানি ॥
 চৌদিকে রমণী করে জল-বরিষণ ।
 রথে চড়ি পুষ্প বরিষয়ে সুরগণ ॥
 দেববাণ বাজে যত নাচে বিভাধরী ।
 সুর সিদ্ধ করে স্তব দিব্যরথে চড়ি ॥
 গজেন্দ্রলীলায় হরি করে জলকেলি ।
 তাবে বিমোহিত কৈলা সব গোপনারী ॥
 জলকেলি করিয়া উঠিল নারায়ণ ।
 চৌদিগ-ভরিয়া তথা রহে গোপীগণ ॥
 যমুনার শীরে তীরে করয়ে বিহার ।
 স্নগন্ধ কুসুম মত্ত ভ্রমরঝঙ্কার ॥
 শরদপুণিমা-শশী রজনী বিরাজে ।
 বিহরে গোপাল গোপসুবতীসমায়ে ॥
 নিজ যোগবলে প্ৰভু রস নাহি ছাড়ে ।
 স্বময়ে রমণী সব সুরভিবিহারে ॥
 রসিক নাগর হরি সুরসময় ।
 রমিল রমণী কাম করিয়া উদয় ॥
 রাজা বলে শুন শুক মুন মহাশয় ।
 আমার হৃদয়ে ভেল এ বড় সংশয় ॥
 অধর্ম করিব নাশ ধর্মের স্থাপন ।
 অবতার কৈলা হরি এই সে কারণ ॥
 আপনে করিয়া কর্ম লোকেরে বুঝায় ।
 তবে কেন পরদায় করে যতুরায় ॥
 তুমি কহ নিজ স্তম্বে পূর্ণ নারায়ণ ।
 পরদায়-রতিসুখ কি তার কারণ ॥
 সুখময় হর্য্য করে পরদারে রতি ।
 ঘুচাহ সংশয় মোর শুক মহাশয় ॥
 এ বোল শুনিঞা বলে ব্যাসের নন্দন ।
 শুন রা । সাবধানে কহিব কারণ ॥
 যে পুন ঈশ্বর হয় জ্ঞানে বলবান ।
 ধরম (.) করিয়া তার কি হয়ে গেরান ॥
 ধর্ম লাভ নহে তার পাশে অপচয় ।
 সর্বভক্ষ হত্যাশন তবু তেজোময় ॥

(১) পাঠান্তর,—“অধর্ম” ।

ঈশ্বর না হয় যদি দুষ্ট কর্ম করে ।
 মরকে পতন তার হয় নিরন্তরে ॥
 ক্রুদ্ধ নহে না ধরে ক্রোধের সম বল ।
 বিধ খেয়া সেইক্ষণে ভেঙ্গে কলেবর ॥
 ঈশ্বরের বচন শ্রমাণ করি ধরি ।
 ঈশ্বর-আচার লয়া বেভার না করি ॥
 ঈশ্বরের আচারে বিচার নাহি হয় ।
 পুণ্যে লাভ নাহি তার পাপে অপচয় ॥
 ঈশ্বরের হৃদয়ে না উঠে অহঙ্কার ।
 শুভাশুভ কর্মফল না হয় তাহার ॥
 অখিল-জগৎশুদ্ধ সৰ্বলোক-গতি ।
 তার কর্মে বিচার করহ নরপতি ॥
 বার পদরজ ভজি মহামুনিগণে ।
 তপ যোগ সমাধি করিয়া সমাধানে ॥
 অচ্ছন্দে বিহরে তার নহে ভববন্ধে ।
 হেন প্রভু লাগিয়া তোমার এত ধন্ধে ॥
 সৰ্ব-ভূত-হৃদয়ে বসয়ে বনমালী ।
 লীলায় শরীর ধরি করে নানা কেলি ॥

সেই সেই ক্রীড়া করে প্রভু নারায়ণ ॥
 বা শুনিলে হয় নর কৃষ্ণপরায়ণ ॥
 গোপগণে কেহ চিন্তে ক্রোধ না করিল ।
 বার যেই নারী তার নিকটে আছিল ॥
 হেন মারা ধরে প্রভু মহাযোগেশ্বর ।
 তবে যে কহিব আর শুন নরেশ্বর ॥
 মহানিশা বহি গেল প্রভাতসময় ।
 গোপীগণে ভ্রাজা তবে দিলা দমায় ॥
 আত্মা শিরে ধরি গোপী গেল নিজঘরে ।
 প্রভুর বিচ্ছেদ-দুঃখ রহিল অন্তরে ॥
 রাসকেলি রসময় কৃষ্ণের চরিত ।
 যেবা কহে যেবা শুনে হয় তার হিত (১) ॥
 অভুল ভকতি তার হয় নারায়ণে ।
 ভবদুঃখ খণ্ডে তার অনাদি বন্ধনে ॥
 ধীর-শিরোমণি, শ্রীগদাধর জন ।
 ভাগবত-আচাৰ্য্যের মধুর গান ॥

(১) পাঠান্তর,—“হৃদা সাবহিত” ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং
 সাহিত্যায়ং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে প্রেম-
 তরঙ্গিত্রয়ত্ৰিশোধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ।

কৈদার রাগ ।

একদিন দেবযাত্রা হৈল দেবীবনে ।
 কোতুকে চলিল গোপ হরষিত মনে ॥
 নন্দ আদি গোপগণ শকটে চটিয়া ।
 চলিলা অস্থিকা বনে আনন্দ করিয়া ॥
 সরস্বতী-নদী-জলে কৈল স্নান দানে ।
 হরগৌরী আরাধিল বিবিধ বিধানে ॥
 গোদান কাঞ্চনদান বসন ভূষণ ।
 ভক্ষ্য ভোজ্য দিয়া কৈল ব্রাহ্মণ ভোষণ ॥
 তথাই রহিল তীর্থ-উপবাস করি ।
 রাজিকালে আইল এক সর্প মহাবলী ॥
 নন্দকে ধরিয়া সর্প গিলিল সম্বরে ।
 ত্রাহি ত্রাহি করি নন্দ ডাকে উচ্চবরে ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ যোগেশ্বর প্রপন্ন-পালন ।
 সর্প হৈতে কর বাপ মোর বিনোচন ॥

নন্দের ক্রন্দন শুনি যত গোপগণে ।
 সর্পের উপরে কৈল শর (১) বরিষণে ॥
 তমু নন্দে না তেজিল সর্প দুরাচার ।
 গোপকূলে শবদ উঠিল হাহাকার ॥
 তবে কৃষ্ণ পরশিল বামপদ দিয়া ।
 দিব্যরূপ হৈল সর্প শরীর তেজিয়া ॥
 হেম আভরণ ধরে দিব্য বিদ্যাধর ।
 তবে তারে জিজ্ঞাসিলা প্রভু গদাধর ॥

(১) পাঠান্তর,—“অস্ত্র” ; কিন্তু মূলে
 অস্ত্র কঠি দ্বারা তাড়নার কথা আছে ।
 ‘তত্ত্ব চাক্ষুশিতঃ স্তম্ভা গোপালাঃ সহস্রাধিতাঃ
 প্রত্যক্ দৃষ্টা । সজ্জাতাঃ সর্পা বিব্যতৃক্ম কৈঃ ॥’

সর্পরূপ ধরিয়া আছিল কি কারণে।
কোন পুণ্যে দিব্যরূপ ধরিলে এখনে ॥
সর্প বলে শুন গোসাঞি কহি বিদ্যমান।
তোমার কৃপায় মোর হৈল পরিত্রাণ ॥
বিদ্যাধর ছিল মুঞি নামে সুদর্শন।
বিকৃত আকার মুঞি দেখি স্থাবিগণ ॥
তা-সভা দেখিয়া মোর উপঞ্জিল হাস।
ক্রোধ করি মূনিগণ যোরে দ্বিলা শাপ ॥
দেহের গরবে বেটা কর অহঙ্কার।
সর্পজাতি হয়্যা গিয়া রহ চিরকাল ॥
তোমার কৃপায় হৈল শাপ-বিমোচন।
কুয়োনি-জন্ম দুঃখ ঋণ্ডল এখন ॥
অখিলজগতগুরু পরশে চরণে।
দ্বিজ-দণ্ড-বিমোচন হৈল তে-কারণে ॥
যায় নাম শুনিলে অশেষ পাপ করে।
সে প্রভু চরণ দিয়া পরশে যাঁহারে ॥
তার কি ছরিত-দুঃখ রহে কোনকালে।
আজ্ঞা দেহ প্রভু মোবে চল নিজ পথে ॥
প্রদক্ষিণ করিয়া কবিল দণ্ড ভূতি।
আজ্ঞা শিরে ধরিয়া চলিল দিব্যগতি ॥
কৃষ্ণের মহিমা দেখি ব্রজবাসিগণে।
অনান দান ব্রত সমাপিল আর দিনে ॥
কৃষ্ণের মহিমা শুণ সর্বলোকে গাঁই।
গোকুলে চলিলা গোপ মহানন্দ পাই ॥
একদিন রামকৃষ্ণ দুই সহোদরে।
বৃন্দাবনে রাসকলি রচিল সত্তরে ॥
মল্লিকা মালতী জাতি গন্ধ পরচার।
বিমল যামিনী চারু ভ্রমর বঙ্কার ॥
হেন অদ্ভুত বনে রমণীমণ্ডল।

তার মাঝে শোভে বনমালী হৃদধর ॥
দিব্যগন্ধ তুলসী লঙ্ঘিত বনমাল।
ললিত কুণ্ডল দোলে বিলুপিত হার ॥
দিব্যগন্ধ মলয় বিলোপিত অঙ্গ।
বহুবিশ মনোরথ উদ্ভিত তরঙ্গ ॥
রমণীমণ্ডল মাঝে করে রাসকেলি।
ললিত মধুর গীত গায় বনমালী ॥
হেনকালে শঙ্খচূড় কুবেরকিঙ্কর।
সম্মুখে আসিয়া দেখা দিল নিশাচর ॥
হরিয়া রমণীগণ নিল বিভ্রমানে।
গোধন হরিয়া যেন লয় দুইগণে ॥
চলিল উত্তর দিগে পর্বত আকার।
ভব নাহি মনে তার বড় দুরাচার ॥
রামকৃষ্ণ বলি গোপা কান্দে উচ্চসরে।
রামকৃষ্ণ দুই ভাই কোন ব্যক্তি করে ॥
দুই ভাই উকাড়িল দুই গাছ শাল।
ধর ধর বলিয়া ধাইল যেন কাল ॥
ভয় পেয়া শঙ্খচূড় ছাড়ি গোপীগণ।
পালায় পাপিষ্ঠ যক্ষ রাখিয়া ভীষন ॥
তার পাছে পাছে তবে গেলা দামোদর।
গোপীগণ রাখিঞা রহিল হৃদধর ॥
কথোদরে গিয়া তারে ধরিল সঙ্ঘে ॥
দুই খান কৈল শির মুটকিপ্রহারে ॥
তার শিরে আছিল বিচিত্র মণিবর।
বলরামহস্তে লয়্যা দিল গদাধর ॥
হেনরূপে শঙ্খচূড় বধিলা শ্রীহরি।
রমণীমণ্ডলে কৈল অপরূপ কেলি ॥
ভক্তি-রস-গুরু শ্রীগদাধর পান।
ভাগবত-আচার্যের মধুরস গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

দশমস্কন্ধে প্রেম-ভরঙ্গিণীচতুস্তিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চাত্রিংশ অধ্যায় ।

ভাটিয়ালি রাগ ।

বনে বনে বনমালী গোধন চরায় ।
 নানা দুঃখে গোপগণ দিবস - ডায় ॥
 সৰ্বগোপী এক - মিলিয়া দিনে দিনে ।
 কৃষ্ণগণ গাঞা গোপী রাখয়ে জীবনে ॥
 বাম বাহু ধরি বাম কপোলমণ্ডলে ।
 ললিত চলিত ভ্রু মুকলী অধরে ॥
 বেণুরন্ধ্রে বিলোলিত কোমল অঙ্গুলী ।
 যখন বাজায় বেণু শ্রীবনমালী ॥
 সিদ্ধ বধুগণ তার সঙ্গে সিদ্ধগণ ।
 মুকুটিকা পড়ে রথে হয়্যা অচেতন ।
 বিগলিত নীবিবদ্ধ কামে বিমোহিতা ।
 লাজে ভয়ে বেয়াফুল গিদ্ধের বনিতা ॥
 শুন শুন গোপী আর কহি অদভুত ।
 করয়ে মোহন লীলা ওহি নন্দমুত ॥
 অচল তড়িতত্বল্য উরে হার হাসে ।
 আরত-জন্য দুঃখ কটাক্ষে বিনাশে ॥
 যখন বাজায় বেণু রহি বৃন্দাবনে ।
 যুখে যুখে মৃগ বুধ মিলয়ে গোধনে ॥
 প্রবণ তুলিয়া দস্তে ত্বণ ধরি রাহে ।
 চিত্তের পুষ্পলী যেন প্রভু-মুখ চাহে ॥
 নবদল ময়ূরচঞ্জিকা চাক্ষু বেষ ॥
 বিচিত্র পল্লবে ক্রি ধরে মল্লবেশ ॥
 যখনে মুকুন্দ বেণু বাজায় মধুর ।
 তখনে সকল নদী গতি হয় দূর ॥
 হরিয়া চরণরেণু আনিব পবনে ।
 এই মনে করিয়া থাকয়ে নদীগণে ॥
 শিশুগণে নিজগুণ গায়ে চারি পাশে ।
 বনে বনে বিহার করয়ে নট বেশে ॥
 নাম ধরি যবে দেখু ডাকে বেণুশানে ।
 তখনে প্রাণীর ধর্ম হয় ভরুগণে ॥
 সর্বভূতে বৈলে হরি প্রভু দয়াময় ।
 লতাবলী প্রকট করিল আভিশয় ॥
 প্রেমভাবে পূজকিত মধুধারা বহে ।
 ভকতলক্ষণ ধরি ভরু লতা রাহে ॥
 দিব্যগন্ধ তুলসী ললিত বনমাণে ।
 অলিফুলে বেণু রব করে অম্বুকারে ॥ (১)

মোহন-তিলক বেণু পুরয়ে সন্ধানে ।
 হংস সারস আসি মিলয়ে তখনে ॥
 জলচর বেণুনাগে হয়্যা বিমোহিতে ।
 সরোবর তেজিয়া দাণ্ডায় চারিভিতে ॥
 মুদিত নয়নে করে চিত্ত সমাধান ।
 নিশবদে রাহে কৃষ্ণে করিয়া ধ্যান ॥
 শুন ব্রজবধু আর বিচিত্র কথনে ।
 রাম কৃষ্ণ রাহে গরি-তট-উপবনে ॥
 বেণুরবে জগৎ করয়ে হরষিত ।
 তখনে মেঘের গতি মন্দ গরজিত ॥
 দৈবর লজ্জন জানি হয় কোন মতে ।
 মন্দ মন্দ গমন গরজে সাবহিতে ॥
 ছায়া করি ছত্র ধরে পুষ্প বরিষণ ।
 হেন সে মেঘের ধর্ম দেখিল তখন ॥
 শুন হে যশোদা তুমি পুণ্যবতী নারী ।
 তোমার পুত্রের কথা কহিতে না পারি ॥
 বিদগ্ধাশরোমণি গুণের সাগর ।
 কত ভাতি জানে সে যে রসিক নাগর ॥
 বিবিধ বিনোদ বেণু বাজায় রসাল ।
 তখনে দেখিল সাধু বড় চমৎকার ॥
 ব্রহ্মা ভব পুরন্দর আদি সুরগণে ।
 আসিয়া করয়ে স্তুতি বিবিধ বিধানে ॥
 কর যোগ প্রণতকন্ডর তহু চিত্ত ।
 তবু না জানিঞা দেব হয় বিমোহিত ।
 ধ্বজ বজ্র বিরাজিত চরণকমলে ॥
 যখন বেড়ায় কৃষ্ণ গোকুলমণ্ডলে ॥
 তখন দেখিয়ে তাঁর রূপ মনোহর ।
 আমি সব তখনে না জানি নিজপর ॥
 বসন ভূষণ কেশ ও-সব পাসরি ।
 কেবল থাকিয়ে যেন বৃক্ষ-শাখ ধরি ॥
 নবদল তুলসী ললিত বেশ ধরি ।
 যণি ধরি গোধন গণয়ে বনমালী ॥
 অম্বুচর বালকের কাছে বাম হাথ ।
 যখনে মোহন বেণু বাজায় গোপীনাথ ॥
 বেণুরবে বিমোহিতা বনের হরিণী ।
 পতি স্তব ছাড়িয়া সেবয়ে যদুমণি ॥

ছাড়িল কৃষ্ণের গুণে পতি স্মৃত-দার।
 হেন প্রভু বিহরে গোপাল বেশ হয়।
 কুন্দকুমদাম-বিলসিত বেশ।
 ব্রজশিশু মাঝে নটবর হৃষীকেশ।
 যখনে তোমার পুত্র করয়ে বিহার।
 হরয়ে গোপীর চিত্ত নন্দের দুয়ার।
 তখনে মলয়বাত বহে শুলীতল।
 চৌদিকে বেঢ়িয়া গায় গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
 কেহ নাচে কেহ গীত সুমধুর গায়।
 হেন অপক্লপ লীলা করে যদুরায়।
 গোধন চরায়ে হরি দিন অবশেষে।
 যখনে আসিয়া হরি গোবুলে প্রবেশে।
 ব্রজা আদি সুরগণ আসিয়া তখনে।
 পথে পথে রহি করে চরণ-বন্দনে।
 অতুল বালকে বেঢ়িয়া গুণ গায়।
 হেনক্লপ কহ লীলা করে যদুরায়।
 ভরলিত শ্রমজল বদনমণ্ডলে।
 গোখুলি ধূস-অঙ্গ কুটিল কুণ্ডলে।
 ব্রজবধু-নয়নের আনন্দ বাটার।

কত ভাঁতি কত লীলা করে যদুরায়।
 দেবকীজঠরে দ্বিজরায় উতপন্ন।
 ওহি গোপকুলে আসি হৈলা উপসন্ন।
 মদমত্ত গজরাজ বিহরে বিশাল।
 কনক কুণ্ডল দোলে গলে বনমাল।
 বদন সুন্দর জিনি পূর্ণ শশধর। (১)
 গোবুলের দিন তাপ হরয়ে সকল।
 এইরূপে গোপীগা কৃষ্ণগুণ গায়।
 গীত অবলম্ব করি দিবস শুভাষ।
 কৃষ্ণ বিনে গোপীগণে না দেখয়ে আন।
 গোপীনাথে নিয়োজিল তনু মন প্রাণ।
 কি কহিব গোপীকুলে প্রেমের উদয়।
 ক্রমে যুগশত যার কৃষ্ণ বিনে হয়।
 এই গোপী গীত যেনা তজ্জিভাবে শুনে।
 প্রেমভক্তি হয় তার পুণ্য দিনে দিনে।
 জ্ঞান গুরু গদাধর ধীরশিরোমণি।
 ভাগবত-আচার্যের প্রেমভরঙ্গিণী।

(১) "বদন বদন কল পূর্ণ শশধর"

—পাঠান্তর।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং
 সাংহিত্যায় বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে প্রেম-
 ভরঙ্গিণীপঞ্চত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

সারঙ্গ রাগ।

আর অদভূত কথা শুন সাবধানে।
 বুঝাস্বর বধ কহিব এখনে।
 বুঝক্লপ ধরি এক দৈত্য মহাবল।
 গোবুলে প্রবেশ কৈল মহা ভঙ্কর।
 লাজুলের বাড়ি মারে পর্ব্বত উপরে।
 ভাঙ্গিয়া পর্ব্বত-চূ। পড়ে ভূমিতলে।
 যেখানে চরণ ধরে সেখানে তলায়।
 গোবুলের প্রজাগণ দেখিয়া ডরায়।
 মল যুগ ছাড়ে সেহ নয়ন চুলায়।
 সেই প্রাণ ছাড়ি মরে যার দিকে চায়।
 দেবলোক কম্পে তার নিষ্ঠুর গঞ্জন।
 হেনকালে খসিয়া গর্ত পড়য়ে তখনে।
 শত শত মেঘগণ পর্ব্বত গেষানে।
 ঝাঁটের উপরে তারা রহে স্থানে স্থানে।

এইরূপ দুঃস্থ অসুর মহাকায়।
 গোবুল ছাড়িয়া লোক তরাসে পলায়।
 গোপগোপী গোবুলের যতক গোধন।
 কৃষ্ণের চরণে গিয়া পশিল শরণ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভকতবৎসল ভগবান।
 নিজ পরিজন তুমি কর পরিচাণ।
 গোবুলের ক্রন্দন দেখিয়া চম্বাময়।
 আশ্বাসিল গোপগণে না করিহ ভয়।
 ডাক দিয়া বলে কৃষ্ণ আরে হুরাচার।
 পশুগণে ভয় দিয়া কি সুখ (১) তোমার।
 ছুটে-বিনাশন আমি খল-বিনাশন।
 থাকে তোমার শক্তি বেটা করসিদ্ধা রণ।

(২) পাঠান্তর—“শুণ।”

এতেক বলিয়া কৃষ্ণ মারে মালসাট ॥
 অল্পগত-স্বন্ধে প্রভু দিয়া বামহাথ ॥
 নরকত-গিরি যেন রহিল দাণ্ডায়া ॥
 কোপে দুষ্ট দৈত্য আসে পৃথিবী কাপায়া ॥
 লাজুল ফিরাইয়া যেথ কৈল খানখান ॥
 দুই শৃঙ্গ পাতিয়া সম্মুখে ধরসান ॥
 বিক্রিয়া মারিব কৃষ্ণ মনে আছে তার ॥
 ধাইলা আইল যেন পর্বত-আকার ॥
 দুই শৃঙ্গ প্রভু তার দুহাথে ধরিয়া ॥
 অষ্টাদশ পদ লঞা পেলিল ঠেলিয়া ॥
 মহামত্ত গজে যেন পেলে গজ আর ॥
 সেইক্ষণে তুরিতে উঠিল দুরাচার ॥
 সঘনে পবন বহে ক্রোধে মুরছিত ॥
 সেইক্ষণে আরবার ধায় সচকিত ॥
 তবে প্রভু দুই শৃঙ্গ দুই হাথে ধরি ॥
 ভূমিতলে অম্বরে পেলিল পাক মারি ॥
 মোচড়িয়া চাপিয়া রাখিল ভূমিতলে ॥
 আদ্রবস্ত্র লোক যেন পিবিয়া নিজাড়ে । ()
 নির্ঝর করিয়া দৈত্যো ঘষিল প্ৰচুর ॥
 শৃঙ্গ উফাড়িয়া বাড়ি মারিল নিষ্ঠুর ॥
 হস্তপদ আছাড়িয়া করে ধড়ফড় ॥
 মলমূত্র ছাড়িয়া তেজিল কলেবর ॥
 পড়িল অরিষ্ট দৈত্য গেল যমঘর ॥
 গীত বাদ্য বৃত্য করে গন্ধর্ব্ব কিম্বর ॥
 সুরগণে কৈল স্তুতি পুষ্প বরিনয় ॥
 ওষ জয়কার করে গোপগোপীগণ ॥
 মারিয়া অরিষ্ট দৈত্য বালক জীলায় ॥
 গোকুলে প্রবেশ কৈলা গোকুলের রায় ॥
 হেনকালে আসিয়া নারদ তপোধন ॥
 কহিলা কংসেরে তবে মংগা-বচন ॥
 শুন কংস মহারাজ কহিব বিশেষ ॥
 দৈবকীর পুত্র কৃষ্ণ গোকুলে প্রবেশ ॥
 যশোদার কন্যা যেই স্বর্ণপথে গেল ॥
 রোহিণীর পুত্র বলরাম যারে বল ॥
 এ বোল শুনিয়া কংস জ্বলিল অন্তরে ॥
 ভীক্স খজা নিল বসুদেব কাটিবারে ॥
 তবে শ্রীনারদ তারে কৈল নিবারণে ॥
 ব্যর্থ বসুদেবে তুমি মার কি কারণে ॥
 আমার বচন শুন বিলম্ব না কর ॥
 প্রকার করিয়া তুমি রামকৃষ্ণে মার ॥

(:) "জিত্তো বস্ত্রে কেহ যেন চাপিয়া চিজড়ে ।"

এতেক বলিয়া মূনি কৈলা অন্তর্ধান ॥
 তবে কংস রাজা কৈল বিবিধ সন্ধান ॥
 ব দেব দেবকীরে নিগড়ে বান্ধিয়া ॥
 কেশী নামে মহামুরে কহয়ে ডাকিয়া ॥
 শুন কেশী সখা তুমি বান্ধব আমার ॥
 রামকৃষ্ণে মার গিয়া না কর বিচার ॥
 তবে কেশী পাঠায়া দারুণ কংসানুর ॥
 ডাক দিয়া আনে দৈত্য মুষ্টিক চানুর ॥
 শল তোশল আদি পাণ্ডা-মিঃগণ ॥
 শুন শুন দৈত্যগণ আমার বচন ॥
 বসুদেবের দুই পুত্র গোকুল নগরে ॥
 রামকৃষ্ণ নামে তারা বৈশে নন্দঘরে ॥
 সেই সে আমার মৃত্যু কহে সর্ব্বজনে ॥
 কহ দেখি কোন বুদ্ধি করিব এখনে ॥
 প্রকার করিয়া সতে আন এই ভাই ॥
 চানুর মুষ্টিক তারে মারিব এখাই ॥
 মল্লনৌলা করিয়া মারিব দুই ডান ॥
 শুন শুন মদ্যগণ আমার বচন ॥
 বর্ত্তবিধ মঞ্চ কবি বিবিধ সঞ্চাব ॥
 রক্তভূমি কর দৃঢ় পাচার প্রাকার ॥
 পুরজ্ঞান জানপদে দেখিব সংগ্রাম ॥
 আরে আবে মালত করহ অবধান ॥
 কুবলয় গজ লঞা রাখহ দুয়ারে ॥
 হস্তী দিয়া রামকৃষ্ণে মারিবে সম্বরে ॥
 ধনুর্যজ্ঞ আরম্ভহ চতুর্দশ দিনে ॥
 বহুবিধ পশুবধ করহ বিধান ॥
 ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প নানা উপহারে ॥
 পশুপতি পূজা কর বিবিধ সম্বারে ॥
 আজ্ঞা দিয়া মদ্যগণে পাঠাই সম্বরে ॥
 অক্রুরে আনিঞা কংস পশিল মন্দিরে ॥
 অক্রুরের হস্তে ধরি বলে কংসরাজ । ()
 শুন শুন অক্রুর বলিয়ে নিজ কাণ ॥
 তুমি হেন হিতকারী বন্ধু নাহি আর ॥
 তে-কারণে বলি কিছু কার্য সাধিবার ॥
 ইচ্ছা স্মৃথে আছে বিষ্ণু করিয়া আশ্রয় ॥
 হেন হিতকর (২) তুমি বন্ধু মহাশয় ॥
 বসুদেবের দুই পুত্র নন্দঘোষঘরে ॥
 রথে তুলি রামকৃষ্ণে আনিবে সম্বরে ॥

(১) পাঠান্তর,—

"হাতে হাত দিয়া কংস বলে দৈত্যরাজ ।"

(২) পাঠান্তর,—"তেন হিতকারী ।"

সেই সে আমার মৃত্যু দেবগণে কহে ।
 শীঘ্র করি চলিবে বিলম্ব যেন নহে ॥
 দধি-দুগ্ধ-ভেট ঘাট সাজিয়া অপার ।
 নন্দ আদি গোপ যেন হয় আগুসার ॥
 রামকৃষ্ণে আন তুমি রথিতে তুলিয়া ।
 ঘারেতে মারিব কুবলয় গজ দিয়া ॥
 তমু যদি না মরে মারিব মল্লরণে ।
 তবে বন্দুদেবে আমি (১) মারিব পরাণে ॥
 তবে তার মারিব যতেক বন্ধুগণ ।
 উগ্রসেন পিতা তার লজ্জিব (২) জীবন ॥
 বুদ্ধকালে রাজ্যলোভ যার এত বড় ।
 মারিব দেবক তার ভাই সহোদর ॥
 তবে যে যে ছেদ ভাব করএ আমার ।
 সবংশে তাহার আশ্রি করিব সংহার ॥
 তবে অক। ক হৈব রাজ্য অধিকার ।
 ভাঙ্গিয়া আছে গুরু সহায় আমার ॥
 শম্ভব নরক বাণ সহস্রেককব ।
 এই আদি আছে মোর বাক্য সকল ॥

(১) পাঠান্তর,—“আনি” ।

(২) পাঠান্তর,—“লইব” ।

এ সব সহায় করি বিপক্ষ মারিব ।
 সুখে বসি রাজ্যভোগ আনন্দে করিব ॥
 এ বোল ষ্মিয়া তুমি চল ঘরাঘরি ।
 রামকৃষ্ণ হুই তাই আন রথে করি ॥
 রাওপুরী নাহি দেখ তুমি বৈস বনে ।
 যজ্ঞ-মহোৎসব চল দেখ হুই জনে ।
 এই ছলে ভাণ্ডিয়া আনহ হুই ভাই ।
 পরম বাক্য দেখি তোমারে পাঠাই ॥
 তবে কিছু কহেন অক্রুর সুপণ্ডিত ।
 যে কিছু কহিলে রাজা সব সমুচিত ॥
 পরম যতনে কাও আপনার সাধি ।
 হয় বা না হয় তাহে বলবানু বিধি ॥
 বিধি করিবারে পারে দুর্ধট ঘটনা ।
 যতনেহ নহে সিদ্ধি বিধির খণ্ডনা ।
 তথাপি পুরুষে কাজ সাধিব যতনে ।
 হল বা না হউ সিদ্ধি বিধির ঘটনে ॥
 সাধিব তোমাব কার্য যতন করিয়া ।
 অক্রুর চলিল তবে এতেক বলিয়া ॥
 বিদায় মাগিয়া মস্ত্রিগণ পেলা ঘরে ।
 আজ্ঞা দিয়া কংস প্রবেশিলা নিজপুরে ॥
 ধীর-শিরোমণি এ গদাধর জ্ঞান ।
 ভাগবত-আচাৰ্যের মধুর গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং

সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে

ষট্টিত্রংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ।

কংসের আদেশে কেশী ঘোড়ারূপ ধরে ।
 নন্দের গোকুলে গিয়া উঠিলা সত্বরে ॥
 পৃথিবী বিদার করে পদখুরাঘাতে ।
 ত্রিভুবন কাঁপাইল হেমিত শব্দে ॥
 শটা ছটাছটি মেঘ কৈল খণ্ডখণ্ড ।
 অঙ্গভাবে টলমল করে ভূমিখণ্ড ॥
 বিশাল নয়ন তার বিকট বদন ।
 মহাবেগ কলেবর ভীমদরশন ॥
 নন্দের গোকুলে বেটা কৈল আগুমান ।
 তা দেখিয়া গোপগণ হৈলা কম্পমান ॥

সম্মুখ দেখিল দৈত্য প্রভু যদুবর ।
 প্রভু দেখি ক্রোধে তার জ্বলিল অন্তর ॥
 দুরন্ত অশুর সেই মহাপাপমতি ।
 হুই পদ তুলিয়া মারিল এক লাথি ॥
 লাথি মারিলেক বেটা বৃকের উপরে ।
 কটাক্ষে বঞ্চিল তাহা প্রভু গদাবরে ॥
 সেই হুই পদ তাব হুই হস্তে ধরি ।
 সপ্তপাক ফিরাইল আকাশেতে তুলি ॥
 অবজ্ঞানে পাকামরি পেলিল নিঠুর ।
 চারি শত হস্ত গিয়া পড়িল অশুর ॥

କଥୋକ୍ତଂ ରହି ତବେ ଉଷିଳ ସବ୍ଧରେ ।
 ମୁଖ୍ୟାନ ମେଲିଆ ଆହିସେ ଗିଲିବାରେ ।
 କୋନ ବୁଦ୍ଧି କରେ ତବେ ଶ୍ରୀଭୁ ନାମୋଦର ।
 ବାମହସ୍ତ ଦିଲ ତାବ ମୁଖେର ଭିତର ।
 ଭୁଞ୍ଜ ଶ୍ରବେଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀଭୁ ମୁଖେର ଭିତରେ ।
 ମହାଗର୍ଭେ ସର୍ପ ସେନ ପରବେଶ କରେ ।
 ଦଶନ ଖସିଆ ତାର ପଡ଼ିଲ ସକଳ ।
 ଯହାଭୁଞ୍ଜ ବାଟେ ତାର ମୁଖେର ଭିତର ।
 ଶ୍ରୀଭୁଞ୍ଜେ ନିରୁଦ୍ଧ କୈଳ ଏ ଦଶ ଦ୍ଵାର ।
 ଶାମ ଶୁକ୍ଳ ହସ୍ତା ଶ୍ରୀମୁଁ ଛାଡ଼େ ଦୁରାଚାର ।
 ଛୁଇଁ ଆଖି ଉଲଟିଲ ପଡ଼ିଲ ସବ୍ଧଟେ ।
 ହସ୍ତ ପଦ ଆଛାଡ଼ିଆ କରେ ଛଟପଟେ ।
 ଶ୍ରୀମୁଁ ମଳୟୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ି ତେଜିଲ ପରାମ ।
 ବିଦରିଆ ଅଜ୍ଞ ତାର ହୈଲ ଧାନଧାନ ।
 କର୍କଟାର ଫଳ ସେନ ହୈଲ ଧନୁ ଧନୁ ।
 ମୁଖେ ହୈତେ ବାହାର କରିଲା ଭୁଞ୍ଜଦଣ୍ଡ ।
 ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଦେବଗଣ କରନ୍ତେ ସ୍ତବନ ।
 ଅମରବଧୂଗଣ କୈଳ ପୁଷ୍ପ ବରଷଣ ।
 ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ବାଞ୍ଛନା ବାଞ୍ଜେ ଜୟ ଜୟ ଧ୍ଵନି ।
 ଜୀଲାୟେ ଅମ୍ଭବ ବଧ କୈଳା ଚକ୍ରପାଣି ।
 ନାରଦ ଆସିଆ ତବେ ଦିଲା ଦରଶନ ।
 ନିତୁତେ କୃଷ୍ଣେର ସଙ୍ଗେ କୈଳା ସମ୍ଭାଷଣ ।
 କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଯୋଗେଶ୍ଵର ଅଧିଲନିବାସ ।
 ବାମୁଦେବ ଶକ୍ତବତ୍ସଲ ଶ୍ରୀନିବାସ ।
 ସର୍ବଭୂତ-ଆତ୍ମା ତୁମି ବିଭୁ ଏକରୂପ ।
 କାଷ୍ଠଭେଦେ ଏକ ବହି ଦେଖି ନାନାରୂପ ।
 ସର୍ବଭୂତେ ବୈଶ ତୁମି ଗୁଡ଼ ଶୁଦ୍ଧାଶୟ ।
 ସର୍ବସାକ୍ଷୀ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ତୁମି ସର୍ବସୟ ।
 ଆପନେ ଆପନା କର ମାୟାୟ ସୃଜନ ।
 ଆପନେ ସଂହାର କର ଆପନେ ପାଳନ ।
 ପୃଥିବୀ ହରିତେ ଭାର ଦୈତ୍ୟ ବିନାଶିବେ ।
 ନିତ୍ୟଧର୍ମ ଜଗତେ ସ୍ଥାପିଆ ସର୍ବ ଧୃତ୍ଵିବେ ।
 ଏହି ସେ କାରଣେ ତୁମି କୈଳେ ଅବତାର ।
 ଦେଖିଲ ତାହାର ଆଜି କିଛି ଚମତ୍କାର ।
 ଅଧରୂପ ମହାଦୈତ୍ୟ ମାରିଲେ ଜୀଲାୟ ।
 ସାର ଧର୍ମେ ସ୍ଵର୍ଗ ଛାଡ଼ି ଦେବତା ପଳାୟ ।
 ଚାନ୍ଦ୍ର ମୁଷ୍ଟିକ ଆଦି ସତ ବୀର ଆର ।
 କୁବଳୟ ଗଞ୍ଜ ଆର ସତ ମହାବଳ ।
 କଂସ ଆଦି ଆର ସତ ଦୈତ୍ୟ ଦୁରାଚାର ।
 ଛୁଇଁ ଦିନ ବ୍ୟାଞ୍ଜେ ତୁମି କରିବେ ସଂହାର ।
 ଅଧିକ ମୁର ନରକ ସବନ ଦୈତ୍ୟକ୍ଷୟ ।
 ପାରିଜାତ ହରଣେ ହିଞ୍ଜେର ପରିଚୟ ।

ବୀର୍ଯ୍ୟମୂଳା ଦିଆ ରାଜକନ୍ୟା ପରିଣୟ ।
 ଶୁଣେର ଯୋକ୍ଷଣ ତବେ ଶାରିକାବିଜୟ ।
 ଭାର୍ଯ୍ୟା ସହେ ଅମଳକ ଯଶିର ହରଣ ।
 ତାହାର ଜାଗିଆ ଶ୍ରୀମୁଁ ଦିବେ କଥୋକ୍ତନ ।
 ବ୍ରାହ୍ମଣେର ସ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ର କରିବେ ଶ୍ରୀମୁଁ ।
 ମାରିବେ ମୋକ୍ଷ କରାଣୀ ମହାବଳଧାନ ।
 ବାରାଣସୀ ମୋଡ଼ାହିବେ ମାରିବେ ଦଣ୍ଡବନ୍ଧୁ ।
 ଶିଶୁପାଳବଧ ସହାୟକ୍ଷେର ଭିତର ।
 ଆର ସତ ସତ କର୍ମ କରିବେ ବିଶାଳ ।
 ଆମି-ସବ କୌତୁକ ଦେଖିବ ତାହା ଭାଳ ।
 କାଳରୂପ ଶ୍ରୀଭୁ ତୁମି ଜଗତ୍ସଂହାର ।
 ସଂହାର କାରଣେ ଯି କାଳରୂପ ଧର ।
 ଅଞ୍ଜୁନ-ସାରଥୀ ହସ୍ତା ଆପନି ଭାରତେ ।
 ହରିବ ପୃଥିବୀର ଭାର ଦେଖିବ ସାକ୍ଷାତେ ।
 ଯଦି ବଳ ଶକ୍ତି-ବିଦ୍ଧେ ଆଡ଼େ ରାଗ-ସେବ ।
 ଆନ ଜୀବ ଚାହି ଆମି କେମନେ ବିଶେଷ ।
 ବିଷୁଦ୍ଧ-ବିଜ୍ଞାନସନ ଶୁଦ୍ଧ ସନ୍ତମୟ ।
 ଅଯୋଧ୍ୟାବାସିତ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ । ଅଧ୍ୟୟନ ।
 ନିଜ ତେଜେ ମାୟାଶୁଣ ମୃତେ ପରିହର ।
 କେବଳ ନିଜର ବ୍ରହ୍ମ ତୁମି ନିରନ୍ତର ।
 ସ୍ଵାଧୀନ ଦେଖର ତୁମି ଯୋଗମାୟାବଳେ ।
 ଅଶେଷ ନିଶାଣ ତୁମି କର ଏକ ତିଳେ ।
 କ୍ରୌଢ଼ା କରିବାରେ ଧର ନର-କଳେବର ।
 ସହକୃତନାଥ ତୁମି ଶ୍ରୀଭୁ ସହସର ।
 ଏହିରୂପେ ଜ୍ଞାତି କରି ଦଣ୍ଡ-ପରମାୟ ।
 ଶ୍ରୀମୁଁ କରିଆ ଚଳିଲା ଯତିଧାନ ।
 ଆଜ୍ଞା ଦିଆ ନାରଦେ ପାଠାହିଲା ବନମାଳୀ ।
 ଗୋକୁଳେ ଶ୍ରବେଶ କୈଳା ଅମ୍ଭ-ସଂହାରୀ ।
 ଆର ଦିନେ ଶିଶୁ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀଭୁ ସହସର ।
 ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରି ତଟେ ଗୋଧନ ଚରାୟ ।
 ତବେ ଆର ଏକ ଖେଳା ପାତିଲ କୌ କେ ।
 ପାହିକ ଲୁକାନି—ସାଗେ ବଳେ ଶିଶୁଲୋକେ ।
 କେହ ଚୋର କେହ ବା ପାହିକରୂପ ଧରେ ।
 ଭେଡ଼ାରୂପ ଧରି କତ ବାଳକ ବିହରେ ।
 ଭେଡ଼ା ଚୁରି କରି ଚୋର ଶିଶୁ ଲୟା ସାୟ ।
 ପାହିକେ ଧରିଆ ଭେଡ଼ା କାଢ଼ିଆ ରହାୟ ।
 ସୟନାବେର ପୁର ବୋଧ ମହାବଳ ।
 ଚୋରରୂପେ ଶ୍ରବେଶିଲ ଗୋଷ୍ଠେର ଭିତର ।
 ବାଳକେର ମାତ୍ରେ କୈଳ ଅମ୍ଭର ଶ୍ରବେଶ ।
 ବୁଦ୍ଧିଆ ରହିଲା ମନେ ଶ୍ରୀଭୁ ହବିକେଶ ।
 ଶୁଣି ଶୁଣି କରେ ବୋଧ ଛା ଚୁରି କରେ ।
 ବାଳକେ ଭରଣେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପର୍କଶତଗହରେ ।

পাশাথে কুখিয়া তার দুয়ার রাখিল ।

অবশেষে চারি পাঁচ ছাওয়াল রহিল ॥ (১)

(১) সাহিত্যপরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের পাঠ,—

তাহাতে আরক্কে খেলা পাতিল কোঁতুকে ।

পক্ষ-লুকলুকানি থাকে বোলে শিশুলোকে ।

কেহ চোর কেহ তাথে পাইকরূপ ধরে ।

ভেড়ারূপ ধরি কত বালক বিহরে ।

ভেড়া চুরি করে চোর শিশু লঞা যায় ।

পক্ষ চোর ধরি ভেড়া কাড়িয়া রহায় ।

ময়দানবের পুত্র বোয়াম মহাবল ।

চোররূপে প্রবেশিল চোরের ভিতর ।

বালকের মাঝে কোন অশুর প্রবেশ ।

বুঝিয়া রহিল মনে প্রভু হুবীকেশ ।

গুটি গুটি করে বেটা বালক চোরায় ।

পূর্বভাগহবের লঞা বালক ভরায় ।

প্রস্তরে বোধিয়া তার ফেলিল দুয়ারে

অবশেষে চারি পাঁচ রহিল ছাওয়াল ।

ছাএ,—(ছা, শিশু) শিশুকে ।

দুষ্টকর্ম দুষ্টের জানিয়া হুবীকেশে ।

আর শিশু লঞা যাইতে ধরিল নির্যাগে ॥

পলাইতে না পারিয়া দৈত্য দুরাচার ।

নি-রূপ ধরে তবে পর্বত-আকার ॥

তবে প্রভু অশুরে পেলিয়া ভূমিতলে ।

চাপিয়া বসিল তার বৃক্কের উপরে ।

মুণ্ড উকাড়িয়া অঙ্গে প্রবেশ করায় ।

টান দিঞা চারি হস্ত পদ উকড়ায় ॥

তথাই প্রবেশ করাইলা আরবারে ।

পশ্চমধ্যে কৈল বোয়াম দৈত্যের সংহারে ॥

মেলিয়া দিলেন প্রভু গহ্বরদুয়ার ।

তবে শিশুগণ লয়া কৈলা আগুসার ॥

অনুগতে গায় গীত দেবে করে স্তুতি ।

গোকুলে প্রবেশ কৈলা ত্রিভুবনপতি ॥

ধীর শিরোমণি শ্রীগণাধর জান ।

ভাগবত-আচার্যের মধুর গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং

বৈষ্ণবিক্যাং দশমস্কন্ধে সপ্তত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ।

পাহিড়া রাগ ।

রজনী বন্ধিয়া ঘরে অক্রুর প্রভাতকালে

গোকুলে চলিলা হরষিতে ।

রথে করি আরোহণ এই চিন্তে মনে মন

যোর ভাগ্য হৈল আচম্বিতে ॥

শুন শুন নরপতি অক্রুর সে মহামতি

পথে পথে এই চিন্তে মনে ।

মুঞ্চি কোন্ তপ কৈলুঁ মহা নে দান দিলুঁ

আজি কৃষ্ণ দেখিব নয়নে ॥

হেন মোর কি ঘটব প্রভু-দরশন হৈব

মুঞ্চি সে অধম মন্দমতি ।

যেন বেদ-অধিকার শূদ্রে নহে ব্যবহার

তেন মুঞ্চি হীন অধোগতি ॥

পুন বলে সে অক্রুর অমঙ্গল গেল দূর

আজি মোর জনম সফলে ।

যোশি ধ্যান করে যার মুঞ্চি হৈব মমকার

সে প্রভুর চরণকমলে ॥

কংস অহুগ্রহ কৈল গোকুলে পাঠায়া দিল

পাদপদ্ম দেখিব নয়নে ।

যার নখ-মণিজ্যোতি পায়া পাইল দিব্যগতি

পার হৈল মহামহাজনে ॥

ব্রহ্মা ভব আদি স্নরে ধ্যানে যার পূজা করে

লক্ষ্মীদেবী করয়ে চিন্তনে ।

এমত দুর্লভ পদ বনে বনে উপগত

গোপীকুচ-কুঙ্কম-মণ্ডনে ॥

ললিত কপোলাদেশ কুটিল অলকা-কেশ

নব-কঙ্ক-অরুণ-লোচন ।

নিশ্চয় দেখিব আজি শ্রীমুখমণ্ডল জ্যোতি

প্রদক্ষিণ করে যুগগণ ॥

পৃথ্বীর হরিতে ভার নয়রূপে অবতার

অশেষ লাভণ্য গুণ ধায় ।

মোর ভাগ্যে তাঁর সহে যদি দরশন হয়ে

তবে পূর্ণ হয় সর্বকাম ॥

সভার হৃদয়ে বৈসে সাক্ষিক্রমে সব দেখে
অন্তর্যামী প্রভু নিরাকার ।
হেন প্রভু করে লীলা গোকুলে শিশুর খেলা
গোপক্ৰমে গৃঢ় অবতার ॥

যার গুণকর্মরত সুকৃত বচন বৃত
অশেষমঙ্গল গুণগানে ।
জগৎ পবিত্র করে শুনিলে আনন্দ ধরে
সর্বজীবে করে প্রাণদানে ॥

যার গুণহীনবাণী জানি সরলমণ্ডলী (১)
হেন প্রভু বিহরে গোকুলে ।
বিস্তারিব যশোভার যত্নকুলে অবতার
ব্রহ্মা আদি গাথ নিরন্তরে ॥

অখিল জগৎগুরু ভক্ত-সুর-কল্লভরূ (২)
কমলাসেবিত পদধূলি ।
মোর শুভ দিন হৈল শুভ রাত্রি পোহাইল
নয়নে দেখিব বনমালী ॥

হেন কি ঘটিল মোরে যোগী ধ্যান করে যারে
হেন পাদ করিব প্রণাম ।
তবে আমি ধন্ত মানি আপনে আপনা গণি
তবে মুক্তি পুরুষপ্রদান ॥

দণ্ড পরণাম করি পড়িমু চরণ ধরি
শিরে কর দিব কি মুরারি ।
বলি দান দিয়া যাকে পুত্র্য হৈল ত্রিঙ্গগতে
ভকত অভয় বরধারী ॥

কংসের আদেশ পেয়া আমি নিতে আইল ধৈর্য্য
জানি মোতে জ্ঞান হেন হয় ।
যদি থাকে নিজগণ কিছু হয় অগোচর
তবে তন্ন করিতে বুঝায় ॥

কর যুড়ি ধরি শিরে পড়িমু চরণমূলে
প্রভু যদি চাহিবে সদয় ।
এইত পরমানন্দ অশেষ হরিভ-বন্ধ
খলিব খণ্ডিব ভবভঙ্গ ॥

আমার বান্ধব হয়ে আশা বিনে না জানয়ে
এ বোল বলিয়া যদুসায় ।
যবে দেই আলিঙ্গন মহাভুজ-সুবন্ধন
তবে তীর্থ এই মোর কায় ॥

তাঁর অঙ্গ-সঙ্গ পেয়া পড়িমু প্রণত হইয়া
কর যুড়ি চরণকমলে ।

জ্ঞানির সৎক ধরি বুলিব অকুর করি
তবে আমি হইমু সফলে ॥ (১)
নিজগণ নাহি তাঁর শত্রুমিত্র ব্যবহার
তথাপি ভকত হিতকারী !
তথাপি কল্লভরূবরে যে জন আশ্রয় করে
সেই যে ফলের অধিকারী ॥

অগ্রজ সে বলরাম অশেষ গুণের ধাম
করে ধরি নিব কি মন্দিরে ।
আতিথ্যবিধান করি নন্দ আদি গোপ মেলি
বন্ধুবার্তা পুছিব সত্বরে ॥

শ্রীঅকুর গুণনিধি হেনমত শুদ্ধবুদ্ধি
কত কত চিন্তিল হৃদয় ।
ভাগবত-আচার্য্যবাণী কৃষ্ণপ্রেমভরজিহী
শুনিলে হরিত দয় হয় ॥

ভাটিয়ালী রাগ ।

এই মতে পথে কৃষ্ণ চিন্তিল অন্তরে ।
সন্ধ্যাকালে উত্তরিল গোকুলনগরে ॥
প্রণাম করিঞা আছে সবদেবে আসি ।
ছিন্ন ভিন্ন হয়্যাগছ মুহূর্ত্ত ঘষাঘষি ॥
ধ্বজ-বজ্র-বিরাজিত চরণকমলে ।
দেখিল অকুর পদচিহ্ন আছে ধূলে ॥
বাটিল আনন্দ প্রেম ভাবে বিমোহিত ।
নয়নে আনন্দজল অঙ্গ পুলকিত ॥
রথে হেতে লক্ষ দিয়া নাখিল সত্বরে ।
পড়িয়া লোটায় সেই ধুলার উপরে ॥
ধন্ত মুক্তি আজি মোর সফল জীবন ।
সাক্ষাতে দেখিলু নিজ প্রভুর চরণ ॥
এইমতে কথোদূর গাংগাড়ি যাই ।
রামকৃষ্ণ একত্রে দেখিল দুই ভাই ॥
অখিল-জগৎ-নাথ করে গো-দহন ।
নীল-পীত-পরিধান ছুহার বসন ॥
শারদ-বিমল কঙ্ক নয়ন-বিশাল ।
ললিত খেলন বালদ্বিরদ বিহার ॥
কিশোর শ্রামল স্বেত অঙ্গের বরণ ।
ধ্বজবজ্র-বিরাজিত দুহার চরণ ॥
হেম যণি রতন দুহার অলঙ্কার ।
ছুঁহে মনোরম বেশ বিক্রম বিশাল ॥
রক্তত পর্কত যেন কনকে খচিত ।
যরকৃত গিরি যেন রতনে ভূষিত ॥

(১) পাঠান্তর,—“যেন সরস মণ্ডলী ।

(২) পাঠান্তর,—“ভকত-কল্লভরূ” ।

(১) পাঠান্তর,—“তবে মোর ধন্ত কলেবরে ।”

দিব্যগন্ধ তুলসী ললিত বনমালা ।
 ছুই জনে মনোহর ব্রজ-বরলীলা ॥
 চন্দ্রকোটি জিনি চারু বসন মণ্ডল ।
 কমলানিবাস দুঁচার শ্রীভূজযুগল ॥
 দিব্যগন্ধ বিলেপ ভূষণ দিব্যবেশ ।
 শিখণ্ড-মণ্ডিত-চূড়া বিলুলিত কেশ ॥
 জগতের কারণ হুঁহে জগতের গতি ।
 জগতের আদি অন্ত জগতের পতি ॥
 জগত-কারণ হেতু দুহা অবতার ।
 ছুহে গাভী হুঁহে ব্রজবালক বিহার ॥
 হেমরূপে রামকৃষ্ণ দেখিল গোকুলে ।
 অকুর মজিল তবে আনন্দসাগরে ॥
 ভূমিতে পড়িয়া হৈল দণ্ডপরণাম ।
 বাহু পাশরিল কিছু নাহি অবধান ॥
 নয়নে আনন্দজল পুলকিত অঙ্গ ।
 কহিতে না পারে কিছু যেন জড় অঙ্গ ॥
 শ্রীভূজে ধরিয়া তারে তুলিলা শ্রীচরিত্র ॥
 দৃঢ় আলিঙ্গন দিয়া ভূজপাশে বেঁচি ॥
 করুণাসাগর হরি ভক্তবৎসল ।
 ভক্তের মনোরথ পূরায় সকল ॥
 ছুই করে ধরিয়া অকুর-দুই-করে ।
 নিজঘরে তবে তাঁরে নিলা হনু-ব ॥
 ছুহে ধরি আসনে বসায়্যা দিব্য ভালে ।
 পাখালিলা পদযুগ বিশেষ আদরে ॥

পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৈল মধুপর্ক দান ।
 কুশল-কল্যাণ পুছলেন ভগবান ॥
 ছুই ভাই কৈলা তাঁর পাদ সর্গাহন ।
 দিব্য অন্ন পান দিয়া কর্যা ভোজন ॥
 মৃৎবাস দিলা তবে কণ্ঠের তাহুল ।
 দিব্যগন্ধ বাস দিয়া পূজিলা প্রচুর ॥
 তবে নন্দ সম্মুখে দাঁড়াইয়া যতিমান ।
 কুশল জিজ্ঞাস তবে কৈলা সম্বিধান ॥
 তুমি-সব কুশলে কি আছ নিরাকুলে ।
 কংস হেন দুর্ব্যাসার তার অধিকারে ॥
 কংস হেন খল যাছে আছে দণ্ডধর ।
 কি তার জিজ্ঞাসা করি প্রজার কুশল ॥
 ভেড়ার রাখাল যদি পালক-আকার । (১)
 তবে কি তাহার আর আছে প্রতিকার ॥
 তুমি-সব আছ যাথে ধাতু মহাজন ।
 এই পুণ্যে যেবা হয় প্রজার রক্ষণ ॥
 এইরূপে যদি জিজ্ঞাসিলা নন্দবোষে ।
 অকুরের পথপ্রম ঘুচিল সন্তোষে ॥
 ধীর শিরোমণি শ্রীগদাধর জান ।
 ভাগবত আচার্য্যের মধুরস-গান ॥

(১) পাঠান্তর—

“কুর পালক যদি গর্ভত রাখোয়াল ।”

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাত্ম
 সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
 অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

উনচত্বারিংশ অধ্যায় ।

শুকমুনি বলে রাজা শুন নরেশ্বর ।
 অকুর হইলা অতি আনন্দ অন্তর ॥
 শয়ন করিলা সুখে খড়ার উপর ।
 পূর্ণ হৈল মনোরথ চিত্তের সকল ॥
 যত মনোরথ কৈল গান্ধিনীকুমার ।
 সে সকল মনো সিদ্ধি হৈল একিবার ॥
 লক্ষ্মীনাথ পরসন্ন হয়েন বাহ্যারে ।
 তার কি ছদ্মভ আছে সংসারভিতরে ॥

তথাপি না মাগে কিছু মাগে মাত্র ভক্তি
 দিলেহ না লয় বর ভক্তের রীতি ॥
 দিব্য সিংহাসনে বসি দৈবকীন্দন ।
 অকুরের তরে তবে কৈল সম্ভাষণ ॥
 কহ তাত কহ সৌম্য-কুশল তোমার ।
 জ্ঞাতিবর্গ সুখে আছে বন্ধু পরিবার ॥
 কেন বা জিজ্ঞাসি আমি কুশল কল্যাণ ।
 কংস হেন দুষ্ট রাজা যাথে বিত্তমান ॥

কুলের অধম সেই কুল-বিনাশন ।
 সে বাচিতে কার আছে কুল-কল্যাণ ॥
 নামে সে মাংস মোর তন্ত্রে কেহ নয় ।
 সে দুষ্ট থাকিতে কারো না ঘৃণিভ ভয় ॥
 এত অপরাধ হৈল যাহার কারণে ।
 যাহার কারণে পিতামাতার বন্ধনে ॥
 তোমা সহ দরশন হৈল শুভদিনে ।
 কহ দেখি এথা তুমি আইলে কি কারণে ॥
 এ বোল শুনিঞা তবে গান্ধীনন্দন ।
 আদি হেতে কহিল সকল বিবরণ ॥
 দূত করি কংস ব্রজে পাঠাইল মোরে ।
 কালি তোমা-সভা লঞা যাব মধুপুরে ॥
 নন্দ আদি গোপ লৈব সাজিয়া সজ্জার ।
 দধি দুগ্ধ ঘৃত লৈব রাজ-উপহার ॥
 সকলে চলিয়া যাবে রাজ-বিভ্রমান ।
 আর এক কথা কহি কর অবধান ॥
 নারদে আসিয়া মন্ত্র কহিল তাহারে ।
 রামকৃষ্ণ গোপতে থাকয়ে নন্দঘরে ॥
 বন্দুদেব দুই পুত্র রাম দামোদর ।
 সেই সে মরিল যত দৈত্য অহুচর ।
 তোমার নারদের হেতু দেবের মন্ত্রণা ।
 উপায় করিয়া তাহা করহ খণ্ডনা ॥
 নারদে কহিয়া দিল এ সব বচন ।
 ক্রোধে কংস জলে যেন দীপ্ত হতাশন ॥
 বন্দুদেবে কাটিবারে খড়্গা নিল হাথে ।
 নিবারিয়া নারদ রাখিলা নানামতে ॥
 বন্দুদেব দৈবকীরে বান্ধিয়া নিগড়ে ।
 এইরূপে বন্ধুবর্গে পরাভব করে ॥ (১)
 সজ্জার হৃদয়ে থাক তুমি সব জান ।
 আমি কি কহিব তুমি চিন্তে অহুমান ॥
 এ সব বচন শুনি রাম দামোদর ।
 হাসিয়া কহিলা সব নন্দের গোচর ॥
 এ বোল শুনিঞা তবে নন্দঘোষ রায় ।
 কোটাল পাঠায়্য সব গোপ লৈব জানায় ॥
 ডাক দিয়া কোটাল কহয়ে ঘরে-ঘরে ।
 দধি দুগ্ধ তুলি লহ শকট উপরে ॥
 ভেটঘাট তুলি লহ যায় যে যোগান ।
 চলিবে সকল গোপ কংস বিভ্রমান ॥
 প্রভাতে চলিব কালি মধুরা নগরে ।
 দেখিতে রাজার পুরী মঙ্গল-আচারে ॥

(১) পাঠান্তর,—

“এইমত বন্ধুবর্গে নানা পীড়া করে ।”

ধর্মযজ্ঞ কংসরাজা কৈলা অহুচর ॥
 সতেই মেলিয়া গিয়া দেখিব আনন্দ ॥
 অক্রুর কংসের দূত আইল নন্দঘরে ।
 কালি রামকৃষ্ণ লঞা যাব মধুপুরে ॥
 এইরূপে গোপুলে কোটাল দিল সাড়া ।
 শুনিঞা চিন্তিত হৈল যত ব্রজবাসী ॥
 হৃদয়ে উঠিল ভাপ শ্রীবদনে শ্বাস ।
 মলিন হইল মূখ-কমল-প্রকাশ ॥
 কোন গোপা রহে ধ্যান করি অবলম্ব ।
 খসিল দুকূল বেশ কার কেশবন্ধ ॥
 চিত্তের পুস্তলি যেন কোন গোপী রহে ।
 কোথা আছে কিবা করে কার মনে নহে ॥
 কৃষ্ণের দ্বিঘ হস্ত মধুর বচন ।
 কটাক্ষ ভাঁজিয়া কারো হইল সম্মরণ ॥
 কেহ অঙরিল গতি ললিত বিলাস ।
 কোন গোপী অঙরিল মন্দ পরিহাস ॥
 উদার চরিত্র কারো হইল অরণ ।
 সেই সেই ভাবে গোপী হরষে চেতন ॥
 লাজ ভয় পরিহারি ব্রজ-পুরনারী ।
 এক এক স্থানে কত শতেক আভিরী ॥ (১)
 উচ্চসরে কহে গোপী মনে পেয়া খেদ ।
 সহিতে নারিব কত কৃষ্ণের বিচ্ছেদ ॥
 কান্দিতে কান্দিতে গোপা কহে কোন বাণী ।
 অহং বিধাতা তুমি ভাল হেন জানি ॥
 সখ্যভাবে পারিত বাঢ়ায়্যা দেহ সজ ।
 না পুরায়্যা মনোরথ পূর্ণ কর ভজ ॥
 এলকা-মণ্ডিত নন্দ হাসিভ-সুন্দর ।
 কেন বা দেখাইলে তার শ্রীমুখমণ্ডল ॥
 এখনে হারিয়া লহ এ নহে উচিত ।
 কেবল মুকুট তুমি কে বলে পণ্ডিত ॥
 কে বলে অক্রুর ভারে ক্রুর দুরাচার ।
 হরিল নারীর চক্ষু এ তোম বোতার ॥
 যদি বল আমি নহি হরিয়ে লোচন ।
 কৃষ্ণে হরি নিল চক্ষে নাহি প্রয়োজন ॥
 বিশ্ব নিরমিল তুমি বিচিত্র নির্মাণে ।
 সকল দেখিয়ে তাঁর এক অঙ্গ স্থানে ॥
 হেন কৃষ্ণে হেরিলে নয়নে কিবা কাজ ।
 ভালত যিধাতা তুমি ভাল নহে কাজ ॥
 ভাল নন্দমুত তাঁর ভাল এই রীতি ।
 নব অহুরাগে গোপীর ভোজলে পীরিতি ॥

(১) “এক এক ঠাকুর গোপী শত শত
 মেলি”—পাঠান্তর ।

পতি স্তব্ধ বদ্ধ তেজে যাঁহার লাগিয়া ।
 সে কেমন যায় গোপ-যুবতী তেজিয়া ।
 যত্ন পুরবধু তাদের সফল জীবন ।
 শুভ রাত্রি পোহাইল শুভ দিন কণ ॥
 মধুপুরে পরবেশ করিব মুরারি ।
 শ্রীমুখ দেখিব তারা প্রেম-নেত্র-ভরি ॥
 তা-সত্য বহু মন মধুর বচনে ।
 হরিব কৃষ্ণের চিত্ত আসিব কেমনে ॥
 গ্রাম্যবধু আমি সব গোপী বনচারী ।
 আর কি আসিব পুর বধু প্রেম ছাড়ি ॥
 যত্ন হৈব আজি সব মধুপুর লোক ।
 বাচিবে সম্পদ দূরে যাবে দুঃখ শোক ॥
 পথে যাইতে যে দেখিব দৈবকীনন্দন ।
 সফল নয়ন ভাদে সফল জীবন ॥
 হের-দেখ দাক্ষণ অক্রুর নাম ধরে ।
 বচনেহ আমা-সত্য সন্তোষ না করে ॥
 কৃষ্ণকে হরিয়া নিব এই তার চিত্তে ।
 তিলেকে হরিয়া নিল কৃষ্ণের পীরিতে ॥
 হের দেখ রথে কৃষ্ণ চটিল নিশ্চয় ।
 এমন দাক্ষণ লোকে বলে দয়াময় ॥
 যুবা গোপগণে মত্ত করায় তুরিত ।
 বুদ্ধ গোপগণে তারা না বলে উচিত ।
 এতেক জানিলু আজি বিধি হৈল বাম ।
 কি বৃদ্ধি করিব আজি না দেখিএ আন ।
 ধরিয়া রাখিব লজ্জা ভয় পরিহারি ।
 দেখি বৃদ্ধ গুরুগণে কি করিতে পারি ॥
 যাঁহা বিনে যায় প্রাণ তিলেক না রয় ।
 কেন সে করিব গুরুজন লজ্জা ভয় ॥
 যার সঙ্গে রাস রস-বিহার মণ্ডলে ।
 ললিত বিলাস হাস কেলি কুতূহলে ॥
 কত কত রাত্রি গেল তিলেক সমানে ।
 কেমনে রাখিব প্রাণ হেন কৃষ্ণ বিনে ॥
 এই বলি গোপীগণ হইয়া ব্যাকুলি ।
 উচ্চসরে কান্দে লজ্জা তেজি কৃষ্ণ বলি ॥
 গোবিন্দ মাধব বুলি কান্দে উচ্চসরে ।
 রজনী প্রভাত হৈল হেন অবসরে ॥
 সান্ধ্যকর্ম করিয়া অক্রুর মতিমান ।
 রাম-কৃষ্ণ রথে তুলি হৈল আশ্রয়ান ॥
 শকট পুরিয়া দধি দুগ্ধের কলসে ।
 গোপগণে সাজিয়া চলিল চারি পাশে ॥
 গোপীগণ চলিলা কৃষ্ণের অহুসারে ।
 না জানি কি বোলে কৃষ্ণ প্রবোধে আমারে

বুঝিয়া গোপীর ভাব প্রভু দয়াময় ।
 দৃতমুখে প্রবোধিল গোপীর হৃদয় ॥
 আসিব গোবলে আমি শোক পরিত্যজ ।
 হৃদয় সন্তোষ করি নিজ ঘরে চল ॥
 এ সব বচন তবে শুনি গোপীগণে ।
 চিন্তিতে প্রবোধ করি রহে সেইখানে ॥
 যাবত দেখিল রথ রথের মণ্ডলী ।
 যাবত দেখিল রথ-ধ্বজ-পত্ৰাবলি ॥
 যাবত রথের রেণু দেখিল নয়নে ।
 চিন্তের পুস্তলী যেন রহিলা ধোয়ানে ॥
 তবে গোপী বাহুড়িয়া গেল নিজ ঘর ।
 কৃষ্ণকথা কহি জীউ রাখে নিরন্তর ॥
 নন্দ আদি গোপগণ সঙ্গে হলধর ।
 কালিন্দীর তীরে উত্তরিল দামোদর ॥
 তীর্থজল পরশিয়া কৈলা জলপান ।
 বসিয়া বৃষ্ণের তলে রাম-ভগবান ॥
 অক্রুর বসায়্যা কৃষ্ণে রথের উপরে ।
 আশ্রয় লঞা গেল তীর্থে স্নান করিবারে ॥
 ব্রহ্মমন্ত্র পঢ়িয়া অক্রুর কৈলা স্নান ।
 কেবল নিষ্কল ব্রহ্ম করিয়া ধ্যান ॥
 রাম-কৃষ্ণ দেখে তবে জলের ভিতরে ।
 সবিস্ময় হয়্যা মনে ভাবিল বিস্তরে (১) ॥
 বহুদেব পুত্র দুই রথের উপরে ।
 তবে কেন দেখি এখা জলের ভিতরে ॥
 রথে বা না থাকে উঠি দেখি এ তথ্যই ।
 দেখে সেইরূপে রথে আছে দুই ভাই ॥
 আরবার আসিয়া মজিল সেই জলে ।
 মহা সর্পরাজ দেখে মৃগল-ধবলে ॥
 সহস্রবদন ফণা সহস্র উজ্জল ।
 পর্কতের শৃঙ্গ যেন খেত কলেবর ॥
 অহিপতি করে স্তুতি সুর-সিদ্ধগণে ।
 অস্তুর কিম্বর করে বিবিধ স্তবনে ॥
 তার কোলে দেখে ঘনশ্রাম কলেবর ।
 পীত বস্ত্র পরিধান পুরুষ-শেখর ॥
 শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভে চারি করে ।
 পদ্মপত্র-নয়ন অরুণ মনোহরে ॥
 প্রসন্ন বদন চারু হাস আলোকন ।
 চারু কর্ণ চারু ভূজ কপোল শোভন ॥
 আজামুলিষিত ভূজ অরুণ অধর ।
 শ্রীবৎস লক্ষণ পীন উচ্চ বক্ষঃস্থল ॥

(১) পাঠান্তর,—

“বিস্ময় ভাবিয়া মনে চিন্তিল অক্রুরে ।”

কথু কণ্ঠ নাভি গভীরতা সরোবর ।
 ত্রিবলী বলিত চাক্র উদর সুন্দর ॥
 পুষ্প কটিতট শ্রোণি উরু গজ-শুণ্ড ।
 চাক্র জাম্বুগ চাক্র জজ্বাম্বুগদণ্ড ॥
 তুঙ্গ গুলফ, অরুণ নথর চন্দ্রপীতি ।
 বিলসিত পদযুগ-সরোজ সুভাতি ॥
 মহামূল্য মণিময় মুকুট কুণ্ডল ।
 কটিস্থত্র ব্রহ্মস্থত্র হার মনোহর ॥
 কনক নুগর চাক্র অঙ্গদ কঙ্কণ ।
 বনমালা বিরাজিত কোমল ভূষণ ॥
 নন্দ সুন্দর আদি পারিষদগণে ।
 চতুর্দশ পঞ্চমুখ সহস্র-বদনে ॥
 সুরবন্দপতি যত সুরের প্রধান ।
 সনকাদি ব্রহ্মঋষি নব দ্বিজোত্তম ॥

প্রহ্লাদ নারদ আদি ভকত-শ্রেষ্ঠর ।
 নানাতাবে স্তুতি করে প্রণতকন্ধর ॥
 শ্রী পুষ্টি তৃষ্ণি কৌত্তি কাস্তি লজ্জা বাণী ।
 বিদ্যা অবিদ্যা, মায়া শক্তি সেবে যত্নমণি ॥
 একরূপ দেখিয়া ক্রমে অকুর সুধীর ।
 ভক্তিবৃন্ত পুলকিত হইল শরীর (১) ॥
 ভাবে গদগদ বাণী কম্পিত অধর ।
 প্রণাম করিয়া স্তুতি করে জোড়কর ॥
 শ্রীগদাধর ভক্তি-মগ-শুভ্র জ্ঞান ।
 ভাগবত-আচার্য্যের মধুর-গান ॥

(১) “নয়নে আনন্দজল প্লব শরীর”
 —পাঠান্তর ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং
 সংহিতায়াম্ বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
 উনচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ অধ্যায় ।

পঠমঞ্জরা রাগ ।

নমো নমো আদিদেব প্রভু নারায়ণ ।
 পুরাণ-পুস্তক তুমি অখিলকারণ ॥
 যার নাভি-ভূমে লোক-পদ্ম উতপত্তি ।
 ভাহাতে জন্মিল ব্রহ্মা হয় প্রজাপতি ॥
 যাহা হাতে হৈল সব এ লোক রচনা ।
 পৃথিবী পবন বহি আকাশ কল্পনা ॥
 মহত্ত্ব অহংকার ইন্দ্রিয় সকল ।
 ইহার নির্মিৎ সব জীব চরাচর ॥
 এ সব তোমার অঙ্গ তত্ত্ব নাহি জানে ।
 ব্রহ্মাহ না জানে সত্ত্ব মায়াব বন্ধনে ॥
 সাক্ষাতে পুরুষরূপ ভঞ্জে ষোগেশ্বরে ।
 অন্তর্যামী রূপ কেহ উপাসনা করে ॥
 বেদযজ্ঞে পুঞ্জে তোমা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ।
 নানারূপে নানায়জ্ঞে পুঞ্জে নানাজন ॥
 কেহ কেহ সন্ন্যাস করিয়া শুক হই ।
 জানযজ্ঞে পুঞ্জে তোমা হর্যা জানয়নী ॥

কেহ কেহ গুরুমুখে লাভিয়া সংস্কার ।
 বহুমুখে একরূপ চিস্তয়ে তোমার ॥
 শিবপথে কেহ তোমা ভঞ্জে শিবরূপ ।
 বহু গুরু উপদেশে ভঞ্জে বহুরূপ ॥
 সকলে তোমাতে ভঞ্জে সর্ব দেবময় ।
 তোমা বিনে আর কেহ নানা দেব নয় ॥
 তবে কেনে নানাদেবে ভঞ্জে নানাজনে ।
 হেন যদি বল প্রভু কহিব কারণে ॥
 নানা নন্দনদী যেন নানা দিগে ধায় ।
 তমু তারা সতে গিয়া সমুদ্রে মিলায় ॥
 যেবা পথে যেবা চল যেন-তেন-মনে ।
 অন্তকালে সতে তুমি গতি নারায়ণে ॥
 প্রকৃতির গুণ সত্ত্ব রজ তম ভিন ।
 সেই গুণে সর্বলোক করে ভিনাভিন ॥
 অব্রহ্ম স্বাবর মায়াগুণের গাথনি ।
 কাহার শক্তি আছে তার তত্ত্ব জানি ॥

সর্বজীব সাক্ষী তুমি আত্মা সত্যাকার ।
 তোমাতে প্রণাম সদা রচক আমার ॥ (১)
 তোমার মায়াবের করে প্রপঞ্চ নির্মাণ ।
 ছেন তুমি অনাদি নিধন ভগবান ॥
 দহন বদন তোমার পৃথিবী চরণ ।
 আকাশমণ্ডল নাভি দিনেশ-লোচন ॥
 দশদিগ ঐতিশ্যে সুরলোক শির ।
 ইন্দ্র আদি সুরগণ শ্রীভূজ গম্ভীর ॥
 সাগর উদর তোমার বৃক্ষ লোম হয় ।
 জলদ কুন্তল নখ যত গিরি হয় ॥
 নিমিষ রজনী দিন বীৰ্য্য ধরষণ ।
 তোমাতে কলিত সব স্থাবর জঙ্গম ॥
 যেন জলজন্তু জলে করয়ে সঞ্চার ।
 উড়ুস্বর ফল যেন মশকবিহার ॥
 যত যত রূপ ধর যে যে অবতারে ।
 সে সব মহিমা গাই শূন্যে লোক তরে ।
 নমো নমো মৎস্যরূপ আন্ত অবতার ।
 প্রলয়-সাগর-মাঝে বিচিত্রে বিহার ॥
 হয় গ্রীৱরূপে মধুৱৈকটভ মর্দন ।
 নমো নমো হয় গ্রীৱ বেদ-বিধায়ন ॥
 নমো নমো কুর্মরূপে দিব্য-অবতার ।
 অমৃতমথনে ক্ষীরসমুদ্র বিহার ॥
 নমো যজ্ঞ অবতার বরাহ মুরতি ।
 দশন-শিখরবরে উদ্ধারিলে ক্ষতি ॥
 নমো নরসিংহ মহা দৈত্য-বিদারণ ।
 ত্রিভুবনে সাধুজনে ভয়-নিবারণ ॥
 নমো নমো অদভুত-বিক্রম বামন ॥
 বলি ধূলি পুরুরে দিলা ত্রিভুবন ।
 নমো রাম ভৃগুপতি দ্বিজ অবতার ।
 হরিলে ক্ষত্রিয় বধি পৃথিবীর ভার ॥

(১) “সর্ববুদ্ধি আত্মা তুমি সর্ববুদ্ধি সিদ্ধি ।
 তোমাতে প্রণাম মোর রহে নিরবধি ॥”
 —পাঠান্তর ।

অন্যচ্—

“সর্বলোক আত্মা তুমি সর্ববুদ্ধি-সাক্ষী ।
 তোমাতে প্রণাম মোর রহে নিরবধি ॥”

নমো রাম রঘুবর রাবণমর্দন ।
 নমো বাসুদেব কৃষ্ণ দৈবকীনন্দন ॥
 নমো সঙ্কর্ষণদেব প্রত্ন-চরণে ।
 অনিরুদ্ধপদযুগ করিয়ে বন্দনে ॥
 নমো বৃদ্ধরূপ দুষ্ট দৈত্য-বিমোহন ।
 কঙ্কিরূপে কর ম্লেচ্ছকুল বিনাশন ॥
 তোমার মায়ায়ে সর্বলোক বিমোহিত ।
 অসন্তো ভাবিয়া কৰ্ম্মপথে নিয়োজিত ॥
 দেহ গেহ পুত্র দাব স্বপন সমানে ।
 সত্য বলি আমি তাথে করিয়ে ভ্রমণে ॥
 অনিত্য এ সব সন্তে দুঃখ মাত্র সার ।
 সত্যবুদ্ধে করিয়ে তাহাতে অহঙ্কার ॥
 ছেন সে অধম মুক্তি মুখ অগেহান ।
 জন্মে না লয় তুমি আত্মা বন্ধু জ্ঞান (১) ॥
 ভবিত জনের যেন হয় মতিনাশ ।
 তুণ আচ্ছাদিত জল আছে নিজ পাশ ॥
 তাহা তেজি ধায় যেন মৃগতৃক্ষা দেখি ।
 এমত অধম তোমা না দোখিল আঁখি ॥
 কাম্যকর্মে হত মন নিরোধ না যায় ।
 ইচ্ছিয় বিষয়গণে বাকি লয়া ধায় ॥
 এখনে শরণ লৈলু চরণকমলে ।
 অসৎ-চুপা পদ দুই-পদ বেদে বলে ॥
 যখনে সংসার-বন্ধ ছুটিব যাহার ।
 অন্যায়সে সাধুসঙ্গ মিলয়ে তাহার ॥
 তবে তার মতি হয় তোমার চরণে ।
 সেই সে ঘটিল মোর বৃদ্ধি অল্পমানে ॥
 নমো জ্ঞানদাতা প্রভু পুরুষ-প্রধান ।
 সত্যের জ্ঞানের হেতু তুমি ভগবান ॥
 তুমি বাসুদেব ব্রহ্ম অনন্ত-শক্তি ।
 তোমার চরণে বহু অনন্ত প্রণতি ॥
 মহাভয় নিবারণ প্রপন্ন-পালন ।
 রক্ষ রক্ষ রক্ষ মোরে শুভু নারায়ণ ॥
 শ্রীগদাধর ধীর-শিরোমণি জ্ঞান ।
 ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান ॥

(১) পাঠান্তর,—

“হেন সে অধম মুক্তি মুখ অতিশয় ।
 তুমি আত্মা বন্ধু ধন দদয়ে না লয় ॥”

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং

বৈষ্ণবসিক্যং দশমস্কন্ধে চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশ অধ্যায়

বেলোয়ার রাগ ।

শুকমুনি বলে রাজা কহিব বিশেষ ।
অক্রুরের স্তুতি শুনি প্রভু হৃষীকেশ ॥
নিজরূপ সম্বরিয়া কৈলা অন্তর্দান ।
জলে হৈতে উঠিলা অক্রুর মতিমান ॥
নিত্য কর্ম করিয়া উঠিলা নিজরথে ।
তবে তাঁরে কিছু জিজ্ঞাসিলা গোপীনাথে ॥
অক্রুর তোমারে কিছু দেখিএ বিস্মিত ।
জলে কি দেখিলে তুমি কিছু অদভুত ॥
এ বোল শুনিঞা দিল অক্রুর উত্তর ।
তোমা বিনে কি অদভুত আছে যদুবর ॥
যত অদভুত আছে এ মহীমণ্ডলে ।
যত যত অদভুত আছে জলে স্থলে ।
যত অদভুত আছে আকাশ পাতালে ॥
শ্রী অঙ্গের এক দেশে আছেয়ে সকলে (১) ।
হেন অদভুতময় তোমারে দেখিল ।
কোন অদভুত নাহি দরশন হৈল ॥
এ বোল বলিয়া রথ চালায়া গম্বরে ।
রাম-কৃষ্ণে লৈয়া গেলা মথুরা নগরে ॥
তথ পথে যত গ্রাম নগর আছিল ।
আসিয়া তাহার লোক আনন্দে দেখিল ॥
বিলম্ব দেখিয়া নন্দ আদি গোপগণে ।
আগু বাঢ়ি নিল গিয়া পুর উপবনে ॥
যে ধীরে বলরাম অক্রুর সহিতে ।
দৈবকীনন্দন গিয়া উত্তরিল রথে ॥
একত্র মিলিল গিয়া দিন অবসানে ।
অক্রুরের তরে কৃষ্ণ বলিলা আপনে ॥
হাতে হাতে ধরিয়া বোঝয়ে হৃষীকেশ ।
তুমি আগে কর গিয়া পুর-পরবেশ ॥
রথে হৈথে নামিঞা রহিব স্থানে স্থানে ।
দেখিব কিরূপ পুরী বিচিত্র নির্মাণে ॥
এ বোল শুনিঞা বলে গান্ধীনীকুমার ।
তোমা ছাড়ি নাহি পুর-প্রবেশ আমার ॥
না ছাড়ি না ছাড়ি নাথ ভকতবৎসল ।
মোর ঘরে আইস তুমি হুই সহোদর ॥
সগণ বান্ধবে নাথ চল মোর ঘরে ।
মোর ঘর পবিত্র করহ পদবুলে ॥

এই পদ পাখালিয়া বলি দৈত্যেশ্বর ।
জগৎ ভরিয়া যশ রাখিল নির্মল ॥
একান্ত ভকত-গতি লাভিল ভকতি ।
এ পদ পুণিয়া ইন্দ্র হৈল সুরপতি ॥
এই পাদপদ্ম-জল গঙ্গা পুণ্যময়ী ।
ত্রৈলোক্য পবিত্র এ বরে নানা ভেদ হই ॥
দ্রবময়ী ব্রহ্ম বুলি শিব ধরে শিরে ।
তরিল সগরবংশ এই পদনীরে ॥
দেব দেব জগন্নাথ নাথ নারায়ণ ।
না ণ্ড না ছাড় দেহ চরণে শরণ ॥
অক্রুরের বচন শুনিঞা দমায়ম ।
সন্তোষ বচনে তবে তুষিলা হৃদয় ॥
আসিব তোমার ঘরে দুই সহোদরে ।
কুলাধম কংস আগে বধিব সম্বরে ॥
পাছে বন্ধুগণে আমি করিব পীরতি ।
চল বাপু বরে তুমি বুঝে বৃহস্পতি ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি গান্ধীনীনন্দন ।
তমু মনে দুঃখ তার নহিল ধণ্ডন ॥
পুর পরবেশ করি কংস বিত্তমানে ।
কৃষ্ণ-আগমন কথা কৈল নিবেদনে ॥
বিদায় মাগিয়া তবে গেলা নিজঘর ।
এখনে যে কহি তাহা শুন নরেশ্বর ॥
সমান বালক সঙ্গে রাম দামোদর ।
প্রবেশ করিলা তবে মথুরা নগর ॥
শ্রুতিকরচিত দিব্য পুরের দুয়ার ।
হেম মণিময় মহা কপাট বিশাল ॥
কনকরচিত চারু বিচি এ তোরণ ।
তাত্ত্বের নির্মিত কোঠা দেখি অশোভন ॥
বিষম ছলজ্য গড়খাই ভয়ঙ্কর ।
উপবন উচ্চান বিচিত্র ধরে থর ॥ (১)
সুবর্ণকলস মহা মন্দির উপরে ।
সারি সারি নগর দেখিতে মনোহরে ॥
বহুমূল্য মণিরত্ন বিবিধ বসন ।
বহুমূল্য মহানিধি রক্ত কাকন ॥

(১) পাঠান্তর,—

(১) “যত যত অদভুত আছে পাতাল আকাশে ।
সকল আছেয়ে শ্রীঅঙ্গের এক দেশে ॥” —পাঠান্তর ।

“বিষম ছলজ্য গড় দেখে মনোহর ।
পরম আশ্চর্য্য তাতে পতাকা স্তম্বর ॥

গন্ধ পুষ্প ভক্ষ্য ভোজ্য বিবিধ পসার ।
সারি সারি দুই পাশে দিবা পাটোয়ার ।
নানা খাত্ত বরচিত পসার বেদিকা ।
মাঝে মাঝে শোভে ঘর সোণার ভূমিকা ॥
হেমবিরচিত পথ ধনিক-মন্দির ।
পুষ্পবনে বিরচিত সুবর্ণ পাটীর ॥ (১)
শিল্পকার সভাঘর বিচিত্রে নিৰ্মাণ ।
নানা বর্ণে নানা লোক রহে স্থানে স্থান ॥
বৈদ্য বিক্রম বজ্র নীল মণিময় ।
মরকত ক্ষটিক রচিত গৃহচর ॥
ঘরের উপরে ঘর উচ্চ থরে থরে ।
ময়ূর ভারই নাচে (২) তাহার উপরে ॥
রাজপথ লোকপথ চন্দনে সিক্ত ।
মালা ফল তুলু অক্ষর বিরাজিত ॥
পূর্ণকুন্ত দধি গন্ধ চন্দনে মণ্ডিত ।
উজ্জল প্রদীপ তার মাঝে স্নেহোভিত ॥
ফল পুষ্প তাহার উপরে আব্রসার ।
হেনরূপ পূর্ণকুন্ত দেখিতে স্নেহার ॥
সারি সারি কদলী দুয়ারে আরোপণ ।
সফল-শুবাক-বৃক্ষ ধ্বজ স্নেহোভন ॥
হেমপট্ট অলঙ্কৃত দুয়ারে দুয়ারে ।
বিচিত্রে পতাকা উড়ে মন্দিরে মন্দিরে ॥
দেখিয়া বিচিত্রে পুরী রাম দামোদর ।
প্রবেশ করিল গিয়া গড়ের ভিতর ॥
সমান বয়স বেশ শিশুগণ সঙ্গে ।
রাজপথে (৩) চলি যা' দুই ভাই সঙ্গে ॥
নগর-নাগরী শুনি কৃষ্ণ-অঙ্গমন ।
চৌদিগ ভরিয়া তারা করিল গমন ॥
রাম-কৃষ্ণ কথা শুনি পুরনারীগণ ।
পাসরে আনন্দে তারা বসন ভূষণ ॥
অবোবদ্র পরে কেহ অঙ্গের উপরে ।
কেহ কেহ চরণ-নুপুর পরে শিরে ॥
কেহ পাসরিল এক আঁধির অঙ্গন ।
কেহ পাসরিল নিম্ন অঙ্গ-অভরণ ॥

(১) পাঠান্তর,—

“পুষ্পবন বেচি সব সোনার পাটীর ।

(২) “ময়ূর কপোত নাচে”—পাঠান্তর ;

কিন্তু “ময়ূর কপোত ডাকে” পাঠ সমীচীন
বোধ হয় ।

(৩) পাঠান্তর,—“রাজমার্গে” ।

কেহ পাসরিল এক কর্ণের কুণ্ডল ।
মনোভ্রমে কেহ কেহ (১) না বাঁধে কুণ্ডল ॥
ভোজন করিতে কেহ ভোজন তেজিয়া ।
অঙ্গ-মারজনা কেহ চলিল ছাড়িয়া ॥
শুন পিয়াহঁতে শিশু পেলিল ভূমিতে ।
মর্দন তেজিল কেহ মজ্জন করিতে ॥
বিস্মরিল ভরমে যাহার যে যে কর্ম ॥
বিস্মরিল পতি-স্মৃত গুরু-সেবার্থ ॥ (২)
মুগধি নগরনারী চলিল তুরিতে ।
উঠিল প্রাসাদোপরি হয়্যা হৃষ্টচিত্তে ॥ (৩)
রসিকনাগর কৃষ্ণ জানে সর্বাচক্ষু ।
ভুরুভঞ্জে নীলাহলে চাহে চারিভিত্ত ॥
হরিল নাগরীমন মত্তগজ-লালা ।
মোহিল নাগরী দেখি মনমথ খেলা ॥
আনন্দ মুকুট হরি শুনিল শ্রবণে ।
কেবল লাবণ্য-ধাম দেখিল নয়নে ॥
প্রভুর কটাক্ষপাতে আনন্দ উদয় ।
গাঢ় আলিঙ্গন দিল আনন্দ হৃদয় ॥
খণ্ডিল মদন-বেধা পুলকিত অঙ্গ ।
কহনে না যায় যত বাঢ়ি আনন্দ ॥
মন্দির উপরে উঠি পুর নারীগণ ।
আনন্দে শ্রীমুখ-পদ্ম করে নিরীক্ষণ ॥
পুষ্প বরিষণ করি প্রভুর উপরে ।
ভাগিল নগর নারী আনন্দসাগরে ॥
পথে পথে রাম-কৃষ্ণে পূজে ষ্টিজবরে ।
ধাত্ত দুর্ধা গন্ধ পুষ্প দিয়া উপহারে ॥
পুরনারী বলে গোপী কোন্ তপ কৈল ।
এমন আনন্দধাম সদাই দেখিল ।
এইরূপে যান প্রভু হর্যাবত মনে ।
পথে দেখা হৈল এক রজকের সনে ॥
র ক দেখিয়া প্র-মধুর বচনে ।
রজকের সঙ্গে কিছু কৈলা সন্তাষণে ॥
শুন হে রজক ভাই আমার বচন ।
পরিবার যোগ্য দেহ মোদিগে বসন ॥
পূজ্য দুই ভাই মোরা দেখ লোকে পূজে ।
অঁচিরে কুশল ভার আমারে যে ভঞ্জে ॥

(১) পাঠান্তর,—“ভরমে না পরে হার” ।

(২) পাঠান্তর,—

“বিস্মরিল পতি-স্মৃতসেবা গৃহার্থ” ।

(৩) পাঠান্তর,—

“হৃদয়ের উপরে গিয়া উঠিল দেখিতে”

তোমার নিকট হৈব সর্বত্র কল্যাণ ।
 পরিবার যোগ্য দেহ দিব্য পরিধান ॥
 পরিপূর্ণ প্রভু যদি মাগিল বসন ।
 কৃষিল রজক বেটা ক্রোধে অচেতন ॥
 সহজে অলপ জ্ঞাতি অত্যন্ত মুখর ।
 রাজার ফিঙ্কর তার নাহি কাবেউ ডর ॥
 কি বোল বলিলি আরে শিশু উনমত্ত ।
 কভু কি শুনিব নাগ্রি ইহার মহত্ত্ব ॥
 সনে বৈস তুমি-সব গোয়াল-ছাওয়াল ॥
 রাজ-দ্রব্য চাহ তোদের অধিকার ভাল ॥ (১)
 গোপজ্ঞাতি তুমি সব মুখ' অগেয়ান ।
 নিশবদে যাহ যদি রাখিবে পরাণ ॥
 কাটোছ'ড়ে বান্ধে মারে রাজার কিঙ্করে ॥
 ছুই পাইলে তারা কিছু বিচার না করে ॥
 অরণ্যে পর্কতে সদা বাস ভো-সভার ॥
 রাজপুরে আসি এত ভোর অহঙ্কার ॥
 রজকের বচন শুনিঞা বনমালী ।
 নির্ধাত মারিল কান্ধে অশূলির বাড়ী ॥
 ছিণ্ডিয়া পড়িল মুণ্ড হৈল দুইখান ॥
 পলাইল সব ভৃত্য রাখিয়া পরাণ ॥
 বড় বড় বস্ত্র পোট (২) ভূমিতে পেলিয়া ।
 অশুচরগণ েলা চৌদিকে পলায়া ॥
 বাছিয়া উত্তম বস্ত্র পরে দামোদর ।
 আপনার প্রিয় বস্ত্র পরে হলধর ॥
 গোপগণে দিল বস্ত্র বিবিধ বিশেষে ।
 ভূমিতে পড়িল আর যত অবশেষে ॥
 এক্রূপে কণ্ঠে দূর যাও বনমালী ।
 মধুর বালক সঙ্গে করি নানা কেলি ॥
 ধন্ত এক তন্ত্রবায় তথায় আছিল ।
 রাম-কৃষ্ণে দেখি তার আনন্দ বাটিল ॥
 বিজ্ঞি বসনে অঙ্গ করি নিরমাণে ।
 বিবিধ ভূষণ বেশ করিল লক্ষণে ॥
 সকল সৌন্দর্য্য রূপ লাভণের ধাম ॥

(১) পাঠান্তর,—

রাজবস্ত্র পরিঃ তোমার অভিলষ ।

(২) বস্ত্রপুট; পাঠান্তর,—“বস্ত্র কোষ ।”

বিশেষে সকল (১) শোভা জিনি কোটি-ক।
 যেন শুক্ল কৃষ্ণ গঃ বাস অলঙ্কৃত ।
 রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই দেখিতে শোভিত ॥
 প্রসন্ন হইয়া বর দিলা ভগবান্ ।
 বল বীৰ্য্য ঐশ্বর্য্য সম্পদ তত্ত্বজ্ঞান ॥
 অস্ত্রকালে তারে দিল সাক্ষ্য মুক্তি ।
 মালাকার ঘরে তবে গেলা যত্নপতি ॥
 ধন্ত মহামতি সে সুদামা মালাকার ।
 দণ্ডবৎ হয়্যা পড়ি কৈলা নমস্কার ॥
 আদরে পুঃিয়া তবে বসায়্যা আসনে ।
 পাশ্চ অর্ঘ্য গন্ধ পুষ্পে পুঃিল বিধানে ॥
 দিব্য মালায় ভূষিল দৌহার কলেবর ॥
 দিব্য অঙ্গ-বিলেপ তাম্বুল মনোহর ॥
 মালাকার বলে যোর জনম সফল ।
 আজি মোর কুল হৈল পবিত্র সকল ॥
 পিতৃগণ তুষ্ট হৈল দেব ঋষিগণ ।
 অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ কৈল আগমন ॥
 বিশ্ব-পরিভ্রাণ-হেহু কৈলে অবতার ।
 নিজ পর বৃদ্ধি নাহি কোথাহ তোমার ॥
 এতেক বচন তবে বলি মালাকার ।
 সুগন্ধি কুসুমমালা দিল পরিবার ॥
 শিশুগণে সঙ্গে মালা পিঃিয়া মুরারি ।
 তুষ্ট হয়্যা বর দিলা বর-অধিকারী ॥
 সুদামা মাগিল বর চরণে ভকতি ।
 ভকত জনের সহ সৌহার্দ পীরতি ॥
 সর্বভূতে দয়া সত্তে এই মার্গে বর ।
 সেই বর দিলা তবে বরের ঈশ্বর ॥
 অঃল সম্পত্ত্য দিল বল বীৰ্য্য যশ ।
 দীর্ঘ পরমায়ু দিল হয়্যা তার বশ ॥
 বলরাম সহ প্রভু শিশুগণ সঙ্গে ।
 চলিলা মথুরাপুরী নিজ-রস রঙ্গে ॥
 জ্ঞান-শুক্ল গদাধর ধীর-শিরোমণি ।
 ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস বাণী ॥

(১) পাঠান্তর,—“দেখিতে” ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সাহিত্যায়

বৈষ্ণবিক্যাং দশমস্কন্ধে একচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

বসন্ত রাগ ।

রাজপথে যান (১) প্রভু সঙ্গে হলধর ।
 চৌদিকে বালকগণ অতি মনোহর ॥
 কথোদূরে দেখিলা কুব্জি বরনারী ।
 ত্রিষঙ্ক কুব্জা নব যৌবনা স্নানরী ॥ (২)
 রসিক-নাগর-গুরু দেখে হাসিয়া ।
 জিজ্ঞাসিল তারে কিছু প্রশ্ন হইয়া ॥
 কোথা হৈতে কোথা বাহ কি নাম তোমার ।
 কার তরে বহু তুমি গন্ধের পসার ॥
 কাহার বনিতা তুমি কোথায় বসতি ।
 কহিবে স্বরূপে তুমি ওহে রূপবতী ॥ (৩)
 অগ্রজের তরে দেহ দিব্য বিলেপনে ।
 কিছু গন্ধ দেহ আমি করিব লেপনে ॥ (৪)
 পুরুষ উত্তম গন্ধ মোর সখাগণে ।
 কুব্জি বোলয়ে তবে হরষিত মনে ॥
 ত্রিষঙ্ক আমার নাম কংসের কিস্করী ।
 আমি ভাল গন্ধ-বিলেপন-সজ্জা করি ।
 ভোজ্যপতি পরে সতে এই গন্ধ যাত্রি ।
 তোমা-সভা বিনে আর কেবা যোগ্য পাত্র ॥
 মধুর বচন মধু হাসিত মুকুতি ।
 দেখিয়া মোহিত হৈলা কুব্জা যুবতী ॥
 শ্রাম অঙ্গে দিল গন্ধ-গুরু স্নবরণ ।
 খেত অঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ দিল বিলেপন ॥
 বার যেন যোগ্য গন্ধ দিল শিশুগণে ।
 রাম-কৃষ্ণ শোভে কোটি জিনিঞা মদনে ॥
 ভাঙ্গিয়া অঙ্গের কুঁজ করিয়া কোশল ।
 লোকে দেখাইলা নিজ দরশনফল ॥ (৫)
 ভাবিয়া যুবতী মনে হয়্যা পরসন্ন ।
 থাথা দিয়া কুজীরে ধরিল সেইক্ষণ ॥

(১) পাঠান্তর,—“রাজবজ্জে যান” ।

(২) পাঠান্তর,—

“নবীন যৌবনী সে যে অধিক স্নানরী ।”

(৩) পাঠান্তর,—“হও ভাল সভা” ।

(৪) পাঠান্তর,—“পরিব আপনে” ।

(৫) পাঠান্তর,—

“ভাঙ্গিঞা, অঙ্গের কুজ করিব সোসর ।

লোকে দেখাইব নিজ দরশন ফল ।”

চরণে চরণ তার ধরিল চাপিয়া ।
 বায়-হস্ত-অঙ্গুলে চিবুক পরশিয়া ॥
 উবড় করিয়া তার মুণ্ডাইল অঙ্গ ।
 সমরূপ হৈল তার তিন ঠাঞি বন্ধ ॥ (১)
 দিব্য-রূপ-বেশ হৈল কৃষ্ণ পরশনে ।
 নানাগুণ শীল বৃদ্ধি হৈল সেইক্ষণে ॥
 অকালে ধরিল কৃষ্ণে কামে বিমোহিতা ।
 না ছাড় না ছাড় নাথ যুবতী-বনিতা ॥
 আকুল হৃদয় মোর তোমা দরশনে ।
 না ছাড়িমু প্রভু তুমি বাইবে কেমনে ॥ (২)
 এতেক বচন শুনি রসিক প্রধান ।
 মনে লজ্জা পাইলা কৃষ্ণ দেখি বলরাম ॥
 আসিব তোমার ঘরে কাৰ্য্যসিদ্ধি করি ।
 বেঞ্চা সঙ্গে পথিকের দোষ নাহি ধরি ॥
 বেঞ্চা ঘর পথিকের বিজ্ঞামের স্থল ।
 না করিহ চিন্তা তুমি চল নিজ ঘর ॥
 কুজারে পাঠায়া দিল মধুর বচনে ।
 বণিকবর্ণের সঙ্গে পথে দরশনে ॥
 দেখিয়া বণিকবর্গ দুই মহাবীর ।
 সম্ভাষে পুরিল তাহা আনন্দ শরীর ॥
 গন্ধ পুষ্প তাহুল বিবিধ উপহারে ।
 রাম-কৃষ্ণ দুই তাই পুঞ্জিল আদরে ॥
 মনোহর বেশ দেখি নগর-নাগরী ।
 বাহু পাসরিল তারা প্রেমে অঙ্গ ভরি ॥ (৩)
 পথে পথে পুছে প্রভু দেখি পুরজনে ।
 কহ তাই ধনুর্মুখ যজ্ঞ স্কোন্ স্থানে ॥
 পুছিতে পুছিতে গেলা তাহার নিকট ।
 দেখিল ধনুর পুর আট্টার প্রকট ॥
 ধরাধরি করি রাখে দ্বারেতে প্রহরী ।
 প্রবেশ করিলা দুহে ছড়াছড়ি করি ॥

(১) পাঠান্তর,—

“সমান শরীর হৈল নাহি তিন বন্ধ ।”

(২) পাঠান্তর,—

“মোকে ছাড়ি প্রভু (তুমি) বাহ কোন মনে

(৩) পাঠান্তর,—

“বাহু বিসরিল যেন চিত্রের পুতুলী ।”

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে করিয়া অর্চনা ।
 করিয়াছে কংসরাজা ধনুর স্থাপনা ॥
 নানা পরিচ্ছদ দিব্য ভূষণে ভূষিত ।
 যেন ইন্দ্রধনু শোভে জগৎ-পূজিত ॥
 দেখিয়া বিচিহ্নে ধনু প্রভু যদুয়ার ।
 বামহস্ত দিয়া ধনু তুলিলা লীলায় ॥
 ৩৭ চড়াইতে ধনু হৈল দুইখান ।
 উঠিল শব্দ দশ দিক্ কম্পমান ॥
 ধনুখান ভাঙিল শব্দ গেল দূর ।
 ক্ষিত্তিতল কম্পিল কম্পিল সুরপুর ॥
 কিল্লপে ধরিল ধনু তিলেক ভাঙিল ।
 দেখিতে আছিল লোক কিছু না বুঝিল ॥
 শব্দ শুনিঞা কংসে লাগিল ভরাস ।
 যত্নেক রক্ষকগণ বেঢ়ে চারি পাশ ॥
 অস্ত্রশস্ত্র ধরে তারা কোপে প্রজ্বলিত ।
 ধর মার বুলিয়া বেড়িল চারিভিত ॥
 দুই খান ধনু হস্তে করি দুই ভাই ।
 সকল রক্ষকগণ বধিল তথাই ॥
 আর যত সৈন্ত পাঠাইল কংসাসুর ।
 ধনুর প্রহারে সব কৈল শব্দচূর ॥
 বাহিরে আসিয়া কৃষ্ণ বেড়ায় নগরে ।
 মধুপুরী-শোভা দেখে হরিষ অন্তরে ॥
 দেখিয়া কৃষ্ণের তেজ বল বীৰ্য্য রূপ ।
 লীলায় ভাঙিল ধনু শুনি অদভূত ॥
 সর্বদেবোত্তম রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই ।
 পুরজনে এই কথা কহে ঠাঞি ঠাঞি ॥
 এইরূপে বিহার করয়ে রুবীকেশ ।
 দিনমণি অন্ত গেল সন্ধ্যা পরবেশ ॥
 তথাই আছে এক নন্দের আবাস ॥
 তথা গিয়া গোপগণ করিয়াছে বাস ।
 রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই শিশুগণ সঙ্গে ।
 পথে পথে তথা গিয়া উত্তরিল রঙ্গে ॥
 পদযুগ পাখালিলা শ্রীঅঙ্ক মাঙ্কনে ।
 অমৃত ভোজন করি করিল শব্দনে ॥
 সুখে শুই রজনী বঞ্চিল গোপগণে ।
 ধনু ভাঙা গেল কংস শুনে নিজকাণে ॥
 সর্ব সৈন্ত রাম-কৃষ্ণ কৈল নিপাতনে ।
 কংসাসুর শুনিঞা চিহ্নিল মনে মনে ॥
 এই রাম দায়োদয় অদভূত বিহার ।
 শুনিঞা কংসের মনে লাগে চমৎকার ॥
 ভয়ে নিন্দ্রা না যায় আগরে নিরন্তর ।
 মৃত্যু-হেতু কুলক্ষণ দেখিল বিস্তর ॥

দর্পণে ধরিয়া যদি নিজমুখ চায় ।
 আপনে আপন মাথা দেখিতে না পায় ॥
 আপনার দুই মূর্তি দেখে বিস্তমান ।
 চক্ষু সূর্য্য দুই দুই দেখে স্থানে স্থান ॥
 আপনার নিজ ছায়া দেখে ছিদ্রময় ।
 প্রাণঘোষ ধ্বনি তার শ্রবণে না লয় ॥
 আপনার পদযুগ না দেখে আপনে ।
 তবে আর নানাক্রপ দেখিল স্বপনে ॥
 স্বপনে মরার অঙ্গ করে আলিঙ্গন ।
 বিষপান খর-যান করে আরোহণ ॥
 গুড়পুষ্পমালা গলে আছে দিগম্বর ।
 দেখে আত্ম করিয়াছে সর্ব কলেবর ॥ (১)
 এইরূপ দেখে কংস নানা কুলক্ষণ (২)
 নিন্দ্রা নাহি গেল ভয়ে দেখিয়া মরণ ॥
 রাত্রি অবশেষে কংস উঠি ভয়মনে ।
 মল্লকৈল-রচনা রচয়ে স্থানে স্থানে ॥
 রক্তভূমি পূজে কংস বিবিধ বিধানে ।
 শব্দ ভেরী বহুবিধ বাজয়ে বাজনে ॥
 মল্লগণ ভূষিলা বিবিধ অলঙ্কারে ।
 পতাকা তোরণ-ধ্বজ তুলিলা উপরে ॥
 রাজমঞ্চে নরমঞ্চে সাজিল বিস্তরে ।
 মঞ্চে মঞ্চে পুরগণ বসিল সকলে ॥
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য যত শূদ্র জাতি ।
 রাজমঞ্চে বসিল যতেক নরপতি ॥
 মহামঞ্চে বসিল আপনে কংস রায় ।
 পাশ্রে মিত্র মন্ত্রিগণ চৌদিকে দাণ্ডায় ॥
 বসিল মণ্ডলেশ্বর চিহ্নিত অন্তরে ।
 তুরী ভেরী মৃদঙ্গাদি বাজে ঘোরভরে ॥ (৩)
 ৩৪-শিষ্য ভেদে যত আছে মল্লগণ ।
 মল্লবেশ কৈল তারা অঙ্গের সাজন ॥
 ব্রবেশ করিল তারা দিয়া মল্লভাল ।
 রক্তভূমি টলমল গজ্জন বিশাল ॥
 চাপুর মুষ্টিক কুট শল এ তোশল ।
 আর যত মহামল্ল আছে ভয়ঙ্কর ॥
 হরিবে নাচয়ে তারা রক্তভূমি মাঝে ।
 কোলাহল শব্দ ভূমল বাদ । বাজে ॥

(১) “ভৈলাভাজ করিয়াছে সর্বকলেবর”

—পাঠান্তর ।

(২) পাঠান্তর,—“অমল” ।

(৩) পাঠান্তর,—

“তুরী ভেরী বহু বাজন কোলাহলে” ।

নন্দ আদি গোপগণে আনিল ডাকিয়া ।

রাজারে ভেটিলা তাঁরা উপহার (১) দিয়া ॥

এক পাশ হয়্যা তাঁরা বসিলা সঙ্কমে ।

কংসের বেভার দেখি চমকিত মনে ॥

জান শুকু গদাধর ধীর শিরোমণি ।

ভাগবত-আচার্য্যের শ্রেয়তরঙ্গিনী ॥

(১) পাঠান্তর—“গিঞা উপায়ন”।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং

সংহিতাস্থাং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে

ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

শুকশ্রুনি বলে রাজা কর অবধানে ।

রাম-কৃষ্ণ উঠিলা রজনী-অবসানে ।

নিত্যকৃষ্ণ সমাধিয়া আছেন শুধাই ।

মল্লঘোষ শুনিঞা উঠিলা হুই ভাই ।

কৌতুক দেখিতে আইলা রাজার দ্বারে ।

মহাগজ দেখে তথা পর্ষত আকারে ।

কানড়া রাগ ।

দুয়ারে করিবর দেখিয়া দামোদর

বাঙ্কল দৃঢ় করি বাসরে ।

কুটিল কবরীরে বাঙ্কল দৃঢ়তরে ॥

রহল যেন যম পাশ রে ॥ (১)

যেখ নাথ করি ডাকিয়া বলে হরি

পালাহ মাছত বাট-রে ।

বাবত যমঘরে পাঠাও নাহি তোরে

তাবত ছাড়ি দেহ বাট-রে ॥ ১ ॥

হরির কটু বাণী মাছত বেণী গুনি

জ্বলিল কোপে ছুরাচার রে ।

শমন সম সে যে টিপিয়া দিল গজে

ধাইল পবন-সঞ্চার রে ॥

বিশাল কয়ে ধরি বেটিল শ্রীমুরারি

ঠাকুর চিন্তিল উপায় রে ।

খসায়্যা করবন্ধ মুটাক পরচণ্ড

মারিয়া চরণে লুকার রে ॥

ক্ৰোধিত করিবারে ফিরয়ে চারি ধারে

দেখিল গন্ধ আসার রে ।

বেটিল করে ধরি খসায়্যা বনমালী

তথাই লীলায়ে বিহরে-রে ॥

লাজুলে ধরি তবে

মারিল এক পাকে

পঁচিশ ধনুর আন্তরে-রে ।

পেলিল দূর করি

লীলায়ে খেলে হরি

গরুড়ে যেন কণাধরে-রে ॥

বিষম গজরাজ

না পারে অবকাশ

ফিরয়ে ছুই ছুই বেটি-রে ।

নিঠুর মারি চড়ে

পেলিয়ে ক্ষিত্তিতেলে

পলায়ে প্রভু কুতূহলী-রে ॥

উঠিয়া গজবর

ধাইল আরবার

দস্ত চাপি ক্ষিত্তিতেলে রে ।

মাছতে দিল টুঙা

চলিল ধোঁঞা ধোঁঞা

ধরিতে ধরিতে না পারে-রে ॥

বুঝিয়া বল তার

চিন্তিল যবর

ধরিল শুণ্ড নিজ হাথে-রে ।

ধরণীতলে পেলি

দশন উকাড়ি হরি

মারিল বাড়ি তার মাথে-রে ॥

সগনে গজবরে

করিল সংহারে

দস্ত লইয়ে শ্রীভুজে-রে ।

কৃষির-মদ-কণ

ভাষ নববল

প্রভুর অঙ্গে বিরাজে-রে ॥

বদনে বর্ষজল

কৃষির-কলেবর

গোপশিশুগণ সঙ্গে-রে ।

রাম শ্রীমুরারি

দস্ত করে ধরি

প্রবেশ কৈল মল্ল-রঙ্গে রে ॥

(১) পাঠান্তর—

“রহে যেন শ্রবীর প্রবরে ।”

মধুর খেলন মধুর বোলন
 মধুর মন্দ গতি লীলা-রে ।
 মধুর শিশুগণ মধুর গতিভঙ্গ
 মধুর ব্রজ শিশু-খেলা রে ।
 ললিত গতি বেশ ললিত পরবেশ
 ললিত চলিত বিলাস-রে ।
 ললিত শিশুগণ ললিত বিহরণ
 ললিত শ্রিত মধু হাস-রে ।
 চকিত নিরীক্ষণ চকিত শ্রীনয়ন
 চকিত গোপকুমার-রে ।
 চকিত ভুরু ভাঁতি চকিত মন্দ গতি
 চকিত বিবিধ বিহার-রে ।
 গোপ-শিশু-বেশ রজ পরবেশ
 জগত-জন মনোহর রে ।
 দেখিয়া সব লোক ছাড়িল ভবশোক
 মিলিল আনন্দসাগর-রে ।
 কেবল বজ্র সম দেখিল মল্লগণ
 বৃগুণে দেখে নরবর রে ।
 দেখিল নারীগণে মদন মূর্তিমান
 স্বজন গোয়ালা সকল-রে ।
 ব্রুপতি মণ্ডল দেখিল দণ্ডধর
 স্তম্ভগ শিশু মাতা-পিতা রে ।
 দেখিল কংসসেন কেবল মম-সম
 বিরটরূপ শাস্ত্রজ্ঞাতা রে ।
 পরম তত্ত্বরূপে যোগীজগণ দেখে
 বৃষ্টিগণ ইষ্ট দেহিতে রে ।
 রাম দ্বীকেশে রজে পরবেশে
 শ্রীর ঘু পণ্ডিত ভাষে-রে ।
 সুই রাগ ।

কুবলয় পড়িল শুনিঞা কংসরায় ।
 রাম কৃষ্ণে দেখিল দুর্জয় বজ্রকার ॥ (১)
 িন্তে কংস কি আজি করিব প্রতিকার ।
 ইহার হস্তেতে মোর নাহিক নিস্তার ।
 রজতুমে দুই ভাই ফিরয়ে আনন্দে !
 দিব্য বেশ মহাত্মজ গজদন্ত স্বন্ধে ।
 বিভিন্ন বসন বেশ দিব্য অলঙ্কার ।
 দুই মহামট যেন চরণ-সকার ।
 কত ভাঁতি কত লীলা নাহি পরিচ্ছেদ ।
 জন মন হরয়ে দেখিতে অজ্ঞভেদ ॥

(১) পাঠান্তর.—“মহার” ।

সে শ্রীঅঙ্ক নিরখিতে সর্বলোক মোটে ।
 হরষিত নরনে প্রভুর মুখ চাহে ।
 তৃপ্তি না হইল কারো রাঢ়িল আনন্দ ।
 কহনে না যায় সে যে প্রেমের ভরজ ।
 দেখিতে দেখিতে যেন পিয়য়ে নরনে ।
 নানা গন্ধ লয় যেন লিহয়ে রসনে ।
 বাহপাশে বেড়ি যেন দেই আলিঙ্গন ।
 এইরূপে আনন্দে মজিল সর্বজন ॥
 সাতে পাঁচে মিলিয়া কৃষ্ণের কথা কয় ।
 কৃষ্ণ দরশনে হৈল তত্ত্ব পরিচয় ।
 এই সে সাক্ষাৎ নারায়ণ ভগবান ।
 বসুদেববরে গিয়া হৈলা উপাদান ॥
 দেবকীউদরে এই দুই'র জনম ।
 অবতার কৈলা আসি জগতকারণ ॥
 বসুদেব থুইল দুইয় গোকুলনগরে ।
 গুপ্তবেশে বাঢ়িল শ্রীনন্দ-গোপ-বরে ॥
 এই কৃষ্ণ পুতনাকে করিল সংহার ।
 এই সে মারিল চক্রবাত দুরাচার ॥
 এই সে ভাঙ্গিল দুই যমল-অর্জুন ।
 এই সে ধোজুক দত্যে মারিল দারুণ ॥
 কেনী নামে দৈত্য এই বধিল আপনে ।
 এই কৃষ্ণ কৈলা পান দাবহতাশনে ॥
 এই কৃষ্ণ কৈল কালী নাগের মদন ।
 নাগ-পত্নী আসি কৈল বিস্তর শুবন ॥
 এই সে ইন্দ্রের কৈল দণ্ড অপমান ।
 এই সে ধরিল গিরি কমল সমান ॥
 গোবুল রাখিল এই বাত-বরিষণে ।
 নরন ভরিয়া এই দেখে গোপীগণে ।
 এ শ্রীমুখ নিরখিএ ব্রজে ব্রজনারী ।
 তরিল সংসারদুঃখ কোন্ পুণ্য করি ॥
 বহুবংশ ধন্য কৈল এই নারায়ণে ।
 বাহার মহিমা যশ গায় ত্রিভুবনে ॥
 এই সে কৃষ্ণের ভাই জ্যেষ্ঠ হলধর ।
 কমল-লোচন খেত দিব্য কলেবর ॥
 এই সে মারিল দুষ্ট প্রলম্ব অনুর ।
 ধোজুক মারিয়া ভাল খাইল প্রচুর ॥
 এইরূপ পাঁচ সাত নরনারীগণে ।
 আনন্দে কৃষ্ণের কথা কহে স্থানে স্থানে ॥
 হেনকালে ডাকিয়া চাপ্লবীর বলে ।
 শুনেহ নন্দের স্তবত কহিব তোমারে ॥
 শুনিয়া তোমার বলবীৰ্য্য চমৎকার ।
 কৌতুক দেখিতে ইচ্ছা হইল রাজার ॥

গোপের ছাওয়াল হয়্যা যুদ্ধ ভাল জানে ।
দেখিব সে যুদ্ধ আন আমা বিজ্ঞমানে ॥
রাজার আজারে আইলে তুমি দুই জন ।
এ বোল বুঝিয়া শুন আমার বচন ॥
রাজার পীরিতি করে কায় মন-বাক্যে ।
সেই প্রজা কুশলে যাবতকাল থাকে ।
রাজার পীরিতি ভক্তি যে প্রজা না করে ।
কুশল নাহিক ঞ্জদ্রোহী বলি তারে (১) ॥
এ বোল বুঝিয়া তুমি আমি-সব মেলি ।
কায়-মন-বচনে রাজার শ্রীতি করি ॥
সর্বজীব তুষ্ট হৈব সকল দেবতা ।
সর্বদেবময় মূপ সর্বলোক পিতা ॥
চাণুরের বচন শুনিয়া পুরেখর ।
প্রশংসা করিয়া দিল উচিত উত্তর ॥
ভাল ভাল শুনহে চাণুর বীরবর ।
রাজার কিঙ্কর তুমি আমি বনচর ॥

(১) পাঠান্তর,—

“ঞদ্রোহী বলি তারে না হয় কুশলে” ।

রাজার পীরিতি যদি আমা হৈতে হয় ।
এত বড় অল্পগ্রহ ভাগ্যে সে মিলয় ॥
কিঙ্ক আমি-সব শিশু খেলাই সদায় ।
ছাওয়ালের সঙ্গে খেড়ি আমার যুয়ার ॥
ছাওয়ালের সঙ্গে খেলা করাহ আমারে ।
যুদ্ধার্থে ছাওয়ালের নাহি অধিকারে ॥
মহামল্ল তুমি সব এ রাজমণ্ডলে ।
অর্থ উচিত কিহা নাহি হয় ভালে ॥ (১)
হাগিয়া চাণুর বলে না বল এ বোল ।
না হও ছাওয়াল তুমি না হও কিশোর ॥
কুবলয় হেন গজ মারিলে লীলায় ।
তোমায়ে জেঠের সঙ্গে যুঝিতে যুয়ার ॥
ইহাতে অর্থ নাহি না দেখি অন্তায় ।
তোমার সহিতে আমি যুঝিব সদায় ॥
বলরাম যুঝিব মুষ্টিক বীর সঙ্গে ।
রাজসভা বসিয়া দেখুক যুদ্ধ সঙ্গে ॥
ভাগবত-আচার্যের মধুরল ভাষা ।
কৃষ্ণে মন ধর তাই কৃষ্ণে ধর আশা ॥

(১) “অর্থ উচিত নহে ইহার ভিতরে”—পাঠান্তর ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

চতুঃচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

শুক বলে শুন রাজা তাহার বিধান ।
চাণুরের বচন শুনিঞা ভগবান ॥
ভাল ভাল বলি কৃষ্ণ দিলেন উত্তর ।
চাণুর মুষ্টিক শুনি হৈলা স্তম্ভিতর ॥
ধৈর্যা গিয়া চাণুরে ধরিল বনমালী ।
বলরাম মুষ্টিকে ধরিল দূত করি ॥
হাথে হাথে পদে পদে করিয়া বন্ধন ।
ঠেলাঠেলি পেলাপেলি ভূমিতে পাতন ॥
আঁজুয়ানি পাছুয়ানি তোলনি পাতনি ।
দুই বীরে বাহুবল কেহ নাহি জিনি ॥
যেদ্রপে চাণুরে কৃষ্ণে বাহুবল করে ।
সেইরূপে যুঝয়ে মুষ্টিক হলধরে ॥

পদাঘাতে মল্লভূমি করে টলমল ।
চৌদিগে পুরিয়া লোকে চাহে নিরন্তর ॥
বীরের সংগ্রাম দেখি বালকের সহে ।
অজ্ঞোত্তে নাগরীগণ মিলি কথা কহে ॥
সভাগণে এক বড় দেখিলু অর্থ ॥
রাজার সাক্ষাতে হয় হেন অপকর্ম
মহাবীর মল্ল সহে বালক যুঝায় ।
হেন পুণ্যজন নাহি রাজারে যুঝায় ॥
বজ্র সম অঙ্গ গিরি আকার বিশাল ।
নবদল কলেবর স্তম্ভপ ছাওয়াল ॥
ইহার উহার সনে যুদ্ধের ঘটনা ।
কে দিল রাজারে আসি হেন কুমন্ত্রণা ॥

রাজ্য সত্য হয় এ হেন দুর্নীত ।
 এমত সত্য নহে বসিতে উচিত ॥
 যে সত্য দেখয়ে অর্থ্য পরচায় ।
 বুধন সে সত্য না করে সঞ্চার ॥
 কিছুই না বলে যদি দেখিয়ে দুর্নীত ।
 সত্য সত্যে যদি বলয়ে কুচ্ছিত ॥
 এইমতে অপরাধ দেখি বৃদ্ধজন ।
 এমত সত্য কত না করে গমন ॥
 দেখ দেখ কৃষ্ণ-মুখ সরোজ-মণ্ডল (১) ।
 মুকুতার ঝারা যেন শোভে শ্রমজল ॥
 পদ্মপত্রে জল যেন করে ঢল ঢল ।
 তাহা জিনি কৃষ্ণমুখ দেখিতে সুন্দর (২) ॥
 ঐরূপ দেখ বলরামের বদন (৩) ।
 ক্ষণে হাস ক্ষণে ক্রোধ অরুণ লোচন ॥
 পুণ্য ব্রজভূমি যাথে রক্ষের বিলাস ।
 পুরাণ-পুরুষ গোপকল্পে পরকাশ ॥
 পূর্ণব্রহ্ম গুচরূপে ধরে নরবেশ ।
 বনে বনে গোধন চরায় হবীকেশ ॥
 বন চিত্রমালাধারী দুই সহোদর ।
 চরণে শিজিত মণিমঞ্জীর সুন্দর ॥
 অত্র ভব রমা যার পূজয়ে চরণ ।
 হেন প্রভু ব্রজকূলে চরায় গোধন ॥
 গোপী কোন তপ কৈল কহনে না যায় ।
 এমত লাবণ্যধাম দেখিল সদায় ॥
 কেবল সহজ সিদ্ধ অনন্তনির্মিত ।
 নিরন্তর নব নব যোগীন্দ্রবাসিত ॥
 জগতে যাহার নাহি অধিক সমান ।
 একান্ত ঐশ্বর্য যশ সম্পদের ধাম ॥
 হেনরূপ গোপী সব পিয়য়ে নয়নে ।
 কি কহিতে পারি তার পুণ্য নিরূপণে ॥
 দোহন মন্থনে গৃহ-মাচ্ছন-লেপনে ।
 ধাত্র অবধাত গোপী করয়ে যখনে ॥
 ছাওয়ালা কান্দিতে তার করিতে প্রবেশ ।
 স্নান অঙ্গ-মায়জনে যখনে সংযোগ ॥
 এ সব সময়ে কৃষ্ণ গায় অল্পরাগে ।
 অশ্রুমুখী গোপী অঙ্গ পুরিত পুলকে ॥

ধন্য ব্রজবধু যার এমত চরিত্র ।
 কৃষ্ণ বিনে তিলেক নহিল আন চিত্র ।
 প্রভাত সময়ে কৃষ্ণ যায় বৃন্দাবনে ।
 গোবুলে আইগে পুহু দিন অবসানে ॥
 মুকলী মধুর রব লহ লহ রায় । (১)
 চৌদিগে বালকগণ বেটি জগ গাথ ॥
 পথে পথে ব্রজবধু রহিয়া তখনে ।
 এমত সুন্দর মুখ করে নিরীক্ষণে ॥
 ধন্য ধন্য পুণ্যতম রমণীমণ্ডল ।
 এমত শ্রীমুখ তারা দেখে নিরন্তর ॥
 এই মত শত শত পুরনারীগণে ।
 প্রেমভাবে কৃষ্ণকথা কহে স্থানে স্থানে ॥
 পুত্রের মহিমা যশ মাতা পিতা শুনি ।
 শোকেতে ব্যাকুল হৈল তবু নাহি জানি ॥
 হেনকালে মনে কৈলা ত্রিদেশ-বৈশ্বর ।
 শীঘ্র করি যারি রিণু বিলম্বে কি ফল ॥
 মুকবিশারদ ভাল বাহুযুক্ত জানে ।
 রায় কৃষ্ণ বাহুযুক্ত করয়ে বিধান ॥
 চাপুর মুষ্টিক দুই বলেতে প্রধর ।
 বাজিল তুমুল রণ দেখি ভয়ঙ্কর ॥
 চলন চরণ-কর-তাড়ন বিশাল । (২)
 অঙ্গে অবধাত যেন বজ্রের প্রহার ॥
 ভাঙিল দুই বর অঙ্গ নাহি পরকাশ ।
 টুটিল দুই বর অস্তরে তরাস ॥
 দুবস্ত চাপুর মুষ্টি করি দুই করে ।
 মুটিকি মারিল কৃষ্ণের বকের উপরে ॥
 না চলিল কৃষ্ণ তার মুষ্টির প্রহারে ।
 মস্তগজ অঙ্গে যেন পুষ্পমালা পড়ে ॥
 হেনকালে প্রভু করে কোন পরকাশ ।
 দুই বাহু ধরিয়া অমাইল সাতবার ॥
 ভূমিতলে পেলিয়া ঘবিল দূঢ় করি ।
 পড়িল চাপুর বীর নিজ প্রাণ ছাড়ি ॥
 এইরূপে মুষ্টিকে মারিল বলরাম ।
 পড়িল দুই বর অঙ্গ পরিত সমান ॥
 তবে কুট নামে বীর আইল ভয়ঙ্কর ।
 মুষ্টির প্রহারে তারে মালা হলধর ॥

(১) পাঠান্তর,—“সরোজ বিমল” ।

(২) পাঠান্তর,—

“সেইরূপ মুখখানি দেখিতে সুন্দর” ।

(৩) “হের কিনা দেখ বলভজের বদন”

—পাঠান্তর ।

পাঠান্তর,—

“মুকলি মধুরব অথরে বাজায়” ।

(২) পাঠান্তর,—

“চালন পাতন করতাড়ল বিশাল” ।

শল নামে আইল বীর পর্বত প্রমাণ ।
 পদাঘাতে কৃষ্ণ ভারে কৈল দুইখান ॥
 ছরন্ত তোশল বীর আইল মারিবারে ।
 পারের ঠেলার ভারে মারিলা গোপালে ॥
 চাপুর মুষ্টি কট শল তোশল ।
 এ সব পড়িল যদি রণের ভিতর ॥
 যতক আছিল মল্ল বীরের প্রধান ।
 চৌদিগে পলায়্যা গেল রাখিয়া পরাণ ॥
 তবে কৃষ্ণ ডাক দিয়া নিল শিশুগণ ।
 রক্ত ভূমি-মাঝে খেলে নন্দের নন্দন ॥
 রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই বিহরে আনন্দে ।
 চরণে নুপুর বাজে গোপশিশু সঙ্গে ॥
 তূর্য ভেরী বীরচাক দুন্দুভি বাজন ।
 নানারঙ্গে নাচে শিশু দেখি সুশোভন ॥
 আনন্দিত সর্বলোক করে জয় জয় ॥
 আশীর্বাদ করে দ্বিজে আনন্দ-হৃদয় ॥
 সাধু সাধু বলিয়া বাখানে সাধুজনে ।
 কংসরাজ্য ব্যাকুলিত চিন্তে মনে মনে ॥
 উচ্চসরে ডাক দিয়া বলে কংসরাজ ।
 এথা হৈতে ঘুচাহ বাজনে নাহি কাজ ॥
 এ ছুই ছরন্তে দেহ বাহির করিয়া ।
 ছুট নন্দঘোষে নিঞা পেলাহ বাকিয়া ॥
 গোপগণে দণ্ডিয়া সভার ধন হয় ।
 ছুট বসুদেবে লঞা শীঘ্র করি যার ॥
 উগ্রসেন পিতা লঞা মার বাট করি ।
 নিরবধি থাকে সে যে বিপুলক্ষ ধরি ॥
 এইরূপ আজ্ঞা করে কংস ছরাচার ।
 লক্ষ দিয়া কৃষ্ণ মঞ্চ উঠিল তাহার ॥
 লক্ষ দিয়া কৃষ্ণ যেন বিজুরি সঞ্চারে ।
 কেহ না বুঝিয়া গেল কোন্ পরকারে ॥
 সিংহ যেন ধরিবারে চলে করিবর ।
 এইরূপে গেল কৃষ্ণ তাহার গোচর ॥
 গোবিন্দ দেখিয়া কংস মঞ্চের উপরে ।
 সিংহাসন হৈতে ভয়ে উঠিলা সঙ্করে ॥
 কাতর নহিল বীর রণে সুপণ্ডিত ।
 খড়্গ চর্ম ধরিয়া উঠিল সচকিত ॥
 চৌদিগে ফিরয়ে কংস মঞ্চের উপরে ।
 থাৰা দিয়া প্রভু তার চুলমুঠে ধরে ॥
 লীলার গরুড় যেন ধরে ফণধর ।
 ধরিলা চুলের মুঠে দিয়া বামকর ॥
 সেইরূপ ঠেলিয়া পেলিয়া ভূমিতলে ।
 আপনে পড়িলা কৃষ্ণ তাহার উপরে ॥

পদ্মনাভ প্রভু সে যে বিধের আশ্রয় ।
 নিরাধার নিরালস্য অক্ষয় অব্যয় ॥
 পড়িতেই মৈল কংস জীবন ছাড়িয়া ।
 ভ্রমেতে ঘবিল। তবু (১) নির্ধা করিয়া ॥
 কংস রাজা পড়িল সকল লোকে দেখে ।
 হাহাকার শব্দ উঠিল চারিদিকে ॥
 শয়ন তোজন পান করিতে মজ্জন ।
 স্তত দেখিল কংস মার নারায়ণ ॥
 স্তত আছিল তার সমুদ্বিগ্ন চিত্ত ।
 যথা চাহে চক্রপাণি দেখে সেই ভিত্ত ॥
 যোগীন্দ্র-দুর্লভ-গতি তে কারণে পায় ।
 কৃষ্ণরূপ হৈল কৃষ্ণ চিন্তিয়া সদায় ॥
 কঙ্ক শ্রোগ্রোধ আদি অষ্ট সহোদর ।
 আছিল কংসের ভাই মহাভয়ঙ্কর ॥
 মারিবার তরে আসি দিল দরশন ।
 গদাঘাতে সংহারিলা রোহিণীনন্দন ॥
 আকাশমণ্ডলে বাজে দুন্দুভি বাজন ।
 ব্রহ্মা আদি দেবে করে পুষ্প-বরিষণ ॥
 গন্ধর্ব্ব কিম্বরে গায় নাচে বিভাধরী ।
 উঠিল মঙ্গলধ্বনি ত্রিজগত ভরি ॥

পাঠমঞ্জরী রাগ ।

বীরগণ মরণ-শুনিঞা বীরনারী ।
 রক্তস্থলে আসি কান্দে ভূমিতলে পড়ি ॥ (২)
 শিরে কর হানে কেশ পেলায় ছিণ্ডিয়া ।
 বিলাপ করিয়া কান্দে অঙ্গ আছাড়িয়া ॥
 কংসের মরণ দেখি কংসের বনিতা ।
 কংসে কোলে করি কান্দে সতী পতিব্রতা ॥
 হা নাথ হা প্রিয়তম হা প্রিয়বৎসল ।
 তোমা বিনে শূন্য আজি মথুরা নগর ॥
 কোথা গেল উৎসব মঙ্গল নৃত্যগীত ।
 একা তোমা বিনে সব দেখি বিপরীত ॥
 উঠিয়া বোল না দেহ আমি গৃহনারী ।
 কি লাগি ছাড়িয়া যাহ হেন রাজ্যপুত্রী ॥
 সেই ভূঃদণ্ড মুখ সেই বক্ষঃস্থল ।
 তিলেকে কোথাতে গেল সেকরূপ সকল ॥
 সেই নাসা সেই আঁখি সেই দন্ত পাঁতি ।
 সেই তুচ্ছ ললাট এক্ষণে অস্ত্র ভাতি ॥
 অকারণে কৈলে লোভদণ্ড নিরস্তর ।
 পর-অপকারে অন্তকালে এই ফল ॥

(১) পাঠান্তর—“মুখ” ।

(২) “ভূমিতে পড়িলা আসি হইয়া আকুলী ॥

দেববিজ হিংসিলে হিংসিলে সুরগণ।
 নিজ-বন্ধু-বান্ধব হিংসিলে অকারণ ॥
 আছুক এসব কথা আর পরমাদ।
 নিরন্তর কর তুমি কৃষ্ণ সনে বাদ ॥
 যে প্রভু সৃজয়ে পালে বিশ্বচরাচর।
 সভার রক্ষিতা পিতা সভার দৈবর ॥
 নাহি আদি অস্ত যার মৃত্যু উত্তপতি।
 তাথে অপরাধী তুমি হেন সে কুমতি ॥
 এ দীনবৎসল হরি করুণার লীলা।
 আশ্বাসিয়া রাখিল বতেক বীর রামা ॥
 প্রবোধিল তা-সভারে কহি তত্ত্বধর্ম।
 পরলোক-উচিত করাইল সব কর্ম ॥

পিতামাতার বন্ধন করায়্যা বিমোচন।
 দুই ভাই কৈলা তবে চরণ-বন্দন ॥
 পুত্রের প্রভাব দেখি জনক-জননী।
 জানিল সাক্ষাৎ এই প্রভু চক্রপাণি ॥
 তত্ত্ব জানি ভয়ে নাহি কৈল আলিঙ্গন।
 বিনয় বচনে কিছু কৈল সন্মোহন ॥ (১)
 জান-গুরু গদাধর ধীর-শিরোমণি।
 ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিনী ॥

(১) পাঠান্তর,—

‘তত্ত্ব জানি সত্বে না কৈল আলিঙ্গন।’

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং
 সংহিতায়াম্ বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
 চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় ।

ধানসী রাগ ।

বন্দেব দেবকীর দেখি তত্ত্বজ্ঞান।
 নিজ মায়্যা বিস্তারিলা প্রভু ভগবান্ ॥
 নিকটে দাণ্ডায়্যা বলে দুই সহোদর।
 শুন মাতা শুন ভাত যে কহি উত্তর ॥
 আমি-সব পুত্র হয়্যা জন্মিল বিফলে।
 মোদের কারণে হুঃখ পাইলে নিরন্তরে ॥
 পুত্র-সুখ কিছু নৈল আমি-সভা হনে।
 না জানিলে সুখ পুত্র লালন-পালনে ॥
 বিধিহত আমি-সব ছাড়ি পিতামাতা।
 দৈবযোগে এককাল বঞ্চিলাউ তথা ॥
 যেই পুত্রে বাপমায়ে না কৈল পালনে।
 ব্যর্থ জন্ম হৈল তার বিফল জীবনে ॥
 পিতামাতা হৈতে হয় দেহ উপাদানে।
 পিতামাতা করে দুঃখে পোষণ-পালনে ॥
 হেন পিতা মাতায় যদি সেবে নিরন্তরে।
 শুধিতে না পারে ধার শতেক বৎসরে ॥
 পুত্র হয়্যা মাতাপিতার যে বা না সেবিল।
 ধন প্রাণ দিয়া তার সন্তোষ না কৈল ॥
 অস্তকালে যমদূতে বান্ধি লয়্যা যায়।
 কাটিয়া তাহার মাংস তাহারে খাণ্ডায় ॥

বুদ্ধ মাতা পিতা স্মৃত শিশু সতীনারী।
 গুরু বিজ প্রপন্ন দুর্গত হিতকারী ॥
 শত্রু হয়্যা এ সভার না করে পালন।
 জীরন্ডেতে মরা সেই বিফল জনম ॥
 কংস-ভয়ে বুদ্ধি বল না ছিল জ্ঞানায়।
 বাপমায়ে না সেবিল ব্যর্থ গেল কাল ॥
 সে সব আহার দোষ ক্ষেম একবারে।
 মাতা পিতা পুত্রের না লয় অপকারে ॥ (১)
 মায়ার দৈবর কৃষ্ণ নানা মায়্যা জানে।
 এতেক বচন বলি ধরিল চরণে ॥
 বাহার মাধায় অত্র ভব বিমোহিত।
 আনকে মোহিব তার এ কোন চরিত ॥
 তত্ত্বজ্ঞান পাসরিলা তাঁরা দুইজনে।
 পুত্রভাবে কোলে করি দিল আলিঙ্গনে ॥
 বিমোহিত হৈয়া রাম-কৃষ্ণ করি কোলে।
 সিঞ্চিল সকল অঙ্গ নয়নের জলে ॥

(১) “সে সকল অপরাধ ক্ষম একবার।

বাপমায়ে না লয়ে পুত্রের অপরাধ।”

—পাঠান্তর।

প্রভু বলে জ্ঞান হৈতে পুত্র-প্রেম বড় ।
 আশাতে রহিতে চাহে প্রেম-ভক্তি দঢ় ।
 নিজ প্রেম দিয়া প্রভু জ্ঞান দূর করে ।
 আপনায় ভক্তজনে আপনে উদ্ধারে ॥
 এইরূপে মাতাপিতার করিয়া সন্ধ্যা ।
 বন্ধুবর্গে আনি তবে করয়ে জিজ্ঞাসা ॥
 ডাক দিয়া মাতামহ উগ্রসেনে আনি ।
 নৃপতি করিয়া তারে স্থাপিল আপনি ॥
 স্বাভাবিক রাজার শাপ আছে পূর্বকালে ।
 রাজ্য অধিকার না করিব যদুকুলে ॥
 সেই বহুবংশে বাপু জনম আমার ।
 তে কারণে নাহি করি রাজ্য অধিকার ॥
 তুমি রাজ্য হও কিছু না করিহ ডর ।
 আমি আজ্ঞাকারী আছি তেঁমার কিঙ্কর ॥
 পৃথিবীমণ্ডলে যত আছে নরপতি ।
 ধন দিয়া পন্থণে করিবে প্রণতি ॥
 ইন্দ্র আদি দেবে আজ্ঞা রাখিব তোমার ।
 পৃথিবী যুড়িয়া হৈব রাজ্য অধিকার ॥
 আমি হেন ভৃত্য যার থাকিব নিকটে ।
 জিতুবনে তার কিছু না হৈব উৎকণ্ঠে ॥ (১)
 এইরূপে উগ্রসেনে করিয়া আশ্বাস ।
 স্থাপিলা নৃপতি করি প্রভু শ্রীনিবাস ॥
 ইষ্ট মিত্র জ্ঞানি বন্ধু বান্ধব সকল ।
 ভা-সভা আনিঞা রক্ষা তুলিল বিস্তর ॥
 কংসভয়ে সে সব আছিল নানাদেশে ।
 দুঃখ শোক পায়্যা আছে চির-পরবাসে ॥
 তাহা সভা আনাহীলা আশ্বাস-বচনে ।
 সন্তোষিয়া দিল নানা (২) বসন ভূষণে ॥
 মহাধন দিয়া কৈল পীরিত্তি বিস্তর ।
 নিজ বরে নিজপুরে স্থাপিল সকল ॥
 রাম-কৃষ্ণ শ্রীভূজ করিয়া অবলম্ব ॥
 খণ্ডিল সকল দুঃখ বাটিল আনন্দ ॥
 ভা-সভার সর্ব-দুঃখ হৈল বিমোচনে ।
 সর্ব মনোরথ সিদ্ধি হৈল সেই হনে ॥
 বৃদ্ধগণ যুবা হৈল মহাবীর্য বল ।
 সর্বলোক সুকুমার দেখি মনোহর ।
 শ্রীমুখ স্তব্ধ সদা করে নিরীক্ষণ ॥
 কেবল আনন্দময় হৈল সর্বজন ॥

(১) পাঠান্তর,—

“দ্রৌপদ্য ভিতরে তার নাহিক সন্দেশে ।”

(২) পাঠান্তর,—“দ্বাদশ” ।

তবে রাম-কৃষ্ণ গেলা নন্দ-বিন্দুমালা ।
 ভূজ আলিঙ্গন দিয়া কৈল সন্তোষণে ॥
 কি কথা কহিব পিতা তোমার নিয়ড় ।
 পুত্রিয়া পালিয়া তুমি কৈলে এত বড় ॥
 তুমি সে আমার পিতা যশোদা জননী ।
 তোমা সভা বিনে আর কিছুই না জানি ॥
 পুত্রোত্তে অধিক প্রীতি কৈলে সর্বক্ষণ ।
 সেই মাতা সেই পিতা যে করে পালন ॥
 বন্ধুগণে না পারিল পুত্রিতে পালিতে ।
 তোমার মন্দিরে আমি রহিলু গোপতে ॥
 তুমি বত করিয়াছ পীরিত্তি পালন ।
 পুত্রোত্তে অধিক তুমি দেখে সর্বক্ষণ ॥
 কোটিধুগে শুধিতে নারিব সেই ধার ।
 এবে আজ্ঞা দেহ দোষ কমহ আমার ॥
 বন্ধুগণ দেখি এথা কথোদিন বসি ।
 ভা-সভার পীরিত্তি করিয়া পাছে আসি ॥
 গোপগণ লঞা তুমি চল নিজ ঘরে ।
 সন্তোষ আমারে তুমি দেখিবে নিশ্চয় ॥
 নন্দবোধে সন্তোষিয়া এতেক বচনে ।
 বহু ধন রত্ন দিল বিবিধ ভূষণে ॥
 নানা বাতুপাত্র সোণ রূপার কলসী ।
 শকট ভরিয়া কত দিল রাশি রাশি ॥
 কোল দিয়া কৈল পাছে চরণ বন্দনে ।
 সন্তোষ করিয়া পাঠাঞ গোপগণে ॥
 নন্দ আদি গোপগণ চলিল গোকুলে ।
 অজ পুত্রাইল সব মননের জলে ॥
 রামকৃষ্ণ রহি তবে মথুরামণ্ডলে ॥
 বহুবংশে ডুবাইল আনন্দলাগরে ॥
 বনুদেব বিচারিয়া কৈল শুভক্ষণ ।
 পুরোহিত আদি যত আনিল ব্রাহ্মণ ॥
 ব্রহ্মমন্ত্র উপদেশ কৈল শুভকালে ।
 ব্রহ্মসূত্র দিল যবে বিধি অঙ্গুসারে ॥
 ব্রাহ্মণ পুজিল দিব্য বসন ভূষণে ॥
 বৎস সহ ধেনু দিলা তুঘিয়া কাঞ্চনে ॥
 বিবিধ দক্ষিণা দিল বহুবিধ ধন ।
 দিব্য আভরণ দিয়া তুলিল ঐশ্বর্য ॥
 বনুদেব মহামতি কৃষ্ণ জন্ম দিনে ।
 দশ সহস্র ধেনু দিয়াছিল মনে মনে ॥
 সে ধেনু হরিয়া কংস লঞাছিল বলে ।
 সেই ধেনু আনি দিল ব্রাহ্মণ সকলে ॥
 হেনমতে কৈল দ্বিজ কুলোচিত কর্ম ॥
 নিখাইল গর্গমুনি দ্বিজ-কুল বর্ধ ॥

বাহা হৈতে সকল বিজ্ঞার উত্তপত্তি ।
 সৰ্বজ্ঞানেশ্বর যার ভাৰ্য্য সরস্বতী ।
 লক্ষ্মী পরিচারি যার ব্রহ্মাদি কিঙ্কর ।
 জ্ঞানময় শুদ্ধরূপ ভগবত-ঈশ্বর ॥
 হেন প্রভু যাহারি ধরিয়া নরবেশ ।
 আনে হৈতে লয় তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ ॥
 বিতকুলে ধৰ্ম্ম আছে ব্রহ্মবিজ্ঞা লই ।
 পঢ়িব ব্রাহ্মণ বেদ গুরুকুলে যাই ॥
 সেই নিত্যকৰ্ম্ম প্রভু স্থাপিলা সংসারে ।
 গুরুসেবা করিতে চলিলা গুরুঘরে ॥
 সৰ্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত নামে-সাক্ষীপনি ।
 অবস্থিকাপুরে বসে বিতকুলমণি ॥
 তাঁর ঘরে গিয়া প্রভু হৈলা উপসন্ন ॥
 আরজিলা গুরুসেবা বেন শিষ্য-ধৰ্ম্ম ॥
 শিষ্য-গুরু ভগবান সৰ্বভক্ত জানে ।
 আরি স করিলে কৰ্ম্ম করিবেক আনে ॥
 সৰ্বলোক-পিতা রাম-কৃষ্ণ যদুদার ।
 আপনে করিয়া ধৰ্ম্ম সংসারে বুঝার ॥
 গুরু-ভক্তি অমৃতভাষা দুহার দেখিরা ।
 সৰ্বশাস্ত্র ব্রাহ্মণ পঢ়ায় তুটী হয়্যা ॥
 সতে একবার বিজ্ঞ করয়ে উচ্চারণ ॥
 তনিলেই যাত্র দুহার হয়ত সঞ্চারণ ॥
 সাধোপায়ে চারি বেদ ব্রাহ্মণ পঢ়ায় ।
 যজুৰ্বেদ ত্যোজিৎসেদ বিবিধ উপায় ॥
 তন্ত্র যন্ত্র ধৰ্ম্মশাস্ত্র ভ্রাতা অলঙ্কার ।
 আত্মবিজ্ঞা রাজনীতি নাম ব্যবহার ॥
 একবার যাত্র বিপ্র করে উপদেশ ।
 তনিলে তখন ঘরে রাম হুবীকেশ ॥
 পঢ়ারে ব্রাহ্মণ শাস্ত্র পদম সন্তোষে ।
 পঢ়িল চৌষটি বিজ্ঞা চৌষটি দিবসে ॥
 সৰ্বশাস্ত্র পঢ়ি তবে দুই সহোদর ।
 দক্ষিণা দিবারে গেলা গুরুর গোচর ॥
 কি দক্ষিণা দিব গুরু কহ বিজ্ঞমানে ।
 গুরুর কৃপাতে শিষ্য পায় পরিজ্ঞাপে ॥
 দিতে কিছু অশক্ত না দেখি দুই জনে ।
 যে যাপিব তাই দিবে মুনি অম্বমান ॥ (১)
 এতেক চিন্তিয়া (২) বিপ্র গেলা ভাৰ্য্যস্থানে ।
 কহিল সকল কথা ভাৰ্য্য-বিজ্ঞমানে ॥

(১) পাঠান্তর.—

“দিতে কিছু অশক্ত না বড় বৈষ্ণবদার ।
 যে যাপিবে সেই দিবে মুখা অম্বমান ॥”

(২) পাঠান্তর.—“এবল বুঝিয়া” ।

ব্রাহ্মণী চতুৰা বড় কহিল যজ্ঞণা ।
 আমি বাহা বলি তাহা যাপিব দক্ষিণা ॥
 সমুদ্রে ডুবিয়া বৈল আবার কুমার ।
 তাহা আনি দেহ সেই দক্ষিণা আমার ॥
 ভাৰ্য্যার বচন বিপ্র দঢ়াইল চিত্তে ।
 সেই মনে গেলা রাম-কৃষ্ণের সাক্ষাতে ॥
 প্রভাসে যজ্ঞিরা মেল আমার তনয় ।
 তাহা আনি দেহ তুমি দুই মহাশয় ॥
 গুরুর বচন শুনি রাম দামোদর ।
 রথের উপরে চটি চলিলা গম্বর ॥
 সিদ্ধতীরে গিয়া যদি হৈলা উপসন্ন ।
 পাণ্ডা অৰ্ঘ্য লঞা সিদ্ধ আইল তৎক্ষণ ॥
 পাণ্ডা অৰ্ঘ্য দিয়া দিল দিব্য উপহার ।
 মহারত্নমণি দিল দিব্য অলঙ্কার ॥
 কর জোড় কহি সিদ্ধ নিকটে দাণ্ডায় ।
 গুরুপুত্র আনি দেহ বলে যদুদায় ॥
 সিদ্ধ বলে আমি নাহি হরিষে কুমার ।
 এই জলে আছে এক দৈত্য দুহাচার ॥
 শম্বক্লপ ধরে সেই নামে পঞ্চজন ।
 সেই সে হরিল শিশু কহিলু কারণ ॥
 সমুদ্রের বচন শুনিঞা হুবীকেশ ।
 সেইকণে সিদ্ধ জলে কৈলা পরবেশ ॥
 শম্বাসুরে ধরিয়া মারিল সেই জলে ।
 চাহিয়া না পাইল শিশু তাহার উদরে ॥
 সেই শম্ব লয়্যা হরি উঠিল সমুদ্রে ।
 রথে চটি চলিলা দু ভাই যমপুরে ॥
 দক্ষিণে যমের পুরী নামে সংযমী ।
 তাহার নিকটে গিয়া কৈল শম্বজনি ॥
 পাঞ্চজন্ত শব্দ বুঝিয়া অম্বমানে ।
 সভাসদে ধৰ্ম্মরাজ উঠিলা সম্মানে ॥
 তুরিতে চলিয়া গেলা প্রভুর গোচরে ।
 শিরে কর ধরিয়া পড়িলা স্তুমিতলে ॥
 নমো নমো জয় জয় ত্রিজগত নাথ ।
 গুরু উঠে পুনঃপুন করে দণ্ডপাত ॥
 পদযুগ পুজিয়া বিবিধ উপহারে ।
 প্রণতকণ্ঠ হই বলে জোড় করে ॥
 লীলা নর অবতার সুরাসুর-রাজ ।
 আজ্ঞা কর আমা হৈতে হর কোর কা ॥
 প্রভু বোলে গুরু প্রভু আনি দেহ যাতে ।
 কৰ্ম্ম নিবন্ধনে তুমি আনিলে নিকটে ॥
 আমার আজ্ঞায় নহে মৰ্যাদা লঙ্ঘন ।
 শিষ্ট আন গুরুপুত্র বুঝিয়া কারণ ॥

আজ্ঞা শিরে ধরি যম আনিল সত্তরে ।
রাম কৃষ্ণ গেলা ভবে গুরুর গোচরে ॥
পুত্র সমর্পিয়া বলে রাম দামোদর ।
আর কি দক্ষিণা দিব কহ দ্বিজবর ।
তুষ্ট হয়্যা দ্বিজ বলে না যাগিব আর ।
পূর্ণ ম নারথ বাণ করিলে আমার ॥
তুমি সব বৈষ্ণব করিলে গুরুভক্তি ।
ত্রিভুবনে করিবেক হেন কার শক্তি ॥
যে তোমার গুরু তুমি হেন শিষ্য বার ।
ত্রিভুবনে চুল্লত নাহিক কিছু তার ॥
অগতে নির্মল কীষ্টি রহিল তোমার ।

চিরজীবী হও বৎস লভ বশভার ।
নিজ ঘরে চল বাপু না কর বিলম্ব ।
তোমা দেখি যদুকুলে বাচুক আনন্দ ॥
গুরুর বচনে কৃষ্ণ বলরাম সাথে ।
নিজপুরে চলি গেলা বায়ু বেগ পথে ॥
আনন্দিত যদুকুল দেখি ছুই ভাই ।
ঘরে ঘরে মধুপুরে আনন্দ বাধাই ॥
এই যতে নানা কৰ্ম করে যদুয়ার ।
আপনে করিয়া কৰ্ম অগতে বুঝায় ॥
শ্রীগদাধর ধীর-শিরোমণি জান ।
ভাগবত-আচার্যের মধুরস পান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং
সংহিতায়ান্বেয়সিক্যাং দশমস্কন্ধে
পঞ্চচছারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৫

ষট্চছারিংশ অধ্যায় ।

সিদ্ধুড়া রাগ ।

যদুকুল-প্রিয়-সখা কৃষ্ণের দয়িত ।
বৃহস্পতির শিষ্য মহাবুদ্ধি সুচরিত ॥
সর্বলোকপ্রিয়কর ভক্তত প্রধান ।
ডাক দিয়া ছবে আনিল ভগবান ॥
হাতে হাত ধরিয়া বোলয়ে শ্রীমুরারি ।
চল তুমি উদ্ধব গোকূলে সীজ করি ॥
জনক ওননী আছে বিরহে দুঃখিত ।
মধুর বচনে তাঁর করিহ পীরিত ॥
গোপীগণ আছে ভবা বিরহে দুঃখিনী ।
জীবর কারণে জীয়ে খায় অন্নপানী ॥
কহিয়ে আমার কথা তা-সভার স্থানে ।
খণ্ডাহ সে দুঃখ তুমি সন্দেশ বচনে ॥
সত্তত আমাতে মন ধরয়ে পরাণ ।
আমা বিনে গোপী কিছু না জানয়ে আন ॥
পতি স্নত না মেবে না করে গৃহকর্ম ।
অ বা লাগি ভেজিল সকল কুলধর্ম ॥
আমি প্রাণ আমি গতি আত্মা বদ্ধ ধন ।
আমাতে সকল গোপী কৈলা আরোপণ ॥
যেবা লোক ধর্ম তেজে আমার নিষিদ্ধে ।
আমি তার সর্বগিদ্ধি করি সর্বমতে ॥
আমার বিরহে ভরা সত্তত ব্যাকুলা ।
সুগরি সগরি যোরে সত্তত বিহ্বলা ॥

জীয়ে বা না জীয়ে গোপী দৈবে ধরে প্রাণ ।
শান্তিযোগে (১) গোপীর দুঃখ কম সবাধান ॥
শুকদেব বলে গুন মূপতি কেশরী ।
এতেক বচন যদি বলিলা শ্রীহরি ॥
আজ্ঞা শিরে ধরিয়া উদ্ধব মতিমান ।
রথে চটি ব্রজপুরে করিলা পদাণ ॥
দিনমণি অস্ত গেল দিন অবসানে ।
উদ্ধব প্রবেশ কৈলা গোকুল ভূষনে ॥ (২)
গুরুবর্ষ মন্ত বুঝগণ করে নান ।
হাচারব করিয়া সুরতি ছাড়ে ডাক ॥
কীরতরে খসিয়া পড়য়ে উদ্বোধার (৩) ।
উর্দ্ধমুখে করে ধেহু বাহুয়ে হাঁকার ॥
এনিগে ওদিকে বৎস পুঙ্খ তুলি ধার ।
গোপীগণ চৌদিকে কৃষ্ণের গুণ গায় ॥
গোদোহনধনি বেণু শব্দে পুরিত ।
দিব্য বেশ শোণ-গোপীগণ অলঙ্কৃত ॥

(১) পাঠান্তর,—“শান্ত করি ।”

(২) “দিনমণি অস্ত গেল দিন অবসানে ।
হেনকাল গিয়া কৈল গোকূলে প্রবেশ ।”

(৩) উদ্বোধার, অর্থে প্রবাসির ভাব ;
মোহ, একেবারে পানান-ইতি ভাষ্য ।

গো-ব্রাহ্মণ পিতৃদেব অর্চন বন্দন ।
 হোমকর্ম্ম স্তব্ধ/পূজা অতিথি-সেবন ॥
 প্রতি ঘরে ধূপ দীপ স্নগন্ধে পুরিত ।
 বিচিত্রে নির্মিত পুর মন্দির মণ্ডিত ॥
 কুসুমিত বনবন সর্বত্র পুরিত ।
 বিবিধ বিহঙ্গ ভৃক-কুল সুনাদিত ॥
 বিমলিত জল নদনদী সরোবর ।
 হংসকারগুব জলচর কোলাহল ॥
 দিব্যগন্ধ পদ্মবন পবন স্রবন ।
 ক্ষুণ্ণ পুষ্ট সর্বলোক দেখিতে আনন ॥
 স্রবন গুণময় আশ্রমের সীমা ।
 হেন কেবা আছে তার কহিব মহিমা ॥
 উঠিল উদ্ধব যদি হেন ব্রজপুরে ।
 পরম আনন্দে নন্দ পুঞ্জিল তাহারে ॥
 ভক্তভাবে পূজে নন্দ কৃষ্ণবুদ্ধি করি ।
 বিচিত্রে মন্দিরে নিল ভুজে ভুজ ধরি ॥
 বসাইল ভারে লঞা কনক আসনে ।
 মিষ্ট অন্ন পান দিয়া করাইল ভোজনে ॥
 দিব্য সিংহাসনে লঞা করাইল শয়ন ।
 মুখবাস দিয়া কৈল প্রণাম বন্দন ॥
 পাদসংবাহন নন্দ করয়ে আপনে ।
 পুছিতে লাগিল তবে মধুর বচনে ॥
 যদুকুল নন্দন উদ্ধব মহাভাগ ।
 কুশল জিজ্ঞাসা কিছু করিব তোমাক ॥
 বনুদেব প্রিয় সুখা আছেন কুশলে ।
 সগুণে বাক্যে কি আছেন নিরাকুলে ॥
 এই বড় ভাগ্য পাপ কংস গেল ক্ষয় ।
 সাধুনে হিংসেস্তার কিছুই না রয় ॥
 কদাচিত্ কৃষ্ণ কি শ্রুত্রে মাতাপিতা ।
 কিংবা গোপশিশুগণ আত্মীয়বিনতা ॥
 যেহু স্বাধীন কিবা গোকুলনগর ।
 তরুগরি কতু কি শ্রোত্রে দামোদর ॥
 বহুগণ দেখিতে আসিব কদাচিত ।
 কবে আর সে মুখ দেখিব সুললিত ॥
 দাবারি করিয়া পান গোকুলে রাখিল ।
 ঝড় বরিষণে তুলি পর্কত ধরিল ॥
 বুঝানুর মারিয়া রাখিল গোপকুল ।
 কালিনাগ দমিয়া করিল ভারে দূর ॥
 এইরূপে কত দৈত্য করিয়া সংহার ।
 কতরূপে গোকুলে রাখিল কতবার ॥
 কি কহিব অগুরু প্রতাপ বীর্যবল ।
 কোম পাশে আমি সব বঞ্চিত সকল ॥

অঙরিতে তার বল বীর্যের মহিমা ।
 সে ক্লপ-জাবণ্য মুখ কটাক্ষ ভজিয়া ॥
 সে মধুর হাস তার মধুর ভাবণে ।
 পাগরিল নিজ ধর্ম্ম নিজ গৃহ-কায়ে ॥
 বিমারিলে কৃষ্ণগুণ নহে বিশ্বরণ ।
 পুনঃপুন হলে সেই গুণ শ্রবণ ॥
 অজনে অজনে সেই চরণ ৃষণ ।
 সেই বৃন্দাবন গিরি সেই শিশুগণ ॥
 এ সব দেখিতে মন হয় ক্রময় ।
 কৃষ্ণ বিনে অস্ত্র কিছু মনে নাহি লয় ॥
 হেন বুঝি রাম-কৃষ্ণ দুই সুরেশ্বর ।
 সুরকার্য্য সাধিতে মাছুব কলেবর ॥
 গর্গের বচন আছে ইহাতে প্রমাণ ।
 প্রতাপ দেখিয়া আর করি অনুমান ॥
 কংস হেন অসুর মারিল অবহেলে ।
 দশ সহস্র মন্ত্র গজের বল ধরে ॥
 কুবলয় গজ মারে কংসের সমান ।
 সিংহ যেন যুগ মারে নাহি বস্ত্র জ্ঞান ॥
 তিন-তাল-মহাসার ভাঙ্গ ধনুখণ্ডে ।
 গজরাজ যেন হেলে ভাঙ্গে ইক্ষুদণ্ডে ॥
 সপ্তদিন এক হস্তে ধরে মহাগরি ।
 প্রলম্ব ধেমুক বক মারে লীলা করি ॥
 ভৃগাবর্ত্ত আদি যত দৈত্য দুঃচার ।
 এ সব দৈত্যের কৈল লীলায়ে সংহার ॥
 সুরাসুর বার ভয়ে কম্পিত সদায় ।
 হেন সব দৈত্য কৃষ্ণ বধিল লীলায় ॥
 এইরূপে নন্দ কৃষ্ণে শ্রবণ শ্রবণি ।
 কান্দে নন্দবোম তবে কৃষ্ণ মন ধরি ॥
 চক্ষু বেয়া পড়ে নীর কান্দে উচ্চরে ।
 ধরিতে না পারে অঙ্গ প্রেমরস ভরে ॥
 এইরূপে পূজা গুণ করিতে বর্ণনা ।
 কান্দিয়া যশোদা রাণী পাগরে আপনা ॥
 প্রেমভরে পরোধরে বহি পড়ে ক্ষীর ।
 ময়নের জল পড়ে তিতিয়া শরীর ॥
 দেখিয়া দুঃহার কৃষ্ণে প্রেম-অনুরাগ ।
 প্রেমানন্দে পুরিল উদ্ধব মহাভাগ ॥
 ধন্য রাণী ধন্য নন্দ করিয়া বাধানে ।
 প্রবোধ উভয় তবে দিল মতিমানে ॥
 অখিল অগতগুরু প্রভু নারায়ণ ।
 তাহাতে এক্ষণে কৈল চিত্ত আরোপণ ॥
 বলদেব জান বিধ উত্তপতি-স্থান ।
 পূজব পুরাণ কৃষ্ণ বিধ উপাদান ॥

সর্বভূতে বেরাপিত জগতের ভিন্ন ।
জানময় পুরাণ পুরুষ গুণহীন ।
অরণ-সময়ে তার চরণবৃগলে ।
ভিলেক ধরিত্রী চিত্ত ভেজে কলেবরে ॥
কর্মবন্ধ সকল করিয়া বিনাশন ।
সুখ্যসহ হয়্যা তার বৈকুণ্ঠ-গমন ।
হেন প্রভু নারায়ণ সর্বভূতপতি ।
জগন্ত-কারণ মায়া-মাছুষ-মুকুতি ॥
উঁহাতে নিতান্ত তত্ত্ব দেখিলু তোমার ।
পুণ্যফল অবশেষ কি কহিব আর ॥
আসিব গোবিন্দ এথা না করিব খেদ ।
ঐর সহ করু তব কহিব বিচ্ছেদ ॥
কংস বধি যে কহিলা বৃদ্ধভূমি-মাঝে ।
অবশ্য আসিব আমি পোকুল সমাঝে ॥
সত্যবাদী প্রভু সে করিব সত্য বাণী ।
এ বোল বুঝিয়া আর খেদ কর জানি ॥ (১)
হৃদয়ে চিন্তিয়া চাহ দেখিবে গোপাল ।
সত্য হৃদয়ে কৃষ্ণ থাকে সর্বকাল ॥
অন্তর্যামী ভগবান্ সর্বভূতে বৈসে ।
হৃদয় কমলে কৃষ্ণ চিত্তিলে প্রকাশে ॥
কাঠের ভিতরে যেন থাকে হস্তাশন ।
যথিলে বেকত হয় জানিঞে তখন ॥
উত্তম অথম ঐর নাহিক সমান ।
সর্বভূতে সম তেঁহ এক ভগবান্ ॥
পিতা মাতা নাহি তার প্রিয়পুত্র দার ।
নিজ পর নাহি ঐর জনম সংসার ॥
ধর্ম কথি কিছু ঐর নাহি ত্রিভুবনে ।
অবতার কার প্রভু সাধু পরিজ্ঞানে ।
ইচ্ছা যদি করে কৃষ্ণ কারিতে বিহার ।
তখনে জীলার করে দিব অবতার ॥
ভয়োত্তপে রুদ্ধরূপে করয়ে সংহার ।
সদ্বৃত্তে নৃপতি পালে বিষ্ণু অবতার ॥ (২)

(১) এ বোল বুঝিয়া খেদ নাহি কর তুমি”

—পাঠান্তর ।

(২) অতঃপুঁথির পাঠ,—

“ভয়োত্তপে রুদ্ধরূপে করয়ে সংহার ।
রজোত্তপে নৃপতি করে ব্রহ্মা অবতার ।
সদ্বৃত্তে নৃপতি পালে বিষ্ণু অবতার ।
এইরূপে জন্ম কর্ম বজ্রব তাহার ।

কর্তা নহে কর্ম করে অজ হয়্যা জন্ম ।
জগতে বুঝিতে পারে কেবা তার ধর্ম ॥
প্রভুর অধীন সব কেহ কিছু নহে ।
অভিমানে কর্তা ভোক্তা আপনাকে কহে ॥
ভাঙরি কিরিলে যেন কিংয়ে ধরণী ।
এইরূপে ভ্রমে জীব আপনা না জানি ॥
সে প্রভু তোমার পুত্র নহে কোনকালে ।
জগতের পুত্র তেঁহো বন্ধু সহোদরে ॥
জগতের মাতা পিতা সত্য ঈশ্বর ।
কীট পতঙ্গাদি জীব যত চরাচর ॥
দেখি শুনি যত ভূত ভবিষ্য সকল ।
কৃষ্ণ যিনে কিছু সত্য নহে চরাচর ॥
ছোট বড় ভূণ গিরি কিছু নহে আন ।
যত দেখ সত্য নহে সত্য ভগবান্ ॥
এ বোল বুঝিয়া ভূমি স্থির কর চিত্ত ।
চিত্তিলে এথাই কৃষ্ণ দেখিবে নিশ্চিত ॥
এইরূপে মনুষ্যোবে আর উদ্ধবেতে ।
রজনী বাকী হুঁহে শ্রীকৃষ্ণ-কথাতে ॥ (১)
গোপী-সব উঠিয়া রজনী-অবশেষে ।
প্রদীপ জালিয়া কৈল মন্দির প্রবেশ ॥
বাস্ত পূজা কৈল গোপী প্রতি ঘরে ঘরে ।
দধি মছে ব্রজনারী হেন অবসরে ॥
মণিময় সুগুণ কপোলে বিরাজিত ।
ভূজয়ুগে কনক-কঙ্কণ বিলসিত ॥
দীপ্তমণি অলঙ্কৃত শোভে কলেবরে ।
দধি মছে ব্রজনারী প্রোত ঘরে ঘরে ॥
কমলনয়ন-গুণ গায় উচ্চরয়ে ।
দধিময়নের ধ্বনি শুনি কোলাহলে ॥
শব্দে শব্দ মেলি উঠিল গগনে ।
দর্শাদি পাপ হরে বাহার অবশে ॥
দধি মছে ব্রজনারী গায় কৃষ্ণ ॥
রজনী প্রোভাত হৈল উদিত অরুণ ॥
দেখিল সুবর্ণরথ নন্দের ছুরারে ।
ছুই চারি গোপী মেলি বলাবল করে ॥
এ রথ কাহার কেবা আইল ব্রজপুরে ।
দেখিবা অকুর হয় কংস-অমুচরে ॥

(১) পাঠান্তর,—

“এইরূপে নন্দগোপ কৃষ্ণের আবেশে ।
রজনী বাকী দীপ্ত কৃষ্ণকথা রসে ॥

গোপীর জীবন কক্ষ যে নিল হরিয়া।
কি কাব্য সাধিব এবে গোপীগণ দ্বিগ্না ॥
এইরূপে গোপী সব মিলি কহে কথা।

নিত্যকর্ম করিয়া উদ্ধব আইলা তথা ॥
ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জ্ঞান।
ভাগবত-আচার্য্যর মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈরাগিক্যং দশমস্কন্ধে প্রোম-
ভরদ্বজী বটচন্দ্রারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচন্দ্রারিংশ অধ্যায় ।

সিদ্ধুড়া রাগ।

আজাহুলশিত ভুজ রাজীব গোচন।
প্রকল্প কমলমালা মুদিত বদন ॥
শ্রাম-কলেবর কটিতে পীতবাস।
গণ্ডযুগে মণিময় বুণ্ডল বিলাস ॥
সর্বাঙ্গ সুন্দর মহাপুরুষলক্ষণ।
উদ্ধবে দেখিয়া গোপী চিন্তে মনোমন ॥
এ কোন্ পুরুষ কক্ষ সম বেশ ধরে।
কোথা হৈতে কতি যায় কি নাম হৈহারে ॥
এ বোল বলিয়া গোপী বেচি গারি পাশে ॥
কোন কোন গোপী গিয়া নিকটে জিজ্ঞাসে ॥
কিঞ্চিত লজ্জিত মুখ অবনত হই।
সলজ্জ মধুর হাস ভূর ভঞ্জে চাই ॥
কনক আসনে যদি উদ্ধব বসিলা।
মধুর বচনে তবে কহিতে লাগিলা ॥
তোমা ভালে জ্ঞানি পুরপত অমৃতর।
তোমাকে পাঠায় দিল গোবুল নগর ॥
পিতা মাতা বন্ধুগণে করিতে পৌরিত।
ব্রজপুরে পাঠাইল মধুপুরপতি ॥
নন্দরাজ যশোদার কারিতে পৌরিত।
ইহা বহু কার্য্য আর কি আছে সম্প্রতি ॥
পিতা মাতা যদি তার থাকিব মনে।
তবে হেন বৃষিব কিছু নাঞ্চি অগুরণে ॥
সেই অমৃতবন্ধু কহে জগতে না ছাড়ে।
মুনি যদি হয় সেই ছাড়ে না পারে ॥
মাতা পিতা হৈতে বন্ধু কেবা জিহুবনে।
আজন্ম সেবার ধার না যায় শোধনে ॥
অন্ত সহে অন্তের মিত্রতা বিভূষন।
নিজ কাব্য অবধি তাহার প্রয়োজন ॥
রক্তিস্রব জ্বলিয়া পুরুষে নারী তেজে ॥

মধুরস লাগিয়া ভয়রে পুণ্য ভঞ্জে।
নির্জন পুরুষ হৈলে বেড়া নারী ধোড়ে ॥
দুর্দল মূপতি দেখি প্রজা পরিহরে ॥
বিদ্যা পড়ি শিষ্য ছাড়ে গুরু সন্নিধানে।
ফল না থাকিলে বৃক্ষ তেজে পক্ষগণে ॥
অতিথি ভোজন করি গৃহ ছাড়ে যায়
রতিভোগ করি তার ভোজিয়া পলায় ॥
মৃগ নাহি থাকরে দেখিলে দৃশ্যন।
জলহীন সরোবরে তেজে হংসগণ ॥
এ সব পৌরিত্তি নিজ কার্য্য সাধিকারে।
প্রয়োজন বহু কিছু কার্য্য নাহি আরে ॥
এইরূপ কহে গোপী উদ্ধবের আগে।
কহিতে কহিতে শুক হেল অমুরাগে ॥
দেহ মন বচন গোবিন্দে সমর্পণ।
লজ্জা পরিহারি গোপী করয়ে ক্রন্দন ॥
মুক্তকণ্ঠ হয়। কক্ষ স্তন কর্ম্ম গার।
অঙরি অঙরি গোপী কান্দে উচ্চ রায় (১) ॥
(দৈবেতে আইল তথা এক মধুকর।
চরণ নিকটে তাহা দোখি এ মুখর ॥)
কোন গোপী জোব করি উদ্ধব গোচরে।
অমর কল্পিয়া মৃত হলে কিছু বলে ॥
মল্লার রাগ।
সৌভিনের কুচতটে বিলোলিত মালে।
তাহার কুম্ব পোর মূখ-লোম্বালে ॥
পরশ না কর ত্বজ চরণ অমার।
বহুকুল বিভূষন এ মৃত সাহার ॥
শুন শুন অমর হে কিতবের মিত।
ভালত বাল এ তুমি মৃত স্মরিত ॥

(১) পাঠান্তর,—“উল্লার”।

অহো ধন্য গোপী তুমি জগতে পুজিতা ।
 সাধিলে সকল সিদ্ধি ত্রৈলোক্যবান্ধিতা ॥
 গোবিন্দে এক্রূপ যার চিত্ত আরোপণ ।
 কি তার কহিব ভাগ্য সফল জীবন ॥
 দান ব্রত তপ হোম তপ যজ্ঞ করি ।
 কোটি কোটি জন্মে যদি সাধিবারে পারি ॥
 তবে সে এমন ভক্তি হয় নারায়ণে ।
 হেন ভক্তি তুমি সব লভিলে কেমনে ॥
 মূনির ছন্দ ভক্তি দেখিল তোমার ।
 ভাগ্যে তুমি ভেজিলে বান্ধব পরিবার ॥
 অহো ভাগ্যপতি আৰ্য্য (১) ভেজিলে সকল ।
 কুলশীল ভেজিয়া ভজিলে দামোদর ॥
 পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণে কৈলে সৰ্ব সমর্পণ ।
 ভাগ্যে তোমা-সভা স'জ হৈল দরশন ॥
 এত অজুগহ কৈল কৃষ্ণের বিরহে ।
 তে-কারণে দরশন তোমা সভা সহে ॥
 (এত কহি উদ্ধব হইয়া পুটাজলি ।
 স ল নয়নে কহে প্রেমে কুতূহলী ॥)
 শুন গোপী কৃষ্ণের সম্বেশ সুখময় ।
 যে কহিয়া আমাকে পাঠাইলা দয়াময় ॥
 সৰ্বভাবে নাহি হয়ে আবার বিচ্ছেদ ।
 বিচারিয়া বুঝ গোপী পরিহর খেদ ॥
 পঞ্চভুত ব্যাপৃত সকল চরাচর !
 অস্তরে বাহিরে হেন আছে নিরন্তর ॥
 এইরূপ তুমি-সব জানি নিশ্চয় ।
 সৰ্বজীবে বসি আমি সৰ্ব জীময় ॥
 আপনে আপনা নৃজি করিএ সংহার ।
 আপনাকে আপনি পালএ সৰ্বকাল ॥
 হেন আছে আমার মায়ায় অজ্ঞতা ।
 ব্রহ্মাদি বন্ধিতে নারে অচিন্ত্য প্রভা ॥
 জ্ঞানময় ীব নিত্য শুদ্ধ সুখময় ।
 নাহি জানি লাভ তার নাহি অপচয় (২) ॥
 সুখ দুঃখ যত তারা মনের বিলাস ।
 জ্ঞান হলে সেই সব অবিনাশ বিনাশ ॥
 মিথ্যা হেন জানি যেন জাগিলে নশন ।
 এইরূপ বিচারিলে ছুটয়ে ভরম ॥
 সকল স্ত্রিয় যদি কৃষ্ণিএ যতনে ।
 নিত্য শুদ্ধ সৰ্ব বেদে তাহা জানয়ে তখনে ॥

এই অর্থ সৰ্ব বেদে কহে সৰ্ব শাস্ত্র ।
 সাংখ্য যোগে কহে সতে এই ভদ্র শাস্ত্র ॥
 ত্যাগ তপ দয়া সত্য এই যাত্র সাধি ।
 নদ নদী গতি বেন সমুদ্র অবধি ॥
 দূরে আছি আমি তার কহি এ কাশ্যণ ।
 আমার ধ্যান যেন করে অক্লেশ ॥
 যার প্রিয়পতি থাকে অতি দূরদেশে ।
 সতত নারীর চিত্ত পতিদেহে বৈসে ॥
 নিকটে থাকিলে তার না হয় আদর ।
 বিশেষে নারীর চিত্ত সহজে চপল ॥
 এই সে কারণে আমি দূর দেশে বসি ।
 সতত থাকিবে চিত্ত আমাতে নিবশি ॥
 আশা লাগি লোক বেদ সকল ভেজিলে ।
 চিত্তবৃত্তি সকল আমাতে নিয়োজিলে ॥
 আমার চরিত্র কর সতত ধ্যান ।
 আশা বিনে িন্তে কিছু নাহি তার আন ॥
 সতত পীরিত্তি করি আমারে ভি লে ।
 এতেকৈতি তুমি-সব আমারে পাইলে ॥
 আমাকে লভিলে তার নাহি কোন সিদ্ধি ।
 এ ষোল বখিয়া আশা চিত্ত নিবশি ॥
 এতেক বচন কৃষ্ণ কহিল সাক্ষাতে ।
 তুমি সব বখিয়া সন্তোষ কর চিত্তে ॥
 কৃষ্ণের বচন শুনি উদ্ধবের মুখে ॥
 আশ-ভর্য অবলম্বী গোপী পাইলা জুখে (১)
 এতেক বচন শুনি ব্রজবধুগণে ।
 কহিতে লাগিলা কিছু হরষিত মনে ॥
 এই ভাগ্য কংস সবংশে হইল নাশ ।
 রিপু সংহারিয়া কৈলা বহুকূলে বাস ॥
 সৰ্ব মনোরথ সিদ্ধি হৈল বন্ধুগণে ।
 গোপী সহ কুশলেত আছেন এখনে ॥
 এক কথা পুছিব উদ্ধব মহাভাগ ।
 পুরবধুগণে কৃষ্ণ করে অজুরাগ ॥
 পুরনারী প্রসাদ কক্কক পুররাজে ।
 তার কথা না কহিয় গোপীর সমাঝে ॥
 সন্তত অধর-মধু করাইয়া পান ।
 ভেজি গেল কৃষ্ণ যেন তুহারি সমান ॥
 কিরূপে কমলা দেবী সেবে পদযুগে ।
 এমনত বঞ্চকে না বাঢ়াই অমুরাগে ॥

(১) পাঠান্তর,—“অহো ভাগ্য পতি স্ত্রী ।”

(২) পাঠান্তর,—“অভিশয়” ।

(১) পাঠান্তর,—

“ভনিঞ গোপীর চিত্তে পুছিল কোঁতুকে ।”

হেন বৃকি তাহার উত্তম বশ ন্তনি ।
 কুলিল কমলা দেবী তবু নাহি জানি ।
 বনচরী আমি-সব নাহি গুরুপুত্রী ।
 তার গুণ কেন বা গাঠিব উচ্চ করি ।
 পুরপতি-কথা পুরনারী আগে কহ ।
 তার ঠাক্রি যে তোমার বাহিত তা লহ ॥
 অর্জুনের প্রিয় তার (১) নপুংসক সখা
 আশা বিদ্যমানে তার না কহিব কথা ।
 ব্রহ্ম বলহ (২) ধরি এত দোষ জান ।
 তবে কেন ভজিলে তাহার কথা শুন ॥
 অর্গ মর্ত্য পাতালে এমন নারী বৈসে ।
 তাহার কপট হাস কটাক্ষ বিলাসে ॥
 সে রূপ দেখিয়া যে নহিব বিমোহিতা ।
 কি দোষ আমার যার কমল বনিতা ॥
 (গুপ্তিতে গুপ্তিতে তুঙ্গ পেল পরমূলে ।
 অধিক তখন গোপী কটুবাক্য বলে ॥)
 পারে না পড়িহ তুঙ্গ না ধর চরণে ।
 বিনয়ে পণ্ডিত সে কপট ভাল জানে ॥
 তুঙ্গি সে তাহার দূত জানিস চাতুরী ।
 তাহার কপটে গোপী ভণ্ডিতে না পারি ॥
 (আশা অবিসিত তার নাহি কোন রীত ।
 কহিতে দাক্ষণ কথা লাগে বড় ভীত ॥)
 পতি স্তম্ভ গৃহকুল তাহা লাগি তেজি ।
 সে কেন তেজিয়া যায় কৃত্য নাহি বুঝি ॥
 এতেকে জানিলু তার মুখ ব্যবহার ।
 বর্ষাধর্ম কিছু তার নাহিক বিচার ॥
 (আত্মক এ সব কার্য শুন অস্ত্র গত ।
 সংসার বিখ্যাত পুণ্ডিতন বত বত ॥)
 বিনি অপরাধে বালি বিদ্ধি কেন যারে ।
 সূর্য্যবংশে অগ্নিঞা ব্যাধের কর্ম করে ॥
 জ্বর লাগি বনে বনে বেড়ার ভ্রমিয়া ।
 শূর্ণপথার নাক কাণ পেলায় কাটিয়া ॥
 বলিরাজা আছিল ত্রিকুবনের ঈশ্বর ।
 তার নৃজা লয়্যা তার হরিল সকল ॥
 পাতালে বাক্রিয়া তারে নিল নাগপাশে ।
 কাকে বলি খায়্যা বেন সেই বজ্র নাশে ॥
 নামে কালরূপে কাল কালিয়া অস্তরে ।

তার সঙ্গে পীরিতি বা কোন জনা করে ॥ (১)
 তবু তার কথাখানি ছাড়নে না যায় ।
 না দেখিল আমি সব তাহাতে উপায় ॥
 যদি বল তার কথা না কহিব আর ।
 নারী হয়্যা কেমনে পারিব ছাড়িবার ॥
 সঙ্কত বাহার গুণ শুনি ধীরগণে ।
 স্তম্ভ দার স্তম্ভদ (২) তে-য়ে সেইকণে ॥
 পক্ষ বেন ব্রহ্ম তেন ভিক্ষা মাগি খায় ।
 নারীজাতি আমি-সব কি আছে উপায় ॥
 কুটিলের বচন মানিল সত্য বরি ।
 কুলিকের গীতে বেন ধূগ মরে ভুলি ॥
 একে তার কথা ছাড়ি আন কথা কহ ।
 কিছু যদি চাহ তুমি তাহা মাগি লহ ॥
 সত্য কি আসিব হেথা সে নন্দনন্দন ।
 কিংবা তথা লঞা যাবে এই গোপীগণ ॥
 কিবা মধুপুরে হরি আছয়ে কুললে ।
 পিতা মাতা বদ্ধ কি স্তম্ভের কোনকালে ॥
 কিঙ্করীগণের কথা শুনিলে কহিতে ।
 শ্রীভুক্ত কুলিয়া আর করে দিবে মাথে ॥
 তুঙ্গ লক্ষ্য করি গোপী উদ্ধবের স্তরে ।
 এইরূপে নানা বাণী বলে নানা ছলে ॥
 উদ্ধব দেখিয়া ভণ্ডিত রস মহোদয় ।
 গোপীগণে শাস্তিয়া কি বলে মহাশয় ॥
 আসিব গোবিন্দ গোপী চিত্ত স্থির কর ।
 নিকটে দেখিবে হরি খেদ পরিহর ॥
 বিদগধ-শিরোমণি রসিক-শেখর ।
 মোহন নারীর চিত্ত কাঙ্ক্ষ কত বড় ॥
 পীরিতি বাচার কি নগর-নারীগণে ।
 তারা সব পীরিতি করয়ে কেন মনে ॥
 সলজ্জ মধুর হাস লীলা নিরীক্ষণে ।
 আমি-সব গোবিন্দ ভজিলু অত্মকণে ॥
 বিবিধ লাষণা তারা জানে পুরনারী ।
 রত্নকলা-রস-সুন্দর রসিক মুরারি ॥
 দুইয় পীরিতি লাগি দুইয় বন্ধন ।
 আর কি আসিবে হরি গোবুলে এখন ॥

(১) পাঠান্তর,—

“নাথ কাল রূপে কাল অস্তরে কালিয়া ।
 তার সনে পীরিতি কবে নিলজ্জ হইয়া ।”

(২) পাঠান্তর,—“হৃদযিত” ।

(১) পাঠান্তর,—“জিতো” ।

(২) পাঠান্তর,—“ব্রহ্মের ভ বল” ।

পুরনারী সমাধে বসিয়া কোন কালে ।
গোষ্ঠী মধ্যে নানাবিধ কথা অবসরে ॥ (১)
কতু কি শ্রুত্রে হরি ব্রজপুরনারী ।
কবে আর সে রূপ দেখিব আঁখি ভরি ।
সে সব রজনী কিবা হয় শ্রুতরণে ।
কন্দ কুমুদ চক্রে চাক্র বৃন্দাবনে ॥
কিঙ্কণী-কঙ্কণ মণি-নুপুর-বাজন ।
মধুর বিলাস রস মধুর ভাষণ ॥
রমণী সমাধে ষাথে কৈলা রাসকেলি ।
সে সব রমণী কি শ্রুত্রে বনমালী ॥
আর কি আসিব এথা সে নন্দনন্দন ।
যেথা দিয়া গোপীগণের রাখিব জীবন ॥
কেন আর এখায় আসিব বনমালী ।
রাজ্যপদ পাইল রিপু নিপাতন করি ॥
বহুগণ সহ হৈল একত্রে মিলন ।
বিভা করি আনিবেন রাজকন্তাগণ ॥
গোপনারী মোরা-সব বসি বনে বনে ।
কি কাজ এখন তাঁব আশা-সভা সনে ॥
আন নারী করি তাঁব কিবা বস্তুজ্ঞান ।
লক্ষ্মীপতি আপনৈই পূর্ণ তগগন ॥
কহিলা পিজলা বেশা তাহাই শ্রুতির ।
তমু তার আশাখানি ছাড়িতে না পারি ॥
নৈরাশ্য পরম সুখ আশা হুঃখময় ।
পিজলা বেশার বাণী সেই সত্য হয় ॥
তাহা জানি তহুত ছাড়িতে নারি আশা ।
না পারি তিলেক তাহার শু । ভায়া ॥ (২)
তজুক কমলাদেবী হৈৎসা নাহি করে ।
তমু লক্ষ্মীদেবী তাঁর অঙ্গ নাহি ছাড়ে ॥
হেন কৃষ্ণ গোপী-সব পাসরে কেমনে ।
সেই যমুনার জল সেই বৃন্দাবনে ॥
সেই ধেনু বৎস সেই শিশু বিদ্যমান ।
সেই গোবর্দ্ধন গিরি মুরলীর সান ॥
পুনঃপুন নন্দঘোষ করান শ্রবণ ।
বিস্মিলে কৃষ্ণগুণ নহে বিস্মরণ ॥
সেই পদকমল দেখিএ ভূমিতলে ।
পাসরিলে দশগুণ অঙ্গুরাগ বাঢ়ে ॥

(১) "পুরনারী সমাধে বসিয়া কোন কালে ।
গোষ্ঠী মধ্যে নানাবিধ কথা অবসরে ॥"

—পাঠান্তর ।

(২)—পাঠান্তর ।

"বহিতে না পারি না কহিলে তার কথা ।"

হে কৃষ্ণ হে রমানাথ হুঃখ-বিনাশন ।
হে গোবিন্দ এজন্য হুরিত-খণ্ডন ॥
মজিল গোবুল কৃষ্ণ এ শোকসাগরে ।
বারেক উদ্ধার নাথ নিজ পরিকরে ॥
এইরূপে বিলাপ করয়ে ব্রজনারী ।
রহিল কশেক গোপী চিত্ত স্থির করি ॥
কৃষ্ণের লনেশ শুনি চিত্ত সমাধিল ।
বিস্মৃতি করিয়া উদ্ধবে পূজা কৈল ॥
পান্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে পুজিল বিধানে ।
কুশল ঞ্জাসা কৈল প্রবোধ বচনে ॥
এইরূপে প্রতিদিন প্রভাত বিহানে ।
উদ্ধবের সঙ্গে বসি রহে গোপীগণে ॥
কৃষ্ণকথা কহিয়া গোষ্ঠায় দিন রাত ।
কৃষ্ণ বিনে আন কাহো নাহি অবগতি ॥
দেখিয়া গোপীর প্রেম-ভক্তির উদয় ।
দেহধর্ম্য পাসরে উদ্ধব মহাশয় ॥
দেখিয়া গোবুলবাসীর প্রেমের প্রবন্ধ (২) ।
তিলে তিলে উদ্ধবের বাঢ়য়ে আনন্দ ॥
রাত্রি-দিন উদ্ধব গোবিন্দ গুণ গায় ।
নিরবধি গোপকূলে আনন্দ বাঢ়ায় ॥
যত দিন উদ্ধব আভিলা ব্রুকূলে ।
ক্ষণ প্রায় গোপগোপী মানিল সকলে ॥
দেখিয়া গোবুলে কৃষ্ণ প্রেমের প্রকাশ ।
অধি কালি করিয়া বহিলা চারি মাস ॥
গিরিতট উপবন চাহিতে চহিতে ।
আনন্ডে উদ্ধব লঞা বেড়ায় দেখিতে ॥
বিমল যমুনাজল কুমুদিত বন ।
তরু গিরি নদনদা দেখি সুশোভন ॥
বনে বনে দেখিয়া প্রভু পদ-চিহ্ন ।
না বুলিল উদ্ধব কিছুই রাত্রিদিন ॥
গোপগোপী-বেকলা দেখিয়া কৃষ্ণাবেশে ।
উদ্ধবের মনে কিছু না হয় প্রকাশে ॥
এইরূপে চারি মাস বহি ব্রজপুরে ।
মথুরা চলিতে তাঁর হইল অন্তরে ॥
চলিব উদ্ধব তবে বলে কোন বাণী ।
ধন গোবুল ধন গোবুল-রমণী ॥
ধূমি-সব ক্ষিততলে সফল জন্মিলে ।
এমত একান্ত ভক্তি গোবিন্দে লভিলে ॥
মুনি যাহা বাঞ্ছা করে পায়। ভবভয় ।
হেন ভক্তি গোপীগণে দেখিল উদয় ॥

(২) পাঠান্তর, "তরু" ।

আমি-সব বাহা বাহা করি নিরন্তর ।
 ভক্তিশূন্য জন্ম যদি ব্রহ্মার বিফল ॥
 যনে বৈসে গোপজাতি গোয়ালার নারী ।
 ভক্তিযোগে হইহার কি অধিকার ধরি ॥
 কিবা এইরূপে কৃপা করয়ে ঈশ্বরে ।
 না জানিঞা যেবা ভজে তাহাকে উদ্ধারে ॥
 না জানিঞা করে যদি ঔষধ ভক্ষণ ।
 তমূ তার রোগ যেন হয়ে নিবারণ ॥
 বস্ত্র শাস্ত্রি কাথোর অপেক্ষা নাহি ধরে ।
 ভজিলেই মাত্র কৃপা করয়ে ঈশ্বরে ॥
 করিগা নিতান্ত বতি ভজেন্ত সদায় ।
 লক্ষ্মী হয়্যা এমত প্রসাদ নাহি পায় ॥
 পদ্মগন্ধা সুরবধু কি বলিব তারে ।
 এমত প্রসাদ আন লভিতে না পারে ॥
 মহারাগোৎসবে ভূজদণ্ড কণ্ঠে ধরি ।
 কৃষ্ণ লঞা কৈলা রাস রসময় কেলি ।
 যেমত প্রসাদ ফ কৈলা গোপীগণে ।
 তেমত প্রসাদ কে লভিল ঐ ভুবনে ॥
 বৃন্দাবনে যত আছে তরুলতাগণে ।
 গোপীর চরণ ধূলি করয়ে সেবনে ॥
 তুণ এক হয়্যা জন্ম হউ মোর তাথে ।
 পদরক্ত গোপীর লভিব কোন মতে ॥
 স্বজন বান্ধব আত্মকুল ধর্ম ছাড়ি ।
 ভজিল মুকুন্দপদ দৃঢ় ভক্তি করি ॥
 যে পদবী অরেক্ষ করে শ্রুতিগণে ।
 হেন রক্ষপদ গোপী লভিল আপনে ॥ (১)
 কমলা পুঞ্জিত পদ ব্রহ্মাদি বন্ধন ।
 মহাযোগেশ্বর যাব করয়ে চিস্তন ॥

(১) পাঠান্তর,—“ভজিল” ।

হেন চরণারবিন্দ কুচে আরোপিয়া ।
 ছাড়িয়া বিরহ তাপ হৃদয়ে ধরিয়া ॥
 বন্দো ব্রজবধু পদ রেণু নিরন্তর ।
 যার গুণ পূণ্য কথা ভুবন মজল ॥
 গোপীগণে আত্মা মাগি লই অল্পমতি ।
 নন্দ যশোদার ঠাকুর করিয়া মিনতি ॥
 গোপগণে সন্তাষিয়া মাগিল বিদায় ।
 রথে চটি উদ্ধব চলিলা মথুরায় ॥
 পাছে পাছে চলিলা গোকুল নরনারী ।
 নানা উপহার দিয়া কাকুবাদ করি ॥
 নন্দ-আদি গোপগণে করি ঠোড় করে ।
 কান্দিতে কান্দিতে কিছু বলে উচ্চস্বরে
 চিত্তবৃত্ত রহ কৃষ্ণচরণ আশ্রয়ে ।
 রক্ষ বিনে চিত্তে যেন আন নাহি লয়ে ॥
 বাণী যেন কৃষ্ণগুণ কহে নিরন্তর ।
 প্রণাম করিতে যেন রহে কলেবর ॥
 কর্মবন্ধে যথা তথা হয় উতপতি ।
 জনমে জনমে যেন রহে কৃষ্ণ রতি ॥
 প্রভুর ইন্দ্ৰিয় জন্ম হোক যথা তথা ॥
 কতু যেন না ছাড়ি কৃষ্ণের গুণকথা ॥
 এই মতে গোপগণে বৃষ্ণে ধরি আশা ।
 উদ্ধবে পাঠায়্যা দিলা করিয়া সন্তাষা ॥
 উদ্ধব মথুরা আসি কৃষ্ণে সন্তাষিলা ।
 প্রণাম করিয়া সব কথা নিবেদিলা ॥
 বন্দেব বনভদ্র বন্দিবা চরণ
 রাজ বিদ্যামানে লঞা দিল উপায়ন ॥
 উদ্ধব-সংবাদ এই শ্রবণে অজুসারে ।
 কহিল প্রবন্ধ বন্ধ গুণিবার তরে ॥
 শ্রীগদাধর ভক্তি রস গুরু জান ।
 ভাগবত-আচায্যের মধুরস গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

দশমস্কন্ধে সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় ।

বসন্ত রাগ ।

শুকদেব বলে রাজা তবতপ্রধান ।
 আর অদভুত কহি কব অবধান ॥
 সৰ্ব্বজ্ঞের শিরোমণি সৰ্ব্বতত্ত্ব জানে ।
 সত্যবাদী প্রভু সত্য করিব পালনে ॥
 সৰ্ব্বভূত আত্মা পরিপূর্ণ ভগবানে ।
 কুবজীর পীরিত্তি করিব আছে মনে ॥
 কামানলে দগধে কুজায় কলেবর ।
 তে কারণে গেলা কৃষ্ণ কুবজার ঘর ॥
 আশ্রয়গ যত্নগণ উদ্ধব সংহতি ।
 কুবজীর ঘর গেলা প্রভু যত্নপতি ॥
 দিব্য পরিচ্ছদ ঘর বিচিত্রনিৰ্ম্মাণ ।
 বহুবিশ বসন ভূষণ অম্বপান ॥
 বিচিত্র পতাকা ধ্বজ মুকুতার বারা ।
 বিলোপিত তোরণ বিন্তান মণিমালা ॥
 ধূপ দীপ গন্ধ কুসুমোত্তে বিভূষিত ।
 দিব্য পুর মন্দির প্রাচীর ধরে ধরে ॥
 উদয়িলা গিয়া কৃষ্ণ কুবজীর ঘরে ।
 কৃষ্ণ-আগমন শুনি উঠিলা সত্বরে ॥
 স্মরিতে চলিয়া গেলা কৃষ্ণ বিজ্ঞমানে ।
 চারি পাশে সখীগণ মাঝে দিব্য নারী ॥
 প্রণাম করিয়া রহে জোড় কর করি ।
 দিব্য উপহার দিয়া পূজিল বিধানে ॥
 আনন্দে পুজিল কৃষ্ণ সব নারীগণে ।
 উদ্ধব পূজিয়া দিল বসিতে আসন ॥
 একে একে পুজিল সকল সঙ্গিগণ ॥
 তবে কৃষ্ণ কেল তার মন্দিরে প্রবেশ ।
 নরলীলা করে প্রভু ধরি নরবেশ ॥
 দিব্য সিংহাসনে তবে বসিয়া ত্রিহরি ।
 চন্দনে লেপিল অঙ্গ মারজন করি ॥
 স্নগন্ধি কুসুম মালা বসন ভূষণ ।
 কপূর ভাষুল দিয়া কৈল আরাধন ॥
 সলঙ্ঘ্য কটাক্ষ ভকতজিম বিলাস ।
 কুক্কিত অধরপুট মন্দ মধুহাস ॥
 কামতাব প্রকাশিয়া নিকটে দণ্ডায় ।
 করে ধরি কুবজী আনিল যত্নায় ॥
 রমিঞা রময়ে প্রভু কুবজীর মন ।
 সতে পুণ্যলেশ কার গন্ধ আরোপণ ॥

সেই হেতু কুবজী রমিল রমাকান্ত ।
 বুঝায় ভকতে সব আপনে নিভান্ত ॥
 বাহ পসারিয়া কৃষ্ণ কৈল আভিজন ।
 কুবজীর সৰ্ব্ব দুঃখ হৈল বিমোচন ॥
 আনন্দ মুকুতি স্নেহময় ত্রিনিবাস ।
 রমিয়া পুরাইল কুবজীর অভিলাষ ॥
 যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যার না পায় খেদানে ।
 হেন বক্ষ কুবজী লভিল গন্ধদানে ॥
 কংযোড়ি কুবজী প্রভুর আগে বলে ।
 কথোদিনে রহ প্রভু না ছাড়িছ মোরে ॥
 হাসিয়া গোবিন্দ তারে দিল কাম্য বর ।
 নিজপুরে চলি গেলা প্রভু সুরেশ্বর ॥
 দুঃখে আরাধিলে যার নহে আরাধনে ।
 হেন কৃষ্ণ আরাধিয়া বিবিধ বিধানে ॥
 বর মাগি লয় যে কুমতি মুচ জন ।
 মুকুতি লভিয়া লয় আপন বন্ধন ॥
 অকুরের ঘরে তবে গেলা ভগবান ।
 উদ্ধব করিয়া সঙ্গে ভাই বলরাম ॥
 কিছু কার্য সাধিব প্রভুর আছে মনে ।
 অকুর সন্তোষ হৈলা প্রভুর দর্শনে ॥
 ভক্তাধীন প্রভু হেলা অকুরের ঘরে ।
 অকুর দেখিয়া কৃষ্ণে উঠিলা সত্বরে ॥
 প্রণাম করিয়া কৈল প্রেম-আভিজন ।
 পরম সন্তোষ হৈলল হাসিত বদন ॥
 বলদেব উদ্ধব মাধব তিন জনে ।
 অকুরের কৈল তবে চরণ বন্দনে ॥
 আতিথ্য বিধানে তবে পুজিলা অকুর ।
 আনন্দে প্রণতি স্তুতি করিলা প্রচুর ॥
 দিব্য সিংহাসনে বসাইলা তিনজনে ।
 সুবাসিত জলে কৈল পান প্রক্ষালনে ॥
 পীত পট্ট অঘর বিবিধ অলঙ্কার ।
 ধূপ দীপ চন্দন বিবিধ উপহার ॥
 বহুবিশ বিধানে পুজিত মহামতি ।
 ভূমে লোটাঁইয়া কৈল বহু দণ্ডহুতি ॥
 তুলিয়া ধরিল শিরে চরণ-কমল ।
 তবে আরোপিল লঞা বৃকেন্দ্র উপর ॥

হৃদয়ে চরণ ধরি বলে কোন বাণী । (১)
 পাপ কংস মৈল এই মহাভাগ্য মানি ॥
 যদ্বুল উদ্ধারিলে তুমি নারায়ণ ।
 হৃদয় হৃৎকের তুমি কৈলে বিমোচন ॥
 দুই ভাই তোমরা সাক্ষাৎ ভগবান ।
 জগতকারণ দুই পুরুষ প্রধান ॥
 তোমা বিনে কিছু আর নাহি ত্রিভুবনে ।
 কার্য কারণ নহে তোমা দুই বিনে ॥
 আপনে আপনা তুমি সৃজ নানা করি ।
 সর্বত্র ব্যাপিয়া আচ্ছাদন শক্তি ধরি ॥
 যত দেখি যত শুনি জীব চরাচর ।
 না জানিঞা নানারূপ কহিএ সকল ॥
 এক এক পঞ্চভূত যেন দেখি নানা ।
 বিবিধ শরীরে করি বিবিধ কল্পনা ॥
 বিচারিলে পঞ্চভূত বিনে নহে আন ।
 বিচারিলে এইরূপ তুমি ভগবান ॥
 তুমি সে কেবল আছা স্বতন্ত্র বিহার ।
 জীবরূপে কর তুমি জগত সঞ্চার ॥
 এক হঞা নানারূপে করহ প্রকাশ ।
 তোমা বিনে আর যত মনের বিলাস ॥
 রজো গুণে সৃজ তুমি সত্ত্বগুণে পাল ।
 তমোজ্ঞ ধরি তুমি জগত সংহার ॥
 তব গুণে বদ্ধ নহ তুমি জ্ঞানময় ।
 কর্ম কর কর্মফলে বন্ধন না হয় ॥
 জীবের বন্ধন মোক্ষ সেহ সত্য নহে ।
 অজ্ঞ নিরঞ্জন জীব সর্ব বেদে কহে ॥
 তোমার বন্ধন মোক্ষ এ কোন বিচার ।
 সত্ত্ব শ্রবণে যার ঋগুয়ে সংসার ॥
 তবে মুক্তি ধর তার নাহি কারণ ।
 বেদপথ-ধর্ম হয় মথনে লক্ষ্যন ॥
 তখনে প্রকট তুমি করহ প্রকাশ ।
 ধর্মপথ স্থাপিয়া পাবণ কর নাশ ॥
 এখনে হরিতে চাহ পৃথিবীর ভার ।
 বসুদেবের আসি কৈলে অবতার ॥
 রাবণেশ ধরিত্তা অপরগণ আছে ।
 সৈন্তে তা-সভা তুমি বিনাশিবে পাছে ॥
 জগতে নির্মল স্বপ্ন করিবে বিস্তার ।
 সেই সে কারণে তুমি কৈলে অবতার ॥
 আজ ধনু হৈল যোদ এ ঘর বসতি ।
 তুমি প্রবেশিলে যার ত্রিজগতপতি ॥

তুমি সর্বলিঙ্গদেব ব্রাহ্মণমুরতি ।
 তুমি সে জগত গুরু সর্বলোক-গতি ॥
 ত্রিগত পবিত্র বাহার পদজলে ।
 হেন প্রভু প্রবেশ করিলা মোর ঘরে ॥
 হেন কি পণ্ডিত আছে তোমা পরিহরি ।
 অস্ত্র দেব শরণ লইব দূচ করি ॥
 ভক্তের প্রিয় তুমি জগত-সুহৃদ ।
 সত্যবাদী প্রভু কৃত্য-বখে সুপণ্ডিত ॥
 ভিলেহ মাত্র তুমি দেহ সর্বকাম ।
 ভক্তের তবে তুমি দেহ আশ্রয়-দান ॥
 তথাপি তোমার কিছু নাহি অপচয় ।
 তোমাকে ছাড়িয়া কি পণ্ডিতে আন লয় ॥
 এই ভাগ্য প্রভু মোর দেখিলু তোমায়ে ।
 ভক্তগতি যার নাহি জানে যোগেশ্বরে ॥
 হেন প্রভু সনে মোর হৈল দরশন ।
 কৃপা করি হিঙ যোদ যার বন্ধন ॥
 এত স্থতি কৈলা যদি অকুর স্মর ।
 হাসিয়া বোলয়ে প্রভু বচন গম্ভীর ॥
 : মি গুরু পিতৃব্য আমার বন্ধুজন ।
 আমি সব পুত্র হই করিবে পালন ॥
 পোষণ রক্ষণ তুমি করিবে সর্বথা ।
 তুমি পুত্র বন্দ্য কহ এ নহে অন্যথা ॥
 তুমি-সব বিশেষে জগতে সুপণ্ডিত ।
 সাধুজনে তোমা-সব সেবয়ে নিশ্চিত ॥
 পূণ্যতীর্থ বৈষ্ণব দেবতা আরাধন ।
 অবশ্য এ সব সেবা করে সাধুজন ॥
 জলময় তীর্থ যত আছে ক্ষিতিতলে ।
 ধাতু-শিলাময় যত দেবমুষ্টি ধরে ॥
 এ সব পবিত্র করে কিন্তু চিরকালে ।
 দর্শন মাত্রের সাধুজনে ত্রাণ করে ॥
 পরম বৈষ্ণব তুমি সত্য পুণ্ডিত ।
 বিশেষে আমার : মি পরম সুহৃদ ॥
 একখানি কার্য তুমি সাধিবারে চাহ ।
 পাণ্ডুপুত্র দেখিতে হস্তিনাপুরে যাহ ॥
 পঞ্চাশ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির আদি করি ।
 পরম দুঃখিত তারা শিশুকাল ধরি ॥
 পিতার বিরোগ তাদের হৈল শিশুকালে ।
 যতরাষ্ট্র তা সভারে আনিল নিজপুরে ॥
 তথাই থাকয়ে তারা দোকমুখে শুনি ।
 বড় দুঃখ পায় তারা হেন অস্থানি ॥
 ঋক্সাজা যতরাষ্ট্র কুপ্ত-অধীন ।
 পালিতে না পারে রাজা বুদ্ধ যতিহীন ॥

ভাল মন্দ আপনে জানিঞা আইস তুমি ।
তবে আমি কুশল করিব তবু জানি ॥
এতক বচন শ্রুত্ব বুলিয়া অকুরে ।

সগণে চলিয়া তবে গেলা নিজপুরে ॥
শ্রীমুখ গদগদ ধীর-শিরোমণি ।
তাগবত আচার্য্যের মধুরস-বাণী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসঃ

সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে

অষ্টচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

উনপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ত্রিরাগ ।

শুকমুনি বলে রাজা কহিয়ে তোমায়ে ।
অকুর মিলিলা গিহা হস্তিনানগরে ॥
শ্রুতরাষ্ট্র সহ গিয়া কৈল দরশন ।
দ্রোণ তীক্ষ্ণ বিদুর ভেটিল জ্ঞানেন্দ্রন ॥
(দুঃশাগন কৃপাচার্য্য কর্ণ দুৰ্যোধন ।
দ্রোণপুত্র পাণ্ডুপুত্র ভাই পঞ্চজন ॥)
কুন্তী আদি যত আছে আত্ম বন্ধুগণ ।
সামরে ভেটিল গিয়া গান্ধিনীনন্দন ॥
ভারা সব জিজ্ঞাসিল স্বাগত বচনে ।
পুছিল সকল বার্তা করি সম্ভাষণে ॥
অকুরেহো তা-সভারে পুছিল কুশল ।
অভ্যন্তরে সভার মধ্যে পুরিল অন্তর ॥
ঋণদোষ রাজার বুঝি দিনে দিনে ।
কথোদিত অকুর রহিলা তে কারণে ॥
কুপুত্র-অধীন অন্ধ তার হীন বল ।
কপট কুসল সঙ্গে রাহে নিরস্তর ॥
নিজপুত্রে পাণ্ডুপুত্রে কেমন বেভার ।
অকুর রহিল তবু জানিতে তাহার ॥
কুন্তী বিদুরের সহ ছিল সম্ভাষণ ।
ভারা দুই কহিল সকল বিবরণ ॥
পাণ্ডবের বল বা ভেজ বীৰ্য্য দেখি ।
শ্রুতরাষ্ট্র রাজা হয় মনে বড় দুঃখী ॥
প্রজা অল্পরাগ শুনি না পায় সম্ভাষণ ।
তবে আত্ম কহিব যতক তার দোষ ॥
বিষ-লাড়ু খাওয়াইল মারিবার তরে ।
ভীমকে বাঁধিয়া লঞা পেলাইল জলে ॥
অগ্নি ভেজাইল তারে ধূম্রা জড়বরে ।
এইরূপে নানা কর্ম কৈল নানা ছলে ॥

শ্রুতরাষ্ট্রপুত্র দুৰ্যোধন হ্রাচার ।
মারিয়া পেলিতে করে কতকপ্রকার ॥
কুন্তী বলে আরে ভাই শুনহ অকুর ।
আমার দুঃখের কথা কহিব প্রচুর ॥
আঁখি বায়া পড়ে নীর গদগদ বাণী ।
কান্দিয়া কহিল কুন্তী দুঃখের কাহিনী ॥
জন্ম হৈতে কহিল সকল বিবরণ ।
তবে অকুরের ঠাঞি বলয়ে বচন ॥
মাতা পিতা কভু কি করয়ে শ্রুতরণ ।
বন্দুদেব আদি যত আছে তাইগণ ॥
শ্রুতপুত্র যত আছে ভগিনী সকলে ।
কেহ কি জিজ্ঞাসা মোরে করে কোনকালে ॥
শ্রুতপুত্র আছে মোর ঋণ ভগবান্ ।
শুকতবৎসল তেঁহ পুরুষ পুরাণ ॥
অনন্ত ধরণীধর বলভদ্র নাম ।
বন্দুদেবের দুই পুত্র জগতে প্রধান ॥
কবে রাম কৃষ্ণ মোরে সাঙ্গিবে আসিয়া ।
শক্রগণ মধ্যে আছি শোকাকুলী হয়্যা ॥
ব্যাক্সের ভিতরে যেন থাকয়ে হরিণী ।
সেইরূপ রহিঞাছো মুঞ্চি অভাগিনী ॥
এ পক্ষ বালক আছে পিতৃহীন হয়্যা ।
না জানি কৃষ্ণের হয় কোন কালে দয়্যা ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জগতপালক যোগেশ্বর ।
জগতের আত্মা গতি জগত-ঈশ্বর ॥
রক্ষ রক্ষ গোবিন্দ উদ্ধার এইবার ।
তুমি পদযুগ বিনে গতি নাহি আর ॥
অপবর্গ-পদ-দাতা সে দুই চরণ ।
তবভীত-অমৃত্যু-ভয়-বিনাশন ॥

নমো নমো নমো কৃষ্ণ শুদ্ধ আত্মায় ।
 নমো যোগেশ্বর যোগানন্দ যোগেশ্বর ॥ (১)
 মুনি বলে শুন রাজা অবধান করি ।
 কুন্তীর গুণের কথা কহিতে না পারি ॥
 তোমার প্রপিতামহী কুন্তী মহাসত্ত ।
 কৃষ্ণগুণ শ্রুতির কান্দে দিবারাতি ॥
 কুন্তীর ক্রন্দনে কান্দে অক্রুর বিহ্বর ।
 রাত্রি দিন কান্দেন শব্দ নহে দূর ॥
 কণ্ঠোদিত থাকিয়া অক্রুর মহাশয় ।
 শাস্তিয়া কুন্তীর তরে গুলিলা বিনয় ॥
 মথুরা চলিব হেন বিচারিল মনে ।
 বলিলা নিষ্ঠুর বাক্য ধৃতবাস্ত্র স্থানে ॥
 ধৃতবাস্ত্র রাজা আছে সভাতে বসিয়া ।
 ছলে কিছু অক্রুর কহিল সন্তানিয়া ॥
 শুন শুন ধৃতবাস্ত্র অধিকানন্দন ।
 বিচিত্রবীৰ্য্য পুত্র তুমি মহাজন ॥
 কুরুকুলে যশ তুমি পালিলে নির্মল ।
 ধর্ম প্রজা পালিবে শাসিবে ক্ষিত্তিতল ॥
 পাণ্ডুরাজা আছিল তোমার ছোট ভাই ।
 দৈবযোগে হৈল তাঁর স্বর্গলোকে ঠাঞি ॥
 এবে রাজ্যে সম্প্রতি তোমার আধিকার ।
 হেন কর যশ যেন রহে চিরকাল ॥
 আপনার পুত্র তুমি দেখহ যেমনে ।
 পঞ্চ পুত্র পাণ্ডুর দেখিব সেইমনে ॥
 যত্নপি ইহাতে তুমি করহ অত্যাধ ।
 লোক ভরি অপযশ রহিবে কীৰ্ত্তি ॥
 অল্পকালে নরকে তোমার হৈবে স্থান ।
 এ বোল বুঝিয়া রাজা হও শাবধান ॥
 চিরকাল কহু হেথা কেহ না রহিব ।
 অবশ্য দেহের সঙ্গে বিচ্ছেদ হইব ॥
 ধন পুত্র কলত্রের কি কহিব কথা ।
 এ সব স্বপন হেন গানিহ সর্বথা ॥

(১) পাঠান্তর,—

“নমো নমো নমো কৃষ্ণ শুদ্ধ সত্ত্বময় ।
 নমো যোগেশ্বর যোগানন্দ যোগেশ্বর ॥”

এক হৈয়া আইসে জন্ত এক হইয়া যায়
 এক হৈয়া পুণ্যপাপ সুখ দুঃখ পায় ।
 অধর্ম করিয়া বিস্ত্র য় করে সঞ্চিত ।
 অস্ত্রে হইয় লয় তাহা সে হয় বঞ্চিত ॥
 পুত্র মিত্র বন্ধুগণে সব ধন খায় ।
 অধর্ম করিয়া সবে অধোগতি যায় ॥
 অধর্ম করিয়া করে ধন উপার্জন ।
 আপন করিয়া পুষে দারা পুত্রগণ ॥
 ধন না থাকিলে সেই তেজে বন্ধুগণে ।
 ব্যর্থ পাপ করে জন্ত যাহার কারণে ॥
 আপনে নরক ভোগ করে কুপণ্ডিত ।
 ব্যর্থ পরিশ্রম করি সে হয় বঞ্চিত ॥
 এ সকল যত তুমি দেখ মায়ায় ।
 শয়নে স্বপনে যেন কিছু সত্য নয় ॥
 এ বোল বুঝিয়া রাজা স্থিরচিত্ত হবে ।
 সমান করিয়া ভূমি সভারে দেগিবে ॥
 ধৃতবাস্ত্র বোলে সত্য কহিলে সকল ।
 তথাপি আমার চিত্ত সত্য সত্য ॥
 তুমি যত কহিলে সকল সত্য হয় ।
 কি কহিব মোব চিত্তে একুই না লয় ॥
 দেখরের ইচ্ছা কহু না যায় খণ্ডন ।
 সেই প্রভু যত্ববশে লভিল জনম ॥
 হরিতে পৃথীর ভার তাঁর অবতরে ।
 তাঁর ইচ্ছা খণ্ডিব শক্তি আছে কারি ॥
 বাঁচার মায়ায় পথ বুঝে না যায় ।
 মায়ায় ব্রহ্মাণ্ড কোটি স্বজন্মে লৌলয় ॥
 জগতে প্রবেশ করে করিয়া স্বজন ।
 নানা জীব নানা পথে করে নিম্নোজন ॥
 তাঁহার চরণে যোর রহ নমস্কার ।
 অচিন্ত্য মহিমা-বিন্দু উর্ব্বোধ বিহার ॥
 এতক বচন যদি বলিলা ব্রুপতি ।
 তার চিত্ত বুঝিলা অক্রুর মহামতি ॥
 একে একে বলিয়া সকল বন্ধুগণে ।
 তবে মধুপুরে তেঁহ কেলা আগমনে ॥
 কহিল সকল কথা কৃষ্ণ বিভ্রমানে ।
 ভাগবত আচাৰ্য্যের মধুরস-গানে ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং

সংহিতায় ঐক্যলিঙ্গাং দশমস্কন্ধে

একোনপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৯ ॥

পঞ্চাশ অধ্যায় ।

নট রাগ । (১)

শুক মুনি বলে রাজা পরীক্ষিত শুনে ।
সেই কথা কহি লোক শুন সাবধানে ॥
জয়সঙ্কর দুই কন্যা পরম রূপসী ।
অস্ত্র প্রাপ্তি নামে দুই কংসের মহিসী ॥
স্বামী মরণে তারা শোকাকুলী হয়্যা ।
বাপের সাক্ষাতে গিয়া কহিল কান্দিয়া ॥
জয়সঙ্ক রাজা শুনি কংসের মরণ ।
চমকি উঠিল ক্রোধে অরুণ-লোচন ॥
প্রতিজ্ঞা করিলু আজি সভার ভিতর
অ-যাদব করিব সকল ক্ষতিতল ॥
ইহা বলি রাজা ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিনী ।
চতুঃপদ কৈল তবে সেনার সাজনী ॥
কটক সাজিয়া রাজা চলিল সঙ্কর ।
চৌদিকে বেচিল গিয়া মথুরা নগর ॥
রিপুদলে রোখিল সকল মধুপুরী ।
কোলাহল শব্দ উঠিল পুরীভরি ॥
ভয়েতে ব্যাবুল লোক করে হাহাকার ।
রিপুদল দেখিয়া লাগিল চমৎকার ॥
তবে প্রভু চিন্তিতে লাগিল মনে মনে ।
অবতার করি আমি এই সে কারণে ॥
খল বিনাশিব ধর্ম করিব স্থাপন ।
অবতার করি তার এই প্রয়োজন ॥
জয়সঙ্ক রা । এঁই কৈল উপকার ।
আনিল অনেক সৈন্য করিব সংহার ॥
জিনিঞা নৃপতিগণে নিজ বশ করি ।
মহা সৈন্য সাজিয়া ব'চিল মধুপুরী ।
না মারিব জয়সঙ্ক আছে প্রয়োজন ।
আনিব অনেক সৈন্য কথিয়া সাজন ॥
এইত অশুর-বল পৃথিবীর ভার ।
এখনে করিব এই সৈন্তের সংহার ॥
হেনকালে দুই রথ হৈল উপস্থান ।
নাছিল আকাশ হতে স্রোতের বরণ ॥
দ্বিবা পরিচ্ছদ দ্বিবা ভূষণে ভূষিত ।
দ্বিবা দ্বিবা ঘোড়া দ্বিবা সারথি সহিত ॥
শঙ্খ চক্র আদি বসত দ্বিবা অস্ত্রগণ ।
রহিল প্রভুর আগে দেখে সর্বজন ॥

তাহা দেখি হৃষীকেশ বলেন বচন ।
শুন দাদা বশভদ্র বোহিনীনন্দন ॥
এই রণে চট তুমি এঁই অস্ত্র ধর ।
রিপু-সৈন্য নিনপাতিয়া মথুরা উদ্ধার ॥
আমি সব জনগিলু এই সে কারণে ।
খণ্ড বিনাশিয়া ধর্ম করিতে স্থাপনে ॥
তেইশ অক্ষৌহিনী সেনা করিয়া সংহাব ।
প্রথমে খণ্ড কিছ পৃথিবীর ভার ।
এইরূপে দুই তাই করিয়া মন্ত্রণা ।
অদ্বৈতে কাড়নী কৈল দিবা অস্ত্র সান ॥
দিব রথে চটি গেল পুরীর বাহিরে ।
যেন দুই সূর্য দেগা দিল একবারে ॥
নিজ অস্ত্র দুই প্রভু ধরে নিজ করে ।
অলপ বাহিনী সঙ্গে বহিয়া দুয়ারে ॥
শঙ্খনাদ কৈল রক্ষ শব্দ বিশাল ।
সকল সৈন্তের কৈল হৃদয় বিদার ॥
তবে রাজা জয়সঙ্ক ডাক দিয়া বলে ।
মনে পুরুষাধম কৃষ্ণ বলি তোরে ॥
তোর সনে যোর যুদ্ধ এত বড় লাজ ।
ছাওয়ালেরে জিনিয়া সাধিব কোন কাজ ॥
গোপনে থাকিস তুঞি বড় মন্দবুদ্ধি ।
কপটে বুঝিস তুঞি আরে বন্ধুবধী ॥
যদি রাম বুঝিতে তোহোর আছে মন ।
স্থির হয়্যা যের সহে করসিঞা রণ ॥
যোর অস্ত্রে কাটা গিয়া স্বর্গবাসে চল ।
যদি বা পারিস তবে আমারে সংহার ॥
হাসিয়া শ্রীহরি তবে বলেন বচন ।
শুর হয়্যা না কহে আপন পরাক্রম ॥
আপন বড়াঞি তুঞি আপনি কহিস ।
এ কথা কহিয়া ঠিকি কি সূত্র পাহিস ॥
তোহোর বচনে আমি না করিব রোষ ।
নিকটে মরণ তোরা না লইব দোষ ॥
তবে জয়সঙ্ক শুনি কৃষ্ণের উদ্ভর ।
সসৈন্তে বেচিল কৃষ্ণ রণের ভিতর ॥
রাম-কৃষ্ণ বেচিলেক সবলগাহনে ।
সূর্যে যেন আচ্ছাদিল ধূল্য পবনে ॥
কো ট কোটি গজ বাজী রথ পত্তি সেনা ।
কেহ কেহ নিজ পর না চিনে আপনা ॥

পুরনারীগণ উঠে অটালি উপরে ।
 গড়ের উপরে কেহ উঠিল মন্দিরে ॥
 শোকে বিষোহিত হয় পুরনারী চার ।
 কোথা রাম-কৃষ্ণ আছে দেখিতে না পার ॥
 গন্ধুড়-লাঞ্ছন কৃষ্ণের দেখি রথখান ।
 ভালক্ষ বলরামের রথ অল্পপাম ॥
 দুই রথ বিনে কিছু চিহ্নে না যায় ।
 তাহা দেখি পুরনারী কান্দে উচ্চ রায় ॥
 দাক্ষণ মগধবল মহাপরচণ্ড ।
 কাটিয়া গোবিন্দসৈন্ত কৈল গুপ্তগুণ্ড ॥
 শিলীমুখ স্বরতর বাণ বরিষণ ।
 বিক্রিয়া কৃষ্ণের বল হৈল নিপাতন ॥
 সুর-সিদ্ধ পুজিত প্রবল নিজ সেনা ।
 রিপুসৈন্তে আসিয়া তাহাতে দিল হান্য ॥
 নিজ-ওন-দুঃখ দেখি কঙ্কণাসাগর ।
 তুলিলা শারঙ্গ ধনু দিবা বামকর ॥
 আঁখির নিমিষে গুণ ধনুতে চড়ায় ।
 চোখ চোখ বাছি বাণ তিলকে ঘোড়ায় ॥
 যুড়িতে মেলিতে বাণ বিজুী সন্ধারে ।
 অলঙ্কিত গতি কেহ লখিতে না পারে ॥
 এইরূপে কৈলা কৃষ্ণ বাণ বরিষণ ।
 রিপুবল বিদারিয়া কৈলা নিপাতন ॥
 কোটি কোটি হস্তী ঘোড়া কাটা গেল বাণে ।
 কোটি কোটি রথ কাটা কৈল খানখানে ॥
 কারো হাত পাও কাটে কারো নাক কাণ ।
 কেহ রণ তেজি গেল রাখিয়া পরাণ ॥
 কারো মাথা কাটা গেল উঠিল আকাশে ।
 রক্তের নদী মাঝে কারো দেহ ভাসে ॥
 রক্তের নদী বহে শত শত ধার ।
 ভরল কল্লোল দেখি মহাভয়ঙ্করে ॥
 কুজদণ্ড হৈল সর্প নদীর উপরে ।
 গজদেহে বালিচর হৈল ধরে ধরে ॥
 নরমুণ্ড কুর্খ হৈল নদীর ভিতর ।
 কর পদ মৎস্ত যেন করে খড়ফড় ॥
 হয়দেহে হৈল যেন স্তীর করাল ।
 ধনুর ভরল বহে মহা উত্তরোল ॥
 কেশ লোম হৈল সত নদীর শেতলা ।
 বায়ুর আঘাতে নদী দেখি ভয়ঙ্করা ॥
 এইরূপে কত নদী বহয়ে ধ্বসে ।
 শত শত বহে নদী রণের ভিতরে ॥
 যেকূপে কেশব কৈলা সৈন্য নিপাতন ।
 বলরাম সেইরূপে কৈলা বিনাশন ॥

রিপু-সৈন্য সংহারিলা মূল-প্রহারে ।
 বধিলা সকল সৈন্য দুই সহোদরে ॥
 জরাসন্ধ-মহা-সৈন্য-অপার সাগর ।
 দুরন্ত গভীর নীর মহাভয়ঙ্কর ॥
 লীলামাত্রের কৈলা সৈন্য-সাগর সংহার ।
 প্রভুর কেবল খেলা সময়-বিহার ॥
 ত্রিভুবন উতপত্তি স্থিতি পরলয় ।
 যে প্রভুর কেবল ইংগায় মাত্র হয় ॥
 এ কোন বিচিত্র শক্তি করিব বিনাশ ।
 তথাপি বর্ণন করি সময়-বিলাস ॥
 পড়িল সকল সৈন্য রণের ভিতরে ।
 সবে জরাসন্ধ মাত্র জীয়ে একেধারে ॥
 অস্ত্র শস্ত্র নাহি তার নাহি রথ ঘোড়া
 জুড়িতে রহিল যেন পক্ষতের চূড়া ॥
 সিংহে সিংহ ধরে যেন বিক্রম করিয়া ।
 বলরাম জরাসন্ধে আনিল ধরিয়া ।
 নরপাশ দিয়া যবে করয়ে বন্ধন ।
 নিবারিয়া কৃষ্ণ তারে কৈলা বিযোচন
 তবে জরাসন্ধ রাত্তা পাক্ষা অপমান ॥
 চলিল লঙ্ঘিত হয় রাখিয়া পরাণ
 পথে রহি জরাসন্ধ কৈল সঙ্কল্পনা ॥
 করিমু দুধর তপ শিব আরাধনা ॥
 পথে আসি রাজগণে কৈলা নিবারণ ॥
 কেন মহারাজ তুমি চিন্ত অকারণ ।
 জয় পরাজয় ধন্য যুদ্ধের বেতার ।
 তাহাতে না করে বুদ্ধিমান অহঙ্কার ॥
 জয় পরা য সব অদৃষ্ট-অখান ।
 অদৃষ্ট মানিঞা রহে যে হয় প্রবীণ ॥
 এগতে গিনিলে তুমি নিজ বাহুবলে ।
 অক্ষত্রিয় বংশ আজি অপমান করে ॥
 যখনে অদৃষ্ট ভাল হৈব শুভকালে ।
 এই বুদ্ধি তখন নিবে অবহেলে ॥
 চিত্তস্থির কৈল রাজ্য প্রবোধ বচনে ।
 নিজগুরে গেল রাজ্য দুঃখ পেয়া মনে ॥
 রিপুবল-গভীর সাগর পার করি ।
 নিজবলে উদ্ধারিয়া আনিলা শ্রীহরি ॥
 পুর পরবেশ কৈলা দিগ্ভুবন-রায় ।
 স্তম্ভ মাগধ ভাটে জয়মালা গায় ॥
 প্রবাল তণ্ডুল ফল লাজ বরিষণ ।
 বিবিধ মঙ্গল বশ গায় গুরুজন ॥
 শত দুন্দুভি বাজে বিবিধ মঙ্গল ।
 সীতা রণ মন্ডপ অমর কোলাহল ॥

দুর্গন্ধি চন্দনে ছড়া প্রতি পথে পথে ।
 কুটপুষ্ট রহে লোক পূর্ণমনোরথে ॥
 পতাকা তোষণ ধ্বজে পূব অলঙ্কৃত ।
 ব্রাহ্মণের বেদ-ঘোষ শব্দে পুরিত ॥
 প্রেমমুখে পথে রহি পুরজনে চায় ।
 অকুর অক্ষত মালা চৌদিকে ছিটায় ॥
 পূরনারীগণ করে দধি বরিষণ ।
 পূর পরবেশ কৈলা দৈবকীনন্দন ॥
 বীরগণে জিনিঞা আনিল মহাধন ।
 অনন্ত ভূষণ বাস রাজ-আভরণ ॥
 অশেষ-সম্পদ-দাতা প্রভু ভগবান ।
 সকল আনিঞা দিল রাজ-বিভ্রমান ॥
 উগ্রসেন রাজ্যে সকল সমর্পিয়া ।
 পূর পরবেশ কৈলা লোক সন্তোষিয়া ॥

মহারাগ ।

শুন রাজা পরীক্ষিত অপকূপ বাণী ।
 কেন্ কর্ম কৈলা জরাসন্ধ অভিমানী ॥
 তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা করিয়া সাজন ।
 প্রথমে যেরূপে আসি কৈল মহারণ ॥
 সেইরূপ যথুরা বেটিল ছুরাচার ।
 বুঝিল কৃষ্ণের সহে সপ্তদশবার ॥
 জ্ঞাত করিলা হরি বৈরী বিনাশন ।
 সবে জরাসন্ধ যায় লঞাঞা জীবন ॥
 সপ্তদশবার রাজ্য করিয়া সংগম ।
 হারিয়া হারিয়া যায় রাখিয়া পরাণ ॥
 অষ্টাদশ বার আসি রণে পরবেশে ।
 চতুরঙ্গ সৈন্য কৈল সাজন বিশেষে ॥
 ছেনকালে কালযবন ছুরাচার ।
 ভিন কোটি স্নেহ-বল যার পাটোয়ার ॥
 নায়দের বচনে যবন ছুরাশয় ।
 যথুরা বেটিল আসি প্রভাত সময় ॥
 নারদ কহিল গিয়া শুন মহারাজ ।
 আমি কিবা তোমার সাধিয়া দিব কাজ ॥
 জিজ্ঞাসনে নাহি কেহ তোমার সমান ।
 কিছু যদুকুলে আছে বৈরী বলবান ॥
 নবদল-শ্রাম মহাপুরুষ লক্ষণ ।
 শ্রীবৎস কোমুভ গলে কমললোচন ॥
 আজ্ঞাভুলমিত চারু ভূজ বিরাজিত ।
 পীতবস্ত্র পরিধান ভুবনপুজিত ॥
 সেই মহাবৈরী আছে বিক্রমে বিশাল ।
 তার সনে যুঝ গিয়া না কর বিচার ॥

এ বোল শুনিঞা কালযবন নৃপতি ।
 ভিন কোটি স্নেহ-বল সাজিয়া কুমতি ॥
 যথুরা বেটিয়া রহে গড়ের বাহিরে ।
 বলভদ্রে লঞা কৃষ্ণ কোন যুক্তি করে ॥
 এখনে ফলিল যদুকুলে পরমাদ ।
 যবনে বেটিল আসি যথুরা সমাঝ ॥
 কালি কিংবা পরম আসিবে জরাসন্ধ ।
 তবে কোন উপায় করিব অমুঘ ॥
 যবনের সহ যুদ্ধ করিতে থাকিব ।
 জরাসন্ধে বেটিয়া সকল হরি নিব ॥
 এতেকেই দেখি যদুকুলের সংহার ।
 এ বোল বুঝিয়া করি রাখিতে প্রকার ॥
 দুর্গম বিষম গঢ় নিষ্ঠা করিয়া ।
 তাহার ভিতরে লঞ্চে বন্ধুগণে থুয়া ॥
 তবে কালযবন মারিব পরকারে ।
 মজ্জণা করিয়া হরি চলিলা সংঘে ॥
 সমুদ্র ভিতরে গঢ় দ্বাদশ যোজন ।
 তার মাঝে পুরী নিরমিল বিলক্ষণ ॥
 বিশ্বকর্মা আসি কৈল অদভূতময় ।
 প্রতিবাণী অগোচর কহিলে না হয় ॥
 রাজপথ উপপথ বিবিধ সঞ্চার ।
 বিবিধ প্রাচীর পুর অকন ছুরার ॥
 আকাশ পরশে হেম মন্দির-শিখর ।
 দ্রুটিক অট্টালি উচ্চতর থরে থর ॥
 হিমকর (১) বিনির্মিত বিবিধ লক্ষণ ।
 কল্পক্রম কল্পলতা বন উপবন ॥
 বড় বড় ঘোড়াশালা আগুরী আগুরী ।
 রজতনির্মিত তাথে কোঠা গারি গারি ॥
 মণিময় রতন-শিখর বিলসিত ।
 তাহার উপরে হেম কুণ্ড বিরাজিত ॥
 মরকত স্থল বিনির্মিত কিত্তিল ।
 দেবতা মন্দির বিরাজিত থরে থর ॥
 রাজপুর মন্দির বিচিত্র স্থানে স্থান ।
 ব্রহ্মাদি দেবে অগোচর নিরমাণ ॥
 সুবর্ণ পাঠাঞা দিল দেব পুরন্দর ।
 পারিজাত সুরতরু প্রভুর গোচর ॥
 দিব্য দিব্য ঘোড়া দিল বরণে সাজিয়া ।
 শ্বেতবর্ণ শ্রামকর্ণ ভূষণে ভূষিয়া ॥
 ধনদ পাঠায়া দিল অষ্ট মহানিধি ।
 লোকপাল সব দিল যার যে যে সিদ্ধি ॥
 যে কিছু সম্পদ হরি দিয়াছেন যারে ।
 তার তাহা আনি দিল প্রভুর গোচরে ॥

তবে কোন্ কৰ্ম কৈল প্রভু ভগবান্ ।
সকল মধুরা-লোক আনি বিজ্ঞান ।
যোগবলে খুঁইলা লঞা ধারকা ভিতরে ।
আসিয়া মধুরাপুয়ে কোন যুক্তি করে ॥
অশ্রু নাহি ধরে চারি ভুজ বিরাজিত ।

পদ্ম মালা গলে দোলে শ্রীবৎসলাহিত ।
পুরীর বাহির হয়। দিল এক রূঢ় ।
হেন অদভুত কৰ্ম করে সুরেশ্বর ॥
ভাগবত আচার্যের সরস ভাষণ ।
স্বখে যেন ভাগবত বুঝি সৰ্বজন ॥

পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশ অধ্যায় ।

গৌরী রাগ ।

তবে কালযবন চিনিল অল্পমানে ।
পূর্ণচন্দ্র সম মহাপুরুষ লক্ষণে ॥
শ্রীবৎস লক্ষণ উরে কোমল ভূষণ ।
মুদিত বদন নবকজ বিলোচন ॥
আজ্ঞামূলকিত চাক্র (১) ভুজ বিরাজিত ।
মকরকুণ্ডল গণ্ডযুগে বিলোলিত ॥
এই বাসুদেব বিনে নহে অজ্ঞান ।
নারদ কহিল যত দেখিল লক্ষণ ॥
অশ্রু নাহি ধরে কৃষ্ণ পায়ে হাঁটি যায় ।
আমার তরাসে প্রাণ রাখিয়া পলায় ॥
মুঞি অশ্রু না ধরিমু না চটিমু রথে ।
ধেয়া পিয়া এখনি ধরিমু এই মতে ॥
এতেক চিন্তিয়া কালযবন সঙ্করে ।
পাছে পাছে ধায় কৃষ্ণে ধরিতে না পারে ॥
হস্তে হস্তে পদে পদ আপনা দেখায় ।
বোদ্ধিত-হুল্লভ কৃষ্ণে ধরিতে না পায় ॥
প্রবেশ করিল প্রভু পৰ্বতকন্দরে ।
এক দিকে লুকায়া রহিল অন্ধকারে ॥
যবন প্রবেশ কৈল গুহার ভিতরে ।
দেখিল পুরুষ এক খট্টার উপরে ॥
হুঃখ দিয়া আমারে আনিঞা এতদূরে ।
স্বখে শুয়া আছ তুমি খট্টার উপরে ॥
এতেক বলিয়া সেট স্নেহে ছুরাচার ।
দৃঢ় করি দিল এক রণপ্রহার ॥
জাগিয়া উঠিল তবে পুরুষপ্রবর ।
জাঁখি মেলি চারিপাশে চাহিলা সঙ্কর ॥ (২)
সম্মুখে দেখিল চট্টৈ এক কাল যবন ।
দৃষ্টিমাত্র কৈল তাঁর ক্রোধ উজ্জ্বল ॥

ক্রোধানল জনমিল নয়নযুগলে ।
ভস্ম হৈল পুড়িয়া যবন কলেবরে ॥
তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা ভাবিয়া বিস্ময় ।
কি নাম পুরুষের তিহ কাহার তনয় ॥
কোন্ বল বীৰ্য্য ধরে দহিতে যবনে ।
পৰ্বতগঙ্ঘরে কেন আছিল। শয়নে ॥
বিশেষ ইহার মূনি কহিবে সকল ।
তবে ব্যাসমুত কহে শুনে নৃপবর ॥
স্বর্ঘ্যবংশে জনমিল যাক্ষাতা-কুমার ।
মুচুকুন্দ নাম তাঁর ধর্ম-অবতার ॥
যুতরত সত্যবন্ত ব্রাহ্মণ্যশেখর ।
আছিল। নৃপতি এই পৃথিবী ভিতর ॥
ইন্দ্র আদি সুরগণে আসিয়া সাধিল ।
অসুর জিনিতে রাজা স্বর্গপুরে গেল ॥
চিরকাল গেল তাঁর করিতে সংগ্রাম ।
ক্রোধাবেশে না জানিল রাজা বলবান্ ॥
সেনাপতি কার্তিকে লভিয়া সুরগণে ।
রাজারে রাখিল যুদ্ধ করি নিবারণে ॥
রহ-রহ মুচুকুন্দ না কর সংগ্রাম ।
যুদ্ধ রাখি কর রাজা কণেক বিশ্রাম ॥
সুরগণ পালন করিতে এতকাল ।
রাজ্যপদ-সুখভোগ নহিল তোমার ॥
পাত্র মিত্র মন্ত্রীগণ বদ্ধ হুত দায় ।
তারা কেহ নাহি কালে করিল সংহার ॥
কালরূপী ভগবান্ সবার ঈশ্বর ।
দেবের শক্তি নাহি কালের উপর ॥
কালে সৃজে কালে পালে কালে করে নাশ ।
কালের অধীন জীব কালেতে বিনাশ ॥
পশু স্রাখে পশুপালে ইংসা যদি করে ।
কাহো স্রাখে কাহো যেন ইচ্ছায়ে সংহারে ॥

(১) চারি ।

(২) পাঠান্তর,—“জাহে নিরঞ্জন”

এইরূপে জীড়া করে কাল মহেশ্বর ।
 যারে রাখে যারে হবে যার যেন ফল ॥
 কালের উপরে কোন দেবের শক্তি ।
 বুঝিয়া না কর খেদ স্তন মহামতি ॥
 বর মাগ রাজা তুনি মুক্তি পদ বিনে ।
 মুক্তি দিতে পারে মাত্র এক নারায়ণে ॥
 সুরগণবচন শুনিয়া নরেশ্বর ।
 দেবগণ স্থানেতে মাগলা এই বর ॥
 স্মৃখে নিজা যাই যেন চির পরিশ্রমে ।
 এই বর সতে আমি মাগ এ এখনে ॥
 তবে সুরগণ সেই নিজা বর দিয়া ।
 কহিল রাজ্যব তরে সন্তোষ করিয়া ॥
 স্মৃখে শুইয়া থাক আমি পরীতগহ্বরে ।
 কোন চন্দ গিয়া যদি মাগায় তোমাতে ॥
 তুমি দোখলেই মাত্র হেব ভয়সাৎ ।
 মহাভাগবত তুমি কহিল সাক্ষাৎ ॥
 মুচুকুন্দ রাজা তবে বিচারিল মনে ।
 অবতার করিব আপনে নাবায়ণে ॥
 কথোকাল রাহ আমি করিয়া শয়ন ।
 যাৎস প্রভু সতে নহে দরশন ॥
 মহাভাগবত রাজা মনে মুক্তি করি ।
 শয়ন করিয়া রহে এই আশা ধরি ॥
 তবতের ইন্দ্ৰস প্রভু করয়ে পালন ।
 আপনে তথায় গেল তাহার কারণ ॥
 ভয় হয়্যা গেল যদি স্নেহকুলনাথ ।
 আপনে চাইল কৃষ্ণ রাজার সাক্ষাৎ ॥
 সজল জলদ তহু পাতবাস ধরে ।
 শ্রীবৎস লক্ষণ ডরে বনমালা দোলে ॥
 চাক্র চতুভুজ গলে কোমলত ভূষণ ।
 মকর কুণ্ডল দোনে রাজ্যব-গোচন ॥
 প্রসন্ন বদন চক্রে কোটি পরকাশ ।
 বৈজয়ন্তমালা হলে মদন বিলাস ॥
 মস্ত মহা সিংহ জিনি বিক্রমের সীমা ।
 অতুল লাবণ্যধাম ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ॥
 অজতেজে দশদিক কৈল পরসন্ন ।
 তবে রাজা জিজ্ঞাসিতে হৈলা উপসন্ন ॥
 মহাতেজ দেখি রাজা শশঙ্ক-হৃদয় ।
 ধীরে ধীরে পুছে বিছুরিয়া বিনয় ॥
 এথা কেন আইলে তুমি কি নাম তোমার ।
 যোর মহাবনে কেন তোমার সঞ্চার ॥
 পদ্মপত্র সমতুল দুখানি চরণ ।
 কণ্টক-বিজন বনে হাঁট কি কারণ ॥

তেজস্বীর তে যেন দেখি কলেবর ।
 কিবা চক্রে সূর্য্য তুমি অগ্নি পুরন্দর ॥
 তিন দেব দেবের প্রধান হেন লম্বি ।
 সাক্ষাতে দেখি হেন এই মনে দেখি ॥
 হরিলে সকল গিরি হৈ অন্ধকার ।
 চক্রে সূর্য্য জিনি তেজ প্রকাশ তোমার ॥
 জন্ম কৰ্ম্ম নাম যদি কহ মহাশয় ।
 রূপা যদি কর তবে দেহ পরিচয় ॥
 হংসাকু মূপতিকুলে মোর উতপতি ।
 মুচুকুন্দ নাম মোর গগনে খেয়াতি ॥
 যুবনাথপৌত্র মুক্তি মাঙ্গাতাতনয় ।
 যোগ্য যদি হও তবে দেহ পরিচয় ॥
 চিরকাল জাগিয়া শ্রমিত হয়্যাছিলা ।
 তে কারণে এতকাল ধরি নিজা গেলু ॥
 কেবা আসি মোরে ভাগাইল এতকালে ।
 সেহ ভয় হৈল মোর নয়ন-অনলে ॥
 হেন অবসরে তুমি দিলে দরশন ।
 তেজঃপুঞ্জধর মহাপ্রকৃষ লক্ষণ ॥
 তেওর প্রভাব আর না পারি সহিতে ।
 গৃহিতে না পারি কিছু তোমার সাক্ষাতে ॥
 এতেক বচন শুনি প্রভু গদাধর ।
 হাসিয়া রাজার তরে দিলেন উত্তর ॥
 মেঘনাদ-গম্ভীর মধুসত্তর বাণী ।
 কহিতে লাগিল তবে প্রভু চক্রেপাণি ॥
 জন্ম কৰ্ম্ম নামের আমার অস্ত নাই ।
 আমিহ কহিতে তার অস্ত নাই পাই ॥
 পৃথিবীখন ধূলা কার গণিবারে পারে ।
 এত বড় কেহ যদি থাকয়ে সংসারে ॥
 তমূত গণিতে নারে নাম গুণ জন্ম ।
 কত অবতারে আমি করি কত কৰ্ম্ম ॥
 সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে থাকিয়ে সর্বকাল ।
 কত নাম গুণ কৰ্ম্ম জন্ম আমার ।
 সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা আদি ঋষি উতপন্ন ॥
 এ সবে আমার কিবা জানিবেক ময় ॥
 সস্ত্রুতি আমার জন্ম স্তন নরেশ্বর ।
 ব্রহ্মা-আদি দেবে আমি স্তবিল বিস্তর ॥
 পুণ্ড্র হরিতে তার বসুধেবধরে ।
 জন্ম লভিল আসি পুণ্য যত্নকূলে ॥
 বাসুদেব করি লোক বলে তে-কারণে ।
 এইরূপে নাম ধরি নানা স্থানে স্থানে ॥
 কালনেমি কংস হয়্যা জনমিঞাছিল ।
 কংস আদি অনেক অশুর নিপাতিল ॥

তোমার নয়নতেজে দহিল যবন ,
 অল্পগ্রহ কারণে আমার আগমন ॥
 পূর্বকালে প্রচুর করিলে আরাধনে ।
 তবতবৎসল আমি আইলুঁ তে-কারণে ॥
 বর মাগ মহারাজ বাহা ইচ্ছা কর ।
 সর্ব বর দিব আমি বিশ্বস্ত না ধর ॥
 আমার প্রপন্ন জন দুঃখ নাহি পায় ।
 বর মাগ নরেশ্বর বাহা মনে লয় ॥
 এবোল শুনিলো মুচুকুন্দ সুপবর ।
 গর্গবাক্য শ্রুতিরীলা মনের ভিতর ॥
 জানিল সাক্ষাৎ সেই প্রভু তগবান্ ।
 স্তুতি করে নরপতি মহামতিমান ॥
 বিমোহিত সর্বলোক মায়াতে তোমার ।
 না ভজে পদারবিন্দ চিস্তয়ে অসার ॥
 সুখ ছেতু গৃহবাস করে মূঢ়জনে ।
 সুখলেশ নাহি তাথে মাত্র দুঃখ বিনে ॥
 তিরিগণ মাঝে সবে পুরুষ প্রধান ।
 বঞ্চিত পামর লোক মূঢ় অগেয়ান ॥
 কোটি কোটি জন্ম যার পুণ্য সুসঞ্চিত ।
 ছলিত মাতৃবৎ জন্ম লভে কথঞ্চিত ॥
 তাথে অবিকল অঙ্গ পায়্যা মুঢ়জনে ।
 না ভজে পদারবিন্দ অসত্য ধোয়ানে ॥
 গৃহ-অঙ্কুশে পড়ি মরয়ে কুমতি ।
 তৃণ-লোভে কুপে যেন পড়ে পশুজাতি ॥
 আছুক আনের কাজ মুক্তি মূঢ় অন্ধে ।
 এককাল ধরি কৈলুঁ ব্যর্থ অমুবন্ধে ॥
 রাঃ-অভিমানে মোর ব্যর্থ গেল কাল ।
 রাজ্যপদ সম্পদে বাঁচিল অহঙ্কার ॥
 এ মোর পৃথিবী স্মৃত বিস্ত পল্লভন ;
 এই সবে সত্য চিন্তিলুঁ অকারণ ॥
 যেন ঘট কুড়্য এ সকল কলেবর ।
 তাথে রাজ্য ছেন গর্ক কৈলু নিরন্তর ॥
 তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথ চতুরঙ্গ সেনা ।
 সাজিয়া বেড়াও কারো না কৈল গণনা ॥
 ইতিকৃত্য চিন্তায়ে না কৈল অবধান ।
 বিবিধ বাসনা লোভে হরল গেয়ান ॥
 বিশ্বরূপট হুয়া তোমা পাসারলুঁ ।
 অসত্য ধোয়ানে নাথ আপনা বঞ্চিলু ।
 তুমি কালরূপী আছ সত্যত জাগিয়া ।
 ভিত্তেকে পেজিবে তুমি সংহার করিয়া ॥
 কনকনির্মিত রথে পুরন্দর চটিল ।
 মন্ত-মন্তকর অন্ধে উঠিয়া বলিল ॥

নরদেব ছেন নাম ধরে কলেবর ।
 অন্তকালে হৈব এহ ক্রিমি ভ্রম মল ॥
 দশদিশ জিনিলো বসিলুঁ রাজ্যাসনে ।
 রাজচক্র দাস হুয়া রহিল চরণে ॥ (১)
 সংগ্রাম করিতে কারো না রাখিল বল ।
 নারীকীড়ামুগ হৈলু ঘরের ভিতর ॥
 যদি বল স্বস্ত্র দান পুণ্য তপ কর ।
 স্তবকর্ম করি তুমি স্বর্গবাসে চল ॥
 তার কথা নিবেদিব চরণে তোমার
 স্বর্গবাস হৈলোহো না ঘুচে অহঙ্কার ॥
 নানা কর্ম করে লোক বিবিধ যতনে ।
 মহাতপ করি করে শরীর শোধনে ॥
 সর্বভোগ ত্যাগ করে ভোগের কারণে ।
 দ্রব্যের আশায় করে দ্রব্য সমর্পণে ॥
 তবে যদি স্বর্গবাস হয় পুণ্যবশে ।
 স্বর্গ-সুখ-ভোগ তারা করে নানা রসে ॥
 তবে ইন্দ্র হৈতে তুষা বাঢ়ে আরবার ।
 সুখ নহে দুঃখময় জানিলু সংসার ॥
 বধনে বাহার হৈব ভব বিমোচন ।
 তখনে তাহার হয় সাধু সমাগম ॥
 সাধুসঙ্গ মাত্র যাব হয় ধৈর্য দিনে ।
 তোমার চরণে মতি হয় সেইক্ষেণে ॥
 এই অল্পগ্রহ মোরে কেলে দম্যময় ।
 রাজ্যপদ গেল মোর ভাগ্যের উদয় ॥
 অখণ্ড পৃথিবীপতি তন্ত-রাজগণ ।
 পরিচর্যা করি করে একান্ত ভজন ॥
 বনে পরবেশ তারা করিবার তরে ।
 যে রাজ্য তেজিতে বাঁধা করে নিরন্তরে ॥
 ছেন রাজ্যপদ মোর গেল অন্যাসনে ।
 এতেক জানিলুঁ রূপা করিলে বিশেষে ॥
 বর মাগিবারে প্রভু তুমি যে বলিলে ।
 বঝিতে ভ্রাত্যের চিত্ত পরীক্ষা করিলে ॥
 তোমার পদারবিন্দ-সেবা পরিহারি ।
 অস্ত্র বর নাহি মাগোঁ প্রভু শ্রীমুরারি ॥
 ছেন কোন পণ্ডিত আহুয়ে জিতুবনে ।
 কৈবল্য-সম্পদ-দাতা কবি আরাধনে ॥
 আপনার বন্ধন মাগিয়া নৈব বর ।
 ছেন কেবা আছে প্রভু ভগতে বর্ষর ॥

(১) পাঠান্তর,—

“রাজচক্রবর্তী হঞা রহিলু আপনে ।”

তেজিয়া সকল বর আপন বন্ধন ।
তোমার চরণে নাথ লইলু শরণ ॥
চিরদিন ধরি মুঞি হুংখে জয়জয় ।
নানা অঙ্কুতাপে মোর দহে কলেবর ॥
কদাচিত্ শাস্তি মোর নহিল হৃদয়ে ।
ছয় রিপু দেহে মোর তুষ্ট নাহি হয়ে ॥
অভয় পদারবিন্দ শোকবিবর্জিত ।
সুদৃশস্বয়ং সর্ব বিবুধবন্দিত ॥
জানিঞা শরণ নিলু চরণে তোমার ।
এ ভবযাতনা যেন নহে আরবার ॥
সুনিয়া ভূত্যের বাণী শুভু দম্ভাময় ।
তুষ্ট হয়্যা বলে গুন রাজা মহাশয় ॥
ধন্য তুমি সাধু ভোম মহানরপতি ।
বরলোভে তোমার চঞ্চল নৈল মতি ॥
বরলোভে ভ্রম না করিল সাবধান ।
বরে না ভুলিলে তুমি মহামতিমান ॥
ভকতের কামে চিত্ত হরিতে না পারে ।

একান্ত ভকতি করি রহে নিরন্তরে ॥
যোগ তপে বশ যার হয়্যা থাকে মন ।
আমার ভকতি ছাড়ি কর্মপরায়াণ ॥
সকায় বাসনা থাকে চিত্তের ভিতরে ।
কাষভোগে অবশ্য তাহার মন হয়ে ॥
সুখে রাজা কর তুমি পৃথুী পয়াটন ।
আমার চরণে চিত্ত করি আরোপণ ॥
আমাতে রহিল তোমার সুদৃঢ় ভকতি ।
তপ করিবারে তুমি চল মহামতি ॥
রাজধর্ম্মে থাকি যত যুগয়া করিলে ।
পশুবধ করি দেব পিতৃযজ্ঞ কৈলে ॥
তপ করি কর সে ছরিত বিনাশন ।
তবে আর জন্মে হৈবে উত্তম ব্রাহ্মণ ।
সর্বভূত-হিতকারী তিহেবে আমারে ।
তবে তুমি আমারে পাইবে অন্তকালে ॥
ভাগবত আচার্য্যের মণ্ডরস বাণী ।
ভক্তিভাবে শুন তাই প্রেমতরঙ্গিনী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াম্

বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে একপঞ্চাদিশোধধ্যায়ঃ ॥৫১॥

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় ।

দেশাগ রাগ ।

তবে মুচুন্দ রাজা আজ্ঞা শিরে ধরি ।
প্রদক্ষিণ হয়্যা দণ্ড পরণাম করি ॥
পার্বত্যগঙ্গার হৈতে আসিয়া বাহিরে ।
ছোট ছোট সর্কতাব দেখিল সংসারে ॥
কালিয়গ হৈল ছেন বুঝি অজ্ঞানে ।
চলিয়া উত্তরমুখে বদরিকাশ্রমে ॥
গন্ধমাদনে নন্দ-নারায়ণ স্থান ।
তথা গিয়া কৃষ্ণ আরাধিলা মতিমান ॥
প্রজ্ঞাবৃত হৈয়া তপ কৈলা নিরন্তর ।
সর্বসঙ্গ তেজিয়া ভজিল গদাধর ॥
সহিল বিত্তর মহাশীত-বাত-ক্লেশ ।
কৃষ্ণ আরাধিয়া কৈল কৃষ্ণে পরবেশ ॥
পুনরপি মথুরা আসিয়া নারায়ণ ।
তিন কোটি স্নেহবল কৈলা নিপাতন ॥

যতেক সৈন্তের ধন বলদে লাগিয়া (১)
ভারিগণে লৈল ধন বিস্তর সাজিয়া ॥
ধন লয়্যা চলে কৃষ্ণ স্বারকানগরে ।
জরাসন্ধ রাজা আইল ছেন অবসরে ॥
ভেইশ অশ্বোহিণী সেনা করিয়া সাজন
তাঁহা দেখি কোন্ বুদ্ধি করে নারায়ণ ॥
নরলীলা জগতে করিতে পরচার ।
তেজিয়া সকল ধন দুই সহোদর ॥
রড় দিয়া দুই তাই সমুদে পলায় ।
পদ্মপত্র-কোমল চয়নে বঁচে যায় ॥
মহাভয়যুত যেন সহজে নির্ভয় ।
তাঁহা দেখি জরাসন্ধ হাসে দুঃখায় ॥

(১) বোঝাই করিয়া । লাদা—'load

পশ্চাতে বাইল গাঙ্গী সর্ক সৈন্ত লঞা ।
 বিস্তর প্রহর-পথ লঞিল খেদিয়া ॥
 তবে কৃষ্ণ কৈলা মহাগিরি আরোহণ ।
 প্রবঞ্চ-নাম তার বোরদরশন ॥
 যেঘ বরিসণ তাথে হয় নিরস্তর ।
 একাদশ যোজন পৰ্বত উচ্চতর ॥
 তবে জয়সন্ধ রাজা ফোন্ কন্ম করে ।
 আশুলিতে চাহে তার চৌদিগ পাহাড়ে ॥ (১)
 চৌদিগে কাঠের গড় বান্ধিল বন্ধনে ।
 পোড়ায় পৰ্বত রাজা বিবিধ সন্ধানে ॥
 তবে রাম-কৃষ্ণ হুহে বিক্রমে বিশাল ।
 ঝাঁপ দিয়া ভূমিতলে নাছিল তৎকাল ॥
 জয়সন্ধ বলে তায়্য পুড়িল আনলে ।
 না জানিল জয়সন্ধ গেল নি পুরে ॥
 সৈন্ত লঞা নিজপুরে গেলা দুয়াচীর ।
 এখনে কাঁহব রাজা দ্বারকা-বিহার ॥
 আছিল রেবত নামে এক নরপতি ।
 তার কন্তা জনমিল মহাকুপবতী ॥
 পুত্র মনস্তরে কন্তা হইল উৎপতি ।
 রেবতী তাঁহার নাম লক্ষ্মী মুক্তিযতী ॥
 কন্তা লয়্যা গেল রাজা একার গোচর ।
 মাগিল কন্তার তরে দিব্য এক বর ॥
 আজ্ঞা দিলা একা তুমি থাক কথোকাল ।
 ক্ষিত্তিতেলে হব অনন্তের অবতার ॥
 বলরাম নাম হৈব পুরষ যুগল ।
 তাঁহারে করিহ তুমি কন্তা সম্পদান ॥
 তবে কন্তা লয়ে রাজা গেলা নিজপুরে ।
 বলভদ্র অবতার হেলা ক্ষিত্তিতেলে ॥
 কন্তা আনি দিল বলরাম বিজ্ঞান ।
 শুভকালে শুভক্ষেণে কৈলা কন্তাদান ॥
 জন্মিলা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ভাষক-হুহিতা ।
 অখিল লাবণ্যময় গুণ-শালযুগল ॥
 রাক্ষস-বিবাহে হারি কৈলা পরিণয় ।
 শাস্ত্র জয়সন্ধ আদি ব্রূপে করি জয় ॥
 শুনি পরীক্ষিৎ পুড়ে বইয়া বিস্ময় ।
 এ বড় অভূত কথা কহ মহাশয় ॥
 শাস্ত্র জয়সন্ধ আদি ব্রূপগণে জিনি ।
 কেমনে আনিলা দেবী দেব চক্রপাণি ॥
 কৃষ্ণকথা পুণ্যময় সর্ব-পাপহর ।
 অমৃতের ধারা যেন শ্রবণমঞ্জল ॥

(১) পাঠান্তর,—

“আশুলি তেজাঞ তার চারিদিকে পোড়ে” ।

হুহি বা কাহার হয় হারিকথা-পানে ।
 শুনিতে শুনিতে হয় নিত্য নউত্থনে ॥
 তবে শুক মুনি কহে শুন ক্ষিত্তীষরে ।
 আছিল ভীষক রাজা বিদর্ভনগরে ॥
 পঞ্চপুত্র হৈল তার মহাবলবান ।
 কৃষ্ণী জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণবাহু কৃষ্ণরথ নাম ॥
 কৃষ্ণকেশ কৃষ্ণমালী কৃষ্ণলী ভগিনী ।
 সাক্ষাৎ কমলাদেবী জগতজননী ॥
 কৃষ্ণের মহিমা যশ গুণ রূপ বল ।
 আসিয়া সকল লোক কহে নিরস্তর ॥
 নারদাদিমুখে কৃষ্ণ-গুণ-কথা শুনি ।
 সেই সে সদৃশ বর মানিল কৃষ্ণলী ॥
 কৃষ্ণগীর গুণ শীল শুনি রূপ তার ।
 কৃষ্ণহো সদৃশী ভার্য্যা কৈলা অজীকার ॥
 ভীষক রাজার পায়ে মিত্র বন্ধুগণ ।
 সবেই হৈছিল বর দেবকীন্দন ॥
 কৃষ্ণদেবী কৃষ্ণী তার করিয়া খণ্ডন ।
 শিশুপালে দিব কন্তা কৈলা নিক্রপণ ॥
 তাহা শুনি মনে হুঃখ ভাবিয়া সুন্দরী ।
 কি হয় উপায় এবে কোন্ হুক্তি করি ॥
 আপ্ত এক বুদ্ধজিহ্বে আনিল ডাকিয়া ।
 আপন অক্ষবে দেবী পাত্র নিরমিঞা ॥
 দ্বারকা পাঠায়্য দিল ত্বরিত ব্রাহ্মণে ।
 বিপ্র গিয়া উত্তরিলো দ্বারকা ভুবনে ॥
 দাণ্ডায়্য্য রহিল বিপ্র পুরার দুয়ারে ।
 দ্বারীকে পাঠায়্য্য দিল কৃষ্ণের গোচরে ॥
 আজ্ঞা পেয়্য্য দ্বিজ কৈলা পুর পরবেশ ।
 হেমসিংহাসনে গিয়া দেখে হৃষীকেশ ॥
 ব্রাহ্মণ দোখিয়া সব একগণ্যশেখর ।
 হেম-সিংহাসনে হৈতে নাছিলো সম্বর ॥
 ব্রাহ্মণে ধরিয়্য বসাইলা নিজাসনে ।
 পাণ্ড অর্ঘ্য দি বিপ্র পুঞ্জিলা বিধানে ॥
 দিব্য অন্ন পান দিয়া করাইলা ভোজন ।
 আপনে করয়ে হবি পান্দ-সংবাহন ॥
 তবে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসিলা শুন দ্বিজবর ।
 নিরাকুলে আছ তুমি সর্কৎ কুশল ॥
 দ্বিজধর্ম আছে কি তোমার ভাল মতে ।
 নিজ-ধর্মপথে আছ কুটুঘ সাহিতে ॥
 যেন-তেন-মতে বিপ্র তুষ্ট হয়্য থাকে ।
 হুঃখ সুখ দূর করি নিজ ধর্ম রাখে ।
 সেই সে ব্রাহ্মণ তাঁর সর্বসিদ্ধি হয় ।
 অসম্বষ্ট বিপ্রের কল্যাণ কভু নয় ॥

অসম্ভব হৈলে নহে ইন্দ্রপদে স্মৃতি ।
 তুষ্ট হৈলে দরিত্রের নহে কোন দুখ ॥
 নিজ লাভে তুষ্ট সর্বভুতহিতোত্তম ।
 অহঙ্কারবিবর্জিত ব্রাহ্মণসম্মত ॥
 নিরন্তর থাকে আমি করি নমস্কার ।
 কহ বিপ্র রাজাগত কুশল তোমার ॥
 যে রাজা স্বধর্ম্মে করে প্রজার পালন ।
 সেই সে আমার প্রিয় কহিলু ব্রাহ্মণ ॥
 কোন্ কার্যে আইলে দুর্গ করিয়া লজন ।
 গুহ যদি নহে তার কহিবে কারণ ॥
 আত্মা কর কোন্ কার্য করিব তোমার ।
 তবে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ লাগিল কহিবার ॥
 ছের-দেখ কৃষ্ণগীর পটি পত্রখান ।
 শুন দেব-দেব কিছু কর অবধান ॥
 বলি কৃষ্ণগীর পত্র পঢ়য়ে ব্রাহ্মণ ।
 শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণগীর পত্র করয়ে শ্রবণ ॥
 ভুবন-সুন্দর পদ্মপত্র-বিলোচন ।
 সতত তোমার গুণ কহে সর্বজন ॥
 সর্বতাপ হরে যায় কেবল শ্রবণে ।
 হেন গুণ নিতি-নিত্তি শুনি নিজ কাণে ॥
 শুনিঞা রূপের কথা নিরুপমভাবে ।
 আঁখির অখিল-লাভ হয়ে দরশনে ॥
 তোমাতে অচ্যুত চিত্ত কৈল পরবেশ ।
 লজ্জা পরিহরি ধৈর্য্য ছাড়িল বিশেষ ॥
 তিরি হৈয়া কেন তুমি লজ্জা পরিহর ।
 হেন যদি বল নাথ অবধান কর ॥
 হেন কোন নারী আছে কুল-নীলবতী ।
 সকল-লাবণ্যধাম তুমি হেন পতি ॥
 না বরিব তোমারে রাখিয়া নিজ মন ।
 হেন নারী নাহি নরসিংহ ভগবান্ ॥
 মুঞি তোমা বরিলু অখিল-লোকপাল ।
 আত্মা সমর্পণ কৈলু চরণে তোমার ॥
 বুঝিয়া করিবে নাথ যে হয় উচিত ।
 আপনে সকল জ্ঞান পরম পণ্ডিত ॥
 পুরুষসিংহের ভাগ মুঞি এক নারী ।
 শিশুপাল জানি মোরে লয়া যায় হরি ॥
 জন্মকে সিংহের ভাগ যেন লয়া যায় ।
 বুঝিয়া করহ নাথ ইহার উপায় ॥
 যত পুণ্য কৈলু নাথ জন্ম-জন্মান্তরে
 দান ব্রত তপ যজ্ঞ বিবিধ প্রকারে ॥

দেব-গুরু আরাধন ব্রাহ্মণসেবন ।
 চরণারবিন্দে সব কৈলু সমর্পণ ॥
 যদি আরাধিয়া থাকো চরণ তোমার ।
 আপনে আসিয়া নাথ লবে একবার ॥
 তুমি পাণিগ্রহণ করিবে দয়াময় ।
 দুই মৃগগণ যেন সান্নিধ্য না হয় ॥
 কালি মোর বিবাহের আছে সমাগম ।
 শীঘ্র তুমি আইস সৈন্ত করিয়া সাজন ॥
 গোপতে আসিবে তুমি দেখিবার ছলে ।
 বিপক্ষ সকলে যেন নায়ে লখিবারে ॥
 শিশুপাল জরাসন্ধ বল বিচারিয়া ।
 আঁখির নিমিষে মোরে লইবে হরিয়া (১)
 রাক্ষস বিবাহে মোরে কর পরিণয় ।
 বীৰ্য্য দেখাইয়া মোরে হর দয়াময় ॥ (২)
 যদি বল কত তুমি থাক অন্তঃপুরে ।
 বহুগণ না মারিব হরিব তোমারে ॥
 কিরূপে এ সব কার্যের হইবে ঘটনা ।
 তাহাতে আছয়ে নাথ উত্তম মরণা ॥
 কুলদেব-বাত্মা আছে বিভার পূর্ব্বমিনে ।
 পুরের বাহিরে হয় কত্মার গমনে ॥
 দুর্গাদেবী আরাধনা কুলের বিধান ।
 নববধু যায় তাথে দুর্গা-সম্মিধান ॥
 তখনে হরিয়া তুমি নিহ অলক্ষিতে ।
 সকল গোচর নাথ তোমার সাক্ষাতে ॥
 যার পাদপদ্ম-রজ মহা মহাজনে ।
 বাঞ্ছয়ে পার্শ্বভী-পতি আদি যোগিগণে ॥
 হেন প্রভু চরণ-পরশ-আশা তেজে ।
 সে কেন উত্তম নারী যদি আন ভজে ॥
 যদি নাথ তোমার চরণ কুপা নয় ।
 ব্রত করি শরীর শোধিব অতিশয় ॥
 শত শত জন্ম-ধরি তেজিমু জীবন ।
 যাবত পদারবিন্দ নহে দরশনে ॥
 এই নিবেদন কৈলু অত্যন্ত-চরণে ।
 যে হয় উচিত নাথ করিবে আপনে ॥
 ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-ভাষা ।
 কৃষ্ণগুণ শুন তাই কৃষ্ণে ধর আশা ॥

(১) পাঠান্তর—

“অলক্ষিতে তুমি মোকে লইবে হরিয়া”

(২) পাঠান্তর,—

“বীৰ্য্যত্বক হরিলে তিসেক দোষ নয় ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসঃ সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

দশমস্কন্ধে দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় ।

বেলোয়ার রাগ ।

শুকশুনি বলে রাজা শুন পরীক্ষিত ।
 লক্ষ্মীনারায়ণ পুণ্য পবিত্র চরিত ॥
 বৈদভীর পত্র যদি পঢ়িল ব্রাহ্মণ ।
 শুনিঞা কি বলে তবে দেব জনার্দন ॥
 হাতে হাত ব্রাহ্মণের ধরিয়া ত্রীহরি ।
 হাসিয়া উত্তর তারে দিল বনমালী ॥
 আমার তাঁহাতে চিত্ত নিস্তা নাহি বাই ।
 তাঁহার চিন্তায় আমি সন্তোষ না পাই ॥
 কন্তা দিতে অঙ্গীকার কৈলা বকুগণে ।
 শেষ করি রক্ষী তাহা কৈলা নিবারণে ॥
 আনিব কৃষ্ণিণী আমি নৃপগণ জিনি ।
 দারুকে আনিঞা আত্মা দিল চক্রপাণি ॥
 ঝট করি আন রথ করিয়া সাজন ।
 সাজিয়া দারুক রথ গরুড়লাঞ্ছন ॥
 মেঘপুষ্প বলাহক শৈব্য সুগ্রীব ।
 চারি অশ্ব মহাবেগ গতি সুললিত ॥
 আনিল সাজিয়া রথ দারুক সারণি ।
 করজোড় করিয়া দাণ্ডাইল মহামতি ॥
 ব্রাহ্মণে তুলিয়া রথে চলিলা ত্রীহরি ।
 রাতারাতি আইলা প্রভু বিদর্ভনগরী ॥
 সে রাজা উৎকণ্ঠা বড় পুত্রবশ হয়্যা । (১)
 কন্তা দিব শিশুপালে নিশ্চয় করিয়া ॥
 বিবাহ-মঙ্গল-কর্ম করায় আপনে ।
 ধ্বজ পতকায় করে পুর নিরমাণে ॥
 রাজপথ পুরপথ করিয়া মাৰ্জ্জ্বন ।
 সাজ করায় দধি চন্দন সেচন ॥
 বিচিত্রে তোরণে পুর কৈল অলঙ্কৃত ।
 চত্বরে চত্বরে কৈল বিতান মণ্ডিত ।
 গন্ধ মাল্য আভরণ বিরজ বসন ।
 দিব্যবেশ ধরে পুর-নর-নারীগণ ॥
 বিচিত্রে মন্দির পুর সুধুপে ধূপিত ।
 দেব-পিতৃ-অর্চন বিধান নিয়মিত ॥
 নানাদ্রব্য বিপ্রগণে করাই ভোজন ।
 শুভকালে কৈল স্বস্তি মঙ্গল বাচন ॥
 শীতল সুগন্ধি জলে করাইল স্নান ।
 কোতুক মঙ্গলে কৈল অঙ্গ নিরমাণ ॥

বিচিত্রে বসনযুগ পরাইল অঙ্গে ।
 তুঘিয়া আনিল দিব্য কন্তা মহারঙ্গে ॥
 বেদমন্ত্রে বধুরক্ষা কৈল দ্বিজগণে ।
 পুরোহিত গ্রহ যজ্ঞ কৈল হতাশনে ॥
 দ্বিজগণে দিল রাজা রক্ত বসন ।
 শুড় বিমিশ্রিত তিল হিরণ্য ভূষণ ॥
 বিধিবিদায়র রাজা সর্বধর্ম জানে ।
 বিবিধ দক্ষিণা দিল দিব্য ধেনুদানে ॥
 এইরূপে শিশুপালে দমঘোষে আনি ।
 সকল মঙ্গল কর্ম কৈলা তৎ জানি ॥
 বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনি কৈলা স্বস্ত্যয়ন ।
 পুজিলা ব্রাহ্মণগণে দিয়া বহুধন ॥
 মদমত্ত গজ ঘোড়া পবন সঞ্চার ।
 কাঞ্চন নিশ্চিত রথে করি পাটোয়ার ॥
 চতুরঙ্গ বলে করি সেনার সাজন ।
 বিবিধ কোতুক স্তম্ভ (১) বিবিধ বাজন ।
 চলিল কুণ্ডিন-দেশ রাজা চেদিপতি ।
 পাত্রে মিত্রে পুরোহিত চলিল সংহতি ॥
 সাজিয়া ভীষ্মক রাজা গেলা কথোদরে ।
 পুণ্ড্রিয়া আনিল দমঘোষে নিজপুরে ॥
 খুইয়াছিল দিব্য পুরী করিয়া নির্মাণ ।
 তাথে লঞা রহিতে তাহারে দিল স্থান ॥
 শাশু জরাসন্ধ দম্ভবক্র আদি করি ।
 শিশুপাল-পক্ষ যত নৃপতি-কেশরী ॥
 সতেই সাজিয়া আইল চতুরঙ্গ সেনা ।
 কদাচিত আসি কৃষ্ণ যদি দেয় হানা ॥
 সতেই মেলিয়া তবে করিব সংগ্রাম ।
 হারিয়া পালাব কৃষ্ণ পেয়া অপমান ॥
 এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নৃপগণে ।
 আসিয়া কুণ্ডিন-পুরে রহে সাবধানে ॥
 বলভদ্র শুনিল বিপক্ষ নৃপগণে ।
 সাজিয়া চলিল তারা বিবাদ কারণে ॥
 একেশ্বর গেলা কৃষ্ণ কন্তা হরিবারে ;
 পাছে তাতে কোন জানি পরমাদ ফলে ॥
 মহা সৈন্ত সাজিয়া ঠাকুর হলধর ।
 তুরিতে চলিয়া গেলা বিদর্ভ নগর ॥

(১) পাঠান্তর,—

“সে রাজা কোত্তিতপতি পুত্রবশ হয়্যা”

(১) পাঠান্তর,—“কোতুক গতি” ।

বৈদৰ্ভা ভীষ্মকসুতা চিন্তে মনে মনে ।
 হয় বা না হয় এথা কৃষ্ণ-আগমনে ॥
 এতক্ষণ নহিল বিপ্রেয় আগমন ।
 না জানি কি আছে মোর রূপালে লিখন ॥
 সতে এক রাত্রি আছে বিবাহ অবধি ।
 অরবিন্দ-লোচন না আইলা গুণনিধি ॥
 না জানি কি আছে মোর অদৃষ্টে লিখনে ।
 ব্রাহ্মণ পাঠাইলু না আইল এতক্ষণে ॥
 কিবা মোর কুজিত শুনিলা কোন স্থানে ।
 ঘৃণা করি প্রভু না আইলা তে কারণে ॥
 মোর পাণিগ্রহণে করিয়া অবজ্ঞান ।
 উত্তম করিয়া না আইল ভগবান ॥
 বিধি মোরে বাম প্রতিকুল মহেশ্বর ।
 বিমুখী পার্শ্বভী না আইলা যদুবর ॥
 এইরূপে চিন্তিতে লাগিলা নিরন্তর ।
 নিবারিতে না পারে আঁখিতে পড়ে জল ॥
 সময় বুঝিয়া দুই মুদিল নয়ন ।
 না রহে আঁখির নীর বরষে সঘন ॥
 বামনেত্র বামভুজ বামউরুভাগ ।
 ছেনকালে স্মুরিল বাঢ়িল অমুরাগ ॥
 ব্রাহ্মণ পাঠায়া দিল প্রভু ভগবান ।
 ছেনকালে আইল দ্বিজ দেবী বিজয়ান ॥
 প্রসন্ন বদন বিপ্রে দেখিয়া কৃষ্ণিণী ।
 লক্ষণে জানিল কাব্যসিদ্ধি অনুমানি ॥
 কহিলা ব্রাহ্মণ দেব দৈবকী নন্দন ।
 এখানে আসিয়া তিহো হলা উপসন্ন ॥
 কহিলা তোমাতে সত্য বচন বিশেষ ।
 অবশ্য তোমাতে হরি নিব জয়ীকেশ ॥
 এ বোল শুনিয়া দেবী হরষিত চিত্তা ।
 আনন্দে পুটিল তনু ভীষ্মক দুহিতা ॥
 ব্রাহ্মণের যোগ্য দ্রব্য দিতে নাহি আর ।
 কেবল কৃষ্ণিণী দেবী কৈলা নমস্কার ॥
 উৎসব দেখিয়া রাম-কৃষ্ণ আগমন ।
 শুনিয়া বিদর্ভ-রাজা হরষিত মন ॥
 নৃত্য গীত বাজঘোষ মঙ্গল আচারে ।
 চলিল বিদর্ভ-রাজা কৃষ্ণ আগমারে ॥
 পুরুষে কান্নিয়া আছে দিব্য মহাপুরী ।
 তাথে আনি রামকৃষ্ণে থুইল ভক্তি করি ॥
 রাম কৃষ্ণে বসাইল দিব্য সিংহাসনে ।
 গুজিল সকল সৈন্ত বিবিধ বিধানেন ॥
 যত ব্রুপগণ আইল বিদর্ভনগরে ।
 যার যেন যোগ্য পূজা কৈল নরেশ্বরে ॥

কৃষ্ণ আগমন তবে শুনি পুরজনে ।
 আসিয়া দেখিল কৃষ্ণে আনন্দিত মনে ॥
 এই যে কৃষ্ণিণী-যোগ্য সমুচিত পতি ।
 ইহার সেই সে যোগ্য ভাষা রূপবতী ॥
 আমি সব যত পুণ্য কৈলু জন্মান্তরে ।
 সকল অর্পিলু দেব-চরণ যুগলে ॥
 তুষ্ট হয়। বর দেউ দেব মহেশ্বর ।
 কৃষ্ণিণীর পতি যেন হয় যদুবর ॥
 এইরূপে পুরজনে কেহ স্থানে স্থানে ।
 প্রভুর শ্রীমুখে দেখি নিশ্চল নয়নে ॥
 ছেনকালে আইল কন্তা পুরের বাহিরে ।
 মহাভটগণ বেচি ডাকে উচ্চস্বরে ॥
 চলিল অম্বিকা-পুরে সুললিত গতি ।
 পূজিব পার্শ্বভী দেবী করিয়া ভক্তি ॥
 মুকুন্দ পদারবিন্দ হৃদয়ে ধোয়ায় ।
 অপক্লপ গতি প্রজ্ঞা ধীরে ধীরে যায় ॥
 মৌনব্রত ধরে দেবী দ্বিজপত্নীগণে ।
 চৌদিগে বেষ্টিত নিজ সী পুরি নে ॥
 রাজভট মহাপুর বিক্রমে বিশাল ।
 খজা তুলি ধরে তারা দিব্য পাটোরার ॥
 শঙ্খ ভেড়া মৃদঙ্গ বাঁশ তাম্বুলান ।
 দিব্য বেশ নর নারী বধুর যোগান ॥
 দিব্য বেশ বেজাগণ লয়া উপহার ।
 সহস্র সহস্র তারা যোগান স্তম্ভার ॥
 গন্ধ-মালা-বস্ত্র-আভরণ স্তরাজিত ।
 দ্বিজপত্নীগণে কৈল চৌদিগে বেষ্টিত ॥
 ত্রাবকে শুবন করে বাদকে বাজন ।
 গায়কে মধুর গীত - স্তবকে নাচন ॥
 কত কত সহজন রাজন নৃত্য গীত ।
 কত কত নর নারী চৌদিগে বেষ্টিত ॥
 এইরূপে চলি গেলা চাঁণ্ডকা-সদনে ।
 হস্ত পদ পাখালিয়া কলা আচমনে ॥
 তবে প্রবেশিলা দেবী মন্দির ভিতরে ।
 প্রণাম করিলা দেবী-চরণে নিয়ড়ে ॥
 বৃদ্ধ দ্বিজপত্নীগণে পূজায় পার্শ্বভী ॥
 বন্দনা করাক্ত তারা দুর্গা-ভগবতী ॥
 পড়িয়া অম্বিকা মন্ত্র করায় বন্দনা ।
 হয় সহে কৈলা কন্তা দুর্গা আরাধনা ॥ (১)

(১) পাঠান্তর,—

“হয় সহে কৈলা দেবী দৌরী আরাধনা ॥”

ধূপ দীপ তনু যৎ উপহারঃ ।
 প্রবাল তপস্বীনাং বিবিশ সন্তারঃ ॥
 লবং পিষ্টকং বহুসূত্রং হৈক্ষুদ্রং ।
 বিন্দিং তাম্বুল আদি দিয়া শুভ-খণ্ড ॥
 পূজায় পার্বতী দ্বিজপত্নী পতিব্রতা ।
 লেপন করায় বিধি-বিধান পণ্ডিতা ॥
 আশীর্বাদ করিয়া নিঃশালা দিল শিরে ।
 মঙ্গল আচার কৈল কুল অঙ্গুসারে ॥
 পূজিয়া কৃষ্ণগীদেবী ভূগা ভগবতী ।
 বর মাগে কৃষ্ণ যেন হয় মোর পতি ॥
 যদি ভুট্ট হয় মোরে পার্বতী শব্দর ।
 বসুদেবসুত কৃষ্ণ হউ মোর বর ॥
 এই বর মাগ কৈল দণ্ড পরণাম ।
 হৃদয়ে গোবিন্দপদ কর প্রসিধান ॥
 দ্বিজপত্নীগণের কৈল চরণবন্দন ।
 যৌনব্রত ত্যাগি পুনঃ বস আগমন ॥
 রতন অঙ্গুরি বিরাঞ্জিত বাম করে ।
 ধরিয়া শবীর স্বন্ধে গমন মন্তরে ॥
 স্বয়ম্বর স্থানে দেবী কৈলা আগমন ।
 কিবা দেবমায়ী আসি দিলা দরশন ॥
 বীর-বিমোহিনী দেবী পরম রমণী ।
 অলিত মধুরগতি ললিতগমনী
 তনুবিনিহিত তনু-বসন বিলাস ॥
 কুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ড মধ্যস্থিত হাস ॥
 কুঙ্কিত কুন্তল বিলসিত মণিমালা ।
 কটিভট্ট বিনিহিত রতন যেকলা ॥
 শ্রাম কলেবর বিরাজিত পীতবাস ।
 ঘন নবধনে যেন ভড়িত-বিলাস ॥
 বিঘ্নফল অধর সুন্দর দন্তপাঁতি ।
 কলহংস চপল-গমন বহু ভাতি ॥
 পদযুগে বিরাঞ্জিত শিঞ্জিত মঞ্জীর ।
 ললজ্জ কলঙ্কগতি চলন সুধীর ॥

দেখিয়া সুন্দরী যত রাজার কুমার
 মহাবীর মহাবল মহা যশস্বার ॥
 হেন সব বীরগণ হয় বিমোহিত ।
 ভূমিতে পড়িল কামশরে জর্জরিত ॥
 গজস্বন্ধে গজপতি (১) আছিল বিস্তর
 আছিল বিস্তর বীর রথের উপর ॥
 যতেক আছিল বীর তুরঙ্গ বাহনে ।
 মুকুছিয়া ভূমেতে পড়িল সেইমনে ॥
 খসিল হস্তের খজা চরিল চেষ্টন ।
 ভূমিতে পড়িল সকল বীরগণ ॥
 ধীরে ধীরে যান দেবী চরণ চালিয়া ।
 কৃষ্ণ আগমন পথ চাহে নিহারিয়া ॥
 বামকর পল্লবে অলকাবলী তুলি ।
 কটাক্ষে নৃপতিগণে চাহিল সুন্দরী ॥
 হেনকালে দেখিল অচ্যুত নিজপতি ।
 আপনে উঠিতে রথে করিল যুগতি ॥
 তবে কৃষ্ণ হরিয়া চলিল নিজরণে ।
 বিপক্ষ নৃপতিগণ চাহে চারিভিতে ॥
 গজ-উলঙ্গন রথে তুলিয়া সুন্দরী ।
 চলিল দ্বারকানাথ পুরুষকেশরী ॥
 সিংহভাগ হরে যেন শূগাল মণ্ডলে ।
 হরিয়া কৃষ্ণগীদেবী সত্তরেতে চলে ॥
 সৈন্ত লঞা তাঁর পাছে যান হলধন ।
 দেখিয়া নৃপতিগণ জ্বলিল অন্তর ॥
 জ্ঞানসন্ধি আদি যত নৃপতিমণ্ডল ।
 তারা বলে ধিক্ ধিক্ জীবন বিফল ॥
 বিদ্যামানে গোপে হরি নিল নিজধন ।
 সিংহের ভিতরে যেন শূগালবিজ্রম ॥
 শ্রীবৃত শ্রীগদাধর-পদযুগ জ্ঞান ।
 ভাগবত আচাধ্যের মধু রস গান ॥

(১) গজপতি অর্থে গজাগোহী বোঝা
 বৃত্তিতে হইবে । পাঠান্তর,—“নবপতি” ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাতঃ

সংহিতায়াং ব্রহ্মবিজ্ঞানো নবমোহু

ত্রিপঞ্চাশোধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় ।

সিদ্ধুড়া রাগ ।

মুনি বলে শুন রাজা তার বিবরণ ।
 ক্রোধ করি উঠিল সকল নৃপগণ ।
 নিজ নিজ বলে সৈন্ত সাজিল বিশাল ।
 বিক্রম করিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার ।
 ধাইল নৃপতিগণ করিয়া সাজন ।
 বলদেব রহিলা দেখিয়া নৃপগণ ।
 যত্ন সেনাপতিগণ হৈল আশ্রয়ান ।
 তা দেখিয়া নৃপগণ যোড়ে চোখ বাণ ।
 শর-বরিষণ কৈল সৈন্তের উপরে ।
 মেঘ বরিষণে যেন পর্বত-শিখরে ।
 রথের উপরে বিহ্বল রথের সারথি ।
 গণের উপরে বিহ্বল যত গজপতি (১) ।
 ঘোড়ার উপর বিহ্বল ঘোড়া-আশোয়ার ।
 শর বরিষণ কৈল করি অন্ধকার ।
 সকল যাদবগণে আচ্ছাদিল শরে ।
 দেখিয়া ঘেঁষ মুখ চাহে দেবী ডরে ।
 হাসিয়া গোবিন্দ বলে না করিও ভয় ।
 এখনি বিপক্ষ-সত্তা সব যাবে ক্ষয় ।
 গদ বলভদ্র আদি সেনাপতি-গণে ।
 রিপুপরাক্রম দেখি একাধ হৈল মনে ।
 আকর্ণ পুরিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার ।
 ষড়িল ভল্লক (২) বাণ পাণ পবন সঞ্চার ।
 কাটিল ঘোড়ার মুণ্ড সারথির শির ।
 শত খান করিয়া কাটিল মহাবীর ।
 কাটিল বীর মাতা গজরাজ মুণ্ড ।
 ভূমিতলে পড়িল বিস্তর বীরব্রত ।
 কিরাট-কুণ্ডলযুত কোটি কোটি শির ।
 ভূমিতে লোটার কর বীরের শরীর ।
 ধনুকা-গদা ধজা গড়াগড়ি যায় ।
 বীরের মুকুট পাগ ভূমিতে লোটার ।
 সৈন্ত কাটা গেল যত দেখি নৃপগণ ।
 যুদ্ধ তেজি গেল তারা রাখিয়া জীবন ।
 হতভাগ্য শিশুপাল চিত্তিল অন্তরে ।
 ভূমিতে বসিয়া আছে হয়্যা হতবলে ।
 তাহার নিকটে গিয়া বস নৃপগণে ।
 শান্তিয়া প্রবোধ দিল মধুর বচনে ।

শুন শুন মহাবীর বিষাদ না কর ।
 বীর হয়্যা কেনে তুমি মনে দুঃখ ধর ।
 প্রিয়াপিয় সুখ দুঃখ অদৃষ্ট-ঘটনা ।
 ক্ষণে হারি ক্ষণে জিনি বিধির যোজনা ।
 জৈশ্বর ইচ্ছায় আমি সব নৃত্য করি ।
 কুহকে নাচায় যেন কাষ্ঠের পুতলি ।
 জৈশ্বর অধীন সব জানিহ সংসার ।
 জৈশ্বরনির্মিত সুখ-দুঃখ ব্যবহার ।
 তেহঁশ অকৌহিনী সেনা করিয়া সাজন ।
 অষ্টাদশবার আমি কৈলু মহারণ ।
 হারিয়া সকল যুদ্ধ আইল বারবার ।
 সবে একবার যুদ্ধ জিনিলু তাহার ।
 তথাপি না করি শোক না করি হরিষ ।
 ভাল কর্ম অদৃষ্টে করা বিমরিষ । (১)
 সহজে অলপ লোক যুগুণে বলি ।
 তাহাতে সহায় তার গোপ তি হরি ।
 এই বড় অপমান তার সহৈ রণ ।
 তাথে আমি সব হারি বিধিবিভ্রম ।
 এক এক বীরে পৃথু জিনিবারে পারে ।
 হন বীর গোয়ালার যুদ্ধ গিয়া হারে ।
 এখনে জিনিল তার অদৃষ্ট পধান ।
 গোয়ালার জিনিব তাথে কোন বড় জ্ঞান ।
 শুভকালে আমি সব জিনিব বঞ্চিত ।
 এখনে ডাচত নম্র বিবাদ করিতে ।
 জরাসন্ধ আদ্য কবি যত নৃপগণে ।
 শিশুপালে প্রবোধ । এতেক বচনে ।
 যে কিছু চাইল সৈন্ত রণ অবশেষ ।
 তাহা লঞ নৃপগণ গেলা নিজ দেশ ।
 রম্যা ক্রোধে কম্পমান সন্তোষ না পারে ।
 প্রতিজ্ঞা করিল গিয়া সশর ভিতরে ।
 ক্রোধেরে খারিয়া যাদ না আমি রাগণী ।
 না আসিমু কুণ্ডলনগরে মোর সত্য বাণী ।
 এ বোল বুলিয়া বার লেল শরাসন ।
 অস্ত্রেতে করিল দিব্য অস্ত্রের কাছন ।
 এক অকৌহিনী সেনা সাজিল বাছিয়া ।
 চলিল জীষক-মুত প্রতিজ্ঞা করিয়া ।

(১) গজারোহী বোঝা এই অর্থ বুঝতে হইবে ।

(২) পাঠান্তর—“ধনুকে” ।

(১) পাঠান্তর—“বিপরীত”

রূপের উপরে নীর চাটিয়া সত্তরে ।
 গরু বীর ১৮ বিধা বোলয়ে সারথিরে ॥ (১)
 শুনয়ে স'বাং বৎ চালাই সত্তরে ।
 শ্রুত ০য়া যাহ রক্ষ গোপের গোচর ॥
 গোপভাতি হ'য়া তার এত অহঙ্কার ।
 হরিয়া নঞল ষ্ট ভগিনী আমার ॥
 আজি দর্প মুঞি তার করিব সংহার ।
 তবে জানি আমার বচন চমৎকার (২) ॥
 ডাকিতে ডাকিতে বীর যায় এক রথে ।
 রহ রহ আরে কৃষ্ণ যাইবি কোন পথে ॥
 এ বোল বলিয়া দিল ধম্মকে টঙ্কার ।
 তিন গোটা বাণ তাথে যুড়িল বিশাল ॥
 ডাকিয়া বোলয়ে তবে ভীষ্মকতনয় ।
 রহ কৃষ্ণ আজি তোম ফলিব সংশয় ॥
 রহ রহ ক্ষণেক পলাঞা যাবে কতি ।
 বহুবলে কলঙ্ক রাখিলে যন্দরতি ॥
 কাকে যেন হরিয়া পলায় যজ্ঞভাগ ।
 ভগিনী হরিয়া যোর নিবে হেন সাধ ॥
 কপটে তুঝিয়া ঐঞ্জি জিনিস সংগ্রাম ।
 আতি তোম দর্প চূর্ণ হ'য়ে বিজ্ঞমান ॥
 যাবত কাটিয়া তোম প্রাণ নাহি হরো ।
 ভাব্য ভগিনী দেহ প্রাণ রক্ষা করো ॥
 তনিকা এ সব বাণী হাঙ্গে ভগান ।
 বামহস্ত দিয়া কৃষ্ণ তোলে ধম্মখান ॥
 একবারে বাছিয়া যুড়িল চোখবাণ ।
 ছয় বাণে ধম্ম গাও কৈল ছয়খান ॥
 অষ্ট বাণে কৃষ্ণগীর বিকিল মর্ষ স্থানে । (৩)
 চারি বোড়া বিকল্য নারিল চারি বাণে ॥
 দুই বাণে সাধির বধিল পরাণ ।
 তিন বাণে ধ্বজ কাটি কৈল তিনপান ॥
 আর এক ধম্ম বীর তুলিলা বাছিয়া ।
 পঞ্চ বাণ যুড়ে তাথে সন্ধান পুরিয়া ॥
 কৃষ্ণের উপরে বাণ করয়ে প্রহার ।
 হেনকালে ধম্মখান কাটিল তাহার ॥
 তবে আর ধম্ম লৈল কাটিল শ্রীহরি ।
 তবে আর বিশাল মুখল নিল তুলি ॥

তবে শূল তুলি আয় বজা চর্ম ধরে ।
 শক্তি তোমর বীর তোলে বারেবারে ॥
 যত-যত অস্ত্র তোলে করিয়া সন্ধান ।
 লীলায় সকল অস্ত্র কাটে ভগবান ॥
 রথে হৈতে নাশে তবে খজা চর্ম হাতে ।
 খাঞা যায় দুরাচার কৃষ্ণের সাক্ষাতে ॥
 খজা তুলি ধায় বীর মারিবার তরে ।
 পতঙ্গ মরিতে যেন ধাইল অনলে ॥
 তবে কৃষ্ণ ধম্মকে যুড়িল চোখ বাণ
 খাঙা ঢাল কাটি কৈল তিল পরমাণ ॥
 ক্রোধ করি খজা নিল কাটিবার মনে ।
 দেখিয়া কৃষ্ণগী দেবী ধরিল চরণে ॥
 দেব-দেব যোগেশ্বর অমোঘ বিহার ।
 না মারিহ ভাই যোর রাখ একবার ॥
 তরাসে কম্পিত অঙ্গ সুখায় বদন ।
 আউলাইল বস্ত্র মুখে না সরে বচন । (১)
 চরণে পড়িয়া দেবী বলে কাঞ্চণী । (২)
 দেখিয়া দেবীর হুঃখ দেব চক্রপাণি ॥
 পেলিয়া হস্তের খজা প্রভু দয়াময় ।
 বস্ত্র দিয়া নিখাসে বাকিল দুরাশয় ॥
 বীর অভয় তার সব কৈল দূর ।
 ঠাঞি ঠাঞি রাখিয়া মুণ্ডল দাড়ি চুল ॥
 হেনকালে বলদেব সঙ্গে বোরগণ ।
 কৃষ্ণার যতেক সৈন্ত করি নিপাতন ॥
 আসিয়া দেখিল তবে কৃষ্ণার দুর্গতি ।
 চারিভিতে বেঢ়িয়া দাঙায় সেনাপতি (৩) ॥
 বন্ধন বসায়্য তার বলভদ্রায় ।
 হেন কি কুচ্ছিত কর্ম করিতে যুয়ায় ॥
 বলিলা কৃষ্ণেরে কিছু তৎসন বিশেষ ।
 কেনে হেন অপকর্ম কেলে হবীকেশ ॥
 বন্ধুজন-মুণ্ডন মরণ সমতুল ।
 তুমি হঞা কেনে ভব কৈলে এতদূর ॥
 তবে কৃষ্ণগীর তরে বলে যতপতি ।
 ক্রোধ না করিহ তুমি কুলবতী সতী ॥
 সুখ হুঃখ কারে কেহ দিতে নাহি পারে ।
 সর্বলোক নিজ নিজ কর্মভোগ করে ॥

(১) "ডাকি কি বোলে তবে সারথির তরে"

(২) "তবে সে জানিব মোর বল চমৎকার ।"

(৩) পাঠান্তর,—"অষ্টস্থানে ।"

কাটা গেল মুখল তুলিল পট্টখান ।

কাটিয়া গোবিন্দ কৈলা তিল পরমাণ ॥

(১) পাঠান্তর,—

"বসিল বসন বেশ না সরে বচন ।"

(২) পাঠান্তর,—"কোন বাণী ।"

(৩) পাঠান্তর,—

"চারিভিতে বেঢ়িয়া দেখয়ে সেনাপতি" ।

বধযোগ্য হয় যদি নিজ বন্ধুজন ।
 তমু তার বধ না বরিয়ে অকারণ ॥
 তার দোষে করিয়ে তাহারে পরিত্যাগ ।
 মরা যদি মারি তবে কিবা কার্যভাগ (১) ॥
 কিন্তু ক্ষত্রী কুলধর্ম ব্রহ্মার নির্মাণ ।
 তাই হুয়া তাই-বধ করে বিজ্ঞান ॥
 স্ত্রী রা ১ বিত্তভূমি সম্পদ বারণে ।
 একে এক মারিয়া মরয়ে অভিমানে ॥
 বিষ্ণুমায়া কলিত অজ্ঞান মোহময় ।
 শত্রুমিত্র নিরুপর নানা বুদ্ধি হয় ॥
 এক আত্মা নানা ভেদ দেখে মুঢ় জনে ।
 এক স্বর্ঘ্য দেখি যেন নানা স্থানে স্থানে ॥
 অপর অমর আত্মা নাচি তার ভেদ ।
 পঞ্চভূতময় দেহে দেখি পরিচ্ছেদ ॥
 অজ্ঞানকলিত দেবি (১) স্ত্রীবেশ সংশর ।
 অজর অমর আত্মা শুদ্ধ অধিকার ॥
 অসত্য শরীরে নাহি আত্মার সংযোগ ।
 দেহের বিচ্ছেদ নাহি আত্মার বিয়োগ ॥
 দেহ যোগ-কারণে আত্মার পরিচয় ।
 রবির প্রকাশে যেন চক্ৰ রূপ লয় ॥
 শরীর বিকারযুক্ত আত্মা নির্বিকার ।
 চক্রে কলা জন্মে যেন মরে আরবার ॥
 পরিপূর্ণ চক্রে তার নাহি বুদ্ধি ভ্রাস ।
 পরিপূর্ণ আত্মা সতে দেহের বিনাশ ॥
 না বুঝিয়া ভ্রমে লোক অসত্য সংসারে ।
 স্বপনে পুরুষ যেন কামভোব করে ।
 এ বোল বুঝিয়া দেবি শোক পরিহর ।
 তত্ত্বজ্ঞান ধরি তুমি চিত্ত স্থির কর ॥
 এতেক বচন বুলি প্রবোধিল রামে ।
 চিত্ত নিবারণিয়া দেবী কৈল সমাধানে ॥
 তবে কল্পী বলভদ্র দিলেন ছাড়িয়া ।
 হস্তবুদ্ধি হয়্যা গেল প্রাণ মাত্র লয়্যা ॥
 মারিল সকল সৈন্ত বলভদ্র-রণে ।
 আত্ম-বিভূত্ব কৈল ভগবানে (২) ॥
 ব্যর্থ হৈল চিত্তের সকল অঙ্গীকার ।
 প্রাণ লয়্যা কেবল চলিল ছুরাচার ॥

(১) পাঠান্তর,—“কার্যভাভ” ।

(২) পাঠান্তর,—“দেব” ।

(৩) পাঠান্তর,—

“অপমান করিলেন প্রভু নারায়ণে” ।

ভেঁহকোট নামে কৈল পুরী নিয়মাণ ।
 তথাই শিল গিয়া পায়া অপমান ॥
 যাবত যুগতি ক্রমে পানে নাহি হানো ।
 যাবত লগনী উদ্ধারিয়া নাহি আনো ॥
 তাবত কুণ্ডিন-পুতী না দেখিব আর ।
 ভো কোট-পুর-বাস কৈল অঙ্গীকার ॥
 এ বোল বুঝিয়া কৈল পুর পরবেশ ।
 দ্বারকা নগরে গেলা প্রভু স্বর্ঘ্যকেশ ॥
 স্তম্ভকালে বিভা কৈল বিধি অনুসারে ।
 বিবিধ উৎসব হৈল প্রতি ঘরে ঘরে ॥
 পুরিল দ্বারকাপুরী আনন্দ-মঙ্গলে ।
 নরনারী হরযিত আনন্দে বিহ্বলে ॥ (১)
 বিবিধ যৌতুক আনি দিল পুরজনে ।
 ধ্বজ পতাকায় কৈল পুরী নিয়মাণে ॥ (২)
 বিচিৎ অম্বর মালা রতন তোষণ ।
 ছয়ারে ছয়ারে হেমঘট আরোপণ ॥
 ধূপ দীপ বিরাজিত দ্বারকানগর ।
 প্রতিঘরে প্রতিপুরে আনন্দ-মঙ্গল ॥
 রাজপথে পুরপথে চন্দনের ছড়া ।
 ফলকে ফলকে চলে নানা বর্ণে ঘোড়া ॥
 মস্ত গজ-মদ-জলে কদম্ব উঠিল ।
 নৃপগণে যতুগণী পুরিয়া রহিল ॥
 সর্বলোক আনন্দিত সিস্ত (৩) বদন ।
 নানা পার্শ্বাস কথা ইষ্ট সম্ভাষণ ॥
 আগিয়া বিদর্ভ রাজ্য কৈল কতাদান ।
 বিবিধ যৌতুক দিল মহামতিমান ॥
 এইরূপে বিভা হৈল লক্ষ্মী নারায়ণে ।
 বিহরে দ্বারকানাথ দ্বারকা ভুবনে ॥
 কৃষ্ণগী-হরণ কথা শুনি নৃপগণ ।
 রাজপুত্র রাজকন্তা নরনারীগণ ॥
 কিস্ময় ভাবিয়া লাগা হৈল চমকিত ।
 কহিল কৃষ্ণগী দেবী-হরণ চারিত ॥
 হরিবংশে কহিলেন করিয়া বিস্তার ।
 ভাগবতে কহি সার করিয়া উদ্ধার ॥
 ভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী ।
 কৃষ্ণগী-হরণ-কথা প্রেমতরঙ্গিনী ॥

(১) পাঠান্তর,—“কৌতুকে বিহবে”

(২) পাঠান্তর,—“পুরী শোভনে” ।

(৩) পাঠান্তর,—“মুগ্ধিত” ।

ইতি ভাগবতে ব্রহ্মপুরাণে পারমহংস সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং

দশমস্কন্ধে চতুঃপঞ্চাশোধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় ।

বসন্ত রাগ :

শুকুম্বিন বলে রাজ্য পুন পুনরীক্ষিত ।
অতি অদভুত কথা স্বরকা চরিত ॥
পূরবে আছিল কাম বাসুদেব-আশ ॥
হর-কোধানন্দে তিহিয়াছিল ভয় ॥
শবীর স্বরিতে পুনরপি ইচ্ছা কৈল ।
কুম্বকলেবরে আসি পরবেশ কৈল ॥
রুদ্রিনীর গড়ে তাঁর হৈল অবতার ।
প্রহ্লাদ তাঁহার নাম কৃষ্ণের কুমার ॥
আছিল শঙ্কর নামে এক মহাসুর ।
নানা মায়াবিশাদ পরম নিষ্ঠুর ॥
শত্রু ভয়া জনমিবে কৃষ্ণের নন্দন ।
সাবধানে আছে তার পানিঞা কারণ ॥
জনমিল শিশু দশ দিন নাহি পুরে ।
কামরূপ ধরি পুর পরবেশ করে ॥
ছাওয়াল হরিয়া নিঞা ফেলিল সাগরে ।
সাগরের জলে ছাওয়াল নাহি মরে ।
ছাওয়ালে গিলিল এক মৎস্য বলবানে ।
জলে মৎস্য বন্দী কৈল মৎস্যজীবীগণে ॥
মৎস্য আনি দিল শঙ্করের বিদ্যামানে
শঙ্করের চিন্তে হৈল অদ্ভুত গেষ্মানে ॥
মৎস্য লয়া গেল তবে স্থপকারগণে ।
খজা দিয়া মৎস্য কাটি কৈল খানখানে ॥
মৎস্যের উদরে তারা ছাওয়াল দেখিল ।
মায়াবতী বিদ্যামানে শিশু নঞা দিল ॥
শিশু দেখি মায়াবতী শঙ্কা পাঠিল মনে ।
নারদ আসিয়া তত্ত্ব কহিল তখনে ॥
যে নাম বালক যেনরূপে উপাদান ।
যেক্রমে শঙ্কর হবি নিল বিদ্যাম ন ॥
যেনরূপে পরবেশ মৎস্যের উদরে ।
কহিল সকল তত্ত্ব মুনি যোগেশ্বরে ॥
সে-বোল শুনিঞা মায়াবতী হরষিতা ।
পূরবে আছিল তাঁহো কামেব বিনতা ॥
রতি নাম তাঁহার পরম রূপবতী ।
অবধি করিয়া রহে জনমিব পতি ॥ (১)
শঙ্করের ঘরে রহে ধরে মায়াবেশ ।
শুনিল নারদমুখে পরম বিশেষ ॥

জানিঞা শিশুর তত্ত্ব করয়ে পালন ।
দিনে দিনে বাটে শিশু সর্ব স্থলক্ষণ ॥
অল্প দিবসে হৈল যৌবন সঞ্চার ।
মহাভূঃ মহাবল বিক্রমে বিশাল ॥
সাক্ষাৎ মদন যেন দিল দরশন ।
দেখিয়া নারীর চিত্ত যোহে (১) সেইক্ষণ ॥
অমল কমল-পত্র নয়ন সুন্দর ।
আজ্ঞামূলস্থিত ভূজ অঙ্গ মনোহর ॥
দেখিয়া স্বামীর নব যৌবন বিলাস ।
মাতৃভাব তেজি রতি দিল পরকাশ ॥
বধিয়া সুরভি সহ রহে সন্নিধান ।
দেখিয়া কি বলে তবে কাম পঞ্চবাণ ॥
মাতৃভাব তেজিয়া কামিনী ভাব ধর ।
মা হইয়া কেন তুমি ছেন কর্ম কর ॥
রতি বলে তুমি নাথ স্বামী যে আমার ।
রতি নামে হই আমি রমণী তোমার ॥
যখনে তোমার দশ দিন নাহি পুরে ।
তুমি নারায়ণসুত হরিল শঙ্করে ॥
দৈবযোগে লাগ পাইলুম মৎস্যের উদরে (২) ।
তুমি গিয়া মার এই শঙ্কর অস্তুরে ॥
শঙ্কর তোমার রিপু নানা মায়্যানে ।
তুমিহ মায়্যায় তারে মাবহ য-গণে (৩) ॥
তোমার জননী নাথ শে'কেতে আতুরা ।
১৩ সুতা দেখু যেন সতত ব্যাকুলা ॥
এতেক বচন বলি রতি মায়্যাবতী ।
মহামায়্য বিদ্যা তারে দিলা যোগগতি ॥
তবে গেলা প্রহ্লাদ শঙ্কর বিভ্রমান ।
ভাকিয়া কি বলে তবে বীরের প্রধান ॥
আরে রে শঙ্কর অস্তুর দুঃখচার ।
আসিয়া সংগ্রাম কর অণে তে আমার ॥
নহে বা সঘনে তোর হরির জীবন ।
নহে বেটা যোর সহে করিয়া রণ ॥
অসহ বচন শুনি শঙ্কর অস্তুর ।
বীরদর্প করি বীর ডাকিল নিষ্ঠুর ॥

(১) পাঠান্তর,—“হবে” ।

(২) দৈবযোগে পাইল তোমা মৎস্যের উদরে” ।

(৩) পাঠান্তর,—“পর্যবে” ।

(১) স্বামী জনমিব এই করিয়া অবধি ।

পদাঘাতে যেন ফণধরে ক্রোধ করে ।
 ক্রোধ করি মহাবীর উঠিল সত্তরে ॥
 প্রলয় কাণ্ডে যেন জলন্ত অনিল ।
 গদা হাতে করি বীর নাখিলা সত্তর ॥
 গদাপাট তুলিয়া স্রময়ে মহাবীর ।
 রহ রহ আরে বেটা রণে হও স্থির ॥
 নির্ধাত নিষ্ঠুর ঘোর শব্দ করিয়া ।
 পেলিয়া মারিল গদ এ বোল বুলিয়া ॥
 গদাপাট পড়িল দেখিয়া ভগবান ।
 তুলিয়া আপন গদা বীরের প্রধান ॥
 গদায় কাটিয়া গদা কৈল খণ্ড খণ্ড ।
 আকর্ণ পুরিয়া কৈল শব্দে প্রচণ্ড ॥
 তবে কোন কৰ্ম্ম করে দৈত্য দুরাশয় ।
 ময়বিনিশ্চিত মায়া করিয়া আশ্রয় ॥
 শিলা-বরষণ করে কামের উপরে ।
 উড়ায় কুঞ্জিনী স্রুত এ গাছ পাথরে ॥
 তবে কোন কৰ্ম্ম করে গোবিন্দনন্দন ।
 সঙ্ঘময়ী মহাবিদ্যা কৈল স্রুতরণ ।
 খণ্ডিল অসুর মায়া শিলা বরষণ ।
 তবে নানা মায়া করে অসুর স্বজন ॥
 গন্ধর্ব্ব অসুর নাগ পিশাচের মায়া ।
 শত শত স্বজিলেক ক্রোধপর হুয়া ॥
 সকল আসুরী মায়া করিয়া খণ্ডন ।
 ভীষ্ম খড্গা নিল তবে কৃষ্ণের নন্দন ॥
 মুকুট কুণ্ডল সহে শঙ্খের শির ।
 ভূমিতলে কাটিয়া পাড়িলা মহাবীর ॥
 পড়িল শঙ্খর বীর দেবের হরিশ ।
 শুনিঞা অসুরগণে করে বিমর্ষিত ॥
 দেবগণে স্তুতি করে পুষ্প বরষণ ।
 বখিল শঙ্খর বীর কৃষ্ণের নন্দন ॥
 কোন কৰ্ম্ম করে তবে রতি মায়াবতী ।
 চলিল আকাশপথে লয়া নিজপতি ।
 আনিল ঝারকাগুরী আঁখির নিমিষে ।
 রতিপতি রতি কৈল পুর-পরবেশে ।
 জলধর-শ্রাম-তনু রাজীব-লোচন
 আজামুলদ্বিত ভূজ মুদিত বদন ॥
 পীতবস্ত্র পরিধান মন্দ মন্দ হাস ।
 বিলোল অলকাবলি কপোল-বিলাস ॥
 পুরনারী কৃষ্ণ হেন মানিঞা ভীহারে ।

লজ্জায় লুকায় তারা চিনিতে না পারে ॥
 অলপে য় পে বৈলা ভিন্ন অমুমান ।
 ধীবে ধীবে নাবীগণ গেগা সন্নিধান ॥
 সোভরলা কুঞ্জিনী দেবী আপন তনয় ।
 পুত্র প্রেম উপস্থিত আনন্দ হৃদয় ॥
 নিকটে দাঙায়া দেবী কি বলে বচন ।
 কোথা হৈতে আইলা এথা পুরুষ-রতন ॥
 নবঘন শ্রাম তনু রাজীব-লোচন ।
 পরম সুন্দর মহাপুরুষ লক্ষণ ॥
 কাহার তনয় হয় কিবা নাম ধরে ।
 কোন পুণ্যবতী গতে ধরিল ইহারে ॥
 মোর পুত্র নষ্ট হৈল হরিল অংগে ।
 যদি বা কোথাতে জীয়ে কোন পুণ্যকলে ॥

হেন হয় ইহারি সমান রূপ বেশ ।
 হরিণ অসুরে তার না পাই উদ্দেশ ॥
 ইহাতে কৃষ্ণের সম কেনে রূপ-দেখি ।
 আকৃতি প্রকৃতি যেন কৃষ্ণ যেন লখি ॥
 এই না ছাওয়াও হয় লগ মোর মতি ।
 ইহারে বাচয়ে মোর অধিক পীরিত ॥
 এইরূপে করে দেবী নানা অমুমান ।
 হেনকালে গেলা তথা প্রভু ভগবান ॥
 দাঙায়া রহিলা গিরা পত্ন যদুমনি ।
 তত্ব কিছু না বুঝিলা সর্ব্ব তত্ত্ব জানি ॥
 বসুদেব দৈবকী যতেক পুরজনে ।
 সকলে দেখিতে গেলা হরষিত মনে ॥
 কহিল নারদে আসি তাহার কারণ ।
 শঙ্খর হরণ-আদি যত বিবরণ ॥
 শুনিঞা সকল লোক হৈলা চমকিত ।
 বিশ্বম্ভ ভাবিয়া পাণ্ডে হৈলা হরষিত ॥
 পুত্র কোলে করি দেবী দিল আলিঙ্গন ।
 হরষে পুরিল তনু চাঞ্চল বদন ॥
 বসুদেব দৈবকী আর আপনে শ্রীহরি ।
 অধিক আনন্দসিদ্ধ পুত্র কোলে করি ॥
 নষ্ট পুত্র প্রত্যায়ে লভিয়া প্রজনে ।
 পুঞ্জিয়া মন্দিরে নিল হরষিত মনে ॥
 কহিল শঙ্খর-বধ প্রত্যাশ-চরিত ।
 শুনিলে সম্পদ হয় হরণে ছুরিত ॥
 ভাগবত-আচার্যের মধুর-বাণী ।
 প্রত্যাশচরিত কথা প্রেমতরঙ্গিনী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পার্বদ্ব্যস্তাং সহিত্যায়ৈ বৈষ্ণবসিকায়ৈ

দশমস্কন্ধে পঞ্চলকোশোধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় ।

তুড়ি রাগ ।

সত্রোজিত অপরাধ করিতে খণ্ডন ।
 আপনে আনিঞা কত্কা কৈল সমর্পণ ॥
 স্তম্ভক-মণি দিয়া কৈলা পরিহার ।
 কত্কা নিল কৃষ্ণ মণি না লৈল তাহার ॥
 তবে রাজা জিজ্ঞাসিল ভাবিয়া বিস্ময় ।
 সত্রোজিত কোন পাপ কৈলা অতিশয় ॥
 আপনে আগিয়া কত্কা দিল কি কারণে ।
 স্তম্ভক-মণি সে পাইল কোন স্থানে ॥
 মুনি বলে শুন রাজা হয়্যা সাবধান ।
 কহিব তোমায়ে স্তম্ভক-উপাখ্যান ॥
 আছিল পুরুষ এক সত্রোজিত নাম ।
 সূর্য্যোদয় পরম সুখা ভকতপ্রধান ॥
 তুষ্ট হয়্যা মণি তায়ে দিলা দিনকরে ।
 মণি কর্তে করি সত্রোজিত যায় ঘরে ॥
 প্রবেশ করিল গিয়া দ্বারকামণ্ডলে ॥
 তার তেজ কোন লোক সহিতে না পারে ॥
 অদভুত দেখি লোক ধৈর্যা গিয়া চায় ।
 দূরে থেকে তার তেজ সহনে না যায় ॥
 দ্যুত-খেলা করেন আপনে ভগবান্ ।
 ধৈর্যা গিয়া সৰ্বলোক কহে বিজ্ঞান ॥
 নমো নারায়ণ শঙ্খ-চক্ৰ গদাধর ।
 অরবিন্দ-লোচন গোবিন্দ দামোদর ॥
 নিকটে আসিয়া সূর্য্য দিলা দর্শন ।
 তোমায়ে দেখিতে হৈল সূর্য্য-আগমন ॥
 দেবগণ তোমায়ে দেখিতে যাজ্ঞ করে ।
 ধরিয়া গোপত বেশ আঁধ যহুকূলে ॥
 শুনিঞা লোকের বাণী হাসে নারায়ণ ।
 তুমি সব তার কিছু না নানি মরম ॥
 মণি লয়্যা সত্রোজিত যায় নিজঘরে ।
 স্তম্ভক-মণি তায়ে দিলা দিবাকরে ॥
 সত্রোজিত নিজপুরে কৈলা পরবেশ ।
 আনন্দ উৎসব কৈল মঙ্গল বিশেষ ॥
 দেবঘরে মণি লয়্যা স্থাপিল ব্রাহ্মণে ।
 অষ্টভার কাঞ্চন প্রসবে দিনে-দিনে ॥
 ছত্ৰিক আয়ত্বে সর্প আদি ব্যাধি শুনয় ।
 সে মণি যথাতে থাকে গ্রহপীড়া নয় ॥

এক দিন কৃষ্ণ মণি মাগিলা আপনে ।
 রাজ্যারে দিবার তরে সত্রোজিত স্থানে ॥
 সত্রোজিত না দিল ধনের লোভে মণি ।
 পুনরপি কিছু না বলিল চক্ৰপাণি ॥
 প্রসেন নামেতে সত্রোজিতসহোদর ।
 যুগয়া করিতে গেলা বনের ভিতর ॥
 মণি কর্তে ধরি অশ্বে আরোহণ করি ।
 ঘোড়া সহ বনে তায়ে মারিল কেশরী ॥
 প্রসেন মারিয়া সিংহ মণি লয়্যা যায় ।
 হেনকালে জাম্ববান তার লাগ পায় ॥
 সিংহ মারি মণি লয়্যা গেল জাম্ববান্ ।
 স্রুড়ঙ্গে প্রবেশ কৈলা বীরের প্রধান ॥
 ছাওয়ালে খেলিতে দিল সেই মণি লঞা ।
 সত্রোজিত মনে চিন্তে ভাই না দেখিয়া ॥
 অত্র কেহ নাহি বধে মোর সহোদর ।
 প্রসেন বধিয়া মণি নিল গদাধর ॥
 এই কথা লোকে সব করে কণাকাণি । (১)
 আপনার নিন্দা কৃষ্ণ শুনিল পানি ॥
 করিবারে চাহে কৃষ্ণ হৃষীকেশ ॥
 চলিলা বিবিধ সৈন্ত করিয়া সাজন ॥
 প্রসেনের পথে গেলা সেই অমুসারে ।
 প্রসেন পাড়িয়া আছে বনের ভিতরে ॥
 প্রসেনে মারিয়া সিংহ লয়্যা গেল মণি ।
 সগণে চলিলা কৃষ্ণ তার তত্ত্ব জানি ॥
 বনে বনে যায় কৃষ্ণ সিংহ অমুসারে ।
 ময়া সিংহ পাড়ি আছে পর্কত শিখরে ॥ (২)
 সিংহ মারি মণি লয়্যা গেল জাম্ববান ।
 জানিল সকল তত্ত্ব প্রভু ভগবান্ ॥
 বাহিরে সকল সৈন্ত ধূম্য হবীকেশ ।
 স্রুড়ঙ্গ ভিতরে তবে কৈলা পরবেশ ॥
 পাতালে প্রবেশ কৈল প্রভু যদুয়ায় ।
 রাজ্যে মণি লয়্যা ছাওয়াল খেলায় ॥

(১) এই বোল সৰ্বলোক জপে স্থানে স্থানে ।

(২) পাঠান্তর,—

ঘোড়া সহ ময়া প্রসেন বনের ভিতরে ॥

তায়ে দেখি গদাধর যায় কতোদূরে ।

ময়াগিহে পাড়ি আছে পর্কত উপরে ॥

প্রভু মনে কৈল যদি মণি হরিবারে ।
 ধাত্রীমাতা দেখিয়া ডাকিল উচ্চস্বরে ॥
 এ বোল শুনিঞা ক্রোধ কৈল জাঘবান ।
 সম্মুখে চলিয়া গেলা কৃষ্ণ সন্নিধান ॥
 দেখিয়া মাহুঘ বেশ কৈলা অবজ্ঞান ।
 বুঝিবার ভরে তবে হৈলা আগ্রহান ॥
 দুই বীরে বাজিল সমর ঘোরভর ।
 অস্ত্রে অস্ত্রে কাটাকাটি মহাভয়ঙ্কর ॥
 গাছ পাথরেতে যুদ্ধ খজো কাটাকাটি ।
 শূল ত্রিশূলের রণ বাণ ছুটাকাটি ॥
 বৃকে বৃকে ঠেলাঠেলি যুষ্টির প্রহার ।
 বাহে বাহে জড়াজড়ি আহব বিশাল ॥
 অষ্টাবিংশ দিন ধরি আছিল সংগ্রাম ।
 রজনী দিবস নাহি তিলেক বিশ্রাম ॥ ()
 লীলায় যুঝয়ে হরি নাহি পরিশ্রম ।
 দিনে-দিনে জাঘবান্ কৈলা অবসর ॥
 বজ্রসম যারে কৃষ্ণ যুষ্টির প্রহার ।
 সন্ধিবন্ধ ছিণ্ডি যায় দেখে অন্ধকার ॥
 শ্রমজলে পুরিল সকল কলেবর ।
 যুঝিতে না পারে বীর হৈল হতবল ॥
 তবে বীর জানিল সাক্ষাত ভগবান্ !
 যোর সনে যুঝিতে অস্ত্রের কোন্ প্রাণ ।
 জানিল সাক্ষাৎ তুমি বিষ্ণু-স্বরূপতি ।
 পুরাণ পুরুষ তুমি ত্রিজগত-পতি ॥
 প্রাণ বল তেজ বীৰ্য্য সকল তোমার ।
 আপনে সৃষ্টিয়া কর আপনে সংহার ॥
 ব্রহ্মা আদি সুরে কর আপনে সৃজন ।
 আপনে সৃষ্টিয়া কর আপনে পালন ॥
 বাহার কিঞ্চিৎ ক্রোধ-কটাক পাতনে ।
 ভয়ে সিদ্ধ পথ ছাড়ি দিল সেইক্ষণে ॥
 ইচ্ছা-মাত্র হৈল সেতু-বন্ধ নিরমাণ ।
 রাবণের মুণ্ড কোটি দিল বলিদান ॥
 সেই সে জানকী-পতি যোর প্রাণনাথ ।
 অশেষ কঙ্কণাসিদ্ধ দেখিল সাক্ষাত ॥
 জানিল প্রভুর তত্ত্ব যদি জাঘবান্ ।
 হালিয়া উজ্জর তবে দিলা ভগবান্ ।
 করিয়া কমল-করে অঙ্গ মারজন ।
 কৃপায় কি বলে মেঘ-গঞ্জীর বচন ॥
 মণি-হেতু আমার এখাতে আগমন ।
 মিথ্যা অপযশ চাহি করিতে খণ্ডন ॥

তবে জাঘবান্ যুক্তি কৈল মনে মনে ।
 জাঘবতী কস্তা আমি কৈল সমর্পণে ॥
 শুভক্ষণ করি বীর কৈলা কস্তা-দান ।
 কস্তার যৌতুকে দিল রতন-পাথান ॥
 কৃষ্ণের বিলম্ব দেখি গুড়ক ছাড়িয়ে ।
 আছিল সকল লোক বনের ভিতরে ॥
 দ্বাদশ দিবস ধরি বিলম্ব চাহিয়া ।
 চলিল সকল লোক দুঃখ শোক পায়া ॥
 বহুদেব দৈবকী কুন্তীণী বিভ্রামনে ।
 কহিল সকল লোক ষারকা ভুবনে ॥
 সব পুরজন হৈল শোকে অচেতন ।
 বিলাপ করিয়া কানে প্রিতি-জনে-জন ॥
 সত্রোজিতে গালি তবে দেয় সর্বলোকে ।
 সন্তত আকুল হৈয়া করে দুঃখ শোকে ॥
 সর্বলোক মেলি করে দেবী-উপাসনা ।
 সংকল্প করিয়া করে দুর্গা আরাধনা ॥
 হেনকালে দেব দেব ত্রিভুবন-নাথ ।
 সাধিয়া সকল কাজ কস্তা করি সাথ ॥
 ষারকানগরে আসি দিলা দরশন ।
 দেখিয়া আনন্দ হৈল সব পুরজন ॥
 ঘরে ঘরে পুরে-পুরে আনন্দ বাধাই ।
 সর্বলোকে উৎসব করয়ে সর্ব ঠাঞি ॥
 তবে সভা করিয়া বলিলা জগন্নাথ ।
 সত্রোজিতে ডাক দিয়া আনিলা সাক্ষাতে ॥
 তার হাতে মণি দিঞা প্রভু নারায়ণ ।
 আদি হতে কহিল সকল বিবরণ ॥
 মণি পাঞা সত্রোজিত হৈল হৈট মাথা ।
 লাজে কিছু না বলিলা মনে পাঞা ব্যথা ॥
 মণি লয়া সত্রোজিত গেলা নিজ ঘরে ।
 শোকেতে ব্যাকুল হয়্যা চিন্তে নিরন্তরে ॥
 ঈশ্বরের সনে যোর অমিল বিবাদ ।
 কিরূপে খণ্ডিবে যোর এনা অপরাধ ॥
 কোন কর্মে এসম্ভতা হইবে শ্রীহরি ।
 কোন কর্ম কৈলে লোকে নাহি দেয় গালি ।
 খনলোভী মুঞি মৃত অতি অগেহান ।
 কোন কর্ম করিয়া তুবিষ ভগবান্ ॥
 সতে যোর আছে এক এই সে উপায় ।
 কস্তা দিলে যদি তুষ্ট হয়ে বহরায় ॥
 এতেক চিন্তিয়া মনে লয়া সত্রোজিত ।
 গোবিন্দ-চরণে লঞা কৈলা সমর্পিত ॥
 মণি সহে কস্তা দিয়া কৈলা পরিহার ।
 যোর অপরাধ নাথ কেন একবার ॥

(১) পাঠান্তর,—

“কুখ্য তুকা নাহি পৌছে যুঝে অবিজ্ঞান” ।

কহা লৈলা কৃষ্ণ তার না লইলা মণি ।
সত্যভামা বিভা কৈলা প্রভু চক্রপাণি ॥
না নিব তোমার মণি লয়া চল ঘর ।
থাকুক স্বর্ষোর মণি তোমার গোচর ॥
ফলভাগী আমি-সব চিন্তা পরিহর ।
স্বর্গ-ভক্ত তুমি মণি লয়া চল ঘর ॥

সন্তোষ করিয়া পাঠাইলা সজ্জাজিত
দেখিয়া সকল লোক হৈলা আনন্দিত ॥
সত্যভামা বিভা করি প্রভু দ্বর্ষী ১৭ ।
আনন্দ মন্ডলে কৈল পুর-পরবেশ ।
ধীর-শিরোগণি শ্রীল গদাধর জন ।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ষট্‌পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥৫৬॥

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় ।

গান্ধার রাগ ।

মুনি বলে কহি আর অদভূত কথা ।
সাবধানে শুন রাজা কৃষ্ণ-গুণ-গাথা ॥
সর্বভুত জ্ঞানেন সর্বজ-চূড়ামণি ।
জতু নানা নাট করে প্রভু চক্রপাণি ॥
যুধিষ্ঠির-আদি করি পঞ্চ সহোদর ।
অউঘরে পুড়ি মৈল শুনি গদাধর ॥
কুল-বাবচার হরি করিবার তরে ।
চলিলা হস্তিনাপুরে দুই সহোদরে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য ভেল দরশন ।
বিদুর গান্ধারী সহে হৈল সম্ভাষণ ॥
সকল বান্ধবগণে একত্রে মিলিয়া ।
নানা দুঃখ শোক কৈল বিবাদ ভাবিয়া ॥
ইষ্ট মিত্রে সম্ভাষণ কথা অল্পসারে ।
কথোদিনি রহিলা বান্ধবগণপুরে ।
হেনকালে কৃতবর্ষা অক্রুর মিলিয়া ।
দুই ৫নে শতধরা আনিল ডাকিয়া ॥
কহিল তাহারে দুই মন্ত্রণাবচন ।
এখনে না লহ মণি হরি কি কারণ ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি-সত্য বিদ্যমান ।
তবে লঞা করে কৃষ্ণে কহা সম্প্রদান ॥
সজ্জাজিতে পাঠাই ভাইর অনুসারে ।
মণি হরি আন গিয়া এই অবসরে ॥
কৃতবর্ষা অক্রুরের শুনিঞা উত্তর ।
খড়া লয়া শতধরা চলিল সত্বর ॥
সজ্জাজিতে নিদ্রা যায় বধি দুইমতি ।
মণি লয়া দুরাচার গেলা শৌভ্রগতি ॥
বিলাপ করিয়া কান্দে যত নারীগণ ।
সত্যভামা দেবী শুনে বাপের মরণ ॥

মরা বাপ দেখি পাই বিস্তর সম্ভাপ ।
হা তাত হা তাত করি করয়ে বিলাপ ॥
কাকুবাদ করি দেবী কান্দিলা বিস্তর ।
তৈলদ্রোণে ধরিয়া বাপের কলেবর ॥
চলিলা হস্তিনাপুরে কৃষ্ণবিদ্যমান ।
বাপের মরণ কথা কৈলা নিবেদনে ॥
সজ্জাজিত-বধ শুনি রাম-দামোদর ।
বিলাপ করিয়া দুই কান্দিলা বিস্তর ॥
নরবেশ ধরি হরি করে নর-লীলা ।
বিবিধ কৌতুক করি করে নানা খেলা ॥
অনিত্য সংসার ছলে জগতে বুঝায় ।
সঙ্গদোষে সর্বলোক মুখ দুঃখ পায় ॥
তবে রাম কৃষ্ণ সত্যভামা তিনজনে ।
স্মরক। চলিয়া গেলা স্বরিত গমনে ॥
কোন যুক্তি করে তবে প্রভু চক্রপাণি ।
শতধরা মারিয়া হরিয়া নিব মণি ॥
এ বোল শুনিঞা শতধরা দুরাচার ।
পরানে কাতর হয়্যা চিন্তে প্রতিকার ॥
কৃতবর্ষা স্থানে গিয়া কৈলা নিবেদন ।
আমার সহায় হয়্যা রাখহ জীবন ॥
কৃতবর্ষা বলে ইহা ১৭ হয় উচিত ।
ঈশ্বরের সহে কেনে করিব দুরতি ॥
তঁার সনে বিবাদ করিব কোন জন ।
কেবা নাহি মরে (১) করি ঈশ্বর লজ্জন ॥
যার শেষ করি কংস হায়্য পরাণ ।
জয়সদ্ধ হয়্যা কত হারিল সংগ্রাম ॥

(১) পাঠান্তর,—“কেবা প্রাণে জীয়ে” ।

তার সহ আমি কেনে করিব বিবাদ ।
 কোটি কল্পে না ঘুচে দৈব-অপরাধ ॥
 তবে অকুরের ঠাকুর কৈলা নিবেদন ।
 শুনিঞা অকুর তবে কি বোলে বচন ॥
 হরি হরি হেন বাণী কহিতে যুগায় ।
 দৈবের সনে কেবা বিবাদ বাঢ়ায় ॥
 তৃপ্তি স্থিতি প্রায় লীলায় হয়ে বার ।
 যার মায়া ব্রজা নাহি পারে জানিবার ॥
 সপ্ত বৎসরের শিশু পর্কত তুলিয়া ।
 সপ্ত দিন রহে এক হস্তেতে ধরিয়া ॥
 ছাওয়াল তুলিয়া যেন তোলে ছাতিয়ানা ।
 তার সনে বিবাদ করিব কোন জনা ॥
 সে দেব চরণে মোর রহ নমস্কার ।
 অনন্ত ব্রহ্মপতি অনন্ত-বহার ॥
 তবে শতধরা বীর কোন কৰ্ম কৈল ।
 অকুরের স্থানে লঞা মণি সমর্পিল ॥
 শতেক যোজনগামী ঘোড়ায় চড়িয়া ।
 যায় শতধরা বীর ঘুরিতে পলায়া ॥
 গন্ধুড়-লাঞ্ছন রথে করি আরোহণ ।
 তাব পাছে ধেয়া যায় গম জনার্দিন ॥
 মনোজব চারি ঘোড়া শৌভ্রগতি যার ।
 রথখান চলে যেন পবন-সঞ্চায় ॥
 শতধরা গেল যদি শতেক-গ্রহর ।
 ঘোড়া পড়ি মৈল তবে বনের ভিতর ॥
 মিথিলায় উপবনে ঘোড়াকে তেজিয়া ।
 ইটিয়া পলায় বনে মনে ভয় পেয়া ॥
 পরতর মহাচক্র নিজ করে ধরি ।
 রথ হতে আপনি নাছিয়া শ্রীহরি ॥
 চক্রে শির কাটিয়া বসন বিচারিল ।
 বস্ত্রের ভিতরে তার মণি না পাইল ॥
 তবে কৃষ্ণ গিয়া কহে বলভদ্র-স্থানে ।
 মিথ্যা যে শতধরা বধিলু পরাণে ॥
 নহি তার স্থানে নাহি চাহিলু বিচারি ।
 তবে রাম কহিলা কিঞ্চিৎ ক্রোধ করি ॥
 না জানি কাহার স্থানে মণিরাজ থুয়া ।
 শতধরা আইল এথা মনে ভয় পায়্যা ॥
 তথা গিয়া মণি চাহ যাহ নিজপুরে ।
 আমি কথোদিন রহি বিদেহ-নগরে ॥
 দেখিতে আমার ইচ্ছা মিথিলা নগরী ।
 তুমি রথে চটি কৃষ্ণ যাই নিজপুরী ॥
 এতেক বচন কহি হলধর রায় ।
 মিথিলা প্রবেশ করি রাজপুরে যায় ॥

দেখিয়া জনক রাজা হরষিত মনে ।
 পাশ্চ অর্ঘ্য দিয়া রামে পূজিল বিধানে ॥
 দিব্য গন্ধ মালা দিয়া বসন ভূষণ ।
 পূজিল জনক রাজা রামের চরণ ॥
 কথোদিন তথাতে রহিলা বলরাম ।
 জনকের পারিত করিলা অধিরাম ॥
 তবে সুবোধন গেলা মিথিলানগরে ।
 পূজিলা জনক রাজা পরম আদরে ॥
 গদা শিক্ষা কৈলা রাজা বলভদ্র স্থানে ।
 কোতুকে রহিলা রাম ইষ্ট সজ্জাঘণে ॥
 কৃষ্ণ উত্তরিল গিয়া দ্বারবা ভুবনে ।
 কহিল সকল কথা লোক বিজ্ঞানে ॥
 সত্যভামা দেবী সজ্জাঘিয়া বদ্বর ।
 পোড়াইল নঞা সজ্জাজিত কলেবর ॥
 বন্ধুগণ দিয়া পরলোকে সমুচিত ।
 করায় সকল কৰ্ম বিধানবিহিত ॥
 শতধরা বধ কৈলা প্রভু চক্রপাণি ।
 কৃতবর্মা অকুরে শুনিলা হেন বাণী ॥
 ভয় পায়্যা তারা পালাইল দুইজনে ।
 দ্বারকা ছাড়িয়া গেলা ঘুরিত গমনে ॥
 হেনকালে দ্বারকাতে হইল উৎপাত ।
 ভূমিকম্প দুর্ভিক্ষ অরিষ্ট বজ্রপাত ॥
 দ্বারকা তেজিয়া যদি অকুর চলিল ।
 বহুবিধ উতপাত দ্বারকায় হৈল ॥
 না জানিয়া কহে কেহো হেন মনে গণে ।
 তারা সব কৃষ্ণের মহিমা নাহি জানে ॥
 যার নাম শ্রবণে অশেষ বিপ্লব হরে ।
 ছেন প্রভু বৈসে যথা যোগ-যোগেশ্বরে ॥
 হেন কি তাহাতে বটে অরিষ্ট সঞ্চার ।
 না বুঝিয়া কেহ কেহ করে অজীকার ॥
 অনাবৃষ্টি পুরুষে আলি কাশীপুরে ।
 স্বয়ংক আনিঞা কন্ডা দিল কাশীপুরে ॥
 তবে কাশীপুরে হৈল মেঘ-বরিষণ ।
 তার পুত্র অকুর বৈষ্ণব মহাজন ॥
 যথাতে অকুর থাকে মাছি উতপাত ।
 দুর্ভিক্ষ অরিষ্ট নহে না হয় নির্ধাত ॥ (১)
 এইরূপে বৃদ্ধগণে বলে অমুক্ষণ ।
 পরমার্থ নহে কিছু সে সব কারণ ॥
 বৃদ্ধগণ বচন শুনিঞা যত্নরায় ।
 যতন করিয়া তবে অকুরে আনায় ॥

তবে অকুরের সনে করি সন্তাষণে ।
 কুশল জিজ্ঞাসা কৈলা বিনয় বচনে ॥
 হাথাহাথি করিয়া কহিল শ্রিয় কথা ।
 জানিঞাহ জিজ্ঞাসিল সৰ্ব চিন্তাজাতা ॥
 শতধরা মণি থুইল তোমা বিদ্যমানে ।
 পুরুষেই আমি তাহা নি ভাল মনে ॥
 অনপত্য হয়্যা দৈবে মেল সত্রাজিত ।
 কস্তার পুত্রের হয় ত্রাস সমুচিত ॥
 তথাপি আমার তাথে নাহি কিছু দায় ।
 আমার অগ্রজ ভাই প্রতীত না যায় ॥
 খসার্যা দেখাহ মণি লোক-বিন্ধ্যমানে ।
 জাহ্নব ইহার মৰ্ম সৰ্ব পুরজনে ॥
 কাঞ্চন নির্মিত বেদি কাঞ্চনের ঘরে ।
 মণির প্রসাদে যজ্ঞ কর নিরন্তরে ॥
 হস্তে করি সকলে দেখাহ তুমি মণি ।
 ভ্রাতা বলরামে যেন রহে তত্ত্ব জানি ॥
 শুনিঞা অকুর মনে বড় পাইল লাজ ।
 কোঁচা হৈতে খসার্যা দেখায় মণিরাজ ॥
 পূৰ্ব্যসম তেজ মণি দিল কৃষ্ণহাতে ।

হস্তে করি মণি দেখাইল জগন্নাথে ॥
 আপনার অপযশ করিয়া খণ্ডনে ।
 পুনরপি দিলা মণি অকুরের স্থানে ॥
 অৰ্থ হৈতে অনর্থ দেখায় ভগবান ।
 অৰ্থে হৈতে কারো কভু না হয় কল্যাণ ॥
 কৃষ্ণ হৈয়া হুঃখ পাইলা অর্থের কারণে ।
 এ বোল বুঝিয়া অৰ্থ ভেজে বৃথজনে ॥
 আপনে করিয়া কৰ্ম লোকেয়ে বুঝায় ।
 অর্থের কারণে লোক এত হুঃখ পায় ॥
 পুত্র হৈতে নহে কাব্যে লুখ উপাদান ।
 প্রহ্মায়হরণে দেখাইলা ভগবান ॥
 অৰ্থ হৈতে অনর্থ দেখায় মণিহলে ।
 লোক বুঝাইতে প্রভু হেন কৰ্ম করে ॥
 অশেষ ছরিত হরে মণি-উপাখ্যান ।
 কৃষ্ণের মহিমা বীৰ্য যাথে উপাদান ॥
 শুনে বা শুনায় যেবা করয়ে শ্রবণ ।
 অশেষ ছরিত হরে হৃদয় খণ্ডন ॥
 হরিভক্তি হয় তার বিষ্ণুপদে বাস ।
 ভাগবত-আচার্যের প্রবন্ধ প্রকাশ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং
 বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥৫৭॥

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় ।

মল্লার রাগ ।

মুনি বলে অনভূত কহিব কাহিনী ॥
 সাবধানে শুন রাজা কৃষ্ণ গুণ-বাণী ॥
 পোড়া গেল পাণ্ডব জানিল সৰ্ব্বজনে ।
 পুনরপি আইল তারা দ্রুপদ ভবনে ॥
 বহুগণ সহে তথা হৈল দরশনে ।
 ইন্দ্রপ্রস্থে গেলা কৃষ্ণ তাহার কারণে ॥
 ময়া পাণ্ডবের পুত্র আগমন শুনি ।
 ইন্দ্রপ্রস্থে দেখিতে চলিলা যদুমণি ॥
 অখিল ভুবনপতি কৈলা আগমন ।
 বার্তা পায়্যা ভরিতে উঠিল বীরগণ ॥
 আশু বাড়ি দূরে গিয়া কৈল সন্তাষণ ।
 পুজিয়া আনিল ঘরে দিয়া আলিঙ্গন ॥
 অজস্পর্শে সকল ছরিত গেল দূর ।
 বাচিল আনন্দ-রস-তরঙ্গ প্রচুর ॥

যুধিষ্ঠিরচরণ বন্ধিয়া প্রভু হরি ।
 ভীষ্মের চরণে তবে নমস্কার করি ॥
 কোলাহুলি কৈলা তবে অর্জুনের সহে ।
 বীরগণে কৃষ্ণচন্দ্র পুণ্ড্রীনা উৎসাহে ॥
 সহদেব নকুল করিয়া পরণায় ।
 পুজিয়া চরণপদ্মে কৈলা প্রণিধান ॥
 মন্দিরে বসিলা হরি কনক আসনে ।
 দ্রৌপদী আসিয়া তবে কৈলা সন্তাষণে ॥
 গাত্যাকি পুজিয়া তবে কৃষ্ণ-অঙ্গচর ।
 পুজিল সকল সেনা বিধান কুশল ॥
 কুন্তী সন্তাবিয়া কৈল চরণ-বন্দন ।
 একে একে কৈল কৃষ্ণ ইষ্ট সন্তাষণ ॥
 কুন্তী কিছু কহে প্রেমে গদগদ বাণী ।
 পূর্ব হুঃখ শ্রুতিয়া চক্ষে পড়ে পানী ॥

তখন কুশল হৈল দুঃখ গেল দূর ।
 যখনে এখাতে ভূমি পাঠাইলেক অকুর ॥
 তখনে জানিল আছে অরণ তোমার ।
 সত্যার বান্ধব ভূমি পরম দয়াল ॥
 অগ্নিলে সকল দুঃখ কর বিযোচন ।
 সত্যার হৃদয়ে বৈস জীবের জীবন ॥
 তবে যুধিষ্ঠির রাজ্য বলে কোন বাণী ।
 কোন তপ কৈল আমি মরম না জানি ॥
 যোগেশ্বরগণ যায়ে না পায় ধোয়ানে ।
 হীনমতি আমি সব দেখিলু নরনে ॥
 এইরূপে কৈল রাজ্য স্তবন বন্দন ।
 চারিমাশ ভাষাতে রহিল নারায়ণ ॥
 বানর-লাঞ্ছন রথে চড়ি এক দিনে ।
 অর্জুনের সনে কৃষ্ণ গেলা ঘোর বনে ॥
 টেপে বাণ গাণ্ডিব কাছিয়া শরাসন ।
 অর্জুন চলিলা যনে যুগ্মা কারণ ॥
 বিক্রিয়া মারিল গণ্ডা মহিব শূকর ।
 ব্যাস ভল্লুক যুগ গবয় সম্বব ॥
 যজ্ঞ পশু লয়্যা গেল যত ভূত্যাগণে ।
 যজ্ঞকালে দিল লঞা রাজ্য বিজ্ঞানেনে ॥
 কৃষ্ণার শ্রমিত হয়্যা দুই মহাবীর ।
 বায়ুবেগে রথে গেলা যমুনার তীর ॥
 জলপান করিয়া বসিলা দিব্য রথে ।
 হেনকালে দিব্য কন্তা দেখিল সাক্ষাতে ॥
 অর্জুনে পাঠায়্যা দিল প্রভু যদুমণি ।
 পুছ দেখি কার কন্তা পরম রমণী ॥
 স্তম্ভরী স্তম্ভরূপা কন্তা চারু দরশন ।
 রমণীরতন মহাকৃতির বদন ॥
 পুছিলো অর্জুনে গিয়া কন্তা বিজ্ঞানম ।
 কার কন্তা কেবা ভূমি কি তোমার নাম ॥
 কোথা হৈতে কোথা বাহ বৈস কোন স্থানে ।
 পতি-বাহ্য কর হেন বৃদ্ধি অজ্ঞানেনে ॥
 এ বোল শুনিঞা কণা দিলেন উত্তর ॥
 কহিব আপন কথা শুন বীরবর ॥
 কালিন্দী আমার নাম সুর্য্যের দুহিতা ।
 যমুনায় জলে বসি হয়্যা ব্রতযুতা ॥
 তপ করি করি আমি কৃষ্ণ আরাধন ।
 যাবত কৃষ্ণের সঙ্গ না হয় দর্শন ॥
 কৃষ্ণ বিনে আমি বর না বরিব আন ।
 যত দিনে তুষ্ট হন প্রভু ভগবান ॥
 বাপের নির্মিত বর জলের ভিতরে ।
 তথা রহি তপ আমি করি নিরন্তরে ॥

শুনিঞা অর্জুন বীর কন্টার উত্তর ।
 কৃষ্ণ বিজ্ঞানেনে গিয়া কহিলা সকল ॥
 কন্তা লঞা রথে তুলি প্রভু যদুবীর ।
 উত্তরিলা আসি যথা রাণী যুধিষ্ঠির ॥
 কহিল সকল কথা রাজ্য বিজ্ঞানেনে ।
 বিশ্বকর্মা আনি কৈলা পুরী নিয়মাণে ॥
 তবে রাজ্য যুধিষ্ঠির বিধানকুশল ।
 কন্তা আনি থুইল সেই পুরীর ভিতর ॥
 এইরূপে ভাষাতে আছেন যদুরায় ।
 দিনে দিনে বহুগণে আনন্দ বাঢ়ায় ॥
 ইন্দ্রের ঋগুব বন ঋগুব জ্ঞানেনে ।
 অর্জুন সহায় তার গেলা তে-কাণে ॥
 কৃষ্ণ গেলা হয়্যা তার রথের সারথি ।
 অর্জুন যুধিষ্ঠির গিয়া ইন্দ্রের সংহতি ॥
 ঋগুব পুড়িয়া তবে -কিল আনলে ।
 তুষ্ট হৈলা অগ্নি তবে অর্জুনের তরে ॥
 অক্ষয় কবচ দিল দিব্য তুণ-বাণ ।
 শ্বেত বর্ণের বোড়া দিল ধনুর প্রধান ॥
 ময় নামে দানব আছিল সেই বনে ।
 বনদাহে রাখিল অর্জুন বলবানে ॥
 দিব্য সভা দিল ময় করিয়া নির্মাণ ।
 অর্জুন আনিঞা দিল রাজ্য বিজ্ঞান ॥
 জলস্থল ভ্রম যাথে পাইলা দুর্ঘ্যেধনে ।
 হেন সভা আনি দিল রাজ্যার সদনে ॥
 এইরূপে কথোদিন থাকিয়া শ্রীহরি ।
 কোতুকে চলিয়া তবে গেলা নিজপুরী ॥
 আশু বাচি কথোদুর গেলা যুধিষ্ঠির ।
 চৌদিকে যোগেন ধরি যায় কত বীর ॥
 নিজগণ সহ কৃষ্ণ গেলা নিজপুরে ।
 আনন্দে পুরিল সব দ্বারকা নগরে ॥
 সুর্য্যের দুহিতা বিভা কৈলা শুভকণে ।
 উৎসবে পুরিল পুরী আনন্দ বাজনে ॥
 বিন্দ অম্বুবিন্দ নামে দুই সহোদর ।
 অবস্তীনগরে রাজ্য মহাধনুর্ধর ॥
 শিশুকাল হৈতে তারা ধরে কৃষ্ণদেব ।
 দুর্ঘ্যেধনে রত তারা তাহাতে বিশেষ ॥
 মিত্রবিন্দ নামে তার আছিল ভগিনী ।
 নিবেদ করিল কৃষ্ণে অম্বুরাগ শুনি ॥
 রাজ্যধিদেবীর কন্তা পিসাতো ভগিনী ।
 হরিয়া আনিঞা বিভা কৈলা চক্রেপাণি ॥
 কোশলপুরের রাজ্য নামে নগজিত ।
 পরম ধার্মিক রাজ্য জানে সুপণ্ডিত ॥

সত্য নামে কত্যা তার হৈলা নাগজিনী ।
 পরম রূপসী কত্যা গুণ শীলবতী ॥
 সপ্ত মহাবুষ রাজা বাঞ্ছিল দুয়ারে ।
 সেই সে করিব বিভা যে নিতে পারে ॥
 ভীষ্ম-উর্দ্ধ-শুভ-বুষ বিবম সন্ধান ।
 বীর গন্ধ না সছে প্রথর বলবান ॥
 আসিয়া যুঝিল যত ব্রূপতি সমার ।
 সতেই হারিয়া গেলা মনে পেয়া লাজ (১) ॥
 এ বোল শুনিঞা গেলা আপনে শ্রীহরি ।
 বীরের প্রধান সেনাপতি সঙ্গে করি ॥
 শুনিঞা কোশলপতি কৃষ্ণ-আগমন ।
 আশু বাঢ়ি গিয়া কৈল চর-বন্দন ॥
 পাশ্চ অর্ঘ্য দিয়া রাজা পূজিল বিধানে ।
 আনিঞা বসাইল কৃষ্ণে দিব্য সিংহাসনে ॥
 নানা উপহার দিল করিয়া পীরিত ।
 পূজিল পদারবন্দ করিয়া ভকতি ॥
 দেখিয়া রাজার কত্যা পুরুষ রতন ।
 কাহ্য করি করে দেবী অগ্নি-আরাধন ॥
 ব্রতযুক্ত যদি মূঞি হও তপস্বিনী ।
 মোর পতি হউক তবে এই চক্রপাণি ॥
 পূজিয়া কোশলপতি শ্রীহরি-চরণ ।
 করোড়ে করে কিছু আত্মনিবেদন ॥
 আত্মানন্দে পরিপূর্ণ তুমি ভগবান্ ।
 অল্পমতি কি করিব ভকতি প্রধান ॥
 যার পদরজ শিরে ধরে প্রজাপতি ।
 গিরীশ সুরেশগণ কমলা পার্বতী ॥
 ধর্ম-পরিজ্ঞান হেতু নানা তছু ধরে ।
 সে প্রভু তুষিব আমি কোন্ পরকারে ॥
 রাজার বচন শুনি রাজরাজেশ্বর
 হাসিয়া দিলেন মেঘ-গম্ভীর-উত্তর ॥
 ক্ষত্রিকুলে এই ধর্ম না করি প্রার্থনা ।
 মাগিলে জগতে রহে দুর্ঘশ ঘোষণা ॥
 তথাপি তোমার কত্যা মাগি নরপতি ।
 তোমার সহিতে যেন বাঢ়য়ে পীরিত ॥
 তবে রাজা বলে কিছু বিনয় বচনে ।
 তোমার অধিক বর নাহি জিতুবনে ॥
 অশেষ লাভণ্যধাম সর্বগুণ নিধি ।
 লক্ষ্মী যার পদযুগ সেবে নিরবধি ॥
 কিন্তু একখানি যোর সতে আছে ফাজ ।
 বীর-বল পরীক্ষিতে কৈল এই ব্যাজ ॥

(১) পাঠান্তর,—

"কেহ মৈল পলাইল মনে পাঞা লাজ" ।

সতে মোর সেইখানি আছে বিমরিষ ।
 সপ্ত গোটা বুধ আছে মহা দুর্করিষ ॥
 অনেক ব্রূপতিগণ যুদ্ধভঙ্গ হই ।
 প্রাণ লয়্যা গেল তারা অপমান পাই ॥
 এই সপ্তগোটা বুধ বান্ধ একবারে ।
 মোর কত্য়ার বর তুমি উচিত বিচারে ॥
 এতেক বচন শুনি প্রভু দামোদর ।
 দৃঢ় পরিকর করি বাঞ্ছিয়া কুণ্ডল ।
 সপ্তরূপ আপনে ধরিয়া ভগবান্ ।
 সপ্ত বুধ বান্ধে কাষ্ট-পুত্তলি সমান ॥
 হতবল হতদর্প করি বুধগণ ।
 দামদাড়ি দিয়া কৈল নিখ্যাসে বন্ধন ॥
 ধন্থ ধন্থ সর্বলোকে করয়ে বাঞ্ছন ।
 তুষ্ট হয়্যা তবে রাজা কৈলা কত্যা দান ॥
 লক্ষ্মীকান্ত বর দেখি রাজ-পত্নীগণে ,
 মঙ্গল আচার কবে হরষিত মনে ॥
 উৎসব আনন্দে পুরী পুরিল সকল ।
 শঙ্খ তেরী মৃদঙ্গ বাজন কোলাহল ॥
 নরনারীগণে মৌলি বাঢ়িল প্রসাদ ।
 পুরোহিত দ্বিজগণে করে আশীর্বাদ ॥
 দশ সহস্র খেজু দিল কনকে মণ্ডিত ।
 তিন সহস্র নারী দিল ভূষণে ভূষিত ॥
 মদমত্ত দিল নব সহস্র কুঞ্জর ।
 তার শত গুণ দিল রথ মনোহর ॥
 তার শত গুণ ঘোড়া শৌর্য গতি যার ।
 তার শত গুণ দিল পাইক যুবার ॥
 বর বধু রথে তুলি করিয়া সাজন ।
 বিবিধ মঙ্গল গীত বিবিধ বাজন ॥
 চালায়্যা কোশলপতি গেলা কথোদুর ।
 বিদায় করিয়া পাছে আইলা নিজপুর ॥
 রাজগণে শুনিয়া এ সব সমাচার ।
 আসিয়া বেঢ়িল তারা পথের মাঝার ॥
 যার যার দর্পভঙ্গ হৈল বুধ সনে ।
 তারা তারা আসিয়া বেঢ়িল দৃঢ়মনে ॥
 বাণ বরিষণ করে শৈলোত্তর উপর ।
 তা দেখিয়া উঠিলা অর্জুন ধমুজর ॥
 গাভীবে যুড়িয়া বীর খরসান বাণ ।
 যুঝিলা অর্জুন বীর করিয়া সন্ধান ॥
 বিচলিল রাজসৈন্ত গেল ভয় পায়্যা ।
 সিংহ দেখি যুগ যায় পলাইয়া ॥
 সত্য্য বিভা করি তবে প্রভু হবীকেশ ।
 সর্বসৈন্ত লয়্যা কৈলা আরকা প্রবেশ ॥

নাগজিভী লয়া কৃষ্ণ বিচিত্র মন্দিরে ।
 রূপান্তি বিবিধ কৌতুকে রতি করে ।
 শ্রুতকীৰ্ত্তি নামে বন্দুদেবের ভগিনী ।
 তার কন্তা ভদ্রা নামে পরম রমণী ॥
 কেকয় রাজার কন্তা পিসাত ভগিনী ।
 তাইগণে দিলা বিভা কৈলা চক্রপাণি ॥
 সন্তর্দন-আদি তার যত ভাইগণে ।
 কন্তা আনি দিল তাবা কৃষ্ণের চরণে ॥
 মদ্রদেশে আর এক আছিল নৃপতি ।

লক্ষণা তাহার কন্তা মহাঙ্গপবতী ॥
 তার স্বরস্বর হয় শুনিঞা কেশবে ।
 নিজপুরে হরি আনি বিভা কৈলা তবে ॥
 ষোড়শ সহস্র আর রাজকন্তা আনি ।
 নরক মারিয়া বিভা কৈলা চক্রপাণি ॥
 অষ্ট মহিষী বিভা গোবিন্দ-চরিত ।
 শুনিলে সম্পদ বাঢ়ে হরয়ে ছুরিত ॥
 ভাগবত-অচাৰ্য্যের মধুরস বাণী ।
 ভাগবত-পুণ্যকথা শ্রেয়মতরঞ্জিনী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং
 বৈষ্ণবিক্যাং দশমস্কন্ধে অষ্টপঞ্চাশোঃধ্যায়ঃ ॥৫৮॥

একোনষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

রামকিরী রাগ ।

তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা মুনির চরণে ।
 নরক অমুর বধ কৈল কি কারণে ॥
 ষোড়শ সহস্র কন্তা করিয়া হরণ ॥
 নরকে আনিলা কিবা তাহার কারণ ।
 কহ গুরু স্বদূনাথ-বিক্রম বিস্তার ।
 শ্রুতি-শ্রুত হরিকথা অমৃতরসাল ।
 শুকদেব বলে কহি শুন নরেশ্বর ।
 অদভূত ঐক্যকথা শ্রুতি-মনোহর ॥
 নরক ইন্দ্রের ছত্রে আনিলা হরিয়া ।
 অদিত্যর নিল শ্রুতি-কুণ্ডল কাটিয়া ॥
 দেবের বিহার স্থল মণিময় গিরি ॥
 সুরগণসম্পদ সকল নিল হরি ॥
 কৃষ্ণের চরণে ইন্দ্র কল বিজ্ঞাপন ।
 নরক জনিত দুঃখ যত নিবেদন ॥
 এ বোল শুনিঞা কৃষ্ণ চলিলা সত্ত্বরে ।
 সত্যভামা তুলি লৈল রথের উপরে ॥
 প্রাগ্জ্যোতিষপরে যাই হৈলা উপসন্ন ॥
 পর্বতের গড় পুরী ৌদিগে দুর্গম ॥
 অস্ত্রে-শস্ত্রে গড় আর দেখি ভয়ঙ্কর ।
 বিষম জলের গড় তাহার ভিতর ॥
 আনলের আর গড় পরশে আকাশ ।
 পবনের গড় বাড়বাত পরকাশ ॥
 দৃড়তর মুরপাশ তাহার ভিতরে ।
 তবে মুরহরহরি কোন যুক্তি করে ॥

ভাঙ্গিলা পর্বত গড় গদার প্রহারে ।
 কাটিলা অস্ত্রের গড় স্বরশান শরে ॥
 অগ্নিগড় এলগড় পবনের গড় ।
 চক্রে কাটি কৈল দূর প্রভু গদাধর ॥
 খড়্গে মুরপাশ কাটি কৈলা খানখান ।
 শঙ্খনাদে দৈত্যগণে কৈলা কম্পমান ॥
 মারিয়া গদার বাড়ি ভাঙ্গিলা প্রাচীর ॥
 শঙ্খনাদ শুনিঞা উঠিল মহাবীর ॥
 ত্রিশূল তুলিয়া বীর ধাইলা সত্ত্বরে ।
 প্রলম্ব কালের যেন জলন্ত আনলে ॥
 ত্রৈলোক্য গিলিতে মুখ মেলে পঞ্চথান ।
 ফিরায় ত্রিশূল পাট বজ্রের সমান ।
 গন্ধুড়ের শিরে তুলি মারিল ত্রিশূল ॥
 পঞ্চমুখে কৈল মহা শবদ নিষ্টুব ॥
 দশদিক্ আকাশ পুরিল দিগন্তর ।
 দ্বন্দ্বাণ্ড-কটাহ যুড়ি পুরিল অন্তর ॥
 পড়িল ত্রিশূলপাট মেঘিল শ্রীহরি ।
 দুই শরে াটে শূল তিনখান করি ॥
 পাঁচ শরে পঞ্চমুখ বিক্সিল তাহার ।
 ক্রোধেতে জলিল সে অমুর দুরাচার ॥
 পেলিয়া মারিল গদা কৃষ্ণের উপরে ।
 তবে নিজ গদা তুলি নিলু গদাধরে ॥ (১)

(১) পাঠান্তর,—

“তবে নিজ গদা তুলি ধাইল গদাধরে ।

গদ্য কাটিয়া গদ্য কৈল খানখান ।
 তবে দশ (১) ভুজ তুলি ধাইল বলবান ॥
 চক্রে মাথা কাটি তার প্রভু চক্রধর ।
 ছয়খান কৈল বীর রণের ভিতর ॥
 মুর কাটা গেল যেন পর্বত-শিখর ।
 পড়িল দাক্ষণ বীর জ্বলন্ত ভিতর ॥
 মূরের আছিল সপ্ত পুত্র মহাবলী ।
 বাপের মরণ শুনি ধাইল ক্রোধ করি ॥
 ভাস্করীক্ষ নাম শ্রবণ কুমার ।
 বিভাবসু বহু নভস্বান দুরাচার ॥
 বরুণ কনিষ্ঠ স্তোত্র পাঠ নাম জানি ॥
 সাত পুত্র ধাইল বাপের বধ শুনি ॥
 নানা অস্ত্র ধরে তারা পরম যুঝার ॥
 শর বরিষণ করে খড়্গের প্রহার ॥
 গদ্য শক্তি ত্রিশূল তোমর মুদগর ।
 ক্লেপিল সকল অস্ত্র কৃষ্ণের উপর ॥
 অমোঘ বিক্রম হরি কোন কর্ম করে ।
 কাটিল সকল অস্ত্র খরতর শরে ॥
 তিল-পরিমাণ করি কৈলা খণ্ড খণ্ড ।
 কারো মাথা কাটিল কারো ভুজদণ্ড ॥
 মাঝে মাঝে কাটা গেল কেহ খর শরে ।
 সাত বীর কাটা গেল গেল যমঘরে ॥
 শুনিঞা নরক রাজা পৃথিবী-কুমার ।
 সাত বীর কাটা গেল মহাবলীয়ার ॥
 প্রলয় আনিল যেন ক্রোধে বীর জলে ।
 আকর্ণ শব্দ করি উঠিল সত্তরে ॥
 মদমস্ত মহাগজ মেঘ পরিমাণ ।
 সজ্জ করি লয় যত বীরের প্রধান ॥
 ধায়া আইল ধরাশূন্য পুরে বাহিরে ।
 চৌদিকে বেচিয়া তারা রহে মহাবীরে ॥
 গন্ধভেদে কাঙ্কে হরি দেখিল অস্তরে ।
 সত্তড়িত মেঘ যেন সূর্য্যের উপরে ॥
 দেখিয়া জ্বলিল ভূমিস্তম মহাবীর ।
 দংশিল অধরপুট কম্পিত শরীর ॥
 শতদ্রী পেলিয়া মারে কৃষ্ণের উপরে ।
 বোধগণে নানা অস্ত্র পেলে একবারে ॥
 অস্ত্র-বরিষণে হৈল রণে অন্ধকার ।
 তবে কৃষ্ণ শলীমুখ বুড়ে ভীকুধার ॥
 সৈন্তের উপরে মেলে শলীমুখ বাণ ।
 কারো মাথা কাটা গেল কারো নাক কাণ ॥

কেহ মাঝে কাটা গেল কারো হাত পা ।
 কারো আঁখি মুখ কারো কাটা গেল গা ;
 তুরঙ্গ মাতঙ্গ পড়ে রণের ভিতরে ।
 র-ভূমি শোভা করে বীর-কলেবরে ॥
 যত বাণ ছুড়ে বীর করিয়া সন্ধান ।
 বাণে কাট করে কৃষ্ণ তিল-পরিমাণ ॥
 তবে কোন কর্ম করে বিনতা-নন্দন ।
 তুণ্ডের প্রহারে করে সৈন্ত নিপাতন ॥
 গজকুন্ডে করে ভীকু নখের প্রহার ।
 পাখশাটে পাড়ে ঘোড়া শীঘ্রগতি যার ॥
 তুণ্ড নখে খণ্ড খণ্ড গজ-কলেবর ।
 প্রাণ লয়া পালাইল পুরের ভিতর ॥
 ভূমিস্তম দেখি সর্ব সৈন্ত বিচলিল ।
 শক্তি পাট তুলি বীর সাত পাক দিল ॥
 পেলিয়া মারিল শক্তি কৃষ্ণের উপরে ।
 না কাঁপিল (১) যদুসিংহ শক্তির প্রহারে ॥ (২)
 কুম্ভমের মালা যেন পড়ে গজ-শিরে !
 ব্যর্থ শক্তি দেখিয়া ত্রিশূল লৈল করে ॥
 যাবত নরক বীর শূল নাহি ছাড়ে ।
 চক্রে মাথা কাটিয়া আনিল চক্রধরে ॥
 মুকুট কুণ্ডল হার শিরের ভূষণ ।
 ভূমিতে পড়িল শির দেখিতে শোভন ॥
 পড়িল নরকবীর রণে মাঝারে ।
 দৈত্যগণে শব্দ উঠিল হাহাকায়ে ॥
 মূনিগণে স্তম্ভিত কৈল দুশুভি বাঞ্জন ।
 সুরগণে কৈলে দিব্য মালা-বরিষণ ॥
 বৈজয়ন্তী মালা আর অদিতি-কুণ্ডল ।
 পৃথিবী আনিঞা দিল কৃষ্ণের গোচর ॥
 আনিঞা ইন্দ্রের হস্ত কৈলা সমর্পণ ॥
 মহামণি দিয়া বেদী কৈল নিবেদন ॥
 প্রণাম করিয়া দেবদেবের চরণে ।
 করঘোড় করি স্তুতি করে শুদ্ধমনে ॥
 নমো নমো দেব দেব শঙ্খ-চক্রধর ।
 ভক্ত ইচ্ছায় ধর দিব্য কলেবর ॥
 নমো হে পঞ্চজনাভ হে পঞ্চ-মালি ।
 নমো হে পঞ্চজনেত্র চিত্র-গাত্রধারী ॥
 নমো হে পঞ্চপদ নমো ভগবান্ ।
 বাসুদেব চক্রধর পুরুষপুরাণ ॥

(১) পাঠান্তর—“জানিল” ।

(২) ‘দৃষ্ট’ । বিদ্রাবিত সৈন্ত গজুড়নাদি
 ভংগকম্ । তং ভোমঃ প্রাহরচ্ছত্ৰা বজ্র ॥

(১) পাঠান্তর,—“দস্ত্য” ।

নমো অজ জগত-জনক পূর্ণবোধ ।
অনন্ত-শক্তি ভব-জলনিধি-পোত ॥
অজোত্তম ধরি তুমি বিশ্ব-সৃষ্টি কর ।
তমোত্তম ধরি তুমি জগত সংহার ॥
সঙ্কল্প ধরি কর গত পালন ।
প্রকৃত পুরুষ কাল তুমি নারায়ণ ॥
মুক্তি পৃথ্বী জল জ্যোতি আকাশ পবন ।
বিশ্ব ইন্দ্রিয় আদি সব দেবগণ ॥
জীব জীবগতি আর যত চরাচর ।
এ সব কল্পিত প্রভু ভ্রম কেবল ॥
অদ্বৈত পরমানন্দ তুমি সতে সত্য ।

প্রতিহতা যতঃ । নাকম্পত তয়া বিছো
মালাহত ইব বিনঃ । শূলং ভৌমঙ্কৃতং হস্ত-
মাদদে বিত্তখোভমঃ ॥ ১০।৫১।১১।২

তোমা বিনে ভ্রম সব কিছু নহে নিত্য ॥
নরকেয় পুত্র-এই ভয় পেয়া মনে ।
চরণপঙ্কে নাথ পশিল শরণে ॥
প্রপন্ন-পালন নাথ করিবে পালন ।
করণায় কর নাথ শিরে আরোপণ ॥
এত শুতি কৈলা যদি ভক্তি-ভাব করি ।
পৃথিবীর তরে তুই হইলা শ্রীহরি ॥
নরকেয় পুত্রকে অভয় বর দিয়া ।
অন্তঃপুরে গেলা তবে আপনে চলিয়া ॥
বোড়শ সহস্র কজা জিনিঞা মূপতি ।
আনিঞা নরক রাজ্য রাখিল দুর্মতি ॥
বোড়শ সহস্র কজা দেখিয়া শ্রীহরি ।
বিমোহিত হৈল তারা লজ্জা পরিহরি ॥
মনে মনে বরিল সকল কজাগণে ।
এই পতি হোক যোর জনমে জনমে ॥
দেবগণ তুই হউ বিধি অনুকূল ।
এই পতি হয় যেন রূপের ঠাকুর (১) ।
তা-সত্যার হৃদয় বুঝিয়া বনমালী ।
দ্বারকা পাঠায়া দিল নরবানে তুলি ॥
মহাধন-জাগার বিচিত্র রথ বোড়া ॥
বহুমন্ত গজ যেন পর্বতের চূড়া ॥
ঐরাবত-কুলজাত পাণ্ডুরবরণ ।
চারি দন্ত যনোহর সর্ব স্নানকণ ॥
বাছিয়া চৌষটি গজ আনি গদাধরে ।
সকল পাঠায়া দিল দ্বারকানগরে ॥

তবে কৃষ্ণ স্বর্গলোকে কৈলা আরোহণ ।
ইন্দ্র-আদি দেবগণ কৈলা সম্ভাষণ ॥
স্বর্গলোকে পবিত্র করিতে আছে মন ।
স্বর্গপুরে গেলা হরি তাহার কারণ ॥
অবিস্তার ভরে দিল রতন-কুণ্ডল ।
মহামণি-ছত্র দিল ইন্দ্রের গোচর ॥
ইন্দ্র-আদি দেবগণ পূজিল বিধানে ।
সত্যভামা দেবী পুজে দেবপত্নীগণে ॥
দেবগণ সনে হরি কৈলা সম্ভাষণ ।
পুনরপি ক্ষিত্তিতলে করিয়া গমন ॥
সত্যভামা বনে তুলিয়া পারিজাত ।
গন্ধকের উপরে স্থাপিলা যত্ননাথ ।
তবে দেবগণ সঙ্গে বাজিল সংগ্রাম ॥
জিনিঞা আনিলা পারিজাত ভগবান ॥
সত্যভামাদেবী-পুরে কৈলা আরোপণ ।
গন্ধ-লোভে স্বর্গ হৈতে আইল ভৃঙ্গগণ ॥
হরিবংশে পরিজাত-হরণ বিস্তার ।
ভাগবতে কহি সার করিয়া উদ্ধার ॥
বোড়শ সহস্র পুরী করিয়া নির্মাণ ।
বোড়শ সহস্র কন্যা ধুইলা ভগবান ॥
বোড়শ সহস্র রূপ ধরিয়া আপনে ।
বোড়শ সহস্র বিভা কৈলা একিকণে ॥
প্রতিকূলে প্রতি পুরে রয়ে সেইমনে ।
যার সম অতিশয় নাহি দ্রিভুবনে ॥
সৌভাগ্যাদি (১) মত নহে কায়ব্যাভাস ।
সুন পরাক্রান্ত কৃষ্ণ-অচিন্ত্য-প্রকাশ ॥
পুরে পুরে রামাগণ লঞা রম্যপতি ।
রমিঞা দেখায় গৃহ-সুখ-ভোগগতি ॥
হেন রম্যপতি পতি লঞা নারীগণে ।
ব্রহ্ম-ভব-আদি যার পথ নাহি জানে ॥
অবিসৃত কৈল তারা চরণ ভজন ।
সলজ্জ কটাকপাত মধুর ভাষণ ॥
জুরে দেখি ভয়ে সকচিত বধুগণে ।
আসনে বসায়্য করে পাদপ্রসঙ্গলনে ॥
তাম্বুল বোগায় কণে চামর তুলায় ।
কণে দিব্য গন্ধ মালা ভূষণ পরায় ॥
শয়ন ভোজন পান কেশপ্রসাধন ।
সর্বভাবে বধুগণ ভজে সর্বকণ ॥

শত শত দাসীগণ থাকে সন্নিধানে ।
তমু তারা পতিসেবা করয়ে আপনে ॥

ভাগবত-আচার্য্যের মধুর ভাষণ ।
শ্রুখে যেন ভাগবৎ বুঝে সর্বজন ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং

বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে একোনবষ্টিতমোঃধ্যায়ঃ ॥ ৯৯

ষষ্টিতম অধ্যায় ।

দেশাগ রাগ ।

(শুকমুনি বলে রাজা শুন সাবধানে ।
আর অপক্লপ কথা কহিব এক্ষণে ॥)
একদিন সুখশয্যা হেম-সিংহাসনে ।
বসিয়া জগৎ-গুরু আছেন আপনে ॥
পরিচর্যা করে দেবী ভীষ্মক-দুহিতা ।
সর্বাগণ সঙ্গে করি প্রেমে আনন্দিতা ॥
চমার চুলার কেহ বিবিধ সেবন ।
যে প্রভু লীলায় করে জগত সৃজন ॥
ধর্ম সংস্থাপন-হেতু জন্ম যদুকুলে ।
হেন কৃষ্ণে পতিভাবে সেবে কুতূহলে ॥ (১)
রতননির্মিত চাকু বিতান মণ্ডিত ।
উজ্জল মুকুতাদাম তোরণ লম্বিত ॥
মণিময় দ্বীপগণ রচনা স্থার ।
বিলোল মল্লিকামালা ভ্রমর-বন্ধার ॥
জালরন্ধে চান্দ্রের কিরণ ঝলমলি ।
পারিজাত পবন আনন্দযুত পরী ॥
অগোর স্নগন্ধ-ধূপ-গন্ধে আবোধিত ।
পদ্মফেন সম শয্যা পালক শোভিত ॥
হেন দিব্য পুরী মণি-মন্দির ভিতরে ।
বসিয়া আছেন সুখ শয্যার উপরে ॥
রতন রচিত দণ্ড বিচিত্র চামর ।
সর্বা হস্তে হৈতে লঞা দাঁণ্ডায় নিয়ড় ॥
উপাসন করে দেবী চামর বীজনে ।
শিজ্জিত মঞ্জীর মণি রঞ্জিত চরণে ॥
রতন-অঙ্গুরী কর-অঙ্গুলী-বিলাস ।
বিলোল চামর দণ্ড করে পরকাশ ॥
কূচ বিনিহিত তনু-বসন বিরাজ ।
কুসুমরঞ্জিত শ্রাম তনু তনু মাঝ ॥

নিতম্ব বিকৃত ধৃত কিঙ্করী বিলোল ।
ভয়লিত অঙ্গ প্রেম-তরঙ্গ-কল্লোল ॥
হেন রূপ ধরে দেবী লক্ষ্মী মুক্তিমতী ।
প্রভু-অঙ্গুরূপ-রূপ ধরে গুণবতী ॥
তবে দেব দেব বিদগধ শিরোমণি ।
হাসিয়া দেবীর তরে বলে কোন বাণী ॥
আমার বচন শুন রাজার কুমারী ।
ইহ চক্ষু সম নৃপগণ মহাবলী ॥
মহা-অজ্ঞাতাব রূপ বলবীৰ্য্য ধরে ।
তারা সব তোমাকে বাঞ্ছিল নিরন্তরে ॥
বাপ ভাই অঙ্গীকার কৈলা তা-সভারে ।
কেনে বা না বরিলে সে সব নৃপবরে ॥
তা-সভারে তেজি তুমি আমারে বরিলে ।
নারী-বুদ্ধি তুমি বিচারিয়া না বুঝিলে ॥
সে সব রাজার আমি না হই সমান ।
তা-সভারে ভয়ে আমি বড় কম্পমান ॥
সমুদ্র-শরণ করি আছি তার তরে ।
মহাবলী তারা সব সন্তত হিংসরে ॥
যদুকুলে নাহি প্রায় রাজ্য-অধিকার ।
হেন যদুকুলে দেবি জনম আমার ॥
লোকধর্ম নাহি যার সর্বত্র খেলাতি ।
তাহাকে ভজিলে তুমি পার নারীজাতি ॥
অকিঞ্চন প্রিয় আমি হই অকিঞ্চন ।
না ভজে আমাকে প্রায় ধনাঢ্য যে জন ॥
যার যার সমধন সমান জনম ।
সমান ঐশ্বর্য্য বল-বীৰ্য্য-পরাক্রম ॥
তার তার সহ যোগ্য বিবাহ মৈত্রতা ।
উভয়ের সহ নহে অধম যোগ্যতা ॥
বিচার না কৈল তুমি অঙ্গ গেলোনা ।
গুণহীন আমাকে ভজিলে কি কারণে ॥

ভিকুগণে সন্তে করে আমার প্রাণসা ।
 কুল ধন সম্পদে আমার করে হিংসা ॥
 আপনার অমুরূপ রাজার কুমার ।
 এখনে বুঝিয়া পতি বর আরবার ॥
 হেন পতি বর তুমি থাক যেন স্নেহে ।
 ছুঃখ যেন নহে ইহলোকে পরলোকে ॥
 শিশুপাল জরাসন্ধ আদি নৃপগণে ।
 তারা সব দেষভাব করে অমুরূপে ॥
 তোমার অগ্রজ কৃষ্ণী হিংসে নিরস্তর ।
 এ বোল বুঝিয়া তুমি বর যোগ্যবর ॥
 তা-সত্য দর্পচূর্ণ করিব কারণে ।
 তোমাকে করিয়া আমি আনিমু আপনে ॥
 উদাসীন হইয়া থাকি পতি পরিবার ।
 পুত্র দার কামুক না হই সর্বকাল ॥
 আপনেই পূর্ণ দেহে গেহে উদাসীন ।
 কোনকালে কষ্ট নাহি গুণ কর্ত্ত্বহান ॥
 পরীক্ষার তরে বলি এতেক বচন ।
 নিশ্চয় হৈলা তবে দৈবকীন্দন ॥
 সখী-হাস্ত হনে দেবী আনিলা চামর ।
 সেই তার গর্ভখানি দোষ গদাধর ॥
 দর্পভঙ্গ করিব শুনিব তার বাণী ।
 তে কারণে এতেক বালিলা যদুমণি ॥
 শুনিঞা প্রভুর বাণী ভাষক দুহিতা ।
 কল উপজিল চিত্তে ভয়ে সচকিতা ॥
 ছরন্ত চিন্তায় নাহি মুখের উত্তর ।
 অরুণ চরণ-নখে লেখে কিত্তিতল ॥
 কুচয়ুগ পাখালিল নয়নের জলে ॥
 অথোমুখে রহে দেবী বচন না সরে ॥
 ছুঃখ শোক ভয়ে দেবী হৈল মুক্চিভা ।
 শিথিল বলয়াবলি হস্ত বিগলিতা ॥
 হস্তে হৈতে চামর পড়িল ভূমিতলে ।
 আছাড় পড়িল দেবী শরীর না ধরে ॥
 পবনে কম্পিয়া যেন পড়য়ে কদলী ।
 পড়িলা কৃষ্ণদেবী জ্ঞান পরিহারি ॥
 দেখিয়া প্রেমার প্রেম প্রভু দয়াময় ।
 অমুরূপা কৈলা তবে প্রসন্ন হৃদয় ॥
 সিংহাসন হৈতে ছরি নাখিলা সম্মুখে ।
 চতুর্ভুজ হইয়া দেবী তুলি নিলা কোলে ॥
 দুই হস্ত দিয়া কৈল কেশ প্রসাধন ।
 আর দুই হস্তে দেবী কৈলা আলিঙ্গন ॥
 দক্ষিণ-কমল-করে মুখ সম্মুখি ॥
 নয়নের জল প্রভু মুখিয়া ফেলিল ॥

কুচ মারজন করি শাস্তিয়া বচনে ।
 বলিতে লাগিলা তবে বিনয় কথনে ॥
 না কর না কর দেবী দোষ আরোপণ ।
 ছুঃখ ছাড়ি চিত্ত তুমি কর নিবারণ ॥
 তোমার বচন দেবী শুনিব কারণে ।
 দেখিব তোমার মুখ ক্রোধপরায়ণে ॥
 কুটিল কটাক্ষপাত কম্পিত অধর ।
 তে কারণে পরিচাসে বলিলু উত্তর ॥
 এই যে পরম লাভ দেখি গৃহী জনে ।
 পরিচাসে যায় কাল নারী সম্ভাষণে ॥
 এতেক ব ন বলি দৈবকীন্দন ।
 শাস্তিয়া দেবীর চিত্ত কৈল নিবারণ ॥
 প্রিয় পরিতাগভয় তেজিয়া সুনন্দী ।
 কৈবৎ কটাক্ষভঙ্গে শ্রীমুখ নেহারি ॥
 সলজ্জ মধুর হাস্য কি বলে বচন ।
 সত্য সত্য সত্য নাথ তোমার কথন ॥
 সত্য শতপত্র-নেত্র বচন তোমার ।
 তোমার সদৃশী আমি নহি বোণাদার ॥
 নিজ মহিমায় পূর্ণ জিহ্বা-দৈবর ।
 সর্ব অন্তর্যামী তুমি প্রকৃতির পর ॥
 আমি গুণময়ী মায়া প্রকৃতি-স্বরূপা ।
 কোন গুণে হৈব নাথ তোমার অনুরূপা ॥
 আমার কটাক্ষপাত লভিবার তরে ।
 ব্রহ্মা-আদি সুরগণ পদসেবা করে ॥
 হেন আমি প্রকৃতি সকল দোষময় ।
 কোন গুণে তোমার সদৃশী আমি হই ॥
 সমুদ্র-শরণ করি আমি আছি ভয়ে ।
 সেই সত্য কহিলে অন্যথা নাহি হয়ে ॥ (১)
 সমুদ্র-হরণ-পদ্ম তাথে বৈস তুমি ।
 কুপুরুষ সঙ্গ ভেজি স্নেহে আছ আমি ॥
 রাজপদ তমোময় নরক ছয়ার ।
 তাহা বস্ত্র জ্ঞান করি কি হয় তোমার ॥
 তোমার সেবক যাঁহা ঘুরে পরিহারে ।
 রাজপদ অধম পুরুষে ভোগ করে ॥
 যে তুমি কহিলে আমি লোকধর্ম ছাড়ি ।
 তেজিয়া বেকত-বেশ গুপ্ত-বেশ ধরি ॥
 সহো সত্য সত্যবাদী তুমি ভগবান্ ।
 তার কথা কহি কিছু তোমা বিস্তমান ॥
 তোমার পদারবিন্দ-সকল ভজে ।
 নর-পশুগণে তার পথ নাহি বুঝে ॥

কে বুঝিবে তোমার গুপ্ত-পথ-ধর্ম ।
 পূর্ণব্রহ্ম ঈশ্বরের অলৌকিক কৰ্ম ॥
 লোক-বাহ্যকর্ম করে তোমার কিঙ্করে ।
 ঈশ্বরের পথ কেবা বুঝিবে সংসারে ॥
 অকিঞ্চন নাম তুমি সার্থক कहিলে ।
 তোমা বিনে কিছু নাহি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে ॥
 জগত-পুঞ্জিত ব্রহ্মা-আদি দেবগণ ।
 তারা-সব করে যার চরণ সেবন ॥
 মনলোভে অন্ধ শিল্পোদর-পরায়ণে ।
 তারা-সব তোমায়ে জানিব কোনমানে ॥
 পুজিতের পূজ্য তুমি বিধির বিধাতা ।
 সর্কফলময় তুমি সর্কফলদাতা ॥
 নৃপশিরোমণিগণে ভেজিয়া সকল ।
 তোমাকে বাহিয়া যায় বনের ভিতর ॥
 সে-সন্ত-সমাবে তুমি বৈস মহাশয় ।
 স্ত্রী পুরুষের সজ কভু উচিত না হয় ।
 দণ্ড ভ্যাগ করি মহামুনি যোগেশ্বর ।
 যার গুণ কীর্তন করয়ে নিরন্তর ॥
 জগতের আত্মা তুমি আত্মা কর দান ।
 তে-কারণে তোমাকে বরিলু ভগবান্ ॥
 অজ-ভব-পূরনর-আদি দেবগণ ॥
 জুহুতজে তা-সভার কর নিপাতন ॥
 তে-কারণে তা-সভা তেজিয়া দূরতরে ।
 শরণ পশিলু ভব চরণকমলে ॥
 এই সে বচনখানি জড় হেন মানি ।
 বহুক টক্বারে তুমি নৃপগণ জিনি ॥
 সিংহ বেন বলি হয়ে হরিলে আশারে ।
 তা সভার ভয়ে তুমি পশিলে সাগরে ॥
 এই সে বচনখানি না খটে তোমার ।
 আর বস कहিলে সকল বাক্য সার ॥
 পুণ্ড-গর-যযাতি-নৃপতি-শিরোমণি ।
 একচক্রে তারা সব শাসিলা বেদিনী ॥
 সপ্তদ্বীপেশ্বর এক-দণ্ড-অধিকার ।
 তারা সব পাদপদ্ম বাহিয়া তোমার ॥
 রাজ্য ভেজি বনে গেলা তোমার কারণে ।
 হেন মহামহেশ্বর তুমি ত্রৈলোক্যবনে ॥
 অভয় পদারবিন্দে করিয়া শরণ ।
 অবসাদ হৈব পুঙ্খ এ নহে ঘটন ।
 তোমার চরণ-সরোবর-সুধাগন্ধ ।
 নির্ঝাঁপ-সম্পদ-পদ জন-ভাপ-ভঙ্গ ॥
 সাধুজনমুখরিত কমলা-আলয় ।
 হেন পাদপদ্ম কেবা করিয়া নিশ্চয় ॥

গুণহীন কুপুরুষ ভজিব বিচারে ।
 হেন কোন নারী আছে সংসার ভিতরে ॥
 জগত-অধীশ তুমি অহরূপপতি ।
 ইহলোক পরলোক ত্রৈলোক্যবন গতি ॥
 সর্ককামপুরক ঈশ্বর গুণনিধি ।
 গতে ছুই চরণ শরণ নিরবধি ॥
 কর্মবন্ধে যথা তথা জনম লাভিয়ে ।
 এই পদযুগ বেন গতি মোর হয়ে ॥
 তুমি যে যে নৃপগণ কৈলে উপদেশ ।
 স্ত্রীজিত তাহারা সব পশুনির্কীর্ষেব ॥
 নিরবধি তারা সব রহে নারীঘরে ।
 গর্ভিত বিড়াল হৃত্য সম চাটুকারে ॥
 সে সব নারীর তেন পতি সমুচিত ।
 তারা সব নাহি বেন তোমার চরিত ॥
 যেবা নাহি করে হেন বশ-রস-পান ।
 ব্রহ্মা-ভব-সভায় যে বশ-কথা-গান ॥
 দেহের বাহিরে নথ-লায় আচ্ছাদিত ।
 মল-মূত্র-রক্ত-মাংস অন্তরে পূরিত ॥
 জীরঙেই শব সম নরকলেবর ।
 পতিভাবে নারীগণ ভজে নিরন্তর ॥
 বহুগন্ধ পাদপদ্ম যারা নাহি সেবে ।
 সেই নারীগণ তারে ভজে পতিভাবে ॥
 তোমার চরণে অহুগাণ নিরন্তর ।
 সেবে মোর রহে বেন এই মাছো বর ॥
 নিজানন্দে পূণ তুমি সর্কবুদ্ধি কর ॥
 বহুপ কোথাহো তুমি পীরিত না ধর ।
 নৃটিকালে তথাপি করিবে দৃষ্টিপাত ॥
 সেই অহুগ্রহ মোর পরম প্রসাদ ॥
 নব নব পুরুষে কস্তার হয় মতি ।
 অনুরী গৃহী সে যে কস্তা নহে সতী ॥
 বহুজনে না করে অসতী পরিণয় ।
 বাবা হৈতে পরলোকে অধোগতি হয় ॥
 এতক বচন শুনি দেব-দেবেশ্বর ।
 শান্তিয়া ।ক বলে তবে পীরিত উত্তর ॥
 তন তন দেবি আমি কৈলু পরিহাস ।
 তনিতে তোমার কিছু বচন-বিলাস ॥
 তে-কারণে পরিহাস কৈলু সম্ভাষণ ।
 চিত্তা পরিহর তুমি স্থির কর মন ॥
 যত তুমি कहিলে সকল সত্য-বাণী ।
 সর্কগুণধর তুমি পরম কল্যাণী ॥
 যে যে বাঞ্ছা কর তুমি সতী পতিব্রতা ।
 লাভিবে সকল তুমি একান্তভকতা ॥

চালনা করিতে কৈলুঁ এত পরকার ।
 তমু চিত্ত বিচলিত নহিল তোমায় ॥
 তপ ব্রত করি করে আমার ভজন ।
 অপবর্গদাতা আমি ভৃত্য-পরায়ণ ॥
 কামবর মাঙ্গে যদি যায় মোহিত ।
 হৃতভাগ। সেইজন কেবল বঞ্চিত ॥
 নরকেহো কামভোগ অদৃষ্টে মিলয় ।
 তাহার কারণে ভজে মুখ দুর্দশয় ॥
 বত পরিচর্যা তুমি কৈলে গৃহেশ্বরী ।
 সর্বভাবে আমাতে ভজিলে প্রেম করি ॥
 বাহা হৈতে এই তববন্ধ দূর হয় ।
 আনের শক্তি তাহা করণে না যায় ॥
 তোমা হেন গৃহিণী না দেখি নারীকুলে ।
 সুগণ স্বয়ম্বরে আসি সতে মিলে ॥

তা-সত্যারে না গণিলে ভগ-বুদ্ধি করি ।
 দ্বান্ধবে পাঠায়া দিলে শুণ্ডভাব ধরি ॥
 তাই-বিড়ম্বন তুমি সাক্ষাতে দেখিলে ।
 আমার প্রণয়-ভয়ে কিছু না বলিলে ॥
 ভ্রাতৃবধ-দুঃখ তুমি সেহ না গণিলে ।
 এতেকেই-দেবি তুমি আমাকে জিনিলে ॥
 এতেক বচন বলি দৈবকীনন্দন ।
 শাস্তিয়া কল্পিণী দেবী কৈলা নিবারণ ॥
 ত্রিজগত-সুখ হরি নর-অবতার ।
 নরলোকে গৃহধর্ম করিল প্রচার ॥
 রময়ে রমণীগণ করিয়া রমণ ।
 নিজকামে পরিপূর্ণ প্রভু নারায়ণ ॥
 ভাগবত-আচার্যের মধুর-বাণী ।
 মহাভাগবত-কথা শ্রেয়তরঙ্গিনী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাত্ম সংহিতায়াং

বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে বহুতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতম অধ্যায় ।

ধানসৌ রাগ ।

ভবে রাজা শুন কৃষ্ণের বংশের বিস্তার ।
 মহাবল পরাক্রম বিক্রম বিশাল ॥
 এক এক রমণীয় বংশ বংশ স্তম্ভ ।
 কৃষ্ণসম স্তম্ভ ভেজ সন্নিভগম্ভ ॥
 প্রতি পুরে পুরে কৃষ্ণ নিরন্তর বৈসে ।
 রমণীগণের মন পুরায় হরিষে ॥
 চারু কয়-কমল বিশাল ভূজদণ্ড ।
 প্রেমহাস রস-নিরীক্ষণ তুহুভঙ্গ ॥
 অমল-কমল মুখ বচন রসাল ।
 শতপত্র-চারু-নেত্রযুগল-বিশাল ॥
 দেখিয়া বনিতাগণ হৈল বিমোহিত ।
 শিখিল সকল অঙ্গ বিগলিত চিত্ত ॥
 সলজ্জ মধুর হাস কটাক্ষবিলস ।
 তুরুভঙ্গ ললিত লাবণ্য-পরকাশ ॥
 বোড়শ সহস্র বর রমণীমণ্ডল ।
 নানাভাবে রত্নিরল রচিল বিস্তর ॥
 তমু কৃষ্ণমন না পারিল জিনিবার ।
 হেন কৃষ্ণ ত্রিভুবন-বিজয়-বিহার ॥

রম্যপতি পতি হেন মানি নারীগণে ।
 ব্রহ্মা-আদি বার পদ-ভঙ্ক নাহি আনে ॥
 হেন কৃষ্ণ নিরবধি কৈল আরাধন ।
 পতিভাবে সন্তত সেবিল নারীগণ ॥
 সহস্র সহস্র দাসী ছিল আজ্ঞাকারী ।
 তমু তারা আপনে সেবিল প্রেম করি ॥
 অষ্টমহিবীর পুত্র প্রহ্লাদ প্রধান ।
 শুন পরীক্ষিত রাজা কহি আর নাম ॥
 প্রহ্লাদ প্রথম পুত্র সত্য প্রধান ।
 চারুদেব সুদেব কুমার বলবান ॥
 চারুদেহ চারুগুণ সুচারু সুধীর ।
 ভদ্রচারু চারুচন্দ্র বিচারু-প্রবীর ॥
 আর পুত্র চারু নামে এ দশ তনয় ।
 কল্পিণীর গর্ভে জনমিল মহাশয় ॥
 ভদ্র সুভদ্র আর বর্ভাঙ্গ সুন্দর ।
 প্রতাপ কুমার ভাস্করান্ মহাবল ॥
 চন্দ্রভানু বৃহত্তানু অবিভানু নাম ।
 প্রতিভানু বিভানু কুমার বলবান ॥

সত্যভামার দশ পুত্র ভগতে বিদিত ।
 জাযবতীর পুত্রের নাম শুন পরীক্ষিত ॥
 সাধ স্মিত্র পুরুজিৎ বলবান্ ॥
 শতাজৎ কুমার সহস্রাজিৎ নাম ॥
 চিত্রকেতু বিজয় দ্রবিল বনুমান ।
 ক্রতু না ম রার পুত্র বীরের প্রধান ॥
 বীরশ্রেষ্ঠ অশ্বসেন চিত্রকুমার ।
 বেগবাণ্ ধ্রুব আর বিক্রম অপার ॥
 শঙ্কু বনু ক্রীমান কুমার কুস্তি নাম ।
 নায়জিতীর দশ পুত্র মহাবলবান ॥
 শুক কবি ব্রহ্ম বীর সুবাহ তনয় ।
 ভদ্র এঃ শান্তি দর্শ মঃ শয় ॥
 পৌর্ণমাগ আর পুত্র কালিন্দী কুমার ।
 সৌম্য তনয় আর বিদিত সংসার ॥
 প্রবোধ ভনয় গাত্রবান্ ১৭ বল ।
 প্রবল উদ্ধগ মহাশক্তি ধনুর্ধর ॥
 সহ ভূজ কুমার অ রাজিত নাম ।
 যাদ্রীদেবীর দশ পুত্র মহাবলবান্ ॥
 ব্রুক হর্ষ কুমার অনিল গৃধ্ নামে ।
 বহুস্র অন্নাদ নামে বিদিত ভুবনে ॥
 মহাংশ পবন বহি আদ্য কুধি নাম ।
 মিত্রবিন্দার দশ পুত্র মহাবলবান ॥
 অপ্রজ সংগ্রামজিৎ বৃহসেন নাম ।
 শুর প্রহরণ অরিকিৎ বলবান ॥
 জয় সুভদ্র রাম আয়ু সত্য নামে ।
 ভদ্রাদেবীর দশ পুত্র বিদিত ভুবনে ॥
 দীপ্তিমান্ তাম্র আদি এ রোহিণীপুত্র ।
 দশ পুত্র জনমিল মহাবল যুত ॥
 বিবাদ-শতুন-হেতু কুম্বী নরপতি ।
 প্রহ্মায়ের বৈলা দান কুম্বা কুম্ববতী ॥
 অনিরুদ্ধ জয়মিল তাহার উদরে ।
 প্রহ্মায়ের পুত্র তেঁহো বিদিত সংসারে ॥
 যোড়শ সহস্র দেবী কুম্বের রমণী ।
 মুক্তিমতী লক্ষ্মদেবী জগৎ-জননী ॥
 কোটি কোটি পুত্র পৌত্র জগিল তাঁহার ।
 সে সব গণিবে হেন শক্তি কাহার ॥
 তবে রাজা জিজ্ঞাসিল মুনি-সন্নিধানে ।
 অরি-পুত্রে কুম্বী কুম্বা দিল কি কারণে ॥
 কুম্বেরে মারিতে করে সতত সন্ধান ।
 তবে কেনে প্রহ্মায়েরে কৈলা কুম্বাদান ॥
 বৈরিভাবে দুহায় বিবাদ অদ্বন্দ্ব ॥
 বিবাহ-সম্বন্ধ হুঁহে ঘটিল কেমনে ॥

ভূত ভব্য বর্তমান তোমার গোচর ।
 জ্ঞানচক্ষে সব তুমি দেখে যোগেশ্বর ॥
 মুনি বলে শুন রাজা কহি বিবরণ ।
 নিরবধি করে কুম্বী বৈরী সোভরণ ।
 মনে দুঃখ নাহি ছাড়ে পায়্যা অপমান ।
 তথাপি ভাগিনা পায়্যা কেল কন্যাদান ॥
 কন্যা-বিভা দিল কুম্বী পেয়া দিবা বয় ।
 স্বয়ম্বর-স্থল নিরমিল মনোহর ॥
 মৃগগণে আসিয়া মিলিল স্বয়ম্বরে ।
 প্রহ্মায় তাহাতে গেলা দেখিবার তরে ॥
 কন্যা স্বয়ম্বর স্থানে কৈলা আগমন ।
 কন্যা দেখি মোহিত হইল বীরগণ ॥
 সাক্ষাৎ কন্দর্প দেখি কুম্বের কুমার ॥
 প্রহ্মায়ের গলে কন্যা দিল রক্তমালা ॥
 তবে মৃগগণ সহে বাজিল সংগ্রাম ।
 জিনিঞা আনিল কন্যা বীরের প্রধান ॥
 তবে কুম্বী ভাগিনীর করিতে পীরিত্তি ।
 প্রহ্মায়েরে বিভা দিল কন্যা কুম্ববতী ॥
 হেনমতে কুম্বা সহে সম্বন্ধ বিধান ।
 আর কথা কহি রাজা কর অবধান ॥
 কুম্বী দেবীর কুম্বা চাক্রমতী নামে !
 কৃতবর্ষার পুত্রে তাহা কৈলা সম্প্রদানে ॥
 আছিল রোচনা নামে কুম্বার নাতিনী ।
 কুম্বী বিভা দিল তার অনিরুদ্ধে আনি ॥
 বন্ধু-বৈরকর্ম রাজা তথাপি চিন্তিল ।
 সম্বন্ধ বিশেষ করি প্রীতি বাড়াইল ॥
 যদ্যপি একপ হয় সম্বন্ধে অর্থ ॥
 পীরিত্তি কারণে কুম্বা কৈল হয় কর্ম ॥
 শুভকালে শুভযোগে কৈল শুভক্ষণ ।
 আপনে চলিলা যাথে দৈবকীন্দন ॥
 চলিলা কুম্বীদেবী উৎসব দেখিতে ।
 সাধ প্রহ্ময় আদি সন্তান সহিতে ॥
 বিবাহ দেখিতে গেলা প্রভু বলরাম ।
 চলিলা যতেক ধীর বীরের প্রধান ॥
 আসিয়া মিলিল যত মৃগশিখর ॥
 বিবাহ উৎসব হৈল আনন্দ মঙ্গল ॥
 দম্বক আদি যত মিলি মৃগগণে ।
 কহিল রুম্বীর তরে মন্ত্রণা-বচনে ॥
 পাশাক্রীড়া করি তুমি জিন বলরাম ।
 না জানে পাশার মূল নাহি অবধান ॥
 এ বোল শুনিঞা কুম্বী যসিয়া প্রভাতে ।
 ডাক দিয়া বলরামে আনিল সাক্ষাতে ॥

পাণ্ডিল পাশার খেড়ি কপট সন্ধানে ।
বলভদ্র খেলে খেড়ি অকপট-মনে ॥
শতেক লহস পণ অযুত ধরিয়া ।
খেলায় রোহিণীমুত হরষিত হয়্যা ॥
কুম্বী বলে জিনিলু জিনিলু সব খেড়ি ।
দস্ত তুলি দস্তবক্র হাঙ্গে উচ্চ করি ।
তবে রাম লক্ষ্যে ধরিয়া আর পণ ।
ক্রোধ করি খেলে খেড়ি রোহিণীনন্দন ॥
কুম্বী বলে এহোবার কৈলু আমি জয় ।
তবে বলভদ্র ক্রোধ কৈল অতিশয় ॥
অর্কুণ করিয়া পণ খেলে আরবার ।
সকল জিনিল রাম বিপক্ষ-বিদার ॥
জিনিলু সকল কুম্বী বলে চল করি ।
সত্যসদে পুছ যদি আমি মিথ্য বলি ॥
অন্তরীক্ষ-বাণী হৈল চেনাঞ সময় ।
জিনিল সকল বলভদ্র মহাশয় ॥
চল ধরি কুম্বী বলে অগত্য-বচন ।
জনিল সকল খেড়ি রোহিণীনন্দন ।
গেহ বাণী না মানিল কুম্বী দুরাশয় ।
ছলে পরিহাস মন্দ বলে অতিশয় ॥
বনে বৈস তুমি কি পাশার ধার দায় ।
সহজে গোমাল জাতি গোখন চরায় ॥

পাশাক্রীড়া করে বিদগধ মৃগগণে ।
গোপ-জাতি তুমি পাশী খেলিবে কেমনে ।
জন্ত মন্দ বলি কুম্বী কৈল উপহাস ।
কোণে রাম জলে যেন জলন্ত হস্তাশ ॥
মারিল কুম্বীর মুণ্ডে মৃবল-প্রহার ।
সত্যার তিতরে রুম্বী করিল সংহার ॥
তবে-সে কলিজরা পলায় লঙ্করে ।
দশ পায় গিয়া ভারে ধরে চলধরে ॥
যে দস্ত দেখায়া দুষ্ট পরিহাস কৈল ।
গোটে গোটে ধরি সব দস্ত উপড়িল ॥
সারো শির ভাঙ্গিল কাটার নাক কাণ ।
কারো ভুজ কারো বুক কৈল ছানঝান ॥
রকতে তিতিল অজ মৃবল-প্রহারে ।
প্রাণ লয়্যা মৃগগণ গেলা নিজপুরে ॥
ভা-মন্দ কিছুই না বলিলা শ্রীহরি ।
বলরাম কুম্বীগীর পেম রক্ষা করি ॥
তবে বর-কত্তা দিব্য রথে আরোপিয়া ।
বিবিধ সামনে গেলা চৌদিগে সাজিয়া ॥
রাম-কৃষ্ণ চলি গেলা দায়কামণ্ডলে ।
অনিরুদ্ধ-বিবাহ বর্ষি পরকারে ॥
বিদগধ-শিরোমণি গদাধর জান ।
ভাগবত-আচার্যের মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং

বৈষ্ণবিক্যাং দশমস্কন্ধে একষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় ।

তুডি রাগ ।

তবে আর কথা কহি শুন সাবধানে ।
বলির কুমার বাণ বিদিত ভুবনে ॥
সহস্রেক ভুজ তার শত মধ্যে জ্যেষ্ঠ ।
বাণ রাজ্য আছিল সকল মৃগশ্রেষ্ঠ ॥
বাঙনে তুঘিল শিব ভাণ্ডব-নাটনে ।
ভকতবৎসল শিব তুঘিল রাজনে ॥
বর মাল ভারে বদি বলিল শঙ্কর ।
পুরের ছত্রাণী হয়্যা থাক নিরন্তর ॥
সহস্রেক ভুজ যোরে দেহ মহেশ্বর ।
ত্রিভুবনে নহে যেন যোর সমসর ॥
এই বর বাণরাজ্য মাগিল শঙ্করে ।
বর দিয়া শিব তার রহিলা ছত্রারে ॥

একদিন বাণরাজ্য করিয়া প্রণাম ।
কহিতে লাগিলা কিছু শিব-বিস্ত্রাম ॥
নমো নমো মহাদেব জগত-ঈশ্বর ।
কামপুর কল্পতরু চরণ যুগল ॥
সহস্রেক ভুজ দিলে হৈল মোর ভার ।
মোর সম নাছি বীর জগতে যুবার ॥
সতে হেন বৃষ্টি তুমি আছ সমবল ।
বৃদ্ধ দিয়া কর মোর ভুজে রসফল ॥
দিগ-গজের সহে গেছ করিবারে রণ ।
পালিয়া দিগ গজ গেল রাখিয়া জীবন ॥
চূর্ণ কৈলু গিরিগণে ভুজের প্রহারে ।
তে-কারণে যুদ্ধ মাঝে তোমার গোচরে ॥

এ বোল শুনিয়া ক্রোধ কৈল হৃৎকর ।
 তুলবলে দর্প বেটা করে এত বড় ॥
 কহে তাজি রথ-ধ্বজ পড়িবে যখনে ।
 আমার সমান বীর যিহিবে তখনে ॥
 এ বোল শুনিঞা বাণ হৈল হরষিত ।
 শিবের বচনে বাণ লভিল প্রীতিত ॥
 তার কস্তা উবা নামে আছিল সুনন্দী ।
 অনিরুদ্ধ সনে তার হৈল রতি-কৈলি ॥
 অনিরুদ্ধ সহে রতি লভিল স্বপনে ।
 আগিয়া উঠিল কন্যা চকিত নয়নে ॥
 কতি গেল কান্ত যোর পুরুষ-রতন ।
 রতি-কৈলি তুলিঞা তেজিল কি-কারণ ॥
 সখীগণ-মাঝে কন্যা হইয়া ব্যাকুলি ।
 বিলাপ করিয়া কান্দে ০ জ্ঞা পরিহরি ॥
 আছিল বাণের পাশে কুস্তাশুক নামে ।
 চিত্রলেখা আর কস্তা বিদিত ভুবনে ॥
 সর্বমায়ী জানে সে যে পরম যোগিনী ॥
 ৬ পুছিল উবারে তবে বিনয়-বাদিনী ;
 কোন বাজা কর সখি কহ যোর আগে ।
 কোন কান্ত বাঞ্চ তুমি চিত্ত-অঙ্গুরাগে ॥
 যে যে মনোহর সখি কর বিভ্রমানে ।
 আনিঞা ভেটাব যদি থাকে জ্বিভুবনে ॥
 চিত্রলেখার বচন শুনিঞা রূপবতী ।
 কহিতে লাগিল উবা হরষিতমতি ॥
 স্বপনে দেখিলু এক পুরুষ-রতন ।
 ঘনভ্রাম-কলেবর কমল-লোচন ॥
 মহাভূজ পাতবস্ত্র নারী-মনোহর ।
 স্বপনে দেখিছু যেন পুরুষ-শেখর ॥
 পিয়ার্যা অধর-মধু গেল পরিহরি ।
 এত বলি কান্দে উবা সখী-মুখ হেরি ॥ (১)
 চিত্রলেখা বলে সখি পরিহর খেদ ।
 আনিব তোমার কান্ত নহিব বিচ্ছেদ ॥
 এ বোল বুলিয়া চিত্রলেখা যোগেশ্বরী ।
 দিব্য পট নিরামিল চিত্রের পুতুলী ॥
 দেব বিভাধর বন্ধ গন্ধর্ব কিয়র ।
 সিদ্ধ চারণ দৈত্য নর কণধর ॥
 বহুবংশ ব্রহ্মবংশ লিখিল সুসারে ।
 রায়কৃষ্ণ প্রহ্মায় লিখিল ধরে ধরে ॥
 প্রহ্মায় দেখিয়া উবা : ইলা লজ্জিতা ।
 অনিরুদ্ধ দেখিয়া অধিক হরষিতা ॥

এই সেই নরবর যোর প্রাণপতি ।
 চিত্রলেখা বুলিয়া চলিল শীঘ্রগতি ॥
 চলিল আকাশপথে দারকামণ্ডলে ।
 পুরেতে প্রবেশ তবে কৈলা যোগবলে ॥
 অনিরুদ্ধ লয়া নারী উঠিল আকাশে ।
 আনিল শোণিতপুরে আঁখিল নিমিষে ॥
 অনিরুদ্ধে দিল লঞা উবা-বিভ্রমানে ।
 পতি দেখি উবার সন্তোষ হৈল মনে ॥
 অস্তঃপুরে পতি লয়া পরবেশ করি ।
 পতি-সেবা করে উবা পত্নীভাব ধরি ॥
 ধূপ দীপ গন্ধ মাল্য বসন ভূষণে ।
 দিব্য অন্ন-পান ভক্ষ্য মধুর বচনে ।
 পতিসেবা করে দেবী মহাপ্রভুরাগে ।
 কত রাত্রি দিন যায় হৃদয়ে না লাগে ॥
 উবারে হরিণ চিত্ত নাহি অবধান ।
 অনিরুদ্ধ-চিন্তে নাহি দিব্য-রাজি-জ্ঞান ॥
 বাহিরে প্রহরীগণ লিখিল লক্ষণে ।
 কস্তা সহে হৈল কোন পুরুষ সঙ্গমে ॥
 তবে জানাইল গিয়া রাজা-বিদ্যমানে ।
 তোমার কস্তার দোষ পুরুষ-সঙ্গমে ॥
 কুলে অপযশ ধূল্য তোমার কুমারী
 আমি-সব বিচারিয়া লিখিতে না পারি ॥
 এ বোল শুনিঞা বাণ মনে পাইল ব্যথা ॥
 কুলের কলঙ্ক শুনি হেট কৈল মাথা ॥
 উঠিয়া চলিল বাণ হরিত গমনে ।
 কস্তাপুর-পরবেশ কৈল ক্রোধ মনে ॥
 দেখিলা পুরুষবর পুরের ভিতরে ।
 শ্রামল সুনন্দ তহু পাঁচবস্ত্র ধরে ॥
 ভুবন-বোহন মহাপুরুষ লক্ষণ ।
 বিকষিত মুখ-পদ্ম রাজীবলোচন ॥
 কুটিল কুস্তল গবল দ্বলে বনমাণ ।
 ঐতিবিনিহিত মণি-কুণ্ডল বিশাল ॥
 পাশা-সারি খেলে ছুহে নব-সঙ্গ-সঙ্গে ॥
 ছহার পীরিতি বাঢ়ে মদনভরণে ॥
 সন্মুখে দাণ্ডায় বাণ হেন অবসরে ।
 বীরগণে বেঢ়ি লৈল পুরীর ভিতরে ॥
 তা দেখিয়া অনিরুদ্ধ উঠিল সঙ্কর ।
 পরিষ তুলিয়া লৈল দিয়া-বায়কর ॥
 বাজিল তুমুল রণ পুরের ভিতরে ।
 যাকিল সকল বীর ০ রিষপ্রহারে ॥
 কার মাথা ভাজিল ছিঙিল নাক কাণ ।
 কহে গেল দৈবযোগে রাখিয়া পদাণ ॥

(১) পাঠান্তর,—

“ত ছুখ-সাগরে সখি গুমরিয়া মরি” ;

তা দেখিয়া বাণ রাজা ক্রোধ কৈল মনে ।
নাগপাশে অস্ত্রদ্ধ বান্ধিল যতনে ॥
স্বামীর বন্ধন দেখি ব্যাকুলিতচিতা ।

কান্দিতে লাগিল উষা শোকে বিমোহিতা
ধীরশিরোরামণি শ্রীগদাধর জ্ঞান ।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥৬২॥

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় ।

দেশাগ রাগ

অনিরুদ্ধে না দেখিয়া সব বন্ধুগণে ।
শোকেতে ব্যাকুল হয়। চাহে নানাস্থানে ॥
চাহিতে চাহিতে কেহ না পায় উদ্দেশ ।
চারি মাস হইল অলপ অবশেষ ॥
হেনকালে আসিয়া নারদ তপোধন ।
আদি হৈন্তে কহিলা সকল বিবরণ ॥
এ বোণ শুনিঞা যত মিলি যদুগণে ।
চতুরঙ্গ সেনা সাজি চলিল সন্ধান ॥
সাম্ব গদ যুগ্মান প্রহ্মায় প্রধান ।
নন্দ উপনন্দ ভদ্র আদি বলবান ॥
রাম-কৃষ্ণ অমুচয় যত যদুগণ ।
দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য করিয়া সাজন ॥
চলিলা শোণিতপুরে বীরের প্রধান ।
চৌদিগে বেটিল পুরী করিয়া সন্ধান ॥
তাম্বিল প্রাচীর পুর বাহির দুয়ার ।
বড় বড় মহাগড় কবাট দুর্বার ।
তাহা দেখি বাণ রাজা জ্বলিল অন্তরে ।
দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য সাজিল সত্তরে ॥
যুঝিবারে আইল বীর পুরের বাহির ।
আসিয়া ডাকিল বাণ শব্দ গম্ভীর ॥
ডাকাডাকি বলাবলি বাজিল সংগ্রাম ।
সগণে যুঝিতে আইলা হর ভগবান ॥
শিশাচ প্রমথগণ সঙ্গে গণপতি ।
বৃষ আরোহণ করি কান্তিক সংহতি ॥
আপনে যুঝিতে আইলা হর মহেশ্বর ।
বান্ধিল তুমুল যুদ্ধ পৃথিবী-উপর ॥
শঙ্করের সনে যুদ্ধ কৈল নারায়ণ ।
কান্তিকের সহ হৈল প্রহ্মায়ের রণ ॥
কুস্তাণ্ড বাণের মজী কুণকর্ণ নাম ।
হুহার সংহতি যুদ্ধ কৈল বলরাম ॥

বাণের পুত্রের সঙ্গে সাধের সংগ্রাম ।
সাত্যকির সহ যুঝে বাণ বলবান ॥
ব্রহ্মা আদি করি ইন্দ্ৰ যত সুরগণে ।
স্বর মুনি সিদ্ধ সাধ্য শরীর চারণে ॥
যক্ষ বিভাধরগণ চটি দিয়া রথে ।
কৌতুকে সংগ্রাম দেখে রহি শূন্তপথে ॥
শিব-অমুচর যত এ ভূত বেতাল ।
ডাকিনী-যোগিনীগণ পঞ্চম বিশাল ॥
শিশাচ কুস্তাণ্ড যত রাক্ষসের সেনা ।
তারা সব আগি কৃষ্ণ-সৈন্তে দিল হানা ॥
তীক্ষ্ণ শরে কৃষ্ণ তারে কৈল নিবারণ ।
তবে আর বাণ যুড়ে শিবের কারণ ॥
নিজ অস্ত্রে কৈল শিব কৃষ্ণ-অস্ত্র দূর ।
তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মঅস্ত্র মারিল নিষ্ঠুর ॥
ব্রহ্মঅস্ত্র শিব তবে কৈল নিবারণ ।
তবে বায়ুঅস্ত্র ঘোড়ে প্রভু নারায়ণ ॥
যুড়িয়া পরিতঅস্ত্র শিবে নিবারিল ।
তবে অগ্নিঅস্ত্রে প্রভু সন্ধান পুরিল ॥
শঙ্কর বরুণঅস্ত্রে কৈলা নিবারণ ।
ইন্দি অস্ত্রে শঙ্করে মোহিলা নারায়ণ ॥
তবে বাণ-সৈন্তে কৈল শর-বরিষণ ।
গদার প্রহারে কৈল সৈন্য নিপাতন ॥
প্রহ্মায়ের রণে হৈল কান্তিকের ভঙ্গ ।
শর-বরিষণে হৈল খণ্ড খণ্ড অঙ্গ ॥
বলকে বলকে পড়ে অঙ্গেতে রুধির ।
রণ তেজি পালাইল কান্তিক মহাবীর ॥
পড়িল কুস্তাণ্ডবীর মুখল-প্রহারে ।
কুণকর্ণে মারিল ঠাকুর হলধরে ॥
পালাইল সর্ব সৈন্য যুদ্ধ পরিহরি ।
তবে কোথে থেয়া আইল বাণ মহাবলী ॥

সাত্যকি ছাড়িয়া বীর ধাইল সম্বরে ।
 রথে চড়ি রহে গিয়া কৃষ্ণের গোচরে ॥
 পঞ্চশত বাণ বুড়ে পঞ্চশত করে ।
 একেক ধুতে বুড়ে দুই দুই শরে ॥
 একবারে ছাড়ে রাজা দশশত বাণ ।
 তাহারে কাটিয়া কৃষ্ণ কৈল খানখান ॥
 খণ্ড খণ্ড কৈলা রথ রথের সারথি ।
 কাটিল রথের ঘোড়া বায়ু বেগ গতি ॥
 সঙ্কট দেখিয়া দেবী হুয়া দিগম্বরী ।
 আউলিয়া মাথার কেশ গমন-মহুরা ॥
 দাণ্ডিয়া কৃষ্ণের আগে রহিলা কোটরী ।
 লাজে হেট মাথা হুয়া রহিলা শ্রীহরি ॥
 রথ কাটা গেল কাটা গেল ধনুর্ঝণ ।
 পুরে প্রবেশিব বাণ রাখিয়া পরাণ ॥
 পালাইল ভূতগণ ভাঙ্গিল সংগ্রাম ।
 হেনকালে আইল জর মহাবলবান ॥
 মহাভয়ঙ্কর জর ধরে তিন শির ।
 ধর ধর করিয়া ডাকিল মহাবীর ॥
 তা-দেখিয়া সৃজে হরি তবে আর জর ।
 দুই জরে দুই হৈব মহাভয়ঙ্কর ॥
 জ্বিলিল বৈষ্ণব-জরে শঙ্করের জর ।
 কানিয়া রহিল গিয়া কৃষ্ণের গোচর ॥
 ভয় পেয়া হর জর কম্পিত হৃদয় ।
 করজোড় করিয়া কৃষ্ণের আগে রয় ॥
 শরণ পশিয়া জর কৃষ্ণের চরণে ।
 স্তুতি করে হরজর ভয় পেয়া মনে ॥
 নমো নমো অনন্ত শক্তি নারায়ণ ।
 জ্ঞানমাত্র কেবল নিগুণ সনাতন ॥
 সকলের আত্মা তুমি উতপত্তি স্থান ।
 জগত-কারণ তুমি প্রলয়-নিদান ॥
 তুমি কাল তুমি জীব তুমি দৈব কর্ম ।
 তুমি প্রাণ তুমি আত্মা তুমি দেহ-ধর্ম ॥
 তোমার মায়ায় নাথ জীবের সংসার ।
 তোমা না ভজিয়া জীব তবে নহে পার ॥
 তোমার চরণে নাথ পশিলু শরণ ।
 কৃপা করি কর ৩৭-বক্ষ বিমোচন ॥
 নানা লীলা কর তুমি পুরুষ পুরাণ ।
 দুঃ নিবারিয়া কর শিষ্ট পরিত্রাণ ॥
 সম্প্রতি জীলায় তুমি কৈলে অবতার ।
 অমর মারিয়া হর পৃথিবীর ভার ॥
 মহাভয়ঙ্কর জর তোমার সজিত ।
 তার তেজে মুক্তি নাথ কেবল তাপিত ॥

তাবত জীবের নহে তাপ নিবারণ
 যাবৎ না জয় নাথ চরণে শরণে ॥
 এইরূপে নানা স্তুতি কৈল হর জরে ।
 হাসিয়া বলেন বাণী প্রভু সুরেশ্বরে ॥
 শুনহে ত্রিশিব আমি হৈলু পরসন্ন ॥
 ভয় পরিহর তুমি স্থির কর মন ॥
 না করিহ আর তুমি জর করি ভয় ।
 স্মৃথে গিয়া রহ তুমি না কর সংশয় ॥
 তোমায় আমার দুহে যে হৈল সংবাদ ।
 যে জন শ্রুত্রে তার খণ্ডিব প্রমাদ ॥
 না যাইহ জর তুমি তার সন্নিধান ।
 বর পেয়া হর জর গেলা নিজস্থানে ॥
 তবে বাণ পুনর্যপ আইলা রথে চটি ।
 বুঝিল কৃষ্ণের সহ নানা অস্ত্র ধরি ॥
 সহস্রেক হাথে আনে গাঢ় পাথর ।
 ক্রোধ করি পেলি যারে কৃষ্ণের উপর ॥
 অস্ত্র-বরিষণ বাণ কৈল ভয়ঙ্কর ।
 এক চক্রে কাটিলা সকল সুরেশ্বর ॥
 তবে তার কাটিল সকল ভূজদণ্ড ।
 ভূমিতে পড়িল ভুজ হুয়া খণ্ড খণ্ড ॥
 কাটা গেলে ডাল যেন রহে তরুবার ।
 তবে কৃষ্ণ আগে গিয়া দাণ্ডায় শঙ্কর ॥
 ভক্তবৎসল শিব কর ঘুড়ি শিঃ ।
 ভক্তিভাব করিয়া প্রভুরে স্তুতি করে ॥
 সত্য ব্রহ্ম প্রভু তুমি নিগম-গোপিত ।
 গুঢ়রূপে নরবেশে জগতে বিদিত ॥
 কিরূপে তোমায়ে নাথ জানিব অমুরে ।
 ধ্যানযোগে যোগী যারে জানিতে না পারে ॥
 আকাশ তোমার নাতি মুখ হতাশন ।
 ত্রিদিব তোমার শির পৃথিবী চরণ ॥
 দশদিগ, স্রুতিগণ মন শশধর ।
 মুক্তি শিব আত্মা যার আঁখি দিনকর ॥
 সমুদ্র ভাঠর যার বৃক্ষ রোমাবলি ।
 মেঘগণ কেশ যার ব্রহ্ম বুদ্ধি বলি ॥
 হৃদয় যাহার ধর্ম লিঙ্গ প্রজাপতি ।
 লোকময় প্রভু তুমি সর্বলোক-গতি ॥
 অবতার করি কর সাধু পরিত্রাণ ।
 ধর্ম-রক্ষা হেতু নরলোকে উপাদান ॥
 তুমি নাথ কর আমা সভার পালন ।
 তে-কারণে আমা সব ধরি ত্রিভুবন ॥
 তুমি এক পুংষ নিগুণ নিয়াধার ।
 অধৈত পরমানন্দ বিচিত্রে বিহার ॥

নানা ভেদে বলরূপে করহ প্রকাশ ।
 আপন মায়ায় কর আপনে বিলাস ॥
 আপন ছায়ায় যেন সূর্য্য আচ্ছাদিত ।
 তহ নিজ ভেজ লোকে করে প্রকাশিত ॥
 সেইরূপে কর নানা মায়ায়ে রচনা ।
 আপন মায়ায় নাথ আচ্ছাদ আপনা ॥
 আমি-সব কেহ নাথ নাহি তোমা বিনে ।
 নানা রূপ ধরি তুমি বিহর আপনে ॥
 সর্ব্বজীব বিমোহিত মায়ায়ে তোমার ।
 দুঃখময় সংসারে ভ্রময়ে বারবার ॥
 পুত্র-দার-গৃহময় গভীর সাগরে ।
 তোমার মায়ায়ে জীব মস্তে নিরন্তরে ॥
 মাছুষ জনম নাথ লভিয়া যতনে ॥
 তোমার পদারবিন্দ না ভঞ্জে যে জনে ।
 সে জন কেবল নাথ অধম বঞ্চিত ।
 তোমার মায়ায় তরে জানিলু মোহিত ॥
 যে পুন তোমায়ে ছাড়ে নরদেহ পাঞা ।
 অমৃত ভাজিয়া যেন মরে বিণ খাঞা ॥
 মুক্তি মহেশ্বর নাথ ব্রহ্ম প্রজাপতি ।
 মুনিগণ সুরগণ যত শুদ্ধমাত ॥
 সর্ব্বভাবে আমি-সব পশিলু শরণে ।
 অস্ত্র গতি নাহি প্রভু তুমি নাথ বিনে ॥
 জগতের উতপতি প্রলয় পালন ।
 সর্ব্বজীব-পতি তুমি সত্য জীবন ॥
 জগতের আত্মা তুমি পতি গতি প্রাণ ।
 চরণ ভজিলু নাথ কর অবধান ॥ (১)
 এ মোর কিঙ্কর নাথ প্রিয় অমুচর ।
 মুক্তি নাথ ইহাকে দিয়াছে এক বর ॥
 পূরবে অভয় বর দিলু তুষ্ট হয়্যা ।
 মোর সত্য রাখ নাথ যদি কর দয়া ॥
 যদি বল অমুরে না করি বর দান ।
 প্রহ্লাদ তোমার ভৃত্য তাহাতে প্রমাণ ॥
 শতক বচন শুনি প্রভু চক্ৰপাণি ।
 শঙ্করের তরে তবে বলে প্রিয়বাণী ॥

সত্য সত্য শিব তুমি কহিলে নিশ্চয় ।
 তোমার বচন যেন কভু মিথ্যা নয় ॥
 প্রহ্লাদের তরে আমি এই বর দিল ।
 অবধ্য তোমার বংশ আজি হৈতে হৈল ॥
 সেই বংশে বাণরাজা হইল উৎপন্ন ।
 আমার অবধ্য এহ হৈল ভে-কারণ ॥
 ভৃঙ্গগণ কাটিয়া হরিল বল দর্প ।
 পুনরপি আর যেন না কর এ গর্ক ॥
 চারিভূজ রাখিয়া অভয় বর দিল ॥
 আজি হৈতে তোমার কিঙ্কর মোর হৈল ॥
 অজর অমর হয়্যা রহিল সংসারে ।
 এই বর দিলু শিব তোমার কিঙ্করে ॥
 বর পেয়া বাণরাজা ঠেকা সংবিধান ।
 অভয় পদারবিন্দে করিয়া প্রণাম ॥
 রথে তুলি অনিরুদ্ধ আনিল গোচরে ।
 কন্তা দিয়া নিবেদিল চরণ নিয়ড়ে ॥
 এক অক্ষৌহিণী সৈন্ত দিল বহুধন ।
 বিবিধ যৌতুক দিল বসন ভূষণ ॥
 বিদায় মাগিয়া শিবে লইয়া সগণে ।
 আনন্দে চলিয়া হরি দারকাভবনে ॥
 মহারথে বর-কন্তা করি আগুমান ।
 দারকা-বিজয় তবে কৈলা ভগবান ॥
 শম্ভু-ভেরী-মৃদঙ্গ-দ্বন্দুভি-কোলাহল ।
 বহুবিধ নৃত্যান্বিত আনন্দ মঙ্গল ॥
 দারকা প্রবেশ কৈলা ত্রিজগত-রায় ।
 ত্রিভুবনে শঙ্কর-বিজয় যশ গায় ॥
 বাণযুদ্ধ মহাবশ শঙ্কর-বিজয় ।
 যে জন সোঙরে নিতি প্রভাত-সন্ধ্যা ॥
 রণে ভজ নহে তার নহে ভব-ভয় ॥
 বিষ্ণু-ভক্তি হয় তার খণ্ডয়ে সংশয় ॥ (১)
 হরিবংশে কহিয়াছে করিয়া বিস্তার ।
 ভাগবতে কহি সার করিয়া উদ্ধার ॥
 জ্ঞান গুরু গদাধর ধীরশিরোমণি ।
 ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী ॥

(১) পাঠান্তর,—

“চরণে পড়িলু নাথ কর পরিত্রাণ” ।

(১) পাঠান্তর,—

“জয় হৈতে ভয় তার কবু নাহি হয়” ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং

বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ত্রিযষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় ।

সুই রাগ ।

মুনি বলে শুন রাজা অদভুত বাণী ।
কহিব তোমাতে তবে বিচিত্র কাহিনী ॥
এক দিন কৃষ্ণের কুনারগণ মেলি ।
সাধ প্রচ্যুত ভানু গদ আদি করি ॥
উপবনে শিশুগণে করে নানা খেলা ,
খেলা-রসে রহিল। বিস্তর হৈল বেলা
ভৃক্ষায় আকুল শিশু বনে বনে ধায় ।
জল চাহে শিশুগণ জল নাহি পায় ॥
সন্মুখে দেখিল এক কূপ ভয়ঙ্কর ।
জল নাহি তাথে মহা গভীর প্রসর ॥
এক মহাপ্রাণী তাথে প ত-আকার ।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল যতেক ছাওয়াল ॥
চর্ম-দড়ি দিয়া তারে বান্ধিল যতনে ।
টান দিয়া তুলে তবে যত শিশুগণে ॥
আছুক তুলিতে না পারিল নাড়িবারে ।
কৌতুকে ছাড়িয়া গেল যতেক ছাওয়ালে ॥
কহিল কৃষ্ণের আগে সব বিবরণ ।
আপনে চলিয়া তথা গেলা নারায়ণ ॥
পরশিয়া মাত্র প্রভু দিয়া বামকর ।
লীলায় তুলিলা তারে কূপের উপর ॥
কৃষ্ণ-পরশনে তার সর্বপাপ হরে ।
কাঁকলাস মুক্তি ছাড়ি দিবা মুক্তি ধরে ॥
তপত কাঞ্চন জিনি দীপ্ত কলেবর ।
রতন কুণ্ডল হার মুকুট সুন্দর ॥
জ্ঞানেন্দ্র সকল তত্ত্ব জ্ঞান শিরোমণি ।
তথাপি পুছিলা তারে দেব চক্রপাণি ॥
লোক-স্বাহিতে জিজ্ঞাসিলা নারায়ণ ।
কহ হে পুরুষ তুমি নিজ বিবরণ ॥
কোন পাপে আছিল তোমার অযোগ্যতা ।
কোন পুণ্যে দিগ্য রূপ ধরিলে সম্প্রতি ॥
আপনার জন্ম কর্ম কহ মহাশয় ।
কি নাম তোমার তুমি কাহার তনয় ॥
ইচ্ছ যদি কর সব কহিবে কারণ ।
তবে যুগরাজা কহে পূর্বে বিবরণ ॥
ইক্ষবর্তনয় আমি রাজা যুগ নামে ।
সকল বিদিত নাথ তোমার চরণে ॥
সর্বভূত সাক্ষী তুমি সর্বজ্ঞ শেখর ।
সকল জীবের গতি তোমাতে গোচর

তথাপি তোমাতে কহি আজ্ঞা শিরে ধরি ।
মোর ভাগ্যে তুমি জিজ্ঞাসিলে কৃপা করি ॥
যতেক পৃথীর রেণ আকাশের তারা ।
যতেক মেঘের হয় বরিশণ ধরা ॥
তত খেহু দিল দান কাঞ্চনে ভূষিয়া ।
তরুণী-কপিলা হেমময় শৃঙ্গ দিয়া ॥
রজতের চারি খুর ধর্ম অমৃততা ।
পট্টপট-মালা-আভরণ-সংস্রুতা ॥
সুবক ব্রাহ্মণ যত বিপ্রের প্রধান ।
কুল-শীল-শুণসুজ্ঞ মহা মতিমান ॥
সত্যব্রত তপো-ব্রত বেদবিদ্যার ।
কাঞ্চনে ভূষিয়া তার পুণ্য-কলেবর ॥
হেনরূপে স্বিভগণ আনি বিদ্যমান ।
নিতি-নিতি লক্ষ-লক্ষ কার ধনু-দান ॥
রজত কাঞ্চন কল্প তিল ভূমি জল ।
কনক-নির্মিত রথ তুরঙ্গ বৃষ্ণর ॥
বসন ভূষণ শয্যা রতন-রচনা ।
কত কোটি কোটি তাহা কে জানে গণনা ॥
কত মহাদান মহা বিপুল মন্দির ।
কত যজ্ঞ দীঘি সরোবর পুণ্য-নীর ॥
এইরূপে নানা দান করি নিরবধি ।
দৈবযোগে এক দিন বাম হৈল বিধি ॥
এক ব্রাহ্মণের খেহু পলাইয়া আসি ।
অজানিতে রহে গিয়া গোষ্ঠে পরবেশি ॥
সেই খেহু দিলু আমি অত্র ব্রাহ্মণেরে ।
খেহু লয়া ব্রাহ্মণ চলিল নিজ ঘরে ॥
চাহিতে বেড়ায় বিপ্র পথে আসি দেখে ।
মোর মোর বলিয়া ব্রাহ্মণ খেহু রাখে ॥
বিবদ করিল তারা আইল দুই জন ।
ভৎসয়া আমার ঠাঞি কৈল নিবেদন ॥
তুমি খেহু দিলে বিপ্র হরি লঞা যায় ।
ইহা শুনি ভয় হৈল আমার হিয়ার ॥
তবে দুই ব্রাহ্মণের ধরিহু চরণে ।
বিস্তর শাস্তিহু মুঞি বিনয় রচনে ॥
অনুগ্রহ দুই কর না কর বিবাদ ।
না জানিঞা কৈলু মুঞি কেম অপরাধ ॥
কিঙ্করের অপরাধ প্রভু নাহি লয় ।
হেন কর্ম কর মোর নরক না হয় ॥

কৃপা করি এক বিপ্র ধেমু চাড়ি দেহ ।
 ইহার বদলে এক লক্ষ ধেমু লেহ ॥
 এ বোল শুনিঞা দুই বলিল ব্রাহ্মণ ।
 আর ধেমু লয়্যা কিছু নাহি প্রয়োজন ॥
 এ বোল বলিয়া দুই বিপ্র গেল ঘরে ।
 মৃত্যুকাল হৈল মোর কত দিনান্তরে ॥
 যমদূতে লয়্যা গেল যম বিদ্যমান ।
 ধর্ম্মরাজে দেখি মুক্তি করিলু প্রণাম ॥
 সন্তাষিয়া ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা দিলা মোরে ।
 পাপভোগ কর তুমি এই অবসরে ॥
 পাছে পুণ্যভোগ তুমি করহ সকল ।
 তোমার পুণ্যের অন্ত নাহি নরেশ্বর ॥
 অঙ্গীকার কৈলু মুক্তি যমের বচনে ।
 পড় হেন বাণী যম বলিলা ভুখনে ॥
 সেইক্ষণে পড়িলু মুক্তি কুপের ভিতর ।
 ককলাস রূপ ধরি আছি চিরকাল ॥
 দানশীল রাজা আমি তোমার কিস্বর ।
 কুপে পড়ি ছিলু নাথ বিস্তর বৎসর ।
 তোমার পদারবিন্দ করিয়া স্মরণ ।
 আশা ধরি ছিল নাথ হৈল দরশন ॥
 যোগীশ্বর মুনীশ্বর যার চরণ ধোয়ায় ।
 হৃদয়ে চিন্তয়ে মাত্র লেখিতে না পায় ॥
 অপবর্গ পদ ধার চরণ-কমল ।
 হেন প্রভু হৈল মোর নয়ন-গোচর ॥
 সংসারে পতিত মুক্তি অক্ষ মুচমতি ।
 দরশন দিষে নাথ ঘুচালে দুর্গতি ॥
 গোবিন্দ মাধব দেবদেব জগন্নাথ ।
 নারায়ণ হৃষীকেশ শ্রীবাস সাক্ষাত (১) ॥
 অচ্যুত কেশব পুণ্যলোক শিখামণি ।
 আজ্ঞা দেহ দুর্গভের গতি তত্ত্ব জানি ॥
 যথা তথা থাকি যেন বুদ্ধিভ্রম নহে ।
 চরণাধিনি যেন সবে মতি রহে ॥
 নমো বামুদেব কৃষ্ণ অনন্ত-শক্তি ।
 নমো ত্রিজগতনাথ ব্রজকুলপতি ॥
 প্রদীক্ষণ করি কৈল চরণে প্রণাম ।
 আজ্ঞা লয়্যা দিব্য রথে চটি মতিমান ॥
 সর্বলোক বিদ্যমান গেল স্বর্গবাস ।
 হাসিয়া কি বলে তবে প্রভু শ্রীনিবাস ॥

ব্রাহ্মণ্যশেখর হরি লোক শিক্ষা করে ।
 বুঝায় বিবিধ ধর্ম্ম বিবিধ প্রকারে ॥
 অলপ ব্রহ্মস্ব যদি ভুঞ্জয়ে অনলে ।
 অগ্নি হেন হয়্যা তেঁহো জারিতে না পারে ॥
 হলাহল বিষ বিষ না বুলিব ভারে ।
 প্রীতিকার আছে তার কত পরকারে ॥
 ব্রহ্মার সমান বিষ নাহি বুলিবার ।
 কোনমতে নাহি তাথে কোনহ প্রকার ॥
 বিষ খাইলে সন্তে মাত্র মরে সেইজন ।
 জল দিলে আপনে নিভায় হতাশন ॥
 ব্রহ্মস্ব আশুনি যাথে পরবেশ করে ।
 সমূলে সকল তার কুল পুড়ি মাঝে ॥
 সক্রম ব্রহ্মস্ব যদি কোনমতে হরে ॥
 ত্রিগুরু সহ সেহ নিরয়েতে পড়ে ॥
 বলে যদি ব্রহ্মস্ব করয়ে অপহার ।
 দশ পুত্র দশ পর পুরুষ তাহার ॥
 নরকে পড়য়ে তার নাহি কোন গতি ।
 ব্রহ্মস্ব হয়রে মহাদুষ্ট পাপমতি ॥
 ব্রাহ্মণের বৃত্তি যদি হরে কোন জন ।
 দুঃখ-শোক পায়্যা যদি কান্দয়ে ব্রাহ্মণ ॥
 যত ধূলা তিতে তার নয়নের জলে ।
 ততেক বৎসর ধরি দুঃখ ভোগ করে ॥
 কুন্তীপাকে পড়ে তার নাহি পরিদ্রাণ ।
 কেহ জানি করয়ে ব্রাহ্মণ-অবজ্ঞান ॥
 পরে দিয়া থাকে কি আপনে দিয়া থাকে ।
 ব্রাহ্মণের বৃত্তি যদি হরে কোন পাকে ॥
 ষাটি সহস্র ধরি বৎসর অবধি ।
 ক্রমি হয়্যা বিষ্ঠাতে ধানয়ে নিরবধি ॥
 ব্রাহ্মণের ধন যেন কত্ কাহো নয় ।
 রাজ্যভ্রষ্ট হয়্যা পুন সর্পযোন হয় ॥
 সাঁপুক ব্রাহ্মণে কিংবা মারুক ব্রাহ্মণে ।
 তবু জানি কেহ করে ব্রাহ্মণ লজ্জনে ॥
 সাঁপেতে মারিতে যোবা করে নমস্কার ।
 সেই সে আমার প্রিয় বাহুব আমার ॥
 ব্রাহ্মণে প্রণাম আমি করি সর্বকাল ।
 ব্রাহ্মণ অধিক কেহ পুত্র নাহি আর ॥
 যে জন অগ্রথা করে করি তার দণ্ড ।
 বিপ্র অবজ্ঞান পাপ মহাপর০ণ্ড ॥
 কতু জানো কাহো হয় বিজ্ঞানে লোভ ।
 নৃপ হেন হয়্যা তার এত দুঃখভোগ ॥
 এ বোল বুঝিয়া লোক হও সাবধান ।
 কেহ জানি করে কতু বিজ্ঞ-অবজ্ঞান ॥

এতেক বচন বলি প্রভু হৃষীকেশ ।
আপনে দ্বারকাপুরী কৈলা পরবেশ ॥

শ্রীগদাধর জ্ঞান ধীরশিরোমণি ।
ভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং

বৈষ্ণাসিক্যাং দশমস্কন্ধে চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥৬৪॥

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় ।

ধানসী রাগ ।

শুন রাজা কহি আর অদভূত কথ ।
অনন্ত-ধরণীধর-বলভদ্র-গাথা ॥
রণে আরোহণ করি বলভদ্র যায় ।
বহুগণ দেখিতে গোকুলানী যায় ॥
উত্তরিলে রাম যদি নন্দের গোকুলে ।
গোপ গোপী শুনি আইলা হইয়া ব্যাকুলে ॥
গোপ গোপীগণে আগি দিলা আশ্রয়ন ।
নন্দ যশোদার রাম বদিলে চরণ ।
আশীর্বাদ দিলা তাঁরা শিরে দিয়া হাত ।
রক্ষ রক্ষ নিজ জন ব্রজকুলনাথ ॥
বুঝ গোপগণে রাম হৈলা প্রণিপাত ।
মাথে হাত দিয়া তাঁরা কৈলা আশীর্বাদ ॥
যার যেন যোগ্য নামে কৈলা সন্তোষণে ।
ভারা সব যথাযোগ্য পূজিল বিধানে ॥
হাতাহাতি করি সতে বসি সভা করি ।
কুশল জিজ্ঞাসা কৈল কৃষ্ণে মন ধরি ॥
সভে কি কুশলে রাম আছ নিরাকুলে ।
পুত্র দার সহ কি আছেন কৃষ্ণ ভালে ॥
ভাগ্যে পাপ কংস মৈল কুলের অঙ্গার ।
পুণ্যে পুণ্যে বহুগণের হৈল প্রতিকার ॥
গোপীগণে প্রেমভাবে করিয়া সন্তোষা ।
কিক্রিত হাসিয়া করে কৃষ্ণের জিজ্ঞাসা ॥
পুত্রনারীবল্লভ সম্প্রতি বনমালী ।
কুশলে আছেন কি দ্বারকা-অধিকারী ॥
কখন কি পিতা মাতা অঙরে নিজজনে ।
কভু কি অঙরে আমা-সভা গোপীগণে ॥
পতি স্তুত পিতা মাতা সকল ভেজিল ।
কুল ধর্ম ভেজি তার চরণ ভঙিল ॥
ভথাপি ভেজিয়া গেল ছাড়িয়া পীরিতী ।
কে তার বচনে আর করিব প্রতীতি ॥
বলে আন করে আন কৃত্য নাহি বুঝে ।
কোন কালে ভেজিলে যুবতী নারী ভেজে ॥

বিচিত্র কখন তার সুন্দর বচন ।
কটাক্ষেতে নারীর হরিতে পারে মন ॥
কি তার কথাতে কাজ আন কথা কহি ।
এতদিন যায় তার আমা সভা বহি ॥
যদি তার কাল যায় আমা-সভা বিনে ।
যাইবে আম'দে কাল দেহ (১) সখাধনে ॥
এতেক বলিয়া গোপী রহিলা ধোয়ানে ।
রক্ষের ললিত লীলা অঙরিয়া মনে ॥
চাকু হাস চাকু মুখ বচন অঙরি ।
কান্ধিতে লাগিলা গোপী লজ্জা পরিহরি ॥
দেখিয়া গোপীর প্রেম প্রভু হলধরে ।
বিনয় বচনে গোপী শান্তিলা বিস্তরে ॥
চৈত্র বৈশাখ ধরি প্রভু পূর্ণকাম ।
ছইমাস তথাতে রহিলা বলরাম ॥
নিরমল রঞ্জনী কুমুদ বহে গন্ধ ।
অশ্রু-পূর্ণিয়া শশী পবন সুমন্দ ॥
কুসুমিত বনে নব রমণীমণ্ডলে ।
রাসকেলি করে রাম বিবিধ মঙ্গলে ॥ (২)
বরুণে পাঠায়া দিল বাকুণী মদিরা ।
বৃষ্ণের কোটর হৈতে পড়ে মধুধারা ॥
তার গন্ধে দশদিগ হৈল আমোদিত ।
মধুপান করে রাম হয়্যা হরষিত ॥
গন্ধর্ব্ব কিম্বরে গায় ছন্দুতি বাজন ।
দিব্য বিদ্যাধরী নাচে পুষ্প বরিষণ ॥
যুবগণে আনন্দে রামের গুণ গায় ।
দিব্য রাসকেলি করে বলভদ্র রায় ॥
বৈজয়ন্তী মালা গলে মস্ত হলধর ।
বিহবল লোচন এক শ্রবণে কুণ্ডল ॥

(১) পাঠান্তর, — “চিত্ত” ।

(২) পাঠান্তর, —

‘রাসরসে কেলি রাম করে কুণ্ডলে’ ।

সমুখে যমুনা দেখি মত্ত বলরাম ।
ডাকিয়া বলিল নদী আইস সন্নিধান ॥
রামের বচনে নদী না কৈল আদর ।
ক্রোধে তবে লাজল তুলিলা হলধর ॥
আরে রে পাপিনি হোরে কৈলি অবজ্ঞান ।
লাজলে বিদ্বিষা তোরে করি শতধান ॥
এ বোল শুনিঞা ভয়ে স্তব্ধের কুমারী ।
চরণে পাড়িল আসি দণ্ডবত করি ॥
রাম রাম মহাভুজ ত্রিভুবন-গতি ।
না জানি তোমার তত্ত্ব মুঞি হীনমতি ॥
এক অংশে ধরে যার ধরণীমণ্ডল ।
কে তার গানিবে তত্ত্ব ব্রহ্মা-অগোচর । (১)
ছাড় ছাড় প্রাণনাথ প্রপন্ন-পালন ।
তবে বলরাম তারে হৈলা পরশয় ॥
জলকেলি করে রাম যমুনার জলে ।
জল ছিটাইটি করে রমণীমণ্ডলে ॥

(১) পাঠান্তর—“ব্রহ্মাওভিতর” ।

বিহরিয়া উঠে তবে বলভদ্র রায় ।
লক্ষ্মীদেবী দিব্য মালা আনিঞা যোগায় ॥
বহুবিধ বসন ভূষণ দিব্য গন্ধ ।
দেখিয়া রামের হৈল পরম আনন্দ ॥
নীল বস্ত্র পরি রাম দিব্য মণিমালা ।
গজীগণ সঙ্গে যেন মত্ত গজ-খেলা ॥
দিব্য গন্ধ পরি অহ ভূষিল ভূষণে ।
রূপার পরিত যেন জড়িত কাঞ্চে ॥
হেনকপ কৈল রাম বিচিত্র বিহার ।
জগতে রহিল যশ বড় চমৎকার ॥
টান দিয়া যমুনা আনিল বলরাম ।
এখনে রামের যশ আছে বিজ্ঞমান ॥
এইরূপে রাগকেলি করে হলধরে ।
রমণীমণ্ডলে রাম আনন্দে বিহরে ॥
ভাগবত-আচার্যের মধুরস-ভাষা ।
রামশুণ শুন তাই রামে ধর আশা ॥ (২)

(২) “কৃষ্ণে মন ধব সবে ত্যজিয়া হরাশা”

—পাঠান্তর ।

হিত ঐভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈষ্ণবসিক্যাং দশমস্কন্ধে পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥৬৫॥

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় ।

বেলেয়ার রাগ ।

কঙ্কষ রাজ্যের রাজা আছিল দুর্মতি ।
বাসুদেব নাম ধরে দুষ্টগণপতি ॥
নিজগণে বাটায় তাহার অহঙ্কার ।
আপনে বোলয়ে আমি কৃষ্ণ-অবতার ।
দূত পাঠাইয়া দিল দারকা ভুবনে ।
উত্তরিল গিয়া দূত কৃষ্ণ-বিন্ধ্যমানে ॥
বিচিত্র মন্দির দিব্য সভার ভিতর ।
বসিয়া আছেন হেম-বাটায় ভিতর ॥
কমললোচন কৃষ্ণে দেখিয়া নয়নে ।
ডাকিয়া কি বলে দূত রাজার বচনে ॥
বাসুদেব আমি সবে কেহ নাহি আর ।
লোক-পরিজ্ঞাণ-হেতু কৈলু অবতার ॥
ভূমি কৃষ্ণ আপনার মিথ্যা নাম তেজ ।
কৃষ্ণ-চিহ্ন তেজিয়া আমাকে আসি ভজ ॥

আমার শরণ লয়া রহ গিয়া মুখে ।
নহে যুদ্ধ দেহ যেন দেখে সর্বলোকে ॥
শুনিঞা দুষ্টের দুষ্ট বচন প্রকাশ ।
সভাসদে উপজিল হাস পরিহাস ॥
হাসিয়া আপনে বলে প্রভু ভগবান ।
কহ গিয়া দূত তোমার রাজা-বিন্ধ্যমান ॥ (১)
যে চিহ্ন ধরিয়া করে এত বড় গর্ব ।
সে চিহ্ন ঘুচায়া তার ষণ্ডাইব দর্প ॥
রণভূমি-মাঝে তারে করাব শয়ন ।
শৃগাল কুকুরে যেন করয়ে ভক্ষণ ॥
শুনি দূতের দূত কৃষ্ণের বচন ।
কহিল স্বামীর আগে সব বিবরণ ॥

(১) পাঠান্তর,—

“কহ গিয়া দূত ভূমি আমার বচন” ।

তবে কৃষ্ণ রথে চটি পুরুষ-কেশরী ।
 বারাগসীপুরে প্রভু গেলেন শ্রীহরি ॥
 শুনিঞা পৌণ্ড্রক রাজা কৃষ্ণ আগমন ।
 বাছিয়া বাছিয়া কৈল সৈন্তের সাজন ॥
 দুই অক্ষৌহিনী সেনা সাজিয়া যুঝার ।
 স্বরিতে চলিল রাজা যুদ্ধ করিবার ॥
 কাশীরাজ তার মিত্র হৈলা আশুতার ।
 তিন অক্ষৌহিনী সেনা করি পাটোয়ার ॥
 দেপাদেখি বলাবলি বাজিল সময় ।
 অস্ত্রে অস্ত্রে কাটাকাটি রণ ভয়ঙ্কর ॥
 শূলে শূলে বিদ্যাবিক্রি মূলে মৃদগরে ।
 বাজিল সংগ্রাম খজা পরিঘ তোমরে ॥
 তবে কৃষ্ণ দেখিল পৌণ্ড্রক মতিনাশ ।
 শ্রীবৎস লাঞ্জন ধরে পরে পাণ্ডবাস ॥
 শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভে চারি করে ।
 তা দেখিয়া ক্রোধ বৈরা প্রভু গদাধরে ॥
 কাটিল সকল সৈন্ত তাম্র চক্রবাণে ।
 গদার প্রহারে সৈন্ত নিপাতনে ॥ (১)
 ভূমিতলে পড়িয়া লোচায় ঐর-মুণ্ড ।
 কত কোটি রথ কত কোটি গজ-শুণ্ড ।
 কত কোটি লোচায় বীরের কলেবর ।
 কত কোটি কোটি ঘোড়া মহিষ কুঞ্জর ॥
 ধ্বংস করে রণভূমি দোষ ভয়ঙ্কর ।
 হেন মহারণ হৈল পৃথিবী-ভিতর ॥
 কাটিয়া দুহার সৈন্ত প্রভু চক্রপাণি ।
 গভীর শব্দ করি বলে কোন পাণী ॥
 শুন শুন আরে রে পৌণ্ড্রক হরাচার ।
 হৃত-মুখে মহিমা কহিলি আপনার ॥
 মিথ্যা নাম ধরিয়া ডাকিল অতিশয় ।
 তার শাস্তি করে আজি আরে মতিকর ॥
 নহে বা রাখহ প্রাণ পাশিয়া শরণ ।
 নহে বেটা যোর সনে করগিয়া রণ ॥
 এতেক বচন বলি প্রভু যদুরায় ।
 রথে হৈতে টান দিয়া পৌণ্ড্রক নাহায় ॥
 চক্রে মাথা কাটিয়া ফেলিল ভূমিতলে ।
 বজ্র যেন পর্বত কাটিয়া পুরন্দরে ॥
 তবে কাশীরাজ-শির কাটিয়া ফেলিল ।
 কাশীপুরে গিয়া মাথা উড়িয়া পড়িল ॥
 সগণে পৌণ্ড্রক মারি দেব শিরোমণি ।
 দ্বারকা প্রবেশ কৈলা পত্ন চক্রপাণি ॥

(১) 'পাঠান্তর,—

‘রথ ভয় গজ পড়ি পদাভিক্রমণে ।’

সিদ্ধ বিদ্যাধরগণে নিজ গুণ গায় ।
 দ্বারকা প্রবেশ কৈলা প্রভু যদুরায় ॥
 ধরিল পৌণ্ড্রক রাজা নারায়ণ-বেশ ।
 ধ্যানযোগে সতত চিন্তিল হৃদীকেশ ॥
 বৈয়তাবে কৃষ্ণে ধ্যান কৈল নিরন্তর ।
 কৃষ্ণময় হৈল রাজা ভোজ্য কলেবর ॥
 উড়িয়া পড়িল মাথা পুরীর ভিতরে ।
 একি একি বলি লোক বেটিল সম্মরে ॥
 চিনিঞা রাজার মাথা কান্দে পুরজন ।
 মহাদেবীগণ কান্দে পাত্র মিত্রগণ ॥
 হা নাথ হা নাথ তাত কৈলে কোন কর্ম ।
 দৈব লঙ্ঘন কৈলে না জানিঞা মর্ম ॥
 আছিল তাহার পুত্র সুদক্ষিণ নামে ।
 বাপের মরণ দোষ ক্রোধ কৈল মনে ॥
 পরলোক-কর্ম কৈল বধি অমুসারে ।
 প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলা শঙ্কর-মন্দিরে ॥
 শুধি বাপের ধার এই আছে মনে ।
 প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলা শিব-সম্মুখানে ॥
 ক্রোধে করে বীর শির আরাধন ।
 সমাধি করিয়া শিব চিত্তে অমুক্ষণ ॥
 তবে তুষ্ট হয়্যা বর দিলা মহেশ্বর ।
 সুদক্ষিণ বলে নাথ না এই বর ॥
 মারিব বাপের রিপু হেন অর্জুন মনে ।
 এই বর দেহ শিব মাগিলু চরণে ॥
 শিব বলে শুন বীর আশা বচন ।
 দক্ষিণ আশুনি তুমি র আরাধন ॥
 ব্রাহ্মণ সহিত যজ্ঞ কর অভিচার ।
 সেই যজ্ঞ ইষ্টসিদ্ধ করিব তোমার ॥
 কিন্তু বীর কাহ্ন তোমাতে উপদেশ ।
 ব্রাহ্মণ ভকত জনে না করিহ দেব ॥
 তবে ব্রত ত্যজ হৈব সব সফল তোমার ॥
 এ বোল শুনিয়া কর যজ্ঞ অভিচার ॥
 অভিচার যজ্ঞ তবে কৈল সুদক্ষিণে ।
 প্রদক্ষিণ করে বীর বেটীয়া আগুনে ॥
 হেনকালে কুণ্ড হৈতে হয়্যা মূর্তিমান ।
 উঠিল পুরুষ এক অগ্নির সমান ॥
 প্রতপ্ত তাম্রের বর্ণ ধরে দাড়ি চুল ।
 অঙ্গার উগারে আঁখি শব্দ নিষ্ঠুর ॥
 বিকট দশন মুখ ক্রুতুটি কুটিল ।
 তিন গোটা শিখা ধরে জলন্ত শরীর ॥
 তিন গোটা শির ধরে জলন্ত আশুনি ।
 পদতলে মহাবীর কাঁপায় যেদিনী ॥

সত্তরে চলিলা বীব দ্বারকা উদ্দেশে ।
সর্বলোক আঁখি মুদি রহিল তরাসে ॥
দ্যুতক্রীড়া সভাতে করেন গগান ।
পানায় সকল লোক প্রভু-বিজ্ঞান ॥
রক্ষ রক্ষ মহা প্রভু ত্রৈলোক্যনাথ ।
আশ্বিনে পুড়িয়া মবি তোমার সাক্ষাত ॥
নিজ জন পরিভ্রাণ কব যোগেশ্বর ।
হাসিয়া গোবিন্দ বলে না করিছ ডর ॥
ভয় পরিহর লোক দেব বিজ্ঞান ।
এখনে ওরিব আমি দুঃখ সমাধান ॥
জানেন সকল তত্ত্ব দেব চূড়ামণি ।
সভার অন্তর বাহ্য দেখে চক্রপাণি ॥
শঙ্করের কৃত্য প্রভু জানেন আপনে ।
আছিল নিকটে চক্র প্রভু বিজ্ঞানে ॥
অধ্যাকোটি সহ তেজ গুণয় আনল ।

নিজ চক্র দেখি আজ্ঞা দিল সুরেশ্বর ॥
আজ্ঞা শিরে ধরি চক্র চলিল সত্তরে ।
কৃত্য-ভজ কৈল প্রভু নিজ অস্ত্র-বলে ॥
চক্র-তেজ কৃত্যানল সহিতে না পারি ।
বাহুড়িয়া গেল পুন বারাগসীপুরী ॥
সুদাক্ষণ পড়িল যতেক পুরজন ।
পুণ্ডিয়া মরিল যত যাক্ষিক ব্রাহ্মণ ॥
তবে চক্র বারানসী পরবেশ করি ।
পোড়ায়্যা নিম্মূল কল বারাগসীপুরী ॥
পুনরাপি গেল চক্র কৃষ্ণ-সঙ্গিধানে ।
চেন অলভুত কর্ম করে ভগবানে ॥
কৃষ্ণের বিক্রম যেবা শুনে যে শুনায় ।
সর্বপাপ হরে তার বিফুলোকে যায় ॥
শ্রীগদাধর ধীরশিরোমণি জান ।
ভাগবত-আচার্যের মধুরস-গান ॥

চৈত শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে ষট ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

ঐশ্বর্যশ্রীতম অধ্যায় ।

গৌরী রাগ ।

নবে রাজা লিখ্যাসিলা হয়্যা আনন্দিত ।
নরপ কহ মনি রায়েব চরিত ॥
আর কিনা কহ কৈল প্রভু হনুধর ।
রানের বিক্রম কহ শব্দ-মঞ্জল ॥
মুনি বলে শুন রাজা রামের বাঁহম ।
বিপক্ষবিদার রাম বিক্রমের সীম ॥
আছিল দ্বিবিদ নামে একটা বানর ।
মৈন্দ নামে বানবের ভাই সহোদর ॥
নরকের লখা সে যে সুগ্রীবকিকর ।
উপদ্রব করিয়া বেড়ায় নিরন্তর ॥
নরকের ধার কিছু অধিবায়ে চায় ।
গ্রামে গ্রামে পুরে পুরে আশুনি ভেজায় ॥
উকাড়িয়া বড় বড় গাছপাথর ।
পাক দিবা পেলে দূর দেশের উপর ॥
যে দেশে চাপিয়া পড়ে ধূলা হয়্যা যায় ।
এইরূপে উপদ্রব করিয়া বেড়ায় ॥

আনন্ত নগরে গিয়া উঠিল বাব ।
যপাতে আশ্রয় মহাপদ্ব হনুধর ॥
সাগর নাশিয়া জল দুই হইল কোলে ।
ভুবার সকল দেশ নীরের উপর ॥
মুনির আশ্রয় ধর দানায় পাঞ্জাব ।
শব্দ বরে উপবন বৃক্ষ উচরিত ॥
বিষ্টা মুক্ত হাড়ড়ে যক্ষকুণ্ডের উপর ।
নারী হরি লব্যা যা বনেব ভিতর ॥
নর-নারী প্রবেশ পক্ষত পক্ষত ॥
ছার গোধ কনি শনে গাত্র পাথর ॥
এইরূপে দুই কক্ষ বরে নিরন্তর ॥
দশ সহস্র ধরে মন-মল গায়-বল ॥
রবত পক্ষতে গিয়া কল আরাহণ ॥
তথ্যতে দেখিল রাম রা বৈ-লোচন ॥
অমল কমল মালা পরে নীলবাস ।
মনোহর কণ্ঠে মন-মল গায়-বল ॥

বাক্ষণী যদিবা পানে তরলিত অঙ্গ ।
 যুবতী সমাবে বাড়ে মদন তবঙ্গ ॥
 বিমণ্ড বারণ-জিনি মনোহর লীলা ।
 রমণিমণ্ডলে খেলে নানামত (১) গেলা ॥
 হেনরূপ রামে গিয়া দেখিল বানর ।
 লক্ষ দিয়া উঠে দুই বৃক্ষের উপর ॥
 নিষ্ঠুর শব্দ করে গাছ কাঁপায় ।
 ক্রকুটি করিয়া দুই আপনা দেবায় ॥
 সহজে চপল জাতি বেচি চারি পাশে ।
 তার কর্ম দেখিয়া যুবতীগণ হাসে ॥
 সম্মুখে দাড়ায়া গুহ্য (২) দেখায় বামর ।
 লজ্জা পেয়া নারীগণ পালায় সত্তর ॥
 তবে প্রভু বলভদ্র বিপক্ষ-বিদার ।
 ক্রোধ করি কলা এক শিলার প্রহার ॥
 এড়ায়্যা রহিল দুই নিকটে দাণ্ডায় ।
 মদ্বিরা-কলস ধরি তৈলিয়া পেলায় ॥
 হাসে দুই বানর কলস এড়ি যায় ।
 চান দিয়া নারীগণের বসন খসায় ॥
 তুলিয়া অজের বস্ত্র নেহারিয়া চায় ।
 ক্রকুটি করিয়া দুই সত্তরে পালায় ॥
 তবে গোধ কৈলা রাম মারিবার তরে ।
 লাধল মুঘল তুলি লেল দুই করে ॥
 তবে শাল উফারিয়া তুলিল বানর ।
 পেলিয়া মারিব বলগ্রামের উপর ॥
 শাল গাছ পড়িব দেখিয়া বলরাম ।
 বামহস্তে ধরিয়া ভাঙ্গিল বৃক্ষখান ॥
 তার মুণ্ডে মারে রাম মুঘলের বাড়ি ।
 তত্ব দুই বানর রহিল ক্রোধ কবি ॥

(১) পাঠান্তর,—“মনমথ” অপিচ “অপকপ” ।

(২) পাঠান্তর,—“মার্গ” ।

ভাঙ্গিল দুইয়ের মাথা মুঘলপ্রহায়ে ।
 অঙ্গ বাহি রখির পড়িয়ে শতধায়ে ॥
 তবে আর শালবৃক্ষ তুলিলা বিশাল ।
 মোচাড়িয়া পেলিল গাছের পাতা ডাল ॥
 ক্রোধ করি পেলিয়া মারিল বৃক্ষখান ।
 শত খণ্ড করিয়া পেলিল বলরাম ॥
 তবে আর শাল বৃক্ষ তুলিল বানর ।
 পেলিয়া মারিল বলভদ্রের উপর ॥
 সেই বৃক্ষ বলরাম কল শতখান ॥
 গুন আর গাছ লজ্জা হৈল আশ্রয়ান ।
 সেই বৃক্ষ কাটা গেল আর বৃক্ষ তোলে ।
 নিবারণ করে রাম সে বৃক্ষ মুঘলে ॥
 তুলিল সকল বৃক্ষ শূন্য হৈল বন ।
 তবে আর করে দুই শিলা-বরিষণ ॥
 সেই চূর্ণ কৈলা রাম মুঘল প্রহায়ে ।
 তবে দুই বাহু তুলি বাহিল সত্তরে ।
 মারিল রামের বৃকে মুষ্টির প্রহার ।
 তবে বলভদ্র রাম চিহ্নিত প্রকার ॥
 তেজি । মুঘল হল মুষ্টি করি কর ।
 কর্ণমূলে মুণ্ডিক মারিলা হলধর ॥
 কর্ণমূল ভাঙ্গিয়া ক্রোধের পড়ে ধারে ।
 কাশিয়া পড়িল বীর মুষ্টির প্রহারে ॥
 নদ নদী গিরি কম্পল সাগর ।
 পড়িল ছাড়িয়া প্রাণ দ্বিবিদ বানর ॥
 জয় জয় শব্দ উঠিল সুরগণে ।
 সাধু সাধু করিয়া বাধানে মুনিগণে ॥
 দ্বিবিদ শানর বব কল হলধরে ।
 নিজপুরে পাঁচ রাম আনন্দে বিহরে ॥
 ভক্তিসঙ্গুত শ্রীগদাধর জ্ঞান ।
 ভাগবত আচাৰ্য্যের মধুর গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং

বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে সপ্তযষ্টিতমোধ্যায়ঃ ১৬৭॥

অষ্টষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

কেন্দার রাগ ।

মুনি বলে কহি শুন রাজা পরীক্ষিত ।
 ভুবনপাবন বলরামের চরিত ।
 আছিল লক্ষ্মণা নামে দুর্ঘোষনমুতা ।
 দিব্যরূপ বেশ ধরে সর্বশুণবৃত্তা ।
 যত রাজকুমার আনিল দুর্ঘোষনে ।
 স্বয়ম্বর স্থল রাজা রচিল বিশানে ।
 স্বয়ম্বর করিতে রাজার আগমন ।
 হেনকালে গেল তথা কৃষ্ণের নন্দন ।
 জাম্ববতীমুত সাধু কোন বৃদ্ধি কবে ।
 রথে তুলি কস্তা হরি লৈল একেশ্বরে ॥
 তা-দেখিয়া পুপিল সকল বুদ্ধসেনা ।
 দেখ-দেখ হেন কক্ষ করে কোন জনা ।
 শিশু হ'য়া এত বড় ক'রে অহঙ্কার
 কস্তা হরি লয়া যায় কৃষ্ণের কুমার ॥
 শিশু হ'য়া দিল আসি রাজপুরে হানা ।
 মহাবল বীরগণে করি কদর্থনা ॥
 বাঙ্কিয়া বালক গিয়া আন ঝাট করি ।
 যদুবংশে দেখি তার কি কাবড়ে পারি ॥
 পুত্রের বন্ধন শুনি যদুগণ মেলি ।
 যদি বুঝে আহসে দণ্ড কার বননালা ॥ (১)
 দর্পভঙ্গ হ'য়া যাবে পেয়া অপমান ।
 পাণ লয়া পালাইবে তেজিয়া সংগ্রাম ॥
 এতেক বচন বুলি রাজা দুর্ঘোষন ।
 ভীষ্ম দ্রোণ কং যজ্ঞকেতু চারি জন ॥
 ভূরিশ্রবা শল্য এই ছয়জন মেলি ।
 মহাপ্রতিগণ সবে ধাইল রথে চাড়ি ॥
 রহ রহ আরে রে ছাওয়াল দুরাচার ।
 কস্তা লয়া যাইবি তোর এত অহঙ্কার ॥
 এতেক বচন শুনি কৃষ্ণের নন্দন ।
 বাণহস্ত ধরিয়া তুলিল শরাসন ॥
 ফাঁদায় রহিল যেন সিংহ মহাবল ।
 একেশ্বর কৈল বীর তুফুল সময় ॥
 ছয় মহাবীর কৈল শর বরিষণ ।
 সকল সহিলা বীর কৃষ্ণের নন্দন ॥
 তবে জাম্ববতীমুত বিক্রমে বিশাল ।
 আকর্ণ পুরিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার ॥

(১) পাঠান্তর,—

“যদি তাহা মুনিবারে আসে দর্প করি ।”

ছয় বীরে বিক্রে বীর ছয় ছয় বাণে ।
 চারি ঘোড়া চারি বাণে বিক্লি লক্ষ্যানে ॥
 এক এক সারথি বিক্লি এক শরে ।
 শর বরিষণ বীর কৈল একবারে ॥
 তবে ছয় বীর তার দেখিয়া সংগ্রাম ।
 ধনুকে টঙ্কার দিয়া ঘোড়ে থৈ থৈ বাণ ॥
 চারি ঘোড়া চারি জনে কাটে চারি বাণে
 এক শরে সারথি কাটিল এক জনে ॥
 ছয় মহাবীর তবে যতন করিয়া ।
 রথে হেতে কৃষ্ণ-সেতে নাশায় ধারিয়া ॥
 বাঙ্কিয়া ছাওয়াল তবে নিল নিজপুরে ।
 নারদ কহিল গিয়া দ্বারকানগরে ॥
 তা শুনিঞা ক্রোধ কৈল যত যদুগণে
 সাজিলা বিষম সৈন্য রাজা উগ্রসেনে ॥
 বাঙ্কিয়া বাঙ্কিয়া সৈন্য করিয়া সাজন ।
 বিক্রম করিয়া চলে মহাবীরগণ ॥
 বীরের বিক্রম দেখি হলধর রায় ।
 বিনয় বচনে প্রভু শাস্তিয়া বুঝায় ॥
 বন্ধুগণ সহে কেনে বিবাদ বাটাই ।
 রহ সব বীরগণ আমি চাল বাই ॥
 শাস্তিয়া রাখিল সব বীরের প্রধান ।
 রথে চাট আপনে চলিলা বনরাম ॥
 কুলবৃদ্ধ জ্ঞাতীগণ চৌদিকে বেষ্টিত ।
 সঙ্গে করি লৈল কত কুলপুরোহিত ॥
 চলিলা হাশুনাপুরে প্রভু বলরাম ।
 ত-দিল গিয়া যদি পুর সান্নিধান ॥
 আপনে রহিল রাম বাহু উপবনে ।
 উদ্ধবে পাঠায় দিল রাজ্য-বিন্দন ॥
 ধৃতরাষ্ট্রে ঝাইতে রামের মঞ্জণা ।
 উদ্ধবে পাঠায় করে বিবাদ শুননা ॥
 পুরেতে প্রবেশ গিয়া উদ্ধব করিল ।
 ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম-দ্রোণ চরণ বান্ধিল ॥
 সভাসদে কহিল রামের আগমন ।
 তা-শুনিঞা আনন্দিত হৈল বীরগণ ॥
 পাণ্ড অর্ঘ্য দিয়া তারা উদ্ধবে সাজিল ।
 দিব্য উপহার লঞা আনন্দে চলিল ॥
 পাণ্ড অর্ঘ্য দিয়া কৈল চরণ বন্দন ।
 দিব্য উপহার আনি কৈল নিবেদন ॥

মধুর বচনে কৈল রাম-সম্ভাষণ ।
 একে একে সকলে পুঞ্জিলা জনে জন ॥
 অজ্ঞাত সত্যের সহে করিয়া সম্ভাষণ ।
 বিনয় বচনে করে কুণল জিজ্ঞাসা ॥
 তবে রাম বলে শুন সর্ব বীরগণ ।
 সাবধান হইয়া শুন আমার বচন ॥
 উগ্রসেন ক্ষিতিপতি নৃপতি প্রধান ।
 তাঁর আজ্ঞা কহি তোমা-সবা-বিজ্ঞমান ॥
 আজ্ঞা শিরে ধরি কর্ম কর সাবধানে ॥
 বিবাদ করিতে রাজা কৈলা নিবারণে ॥ (১)
 তোমরা বন্যেরে মিলি জিনিলে ছাওয়ালে ।
 অধর্ম্যে বালক বন্দী কর অহঙ্কারে ॥
 বন্ধুবর্গ দেখিয়া ক্ষেমিল অপরাধ ।
 পীরিত কারণে আমি না কৈলু বিবাদ ।
 রামের অসহ বাণী শুনি কুরুগণে ।
 ক্রোধ কর বলে তাবা ঘূর্ণিতলোচনে ॥
 হরি হরি এত বড় বিজ্ঞ কথন ।
 কালগতি এত বড় না যায় লজন ॥
 পায়ের পানই (২) উঠে মস্তক উপর ।
 যদুকলে দুর্নীত ব্যাটল এত বড় ॥
 যোনিগত সঙ্কর করিয়া তার সনে ।
 আপনার তুল্য করি বাচাই আপনে ॥
 ধ্বজ ছত্র চামর রাজার আভরণ ।
 বসন শূষণ শয্যা মুকুট আসন ॥
 উপেক্ষিয়া কথোখানি দিল রাজ্যখণ্ড ।
 ক্রূপ কর আমি সব মিলি রাজদণ্ড ।
 নির্লজ্জ বাদবগ-হেন অগোষান ।
 আমার প্রসাদে ধরে রাজা হেন নাম ॥
 আজ্ঞা দিয়া আমারে পাঠায় কোন্ লাঞ্জে
 আমি ক্রোধ করিব তাহাতে কোন্ কাঞ্জে ॥
 ইন্দ্র আদি দেবেরে না করি বস্তুজ্ঞান ।
 যদ্বংশে জনমিঞা বলে অপমান ॥
 ভবসিয়া রামেরে তবে দুর্ভাগ্য বচনে ।
 পুরেতে প্রবেশ কৈল সর্ব বীরগণে ॥
 স্তনিঞা ঠাকুর রাম দুর্ভাগ্য বচন ।
 দুষ্টমতি দেখিয়া সকল কুরুগণ ॥

(১) পাঠান্তর,—

“ইহাতে অজ্ঞা কিছু না করিহ মনে ।”

(২) পানই, পানাই, পানুই, সংস্কৃত উপানহ,
 প্রাকৃত পানাহি, উড়ি—পনাই) বিনামা ভেদ,
 sandal.

ক্রোধে যেন জ্বলে রাম জলন্ত আনল ।
 হাসিয়া কি বলে তবে কম্পিত অধর ॥
 ঐশ্বর্য সম্পদে যায় বাঢ়য়ে উন্নাদ ।
 দণ্ড বিনে কভু তার নহে অবসাদ ॥
 পশু নিবারিতে যেন দণ্ড ধরি করে ।
 দণ্ড করি দুষ্টজনে নিবায়ে চৈশ্বরে ॥
 ক্রোধ করি সাজিয়া আসিত যদুগণ ।
 ক্রোধ করি আপনে আসিত নারায়ণ ॥
 তা সবারে সাজিয়া আপনে আইলু এথা ।
 দুষ্টমতি ২০ গণে কহে নানা কথা ॥
 দুর্ভাগ্য বচন বলে আমা বিজ্ঞমান ।
 অলোক ইয়া এত বড় আভমান ॥
 উগ্রসেন রাজচক্রবর্তী হেন রাজা ।
 ইন্দ্র আদি শরগণ করে যার পূজা ॥
 সূর্য্য সত্যে যাব বশিষা দেওয়ান ।
 পার্শ্বজাত পুঙ্গব যাব ঘরে উপদান ॥
 ইন্দ্রের সম্পদ আমি ভুঞ্জে ক্ষিতিলে ।
 সে নহে রাজার যোগ্য দুঃখ বসে ॥
 যার পদযুগে বে লক্ষ্মী ঠাকুরানী ।
 দেবের ঈশ্বরী দেবী ভগত-জননী ॥
 চরণপঙ্কজ যার বাঞ্ছে লোকনাথে ।
 যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যারে চিন্তে ধ্যানপথে ॥
 তীর্থসেবী তীর্থ যার চন্দ্র-কমল ॥
 প্রজাপতি ভৃত্য যার শঙ্কর বিকর ।
 বিরাট শঙ্কর আমি সহস্র বদন ।
 এ সব বাহ্য অংশ অংশেব মূজন ॥
 হেন পরিপূর্ণ রক্ষ প্রভু ভগমান ।
 রাজাসন করি তার কোন্ বস্তুজ্ঞান ॥
 ইহারা যে কথোখানি দিল রাজ্যখণ্ড ।
 তাথে সব যদুগণে ধবে বৃন্দলণ্ড ॥
 আমি সব পাই এ সব চার মাথা ।
 কারমু ইহার দণ্ড এ নহে অজ্ঞা ॥
 কুরু নাম না ধুইমু এ মহামণ্ডলে ॥
 এ বোল গ্রাণিয়া রাম উঠিল সত্বরে ॥
 ভগত-দহন ভেজ তুলিলা লাজল ।
 লাজলের অগ্র দিয়া উকাড়ে নগর ॥
 তুলিলা হস্তিনাপুর গঙ্গাতে ফলায় ।
 ভয়ে পুরজন গিয়া রাজারে জানায় ॥
 ভয়েতে ব্যাকুল হইয়া সর্ব পুরজন (১) ।
 সপ্ত ৫-বাক্যে নিল রামের শরণ ॥

(১) পাঠান্তর,—“বত বীরগণ”, অশিচ, “সব কুরুগণ” ।

কল্পা সহে সাধে আনি দিল বিত্তমান ।
প্রণাম করিয়া স্তুতি কৈল সর্বজন ॥
অনন্ত ধরনীধর প্রভু বলরাম ।
হীনমতি আনি-সব মৃত অগেয়ান ॥
তোমা হনে উত্তপতি প্রলয় পালন ।
তুমি নাথ কর সব মায়াতে মূজন ॥
সহস্র ফণার এক ফণার উপর ।
লীলায় ধরিছ নাথ এ মহীমণ্ডল ॥
অন্তকালে ধর তুমি ব্রহ্মাণ্ড উদরে ।
অবশেষে তুমি মাত্র থাক অন্তকালে ॥
তুমি ক্রোধ করি খল দুষ্ট শিক্ষা কর ।
দেবতাব করি কতু দণ্ড নাহি ধর ॥
নামো বিশ্বনাথ নাম সর্বভূতপতি ।
সর্বলক্ষ্মীধর নাথ সর্বলোকপতি ॥
চরণে শরণ না । পশিলু তোমার ।
কৃপা করি কর দীনচীন-প্রতিকার (১) ॥
এইরূপ স্তুতি কৈল ভয়ে কম্পমান ।
করুণ-ক্রন্দন দেখিয়া বলরাম ॥

(১) পাঠান্তর,—“আমি সব প্রতীকার” ।

প্রসন্ন হইয়া বলে প্রভু কৃপাময় ।
দুষ্ট তৈলু বীবগণ না করিহ ভয় ॥
ভবে রাজা দুয়োদন ভয় পরিহরি ।
কল্পার যৌক আনি দিল ভক্তি করি ॥
দুইশত-সহস্র (২) কুঞ্জর আগুসার ।
অবৃত্ত অবৃত্ত ঘোড়া শীঘ্রগতি আর ॥
বট সহস্র রথ দিল কাঞ্চনে নির্মিত ।
সহস্রেক দাসী দিল বিধানে পণ্ডিত ॥
পুত্রবধু সঙ্গে করি প্রঃ বলরাম ।
চলিলা দ্বারকাপুরে পুরুষপুরাণ ॥
প্রবেশ করিল গিলা দ্বারকা নগরে ।
কাহিল সকল কথ সত্যায় ভিতরে ॥
এখনে বাগের আছে বিক্রমের চিন (৩)
দাক্ষণ্যেতে উচ্চ পুরী গঙ্গাতীরে নিন (৪)
ভাগবত-আচাৰ্য্যের মুরুল ভাষা ॥
রাগশুন শুন ভাই রাম ধব আশা ॥

(২) দুই শত সহস্র,—অর্থাৎ দ্বাদশ শত ।

(৩) চিন,—চিহ্ন ।

(৪) নিন,—নিম্ন ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সাহিত্যায়ঃ

বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অষ্টষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥৬৮॥

উনসপ্ততিতম অধ্যায় !

শুই রাগ ।

মুনি বলে কহি শুন রাজা পরীক্ষিত ।
অতি অদভূত এক কৃষ্ণের চরিত ॥
পূর্ণিমা নরক-বধ কল্পার হরণ ।
ষোড়শ সহস্র বিভা কৈলা নারায়ণ ॥
ষোড়শ সহস্র বিভা কৈলা একবারে ।
ষোড়শ সহস্র পুংসে থাকে একেশ্বরে ॥
কোতুকে নারদ গেলা দ্বারকা-ভূবন ।
দেখিব কৃষ্ণের লীলা ব্রাহ্মার নন্দন ॥
নব লক্ষ দিব্য পুরী রজতে রচিত ।
মহা নরকত হেম ক্ষটিক-নির্মিত ॥
রাজপথ পুরপথ বিচিত্রে চৌতরা
বিবিধ পশার ঘর দিব্য মনোহরা ॥

সাধু ঘর সুর-ঘর চৌয়ারি চৌয়ারি ।
রতন নির্মিত ঘর শোভে সারি সারি
অঙ্গনে অঙ্গনে গন্ধ চন্দনের ছড়া ॥
ফলকে ফলকে চলে নানা বর্ণ বোড়া ॥
ছত্রধ্বজে নিবাসিত রবির কিরণ ।
অলিকুল বিলসিত কুমুমিত বন ॥
বিমল তরল জল দীঘি সরোবর ।
প্রফুল্ল কুমুদ পদ্মোৎপল মনোহর (১) ॥
কুঞ্জিত সারস হংস পবন সন্মল ।
ভ্রমর ব্যস্ত সব কুমুম স্তম্ভক ॥

(১) পাঠান্তর,—

“প্রফুল্ল কুমুদ কল্প নীল উতপল” ।

ব্রহ্মরূপে নব লক্ষ পুরী বিনির্মিত ।
 তার মধ্যে মহাপুরীগণ বিরচিত ॥
 যোল যে সহস্র পুরীমধ্যে নিরমাণ ।
 বিশ্বকর্ষার ঐক্যগুণ বাণে উপাদান ॥
 কনক মন্দির নাগ রতনে খচিত ।
 বিগোল মুকুতাদাম বিতানমণ্ডিত ॥
 ইন্দ্রনাথমণি ঘর উজ্জ্বল জগতি ।
 বিক্রম-রচিত শুভ জলে বপভাতি ॥
 বে ধা-কবাট হেম-রতন-দুয়ার ।
 দিব্য বেশ নরনারী গমল সঙ্কর ॥
 ষোড়শ সহস্র পুরী পুরী মাঝার ।
 তথা গিয়া উভারলা ব্রহ্মণ কুমার ॥
 দোঁখিয়া নারদ মুনি মনে মাঝকত ।
 এক পুরে প্রবেশিলা হয়্যা আনন্দিত ॥
 অগুরু স্মৃশ্চ পুর গবাক্ষ সঙ্কর ।
 মণিলাপনিকর নিহত অঙ্কর ॥
 ঘরের উপরে ঘর কত কত লা ।
 তাহার উপরে শোভে হেম-বটমলা ॥
 ময়ূর ভারহঁ (১) নাচে তাহার উপর ।
 দিব্য বেশ নরনারী দোঁখিতে সুন্দর ॥
 হেন দিব্য পুরী মাঝে দিব্য নারীঘর ।
 দিব্য মহাসিংহাসন তাহার উপর ॥
 তাহার উপরে প্রভু জলধর শ্রাম ।
 সর্কুণ্ডল নিধান লাবণ্যময় ধাম ॥
 সম-রূপ-গুণ-বেশ দাসাগণযুতা ।
 পরিচর্যা করে দেবী হয়্যা আনন্দিতা ॥
 কনকরাচিত দণ্ড চামর চুলায় ।
 রমণীমণ্ডল যোল চৌদিকে দাঁড়ায় ॥
 হেনরূপ সাক্ষাতে দোঁখিয়া ভগবান ।
 পার্শ্বারল নারদ আপন গুণ-গান ॥
 নারদে দোঁখিয়া কৃষ্ণ উঠিলা সত্বরে
 সিংহাসন ভোজিয়া নাথিলা ভূমিতলে ॥
 ভূমিতে পড়িয়া কৈলা চরণ-বন্দন ।
 করজোড়ে কহে প্রভু বিনয় বচন ॥
 তুলিয়া বসাইল মূন নিজ সিংহাসনে ।
 পুণ্যজলে পদযুগ পাখালে আপনে ॥
 ব্রাহ্মণের পদজল নিজ শিরে ধরে ।
 নিজ গৃহে পরিজনে আভষেক করে ॥
 শাস্ত্রজন-পাত-গতি একগত গুরু ॥
 স্নানশেষের ভক্তকুল-কল্লতর ॥

আপনে করিয়া কৰ্ম জগতে ব্যায় ।
 ব্রহ্মা ভব-আদি বার চরণ ধিযায় ॥
 বার পদযোত জল সর্বতীর্থ সাগর ।
 হেন প্রভু দ্বিজভক্তি করেন প্রচার ॥
 পাত্তার্থ্য দিয়া মুনি পূজিল বিধানে ।
 তিজাসিল হিত মিত অমৃত বচনে ॥
 কি করিব কহ আমি কিহর তোমার ।
 ব্রাহ্মণ আমার গুরু পুজ্য স কাল ॥
 এতেক বচন শুনি ব্রহ্মার তনয় ।
 কহিতে লাগিলা মনে ভাবিয়া বিষয় ॥
 কিছু অদভূত নাথ না হয় তোমার ।
 অখিল-জগত-গুরু সঙ্কলোকপাল ॥
 নিজ জনে কর তুমি মিত্র ব্যবহার ।
 খলজনে দণ্ড ঘর উচিত তোমার ॥
 জগত-রক্ষণ হেতু অবতার কর ।
 দোদ গুণ প্রিয় উচিত ফল ধর ॥
 আপন মায়ায় তুমি আপনে খাচ্ছাদ ।
 নরনালা কারিয়া জগত কার্য সাধ ॥
 দোঁখিলু তোমার নাথ চরণকমল ।
 ব্রহ্মাদিবন্দিত সর্বজন-তাপ-হর ॥
 সংসারে পাত্ত পরিব্রাজ-অবলম্ব ।
 মহাভয়-বিনাশন সর্বদুঃখ ভঙ্গ ॥
 সবে নাথ মুঞি এই অমুগ্রহ চাও ।
 তব পদযুগ যেন সতত ধেয়াও ॥
 সবে এই মাঝে নাথ চরণ-গণে ।
 স্তুতিভঙ্গ যোব যেন নহে কোনকালে ॥
 এতেক বালিয়া মহামূন যোঁখির ।
 আর এক পুরে মুনি চলিলা সত্বর ॥
 যোগমায়্য পুতুর ঐকিতে তপোবন ।
 আর এক পুরে গিয়া ছেলা উপশয় ॥
 তথাতে দোঁখিল গিয়া প্রভু বনমালা ।
 উদ্ধবের সহ হার খেলে পাশ শার ॥
 নারদে দোঁখিয়া কৃষ্ণ উঠিল সত্বরে ।
 পাত্ত অর্থ্য দিয় মুনি পূজিল আদবে ॥
 না জ্ঞানিঞা কৃষ্ণ যেন পুঁছিলা তাহারে ।
 কোথা হেতে আইলে মূন আমার মন্দিরে ॥
 আপনহঁ পূর্ণ তুমি সঞ্চাঙ্কধর ।
 সফল জননা যদি অমুগ্রহ কর ॥
 কিবা আরাধন আমি করিবারে পারি ।
 আপনে করিবে আজ্ঞা ভৃত্যে দয়া করি ॥ (১)

(১) পাঠান্তর,—

“তথাপি কবিবে আজ্ঞা মনে যুক্তি করি” ।

মাস্তর,—“গায়ত্রী” ।

এতেক বচন মূনি শুনিঞা বিস্ময় । (১)

নিঃশব্দে চলিলা নারদ মহাশয় ॥
আর এক পুরে গিয়া কৈলা পরবেশ ॥
তথা গিয়া নারদ দেখিল হৃষীকেশ ॥
শিশু কোলে করি কৃষ্ণ করয়ে লালন ॥
তবে আর পুরে গেলা ব্রাহ্মার নন্দন ॥
তথা গিয়া দেখিল পুজার অনুবন্ধ ॥
আর পুরে দেখিলা যজ্ঞের সমারম্ভ ॥
কোথাহো ব্রহ্মণ্যদেব ব্রাহ্মণ ভূজায় ॥
আপনে বিপ্রের অবশেষ অন্ন খায় ॥
কোথাহো করেন হরি সন্ধ্যা উপাসনা ॥
কোথাহো জপেস্ত মন্ত্র ঈশ্বর-ভাবনা ॥
খজা চর্ম্ম ধরি হরি ধায় কোন পুরে ॥
রক্তভূমি মাঝে কোথা মল্লক্রীড়া করে ॥
কোন স্থানে গজস্কন্ধে কোন স্থানে রথে ॥
কোন ঠাঞি অশ্বপৃষ্ঠে ধায় রাজপথে ॥
কোথাহ আচ্ছত্ত প্রভু করিয়া শয়ন ॥
ভট্টগণে গায় গুণ স্তাবকে স্তবন ॥
জল-ক্রীড়া কোথাও করেস্ত দিবা জলে ॥
বেস্তাগণ সঙ্গে সঙ্গে কোঁতুকে বিহরে ॥
কোথাহো ব্রাহ্মণ আনি করেস্ত গো-দান ॥
কোথাহ পণ্ডিত মুখে শুনেন পুরাণ ॥
কোন স্থানে হাত্য পরিহাস-কথা কহে ॥
কোন স্থানে ধর্ম্মপরায়ণ হয় রাহে ॥
কোন স্থানে করে হরি সুখ উত্তোগ ॥
কোন স্থানে করে ধন অরঞ্জন-যোগ ॥
আপনাকে আপনে ধিয়ায় কোন স্থানে ॥
কোন স্থানে শুক সেবা করে দৃঢ় মনে ॥
কোন স্থানে করে হরি সাজিয়া সংগ্রাম ॥
মন্ত্ৰীগণ লয়া করে মন্ত্রণা বিধান ॥
কন্তা-বর আনিঞা করয়ে শুভক্ষণ ॥
পুত্র কন্তা বিবাহ দেওয়ান কোন স্থানে ॥
অপভ্রা-উৎসব করে আনন্দ মজ্জলে ॥
কন্তা আনি কোথাহ পাঠায় পতিঘরে ॥
দেবযজ্ঞ কোথাহ করেস্ত বজ্র করি ॥
কোন ঠাঞি গৃহকর্ম্ম করে বনমালী ॥

(১) পাঠান্তর,—

"এতেক বচন শুনি ভাবিলা বিস্ময় ॥

কোন স্থানে দেন হরি দীঘি সরোবর ॥
কোথাহে মৃগয়া করে বনের ভিতর ॥
কোন স্থানে গোপনে থাকিয়া নারায়ণ ॥
গৃহস্থ পরীক্ষা করেন মন্ত্ৰীগণ ॥
এইরূপে যোগমায়া দেখি মহোদয় ॥
দেখিয়া নারদ মূনি ভাবিল বিস্ময় ॥
কে নাথ বুঝিব যোগমায়া-অনুভব ॥
অচিন্ত্য পরমানন্দ অচিন্ত্য প্রভাব ॥
এই আজ্ঞা কর নাথ যদি কর দয়া ॥
জগতে ভ্রামিঞা বুলি লীলা যশ গাঞা ॥
কি মোর শক্তি মায়া বুঝিব তোমার ॥
সভে গুণ গেয়া যেন বেড়াঙ সংসার ॥
নারদের বচন শুনিঞা যোগেশ্বর ॥
কহিলা মূনিরে তবে প্রবোধ উত্তর ॥
শুন শুন নারদ বিস্ময় পরিহর ॥
আমার বচনে তুমি অবধান কর ॥
আমি সে ধর্ম্মের কর্ত্তা বহু অধিকারী ॥
লোক শিক্ষা হেতু আমি এত কর্ম্ম করি ॥ (১)
খেদ পরিহর মূনি চিন্ত কর স্থির ॥
মহাভাগবত তুমি পরম সুধীর ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি ব্রাহ্মার নন্দন ॥
বিস্ময় ভাবিয়া কৈল চিন্ত নিবারণ ॥
এক কৃষ্ণ নানারূপ দেখি স্থানে স্থানে ॥
বিস্ময় ভাবিয়া মূনি রহিলা ধৈর্য্যানে ॥
এইরূপ নানা লীলা (২) করে নারায়ণ ॥
অখিল শকতিধর জগৎকারণ ॥
চালিলা নারদমূনি আজ্ঞা শিরে ধরি ॥
যোড়শ সহস্রপুরে বিহরে শ্রীহরি ॥
প্রভুর অনন্ত গুণ পরম পবিত্র ॥
অজ-ভব আদি যার না বুঝে চরিত্র ॥
যেবা শুনে যেবা কহে যে করে কীর্ত্তন ॥
হরিভক্তি হয় তার বৈষ্ণব-গমন ॥
পণ্ডিত-মুহূট-মণি গদাধর জ্ঞান ॥
ভাগবত-আচাৰ্য্যের মধুর গান ॥

(১) পাঠান্তর,—“নানা ক্রীড়া করি” ॥

(২) পাঠান্তর,—“নবলীলা” ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

দশমস্কন্ধে একোনশততিতমোহধ্যায়ঃ ॥৬০॥

সপ্ততিতম অধ্যায় ।

আহীর রাগ ।

ষোড়শ সহস্র প্রাণী ছারকা নগরে ।
 রমণী-সমাবেহি হরি আনন্দে বিহরে ॥
 সহিতে না পারে কেহ তিলেক বিচ্ছেদ ।
 রজনী-প্রভাত দেখি মনে পায় খেদ ॥
 পক্ষিগ-শব্দ শুনিঞা দেই গালি ।
 বিহরে রমণীগণ নঞা বনমালী ॥
 শয়ন তেজিয়া হারি উঠে রাত্রি শেষে ।
 হস্ত পদ পাখালিয়া রহে শুকবেশে ॥
 প্রেম স্বদয় করি করয়ে ধ্যান ।
 আপনে আপন রূপ চিন্তে ভগবান ॥
 অদ্বৈত পরমানন্দ নিত্য পরকাশ ।
 নিজরূপ চিন্তে হরি আনন্দ বিলাস ॥
 প্রভাত সময়ে হরি করিয়া মার্জন ।
 যথাবিধি সন্ধ্যাকর্ম করে সমাপন ॥
 তবে দিব্য বস্ত্র প্রভু করি পারধান ।
 যথাবিধি হোম কর্ম করে সমাধান ॥
 মৌন আচরিয়া করে ব্রহ্মমন্ত্র জাপ ।
 কৃষ্ণ উপস্থান করে ত্রেজগতনাথ ॥
 নিজ অংশে দেব-ঋষি-পিতৃ-আরাধন ।
 বৃদ্ধমাত্ত গুরুজন ব্রাহ্মণ বন্দন ॥
 হেম-শূদ্র মুকুতা-মালাদী কীরবতা ।
 পট্টপটভূষণ রতন-যুতা সতী ॥
 বৎসযুতা তরুণী রজত খুরমরী ।
 অজিন কঙ্কল তিল পট্র বস্ত্র দেই ॥
 এই মত অষ্ট কোটি নবই অকুদ ।
 চৌরাশি-অধিক-ত্রয়োদশ লক্ষযুত ॥
 এইরূপে খেজুগণ আন প্রাতিদিনে ।
 সর্বজনযুত বিপ্রে ভ্রাম্যে ভূষণে ॥
 পুরে পুরে প্রাতিদিন করে প্রভু দান ।
 হেন মহেশ্বর হরি পূণ ভগবান ।
 গো ব্রাহ্মণে দেবগণ বান্দিয়া চরণ ॥
 বৃদ্ধগণ গুরুগণ করিয়া বন্দন ॥
 তবে প্রভু পরশে মঞ্জল দ্রব্য আনি ।
 অঙ্গ বিভূষণ তবে করে চক্রেপাণি ॥
 নরলোক বিভূষণ নিজ কলেবর ।
 দিব্য বেশ ভূষণ করয়ে মনোহর ॥
 স্নাত দেখি দেখে প্রভু দর্পণে বন্দন ।
 গো বুঝ দেবতা ষিজ করে দরশন

তবে প্রভু পুরায় সকল-লোক কাম ।
 নিজ পুরজনে করে মনোরথ দান ॥
 পুরনারীগণে তবে করিয়া পীরিত্তি ।
 সর্বলোক ভূষণে ভূষিল সুরপতি ॥
 বিভজিয়া অন্নপান দিয়া সর্বজনে ।
 গন্ধ মালা তাহুল করিয়া বিভজনে ॥
 দাসদাসীগণে প্রভু দিয়া অন্নপান ।
 তবে পাছে করে প্রভু আপনে ভোজন ॥
 সাজিয়া সারথি রথ আনিঞা যোগায় ।
 রথে আরোহণ করি ত্রেজগত-রায় ॥
 উচ্ছবাদি যাত্রীগণ করিয়া সংহতি ।
 পুরের বাহির তবে হয় সুরপতি ॥
 স্বধর্মাসভার মাঝে দিব্য সিংহাসন ।
 তাহার উপরে তবে বৈসে নারায়ণ ॥
 নিজ অজতেজে দশদিগ্‌ বিরাতি ।
 যত্নসিংহগণে করে চৌদিগ্‌ বেষ্টিত ॥
 হাসিয়া উৎকলগণ (১) নিকটে দণ্ডায়
 হস্তরস-কথা কহি সভারে হাসায় ॥
 নন্তক-নন্তকৌগণ নটন-বিলাস ।
 বহুবিশ রস কথা হাস পরিচাস ॥
 শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ মুরজ কোলাহল ।
 বহুবিশ বৃত্ত্য গীত বাজন মঙ্গল ॥
 প্রাবকে শুভন করে মন্ত্রোত্তে মন্ত্রণা ।
 উচ্চনাদে ভট্টগণে পঠয়ে ভটিয়া ॥
 বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সব করে বেদধ্বনি ।
 কথকে পুরাণ-কথা কহয়ে বাখানি ॥
 হেনকালে আইল এক পুরুষ দুয়ারে ।
 দুয়ারী কহিল গিয়া কৃষ্ণের গোচরে ॥
 আজ্ঞা পেয়া প্রবেশিল পুরীর ভিতরে ।
 প্রণাম করিয়া কহে ঘাড় দুই করে ॥
 ধরণীমণ্ডল জিনি জরাসন্ধ রা ॥
 বশ হয়্যা ব্রপগণ করে তার পূজা ॥

(১) মূলে “উপমন্ত্রিঃ” পাঠ আছে ; অর্থ
 —পরিচাসক । উৎকলবাসীগণ স্বভাবতঃ
 সাত-রস অবতারণায় পটু ; সম্ভবতঃ পুরা-
 কালে পরিচাসরসিক উৎকলবাসীগণ ভার-
 তীয় রাজসভাসমূহে বিদূষকের কাধ্যে
 নিযুক্ত হইতেন ।

বশ হয়। না রহিল যতেক নৃপতি ।
 বাক্সিয়া আনিল তারে করিয়া শক্তি ।
 সে সব নৃপতিগণ তোমার কিঙ্কর ।
 তার নিবেদন করি তোমার গোচর ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ নিজজন-দুরিত-ভঞ্জন ॥
 চরণারবিন্দে নাথ পশিলু শরণ ।
 ভবভীত আমি-সব অধম বঞ্চিত ॥
 তোমার পদারবিন্দে সকল বিদিত ।
 তোমার অর্চন বিনে আর যত কর্ষ ।
 সে সকল দীননাথ কেবল বিকর্ষ ॥
 বিকর্ষে সকল লোক রত নিরন্তর ।
 তোমার পদারবিন্দে বঞ্চিত সকল ॥
 কালরূপে কর তুমি সে সব সংহার ।
 অনন্তশক্তি তুমি অনন্তবিহার ॥
 নমো নমো জগত-নিবাস হৃদয়কেশ ।
 নমো নমো কালরূপ দিব্য নর বেশ ॥
 খল নিবারণ হেতু ভক্ত-রক্ষ ॥
 অবতার কর নাথ এই সে কারণ ॥
 যে তোমার আজ্ঞা নাথ না করে পালন ।
 কোন্ গতি হৈব তার না জানি মরম ॥
 পরাধীন নৃপনুত স্বপন সমান ।
 নিরবধি তার শোক লোভে অগেয়ান ॥
 তাণ্ডে অভিমান করি কেবল বঞ্চিত ।
 আমি সব তোমার যারায় বিমোহিত ॥
 প্রণতবৎসল-শোকহর-পদদ্বন্দ্ব ।
 ছিণ্ডিয়া উদ্ধার কর জরাসন্ধবন্ধ ॥
 লশ সহস্র ধরে মস্ত মাতঙ্গজ-বল ॥
 এক একে শাসিল সকল ক্ষিত্তিল ॥
 মহাবল জরাসন্ধ জিনিঞা সংসার ।
 আমি সভা বাক্সিয়া রাখিল দুরাচার ॥
 অষ্টাদশবার তুমি জিনিলে সংগ্রাম ।
 একবার বৃদ্ধ জিনি করে অভিমান ॥
 আমি-সব তোমার কিঙ্কর হেন জানে ।
 নিজ ঘরে বাক্সিয়া-রাখিল ৩ কারণে ॥
 সকল বিদিত নাথ তোমার চরণে ।
 বুঝিয়া করিবে কৃপা যে উচিত মনে ॥
 এইরূপে রাজদূত করে নিবেদন ।
 হেনকালে মিলিয়া নারদ ভপোধান ॥
 সূর্যাসম তেজস্বী পিঙ্গল জটাতার ।
 মৃগাল-ধবল মুনি পরে বৃক্ষহাল ॥
 হরিগুণকীর্তন আনন্দে গতি মন্দ ।
 দেখিয়া নারদ মুনি সভার আনন্দ ॥

সভাগমে উঠিলা অখিল-লোকনাথ ।
 শিরে পদ পরশিয়া কৈলা নৃপপাত ॥
 পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মুনি পুজিল বিধানে ।
 অতিথি-সভাষা কৈল বিনয় বচনে ॥
 আপনে করিয়া তুমি লোক-পর্যটন ।
 জগতের দুঃখ শোক কর নিবারণ ॥
 জগতে তোমায় কিছু নাহি অগোচর ।
 পঞ্চপাণ্ডবের কহ কল্যাণ কুশল ॥
 প্রভুর বচন শুনি ব্রহ্মার নন্দন ।
 হাসিয়া বলেন মুনি প্রভুর চরণ ॥ (১)
 হরি হরি বিষ্ণুমায়া বৃন্দে ন' যায় ।
 ব্রহ্মা ভব-আদি যার অন্ত নাহি পায় ॥
 সর্গশক্তি ধরে প্রভু সর্গজীব বৈসে ।
 সমভাব ধরি হরি সর্গজ্ঞ প্রকাশে ॥
 তমু যেন কিছুই না জানে হেন বলে ।
 কে বুঝে কৃষ্ণের মায়া ভূবনমণ্ডলে ॥
 কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম-কলেবর ।
 মহায়জ্ঞ করিব জিনিঞা ক্ষিত্তিল ॥
 যজ্ঞ করি করিব তোমার আরাধন ।
 পুজিব তোমার অংশ যত দেবগণ ॥
 সার্বভৌম নরপতি হৈব মহীপাল ।
 জগতে তোমার যশ করিব বিস্তার ॥
 আপনে চলিবে তুমি যজ্ঞ মহোৎসবে ।
 দেখিবে তোমায়ে আমি যত সব দেবে ॥
 রাজগণ আসিয়া দেখিব পাদপদ্ম ।
 কপটে বিহর তুমি ধরি নরছদ্ম ॥
 পতিত চণ্ডাল হয় শ্রবণে পবিত্র ।
 দেখিলে তরিব তাণ্ডে এ কোন বিচিত্র ॥
 যার যশ ক্ষিত্তিলে পাতালে আকাশে ।
 দ্রবময়ী হয় গঙ্গা জগতে প্রকাশে ॥
 ভূবনপাবন যার পদনখজল ।
 প্রিয়া করিবে আজ্ঞা প্রভু যোগেশ্বর ॥
 মুনির বচন শুনি সভাসদগণে ।
 কহিতে লাগিলা যার যেন লয় মনে ॥
 উদ্ধবের তরে -বে পুছিলা শ্রীহরি ।
 কহ তে উদ্ধব তুমি কোন্ যুক্তি করি ॥
 কৃষ্ণের বচন শুনি উদ্ধব সুধীর ।
 আজ্ঞা শিরে ধরি মনে যুক্তি কৈলা স্থির ॥

(১) পাঠান্তর,—

“—————ব্রহ্মার তনয় ।

হাসিয়া কি বোলে মুনি মনে পাণ্ডৱ ভয় ॥

করযোড় করিয়া প্রভুর বিজ্ঞান ।
চিন্তিয়া উদ্ধব কহে ভকতপ্রধান ॥

গদাধর পণ্ডিত মুকুটমণি জ্ঞান ।
ভাগবত-আচার্যের-মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততিতম অধ্যায় ।

ভূপালী রাগ ।

সর্বভব জ্ঞান তুমি সর্বভূতে বৈশ ।
জানিঞা আমারে তুমি কপটে ঞ্জাস ।
তথাপি তোমার আজ্ঞা শ্রীরের উপরে ।
কহিব সাক্ষাতে নাথ বৃদ্ধি অমুসারে ॥
সাক্ষাতে নারদ মুনি কৈলা নিবেদন ।
দূতমুখে নৃপগণের শুনিলে বচন ।
অবশ্য করিতে চাহ নৃপগণ রক্ষা ।
করাইতে চাহ যুধিষ্ঠির যজ্ঞদীক্ষা ॥
দুহার করিতে চাহ অবশ্য নিস্তার ।
তাঁহাতে উত্তম দেখি এই যুক্তি সার ।
আগে যুধিষ্ঠির মহোৎসবে চলি যাহ ।
যজ্ঞ অনুবন্ধ গিয়া রাজ্যারে করাহ ॥
দশদিগ জিনিয়া আনিব নরেশ্বর ।
জরাসন্ধ বধ হৈব তাহার ভিতর ॥
এইরূপে নৃপগণে পাইব পরিভ্রাণ ।
এক কার্যে দুই কাৰ্য্য হৈব উপাদান ॥
জরাসন্ধ-বধ হৈব ভকতউদ্ধার ।
সেবকের যশ হৈব ভগতে বিভ্রাণ ॥
সর্বলোক সুখী হয় সত্যার পীড়িতি ।
ভুবন ভরিয়া রহে অতুল খেয়াতি ॥
আগে গিয়া হই ইন্দ্রপ্রস্থে উপসন্ন ।
যুধিষ্ঠির জিনিয়া আনিব নৃপগণ ॥
জরাসন্ধ রাজ্য হয় অজর অমর ।
দশ সহস্র ধরে মত্ত গজের বল ॥
দ্বিজবেশে ভীম নিয়া করিব সংগ্রাম ।
দ্বন্দ্বযুদ্ধে তবে তার হরিব পরাণ ॥
তোমার সাক্ষাতে তারে করিব সংহার ।
সর্বলোক সাক্ষী তুমি ভগত আধার ॥

রাজার মহিষীগণ নিজ নিজ ঘরে ।
তোমার নিঃশ যশ গায় উচ্চস্বরে ॥
পতিগণ উদ্ধারিব রিপুবধ করি ।
রহিব প্রভুর যশ ত্রিভুবন ভরি ॥
রাজার মহিষীগণ এই গুণ গায় ।
মুনিগণে নিরবধি চরণ ধোয় ॥
হরি অবতারে কৈলা গজেন্দ্র মোক্ষণ ।
‘দানকী উদ্ধার কৈলা বধিয়া রাবণ ॥
একরূপে নানা যশ গায় ত্রিভুবনে ।
এখনে যে কৰ্ম্ম কর গাইবে সর্বজনে ॥
যজ্ঞ আরম্ভিয়া কর যশের প্রকাশ ।
দৈবে তার মধ্যে হবে জরাসন্ধ নাশ ॥
এতেক বচন যদি বলিলা উদ্ধবে ।
ধন্য ধন্য বলিয়া বাথানে লোক সবে ॥ (১)
আপনে করিয়া হরি উদ্ধবে প্রশংসা ।
গুরুজন আজ্ঞা লৈল করিয়া সন্তোষা ॥
দারুকে আনিঞা আজ্ঞা দিল ভগবান ।
বাট করি আন রথ কারয়া সাজন ॥
সর্ব সৈন্য চলুক সামন্ত মণিগণ ।
পুত্র মিত্র চলুক সকল পরিজন ॥
দেবীগণ চলুক বিবিধ পরিচ্ছদে ।
রথ গজ তুরঙ্গ চলুক নিজ সাজে ॥
আজ্ঞা মাগি নিল দেব বলভদ্র স্থানে ।
উগ্রসেন সন্তোষিয়া চলিলা আপনে ॥
দারুক আনিল রথ গরুড়-লাঞ্ছন ।
আপনে শ্রীহরি গিয়া কৈল আরোহণ ॥

(১) পাঠান্তর,—“প্রশংসে সভাসদে ॥”

চলিল রথের আগে ঘোড়া আলোয়ার।
 দুই পাশে মহাসেনা কৈলা পাটোয়ার।
 মস্ত গজগণ পাছে করিল যোগান।
 মহাভট মহারথ কৈল আগুয়ান।
 শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ শব্দ কোলাহল।
 চৌদিগ ভরিয়া হৈল আনন্দ মঙ্গল।
 নরযান খরযান কাঞ্চন বিমান।
 চলিলা মহিষীগণ আনন্দ বিধান।
 সপুত্র বান্ধবে দেবীগণ আগে যায়।
 চৌদিগে বেঢ়িয়া মহাভটগণ ধায়।
 দিব্যবেশ বেষ্টিগণ ধরিল যোগান।
 পুরনারীগণ যায় হয়্যা আগুয়ান।
 অশ্বর নিখিত ঘর কঞ্চলনির্মাণ।
 শিল্পীগণে কৈল গিয়া পুরীর বিধান।
 বিচিত্র পতাকা উড়ে ছত্রে ধ্বজ বানা।
 কোটি কোটি রথ গজ কোটি কোটি সেনা।
 কৃষ্ণের চরণে মূনি করিয়া প্রণাম।
 নারদ চলিয়া গেলা হয়্যা অস্ত্রধান।
 রাজদূতে প্রবেশিয়া বলেন শ্রীহরি।
 ভয় পরিহর দূত ওরাসঙ্গ করি।
 জরাসন্ধে যারিয়া আনিব শূণগণ।
 কহ গিয়া দূত তুমি এই বিবরণ।
 প্রণাম করিয়া দূত সতরে চলিল।
 শূণগণ-বিভ্রমানে সকল কহিল।
 কৃষ্ণ দরশন হৈব বন্ধ-বিমোচন।
 আনন্দিত হয়্যা সব রহে শূণগণ।
 চতুরঙ্গ সেনা সাজি চলিল শ্রীহরি।
 আনন্দ সৌবীর মরুদেশ গেল তরি।
 নন্দনদী পার্বত ভরিয়া নানা দেশ।
 কুরুক্ষেত্রে ভরিয়া চলিলা হৃষীকেশ।
 দৃশ্যতী তরিল তরিল শরস্বতী।
 ভরিয়া পঞ্চাল দেশ গেলা যতপতি।
 ইন্দ্রপ্রস্থে গেলা প্রভু মৎস্তদেশ তরি।
 বাহ্য উপবনে গিয়া রহিলা শ্রীহরি।
 কৃষ্ণ-আগমন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
 বাহ্য পাসরিল রাজা পুলক শরীর।
 ভীম অর্জুনের হৈল হর্যাবত চিহ্ন।
 সহদেব নকুল শনিঞা আনন্দিত।
 কৃষ্ণ-আগারে রাজা চলিলা অরিতে।
 পাত্র মিত্রে পুরোহিত সামন্ত সহিতে।
 বহুবিধ নৃত্য গীত বাজন-মঙ্গল।
 জয় জয় বেদঘোষ শব্দ কোলাহল।

দেখিয়া সাক্ষাতে কৃষ্ণ ধর্মের নন্দন।
 ভূজপাশে ধরি রাজা দিল আলিঙ্গন।
 মঞ্জিল ধর্মের পুত্র আনন্দসাগরে।
 বাহ্য পাশরিল রাজা শরীর না ধরে।
 আলিঙ্গন দিয়া ভীম আনন্দে মঞ্জিল।
 কোল দিয়া অর্জুনে সকল বিসরিল।
 সহদেব নকুলের হরল গেলান।
 পঞ্চ পাণ্ডবের নাহি বাহ্য অবধান।
 অর্জুনের সঙ্গে কৃষ্ণ কৈলা অঙ্গঙ্গ।
 সহদেব নকুল বনিল পদদন্দ।
 বুদ্ধ মাস্ত্র বিজ্ঞগণ কৈল নমস্কার।
 কুশল বচনে কৈল লোক পুরস্কার।
 সূত মাগধ গায় কৃষ্ণের মহিমা।
 উচ্চনাদে ভট্টগণে পড়য়ে ভট্টিয়া।
 শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ বিবিধ বাস্ত্র বাজে।
 শ্রীভূর চৌদিগ ভরি বন্ধুগণ সাজে।
 বহুবিধ নৃত্য গীত চলন সুরার।
 আগে পাছে মহাবীরগণ পাটোয়ার।
 পুরু-পরবেশ কৈলা ত্রিজগতরায়।
 বেদমন্ত্র পড়িয়া ব্রাহ্মণে গুণ গায়।
 পুর পথে রাজপথে চলনের ছড়া।
 ফলকে ফলকে চলে নানা বর্ণের ঘোড়া।
 মস্তগজ মদজলে উঠিল কর্দম।
 রতন তোরণগণে দেখি মনোরম।
 সারি সারি হেমকুস্ত রত্না আরোপণ।
 প্রবাল-তুল-ফল-পুষ্প-বরিষণ।
 ছত্রে ধ্বজ পতাকা বিবিধ বানা উড়ে।
 বিচিত্র বিতান জাল প্রতি ঘরে ঘরে।
 দিব্যদেশ নরনারী পুর বিরাজিত।
 প্রতি ঘরে ধূপ দীপ বিতান মণ্ডিত।
 মণিময় দীপগণ দিনমণি-আভা।
 হেম ঘটে মাণ ঘটে সারি সারি শোভা।
 হেন পুরে উত্তরিল দৈবকৌন্দল।
 স্তম্ভময় সাগরে মঞ্জিল পুরজ্ঞন।
 কৃষ্ণ আগমন শুনি পুরনারীগণে।
 গৃহকর্ম পাসরিল কৃষ্ণ দরশনে।
 কেহ পতি কোলে করি আছিল শয়নে।
 কেহ অঙ্গ মারজন মর্জ্জন ভোজনে।
 সেইক্ষণে সকল তেজিয়া পুরনারী।
 আনন্দে চলিলা কৃষ্ণপদে মন ধরি।
 ঘরের উপরে কেহ করি আরোহণ।
 কৃষ্ণের উপরে করে পুষ্প বরিষণ।

প্রবাল তণ্ডুল ফল বিলসিত মালা ।
 লাজা-বরিষণ হস্র মলয়জ ধারা ॥
 লজ্জা পরিহরি করে কুশল জিজ্ঞাসা ।
 স্বাগত বচনে করে অতীত (১) সন্তোষা ॥
 কৃষ্ণপত্নীগণ দেখি বলে পুরনারী ।
 এ গতে লভিল কৃষ্ণে কোন পূণ্য করি ॥
 পুরুষশেখর কৃষ্ণ কমলানিবাস ।
 তাহার শ্রীমুখ দেখি নয়নবিলাস ।
 এইরূপে যায় কৃষ্ণ পুর পরবেশি ।
 পথে পথে কৃষ্ণ হেরে সর্বলোকে আসি ॥
 মঙ্গল ধরিয়া করে করে নিবেদন ।
 প্রভুর পদারবিন্দ করিয়া বন্দন ॥
 এইরূপে দেখে লোক নয়ন ভরিয়া ।
 প্রভুর পদারবিন্দ হৃদয়ে ধরিয়া ॥
 পুর-পরবেশ তবে করিলা শ্রীহরি ।
 আনন্দে পুরিল কুন্তী কৃষ্ণে কোলে করি ॥
 ত্রিভুবন নাথ হরি দেব দেবেশ্বর ।
 করে ধরি নিল রাজা পুরের ভিতর ॥

(১) পাঠান্তর—“আতিথ্য” ।

কি দিয়া পুঞ্জিব কৃষ্ণ হৃদয় না ধরে ।
 আনন্দে মজিয়া রাজা আপনা পাগরে ॥
 কুন্তীর চরণ কৃষ্ণ করিয়া বন্দন ।
 সর্ব গুরুপত্নীগণের বন্দিলা চরণ ॥
 তবে আদেশিলা কুন্তী দ্রোণদীর ভয়ে ।
 কৃষ্ণপত্নীগণ যত পুঞ্জিলা সাদরে ॥
 সত্যভামা কুঞ্জিলী কালিন্দী জাহ্নবতী ।
 মিত্রবিন্দা শৈবদেবী আর নাগজিতী ॥
 ষোড়শ সহস্র আর মহাদেবীগণে ।
 একে একে সকল পুঞ্জিলা ভনে ॥
 ধর্মপুত্রে যুধিষ্ঠির বিধিবিদাঘর ।
 দিব্য অন্নপানে লোক পুঞ্জিলা সকল ॥
 সসৈন্তে পুঞ্জিল কৃষ্ণ বিবিধ বিধানে ।
 নব নব পীরিতি বাঢ়য়ে দিনে দিনে ॥
 পাণ্ডুপুত্রে পীরিতি করিতে বনমালী ।
 চারিমাংস তথাতে রহিলা কুপা করি ॥
 অর্জুনের সঙ্গে প্রভু চটি দিবার রথে ।
 বিবিধ বিহার করি ফিরয়ে কোতুকে ॥
 পণ্ডিতমুকুটমণি গদাধর জ্ঞান ।
 ভাগবত-আচার্যের মধুর গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
 বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে একসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥৭১॥

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় ।

শ্রীরাগ ।

এক দিন সভামধ্যে বসি নরপতি ।
 লাক্ষ-মিত্র-বন্ধুগণ করিয়া সংহতি ॥
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কুলপুরোহিত ।
 কুলবৃদ্ধ জ্ঞাতিগণ চৌদিকে বেষ্টিত ॥
 কৃষ্ণ সন্তোষিয়া রাজা বলে কোন বাণী ।
 শুন হে গোবিন্দদেব লোকশিখামণি ॥
 এই নিবেদেএ নাথ চরণ নিয়ড়ে ।
 রাজস্বয় যজ্ঞ করি ভজিব তোমারে ॥
 নিজ ভৃত্য মুঞ্চিত নাথ করয়ে নিবেদন । (১)
 আজ্ঞা কর যজ্ঞ যেন হয় সমাপন ॥

তোমার পাত্ৰকায্য যে করে ধ্যান ।
 যেই জন কীর্তন করয়ে অবিরাম ॥
 তার সে লভিতে পারে অপবর্গ গতি ।
 যদি বা সম্পদ বাঞ্ছে লভে সর্বসিদ্ধি ॥
 তোমার পদারবিন্দ-সেবা-অমৃতভাব ।
 দেখুক সকল লোকে অতুল প্রভাব ॥ (১)
 যে ভজি তোমার হয় সর্বত্র কল্যাণ ।
 যে না ভজি তার কভু নহে পরিজ্ঞান ॥
 দেখুক সকল লোক আশ্রয়ের সীমা ।
 ভক্ত-জনের তুমি বাচাও মহিমা ॥

(১) পাঠান্তর,—

“মুঞ্চিত এবে নিজ সত্য কৈল নিবেদন ।”

(১) পাঠান্তর,—

“প্রত্যেক ইউক সর তোমার প্রভাব” ।

যদি বল নিজ পর নাহিক আমার ।
তার কথা কহি নাথ চরণে তোমার ॥
পরিপূর্ণ ব্রহ্ম তুমি সর্বজ্ঞাবে বৈল ।
সকলের আত্মা তুমি সর্বত্র প্রকাশ ॥
নজ পর ভেদ তুমি যদ্যপি না কর ।
তথাপি তবতত্ত্বজ্ঞানে অল্পগ্রহ ধর ॥
আশ্রিত ভরণ কর যেন কল্পতরু
সেইরূপ প্রভু তুমি ত্রিজগৎ-শুভ ॥
সেবা-অল্পরূপ কর ফলের উদয় ।
ইহাতে না কর আর কিছু বিপর্যয় ॥
রাজ্যের বচন শুনি প্রভু গুণানধি ।
কহিতে লাগিল তবে সর্বযজ্ঞবিধি ॥
ওন পাণ্ডুপুত্র তুমি ধর্ম অবতার ।
ভুবন ভরিয়া যশ রহিব তোমার ॥
শুভকালে কর তুমি যজ্ঞ-অল্পবন্ধ ।
দেব-ঋষি পিতৃগণ বাঢ়িব আনন্দ ॥
সভার সম্ভাষণ-হেতু আমার পারিত্তি ।
কিছু একখানি আছে কহি এ যুগতি ॥
জগত করিয়া বশ নৃপগণ জিনি ।
সকল পুণ্যের ধন জড় করি আনি ।
তবে যজ্ঞ কর তুমি চিন্তা পরিহর ।
তাইগণে পাঠায় জগত বশ কর ॥
আপনে সাক্ষাতে আমি আছি বিদ্যমান ।
জগত জিনিবে তাথে কোন বস্ত্র জ্ঞান ॥
যেন সেন করে যদি আমার আশ্রয় ।
ত্রিভুবনে তবে তার পরাভব নয় ॥
আছুক মানুষ দেবে না হয় সমান ।
সকল দেবের পুজ্য সভার প্রধান ॥
প্রভুর বচন শুন রাজা যুধিষ্ঠির ।
আনন্দে পূরিল তহু পলক শরীর ॥
ব্রাহ্মণে পাঠাল্য জিনিতে ক্ষতিতল ।
কৃষ্ণ-তেজে তার্য সব হৈল মহাবল ॥
সহদেবে দক্ষিণে পাঠাইল সৈন্ত দিগ্বা ।
পশ্চিমে নকুল বীর চলিল সাজিয়া ॥
সৈন্ত সাজি ধনঞ্জয় চলিল উত্তরে ॥
পূর্বদিকে বৃকোদর চলিল সঙ্ঘরে ॥
মৎস্ত-কেকয়ে সৈন্ত (১) করিয়া সাজন ।
চারিদিকে তুরিতে চলিল বীরগণ ॥
জিনিঞা আনিল সতে পুথিবীর ধন ।
দগদিগ জিনিঞা আনিল নৃপগণ ॥

সব সমর্পিল লঞা রাজ্যের চরণে ।
জরাসন্ধ না জিনিলা শুনিলা শ্রবণে ॥
চিন্তিতে লাগিল রাজা মনে পায়্যা ভয় ।
জরাসন্ধ না জিনিলে কোন্ যুক্তি হয় ॥
বুঝিয়া রাজ্যের মন কণ্ঠে জগন্নাথ ।
উপায় করিব আমি না কর বিবাদ ॥
এতক বচন তবে বুজিয়া শ্রীহরি ।
তিন জন মিলিয়া ব্রাহ্মণবেশ ধরি ॥
ভীষ্মার্জুনে লম্বা প্রভু চলিল আপনে ।
রাজ্যগিরি পর্বতে উঠিল তিন জনে ॥
আতিথ্য-বেলায় গেল রাজ্যের গোচর ।
মাঝিয়া লইল ভিক্ষা তিন দ্বিজবর ॥
ব্রাহ্ম -ভকত তুমি ব্রূপতি সন্তম ।
আমি সব ব্রাহ্মণ অতিথি উপসম ॥
সন্ধ্যাকালে অতিথি না ভেজে মতিমান ।
আমি সব যে মাগিব না করিবে আন ॥
ত্যাগশীল জনে কি না করে পরিত্যাগ ।
অগাধুর কি কি নহে মন্দ কর্মে রাগ ॥
দানশীল জনে কি না করে দ্রব্য দান ।
সমদৃষ্টি জনের না দোষ পত্র-জ্ঞান ॥
অনিত্য শরীরে যেবা না সাধব নিত্য ।
সর্বগুণযুক্ত যদি কেবল বঞ্চিত ॥
হরিস্কন্ধ রক্তদেব রাজা শিবি বলি ।
ব্যাধ কপোত উল্লুগুতি আদি করি ॥
অক্রমে সাজিয়া ধ্রুব এ সব চলিল ।
ভুবন ভরিয়া তাদের পুণ্য কাণ্ডি হৈল ॥
তবে রাজা জরাসন্ধ চিন্তে মনে মনে ।
এ সব ব্রাহ্মণ নহে বুঝিল লক্ষণে ॥
তথাপি ব্রাহ্মণ-বেশ রহিল গোচরে ।
শির যদি চাহে তত্ব না হৈব কাতরে ॥ (১)
মায়াব্রে ব্রাহ্মণবেশ ধরি নারায়ণ ।
মাগিল বালর আগে কপটে বাহন ॥
জানিঞাও বাস তার না কৈল খণ্ডনা ।
জগতে রহিল তার যশের ঘোষণা ॥
গুরুর বচন বলি করিয়া লক্ষ্যন ।
দান দিল যশে পুরাইল ত্রিভুবন ॥
ভীষ্মস্তু না কৈল যে ব্রাহ্মণ-উপকার ।
ভীষ্মস্তুহ মণা ব্যর্থ সকল তাহার ॥
তবে জরাসন্ধ বলে শুনহে ব্রাহ্মণ ।
কি মাঝিবে যদি তাহা দিব এইক্ষণ ॥

তুমি-সব যে মাদ্রিবে না করিব আন ।
 শির যদি মাদ্র তমু নাহি বস্তু জ্ঞান ॥
 তবে কৃষ্ণ বলে রাজা শুন বিবরণ ।
 যুদ্ধ মাদ্রি আমি সব দেহসিয়া রণ ॥
 এ দুই অর্জুন ভীম আমি কৃষ্ণ নাম ।
 যুদ্ধ মাদ্রি আমি-সব দেহ যুদ্ধ দান ॥
 এ বোল শুনিয়া জরাসন্ধ মতিক্ষয় ।
 উচনাধ করিয়া হাসিল অতিশয় ॥
 ক্রোধ করি কহে বীর করিব সংগ্রাম ।
 তুমি অল্পবল কৃষ্ণ নহিবে সমান ॥
 যুদ্ধ-ভয়ে তুমি কৃষ্ণ মথুরা তেজিয়া ।
 সমুদ্র শরণ পশি আছ লুকাইয়া ॥
 বয়সে অর্জুন তুল্য নহে সমবল ।
 অর্জুনের সনে যুদ্ধি না করো সমর ॥
 ভীম তুল্যবল মোর বয়সে সমান ।
 ইহা সহ যুদ্ধে মোর নাহি অপমান ॥
 এ বোল বলিয়া বীর তোলে গদাপাট ।
 পেলাইয়া দিল বীর দিয়া পাকসাট ॥
 আর গদা তুলিয়া নাছিলো মহাবল ।
 দুই বীরে সংগ্রাম বাজিল ভয়ঙ্কর ॥
 গদায় গদায় যুদ্ধ শব্দ বিশেষ ।
 শিরে শিরে যুদ্ধ যেন যুঝে দুই মেঘ ॥
 বাহে বাহে যুদ্ধ যেন দুইত মাতঙ্গ ।
 পদে পদে যুদ্ধ যেন যুঝে তুরঙ্গ ॥
 গদাতে গদাতে যুদ্ধ তুমুল নির্ধাত ।
 চট, চট, শব্দ উঠে যেন বজ্রপাত ॥
 হস্ত-পদ ভাজিল ভাজিল নাক কাণ ।
 চুইপাট গদা ভাজি হৈল খান খান ॥
 অঙ্গেতে বাজিয়া গদা মিলিল বিদার ।
 থল থল হৈল যেন আকন্দের ডাল ॥
 ভাজিল দৌহার গদা দৌহে কোপে জলে ।
 দুই বীরে যুঝে তবে মুষ্টিয় প্রহারে ॥

চড় চাপটেতে যুদ্ধ শব্দ নিষ্ঠুর ।
 দুই অঙ্গে পড়ে যেন বজ্র সমতুল ॥
 সম শিক্ষা সমবল সম পরাক্রম ।
 দুই বীরে যুঝে করো নাহি জয় ভঙ্গ ॥
 জনম মরণ তার জানেন্তু শ্রীহরি ।
 বাঢ়ায় ভীমের বল নিজ তেজে করি ॥
 মরণ-কারণে তার চিন্তিয়া আপনে ।
 চিরিয়া বেণার পত্র দেখান তখনে ॥ (১)
 মহাবল-ভীম তার সন্ধান বুঝিয়া ।
 ভূমিতে পেলিয়া শত্রু ধরিল চাপিয়া ॥
 দুই পাশ দিয়া আর এক পাণ্ড ধরি ।
 দুই হাতে আরো পাণ্ড টান দিয়া তুলি ॥
 নির্যাসে তুলিয়া তাহে দিল এক টান ।
 দুই ভাগ জরাসন্ধ হৈল দুইখান (২) ॥
 এক ভুজ এং আঁখি এক ভুজ শির ।
 এক অঙ্গ দুই ভাগে হৈল দুই বীর ॥
 রাজপুরে হাহাকার শব্দ উঠিল ।
 সাধু সাধু বলি লোক ভীমে প্রশংসিল ॥
 তবে কৃষ্ণ অর্জুন ভীমেরে দিল কোল ।
 ভুবন ভরিয়া হৈল জয় জয় রোল (৩) ॥
 সহদেব তার পুত্রে অভিষেক করি ।
 রাজ্য-অধিকার দিয়া স্থাপিনা শ্রীহরি ॥
 জরাসন্ধ-বধকথা কৃষ্ণ-গুণ-বাণী ।
 ভাগবত-প্রাচীরের প্রেমতরঙ্গিনী ॥

(১) পাঠান্তর—“নয়নে” ।

(২) পাঠান্তর,—

সমভাগে জরাসন্ধ হৈল দুই খান ।

(৩) পাঠান্তর,—

“জয় জয় শব্দ হৈল অবনীমণ্ডল ।”

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈষ্ণবিক্যাং

দশমস্কন্ধে দ্বিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥৭২॥

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় ।

সিদ্ধি রাগ ।

দুই অযুত অষ্ট শতৈক নরপতি !
 বাক্সিয়া রাধিয়াছিল রাজ্য দুষ্টমতি ॥
 পর্বতগহ্বর হৈতে আনিল বাহিরে ।
 শাস্কাতে আসিয়া তারা কৃষ্ণরূপ হেরে (১) ॥
 নবঘন-শ্রাম তহু শ্রীবৎস-লাঞ্জন ।
 পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন ॥
 শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভে চারি করে ।
 হার বিরাজিত উরে বনমালা দোলে ॥
 কিরীট কটক কটিন্দ্রে বিরাজিত ।
 মণিময় মকর-কুণ্ডল বিলোলিত ॥
 হেন অপরূপ হরি দেখি নুপগণে ।
 দণ্ড পরণাম করি পড়িল চরণে ॥
 কৃষ্ণ দরশনে হৈল আনন্দ-উদয় ।
 বন্ধনজনিত দুঃখ সব গেল ক্ষয় ॥
 স্তুতি করে নুপগণ শিরে ধরি কর ।
 নমো নমো দেবদেব ভকতবৎসল ॥
 প্রেম-পালন প্রভু কর প্রতিকার ।
 এ ঘোর সংসার-দুঃখ হয় একবার ॥
 অল্পগ্রহ কৈল এই রাজ্য জরাসন্ধ ।
 তে কারণে দেখিলু তোমার পদদ্বন্দ্ব ॥
 অল্পগ্রহ লেশ থাকে যাহাতে তোমার ।
 সে রাজ্য নষ্ট হয় রাজ্য অধিকার ॥
 তোমার মায়ায়ে বিমোহিত যে যে জনে ।
 অনিত্য সম্পদ সেই নিত্য করি মানে ॥
 পিপাসিত জন যেন ওলের কারণে ।
 যুগতৃষ্ণা জল বলি খায় আগেরানে ॥
 নষ্ট বুদ্ধি আশ্রম-সব বুঝিলু এখনে ।
 অজ্ঞোত্তে বুঝিয়া মৈলু ভূমির কারণে ॥
 প্রজা-বধ কৈলু দেব ভোজি দিয়া ধর্ম ।
 সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু তার না বুঝিলু মর্ম ॥
 কালযোগে এখনে সম্পদ হৈল নাশ ।
 তে-কারণে কৈলে তুমি কৃপা পরকাশ ॥
 দর্পভঙ্গ হল নাথ খণ্ডিল কুবুদ্ধি ।
 তে কারণে পাদপদ্ম চিস্তি নিরবধি ॥

(১) পাঠান্তর—

‘পর্বত গহ্বর হতে হইলা বাহিরে ।
 বাহির হইয়া সবে দেখে গদাধরে ॥’

যদি বল রাজ্যপদ দিব আরবার ।
 তার নিবেদন করি চরণে তোমার ॥
 যুগতৃষ্ণা সমতুল এ সব সম্পদ ।
 শ্রুতিমুখ-স্বর্গভোগ বিপদের পদ ॥
 সতত বিকল তহু দুঃখ-রোগময় ।
 আর যেন কত নাথ রাজ্যপদ নয় ॥
 এই কৃপা মাকো নাথ চরণে তোমার ।
 স্মৃতিভঙ্গ কত যেন নহে আরবার ॥
 কর্মবন্ধে জন্ম যদি যথা তথা হয় ।
 চরণ স্মরণ-ভঙ্গ কত যেন নয় ॥
 নমো বাসুদেব কৃষ্ণ প্রণত-পালন ।
 নমো নমো নারায়ণ চরিত-ভঞ্জন ॥
 এইরূপে স্তুতি যদি কৈল নুপগণে ।
 কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ মধুর বচনে ॥
 আজি হৈতে আমাতে রহিল দৃঢ়মতি ।
 রহিল পদারবিন্দে স্নদ্যত ভকতি ॥
 ভাল ভাল তুমি সব করিলে নিশ্চয় ।
 আমার ভকতি বিনে কিছু সত্য নয় ॥
 রাজ্যপদ সম্পদ বিপদ হেন ান ।
 উন্মাদ-কারণ এ সকল অজ্ঞান ॥
 নরক রাবণ বেণ নহয় নুপতি ।
 শ্রী-সম্পদ মদে তারা গেল অধোগতি ॥
 তুমি-সব হেন জ্ঞান সকল অনিত্য ।
 সর্বভাবে আমার চরণে ধর চিত্ত ॥
 পুনরপি রাজ্য হৈয়া যজ্ঞ দান কর ।
 ধর্ম প্রজা পাণ্ডিয়া আমাতে চিত্ত ধর ॥
 অখণ্ড-ভালমন চিন্তে না ভাবিহ ॥
 যখন যে হয় তাহা মনে না ধরিহ ॥
 দেহ গেহ স্তব দারে হয়্যা উদাসীন ।
 বিষ্ণুভক্ত করি ধর বৈষ্ণবের চিন ॥
 আমাতে ধরিয়া চিত্ত রহ হথা তথা ।
 সাধুসঙ্গে স্তনিহ আমার গুণগাথা ॥
 রাজ্য ভোগ কর লয়া এই উপদেশ ।
 তহু ভোজি আমাতে করিবে পরবেশ ॥
 এতক বলিয়া হরি করুণা-সাগর ।
 অখিল ভুবনপতি মহামহেশ্বর ॥
 করাজ্ঞা নাপিত-কর্ম অঙ্গ মারজন ।
 নারীগণ নিয়োজিয়া করায় মজ্জন ॥

সহদেবে আনিঞা আপন বিদ্যামানে ।
 পুজায় নৃপতিগণে বিবিধ বিধানেনে ॥
 রাজযোগ্য বসন ভূষণ বিলেপন ।
 বহুবিধ অন্নপান তাহুল চন্দন ॥
 কৃষ্ণের আজ্ঞায় সহদেব মতিমান্ ।
 পুজিলা নৃপতিগণে হয়্যা সাবধান ॥
 দীপ্ত করে রাজগণ ভূষণে ভূষিত ।
 কুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ড চন্দনে চচ্চিত ॥
 দীপ্ত করে নৃপগণ দেহিতে সুন্দর ।
 বরিষা খণ্ডিলে যেন নক্ষত্রমণ্ডল ॥
 দিব্য রথ দিব্য ঘোড়া আনিল সাজিয়া ।
 মহামন্ত গজগণ কাঙ্কনে ঝুবিয়া ॥
 চতুরঙ্গ বলে কারি সেনার সাজন ।
 বিনয় বচনে সন্তোষিয়া নৃপগণ ॥
 নিজ নিজ দেশে তবে পুজিয়া পাঠায় ।
 কৃষ্ণপদ চিস্তিঞ নৃপতিগণ যায় ॥
 নিজ নিজ রাজ্যে গেলা সব নৃপগণ ।
 পুরজনে কহিল সকল বিবরণ ॥
 জরাসন্ধ বধ কৈলা যেমতে শ্রীহরি ।

যেদ্রুপে পুজিলা বন্ধ বিমোচন করি ॥
 কহিল সকল কথা সভা বিম্বমানেনে ।
 আজ্ঞা শিরে ধরিয়া বসিলা রাজাসনে ॥
 জরাসন্ধ বধ করি দেব জনাৰ্দ্দন ।
 সহদেবে রাজ্য করি দিলা রাজাসন ॥
 ভীমার্জুন লইয়া চলিলা কুবীকেশ ।
 ইন্দ্র প্রস্থে তিনজন কৈলা পরবেশ ॥
 তিন বীর একিবারে কৈলা শতধ্বনি ।
 সর্বলোক হরবিত্ত রিপু-বধ শুনি ॥
 জরাসন্ধ-বধ শুনি রাজা যুধিষ্ঠির ।
 আনন্দে পুরিল তহু পুলক শরীর ॥
 ভীম অর্জুন আর শ্রীহরি আপনে ।
 যুধিষ্ঠির চরণ বসিলা তিনজনে ॥
 সভামধ্যে কহিলা সকল বিবরণ ।
 শুনিঞা বিস্মিত হইল সর্ব পুরজন ॥
 নয়নে আনন্দজল পুলকিত অঙ্গ ।
 কিছু না বলিল রাজা হৈলা বরভঙ্গ ॥
 বীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জান ।
 ভাগবত-আচাৰ্য্যের মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দশমস্কন্ধে

ত্রেসপ্ৰতিভমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় ।

সারঙ্গ রাগ ।

তবে যুধিষ্ঠির বলে হয়্যা প্রেমযুত ।
 হরি হরি এত বড় হয় অদভুত ॥
 ত্রিভুবন-গুরু রাজা সর্ব অধিকারী ।
 তার্য সব যার আজ্ঞা বহে শিরে ধরি ॥
 শঙ্কর বিধাতা যার না বুঝয়ে মৰ্ম্ম ।
 মোর আজ্ঞা ধরি হেন প্রভু করে কর্ম্ম ।
 তথাপি প্রভুর কিছু না টুটে মহিমা ।
 কিন্তু মুঞি অধমের বড় বিড়ম্বনা ॥
 অষ্টমত পরমব্রহ্ম এক ভগবান ।
 সকলের আত্মা প্রভু সর্বত্র সমান ॥
 কর্ষে হৈতে তার তেজ না টুটে না বাড়ে ।
 সমস্তাব হয়্যা যেন এক সূর্য্য নড়ে ।
 আত্মক তোমার কথা ত্রিভুবন মাঝে ।
 ভকতজনের কেহ মহিমা না বুঝে ॥

তোমার ভকতজনে নাহি অভিমান ।
 পণ্ডিত তোর মোর নাহি অগেমান ॥
 এতেক বচন বুলি ধর্ম্মের নন্দন ।
 শুভকালে বরিল যাজ্ঞিক দ্বিজগণ ॥
 বেদব্যাস ভরদ্বাজ শ্রমন্ত গৌতম ।
 বশিষ্ঠ মৈত্রেয় কথ আসিত চ্যবন ॥
 বিশ্বামিত্র বাসদেব জৈমিনি শ্রমন্তি ।
 পৈল পরাশর গর্গ রাম কৃষ্ণপতি ॥
 অথচ কশ্যপ ধোম্য ক্রতু অকুতব্রণ ।
 মধুচ্ছন্দা বীতিহোত্র আদি মুনিগণ ॥
 বরিল নৃপতিসিংহ ভার্গব আশ্রয়ি ।
 তবে বত ব্রাহ্মণ আনিল আজ্ঞা করি ॥
 ভীম দ্রোণ কৃপাচার্য্য ধৃতরাষ্ট্র রাজা ।
 সপ্তক বান্ধব পাণ্ডা মিত্র সব প্রজা ॥

ব্রাহ্মণ কত্রির বৈশ্য শূদ্র আদি করি ।
 যজ্ঞ দেখিবারে গেলা সব নরনারী ॥
 তবে যত বিজগণে করি শুভক্ষণ ।
 হুত্রে ধরি যজ্ঞস্থান কৈল নিরূপণ ॥
 সুবর্ণ-লাঞ্ছনে তবে তাহে দিল চাষ ।
 তবে যজ্ঞ বেদী ঘর কৈল পরকাশ ॥
 তবে যুধিষ্ঠির রাজা আনি শুভক্ষণে ।
 যজ্ঞ-দীক্ষা করাইল সর্ব বিজগণে ॥
 কনক-রচিত পাতে যজ্ঞের সম্ভার ।
 বন্ধনের যজ্ঞ যেন দেখি চমৎকার ॥
 ইত্রে আদি দেবগণ সগণে শঙ্কর ।
 গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ সিদ্ধ বিভাধর ॥
 আপনে বিরিকি দেব মিলিলা সগনে ।
 পন্নগ চারণগণ সবল বাহনে ।
 পুঞ্জিয়া আনিল রাজা বিবিধ বিধানে ॥
 রাজপত্নীগণ যত পুরনারীগণ ।
 পাণ্ডুপুত্র মহাযজ্ঞে হেল উপসন্ন ॥
 ধর্ম্মপুত্র রাজসিংহ ভকত-প্রধান ।
 যজ্ঞারম্ভ কৈল হেন সর্বাণ্যোকে ভান ॥
 যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণে যজ্ঞ করায় বিধানে ।
 রাজস্বয় যজ্ঞ রাজা করে হর্ষ মনে ॥
 সোম অভিষব দিনে পেয়া শুভকাল ।
 পুজিব প্রধানগণ চিন্তে মহীপাল ॥
 সভাতে প্রধান আছে বিরিকি শঙ্কর ।
 মহামুনিগণ চক্রে স্বর্ঘ্য পুরন্দর ॥
 আপনে সাক্ষাতে যাথে ত্রিভুবন রায় ।
 কাহারে পুজিব আগে কি করি উপায় ॥
 চিন্তে রাজা যুধিষ্ঠির মনে পেয়া ভয় ।
 সহস্রেব আসিয়া কি বোলে মহাশয় ॥
 সাক্ষাতে অচ্যুত-দেব দেবের প্রধান ।
 সর্বদেবময় এই এক ভগবান্ ॥
 সর্ব যজ্ঞময় এই দেশ-কালময় ।
 সর্বলোক-গতি-পতি এই মহাশয় ॥
 ময় তত্ত্ব সাধ্যা যোগ এই সর্বরূপ ।
 এই সর্বময় আর নহে সত্যরূপ ॥
 আপনে আপনা হুত্রে পালয়ে সংহরে ।
 এই প্রভু নানারূপে নানা কর্ম করে ॥
 এই প্রভু জগতে করায় নানা কর্ম ।
 ঐহ্যার রূপায় লোক সাধে নানা ধর্ম্ম ॥
 হেন প্রভু থাকিতে সাক্ষাতে মহেশ্বর ।
 কাহারে পুজিব আগে সভার ভিতর ॥

সর্বলোক পূজা হয় ঐহ্যারে পুজিলে ।
 সর্বলোক তুষ্ট হয় ঐহ্য তুষ্ট হৈলে ॥
 এ বোল বুঝিয়া তুমি আগে কৃষ্ণ পূজ ।
 সর্বলোকনাথ এই সর্বভাবে ভজ ॥
 পূর্ণব্রহ্ম শুদ্ধসত্ত্ব নিত্য শাস্ত্রময় ।
 এ দেব পুজিলে সর্বদেব পূজা হয় ॥
 এতেক বুঝিয়া সহদেব মহামতি ।
 নিঃশব্দে রহিলা বুঝিয়া ধর্ম্মগতি ॥
 সহদেব বচন শুনিঞা সর্বজনে ।
 সভাগদে সাধু সাধু বলিয়া বাখানে ॥
 বুঝিয়া সভার মন রাজা যুধিষ্ঠির ।
 নয়নে আনন্দজল পুলকশরীর ॥
 বিবিধে পুজিল রাজা প্রাণয়ে বিহ্বল ।
 পুণ্যজলে পাখালিল চরণ যুগল ॥
 সফটুয়ে সগণে বান্ধবগণ মেলি ।
 কৃষ্ণপদজল মাথে নিল কুতূহলী ॥
 বিবিধ বিধানে পীত-বসন পরায় ।
 দিব্য অলঙ্কার দিয়া শ্রীজ্ঞ সাজায় ॥
 মণিময় ভূষণ বিবিধ মহাধন ।
 দিব্য বেশ করে রাজা অঙ্গের সাজন ॥
 নয়নে আনন্দজল পড়ে শতধারে ।
 ভূষণ পরায় রাজা চাহিতে না পারে ॥
 ব্রহ্মা ভব পুরন্দর যুড়ি দুই কর ।
 সুর-মুনিগণ সব আনন্দ অন্তর ॥
 নমো নমো জয় জয় করে সর্বজন ।
 হৃদ্ধান্তি বাজন বাজে পুষ্প বরিষণ ॥
 সুরগণে মুনিগণে জয় জয় বাণী ।
 ত্রিভুবন ভরিয়া উঠিল জয়ধ্বনি ॥
 তবে দমযোয-সুত রাজা শিশুপাল ।
 কৃষ্ণ-গুণ-বর্ণন শুনিয়া ছুরাচার ॥
 উঠিল আসন হৈতে চিন্তে ক্রোধ করি ।
 উচ্চস্বরে ডাকিয়া কি বলে বাহ ভুলি ॥
 ভর্ষিয়া কৃষ্ণকে গালি দিল অতিশয় ।
 সভার ভিতরে থাকি বলে ছুরাশয় ॥
 সত্য সত্য কালগতি না যায় বুঝনে ।
 বুদ্ধ মতিব্রষ্ট হয় ছাওয়াল-বচনে । (১)
 তুমি-সব পাত্র-শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ মহাজন ।
 হেন হৈয়া তথ্য ধর শিশুর বচন ॥

(১) পাঠান্তর,—

“সত্য সত্য কালগতি কে বুঝিতে পারে ।
 ছাওয়ালের বচনে বুদ্ধের মতি চলে ॥”

সভাপতি তুমি সব আছ বিজ্ঞমান ।
 হেন সভা যাবে কর গোবিন্দ প্রধান ॥
 ব্রহ্ম-বিদ্যা-তপোময় মহামুনিগণ ।
 দিব্যজ্ঞান ব্রহ্মনিষ্ঠ ভুবন-পাবন ॥
 এ সব থাকিতে মহাশয় যোগেশ্বর ।
 ব্রহ্মা ভব চক্রে সূর্য্য যাহে পুরন্দর ॥
 তাহাতে উত্তম পাত্র হয় কি গোবিন্দ ।
 কুলশীলবিবর্জিত আশ্রম-আচার ॥
 কুল বিনাশন সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত ।
 স্বচ্ছন্দ আচার সর্ব্বগুণবিবর্জিত ॥ (১)
 হেন গোপজাতি কৃষ্ণ পূজিতে ব্রহ্মার ।
 কাকে যেন যজ্ঞভাগ আগে বলি পায় ॥
 স্বযাতি রাজার শাপ আছে বহুকূলে ।
 বহুবংশে কেহ জানি রাজ্যপন করে ॥
 হেন বহুকূলে জন্ম লোক বহিষ্কৃত ।
 বৃথাপানরত সাধুজন বিবর্জিত ॥
 বস্ত্রজন-সেবিত ছাড়িয়া পুণ্যদেশ ।
 গড় বান্ধি করে গিয়া সাগরে প্রবেশ ॥
 হেন কৃষ্ণ হয় কি পূজার অধিকারী ।
 এইরূপ শিশুপাল দিল নানা গালি ॥
 বস্ত্র গালি দিল শিশুপাল হুষ্টমতি ।
 সেই ক্ষতি করিয়া বর্ণিলা সরস্বতী ॥
 কিছু না বলিল তাণ্ডে প্রভু শ্রীনিবাসে ।
 শৃগাল-শব্দে যেন কেশরী না রোবে ॥
 কৃষ্ণ-নিন্দা শুনিয়া উঠিল সভাগদে ।
 দুই কর্ণ ধরিয়া চলিল সর্চকতে ॥
 কৃষ্ণ-নিন্দা শুনে কিংবা সাধুনিন্দা শুনে ।
 কর্ণ ধরি যে জন না চলে তথা হনে ॥
 অযোগ্যতা চলে তার পূর্ব্বপুণ্য ক্ষয় ।
 সাধু নিন্দা সয় পাপ কহেন না যায় ॥
 তবে পাণ্ডুসুত আদি মহাবীরগণে ।
 ক্রোধ করি অস্ত্র ধরি উঠিল তখনে ॥
 খড়্গ চর্ম্ম ধরিয়া উঠিল শিশুপাল ।
 কৃষ্ণপক্ষ বীরগণ ভৎসিল অপার ॥
 তবে হরি বীরগণে করি নিবারণ ।
 চক্রে ধরি আপনে উঠিলা নারায়ণ ॥

(১) পাঠান্তর,—

"বহু-আচার গুণহীন বিনিদিত" ।

কুরধার চক্রে যাণা কাটিয়া পেলিল ।
 হাহাকার কোলাহল শব্দ উঠিল ॥
 শিশুপাল পক্ষ যত আছিল বৃপতি ।
 প্রাণ লয়্যা তারা সব গেল ভিতাভিতি ॥
 তার অজ্ঞোতি গিয়া উঠিলা গগনে ।
 তড়িত সঞ্চরে যেন দেখে সর্ব্বজনে ॥
 প্রবেশ করিল জ্যোতি গোবিন্দচরণে ।
 নয়ান মুদিয়া লোক রহিল ধৈর্য্যনে ॥
 বৈরভাব ধরে দৈত্য তিন জন্ম ধরি ।
 সতত চিন্তিল কৃষ্ণে বৈরভাব করি ॥
 কৃষ্ণদান করি দৈত্য হ'ল কৃষ্ণময় ।
 জ্যোতীরূপে চিন্তিলে গোবিন্দরূপ হয় ॥
 তবে যজ্ঞ সমাধিল ধর্ম্মের নন্দন ।
 বিবিধ দক্ষিণা দিয়া পুঁ লি ব্রাহ্মণ ॥
 বিধি অনুসারে কৈল সর্ব্বলোকে পূজা ।
 যজ্ঞ সমাধিল তবে বৃষ্টিরি রাজ্য ॥
 মহাবোণ যোগেশ্বর প্রভু ভগবান ।
 বৃষ্টিরি যজ্ঞ করাইল সমাধান ॥
 বহুগণে রাখিল ধরি । পদপুণে ।
 কথোদীন রহিলা বান্ধব-অনুরাগে ॥
 কথোদীন রহি বহুগণ সজ্জাবরা ।
 চলিলা দ্বারকাপুরে নিজ গুণ লয়্যা ॥
 হেন অপরূপ কর্ম্ম করিলা শ্রীহারি ।
 অনন্ত কালের কর্ম্ম কে কহিতে পারি ॥
 যজ্ঞ সমাপিয়া রাজ্য ধর্ম্মের নন্দন ।
 যজ্ঞশেষ পুণ্যভলে করিয়া মচ্ছন ॥
 আসনে বসিলা রাজা যেন পুরন্দর ।
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য রচিত মণ্ডল ॥
 সুর মুনি গন্ধর্ব্ব কিম্বদ নরনারী ।
 চলিল সকল লোক কৃষ্ণে মন ধরি ॥
 আনন্দে চলিলা লোক কৃষ্ণে প্রশংসিয়া ।
 তবে দুর্ব্বোধন গেলা মনে হুঃখ পায়্যা ॥
 শিশুপাল-বধ বৃপগণ বিমোচন ।
 মহাযজ্ঞ পুণ্যকথা যে করে কৌন্তিন ॥
 কৃষ্ণগুণ-কথা পুণ্য যশ পরকাশ ।
 সর্ব্বপাপ হরে তার বিষ্ণুপদে বাস ॥
 ভাগবত-আচার্য্যের মধুর-বাণী ।
 চিত্ত দিয়া শুন লোকে প্রেমতরঙ্গিনী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং

বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥৭৪॥

পঞ্চসপ্ততম অধ্যায় ।

তুডি রাগ ।

তবে রাজা ভিজ্ঞাসিল মুনিসন্নিধান ।
 দুৰ্য্যোধন রাজ্য কিবা পাইল অপমান ॥
 মহাযজ্ঞ দেখি লোক পাইল আনন্দ ।
 দুৰ্য্যোধন রাজ্য কেন হৈল নিদানন্দ ॥
 কহ গুরু যোগেশ্বর হৈহার কারণ ।
 তবে শুক মুনি বলে সব ব্যবধান ॥
 পিতামহ তোমার আছিল আশ্রয় ।
 মহাযজ্ঞ আরম্ভিলা নৃপতি সুধীর ॥
 পরিচর্যা করিতে আনন্দ বন্ধুগণ ।
 যার যেন যোগ্য কাৰ্য্য কৈল নিয়োজন ॥
 ভীম অধিকার পাইল কারণে রতন ।
 ধন অধিপতি বীর দিল দুৰ্য্যোধন ॥
 সহদেবে লোকপূজা-কৰ্ম্মে নিয়োজিল ।
 দ্রব্য আনি যোগ্যহতে নহলে স্থাপিল ॥
 সাধু সেবা করিতে স্থাপিল ধনজয় ।
 পদ পাখালিতে দিল ঋষ মহাশয় ॥
 অন্ন পরিষণে দিল ক্রপদকুমারী ।
 কর্ণ মহাদাতা দিল দানে অধিকারী ॥
 যুধিষ্ঠির বিরাট বিদুর সন্তোষন ।
 নানা কৰ্ম্মে নিয়োজিল যত মহাশয় ॥
 এইরূপে যজ্ঞ কৈল ধর্ম্মের নন্দন ।
 সর্বভাবে সর্বলোক কৈল আধারন ॥
 যজ্ঞ সমাপিয়া দিল বিবিধ দক্ষিণা ।
 যার যেন পারিত না করিল লজ্জনা ॥
 দমযোযনুত যদি সভা-বিদ্যমান ।
 প্রবেশ করিল গিয়া গোবিন্দচরণে ॥
 তবে যজ্ঞে পূর্ণা দিয়া কৈলা সমাধান ॥
 সগণে চলিয়া গিয়া কৈলা গঙ্গাস্নান ॥
 দুন্দুভি মৃদঙ্গ বাদ্য বাজে শব্দ ভেরী ।
 বিবিধ বাজন বাজে আনক ধুমুরী ॥
 নটক নটকী নাচে নানা নৃত্যগীত ।
 বিবিধ মঙ্গল রোল সৌদগে পূরিত ॥
 বিবিধ পতাকা ধ্বজ ডেড়ে ছত্র বান ।
 নানাবর্ণে দিব্য ঘোড়া নানাবর্ণে সেনা ॥
 মহাগজ মহারথ কাঞ্চে নিশ্চিত ।
 দিব্য বেশ নরনারী ভূষণে ভূষিত ॥
 কত কত রাজা যার রাজার গোচর ।
 সৈন্ততরে পৃথিবী করয়ে টলমল ॥

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণে করে বেদধ্বনি ।
 দেব ঋষি পিতৃগণ স্তুতি জয়বাণী ॥
 গন্ধর্ব্বের কিম্বরে গায় নাচে বিভাধরী ।
 পুষ্প বরিষণ করে দিব্য নরনারী ॥
 চন্দন ছিটায় কেহ গন্ধ বিলেপন ।
 নানা রসে কেহ কেহ করয়ে সেচন ॥
 কেহ গন্ধজল কেহ সুন্ধুম ছিটায় ।
 হরিত্রা গোরস কেহ তলিয়া পেলায় ॥
 আগে দেবীগণ যার চটিয়া বিমানে ।
 চৌদিকে বেষ্টিত তার মহাভটগণে ॥
 হাস পরিহাসে গন্ধচন্দন-সেচন ।
 চর্ম্মকোষ ভার করে জল-বরিষণ ॥
 স্তনবিনিহিত তনু-বসন-বিলাস ।
 কেশপাশ বিগলিত কুচ পরকাশ ॥
 কচির বিহার রসময় গতিভঙ্গ ।
 দেখিয়া কামুক জনে মদন তরঙ্গ ॥
 হেম বিনিশ্চিত রথে করি আরোহণ ।
 চৌদিকে বেষ্টিত মহাভট বীরগণ ॥
 রথ গজ তুরঙ্গ রাজার আশ্রয়ন ।
 দুই পাশে নৃপগণে করিয়া যোগান ॥
 উত্তরিল গিয়া রাজা সুরনদীতীরে ।
 অভিষেক কৈল আগে যজ্ঞশেষনীয়ে ॥
 মহা অভিষেক আছে যজ্ঞের শিধান ।
 সপত্নীক হস্তা ভাষা কৈলা সমাধান ॥
 আচমন করিয়া ঋণিল গঙ্গাজলে ।
 অভিষেক কৈলা রাজা বিধি অনুসারে ॥
 দেববাদ্য নরবাদ্য দুন্দুভি বাজন ।
 জয় ঝর স্তুতিবাণী পুষ্প-বরিষণ ॥
 দেব ঋষি গন্ধর্ব্ব কিম্বরে পিতৃগণ ।
 মহাঅভিষেক-জলে করিয়া মজ্জন ॥
 সর্বলোক আনন্দিত হৈল পাণক্সয় ।
 মহাপাতকীর যাথে পাতক না রয় ॥
 মহাঅভিষেক করি ধর্ম্মের কুমার ।
 উঠিয়া পরিল বাস রাজ-অলংকার ॥
 যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণে বসন ভূষণে ।
 বিবিধ দক্ষিণা দিয়া পূজিল বিধানে ॥
 জাতি-বন্ধু-বান্ধব সকল নৃপগণে ।
 একে একে পুত্রিলা সকলে জনে জনে ॥

ভকতসত্তম রাজা বিধিবিদাশ্বর ।
 যার যেন যোগ্য পুঞ্জা পূজিল সকল ॥
 বসন ভূষণে সর্বলোক বিরাজিত ।
 মুকুট কুণ্ডল হার চন্দন চর্চিত ॥
 বিবিধ বরণে পাগ অঞ্জের কাছনি ।
 বহুবিধ ভূষণে ভূষিত নরনারী ॥
 যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ যত সদস্ত্র ব্রাহ্মণ ।
 বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যত ক্ষিতপত্তিগণ ॥
 দেব ঋষি পিতৃগণ গন্ধর্ব্ব কিম্বর ।
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য যত নারীনর ॥ (১)
 সভাই চলিল করি রাজ্যারে সম্ভাষা ।
 মহাযজ্ঞ মহোৎসব করিয়া প্রাশংসা ॥
 সর্বলোক গেল তবে নিজ নিজ ধাম ।
 আনন্দে রহিলা রাজা ভকতপ্রধান ॥
 ভাই বন্ধু বান্ধব সুহৃদ মিত্রগণ ।
 স্নেহভার ধরিয়া রাখিলা সর্বজন ॥
 চরণে ধরিয়া কৃষ্ণে রাখিলা যতনে ।
 নব নব দিনে দিনে পুজিল বিধানে ॥
 রাজার পীরিত্তি হরি করিবারে চায় ।
 সব যত্নগণ আনি দ্বারকা পাঠায় ॥
 আপনে রহিলা প্রভু রাজার মন্দিরে ।
 পাঠায়্যা সকল লোক দিল নিজপুরে ॥
 ধর্ম্মসুত রাজগিহ মহাশুণনিধি ।
 সুখময় সাগরে মজিল নিরবধি ॥
 একদিন দুর্য্যোধন গেল অস্তঃপুরে ।
 রাজপুর শোভা দেখে জলিল অন্তরে ॥
 সুরেন্দ্র-নরেন্দ্র লক্ষ্মী যাথে নানা ভাতি ।
 ত্রিভুবন সম্পদ একত্রে মুর্ত্তিমতী ॥
 ময়দানবের সভা বিচিত্র নির্মাণ ।
 তাহাতে বসিয়া আছে নৃপতিপ্রধান ॥
 দিব্যবেশ দাসীগণ নিজ সজ্জে করি ।
 পরিচর্যা করে যথা দ্রুপদকুমারী ॥

(১) পাঠান্তর,—

“দেব ঋষি পিতৃগণ গন্ধর্ব্ব চারণ ।
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য যত নারীগণ ॥”

অতুল সম্পদ দেখি মহা অকুণ্ঠাব ।
 দুর্য্যোধনহৃদয়ে উঠিল অকুণ্ঠাপ ॥
 ষোড়শ সহস্র যথা কৃষ্ণের রমণী ।
 শিজ্ঞত মঞ্জীর-পদ রণিত কিক্লিণী ॥
 রাজসিংহাসনে রাজা ধর্ম্মের নন্দন ।
 চৌদিগে বেষ্টিয়া আছে ভাই বন্ধুগণ ॥
 ইন্দ্রপুরে ইন্দ্র যেন ত্রিদিব-সমাবে ।
 দীপ্ত করে নরপতি দিব্য সভা মাঝে ॥
 নস্তকে নর্জন করে স্তাবকে মহিমা ।
 উচ্চনাঙ্গে ভাটগণ পড়য়ে ভট্টমা ॥
 হেনকালে গেলা তথা রাজা দুর্য্যোধন ।
 চৌদিগে বেষ্টিয়া তার আছে ভাইগণ ॥
 দেখিয়া সম্পদ রাজা ক্রোধে হৈল অন্ধ ।
 হাতে হাতে মোচড়ে দশনে পিষে দস্ত ॥
 ক্রোধে অচেতন রাজা হবল গেলান ।
 স্থলে জল জ্ঞান ধরি তোলে পরিধান ॥
 জলে স্থল ভরমে না তোলে নিজবাস ॥ (১)
 তা দেখিয়া নারীগণ করে উপহাস ॥
 কটাক্ষে ঠারিঞা দিল দৈবকীনন্দন ।
 ভীম আদি করি যত হাসে নৃপগণ ॥
 ভরে বৃষ্টিরি রাজা করে নিবারণ ।
 হাসে সর্বলোক কেহ না ধরে বচন ॥
 আপনে রসিক যাথে প্রভু স্নানার্থী ।
 আনের শক্তি তাথে কি করিতে পারি ॥
 লজ্জা পায়্যা দুর্য্যোধন গেলা নিশবদে ।
 হাহাকার শব্দ উঠিল সভাসদে ॥
 বিবাদ ভাবিয়া রহে ধর্ম্মের নন্দন ।
 নিশবদে রহিলা ঠাকুর নারায়ণ ॥
 পৃথিবীর ভার হরি হরিবারে চায় ।
 অন্ত্রাত্রে করিয়া হরি বিনাদ বাঢ়ায় ॥
 যে কিছু পুড়িলে রাজা কহিলু সাক্ষাতে ।
 দুর্য্যোধন কুমতি বাঢ়িল যেন মতে ॥
 ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস বাণী ।
 দুর্য্যোধন মানভঙ্গ প্রেমতরঙ্গিণী ॥

(১) পাঠান্তর,—“নাশারে নিজবাস” ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পায়মহাংশে সংহিতাস্থাং
 বৈয়াসিক্যং দশমস্কন্ধে পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায় ॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় ।

তবে মুনি বলে রাজা শুন পরীক্ষিত ।
 অদভুত আর কথা গোবিন্দচরিত ॥
 ক্রীড়া নরকলেবর নরলীলা করি ।
 শাস্ত্র নামে অমুর বধিল শ্রীমুরারি ॥
 শিশুপাল-সখা শাস্ত্র আছিল অমুর ।
 সময় যুঝায় বীর পরম নিষ্ঠুর ॥
 কল্কিগী-হরণে গেলা যখনে শ্রীহরি ।
 তখনে আসিয়াছিল শাস্ত্র মহাবলী ॥
 সংগ্রামে হারিয়া বীর পলাইল তখনে ।
 প্রতিজ্ঞা করিল শাস্ত্র সত্য বিজ্ঞানেনে ॥
 অযাদব পৃথিবী করিব বাহুবলে ।
 মোর যশ রহে যেন ধরণীমণ্ডলে ॥
 প্রতিজ্ঞা করিয়া এই চলিল দূরন্ত ।
 শিব আরাধিল গিয়া বৎসর পর্য্যন্ত ॥
 এক মুষ্টি পাংশু খায় দিন অবসানে ।
 তুষ্ট হয়্যা মহাদেব আইলা বিজ্ঞানেনে ॥
 আনন্দিত হয়্যা শাস্ত্র মাঝে এই বর ।
 কামগতি এক রথ দেহ মহেশ্বর ॥
 গন্ধক কিঙ্কর সিদ্ধ নর সুরাসুরে ।
 ত্রিভুবনে কেহ যেন ভাঙিতে না পারে ॥
 ত্রিভুবন ত্রিনিয়া আসিষু এক রথে ।
 হেন রথ মাঝে নাথ তোমার সাক্ষাতে ॥
 অলঙ্কিতগতি রথ লোক-ভয়ঙ্কর ।
 তুষ্ট হয়্যা পশুপতি দিলা সেই বর ॥
 ময় নামে দানব আনিয়া বিজ্ঞানেনে ।
 আজ্ঞা দিল দেহ রথ করিয়া নির্মাণ ॥
 রথ নিরমিয়া ময় দিল সচকিত ।
 সৌত নামে রথখান লোহার নির্মিত ॥
 লঙ্কারময় রথ অলঙ্কিতগতি
 তাহাতে চড়িয়া শাস্ত্র চলিল দুর্মতি ॥
 বেটিল দ্বারকাপুরী লয়া মহা সেনা ।
 গড়ের বাহিরে গিয়া বেটি দিল হানা ॥
 বন উপবন ভাঙে প্রাচীর দুয়ার ।
 গোপূর বন্ধির ভাঙে বিমান বিহার ॥
 অস্ত্র বরিষণ পড়ে গাছ পাথর ।
 বজ্রপাত নিষ্ঠুর গর্জন কণধর ॥
 পরচণ্ড চক্রবাত ধূলা-বরিষণ ।
 দশদিগ আচ্ছাদিল ঘন পরজন ॥

দেখিয়া প্রহুয় বীর কৃষ্ণের তনয় ।
 শাস্ত্রিয়া রাখিল লোকে না করিহ ভয় ॥
 এ বোল বলিয়া বীর মহারথে চটি ।
 মহাসেনাপতিগণ নিজ সঙ্গ করি ॥
 সাত্যকি অক্রুর গদ শুক সারণ ।
 শাশু তাম্রবল্ল আদি মহাবীরগণ ॥
 আর বন্ত সেনাপতি মহাহুঙ্কর ।
 মহাভট মারথ তুরঙ্গ কুঞ্জর ॥
 চলিল প্রহুয় বীর সাজি যতুসেনা ।
 নানা বর্ণের হাতী বোড়া ছত্র ধ্বজ বানান ॥
 বাজিল শাস্ত্রের সথে তুমুল সংগ্রাম ।
 নহিল নহিল যুদ্ধ তাহার সমান ॥
 ধনুকে টঙ্কার দিয়া বোড়ে চোখ শর ।
 কাটিল শাস্ত্রের মায়া কৃষ্ণের কোণর ॥
 তিলেকে শাস্ত্রের মায়া সব গেল নাশ ।
 স্বর্ঘ্য দরশনে যেন তমের বিনাশ ॥
 বিজিল পঁচিশ বাণে শাস্ত্র-সেনাপতি ।
 দশ দশ বাণে আর বিজিল সারথি ॥
 বিজিল শতেক বাণে শাস্ত্র-কলেবর ।
 তিন তিন বাণে ঘোড়া কৈল জরজর ॥
 একরূপ বহুরূপ নানারূপ ধরে ।
 অলঙ্কিত রথ কেহ লখিতে না পারে ॥
 মায়াময় রথখান দেখিতে না দেখি ।
 কিরূপে কোণাতে থাকে লখিতে না লখি ॥
 কণে জলে কণে স্থলে আকাশ মণ্ডলে ।
 কণে বনে কণে গিরিশিখরেতে চলে ॥
 বথা বথা চিন্তে রথ আছে সেই ঠাকুরি !
 কোথা শাস্ত্র কোথা সৈন্ত চিন্তিতে না পাই ।
 বন্ত সেনাপতি যতকুলের প্রধান ।
 ধনুকে টঙ্কার দিয়া বোড়ে চোখ বাণ ॥
 বিজিয়া শাস্ত্রের সৈন্ত কৈল জরজর ।
 তবে কোন যুক্তি করে শাস্ত্র মহাবল ॥
 একধারে করে ভীত্ব বাণ-বরিষণ ।
 তবু যতুবীরগণে না তেজিল যুগ ॥
 আছিল শাস্ত্রের যন্ত্রী যন্ত্রী প্রধান ।
 দ্যামান তাহার নাম মহা বলবান ॥
 প্রহুয়ের বাণে বেটা সংগ্রাম ছাড়িয়া ।
 কুব্ধেতে পড়িয়াছিল মূরছিত হয়্যা ॥

আরবার উঠিয়া ডাকিল ভয়ঙ্কর ।
 তুলিয়া লোহার গদা ধাইল সত্বর ।
 প্রহ্মায়ের বকে গিয়া মারে এক বাড়ি ।
 পড়িল প্রহ্মায় বীর রণে প্রাণ ছাড়ি ।
 দারুকনন্দন তার রথের সারথি ।
 রথখান বাহিরে আনিল মহামতি ।
 রণে হৈতে রথ লঞা আইল বাহির ।
 যুদ্ধধর্ম জানে সে যে পরম সুধীর ।
 উঠিল চৈতন্ত পেয়া কৃষ্ণের নন্দন ।
 সারথি দেখিয়া তবে কি বলে বচন ।
 কেন হেন কর্ম তুমি কৈলে বিপরীত ।
 সংগ্রাম তেজিতে বীরে না হয় উচিত ।
 যুদ্ধ তেজি পলায়ন নহে বীর-ধর্ম ।
 যদ্বংশে কেহ হেন নাহি করে কর্ম ।
 কি বলিয়া রহিব কৃষ্ণের বিদ্যামানে ।

কি বোল বলিবে মোরে ভাই বন্ধুগণে ।
 বধুগণ হাসিয়া করিব উপলব্ধ ।
 পুণ্যজনে দেখিয়া বলিব মোরে মন্দ ।
 এতেক বচন শুনি দারুক-তনয় ।
 কহিতে লাগিলা ধর্ম জানিঞা নির্ণয় ।
 শুন মহাপুরুষ ধর্মের বিবরণ ।
 আমি নাহি করি যুদ্ধ-ধর্ম বিলজ্জন ।
 সঙ্কটে পড়িলে বীর রাখিব সারথি ।
 সারথির প্রতিকার করে মহারথী ।
 ও বোল বুঝিয়া কৈলু রথের বাহির ।
 ছুঃখ পরিহর তুমি মতি কর স্থির ।
 এতেক বচন যদি বলিল সারথি ।
 চিন্ত-স্থির করিয়া রহিল মহামতি ।
 ভাগবত আচার্য্যের মধুরস-ভাষা ।
 হরিকথা বিনে আর না করিহ আশা ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং

বৈষ্ণবাসিক্যাং দশমস্কন্ধে ষট্-সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ৭৬

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় ।

উঠিয়া বলিলা বীর ঋক্মিণীন্দন ।
 হাত পাও পাখালিয়া কৈল আচমন ।
 ধনুকে টকায় দিয়া যুড়ে চোখ বাণ ।
 ডাকিয়া কি বলে তবে বীরের প্রধান ।
 আরে রে সারথি রথ সহরে চালাও ।
 কোথাতে ছ্যামান্ বীর তুরিতে দেখাও ।
 এতেক বচন বলি বেচি চারি পাশে ।
 বিক্সিল ছ্যামান্ বীরে অষ্ট বাণে রোষে ।
 চারি বাণে চারি বোড়া বিক্সিল সন্ধান ।
 ধনুখান কাটিয়া পেলিল একবাণে ।
 দুই বাণে কাটে ধ্বজ সারথির নাথা ।
 চারি বাণে কাটিল রথের চারি চাকা ।
 এক বাণে কাটে তবে ছ্যামানেয় শির ।
 সাধু সাধু বলিয়া ডাকিল সব বীর ।
 তবে গদ সাধ শুক সাত্যকি সারণ ।
 চৌদিকে বেচিয়া বুকে সব বীরগণ ।
 কাটিয়া শাস্ত্রের সৈন্ত পেলিল সাগরে ।
 ছিন্ন ভিন্ন হয়্যা কত রহিল সমরে ।

এইরূপে দুই সৈন্ত যুদ্ধে নিরস্তর ।
 সাতাইশ দিবস যুদ্ধ পৃথিবী ভিতর ।
 ইন্দ্রপ্রস্থে তখনে আছিল শ্রীহরি ।
 ধর্মস্থত্রে নিঞাছিল নিমন্ত্রণ করি ।
 রাজসূয় যজ্ঞ যদি কৈলা সমাধান ।
 শিশুপাল সংহার করিয়া ভগবান্ ।
 জলভ দেখিয়া বিস্ময় করি চিতে ।
 বন্ধুগণ সন্তোষিয়া চলিলা তুরিতে ।
 বন্ধুগণ সহ আসি এথা উপস্থিত ।
 না জানি কি হয় তথা কার্য্য বিপরীত ।
 শিশুপাল পক্ষ যত বিপক্ষ নৃপতি ।
 না জানি কি করে তারা পুরীর দুর্গতি ।
 এতেক বচন বলি প্রভু হৃবীকেশ ।
 দ্বারকা নগরে আসি কৈলা পরবেশ ।
 নিজজন কদন দেখিয়া শ্রীহরি ।
 সারথিরে আজ্ঞা তবে দিল দ্বরা করি ।
 চালাহ সারথি রথ না কর বিলম্ব ।
 শাস্ত্রের মারায় জানি যুদ্ধে দেহ ভঙ্গ ।

যথা শাস্ত্র তথা রথ চালাই সম্বরে ।
 সগণে মারিব তারে রণের ভিতরে ॥
 তবে রথ টিপিয়া সারথি দিল ঝাটে ।
 আঁধার নিমিখে নিল শাস্ত্রের নিকটে ॥
 হেনকালে তথাই গুরুড় দেখা দিল ।
 দেখিয়া সকল সৈন্ত চমকিত হৈল ॥
 তবে কোন কৰ্ম্ম করে শাস্ত্র ছুরাচার ।
 শক্তিপাট তুলিয়া ফিরায় সাতবার ॥
 পেড়িল মারিল শক্তি সারথির শিরে ।
 উদ্ধাপাত হৈল যেন আকাশ উপরে ॥
 শক্তিপাট পড়িব দেখিয়া ভগবান ।
 ভীত্বাটে কাটিয়া করিল শতধান ॥
 বিচ্ছিন্ন বোড়শ বাণে শাস্ত্রের শরীরে ।
 রথধান জরজর কৈল শরজালে ॥
 তবে কোন কৰ্ম্ম করে শাস্ত্র ছুরাচার ।
 আকর্ণ পুরিয়া দিল ধনুকে টকার ॥
 বাম হাত কৃষ্ণের বিচ্ছিন্ন ভীত্ব বাণে ।
 ধসিয়া পড়িল ধনু নিজ হাত হনে ॥
 পড়িল শরজ ধনু দেখি চমৎকার ।
 ত্রিভুবনে শব্দ উঠিল হাহাকার ॥
 ডাকিয়া বোলায় শাস্ত্র আয়ে রে গোয়াল ।
 আজি মোর হাতে তোর নহিব নিস্তার ।
 মোর লখা তোর ভাই হয় শিশুপাল ।
 তার ভাষা সাক্ষাতে হরিল ছুরাচার ।
 ভে-সম নিলজ্ঞ কেহ নাহি ত্রিভুবনে ।
 সত্য মধ্যে তাই বধ কৈল অগেয়ানে ॥ (১)
 ভীত্ব বাণে আঁকি তোর হরিব পরাণ ।
 রণে স্থির হয়্য রহ যোর বচমান ॥
 শাস্ত্রের বচন শুনি বলেন শ্রীহরি ।
 কেন বেটা এতেক বলিস দৰ্প করি ॥
 শূর হয়্য বিক্রম দেখায় আপনার ।
 বীর হয়্য বচনে না করে অহংকার ॥
 এ বোল বুলিয়া হরি গদাপাট তুলি ।
 মারিল শাস্ত্রের গালে ভীত্ব এক বাড়ি ॥
 কাঁপিয়া উঠিল শাস্ত্র রক্ত পড়ে ধারে ॥
 অস্ত্রীক হয়্য গেল আকাশ উপরে ॥
 কণেক অস্ত্রে এক পুরুষ আসিয়া ।
 রহিল কৃষ্ণের আগে প্রণাম করিয়া ॥
 দৈবকী তোমার মাতা পাঠাইল ঘোরে ।
 নিবেদন করোঁ নাথ তোমার গোচরে ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাত প্রমাদ ঘটিল ।
 বাকিয়া তোমার পিতা শাস্ত্রে লৈয়া গেল ॥
 কোন্ বুদ্ধি করিবে কি হইবে প্রকার ।
 কোন্মতে করিবে বাপের প্রতিকার ॥
 এ বোল শুনিঞা কৃষ্ণ ভাবিয়া বিস্ময় ।
 দুঃখ শোক পেয়া হরি চিন্তে অতিশয় ॥
 মাছুষপ্রকৃতি লীলা প্রকট করিয়া ।
 কহিতে লাগিল কিছু বিস্ময় ভাবিয়া ॥
 যেই ভাই তথাতে থাকিতে বলরাম ।
 ত্রিভুবনে নাহি বীর তাঁহার সমান ॥
 অল্পবল শাস্ত্র হরি পিতা লঞা যায় ।
 বিধি বাম হয় যথেষ্ট কি করি উপায় ॥
 হেনকালে শাস্ত্র আসি দিল দরশন ।
 বশুদেব করে ধরি কি বলে বচন ॥
 হের দেখ ঝুঞ্চ তোর বশুদেব পিতা ।
 এইক্ষণে তোর বিদ্যমান কাটো মাথা ॥
 যদি কৃষ্ণ পারিল, বাপের রক্ষা কর ।
 নহে হের মাথা কাটি তোহোর গোচর ॥
 এতেক বলিয়া শাস্ত্র খজো কাটি শির ।
 আকাশে উড়িয়া গেল শাস্ত্র মাথার ॥
 কণেক রহিল কৃষ্ণ হয়্য মুক্খিত ।
 মাছুষ-স্বভাবে চিন্ত করে নিয়োজিত ॥
 বদ্যপি পরমানন্দ শুদ্ধ জ্ঞানময় ।
 সজ্জদোষে তথাপি অবশ্য দোষ হয় ॥
 এই বুঝাইতে প্রভু নরলীলা ধরি ।
 বুঝাএ সকল লোক এই শিক্ষা করি ॥
 তবে কৃষ্ণ উঠিল মালিয়া দুই আঁখি ।
 জানিলা শাস্ত্রের মায়া সৰ্বলোক সাক্ষী ॥
 নাহি দূত তথাতে বাপের কলেবর ।
 তিলেকে শাস্ত্রের মারা খণ্ডিল সকল ॥
 আকাশে দেখিল শাস্ত্রে সোভের উপরে ।
 ক্রোধ করি জগন্নাথ উঠিল সম্বরে ॥
 এইরূপ বলে কোন কোন মুনিগণ ।
 আপনা আপনে তাঁরা না বুঝে বচন ॥ (১)
 কোথা শোক কোথা মোহ কোথা প্রেমভয় ।
 কোথা বা পরমানন্দ শুদ্ধ জ্ঞানময় ॥
 যাহার পদারবিন্দ সেবা অমুভাব ।
 অবিজ্ঞা বিনাশ করে হরে ভবতাপ ॥

(১) পাঠান্তর,—

(১) পাঠান্তর, “বিক্রমানে”

“আপনে না বুঝে তাঁরা আপন বচন ।”

ଶାନ୍ତଜନ-ଗତି-ପତି ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ।
 ତବେ ଶୋକ ତାର ବୋହ କି ହୁଏ ଶ୍ରୀଯାଣ ॥
 ଏହିରୂପ କେହ କେହ କହେ ଆଗେୟାନେ ।
 ତାରା ଶବ କୁଞ୍ଜେର ମହିମା ନାହିଁ ଜ୍ଞାନେ ॥
 ଅନ୍ଧ ପଦ୍ମେ କରେ ଶାନ୍ତ ଧର ବରିଷ୍ଠ ।
 ତା ଦେଖିଲା କ୍ରୋଧ କୈଳା ଦେବକୀନନ୍ଦନ ॥
 ଅନ୍ତେର କବଚ କାଟି କୈଳା ଜରଜର ।
 ଆର ବାଣେ କାଟିଲା ହାତେର ଧନୁଧର ॥
 କାଟିଲ ଯାଥାର ମଣି ଧରତର ଧରେ ।
 ଶୁଦ୍ଧଧାନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କୈଳ ଗଦାର ଶ୍ରୀହାରେ ॥
 ଧନୁ ଧନୁ ହସ୍ତା ରଥ ପଡ଼ିଲ ମାଗରେ ।
 ଲକ୍ଷ ଦିଶା ତବେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼େ ଭୂମିତଳେ ॥
 ଗଦାପାଟି ତୁଲି ଶାନ୍ତ ହେଲ ଆଶ୍ରୟାନ ।

ଗଦା ଶହ ବାହ କାଟି କୈଳା ଦୁହିଧାନ ।
 ଭଗ୍ନାନ୍ତେ କାଟିଲା ଭୁଜ ଶ୍ରୀଭୁ ଚକ୍ରଧର ।
 ତବେ ଚକ୍ର ଡୋଳେ ଯେନ ଶ୍ରୀଧର-ଅନଳ ॥
 ଚକ୍ର କରେ ଧରି ହରି ଜଳେ ଅତିଶୟ ।
 ଉଦୟ ପର୍ବତେ ଯେନ ଅଧ୍ୟୋୟ ଉଦୟ ॥
 ଚକ୍ରେ ଯାଥା କାଟିଲ ଶାନ୍ତେର ଚକ୍ରଧର ।
 ଭୂମିତେ ପଡ଼ିଲ ଯାଥା ଯୁକ୍ତ କୁଣ୍ଡଳ ॥
 ବନ୍ଧେ ଯେନ ପରୁତ କାଟିଲା ପୁରନ୍ଧରେ ।
 ହାହାକାର ଧବ ଉଠିଲ କ୍ଷିତିତଳେ ॥
 ଶୌତ-ସହେ ଶାନ୍ତ ଯଦି ପଡ଼ିଲ ସଂଗ୍ରାମେ ।
 ତବେ ଯୁଦ୍ଧିବାରେ ଆହିଲା ଦନ୍ତବକ୍ର ନାମେ ॥
 ଶ୍ରୀଗଦାଧର ବୀର-ଶିରୋମଣି ଡାନ ।
 ଭାଗବତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟେର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗାନ ॥

ଶ୍ରୀମଦାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସାଂ ସଂହିତାଂ
 ବୈରାସିକ୍ୟାଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ ଶ୍ରୀମଦାଗବତଃ
 ଶତସଂସ୍କୃତିତତ୍ତ୍ୱୋଦ୍ୟାୟଃ ॥ ୧୧ ॥

ଅଷ୍ଟମସ୍କନ୍ଧାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ଶିଶୁପାଳ ଶାନ୍ତ ଯଦି ପଡ଼ିଲ ସଂଗ୍ରାମେ ।
 ପଡ଼ିଲ ଶୌର କ ଯଦି ଶ୍ରୀକୃ ଚକ୍ରବାଣେ ॥
 ଅଧିବାରେ ଆହିଲ ବୀର ବହୁଗଣ ଧାର ।
 ଦନ୍ତବକ୍ର ନାମେ ଏକ ମହାଦ୍ରାଚାର ॥
 ପଦତରେ ପୁଷିବୀ କରରେ ଟଳମଳ ।
 ଗଦା ଲହିଲା ଆହିଲ ବୀର କରିତେ ସମର ॥
 ଗଦା ହାତେ ଦୈତ୍ୟୋରେ ଦେଖିଲା ଗଦାଧର ।
 ଗଦା ଧରି ରଥେ ହେତେ ନାହିଁଲା ଶକ୍ତର ॥
 ଗଦାଧର ଦେଖିଲା କି ବଳେ ଦନ୍ତବକ୍ର ।
 ଭାଲ କୁଞ୍ଜ ଆଜି ତୋର ଦୂର କରୋ ଦର୍ପ ॥
 ଭାଲ ଯିଦ୍ରୋହୀ ଭୂଞ୍ଜି ଯାହୁଲେର ମୋର ।
 ଗଦାର ଶ୍ରୀହାରେ ତୋରେ କରିବ ସଂହାର ॥
 ତବେ ଆଜି ଅଧିବ ବାହୁବଗ୍ନ-ଶ୍ରେଣ ।
 ବହୁରୂପେ ଶକ୍ର ଭୂମି ଧର ନର-ଚିନ ॥
 ଏହିରୂପ ବ୍ରହ୍ମବାଣୀ ବାଲ ଅତିଶୟ ।
 ସିଂହନାଦ କରିଲା ଡାକିଲ ଦୁରାଶୟ ॥
 ଧାରିଲ ଗଦାର ବାଡ଼ି କୁଞ୍ଜେର ଉପରେ ।
 ଶତ୍ରୁ ନା ଟଳିଲ ହରି ଗଦାର ଶ୍ରୀହାରେ ॥
 ତବେ କୌରବକୀ ଗଦା ତୁଲିଲା ଶ୍ରୀହରି ।
 ବୁକେର ଉପରେ ତାର ଯାରେ ଏକ ବାଡ଼ି ॥

ବୁକ ତାହା ଦନ୍ତବକ୍ର ହେଲ ଦୁହି ଚାର ।
 ବଳକେ ବଳକେ ପଡ଼େ ଯୁଦ୍ଧେତେ କୁଦିର ॥
 ହସ୍ତ ପଦ ଆହାଡ଼ିଲା ଡେଜିଲ ଧରୀର ।
 ଭୂମିତଳେ ପଡ଼ିଲ ଦାକ୍ଷଣ ମହାବୀର ॥
 ଅନ୍ଧ ଡେଜ ଉଠିଲ ଦୈତ୍ୟୋର ଦେହ ହନେ ।
 କୁଞ୍ଜେ ପରବେଶ କୈଳ ଦେଖେ ଶରୀରଜନେ ॥
 ବିଦୁରଥ ତାର ତାହି ଶୋକେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ।
 ଶକ୍ତା ଚର୍ଚ୍ଚ ଧରି ବୀର ଡାକିଲ ନିର୍ଭୁର ॥
 ଶକ୍ତେ ଧାରିବାରେ ବୀର ହେଲ ଆଶ୍ରୟାର ।
 ଚକ୍ରେ ଯାଥା କାଟି ତାର କରିଲ ସଂହାର ॥
 କିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳ ସହେ ବିଦୁରଥ ଧିର ।
 ଭୂମିତେ ପଡ଼ିଲା ତାର ଲୋଟାୟ ଧରୀର ॥
 ଏହିରୂପେ ଶୌତ ଶାନ୍ତ ଦନ୍ତବକ୍ର କାଟି ।
 ବିଦୁରଥ ଆଦି ଆର ବୀର କୋଟି କୋଟି ॥
 ଧାରିବା ଶ୍ରୀବେଶ କୈଳା ଦୈବକୀନନ୍ଦନ ।
 ଅଧିଗଣେ ଶ୍ରୀତି କରେ ପୁଞ୍ଜ-ବରିଷ୍ଠ ॥
 ଶକ୍ତେ କିନ୍ତରେ ଗାୟ ନାଚେ ବିଦ୍ୟାଧରୀ ।
 ସିଦ୍ଧ ଯୁନିଗଣେ ଶ୍ରୀତି କରେ ଯନ୍ତ୍ର ପଡ଼ି ।
 ମିତ୍ରଗଣ ବକ୍ତ୍ରଗଣ ବିଦ୍ୟାଧରଗଣ ।
 କୁଞ୍ଜେର ମହିମା ଧନ କରରେ କୀର୍ତ୍ତନ ॥

চৌদিগে বেষ্টিত প্রভু যদুশ্রেষ্ঠগণে ।
 দ্বারকা প্রবেশ কৈলা সবল বাহনে ॥
 মহাবোগেশ্বর হরি পূর্ণ ভগবান ।
 জগত দৈবর প্রভু সর্বগুণধাম ॥
 বিচারে না দেখি যার জয় পরাজয় ।
 পশুবৃদ্ধি জনে তাথে করয়ে নিরয় ॥
 কৃষ্ণবংশে পাণ্ডবংশে বাজিবে সংগ্রাম ।
 দুইগণে বিস্তর পাণ্ডিলা বলরাম ॥
 আপনে মধ্যস্থ হয়্যা কৈল নিবারণ ।
 নিবারিয়ে না পারিলা কৃষ্ণের ঘটন ॥
 তীর্থ পর্যাটনে গেলা প্রভু বলরাম ।
 প্রথমে প্রভাসে গিয়া কৈলা তীর্থস্থান ॥
 দেব ঋষি পিতৃগণ করিয়া তর্পণ ।
 তবে স্বরস্বতীতীরে কৈলা আগমন ॥
 কবে প্রতিশ্রোতা নদীজলে করি স্নান ।
 পৃথুদক নাম তীর্থে গেলা বলরাম ॥
 বিন্দুসর ত্রিত-কণ তরে স্নানদর্শন ।
 বিশালা নদীর জলে করিয়া মজ্জন ॥
 ব্রহ্মতীর্থ চক্রতীর্থ প্রাচী সরস্বতী ।
 তবে যমুনার তীরে গেলা যদুপতি ॥
 গঙ্গাস্নান করি গেলা নৈমিষ অরণ্যে ।
 ছাঙ্গিষ সহস্র তথা বৈসে মুনিগণে ॥
 যজ্ঞ লক্ষ্য করি তথা আছে মুনিগণ ।
 তা সভার সহে রাম কৈলা সজ্ঞাষণ ॥
 উঠিয়া প্রণাম কৈলা যত মুনিগণ ।
 পাণ্ড-অধ্য দিয়া পুজে রামের চরণ ॥
 পুজিয়া বসায় রামে কনক আসনে ।
 সগণে পুজিল রামে আতিথ্য বিবানে ॥
 বেদব্যাস শিষ্য তথা রোমহরষণ ।
 সভার ভিতরে আছে করিয়া আসন ॥
 পুরাণ বাখানে স্মৃত ছনি বিভ্রামনে ।
 আসন তেজিয়া ॥ উঠিলা সভা হনে ॥
 তবে ক্রোব কৈলা রাম দেখিয়া দুর্গম ।
 শূদ্র হয়্যা ব্রাহ্মণে পড়ায় দুরাশয় ॥
 ধর্মপাল আমি শাস্তি করিব উচিত ।
 ব্যাস শিষ্যা হয়্যা হেন করয়ে দুর্নীত ॥
 ধর্মশাস্ত্র পুরাণ যতেক ইতিহাস ।
 সকল পটিয়া এত বড় মতিনাশ ॥
 বিনয়বাহীন ঔয়তি দম্ভময় ।
 দুষ্টগণ গুণ কত স্মরণ-হেতু নয় ॥
 এই সে কারণে আমি কৈলু অবতার ।
 পাবণী দুর্জনজনে করিব সংহার ॥

এতেক বচন বলি প্রভু বলরাম ।
 ক্রোধ তেজি দিলা তবে চিন্তে সমীধান ॥
 অসৎ দুর্গত বধে কোন প্রয়োজন ।
 ততু তাঁর আছে এই অদৃষ্টে লিখন ॥
 কুশ অগ্র দিয়া মাত্র অস্ত্র পরশিল ।
 সেইক্ষণে ব্যাস-শিষ্য প্রাণ ছাড়ি গেল ॥
 হাহাকার শব্দ উঠিল মুনিগণে ।
 বিবাদ ভাবিয়া মনে চিন্তে মনে মনে ॥
 অধর্ম করিলে রাম না করিলে ভাল ।
 আপনে দৈবর হয়্যা কৈলা দুরাচার ॥
 ব্রহ্মাসন দিয়া আছি সভার ভিতরে ।
 পরমায়ু বজ্রি বল দিলু কলেবরে ॥
 সভাতে বসিয়া স্মৃত পড়িব পুরাণ ।
 যাবত মুনির যজ্ঞ হয় সমাধান ॥
 ব্রহ্মবধ তুমি নাথ কৈলে অশান্তি ।
 দৈবরের কর্ম কতু নহে বিপরীত ॥
 যতপি দৈবর নহে বেদের বাহিত ।
 তথাপি করিব ব্রহ্মবধ-প্রায়শ্চিত্ত ॥
 বেদপক্ষ রক্ষা-হেতু দৈবরের কর্ম ।
 দৈবরে সে বুঝায় সকল লোক ধর্ম ॥
 তবে প্রভু বলরাম বলে কোন বাধী ।
 ব্রহ্মবধ-প্রায়শ্চিত্ত-ততু মুনি (১) ॥
 প্রথমে করিব কিবা নিয়ম আচার ।
 যেরূপে কহয়ে ব্রহ্মবধ প্রতিকার ॥
 দীর্ঘ পরমায়ু বল দিবা ততু-জ্ঞান ।
 যোগবলে সকল সাধিব বিভ্রামান ॥
 রামের বচন শুনি বলে মুনিগণ ।
 শুন রাম মহাভূজ যোদের বচন ॥
 অস্ত্রের সাফল্য তুমি করিবে সর্বথা ।
 স্মৃতির মরণ কতু নহিব অন্তথা ॥
 মুনিগণ বচন করিতে চাহ তথা ।
 ছেন কর্ম কর যাথে সব হয় সত্য ।
 তবে বলরাম বলে শুন মুনিগণ ।
 পুত্ররূপে হয় গিয়া পিতার জনম ॥
 “আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ” ইতি বেদবাণী ।
 তে কারণে ধর্মসার কহি ততু জানি ॥
 ঐক্যহার তনয় আছে উগ্রশ্রবা নাম ।
 মুনির সভাতে বসি পটু পুরাণ ॥

(১) পাতাস্তর,—

“ব্রহ্মবধ প্রায়শ্চিত্ত কহি ততু জানি” ।

দীর্ঘ পরমায়ু দিলু মহা-বুদ্ধিবল ।
কহ মুনিগণ আর বিধিবিদাশ্বর ॥
মুনিগণ বলে শুন প্রভু হৃদধারী ।
দুষ্ট বিনাশিয়া সাধু পরিজ্ঞাপকারী ॥
ইন্দ্রলের পুত্র আছে বঙ্গল অশ্বর ।
রক্ত-মাংস বরিষয়ে গর্জয়ে নিষ্ঠুর ॥
পর্কে পর্কে আসি করে যজ্ঞের দূষণ ।

রক্ত মাংস-মল-মূত্র করে বরিষণ ॥
তাহাকে মারিয়া কর তীর্থ পর্য্যটন ।
ভারতবরিষ আইস করিয়া ভ্রমণ ॥
তীর্থস্নান করি হইব শুদ্ধ কলেবর ।
এই বোল শুনিয়া রহিলা হৃদধর ॥
শ্রীগদাধর দীর্ঘ-শিরোমণি জ্ঞান ।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৮ ॥

উনাব্বীতিতম অধ্যায় ।

তবে পক্ষকাল আসি দিল দরশন ।
যজ্ঞের উপরে ঝুল ধূল্য বরিষণ ॥
বিপরীত গন্ধ বহে বায়ু ভয়ঙ্কর ।
বিষ্ঠামূত্র বরিষয়ে যজ্ঞের উপর ॥
তবে রাম বঙ্গলে দেখিল শূত্রপথে ।
আকাশে ভ্রময়ে দৈত্য শূল বরি হাতে ॥
দন্ত মুখ বিকট পিঙ্গল জটাতার ।
শূত্রবর্ণ কলেবর পর্কত আকার ॥
তবে রাম স্তম্ভিল শ্রীহল মুখল ।
পরচক্র-বিদারণ প্রলয়-আনল ॥
সেইক্ষণে দুই অস্ত্র দিলা দরশন ।
লাজল তুলিলা রাম দুষ্ট বিনাশন ॥
মুখল পরিয়া রাম আকাশে ফিরাশ ।
লাজল লাগিয়া গলে ভূমিতে নামায় ॥ (১)
ক্রেণ করি মাইল এক মুখলের বাড়ি ।
ভ্রমেতে পড়িল দৈত্য আর্জুনাদ করি ॥
ভাঙ্গিল দৈত্যের মাথা হৈল শক্তখান ।
কুণ্ডির উগারে বায়ে তেজিল পরাণ ॥
মারিলা বঙ্গল দত্য প্রভু হৃদধর ।
বজ্রে যেন পর্কত কাটিল পুরন্দর ।
অবিগণ ক্ষতি করে জয় জয় নাদ ।
শিরে হাত দিয়া মূনি করে আশীর্ব্বাদ ।
পুণ্যজলে অভিষেক কৈল মুনিগণে ।
ব্রহ্মবৈ- ইন্দ্র যেন দেবের সদনে ॥

অমল কমল-মালা দিল দিবা বাস ।
বৈজয়ন্তী মালা দিল তড়িত বিলাস ॥
দিবা গন্ধ চন্দন বিবিধ অলঙ্কার ।
রামের চরণে দিল নানা উপহার ॥
আজ্ঞা দিল মুনিগণ তীর্থ পর্য্যটনে ।
চলিলা রোহিণী-স্রুত মূনির বচনে ॥
প্রথমে কৌশিকীজলে করিয়া মজ্জন ।
তবে সরোবর-তীরে হৈলা উপগমন ॥
যাহা হৈতে সরযু নদীর উপাদান ।
হেন পুণ্যজলে গিয়া কৈলা স্নান দান ॥
প্রয়াগে আসিয়া তবে রোহিণী-নন্দন ।
পুণ্যজলে স্নান দান করিলা তর্পণ ॥
পুলহ আশ্রমে গেলা গোমতীর তীরে ।
তবে স্নান কৈল গিয়া গণ্ডকীর জলে ॥
বিপাশা তিরিয়া কৈলা শোণ নদে স্নান ।
তবে গঙ্গায় কৈল গিয়া পিতৃপিতৃদান ॥
তবে গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে স্নান করি ।
মহেন্দ্র পর্কতে গেল দুর্গ পথ তরি ॥
রাম দরশন করি বলিয়া চরণ ।
সপ্ত গোদাবরী-জলে করিলা মজ্জন ॥
বেণা পশ্চাৎ ভীমরথী মজ্জন করিয়া ।
শ্রীশৈল পর্কতে গেলা কাটিক দেখিয়া ॥
জাবিড়ে চলিলা শিব দরশন করি ।
তবে গেলা বেঙ্কট পর্কতরাজে তরি ॥
কামকোষ্ঠী তবে রাম গেলা কাঞ্চীপুরী ।
কাবেরী তরিয়া গেলা স্নান দান করি ॥

(১) পাঠান্তর,—

“লাজল লাগিয়া গলে টানিএ পেলার ।”

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলা তবে মহাপুণ্য স্থান ।
 আপনে যাহাতে হরি নিত্য সন্নিধান ॥
 হরিক্ষেত্রে তরি গেলা স্বয়ং-পঙ্কতে ।
 দক্ষিণ মথুরা তবে গেলা পুণ্যপথে ॥
 সেতুবন্ধে গিয়া স্নান কৈল সিন্ধুজলে ।
 অবত গো-দান কৈল ব্রাহ্মণের তরে ॥
 কৃতমালা ভাস্কর্য্য মলয় তরিল ।
 কুলাচলে গিয়া তবে অগস্ত্য দেখিল ॥
 মূনির চরণে রাম করি দণ্ডপাত ।
 চলিলা দক্ষিণমুখে লয়্যা আশীর্বাদ ॥
 দক্ষিণ সাগরে গিয়া হৈলা উপসর ।
 তথা গিয়া কঙ্কাদেবী কৈল দরশন ॥
 অর্জুন দেখিয়া তবে গেলা পঞ্চাপসর ।
 অবত গো-দান তথা কৈলা হলধর ॥
 বিষ্ণু সন্নিহিত তথা মহা পুণ্যস্থান ।
 তথা গিয়া বলরাম কৈলা মহাদান ॥
 কেরল ত্রিগুণদেশ করিয়া লঙ্ঘন ।
 গোকর্ণে শঙ্কর গিয়া কৈল দরশন ॥
 আৰ্য্যাদেবী দৈপায়নী দরশন করি ।
 তবে রাম গেলা স্পর্শক তীর্থ তরি ॥
 তাপী নদী পয়োধৌ নিকিঙ্ক্যা করি স্নান ।
 দণ্ডক অরণ্যে তবে গেলা বলরাম ॥
 তবে রেবতীয়ে গেলা মাছিঅতী পুরী ।
 বহুতীর্থ পুণ্যজলে স্নান দান করি ॥
 পভাসে আসিয়া রাম তবে উত্তরিলা ।
 ভারত যুদ্ধের কথা তথায় শুনিলা ॥
 বকুগণ-নিধন শুনিঞা দ্বিজমুখে ।
 ক্ষণেক চিন্তিয়া রাম রহে হৃৎশোকে ॥
 জানিলা পৃথীর ভার হরিলা শ্রীহরি ।
 বঝিয়া রহিলা রাম শোক পরিহরি ॥
 গদাঘুচ করি যবে ভীম দুৰ্য্যোধন ।
 লোকমুখে শুনিলা এ সব বিবরণ ॥
 কুরুক্ষেত্রে গেলা রাম যুদ্ধ নিবারণেতে ।
 যুধিষ্ঠির দেখিয়া সন্তোষ পাইলা চিতে ॥
 সহদেব নকুল বরিষা সন্তাবণ ।
 ভক্তি ভাবে পুজ্যে দৌড়ে রামের চরণ ॥

কৃষ্ণ অর্জুনের সহে করিয়া গভাষা ।
 সর্ব বীরগণে কৈল কুশল জিজ্ঞাসা ॥
 কোন কার্য্যে এখানে রামের আগমন ।
 নিশবদে রহিল সকল বীরগণ ॥
 ভীম দুৰ্য্যোধনে যুদ্ধ গদার প্রহারে ।
 দুইবীরে গদাঘুচ করে নিরন্তরে ॥
 দুই বীরে যবে কারো নাহি জয় ভজ ।
 ক্রোধে মুগ্ধচিত দৌড়ে বজ্রসম অজ ॥
 তা দেখিয়া বলে রামে আরে দুৰ্য্যোধন ।
 শুন শুন আরে ভীম আমার বচন ॥
 দুৰ্য্যোধন শিবা মোর প্রাণ সমতুল ।
 প্রাণেতে অধিক ভীম এহ নহে মূর ॥
 সমস্ত হুঁহে যুদ্ধ কর কি কারণ ।
 বার্থ যুদ্ধ করি কেন পাও পরিভ্রম ॥
 দহে যুদ্ধ ছাড়ি রহ আমার বচনে ।
 তত্ব যুদ্ধ না ছাড়িল তারা দুই জনে ॥
 অদৃষ্ট মানিঞা রাম রতি নিশবদে ।
 ষারকা চলিলা রাম গেলা এই যতে ॥
 রামে দেখি আনন্দে উঠিল বকুগণে ।
 পুনরপি গেলা রাম নৈমিষ অরণ্যে ॥
 যজ্ঞ করাইল তবে মূনিগণ মেলি ।
 যজ্ঞময় যজ্ঞপতি যজ্ঞ-অধিকারী ॥
 তুই হয়্য তবে রাম দিলা তত্ত্বজ্ঞান ।
 যাহা হৈতে জানি সব তড়িত সমান ॥
 যজ্ঞ সমাপিয়া রাম অভিষেক করি ।
 দীপ্ত করে যেন চন্দ্র দিব্য বাস পরি ॥
 এইরূপে অনন্তের অনন্ত মহিমা
 ব্রহ্মা ভব আদি ষাঁচ দিবে নারে সীমা ॥
 রামের চরিত্র যোবা প্রভাতে শুভরে ।
 শুনয়ে শুনয়ে যোবা গায় উচ্চস্বরে ॥
 বিষ্ণুভক্তি হয় তার ঋগুয়ে দ্বারত ।
 কৃষ্ণপারিষদ হয়ে কৃষ্ণের দমিত ॥
 ভাগবত-আচাৰ্য্যের মধুর-বাণী ।
 বলরাম-পুণ্যকথা প্রেমভরজিনী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং

বৈষ্ণবাসিক্যাং দশমস্কন্ধে একোনাশিতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতম অধ্যায় ।

বসন্ত রাগ ।

তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা মুনির চরণে ।
 আর কি কি কৰ্ম বৈলা প্রভু নারায়ণে ॥
 অনন্ত চরিত্রে হরি অনন্ত বিহার ।
 তাঁর গুণ কথা কহ করিয়া বিস্তার ॥
 কৃষ্ণকথা শ্রুতময়ী অমৃতের ধারা ।
 পদে পদে নব নব শ্রুতি-মনোহরা ॥
 তৃপ্তি কাহার হয় হরি কণামৃত পানে ;
 বিশেষে যে জন জরজর কাম-বাণে ॥
 সেই বাণী কৃষ্ণগুণ গায় নিরন্তর ।
 কৃষ্ণকর্ম করে যদি সেহ দুই কর ॥
 সেই মন গোবিন্দ শ্রুত্রে নিরবধি ।
 স্বাবর-অঙ্গমে দেখে হরি গুণনিধি ॥
 সেই মন আন না শ্রুত্রে কৃষ্ণ বিনে ।
 সেই শ্রুতিগুণ যদি কৃষ্ণকথা শুনে ॥
 সেই সে উত্তম শির জানিব প্রধান ।
 কৃষ্ণ বৈষ্ণবের করে চরণে প্রণাম ॥
 সেই সে জানিব দুই সফল লোচন ।
 কৃষ্ণমুখি দেখে আর দেখে সাধুজন ॥
 কৃষ্ণ বৈষ্ণবের যদি ধরে পদনীর ।
 সেই সে জানিব ধন্য সফল শরীর ॥
 শুক মহামুনি শুনি রাজার বচন ।
 কহিতে লাগিলা তবে ব্যাসের ন : ন ॥
 হরি-চরণারবিন্দে মগন হৃদয় ।
 আনন্দিত হৈয়া মুন কৃষ্ণ-কথা কয় ॥
 আছিল কৃষ্ণের এক সখা দ্বিজবর ।
 শাস্ত দাস্ত ব্রতব্রত তপ যোগপর ॥
 বিষয়-বৈরাগ্যযুত গৃহাশ্রমে বৈসে ।
 যথালোভে তুষ্ট বিপ্র পূর্ণ জ্ঞানরসে ॥
 কুচেল মলিন দ্বিজ শীর্ণ-কলেবর ।
 জিতকাম জিতক্রোধ বেদবিদাধর ॥
 তার ভাষা সেইরূপ গুণ শীল ধরে ।
 কুচেল মলিন অঙ্গ জীর্ণ পট পরে ॥
 পতিব্রতা পতিসেবা পতিপরায়ণা ।
 কম্পে ধর ধর অঙ্গ মলিন বদনা ॥
 কহিতে লাগিলা কিছু পতি-সম্মিধান ।
 যোগ নিবেদন নাথ কর অবধান ॥
 সাক্ষাতে তোমার সখা ভুবন-ঈশ্বর ।
 লক্ষীকান্ত ভগবান্ ব্রহ্মণ্যশেখর ॥

সম্প্রতি দ্বারকাপুরে বৈসে যদুপতি ।
 ভকতবৎসল হরি দীনজন-গতি ॥
 চরণ শরণ যদি করি কোন পাকে ।
 আপনাকে দিয়া তবে বশ হয়। থাকে ।
 অর্থ কাম দিব তার কোন বস্তুজ্ঞান ।
 অখিল-ভুবন-গুণ পুরুষপুরাণ ॥
 এইরূপে ভাষা যদি বলিল বিস্তর ।
 আনন্দিত হৈল দ্বিজ পূণ্য-কলেবর ॥
 এই ত উত্তম লাভ ভাগ্যের উদয় ।
 যদি কোনমতে কৃষ্ণ দরশন হয় ॥
 ভাল পতিব্রতা তুমি কুলবতী নারী ।
 তোমার প্রসাদে গিয়া দেখিব শ্রীহরি ॥
 যদি কিছু দিতে পার শীঘ্র চলি যাই ।
 প্রভুর চরণে গিয়া নিবেদিতে চাই ॥
 এ বোল শুনিয়া ভাষা চলিলা সত্বরে ।
 মাগিয়া আনিল ভিক্ষা ব্রাহ্মণের ঘরে ॥
 ভাজা ভণ্ডলের খুদ আনিল মাগিয়া ।
 যতনে বাফিল ভগ্ন বহির্কাস দিয়া ॥
 ব্রাহ্মণের হাতে আনি দিল উপায়ন ।
 তাহা লয়া দ্বারকাতে চলিল ব্রাহ্মণ ॥ (১)
 কৃষ্ণ দরশন যোর হয় কোন মতে ।
 চিন্তিতে চিন্তিতে বিপ্র যায় পথে পথে ॥
 তিন খানা লজিয়া ব্রাহ্মণ চল যায় ।
 স্বরাংরি করিয়া চারি দুয়ার এড়ায় ॥
 তবে বিপ্র দুর্গম প্রহরীগণ তারি ।
 তবে গিয়া উত্তরিলা দ্বারকানগরী ॥ (২)
 ষোড়শ সহস্র পুরী নিশাণ বিশেষ ।
 তার এক পুরে গিয়া কৈলা পরবেশ ॥
 আনন্দসাগরে যেন মজিল ব্রাহ্মণ ।
 বিপ্র দেখি সত্বরে উঠিলা নারায়ণ ॥
 কনক-পর্যাকে কৃষ্ণ আছিল। বসিয়া ।
 স্বরিতে উঠিলা হরি ব্রাহ্মণ দেখিয়া ॥

(১) মূলের পাঠ এইরূপ,—

“যাচিবা চতুরো মূঠান্ বিপ্রান্ পৃথকতঙলান্ ।
 চেলখণ্ডেন তান্ বন্ধ। ভজ্ঞে প্রাদাহপায়নম্ ॥”

১০৮০১৪

(২) “তবে বিপ্র দুর্গম পথ হরিগুণে তারি ॥”

বিশ্র-দরশনে হৈল আনন্দ বিশেষ ।
 একে প্রিয় সখা তাণ্ডে দ্বিজ মনিকেশ ।
 ভুজপাশে ধরি দিল দৃঢ় আলিঙ্গন ।
 পুলকে পুরিত তনু সজল নয়ন ॥
 পর্যাঙ্কে তুলিয়া হরি ব্রাহ্মণে বসায় ।
 পাণ্ড অর্ঘ্য দিয়া বিশ্র পূজে যত্নবান ॥
 পুণ্যজল দিয়া দুই পাখালে চরণ ।
 সেই জল শিরে ধরে ত্রিলোক পাবন ॥
 দিব্য গন্ধ চন্দনে লেপিয়া কলেবর ।
 ধূপ দীপ দিয়া পূজে ব্রহ্মণ্যশেখর ॥
 দিব্য অন্ন পান দিয়া করায় ভোজন ।
 আচমন জল দিয়া তাহুল অর্পণ ॥
 স্বাগত বচনে কৈল আতিথ্য সন্তায় ।
 বিনয় বচনে কৈল কুশল জিজ্ঞাসা ॥
 কুশল মলিন নিজ ক্ষীণকলেবর ।
 আপনে আসিয়া দেবী তুল্য চামর ॥
 পরিচর্যা করে দেবী দেখে প্রবজন ।
 আপনে করয়ে হরি পাদসংবাহন ॥
 দেখি সব লোক বলে হেন অদভূত ।
 কোথা হৈতে আইল এনা দ্বিজ অবধূত ॥
 দুর্গতি মলিন তনু ভিক্ষুকে ব্রাহ্মণ ।
 অধম নিন্দিত কাণ তনু কুলকণ ॥
 পরিচর্যা করে তার আপনে শ্রীহার ।
 পর্যাঙ্ক তেজিয়া নিজ প্রিয়া পবিতরি ॥
 কোন্ পুণ্য কেল দ্বিজ জন্ম জন্মান্তরে ।
 আপনে ওগত গুরু পারচর্যা করে ॥
 হাতাহাতি করিয়া বসিলা চক্রপাণ ।
 কহিতে লাগিলা তবে পুরুষ কাহিনী ॥
 কহ দ্বিজ গুরুকূলে বেদ সমাপিলে ।
 বিনয়ে দক্ষিণা দিয়া গুব সন্তোষিলে ॥
 বেদ পাঠি গৃহধর্ম আছ নিরাবুলে ।
 আপন সদৃশী ভাষা কি বা বিভা কৈলে ॥
 প্রায় হেন জানি তুমি পুরুষ নিকাম ।
 বনবাগে চিত্ত তুমি ধর অবিরাম ॥
 গৃহবাসে না'হ দেখি সন্তোষ তোমার ।
 তে কারণ এতেক জিজ্ঞাসি বার বার ॥
 কেহ কেহ কর্ম করে তেজি কর্মফল ।
 অবিদ্যা বিনাশ করে হয়্যা কর্মপর ॥
 আপনে করিয়া কর্ম এ লোক ব্যবাস ।
 কর্ম তেজি কেহ যেন বিকর্মে না ধায় ॥
 এখনে ব্রাহ্মণ কি সোঙর গুরুবাস ।
 বাহা হৈতে তৎক্ষণ হই পরকাশ ॥

অবিদ্যা বিনাশ হয় ভব-অন্ধকার ।
 হেন গুরুবাস মনে আছে কি তোমার ॥
 পিতা গুরু প্রথমে জন্ম বাহা হৈতে ।
 জননী প্রধান গুরু জানিবা সাক্ষাতে ॥
 দ্বিতীয়ে ব্রাহ্মণ গুরু করে দশ কর্ম ।
 বেদ শিক্ষা কবায় লওয়ায় কুলধর্ম ॥
 জ্ঞানদাতা গুরুরূপে আমি ভগবান ।
 তিন গুরু কহিলু তোমার বিজ্ঞান ॥
 সর্ববর্ণে সর্বধর্মে এহি শ্রুনিশ্চিত ।
 তত্ত্ব উপদেশ লয় যে হয় পণ্ডিত ॥
 উপদেশ করি আমি গুরুরূপ ধরি ।
 গুরু-উপদেশে লোক যায় ভব তরি ॥
 গুরুকে সাক্ষাত হেন ঈশ্বর করি মানে ।
 সেই সে আমার প্রিয় সর্বতত্ত্ব জানে ॥
 ভূপ ভূপ যজ্ঞ দান বিবিধ দক্ষিণা ।
 শম দম সাধে কিবা সমাধি ধারণা ॥
 তথাপি তাহারে তুষ্ট তত বড় নই ।
 গুরুসেবা হৈতে যত বড় সুখী হই ॥
 তুমি কি সোঙর বিশ্র পূর্ব বিবরণ ।
 গুরুবাসে কৈলু যে যে গুরু আরাধন ॥
 গুর পত্নী আজ্ঞা কৈলা কাণ্ড আনিবারে ।
 সত্বেই গেলাও তবে বনের তিতরে ॥
 অকালে নিষ্ঠুর হৈল ঝড় বরিষণ ।
 বজ্রপাত মহা-ঘোর-ঘন-গরজন ॥
 অস্ত গেল দিনকর ঘোর অন্ধকার ।
 দশদিগ আচ্ছাদিল না দেখি সগর ॥
 উচ্চ নীচ কিছুই না দেখি জলময় ।
 কে কোথা আছিল হেন না ছিল নির্য় ॥
 আমি-সব ব্যাকুল সে ঝড় বরিষণে ।
 পথ না চিনিঞা তবে ভ্রাম বনে বনে ॥
 হাতাহাতি করিয়া ভ্রামিঞ নিরন্তর ।
 শীত-বাত্তে কাম্পিত সকল কলেবর ।
 বাত বরিষণ গেল ডাঁদিত ভাস্কর ।
 তবে সান্দাপান গুরু আনিলা সকল ॥
 চাহিতে বেড়ায় গুরু প্রীতি বলে বন ।
 কথোদরে গিয়া তবে পাইল দর্শন ॥
 অদ্ভুত দেখিয়া গুরু বোলে শিষ্যগণে ।
 এত বড় দুঃখ পাইলে আমার কারণে ॥
 প্রাণেতে অধিক প্রিয় কেহ কার নয় ।
 প্রাণ চাহি গুরুসেবা কৈলে আন্তর ॥
 এইকপে গুরুসেবা করয়ে যে জন ।
 সর্বভাবে করে যেবা আত্মসমর্পণ ॥

হরি-গুরু-চরণ সমান করি ধরে ।
সেই সে এ ঘোর ভব-অন্ধকার তরে ॥
তুষ্ট হৈল শিষ্যগণ কর সমাধান ।
মনোরথ পূর্ণ হোক সৰ্বত্র কল্যাণ ॥
সৰ্ববিদ্যা ক্ষুরক সকল মন্ত্রতন্ত্র ।
ইহলোকে পরলোকে হও নিরাতঙ্ক ॥
এইরূপে কতমতে গুরুসেবা কৈলু ।
সৰ্বশিষ্য মিলি গুরুকূলেতে আছিলু ॥ (১)

(১) পাঠান্তর,—

“এইরূপে কত কত গুরুসেবা করি ।
গুরুকূলে আছিল সকল শিষ্য মেলি ॥”

গুরু-অনুগ্রহে হয় সৰ্বত্র কল্যাণ ।
বিনে গুরু ভুলিলে না হয় পরিজ্ঞান ॥
তবে বিপ্র বোলে দেবদেব নারায়ণ ।
ত্রিজগত-গুরু তুমি জগত জীবন ॥
তোমার কৃপায় পূর্ণ হৈল গুরুবাস ।
গুরুসেবা-ধর্ম তুমি কৈলে পরকাশ ॥
বেদময় প্রভু তুমি বেদমুক্তি ধর ।
সকল সম্পদদাতা নানা লীলা কর ॥
অখিল-জগত-গুরু গুরুকূলে বাস ।
এত বড় বিড়ম্বন হৃদয়ে প্রকাশ ॥
দীর্ঘশিরোমণি শ্রীগদাধর জান ।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাত্ম সংহিতায়াম্

বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অশীতিমোহধ্যায়ঃ ॥৮০॥

একাদশীতিতম অধ্যায় ।

শ্রীরাগ ।

এইরূপে নানা কথা কহে চক্রপাণি ।
সর্বভক্ত জ্ঞানেন সর্বজ্ঞচূড়ামণি ॥
সাধুজন-গতি-পতি ব্রহ্মণ্যশেষ্বর ।
হাসিয়া কি বলে প্রভু কহ দ্বিজবর ॥
কি দ্রব্য এনেছ সখা মোর তরে দেহ ।
সকোচ মানিক্যা কেনে গুপ্ত করি রহ ॥
ভকতে যে কিছু করে অন্ন নিবেদন ।
সে হয় বিস্তর মোর পীরিতি কারণ ॥
যদি বা বিস্তর দেই ভক্তিহীন জনে ।
আমার সম্ভোষ তাথে নাহি কোন মনে ॥
পত্রে-পুষ্প যে কিছু ভকত জনে ধরে ।
ভকতি করিয়া মোর চরণ-নিয়ত ॥
পীরিতি কলিয়া সেই করিয়ে ভোজন ।
ভকত-বান্ধব আমি ভকত-জীবন ॥
এতেক বচন যদি বলিলা শ্রীহরি ।
লাজ পেয়া রহে বিপ্র হেঁটমথা করি ॥
জ্ঞানময় প্রভু জ্ঞানে সগর হৃদয় ।
আগমন কারণ বুঝিয়া মহাশয় ॥
চিন্তিয়া কি বোলে প্রভু তবে দ্বিজরাজে ।
সম্পদ বাঞ্ছিয়া বিপ্র কহ নাহি ভজে ॥

কিন্তু পতিব্রতা নারী পীরিতি কারণে ।
আমা দেখিবারে বিপ্র আইল শুদ্ধমনে ॥
হুল ভ সম্পদ দিব দেবের বাঞ্ছিত ।
হেন বৃদ্ধি করি যেন না হয় বিদিত ॥
এতেক বচন বলি পুরুষ পুরাণ ।
ভগ্নবস্ত্রখানি ধরি দিলা এক টান ॥
একি একি বলি হরি পোটলী খসায় ।
ভাজা তণ্ডুলের খুদ বিচারিয়া পায় ॥
ভাল ভাল সখা এই দিব উপায়ন ।
এই সে আমার হয় পীরিতি কারণ ॥
এই ত তণ্ডুলে হৈব আমার পীরিতি ।
বিশ্ব-সহে তুষ্ট হৈব আমি বিশ্বপতি ॥
এ বোল বলিয়া হরি কোন কর্ম করে ।
এক মুষ্টি খুদ খায়্যা আর মুষ্টি তোলে ॥
তাহা দেখি শৈবা দেবী লক্ষ্মী মুষ্টিমতী ।
ধরিয়া প্রভুর হস্তে বলে মহাসতী ॥
সকল সম্পদ-হেতু হয় এত দূরে ।
তোমার সম্ভোষ-হেতু সর্বকল ধরে ॥
তুমি তুষ্ট হৈল তুষ্ট হয় ত্রিভুবন ।
তবে যদি কর তারে আত্মসমর্পণ ॥

তত্ব তুমি স্থখিতে নারিবে তার ধার ।
 হেন কৃপাময় তুমি বিচিৎ বিহার
 নিশবদে রহে কৃষ্ণ এ বোল শুনিয়া ।
 ব্রাহ্মণ চলিলা তবে রজনী বকিয়া ॥
 স্নেহে পান ভোজন করিয়া দ্বিজবরে ।
 আনন্দে লাছিলা বিপ্র অচ্যুত-মন্দিরে ॥
 প্রভাতে উঠিয়া ঘরে চলিলা ব্রাহ্মণ ।
 সন্তোষিয়া ব্রাহ্মণে পাঠায় নারায়ণ ॥
 বিপ্র ধন না মাঙ্গিলা না দিলা শ্রীহরি ।
 লজ্জা পায়্যা যায় বিপ্র চিন্তা পরিহারি ॥
 আপনে ব্রহ্মণ্যদেব জানে সর্বধর্ম ।
 দ্বিজভক্তি লওয়াইতে করে চেন কর্ম ॥
 ব্রাহ্মণ অধম মুঞি দরিদ্র বঞ্চিত ।
 কপট মলিন বেশ এ লোক-গার্হিত ॥
 লক্ষ্মীকাণ্ড হৈলা লক্ষ্মী জেড়িয়া শয়নে ।
 আলিঙ্গন দিল মোকে নাশ্বির অপনে ॥
 দেহতা পুঞ্জিয়া বসায় নিজাগনে ।
 পাদ সংবাহন হরি করয়ে আপনে ॥
 স্বর্ণ অপবর্ণ সর্ব সম্পদের হেতু ।
 যার পাদপদ্ম ঘোর ভব-সিন্ধু-হেতু ॥
 হেন প্রভু হর্যা মোরে করে এত বড় ।
 আপনে কমলা দেবা চুলায় চায়র ॥
 অধম দরিদ্র হয়ে ছুঃখিত ব্রাহ্মণ ।
 বন পায়্যা না করিব আমাকে সোভরণ ॥
 কঙ্কণাসাগর হরি এই কৃপা করি ।
 তে কারণে ধন মোকে না দিলা শ্রীহরি ॥
 এই মনে চিন্তিয়ে ব্রাহ্মণ চলি যায় ।
 আপনায় নিজ ঘর নিকটে দাঙায় ॥
 বিচিৎ বিমান ঘর চৌদিকে বেষ্টিত ।
 সূর্য্যকোটি সম ভোজ কনকনির্মিত ॥
 আলিঙ্গন-বিলাসিত বন উপবন ।
 কোলাহল শব্দ বিবধ খগগণ ॥
 প্রফুল্ল কমলকুল কুমুদ কল্লার ।
 বহুবিধ জলচর শব্দ সঞ্চার ॥
 দিব্য বেশ নরনারী চৌদিকে বেষ্টিত ।
 কনকনির্মিত ঘর রতনে মাণ্ডিত ॥
 এঁক অদভূত কিবা হয় কার স্থান ।
 কোথা হেতে এনারূপ হৈল উপাদান ॥
 এইরূপে মনে ননে করয়ে নির্ণয় ।
 চিন্তিতে চিন্তিতে বিপ্র পড়িলা সংশয় ॥
 তবে নরনারীগণে ভূষিত ভূষণে ।
 চৌদিকে বেষ্টিল আসি মঙ্গল বাজনে ॥

বহুবিধ বৃত্তা গীত চতুরঙ্গ সেনা ।
 দিব্যবথ গজ ঘোড়া হস্ত্র ধন্য বানা ॥
 লক্ষ্মী-মুক্তি মতী যেন বিপ্রের ব্রাহ্মণী ।
 পতি-দরশনে আইলা পরম রমণী ॥
 পতি দেখি প্রণাম করিয়া পতিব্রতা ।
 মনে মনে আলি ন দিলা সুপণ্ডিতা ॥
 পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পত্নী পুঞ্জিল ব্রাহ্মণ ।
 ধূপ দীপ দিয়া কৈল পতির বন্দন ॥
 দিব্যবেশ দাসীগণে চৌদিকে বেষ্টিত ।
 দিব্যবস্ত্র পরিধান ভূষণে ভূষিতা ॥
 দেখিয়া ব্রাহ্মণ হৈল অন্তরে বিস্মিত ।
 কোথা হৈতে এরূপ ঘটিল আচরিত ॥
 সগণে পুঞ্জিয়া পত্নী পতি লয়্যা যায় ।
 পুর-পুরবেশে লঞা ব্রাহ্মণী করায় ॥
 পুর নিরখিয়া চাহে চকিতনাসে ।
 আশ্চর্য্য দেখিয়া বিপ্র চিন্তে মনে মনে ॥
 রতনে নির্মিত ঘর যেন সুরপুরী ।
 শত শত মণিময় স্তম্ভ সারি সারি ॥
 পয়ঃফেন সম শয্যা ছেদ বিনির্মিত ।
 ৮ বিনির্মিত মণি রতনে মাণ্ডিত ॥
 ললিত বিতানজাল মুমুতা তোরণ ।
 বিলোল চামরজাল কনক-আসন ॥
 ক্ষুটিক ঘটিত ঘর মরকত স্থল ।
 রতন প্রদীপ জলে মন্দির ভিতর ॥
 অতুল সম্পদ দেখি কি বোলে ব্রাহ্মণ ।
 সকল-সম্পদ-হেতু কৃষ্ণ-দরশন ॥
 অধম দরিদ্র মুঞি দুর্গত দেখিয়া ।
 দুঃখ নিবারিল যোর মহাধন দিয়া ॥
 আছুক মাঙ্গিলে দিব্য এ ধন সম্পদ ।
 আপনেহি পুরায় ভকত-মনোরণ ॥
 ইচ্ছা বরিষয়ে যেন বুঝিয়া সময় ।
 ভক্ত-কাম আপনে পুরায় দয়াময় ॥
 আপনে বিস্তর দিলে মানে অল্প ফল ।
 ভকতে অলপ দিলে মানয়ে বিস্তর ॥
 এক মুষ্টি খুদ মুঞি দিতে ইৎসা কৈলু ।
 অল্প দেখিয়া মুঞি লুকায়া রাখিলু ॥
 আপনে কাচিয়া ঋণ পারিতি কারণে ।
 ভকতবৎসল-গুণ দেখায় ভুবনে ॥
 প্রেম মৈত্রী যোর যেন হয় তাঁর সনে ।
 দাস্ত সখ্য রহে যেন জনমে জনমে ॥
 কোনকালে নহে ঘেন মোর স্থতিভঙ্গ ।
 ভকতজনের সহে হয় যেন সঙ্গ ॥

ভকতের না বাঢ়ায় এ ধন সম্পদ ।
 সুখভোগ না বাঢ়ায় না দেই রাজ্যপদ ।
 আপনেহি বিচক্ষণ জগত নিবাস ।
 ধনমদ হৈলে হয় ভকত বিনাশ ॥
 তে কারণে ভকতের না বাঢ়ায় ধন ।
 ভকতের হিতকারী মহা বিচক্ষণ ॥
 এইরূপে মনে মনে চিন্তে মহাবুদ্ধি ।
 কৃষ্ণে মন ধরি বিপ্র রহে নিরবধি ॥
 এইরূপে মনে মনে ভাবিয়া নিশ্চয় ।
 বিষয় লক্ষ্য বিপ্র নহে অতিশয় ॥

সুখ-ভোগ সাধে বিপ্র মনে পরিহরি ।
 কৃষ্ণ ভক্তি সাধে বিপ্র কৃষ্ণে মন ধরি ॥
 ভকতসম্মত বিপ্র এইরূপে বৈসে ।
 পূর্ণ কলেবর বিপ্র কৃষ্ণধ্যান-রসে ॥
 ভক্তিভাব করি কৈল কৃষ্ণ-আরাধন ।
 বৈকুণ্ঠে চলিল বিপ্র খসিল বন্ধন ॥
 শুনয়ে শুনায় যেবা এ পুণ্য চরিত ।
 ভক্তিবৃদ্ধ হয় তার খণ্ডয় ছরিত ॥
 ভক্তিরস করতরু গদাধর জ্ঞান ।
 ভাগবত-আচার্যের মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং

বৈষ্ণবিক্যাং দশমস্কন্ধে একাংশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮১॥

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় ।

শ্রীরাগ ।

এইরূপে বৈসে হরি দারকানগরে ।
 সূর্য-উপরাগ হৈল হেন অবসরে ॥
 কল্ককর হৈল যেন মহা অঙ্ককার ।
 দেখিয়া সকল লোকে লাগে চমৎকার ॥
 স্মৃতি-পঞ্চক ক্ষেত্রে ভীর্ণ চুড়ামণি ।
 সর্বলোক গেল তথা উপরাগ শুনি ॥
 নিঃসন্ত্রিয়া কৈলা পৃথ্বী ভূগুপতি রাম ।
 মহাহুদ কৈলা যথা ক্রিয়ারে নিঃশ্বাস ॥
 তথ্যতে চলিল সব ভারতের প্রজা ।
 সপ্তত্র বাক্ষবে গেলা পৃথিবীর রাজা ॥
 যদুবংশ বৃষ্ণবংশ চলিল সকল ।
 সগণে চলিল তথা দারক্য মণ্ডল ॥
 সাধু গদ প্রভৃৎ সুচক্রে সঙ্গে দিয়া ।
 অনিরুদ্ধে দারক্য-রক্ষক করি থুইঞা ॥
 রুতবর্ষা সঙ্গে তার দিয়া সেনাপতি ।
 আপনে চলিয়া গেলা ত্রিজগত-পতি ॥
 তুরঙ্গ সুরঙ্গ-গতি পবন সঞ্চার ।
 মহামন্ত গজগণ পর্বত-আকার ॥
 কোটি কোটি মহারথ সুরপুরী জিনি ।
 চলিলা ত্রিহরি সৈন্ত করিয়া সাজনি ॥
 দিব্য গন্ধ চন্দন ভূষণ মনোহর ।
 পথে পথে চলে লোক দেখিতে স্তম্বর ॥

উত্তরিল গিয়া কৃষ্ণ সঙ্গে যদুগণ ।
 উপবাস কৈলা ভীর্ণে করিয়া মজ্জন ॥
 পরদিন রামহুদে করিয়া মজ্জন ।
 যথাবিধি পিতৃদেব করিয়া তর্পণ ॥
 গ্রহণ সময়ে দান দিল দ্বিজগণে ।
 বিবিধ দক্ষিণা ধেহু ভূমিয়া কাঞ্চনে ॥
 দিব্য অন্নপান দিল বহুমূল্য ধন ।
 মহারথ মহাগজ দিব্য আভরণ ॥
 যদুগণ বৃষ্ণগণ ভক্তিতে প্রধান ।
 কৃষ্ণভক্তি হউক বলি দিল নানা দান ॥
 দিব্য অন্ন পানে বিপ্র করিলা ভোজন ।
 বিবিধ দক্ষিণা দিয়া তুঘিলা ব্রাহ্মণ ॥
 কৃষ্ণভক্ত যদুগণ আক্তা শিরে ধরি ।
 পারণ্য করিলে তবে স্নান দান করি ॥
 তবে কৃষ্ণ বসিলা শীতল তরুতলে ।
 চারিপাশে যদুগণ বসিলা মণ্ডলে ॥
 সাক্ষাতে আসিয়া কৃষ্ণে দেখিলা নয়ানে ।
 নৃপগণ গেলা তথা কৃষ্ণ দরশনে ॥
 নানা দেশী যত লোক মিলিলা সম্মর ।
 আশ্রয় পূর্ণপক্ষ যত নারীনয় ॥
 নন্দ আদি করি যত গোপগোপীগণ ।
 বিকশিত মুখপদ্ম সমোজ নয়ন ॥

কৌতুকে সতেই গেল দেখিতে শ্রীহরি ।
 বেঢ়িয়া রহিল লোক চারিদিক ভরি ॥
 হরি-দরশনে লোকে বাঢ়িল আনন্দ ।
 নয়নে গলয়ে নীর পুলকিত অঙ্গ ॥
 কৃষ্ণ দেখি নারীগণে না ধরে শরীর ।
 মুখে বাণী না সরে নয়নে বারে নীর ॥
 আলিঙ্গন দিল হরি হৃদয়ে ধরিয়া ।
 ধোয়ানে রহিল নারী বাহু পাসরিয়া ॥
 নারীগণে নারীগণ করি আলিঙ্গন ।
 তনে তনে বিলেপিত কুঙ্কম লেপন ॥
 কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের বৈদল চরণ বন্দন ।
 স্বাগত বচনে কৈল ইষ্ট সম্ভাষণ ॥
 নরগণে নারীগণে একত্রে মিলিয়া ।
 কৃষ্ণকথা কহে সতে হরমিত হয়্যা ॥
 কুন্তী আসি বন্ধুগণে কৈলা সম্ভাষণ ।
 বসুদেব সম্ভাবিয়া করে নিবেদন ॥
 পুন তাই বসুদেব তুমি মহাশয় ।
 জিজ্ঞাসা না কৈলে যোগ বিপত্ত্য সময় ॥
 এতেক জানিলু যুগ্ম অর্থ একতা ।
 বন্ধুগণে না স্রোত্তরে বিমূখ বিবাতা ॥
 বসুদেব বলে ভয়ি না করিহ রোষ ।
 অগ্রে বিদ্রিষ্টা তুমি পাছে লেহ দোষ ॥
 অদৃষ্ট অধীন লোক অদৃষ্টে সঙ্করে ।
 ঈশ্বর-ইৎসায় লোক ভাল মন্দ করে ॥
 কংস-ভয়ে আমি সব যায়্যা দেশে দেশে ।
 প্রাণরক্ষা করিয়া আছিল ঔপবেশে ॥
 দৈবযোগে এখনে ঘটিল দরশন ।
 যখন যে হয় তাহে অদৃষ্ট কারণ ॥
 বসুদেব উগ্রসেন যতুল মেলি ।
 পুজিল সকল লোক স্থতি ভক্তি করি ॥
 ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র পুজিল গান্ধারী ।
 দ্রুপদ্যন আদি কুঙ্কম-নরনারী ॥
 রাজা যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুনাদি করি ।
 সঞ্জয় বিদুর কুপ দ্রুপদ-সুমারী ॥
 কুজিতোজ্জ্বল বিরাট ভীষ্মক নগ্নজিত ।
 যুধিষ্ঠির কান্দীরাজ শৈব পুণ্ডিত ॥
 দমঘোষ বিদর্ভ দ্রুপদ নরপতি ।
 বৃধামন্যু যজ্ঞক কেকয় মহামতি ॥
 অশ্বত্থা বাহ্লিক আদি নৃপতি মণ্ডল ।
 কৃষ্ণ দেখি আনন্দে পুরিল কলেবর ॥
 যায় বশ শ্রুতিগণে গায় নিরন্তর ।
 জগত পশিত্র করে যার পদ-জল ॥

বেদশাস্ত্র হৈল যার বেদময় বাণী ।
 অখিল মঙ্গলধাম দেব চূড়ামণি ॥
 চরণ-পরশ যার পায়্যা ক্ষিত্তিতলে ।
 ধন্ত পুণ্যময় হৈল সর্বশক্তি ধরে ॥
 হেন নারায়ণ সহে নিরন্তর বাস ।
 শয়ন ভোজন পান গমন বিলাস ॥
 তাঁর সহ সখ্য মৈত্রী করিয়া সখক ।
 গৃহবাসে স্নেহে বৈসে হয়্যা নিরাতঙ্ক ॥
 দুঃখময় গৃহবাস নরক দুয়ার ।
 ভাষে বসি তুমি সব ভবে হৈলে পার ॥
 এইরূপে স্থতি যদি কৈল শ্রুগণ ।
 তবে নন্দঘোষ আসি দিল দরশন ॥
 গোপগোপীগণ সব শকটে চঢ়িয়া ।
 কৃষ্ণ-দরশনে আইলা কৃষ্ণগুণ গাথ্যা ॥
 ভূজপাশে ধরি দিল যত্নগণে কোল ।
 হরি হরি শব্দ উঠিল উত্তরোল ॥
 নন্দ দেখি বসুদেব দিল আলিঙ্গন ।
 পুলাকে পুরিল তম্বু বিহ্বল লোচন ॥
 পূর্ববিবরণ দুই শ্রবণ করি ।
 মুরছিত কৈলা দুহে কোলাকোলি করি ॥
 রাম-কৃষ্ণে নন্দঘোষ করি আলিঙ্গন ।
 বাহু পাসরিল নন্দ না সরে বচন ॥
 নন্দ যশোদার দৌহে চরণ বন্দিয়া ।
 কিছু না বলিল দুহে অশ্রুশূণী হয়্যা ॥
 রাম-কৃষ্ণ দুই পুত্রে ভূজপাশে ধরি ।
 গাঢ় আলিঙ্গন দুহে দিল কোলে করি ॥
 আনন্দে মজিল নন্দ যশোদা সুরী ।
 কতপ্রম উপজিল কহিতে না পারি ॥
 রোহিণী দেবকী আসি কৈলা সম্ভাষণ ।
 যশোদা করিয়া কোলে দিল আলিঙ্গন ॥
 শ্রুতি পুঙ্ক গুণ দুই বিমোচিতা ।
 নয়নে গলয়ে নীর অঙ্গ পুলকিতা ॥
 শুন হে যশোদা তোমার কি কহিব গুণে ।
 বিলিষ্ঠে নারি গুণ দুঃখ উঠে মনে ॥
 যত উপকার তুমি কৈলে ব্রজধারি ।
 জিতুবন দিলে ধার স্রুতিতে না পারি ॥
 এই দুই ছাওয়াল তুমি পু বত করি ।
 পোষণ পালন কলে দিঠে দিঠে ধরি ॥
 এত বড় কে কার করয়ে উপকার ।
 জিতুবন দিলেহো স্রুতিতে নারি ধার ॥
 চির দিনে গোপীগণ দেখিলে শ্রীহরি ।
 বাহা বিনে তিলেক মানিল যুগ করি ॥

আঁখির নিমিষ সেহো না গেল সহন ।
 যেন কৃষ্ণ সহে চিরদিনে দরশন ॥
 বাহু পাসরিয়া গোবিন্দ দেখিয়া ।
 দৃঢ় আলিঙ্গন দিল হৃদয় ধরিয়া ॥
 তবে কৃষ্ণ গোপতে আনিঞা গোপীগণ ।
 ভুজঙ্গের ধরি দিল দৃঢ় আলিঙ্গন ॥
 হাসিয়া কি বোলে কৃষ্ণ শুন ব্রজরামা ।
 আমার পুরষ দোষ যদি কর ক্ষমা ॥
 তোমা সভা তেজি আমি নিজ প্রিয়তমা ।
 বন্ধুগণ দুঃখ শোক করিতে খণ্ডনা ॥
 কংস বধিবারে আমি যাই মধুপুরে ।
 সে দোষ রমণীগণ না দিহ আমারে ॥
 এ বিচ্ছেদে অকৃতজ্ঞ আশঙ্কা করিয়া ।
 নিন্দা নাহি কর মোরে এই দোষ দিয়া ॥
 শুন শুন ব্রজাঙ্গনা আমার বচন ।
 পরম কারণ শুনি না কর ছেলন ॥
 সর্বভূতে নিয়োজিত বৈসে ভগবান্ ।
 সেই ভগবান বিনে কেহ নাহি আন ॥
 ঈশ্বর অধীন লোক ঈশ্বরে ভ্রমায় ।
 সংযোগ বিচ্ছেদ গোপী ঈশ্বরে করায় ॥
 যেন তৃণ যেন রেণু যেন মেঘচয় ।
 পবনে সঞ্চারে যেন পবনে মিলায় ॥
 এইরূপে ভগত ভ্রমায় নারায়ণে ।
 না ব্রিহ্মা দোষ জানি দেহ অকারণে ॥
 এই বড় ভাগ্য গোপী সাধিলে ভক্তি ।
 ভক্তিতাবে কৈলে তুমি আমারে পীরিতি ॥

ভোমাসভাকার হৈল বড় ভাগ্যোদয় ।
 বল্লভ বিচ্ছেদে প্রেম কৈলে অভিশয় ॥
 অতএব তুমি-সব মোরে পাইলে ধন্য ।
 তোমা সভা বিনে আমি নাহি জানি অন্ত ॥
 সর্বভূতে বসি আমি অন্তর বাহিরে ।
 আমি বিনে কিছু সত্য না হয় সংসারে ।
 যেন জল যেন মহী পবন আকাশ ।
 সন্তে এই সত্য মাত্র সন্তে যায় নাশ ॥
 এইরূপে আমি সত্য আর সব মিছা ।
 নানা চক্রে দেখি যেন আর সব সঁচা ॥
 এইরূপ নানা তত্ত্ব জ্ঞান উপদেশে ।
 কৃষ্ণময় হর্যা গোপী কৃষ্ণ পাইল শেষে ॥
 জীবকোষে যে উপাধি তাহা দূরে গেল ।
 নিরূপাধি প্রেম গোপী কহিতে লাগিল ॥
 হে কৃষ্ণ নলিননাভ কমল লোচন ।
 যোগেশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের চিত্তিভরণ ॥ (১)
 তব কৃপ-পতিত-তরণ অবলম্ব ।
 গৃহসেবী গোপী মোরা নাহি যোগগন্ধ ॥
 গৃহেতে আসক্ত মোরা থাকি গৃহাশ্রমে ।
 চর-উদয় সদা কর যোদে মনে ॥
 এইরূপ কৃষ্ণপ্রতি গোপিকার বাণী ।
 ভাগবত-আচার্যের প্রেমভরজিহী ॥

(১) "হেন কৃষ্ণ কমলাকাজ কমল-লোচন ।

ব্রহ্মাণ্ডবাসিত পদ বল্লভ চরণ ।"

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং

বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮২॥

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় ।

শ্রীরাগ ।

গোপিকার গতি বৃক্ষ গোপী প্রাণনাথ ।
 গোপীগণ সন্তাষিয়া কৈলা আশ্বসাৎ ॥
 তবে কৃষ্ণ যদুচন্দ্র আনন্দিত মনে ।
 যুধিষ্ঠির রাজ্যারে করিল সন্তাষণে ॥
 তবে আর বন্ধুগণে করিয়া সন্তাষা ।
 মধুর বচনে কৈল কুশল জিজ্ঞাসা ॥
 একে একে কুশল পুছিলা হৃষীকেশ ।
 সব লোক উপজিল আনন্দ বিশেষ ॥
 কৃষ্ণ-দরশনে সব খণ্ডিল দুঃখিত ।
 প্রত্যাশের দিল লোক হয়্যা আনন্দিত ॥
 তোমার পদারবিন্দ মধু পান করে ।
 সাধু-মুখ-মুখরিত শ্রবণ বিবরে ॥
 তার কোন সিদ্ধি নহে রহে অকুশল । (১)
 গভাগত-শ্রম ধ্বংস চরণকমল ॥
 নমো নমো নরমায়া-লীলা কলেবর ।
 পরমহংসের গতি চরণযুগল ॥
 অখণ্ড পরমানন্দ সর্বগুণনিধি ।
 নমো নমো গোবিন্দ চরণ নিরবধি ॥
 এইরূপে সর্বলোকে কৃষ্ণ কথা কহে ।
 অন্তোন্তে মিলিয়া লোক যুথে যুথে রহে ॥
 নারীগণে নারীগণে করে হাতাহাতি ।
 কৃষ্ণকথা কহে তারা শুন ক্ষতিপতি ।
 দ্রোণদী প্রাচল শুন ভীষ্মক নন্দিনী ।
 শুন ভদ্রা জাম্ববতী কালিন্দী রোহিণী ॥
 শুন সত্যভামা শৈবা কৌশল্যা লক্ষ্মণা ।
 শুন কৃষ্ণপঙ্কজগণ গোবিন্দ-জীবনী ॥
 নরলীলা প্রকটিয়া দেবশিরোমণি ।
 কি কিরূপে বিভা কৈল কহ দেখি শুনি ॥
 শুনিলো কৃষ্ণদেবী দ্রোণদীর বাণী ।
 কহিতে লাগিলা নিজ বিবাহকাহিনী ॥
 শিশুপালে বিভা দিতে করিয়া মন্ত্রণা ।
 রাজগণ সাজি আইল চতুরঙ্গ সেনা ॥
 ধনুকে টঙ্কার দিয়া বেচি চারি পাশে ।
 ছেন সৈন্ত বিচািলি আধির নিমিষে ॥
 লীলায় হরিয়া মোরে ভুঝ-ভঞ্জে আনে ।
 সিংহ ভাগ হরে যেন ফেঁকপাল হনে ॥

এমত বৎসল গুণময় শ্রীনিবাস ।
 চরণ-অর্চন যাঞ সতে মোর আশ ॥
 সত্যভামা বলে শুন ক্রপদ দুহিতা ।
 ভাইর মরণ দেখি সত্রাজিত পিতা ॥
 মণি-হেতু দিল বাপে কৃষ্ণে পরিবাদ ।
 জাম্ববান্ জিনি প্রভু আনে মণিরাড ॥
 বাপে বিভা দিল আনি অপরাধ-ভয়ে ।
 দাস্তপদ সাজি মাত্র ওই দুই পায়ে ॥
 জাম্ববতী বোলে দেবী কর অবধান ।
 পাতালে আছেন মোর পিতা জাম্ববান ॥
 সপ্তবিংশতি দিন হৈল মহারণ ।
 তবে বাপ জানিল সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥
 জানকীবল্লভ রাম জামিল সাক্ষাতে ।
 ভূমিতে পড়িয়া পিতা কৈল দণ্ডপাতে ॥
 মণি সহ আমা আনি কৈল সমর্পণ ।
 দাসী হয়্যা করি আমি মন্দির-সাজন ॥
 কালিন্দী কি বোলে শুনহ দ্রোণদী ।
 এই বাছা করি তপ করি নিরবধি ॥
 চরণ পরশ যদি হয় কোন কালে ।
 অর্জুনে পাঠায়া হরি আনায়ে সত্বরে ॥
 তবে আমা পাণিগ্রহ করিলা শ্রীহরি ॥
 দাসী হয়্যা আমি গৃহ মারজন করি ॥
 ভদ্রা বলে প্রভু মোরে স্বয়ম্বর-স্থলে ।
 নৃপগণ জিনিয়া আনিলা একেশ্বরে ॥
 সিংহ ভাগ হরে যেন জম্বুকের মাঝে ।
 বীরগণ জিনিয়া আনিল দেবরাজে ॥
 এই বর মাছো তবে ও দুই চরণে ।
 চরণ পাখালো যেন জনমে জনমে ।
 সত্যা বোলে শুন দেবী মোর বিবরণ ।
 ভীষ্মশৃঙ্গ সাত বুধ দিল দরশন ॥
 বীরবল পরীক্ষিতে বাপে আনি রাখি ।
 পালায় সকল বীর সাত বুধ দেখি ॥
 কোতুকে চলিলা হরি এ বোল শুনিলো ।
 একবারে সাত বুধ পেলিল বাক্ষিয়া ॥
 ছেন অদভূত কর্ম করে যহরায় ।
 অজাশিত বাকি যেন ছাওয়ালে পেলায় ॥
 তবে বাপে বিভা দিল কোতুকম্বলে ।
 পাথে নৃপগণ জিনি আনিল মন্দিরে ॥

(১) পাঠান্তর,—“তার কোন বিষ নহে নহে অকুশল ।”

এই বর মাছো মুক্তি ও দুই চরণে ।
 দান্তভাব রহে যেন জনমে জনমে ॥
 মিত্রবিন্দা বলে যোর পিতা মতিমান ।
 আপনে আনিঞা কৃষ্ণে কৈল কস্তাদান ॥
 এক অক্ষৌহিণী সৈন্ত করিয়া সাঞ্জন ।
 কস্তা গমর্পিয়া দিল বহুমূল্য ধন ॥
 কর্মবশে যথা তথা না হয় জনম ।
 সব মাত্র সেবি যেন ও দুই চরণ ॥
 দক্ষিণা বোলয়ে বাণী শুন সাবধানে ।
 কহিব আমার কথা তোমা বিদ্যমান ॥
 নারদাদিমুখে শুনি কৃষ্ণের মহিমা ।
 আমার হৃদয়ে আর না ছিল ভাবনা ॥
 শুনিমু কমলাদেবী পদ্মহস্তে করি ।
 আপনে বরিল সব দেব পরিহারি ॥
 ব্রহ্মা আদি দেবে করে সতত ধ্যান ।
 তে-কারণে চিত্তে আমি না ভাবিয়ে আন ॥
 বৃহৎসেন পিতা যোর হৃদয় বুঝিয়া ।
 মৎস্তধ্বজ নিরমিল উপায় করিয়া ॥
 তোমার জনক যেন অর্জুনের তরে ।
 মৎস্ত নিরমাণ যেন কৈল স্বয়ম্বরে ॥
 আছে নাহি মৎস্ত কেহ লিখিতে না পারে ।
 সতে মৎস্ত দেখি মাত্র জলের ভিতরে ॥
 এতেক বচন শুনি যত ক্ষিতিপাল ।
 অস্ত্র-শস্ত্র ধরি গেল মৎস্ত বিদ্ধিবার ॥
 সবল-বাহনে সৈন্ত করিয়া সাঞ্জন ।
 পৃথিবী পুরিয়া সব আইল নৃপগণ ॥
 পুজিলা নৃপতিগণ করিয়া বিনয় ।
 যার যেন যোগ্য পূজা পিতা মহাশয় ॥
 ধরতর শর বৃড়ি দিব্য শরাসনে ।
 আকর্ণ পুরিয়া বাণ ছাড়ে বীরগণে ॥
 গুণ চড়াইতে কেহ পড়িল আছাড়ে ।
 কেহ নিজ শরাঘাতে প্রাণ ছাড়ি পড়ে ॥
 কেহ গুণ চড়াইল অনেক বতনে ।
 ভীম দুর্ধোধন কর্ণ আদি বীরগণে ॥
 জলে মৎস্ত দেখি কেহ বিদ্ধিল আকাশে ।
 অর্জুনের শর মাত্র কিঞ্চিৎ পরশে ॥
 এইরূপে নৃপগণ ভয়দর্প হইয়া ।
 কেহ মৈল কেহ গেল অপমান পেয়া ॥
 এ বোল শুনিঞা হরি পুরুষ-কেশরী ।
 ধনুকে টকায় দিলা নিজ করে ধরি ॥
 সক্রম বেঁচিয়া জলে ছাড়ে তীক্ষ্ণবাণ ।
 আকাশে কাটিয়া মৎস্ত কৈল দুই খান ॥

দ্বিতীয় প্রহর বেলা অভিজিৎ কণে ।
 কাটা গেল যদি মৎস্ত গোবিন্দের বাণে ॥
 আকাশমণ্ডলে বাজে দুন্দুভি বাজন ।
 জয় জয় শব্দ হৈল পুষ্প বরিষণ ॥
 তবে স্বয়ম্বরে মুক্তি কৈল পরবেশ ।
 বিগলিত মঞ্জীমালা বিলোলিত কেশ ॥
 রতন মঞ্জীর চাক্র চরণে রঞ্জিত ।
 উজ্জল কনক-মালা কর বিলোলিত ॥
 কটিতে পীতপট পুরট ভূষণ ।
 কিঞ্চিৎ কৃষ্ণিত হাস মুদিত বদন ॥
 হেন দিগম্ববশে মুক্তি কৈল পরবেশ ।
 কুন্তল কুণ্ডল বিলসিত গণ্ডদেশ ॥
 ভুরুভঙ্গে নিরখিয়া নৃপতিমণ্ডল ।
 ধীরে ধীরে গেলা মুক্তি প্রভুর গোচর ।
 রত্নমালা তুলিয়া প্রভুর দিল গলে ।
 দুন্দুভি বাজন হৈল আকাশমণ্ডলে ॥
 শব্দ-ভেরী হৃদয় বাজন কোলাহল ।
 নর্তক-নর্তকী নাচে গীত মনোহর ॥
 এইরূপে মুক্তি যদি বরিল শ্রীহারি ।
 উঠিল নৃপতিগণ সহিতে না পারি ॥
 তবে কৃষ্ণ মোরে লঞা তুলি নিজরথে ।
 তুলিয়া শরদ ধনু লৈল প্রভু হাথে ॥
 চতুর্ভুজ হইয়া মোরে দুই হাতে ধরি ।
 দুই হাথ দিয়া শর বরিষণ করি ॥
 খেলায়্যা নৃপতিগণ চলে যত্নবান ।
 সিংহ দরশনে যেন হরিণ পলায় ॥
 গাজিয়া বেটিল পথে কোন বীরগণ ।
 কুকুরে কেশরী যেন বেটে অকারণ ॥
 শরদ বৃড়িয়া কৈলা শর-বরিষণ ।
 লীলায়ে সকল সৈন্ত কৈল নিপাতন ॥
 হস্ত পদ কাটা গেল কার নাক কাণ ।
 রণ তেজ গেল কেহ রাখিয়া পরাণ ॥
 রিপু-সৈন্ত নিবারিয়া প্রভু স্বীকেশ ।
 দ্বারকামণ্ডলে তবে কৈলা পরবেশ ॥
 বিতান ভোরণ জাল ধ্বজ ছত্র বানা ।
 বিচিত্র-নির্মাণ-পুরী বিবিধ ভূষণ ॥
 দ্বারকা প্রবেশ কৈলা ত্রিভুবনরায় ।
 পিতা যোর ভক্তিভাবে পুজিয়া পাঠায় ॥
 মহামূল্য ধন দিল দিব্য অলঙ্কার ।
 আগন ভূষণ শয্যা নানা উপহার ॥
 দাসীগণ দিল দিব্য ভূষণে ভূষিয়া ।
 রথ গজ ঘোড়া দিল রতনে ণ্ঠিয়া ॥

অশ্রুশ্রবিল আর মহামূল্য ধন ।
ভক্তিতাবে কৈল পিতা কৃষ্ণ আরাধন ॥
হেন পরিপূর্ণ হরি নিত্য সুধানন্দ ।
কহিতে প্রভুর গুণ কেবা পারি অস্ত ॥
এই বর মাঝে সবে জন্মজন্মান্তরে ।
গৃহদাসী হয়্যা যে থাকে নিরন্তরে ।
বোড়শ সহস্র দেবী কি বোলে বচন ॥
শুনহ দ্রৌপদী দেবী কহি বিবরণ ॥
আছিল নরক রাজা জিনিয়া সংসার ।
আবাসতা হরিয়া আনিল দুরাচার ॥

বোড়শ সহস্র আমি-সব রাজকন্যা ।
কুল-শীল-গুণবতী সর্বলোক ধন্যা ॥
নরক বধিয়া হরি নিজপুয়ে আনি ।
বোড়শ সহস্র বিভা কৈলা চক্রেপাশি ।
স্বর্গভোগ রাজ্যপদ অশেষ সম্পদ ।
ব্রহ্মপদ না মাঝিব কিবা বিমুপদ ॥
সন্তে ওই চরণ-পদ্মে ধরি আশা ।
ভকতবৎসল প্রভু সকলে ভরসা ।
ধীর-শিরোমণি শ্রীগদাধর জ্ঞান ।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসায় সংহিতায়
বৈয়াক্যিকায় দশমস্কন্ধে ত্র্যম্বীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮৩॥

চতুর্শাতিতম অধ্যায় ।

এতক বচন শুনি ক্রপদনন্দিনী ।
কুন্তী আদি আর যত রাজার রমণী ॥
গোপীগণ আর যত কুলবতী নারী । (১)
বিস্ময় ভাবিয়া রহে কৃষ্ণে মন ধরি ॥
এইরূপে নারীগণে নারীগণে মেলি ।
পুত্রবে পুত্রবে কথা হাস্যরস করি ॥
হেনকালে মুনিগণ ভুবন-পাবন ।
কৃষ্ণ দরশন হেতু কৈল আগমন ॥
বেদব্যাস নারদ চ্যবন যোগেশ্বর ।
বিশ্বামিত্র শতানন্দ অসিত দেবল ॥
বামদেব ভরদ্বাজ ভৃগুপতি রাম ।
বশিষ্ঠ গৌতম ভৃগু যাজ্ঞবল্ক্য নাম ॥
পুলস্ত্য কশ্যপ অত্রি মুনি বৃহস্পতি ।
মার্কণ্ডেয় বীতিহোত্র আদি মহামতি ॥
অগস্ত্য অজিরা মুনি সনকাদি করি ।
কৃষ্ণ দেখিবারে গেল মুনিগণে মেলি ॥
দেখিয়া সজ্জমে লোক উঠিলা সকল ।
যুধিষ্ঠির আদি যত নৃপতিশেখর ।
রামকৃষ্ণ বসুদেব উঠিলা সত্বরে ।
দণ্ড পরণাম কৈলা চরণ-নিয়ড়ে ॥

পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল সুগন্ধি চন্দন ।
ধূপ দীপ দিয়া কৈল প্রদীপ বন্দন ॥ (১)
আগনে বসায়্যা হরি পুঞ্জিল বিধানে ।
কহিতে লাগিলা কিছু বিনয় বচনে ॥
আমি-সব ধাতু হৈলাও সকল জন্ম ।
মহাযোগেশ্বর সহে হৈল দরশন ॥
সাধুজন-দরশন দেবের দুর্লভ ।
ভাগ্যে আজি ঘটে হেন অখিল সম্পদ ॥ (২)
অল্পতপ আমি সব অল্প বুদ্ধি ধরি ।
স্বভাবে মাতুষ্য জাতি অল্প অধিকারী ॥
ওতিমতে দেববুদ্ধি নহে সাধুজনে ।
যতিহীন আমি সব সাধু অবজ্ঞানে ॥
জলময় তীর্থ দেব ধাতু শিলাময় ।
এ সবে পবিত্র করে কিন্তু নীচ নয় ॥
দরশন মাঝে করে সাধুজনে জ্ঞাপ ।
দেব-তীর্থ ফল নহে মহান্ত সমান ॥
অগ্নি সূর্য্য শশধর আকাশ পবন ।
জল ভূমি বায়ু মন গ্রাহ শৃঙ্গগণ ॥

(১) পাঠান্তর,—“প্রত্যক বন্দন” ।

(২) পাঠান্তর,—

“অখিল সম্পদ ভাগ্যে হইল সুলভ” ।

(১) পাঠান্তর,—“কুলের বোহরি” ।

এ সব সেবিলে নহে ছরিত-সঞ্চয়।
 কিঙ্ক ভেদ বুদ্ধি করি করে পাপকর।
 তিলেক মহাস্ত-সেবা যদি মাত্র করে।
 অশেষ ছরিত হুঃখ সেইক্ষণে হরে ॥
 যার আত্মবুদ্ধি হয় মৃত কলেবরে।
 বাস্ত পিত্ত প্লেয়া তিন ষাত্ মাত্র ধরে ॥
 পুত্র মিত্র কলত্র আপন করি মানে।
 মুগ্ধরী প্রতিমা দেব এই মাত্র জানে ॥
 জলে মাত্র ভীৰ্ষ বুদ্ধি নাহি সাধুজনে।
 এ সব গোখর (১) কিবা গর্দভ সমানে ॥ (২)
 কৃষ্ণের বচন শুনি মহামুনিগণ।
 নিশব্দে রহে সতে বুদ্ধি হৈল শ্রম ॥
 চিত্ত বিমরিষ করি রহে মুনিগণে।
 হেন অদভুত নাহি দেখি ত্রিভুবনে ॥
 ত্রিজগত-গুরু হরি দেব-শিরোমণি।
 লোক বুঝাইতে প্রভু বোলে হেন বাণী ॥
 আমি-সব বিমোহিত যার মায়াজালে।
 মহাযোগেশ্বর হয়্যা শ্রময়ে সংসারে ॥
 আপনা আচ্ছাদে প্রভু নরলীলা করি।
 তার মায়া ত্রিভুবনে কে বুঝিতে পারি ॥
 আপনে আপনা সৃজে করয়ে সংহার।
 আপনে পালন হরি করে আপনার ॥
 এক হরি বহুরূপ ধরে নানা নাম।
 সর্বজীবে বৈসে প্রভু সর্বত্র সমান ॥
 মাটির নিশ্চিত ঘট নানা পরকার।
 ঘট পট সত্য নহে মাটি মাত্র সার ॥
 লোক-বিড়ম্বন হেতু নরলীলা করে।
 কপট-মাহুয-মায়ার কে বুঝিতে পারে ॥
 সংপ্রতি ভকতজন প্রতিকার হেতু।
 অপার সংসার-সিদ্ধি পরিত্রাণ সেতু ॥
 পুরুষপুরাণ তুমি নরলীলাধর।
 বেদপথ রক্ষা হেতু দ্বিজভক্তি কর ॥
 ভোমার হৃদয়ে বেদ ভূপযোগময়।
 বেদমুখে শুভাশুভ এ সব নির্ণয় ॥
 হেন বেদ ব্রাহ্মণের মুখে উতপত্তি।
 ভে-কারণে কর তুমি ব্রাহ্মণ-ভকতি ॥
 সকল জনম আজি সফল জীবন।
 সকল সমাধি যোগ সফল নয়ন ॥

(১) গোখর অর্থে গোগণের মধ্যে খর
 অর্থাৎ দাক্ষণ; অত্যন্ত গো।

(২) গোগণের আহ্বারের জন্য তৃণাদি
 ভারবাহী গর্দভ।

কুল নীল আজি সে সফল তপ জ্ঞান।
 সর্বসিদ্ধি হৈল আজি পরিপূর্ণ কাম ॥
 নমো নমো গোবিন্দ মাধব মায়োদর।
 নমো নমো দেবদেব কৃষ্ণ যোগেশ্বর ॥
 আপন মায়ায় তুমি আচ্ছাদ আপনা।
 নিগম নিগূঢ় তুমি আপনার সীমা ॥ (১)
 এ সব শ্রুতিগণে তোমা নাহি জানে।
 আত্মক আনের কাজ এই যদুগণে ॥
 একত্র বসতি বাস শয়ন ভোজন।
 তত্ত্ব তত্ত্ব না জানিল যদু বুদ্ধিগণ।
 হেন মায়ার জ্ঞান তুমি প্রকৃতির পর ॥
 ভোমার মায়ায় নাথ বঞ্চিত সকল ॥
 আজি চরণারবিন্দ হৈল দরশন।
 যোগীর চিন্তিত পদ অঘ বিনাশন ॥
 সর্বভীৰ্ষ ভীৰ্ষ সনকাদি সুখানন্দ।
 বিনিহিত ভকত ছরিত হুঃখবন্ধ ॥
 জ্ঞানময় প্রভু তুমি জ্ঞানে সব দেখ।
 ভোমার ভকত করি আশা-সভা রাখ ॥
 এতক বচন বলি মহা মুনিগণে।
 স্তুতি ভক্তি প্রণাম করিয়া ভগবানে ॥
 যুধিষ্ঠির আদি সন্তাষিয়া জনে জনে।
 চলিতে উচ্চম কৈলা মহা মুনিগণে ॥
 তা দেখিয়া বনুদেব মহা মতিমান।
 মুনিগণ চরণে করিয়া পরণাম ॥
 করজোড় করি বোলে বিনয় বচনে।
 নমো নমো মুনিগণ করোঁ নিবেদনে ॥
 কর্ম হনে কর্মনাশ কোনমতে হয়।
 হেন উপদেশ মোরে দেহ মহাশয় ॥
 বনুদেব বচন শুনিঞা মুনিগণে।
 ভুক্তভঞ্জে নিরখিয়া হাসে মনে মনে ॥
 নারদ কহিল তবে এ কোন্ বিষয়।
 ভাল জিজ্ঞাসিলে বনুদেব মহাশয় ॥
 পুত্রবুদ্ধি বনুদেব করে নারায়ণে।
 তে-কারণে জিজ্ঞাসিলা আশা-সভাস্থানে ॥
 নিকটে থাকিলে লোকে করে অনাদর।
 দূরতীর্থে যায় যেন তেজি গজাজল ॥
 স্থিতি স্থিতি প্রলয়ে যাহার নাহি ধ্বংস।
 নিষ্ঠুর পরমানন্দ নিত্য পরহংস ॥
 হেন প্রভু ধরেন মায়ায় নরলীলা।
 মায়ায় মাহুয ঘেষে করে নানা খেলা ॥

(১) পাঠান্তর—“আপনার মহিমা”।

বন্দুদেবে কি তার বুঝিব অমৃত্যব ।
 আমি-সব হই যার না বুঝি স্বভাব ॥
 এতেক বচন বলি যত মহামুনি ।
 বন্দুদেব সন্তোষিয়া বলে কোন বাণী ॥
 ভাল বন্দুদেব তুমি মনে কৈলে সার ।
 কর্ম হনে কর্মবন্ধ খণ্ডিব তোমার ॥
 যজ্ঞদান করি কর কৃষ্ণ আরাধন ।
 সৰ্ব্বকৰ্ম করি দেবদেবে সৰ্পণ ॥
 নিনি কর্ম কৈলে নহে চিত্তের সন্তোষ ।
 বিনি কৃষ্ণ-সমর্পণে না হয় নির্দোষ ॥
 এই সে উত্তম পথ গৃহস্থের ধর্ম ।
 শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া কর যজ্ঞ-দান কর্ম ॥
 জ্ঞান-উপাধিক্ত বিস্ত করি সমর্পণ ।
 শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া ভজিব নারায়ণ ॥
 যজ্ঞ দান করি বিস্ত-আশা দূর করি ।
 গৃহবাসে পুত্র-দারে আশা পরিহারি ॥
 ভোগ পরিহারি স্বর্গ-সুখভোগ আশ ।
 বৃদ্ধজনে এইরূপে করে কর্ম নাশ ॥
 জনকাদি মহাজন আছিল সংসারে ।
 কত কত যজ্ঞদান কৈল ক্ষিত্তিতলে ॥
 পাছে কর্ম তেজি তাঁরা গেলা ভপোবনে ।
 বন্দুদেব ভাল তুমি যুক্তি কৈলে মনে ॥
 তিন ঋণ লয়্যা হয়ে বিপ্রেস জনম ।
 দেব-ঋষি পিতৃ-ঋণ এ তিন বন্ধন ॥
 যজ্ঞ করি দেব ঋণ অধিব ব্রাহ্মণ ।
 বেদ পড়ি ঋষিগণ করিব খণ্ডন ॥
 পুত্র জন্মাইঞা শুধি পিতৃগণ-হার ।
 নহে তিন ঋণে বিগ্র না পার নিস্তার ॥
 তুমি তার দুই ঋণ পূরবে সুধিলে ।
 ঋষি-ঋণে পিতৃঋণে পরিজ্ঞান পাইলে ॥
 দেব-ঋণ শোধ তুমি মহাযজ্ঞ করি ।
 কবে বন্দুদেব তুমি হেলে যাবে তরি ॥
 যজ্ঞ তুমি বন্দুদেব সফল জীবন ।
 জগত-ঈশ্বর পুত্র হৈলা নারায়ণ ॥
 মুনিগণ-বচন শুনিঞা মহাশয় ।
 বন্দুদেব আনন্দিত প্রসন্নহৃদয় ॥
 মুনিগণ-চরণে করিয়া পরণতি ।
 বিনয় ভক্তি করি পূজে মহামতি ॥
 বিধি অনুসারে কৈল ব্রাহ্মণ-বরণ ।
 মহাধন ধেনু দিল বসন ভূষণ ॥
 তবে যজ্ঞ অনুবদ্ধ করি শুভকণে ।
 যজ্ঞ করে মুনিগণ উত্তম বিধানে ॥

যজ্ঞায় ব্রাহ্মণগণ বিধি অনুসারে ।
 যজ্ঞ করে বন্দুদেব আনন্দ মঞ্চলে ॥
 নরনারী বিরাজিত বসন ভূষণে ।
 বিবিধ কুসুমমালা স্নগন্ধি চন্দনে ॥
 রাজগণ স্বেমমণি ভূষণে ভূষিত ।
 কঙ্করী কুসুম গন্ধ চন্দনে চর্চিত ॥
 রাজমহিষীগণ মুদিত বদন ।
 দিব্যমণি অলঙ্কৃত বসন ভূষণ ॥
 শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ বাজন স্তম্ভল ।
 নটক-নটকীগণ-মৃত্যু মনোহর ॥
 সূত মাগধে স্তুতি করে স্তললিত ।
 গন্ধর্ব্ব কিন্নরে গায়ে সুরধুর স্মিত ॥
 তবে বন্দুদেব মহা অভিষেক করি ।
 নয়নে অঞ্জন পীত পরিধান ধরি ॥
 অঙ্গে পরে হেম মণি দিব্য অলঙ্কার ॥
 করয়ে রমণীগণ মঙ্গল আচার ।
 অষ্টাদশ পত্নী মাঝে শোভে মহাশয় ।
 তারকামণ্ডলে যেন চান্দের উদয় ॥
 দুকূল বলয় হার কুণ্ডল নৃপুর ।
 অলঙ্কৃত নরনারী মঞ্চল প্রচুর ॥
 পীতবাস পরিধান যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ।
 যজ্ঞ ঘরে বিরাজিত দীপ্ত হস্তাশন ॥
 রাম-কৃষ্ণ দুই তাই নিজজন সঙ্গে ।
 বিহারে জীবমানন্দ নানারস-রঙ্গে ॥
 যজ্ঞপূর্ণ কৈল যদি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ।
 পূর্ণা দিল বন্দুদেব হরষিত মন ॥
 বিবিধ দক্ষিণা দিয়া পূজিলা ব্রাহ্মণ ।
 গো ভূমি কাঞ্চন কন্ডা দিলা মহাধন ॥
 অভিষেক-স্নান কৈল যজ্ঞশেষ জলে ।
 রামকৃষ্ণে স্নান কৈল বিধি অনুসারে ॥
 মুনিগণে দিল বস্ত্র নানা অলঙ্কার ।
 সর্কলোক পূজা কৈল পতিভ চণ্ডাল ॥
 কুকুর পর্য্যন্ত পূজা কৈল অন্নপানে ।
 সর্কলোক পূজা কৈল বসন ভূষণে ॥
 বিদর্ভ কোশল কুরু কেকয় স্বজয় ।
 পাঠায় সকল লোকে করিয়া বিনয় ॥
 সুর মুনি পিতৃগণ গন্ধর্ব্ব চান্দ ॥
 যজ্ঞ প্রাংশিয়া গেলা আপন ভবন ॥
 যতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর গান্ধারী ।
 কর্ন দুর্ঘোষন আদি যত পুরনারী (১) ॥

যুধিষ্ঠির আদি করি পঞ্চ সহোদর ।
 কুন্তী আদি করি যত পুত্রনারী নর ॥
 আপনে নারদ ব্যাণ আদি মুনীগণ
 জ্ঞাপ্তি বদ্ধ বান্ধব পুত্রদ পরিজন ॥
 এ সব চলিলা যজ্ঞ করিয়া প্রাশংসা ।
 প্রেম আলিঙ্গন দিয়া করিয়া সম্ভাষা ॥
 কিন্তু নন্দ আদি যত গোপগোপীগণ ।
 পুজিয়া রাখিল পূর্ব পীরিস্তি কারণ ॥
 বনুদেব মহামতি পরম-উদার ।
 যজ্ঞ করি হৈলা কর্ণ-সাগরের পার ॥
 বজ্রগণ সহে গেলা নন্দ সরিষানে ।
 করে ধরি বোলে কিছু বিনয় বচনে ॥
 শুন শুন তাই নন্দ ঈশ্বর-নির্ধিত ।
 ঘেহ-পাশে সর্বলোক আছে নিয়োজিত ॥
 আত্মক আনের কাজ মহানুনিগণে ।
 ঘেহ দড়ি ছিড়িতে না পারে কোন জনে ॥
 তুমি যত কৈলে তাই পুরুষে মিতালী ।
 ত্রিভুবন দিলে তাহা স্মৃতিতে না পারি ॥
 পুরুষে না ছিল আমি কুশল কল্যাণে ।
 সম্ভাষিতে তোমা না পারিল তে কারণে ॥
 সস্ত্রাতি শ্রীমদে অন্ধ এ দুই নয়ন ।
 ভে-কারণে নাহি করি বান্ধব সেবন ॥
 এ ধন সম্পদ যদি হয় সাধুজনে ।
 শ্রীমদেতে যন্ত হয়্যা না দেখে নয়নে ॥
 শুক দ্বিজ নিজ জন নয়নে না চায় ।

কতু জানি শ্রীমদ বা মহাজনে পার ॥
 এ বোল বুলিতে বনুদেব মহাশয় ।
 প্রেমে পুলকিত অঙ্গ শিথিল হৃদয় ॥
 শ্রুতি পূর্ব গুণ কানে উচ্চরয়ে ।
 অজ্ঞান মজিল দৌহে প্রেমগিছুজলে ॥
 এইরূপে রহে নন্দ কৃষ্ণে প্রেম ধরি ।
 তিন মাস গোঁড়াইল আজি কালি করি ॥
 রাম-কৃষ্ণ-বনুদেবে করিয়া আশ্বাস ।
 আজি কালি করিয়া রাখিল তিন মাস ॥
 বহুদ্য ধন দিল বসন স্ত্রীগণ ।
 দিব্য পরিচ্ছদ দিল দিব্য আভরণ ॥
 বহুবিধ ভেট দিল শকটে পুরিয়া ।
 আশুবাড়ি খুঁইল নন্দে বিনয় করিয়া ॥
 মন নিয়োজিয়া কৃষ্ণ-চরণ-কমলে ।
 গোপগোপী লঞা নন্দ চলিলা গোহুলে ॥
 বরিষা সময় অগি দিল দরশন ।
 বনুদেব আদি যত যতু বৃষ্টিগণ ॥
 চলিলা দারকাপুরে রাম কৃষ্ণ লগ্না ।
 কহিল সকল কথা নিজগুণে গিয়া ॥
 তীর্থযাত্রা বজ্রগণ দরশন-কথা ।
 যজ্ঞ-মহোৎসব রাম-কৃষ্ণ-গুণ-গাথা ॥
 কহিল এসব কথা সব পুস্তকজনে ।
 আনন্দিত হৈল লোক অদ্ভুত শ্রবণে ॥
 ভাগবত-আচার্য্যের মধুর-বাণী ।
 তীর্থযাত্রা পুণ্য কথা প্রেমতরঙ্গিনী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

দশমস্কন্ধে চতুর্থশ্লোকিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় ।

ভাটিয়ালী রাগ ।

শুকমুনি বোলে রাজা শুন সাবধানে ।
 আর এক অদ্ভুত কহিব এখনে ॥
 এক দিন রাম-কৃষ্ণ দুই সহোদর ।
 প্রণাম করিতে গেলা বাপের গোচর ॥
 প্রণাম করিয়া বাপ মায়ের চরণে ।
 করপ্রোড়ি দুই ভাই রহে বিভ্রমানে ॥
 রাম-কৃষ্ণ শুক কথা মুনিসুখে শুনি ।
 পুত্র দেখি বনুদেব বোলে কোন বাণী ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগেশ্বর সনাতন ।
 হে রাম ধরণীধর লহস্র-বদন ॥
 তুমি কর্তা তুমি কর্তা তুমি সস্ত্রান ।
 তুমি হেতু সর্বাধারে তুমি উপাদান ॥
 দেখি শুনি যত কিছু তুমি সর্বময় ।
 তুমি বিনে বিশ্বনাথ আর কিছু নয় ॥
 আপনে প্রবেশ করি আপনাতে থাক
 প্রাণময় হৈঞা তুমি সর্বজীব রাখ ॥

কারণ-কারণ তুমি কারণ-শক্তি ।
 তোমা বিনে সব যত নাহি কার গতি ॥
 তুমি সে সূর্যোর তেজ আশ্রয়ের প্রভা ।
 তুমি সে চক্রেয় কান্তি নক্ষত্রের আভা ॥
 পৃথিবীর ধৈর্য্য ধৈর্য্য তুমি গন্ধগুণ ।
 জলের তর্পণ-শক্তি তুমি সে বক্রণ ॥
 পবনের গতি-শক্তি তুমি তেজ বল ।
 দশদিগ-অবকাশ আকাশমণ্ডল ॥
 তুমি নাদ তুমি বর্ণ তুমি সে ওকার ।
 আকৃতি প্রকৃতি তুমি জীবের আধার ॥
 সকল ইন্দ্রিয় তুমি ইন্দ্রিয়-শক্তি ।
 তুমি জ্ঞান তুমি বুদ্ধি তুমি জীবস্বতি ॥
 তুমি দৈব প্রকৃতি ত্রিবিধ অহঙ্কার ।
 অসত্য এ সব যত তুমি সতে সার ॥
 সত্ত্ব রজ তম তুমি ত্রে গুণ ণিত ।
 তোমার মায়ায়ে নাথ সকল কলিত ॥
 তুমি সত্য মাত্র প্রভু এ সব বিকার ।
 তোমা বিনে যত দেখি অসত্য সংসার ॥
 এই তত্ত্ব না জানিয়া এ লোক বঞ্চিত ।
 গতাগত দুঃখভোগ করে সুসঞ্চিত ॥
 দুর্লভ মানুষ-জন্ম পাঞ ভাগ্যবশে ।
 মুঞি মোর বলিয়া মজয়ে গৃহবাসে ॥
 স্নেহপাশে বদ্ধ হয়ে পাঞা স্নতদার ।
 আপনে বঞ্চিত হয়ে না ঘুচে সংসার ॥
 তুমি-দৌহে পুত্র নহ পুরুষ পুরাণ ।
 তুমি রাম তুমি কৃষ্ণ নিত্য ভগবান ॥
 পৃথিবীর হরিতে ভার কৈলে অবতার ।
 মানুষ-লীলায় কর বিচিত্র বিহার ॥
 তোমার পদারবিন্দে লইলু শরণ ॥
 প্রপন্নজনের ভবদুঃখ-বিমোচন ॥
 তোমাতে মানুষ বুদ্ধি অপত্য গেয়ানে ।
 মুঞিও বঞ্চিত হৈলু অসত্য ধোয়ানে ॥
 স্মৃতিগৃহে তুমি নাথ কহিলে সকল ।
 যুগে যুগে ধর তুমি দিব্য কলেবর ॥
 নিজ ধর্ম্ম রক্ষা কর নানা মুক্তি ধরি ।
 তোমার মায়ায়ে তাহা রহিলু পাসরি ॥
 বাপের বচন শুনি প্রভু নারায়ণে ।
 কহিতে লাগিলা কিছু বিনয় বিধান ॥
 তুমি যে কহিলে বাপ সে নহে অজ্ঞতা ।
 পুত্র উদ্দেশিয়া তুমি কহ ভক্তকথা ॥
 আমি তুমি এ সব দ্বারকাবাসিগণ ।
 বিচারিয়া বুঝি যদি সব নারায়ণ ॥

নিলেপ নিষ্ঠুর আত্মা প্রকাশস্বরূপ ।
 এক আত্মা নানা ভেদ দেখি নানারূপ ॥
 যেন জ্যোতি তুমি জল পবন আকাশ ।
 নানা ভেদে দেখি যেন নানা পরকাশ ॥
 এতেক বচন যদি বলিলা শ্রীহরি ।
 তবে বসুদেব রহে চিত্ত স্থির করি ॥
 দৈবকী আসিঞা তবে পুত্র সন্নিধানে ।
 পুত্রের মহিমা শুনি কহে বিচ্যুতমানে ॥
 যমঘর হৈতে মিলে গুরুপুত্র আনি ।
 পুত্রের প্রভাব দেখি কি বোলে জননী ॥
 কান্দিতে লাগিলা দেবী পুত্র সোণ্ডরণে ।
 কান্দিতে কান্দিতে বোলে অঝোর নয়নে ॥
 রাম রাম কৃষ্ণ যোগেশ্বর দামোদর ।
 অনাদি পুরুষ তুমি দেব-দেবেশ্বর ॥
 ধর্ম্ম সংস্থাপন হেতু কৈলে অবতার ।
 পাষণ্ড-খণ্ডন করি হরিবে ভূভার ॥
 ঈশ অংশ-অংশে করে উৎপত্তি প্রোক্ষণ !
 ঈশ ইচ্ছা মাজে কোটি ব্রহ্মাণ্ড উদয় ॥
 গুরুপুত্র আনি দিলে গুরু দক্ষিণা ।
 মুঞি বড় বেয়াতুলী ছয় পুত্রহীনা ॥
 ছয় পুত্র কংস মোর কৈল নিপাতন ।
 আনিঞা দেখাহ মোখে কমললোচন ॥
 এতেক বচন যদি বলিলা জননী ।
 স্নাতলে প্রবেশ কৈলা রাম চক্রপাণি ॥
 যোগবশে প্রবেশিল স্নাতল-বিবরে ।
 দুই ভাই উত্তরিল বালির মন্দিরে ॥
 রাম-কৃষ্ণে নিকটে দেখিয়া দৈভোৎসব ॥
 সভাসনে বলি রাজা উঠিলা সত্বর ॥
 সগণে চরণে কৈল দণ্ড পরণাম ।
 পুলকে পুরিল তম্বু ভয়ে কম্পমান ॥
 নয়নে গলয়ে নীর শিথিল অন্তর ।
 পাশ্চ অর্ঘ্য দিয়া বলি পুজিল সত্বর ॥
 চরণ পাখালে বলি পুণ্য গন্ধজলে ।
 পুজিয়া বসায় বলি আসন উপরে ॥
 সগণে সবংশে বলি শিরের উপর ।
 আদ্রক্ষ-পাবন পুণ্য ধরে পদজল ॥
 মহাধন আভরণ বসন ভূষণে ।
 ধূপ দীপ দিয়া পুজে অবত-ভোজনে ॥
 সুগন্ধ চন্দন দিব্য অঙ্গে বিলেপন ।
 বিবিধ কুসুমমালা তাহুল অর্পণ ॥

চিন্তা বিস্ত সমর্পিয়া প্রভুর চরণে । (১)
 হৃদয়ে ধরিয়া বলি করে নিবেদনে ॥
 নয়নে আনন্দজল পুলকিত অঙ্গ ।
 আকুল হৃদয় গদগদ স্বর ভঙ্গ ॥
 নমো নমো নারায়ণ রাম হুবীকেশ ।
 নমো যোগময় যোগনিধান যোগেশ ॥
 যোগীর ছল ভ যার পদ-দরশন ।
 হেন প্রভু মোর ভাগ্যে হৈল উপসন্ন ॥
 দৈত্যজাতি আমি-সব তমোগুণ ধরি ।
 দেখিল পদারবিন্দ কোন তপ করি ॥
 দৈত্য দানব সিদ্ধ গন্ধর্ব কিম্বর ।
 বক্ষ রক্ষ পিশাচ প্রমথ নিশাচর ॥
 বৈরিভাব আমি-সব ধরি নিরন্তর ।
 ভথাপি না কর তুমি কভো নিজ পর ॥
 কেহো বৈরীভাবে ভজে কেহো ভক্তি করি ।
 কেহো কামভাবে ভজে কাম আশা ধরি ॥
 কিছু ক্রোধে অনুর যেরূপে তরি যায় ।
 সত্ত্বয় দেখ হৈয়া সে গতি না পায় ॥
 না বুঝে তোমার মায়ী মহাযোগিগণে ।
 কি নাথ বুঝি আমি কুয়োনিজনমে ॥
 প্রসীদ কমলাকান্ত অকিঞ্চন ধন ।
 জগত-বন্দিতগণ-বন্দিত-চরণ ॥
 গৃহ-অঙ্কুশ তেজি রহে তরুতলে ।
 অকিঞ্চন হয়্যা কিবা ভজো নিরন্তরে ॥
 ভকত-সমাজে কিবা নিরন্তর রহি ।
 তোমার নির্মল যশ মাত্র যেন কহি ॥
 এই কৃপা কর নাথ যদি কর দয়া ।
 এ সব সম্পদ যোর হব দেবমায়ী ॥
 বলির বচন শুনি দৈবকীনন্দন ।
 বলিতে লাগিলা তবে পূর্ব বিবরণ ॥
 আছিল মরাঁচি মুনি ব্রহ্মার কুমার ।
 উর্গা নামে এক ভাষা আছিল তাহার ॥
 ছয় পুত্র জনমিল আদি মধুস্তরে ।
 ব্রহ্মা দেখিবারে গেলা ছয় সহোদরে ॥

দেখে ব্রহ্মা হঞা কত্না করে বিলম্বনে ।
 তা দেখিয়া উপহাস কৈল ছয় জনে ॥
 ব্রহ্মশাপে হৈল তারা অনুর-জনম ।
 হিরণ্যকশিপু-পুত্র হৈল ছয় জন ॥
 যোগমায়ী আনি দিল দৈবকী-উদরে ।
 কংসাসুর মারিয়া ফেলিল বারে বারে ॥
 সেই ছয় শিশু আছে নিকটে তোমার ।
 শৌকেতে ব্যাকুলী মাতা দেখিতে কুমার ॥
 তে কারণে আমার এখানে আগমন ।
 ছয় শিশু লৈব আমি দ্বারকাভূবন ॥
 সে ছয় শিশুর হৈব পাণ বিমোচন ।
 মায়ের করিতে চাহি শোক নিবারণ ॥
 সে ছয় জনের হৈব বিপদ বিনাশ ।
 আমার প্রসাদে হৈব বিকুপদে বাস ॥
 এতেক বচন বলি দেব দামোদর ।
 ছয় পুত্র দিল লঞা মায়ের গোচর ॥
 দেখিয়া দৈবকীদেবী দিল আলিঙ্গন ।
 মুখ নিরখিয়া করে বদন চুহন ॥
 প্রেমে পুলকিত অঙ্গ গলে পরোধর ।
 স্তন পিয়াইল মাতা কস্পিত অন্তর ॥
 মায়ার মোহিতা হৈলা কৃষ্ণের জননী ।
 কে বুঝিবে কৃষ্ণমায়ী যোগীন্দ্রমোহিনী ॥
 কৃষ্ণ-পান-শেষ স্তন অমৃত সমান ।
 হেন স্তন শিশুগণ কৈল সুধা পান ॥
 ভক্তজ্ঞান জনমিল কৃষ্ণ পরশনে ।
 প্রণাম করিয়া তারা কৃষ্ণের চরণে ॥
 বসুদেব-দৈবকীর বন্দিল চরণ ।
 বলভদ্রের পাদপদ্ম করিয়া বন্দন ॥
 বৈকুণ্ঠে চলিল তারা সর্বলোক দেখে ।
 বিশ্বয় ভাবিয়া লোক মনে পাইল সুখে ॥
 দেখিয়া দৈবকীদেবী ভাবিল বিশ্বয় ।
 হেন অদভূত কৰ্ম করে কৃপাময় ॥
 অশেষ দুর্জিত-হর জগত পবিত্র ।
 ভকত শ্রবণপর মুকুন্দ-চরিত্র ॥
 ব্যাসপুত্র-বিরচিত অমৃত শ্রবণ ।
 যেবা শুনে শুনায় যে করায় শ্রবণ ॥
 কৃষ্ণে চিন্ত হয় তার বিকুপদে গতি ।
 ভাগবত আচার্য্যের মধুর ভারতী ॥

(১) পাঠান্তর,—

“চিন্তা বিস্ত পরিবার অর্পিয়া চরণে ।”

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং

বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে পঞ্চাশ্চিত্তবোধধ্যায়ঃ ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতম অধ্যায় ।

ঐরাগ ।

ভবে রাজা জিজ্ঞাসিলা মুনির চরণে ।
 আর অদভুত কথা পুছিব এখনে ॥
 আছিল স্তূভদ্রা দেবী কৃষ্ণের ভগিনী ।
 কিরূপে অর্জুনে বিভা কৈলা যশস্বিনী ॥
 পিতামহী আমার পরম রূপবতী ।
 কিরূপে অর্জুনে বিভা কৈল মহাগতী ॥
 মুনি বোলে শুন রাজা কহি বিবরণ ।
 যখনে অর্জুন কৈল তীর্থ পর্য্যটন ॥
 পৃথিবী ত্রিমিঞা তেঁচো মিলিলা প্রভাসে ।
 লোকমুখে এই কথা শুনিল বিশেষে ॥
 কৃষ্ণের ভগিনী আছে স্তূভদ্রা সুন্দরী ।
 ছুর্য্যোধনে বিভা দিব রাম অধিকারী (১)
 শুনিঞা সন্তোষ হৈলা অর্জুনের মনে ।
 ধরিয়া সন্ন্যাসবেশ চলিল আপনে ॥
 দ্বারকামণ্ডলে গেলা করিয়া সন্ন্যাস ।
 চারিমাংস রহিলা করিয়া ভীর্থবাস ॥
 পুরজনে পূজা করে দেখিয়া সন্ন্যাসী ।
 অন্নপানে পূজা করে যত গৃহবাসী ॥
 না জানিঞা বলরাম করে তার পূজা ।
 ভক্তিতাবে পূজে তাঁরে দ্বারকার প্রজা ॥
 একদিন বলভদ্র দিয়া নিয়ন্ত্রণ ।
 ঘরে আনি ভিক্ষা দিয়া করয়ে ভোজন ॥
 মন্দিরে দেখিয়া কত্কা অর্জুন যোহিল ।
 কামে বিমোহিতচিত্ত চিন্তিতে লাগিল ॥
 অর্জুনে দেখিয়া কত্কা কামে বিমোহিতা ।
 কিকিঁত কুঙ্কিত ভুরুভঙ্গ সলজ্জিতা ॥
 দৌছে দৌহা ধোয়ান করয়ে নিরন্তর ।
 দৌহার ক্ষণ কাম-শরে জরজর ॥
 দৈবযোগে ভীর্থযাত্রা হৈল পুণ্যকালে ।
 রথে চটি গেলা কত্কা গড়ের বাহিরে ॥
 কৃষ্ণের ইজিত পায়া অর্জুন সুধীর ।
 রথে চটি বাহিরে চলিলা মহাবীর ॥
 হরিয়া তুলিলা কত্কা রথের উপরে ।
 ধনুকে টঙ্কার দিয়া চলে ধনুধরে ॥
 বীরগণে চারি পাশে বেঢ়িল সারৈ ।
 খেদিয়া সকল বীরে চলে একেধারে ॥

সিংহ বেন মৃগগণ মাঝে হরে ভাগ ।
 কত্কা হরি যায় বীর অতুলপ্রভাপ ॥
 শুনিঞা কুপিলা রাম দীপ্ত হতাশন ।
 শাস্তিরা রাখিলা কৃষ্ণ ধরিয়া চরণ ॥
 যৌতুক পাঠায়া দিল বহুমূল্য ধন ।
 দিব্য পরিচ্ছদ রথ কুঞ্জর বাহন ॥
 আর এক কথা কহি শুন পরীক্ষিত ।
 আছিল ব্রাহ্মণ এক উদারচরিত ॥
 গৃহাশ্রমে বৈসে বিপ্র ঐশ্বদেব নাম ।
 শাস্ত দান্ত অলম্পট ভকতপ্রধান ॥
 মিথিলা নগরে বৈসে চেষ্টা পরিহরি ।
 যথালোভে তুষ্ট রহে নিজ কৰ্ম করি ॥
 দেহযাত্রা ধারণ ধনের প্রয়োজন ।
 অধিক না লয়ে বিপ্র তৃষ্টিপরায়ণ ॥
 আছিল রাণ্যের রাজা বহলাশ্ব নাম ।
 সেইরূপ গুণ শীল ভকতপ্রধান ॥
 অহঙ্কার বিবর্জিত শুদ্ধ কলেবর ।
 কৃষ্ণ-কৰ্ম-পরায়ণ কৃষ্ণ-প্রিয়ধর ॥
 দৌহারে করিব রূপা শ্রু গুণনিধি ।
 ডাকিয়া আনিল প্রভু দ্বারক সারথি ॥
 বাট করি আন রথ করিয়া সাজন ।
 সারথি আনিঞা রথ দিল ভক্তক্ষণ ॥
 নারদাদি মুনিগণে নিজ রথে তুলি ।
 রথে চটি আপনে চলিলা বনমালী ॥
 বামদেব বেদব্যাস অত্রি ব্রহ্মস্পতি ।
 নারদ চাবন কথ রাম মহামতি ॥
 মুনিগণে তুলি লৈয়া রথের উপরে ।
 আপনে চলিলা হরি মিথিলা নগরে ॥
 কুরু ধন কঙ্ক মংস্ত্র পঞ্চাল কোশল ।
 কুঞ্জি যথু আদি দেশ কেবল জাজল ॥
 তরিয়া আনন্ত দেশ মিথিলাতে যায় ।
 পথে পথে আসিয়া সকল লোক চয় ॥
 পাণ্ড অর্ঘ্য দিয়া পূজে কৃষ্ণের চরণ ।
 যন্ত হৈল সব লোক সব পুরজন ॥
 দেশে দেশে পূজে লোক দিয়া উপহার ।
 বিবিধ ভূষণ বাস বিবিধ সজ্জার ॥
 উদার রুচির হাস সয়োজ-নয়ন ।
 বিলোল অলকাবলী মুদিত বদন ॥

হরষিত নরনারী শ্রীমুখ দেখিয়া ।
 সব লোকে যায় হরি কৃতার্থ করিয়া ॥
 দুরিত-হরণ-যশ সর্বলোকে গায় ।
 নিজ যশ শুনিতে কোতুকে চলি যায় ॥
 মিথিলা নগরে তবে উঠিল শ্রীহরি ।
 আনন্দিত হৈলা লোক পুর-নরনারী ॥
 পাশ্চ অর্ঘ্য লঞা লোক হৈলা আশুয়ান ।
 ভূমিতে পড়িয়া কৈল দণ্ড পরণাম ॥
 শিরে কর ধরিয়া দাঁড়ায় চারি পাশে ।
 শ্রীমুখ দেখিয়া লোক পুরিল হরিয়ে ॥
 শ্রুতদেব বহলাশ্ব পড়িয়া চরণে ।
 নিমন্ত্রণ কৈলা দৌহে আতিথ্য বিধানে ॥
 শ্রণত কঙ্কর হই শিরে ধরি কর ।
 ভিজগণ লৈয়া প্রভু আইস য়োর ঘর ॥
 বুঝিয়া দৌহার চিত্ত দৈবকীন্দন ।
 চলিলা দৌহার ঘরে লয়া মুনিগণ ॥
 সব সৈন্ত পরিকর দুই রূপ করি ॥
 দুই ধর সেনা প্রভু দুই রূপ করি ॥
 দৌহে না জানিলা প্রভু গেলা দৌহা ঘরে ।
 মজিল দুহার চিত্ত আনন্দ-সাগরে ॥
 আনিঞা জনক রাজা কনক আসনে ।
 বসায়্যা পুঞ্জিল হরি আনন্দিত মনে ॥
 শিরের উপরে ধরি করিয়া বন্দন ।
 পুণ্যজল দিয়া দুই পাখালে চরণ ॥
 সব বন্ধু বান্ধবে রাজা শিরে জল ধরে ।
 আনন্দে ছিটায় জল এঘর দুয়ারে ॥
 গন্ধ মালা ধূপ দীপ বসন ভূষণে ।
 কঙ্কপদ পূজে রাজা মধুর বচনে ॥
 দিব্য গন্ধ বসন ভূষণ ধূপ দীপে ।
 মুনিগণ চরণ পূজিল একে একে ॥
 বৃকের উপরে ধরি কমল চরণ ।
 ধীরে ধীরে করে রাজা পাদ-সংবাহন ॥
 অজ পুলকিত রাজা গদগদ ভাষা ।
 কি বোলে নৃপতি-সিংহ করিয়া সম্ভাষা ॥
 সর্বভূত আত্মা তুমি সাক্ষী স্বপ্রকাশ ।
 নয় বেশ ধরি কর আনন্দ বিলাস ॥
 নিরবধি পদযুগ করি স্মরণ ।
 তে কারণে পাদপদ্ম হৈল দরশন ॥
 সত্য করিবারে চাহ আপনার বাণী ।
 তে কারণে দরশন দিলে চক্ৰপাণি ॥
 একান্ত ভকত বিনে সহস্র-বদন ।
 শঙ্কর বিরিঞ্চি য়োর নহে প্রিয়ভম ॥

সেরূপ কমলা দেবী নহে প্রিয়ভম ।
 ভকতের সহে য়োর কারো নাহি সীমা ॥
 সত্য করিবারে চাহ আপন বচন ।
 তে-কারণে তুমি নাথ দিলে দরশন ॥
 হেন দয়ানিধি তুমি যে তোমাকে জানে ।
 সে জনে তোমাকে নাথ তেজিব কেমনে ॥
 শাস্ত দাস্ত আকিঞ্চন ভকত দেখিয়া ।
 বশ হৈয়া থাক তুমি আপনারে দিয়া ॥
 যদ্বংশে সম্প্রতি করিয়া অবতার ।
 দুরিত-দহন যশ কর পরচার ॥
 নমো নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু ভগবান ।
 বৈকুণ্ঠ মাধব হরি পুরুষ পুরাণ ॥
 কথোদিন য়োর ঘরে রহ কৃপা করি ।
 পদযুগে য়োর কুল পরিত্রাণ করি ॥
 মুনিগণ সহে প্রভু রহ য়োর ঘরে ।
 পবিত্র সকল লোক হোক পদজলে ॥
 ভূত্যের বচন শুনি ভকতবৎসল ।
 সগণে রহিলা হরি মিথিলা নগর ॥
 শ্রুতদেব ঘরে যদি গেলেন শ্রীহরি ।
 ভূমিতে পড়িয়া বিপ্র পরণাম করি ॥
 বসন চুলায় বিপ্র নাচে বাহ তুলি ।
 চরণে লোটায় বিপ্র হরি হরি বলি ॥
 কুশের আগন বিপ্র আনিঞা ভেটায় ।
 ত্রণহাল পাতি পাতি সগণে বসায় ॥
 কমণ্ডলু ভরিয়া ব্রাহ্মণী দেই জল ।
 হরিয়ে পাখালে বিপ্র চরণযুগল ॥
 সবন্ধু-বান্ধবে বিপ্র পদজল ধরে ।
 আনন্দে ছিটায় জল এঘর দুয়ারে ॥
 বিরজার মূল জল স্নগন্ধি মুক্তিকা ।
 কোমল তুলসীদল পঙ্কজ কর্ণিকা ॥
 পুণ্যজল নীরাজন করি সর্পণ ।
 ভক্তিতাবে করে বিপ্র কঙ্ক-আরাধন ॥
 মনে চিন্তে বিপ্র মুঞি হেন সে বঞ্চিত ।
 গৃহ-অন্ধকূপে মুঞি কেবল পতিত ॥
 সর্বভীষণীন্দ্র য়ার পাদপদ্ম ধূলি ।
 তাঁর দরশন হয়ে কোন তপ করি ॥
 মুনিগণ পদযুগে তীর্থ কোটি বৈসে ।
 কোন্ তপ করি মুঞি লভিল সর্বশেষে ॥
 তবে শ্রুতদেব বিপ্র সপুত্র বান্ধবে ।
 পাদ সংবাহন বিপ্র করে ভক্তিতাবে ॥
 চিন্ত সমাধানে কিছু করে নিবেদন ।
 পয়স পুরুষ তুমি অনাদি নিধান ॥

আজি দেখা দিলে তুমি এষ্ট সত্য নহে ।
 যখন সৃজিয়া তুমি প্রবেশিলে দেহে ॥
 তখন তোমার সহে হয় দরশন ।
 মায়ায়ে মোহিত আমি না বুঝি কারণ ॥
 স্বপনে পুরুষ যেন নানা যুগি হয় ।
 আপনা পাগরে জীব সেই মনে লয় ॥
 তোমার মায়ায়ে সব লোক বিমোহিত ।
 তোমা পাগরিয়া লোক কেবল বঞ্চিত ॥
 শ্রবণ কীর্তন পদ-বন্দন অর্চন ।
 যে জন তোমার করে সদন্ত চিন্তন ॥
 তার চিন্তে দেহ তুমি আপনে প্রকাশ ।
 সেইক্ষণে হয়ে তাব অবিদ্যা বিনাশ ॥
 হৃদয়ে থাকিয়া তুমি আচ্ছ অতিদূর ।
 যে জন সংসার রত কশ্মেতে ব্যাকুল ॥
 নমো নমো চরণ পঙ্কজে নমস্কার ।
 প্রকৃতি পুরুষ পর স্বভাব বিহার ॥
 আজ্ঞা দেহ কোন্ কর্ম করিব তোমার ।
 আজি সে ঋজিল যোর এ যোর সংসার ॥
 বাবত তোমার সহে নহে দরশন ।
 তাবত জীবের থাকে এ ভব-বন্ধন ॥
 বিপ্রেয় বচন শুনি দেব-শিরোমণি ।
 হাথে হাথ ধরিয়া কি বোলে চক্রপাণি ॥
 শুন শুন দ্বিজবর কহিব বিশেষ ।
 কহিব তোমায়ে বিপ্র ধর্ম উপদেশ ॥
 অমুগ্রহ করিতে এ সব মুনিগণ ।
 তোমার মন্দিরে আসি হৈল উপগমন ॥
 ভুবন পবিত্র করে দিয়া পদরেণু ।
 লোক-পরিভ্রাণ-ছেড় ধরে দ্বিজভূ ॥

পুণ্যতীর্থ পুণ্যক্ষেত্রে দেব শিলাময় ।
 দরশনে পরশনে করে পাপক্ষয় ॥
 এ সব পবিত্র করে কিস্তি চিরদিনে ।
 তিলেকে পবিত্র করে সাধু দরশনে ॥
 জনমিলে মাত্র শ্রেষ্ঠ বলি দ্বিজকূলে ।
 কি বলিব যদি বিদ্যা তপ তুষ্টি ধরে ॥
 চতুভুজরূপ মোর নিজ কলেবর ।
 ব্রাহ্মণ চাহিতে তেন নহে প্রিয়তর ॥
 সর্ববেদময় বিপ্র সত্তার প্রধান ।
 সর্বদেবময় আমি পুরুষপুরাণ ॥
 সর্বলোক গুরু বিপ্র সত্তার ঈশ্বর ।
 দ্বিজরূপে ধরে বিপ্র বিষ্ণু-কলেবর ॥
 না জানিঞা দুইজনে অবজ্ঞান করে ।
 সকল প্রীতিমা মাতে দৈববুদ্ধি ধরে ॥
 ব্রাহ্মণ প্রসাদে আমি করিয়ে সৃজন ।
 ব্রাহ্মণপ্রসাদে করি প্রাণ পালন ॥
 এ বোল বুঝিয়া তুমি পুজ মুনিগণ ।
 সেই সে আমার পুজা ভক্তি আরাধন ॥
 কৃষ্ণের বচন শুনিয়া শ্রবণে ।
 মুনিগণে পুজা কৈল বিবধ বিধানে ॥
 এইরূপে কথোদিন রহি ভগবান্ ।
 দুই ভকতের তরে কহে তত্ত্বজ্ঞান ॥
 ব্রহ্ম-পরায়ণ বেদ ব্রহ্মমন্ত্রে কহে ।
 ব্রহ্ম বিনে আর যত কিছু সত্য নহে ॥
 এই উপদেশ করি লৈয়া মুনিগণ ।
 চলিলা দ্বারকাপুরে দৈবকীনন্দন ॥
 ভক্তিরসগুরু শ্রীগদাধর জ্ঞান ।
 ভাগবত আচার্য্যের মধুরসাগান ॥

ঠতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং

বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় ।

ভবে পরীক্ষিত রাজা ভাবিয়া বিস্ময় ।
 বিনয়ে পুছিল কিছু বুঝিতে নির্ণয় ॥
 নিম্ণণ নিম্নল ব্রহ্ম প্রমাণরহিত ।
 প্রকৃতি-পুরুষপর উপাধি-বঞ্চিত ॥
 আপনে সত্ত্বণ বেদ নির্ভণের মর্ম ।
 কল্পণে জানিব গুরু এত বড়প্রম ॥

মুনি বোলে ভাল রাজা কহিলে সর্বথা ।
 যে তুমি জিজ্ঞাস কতো নহে ত অতথা ॥
 জীবের ইন্দ্রিয় প্রভু স্বজিল আপনে ।
 বুদ্ধি প্রাণ মন স্বজে জীবের কারণে ॥
 ধর্ম অর্থ কাম মোক সাধিবার তরে ।
 জীবের কারণে প্রভু নৃপী জীলা করে ॥

আপনে সঙ্গ বেদ প্রমাণ গোচর ।
 তথাপি নিঃসঙ্গ-সঙ্গ পারে নিরন্তর ॥
 এই সব বেদবাণী ব্রহ্মপরায়ণ ।
 ব্রহ্মা ভক্তি করিয়া ধরয়ে যেবা জন ॥
 ব্রহ্মে পরবেশ তার হয় ব্রহ্মময় ।
 কহিল তোমারে রাজা বেদের 'নর্ণয়' ॥
 পূরবে নারদ আর নর-নারায়ণে ।
 দৌড়ে এই কথা হৈল বদরিকাশ্রমে ॥
 পূরবে নারদ করি তীর্থ পয়াটন ।
 বদরিকাশ্রমে গেলা যথা নারায়ণ ॥
 লোক-পরিত্রাণ হেতু ভারতবরিরষে ।
 আকল্প পর্যন্ত তপ করে মুনিবেশে ॥
 নারদ দেখিল গিয়া বদরিকাশ্রমে ।
 চৌদিকে বেষ্টিত তাঁরবাগী মুনিগণে ॥
 এই কথা জিজ্ঞাসিল ব্রহ্মার নন্দন ।
 কহিতে লাগিলা তবে ঋষি নারায়ণ ॥
 ওনলোকে যজ্ঞ কৈল ব্রহ্মসত্ত্ব নামে ।
 ব্রহ্মার মানস পুত্র যত মুনিগণে ॥
 ষ্বেতদ্বীপে শ্বেতদ্বীপে পতি দরশনে ।
 তুমি গিয়াছিলে বাপু আপনে তখনে ॥
 হেনকালে প্রাণ হৈল মুনির সমাজে ।
 বেদ শুধু তবু কথা বুঝিবার কাজে ॥
 ছোট বড় নাহি তাথে সন্তোষ সমান ।
 তুল্য তপ যোগবল তুল্য তত্ত্বজ্ঞান ॥
 মন্ত্রণা করিঞা তবে যত মুনিগণ ।
 কহিবার তরে নিয়োজিল একজন ॥
 মুনিগণ মেলি এই করিল নিবন্ধ ।
 সন্তোষে শুনিব কথা কহিব গনন ॥
 শুনিঞা গনন মুনি ব্রহ্মার নন্দন ।
 কহিতে লাগিলা কথা শুনে মুনিগণ ॥
 সর্গশক্তি লেয়া সৃষ্টি করিয়া সংহার ।
 অনন্ত শয়ান হরি রহে চিরকাল ॥
 প্রবোধ সময় বুঝি প্রবোধ বচনে ।
 স্তুতি করে শ্রুতিগণ পুণ্য যশোগানে ॥
 প্রভাত সময়ে যেন ভাটগণ মেলি ।
 নিজস্বায়ে জাগায়ে রাজা নানা ভক্তি করি ॥

দলিত বসন্তরাগ ।

জয় জয় হে অতি ছেদ নিজমায়া ।
 জীবের আনন্দ হরে শুণুময়ী হৈয়া ॥
 সর্গশক্তিধর তুমি আনন্দ বিলাস ।
 তোমা হনে সর্গজীবী শক্তি পরকাশ ॥

সর্গৈবধা ধর তুমি সভার ঈশ্বর ।
 স্বতন্ত্র না হয়ে জীব ওড় কলেবর ॥
 যখনে প্রকৃতি সঙ্গে বিহর আপনে ।
 তখনে তোমার গুণ গায় শ্রুতিগণে ॥
 দেখি শুনি যত কিছু শ্রবণ নয়নে ।
 ব্রহ্ম করি মানে সব মহাযোগিগণে ॥
 অস্তকালে ব্রহ্মমাত্র অবশেষ রয় ।
 বাহা হেতে অগতের উৎপত্তি প্রলয় ॥
 তথাপি নিঃসঙ্গ ব্রহ্ম-বিকার-বঞ্চিত ।
 ব্রহ্ম অধিষ্ঠান মাত্রে ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভিত ॥
 মাটির নিম্নিত পাত্র নানা পরকার ।
 ভাঙে চূরে হয়ে যায় মাটি মাত্র সার ॥
 যেহি মাটি সেই মাটি না টুটে না বাড়ে ।
 এইরূপে নিত্য ব্রহ্ম না হয় না মরে ॥
 এই সে কারণে প্রভু বেদমন্ত্রগণে ।
 তোমার চরণ ভজে কায়-বাক্য-মনে ॥
 যদি বোল শ্রুতিগণ নানা দেব ভজে ।
 শশু সূর্য্য পূরন্দর প্রজাপতি পূজে ॥
 বহুমুখে শ্রুতিগণ নানা মুক্তিভেদে ।
 সর্গময় প্রভু তুমি সর্গভাবে সেবে ॥
 যথা ভথা করি যদি পদ-আরোপণ ।
 গাছ পাথর কিবা গিরি আরোহণ ॥
 তমু তুমি বিনে নাথ না বলিব আন ।
 এইরূপ সর্গময় তুমি ভগবান ॥
 এই সে কারণে নাথ মহামুনিগণে ।
 তোমার পবিত্র কথা শ্রুধাশিক্ত পানে ॥
 অশেষ দুঃস্বপ্ন তরি লভিল মুক্তি ।
 হেন গুণ-নিধি তুমি ভকতের গতি ॥
 গুণময়ী মায়ামূগী নটন-পণ্ডিত ।
 পরম পুরুষ তুমি ত্রিগুণ-বঞ্চিত ॥
 কথামাত্র শ্রবণে সকল পাপ তরে ।
 ভক্তি করি যে বা ভজে কি কহিব তারে ॥
 তত্ত্বজ্ঞান বোগে বার শোধিত অন্তর ।
 ভক্তি করিয়া ভজে চরণযুগল ॥
 অখণ্ড-পরমানন্দ-পদ-সুখময় ।
 কে পুন কহিব তার কোন্ গতি হয় ॥
 তোমার পদারবিন্দে ভক্তিহীন জন ।
 চামের হাথিনা (১) যেন বিফল জীবন ॥
 যদি বল স্মৃতিভোগ করে নিয়মি ।
 ভক্তিহীন জনের না হয়ে কোন সিদ্ধি ॥

যার অল্পগ্রহে সৃষ্টি করে তত্ত্বগণে ।
 ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ করে বিবিধ বিধানেন ॥
 ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া কর ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ ।
 প্রলয়ে সকলে তুমি থাক অবশেষ ॥
 কার্যকারণের পর ঋত সত্যময় ।
 তোমা বিনে কারো নাথ কিছু সিদ্ধ নয় ॥
 ভকতজনের মিলে সর্বত্র কল্যাণ ।
 না ভজিলে কভো তার নহে পরিজ্ঞান ॥
 এখনে কহিব ধ্যান গুরু-উপদেশ ।
 ধ্যান অবলম্ব করি ভজিব বিশেষ ॥
 স্থূলবুদ্ধি-জনে করে উদরে চিস্তন ।
 মূনি যোগপথে যার স্থির নহে মন ॥
 সূক্ষ্মমতি জনে ব্রহ্ম ধ্যানে পরীরে ।
 নাড়ীভেদে চিস্তে ব্রহ্ম হৃদয়-কমলে ॥
 ষট্চক্র ভেদিয়া তোলে শিরের উপরে ।
 নিরমল জ্যোতি যথা সহস্র কমলে ॥
 যার সমাগমে পুন না হয় সংসার ।
 যে ব্রহ্ম চিন্তিয়া যোগী হয় তবে পার ॥
 যদি সর্বদেহে আমি বসি নিরন্তর ।
 আমার জীবের সচে কি হয়ে অন্তর ॥
 হেন যদি বল দেব কহে প্রতিগণে ।
 আর কিছু সত্য নাথ নহে তোমা বিনে ॥
 সর্বভূত-সাক্ষী তুমি বৈস গুরুরূপে ।
 নির্লেপ নিগুণ তুমি বৈস সর্বরূপে ॥
 ছোট বড় তথা ভক্ত বিবিধ রচনা ।
 আপনে করিয়া তুমি ব্রহ্মাণ্ড ঘটনা ॥
 আপনে সৃজিয়া তাথে কর পরবেশ ।
 দেহ-অল্পরূপে তুমি ধর নিজবেশ ॥
 শরতি প্রকাশ কর দেহ-অল্পসারে ।
 কাষ্ঠ অল্পরূপ যেন হস্তাশন জলে ॥
 তথাপি অসত্য সব তুমি মাত্র সত্য ।
 এক রসময় ধাম তুমি সত্তে তথ্য ॥
 নিরমল মতি যার বিগত সংসার ।
 তারা সব এইরূপ চিন্তয়ে তোমার ॥
 কিন্তু পুন তোমার নাথ প্রকৃতি প্রসঙ্গ ।
 বিচারে জীবের কিছু নাহি ভববন্ধ ॥
 ভকতি করিয়া জীব তোমার চরণে ।
 এ ঘোর সংসার তরে কহে প্রতিগণে ॥
 নিজ কথ বিনির্মিত প্রীতি কলেবর ।
 কর্তা হৈয়া জীব তাথে থাকে নিরন্তর ॥
 তথাপি তোমার অংশ জীব বন্ধ নয় ।
 সর্বশক্তিধর তুমি সবার আশ্রয় ॥

কার্য কারণের জীব না হয় অধীন ॥
 দেহে মাত্র থাকে জীব দেহ নহে ভিন ॥
 এইরূপ জীবগতি বুঝিয়া পণ্ডিত ।
 সর্বকর্ম তোমাতে করিয়া নিয়োজিত ॥
 তোমার চরণধূগ ভব-নিবারণ ।
 বুঝিয়া পণ্ডিতজনে করে আরাধন ।
 অর্চন বন্দন সেবা শ্রবন কীর্তন ॥
 ভকতি সাধিয়া ভব তরে বৃঞ্চন ॥
 তোমাতে জানিতে নাহি কাহার শক্তি । (১)
 তে-কারণে ধর তুমি বিবিধ মুরতি ॥
 জীব-পরিজ্ঞান হেতু নানা মুক্তি ধর ।
 নানা অবতারে তুমি নানা লীলা কর ॥
 সেই লীলা-চরিত্র-অমৃত-সিদ্ধ জলে ।
 করিয়া মজ্জন পান পরিশ্রম হরে ॥
 অপবগ-পদে তার নাহি অভিলষ ।
 ভক্তিরস-সুখে বিসরিল গৃহবাস ॥
 তোমার চরণ-সরোরুহ-মধুকর ।
 তার সন্তস্রুখরসে পাগরে সকল ॥
 নর-কলেবর নাথ তখন ছুয়ার ।
 নরদেহ ধরি হযে সংসারের পার ॥
 হেন দেহ আপনার প্রিয় করি মানে ।
 তুমি আত্মা প্রিয় সখা এ সব না জানে ॥
 অসত্য সেবিয়া সে যে নহে শুদ্ধমতি ।
 তোমার পদারবিন্দ নহে তার রতি ॥
 আত্মবাসী অসত্য ধোয়ায় ছরাশয় ।
 না ভজে পদারবিন্দ না ঘুচে সংশয় ॥
 অসত্য ধোয়ানে নহে শুদ্ধ কলেবর ।
 মহাভয় সংসারে ভ্রময়ে নিরন্তর ॥
 সকল ইন্দ্রিয়গণ করিয়া রোধন ।
 দৃঢ়যোগে করি মন পবন সংযম ॥
 মূনিগণ চিন্তে যারে হৃদয়-কমলে ।
 বৈরভাবে দৈত্যগণ সতত স্তম্ভরে ॥
 ভোগী ভোগ ভুজ্ঞনও হৃদয় ধোয়ায় ।
 কামভাবে গোপীগণ সেই কৃষ্ণ পায় ॥
 আমি সব প্রতিগণে সেই অল্পসারে ।
 চরণ-পঙ্কজ ধরি হৃদয় কমলে ॥
 যোগী যোগপথে থাকে চিন্তয়ে ধোয়ানে ।
 বৈরভাবে হেন প্রভু পায় দৈত্যগণে ॥

(১) পাঠান্তর,—

“তোমার জানিতে পারে কাহার শক্তি ।”

কামভাবে চিন্তিয়া রমণীগণ পায় ।
 ভেৎকারেণে প্রতিগণ চরণে ধোয় ।
 ভক্তি বিনে ভক্তজ্ঞান না হয় উদয় ।
 ভক্তি বিনে কতো যোগে পরিভ্রাণ নয় ।
 এই সে কারণে ভক্তি কহে প্রতিগণে ।
 কে তোমা জানিব নাথ ভক্তিব্যোগ বিনে ।
 যখন না ছিল কিছু ব্রহ্মা মহেশ্বর ।
 তখনে আছিলে মাত্র আপনে কেবল ।
 এখনে জন্মিঞা তোমা কে জানিতে পারে ।
 ব্রহ্মা উপজিল যার এ নাক্তি-কমলে ।
 বাহা হনে দেবগণ সৃষ্টি-উপাদান ।
 হেনে পরিপূর্ণ তুমি প্রভু ভগবান্ ।
 প্রাণয়ে যখনে সৃষ্টি করিয়া সংহার ।
 অনন্ত শরনে কর কেবল বিহার ।
 স্থূল সূক্ষ্ম তখনে না থাকে কাংগতি ।
 ন বেদ বেদান্ত শাস্ত্র তক দণ্ডনীতি ।
 অলভ্যের উৎপত্তি খোলে যে জনে ।
 সত্যের মরণ যেবা সত্য করি মানে ।
 আত্মমতে ভেদ যেবা করে নিরূপণ ।
 ব্যবহার সত্য করি খোলে যে জন ।
 এই সব উপদেশ যে যে জন কহে ।
 আরোপিত মাত্র সব কিছু সত্য নহে ।
 ঈশ্বর ত্রিগুণময় এহ সত্য নয়
 অজ্ঞান কল্পিত মাএ বৃথ জনে কর ।
 জ্ঞানঘন রসময় ব্রহ্ম মাত্র সার ।
 জ্ঞানে নাহি জানি ব্রহ্মজ্ঞানে হয়ে পায় ।
 ত্রিগুণ-জনিত যত মনের বিলাস ।
 সত্য অধিষ্ঠানে করে অসত্য প্রকাশ ।
 অজ্ঞান-কল্পিত যত দোষি নানাক্রপ ।
 এক ব্রহ্ম সত্যমাত্র ধরে সৰ্বকপ ।
 অসত্য মানয়ে সত্য সত্য অধিষ্ঠানে ।
 ভেৎকারেণে সত্য বলে ভক্তজ্ঞানী জনে ।
 কনক কিন্নরে যদি হেম-বাণিজার ।
 কনক কিনিতে কিনে হার অলঙ্কার ।
 হার অলঙ্কার তেজ কনক না কিনে ।
 এইরূপ সত্য সব বলি ভক্তজ্ঞানে ।
 ব্রহ্ম মাত্র সত্য সবে জানিব নিশ্চয় ।
 ব্রহ্ম বিনে ভক্তজ্ঞান কতু সত্য নয় ।
 যে তোমার পরিচর্যা করে নিরবধি ।
 সৰ্বজীবে বৈস তুমি সৰ্বগুণনিধি ।
 হৃদ্য শিরে পদ ধরে গগন না করে ।
 এ ঘোর সংসারভাপ লীলা মাত্র তরে ।

সৰ্বশাস্ত্রে বিদগধ ভক্তিহীন জন ।
 পশুপত বেদপাশে কারয়া বধন ।
 কৰ্মপথে ভ্রায় না পায় প্রতিকার ।
 ভকতি-বিমুখ তার না হয় নিস্তার ।
 যে পুন পদারবিন্দে ভক্তিরস ধরে ।
 দৃষ্টিমাত্র সৰ্বলোকে পরিভ্রাণ করে ।
 জীব-পরিভ্রাণ কতো নাহি ভক্তি বিনে ।
 কারণ বুঝিয়া ভক্তি কহে প্রতিগণে ।
 সৰ্বজীবে বসি আমি যদি সত্য হয় ।
 তবে কর্তা ভোক্তা আমি এহো মিছা নয় ।
 জীবের আমার তবে কি হয় অন্তর ।
 প্রতিগণে দিল তার বুঝিয়া উত্তর ।
 নাহি কর পদ মুখ প্রবণ নয়ন ।
 ইন্দ্রিয়-বজ্জিত তুমি এনা দি নিধন ।
 সৰ্বজীব-শক্তি তুমি পরকাশ কর ।
 সৰ্বময় পতু তুমি সৰ্বশক্তিধর ।
 এই সে কারণে ইন্দ্র আদি দেবগণে ।
 বলি সমর্পণে করে অভয় চরণে ।
 অজ্ঞ ভব মায়াদেবী সত্যকিতে ভজে ।
 চক্রবর্তী রাজা যেন রাজাগণে পূজে ।
 যে যে দেব নিয়োজিত যে যে অধিকারে ।
 ভয়ে চমকিত হৈয়া সেই কথ্য কবে ।
 আজ্ঞা পরিপালন তোমার আরাধন ।
 সৰ্বদেবপতি তুমি সভার জীবন ।
 যখনে প্রকৃতি সঙ্গে বিহর আপনে ।
 স্বাবর অজয় যত জনমে তখনে ।
 তোমার ঈক্ষণ মাত্রে কারণ উদয় ।
 কারণগুণযোগে সৃষ্টি নানাক্রপ হয় ।
 পরম উত্তম তুমি করুণা সাগর ।
 সৰ্বজীবে সম তুমি নাহি নিজ পর ।
 সৰ্বত্র নিলে প তুমি আকাশ সমান ।
 মন বচনের পর না দেখি প্রমাণ ।
 নিরালস্য নিরাধার প্রকৃতির পর ।
 সৰ্বজীব-গতি-পতি মহামহেশ্বর ।
 যদি সৰ্বগত জীব নিত্য নিরাধার ।
 অসংখ্য অনন্ত জীব অজ নির্বিকার ।
 ঈশ্বর কিঙ্কর তবে না হয়ে নির্ণয় ।
 কে দণ্ড ধরিব তবে কে করিব ভয় ।
 বস্তুগতে সৰ্বজীব নাহি কিছু ভিন ।
 কিন্তু কেহো কার তবে না হয়ে অধীন ।
 প্রতিগণে তাথে এই করে নিরূপণ ।
 চৌদিকে সকরে যেন আশ্রনের কথা ।

এইরূপে পূর্ণ তুমি মহা জ্যোতির্শ্রয় ।
 তোমা হনে সর্বজীবের উৎপত্তি হয় ॥
 তুমি সে পালন কর তুমি কর নাশ ।
 তোমা হনে সর্বজীবের শক্তি-পরকাশ ॥
 ব্রহ্ম করি সর্বজীব বুলি তে-কারণে ।
 ভিন্ন ভিন্ন সর্বজীব নচে তোমা হনে ॥
 পিতা হনে কিছু পুত্রের অন্তর
 তে-কারণে ব্রহ্ম বুলি সব চরাচর ।
 সর্বজীবগতি পতি প্রকৃতির পর ॥
 তুমি আদি অন্ত মধ্য মহামহেশ্বর ॥
 যে বোলে বিবাদ করি লঞা তর্ক বল ।
 ঈশ্বরের সহে নাহি জীবের অন্তর ॥
 সে কিছু না জানে তব্ব বোলে তর্ক ধরি ।
 ঈশ্বর কিঙ্কর দুই বোলে এক করি ॥
 যে বোলে আমি সে জানি সে কিছু না জানে ।
 তার মত শুদ্ধ নহে বোলে অভিমানে ॥
 যে বোলে না জানি মুক্তি সেই সে পণ্ডিত ।
 অন্তর পদারবিন্দে সকল বিদিত ।
 প্রকৃতির উৎপত্তি না হয় ঘটনা ।
 পুরুষের জনম না করি নিরূপণা ॥
 পুরুষ-প্রকৃতি পর অজ সনাতন ।
 কোনমতে নাহি ঘটে দোহার জনম ॥
 কাহারে বুলিব জীব জনম কাহার ॥
 কাহার মুক্তিপদ কাহার সংসার ।
 প্রতিগণ তাতে এই করে নিরূপণ ।
 প্রকৃতি পুরুষ যোগে জীবের জনম ॥
 জলের বদ্বন্দ্ব যেন নহে জল বিনে ।
 পবনে সঞ্চার যেন চলে পবনে ॥
 বিনি জল পবনে না হয় বদ্বন্দ্ব ।
 প্রকৃতি পুরুষ বিনে নহে সর্বভূত ॥
 তোমা হৈতে প্রকৃতি পুরুষ উপাদন ।
 প্রকৃতি পুরুষ হৈতে জগত নির্মাণ ॥
 এলয়ে সকলে তুমি থাক অবশেষ ।
 প্রকৃতি পর্যাঙ্ক করে তোমাতে প্রবেশ ॥
 নদ নদী প্রবেশিয়া সাগরের জলে ।
 আপনার নাম শুণ আপনে পাগরে ॥
 নানা পুষ্পরস যেন মধুরসে মেলি ।
 মধুর হয় যেন আপনা পাসরি ॥
 এইরূপ সকল তোমাতে পরবেশ ।
 তোমা বিনে কিছুই না থাকে অবশেষ ॥
 তোমা হতে হয় সব জীব উত্পন্ন ।
 এলয়ে সকল করে তোমাতে নিধন ॥

কল্পে কল্পে ভ্রমে জীব এ ঘোর সংসারে ।
 ভক্তিবোধে বিনে কেহো সংসার না ভরে ॥
 বুঝিয়া জীবের গতি মহাবুদ্ধজনে ।
 ভকতি করিয়া দুই ভদ্র চরণে ॥
 ত্রিভুবনে ভক্তিবোধে করিয়া বিস্তার ।
 লীলাষায়ে হয়ে ঘোর সংসারের পার ॥
 যে পুন পদারবিন্দে পরিচর্যা করে ।
 তার কি সংসার ভয় হয় কোন কালে ॥
 কালচক্র তোমার কেবল ভূকুণ্ডল ।
 ভকতিবিমুখ জনে বাচায় তরঙ্গ ॥
 ভকতজনের কভো নাহি কালভয় ।
 ভকতবৎসল তুমি হেন কৃপাশয় ॥
 ভক্তিবোধে নহে কভো গুরুরূপা বিনে ।
 তে-কারণে গুরুসেবা কহে শ্রুতিগণে ॥
 সকল ইন্দ্রিয়গণ করিঞা রোধন ।
 যতন করিয়া করি পবন সংযম ॥
 চঞ্চল দুর্বার ঘোর মন তুরঙ্গম ।
 বিবিধ উপায় যদি করয়ে দমন ॥
 গুরু-রণারবিন্দে দূরে পরিহরে ।
 বিবিধ যতনে মন নিবারিতে নায়ে ॥
 বিনি গুরু উপদেশে স্থির নহে মন ।
 গুরু রূপা বিনে কারো না ঘুচে বন্ধন ॥
 কাণ্ডারী তেজিয়া যেন চলে বাণিজ্যার
 সাগরে মজিয়া মরে কভো নহে পার ॥
 স্নাত্ত বিস্ত পশু দার বন্ধু পরিজন ।
 এ সব বিপদপদে কোন প্রয়োজন ॥
 তুমি নাথ থাকিতে সাক্ষাত রসগন্ধু ।
 সর্বজীব প্রিয় আত্মা হষ্ট ধন বন্ধু ॥
 তুমি সর্বরস সুখময় গুণধাম ।
 সত্য করি যে না জানে হয়্যা অগেয়ান ॥
 শ্রীঘরে স্নান সবে সত্য করি মানে ।
 তার স্নান কোন কালে নাহি ত্রিভুবনে ॥
 অশেষ-বিপন্নপন সহজে নশ্বর ।
 হেন গৃহস্থকে জীব ভ্রমে নিরন্তর ॥
 তোমাকে ভক্তিলে নাথ কি কি স্নান নয় ।
 পরম-পরমানন্দ-সুখ-রসময় ॥
 এই সে কারণে গুরু-উপদেশ ধরি ।
 মহামুনিগণে তব্ব নিরূপণ করি ॥
 তোমার চরণ ধরি হৃদয়-কমলে ।
 মদ মান অহঙ্কার তেজিয়া সকলে ॥
 মহাপুণ্য তীর্থ সব গুরু সন্নিধানে ।
 বেহ মন নিরোজিয়া তোমার চরণে ॥

তুমি আত্মা নিত্য সুখ জানিঞা বিশেষে ।
 পুনরপি চিত্ত আর নহে গৃহবাসে ॥
 ক্রমা শাস্ত্র ঐধ্যাহর বিবেক বিনাশী ।
 দেবীয়া এ সব দোষ নহে গৃহবাসী ॥
 জগত পবিত্র করে নি পদজলে ।
 তোমাতে ধরিয়' মন আনন্দে বিহরে ॥
 পুণ্যভীর্ষ পুণ্যক্ষেত্র করিয়া আশ্রয় ।
 সাধু সঙ্গ এ ঘোর সংসার পার হয় ॥
 সত্য হৈতে উতপন্ন সব চরাচর ।
 যদি হেন কেহো বোলে মানখে সকল ।
 কনককুণ্ডলে যেন নাহি ভিন্ন ভেদ ।
 তর্কবলে সেহো পক্ষ করায় বিচ্ছেদ ॥
 অসত্য না হয়ে সত্য সত্য নহে মিছা ॥
 কুণ্ডল না হয় সত্য হেম মাণসীচা ॥
 কোন ঠাঞি ঘটে সেহো কোন ঠাঞি টুটে ।
 পিতা পুত্রে এক করি বলিতে না ঘটে ॥
 কোন ঠাঞি বিচারিতে সেহো নহে সত্য ।
 সর্প রজ্জু ভ্রমে যেন রজ্জু নহে তথ্য ॥
 সত্য অসত্য দোহে মিলিয়া সংসার ।
 সেহোত না ঘটে কিছু করিতে বিচার ॥
 যে হয়ে সেই সে হয়ে যে নহে না হয়ে ॥
 সর্ববাদী মত এহ সত্য নির্ণয়ে ।
 লোক ব্যবহার-হেতু সকল ভ্রম ॥
 সত্য কিছু নহে যদি বৃষ্টিয়ে মরম ॥
 আক্কেলে আক্কেলে যেন একত্র মিলিয়া ।
 বিপদে বাঢ়ায় পাণ্ড পথ না দেবীয়া ॥
 বেদমরী তোমার শ্রীমুখ-সরস্বতী ।
 বৃধজন প্রমোদ্য করে নানা ভীতি ॥
 বেদজড় কক্ষজড় যে হয়ে পণ্ডিত ।
 কক্ষপথে লম্বাঞা করয়ে বিমোহিত ॥
 জগত না হয়ে সত্য কেবল নির্ণয় ।
 এই নিরূপণ করি প্রতিগণে কয় ॥
 পূরবে ন ছিল কিছু এ লোকরচনা ।
 প্রলয় অন্তরে হৈব এমন ঘটনা ॥
 অসত্য সংসার সব মনের বিলাস ।
 সম্প্রতি তোমাতে মাত্র করে পরকাশ ॥
 নিত্য সত্য মাত্র তুমি এক রসময় ।
 সত্যযোগে অসত্য সংসার সত্য হয় ॥
 নাম জ্ঞান নানা ভেদ নানা পরকার ।
 মনের বিলাস সব ব্রহ্মমাত্র সার ॥
 যাটির নির্মিত পাত্র বিবিধ ঘটনা ।
 যাটিমাত্র সার আর এসব কল্পনা ॥

অসত্য সংসার সত্য মানে কুপণ্ডিত ।
 তোমার মায়ায় নাথ সে হয় বঞ্চিত ॥
 যদি বা না হয়ে সত্য অনাদি সংসার ।
 যদি সত্য সহে নাহি সংযোগ তাহার ॥
 তবে কেনে জীবের সংসার-দুঃখ হয় ।
 কোন্ পুণ্য করিয়া ঈশ্বর সুখময় ॥
 কে বা কর্ম করে কে বা ভুঞ্জে কর্মফল ।
 প্রতিগণ দিল তাথে উচিত উত্তর ॥
 যখনে জীবের সহে মায়ায় সংযোগ ।
 মায়াবশ হ'বা গীব করে কর্মভোগ ॥
 দেহের সংযোগে জীব হৈয়া দেহময় ।
 অপার সংসার-দুঃখ ভুঞ্জে দুরাশয় ॥
 তুমি পুন নিজ মায়া দূরে পরিহার ।
 অনন্ত ঐশ্বর্য সুখে আনন্দে বিহার ॥
 অপের কথক যেন ভোজ ফলধর ।
 নিজ সুখে রথে নিঃশব্দ কলবর ॥
 এইরূপে নিজ মায়া দূরে পরিহার ।
 অনন্তমহিমা তুমি আত্ম জ্ঞান করি ॥
 যে ভেদে পদারবিন্দ তরে প্রবতয় ।
 না ভজে তাহার কণ্ঠে পরিভ্রাণ নয় ॥
 যদি যতিগণ সুযোগে পরিহবে ।
 চিত্রগত কামজটা উদ্ধারিতে পারে ॥
 যতপি তাহার আত্ম স্বদয়-কমলে ।
 তথাপি তোমাতে তারা লাভিতে না পারে ॥
 কেহো যেন কণ্ঠগত মণি পাসরিয়া ।
 চাহিতে বেড়ায় যেন আকুল হইয়া ॥
 যোগহলে করে মাত্র ইচ্ছিয় তপতি ।
 ইহলোক পরলোকে নাহি তার গতি ॥
 ইহলোকে দুঃখ তার গুটী-ভরণে ।
 পরলোকে না ভীত্যা তোমার চরণে ॥
 যে তোমাকে জানে প্রভু সর্বক্ষলদাতা ।
 সর্বলোক গতি পতি সঃ লোকপিতা ॥
 পুণ্য পাপ তার কিছু নাহি ত্রিভুবনে ।
 স্তম্ভান্ত কর্মফল সে কিছু না জানে ॥
 বিধি নিষেধের পার নাহি কর্মলেশ ।
 সুখ-দুঃখ ভেদ কিছু না জানে বিশেষ ॥
 যুগে যুগে গুরুমুখে উপদেশ ধায় ।
 প্রবণ কীর্তন কথা সুধাপান করি ॥
 তোমার পদারবিন্দ ভজে নিরবধি ।
 তুমি প্রিয়বদ্ধ তার অপবর্গ গতি ॥

ধ্যান বোগে নাহি ধরে কৰ্ম অধিকার । (১)
 প্রবণকীর্তনপর যে জন তোমায় ॥
 বিধি নিষেধের নহে সে জন কিস্কর ।
 চরণারবিন্দ মাত্র ভজে নিরন্তর ॥
 ভক্তি দেখায়া লোকে করয়ে বঞ্জন ।
 সুখভোগ-হেতু যার অন্তরে বাসনা ॥
 ইহলোকে পরলোকে নাহি তার গতি ।
 এই তত্ত্ব নিরূপিয়া কহে সর্বশ্রুতি ॥
 অজ্ঞভব আদি যত সুরপতিগণে ।
 এ সব তোমার অন্ত ন' পায় ধোয়ানে ॥
 আপনে না জানি তুমি অন্ত আপনায় ।
 অন্ত যদি থাকে তবে পার গণিবায় ॥
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকোটি যাচার অন্তরে ।
 রেণুবত নিরন্তর গতাগতি করে ॥
 এই সে কারণে নাথ সব শ্রুতিগণে ।
 তত্ত্ব নিরূপণ করি কহিতে না জানে ॥
 সন্তানের গুণ অন্ত গণিতে না যায় ।
 নিগুণের কার্য অস্ত্রে সন্ধান না পায় ॥
 নাহি নাহি করিয়া নিষেধ যত দূরে ।
 ভবাতে রহিয়া আর খণ্ডিতে না পারে ॥
 সেই সে ঈশ্বর করি করে নিরূপণ ।
 এইরূপে সফল তোমাতে শ্রুতিগণ ॥
 তোমা হনে উৎপত্তি তোমাতে নিধন ।
 তোমাতে সকল বেদ বলি তে-কায় ॥
 এইরূপে জ্ঞাত কৈল যত প্রতিগণে ।
 কহিল নারদমুনি তোমা বিভ্রমানে ॥
 সনকাদি মুনিগণ প্রণাম তনয় ।
 সনন্দন মুখে শুনি ঈশ্বর নির্ণয় ॥
 বুঝিয়া জীবের গতি অনন্নিত মন ।
 সনন্দন পু জয়া চলিলা মুনিগণ ॥
 এই সে অশেষ বেদ পুরাণের সার ।
 মহামুনিগণে কৈল পুরুষ উদ্ধার ॥

(১) পাঠান্তর,—

“জানে বোগে নাহি তার কৰ্মে অধিকার”

প্রজ্ঞা ভক্তি করি তুমি এই বাণী ধর ।
 পূর্ণকাম হৈয়া পৃথ্বী পথচিন কর ॥
 নয় নারায়ণ মুখে শুনি এত বাণী ।
 হৃদয়ে ধরিয়া পু চলিলা মহামুনি ॥
 নমো নমো নারায়ণ কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 অমল কমল রি যশ-গুণধাম ॥
 নমো নমো ভক্তবৎসল গুণনিধি ।
 তোমার চরণে রতি চহ নিরবধি ॥
 তবে নরনারায়ণ চর বন্দিত্য ।
 শিষ্য-মুনিগণ পায় পাম করিয়া ॥
 চলিলা নারদমুনি প্রকার নন্দন ।
 ব্যাসের আশ্রমে গিয়া চলিলা উপসন্ন ॥
 নারদে দেখিয়া পিতা টগিলা সন্তমে ।
 পাণ্ড অর্থা দিয়া মুনি পুজিলা বিধানে ॥
 আসনে বসিয়া মুনি প্রকার নন্দন ।
 কহিলা ব্যাসের তর সব নিবরণ ॥
 সেই বেদবাণী যাপে কহিল আশ্রমে ।
 প্রকাশিল আমি রাজা তোমা পৌচরে ॥
 জগন্তের উতপত্তি পালন নিধনে ।
 যে চরি সাক্ষাতে দেখি লীলায় আপনে ॥
 প্রকৃতি পুরুষপর জীবের ঈশ্বর ।
 যে চরি মায়ায়ে সৃজে সব চরাচর ॥
 সৃজিয়া প্রবেশ করে ব্রহ্মাণ্ড ভিতর ।
 সেই সে সবার পত্ন সত্তর ঈশ্বর ॥
 আপনে পালন করে আপনে সংহার ।
 অনন্ত লীলায়ে করে অনন্ত বিহার ॥
 শরণ পশিয়া যার চর-কমলে ॥
 কেবল লীলায় জীব মায়াবদ্ধ তরে ॥
 অবিজ্ঞা-বিনাশ-হেতু ভয় নিবারণ ।
 অপার-সংসার সেতু কৃষ্ণের চরণ ॥
 নিরবধি অতঃ চরণ ধ্যান করি ।
 স্রুখে পার হয় লোক ভববদ্ধ ভরি ॥
 অনন্ত চরিত সমুদ্রত শ্রুতিগীতা ।
 সাবধানে শুন লোক কৃষ্ণগুণ কথা ॥
 ভক্তিরস গুণ শ্রীগোবিন্দ জান ।
 ভাগবত-আচাৰ্যের মধুরস গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাত্ম সংহিতায়াং

বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে সপ্তাশ্চত্বিতিতমোঃধ্যায়ঃ ॥ ৮৭ ॥

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় ।

শ্রীরাগ ।

রাজা বোলে আর কথা পুছিব তোমায়ে ।
দেব অমুর নর গন্ধর্ব্ব কিঙ্করে ॥
সভেঞি শঙ্কর ভঞ্জে অমলধাম ।
সুখী ভোগী হয়ে লোক মহাধনবান্ ॥
লক্ষ্মীপতি-গুণনিধি-চরণ ভজিয়া ।
দুঃখ ভোগ করে মাত্র আকিঞ্চন হৈয়া ॥
এ বড় সংশয় গুরু পুছি তে-কারণে ।
বিপরীত ফল দেখি দৌহার ভঞ্জে ॥
শুকনুনি বোলে রাজা জিজ্ঞাসিলে ভাল ।
কহিব তোমায়ে সব করিয়া বিস্তার ॥
শঙ্কর ত্রিগুণযুত ধরে অহঙ্কার ।
শক্তিযুত হৈয়া সৃজে ত্রিগুণ বিকার ॥
শঙ্কর বিকারময় বুলি তে কারণে ।
সকল সম্পদ মিলে শিবের ভঞ্জে ॥
হরি সে ত্রিগুণহীন প্রকৃতির পর ।
সর্বসাক্ষী পরিপূর্ণ আনন্দসাগর ॥
নিগুণ ভজিলে হয় ত্রিগুণ-বঞ্চিত ।
তে-কারণে আকিঞ্চন বিকাররহিত ।
পিতামহ তোমার আছিল দৃষ্টিরি ।
ধর্ম্মযুত গুণযুত নির্মলশরীর (১)
অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপিয়া নরেশ্বর ।
বিজয়খে ধর্ম্মকথা শুনে নিরন্তর ॥
এই কথা জিজ্ঞাসিল কৃষ্ণের চরণে ।
তুষ্ট হৈয়া আপনে কহিলা নারায়ণে ॥
ষট্‌বংশে যে হরি করিয়া অবতার
নরলীলা ধরি করি বিবিধ বিহার ॥
বাখে অমুগ্রহ করি হরি তার ধন ।
তবে ভাখে তেজি যায় বন্ধু পরিচন ॥
দেখিয়া দুঃখিত তারে বন্ধুগণ ছাড়ে ।
উভোগ করিয়া কিছু করিতে না পারে ॥
তবে ধন করি আর না করে উভোগ ।
শকতের সহে রহে করিয়া সংযোগ ॥
তবে অমুগ্রহ আমি করিয়ে তাহায়ে ।
বৈরাগ্য করিয়া আর উভোগ না করে ॥

নিত্য সত্য ব্রহ্মমাত্র সত্য করি জানে ।
সংসারসাগরে পার হয়ে সেইকণে ॥
এত দুঃখে আমারে করিয়া আরাধন ।
দুঃখভোগ করে মাত্র হইয়া অকিঞ্চন ॥
আমাকে তেজিয়া লোক এই সে কারণে ।
শঙ্কর ভজিতে সেবা করে দৃঢ় মনে ॥
রাজ্যপদ সম্পদ লাভিয়া মহাধন ।
বর পাঞা আমাকে পাসরে মূর্খজন ॥
সর্বফলদাতা আমি সর্বভূতে বসি ।
সর্বময় প্রভু আমি সর্বগুণরাশি ॥
ধনমদে মত্ত হৈয়া আমাকে পাসরে ।
শঙ্করকিঙ্কর হৈয়া অবজ্ঞান করে ॥
শাপ বরদাতা প্রভু তিন সুরেশ্বর ।
ব্রহ্মা নারায়ণ আর আপনে শঙ্কর ॥
দণ্ড অমুগ্রহ শিরে করে সেইকণে ।
তুষ্ট রুষ্ট হয়ে শিব অন্ন দোষ-গুণে ॥
নতু ব্রহ্মা প্রজাপতি দেব শ্রীনিবাস ।
ইহাতে কহিব এক পূর্ব ইতিহাস ॥
বৃকাসুরে বর দিয়া প্রভু মহেশ্বর ।
সঙ্কটে পড়িা শিব ভ্রমিলা বিস্তর ॥
আছিল শকুনি নামে এক মহাসুর ।
বৃকনামে তার পুত্র দুঃস্বপ্ন নিষ্ঠুর ॥
নারদে দেখিয়া পথে পুছিল বিনয়ে ।
অন্ন গুণে শীত্র তুষ্ট কোন্ দেব হয়ে ॥
নারদ কহিল তুমি সর্বসক্তি যাব ॥
শিব সন্তোষিয়া তুমি শঙ্কর আরাধ ॥
অন্ন গুণে অন্ন দোষে কিন্তু অন্নকালে ।
তুষ্ট রুষ্ট হয়ে শিব বিচার না করে ॥
দশগ্রীব বাণরাজা ভজিল কপটে ।
অতুল ঐশ্বর্য দিয়া পড়িল সঙ্কটে ॥
এ বোল শুনিঞা বৃক হরষিত মনে ।
স্মৃতিতে চলিল দৈত্য শিব-আরাধনে ।
কাটিয়া অন্দের মাংস মাখিয়া কথিয়ে ॥
নিরবধি পোড়ে দৈত্য অলস অনলে ॥ (১)

(১) পাঠান্তর,—

“সর্বগুণযুত হৈহো! পরম সুধীর” ।

(১) পাঠান্তর,—

“সত্য হবিল দৈত্য বলসত্ত্ব আনন্দ” ।

সাতদিনে না পাঞে শঙ্কর-দর্শন ।
 খোজো শির কাটিতে তুলিল ততক্ষণ ॥
 মহাকারণিক শিব উঠিয়া সন্ধ্যায় ।
 হাথে হাথ ধরিয়া রাখিল সেইমনে ॥
 শিব-পরশনে হৈল সর্কাদ সুন্দর ।
 বর মাঙ্গ বলিয়া বলিলা মহেশ্বর ॥
 তুষ্ট হইলাঙ আমি কেনে এথা হুংব কর ।
 সেই সেই বর দ্বিধ যত নিতে পার ॥
 তবে বর মাঙ্গে বুক পাঁপা দুরাচারে ।
 যার মাথে হাত দেও সেও যেন মরে ॥
 এ বোল শুনিঞা শিব দুঃখিত অন্তরে ।
 বর দিঞা বুক সন্তোষিল মহেশ্বরে ॥
 উঠিয়া কি বোলে দৈত্য শুন ভূতনাথ ।
 বুঝিব তোমার মাথে দিয়া নিজ হাথ ॥
 পরীক্ষা করিঞা তবে চলিব হেথা হনে ।
 এ বোল শুনিঞা শিব ভয় পাইল মনে ॥
 তরাসে পালায় শিব কম্পতশরীর ।
 শঙ্করে খেদিঞা লঞা যায় মহাবীর ॥
 যতোক পৃথিবীতল আকাশমণ্ডল ।
 দশ দিগ নদ নদী পর্কিত সাগর ॥
 সুরলোক নাগলোক সপত পাতাল ।
 পলায় শঙ্কর দেব না পায় নিস্তার ॥
 তত্ব না জানিয়া লোক বহে নিশবদে ।
 পলায় শঙ্কর দেব পড়িয়া প্রমাদে ॥
 শঙ্করে বিহ্বল দেখি প্রভু দয়াশীল ।
 দ্বিগ্বটু-বেশ ধরে সুন্দরশরীর ॥
 দণ্ড কমণ্ডল ধরে অজিন যথলা ।
 জলন্ত আনল যেন পরে অক্ষমালা ॥
 আগুবাড়ি কৈল গিয়া অমুর-সন্তাষা ।
 বিনয় বচনে কৈল কুশল জিজ্ঞাসা ॥
 কহ কহ বৃকাসুর খেদ পরিহর ।
 কি কাজ তোমার কেন বিগ্রাম না কর ॥
 কি কাজ কোথাতে বাহ কহত অমুর ।
 দুর্গ বিলজিয়া কেন আইলে এতদূর ॥

কৃষ্ণের অমৃতময় শুনিয়া বাচন ।
 কহিল সকল কথা শকুনি-নন্দন ॥
 তবে কৃষ্ণ বোলে বুক না করিলে ভাল ।
 শিবের বচনে আছে প্রতীত কাহার ॥
 যে শিব দক্ষের শাপে প্রেতবেশ ধরে ।
 ভূত পেত সঙ্গে করি আশানে বিহারে ॥
 যদি তার বাকে থাকে প্রতীত তোমার
 শিরে হাথ দিয়া দোষ বুঝ আপনার ॥
 অসত্য বচন যদি শঙ্করের হয় ।
 তবে তুমি মারিহ শঙ্কর দুরাশয় ॥
 পুনরপি আর যেন অসত্য না বোলে ।
 ঈশ্বর-সেবক যেন এত না ভাড়ে ॥
 কৃষ্ণের অমৃত-বাণী মধুর ভাষণে ।
 ভরমে বিচার করি না বুঝিল মনে ॥
 আপনার মাথে তুলি দিল নিজ হাথ ।
 ভয় হৈল বুক যেন হৈল বজ্রপাত ।
 নমো নমো জয় জয় শব্দ গগনে ॥
 সাধু সাধু শব্দ হৈল পুষ্প বরষণে ॥
 দেব ঋষি পিতৃগণ গন্ধর্ব্ব কিম্বর ।
 বাজন নাচন কৈল বিবিধ মঙ্গল ॥
 পুরুষ পুরাণ হরি গুণের নিধান ।
 পুনরপি আসিয়া শিবের সন্নিধান ॥
 শুন শুন মহাদেব দেখিল নয়ানে ।
 আপনার পাপে পাঁপী মজিল আপনে ॥
 মহাজনে পাপ করি কে তারিতে পারে ।
 বিশেষে জগৎ ভ্রম তুমি মহেশ্বরে ॥
 অমোঘ-বিহার হরি অনন্ত-শক্তি ।
 অশেষ করুণানিধি সুরগণ পতি ॥
 শিবের লুপ্ত হরি কৈল পরিজ্ঞাপ ।
 যেবা কহে যেবা শুনে এ গুণ্য আখ্যান ।
 সর্কপাপ হরে তার ভব-বিমোচন ॥
 রিপুক্ষয় যিজ্ঞেয় বৈকুণ্ঠে গমন ॥
 জান গুরু-গদাধর ধীরশিরোমণি ।
 ভাগবত আচায্যের প্রেমভরঙ্গিণী ॥

ইতি ত্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সাংহিতায়াং

বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অষ্টাশ্লিষিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৮ ॥

উনবিংশতম অধ্যায় ।

মল্লার রাগ ।

শুকমুনি বোলে রাজ্য কর অবধান ।
 অদভূত কথা কহি তোমা বিদ্যমান ॥
 সরস্বতী নদীতীরে পুণ্য তপোবন ।
 মহা যজ্ঞ করে তথা মহা মুনিগণ ॥
 বিতর্ক উঠিল তথা মুনির সমাজে ।
 কে বড় ঈশ্বর তিন ঈশ্বরের মাঝে ॥
 জিজ্ঞাসা করিতে ভৃগু এক্ষণে কুমার ।
 পাঠাঞা দিলেন্ত তাঁরা তত্ত্ব জ্ঞানিবার ॥
 সভালোকে গেলা ভৃগু এক্ষণে সদনে ।
 দাণ্ডাঞা রহিল গিয়া এক-বিভূমানে ।
 প্রণাম স্থবন ভৃগু না কৈল কপটে ।
 পদ্বীক্ষা করিতে গিয়া তালা নিকটে ॥
 ক্রুদ্ধ হৈল ব্রহ্মা যেন অগস্ত আনল ।
 পাছে ক্রোধ সঘারল মনের ভিতর ॥
 পূজা দেখি নৈল এক্ষা তাই সমাধান ।
 তবে ভৃগু মুনি গেলা শিব বিভূমানে ॥
 কৈলাস পর্বতে গিয়া দোখল শঙ্কর ।
 ভৃগু দেখি শিবদেব উঠিল। স্তব ॥
 ভূজযুগে ধরি হর দিল আলিঙ্গন ।
 বুঝিয়া উত্তর দিল ভৃগু তপো ন ॥
 উনমত্তবেশ শিব জটা ভস্ম ধরে ।
 তার সহ কোলাহুলি কি করিতে পারে ॥
 ক্রোধ কৈল শিবদেব ঘৃণিত লোচন ।
 ভুলিল শিশু যেন দীপ্ত চতান ॥
 চরণে ধরিয়া দেবী রাখিল পার্শ্বতী ।
 বৈকুণ্ঠে চলিয়া ভৃগু গেলা নৈঋগতি ॥
 লক্ষ্মী সহে প্রভু যথা দেব জনাৰ্দ্দন ।
 বণি-সিংহাসনে আছে কারিয়া শয়ন ॥
 তথা গিয়া উত্তারলা ভৃগু মহাশক্তি ।
 যারিল প্রভুর বৃকে দৃঢ় এক লাগি ॥
 সম্মুখে উঠিয়া তবে লক্ষ্মী নারায়ণ ।
 শিরে ধরি দৌড়ে কৈল চরণ বন্দন ॥
 আগন্ত বচনে হরি বসায়্যা আগনে !

চরণে ধরিয়া বোলে বিনয় বচনে ॥
 না জানিরা কৈল দোষ ক্ষেম একবার ।
 পদজল দিয়া কর এ লোক উদ্ধার ॥
 পুণ্যতীর্থে তীর্থ করে বিপ্রপদ-জল ।
 ছেন জল ধরি আজি শিরের উপর ॥
 তোমার চরণ-চিহ্ন এক্ষণে স্থলে ধরি ।
 আজি সে বৈকুণ্ঠ পদে হৈলু অধিকারী ॥
 একান্ত সম্পদ লাগে হৈল জন্মবনে ।
 সর্বলোকপুণ্য এক্ষা হৈলু আজি হনে ॥
 প্রভুর বচন শুনি ভৃগু যোগেশ্বর ।
 নিশঙ্কে গেলা কৈল না দিলা উত্তর ॥
 পুনরপি গেলা ভৃগু যথা মুনিগণ ।
 আদি হনে কাঁচল সকল বিবরণ ॥
 ভৃগুর বচন শুনি ভাবিল বিনয় ।
 তুষ্ট হৈল মুনিগণ বাণল সম্পদ ॥
 হরি সে সভার প্রভু সভার প্রধান ।
 শাস্তি দিয়া ধর্ম যথ নিয়ম জ্ঞান ॥
 চতুর্দিক বৈরাগ্য প্রদায় অষ্টনিধি ।
 সর্বশক্তি বৈসে যথ যথ নিরবধি ॥
 স্তম্ভদণ্ড শাস্ত দাস্ত মুনি আকিঞ্চন ।
 সমাচিত সর্বভক্ত-সংগত ॥
 এসত্তের গাতি লাগি সভার আশ্রয় ।
 ইষ্টদেব বিপ্র যান লভ সন্তুষ্ট ॥
 অকিঞ্চন প্রিয়জন দেবের জেবতা ।
 অশেষ সম্পদলাভ বোধে বিধাতা ॥
 ক্ষেতক বচন বলি মহামুনিগণ ।
 তকতি করিঞা নৈল কৃষ্ণ আরাধন ॥
 কৃষ্ণপদ আরাধিয়া হৈল কৃষ্ণময় ।
 কহিল তোমাণে রাজ্য ঈশ্বর নির্ণয় ॥
 ব্যাসসুত-মুনি শ্রেষ্ঠ-বিগলিত ।
 হরিকথা-সমুদয়-বচন অমৃত ॥
 নিরবধি পান করে শ্রবণ-বিশ্বরে ।
 গতাগতপ্রয় তার ভদ্র বধ হরে ॥

আর এক কথা শুন রাজা পরীক্ষিত ।
 দারকানাথের ধাতু অদ্ভুত চরিত ॥
 এক দিন দারকাতে ব্রাহ্মণের ঘরে ।
 জনমিঞা মাত্র পুত্র মেল সেইকালে ॥
 মরা পুত্র লঞা গেল রাজার দুয়ারে ।
 বিলাপ করিয়া বিপ্র কান্দে উচ্চস্বরে ॥
 ব্রাহ্মঘাতী শঠমতি লোভা দুরাচার ।
 হেন পাপী দারকামণ্ডলে মহাপাল ॥
 তার কন্দলোবে মোর পুত্র মরিব যায় ।
 ছুট রাজা ভজিয়া প্রকার দুঃখ পায় ॥
 হিংসক দুঃখী রাজ হৈল এনা দেশে ।
 জনমিঞা পুত্র মোর মৈল তার দোবে ॥
 এইরূপে করি বিপ্র করুণ রোদন ।
 পুনরাপি ঘরে গিয়া রাচিল ব্রাহ্মণ ॥
 ছুই তিন চার পী জন্মিল কুমার ।
 জনমিঞা মাত্র পুত্র মরে বারে বার ॥
 নয় পুত্র মৈল যদি এই পদবাসে ।
 পুত্র লঞা গেল বিপ্র রাজার দুয়ারে ॥
 উচ্চস্বরে কান্দে বিপ্র বিলাপ করিয়া ।
 অর্জুনে আসিয়া বোলে বিপ্র সম্ভাষিয়া ॥
 কেনে বিপ্র কান্দিব রাজার মরকারে ।
 কেহো কি তোমার পুত্রের রাগিতে না পারে ॥
 কেহো কি ইহাতে বীর নাহি নরুদ্ধর ।
 এ সব ক্ষতিয় নহে দ্বিজ-কলেবর ॥
 ব্রাহ্মণে করয়ে শোক যে রাজার দেশে ।
 সে সব নাটুরা মাত্র জীয়ে ক্ষতিবেশে ॥
 আমি পুত্র আনি দিব ব্রাহ্মণ তোয়ারা ।
 প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি কেল অঙ্গীকার ॥
 যদি পুত্র আনিতে না পারি বিত্তমানে ।
 তবে আমি প্রবেশিব দাপ্ত গুতাশনে ॥
 অর্জুনের এত বাণী শুনিয়া শ্রবণে ।
 প্রতীত না গেল বিপ্র এ সব বচনে ॥
 আপনে সাক্ষাতে যাথে কৃষ্ণ বলরাম ।
 প্রহ্লায় সাক্ষাতে অমুকুন্ড বলবান ॥
 এ সব যে কর্ম না পারিল সাধিবার ।
 সে কর্ম করিতে আছে শক্তি কাহার ॥
 কহিল অর্জুন তুমি সব আগোয়ানে ।
 প্রতীত না যাই আমি এ সব বচনে ।
 বিপ্রের বচন শুনি বোলে ধনঞ্জয় ।
 আমার বচনে বিপ্র না কর সংশয় ॥
 প্রহ্লায় না হই আমি নহি কৃষ্ণ রাম ।
 অনিরুদ্ধ নহি আমি অর্জুন বলবান ॥

গাণ্ডীব আমার ধনু ধরি মহাবল ।
 সমর করিয়া আমি তুঘিল শঙ্কর ॥
 যম জিনি আনি দিব তোমার তনয় ।
 ঘরে চল বিপ্র তুমি না কর বিষয় ॥
 অর্জুনের বচন শুনিঞা দিগ্ভবর ।
 পত্নায় মানিঞা চিঙে গলা নিষ্পদর ॥
 কথোদিন বাহি তবৈ পন্থের ব্রাহ্মণী ।
 অপত্য পশব হৈব হেন কাল জানি ॥
 অর্জুনের ঠাণ্ডি বিপ গেল ভরাডার ।
 রক্ষ রক্ষ মহাবীর চল শীঘ্র কার ॥
 শুনিঞা চলিল বীর পাণ্ডুর নন্দন ।
 কর পদ পাতালিবা বৈল আশ্রয়ন ॥
 শিবদেব চরণে করিয়া নমস্কার ।
 অংকণ পুরিয়া দিল ধনুবে টঙ্কার ॥
 স্মৃতিঘরে কৈল বীর শর-বারষণ ।
 চৌদিকে ক্রুদ্ধন ঘর কুণ্ডীর নন্দন ॥
 ক্রুদ্ধিল স্মৃতিকাঘর শরের পঙ্করে ।
 ব্রাহ্মণী প্রসব হৈল হেন অবসরে ॥
 ভূমিতে পাড়িয়া মাত্র ব্রাহ্মণ-কুমার ।
 সশরীরে অন্তরাক্ষ হইল তৎকাল ॥
 বিপ্র বোলে দেখ মোর মতি বিপরীত ।
 নপুংসক অর্জুনের বচনে প্রতীত ॥
 আপনে শ্রীহার যাথে পুত্র বলরাম ।
 অনিরুদ্ধ প্রহ্লায় যাহাতে বিত্তমান ॥
 যে কর্ম করিতে নহে এ সব ভাজন ।
 কে হয় অর্জুন ভাথে বৃষ্ঠীর নন্দন ॥
 বিকৃষ্টিকৃ মনু তোর দিক দিক বল ।
 নপুংসক হৈয়া তোর গর্ভে এত বড় ॥
 আরে রে অর্জুন তুঁঞি হেন সে দুর্মতি
 দৈব নিয়োজিত কাজে করিস্ শক্তি ॥
 এইরূপে গালি দিতে ব্রাহ্ম রহিল ॥
 মনে দুঃখ পাঞা তবে অর্জুন চলিল ॥
 কামগতি মহাবিন্দা অবলম্ব করি ।
 ভরিতে চলিল বীর সংযমনী-পুরী ॥
 যমপুরী সংযমনী করিয়া প্রবেশ ।
 চাহিতে চাহিতে বীর না পায় উদ্দেশ ॥
 তবে ইন্দ্রপুরী গেলা তবে অগ্নিপুরী ।
 তবে মৃত্যুপুরী গিয়া চাহিল বিচারি ॥
 বক্রেশ্বর পুরী চাহি শবনের পুরী ।
 তবে বিচারিল গিয়া কুবেরনগরী ॥
 শিবপুরী বিচারিয়া পাশল পাতালে ।
 সপ্ত পাতাল চাহি উঠিলা সত্বরে ॥

তবে স্বর্গ বিচারে চাহিল সকল ।
 না পায়। ব্রাহ্মণ শ্রুত দুঃখিত অন্তর ।
 দ্বারকা ভুবনে বীর আইল বাহুড়িয়া ।
 কুণ্ড করি আগুনি জ্বালিল কাঠ দিয়া ॥
 প্রবেশ করিব গিয়া দীপ্ত হত্যাশনে ।
 নিষেধ করিয়া কৃষ্ণ রাখিল আপনে
 না কর অর্জুন তুমি আগুনি-পবেশ ।
 বিষাদ না কর মনে না ভাবিহ ক্রেশ ॥
 আনিঞা দেখাব আমি ব্রাহ্মণকুমার ।
 ভুবন ভরিয়া যশ রাখিব তোমার ॥
 এতেক বচন বুলি শ্রীমদ্বন্দন ।
 অর্জুনে তুলিয়া রথে কৈলা আরোহণ ॥
 চলিলা পশ্চিম দিগে অ কাশমণ্ডলে ।
 শূন্ত পথে যায় হরি রত্ন উপরে ॥
 সপ্তদ্বীপ তরি গেলা সপত সাগর ।
 সপ্তদ্বীপ লোকালোক ভরিয়া সকল ।
 মহাতমে প্রবেশিল ঘোর অন্ধকার ।
 না চলে রথের ঘোড়া না হয়ে সক্ষার ॥
 নিজ পাশে মহাচক্র দেখি ভগবান্ ।
 আজ্ঞা দিল চক্র তুমি হও আগুয়ান ।
 সূর্য্যকোটি সম চক্র আগু চল যায় ।
 নিজ তেজে ঘোর তম কাটিয়া পলায় ॥
 যেন মন-পবন সক্ষার তৎকাল ।
 সেইরূপ চলে চক্র কাটি অন্ধকার ॥
 দুই পাশে তম কাটি দুই ভাগ করে ।
 সেই পথে চলে রথ চক্র অঙ্গসারে ॥
 তবে এহা জ্যোতির্ময় প্রকাশ স্বরূপ ।
 সূর্য্যকোটি বারুকোটি নিকম্প রূপ ॥
 দেখিয়া অর্জুন তবে মুদিল নয়ন ।
 রথোত্তে পড়িয়া বীর হেল অচেতন ॥
 তিলেকে তারিয়া তেজ গেলা হৃষ্যকেশ ।
 অপার সাগরজলে কৈল পরবেশ ॥
 তরঙ্গ কল্লোল কোলাহল আঁতশয় ।
 তার মাঝে এক পুরী মহামণিময় ॥
 সূর্য্যকোটি জিনি মণি-মন্দির উজ্জয় ।
 তার মাঝে মণি-সিংহাসন মনোহর ॥
 অনন্ত ধরনীধর সহস্র-বদন ।
 কণীমণি বিরাজিত বিলোললোচন ॥
 মৃণাল-ধবল গৌর কলেবর শোভা ।
 চক্রেকাটিনুশীতল সূর্য্যকোটি আভা ॥
 হেন মহা অঙ্গুষ্ঠাব অনন্ত শয়নে ।
 শয়ন করিয়া হরি আছেন আপনে ॥

নবধন জলধর শ্রাম-কলেবর ।
 গণ্ডবৃগ-বিলসিত মকর-গুণ্ডল ॥
 প্রকল্প কমলদল নয়ন বিশাল ।
 কুঞ্চিত কুন্তল জাল বিলোললোচন ॥
 কচির মধুর হাস মুদিত বদন ।
 মণিময় বিলসিত বিবিধ ভূষণ ॥
 আজ্ঞাহু পথান্ত অষ্ট ভূজ বিরাজিত ।
 শ্রীবৎস কোমল বনমালা বিলসিত ॥
 নন্দ শুনন্দ আদি পারিষদগণে ।
 চক্রে আদি যত অস্ত্র হয়। মুষ্টিমান্ ॥
 অষ্টশক্তি মুষ্টিমতী হৈরা অষ্টাঙ্গি ।
 অষ্টৈশ্বর্য্য মুষ্টি ধরি সেবে অষ্টানিধি ॥
 এইরূপে দেবদেব দোহ ভগবান্ ।
 আপনার তরে কৈল আপনে প্রণাম ॥
 দাণ্ডায়া সম্মুখে রহে শিরে কর ধরি ।
 অর্জুন সম্মুখে রহে দণ্ডবত কার ॥
 তবে দেবদেব সুরপতি-শ্রোয়ামণি ।
 কীৰ্ত্তিত হাসিয়া প্রভু বোলে কোন বাণী ॥
 এই দশ ষড়শ্রুত লইয়া চল যাটে ।
 আপনে আনিয়া আমি রাখিল নিকটে ॥
 এত কর্ম কৈল তোমা-সভা দেখিবারে ।
 তুমি সব জনামলে অংশ অবতারে ॥
 অমুর বাধিয়া ভার পৃথিবীর হরি ।
 আমার নিকটে গিয়া রহ শত্রু করি ॥
 যতপি সাক্ষাৎ তুমি পূর্ণ ভগবান্ ।
 তথাপি ধরিহ নরনারায়ণ নাম ॥
 আকল্প পথান্ত তপ বদরিকাশ্রমে ।
 লোক-পরিভ্রাণ-হেতু কর দুই জনে ॥
 এতেক বচন শুনি শ্রীহরি অর্জুনে ।
 প্রণাম করিয়া দেবদেবের চরণে ॥
 আজ্ঞা শিরে ধরি দশ পুত্র তুলি রথে ।
 পুনরপি দ্বারকা চলিলা সেই পথে ॥
 দশ পুত্র লঞা দিল ব্রাহ্মণ গোচরে ।
 অর্জুনে পাঠায়া প্রভু গেলা নিজ ঘরে ॥
 আশ্রয় দেখিয়া মনে পাইল বড় ডর ।
 বিষয় ভাবিয়া কিছু না দিল উত্তর ॥
 বুঝিল অর্জুন মনে এই সে নিশ্চয় ।
 কৃষ্ণ অঙ্গুগ্রহ বিনে কিছুই না হয় ॥
 এইরূপে নানা লীলা করয়ে শ্রীহরি ।
 নানা যজ্ঞ নানা দান নিত্য নিত্য করি ॥
 জীবমায়ে দেই প্রভু দিবা অরণ্যে ।
 ব্রাহ্মণ ভোষণ করে দিয়া নানা দান ॥

যথাবিধি যথাকালে স্বাশ্রম আচার ।
লোক বুঝাইতে করে এত পরকার ॥
কামভোগ করে হরি জীবন্ত হইঞা ।
বুঝার সকল লোকে আপনে করিয়া ॥
মর্থ সংস্থাপন-হেতু করে এত কর্ম ।
অনন্ত মহিমা তার কে বুঝিবে মর্থ ॥

ভাগবত-আচার্যের মধুরস বাণী ।
নরনারায়ণ-লীলা শ্রেয়তরঙ্গিনী ॥ (১)

(১) পাঠান্তর,—
“পণ্ডিত-মুকুটমণি গদাধরজান ।
ভাগবত-আচার্যের মধুরস-গান ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসভ্যং সংহিতায়াং
বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে উননবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৯ ॥

নবতিতম অধ্যায় ।

কেদার রাগ ।

এইরূপে বৈসে হরি দ্বারকামণ্ডলে ।
অশেষ সম্পদধাম মন্দিরে মন্দিরে ॥
বৃষ্টিগণ যদুগণ সর্বত্র বেষ্টিত ।
নবীন-যৌবন-নারীগণ বিরাজিত ॥
ঘরের উপরে ঘর শত শত তালা ।
তথা তথা রহি দিক্য নারীগণ খেলা ॥
মদমত্ত গজগণ ঘন পরকাশ ।
রাজপথ পুরপথ নাহি অবকাশ ॥
অলঙ্কৃত ভটগণ পবন-সঞ্চার ।
চকতি চকল গতি ঘোড়া পাটোয়ার ॥
কনকনির্মিত রথ তড়িতের (১) আতা ।
বন উপবন দৌধি সরোবর শোভা ॥
নির্দামিত খগা ভৃঙ্গ শব্দ মধুর ।
সুভূষিত সুধুপিত প্রীতি পুরে পুর ॥
বোড়শ সহস্র দেবী এক ভগবান্ ।
বোড়শ সহস্র রূপে রহে স্থানে স্থান ॥
কনক নির্মিত নন্দদী সরোবর ।
কুল উৎপল কল্ল কুমুদ কমল ॥
ভরলিত বিমলিত সুবাসিত জল ।
অলিকুল শব্দ বিহগ কোলাহল ॥
জলকেলি করে হরি রমণী-রমণ ।
স্তন-বিনিহিত-মৃগমদ বিলেপন ॥
গন্ধর্বে কিয়রে গায় নাচে বিদ্যাধরী ।
মৃত মাগধগণ সেবে স্তুতি করি ॥

দেবীগণে চর্খের মোটরী (১) ভরি ভরি ।
জল ছিটাইটি করি করে জলকেলি ॥
জলকেলি করে হরি রমণী-সমাঝে ।
বক্ষরাজ খেলে যেন যজ্ঞিকার (২) মাঝে ॥
স্তনবিনিহিত শুভ্র বসন বিলাস ॥
কিঞ্চিত বিদিত কুচতট পরকাশ ।
গলিত কবরী ভার বিনিহিতমাল ॥
ঘোড়িত মোটরী কর ঘটন সঞ্চার ॥
সমুদিত কামশয় জর জর অঙ্গ ।
বিকসিত মুখ সরোরুহবর ভঙ্গ ॥
এইরূপে জলকেলি করে যদুরায় ।
রমণীমণ্ডলে হরি আনন্দে খেলায় ॥
নর্তক নর্তকীগণ বসন ভূষণে ।
শুণিগণ পূজে মহাধন অন্নপানে ॥
আপনে রমণীগণ রমিয়া রমায় ।
নিজ পদপত-চিস্ত পীরিত্তি বাঢ়ায় ॥
রমণী-রমণে নাহি তিলেক বিচ্ছেদ ।
নিদ্রা অবসরে করে বহুবিধ খেদ ॥
নানাতাবে দেবীগণ কৃষ্ণ আরাধিয়া ।
কৃষ্ণে প্রবেশিল তারা কৃষ্ণময়ী হৈয়া ॥
শঙ্কর বিরিকি আদি মহাযোগেশ্বর ।
যাঁর গুণ কীর্তন করয়ে নিরন্তর ॥

(১) মোটরী,—রেচক, জলসেক যন্ত্র
পিচকারী ভেল ।

(২) পাঠান্তর,—“বক্ষিণী” ।

(১) পাঠান্তর,—“করকেশ” ।

কেবল শ্রবণে করে রমণীর মন ।
 হেন প্রভু দেবীগণে দেখে অলুপণ ॥
 পতি ভাবে পরিচর্যা করে প্রেম ধরি ।
 তা-সভার পূণা তপ কে করিতে পারি ॥
 সর্বলোকে পতি-পতি ত্রিজগত-গুরু ।
 গণতবৎসল নিজ জন-কল্লভরূ ॥
 হেন প্রভু সাক্ষাতে ভজিল দেবীগণ ।
 কে তার বর্ণিব তপ আছে হেন জন ॥
 এইরূপে গৃহকর্ম করে যত্নরায় ।
 আপনে করিয়া কর্ম এ লোক বুঝায় ॥
 ধর্ম অর্থ কাম তিন সাধিবারে পারি ।
 গৃহধর্ম করিব গৃহস্থ অধিকারী ॥
 এই সে কারণে হরি করে গৃহধর্ম ।
 বেদ-বিপ্রমুখ মুখরিত নানা কর্ম ॥
 ষোড়শ সহস্র একশত দিবা নারী ।
 রমণী-রতন শ্রীকৃষ্ণ আদি করি ॥
 দশ দশ পুত্র প্রসবিল একজনে ;
 যার সয় বলবীৰ্য নাহি ত্রিভুবনে ॥
 মহাবল পরাক্রম বিক্রমে বিশাল ।
 অষ্টাদশ পুত্র হৈল প্রধান তাহার ॥
 প্রহ্লাদ প্রহ্লাদপুত্র অনিরুদ্ধ নাম ।
 সাধু ভানু বৃহদভানু মধু দীপ্তিমান ॥
 ভানুবৃন্দ বৃক আর অরুণ পুঙ্কর ।
 বেদবাহু শ্রুতদেব মহাধনুজর ॥
 সনন্দন চিত্রবাহি বীরের প্রধান ।
 বক্রথ শ্রোগোধ আর কবি বলবান ॥
 সভার প্রধান তার কল্লিগী তনয় ।
 যাতুল কৃষ্ণর কন্তা কৈলা পরিণয় ॥
 অম্বরুদ্ধ পুত্র হৈল তাহার উদরে ।
 মহামত্ত অমৃত মাতঙ্গবল ধরে ॥
 কল্লীপুত্র কন্তা বিভা কৈল অম্বরুদ্ধে ।
 কল্লী-বধ হৈল যাথে বলরাম যুদ্ধে ।
 অম্বরুদ্ধপুত্র বজ্র মহাবল ধরে ।
 বজ্র অবশেষে রৈল যুগল সমরে ॥
 তার পুত্র উপজিল প্রতিবাহু নাম ।
 সুবাহু তাহার পুত্র মহাবলবান ॥
 উপাসন তার পুত্র হৈল মহাবল ।
 তদ্রসেন তার পুত্র মহাধনুজর ॥
 এবংশে জনমে নাহি দরিত্র নির্জন ।
 অন্নপুত্র অন্নবল অন্নপরাক্রম ॥
 অন্ন পরমায়ু যার নহে ধর্মশীল ।
 ভ্রাক্ষণকিঙ্কর নহে নহে মহাবীর

যত্নবংশে জন্ম না লভিল হেন জনা ।
 শঙ্কর বিরিকি যার না জানে মহিমা ॥
 শতেক বৎসর ধরি কেহ যদি গণে ।
 গণিতে না পারে ভক্ত মহাবৃদ্ধজনে ॥
 অষ্ট অশ্বতি শত অধিক তিন কোটি ।
 যত্নকুলে আচাৰ্য আছিল মহামতি ॥
 এতেক পণ্ডিত যাথে ছাওয়ায় পড়ায় ।
 হেন যত্নকুল অস্ত্র কে গণিতে পার ॥
 অবুত অবুত লক্ষ্য সেনাপতি লৈয়া ।
 আছক আছিল যাথে ক্ষিত পতি হৈয়া ॥
 দেবান্নর যুদ্ধে যত সৈন্ত-বধ হৈল ।
 তার সর্ব রূপরূপ ধরিয় জন্মিল ॥
 তা-সভার সাহায্য করিতে যত্নরায় ।
 যত্নকুলে দেবগণে জনম লভায় ॥
 একশত এক বংশ হৈল যত্নকুলে ।
 কত দেব জনমিল কত পরকারে ॥
 যত্নবংশে যত দেব হৈল উতপন্ন ।
 জানিতে প্রমাণ সম্ভে এক নারায়ণ ॥
 অনন্ত কিঙ্কর ধরি অনন্তমুক্তি ॥
 তাঁর তত্ত্ব জানে হেন কাহার শক্তি ॥
 আছক আনের কাজ এই যত্নগণে ।
 কিকিত প্রভুর তত্ত্ব কিছুই না গণে (১) ॥
 শয়ন ভো ন পাং একত্রে গমন (২) ।
 তমু তার তত্ত্ব না জানিল যত্নগণ ॥
 যার গুণ কার্তন সকল তীর্থসার ।
 যত্নকুলে হৈল হেন তীর্থ অবতার ॥
 বৈরাভাবে রিপুগণ করিয়া চিন্তন ।
 কৃত্তময় হৈল কৃষ্ণ করিয়া স্মরণ ॥
 লক্ষ্মীদেবী যারে বংগ করে নিরন্তর ।
 ষাঁর কুপা বাছা করে ব্রহ্মা মছেশ্বর ॥
 ষাঁর নাম শ্রবণে ছুরিত বন্ধ হরে ।
 কুলধর্ম প্রকাশিল যে প্রভু সংসারে ॥
 এ কোন বিচিত্র তাঁর হবে কতিভার ।
 কালচক্রে করে ষাঁর ব্রহ্মাণ্ড সংসার ॥
 জয় জয় প্রাণনাথ জগত-নিবাস ।
 জয় জয় দবকী জঠর পরকাশ ॥
 জয় যত্নর পারিষদ-প্রাণপতি ।
 জয় জয় নিজভূজ-নিবারিত-ধর্মঘাতী ॥

(১) পাঠান্তর,—“কভো নাহি জানে” ।

(২) পাঠান্তর,—“আলাপ গমন” ।

জয় জয় চরাচর ছুরিত হরণ ।
জয় জয় ব্রজপুত্রী রমণীরমণ ॥
জয় জয় প্রেমদিত সুখ-মধুহাস ।
ভয় ব্রজপুরবধু কাম-পরকাশ ॥
পর্যাপর গতি (১) হরি পুরুষপুরাণ ।
যুগে যুগে নিজভক্ত করে পরিজ্ঞাণ ॥ (২)
একটি লীলাতমু দিব্যরূপ ধরে ।
কর্মজাল-দহন বিচিত্র কর্ম করে ॥ (৩)

(১) পাঠান্তর,—“পর্যাপর পর”,
অপরক “পর্যাপর-পর ।”
(২) পাঠান্তর,—
“যুগে যুগে নিজভক্ত করে পরিজ্ঞাণ ।”
(৩) পাঠান্তর,—
“একটি পরমানন্দ দিব্যরূপ ধর ।
নবজলধর হেন বিচিত্র কলবর ।”

যে হরি-পদারবিন্দ করিব ভজন ।
যে জন কেবল করে শ্রবণ কৌতুহল ।
যুকৃত শ্রীযুক্ত কথা শ্রবণ করিব ॥
অরণ চিন্তন করি চরণ ভজিব ॥
দুস্তর-দুহৃত-অরা-মরণ হরণ ।
কৃষ্ণর হৈরা তার বৈকুণ্ঠে গমন ॥
রাজ্য পদ পরিহরি ক্ষিত্তিপতিগণে ।
বন পরবেশ করে বাহার কারণে ॥
হেন চরণারবিন্দ ভজ সর্বলোক ।
হেলে ভব তরিতে ণ্ডিতে দুঃখ শোক ॥
শ্রীযুক্ত শ্রীগদাধর চরণ-ভরসা ।
ভাগবত আচায্যের মধুরস ভাষা ॥ (১)

(১) পাঠান্তর,—
“ভাগবত আচায্যের আর নাহি আশা ।”

হীতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতাম্ভাং

বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯০ ॥

সমাপ্তচায়াং শ্রীদশমঃ স্কন্ধঃ ॥

একাদশ স্কন্ধ ।

—:—

দ্রুতং সংসারসমুদ্রসেতুং সবেদবেদান্তনিষ্ঠান্তগুপ্তম্ ।

ওনন্ত সন্তো বিগমার্থবৈকাদশং প্রবক্ষ্যে শ্লু সন্তগুপ্তৈঃ ॥

প্রথম অধ্যায় ।

নট-রাগ ।

পরীক্ষিত মহাবতি	ভকত-প্রধান রাঙ্গা	অতোত্তে কন্দল করি	বিরোধ বাচায় হরি
জনে হরি-চরিত রসাল ।		পৃথিবীর হরিতে গুপ্ততার ॥	
একাদশ ভাগবত	ভক্তি-জ্ঞান-সমুদিত	কুশাশা খেলন করি	কেশাকর্ষণ আদি ধরি
কহে শুক ব্যাসের কুয়ার ॥		বিবাদ বাচায় রিপুগণে ।	
নিজ পারিষদগণ	যত্নকুল বলরায়	ক্রোধিত করাই হরি	পাণ্ডুবৃত্ত লক্ষ্য করি
রিপুদল করিএ সংহার ।		ক্ষিত্তিভার হয়ে নারায়ণে ॥	

আনে হৈতে পরাভব কহাচিত যত সব
 নাহিব আমার প্রিয়গণে ।
 আমার আশ্রয় পদে অশেষ সম্পদপদে
 বস্তুজ্ঞান নাহি ত্রিভুবনে ॥
 মনে অনুমান করি কন্দল বাটায়া হরি
 বিনাশিয়া চলে নিজ ধামে ।
 বাশে বাশে ঘরিরথণে অগ্নি যেন জলে বনে
 পুন অগ্নি নিভায় সেই বনে ॥
 সত্যবাদী ভগবান্ হরিব পৃথবীর ভার
 এই মনে করিয়া নিশ্চয় ।
 ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য কার কুল বিনাশিয়া হরি
 তবে কৈল বৈকুণ্ঠ বিজয় ॥
 অখিল জাবণ্যধাম নিজমুক্তি প্রকটরা
 হরি লৈল ত্রিলোক লোচনে ।
 অগ্নিতে অগ্নিরিতে চিত্ত হরিয়া সভার বৃত্ত
 হরি লৈল মধুর বচনে ॥
 দেখায়া চরণচিহ্ন হরিয়া লোকের কৰ্ম
 নিল হরি চরণকমলে ।
 শ্রবণ কীৰ্ত্তন করি এ লোক তরিব বলি
 যশ বিস্তারিলা ক্ষিত্তভলে ॥
 অখিল গুণতগুরু এ লোক বুঝাএ ছলে
 দেখে লোক অনিত্য সংসার ।
 যোগ যোগেশ্বর হরি চলিলা বৈকুণ্ঠপুরী
 নিজকুল করিয়া সংহার ॥
 তবে রাজা জিজ্ঞাসিল এ বড় বিশ্বয় হৈল
 কহ শুক সব বিবরণ ।
 শুক-ব্রজ-সেবারত দানবৃত্ত গুণগত
 চিত্ত বিস্ত সব বহুগণ ॥
 কেনে ব্রহ্মশাপ হৈল ভেদবুদ্ধি উপজিল
 মহাভাগবত যত্নবলে ।
 রাজার বচন শুনি কহে শুক মহামুনি
 শুন রাজা কহিব তোমায়ে ॥
 সকল শুল্কর হরি নর কলেবর ধরি
 কৈল নানা বিচিত্র বিহার ।
 করি কুল-সংহারণ নিজপদ-আরোহণ
 করি মনে এই বৃক্ষি গার ॥
 কল-কলুবহর গুণ্যকর সুমঙ্গল
 কৰ্ম করি অগতে প্রচার ।
 মুনিগণ নিয়োজিয়া প্রভাসে দিল পাঠায়া
 কালরূপে করিতে সংসার ॥
 বিশ্বামিত্র বামনেব দুর্বাসা অদ্বিত্য হুণ্ড
 বশিষ্ঠ নারদ মুনিগণে ।

দৈব-আদেশ ধরি পিণ্ডারক তীর্থে রহি
 তপ যোগ সাধে সমাধানে ॥
 কৃষ্ণের কুমারগণে ক্রীড়া করে বনে বনে
 তথা গিয়া হৈল্য উপসরে ।
 সাধ জাহবভীষত তিরিবেশে বিহুবিয়া
 কহে কিছু বিনয় বচনে ॥
 আসন্নপ্রসবা বধু চিরদিন গর্ভ ধরে
 সাক্ষাতে পুছিতে বাসে লাজ ।
 কিবা পুত্র কন্তা হৈব আমি সব তে-কারণে
 পুছি এই মূনির সমাধ ॥
 এতেক বচন শুনি ক্রোধ করি সব মূনি
 বোলে আরে মন্দমতিগণ ।
 ভাল জিজ্ঞাসিলে তোরা লোহার মূষল গর্ভে
 জনমিব কুলবিনাশন ॥
 শুনিঞা কুমারগণে ভয়ে চমকিত মনে
 বিচারিয়া চাহিল উদরে ।
 লোহার মূষল দেখি তারা সে মুদিল আঁখি
 না জানি কি পরমাধ ফলে ॥
 মন্দমতি আমি সব হেন মন্দ কৰ্ম্ম কৈলু
 না জানি কি বলে কেন ভনে ।
 এতেক বচন বলি চলিলা মূষল লঞা
 দিল নিয়া সভা বিজ্ঞানে ॥
 মলিনবদন হই সব বিবরণ কহি
 এক পাশে রহে শিশুগণে ।
 ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ নৈব কুলের সংসার হৈব
 চিন্তিত লাগিল পুরজনে ॥
 তবে রাজা উগ্রসেনে আজ্ঞা দিল ভৃত্যগণে
 মূষল ধরিয়া কর ক্ষয় ।
 যযি শিলায় উপরে ফেলাই সাগরজলে
 কিছু যেন শেষ নাহি রয় ॥
 আজ্ঞা পাঞা ভৃত্যগণে সত্বরে মূষল আনে
 ধরিয়া ফেলিল সিঙ্কুজলে ।
 কিছু অবশেষ রৈল ফেলিল সাগরজলে
 এক মৎস্ত গিলিল সত্বরে ॥
 সমুদ্রের তীরে তীরে তরঙ্গকজ্জোল জলে
 জনমিল এরকার বনে ।
 জালে মৎস্ত বন্দী করি কাটি খণ্ড খণ্ড করি
 বিকি নৈল মৎস্তবাতিগণে ॥
 এক ব্যাধ লোহাখানি, মৎস্তের উদরে পাইল,
 তাহা দিয়া নিরমিল শর ।
 কালরূপ ধরে হরি জানেন্ত সকল ভব
 ততু কিছু না কৈল দৈব ॥

যদি প্রভু ইচ্ছা করে
কল্যাণ না করিলা দূর ।
কুল-বিনাশন করি
আপনে চলিলা নিজপুর ॥

জীলার খণ্ডিত পারে
পৃথিবীর ভার হরি
পুণ্ডিক-সমুদিত
শুন কৃষ্ণপ্রেমভরঙ্গিনী ॥

ধীরশিরোমণি শ্রীল
ভাগবত-আচাৰ্য্যের এ বাণী ।
কৃষ্ণ-সমুদিত
শুন কৃষ্ণপ্রেমভরঙ্গিনী ॥

গদাধর-পদ জানি
ভাগবত-আচাৰ্য্যের এ বাণী ।
একাদশ ভাগবত
শুন কৃষ্ণপ্রেমভরঙ্গিনী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেম
ভরঙ্গিনী প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

সিদ্ধ রাগ ।

মুনি বলে শুন রাজা অদভুত বাণী ।
কহিব ঝারকাপুরী-অপূৰ্ণ কাহিনী ॥
কৃষ্ণ-মহাভূজদণ্ড সদত গোপিতা ॥
প্রভুর ঝারকাপুরী ভুবন বন্দিতা ।
নিরবধি তাহাতে নারদ মুনি বৈসে ।
কৃষ্ণপদ-উপাসনা করে ভক্তিরসে ॥
কে হেন বন্দিত আছে নর কলেবরে ।
মুকুন্দ-পদারবিন্দে ভক্তি পরিহরে ॥
সব ঠাঞি আছে মুঢ়া কোথাহ না ঘুচে ।
যে হেন জানহে সে কি গোবিন্দ না ভজে ॥
শতর বিরিকি যার করে উপসনা ।
হেন প্রভুর চরণ না ভজে কোন জনা ॥
এক দিন গেলা মুনি বনুদেব ধরে ।
নারদে দেখিয়া তিঁহো উঠিলা সঙ্করে ॥
পদ্য অর্থ্য দিয়া কৈল চরণ-বন্দন ।
আসনে বসিঞা তবে করে নিবেদন ॥
ভাগ্যে মোর ধরে তুমি কৈলে আগমন ।
লোক-পরিভ্রাণ হেতু কর পর্যটন ॥
পিতা-মাতা-আগমনে পুত্রের কল্যাণ ।
ভক্ত আগমনে ঘেন লোক পরিভ্রাণ ॥
শুখ হেতু দুঃখ হেতু দেবের চরিত ।
শুখ বিনে সাধুগনে নহে বিপরীত ॥
তুমি-সব জন মহাভক্ত প্রধান ।
তুমি সব জীবন্য কর পরিভ্রাণ ॥
যেহে (১) যে দেব ভজে ভক্তি সেবা করে ।
সে দেব তাহারে ভজে সেবা (২) অঙ্গুসারে ॥

ছায়াবত দেবগণ কর্ষের কিঙ্কর ।
যার যত কর্ষ তারে দেই ভক্ত কল ॥
ভক্ত জনের কত নাহি নিজ পর ।
বিশেষে সকল জন এ দীনবৎসল ॥
যতাপি সকল সিদ্ধি হৈল আগমনে ।
তথাপি বৈষ্ণব ধর্ম পুছিব চরণে ॥
ভাগবত ধর্ম তুমি কহ তপোধন ।
যাহার শ্রবণে সব হুঃখবিমোচন ॥
পুরুষে পুঞ্জিল আমি পুরুষ পুরাণ ।
মুক্তি না মাগিল আমি হৈয়া পুত্রকায় ॥
সম্প্রতি যেকপে মোর ঘুচে ভবতন্ত্র ।
এ বোর সংসারহুঃখ আর যেন নহ ॥
হেন উপদেশ মোরে দেহ যোগেশ্বর ।
তবে দেবধ্বনি তাঁরে দিলেন উত্তর ॥
ভাল বনুদেব তুমি করিলে জিজ্ঞাসা ।
ভাগবত-ধর্ম তুমি করিলে প্রত্যাশা (১) ॥
ভাগবত-ধর্ম যেবা শুনয়ে শ্রবণে ॥
আদরে মোদন কিবা করয়ে চিন্তনে ॥
দেব-বিপ্রদ্রোহী কিবা চণ্ডাল পতিত ।
সেইকণে হরে তার অশেষ হুরিত ॥
ধন বনুদেব তুমি পরম কল্যাণ ।
অরণ করাইলে আজি দেব ভগবান্ ॥
শ্রীকৃষ্ণ অরণ আজি করাইলে মোরে ।
শ্রবণ কীর্তন যার সর্বপাপ হরে ॥
কহিব তোমায়ে ইতিহাস পুরাতন ।
নবধ্বনি-নিমিরাজা সংবাদ কখন ॥

(১) পাঠান্তর—“যে পুন” ।

(২) পাঠান্তর—“দেই” ।

(১) পাঠান্তর —“অঙ্গুসার” ।

বারম্বার মনু-পুত্র প্রিয়তম নামে ।
 অশ্রীত কুমার তার বিদিত ভুবনে ॥
 তার পুত্র নাতি তার ঋষি কুমার ।
 ধর্ম বুঝাইতে বিষ্ণু অংশে অবতার ॥
 একশত পুত্র তার বেদবিদ্যায় ।
 ভরত সবার জ্যেষ্ঠ ধর্ম কলেবর ॥
 হরিপরাশর তিঁহো বিদিত ভুবনে ।
 তারানুবরিত নাম হৈল বার নামে ॥
 রাজ্যভোগ করি তিঁহো রাজ্য পরিহারি ।
 বনে গিয়া ভ্রম করি আরাধিল হরি ॥
 তিন অশ্বে হৈল তার বিষ্ণুপদে গতি ।
 নব পুত্র হৈল তার নবদীপপতি ॥
 একাশি তনয় তার কর্মপরায়ণ ।
 কর্মপথে হৈল তারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ॥
 নব পুত্র হৈল তারা মহাবাগেশ্বর ।
 আত্মবিজ্ঞাবিশারদ মূনি দিগম্বর ॥
 কবি হবি অন্তরীক্ষ এ তিন তনয় ।
 প্রবুদ্ধ পিঙ্গলায়ন দুই মহাশর ॥
 অপারিহোত্রে দ্রাক্ষল চমস তিন জন ।
 কনিষ্ঠ তনয় তাথে এ কমভাষন ॥
 এই নব বোগেশ্বর মূনির প্রধান ।
 সর্বজীবে বৈসে হারি সর্বত্র সমান ॥
 জ্ঞানচক্ষে এই মাত্র দেখে নিরন্তর ।
 অব্যাহত ইষ্টগতি নব সহোদর ॥
 সুর সিংহ গজপতি কিল্লর বক্ষ নাগ ।
 সর্বলোকে জন্মে নব ঋষি মহাভাগ ॥
 শিবলোকে-ব্রহ্মলোকে গোলোকে সবার ।
 চৌকত্বন ভ্রমে এ নব কুমার ॥
 নিমিরাজ্য বজ্র করে বিদেহ নগরে ।
 নব ঋষি গেতা তথা হেন অবসরে ॥
 বজ্রধরে বজ্র করে মহাঋষিগণ ।
 নব ঋষি গিয়া তথা হৈলা উপসর ॥
 সূর্যাসন্ন পরকাশ দীপ্ত কলেবর ।
 তা-সভা দেখিয়া রাজা উঠিল সত্তর ॥
 কুণ্ডে হৈতে আভিষি উঠিল বিজয়গণ ।
 পাশ্চ অর্ঘ্য দিয়া রাজা পূজিলা চরণ ॥
 প্রণাম করিয়া রাজা বসাইল আসনে ।
 করজোড়ে পুছে তবে বিনয় বচনে ॥
 কুম্বি-সব সাক্ষাৎ কৃষ্ণের অঙ্গুচর ।
 লোক-পরিভ্রাণ-হেতু ভ্রম নিরন্তর ॥
 একেত দুর্জয় বলি মায়াব শরীর ।
 কণেকে শুক্লর যেন ভূজিত অস্থির ॥

ভাহাতে দুর্জয় কৃষ্ণপ্রিয়-দরশন ॥
 একান্ত কুশল-পথ পুছি তে-কারণ ॥
 ভিলেক সংসদ হয় কোনহ প্রকারে ।
 সেই মহানিধি-লাভ আনিল সংসারে ॥
 মুক্তি যদি শুনিবারে হও যোগ্য পাত্র ।
 তবে সতে ভাগবত-ধর্ম কহ মাত্র ॥
 কেহ যদি কৃষ্ণ ভঞ্জে স্বধর্ম আচরি ।
 আপনাকে দিএ তার বশ হয় হরি ॥
 নিমির বচন শুনি মহামুনিগণে ।
 প্রশংসিয়া বোলে রাজা শুন সাবধানে ।
 কবি বোলে আমি মা এ এই সবে বুঝি ॥
 যেন-ভেনে যতে কৃষ্ণপদযুগ ভজি ॥
 সবে ওই পাদপদ্ম অভয়-কল্যাণ ॥
 মহাভয়-বিনাশন দুঃখ-পরিভ্রাণ ॥
 দেহ গেহ সূত দার অসত্য ধোয়ানে ।
 চিত্তগত উদবেগ বাঢ়ে দিনে দিনে ॥
 এক চিত্ত হয় কত নানা পরকারে ।
 অভয়চরণ সতে দুঃখ প্রতিকারে ॥
 যত যত উপায় কহিলা নারায়ণে ।
 মূর্খজন-পরিভ্রাণ হয় যাহা হনে ॥
 সেই ভাগবত-ধর্ম জানিহ নিশ্চয় ।
 বাহা হৈতে কৃষ্ণ পাই কহিল নির্ণয় ॥
 যে ধর্ম আশ্রয় কৈলে নহে পরমাদ ।
 যে ধর্মে থাকিলে কিছু নহে বিষপাত ॥
 এ ধর্ম আশ্রয় করি মুদিত নরনে ।
 সুপথ ভেজিয়া করে কুপথে গমনে ॥
 শ্রুতি স্মৃতি দুই শাস্ত্র বিপ্রের লোচন ।
 এক না থাকিলে বলি কাণা এ ব্রাহ্মণ ॥
 দুই না থাকিলে অন্ধ বলি এ তাহারে ।
 হেন বিপ্র হয় যদি তথাপি না পড়ে ॥
 হেন ভাগবত-ধর্ম লেখকের বাণী ।
 ইহাতে সংশয় বৃদ্ধি করে কেহো জানি ॥
 যে যে কর্ম করে যেবা কায়-মন-চিন্তে ।
 সহজ স্বভাবে কিবা করে বুদ্ধিগতে ॥
 সকল ইঞ্জিয়গণ-বাক্য-অহঙ্কারে ।
 লৌকিক বৈদিক কর্ম যেবা যত করে ॥
 সকল করিব জীব কৃষ্ণে সমর্পণ ।
 লেখয়ে কহিল এই ভাগবত-ধর্ম ॥
 লেখয় ভজিলে কিবা আছে প্রয়োজন ।
 জ্ঞান হৈলে হয় সব বিপদ-খণ্ডন ॥
 হেন যদি বল রাজা কহিব তোমারে ।
 কৃষ্ণ না ভজিলে কেহো সংসার না তরে ॥

ঈশ্বরবিষয় জ্ঞানে হয় দেবমারা ।
 তুষ্টি মৃগী তেদবুদ্ধি করে দেহ পাঞা ॥
 তাথে শত্রু মিত্র হয় এ সব কল্পনা ।
 তবে শোক দুঃখ ভয় অশেষ ভাবনা ॥
 মৃগী দেহ হেন হয় বুদ্ধিবিপর্যায় ।
 তে-কারণে হয় তার নানা দুঃখ ভয় ॥
 বাহার মায়ায় হয় এত বিভ্রম ।
 এ বোল বুঝিয়া কৃষ্ণ ভজ্ঞে বৃদ্ধজন ॥
 গুরু সে ঈশ্বর আত্মা করএ ভাবনা ।
 কৃষ্ণ গুরু এক করি করে উপাসনা ॥
 দুই হেন বস্তু নাহি বিচার করিতে ।
 যেন স্বপ্নে মনোরথ মিলএ ভাবিতে ॥
 এ সব সকল দেখ মনের বিলাস ।
 মন নিরোধিলে সব ভয় যায় নাশ ॥
 এ সব দুর্গম পথ তজন শর্যকিত ।
 তে-কারণে কচি রাজা সুগম ভকতি ।
 কৃষ্ণের মঙ্গল কৰ্ম্ম জন্ম চরিত ।
 শুনিব-শ্রবণ ভরি য়ে হয় পণ্ডিত ॥
 উচ্চস্বরে নাম গুণ করিব কীর্তন ।
 লাজ ভয় পরিহার করে পর্যটন ॥
 মনের আসক্তি ছাড়ি রহে যথা তথা ।
 সে জন বৈষ্ণব রাজ্য জানক সৰ্বথা ॥
 শ্রবণ কীর্তন ত্রত সংকল্প যাহার ।
 শ্রবণ কীর্তনে চিত্ত জগ্যয়ে তাহার ॥
 উচ্চস্বরে হাসে ক্ষেপে করয়ে রোজন ।
 উচ্চস্বরে গায় ক্ষেপে ঘন গরজন ॥
 উনমত্তবত নাচ লোকবাহ হৈয়া ।
 লোক বেদ না ভয় সব তেজাগিয়া ॥
 আকাশ পবন বহি মহী প্রোতি জল ।
 নদনদী তরুণ-পর্বত সাগর ॥
 সকল কৃষ্ণের তমু জানিব গেলানে ।
 প্রণাম করিব সব বিনয় বচনে ॥ (১)
 যদি বল বত জন্ম তপস্যাগ করি ।
 এমত দুগত জ্ঞান লাভিতে না পারি ॥
 কেবল কীর্তন মাঝে হেন দিব্য জ্ঞান ।
 এক জন্মে হয় এত না হয় প্রমাণ ॥
 হেন যদি বোল রাজা কহিব মরমে ।
 ভজিতে থাকুক মাঝে এবণ কীর্তনে ॥
 ভক্তিযোগ অল্পগত তত্ত্বজ্ঞান ক্ষুরে ।
 বিষয়-বৈরাগ্য তিন বাঢ়ে এককালে ॥

(১) পাঠান্তর,—“বিদানে” ।

তোজন করিতে যেন গরাসে গরাসে ।
 তুষ্টি পুষ্টি হয় যেন ক্ষুধাও বিনাশে ॥
 এইরূপে কৃষ্ণপদ ভজিতে ওজিতে ।
 ভকতি বৈরাগ্য হয় ভকতি সাধিতে ॥
 অল্পভব তত্ত্বজ্ঞান করয়ে উদয় ।
 তবে শাস্তিরস পাঞ শান্ত হৈয়া রয় ॥
 নির্মি রাজা বলে শুন মহাযোগিগণ ।
 কিরূপ ভক্তের চিহ্ন কি তাঁর লক্ষণ ॥
 কি বোলে কি করে তার্য কি ধর্ম্ম আচার ।
 হরি বোলে শুন রাজা কহিএ তোমারে ॥
 সর্বভূতে আত্মভাব এক নারায়ণ ।
 সব ভগবানে বৈসে দেখয়ে যে জন ॥ (১)
 ভাগবতোত্তম এই জানিহ নিশ্চয় ।
 ভকত মধ্যম তবে করিব নির্ণয় ॥
 ঈশ্বরে করয়ে প্রেম ভকতে মৈত্রতা ।
 দীন হীন জনে পা বিপক্ষে ত্যাগিতা ॥
 এই সে জানিহ রাজা ভকত মধ্যম ।
 প্রাকৃত ভক্তের শুন কহিএ লক্ষণ ॥
 প্রতিমাতে পূজে কৃষ্ণ শঙ্খা ভক্তি করি ।
 তত্ত্বজ্ঞান না পূজে ঈশ্বর বৃষ্টি ধরি ॥
 প্রাকৃত ভকত তাথে আনিব বিদিতে ।
 জিবিষ ভক্ত রাজা কহিল সাক্ষাতে ॥
 দেহমাত্র কেবল বিষয় ভোগ করে ।
 হিংসা দ্বेष অহঙ্কার আকাঙ্ক্ষা না ধরে ॥
 দেখিব ঈশ্বরে মায়া এ তিন ভুবন ।
 এই সে উত্তম ভাগবতের লক্ষণ ॥
 ক্ষুধা তৃষ্ণা দুঃখ ভয় জন্ম মরণ ।
 এ সব সংসার-ধর্ম্ম জেহের কারণ ॥
 এ সতে মোহিত যেবা নহে অভিমন্য ॥
 হরির স্মরণে হয় আনন্দ উদয় ॥
 সেই সে জানিবে নিম্ন ভকত-প্রধান ।
 তবে আর কহি রাজা কর অবধান ॥
 যার চিত্তে বাম কৰ্ম্ম (২) না উঠে বা না ।
 ঈশ্বর আশ্রয় মাত্র করায় যে জন ॥
 ভকতউত্তম তারে জানিহ লক্ষণে ।
 জন্মকর্মে চিত্তে যার নাহি আত্মানে ॥

(১) পাঠান্তর,—

“সর্বভূতে সত্য বৈসে এক নারায়ণ ।

সর্ব নারায়ণে বৈসে দেখে যেই জন ॥”

(২) পাঠান্তর,—“কাম ক্রোধ”

ভাতিহুগে বর্ণধর্মে নাহি অহঙ্কার ।
 ভকত উত্তম এই লক্ষণ তাহার ॥
 নিজ-পন্ন-বুদ্ধি বার নহে দেহ গেহে ।
 দ্রুতবিত্ত পেয়ে বার তেনবুদ্ধি নহে ॥
 সর্বজীবে সমবুদ্ধি শান্তরস ধরে ।
 ভকত উত্তম তাথে আনিবে সংসারে ॥
 এ তিন ভুবন রাজ্যপন্ন আধিকার ।
 তত্ব কৃষ্ণবৃত্তিভঙ্গ না হয় বাহার ॥
 বোগীজ্ঞ মুনীজ্ঞগণ চিন্তিতে না পায় ।
 শঙ্কর বিরিকি আদি ধ্যানেন্তে ধিরায় ॥
 হেন চরণারবিন্দ তিলেক না ছাড়েন ।
 লব নিমিষের আধ যে জন না চলে ॥
 এই সে লক্ষণ রাজা মহাভাগবতে ।
 বৈকুণ্ঠ লক্ষণ এই কহিল সাক্ষাতে ॥

কৃষ্ণচরণারবিন্দ পঙ্কজবিলাস ।
 নখমণি-বিরাজিত চন্দ্রিকা প্রকাশ ॥
 হৃদিগত ভাপ সব হয় বিবোচন ।
 পুনরপি নহে তার ভাপ উতপন্ন ॥
 সূর্য্যভাপ হরয়ে উদ্ভিত শশধরে ।
 ভক্তের না রহে ভাপ হৃদয়কমলে ॥
 যেন-তেন-মতে ধরে হৃদয়পঙ্কজে ।
 তথাপি গোবিন্দ তার হৃদয় না তেজে ॥
 হৃদয়ে চিন্তিলে যোর এ সংসার ভরে ।
 হেন কৃষ্ণ প্রেমপাশে যে বান্ধিতে পারে ॥
 সেই মহাভাগবত ভকত সত্তম ।
 কহিল ত্রিবিধ নিমি বৈষ্ণবলক্ষণ ॥
 ভক্তিরস-সুধাসিদ্ধ গদাধর জান ।
 ভাগবত-আচাৰ্য্যের মধুরস গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

দ্বিতীয়েঃধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় ।

ধানশী রাগ ।

নিমি বলে বিষ্ণুমাত্রা অগতমোহিনী ।
 কিরূপ বৈষ্ণবীমাত্রা কোন্ মতে জানি ॥
 বিষ্ণুমাত্রা কহ যোরে মহামুনিগণে ।
 তৃপ্তি নাহি হয় হরি কথামৃত পানে ॥
 এ যোর সংসারভাপে মুক্তি সে তাপিত ।
 দাম দেহ হরিকথা বচন-অমৃত ॥
 অন্তরীক বলে রাজা শুন সাবধানে ।
 বিষ্ণুমাত্রা কহিব কিঞ্চিৎ সমাধানে ॥
 আদিপুরুষ হরি কারণ ব্রহ্মপে ।
 চরাচর শরীর সৃজিলা নানারূপে ॥
 শক্তি পরকাশ করি সৃজয়ে কারণ ।
 কারণে করয়ে হরি ভগৎ সৃজন ॥
 জীবের বিষয়ভোগ মুক্তি কারণে ।
 সৃষ্টি করে নারায়ণ বিবিধ বিধানে ॥
 যারায় করিয়া হরি ভগৎ নির্মাণ ।
 প্রবেশ করয়ে তাহে এক ভগবান ॥
 অন্তরীমূলে হরি ভূত্রে ভূজায় ।
 কর্তা নহে ভোক্তা নহে করয়ে করায় ॥

ঈশ্বর বিষয় ভূজে ঈশ্বরযোজিত ।
 আপনাতে অহঙ্কার করে কুপণ্ডিত ॥
 এই সে কারণে জীব শরীর বন্ধনে ।
 মুক্তি কত্না ভোক্তা করি আপনাতে বানে ॥
 দেহযোগে শুভাশুভ নানা কর্ম করে ।
 সুখ দুঃখ ফল ভূজে নানা কলেবরে ॥
 বাবত পর্য্যন্ত হয় উভপতি-প্রলয় ।
 তাবত জনম-মৃত্যু সুখ দুঃখ হয় ॥
 এইরূপে ভ্রমে লোক এ যোর সংসারে ।
 সুখ-দুঃখ-কর্মফল ভূজে নিরন্তরে ॥
 ঈশ্বর নির্ভণ নিরাধার নিরাশয় ।
 সুখময় রসসিন্দু নিত্য সুখানন্দ ॥
 প্রলয় সময় আসি মিলয়ে বধনে ।
 অনাদি নিধান কালে সংহরে তখনে ॥
 অনাবৃষ্টি হয় তবে শতেক বৎসর ।
 তিন লোক দহিব প্রেচণ্ড দিবাকর ॥
 অনন্তের মুখে হৈতে আশুনি উঠিব ।
 পাতাল পর্য্যন্ত লোক সকল দহিব ॥

তবে যোগ- হৈব সম্বর্তক নামে ।
 শতেক বৎসর করে ধারা বরিষণে ॥
 গজস্তু গহ্ব যেন ধারা বরিষণ ।
 বিরাট পুরুষ তবে তেজি ত্রিভুবন ॥
 ব্রহ্মে পরবেশ করে বিরাট দৈশ্বর ।
 কারণে কারণ গিয়া মিলয়ে সকল ॥
 সকল ঐশ্বর্য অহঙ্কারে পরবেশে ।
 অহঙ্কারের প্রলয় হয় অবশেষে ॥
 সকল প্রবেশ করে পুরুষিত্তিতে ।
 ঐশ্বর্য প্রবেশ গিয়া করে মহেশ্বরে ॥
 এই বিষ্ণুমায়া রাজা জগতমোহিনী ।
 কহিল তোমারে সৃষ্টি সংহার-কাহিনী ॥
 আর কি ভিক্ষাস এবে কহ ক্রিতিপতি ।
 তবে নিমি রাজা বলে করিয়া বিনতি ॥
 কল্পে দৈশ্বর্য মায়া মন্দমাত জনে ।
 তরির উপায় তার কহিবে এখনে ॥
 রাজার বচন শুনি প্রবুদ্ধ সুধীর ।
 কহিতে লাগিল মনে যুক্তি করি স্থির ॥
 সূত্রে উপপন্ন হয় দুঃখ-বিনাশনে ।
 কর্ম করে গৃহী লোক এই সে কারণে ॥
 ভিত্তি সঙ্গে গৃহবাসীর দুঃখমাত্র সার ।
 দুঃখ বিনে পরিণামে কিছু নাহি আর ॥
 মৃত্যু-হেতু ধনমাত্র ছল'ত ঘটনে ।
 দুঃখময় ধনে কিছু নাহি প্রয়োজনে ॥
 পশু ভূতা গৃহ দার বিজুরি চকল ।
 যতনে সাধিলে তাণ্ডে আছে কিবা ফল ॥
 ইহলোক পরলোক সকল বিনাশী ।
 দুঃখমাত্র সার যদি হয় গৃহবাসী ॥
 মদ মান হিংসা মাত্র হয় গৃহবাসে ।
 পুন নিপাতন হয় কর্মফল-নাশে ॥
 এ বোল বুঝিয়া গুরু করিয়া আশ্রয় ।
 তজ্জিব উত্তম গুরু করিয়া নির্ণয় ॥
 শব্দব্রহ্ম পদব্রহ্ম দুইই অপণ্ডিত ।
 শান্তি দাস্ত ভক্তি যাগযজ্ঞ পরহিত ॥
 হেন গুরু ভাজব কপট পরিহারি ।
 শিখিব বৈষ্ণব ধর্ম গুরুসেবা করি ॥
 প্রথমে শিখিব পরিবার-শ্রেয়-ভঙ্গ ।
 মনে ক' না করিব কার মনে লজ ॥
 সাধুসঙ্গ সাধুসেবা দয়া সর্বজনে ।
 স্বধাযোগ্য শ্রেয় মৈত্রী শিখিব যতনে ॥
 ত্যাগ তপ শৌচ মৌন বেদ-অভ্যাস ।
 শম দম ব্রহ্মচর্য কপট বঞ্জন ॥

সর্বত্র দৈশ্বর্য দৃষ্টি মনে উদাসীন ।
 সর্বত্র থাকিব কারো নৈব মর্ম ভিন ॥
 গৃহারম্ভ পরিত্যাগী থাকিব বিরলে ।
 যেন তেন মতে তুই থাকিব কুশলে ॥
 শ্রীভাগবত শাস্ত্র করিব অভ্যাস ।
 অজ্ঞ শাস্ত্র-নিন্দা না করিব পরকাশ ॥
 বাক্য-মন-দমন শিখিব কর্মদণ্ড ।
 সত্য বাণী শিক্ষা লৈব বঞ্চিত পাবণ্ড ॥
 কৃষ্ণ নাম শ্রবণ কর্ম শ্রবণ কীর্তন ।
 সর্বকর্ম কেশবে করিব সমর্পণ ॥
 যজ্ঞ দান তপ যোগ স্বধর্ম আচার ।
 প্রিয় হেন বস্ত্র যদি গানে আপনার ॥
 স্নত দার গৃহে প্রাণ কৃষ্ণে সমর্পিবে ।
 সব নিবেদন করি উদাসীন হৈব ॥
 কৃষ্ণনাথজনে ভাব সাধিব পারিত (১) ।
 সাধুজন-পরিচর্যা শিখিব ভকতি ॥
 অত্রোত্তে করিব কৃষ্ণ-চরিত্রে-কথন ।
 তুষ্টি রক্তি শিখিব বৈষ্ণব-সম্ভাষণ ॥
 স্মরিব স্মরণাইব কৃষ্ণের চরিত্রে ।
 কৃষ্ণ নাম লগ্নাইব জগত পবিত্রে ॥
 ভকতি সাধিতে ভাক্ত হয় উত্তপতি ।
 পুলকিত তম্ব ধরে যেন উনমতি ॥
 ক্ষেণে কান্দে কৃষ্ণগুণ করিয়ে চিন্তন ।
 ক্ষেণে হাসে ক্ষেণে নাচে ক্ষেণে গরজন ॥
 ক্ষেণে গায় ক্ষেণে বোলে অলৌকিক বাণী ॥
 ক্ষেণে নিশবদে রচে কৃষ্ণগুণ গুণি ॥
 এই নানা ভাগবত-ধর্ম শিক্ষা করি ।
 গুরু আরাধিয়া কৃষ্ণে চিন্তবৃত্তি ধরি ॥
 তবে জীব হয় নারায়ণপরায়ণ ।
 তবে হয় বিষ্ণুমায় অবিভা খণ্ডন ॥
 রাজা বলে নিবেদন করিয়ে চরণে ।
 নারায়ণ-তত্ত্ব মোরে কহ মুনীগণে ॥
 পুরুষ পুরাণ ব্রহ্ম এক নারায়ণ ।
 কৃপা করি তাঁর তত্ত্ব করাহ শ্রবণ ॥ (২)
 শুনিলো পিপ পলায়ন বোলে নরেশ্বর ।
 নারায়ণ তত্ত্ব শুন আমার গোচর ॥

(১) পাঠান্তর,—

। জন সনে করিব পীরিত ॥

(২) পাঠান্তর —

“নারায়ণ-তত্ত্ব মোরে কহ যোগীগণ” ।

যাহা হৈতে উৎপত্তি প্রায় পালন ।
 যাহা হৈতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ঘটন ॥
 তিন কালে সত্য যায় নাহি শক্তি-ভঙ্গ ।
 সর্বজীবে বৈসে নাহি কারো সহে সঙ্গ ॥
 বুদ্ধি মন প্রাণ যার শক্তিবলে চলে ।
 সেই নারায়ণ রাজ্য কহিল ভোমারে ॥
 মন বচনের নাহি যাহাতে প্রবেশ ।
 না দেখে ইন্দ্রিয়গণে নাহি গুণলেশ ॥
 মন বুদ্ধি প্রাণ যাহা হৈতে উপাদান ।
 সেই মন বুদ্ধি তার নহে সন্নিধান ॥
 আগুনের শিখা যেন উঠয়ে আনলে ।
 পুন যেন পরবেশ করিতে না পারে ॥
 কত যায় কত হয় নারায়ণ হৈতে ।
 কেহ পুন না জানয় নারায়ণতত্ত্ব ॥ (১)
 শব্দব্রহ্ম বেদ সেই বুদ্ধি ভঙ্গ্যসারে ।
 নিবেদ্য করিতে গিয়া রহে যত দূরে ॥
 সেই ব্রহ্ম সত্তে এই করে নিরূপণ ।
 নহে শুদ্ধ অবধারি কহিতে ভাজন ॥
 এক ব্রহ্ম সত্তে মাত্র আছিল প্রথমে ।
 ত্রিগুণ প্রকৃতি জনমিল যাহা হেনে ॥
 তবে হুত্ব জনমিল মহৎ উদয় ।
 তবে জীব জনমিল জ্ঞান-কর্ম্মময় ॥
 এক ব্রহ্ম নানা শক্তি করে পরকাশ ।
 বহুরূপে করে ব্রহ্ম আনন্দ বিকাশ ॥
 যদি বল এক হৈয়া বহুরূপ ধরে ।
 তবে ব্রহ্ম বহু কেন না হয় সংসারে ॥
 হেন যদি বল রাজ্য স্তন সমাধান ।
 না হয় না মরে ব্রহ্ম নিত্য ভগবান ॥
 না টুটে না বাটে ব্রহ্ম ছোট বড় নয় ।
 এক ব্রহ্ম উপাধিবদ্ধিত সুখময় ॥
 এক ব্রহ্ম আছে মাত্র সত্তে এই লিখি ।
 মনের কল্পিত সব যত নানা দেখি ॥ (২)
 কীট পতঙ্গ তরু তৃণ আদি করি ।
 সব ঠাঞি বৈসে আত্মা সব রূপ ধরি ॥

(১) পাঠান্তর,—

“কন্তু হয় কত যায় নারায়ণ হেনে ।

নারায়ণ তত্ত্ব পুন কেহ নাতি জানে ।”

(২) পাঠান্তর,—

“মনের কল্পনা যত নানা ভেদ দেখি” ।

এইরূপে করি মাত্র দৈশ্বর্য নির্ণয় ।
 আত্মা বিনে দেখি শুনি কিছু সত্য নয় ॥ (১)
 কৃষ্ণচরণারবিন্দ রূপা যদি হয় ।
 তবে তার ভক্তিব্যোগ করএ উদয় ॥
 তবে যদি চিন্তগত ভয় যায় নাশ ।
 নিরমল চিন্তে হয় ব্রহ্ম পরকাশ ॥
 এতেক বচন শুনি নিমি নরেশ্বর ।
 কর্ম্মযোগ জিজ্ঞাসিল মুনির গোচর ॥
 কর্ম্মযোগ কহ মোরে মহাযোগিগণ ।
 যাহা হৈতে হয় সর্ব কর্ম্ম-বিমোচন ॥
 কর্ম্মে কর্ম্ম বিনাশিয়া কৃষ্ণপদে চলে ।
 হেন কর্ম্মযোগ তুমি কহিবে আমারে ॥
 ইহা জিজ্ঞাসিলু আমি বাপ-বিজ্ঞমানে ।
 উত্তর না দিলা সনকাদি কি কারণে ॥
 কহিবে কারণ তার মহাব্যোগেশ্বর ।
 আবিহোত্র দিল তবে তাহার উত্তর ॥
 কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্ম এই তিন দেববাণী ।
 সাক্ষাত দৈশ্বর্য বেদ কহে সর্বমুনি ॥
 তে-কারণে বেদাবমোহিত সর্বজন ।
 বেদ বিচারিতে কেহ না জানে মরম ॥
 পরমুখে বেদবাণী বালক বুঝায় ।
 কর্ম্ম বিনাশিতে কর্ম্ম লোককে শিখায় ॥
 ছা(ত)য়ালে না করে যেন ঔষধভক্ষণ ।
 ঔষধ খাওয়া করে রোগ নিবারণ ॥
 বেদ-কর্ম্ম উপদেশ মুখ দেখি ধরে ।
 কর্ম্মপথে বেশে মুখ নিম্নোজ্জিত করে ॥
 আপনে বিষয়মত্ত মুখ আগেকান ।
 যে ধর্ম্ম বুঝায় বেদে না করে যাজন ॥
 বিকর্ম্মে অধর্ম্ম বাটে হয় অধোগতি ।
 যত্নপথে গতাগতি করে মন্দমতি ॥
 বেদ যে বুঝায় ধর্ম্ম করিব বিচারি ।
 কৃষ্ণে সমাৰ্পণ ফল পরিত্যাগ করি ॥
 সেই সে দুলভ মোক্ষ লভে মহামতি ।
 শ্রদ্ধা বাঢ়াইতে যত শুনি ফলশ্রুতি ॥
 শুভকর্ম্মে করাঞা নির্মল মতি করে ।
 এই সে কারণে বেদ ফলশ্রুতি ধরে ॥
 যে পুন হৃদয়গ্রহি কেলিষ হিণ্ডিয়া ।
 সে যেন গোবিন্দ ভঞ্জে একান্ত হইয়া ॥

(১) ইহার পর অত্র পৃথিবী অধিক পাঠ,—

“যেই আত্মা সেট কৃষ্ণ হৃদয়ে জানিব ।

সেই মুক্ত হবে যেইই ভাব ভাবিব ।

শুভ্র অমৃতগ্রহ লভি নৈব উপদেশ ।
কৃষ্ণমুষ্টি করিয়া পূজিব হৃদীকেশ ॥
ইংসা অমুরূপ মুষ্টি করিয়া প্রকাশ ।
ভজিব গোবিন্দমুষ্টি করিয়া বিশ্বাস ॥
শুদ্ধ কলেবর হই কল্লিব আসন ।
সম্মুখে বসিয়া প্রাণ করিব সংঘম ॥
ভূতভুজ্ঞি ভ্রাস করি শোধিব শরীর ।
রক্ষা বন্ধ করি কৃষ্ণ পূজিব সুধীর ॥
প্রতিমাতে পূজি কিবা হৃদয়কমলে ।
যথাগাত উপহার ধরিব গোচরে ॥
দ্রব্য ভূমি নিজ অঙ্গ করিয়া প্রোক্ষণ ।
সকল শোধন করি শোধিব আসন ॥
পান্ড অর্ঘ্য দিয়া মুষ্টি অঙ্গভ্রাস করি ॥
মূলমন্ত্রে সব দ্রব্য সমর্পণ করি ।
অঙ্গ উপাঙ্গ পূজি পারিষদগণ ॥

মূলমন্ত্রে দিব পান্ড অর্ঘ্য আচমন ॥
গন্ধ মালা ধূপ দীপ বসন ভূষণ ।
তবে সব উপহার করি নিবেদন ॥
বিধিযত পূজা করি পূজিব শ্রীহরি ।
স্তুতিপাঠ দণ্ডবত পরণাম করি ॥
কৃষ্ণায় হর্যা পাছে পূজিব চৈতন্য ।
তবে নিবেদিত ধরি শিরের উপর ॥
তবে কৃষ্ণ ধরি নিজ হৃদয়কমলে ।
নিতি নিতি পূজা করি এই পরকারে ॥
জলে কৃষ্ণ পূজি কিবা অনল ভাস্করে ।
অতিথে পূজিএ কিবা হৃদয় কমলে ॥
এইরূপে কৃষ্ণ যোবা পূজি নিরবধি ।
মুক্তিপদ হয়ে তার মিলে সঙ্গসিদ্ধি ॥
ভক্তিরস-গুরু শ্রীগদাধর জ্ঞান ।
ভাগবত-আচার্যের মধুর গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

নিমি রাজা জিজ্ঞাসিলা শুন মুনিগণে ।
কোন্ অবতার হরি কৈল কোন্ স্থানে ॥
কি কি কর্ম কৈল হরি কি কি অবতারে ।
অবতার পুণ্যকথা কহিবে আমারে ॥
রাজার বচন শুনি দ্রবিড় সুধীর ।
কহিতে লাগিলা মুনি পুলক শরীর ॥
যে বোলে কৃষ্ণের গুণ করিব গণনা ।
হেন বুদ্ধিহীন শিশু আছে কোন্ জনা ॥
পৃথীথান ধূলা করি গণিবারে পারে ।
হেন জন থাকে যদি এ মহীমণ্ডলে ॥
ভক্তভূত কৃষ্ণের গুণ কহেন না যায় ।
গণিতে প্রভুর গুণ কেবা অন্ত পার ॥
পঞ্চভূতবিচারিত ব্রহ্মাণ্ড রচিয়া ।
নিজ অংশে রহে তাথে প্রবেশ করিয়া ॥
বিরাট বিগ্রহ তিহো আদি নারায়ণ ।
স্তীর দেহে বিচারিত এ তিন ভুবন ॥
ঊর্ধ্বা হৈতে উতপতি পালন সংহার ।
আদি কর্তা প্রভু তৈহো আদি অবতার ॥

প্রথমে জন্মিলা ব্রহ্মা রজোশুণ ধরি ।
যজ্ঞপতি প্রভু তিহো স্থিতি-অধিকারী ॥
তমোগুণে রুদ্ররূপে করএ সংহার ॥
তিন গুণে ধরে হরি তিন অবতার ॥
দক্ষের কুমারী মুষ্টি ধর্মের ঘরণী ।
তার ঘরে অবতার কৈল চক্রপানি ॥
নয় নারায়ণরূপে ঋষিকলেবর ।
বদরিকাশ্রমে তপ করেন দুষ্কর ॥
আকল্প পষান্ত তপ মুকতি-লক্ষণ ।
বদরিকাশ্রমে তপ করে নারায়ণ ॥
মুনিগণ-নিষেবিত চণ্ডগুণল ।
দেখিএ দুঃসার তপ চিন্তে পুনন্দর ॥ (১)
ইন্দ্রপদ হয়ে কিবা হয়ে স্বরপুরী ।
তপভঙ্গ উৎসার করিব বস্র করি ॥

(১) পাঠান্তর,—

“দেখিয়া তাহার তপ চিন্তে পুনন্দর ।
অধিকার নিব এই চিন্তল অন্তর ॥”

এতেক বচন বলি ইন্দ্র শপীপতি ।
 তপ অঙ্গ করিব চিহ্নিল মনমতি ॥
 সগণে পাঠায়্যা দিল রতিপতি কাম ।
 মন্যগতি পবন বসন্ত মুর্ত্তিমান্ ॥
 চলিল অপ্সরাগণ ইন্দ্রের বচনে ।
 বহু ভাতি নৃত্য করে প্রভু বিদ্যমানে ॥
 পঞ্চ শরে রতিপতি বিক্ৰিণ মরমে ।
 দলিত বসন্ত-বাত কুমুদিত গানে ॥
 আদিদেব নারায়ণ জ্ঞানল সকল ।
 তপতঙ্গ করে শচীপাত পুর ৭৭ ॥
 হাসিয়া কি বোলে তবে দেব নারায়ণ ।
 না কর না কর ভয় শুন হস্তগণ ॥
 মুখে রহ তুমি সব না করিহ ভয় ।
 আগমনে যত্ন হৈল সকল আলয় ॥
 এতেক বচন যদি পুনিল শ্রীহরি ।
 চরণে পড়িল দণ্ড পরণাম করি ॥
 শিরে কর ধরি বোলে ভয়ে কম্পমান ।
 ইন্দ্রগণ বোলে প্রভু করে অবধান ॥
 এ কোন বিচিত্র প্রভু তুমি আবিহার ।
 অণু নিরঞ্জন তুমি প্রকৃতির পার ॥
 আত্মারাম নিকরবান্ধিত পাদপদ্ম ।
 যোগিগণ-সুদয় কমল নিজ সম্ম ॥
 ভোমার পদারবিন্দ করিতে সেবন ।
 দেবকৃত বহু বিষয় হয় উপসন্ন ॥
 নিজপদ বলজ্যিয়া উচ্চপদে চলে ।
 তে-কারণে দেবগণ বহু বিষয় করে ॥
 অস্ত্র দেব ভজিতে দেবের ক্রোধ নহে ।
 যজ্ঞভাগ লঞা তারা সুখী হঞা রহে ॥
 ভোমার সেবক নাথ সর্গধর্ম তেজে ॥
 একান্ত ভক্তি করিতে তোমা ভজে ।
 আন দেব করিয়া না করে বস্তুজ্ঞান ॥
 তে-কারণে নানা বিষয় হয় উপাদান ॥
 তুমি যদি রক্ষা কর নিজ ভৃত্য করি ।
 যথা তথা রহে গ্নি-শিরে পদ ধরি ॥
 ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত বাত জরা শোক ভয় ।
 কাম লোভ আদি সব মহা জালাময় ॥
 অপার সাগর ভরি রসে পদ-জলে ।
 ক্রোধবশে সেহো ব্যর্থ পুণ্য লোপ করে
 এইরূপে ইন্দ্রগণ করে নানা স্তুতি ।
 হেনকালে নারীগণ অদ্ভুত মুরতি ॥
 নারায়ণ পরিচর্যা করে চারি পাশে ।
 ইন্দ্রগণ দেখি আঁখি মুদিল তরাসে ॥

হরল অদ্বৈত গন্ধে ইন্দ্রগণ-চিহ্ন ।
 রূপ দরশনে সতে হৈলা বিমোহিত ॥
 হাসিয়া কি বোলে তবে নরনারায়ণ ।
 না কর সম্মত তোরা শুন দেবগণ ॥
 আমার সাক্ষাতে দেখ যতেক রমণী ।
 মালিয়া ইহার লেহ কত্থা একখানি ॥
 এক কত্থা লয়্যা কর স্বর্গের ভূষণ ।
 আত্মা শিরে ধরিয় চালাই ইন্দ্রগণ ॥
 প্রণাম করিয়া আত্মা মাগিনা চরণে ।
 একখানি কত্থা লয়্যা গেল দেবগণে ॥
 ইন্দ্রের নাচনৌ সেই অঙ্গরা উকীলী ।
 সুর সিদ্ধ বিমোহিনী পরম রূপসী ॥
 হেন কত্থা দিল লঞা ইন্দ্র বিদ্যমানে ।
 আদি হৈতে কহিল সকল বিবরণে ॥
 গণমুখে মহিমা শুনিঞা পুন্দর ।
 জ্ঞানিল সাক্ষাতে সেই পরম ঈশ্বর ॥
 বিস্ময় ভাবিয়া ইন্দ্র রাহলা সম্মে ।
 হংস অবতার রাজ্য শুন সাবধানে
 হংসরূপে আত্মযোগ কৈল উপদেশ ।
 দস্তাজ্যে অবতরণ করে জড়বেশ ॥
 শনকাদিরূপে চারি ব্রহ্মার কুমার ।
 ঋষত আমার পিতা হংস অবতার ॥
 হংসীক অবতারে বদ উদারিণ ॥
 মধু বধ করিয়া ভগত নিস্তারিল ॥
 পৃথিবী করিয়া নোকা মৎস্য অবতারে ।
 বেদ উদ্ধারিলা হরি প্রায়-সাগরে ॥
 ধরিয়া বরাহরূপ দংশনশখরে ।
 পৃথিবী তুলিয়া থুইল জলের উপরে ॥
 কোতুকে ধরিয়া প্রভু কূর্ম্ম-কলেবর ॥
 অমৃত-মথনে পুটে ধরিল মন্দর ॥
 হরি অবতার করি ভক্তের কারণে ।
 চক্রে নঞ কাটি কৈল গজেন্দ্র মোক্ষণে ॥
 বাটি সহস্র মূনি বালিখিলাগণে ।
 কস্তুরের যজ্ঞে তারা কষ্ট বহি আনে ॥
 বাটি সহস্র মূনি বহে একখানি ডালে ।
 নানা দুঃখে হয় বৎস পদজল পারে ॥
 বৎসপদ জলে ঋষি মজিল সগণে ।
 আপনে আসিয়া উদ্ধারিলা নারায়ণে ॥
 বুত্রবধে ব্রহ্মবধ ইন্দ্রের হইল ।
 ইন্দ্র উদ্ধারিয়া দেব পরিজ্ঞান কৈল ॥
 নরসিংহ অবতারে আদি দৈত্য মারি ।
 দেব উদ্ধারিল হরি অম্বর সংহারি ॥

অদ্ভুত বামনবেশ ছিঁজ কলেবর ।
 বলি ছিল নিল হরি পাতাল ভিতর ॥
 পুনরপি ইজ্ঞে দিল নিজ অধিকার ।
 লীলা অবতারে কৈল বামন বিহার ॥
 ভৃগুপতি রামরূপ দিব্য অবতার ।
 নিঃকট্রি় কৈল পৃথ্বী তিন-সাতবার ॥
 রাবণ সংহার কৈল রাম অবতারে ।
 সীতা উদ্ধারিয়া যশ স্থাপিলা সংসারে ॥
 বলরাম অবতারে হরিশা ভূভার ।

দৈত্য সংহারিয়া খুঁটল বল চমৎকার ॥
 বোদ্ধ অবতারে হরি অসুর মোহিব ।
 করি অবতারে মেচ্ছকুল বিনাশিব ॥
 এইরূপে কত কত অনন্ত বিহার ।
 কতরূপে করে হরি কত অবতার ॥
 কাহার শকতি তাহা কহিবারে পারে ।
 কহিল সংক্ষেপে কিছু ঐকি অনুসারে ॥
 ভক্তিরস-গুরু শ্রীগদাধর জ্ঞান ।
 ভাগবত আচাৰ্য্যের মণ্ডর গান ॥

হীত শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

নিমি রাজা জিজ্ঞাসিল তাবিনা বিগম ॥
 প্রায় হরি না ভজে অনেক দুঃখস্বয় ॥
 অশান্ত কামুক তার কোন্ গতি হয় ।
 বিচারিয়া কহ যোরে ঘৃণক সংসার ॥
 চমস উত্তর দিল রাজার বচনে ।
 কহিব সকল তত্ত্ব শুন সাবধানে ॥
 দৈবের মুখ ভুঞ্জ উরু পদ হনে ।
 চারি বর্ণ আশ্রয় জমিল তিন গুণে ॥
 মুখে হৈতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দুই করে ।
 উরে বেষ্ট জনমিল শূদ্র পদতলে ॥
 সে প্রভু সত্যের পিতা সত্যের দৈব ।
 যে হরি না ভজে সেই পতিত পামর ॥
 অধোগতি চলে যেবা করে অবজ্ঞান ।
 দূরে হরিকথা যার দূরে হরিনাম ॥
 শ্রী শূদ্র আলি যত নিদ্রিত আচার ।
 তুমি সব তা সত্য করিহ উদ্ধার ॥
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈষ্ণৱ শূদ্রজাতি ।
 কৃষ্ণপদ সন্নিধানে হয় যার স্থিতি ॥
 কিন্তু বেদবাদী বিপ্র বেদবিছাৰলে ।
 কুলমদে ধনমদে মজে অহঙ্কারে ॥
 কৰ্মে পুণ্ডিত তার দম্ভভাব ধরে ।
 মূৰ্খ হৈয়া পণ্ডিত মানয়ে আপনারে ।
 চাটুবাণী বোলে তারা সত্য ভিতরে ।

হাসিয়া হাসিয়া বোলে নানা পরকারে ॥
 সঙ্কল্প কারিয়া কন্ম কবে রঞ্জনগণে ।
 স্বর্গবাস সুখভোগ ধন পুত্র কাণে ॥
 অল্প কৰ্মে ক্রোধ করে ঘেন কাল সর্প ।
 দম্ভমান অহঙ্কার করে নানা দর্প ॥
 এ সব দুর্জ্ঞান জন পাণ্ডা মতিনাশ ।
 বৈষ্ণব দেখিয়ে তারা করে উপহাস ॥
 অত্যাচারে বোলয়ে মন্দ নানা ভঙ্গী করি ।
 দেখিয়া বৈষ্ণব জন কটাক্ষে নেহারি ॥
 শ্রী ধরে শ্রীসেবা শ্রী সন্তোষণে ।
 ব্যর্থ কাল যায় তার অসত্য ধোয়ানে ॥
 শ্রোণ তুষ্টি হেতুমাত্র পশুবৎ করে ।
 দেবতা উদ্দেশ করি শাস্ত্র বলে চলে ॥
 বিধিহীন দাক্ষিণ্যবহন করে দান ।
 পশুবৎ-পাতক না করে অগেহান ॥
 শ্রীমদে কুলমদে ঐশ্বৰ্য্যগরবে ।
 ভাগ্য কৰ্ম্ম-বজ্রামদ সম্পদ ভেতবে ॥
 নানা মদে অন্ধ হৈয়া খলমতি জনে ।
 সাধুজনে নিন্দা করে কৃষ্ণ অবজ্ঞানে ॥
 কৃষ্ণ বৈষ্ণবের নিন্দা করে খলমতি ।
 সর্বনাশ হয় তার হয় অধোগতি ॥
 সকলের আত্মা হরি সবার দৈব ।
 সর্বভূতে বৈলে হরি না বুঝে পামর ॥

না বুঝে পায়র যার বেদে গুণ গায় ।
 যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যারে দিয়ানে বেরায় ॥ (১)
 সদন্ত কুৎসং কচৈ নানী মনোরথে ।
 তে-কারণে দুষ্টজন ভ্রমে কর্মপথে ॥
 মন্তমাংসে দ্বীপেবা লোকব্যবহার ।
 বেদে কতু না বুঝায় এ সব আচার ॥
 এ সব লোকের ধর্ম বেদঅজ্ঞা নয় ।
 ব্যবস্থা করিয়া বেদ করএ নির্ণয় ॥
 দ্বীপেবা করিবে যদি কামে হৈয়া অন্ধ ।
 বিভা করি তবে যেন করয়ে দ্রীসজ ॥
 মন্ত মাংস খায় যদি ছাড়িতে না পারে ।
 যজ্ঞ লক্ষ্য করি যেন পশুবধ করে ॥
 নহে বা ইহাতে কতু আদে বেদবিধি ।
 বেদভঙ্গ না বুঝিয়া বলে পশুবধি ॥
 যেন কর্ম সাধিব ধনের প্রয়োজন ।
 ধর্ম হেনে তত্ত্বজ্ঞান হয় উতপন্ন ॥
 দেহ-গেহ-ভরণ-মাত্র করে হেন ধনে ।
 ছরন্ত দেহের মৃত্যু না দেখে নয়নে ।
 মন্ত মাংস খাইব যদি যজ্ঞের বিধানে ।
 গন্ধমাত্র নৈব যা করিব সুরাপানে ॥
 পশুবধ করিব কেবল যজ্ঞকালে ।
 জীবহিংসা কদাচিৎ কেহো জ্ঞানি করে ॥
 পুত্র হেতু স্ত্রী সন্তাষিব বৃদ্ধজনে ।
 দ্রীসজ না করিব সুরতি কারণে ॥
 সর্ব বেদে কহে এই জীবের অধর্ম ।
 অশান্ত ছরন্ত জনে না বুঝে এ ধর্ম ॥
 মুখ হঞা আপনাকে পণ্ডিত হেন বলে ।
 না বুঝিয়া বেদবাণী পশুবধ করে ॥
 যত পশুবধ করে দেবতা উদ্দেশে ।
 সেই পশুগণ তাখে খায় অবশেষে ॥
 যে যাখে হিংস এ তাখে করে সেই হিংসা ।
 প্রাণিবধ বৃদ্ধজনে না করে প্রোক্ষণসা ॥
 সত্যার দ্বৈ র হরি এক ভগবান্ ।
 সর্বভূতে বৈসে হরি সর্বত্র সমান ॥
 কেবল দৈবপ্রোক্ষণ প্রাণিবধ করে ।
 প্রেম অনুবন্ধ করি মৃত কসেবরে ॥
 ছরন্ত পণ্ডিত তার হয় অযোগতি ।
 বিবিধ নরকভোগ করে প্রাণঘাতী ॥

যোগগতি যে না বুঝে কিঞ্চিৎ পণ্ডিত ॥
 ধর্ম অর্থ কাম মাত্র কেবল বঞ্চিত ॥
 নানা কর্মে নাহি তার ক্ষণেক বিশ্রাম ।
 আত্মঘাতী পাপী তার নাহি পরিত্রাণ ॥
 সেই আত্মঘাতী যার নাহি শাস্ত দয়া ।
 আপনাকে বলে জ্ঞানী জ্ঞানে মুগ্ধ হঞা ॥
 দৈবে তার কালে হরে সকল বাঞ্ছিত ।
 এহ লোকে পরলোকে সেই সে বঞ্চিত ॥
 নানা দুঃখে নিরমিল শ্রুত বিস্ত দার ।
 পশু ভৃত্য অশেষ সম্পদ পরিবার ॥
 অন্তকালে যায় পাপী সব পরিহারি ।
 পাপ পুণ্য দুই মা ন নিজ সঙ্গে করি ।
 নরকে মজিয়া পাপী দুঃভোগ করে ।
 শ্রীহরি-বিমুখ জনে কতু নাহি তরে ॥
 তবে রাজা জিজ্ঞাসিল নিম্ন মতিমান ।
 কোন্ যুগে কোন্ বর্ণ ধরে ভগবান্ ॥
 কোন্ রূপে কোন্ যুগে পূজে নরগণে ।
 কি নাম কি বিধি তার কহিবে এখনে ॥
 কহে করভাজন রাজার বাণী শুনি ।
 অবতার-কথা কলি-কলুষঘাতিনী ॥
 সত্য জ্যোতা দ্বাপর কলি চারি যুগে ।
 নানা নাম বর্ণ হরি ধরে নানারূপে ॥
 নানা বিধি বিধানে পূজয়ে নানা লোকে ।
 যুগ অবতার রাজা স্তন একে একে ॥
 সত্যযুগে শুক্রবর্গ শিরে জটাভার ।
 কৃষ্ণাঞ্জন অক্ষমালা পরে বৃক্ষহাল ॥
 চারু চতুর্ভুজ দণ্ড কমণ্ডলু ধরে ।
 শাস্ত দাস্ত হিঁতব্রত জনে পূজা করে ॥
 শম দম তপ কর সাধুজনে ভজে ।
 সমজ্ঞানে মুনীগণে ভক্তিভাবে পূজে ॥
 বৈকুণ্ঠ সপর্ণ হংস ধর্ম যোগেশ্বর ।
 পরমাত্মা পুরুষ ঈশ্বর নিরমল ॥
 সত্যযুগে ধরে হরি এই সব নাম ।
 শুক্রবর্গে অবতার ধরে ভগবান্ ॥
 জ্যোতায়ুগে রক্তবর্গ চারি ভূজ ধরে ।
 কনক বরু কেশ অকৃ অরু করে ॥
 কুশের মেথলা ধরে যজ্ঞ কলেবর ।
 সর্বদেবদত্ত হরি ভুবন ঈশ্বর ॥
 বেদবাদী কর্মলব সা দাস্ত দাজ্ঞন ।
 বেদবিজ্ঞায় যজ্ঞে পূজিল তখন ॥
 বিষ্ণু যজ্ঞ পৃথগত সর্বদেব নামে ।
 উরুক্রম বুধাকাশে বোল সচজনে ॥

(১) পাঠান্তর,—

যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যাকে বেরানে না পায় ।

দ্বাপর যুগেতে হরি প্রাম কলেবরে ।
 পীতবাস পরিধান নিজ অস্ত্র ধরে ॥
 শ্রীবৎস কোমল আদি লক্ষণে লক্ষিত ।
 মহারাজ রাজেশ্বর ভুবনপুঞ্জিত ॥
 ভক্তজ্ঞানিগণে 'রি তস্তে নস্তে পূজে ।
 সর্বদেবময় হরি সৰ্বভাবে ভজে ॥
 নমো বাশ্রদেব নমো দেব সঙ্কর্ষণ ।
 প্রদ্যায়ান নমো অনিরুদ্ধ নারায়ণ ॥
 নমো বিশ্বেশ্বর বিশ্বময় বিশ্বপতি ।
 নমো মহাপুরুষ ঈশ্বর সর্বগতি ॥
 এইরূপে স্তুতি কৈল দ্বাপরের যুগে ।
 নানা তন্ত্রবন্ধানে পূজিল তিন লোকে ।
 কলিযুগ-অবতার শুন সাবধানে ॥
 কলিযুগে কেবল ভজিব সঙ্কীর্তনে ॥
 কৃষ্ণপদে কৃষ্ণ বাল বর্ণপদে নাম ।
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম জ্ঞানব বিধান ॥
 দ্বিষা কৃষ্ণ অকৃষ্ণ গৌরাজ নিজ ধাম ।
 নৌরক্তে অবতার বিদিত বাখান ॥
 অঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদ সঙ্গে ।
 গৌরক্তে অবতার নৃত্য-রঙ্গ রঙ্গে (১) ॥
 যুগধর্ম সঙ্কীর্তন-যজ্ঞ লক্ষ্য করি ।
 বিচারিয়া সুপণ্ডিত ভজয়ে শ্রীহরি ॥
 কৃষ্ণ অবতার যদি বলি কলিযুগে ।
 তবে পূর্য্যাপর গ্রন্থে বিরোধ না ভাজে ॥
 তে-কারণে বুধজনে মোর পরিহার ।
 দোষ দিহ পূর্য্যাপর করিএ বিচার ॥
 ধ্যানগম্য অমৃতব-লভ্য তীর্থপদ (২) ।
 সকল অভাষ্টনাতা অখিল সম্পদ ॥
 শঙ্কর বিরিঞ্চি করে সদত ধোয়ান ।
 নিজ ভৃত্য-আর্তিহর প্রণত-পালন ॥
 ভবসিদ্ধ তরণী ভকত-সুখানন্দ ।
 বন্দো মহাপুরুষ তোমার পদবন্দ্য ॥
 ইন্দ্রে আদি দেব যারে ধ্যানে বাহ্য করে ।
 হেন রাজলক্ষ্মী হরি দূরে পরিহরে ॥
 ধর্মময় প্রভু কৈলা ধর্মের পালনে ।
 অরণ্যে প্রবেশ কৈলা বাপের বচনে ॥
 ভকতবৎসল হরি ভক্ত-ইচ্ছা পালে ।
 সীতার ইচ্ছায় গেলা যুগ-অনুসারে ॥

হেন মহাপ্রভু তুমি পুরুষ-শেখর ।
 বন্দো বন্দো নিরন্তর চরণযুগল ॥
 এইরূপে করে হরি যুগ অবতার ।
 যুগে যুগে সর্বলোকে ভজে সর্বকাল ॥
 সারভাগী গুণজ্ঞ পণ্ডিত মহাজনে ।
 তারা সব কলিযুগ সদত বাখানে ॥
 ধন্য কলিযুগ যাতে কেবল কীর্তনে ।
 সর্ব ধর্ম-ফল প্রাপ্তি হয় সর্বজনে ॥
 এই সে পরম লভ্য জ্ঞানব সংসারে ।
 যেন-তেন-মতে হরি-সংকীর্তন করে ॥
 যাহা হৈতে শাস্তি হয় ঋতুয়ে সংসার ।
 হরি সংকীর্তন বিনে গাত নাঞি আর ॥
 সত্যযুগে প্রজাগণ বাঞ্ছে নিরন্তরে ।
 কলিযুগে জন্ম যেন হয় ক্ষতিতলে ॥
 কলিযুগে হৈব নর হরিপরায়ণ ।
 ধন্য জনে জন্ম বাঞ্ছে এই-সে-কারণ ॥
 ক্ষতিতলে কোন কোন আছে পুণ্যদেশ ।
 ধন্য মহা পুণ্যকর ড্রাবিড় বিশেষ ॥
 ভাত্রপর্গা নদী যাথে নদী কুম্ভমালা ।
 পর্যাশ্রিত মহানদী সর্বপাপহরা ॥
 প্রতীচী কাবেরী যাথে নদী মহাপুণ্য ।
 সর্বতীর্থফলময়ী সর্বলোক ধন্য ॥
 এ সব নদীর জল যেবা করে পান ।
 হরিভক্তি হয় তার নিরমল জ্ঞান ॥
 দেব ঋষি পিতৃগণ না হয় অধীন ।
 না হয় কিঙ্কর কারো না ধরয়ে ঋণ ॥
 সর্বধর্ম পরিহারি তেজি সর্বকর্ম ।
 সর্বভাবে পৈশে যেবা মুকুন্দ শরণ ॥
 নিজ চরণারবিন্দ করিতে ভজন ।
 সর্বধর্ম পরিহারি যে করে চিন্তন ॥
 তার মধ্যে দৈবযোগে কার কথঙ্কিত ।
 কেনমতে হয় যদি বিকর্ম উদিত ॥
 হৃদয়ে প্রবেশ করি আপনে শ্রীহরি ।
 সর্বপাপ হয়ে তার নিজ ভৃত্য করি ॥
 এইরূপে কত কত ভাগবত-ধর্ম ।
 কহিলা যোগেশ্বরগণ বিচারিয়া মর্ম ॥
 শুনিয়া বৈষ্ণবধর্ম নিমি নরেশ্বর ।
 পৌরিতে পুরিল তহু বাহ্য আভ্যন্তর ॥
 যুনিগণ চরণ পূজি অবিধানে ॥
 অন্তর্দ্বান কৈল তারা সত্য-বিজ্ঞানে ।
 নিমি রাজা সেই ধর্ম করিলা আশ্রয় ॥
 বিষ্ণুপদে গেলা রাজা হৈরা বিষ্ণুময় ॥

(১) পাঠান্তর,—“সংকীর্তন রঙ্গে” ।

(২) পাঠান্তর,—

“ধ্যানগম্য পরিতবহর তীর্থপদ” ।

তুমি বসুদেব এই বিষ্ণুধর্ম ধর ।
 বিষ্ণু আরাধিয়া তুমি বিষ্ণুপদে চল ॥
 ধন্ত বসুদেব তুমি দৈবকী স্নানরী ।
 রহিল দৌহার যশ ঐত্ববন ধরি ॥
 আপনে ঈশ্বর হঞা প্রভু ভগবান ।
 পুত্র হৈয়া জনমিল পুরুষপুরাণ ॥
 শয়ন ভোজন পানে কর দরশন ।
 পুত্রভাবে কর তুমি ব্রহ্ম আলিঙ্গন ॥
 পুত্রপ্রেম ধর তুমি দেব নারায়ণে ।
 বসুদেব ধন্ত তুমি হৈলে ত্রিভুবনে ॥
 দম্ববক্র বিদূরথ শাস্ত্র শিশুপাল ।
 কংস ভরাসন্ধ আদি নৃপ দুয়াচার ॥
 তারা-সব বৈরিভাব ধরি নারায়ণে ।
 অমূল্য কৃষ্ণ তারা চিত্তিল ধিয়ানে ॥
 বৈরিভাব ধরি তারা হৈল কৃষ্ণময় ।
 প্রেমভাবে ভাজিলে না জানি কিবা হয় ॥
 তুমি বসুদেব না করিহ পুত্রবুদ্ধি ।

সর্কেশ্বর-ঈশ্বর অখিল গুণনিধি ॥
 গুঢ়রূপে মায়ার মাছুষরূপ ধরে ।
 হরিতে অমুরভার নরলীলা করে ॥
 অজ হয়্যা করে হরি নর-অবতার ।
 জগতে তোমার যশ করিব বিস্তার ॥
 পুত্রের মহিমা শুনি নারদের মুখে ।
 বসুদেব দৈবকী পুরিলা প্রেমমুখে ॥
 অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি প্রভু (১) নারায়ণ ।
 বসুদেব তবু জানি স্থির কৈল মন ॥
 ধন্ত পুণ্য ইতিহাস পুরাণে গোপিত ।
 নরধ্বষি সশ্বাদ নারদ-মুখরিত ॥
 যেবা কহে যেবা শুনে শুদ্ধভাব ধরে ।
 বিষ্ণুপদে বাস তার সর্বপাপ হয়ে ॥
 ভক্তিরসগুরু শ্রীগদাধর জান ।
 ভাগবত-আচার্যের মধুরস-গান ॥

পাঠান্তর,—“পুত্র” ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশ

স্কন্ধে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

মুনি বোলে শুন রাজা ভুবন-পবিত্র ।
 বৈকুণ্ঠ-বিঃয় লীলা কৃষ্ণের চরিত্র ॥
 ব্রহ্মা ভব পুরন্দর শশী দিনকর ।
 কুবের স্বরূপ যম গন্ধর্ব্ব কিস্কর ॥
 রুদ্রগণ সিদ্ধ সাধা বিধ দেবগণ ।
 পিতৃগণ ঋষিগণ শুদ্ধক চারণ ॥
 সুর মুনি সিদ্ধ বিদ্যাধর কণধর ।
 অহিপতি সুরপতি রুদ্র অমুর ॥
 সবেহি চলিয়া গেলা আপন বাহনে ।
 স্বারকামণ্ডলে গেলা কৃষ্ণ-দরশনে ॥
 নর-কলেবর হরি করে অবতার ।
 কলিমলহর যশ করিতে বিস্তার ॥
 কোতুকে চলিয়া হরি স্বারকামণ্ডলে ।
 দেখিব প্রভুর রূপ ভুবনমন্ডলে ॥
 অশেষ সম্পদপদ পুরী-বিরাজিতা ।
 মুক্তিমতী সর্বসিদ্ধি ভুবনমোহিতা ॥

আকাশমণ্ডলে দেব রহি নিজ রথে ।
 স্বারকামণ্ডলে কৃষ্ণ দেখিল সাক্ষাতে ॥
 নন্দন-মল্লিকা জাতী পারিজাত-মালা ।
 বৃষ্টি কৈল দেবগণে যেন জলধারা ॥
 আচ্ছাদিল যদুগণে মালা-বরিষণে ।
 স্তুতি করে দেবগণ বিবিধ বিধানে ॥
 নমো নমো প্রাণনাথ চরণে তোমায় ।
 অভয় চরণ বিনে গতি নাহি আর ॥
 সকল ইন্দ্రిয়গণ বৃদ্ধি মন প্রাণে ।
 অভয় পদারবিন্দে পশিল শরণে ॥
 যোগিগণ চিন্তে যাহা হৃদয়পঙ্কজে ।
 যে পদ মুনীন্দ্রবৃন্দ ভক্তিতে ভজে ॥
 কণ্ঠময় মহাপাপ বিনাশের হেতু ।
 হৃদিগত ভ্রমোহর ভংসিদ্ধ সেতু ॥
 ছেন চরণারবিন্দ পশিল শরণ ।
 কৃপা কর জগন্নাথ জগত-জীবন ॥

স্নেহাশ্রু ধরি তুমি সৃষ্টিলালা কর ।
 তমোশ্রু ধরি তুমি আপনে সংহার ॥
 সন্তোষে পাল তুমি মায়া যোগবলে ।
 তমু নাথ তুমি বদ্ধ নহ কর্ণফলে ॥
 নিজ স্তখে থাক তুমি সর্বএ সমান ।
 শুভাশুভ বিবজ্জিত নিত্য ভগবান ॥
 দান দ্রুত তপ যোগ সমাধি ধারণে ।
 তমু শুদ্ধ নহে লোক এ সব সাধনে ॥
 যেরূপে তোমার যশ করিতে শ্রবণ ।
 শ্রদ্ধা ভক্তি করি যেবা শুনে অমুক্ষণ ॥
 যেন ৭৬ হয় লোক কথা সুধাপানে ।
 তেনরূপ শুদ্ধ জীব নহে কথ্য হনে ॥
 তোমার পদারবিন্দ-ভব-সিক্ত-সেতু ।
 দুয়াশয়-দুর্ভিত-দহন-ধুমকেতু ॥
 মুনিগণ ধরে যাহা হৃদয়কমলে ।
 আয়জ্ঞানী জনে যাহা পক্ষে নিরন্তরে ॥
 সে পদপঙ্কজ নাথ কবক কল্যাণে ।
 এই বর মাগে' দেব তোমা বিজ্ঞমানে ॥
 তোমার অঙ্গের বিগলিত বনমালা ।
 তাহাতে সতিনী ভাব করএ কমলা ॥
 হেন লক্ষ্মীদেবী তোমা পদযুগ ভঞ্জে ।
 কমল ধরিয়া করে নিরবধি পুঞ্জে ॥
 শতে এই পদযুগ কুশলের হেতু ।
 দুয়াশয়-দুর্ভিত-দহন-ধুমকেতু ॥
 নাকে দড়ি দিয়া যেন বলদ গাঁথুনি ।
 লাম দড়ি মাঝে মাঝে সভার বান্ধনি ॥
 এইরূপে একা আমি সব চরাচর ।
 তোমার মায়াতে নাথ গাথুনি সকল ॥
 প্রকৃতি-পুরুষপর তুমি কালরূপ ।
 আমি-সব যত কিছু তোমার স্বরূপ ॥
 তোমার চরণে নাথ কক্ক কল্যাণ ।
 পুরুষ উত্তম তুমি পুরুষ পুরাণ ॥
 জগতের উতপত্তি প্রলয় পালন ।
 তুমি সে সভার হেতু কারণ কারণ ॥
 প্রকৃতি পুরুষ নাথ তোমাতে সংহার ॥
 —সকল সংহারকারী কাল চক্রাকার ॥
 যে কালে করয়ে নাথ জগত সংহার ।
 সেহো কাল অংশলেশ ধরয়ে তোমার ॥
 তোমা হৈতে প্রথমে পুরুষ উতপন্ন ।
 প্রকৃতি সংযোগে কৈল বীৰ্য্য আরোপণ ॥
 তবে তাহা হৈতে হৈল মহত উদয় ।
 তাহা হৈতে ব্রহ্মাণ্ড জন্মিল হেময় ॥

সাত আবরণযুক্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘটনা ।
 তাহার ভিতরে নাথ এ লোক রচনা ॥
 স্বাবর জন্ম নাথ এ চৌদ্দ ভুবন ।
 ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে নাথ এ সব ঘটন ॥
 তোমার মায়াতে নাথ এ সব কল্পনা ।
 ত্রিগুণভরিত যত বিবিধ ঘটনা ॥
 জীবরূপে কর তুমি বিষয় বিলাস ।
 ততু লিপ্ত নহ তুমি নিত্য-পরকাশ ॥
 ষোল সহস্র দেবী রমণী তোমার ।
 কামবাগে না পারিল তোমা জিনিবার ॥
 কটাক্ষ বিলাস হাস ভুরুভঙ্গী বাণে ।
 যার মন জিনিতে নারিল নারীগণে ॥
 এক নদী তোমার অমৃত কথাময়ী ।
 তার নদী পদনীর বহে গঙ্গা হঠ ॥
 তিন লোক-পাপ হরে দোহার শক্তি ।
 দুই তীর্থে স্নান করে ধাত্ত মহামাতি ॥
 শ্রুতিযোগে স্নান করি এক তীর্থে জলে ।
 অঙ্গসঙ্গে আর তীর্থে স্নান পান করে ॥
 এইরূপে দুই তীর্থে করে স্নানপান ।
 মহাতাগবত হয় বিমলগেয়ান ॥
 এইরূপে নানা স্তুতি করে সুরগণে ।
 তবে ব্রহ্মা প্রজাপতি করে নিবেদনে ॥
 রথের উপরে রাহি আকাশমণ্ডলে ।
 প্রণাম করিয়া ব্রহ্মা খোলে জোড় করে ॥
 দেবগণ নিবেদন চরণে তোমার ।
 ক্ষতিতলে অবতার হরিলে ভূভার ॥
 দেবদেব জগন্নাথ প্রভু ঋষীকেশ ।
 দেবকার্য্য কৈলে কিছু নাহি অবশেষ ॥
 সত্য-শুদ্ধ-শান্ত জনে ধর্ম্ম আরোপিলে ।
 জগন্ত ভরিয়া পুণ্য যশ বিস্তারিলে ॥
 দশদিগ ভরিয়া চলিল কাঁচিভার ।
 করিয়া অদ্ভুত কর্ম্ম থুইলে চমৎকার ॥
 সেই গুণ কর্ম্ম কলিমল-বিনাশন ।
 স্তম্বে লোক কলিযুগে করিব কীর্ত্তন ॥
 শ্রবণ কীর্ত্তন করি তারিব সংসার ।
 যত যত্বংশে তুমি কৈলে অবতার ॥
 পঁচিশ অধিক নাথ শতেক বৎসর ।
 এতকাল বহি গেল ইহার ভিতর ॥
 এখনে এখানে আর নাহি প্রয়োজন ।
 বিশ্রামে হৈব যত্নকুল-বিনাশন ॥
 ইংসা যদি কর নাথ কর অবধান ।
 সম্প্রতি বৈকুণ্ঠে তুমি চল নিজধাম ॥

নিজ ভৃত্য আমি-সব প্রধান (১) কিঙ্কর ।
 রক্ষ রক্ষ প্রাণনাথ দেবদেবেশ্বর ॥
 চতুর্মুখ মুখে শুনি এতেক বচন ।
 কহিতে লাগিলা তবে নৈনকৌনন্দন ॥
 তুমি যে কহিলে একা সব অগোচর ।
 হরিব পৃথীর ভার চলিব সঙ্গর ॥
 কিন্তু যদুকুল আছে সর্বশক্তি ধরে ।
 লোক আচ্ছাদিব তারা নি- বাহুবলে ॥
 যদুকুল আমি যদি না করিব ক্ষয় ।
 আপনে করিব যদি বৈবরুণ বিজয় ॥
 যদুকুলে লোক তবে নাশিব সকল ।
 হরিষা পৃথীর ভার না কৈল কুশল ॥
 যদুকুল বিনাশিব সম্প্রতি এখনে ।
 তবে নিজধামে আমি চলিব আপনে ।
 এতেক বচন যদি বলিল শ্রীহরি ।
 ব্রহ্মা আদি দেবগণে প্রাণপাত করি ॥
 অনন্দে চলিলা গতে নিজ নিজ স্থানে ।
 তবে কোন্ কর্ম কৈল প্রভু ভগবানে ॥
 দ্বারকামণ্ডলে দেখি নানা উৎপাত ।
 বুদ্ধগণ আমি দ্রাক্ষ করে জগন্নাথ ॥
 দেখ-দেখ বহুবিধ উঠা উৎপাত ।
 দ্বারকামণ্ডলে কিবা ফলে পরমাদ ॥
 ব্রহ্মশাপ হৈল যদুকুল-বিনাশন ।
 কোনমতে না দেখিএ তাহার শব্দন ॥
 এখানেতে বসিতে আর উচিত না হয় ।
 প্রভাস উত্তম তীর্থে আছে পুণ্যময় ॥
 বিলম্ব না কর তথা চলি যাহ বাটে ।
 যাবত প্রমাদ কিছু এখানেতে না ঘটে ॥
 দক্ষশাপে যক্ষারোগ চক্রে আর ছিল ।
 প্রভাসে আসিয়া চক্রে পরিগ্রাণ পাইল ॥
 আমি-সব তীর্থে করিয়া মজ্জন ।
 দান পুণ্য দেব পিতৃ করিব তর্পণ ॥
 বিজগণে ভুজাইব দিব্য অন্ন পানে ।
 দান দিব বিপ্রগণে বহুমূল্য ধনে ॥
 পরিজ্ঞান পাইব তবে ব্রহ্মশাপে ভরি ।
 দানে হৈতে কোন্ কার্য সাধিতে না পারি ॥
 নৌকাতে সাগরে যেন ভরে বাণিজ্যার ।
 দানে হৈতে কোন সিদ্ধি না হয় কাহার ॥
 এত বাক্য শুনি তবে বুদ্ধ যদুগণে ।
 গত্য করি লৈল সব কৃষ্ণের বচনে ॥

(১) পাঠান্তর,—“পূরণ” ।

প্রভাসে চলিতে তবে স্থির করি মতি ।
 সাজিঞা আনিল রথ রথের সারথি ॥
 অস্ত-শস্ত্র ধনু শর করিয়া কাছনি ।
 চলিল সকল লোক করিয়া সাজনি ॥
 দেখিয়া উদ্ধব তবে চিন্তে মনে মনে ।
 জানিল সকল ময় (১) কৃষ্ণের বচনে ॥
 মহা ঘোর অরিষ্ট দেখিয়া ভয়ঙ্কর ।
 বিষয় পড়িলা মনে চিন্তিত অন্তর ॥ (২)
 কান্দিতে কান্দিতে গেল কৃষ্ণসম্মিধানে ।
 গোপতে দ্বৈশ্বরে (৩) করে আত্মনিবেদনে ॥
 প্রণাম করিয়া দুই ধরিয়া চরণে ।
 কান্দিতে কান্দিতে উদ্ধব কি বোলে বচন ॥
 দেব দেবেশ্বর পুণ্যশ্রবণকৌন্তন ।
 কুল সংহারিবে হেন দুর্ভাগ লক্ষণ ॥
 নরলোক তেজিয়া চলিবে নিজধাম ।
 ব্রহ্মশাপ না খণ্ডিলে হৈয়া ভগবান ॥
 তিলেক ছাড়িতে নারোঁ এ দুই চরণ ।
 না ছাড় না ছাড় নাথ পশিল শরণ ॥
 তোমার চরিত্র-লীলামৃত মধু-পানে ।
 সকল পাসরে লোক সন্তুষ্ট শ্রবণে ॥ (৪)
 আসন শয়ন পান মজ্জন ভোজনে ।
 তিলেক না ছাড় মোরে তেজিব (৫) কেননে ॥
 তুমি যে তেজিবে নাথ অজ অলঙ্কার ।
 গঙ্গামাল্য চন্দন বসন উপহার ॥
 সেই দিয়া নিজ অজ করিমু ভূষণ ।
 দাস হঞা করোঁ যেন উচ্চিষ্ট ভোজন ॥
 এইরূপে খণ্ডিমু তোমার মায়াবন্ধ ।
 রূপা করি নাথ মোয়ে দেহ নিজ সজ ॥
 দিগম্বর স্ববিগণ শ্রমিত অন্তর ।
 সন্ন্যাস করিয়া ব্রহ্ম চিন্তে নিরন্তর ॥
 শাস্ত দাস্ত উদ্ধরেতা নিরমল মতি ।
 ব্রহ্মধ্যান করি তারা পায় ব্রহ্মগতি ॥
 কর্মপথে যথা তথা না হয় জনম ।
 তোমার অমৃত-কথা শুনি অহঙ্কণ ॥

(১) পাঠান্তর,—“তত্ত্ব” ।

(২) পাঠান্তর,—

“বিষয় ভাবিয়া মনে চিন্তিল অন্তর” ।

(৩) পাঠান্তর,—“উদ্ধব” ।

(৪) পাঠান্তর,—“কৌন্তন শ্রবণে” ; অন্তর,
 “শ্রবণ শ্রবণে” ।

(৫) পাঠান্তর,—“তেজি” ।

সাধু সঙ্গে শ্রবণ কীৰ্ত্তন যদি করি ।
তবে নাথ হৈলে যাই ভবসিন্ধু তরি ॥
এইরূপে নিবোধিল ঐকতপ্রধান ।

শুনিঞা উত্তর তবে দ্বিলা ভগবান ॥
জ্ঞান গুরু গদাধর ধীরশিরোমণি ।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমভরদ্বীপ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

দেশাগ রাগ ।

শুন হে উদ্ধব তুমি ভকতপ্রধান ।
সকল কাহিলে তুমি বুঝি অমুমান ॥
ব্রহ্মা ভব পুরন্দর আদি সুরগণে ।
নিবেদন কৈল আসি বেকুণ্ঠ গমনে ॥
দেবকার্য্য কৈল আমি সব সমাধানে ।
এখানে চলিয়া আমি যাই নিজধামে ॥
ব্রহ্মার বচনে আমি কৈল অবতার ।
দৈন্ত্যবধ করিয়া হরিল ভূমিভার ॥
কুলনাশ হৈব ইবে অতোত্ত কুললে ।
সপ্তম দিবসে পুত্রী মজিব সাগরে ॥
যখনে তেজিব আমি এ মহীমণ্ডল ।
হতভাগ্য হব লোক খণ্ডিব মঙ্গল ॥
দুষ্ট কলি সেইকণে করিব সঙ্কার ।
তুমি জানি উদ্ধব এখানে থাক আর ॥ (১)
পাপমতি হৈব লোক দুষ্ট কলিযুগে ।
সর্বধর্ম তেজিব মজিব দুঃখ শোকে ॥
তুমি স্মৃত বিত্ত দার পেম পরিহর ।
সর্বধর্ম তেজিয়া আমাতে চিত্ত ধর ॥
ভবে স্মৃতে কর এই পৃথ্বী পর্য্যটন ।
অসত্য দেখিবে তুমি এ তিন ভুবন ॥
বুদ্ধি মন বচন শ্রবণে যত লয় ।
জানিব অসত্য বৎস সব যায়াময় ॥
চিত্তের ভরমে হয় অশেষ ভয়ম ।
ভেদবুদ্ধি করে দোষ-গুণ-নিরূপণ ॥

কর্ম অকর্ম আর বিকর্ম বিচার ।
গুণদোষ-বুদ্ধ্যে করে ভেদ ব্যাংহার ॥
বেদে যে বুঝায় সেই কর্ম অবধারি ।
কর্ম যদি না করি অকর্ম করি বলি ॥
বিকর্ম জানিবা বাপু নিষেধ আচার ।
গুণ-দোষ-ভেদে হয় এ সব সঙ্কার ॥
এ বোল বুঝিয়া তুমি স্থির কর চিত্ত ।
সকল ইন্দ্রিয় মন কার নিয়োজিত ॥
আপনাতে আড়ে সব দেহহ গেমানে ।
আপনে আরাতে আড় দেহহ ধেমানে ॥
জ্ঞান-বিজ্ঞানপূত হয় আদ্বৈতময় ।
তুষ্ট হয়্যা থাক তুমি খণ্ডিব সংশয় ॥
দোষ-গুণ যাহার হৃদয়ে নাহি ধরে । (১)
সে জন নিষেধ বিধি কিছুই না করে ॥
বালক্ৰীড়া করে যেন বালক সমান ।
শুভাশুভ কর্মে তার নহে বস্তুজ্ঞান ॥
সর্বভূতহিতপর শাস্ত্র হয়্যা থাক ।
জ্ঞানে চিস্ত দিয়া মন স্থির করি রাখ ॥
আমার স্বরূপ সব দেখিবা সংসার ।
পুনরপি না ঘটিব বিপত্য তোমার ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি উদ্ধব স্মৃতি ।
পুনরপি ভিজ্জাগিলা করিয়া প্রণতি ॥
মহাযোগ-যোগেশ্বর প্রভু যোগময় ।
এ সব বচন মোর হৃদয়ে না লয় ॥

পাঠান্তর—

(১) “ইহা জানি উদ্ধব তুমি নাথি থাক আর”
অর্থ—“তুমিও উদ্ধব এনা না থাকিও আর ।”

(১) পাঠান্তর,—

“গুণদোষে বুদ্ধি যার স্থায় না ধরে” ।

অর্থ—

“গুণদোষ ভেদ যদি জানিঞা না করে”

ভ্যাগধৰ্ম কহিলে তুমি সন্ন্যাসলক্ষণ ।
 কল্পে করিব ত্যাগ কামে দৃঢ়মন ॥
 বিষয়লম্পট যার কামে দৃঢ়মতি ।
 যার নাহি হয় নাথ তোমাতে ভক্তি ॥
 সে জন কল্পে নাথ তেজিবে সংসার ।
 মুক্তি নিবেদিএ নাথ চরণে তোমার ॥
 মুক্তি মুঢ়মতি নাথ মায়ায় মোহিত ।
 মুক্তি মোর করি মুক্তি কেবল বঞ্চিত ॥
 স্নাত দার পারবার অসত্য ধ্যানে ॥
 কেবল মজিয়া আছে এ ভব বন্ধনে ॥
 এ সব অজ্ঞানজাল ছিও হরীকেশ ।
 নিজ ভণ্ড করি রাখ দিয় উপদেশ ॥
 তুমি আত্মা সত্য নিত্য তুমি প্রভু বিনে ।
 আর বস্তা নাহি নাথ বিবুধসমনে ॥
 ব্রহ্মা আদি দেবগণ সব বিমোহিত ।
 বিষয় ধ্যানে নাথ মায়ায় বঞ্চিত ॥
 তারা সব কি কহিব তবু অবধারি ।
 সৰ্বগুণনিধি তুমি সৰ্ব অধিকারী ॥
 অনন্ত মহিমা তুমি সৰ্বজ্ঞ ঈশ্বর ।
 অকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠধাম-শ্রুতিঅগোচর ॥
 নারায়ণ প্রাণনাথ পশিলু শরণ ।
 ছরিত-দহন তাপ (১) কর বিমোচন ॥
 উদ্ধবের বচন শুনিয়া দয়াময় ।
 কহিতে লাগিলা তাঁর (২) বুঝিয়া হৃদয় ॥
 লোকতত্ত্ব-বিচক্ষণ যে জন সংসারে ।
 পায় তারা আপনাকে আপনে উদ্ধারে ॥
 আপনে আপন গুরু হয় মতিমান ।
 সাক্ষাতে দেখে আর করে অজ্ঞান ॥
 সৰ্বত্র কল্যাণ তায় হয় সৰ্বসিদ্ধি ।
 এ যোর সংসার পায় হয় মহাবুদ্ধি ॥
 তত্ত্বযোগবিশারদ মতাদীরগণে ।
 সৰ্বশক্তিযুত রূপ দেখে সৰ্বস্থানে ॥
 কহি আর এক ইতিহাস পুরাতন ।
 অবধূত ষড়্রাজ্য লবাদ কথন ॥
 অবধূত এক দ্বিজ আইল আচরিত ।
 সৰ্বভূতে দম্বাপর ভয়বিবৰ্জিত ॥
 ষড়্রাজ্য দেখিয়া পুছিল তার তরে ।
 কি কারণে দ্বিজ তুমি ভ্রম একেশ্বরে ॥
 কোথাতে শিথিলে বুদ্ধি কহিবে নিশ্চিত ।
 বালবৎ ভ্রম তুমি হৈয়া সুপণ্ডিত ॥

ধৰ্ম-অৰ্ধ-কাম মোতে ব্যাকুলিত চিত ।
 নানা ধৰ্ম সাধে লোক হয় বিমোহিত ॥
 তুমি সেহ শাস্ত দাস্ত শুদ্ধ কলেবর ॥
 না কর না বোল কিছু দেখিতে সুন্দর ॥
 জড় উনমত্তবৎ ভ্রম কি কারণে ।
 না শুন না দেখ কিছু শ্রবণ নয়নে ॥
 নানা তাপে সৰ্বলোকে দহে নিরন্তর ।
 তার মাঝে আছ তুমি শাস্ত কলেবর ॥
 কহ দেখি দ্বিজ তুমি আনন্দ-কারণ ॥
 অবধূত দ্বিজ তবে কহে বিবর- ॥
 বিস্তর আমার গুরু কহি বিদ্যামানে ।
 যে যে শিক্ষা লৈল আমি যার যার স্থানে ॥
 পৃথিবী পবন বহি আবাসমণ্ডল ।
 রবি শশি আপ সিন্ধু গঙ্গা মধুকর ॥
 কপোত পতঙ্গ অজগর সর্প মীন ;
 পিঙ্গলা কুরুর শিশু কুমারী হরিণ ॥
 উৰ্ণনাভি শরক্কৎ আর মধুহারী ।
 এ সব আমার গুরু কীট পেশকারী ॥
 এই সে চকিশ গুণ করিয়া আশ্রয় ।
 যার ঠাঞি যে শিখিলু শুন মহাশয় ॥
 অদৃষ্ট অধীন জীব অদৃষ্ট কারণ ॥
 নানা দুঃখ পীড়া যদি করে নানা জন ॥
 অদৃষ্ট মানিঞা জীব সাহিব সকল ।
 নিজ পথ না ছাড়িব নাহি বচল ॥
 এ ধৰ্ম শিখিলু আমি পৃথিবীর স্থানে ।
 অদৃষ্ট মানিয়া চিত্ত করি সমাধানে ॥
 পরহিত-হেতু-সব করে সমর্পণ ॥
 পরহিত-হেতু যার এ ধন জীবন ॥
 এ ধৰ্ম শিখিলু আমি তরুণ স্থানে ।
 এ ধৰ্ম শিখিলু আমি পরীত গহনে ॥
 দেহমাত্র ধারণ কেবল প্রয়োজন ।
 সুখভোগ না করিব ইন্দ্రిয়তর্পণ ॥
 উতপন্ন তত্ত্বজ্ঞান না করিব ধ্বংস ।
 মন বচনের কড় না করিব ভ্রংশ ।
 গুণ দোষ না দেখিব বিষয় সংযোগে ।
 আসক্তি ছাড়িব যদি থাকে সুখভোগে ॥
 সব ঠাঞি বৈশে বায়ু অন্তর বাহিরে ।
 নানা গন্ধ হরি লয় সৰ্বত্র সঞ্চারে ॥
 সব ঠাঞি আছে বায়ু হয় উদাসীন ।
 কারো ধৰ্ম (১) নহে বায়ু কারো নহে ভিন্ন ॥

(১) পাঠান্তর,—“পাপ ।

(২) পাঠান্তর,—“তবে” ।

(১) পাঠান্তর,—“কার আভ”

বায়ুবত আছি আমি এই শিক্ষা ধরি ।
কোন কালে কারে সনে আসক্তি না করি ।
আকাশ নির্লেপ যেন আছে সর্বঠাঞি ।
এই শিক্ষা লৈয়া আমি সর্বত্র বেড়াই ॥
আকাশে জনমে মেঘ আকাশে সঞ্চারে ।
তত্ব মেঘ আকাশ পরশ নাচি করে ॥
এই শিক্ষা লৈয়া আমি থাকি সর্ব ঠাঞি ।
পরশ না কারি কিছু আনন্দে বেড়াই ॥
মধুর মুরতি নিরমল কলেবর ।
সর্বলোক তার্থ হই যেন পুণ্য জল ॥
দরশন পরশন শ্রবণ কান্দন ।
তীর্থজলে করে যেন পাপ বিমোচন ॥
এই শিক্ষা লৈল আমি দেখি তীর্থজল ।
লোক পরিজ্ঞান-হেতু আমি নিরন্তর ।
মহাতেজ ধরি আমি দীপ্ত কলেবর ।
কেবল উদয় যাত্র লোক-ভরস্কর ॥
সর্বভক্ষ হুই আমি (১) থাকি যোগবলে ।
এ ধর্ম শিখিল আমি দেখিএ অনলে ॥
জন্ম মরণ জরা মৃত্যু হুই তর ।
এ শব দেহের ধর্ম জীবের না হয় ॥
চন্দ্রকলা টুটে যেন বাড়ে কোন কালে ॥
যেই চন্দ্র সেট চন্দ্র না টুটে না বাড়ে ॥
এইরূপে নিত্য আত্মা অজয় অমর ।
এ ধর্ম শিখিল আমি চন্দ্রের গোচর ॥
সকল ইন্দ্ৰিয়গণ বিষয়ে সঞ্চারে ॥
যে যার বিষয় সে সেই ভোগ করে ॥
নিত্য শুদ্ধ আত্মা কিছু না করে বিষয় ।
সূর্য্যের কিরণে যেন রস হরি লয় ॥
রশ্মিজালে হরে রস সূর্য্য শুদ্ধময় ।
এইরূপে নিত্য জীব না করে বিষয় ॥
কারো সনে না করিব অধিক পীরিত ।
কার সঙ্গে সঙ্গ না করিব মহামতি ॥
কেহ কার সঙ্গে যদি পীরিত বাচায় ।
তবে জীব কপোতসমান দুঃখ পায় ॥
আছিল কপোত এক বনের ভিতরে ।
কপোতী ভার্য্যার সঙ্গে গৃহবাস করে ॥
বৃক্ষে বাসা তোলাএ আছিল কতকাল ।
স্নেহপাশে বান্ধাবান্ধি হৃদয় দুইয়ার ॥
দিঠে দিঠে অঙ্গে অঙ্গে দুইয়ার বন্ধন ।
ক্রীড়া কেলি কৃতৃহলে একএ মিলন ॥

ভিলেক না করে কেহ জীবির অন্তর ।
এইরূপে থাকে পক্ষ বনের ভিতর ॥
একত্রে শয়ন পান একত্রে বেড়ায় ।
যে যে বাঞ্ছা করে ভাষা আনিঞা যোগায় ॥
কথোদ্দিন বহি গও হরিণ কপোতী ।
পতি সন্নিধানে প্রসাবল মহাসতী ॥
কথোক্তটা অণু তার জন্মিল উদরে ।
দোহে মেলি নিরবধি অণুসেবা করে ॥
কথোদ্দিন বহি অণু ফুটিস সকল ।
জনমিল শিশুগণ সর্দাঙ্গ কোমল ॥
কপোত-কপোতী দোহে মেলিয়া দম্পতি ।
নিরবধি শিশু পোমে করিয়া পীরিত ॥
তা-সভার কলভাষা কাণ পাতি শুনে ।
যুদিত নয়নে মুখ করে নিরীক্ষণে ॥
হুই মেলি শিশু রাখে দিঠে দিঠে ধরি ॥
অলপে অলপে পাখা উঠে লোমাবলী ॥
গুত্র দবশনে বাড়ে দুইয়ার পীরিত ।
বিষ্ণুমায়া বিমোহিত কপোত-কপোতী ॥
এইরূপে হুই মেলি শিশুগণ পোষে ॥
আকুলহৃদয় হয়্য মরে কথ্যদোষে ॥
একদিন গেল তারা আনিতে আহার ।
কপোত-কপোতী মেলি বনের মাঝার ॥
আহার চাহিএ হুই বুলে বনে বনে ।
হেনকালে এক ব্যাধ আইল সেইখানে ॥
ভূমিতলে শিশুগণ চরে বনে বনে ।
তা দেখিয়া জাল দড়ি পাতিল সন্ধানে ॥
আহার ধরিয়া তাথে রহে কথোদুরে ।
তা দেখিয়া শিশুগণ বন্দী হৈল জালে ॥
কপোত-কপোতী আইল হেন অবসরে ।
আহার লইয়া ঠোটে বাসার নিয়ড়ে ॥
শিশু না দেখিয়া হুই বুলে বনে বনে ।
দেখে জালে বন্দী হএ আছে শিশুগণে ॥
জালে পড়ি শিশুগণ করে ধড়ফড় ।
তরিতে ব্যাকুল হয়্য করে কোলাহল ॥
দেখিয়া কপোতী হৈলা অন্তরে দুঃখিতা ।
ভূমেতে পড়িয়া কান্দে শোকে বিমোহিতা ॥
বিলাপ করিয়া কান্দে কপোতী দুঃখিনী ।
ঝাঁপ দিয়া জালে বন্দী হইল পার্শ্বিনী ॥
কপোত দেখিয়া তবে এতেক বিধান ।
লোটারিয়া লোটারিয়া কান্দে হৈয়া অগেহান ॥
প্রাণের অধিক মোর সব শিশুগণ ।
কোনকালে আমি আর রাখিব জীবন ॥

প্রাণের অধিক মোর ভাষা শুণবতী ।
 কোথাতে রহিল মোর হবে কোন গতি ॥
 বিধি মোর বাম হৈল ঘটিল অপায় ।
 আর কি জীবন মোর রাখিতে যুয়ায় ॥
 পীরিতি নহিল মোর না পুরিল কাম ।
 গৃহস্থ গেল মোর বিধি হৈল বাম ॥
 পতিব্রতা নারী মোর প্রাণের ঘরণী ।
 আমি না থাকিলে প্রিয়া না থায় অন্ন পানী ॥
 স্বর্গবাসে গেল মোরে শূন্য ধরে থুয়া ।
 সব হরি নিল মোর পুত্রগণে লয়া ॥
 এইরূপে কান্দে পক্ষ কারিয়া বিলাপ ।
 ধরিতে না পারে পক্ষা মনের সন্তাপ ॥
 ঝাঁপ দিয়া কপোত পড়িল সেই জালে ॥

পক্ষিগণ লঞা ব্যাধ গেল নিজ ঘরে ॥
 কপোত-কপোতী আর কপোত ছা(ও)য়াল ।
 জালে বন্দী করি লৈঞা গেল দুরাচার ॥
 এইরূপে কুটুম্বী গৃহস্থ হুয়াশয় ।
 কুটুম্বভরণে যার আকুল হৃদয় ॥
 এ ঘোর সংসারে মরে অবোধ বধিত ॥
 এ বোল বুঝিয়া রাজা স্থির কর চিত ॥
 মানুষ জনম দেখ মুকুতি-দুধার ।
 নর-দেহে পারি সতে ভব ভরিবার ॥
 নরদেহ পাঞ যার গৃহে দৃঢ়মতি ।
 সতে দুঃখ ভোগ তার অস্তে অধোগতি ॥
 ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জান ।
 ভাগবত-আচায্যের মধুরস-গান ॥

হিত শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

অবধূত বোলে যহ স্তন আর কহি ।
 অজগর ধর্ম্মে আমি সব ঠাঞি রছি ॥
 স্বর্গ নরক দুই এক করি মানি ।
 সুখ দুঃখ সব আমি সম করি জানি ॥
 ভাল মন্দ যখন যে মিলয়ে আহার ।
 তাই খে এ তুষ্ট হৈ না করি বিচার ॥
 অজগর ধর্ম্মে থাকি কিছুই না বলি ।
 না মিলে আহার যদি উপবাস করি ॥
 অদৃষ্ট মানিঞা থাকি যেন অজগর ।
 ভাল মন্দ সুখ দুঃখ না করি অন্তর ॥
 এসম্মুহুদয়ে থাকি বিমলশরীর ।
 স্তিমিত অন্তর যেন সাগর গম্বীর ॥
 জীভাতি জানিব সহজে দেবমায়ী ।
 জীর দরশনে চিত্ত রাখিব বাক্সিয়া ॥
 যদি বা অবোধ জন করয়ে স্ত্রীসজ ।
 অনলে পুড়িয়া যেন মরয়ে পতঙ্গ ॥
 আছুক আনের কাজ নারী দাক্ষমণী ।
 চরণে পরশ না করে যতি হই ॥
 স্ত্রীসজ করে যদি যতি মতিভঞ্জে ।
 গজরাজ বন্দী যেন গজনারী সঙ্গে ॥

গজের বন্ধন দেখি স্ত্রীর সঙ্গ তেজি ।
 নিজ সুখে আছি আমি জ্ঞানরসে মজি ॥
 দুঃখে ধন অরজিয়া করয়ে সঞ্চয় ।
 দান ভোগ না করে রূপণ হুয়াশয় ॥
 তারে মারি তার ধন আনে লয়া যায় ।
 মধুমাছি মারি যেন মধু লঞা যায় ॥
 গ্রাম্যগীত না শুনিব যাঁত বনচর ।
 তন্ত্বে মন ধরিয়া থাকিব নিরন্তর ॥
 লুক্কের গীতে যেন মৃগ মরে বনে ।
 তা দেখিয়া গ্রাম্য গীত না শুনিব কাণে ॥
 নানা মনোহর গীত বৃত্ত্য বাস্ত শুনি ।
 বেয়া সজে বন্দী হৈল ঋষাশুঙ্গ মুনি ॥
 জিহবার আশ্বাদে বন্দী হয় রস লোভে ।
 নীন বন্দী হয় যেন বঁড়ার টোপে ॥
 সকল জিনিতে পারি বর্জিয়ে রসনা ।
 রসনা জিনিব হেন আছে কোন জনা ॥
 এ বোল বুঝিয়া যাকি জিনিব রসনা ।
 সকল ইঞ্জিয়গণে করিব রোধনা ॥
 আছিল পিচ্ছলা বেয়া বিদেহনগরে ।
 তার শিকারার্থ যহ কহিব তোমারে ॥

একদিন যুক্তি কৈল শৈবিরী পিজলা ।
 ধনলোভে কামভাবে হইয়া ব্যাকুলা ॥
 সঙ্কেত করিয়া এক ধানক-দ্বারে ।
 মন্দিরে আনিব তারে চিহ্নিল প্রকারে ॥
 বসন ভূষণে অঙ্গ কৈল বিভূষণ ।
 রজনী সময় আসি দিল দরশন ॥
 ঘরে হৈতে যাব বেড়া বাহির দুয়ারে ।
 পথে যত লোক আসে সতাকে নেহালে ॥
 ছের কান্ত আইসে মোর কিবা অঙ্গ হয় ।
 কত আইসে কত যা, কি তার নির্ণয় ॥
 না জানি সঙ্কেত করি না আইল কেন ।
 সেই বা ধনিক আইসে কিবা অঙ্গ জন ॥
 এইরূপে মনে মনে চিন্তয়ে পিজলা ।
 ছটপটি করে বেড়া কামেতে ব্যাকুলা ॥
 ঘর হৈতে বাহির বাহির হৈতে ঘর ।
 এইরূপে গতাগতি করে নিরন্তর ।
 অন্ধরাণি বহি গেল এইত প্রকারে ।
 বৈরাগ্য গুলিল তার হেন অবসরে ॥
 দেখ দেখ মোর এত বড় মোহজাল ।
 ধনলোভে সর্বনাশ কৈলু আপনার ॥
 অশান্ত পুরুষ মুঞি কান্তর্গদ ধরি ।
 এত কাল গেল বার্থ ধন-আশা করি ॥
 নিকটে উভয় কান্ত সর্বফলদাতা ।
 সর্বলোক গতিপতি বিধির বিধাতা ॥
 হেন কান্ত-রতন পুরুষ দূরে তেজি ।
 অশান্ত ছরস্ত কান্ত দুঃখময়ে তজি ॥
 অতি মতিহীন মুঞি বিধিবিমোহিতা ॥
 কুপুরুষ-পতি সঙ্গে কেবল বঞ্চিতা ।
 মুঞি নারী পরবেশ করি হেন ঘরে ।
 নিরন্তর করে ঘর এ নব দুয়ারে ॥
 বিষ্ঠা মুখে পরিপূর্ণ ঘরের ভিতরে ।
 নখ লোম কেশে তার ছাউনি উপরে ॥
 হাড়ময় বাঁশ দিয়া ঘরের সাজনি ।
 হেন ঘরে প্রবেশিএ মুঞি দুচারিণী ॥

সকলের আত্মা নাথ প্রিয় হিতকারী ।
 হেন প্রভু বিসরিয়ে দূরে পরিত্রি ॥
 দুর্গত কামুক সঙ্গে রমিলু বিস্তর ।
 বার্থ কাল গেল মোর জনম বিফল ॥
 জনম মরণ যার নানা দুঃখ শোক ।
 তার সনে কোন কাজে কৈল বতিভোগ ॥
 আছুক মামুষ দেব সেহে যায় নাশ ।
 বিনে কৃষ্ণ ভাঙিলে না ছাড়ে মায়াপাশ (১) ॥
 হেন বুঝি মোরে তুষ্ট হৈল ভগবান ।
 বৈরাগ্য-কারণে হেন জনমিল জন (২) ॥
 শরণ পশিল আজি সে দেব-চরণে ।
 সকল দুরাশা তেজি ভজিমু যতনে ॥
 সে প্রভুর সঙ্গে মুঞি রামব অন্তরে ।
 যেন-তেন-মতে প্রাণ রাখিব শরীরে ॥
 ভবকূপে নিপাতিত বাক্ত সে জন ।
 বিষয়ে হরিল যার এ দুঃখ নয়ন ॥
 কালসর্পে গরাসিল যায় কলেবরে ।
 কৃষ্ণ বিনে পরিত্রাণ কে করিতে পারে ॥
 এই সে আপনে কৈল আপন উদ্ধার ।
 অন্তরে বৈরাগ্য থাকে বিষয়ে যাহার ॥
 এইরূপে বিস্তর চিন্তিল মনে মনে ।
 সকল তেজিল বেড়া চিত্ত সমাধানে ॥
 নৈরাশ্য পরম সুখ আশা দুঃখময় ।
 বুঝিয়া পিজলা বেড়া দাড়াইল হৃদয় ॥
 তেজিয়া সকল আশা আনন্দে রহিল ।
 পিজলা দেখিয়া আমি সে ধর্ম শিখিল ॥
 শুনিঞা উদ্ধব যোগ স্থির কর মতি ।
 ভাগবত-আচার্যের মধুর ভারতী ॥

(১) পাঠান্তর,—

“কৃষ্ণের ভজন বিনে না ছিড়ে মোহপাশ ॥”

(২) পাঠান্তর,—

“বৈরাগ্য-কারণে মোর হৈল দিব্যজ্ঞান ॥”

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায় ।

সিন্ধুড়া রাগ ।

অবধূত বলে যদু স্তন সাবহিতে ।
কহিব সকল তত্ত্ব তোমার সাক্ষাতে ॥
পরিগ্রহ দুঃখ-হেতু নাহি সুখলেশ ।
সুখে রহে অকিঞ্চন বুঝিয়া বিশেষ ॥
হরিয়া কুরর পক্ষ মাংস লঞা যায় ।
তাথে মারি তার মাংস আনে লঞা খায় ॥
তে-কারণে কোথাহ না চলি কিছু লৈঞা ।
নিজ সুখে থাকি আমি অকিঞ্চন হৈঞা ॥
মান অপমান আমি বিচার না করি ।
পুত্র দার পরিবার চিন্তা পরিহার ॥
আপনাতে রত হইয়া আপনাতে রমি ।
বালবত নিজ সুখে যথা তথা ভ্রমি ॥
এক দিগ ঘরে এক আছিল কুমারী ।
তাহাকে বরিতে আহল জনা দুই চারি ॥
পিতা মাতা বন্ধুগণ না ছিল মন্দিরে ।
আপনে ব্রাহ্মণ কহা পুজিল আদরে ॥
আতিথ্যবিধানে পূজি ঘরে পরবেশে ।
তগুল কারণে ধাতু গোপতে আপসে ॥ (১)
ধাতু আপসিত শঙ্খ শব্দ উঠিল ।
কুজিত মানিয়, কহা মনে লাজ পাইল ॥
একে একে হাথের সকল শঙ্খ ভাজি ।
দুই দুই শঙ্খমাএ দুই হাতে রাখি ॥
তবে আর বার ধাতু আপসে কুমারী ।
তবু শব্দ হৈল দুই শঙ্খ শঙ্খ মেলি ॥
দুই হাথে দুই গাছি শঙ্খ মাত্র থুয়া ।
এক গাছি করি শঙ্খ কলিল ভাজিয়া ॥
তবে শঙ্খ শব্দ না হইল আরবার ।
সেই শিক্ষা লঞা আমি ভ্রমি একেশ্বর ॥ (২)
বহুসঙ্গে বসিতে কোন্দল নিতি নিতি ।
দুইজনে কথা বাস্তা হয় নিরবধি ॥
কুমারী কঙ্কণ দেখি যুক্তি করি মনে ।
একেশ্বর হৈয়া আমি ভ্রমি তে-কারণে ॥
আসন পবন জিনি মন নিরোধিয়া ।
বৈরাগ্য অভ্যাস যোগে রাখিব বান্ধিয়া ॥

একত্রে ধরিব মন গোবিন্দ-চরণে ।
ধীরে ধীরে কৰ্ম্মরেণু তেজিব যতনে ॥
সঙ্কল্পে রজ-তম ফেলিব ধূইয়া ।
সঙ্কল্পে সঙ্কল্পে ছাড়িব জিনএটা ॥
নির্ব্বাণ পরমপদে নিয়োজিব মন ।
বাখ অভ্যস্তরে মনে নহে স্মরণ ॥
শরক্ক শর যেন গটে ছোট মাথে ।
না দেখিল রাজা চাল গেন সেই পথে ॥
শরগত চিন্ত তার নাহি অবধান ।
এ ধর্ম্ম শিখিলু শরক্কত সান্নিধান । (১)
একাচারী হৈব মূন না কারব ঘর ।
সাবধানে থাকিব ভ্রমিব নিরন্তর ॥
আচারে লাইতে কেহ না পারিব মূনি ।
গুহারন্ত ছাড়িব কাহিব অন্নবাণী ॥
আপন কারণে ব্যর্থ না পাতব ঘর ।
পরষরে যেন বৈশে সুখে ভগবয় ॥
মায়ায় করয়ে সৃষ্টি এক নারায়ণে ।
কালমুষ্টি ধরি সেই সংহারে আপনে ॥
নিরাধায় নিরালাষ অখিল আশ্রয় ।
সর্ব শক্তি সম্বরিয়া সেই মাএ রয় ॥
প্রকৃতি-পুরুষপর পরাপর-পর ।
উপাধি বর্জিত মাত্র এক মলেশ্বর ॥
যখনে ইচ্ছয়ে পুন সৃষ্টি করিবার ।
মায়াতে লক্ষণ করি স্বজয়ে সংসার ॥
সেই সে ত্রিগুণময়ী বলি বিষ্ণুমায়া ।
জগত স্বজয়ে সেই নানা মূর্ত্তি হৈয়া ॥
মায়ায় করয়ে হরি জগত নিখাণ ।
প্রাণ পালন করে সেই ভগবান্ ॥
উর্গনাভি উর্গমূর্ত্তে স্বজয়ে বদনে ।
সেই উর্গজালে পুন বিহরে আপনে ॥
সেই উর্গমূর্ত্তে পুন করয়ে গরাস ।
এইরূপে সৃষ্টিলালা করে ত্রিনিবাস ॥
যথা তথা চিন্ত ধরে একান্ত ধোয়ানে ।
স্নেহে ঘেমে ভয়ে কিবা করে আরোপণে ॥

(১) আপসে,—অর্থাৎ আঘাত করে,

নিস্তেজ করে, বাড়ে ইতি ভাষা ।

(২) পাঠান্তর,—“ভ্রমি এ সংসার” ।

(১) পাঠান্তর,—

“শরগণে চিন্ত তার নহে সমাধান ।

এ ধর্ম্ম শিখিল আমি শরক্কত সনে

যেই ধ্যান করি মরে সেই মূর্তি ধরে ।
 কুমারিয়া কীট যেন নিজ মূর্তি করে ॥
 কুমারিয়া কীট অল্প কীট ধরি আনে ।
 প্রবেশ করায় নিজ ঘরে সেই মনে ॥
 ভয়ে তার রূপ কীট চিত্তে নিরন্তর ।
 নিজরূপ ছাড়ি ধরে সেই কলেবর ॥
 এই সে কারণে আমি কৃষ্ণে ধরি মনে ।
 আনন্দে বিহার করি পৃথ্বী পর্ষাটনে ॥
 এত গুরু হৈতে এত উপদেশ ধরি ।
 নিজ মুখে পূর্ণ হৈয়া আনন্দে বিহরি ॥
 আপনার গুরু হঞা শিখিল আপনে ;
 নিজ কলেবরে গুরু বলি তে কারণে ॥
 বিচার করিয়া বুঝি মনের ভিতরে ।
 জ্ঞান-বৈরাগ্যের হেতু নিজ কলেবরে ॥
 দেহের জনম মাত্র দেহের মরণ ।
 আপনার জন্ম-মৃত্যু সে (হয়) ভরম ॥
 এ বোল বুঝিয়া দেহে না করি পীড়িত ।
 ভজিব মকুন্দপদ দূত করি মতি ॥ (১)
 পশু ভৃত্য গৃহ দার পরিবারগণ ।
 পোষণ পালন করে দেহের কারণ ॥
 অন্তকালে চলে দেহ এ সব তেজিয়া ।
 আপনার নিজকর্ম সংহতি করিয়া ॥
 বুদ্ধধর্মী কলেবর অস্তে যায় নাশ ।
 তে-কারণে নিজদেহে না করি বিশ্বাস ॥
 একদিগে জিহবার বান্ধিয়া লঞা যায় ।
 আর দিগে ভক্ষায় আকুল হঞা যায় ॥
 এক দিগে শ্রবণ নমন আর দিগে ।
 লিঙ্গে উদরে আর বাক্কে দুই ভাগে ॥
 কোন ঠাঞি বাঞ্ছে লঞা নালিকা-বিবরে ।
 বিস্তর সতিনে যেন গৃহপতি মরে ॥

(১) পাঠান্তর,—

“দেহ উল্লাসীন হৈঞা থাকি দিনরাত্তি” ।

কি কৰ্ম করিব জীব কি তার শক্তি ।
 সত্তিনী যেলিয়া যেন কাটে গৃহপতি ॥
 আপনে করিএ হরি এ লোক-রংনা ।
 কীট পতঙ্গ আদি ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা ॥
 তত্ব তুষ্ট নহিল সৃষ্টি করিয়া নির্মাণ ।
 তবে নররূপ সৃষ্টি কৈলা ভগবান ॥
 মাছুষ জনমে ব্রহ্মা দেখিব নয়নে ।
 তবে তুষ্ট হঞা হরি রহিলা আপনে ॥
 বহুকোটি জনম লভিয়া কর্মদোষে ।
 মাছুষ জনম যদি হৈল ভাগ্যবশে ॥
 দুর্ভাগ্য মাছুষ জন্ম অনিত্য সংসারে ।
 হেন জন্ম লভিয়া চিন্তিব পরকারে ॥
 যাবত শরীর নাহি পড়ে অকারণ ।
 শরীরের সহে মৃত্যু রহে অকারণ ॥
 তাবত যতন করি সাধিব মূর্তি ।
 সব ঠাঞি বিষয় মিলয়ে জীবগতি ॥
 এইমতে জনমিল হৃদয়-নির্বেদ ।
 জ্ঞানচক্ষে দেখি নব দীপ্ত অভেদ ॥
 সর্বসঙ্গ পরিহরি তেজি অহঙ্কার ।
 আনন্দে বিহরি আমি ত্রিএ সংসার ॥
 এতেক বচন বলি দ্বিজ অবধূত ।
 গভীর চরিত্র মহাবীর গুণযুত ॥
 বহু রাজা প্রশংসয়া চলিলা ব্রাহ্মণ ।
 পীড়িতে পুঞ্জিল রাজা বিপ্লবের চরণ ॥
 অবধূত-বচন শুনিঞা যদু রাজা ।
 প্রণতি করিয়া কৈল অবধূত-পূজা ॥
 পুরুষ বংশের তিঁহো আছিল পুরুষে ।
 একচিন্তে কৃষ্ণ আরাধিল সর্বভাবে ॥
 সর্বসঙ্গ তেজিয়া ভজিলা গদাধর ।
 বিষ্ণুপদে গেলা তিঁহো সাধিয়া সকল ॥
 উদ্ধব সংবাদকথা কৃষ্ণগুণ বাণী ।
 ভাগবত-আচায্যের শ্রেমত্তরঙ্গিনী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায় ।

তবে পুন কহিতে লাগিলা ভগবান ।
 শুন হে উদ্ধব তুমি ভকত প্রধান ॥
 আমি যে কহিলি ধর্ম আগম পুরাণে ।
 সে ধর্ম আশ্রয় করি রহ সাবধানে ॥
 বর্ণ ধর্ম কুলধর্ম আশ্রম-আচার ।
 কর্মফল তেজি কর্ম করিব প্রচার ॥
 শুদ্ধচিত্তে দেখিব সকল মায়াময় ।
 বুঝিব আরম্ভমাত্রে সব বিপর্যয় ॥
 নানা উপভোগ যেন দিলএ স্বপনে ।
 নানা মনোরথ যেন চিত্তয়ে ধোয়ানে ॥
 যত নানা রূপ দেখি জানিব বিকল ।
 ত্রিগুণ-জনিত মিথ্যা ভাবিব সকল ॥
 সাধিব নিবৃত্তি-কর্ম প্রবৃত্তি তেজিয়া ।
 আদরে শিখিব ধর্ম জিজ্ঞাসা করিয়া ॥
 তত্ত্ব জিজ্ঞাসিয়া যদি নিল উপদেশ ।
 তবে কর্ম তোজিয়া ভজিব হৃদীকেশ ॥
 সংযম নিয়ম দুই সাধিব যতনে ।
 শান্ত গুরু আশ্রয় করিব শুদ্ধ মনে ॥
 চিত্তবৃত্তি বাহার আমাতে সমর্পণ ।
 আমি যার প্রাণধন আমি সে জীবন ॥
 হেন গুরু আশ্রয় করিয়া শুদ্ধমতে ।
 মান মদ অহঙ্কার না করিব চিত্তে ॥
 সর্বভূত-স্বরূপ নির্মল দয়াময় ।
 তত্ত্ব জিজ্ঞাসিয়া জীব না হৈব চঞ্চল ॥
 দোষ-দুই না করিব অসত্য-ভাষণ ।
 সব ঠাঞি উদাসীন বিগত বন্ধন ॥
 ধনপুত্র কলত্র দেখিব মায়াময় ।
 সর্ব ঠাঞি উদাসীন বিগত সংশয় ॥
 দেহ ভিন্ন আপনাকে দেখিব গোয়ানে ।
 কাষ্ঠ হৈতে ভিন্ন যেন দীপ্ত তত্যাশনে ॥
 এ বোল বুঝিয়া গুরুউপদেশ লৈয়া ।
 সর্ব ঠাঞি বস্ত্র বুদ্ধি ছাড়িব বুঝিয়া ॥
 কস্তা হৈঞা কর্ম করে তোস্তা হৈয়া ভুজে ।
 তমুত স্বতন্ত্র নহে সুখ দুঃখ ভজে ॥
 দেহযোগে দেহীর না দেখে সুখলেশ ।
 যদি বা পণ্ডিত হয় সেহ পায় ক্লেশ ॥
 দুঃখে সুখবৃদ্ধি করে সুখে দুঃখ বৃদ্ধি ।
 ব্যর্থ অহঙ্কারে জীব লনে নিরবধি ॥

সুখ দুঃখ জীব যদি জানে আপনায় ।
 তবে কেন মৃত্যু না পারিব জিনিবার ॥
 অর্থ কাম যদি দৈবে হয় উপসর ।
 তত্ব সুখ নাহি তাৎ দুঃখ-নিবারণ ॥
 বাকি লৈঞা যায় যদি কাটিবার তরে ।
 তবে অর্থ-কামে তার কোন সুখ ধরে ॥
 দেখি শুনি যত কিছু সব দুঃখময় ।
 মান মদ কাম ক্রোধ ভোগ অপচয় ।
 দুঃখময় জগত কেবল হেন জান ।
 কক্ষে কোন গতি হয় চিত্ত দিয়া শুন ॥
 নানা পুণ্য দান ধর্ম বিবৎ বিধানে ।
 নানা যজ্ঞ করি দেব করে আরাধনে ॥
 স্বর্গলোক গিয়া তবে করে গ্যাভোগ ।
 দেবমত মিলে নানা দিব্য উপভোগ ॥
 নিজ-কর্ম বিনিমিত উচ্ছন্ন বিমানে ।
 গন্ধর্ব-কিন্নরে গীত গায় বিজ্ঞমানে ॥
 দেবীগণ লঞা দিব্য বিমানে বিহারে
 বিলোল কিঙ্করীজাল বিনোদ মন্দিরে ॥
 তাবৎ বিনোদ করে স্বর্গের উপরে ।
 যাবত সকল শাদ্ধ হয় কণ্ঠফলে ॥
 পুণ্যক্ষয় হৈলে হয় পুন নিপাতন ।
 কালে সব হয়ে তার অদৃষ্ট কারণ ॥
 অসৎ-সদ্বৎ হয় যদি দৈব নিবন্ধনে ।
 অধর্মনিরত হয় কুসঙ্গ-মিলনে ॥
 কামহত কুঁজিত কপট রূপণ ।
 ভুতাবহিংসক পরপ্যাড়াপরাশ ॥
 বিধিহীন পশুবৎ করে যজ্ঞ-হলে ।
 ভুত-প্রোতগণ পুঞ্জে পিতৃযজ্ঞ করে ॥
 তবে অস্তকালে যৌব নরকে গমন ।
 তবে নানা যোনি জীব করয়ে ভ্রমণ ॥
 স্থাবর জন্ম আদি কাটি যে পতঙ্গ ।
 পশু পক্ষ মুগ নাগ সিংহ যে মাতঙ্গ ॥
 এইরূপে নানা যোনি করিএ ভ্রমণ । (১)
 তবে সব অবশেষে মাছুষ জন্ম ॥

(১) পাঠান্তর.—

“এইমতে নানা যোনি করয়ে ভ্রমণ ।
 তবে অবশেষে হয় মানব-জন্ম ॥”

এইরূপে ভ্রমে জীব এ ঘোর সংসারে ।
পুনঃপুনঃ কৰ্ম করি দুঃখভোগ করে ॥
দুঃখময় কৰ্ম তাতে নাহি স্মরণেশ ।
কৰ্ম করি দেহবোগে পায় নানা ক্লেশ ॥
কুবের বরুণ যম বহি পুয়ন্দর ।
মোর ভয়ে তারা সব কম্পিত অন্তর ॥
আছুক আনের কাজ কল অধিকারী ।
ত্রস্তা হয়্যা মোর ভয় ঋণ্ডিতে না পারি ॥
গুণে কৰ্ম সৃজে গুণে সৃজয়ে বিষয় ।
কৰ্মফল ভুজে জীব হৈঞা কৰ্মময় ॥
যাবত বিষয়গতি গুণের কলন ।
তাবৎ বিবিধরূপ জীবের ভাবনা ॥
নানারূপ যাবৎ তাবৎ পুরাধীন ।
তাবৎ ঈশ্বরে ভয় ঈশ্বরের তিন ॥
এ সব যাহার হয় মতি বিপন্নয় ।
সংসারে ভ্রময়ে তারা না ঘুচে সংশয় ॥
এতেক বচন শুনি উদ্ধব স্মৃতি ।

এই জিজ্ঞাসিলা তবে করিয়া প্রশ্নতি ॥
সকল রজ ভ্রম তিনে দেহ উতপন্ন ।
সেই দেহে বৈসে জীব স্তম্ভ নিরঞ্জন ॥
গুণে বদ্ধ নহে জীব নিত্য নিরাধার ।
কি কারণে তিন গুণে বন্ধন তাহার ॥
সেই গুণে বদ্ধ জীব নহে কোন মতে ।
কিরূপে থাকয়ে জীব বিহরে কোথাতে ।
জানিবারে পারি জীব কেমনে লক্ষণে ।
শয়ন ভোজন জীব করয়ে কেমনে ॥
কিরূপে গমন তার কোথা তার স্থিতি ।
কহ নাথ অচ্যুত মাধব প্রাণপতি ॥
সহজে বা বদ্ধ জীব কিবা মুক্ত দৃঢ় ।
এক জীব মাত্র কিবা নানা প্রকার ॥
এই ভ্রম চিন্তে নাথ কৈলু নিবেদন ।
জ্ঞান দিয়া কর নাথ অজ্ঞান ঋণ্ডন ।
জ্ঞান কলতরু শ্রীগদাধর জ্ঞান ।
ভাগবত-আচার্যের মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

দশমোহিধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায় ।

বসন্ত রাগ ।

উদ্ধবের বচন শুনিঞা ভগবান ।
কহিতে লাগিলা জীবগতি-তত্ত্বজ্ঞান ॥
বদ্ধ মুক্ত বলি জীব কেবল বাখানি ।
বস্তুগতে বদ্ধ যোক্ষ একুই না মানি ॥
গুণে হৈতে বন্দী জীব গুণ মায়াময় ।
বদ্ধ মুক্ত দুই মিথ্যা এক সত্য নয় ॥
সুখ দুঃখ শোক মোহ জনম মরণ ।
এ সব সকল মায়া কেবল ভ্রম ॥
স্বপনে অনর্থ যেন দরশন হয় ।
জাগিলে স্বপন যেন জ্ঞান মায়াময় ॥
বিদ্যা অবিদ্যা দুই মুক্তি শরীরে আহার ।
বদ্ধ যোক্ষ করি দুই মায়ায়ে প্রচার ॥
তাথে এক জীব অংশ আমাতে অভিন্ন ।
অবিদ্যায় বদ্ধ তেঁহো হঞা মতিহীন ॥
নিত্যমুক্ত এক তার নিজ বিদ্যাবলে ।
অখণ্ড পরমানন্দ আনন্দে বিহরে ॥

দুই গুণী হংস পক্ষ এক বৃক্ষে বসে ।
সমশক্তি দুই লগ্ন আনন্দে বিলসে ॥
এক গুণী হংস তার ঋণ্ড বৃক্ষফল ।
নিরাহারে এক পাখী থাকে নিরন্তর ॥
নিজানন্দে পরিপূর্ণ ধরে মহাবল ।
জ্ঞানচক্ষে ভাল মন্দ দেখয়ে সকল ॥
নিজ পর সব দেখি বিমল গেলানে ।
বৃক্ষফল খাঞা পক্ষ কিছুই না জানে ॥
অবিদ্যাসংযোগে জীব এইরূপে বন্দী ।
নিজস্বখে বিহরে ঈশ্বর মহানন্দী ॥
আছে দেহে নাহি দেহে সে হয় পণ্ডিত ।
দেহে নাহি থাকে দেহে সে হয় বক্তিত ॥
মিথ্যা হেন জ্ঞানি যেন জাগিলে স্বপন ।
কুমতি জনের যেন স্বপনে ভ্রম ॥
ইন্দ্রিয় বিষয় ভুজে জীব উদাসীন ।
অহঙ্কারে কৰ্ত্তা হএ মূর্থ মতিহীন ॥

অদৃষ্ট অধীন জীব গুণ-কর্মময় ।
 তাহে অহঙ্কারে মূর্থ কর্তা ভোক্তা হয় ॥
 এইরূপে সর্বঠাঞি হৈব উদাসীন
 কারো কতো কোন ঠাঞি নহিব পরাধীন ॥
 শয়ন ভোজন পান আসন মজ্জনে ।
 দরশন পরশন গমন শ্রবণে ॥
 সর্ব ঠাঞি উদাসীন হৈব মতিমান ।
 দেহ গেহো না করিব নিজ অভিমান ॥
 মনে কতো না করিব সংকল্প ভাবনা ॥
 দেহে গেহে চিন্তগত তেজিব বাসনা ॥
 কেহ হিংসা করে কেহ করে অপকার ।
 কেহ পূজা করে কেহ করে নমস্কার ॥
 স্তুতি নিন্দা তাহাতে না করে ঐশ্বজনে । (১)
 অদৃষ্ট মানিঞা চিন্ত করে সমাধানে ॥
 সমাদৃষ্টি হৈব গুণ-দোষ-বিবজ্জিত ।
 না বোলে না কবে কিছু না চিন্তে পণ্ডিত ॥
 আত্মারাম ঐতর্য্যত আনন্দে বিহরে ।
 দেখি শুনি ভাল মন্দ হৃদয়ে না ধরে ॥ (২)
 সর্বশাস্ত্রে সুপাণ্ডিত সর্বধর্ম্য জানে ।
 তবু যদি তবু বস্ত্র না লয় গয়ানে ॥
 ব্যর্থ তার সর্বশাস্ত্র শ্রমমাত্র সার ।
 কুধেমু রাখিয়া যেন ব্যর্থ যায় কাল ॥
 ছাইলে না পাই ছুঁই হেন ধেমু রাখি ।
 ছুঁই ভার্যা রাখে যদি নানা দোষ দেখি ॥
 পরাধীন কলেবর কুণ্ডল কুবাণী ।
 আমার মাহিমা বশ যাথে নাহি শুনি ॥
 পাত্রে পাঞা না কৈল যে ধন সমর্পণ ।
 এ সব রাখএ যে কুমার অচেতন ॥
 দুঃখীর অবিক দুঃখী বলিয়ে তাহারে ।
 এইলোকে বঞ্চিত পতিত পরকালে ॥
 আমার নিশ্চয় যশ নান গুণগাণী ।
 বাহাতে না থাকে সে বচন ব্যর্থ মানি ॥
 সে ব্যক্তি পণ্ডিত কহু নাহি লয় মুখে ।
 তবু জিজ্ঞাসিএ পরে রহে নানা ভয়ে ।
 কহিল উদ্ধব যোগগতি তত্ত্বজ্ঞান ।
 যদি চিন্তে করিতে না পায় সমাধান ॥

যদি চিন্ত আঘাতে ধরিতে নাহি পার ।
 তবে তুমি সর্বকর্ম সমর্পণ কর ॥
 সর্বকর্ম আঘাতে করিয়া সমর্পণ ।
 সর্বভাবে লও তুমি আমার শরণ ॥
 শ্রদ্ধা করি আমার পবিত্র কথা শুনি ।
 জন্ম কর্ম নাম-গুণ সত্য করি মান ॥
 শ্রবণ কীর্তন গুণ কর শ্রবণ ।
 ধর্ম্যকাম আঘাতে করিয়া সমর্পণ ॥
 এইরূপে উদ্ধব করিএ উপাসনা ।
 আঘাতে লভিবে তবে ভক্তি আকঞ্চনা ॥
 সংসদ করিলে হয় নিম্ন ভক্তি ।
 ভক্তি করিএ মোরে ভজ্ঞে শুদ্ধমতি ॥
 তবে তত্ত্বপদ তুমি লভিবে সাক্ষাতে ।
 ভক্তিরোগ তোমাকে কহিল সুরিন্দ্রিতে ॥
 উদ্ধব জিজ্ঞাসা তবে কৈল যোড়করে ।
 ভকত-লক্ষণ নাথ কহিবে আমারে ॥
 কিরূপ ভকত নাথ কিরূপ ভক্তি ।
 কেমন লক্ষণ চিহ্ন ভকতের গাত ॥
 তুমি ব্রহ্ম পরিপূর্ণ প্রচার পর ।
 ভক্তের ইচ্ছায় ধরনর-বন্দন ॥
 প্রণত-পালন তুমি পুণ্য পুণ্য ॥
 ভকত-লক্ষণ মোরে কহ ভগবান ॥
 প্রভু বলে কহি শুনি ভকত-লক্ষণ ।
 সত্যসার শুদ্ধমাত সম দরশন ॥
 ত্যাগশীল শান্ত পর-দ্রোহ বিবাক্ত ॥
 ধাতবৃত্ত কপাল সকল-লাপিত ॥
 শুচি মুহু মিতভোজী মুনীশ্বরমতি ।
 অমান্য মানদ কল্য (১) কার (২) মহাকর্তা ॥ (৩)
 অগ্রমাদা গিতকাম গভীর-আশয় ।
 এতগুণে জানিব বৈষ্ণব-পারদয় ॥
 এইরূপে গুণদোষ দ্বায়ে নিবরি ।
 সর্বধর্ম্য তেজিয়া যে ভজ্ঞে মহাশর ॥
 ভকত-গুণ সেহ ব্রহ্ম বিচারি ॥
 ভক্তের লক্ষণ তোমায় কহিল বিবরি ॥ (৪)
 জাহ্নব বা না জাহ্নব আমার মাহিমা ।
 যেন-তেন-মতে ভজ্ঞে যেন তেন জনা ॥

(১) কল্য,—পরোপদে দক্ষ ।

(২) কবি,—সম্যগজ্ঞানী ।

(৩) পাঠান্তর,—“মহামতি” ।

(৪) পাঠান্তর,—

“ভকত উত্তম তারে বুঝি বিচারি ।

বৈষ্ণব-লক্ষণ এই কহিল বিস্তারি” ।

(১) পাঠান্তর—

“ভাল-মন্দ জ্ঞান কহু না করিব মনে” ।

(২) পাঠান্তর,—

“দেখে শুনে ভাল মন্দ কিছুই না বোলে” ।

একান্ত করিয়া ভজে তেজি সর্বধর্ম ।
সেই সে আমার প্রিয় ভকত উত্তম ॥
আমার মধুর মুক্তি ভকত যে জন ।
দোহার করিব দরশন পরশন ॥
অর্চন বন্দন স্তুতি করিব দোহার ।
পরিচর্যা করিব কীর্তন নমস্কার ॥
আমার অমৃত কথা শ্রবণে পৌরিতি ।
আমার মধুরূপ ধ্যানে দৃঢ়মতি ॥
সর্বলভ্য আমাতে করিব সমর্পণ ।
দাস্তভাবে করি প্রাণ মন নিবেদন ॥
আমার জনম কর্ম-কথার শ্রবণ ।
দোষের আমার পর্ক করিব মোদন ॥
বৃত্তা গীত বাস্ত গোষ্ঠী করি বহু মৌল ।
আমার মন্দির গুরে মহোৎসব করি ॥
পর্কে পর্কে যাত্রাবোধ করিব বিধান ॥
করিব বৈষ্ণব-দাক্ষা মন্ত্র সন্নিধানে ॥
ধরিব আমার দ্রুত বৈষ্ণব-লক্ষণ ।
আমার স্নানর মূর্তি করিব স্থাপন ॥
আপনে সাধিব যদি থাকে নিজ শক্তি ।
নহে বা উত্তম কারি কারব সংহতি ॥
পুষ্পবন ক্রীড়াবন নানা উপবন ।
আপনে করিব পুন মন্দির মাঙ্জন ॥
উপলপ লসেক মণ্ডল-রচনা ।
দাসবত গৃহকর্ম বিবিধ (১) ঘটনা ॥
দন্তমান ভোজ্যব কৈ৩ব ভল মায়া ।
পুণ্যকর্ম না করিব আপনে করিয়া ॥
নিবোধিয়া আপনে না লেব আর বার ।
প্রদীপ পয়ান্ত না করিব আধকার ॥
আপনার প্রিয়তম যে যে বস্ত্রামলে ।
সেই নিবোধিব লঞা চরণ কমলে ॥
ভাহার অনন্ত ফল কৃপায় আনিব ।
বিচিত্র নিম্মাণে ধর করিব সংসার ॥

গো ব্রাহ্মণ দিনমণি আকাশ পবন ।
পৃথিবী বৈষ্ণব আত্মা আপ হুতানন ॥
এই সব স্থানে হরি পূজিব বিধান ॥
শুনি কহি যে রূপে পূজিব যে যে স্থানে । (১)
বেদবিজ্ঞা মন্ত্রে পূজা করি দিনকরে ।
দ্রুত দানে পূজা করি জলন্ত অনলে ॥
আতিথ্য বিধানে পূজা করিব ব্রাহ্মণে ।
গোকৃতে পূজিব নব তৃণ জলদানে ॥
বৈষ্ণবে পূজিব বন্ধু সংসার সম্মানে ।
হৃদয়-আকাশে হরি পূজিব ধোয়ানে ॥
পবনে পূজিব হরি সুখবুদ্বি ধরি ।
জলময় দ্রব্য দিয়া জলে পূজা করি ॥
স্থলে পূজা করি হরি নানা উপহারে ।
আত্মা পূজা করে নানা ভোগ পুরস্বারে ॥
সর্বভূতে পূজি হরি অন্তর্যামিক্রমে ।
এই মনে নানা চাক্ষু পূজি নানাভাবে ॥
এই সব স্থানে মুণ্ডি কারব চিত্তন ।
জলধর কলোবর রাজীব লোচন ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি করে ।
এইরূপে চাক্ষুয়া পূজিব নিরন্তরে ॥
যজ্ঞদান বাপা নৃপ করিব নিম্মাণ ।
সকলভাবে আমাকে পূজবে মাতমান ॥
এইরূপে ভক্তি লভে আমার চরণে ।
নিরন্তর স্মৃতি হয় সাধুসেবা হেনে ॥
ভক্তিযোগে বিনে বাপু গাত নাই আন ।
সাধুসঙ্গ বিনে ভক্তি নহে উপাদান ॥
কাহব পরম শুদ্ধ আর এক কথা ।
তুমি ভূত, আনার বাক্য প্রিয় লখা ॥
কাহল উদ্ধব যোগ তৃষ্ণ-শুণ বাণী ।
ভাগবত-আচাৰ্য্যের প্রেমভক্তিগী ॥

(১) পুণ্যকর্ম-

"শুনি কহি বিধান, পূজিব কল স্থানে

(১) পাঠান্তর,—"বিধান"

হিত শ্রীভাগবতে মহাপুৰাণে একাদশ স্কন্ধে

একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

ডাদশ অধ্যায় ।

কেদার রাগ ।

কর্মযোগ সাধ্যযোগ আর নানা ধর্ম ।
বেদপাঠ তপ ত্যাগ আর নানা কর্ম ॥
মহাধর মহাপুর (১) দীর্ঘী সরোবর ।
ব্রত দান নানা পুণ্য (২) করি 'নরস্বর' ॥
বিবিধ দক্ষিণা যজ্ঞ বহুমূল্য পন
সংযম নিয়ম নানা তীর্থ-পর্যটন ।
এতরূপে কেহো বশ করিতে না পারে ।
বিনে সাধুসঙ্গ কেহো না পায় আম'রে ॥
সাধুসঙ্গে সকল কুসঙ্গ-দোষ হরে
গতিত পামর দীন সাধুসঙ্গে তরে ।
দৈত্য দানব খগ যুগ বিভাধর
সিদ্ধ চারণ যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিম্বর ॥
স্বী শূদ্র অন্ত্যজ জাতি পতিত চণ্ডাল
সংসঙ্গে এ সব হেল ভবসিদ্ধ পারি ।
বৃষপক্ষী বলি বাণ ময় হনমান ।
প্রহ্লাদ সুগ্রীব গজরাজ জাহ্নবান ॥
গৃধ ব্যাঘ বশিষ্ঠ কুবজা আদি কতি
যজ্ঞপত্নীগণ আর ব্রজ পুরনারী ।
এ সতে পুরাণ শাস্ত্র বেদ নাহি পড়ে ।
মহাভারত সেবা ব্রত তপ নাহি করে ॥
কেবল সংসঙ্গ হৈতে আমাকে লভিল ।
জারভাবে কেবল রমণীগণ পাইল ॥
কাঁট পতঙ্গ আদি পশুপক্ষগণ ।
এ সতে আমারে পাইল ভক্তি কারণ ॥
সংসঙ্গ আমাকে মাত্র লভিল সাক্ষাতে ।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যাকে চিন্তে ধ্যানপথে ॥
সাধ্যযোগ কোটি কোটি ব্রত যজ্ঞদান
সর্ব্বত্যাগ করে কিংবা সম্রাস বিধান ॥
স্তবৃত্ত আমারে কেহ না পারে লভিতে ।
এ সব সংসঙ্গে আমা লভিল সাক্ষাত ॥
যখনে অকুর আমা নিল মধুপুরী ।
স্তবনে মজিল শোকে ব্রজপুরনারী ।
অমুরাগে চিত্ত ধরি আমার চরণে ।
ত্রিভুবন শূন্ত গোপী দেখিল নয়নে ॥ ১ ৩

যত রাতি বঞ্চিত আমার সনে বনে ।
তিল-আধ হেন গোপী মানিল তখনে ॥
আমার বিচ্ছেদে তারা একখানি রাতি ।
কল্পকোটি সম করি মানিল যুবতী ॥
আমা বিনে গোপীগণ না জানয়ে আন ।
আমাতে ধরএ গোপী তহু মন প্রাণ ॥
কি নাম কোথাতে আছে আপনা না জানে ।
ত্রিভুবন শূন্তবৎ দেখে আমা বিনে ॥
সমাধি করিয়া যেন রহে মুনীগণে ।
আপনার নাম রূপ পাগরে আপনে ॥
নন্দনদী-সর যেন মিলএ সাগরে ।
আপনার নাম রূপ আপনে পাগরে ॥
সেইরূপ গোপীগণ আমার কারণে ।
আপনার নাম রূপ পাগরে আপনে ॥
তহু না জানএ গোপী জারবুদ্ধি করি ।
আমি সে পরমব্রজ পাইল প্রেম ধরি ॥
সংসঙ্গে আমাকে পাইল কাঁট পতঙ্গয় ।
কত কত ভরি গেল স্বাবর জন্ম ॥
এ বোল বুঝিয়া তুমি তেজ সর্ব্বধর্ম্ম ।
লোক বেদ সব তেজ বিধিবৎ কর্ম্ম ॥
প্রবৃন্তি-নিবৃন্তি-কর্ম্ম কর্ম্ম সকল তেজিবে ।
শুনিলে শুনিলে যত দেখিলে দেখিবে ॥
আমা । কারণে তুমি সর্ব্বধর্ম্ম তেজ ।
লোক বেদ পরিহারি সতে আমা ভজ ॥
সংসঙ্গের আত্মা আমি মহামহেশ্বর ।
আমার প্রসাদে ভয় তেজিবে সকল ॥ (১)
শরণ করিয়া থাক চরণ আমার ।
আমি রক্ষা কৈলে ভবভয় নাহি আর ।
কৃষ্ণের বচন শুন মনে পাই ভয় ॥
উদ্ধব পুঁছিল তবে পড়িয়া সংশয় ।
এখনে বলিলে নাথ কর্ম্ম গানি তেজ ।
এখনে কহিলে মাত্র সতে আমা ভজ ॥ (২)

(১) পাঠান্তর,—“মহাধর্ম্ম মহাপুণ্য”

(২) পাঠান্তর,—“কর্ম্ম”

(৩) পাঠান্তর,—“ত্রিভুবন শূন্ত হইল দেখি আমা বিনে” ।

(১) পাঠান্তর,—“ভব তরিব সকল” ।

(২) পাঠান্তর,—

“এখনে বলিলে নাথ কর্ম্ম নাহি তেজ ।

এখনে বোলহ মাত্র সতে আমা ভজ ॥”

কিবা কৰ্ম কৈলে নাথ হয় প্রতিকার ।
 কিবা কৰ্ম করিলে সংসার নহে আর ॥ (১)
 যে হয় উচিত নাথ কহিবে নিশ্চয় ।
 জ্ঞানধন্যে কাট মোর চিত্তের সংশয় ॥
 উদ্ধবের বচন শুনিঞা নারায়ণ ।
 কহিতে লাগিলা জীবগতি বিবরণ ॥
 আপনে নিষ্ঠুর জীব সহজে দেখি ।
 মায়া অবলম্ব করি ধরে কলেবর ॥
 অবিজ্ঞা বন্ধন হেতু কৰ্ম অধিকার ।
 তে কারণে কহি বিধি নিবেদ্য আচার ॥
 সমুদ্র তট পর্য্যন্ত করিব শুভকৰ্ম ।
 তবে ভক্তি সাধিব তোমায় সৰ্ব্বদৰ্শ ॥
 শুভাশুভ কৰ্মে তার নাহি অধিকার ।
 তার বিবরণ কহি শুন যুক্তি সার ॥
 এক জীব সৃষ্টি মহেশ্বর নিরাধার । (২)
 ঘটচক্র ভেদিলে জ্ঞান প্রকাশ তাহার ।
 প্রথমে আধারচক্রে জীব সৃষ্টিগর ।
 দ্বিতীয়ে মধ্যচক্রে কিঞ্চিৎ নির্গর ॥
 মণিপুরচক্রে কিছু পরকাশ হয় ।
 চক্রভেদে বুঝি জীবের পরিচয় ॥
 তুলিয়া বিপুল চক্রে নিব রক্ত দেশে ।
 ব্রহ্মরন্ধ্রে তুলিলে শাক্ষাতে পরকাশে ॥
 শূন্যে যেন আনল কেবল মাত্র লবি ।
 কাঠে কাঠে মথিলে কিঞ্চিৎ মাত্র দেখি ॥
 কাঠ দিনে সেই অগ্নি বাড়ে অতিশয় ।
 যুত দিলে পুন যেন-প্রজ্জ্বলিত হয় ॥
 এই মত আমার শ্রমুখ বিগলিতা ।
 ঘটচক্র ভেদিয়া বেদবাণী প্রকাশিতা ॥
 এইরূপে জ্ঞানিবে জীবের তত্ত্বগতি ।
 নিত্য সনাতন জীব অনন্তশক্তি ॥
 প্রথমে আছিল এক জীব নিরাধার ।
 অব্যক্ত ঈশ্বর জীব নিরালম্ব নিরাধার ॥
 সেই জীব এক হই নানা শক্তি ধরি ।
 নানারূপে পরকাশে নানা মুষ্টি ধরি ॥

(১) পাঠান্তর,—

“কৈলে পুন জন্ম নাহি আর ।
 অজ্ঞাত কি কৰ্ম করিলে ভব সংসারের পার ।”

(২) পাঠান্তর,—

“এক ব্রহ্ম নিরঞ্জন সৃষ্টি মহেশ্বর ।”

রজোগুণে সেই প্রভু সৃষ্টি লীলা করে ।
 সমুদ্রগে তমোগুণে পালয়ে সংহারে ॥
 প্রভুর মায়ার করে জগৎ নিৰ্মাণ ।
 জগত না হয় ভিন্ন এক ভগবান ॥ (১)
 দীঘল পাশাইলে (২) যেন সূতার গাঁথুনি
 সূতার বসনে যেন এক করি জ্ঞানি ॥
 এইরূপে জগত গাঁথুনি নারায়ণে
 অন্তরে বাহিরে কিছু নাহি প্রভু বিনে ।
 অনাদি সংসার-বৃক্ষ এই কণ্ঠময় ।
 ভোগ অপবণ শত্রে পুষ্প ফল হয় ॥
 পুণ্য পাপ দুই গাছ বৃক্ষ উৎপন্ন ।
 অনন্ত বাসনা-দুহে বৃক্ষের স্থাপন ॥
 তিন গুণে ১০ প্রকার বৃক্ষের তিন নাল ।
 পঞ্চভূত ১৫৮০ এ পঞ্চ রসাল ॥ (৩)
 পঞ্চরস ধরে বৃক্ষ ৫০ প্রকার বিষয় ।
 একাদশ টাক্স বৃক্ষের শাখা হয় ॥
 দুই গুণে ৮০০ পঞ্চ বৃক্ষে করে স্থিতি ।
 তিন ধাতু তিন বৃক্ষ বৃক্ষের বাপিত ॥
 পুণ্য পাপ দুই গুণ বৃক্ষে ধরে ফল ।
 সূর্য্য পর্য্যন্ত ১০০০ বৃক্ষের প্রসার ।
 এক গুণে পাপ ১০০০ ধরে বৃক্ষ ফল ।
 নিজগুণে পাপ ধরে ধরে ধরে ॥
 না ধায় গাঢ়ের ফল আর এক পান্থী ।
 বনে বনে বনে জানে দেখে সৰ্ব্বদাক্ষী ॥
 সে পান্থী সংসার জানে সব মায়াময় ।
 এক ব্রহ্ম বক্তৃত্তে নানারূপ হয় ॥
 সেই সৃষ্টি জ্ঞান প্রদ-বেদান্তের সার ।
 তবে তার নাহি আর কৰ্মে অধিকার ॥
 এ বোল বুঝিয়া কণ্ঠে জপ-উপাসনা ।
 ভক্তি-কুটারে ১০৮ কর দুর্গাসনা ॥
 সাবধান হুয়া, হুঁমি আপনাকে চিন ।
 অস্ত্র তেজি আপনাকে ব্রহ্ম হেন মান ॥
 ভাগবত-আচর্য্যের মধুর ভাষা ।
 গদাধরচরণারবলম্বিত আশা ॥

(১) পাঠান্তর,—

“জগতে না দেখি ভিন্ন এক ভগবান ।”

(২) দীঘল পাশাইলে — জ্ঞানি বিজ্ঞান,

টানা পড়ান দ্বিতীয় ভাষা ।

(৩) কঙ্কণ

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

দেশাগ রাগ

শুন হে উদ্ধব তুমি যে কহিয়ে আর ।
ভক্তিযোগ বিনে আর নাহি প্রতিকার ॥
কহিল তোমাকে আমি সর্ষধর্ম তেজ ।
একান্ত ভক্তি করি সতে আশা ভজ ॥
তার পরকার কহি সাবধানে শুন ।
এই পরকারে তুমি তিন গুণ জিন ॥
প্রকৃতির তিন গুণ সত্ত্ব রজ তম ।
ঈশ্বর নিগুণ নিত্য সত্য সনাতন ॥
রজোগুণ তমোগুণ জিন সত্ত্বগুণে ।
ভক্তি-লক্ষণ ধর্ম হয় বাহ্য হন ॥
সাত্বিক সেবার সত্ত্ব হয় সাধুজনে ।
রজোগুণে তমোগুণে জিনে সত্ত্বগুণে ॥
স্ব-তম জিনিলে অধর্ম যায় নাশ ।
সত্ত্বময় ধর্ম তবে হয় পরকাশ ॥
কাল কর্ম জনম আগম প্রজা দেশ ।
ধ্যান মন্ত্র জল আর সংস্কার বিশেষ ॥
জানিব এ সব বস্তু দ্বিগুণ-জড়িত ।
সেবিব সাত্বিক তাথে যে হয় পণ্ডিত ॥
তামস রাজস দুই দূরে পরিহারি ।
সাত্বিক আশ্রয় করি সত্ত্ববৃদ্ধি করি ॥
তবে সত্ত্বময় কর্ম হয় উপাদান ।
বাছা হৈতে জনময় নিরমল জ্ঞান ॥
পরমার্থ-শাস্ত্রমাত্র করিব অভ্যাস ।
কৃতর্ক পাষণ্ড-শাস্ত্র না নৈব সংপাশ ॥
সুগন্ধি শীতল জল তেজি মতিম-
সত্ত্বময় তার্থজলে করে স্নান দান ॥
রাজস ভাসস দুরাচার-সজ তেজি ।
সাত্বিকী নিবৃত্তি ধর্মপরায়ণ ভজি ॥
সাত্বিক বিরল পুণ্য দেশে করি বাস ।
দ্যুতক্রোড়া হৃষ্ট দেশে তেজি অভিলাষ ॥
পুণ্যকালে পুণ্যকর্ম করি সমাধান ।
নিষেধ সময়ে কর্ম না করি বিধান ॥
রাজস ভাসস কর্ম দূরে পরিহারি ।
কেবল সাত্বিক মাত্র পুণ্য কর্ম করি ॥
বিষ্ণুমন্ত্র উপাসনা সার্থক জনম
শৈব শক্তি ক্ষুদ্র দীক্ষা তেজে বৃঞ্চন ॥
সত্ত্বময় বিষ্ণুধ্যান করে বুদ্ধিমান ।
শ্রুতদার গৃহ বিস্ত না করে ধোয়ান ॥

বিষ্ণুমন্ত্র-উপদেশ নৈব সত্ত্বময় ।
অস্ত্র-মন্ত্র উপদেশ পণ্ডিতে না লয় ॥
সাত্বিকে সংস্কারে চিন্ত করিব শোধন ।
কেবল বাহির অঙ্গের মারজন ॥
এই দর্শাবধ বস্তু ত্রিগুণ-জনিত ।
সাত্বিক ভজিব তাথে যে হয় পণ্ডিত ॥
সাত্বিক সেবার সত্ত্ব বাঢ়ে নিরন্তর ।
তবে সত্ত্বজ্ঞান উপজয়ে নিরমল ॥
বাঁশে বাঁশে ঘষাঘষি অগ্নি জলে তায় ।
পুড়িয়া সকল বন আপনে নিভায় ॥
এইরূপে গুণময় দেহ পরিহারি ।
শাস্ত্র হৈঞা রহে তবে সর্বকর্ম ছাড়ি ॥
উদ্ধব পুঁছিল তবে ভকত-প্রধান ।
যোর নিবেদন নাথ কর অবধান
বিষয়-আপদপদ সর্বলোকে বলে ।
তথাপি বিষয়-ভোগ ছাড়িতে না পারে ॥
ছাগ কুকুরবত গর্দভ সমান ।
সাক্ষাতে দেখিতে আছে নানা অপমান ॥
তথাপি বিষয়-ভোগ করে কি কারণে ।
এ ব- বিষয় যোর কৈলু নিবেদনে ॥
উদ্ধবের বচন শুনঞা চক্রেপাণ
কহিতে লাগিল তবে দেবচূড়ামণি ॥
মুঞ হেন মিথ্যা বৃদ্ধ মন্ত্র জেনে হয় ।
ভে-কারণে রজোগুণ করএ উদয় ॥
ভে-কারণে হয় ভাব মনের বিকার ।
সকল বিকল হয় নানা পরকার ॥
বিষয়-ধেয়ানে তার বাঢ়ে নানা কাম ।
কুমতি জনের বাঢ়ে নানা কুসন্ধান ॥
কামবশ হঞা কর্ম করে নিরবধি ।
দুঃখময় কর্ম মাত্র না বুঝে কুবুদ্ধি ॥
মনের বিক্ষেপ রজোগুণে বিমোহিত ।
আছুক আনের কাজ বিলম্বে পণ্ডিত ॥
এ বোল বুঝিয়া মন করিব সংযম ।
দোষময় সকল দেখিব বৃঞ্চন ॥
চিন্তের আলস্য (?) ছাড়ি র'ব সাবধানে ।
মন নিয়োজিব ধীর আমার চরণে ॥
অলপে অলপে চিন্ত করিব অর্পণ ।
এ নব দুয়ার বাকি কথিব পবন ॥

আপন ভোজন ধীর জিনিব সন্ধান
মন নিয়োজিব ধীর আমার চরণে ॥
এই বোগ কছিল আমার শিষ্যগণে ।
সনকাদি চারি মুনি ব্রহ্মার নন্দনে ॥
সব ঠাঞি হৈতে মন আনি নিবারিঞা ।
আনন্দে রহিব মন আমাতে ধরিঞা ॥
উদ্ধবু পুছিল তবে ভাবিয়া বিশ্বয় ।
সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মার তনয় ॥
কি বোগ কহিলে তুমি কোন মুক্তি হৈয়া ।
সে বোগ কহিবে মোরে যদি কর দয়া ॥
কহিতে লাগিলা তবে দেব চক্রপাণি ।
ব্রহ্মার মানস পুত্র সনকাদি মুনি ॥
যোগগতি জিজ্ঞাসিল বাপ বিশ্বয়ানে ।
সংসার সাগর জীব তারিবে কেমনে ॥
বিষয়ে প্রবেশ চিত্ত করে নিরন্তর ।
সদত বিষয় থাকে চিন্তের ভিতর ॥
অন্তোন্তে সংযোগ হয় ছাড়ন না যায় ।
কহ পিতা যোগগতি করিয়ে উপায় ॥
চিন্তিয়া চাছিল ব্রহ্মা চিত্ত-সমাধানে ।
ভস্ম না বুঝিয়া ব্রহ্মা রহিলা ধ্যানে ॥
সমাধি করিয়া ব্রহ্মা চিন্তিলা আমারে ।
এই যোগভঙ্গতি জানিবার তরে ॥
তবে আমি হংসরূপে দিল দরশন ।
মুনিগণে কৈল মোর চরণবন্দন ॥
ব্রহ্মা আগে করিয়া পুছিল মুনিগণে ।
কি নাম কে তুমি হেথা আইলা কি কারণে ॥
ভক্তজ্ঞান তবে মুনিগণে জিজ্ঞাসিল ।
তবে শুন কি তার উত্তর আমি দিল ॥
বস্তুগতে আত্মা নহে নানা পরকার ।
কিরাপে এ সব প্রশ্ন ঘটিবে তোমার ॥
পঞ্চভূত বিরচিত সমান সব কার ।
কে তুমি বচন ঘটে কেমন উপায় ॥
কেবল প্রায়শ্চিত্ত মাত্র অনর্থ বচন ।
কে তুমি পুছিলে শত্রু না হয় ঘটন ॥
দেখি শুনি যত কিছু শ্রবণে নয়নে ।
বুদ্ধি মন লয় যত ইঞ্জির বচনে ॥
আমা হৈতে সব কিছু আর নহে ভস্ম ।
সর্বময় প্রভু আমি সতে এই সত্য ॥
বিষয়ে প্রবেশে চিত্ত এ হয় নিশ্চয় ।
চিত্তে পরবেশ করে সত্যত বিষয় ॥
দেহ বাত্রে চিত্তগত বিষয়-বাগনা ।
কিন্তু করিবারে পারি উপায় খণ্ডনা ॥

বিষয়ে প্রবেশে চিত্ত সেবিত্তে বিষয় ।
বিষয়-ধেন্বানে চিত্ত হয় গুণময় ॥
যে জন আমার হয় দুই পরিহরে ।
কদাচিত্ত চিত্তগত বিষয় না করে ॥
তিনকালে সত্য জীব সব ঠাঞি থাকে ।
সর্বত্র সমান জীব সাক্ষিক্রমে দেখে ॥
যদি বা জীবের হয় অনাদি বন্ধন ।
মায়াগুণ বিরচিত দেহের কারণ ॥
আমাতে থাকিব চিত্ত করিয়া নিশ্চল ।
বিষয়-বাগনা চিত্ত তেজিব সকল ॥
জীবের সংসারবন্ধ ব্যর্থ অহঙ্কারে ।
অকারণে ভ্রমে জীব এ যোর সংসারে ॥
আমাতে ধরিব চিত্ত যে হয় পণ্ডিত ।
তেজিব সংসার-চিন্তা স্থির করি চিত্ত ॥
যাবত চিন্তের থাকে বিবিধ ভ্রম ।
জাগি তেহো ভাবত না জানে মুখজন ॥
এ বোল বুঝিয়া চিন্তে কর বিমর্শন ।
সুখ দুঃখ সব তেজ বিবাদ হরিষ ॥
সাধুসুখ মুখরিত জ্ঞান ঝড় ধরে !
চিন্তের জড়িয়া কাটি ফেল দূর করি ॥
চিত্তগত সকল সংশয়চর তেজ । (১)
একান্ত ভক্তি করি সতে আমা ভজ ॥
জগত দেখিবা তুমি মনের বিলাস ।
কেবল ভ্রম মা এ তড়িত-প্রকাশ ॥
অতি লোল বিলোল আগেরা (২) সমরূপ
জ্ঞানময় এক ব্রহ্ম ধরে বহু রূপ ॥
অনিত্য সংসার মাত্র চিন্তে অমুমান ।
সব ঠাঞি হৈতে দৃষ্টি নিবারিয়া আন ॥
অনন্ত বাগনা সব তৃষ্ণা পরিহর ।
নিজ সুখে পূর্ণ হঞা আনন্দে বিহর ॥
ভক্তিসংস মদে মত্ত সিদ্ধ যোগিগণে ।
আছে নাহি নিজ দেহ না দেখে নয়নে ॥
অদৃষ্টে মিলয়ে দেহ অদৃষ্টে সংঘরে ।
জ্ঞান যোগী আছে নাহি বিচার না করে ॥
মদিয়া করিয়া পান ঘৃণিত নয়নে ।
আছে নাহি নিজ বাস একুই না জানে ॥
এইরূপে জ্ঞানযোগী পূর্ণ জ্ঞান রসে ।
সুখময় সিদ্ধদলে নিরবধি ভাসে ॥

(১) পাঠান্তর,—

“চিত্তগত বিষয় সকল যত তেজ” ।

(২) মূল “অলাভচক্র” পাঠ আছে ।

তুমি-সব সনকাদি ব্রহ্মার নন্দন ।
 কহিল পরম গুহ্য যোগের লক্ষণ ॥
 সত্যের আশ্রয় আমি সর্ববজ্রপতি ।
 সাংখ্য যোগ ঋত সত্য কীর্তি যশোগতি ॥
 ধর্ম কহিবার তরে কৈল আগমন ।
 পরম আশ্রয় আমি সত্যের কারণ ॥
 সকলের গতি পতি জীবের আধার ।
 সঙ্করজ্ঞ তমোগুণ কিঙ্কর আমার ॥
 সকলের আত্মা আমি প্রিয় হিতকারী ।
 নিরপেক্ষ নির্গুণ অনন্ত রূপধারী ॥
 অষ্টৈশ্বর্য অষ্টসিদ্ধি অষ্ট মহানিধি ।
 সর্বশক্তি সর্বগুণ ভজে নিরবধি ॥
 সতৈক্যে আমারে ভজে আমার কিঙ্কর ।
 ভাবাপি কাহার আমি নাহি নিজ পর ॥
 তুমি সব সনকাদি ব্রহ্মার কুমার ।

ভে-কারণে হংসরূপে কৈলা অবতার ॥
 কহিলা পরম যোগ দূঢ় করি ধর ।
 তুমি-সব স্রুথে গিঞ পর্যটন কর ॥
 আমার বচন শুনি ব্রহ্মার নন্দন ।
 সনকাদি চারি মুনি যোগপরায়ণ ॥
 আনন্দিত হৈল সব ঋতিল সংশয় ।
 জ্ঞতি ভক্তি করিয়া পুজিল অতিশয় ॥
 ব্রহ্মার সাক্ষাতে আমি কৈল অন্তর্দান ।
 তবে আমি আপনে চলিল নিজ ধাম ॥
 কহিল তোমারে বাহ্য যোগ আত্মকথা । (১)
 ভাগবত-আচার্যের মধুর-গাথা ॥

(১) অত্র পুঁথির পাঠ,—
 “কহিলে তোমারে সব ভাগ্যগতি কথা” ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

ব্রহ্মোদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশ অধ্যায় ।

শ্রীরাগ ।

উদ্ধব পুছিল তবে বঝিতে নির্ণয় ।
 কত কত মুকুতি-লক্ষণ ধর্ম হয় ॥
 নানা যোক্ত্যর্থ কহে বেদবাদিগণে ।
 কিবা এক মুখ্য কিবা সকল প্রধানে ॥
 তুমি সতে কহ মাত্র ভক্তিব্যোগ সার ।
 ভক্তিব্যোগ বিনে কতো না কহিলা আর ॥
 সর্বসঙ্গ সর্বধর্ম তেজি সর্বকর্ম ।
 ভজিবে তোমারে সতে এই যোক্ত্যর্থ ॥ (১)
 এই যোর চিন্তের সংশয় অতিশয় ।
 কৃপা করি কহ নাথ কি হয় নির্ণয় ॥
 উদ্ধবের বচন শুনিঞা ভগবান্ ।
 আদি বেদবাণী কহে পুরুষ পুরাণ ॥

শ্রীরাগ-সময়ে নষ্ট হৈল বেদবাণী ।
 তবে আমি কহিল ব্রহ্মাকে তবু জানি ॥
 স্বায়ম্ভুব মনু ছিল ব্রহ্মার নন্দন ।
 ব্রহ্মা তাঁর মুখে কৈল বেদ সমর্পণ ॥
 সপ্ত মহাঋষিগণ ভৃগু আদি করি ।
 তাঁরা সতে বেদবাণী মনু-মুখে ধরি ॥
 তা-সত্যের মুখে বেদ পাইল পিতৃগণে ।
 দেব-দানব আর গুহক চারণে ॥
 সিদ্ধ বিভাধর যক্ষ গন্ধর্ব কিঙ্কর ।
 কিংদেব মনুষ্য নাগ রাক্ষস বানর ॥
 এইরূপে সর্বলোক বেদবাণী শুনি ।
 নানা মতি হৈল বেদভঙ্গ নাহি জানি ॥
 সঙ্করজ্ঞ তমোগুণে সব উতপত্তি ।
 ভে-কারণে ভিন্ন ভিন্ন সত্যের প্রকৃতি ॥
 বার বেন প্রকৃতি তাহার তেন বাণী ।
 বতিভেদে বোলে বেদভঙ্গ নাহি জানি ॥

(১) অত্র পুঁথির পাঠ,—
 “জিব তোমারে আমি এই মাত্র ধর্ম” ।

পাষাণ পণ্ডিত কেহো কুতর্ক-খণ্ডনে ।
 এক বেদ নানা ভেদ করিয়া বাধানে ॥
 সর্বলোক কর্তৃ করে শ্রদ্ধা অরূপ ।
 কর্তৃ-অনুসারে ধর্ম কহে নানারূপ ॥
 কেহ ধর্ম মানে কেহ অর্থ যশ কাম ।
 কেহ সত্য শম দম কেহ পুণ্য দান ॥
 ত্যাগ ভোগ ঐশ্বর্য কাহার চিন্তে ধরে ।
 কেহ ব্রত-আচার নিয়ম যজ্ঞ করে ॥
 নানা কর্ম নানা ফল নানা পরকার ।
 সকল বিনাশ ঘূত অস্ত্রে দুঃখসার ॥
 কর্ম-বিনির্মিত ফল নাহি সুখলেশ ।
 ত্যাগ ভোগ অরজন সার মাত্র ক্লেশ ॥
 আমি আত্মা প্রিয় সখা সর্বফল-দাতা ।
 আমি গতি পতি হিত সর্বলোক পিতা ॥
 আমাকে ভজিলে লোক হয় সুখময় ।
 এ ঘোর সংসারে পার লীলা মাত্র হয় ॥
 বিষয় সংযোগে সুখ নহে কদাচিত ।
 কর্মপথে প্রমে মাএ কেবল বঞ্চিত ॥
 অকিঞ্চন সমাচিত শুদ্ধ শাস্ত দাস্ত ।
 আমার আনন্দরসে রসিক নিতান্ত ॥
 আমার কৃপায় তার নাহি দুঃখ তর ।
 অন্তরে বাহিরে দশ দিগ সখময় ॥
 ব্রহ্মপদ ইন্দ্রপদ সাদভৌম পদ ।
 অষ্টযোগ অষ্টসিদ্ধি পাভাল সম্পদ ॥
 না মানে নির্বাণ পদ ভকত আমার ।
 চিত্তবৃত্ত সমর্পিত আমাতে বাহার ॥
 পুত্র হঞা ব্রহ্মা প্রিয় নহে তত বড় ।
 আত্মা হঞা তেন প্রিয় না হয় শব্দর ॥
 তাই সর্বধন মোর তেন প্রিয় নহে ।
 লক্ষ্মী দেবী ভার্যা মোর বক্ষঃস্থলে রহে ॥
 নিজ মুক্তি প্রিয় মোর নহে সাধুসম ।
 যেকূপ উদ্ধব তুমি মোর প্রিয়তম ॥
 নিরপেক্ষ শাস্ত দাস্ত বৈর-বিবর্জিত ।
 সম দয়ন প্রেমযুত পরহিত ॥
 তার পাছে পাছে আমি সদত বেড়াই ।
 কোনমতে তার যেন পদরেখু পাই ॥
 অকিঞ্চন সর্বজীব-বৎসল মহাস্ত ।
 জিতকাম প্রেমযুত কেবল সুসান্ত ॥
 এ-সভে আমার নিজ সুখ অতুভয় ।
 অস্ত্রে কি তাহার তত্ত্ব বিচারিলে পায় ॥
 যার অতুভব সুখ সেই মাত্র জানে ।
 কহনে না যার সে যে অস্ত্রের বরানে ॥

মোর ভক্ত হয় যদি বিষয়-বাধিত ।
 অজিত ইন্দ্রিয়পদে (১) মতি বিচলিত ॥
 তহু তাখে বিষয়ে বাধিতে নাহি পারে ।
 মোর ভক্ত ভক্তিরসে আনন্দে বিহরে ॥
 জলন্ত আনন্দে যেন পোড়ে কাঠচর ॥
 তেন মোর ভক্তি করে সর্বপাপ ক্ষয় ॥
 শুভ কথা কহি শুন উদ্ধব ভোমারে ।
 সাধ্য যোগে বশ মোরে করিতে না পারে ॥
 দান ব্রত তপ ত্যাগ স্বধ্য আচার ।
 এ-সভে না পারে মোরে বশ করিবার ॥
 ভকতের বশ আমি ভকতি-কারণে ॥
 অস্ত্রে মোরে বান্ধিতে না পারে ভক্তি বিনে ॥
 ভকতে বান্ধিতে পারে মোরে ভক্তিপাশে ।
 ভকতের প্রিয় মুক্তি থাকি ভক্তিরসে ॥
 মোরে নিষ্ঠা ভক্তি হৈলে জগদোষ হয়ে ।
 স্বপাক চণ্ডাল-পাপমতি যে উদ্ধারে ॥ (২)
 দয়া-সত্যযুত ধর্ম তপোবিদ্যা ধরে ।
 ভকতি বিহীন জনে পবিত্র না করে ॥
 নয়নে আনন্দ-জল অঙ্গ পুঙ্কিত ।
 দ্রবিত অন্তর যার মতি বিগলিত ॥
 এ-সব লক্ষণ বিনে ভকতি না হয় ।
 ভক্তি বিনে শুদ্ধ কতু না হয় আশয় ॥
 গদ গদ বাণী যার দ্রবিত অন্তর ।
 কণে কানে হাসে পায় করি উচ্চসর ॥
 উনমত বত মাচে লজ্জা পরিহারি ।
 ভকত লক্ষণ মোর এই অবধারি ॥
 মোর ভক্তজনে করে ভ্রগত পবিত্র ।
 নিরমল মতি তার উপার চরিত্র ॥
 ছেয় মল ছাড়ে যেন পুড়িলে আনন্দে ।
 পুনঃ পুনঃ পুড়ে যদি নিজরূপ ধরে ।
 এইরূপে ভক্তিবোগে ভজিতে আমারে ॥
 চিত্তগত অশেষ বাসনা দূর করে ॥
 মোর পুণ্য গুণকথা-শ্রবণ-কীর্তনে ।
 যত যত দূর হয় অন্তর পোষনে ॥
 তত তত সুন্দর বস্ত্র পরমার্থ দেখি ।
 জাঁধি নিরমল যেন অঙ্গন সংযোগে ॥ (৩)

(১) অঙ্গপুঁথির পাঠ,—"ইন্দ্রিয়-দোষে" ।

(২) পাঠান্তর,—

"বপচ চণ্ডাল পানী পায়র উদ্ধারে" ।

(৩) অঙ্গ পুঁথির পাঠ,—

"জাঁধি-মলা যেন যার অঙ্গন সংযোগে" ।

বিষয়ে প্রবেশে চিত্ত বিষয় ধ্যেয়ানে ।
 আঘাতে প্রবেশে চিত্ত আমার অরণে ॥
 এ বোল বুঝিয়া ছাড় অসত্য ধ্যেয়ানে ।
 সৰ্বভাবে কর মোতে চিত্ত সমাধানে ॥
 শ্রী সজ শ্রী-সঙ্গীর সজ পরিহারি ।
 চিত্তিব আমারে সব চিন্তা পরিহারি ॥
 বিরল কুশল স্থানে কল্পিব আসন ।
 আমার মধুর রূপ করিব চিন্তন ॥
 শ্রী সজ শ্রী-সঙ্গীর সজে যেন (ক্রোধ) হয় ।
 আন সজে সংসার-বন্ধন তেন নয় ॥
 উজ্জ্বল পুছিল তবে ত্রিভুবননাথ ।
 কিরূপে তোমার ধ্যান জগত-বিখ্যাত ॥
 তকতবৎসল শতপত্র বিলোচন ।
 ধ্যান করি চিন্তে বাহ্য মুক্ত মুনীগণ ॥
 কিরূপে চিত্তিব নাথ কিরূপে ধ্যান ।
 কহ নাথ কল্পণা-সাগর ভগবান ॥
 উদ্ভবের বচন শুনিঞা জগন্নাথ ।
 ধ্যানবোধে কহে নিজ তকত-সাক্ষাত ॥
 সমান আসনে বসি সমকলেবর ।
 দুই হাথ ধরি তোলে কোলের উপর ॥
 নাসিকার অগ্রে ধরি এ দুই লোচন ।
 পবন দুয়ারে করি অন্তর-শোধন ॥
 পূরক কৃষ্ণক করি রেচিব পবন ।
 অলপে অলপে চিত্ত করিব সংযম ॥
 হৃদয়-কমল হৈতে তুলিব ওঙ্কার ।
 বট্টানাদবত যেন পদ্মের মুণাল ॥
 পুনঃপুন প্রবেশাই তুলিয়া পবন ।
 ওঙ্কার সংযোগে প্রাণ করিব সংযম ॥
 এইরূপে সাধিব দিবসে তিনবার ।
 একবারে বশ করি দশ দশ বার ॥
 এইরূপে জীব যদি সাধে নিরন্তরে ।
 এক মাসে প্রাণবায়ু জিনিবারে পারে ॥

হৃদয়-কমল যাবে বৈসে অষ্টমল ।
 উর্দ্ধমুখ অধোমুখ চিত্তিব কমল ॥
 ধ্যানে উর্দ্ধমুখ করি পদ্মকর্ণিকার ।
 অধোমুখ বহি চিত্তি তাহার উপর ॥
 বহি-মধ্যে দিব্য মুক্তি চিত্তিব আমার ।
 আজ্ঞাভুলমিত চারি ভুজ অনুশাল ॥
 স্মৃতি হৃদয় (শ্রীবা) স্মারক কপোলে ।
 মকর কুণ্ডল যুগ বনমালা গলে ॥
 জলধরশ্রাব-তরু কোমল ভূষণ ।
 পীতবাস পরিধান শ্রীবৎস লক্ষণ ॥
 শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ভূজ-বিরাজিত ।
 শিজিত যজ্ঞীর পদযুগ-বিলসিত ॥
 কটিস্থত্র ব্রহ্মসূত্র হার মনোহর ।
 সর্বাঙ্গসুন্দর চারু বদনমণ্ডল ॥
 এই দিব্য মূর্তি ধ্যান করিব আমার ।
 রাখিব ইচ্ছিয়গণ করিয়া নিবার ॥
 পণ্ডিত যে হয় ব্রহ্ম করিব সারথি ।
 যতনে আঘাতে চিত্ত ধরি নিরবধি ॥
 সব ঠাঞি হৈতে মন আনিব ছেদিয়া ।
 আঘাতে ধরিব মন নিশ্চল করিয়া ॥
 শ্রীমুখমণ্ডল বিনা না চিত্তিব আন ।
 স্থিরচিত্তে করিব আমার রূপ ধ্যান ॥
 তবে ধ্যান তেজি চিত্ত ধরিব আকাশে ।
 তখনে কেবল ব্রহ্ম হৃদয়ে প্রকাশে ॥
 যদি চিত্ত স্থির হৈয়া রহিল আঘাতে ।
 তবে আর অন্য না চিত্তিব ধ্যানপথে ॥
 সমাহিত চিত্ত যদি হৈল নারায়ণে ।
 আন না চেখিব কিছু আশি আশ্রা বিনে ॥
 এইরূপে ধ্যানে মন করিতে সংযম ।
 সব দূর যায় তার চিত্তগত ভ্রম ॥
 ভাগবত-আচার্যের পেমতরঙ্গিনী ।
 উজ্জ্বল-সংবাদ ধ্যান যোগ তত্ত্বাবলী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

বিতাস রাগ ।

এইরূপে ধ্যানযোগ সাধে যোগিগণে ।
জ্ঞানযোগ সিদ্ধি যদি হৈল চিরদিনে ॥
ভকতি সাধিতে ভক্তি হৈল উপায় ।
হেনকালে সৰ্বসিদ্ধি হয় উপায় ॥
এ বোল শুনিঞা তবে পুছিলা উদ্ধবে ।
কোন ধারণায় সিদ্ধি হয় কোনরূপে ॥
কত কত সিদ্ধি কিবা কি কি রূপ হয় ।
কহিবে সকল নাথ করিঞা নির্ণয় ॥
শুনিয়া উত্তর তবে দিলা ভগবান ।
কহিব সকল সিদ্ধি কর অবধান ॥
অষ্টাদশ সিদ্ধি কহে সিদ্ধ যোগিগণে ।
অষ্টসিদ্ধি তাহাতে প্রধান করি মানে ॥
অগ্নিমাди অষ্টসিদ্ধি মুক্তি লক্ষণা ।
আর দশ সিদ্ধি তাহে জানিব সঙ্গণা ॥
যোগিগণ সাধে যোগ ধারণা ধ্যাননে ।

ভক্তগণে সাধে ভক্তি শ্রবণ কীর্তনে ॥
সৰ্বযোগ-সিদ্ধি ভার হয় সেই কালে ।
ভকতজন্য কিবা দুঃখ সংসারে ॥
বিষ-হেতু কেবল জানিব সিদ্ধিগণ ।
জ্ঞানযোগে ভক্তিযোগে বিরোধ-কারণ ॥
সিদ্ধিপথে ভকতের ব্যর্থ কাল যায় ।
জ্ঞানযোগে ভক্তিযোগে সৰ্বসিদ্ধি পায় ॥
সৰ্বসিদ্ধি-হেতু আমি প্রভু গতি পতি ।
আমি হৈতে সৰ্বযোগ সিদ্ধি উত্তপতি ॥
আমি সাধ্য যোগধর্ম আমি সর্বময় ।
অন্তরে বাহিরে আমি সভার আশ্রয় ॥
সকলের আত্মা আমি সর্বভূতে বসি ।
সৰ্বসিদ্ধি-হেতু আমি সর্বগুণরাশি ॥
ভাগবত আচার্যের মধুর ভাষা ।
সর্বধর্ম তেজ তাই কৃষ্ণে ধর আশা ॥

ইতি ত্রিভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ । ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায় ।

গোবিক্রী রাগ ।

উদ্ধব জিজ্ঞাসে তবে বিনয় বচনে ।
এক নিবেদন নাথ করিয়ে চরণে ॥
তুমি সে পরম ব্রহ্ম অনাদি নিধান ।
বিশ্ব-উতপত্তি স্থিতি-প্রলয়-কারণ ॥
সর্বভূতে বৈস তুমি জৈত্বেন-গতি ।
বুঝিবারে পারে তোমা কাহার শক্তি ॥
ভকতি করিয়া নাথ মহাশয়িগণে ।
তোমার পদারবিন্দ ভঞ্জে যে যে স্থানে ॥
উপাসনা করিয়া মুক্তিপদ লভে ।
সর্বভূতে বৈস প্রভু তুমি গুরুরূপে ॥
তুমি সব দেখ কেহ না দেখে তোমারে ।
তোমার মায়ার নাথ মোহিত সংসারে ॥

দশদিগ স্বর্ণ মর্দ পাতাল আকাশে ।
তোমার বিভূতি দেব যথা যথা বৈসে ॥
কহিবে সকল মোরে করিয়া বিস্তার ।
তীর্থপর পদযুগে মোর নমস্কার ॥
হাসিয়া উত্তর তবে দিলা গদাধর ।
তাল জিজ্ঞাসিলে তুমি ভকত-শেখর ॥
ত্রিগুণ সহ হৈল তুমুল সময় ।
অর্জুন বুঝিল যাথে রণ ভয়ঙ্কর ॥
জ্ঞাতি বধ দেখিয়া অর্জুন তরাসিল (১)
রণ ভেজি (২) মহাবীর চিস্তিয়া বসিল ॥

(১) পাঠান্তর,—“ভরাইল ।”

(২) পাঠান্তর,—“ছাড়ি” অতঃ, “এড়ি” ।

অৰ্জুনে বুঝাইল আমি জ্ঞান উপদেশে ।
 বুঝিয়া অৰ্জুন তবে আমাকে জিজ্ঞাসে ॥
 এই জিজ্ঞাসিল তবে বিভূতি বিস্তার ।
 তখনে কহিল আমি রণের মাঝার ॥
 এখনে কহিব বৎস তোমা বিদ্যমানে ।
 বিভূতি বিস্তার তুমি শুন সাবধানে ॥
 সকলের আত্মা আমি স্নহদ ঈশ্বর ।
 সৰ্বভূতময় আমি প্রকৃতির পর ॥
 আমা হৈতে উতপত্তি প্রলয় পালন ।
 আমি গতি পত্তি কাল সংহার-কারণ ॥
 সত্ত্ব রজ তম আমি পুরুষ প্রকৃতি ।
 জগত্‌কারণ-সূত্র মহত্তের পতি ॥
 হৃদ্য মাঝে জীব দুর্জয় মাঝে মন ।
 দেব-মাঝে ব্রহ্মা আমি জগত্‌-কারণ ॥
 ব্রহ্মগণমধ্যে আমি সাক্ষাৎ ওকার ।
 অক্ষরের মাঝে আমি কেবল অকার ॥
 ছন্দোমধ্যে ত্রিপদা দেব মধ্যে পুরন্দর ।
 আদিত্যের মাঝে বিষ্ণু নামে দিনকর ॥
 নীললোহিত আমি রুদ্রগণ-মাঝে ।
 ব্রহ্মধ্বজগণে আমি ভৃগু মূনিগাজে ॥
 রাজশাসি মাঝে আমি মল্ল অবতার ।
 দেবধ্বজগণ-মাঝে নারদকুমার ॥
 ধেনুগণ-মাঝে আমি নামে হবির্ধানী ।
 সিদ্ধগণ-মাঝে আমি কপিল মহামুনি ॥
 পক্ষগণ মাঝে আমি গরুড় ঋগপতি ।
 প্রজাপতিগণ-মাঝে বৃক্ষ মহামতি ॥
 নিচুগণ-মাঝে অধ্যমা নাম ধরি ।
 দৈত্যগণে প্রহ্লাদ দৈত্যের অধিকারী ॥
 নক্ষত্রের মাঝে আমি হই শশধর ।
 যক্ষগণে যক্ষপতি আমি ধনেশ্বর ॥
 গজগণ-মাঝে আমি ঐরাবত নামে ।
 বরুণ-স্বরূপ আমি জলচরগণে ॥
 ভেজস্বীর মাঝে আমি সূর্য্য দিনকর ।
 মল্লেশ্বর মাঝে আমি সুপক্ষগধর ॥
 অশ্বগণ মাঝে আমি উট্টৈঃশ্রবা নামে ।
 ধাতুগণমধ্যে আমি কনক প্রধানে ॥
 বন ধর্ম্মরাজ আমি সংহারক মাঝে ।
 সর্পগণ মধ্যে আমি বাসুকি সর্পরাজে ॥
 সাক্ষাতে অনন্ত আমি নাগরাজগণে ।
 শূদ্রগণ-মাঝে আমি ধরি সিংহ নামে ॥
 আশ্রমের মাঝে আমি হইএ সন্ন্যাস ।
 বর্ষমধ্যে বিজয়রূপে করিএ প্রকাশ ॥

ভীৰ্ষমধ্যে গঙ্গা আমি সিদ্ধ সরোবরে ।
 অশ্রুমধ্যে ধনুস্রূপে ধরি কলং-রে ॥
 ধনুর্ভর-মধ্যে আমি শিব ত্রিপুরারি ।
 স্বাগ্নুমধ্যে আপনে সুরেক্ষ নাম ধরি ॥
 গিরিগণ মাঝে আমি হিমালয় গিরি ।
 বৃক্ষগণমাঝে আমি অশ্বখরূপ ধরি ॥
 ঔষধের মধ্যে আমি ধরি যবরূপ ।
 পুরোহিতমধ্যে আমি অশিষ্ট স্বরূপ ॥
 ব্রহ্মবাদিগণে আমি বৃহস্পতি নামে ।
 কাশিকি কুমার দেব-সেনাপতিগণে ॥
 শ্রেষ্ঠমধ্যে আপনে সাক্ষাত ভগবান ।
 বজ্রমধ্যে ধরি আমি ব্রহ্মযজ্ঞ নাম ॥
 অহিংসাস্বরূপ নাম ব্রতমাঝে ধরি ।
 ধোগমাঝে তত্ত্বজ্ঞানরূপে অবতারি ॥
 শতরূপা নারী আমি নারীগণের মাঝে ।
 পুরুষের মাঝে স্বাম্ভূতব মল্লরাজে ॥
 মূনিগণ-মাঝে নর-নারায়ণ নামে ।
 সনৎকুমার আমি ব্রহ্মচারীগণে ॥
 ধর্ম্মগণ মধ্যে আমি সন্ন্যাস-স্বরূপ ।
 গুহ্যগণ মধ্যে আমি ধরি সত্যরূপ ॥
 কালমাঝে বৎসর বসন্ত ঋতুগণে ।
 মাস মধ্যে ধরি আমি অগ্রহারণ নামে ॥
 নক্ষত্রগণের মধ্যে অভিজিত নাম ।
 যুগ-মধ্যে সত্যযুগ আমি ভগবান ॥
 ধীরমধ্যে অসিত দেবলরূপ আমি ।
 ব্যাস মধ্যে সত্যবতী স্নত ব্যাস মূনি ॥
 কবি-মধ্যে শুক আমি তত্ত্ব মধ্যে তুমি ।
 কপিগণ মধ্যে হনুমানরূপ আমি ॥
 বিজ্ঞাধরগণ মাঝে সূর্যদর্শন নাম ।
 রত্নমাঝে পদ্মরাগ রতনপ্রধান ॥
 দর্ভমাঝে বুধ আমি গব্য মাঝে দ্রুত ।
 ছলগণ মধ্যে (১) আমি কৈতব বিদিত ॥
 সঙ্কশালিগণ মাঝে সঙ্করূপে বসি ।
 বলবন্ত মধ্যে আমি বলরূপে আছি ॥
 গন্ধর্বেশ্বর মাঝে বিশ্বাবস্তু নাম ধরি ।
 অশ্বরাগণের মাঝে পূর্বাচিন্তি নারী ॥
 গন্ধরূপগুণে আমি বসি ক্ষিত্তিতলে ।
 রসরূপগুণ ধরি বসি সর্বজলে ॥
 আকাশের শব্দগুণ চক্রে সূর্য্য-প্রভা ।
 ভেজস্বীর ভেজ আমি নক্ষত্রের আভা ॥

ব্রহ্মণ্যের মধ্যে আমি বলি দৈত্যেশ্বর ।
বীরগণমধ্যে অর্জুন ধনুর্ধর ॥
সর্বভূত আত্মা আমি সর্বরূপধর ।
আমিত ব্যাপিরা আছি এ মহীমণ্ডল ॥
দুল স্তম্ভ আর কিছু নাহি আমি বিনে ।
কে বুঝে আমার লীলা এ তিন ভুবনে ॥
স্বপ্ন পরমাণু কালে পারি গণিবার ।
আমার বিভূতি গণে শক্তি কাহার ॥
কহিল তোমারে কিছু বিভূতি-বিস্তার ।
সকল দেখিবে তুমি মনের বিকার ॥

এ সব দেখে যত মনের বিলাস ।
স্বপ্ন-সমান সব তড়িত প্রকাশ ॥
বাহুবলি ছাড় তুমি এমন পবন ।
আপনে আপনা ছাড় এ সব করন ॥
বাক্য মন ছাড় তুমি সর্বকর্ম ভেজ ।
একান্ত ভক্তি করি সতে আমা ভজ ॥
শাস্ত হৈয়া রহ কিছু না চিন্তি আর ।
তবে তুমি হইবে ঘোর সংসারের পার ॥
শ্রীমুত গদাধর ধীর শিরোমণি ।
ভাগবত আচার্যের প্রেমভরঙ্গিনী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় ।

ভক্তি মহিমা শুনি উদ্ধব স্রবীর ।
ভাবে গদগদ বাণী পূজক শরীর ॥
ভক্তি লক্ষণধর্ম বুঝিবার তরে ।
পুছিল বৈষ্ণবধর্ম চরণকমলে ॥
কহ নাথ দেবদেব রাজীবলোচন ।
যে তুমি কহিলে ধর্ম ভক্তি লক্ষণ ॥
কিরূপে সে ধর্ম লোক করিব কিরূপে ।
বৈষ্ণবলক্ষণধর্ম কহিবে স্বরূপে ॥
পুরুষে পরমধর্ম সনকাদি স্থানে ।
হংসরূপ ধরি তুমি কহিলে আপনে ॥
এখনে সে ধর্ম নষ্ট হৈল চিরকালে ।
তোমা বিনে কে আর কহিব ক্ষিত্তিলে ॥
ধর্মকর্তা বক্তা আর নাহি তোমা বিনে ।
বিবৃৎসভায় কিবা ব্রহ্মার সদনে ॥
ধর্মকর্তা বক্তা তুমি তেজিলে মেদিনী ।
কে আর কহিব ধর্ম কহ শুভ্র জানি ॥
সর্বভূত জান তুমি সর্বজ্ঞ শেখর ।
ভক্তিলক্ষণ ধর্ম কহ যদ্বর ॥ (১)

নিজভৃত্য-মুখ-মুখরিত বাণী শুনি ।
কহিতে লাগিলা ধর্ম প্রভু চক্রপাণি ॥
ধর্মভূত প্রায় তুমি কৈলে মহামতি ।
বর্ণাশ্রম ধর্ম কহি কর অবগতি ॥
সত্যযুগে শুক্লবর্ণ আছিল আমার ।
হংসরূপে কৈল আমি যুগ-অবতার ॥
কেবল ওঙ্কার বেদ আছিল তখনে ।
বৃষরূপে ধর্ম আমি আছিল যখনে ॥
তখনে আছিল সর্বলোক ধর্মপর ।
তপ করি আমাকে তজিল নিরন্তর ॥
ত্রেতাযুগে জনমিল হৃদয়ে আমার ।
বেদবিদ্যা বাহা হৈতে যজ্ঞ পরচার ॥
ত্রেতাযুগে যজ্ঞরূপে আছিল আপনে ।
চারি বর্ণ জন্মিল আমার চারি স্থানে ॥
বাহুমূলে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হৈল মুখে ।
উরুযুগে বৈষ্ণৱ হৈল শূদ্র পদযুগে ॥
ষষ্ঠাট ঈশ্বর আমি পুরুষ পুরাণ ।
আমা হৈতে সকল আচার উপাদান ॥
গৃহাশ্রম জনমিল অঘনে আমার ।
ব্রহ্মচর্য্য হনয়কমলে পরচার ॥
বক্ষঃস্থলে আমার জন্মিল বনবাস ।
জন্মিল উদ্ধব তবে যশস্কক সন্ন্যাস ॥

(১) পাঠান্তর, —

“সর্বলোক গতি পতি সভার ঈশ্বর” ॥

সর্ববর্ণ সর্বাশ্রম ভিন্ন ভিন্ন মতি ।
 জন্মভূমি অল্পসারে সভার প্রকৃতি ॥
 উভয়ের সৎ হই উভয় আচার ।
 নীচ জন সঙ্গে হয় নীচ ব্যবহার ॥
 শম দম ভগ্ন শৌচ আয়ার ভক্তি ।
 কমা দয়া সত্যব্রত অকুটিল মতি ॥
 ব্রাহ্মণের এই সব স্বভাব লক্ষণ ।
 ক্ষত্রিয় লক্ষণ তবে কহিব এখন ॥
 তেজ বল ধৈর্য্য শৌর্য্য তিভিক্স উত্তম ।
 শৈব্য-বীৰ্য্য দ্বিজভক্তি ঐশ্বর্য্য বিক্রম ॥
 এ সব ক্ষত্রিয়-কুল-ধর্ম নিত্যময় ।
 বৈষ্ণব কুল-ধর্ম কহি শুন মহাশয় ॥
 দাননিষ্ঠা বিপ্রসেবা দম্ব-বিবর্জিত ।
 অর্থ-উপার্জন নিত্যধন সুসংকীর্ণ ॥
 বৈষ্ণবকূলে এই ধর্ম শূদ্রধর্ম কহি ।
 শূদ্রকূলে ধর্ম নাহি দ্বিজ সেবা বহি ॥
 বিপ্রসেবা দেবসেবা (১) না করিব মায়্য ।
 এহি শূদ্রলক্ষণ করিব জীবৈ দয়া ॥
 দম্ব মান কাম ক্রোধ অসত্য ভাবণ ।
 বিরোধ কন্দলবাদ আচার জন্মন ॥
 পরহিংসা পরদার চুরি পরিবাদ ॥
 অন্ত্য পতিত জনে এ সব প্রমাদ ।
 কাম-ক্রোধ-লোভ-দম্ব-হিংসা-বিবর্জিত ।
 সত্যবাদী প্রিয়ভাষা সর্বভূত হিত ॥
 সর্বলোক এহি ধর্ম সর্বসাধারণ ।
 দ্বিজধর্ম কহি তবে আশ্রম-লক্ষণ ॥
 দ্বিজকূলে জনমিঞা ব্রাহ্মণ-কুমার ।
 ব্রহ্মহুত্র-দীক্ষা লৈব বেদমন্ত্র-সার ॥
 ব্রহ্মমন্ত্র গায়ত্রী লিঙিয়া গুরু-মুখে ।
 গুরুকূলে ব্রাহ্মণ বসিব নিজ মুখে ॥
 গুরু-সম্মিধানে বেদ পঢ়িব ব্রাহ্মণ ।
 শিনকালে হোমকর্ম ত্রিসংস্কার সেবন ॥
 দগ্ধ কমণ্ডলু করে অর্জুন মেখলা ।
 মলিন বসন দস্ত পরে অক্ষমালা ॥
 মন্ত্রজাপ পূজা হোম মজ্জন ভোজন ।
 মৌন আচরিত্য কর্ম করিব ব্রাহ্মণ ॥
 কক্ষ-লিঙ্গগত লোম নখ না তেজিব ।
 ব্রহ্মচারী বীৰ্য্যপাত কর্ত্ত না করিব ॥
 কদাচিত্ত যদি বীৰ্য্য খসয়ে আপনে ।
 জলেতে মজিয়া স্নান করিবে তখনে ॥

অপিব গায়ত্রী মন্ত্র স্মর্য্য দরশনে ।
 গুরুসেবা ব্রহ্মচারী করিব বিধানেন ॥
 গো ব্রাহ্মণ গুরু বুদ্ধ করিব সেবনে ।
 ত্রিকাল অপিব মন্ত্র ত্রিসংস্কার বন্দনে ॥
 সাক্ষাতে ঈশ্বর আমি গুরুকে জানিব ।
 গুরুদেহে ভেদবুদ্ধি কর্ত্ত না করিব ॥
 সর্গদেবময় গুরুরূপে ভগবান ।
 গুরুদেহে না করিব মাংস গেষ্মান ॥
 নিতি নিতি ভিক্ষা মাগি আনিব প্রভাতে ।
 ভিক্ষা নিবেদিব নিঞা গুরুর সাক্ষাতে ॥
 কিছু আচ্ছা করেন যদি গুরু কৃপা করি ।
 তাহা খাইয়া রজনী বঞ্চিব ব্রহ্মচারী ॥
 সর্বকণ গুরুসেবা করিব যতনে ।
 নীচবৎ দাড়াইব গুরু সম্মিধানে ॥
 গুরুযান গুরুশয্যা আসন নিয়ড়ে ।
 না রহিব শিষ্য কর্ত্ত গুরুর গোচরে ॥
 ঘারে দণ্ডাইব শিষ্য যুড়ি দুই কর ।
 সতত সেবিব গুরু হইয়া ভৎপর ॥
 এইরূপে গুরুসেবা করিব ব্রাহ্মণে ।
 সুখভোগ সকল তেজিব দিনে দিনে ॥
 যাবৎ পর্য্যন্ত বেদ পঢ়ে ব্রহ্মচারী ।
 তাবৎ থাকিব শিষ্য মহাব্রত কার ॥
 যদি ব্রহ্মপদে বাঞ্ছা থাকে কদাচিত্ত ।
 দেহ মন গুরুতে করিব নিয়োজিত ॥
 গুরুদেহে নিরবধি আমাকে পূজিব ।
 গুরু ভিন্ন আমি ভিন্ন কর্ত্ত না দেখিব ॥
 ব্রহ্মচারী না করিব নারী-দরশন ।
 স্ত্রীসঙ্গ আলাপ বর্জিব সম্ভাষণ ॥
 রজশ্চক্ষুস্ত জন না করিব সঙ্গ ।
 সঙ্গদোষে নহে যেন নিজ ধর্ম-ভঙ্গ ॥
 শৌচ আচমন স্নান সন্ধ্যা উপাসনা ।
 তীর্থসেবা জপ হোম আয়ার অর্চনা ॥
 অসম্ভাষ্য-সম্ভাষণ অভক্ষ্য-ভক্ষণ ।
 না করিব ব্রহ্মচারিধর্ম বিলম্বন ॥
 সামান্তে কহিল ধর্ম সর্বসাধারণ ।
 সর্ববর্ণ-ধর্ম এই আশ্রম-লক্ষণ ॥
 বাক্য মন সংবম করিব ব্রহ্মচারী ।
 আমার ভজনে সর্ব বর্ণ অধিকারী ॥
 এইরূপে ব্রহ্মচর্য্য সাধিব ব্রাহ্মণ ।
 ব্রহ্মতেজ জলে যেন দীপ্ত হত্যাশন ॥
 আমার ভক্তি বিপ্র ভীষ তেজ বলে ।
 সর্ব কর্ম দহে বিপ্র ভক্তি-জ্বালনে ॥

যদি বেদ সকল পঢ়িল ব্রহ্মচারী ।
 গুরুকে দক্ষিণা দিয়া গুরু-আজ্ঞা ধরি ।
 জ্ঞান করি ব্রহ্মচর্য্য ভেজিব ব্রাহ্মণ ।
 ঘরে প্রবেশিব কিবা প্রবেশিব বন ॥
 আগে আর আশ্রম করিব আরোহণ ।
 পুরুষ আশ্রম ভবে ভেজিব ব্রাহ্মণ ॥
 যদি গৃহবাসে চিত্ত ধরে ব্রহ্মচারী ।
 কুলবতী কস্তা বিভা করিব বিচারি ॥
 আপন সদৃশী ভার্যা করি পরিণয় ।
 গৃহধর্ম্ম সাধিব গৃহস্থ মহাশয় ॥
 বিপ্রকুলে ধর্ম্ম যজ্ঞ দান অধ্যায়ন ।
 প্রীতি হু অধ্যাপন যজ্ঞন যাজ্ঞন ॥
 যদি বিপ্র জ্ঞানে প্রীতিগ্রহ দোষময় ।
 বাহা হৈতে তপ ভেজ যশ দূর হয় ॥
 তবে বিপ্র করিব যাজ্ঞন অধ্যাপন ।
 বিপরীত কর্ম্ম করু না করি ব্রাহ্মণ ॥
 যথালভে তুষ্টে বিপ্র বৈসে গৃহবাসে ।
 আমাতে আর্পিত চিত্ত রহে ভিত্তিরসে ॥
 হরিপরায়ণ বিপ্র গৃহধর্ম্মে তরে ।
 শুদ্ধভাবে আপনাকে আপনি উদ্ধারে ।
 দুঃখিত ব্রাহ্মণ দুঃখ শোকে অবসর ।
 দুঃখভাব দেখি তার যে করে রক্ষণ ।
 তার রক্ষা করি আমি বিপত্তা-বিনাশ ।
 ছিজমুখে কার আমি ধর্ম্ম পরকাশ ॥
 বিপদ পড়িলে বিপ্র হৈব বাণিজ্যর ।
 বিকি কিনি করিয়া তরিব দুঃখতার ॥
 বিপ্রহত্যা কদাচিত্ত খজা ধরি জীব ।
 কদাচিত্ত বিপ্র নীচ-সেবা ন করিব ॥
 কত্রিয় আপদকালে বৈশ্ববৃদ্ধি করি ।
 আপদে তরিব কিবা বিপ্ররূপ ধরি ॥
 নীচসেবা না করিব কত্রিয় প্রধান ।
 বৈশ্বকুলে শূদ্রবৃদ্ধি বিপদে বিধান ॥
 আপদে তরিব শূদ্র বেতন করিয়া ।
 নিজধর্ম্ম আচরিব বিপত্তো তরিয়া ॥
 সর্ব্ববর্ণ-ধর্ম্ম এই কহিল সংক্ষেপে ।
 যে ধর্ম্ম করিয়া লোক তরিবে যেক্রমে ॥
 হুইবে আসক্তি না করিবে বৃদ্ধিমান ।
 জন-কুল-বন্ধুমে হবে সাবধান ॥ (১)

(১) পাঠান্তর,—“ঈশ্বর হেন জানি ।”

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
 সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

দেখি শুনি সকল স্বপন হেন জানি ।
 মিছা হেন সকল বৃত্তিব অনুমানি ॥
 পুত্র দার বন্ধু যেন পথিকের সঙ্গ ॥
 ক্ষণেকে মিলিয়ে সব ক্ষণে হয় ভঙ্গ ॥
 স্বপনে দেখিয়ে যেন নানা চমৎকার ।
 এহিরূপ জ্ঞান তুমি অনিত্য সংসার ॥
 এই বিময়িশ বৃত্তি বৃদ্ধি কর স্থির ।
 অসত্য সকল দেখ অসত্য শরীর ॥
 অতিথি স্বরূপে তুমি গৃহে কর বাস ।
 ধন পুত্র কলত্র তিলেকে যায় নাশ ॥
 যোর যোর না করিব ধন প্রাণে পাইয়া ।
 অহঙ্কার না করিব সব দেবমায়ী ॥
 গৃহধর্ম্ম সাধিব করিব যজ্ঞদান ।
 জ্ঞানভাবে আমাকে ভজিব মতিমান ।
 এই মতে গৃহবাস নিব কথোকাল ॥ (১)
 তবে বনবাস বিপ্র করিবে সঞ্চার ॥
 পুত্রবান্ হয় যদি করিব সন্ধ্যাস ।
 যার যত দূর হয় চিত্ত পরকাশ ॥
 গৃহে দৃঢ় চিত্ত যার নিবদ্ধ-হৃদয় ।
 ধন পুত্র করিয়া আকুল আতশয় ॥
 স্ত্রীজিত মৃত্যুতে রূপণ বঞ্চিত ।
 মুক্তি মোর যোর করি সে হয় মোহিত ॥
 বালক তনয় মোর বৃদ্ধ পিতা মাতা ।
 কিরূপে বস্ত্রিব (২) মোব দুঃখিনী বনিতা ॥
 এইরূপে দুরাশয় আকুলহৃদয় ।
 ছাড়িতে না পারে চিন্তা বাঢ়ে অভিযয় ॥
 পুত্র দার ধৈর্য্যানে চিন্তিত নিরবধি ।
 এইরূপে গৃহে মজে গৃহস্থ দুর্খতি ॥
 ঘরে থাকি মরিয়া নরক ভোগ করে ।
 নিরন্তর ভ্রমে জীব এ যোর সংসারে ॥
 ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী ।
 কৃষ্ণকণ সমুদিত প্রেমভরঙ্গিনী ॥

(১) পাঠান্তর,—

“এইরূপে গৃহে নিবাসন কত কাল ।”

(২) বস্ত্রিব—কীর্তিত থাকিবে । পাঠান্তর,

—“বস্ত্রিব”

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

বানপ্রস্থ ধর্ম কহি সন্ন্যাস-লক্ষণ ।
 সাবধানে শুন বৎস ধর্ম-পরায়ণ ॥
 যদি বনে প্রবেশিব বিপ্র নতিমান ।
 পুত্রে ভাষ্যা সমর্পিয়া করিব পয়ান ॥
 নহে ভাষ্যা নঞা বিপ্র চলিব আপনে ।
 ছুই ভাগ পরমায়ু রহিব যখনে ॥
 কন্দ মূল ফল পাত্রে কর্জিব আহার ।
 গাছের বাকল কিবা পরে মৃগছাল ॥
 ভূণ পত্রে শয়ন করিব বনবাসী ।
 নথ লোম না তেজিব অঙ্গমলা ঘষি ॥
 দস্ত না ঘষিব বিপ্র না ধাইব রড়ে ।
 ত্রিকাল করিব স্নান পুণ্য নদীজলে ॥
 গ্রীষ্মে পঞ্চ অগ্নি করি সহিব সস্তাপ ।
 বরিষা সময়ে মহাবৃষ্টি ধারাপাত ॥
 আকণ্ঠ মজিয়া জলে শীতকালে রহি ।
 তপ করে বনবাসী নানা তাপ সহি ॥
 অগ্নিপক খাইব কিবা কালপক করি ।
 পাথরে কুটিয়া কিংবা খাইব দস্তে ছিঁড়ি ॥
 (আপনে আপন দাস আপন দ্বন্দ্বর ।
 আপনে আপন কর্ম করিব সকল) ॥
 আনে দ্রব্যে দিলে না লইব বনবাসী ।
 বস্ত্র ফলে সাধিব সকল কর্মরাশি ॥
 অগ্নিহোত্র চাতুর্মাস্ত্র পৌর্ণমাসী সাধি ।
 বনবাসী আমাকে ভজিব নিরবধি ॥
 এইরূপে তপ করি ভজিব আমারে ।
 ঋষিলোক যায় তবে দিব্য তপোবলে ॥
 যদি তপ সাধিতে জন্মিল দুঃখ শোক ।
 জরা পরবেশ কৈল জনমিল রোগ ॥
 ষোগবলে আশ্রম জালিয়া কলেবরে ।
 পোড়াঞা শরীর তবে যাইব বিষ্ণুপুরে ॥
 সঙ্কটে বৈরাগ্য যদি ভাগ্যবশে হয় ।
 ইহলোক পরলোক দেখে দুঃখময় ॥
 সন্ন্যাস করিব তবে তেজিয়া সকল ।
 গুরু উপদেশ নঞা চলিব সত্তর ॥
 আচার্য্য করিয়া দিব সর্বত্র দক্ষিণা ।
 নিরপেক্ষ হইব বিপ্র তেজিয়া বাসনা ॥
 হেনকালে দেবগণ স্ত্রীবেশ ধরি ।
 তপোভক্ত করে তার নানা বিদ্য করি ॥

আশা-সভা লজ্জিয়া চলিল বিষ্ণুপুরে ।
 তে-কারণে দেবগণ নানা বিদ্য করে ॥
 তারিব সে সব বিদ্য হয়্যা সাবধান ।
 তত্ত্বজ্ঞান ধরি দিব চিত্তে সমাধান ॥
 যদি বস্ত্র পরে মূনি নহে দিগম্বর ।
 কোপীন বসন যাত্র ধরিব কেবল ॥
 দণ্ড কমণ্ডলু যাত্র ধরিব সন্ন্যাসী ।
 ষোগানলে দহিব সকল পাপরাশি ॥
 দৃষ্টিপূত পদগতি বস্ত্রপূত জল ।
 সত্যপূত বচন বলিব দণ্ডধর ॥
 মৌনব্রত মনঃপূত করিব আচার ।
 জিনিব পবন মন বচন আহার ॥
 দণ্ডমাত্র সন্ন্যাসী না হয় দণ্ডধর ।
 জিনিব পবন মন হাঁসিয়া সকল ॥
 চারি বর্ণ হৈতে ভিক্ষা আনিব মাগিয়া ।
 পতিত নিঃসৃত দুরাচার বিবজ্জিয়া ॥
 দ্বার দ্বার সাত ঘরে ভিক্ষা মাগি নৈব
 যে কিছু মিলয়ে তাথে তুষ্ট হৈয়া রব ॥
 দূরে জল থাকে যথা গ্রামের বাহিরে ।
 ভিক্ষা নঞা তথা সন্ন্যাসী যাব একেখরে ॥
 ভিক্ষা বিভজ্জিয়া শেষ করিব ভোজন ।
 একেখরে দণ্ডধারী করিব ভ্রমণ ॥
 সমমতি পরহিত সঙ্গ-বিবজ্জিত ।
 আত্মকৌড় আত্মরত উদার চরিত ॥
 বিরল কুশল সেবি বিমল আশয় ।
 অভেদ চিন্তিব সব বিশ্ব ব্রহ্মময় ॥
 আপনার বন্ধ মোক্ষ দেখিব গেয়ানে ।
 মনের বিক্ষেপ বন্ধ মোক্ষ সমাধানে ॥
 বড়রিপু জিনি হৈব ভক্তিরসে সুখী ।
 বিষয়-বিমূখ জন পরদুঃখে দুঃখী ॥
 পুত্রগ্রামে প্রবেশিব ভিক্ষার কারণে ।
 পুণ্যদেশে ভ্রমণ ভ্রমণ পুণ্যবনে ॥
 পুণ্যতীর্থে নদ নদী গিরি সরোবর ।
 ভ্রমণ করিব মূনি দিব্য দণ্ডধর ॥
 সব ঠাঞি পীরিতি বজ্জিব বৃষজনে ।
 বস্ত্রবৃদ্ধি না করিব এ তিন ভুবনে ॥
 মনে বিচারিব ত্রিভুবন যায়াময় ।
 অল্পমানে চিণ্ডগত খণ্ডিব সংশয় ॥

জ্ঞাননিষ্ঠ ভক্তিনিষ্ঠ যে জন আমার ।
 সব ঠাঞি অনপেক্ষ বৈরাগ্য বাহার ॥
 ভেজিয়া সকল ধর্ম আশ্রম লক্ষণ ।
 যথা তথা নিজস্বখে করে পর্য্যটন ॥
 কর্মজেশ নাহি তার বিধি অধিকার ।
 বুধ হয় বালবত আহার বিহার ॥
 সর্বধর্ম জানে জড়বত হৈয়া রহে ।
 বুঝি স্তৈহো উনমত্তদূত কথা কহে ॥
 বেদবাদরত নৈব নহিব পাষণ্ড ।
 তর্কবাদ-বিবাদ বর্জিব পদগুণ ॥
 পক্ষপাত না করিব কারো ভাল মন্দ ।
 কারে সহে না করিব চণ্ডগত সঙ্গ ॥
 উদবেগ না করিব কাহার কারণে ।
 না বাঢ়াইব উদ্বিগ্ন ভোগ কারো সনে ॥
 অতিবাদ না করিব কার অবজ্ঞান ।
 কারো সঙ্গে না করিব বৈরাগ্যবন্ধন ॥
 এক আত্মা সর্বভূতে বিবিধ কল্পনা ।
 এক চক্রে জলভেদে যেন দেখি নানা ॥
 না লভিলে অবসাদ না করিব চিন্তে ।
 লভিলে হৃদিব না করিব হৃদগতে ॥ (১)
 অদৃষ্ট-অখান সব দৈব নিয়োজিত ।
 দৈবযোগে স্মৃৎ হুঃখ মিলে আচম্বিত ॥
 উপায় চিন্তিব কিছু উদর কারণে ।
 দেহের ধারণা হেতু করিব যতনে ॥
 দেহ রক্ষা হৈলে উতপন্ন তত্ত্বজ্ঞান ।
 তত্ত্বজ্ঞান হৈলে মুক্তিপদ উপাদান ॥
 দৈবযোগে অন্ন যদি ভালমন্দ মিলে ।
 ভুগবাস ভগবান যেন তেন পাইলে ॥
 তাহা লঞা তুষ্ট হৈব'ম্যাসী দণ্ডধর ।
 সন্তোষ পরম স্মৃৎ জানিব কেবল ॥
 শৌচ আচমন স্নান বিধিবোধ করি ।
 না করে আচার ধর্ম মূনি দণ্ডধারী ॥
 ভাল মন্দ দণ্ডধর মূনি না বিচারে ।
 লীলায় দৈব যেন নানা কর্ম করে ॥

(১) পাঠান্তর,—

“অলভো বিবাদ কড় না করিব চিতে ।
 লভ্যেতে হরিব না করিব হৃদিগতে ॥”

স্বর্গবাস স্মৃৎভোগ হুঃখ পরকালে (১) ।
 এতেক জানিঞা যায় বৈরাগ্য অন্তরে ॥
 জিজ্ঞাসা করিয়া গুরু করিব আশ্রয় ।
 পরিচর্যা করিয়া ভজিব অতিশয় ॥
 আমি গুরু কেবল জানিহ দূচ মনে ।
 শ্রদ্ধা করি গুরু আরাধিব অনুক্ষণে ॥
 উপদেশ লইয়া ভক্তি শাধিব আমার ।
 তবে মুনি লীলাএ সংসার হয়ে পার ॥
 যদি ছয় রিগ না জিনিল দণ্ডধর ।
 প্রচণ্ড ইন্দ্রিয়গণ পাড়ে নিরন্তর ॥
 বিষয়-বৈরাগ্য নৈল জ্ঞান উতপন্ন ।
 দণ্ডধরি জীয়ে মাত্র সন্ন্যাস-লক্ষণ ॥
 সে না পাপী সর্বদেব কৈল অপহার ।
 আপনাকে আপনে হরিল দুরাচার ॥
 এই লোক পরলোক সব হৈল নাশ ।
 বিনাশের হেতু তার কেবল সন্ন্যাস ॥
 অহিংসা সন্ন্যাস-ধর্ম শম দম ক্ষান্তি ।
 বানপ্রস্থ-ধর্ম তপ তত্ত্বজ্ঞান শাস্তি ॥
 গৃহস্থকুলের ধর্ম সর্বজীবে রক্ষা ।
 ব্রহ্মচারি-ধর্ম গুরুসেবা ব্রত ত্রিকা ॥
 ব্রহ্মচর্য তপ শৌচ আমার সেবন ।
 ঋতুকালে ধর্মপত্নী কাম সন্তানষণ ॥
 গৃহস্থ কুলের ধর্ম এ সব লক্ষণ ।
 চারি বেদ চারি ধর্ম কৈল নিক্রপণ ॥
 স্বধর্ম করিয়া নিনত্য যে ভঞ্জে আমারে ।
 সর্বভূতে বলি আমি দেখে চরাচরে ॥
 আমার ভজন বিনে আন নাহি জানে ।
 ভক্তিয়োগ হয় তার আমার চরণে ॥
 আমি ব্রহ্ম উতপত্তি প্রলয় পালন ।
 সর্বলোক মহেশ্বর সত্যার জীবন ॥
 হেন আমি ব্রহ্ম পায় ভকতি-কারণে ।
 পরিজ্ঞান হেতু অংগ নাহি ভক্তি বিনে ॥
 কহিল উদ্ধব আমি যে কিছু পুছিছেল ।
 যেক্রপে আমারে পায় ভক্তগণ তরে ॥
 ভক্তিরস গুরু শ্রীগদাধর জান ।
 ভাগবত আচার্যের মধুগুণ গান ॥

(১) পাঠান্তর,—“স্বর্গবাসে হুঃখভোগ নান্ন পরকালে” ।

ইতি শ্রীগণবতে মহাপুরাণে একাদশ স্কন্ধে

অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

উনবিংশ অধ্যায় ।

পুনরপি কহে কথা প্রভু ভগবান ।
 শুন হে উদ্ধব তুমি ভকতপ্রধান ॥
 ভক্তজ্ঞান হৈল যার শ্রুতি-ভক্তগতি ।
 অজুমান বিচক্ষণ নিরমল মতি ॥
 মায়ামাএ সব যদি জানিল গেলানে ।
 জ্ঞান সমর্পিব তবে আমার চরণে ॥
 জানীর বাঞ্ছিত আমি ইষ্টসম (১) ধন ।
 আমাকে লভিলে জ্ঞানে কিবা প্রয়োজন ॥
 স্বর্গ অপবর্গ নাহি বাঞ্ছে আমি বিনে ।
 জানী বিচক্ষণ মাত্র মোর তত্ত্ব জানে ॥
 জানী প্রিয়তম মোর জ্ঞানে মোরে ধরে ।
 আমাকে লভিলে জানী সব পরিহরে ॥
 তীর্থ ভূপ ভূপ দান পুণ্যকর্ম যত ।
 এক কলা জ্ঞান সম নহে ধর্মযুত ॥
 বুঝিয়া উদ্ধব তুমি জ্ঞানে আমি ভজ ।
 আমাকে লভিবে তুমি সর্বধর্ম তেজ ॥
 জ্ঞানযজ্ঞে আমাকে ভজিয়া মুনীগণে ।
 মুক্তিপদ পাইয়া গেল বৈকুণ্ঠভবনে ॥
 যে তুমি উদ্ধব দেখে ত্রিবিধ প্রকার ।
 এ সব কেবল মায়া অনাদি সংসার ॥
 প্রলয়ে না থাকে কিছু না ছিল পুরুষে ।
 মধ্যকালে মায়ায় বিলাস নানা রূপে ॥
 আদি অন্ত মধ্যে যেই সেই মাত্র সত্য ।
 আর সব যত দেখে কিছু নহে ভব্য (১) ॥
 পুনিঞা উদ্ধব তবে জ্ঞানের মহিমা ।
 জ্ঞান জিজ্ঞাসিল ভক্তি বৈরাগ্যের সীমা ॥
 বিশেষ্যর বিৎস্তুক্তি পুরুষ পুরাণ ।
 ভক্তিব্যোগ কহ নাথ ভকতি বিধান ॥
 বিগুহ বিজ্ঞান কহ ভকতি লক্ষণ ।
 ভক্তিব্যোগ কহ যাহা বাঞ্ছে মুনীগণ ॥
 এ যৌর সংসার মাঝে মুঞি নিপতিত ।
 নিরবধি তাপ রয়েছে কেবল তাপিত ॥

তোমার পদারবিন্দ-হস্তে শুষীভল ।
 অমৃতের ধারা যাহে বহে নিরন্তর ॥
 সতে এই চরণে শরণ মোর আশা ।
 এ দুঃখ তরিতে আর না দেখি ভরসা ॥
 কালসর্পে দংশিল সকল কলেবর ।
 ভবকুপে নিপতিত মুঞি সে কেবল ॥
 শরণবৎসল নাথ রূপায় উদ্ধার ।
 চরণ-অমৃতে অঙ্গ অভিষেক কর ॥
 উদ্ধবের বচন শুনিঞা জগন্নাথ ।
 কহিতে লাগিল। তবে পুরুষ সংবাদ ॥
 যুধিষ্ঠির রাজা ছিল ধর্ম কলেবর ।
 এই জিজ্ঞাসিল তিহো ভীষ্মের গোচর ॥
 হইল ভারতযুদ্ধ কুল হৈল ক্ষয় ।
 জাতিবধ ভয়ে রাজা আবুল হৃদয় ॥
 এই জিজ্ঞাসিল আমি সভা বিদ্যমানে ।
 ভাষ্মমুখে নানা ধর্ম শুনিঞা শ্রবণে ॥
 মোক্ষধর্ম জিজ্ঞাসিল ধর্মের নন্দন ।
 সেই ধর্ম কহি শুন মুক্তিলক্ষণ ॥
 ভীষ্মমুখে শুনিল সকল তত্ত্বজ্ঞান ।
 বৈরাগ্য বিজ্ঞানযুত ভকতি-নিদান ॥
 কহিব উদ্ধব জ্ঞান ভীষ্ম মুখরিত ।
 ভক্তিজ্ঞানযুত হৈয়া স্থির কর চিত ॥
 জগত-কারণ তত্ত্ব কহি নানা ভেদে ।
 সতে এক তত্ত্ব মাত্র জানিবা সাক্ষাতে ॥
 এই সে আমার মত এই তত্ত্বজ্ঞান ।
 আর যত দেখে সব কিছু নহে আন ॥
 জগতের উতপত্তি প্রলয় পালন ।
 জগতের ভিন্ন তত্ত্ব এক সনাতন ॥
 এক হৈতে একের জনম মৃত্যু ভয় ।
 একে হৈতে একের সন্তোষ দুঃখ হয় ॥
 (এ সব জানিহ তুমি মিছা মায়াময় ।
 মধ্যকালে দেখি আদি অন্ত সত্য হয় ॥)
 আদি অন্ত মধ্যে যার না দেখি বিলম্ব ।
 নিত্যময় নিত্য সুখ নিত্য পরকাশ ॥
 সেই সে জানিব সত্য আর সব মিছা ।
 জ্ঞানে বিচারিলে বৎস কিছু নহে সাতা ॥
 শুনিঞা সাক্ষাতে দেখি করি অজুমান ।
 বিকল্প করনা সব না হয় প্রমাণ ॥

(১) পাঠান্তর—“ইষ্টপ্রাণ ধন” ।

(২) পাঠান্তর,—

“আদি অন্ত মধ্যে যেই মাত্র সত্য ।
 আর সব যত কিছু সকল অসত্য ।”

এক আত্মা সর্বদেহে দেখি তার রূপ ।
 জলভেদে চন্দ্র সূর্য্য দেখি নানারূপ ॥
 এইমতে আত্মা পূর্ণব্রহ্ম ভগবান ।
 সর্বজীবের রহে তিহো সর্বত্র সমান ॥
 আত্মাকে অভেদ করি নিঃ স্তান গড়ে ।
 েন্দ্রবুদ্ধি পাশে পামর জনে করে ॥
 কৰ্ম্মে বিনির্মিত সব কৰ্ম্মের বিলাস ।
 প্রথমে কহিল ভক্তি যোগের মহিমা ।
 পুনরপি কহি ভক্তি মুক্তি-লক্ষণা ॥
 আমার অমৃত-কথা শ্রদ্ধা করি শুনে ।
 আমার কীৰ্ত্তন মাত্র করে অনুক্ষেপে ॥
 পূজায় একান্ত মতি আদরে স্থবন ।
 পরিচর্যা-পরায়ণ সর্বাক্ষ বন্দন ॥
 আমার ভক্ত পূজা অধিক করিব ।
 সৰ্ব্বদে আমি মাত্র কেবল দেখিব ॥
 করিব সকল চেষ্টা আমার কারণে ।
 আমার মহিমা গুণ কহিব বচনে ॥
 সর্বকৰ্ম্ম আমাতে করিব সমর্পণ ॥
 আমার কারণে সর্বকাম বিবৰ্জন ॥
 সুখভোগ পরিভ্যাগ ধন সমর্পণে ।
 বস্ত্র দান তপ হোম আমার কারণে ॥
 আমার চরণে করি আত্ম নিবেদন ।
 এ সব উপায়ে ভক্তি করিব সাধন ॥
 ভক্তিব্যোগ হয় তবে চরণে আমার ।
 কি সিদ্ধি নহিল কিবা অবশেষ আর ॥
 যে জন আমাতে কৈল চিত্ত আরোপণ ।
 ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য লাভিল সেই জন ॥
 আমার ভক্তি করে ধর্ম্ম উপাদান ।
 আত্মভক্ত-দরশন হয় তত্ত্বজ্ঞান ॥
 বিষয়ে বৈরাগ্য হয় ভক্তি উদয়ে ।
 অগ্নিমাди অষ্টৈশ্বর্য্য সাক্ষাতে মিলয়ে ॥
 উদ্ধব পুছিল তবে বিনয় বিধানে ।
 এই জিজ্ঞাসিমু নাথ অন্তর-চরণে ॥
 কত পরকার বল সংঘম নিয়ম ।
 কাখে শর দম বলে কহ তিবরণ ॥
 ভিত্তিকা কাহারে বল কারে বল ধুতি ।
 ভূপ দান কারে বল প্রভু প্রাণপতি ॥
 স্বত সত্য কাখে বল কাখে বল ভ্যাগ ।
 কি ধন দক্ষিণা কাখে কহ বজ্রভাগ ॥
 বিজ্ঞা লজ্জা শ্রী কাখে বল গদাধর ।
 সুখ দুঃখ লাভ কাখে বল বহুবর ॥

পথ উপপথ কিবা কে মূর্থ পণ্ডিত ।
 ধনাঢ্য কাহারে বল দরিদ্র দুঃখিত ॥
 কে বান্ধব কিবা ঘর দৈবরূপণ ।
 কহ নাথ এই সব মার নিবেদন ॥
 এই সব প্রশ্ন মোর চিত্তের সংশয় ।
 যে হয় যে নহে নাথ কহিবে নির্ণয় ॥
 তৃত্যের বচন শুনি পুরুষকেশরী ।
 কহিতে লাগিলা তবে সর্গ অধিকারী ॥
 সত্যবাণী হিংসা-চৌধুর্য্য-বিবৰ্জন ।
 সর্বগত ভ্যাগ লজ্জা সঙ্কম-খণ্ডন ॥
 হৈষ্য ব্রহ্মচর্য্য মোন আশ্রিত্য-সাধন ।
 ক্ষমা ভয় আদি এই দ্বাদশ ধমন ॥
 শৌচ হোম জপ তপ আমার অচন ।
 দ্বাদশি-তীর্থসেবা আচাৰ্য্য-সেবন ॥
 পর-হেতু সর্গচেষ্টা তুষ্টি আলম্বন ।
 দ্বাদশ প্রকার এই কহিল নিয়ম ॥
 আমাতে বুদ্ধির নিষ্ঠা শম হবে বলি ।
 ইচ্ছাসংযম দম ব্রাবিব বিচারি ॥
 সর্ব দুঃখ সহিব তিতিক্ষা এই জ্ঞানি ।
 জিহ্বা-শিলা জয় ধুতি এই সে বাধানি ॥
 পরদত্ত-পরিভ্যাগ এই মহা দান ।
 সর্বকাম-বিবৰ্জন এই তপ নাথ ॥
 স্বভাব জিনিব শৌচ্য পদে অব করি ।
 সভাপদে সমদৃষ্টি এই অবধারণি ।
 সর্বকৰ্ম্ম ফলভ্যাগ শৌচের লক্ষণ ।
 সন্ন্যাস উত্তম ভ্যাগ বলে বৃথজন ॥
 ইষ্টধন ধর্ম্মমাএ যজ্ঞরূপ আমি ।
 উত্তম দক্ষিণা জ্ঞান-উপদেশ-বাণী ॥
 সেই সে পরম বল পবন-ধারণা ।
 এই মহাভাগ্য কহি দৈবরূপ-ভাবনা ॥
 সেই সে উত্তম লাভ ভক্তি আমার ।
 সেই বিজ্ঞা ভেদ বুদ্ধি না দেখি বাহার ॥
 বিকর্ম্ম দেখিয়া নিন্দা প্রাণে লজ্জা বলি ।
 সব ঠাঞি নিরপেক্ষ গুণে কহি ছিরি ॥
 সুখ-দুঃখ-বিবৰ্জিত এই মহাসুখ ।
 কামভোগ-সুখাপেক্ষা এই মহাদুঃখ ॥
 বন্ধ বোন্ধ জানে সেই পণ্ডিতপ্রধান ।
 দেহ-গেহে অহঙ্কার মূর্ত্ততার নাথ ॥
 যে পথে আমাকে লভে সে পথ উত্তম ।
 চিত্তের বিক্ষেপ সে উৎপথ-লক্ষণ ॥
 সেই স্বর্গ সত্ত্বগুণ দেখিএ বাহার ।
 ভ্রমোক্ত পথে সেই নরক-দুয়ার ॥

আমি সে পরম বন্ধু গুরু হিতকর ।
সেই সে উত্তম ঘর নর-কলৈবর ॥
সে জন ধনাত্ম্য যেই পূর্ণ সৰ্বগুণে ।
অসম্ভব দরিদ্র জানিব ত্রিভুবনে ॥
অজিত-ইন্দ্রিয় যেই সে জন রূপণ ।
গুণে সঙ্গ নাহি যার ঈশ্বর লক্ষণ ॥
কহিল উদ্ধব তুমি যে কিছু পুছিলে ।

সব ঠাকুর গুণদোষ বাকি বিচারিলে ॥
প্রয়োজন নাহি আর বিস্তর বর্ণনে ।
সেই দোষ—গুণদোষ দেখি অমুক্তগে ॥
সেই গুণ—গুণদোষ এ দুই বর্জন ।
কহিল উদ্ধব সব প্রশ্ন বিবরণে ॥
ভাগবত-আচার্যের মধুরস ভাষা ।
সব পরিহর লোক কৃষ্ণে ধর আশা ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশ স্কন্ধে

একোবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায় ।

কেদার রাগ ।

প্রভুয় বচন শুনি মতি করি স্থির ।
তবে আর ভিজ্ঞাসিনী উদ্ধব সুখীর ॥
তোমার নিগম-বাণী বিধি প্রতিষেধ ।
সব ঠাকুর কহে বেদে গুণ-দোষ-ভেদ ॥
বর্ণপ্রমথর্ম গুণ দোষ-দৃষ্টি ধরে ।
দ্রব্য দেশকাল গুণ-দোষ ভেদ করে ॥
স্বর্গ নরক দুই এই বেদ-বাণী ।
গুণ-দোষ দুই ভেদ বেদমুখে জানি (১)
সত্যের ঈশ্বর বেদ সফলোক-আঁখি ।
বেদ চক্ষে সব দেখি বেদ-মুখে সাক্ষী ॥
গুণদোষ-ভেদদৃষ্টি নিগম তোমার ।
গুণদোষ-ভেদজ্ঞানে না ছুটে সংসার ॥
সেই বেদে করে পুন ভেদ নিবারণ ।
এই বড় নাথ মোর চিত্তগত ভ্রম ॥
উদ্ধবের বাণী শুনি প্রভু ভগবান ।
কহিতে লাগিল তবে ভ্রম সমাধান ॥
লোক-পরিভ্রাণ-হেতু তিন যোগ কহি ।
কর্মযোগ জ্ঞান যোগ ভক্তিযোগ এহি ॥
উপায় না দেখি আর সংসার তারণে ।
তে-কারণে তিন যোগ কহিল আপনে ॥

কর্ম-জ্ঞান করিয়া নিকিল হৈয়া থাকে ।
সভে সেই মাত্র অধিকারী জ্ঞান যোগে ॥
নির্কিল না হয় কামভোগগত চিন্ত ।
তার হেতু কর্মযোগ বেদ বিনির্মিত ॥
কিঞ্চিৎ বৈরাগ্য মাত্র নির্কিল না হয় ।
সুখভোগগত চিন্ত নহে অতিশয় ॥
মহাভাগ্যোদয় হয় যখনে যাহার ।
শ্রদ্ধা মাত্র কবে কথা শ্রবণে আমার ॥
ভক্তিযোগ হয় তার চুটে ভবভয় ।
কর্মবন্ধ নহে আর সর্কসিদ্ধি হয় ॥
বিষয়-বৈরাগ্য যার নহে যত কাল ।
তাবৎ করিব কর্ম এ লোক আচার ॥
আমার অমৃত-কথা-শ্রবণ কথনে ।
শ্রদ্ধা নাহি যাবৎ জনমে যত দিনে ॥
তাবৎ করিব কর্ম এহি সুনিশ্চিত ॥
তিন যোগ-অধিকারী এ তিন নির্ণাত ॥
স্বধর্ম থাকিয়া নানা এক করি যজ্ঞে ।
কর্মফল ভেজিয়া কেবল আশা ভজে ॥
স্বর্গ নরক দুই সে জন না যায় ।
যদি কদাচিত মন বিতর্ক না ধায় ॥
এই দেখে সর্কসিদ্ধি হয় উপাদান ।
ভক্তিযোগ আমার বিভক্ত তত্ত্বজ্ঞান ॥
নরদেহ বাছা করে স্বর্গবাগিনে ।
নারকী না তরে দুঃখ নরদেহ যিনে ॥

(১) পাঠান্তর,—

“স্বর্গ আর নরক দুই বেদমুখে শুনি ।
গুণ দোষ ভেদ এত জানি তত্ত্ববাণী ।”

ভক্তি জ্ঞান সাধি যাত্র নর কলেবরে ।
 স্বর্গবাসী হয়।। কিছু সাধিতে না পারে ॥
 মানুষ-শরীর ধরি সাধি ভক্তি যোগ ।
 স্বর্গ নরকে যাত্র পাপ-পুণ্যভোগ ॥
 এ বোল বুঝিয়া বিচক্ষণ মতিমান ।
 স্বর্গ-নরক দুই দেখিব সমান ॥
 সকল ঈশ্বর-মায়া মনে বিচারিব ।
 স্বর্গ নরকমধ্যে এক না বাঞ্ছিব ॥
 মানুষ-শরীর না বাঞ্ছিব কদাচিত্ ॥
 দেহযোগে এ ঘোর সংসারে নিপতিত
 এ বোল বুঝিয়া মৃত্যু যাবত না ঘটে ।
 তাবত সাধিয়া মোক্ষ (১) তরি যাইব বাটে
 অনিত্য মানুষ-জন্ম সর্বসিদ্ধি হেতু ।
 অপার সংসার-সিন্ধু-পারজাগ-সেতু ॥
 হংস পক্ষী রহে ভববৃক্ষে করি বাস ।
 যমদূতে কাটিয়া সমূলে করে নাশ ॥
 বুঝিয়া ছাড়িব বৃক্ষ হংস চতিমান ।
 নিজ স্মৃথে পরিপূর্ণ নিরমল জ্ঞান ॥
 রাত্রি দিনে পরমায়ু কাল মৃত্যু হরে ।
 বুঝিয়া আকুল বৃদ্ধ কম্পিত অন্তরে ॥
 সর্বসঙ্গ তেজি সর্ব চেষ্টা পরিহারি ।
 শাস্ত হয়্যা রহে বৃদ্ধ তজ্জেন মন ধরি ॥
 সর্বশ্রেষ্ঠ কলেবর নরদেহ ধরি ।
 মূলভ হুল'ভ তবে ভব সিন্ধু তরী ॥
 আমি অল্পকূল বাত গুরু কর্ণধার ।
 তবে যদি নহে জীব ভব-সিন্ধু পার ॥
 আশ্রয়াত্মী সেই পাণ্ডী জানিব নিশ্চিত ।
 ভবরূপে নিপতিত কেবল বঞ্চিত ॥
 সর্বরাস্ত্র-পরিভ্যাগী নির্ঝিল সংসারে ।
 অত্যাগে চঞ্চল মন ক্রিষিব অন্তরে ॥
 যদি মন ধরিতে না পারে কদাচিত্ ।
 অজুরোধে মন বান্ধি রাখিব পণ্ডিত ॥
 মনোগতি না ছাড়িব পবন-দ্রয়ার ।
 জিনিব ইন্দ্রিয়গণ প্রাণ অহঙ্কার ॥
 সত্ত্বগুণে মনোবশ করিব যতনে ।
 এই সে পরম যোগ মন নিরোধনে ॥
 চঞ্চল তুরঙ্গ যেন বুঝি তার মন ।
 অলপে অলপে রাখে করিয়া দমন ॥
 এইরূপে বশ করি মন দুরাচার ।
 জনম মরণ যাত্র দেখিব সত্যার ॥

যাবত চঞ্চল মন নহেত প্রাসন্ন ।
 তাবত দেখিব সত্য নহে ত্রিভুবন ॥
 গুরু-উপদেশে যদি স্থির চিত্ত হৈল ।
 সর্বত্র বৈরাগ্য যদি কেবল জন্মিল ॥
 চিন্তিতে চিন্তিতে মন তেজি দুর্কাসনা ।
 স্থির হয়্যা রহে মন তেজি কল্পনা ॥
 সংযম নিয়ম আদি যোগপথ সাধি ।
 তত্ত্বজ্ঞান মন বশ করি নিরবধি ॥
 আমার মধুর মুক্তি করি উপাঙ্গনা ।
 শ্রবণ কীর্তন ধ্যান অচন বন্দনা ।
 এইরূপে বশ করি মন তুরঙ্গম ।
 আমার চরণে ধরি করিব সংযম ॥
 যদি যোগী প্রমাদে নিমিত্ত কদ' কতে ।
 দহিব সকল পাপ নিজ যোগবলে ॥
 আমার কথায় যার শ্রদ্ধা জনমিলা ॥
 সর্বকর্ম তেজিয়া নির্ঝিল যদি হৈলা ॥
 যদি বিচারিল কামভোগ দুঃখময় ।
 তেজিতে না পারে রাগ দূর নাহি হয় ॥
 গীরিত করিয়া তবে তজিব আমারে ।
 হৃদয়ে নিশ্চল করি শ্রদ্ধা পুরস্বারে ॥
 কামভোগ পরকালে দেখি দুঃখময় ।
 ভোগমাত্র করে দুঃখ ভাবিয়া হৃদয় ॥
 ভক্তিতাবে নিরবধি সতে আমি ভজে ।
 তবে আমি রহি তার হৃদয়-পঙ্কজে ॥
 হৃদিগত কাম তার সব দূর যায় ।
 সংসার তরিতে এই উত্তম উপায় ॥
 আমাকে দেখিলে সে সকল জীবময় ।
 হৃদিগত গ্রাসি ছুটে ছিঙয়ে সংশয় ॥
 সর্বকর্ম ক্ষয় তার হয় সেইক্ষণে ।
 এ বোল বুঝিয়া ভক্তি সাধিব যতনে ॥
 আমার তকত যত যোগী মহাশয় ।
 জ্ঞান বৈরাগ্যাদি তার যদি বা না হয় ॥
 পায় ভক্তিযোগে মুক্তিপদ উপাদান ।
 এই সে কারণে ভক্তি সাধে মতিমান ॥
 নানা কর্ম তপ-পুণ্য-দানধর্ম সাধি ।
 তবে জ্ঞান বৈরাগ্য যতেক হয় সিদ্ধি ॥
 স্বর্গ অপবর্গ যদি বাঞ্ছে কদাচিত্ ।
 তকত জনের মিলে অশেষ বাঞ্ছিত ॥
 আমার তকত কিছু বাঞ্ছা নাহি করে ।
 দিলেহ সম্পদ আমি দূরে পরিহরে ॥
 কৈবল্য সম্পদ আমি দিলেঅ না লয় ।
 সব ঠাঞি নিরপেক্ষ উদার আশয় ॥

নিরপেক্ষ নিষ্কাম যে জন মহামতি ।
সেই সে আমাতে লভে একান্ত ভকতি ॥
একান্ত ভকত হয় যে জন আমার ।
সুভাষিত গুণ দোষ একো নাহি তার ॥
সমস্ত সাধুবুদ্ধি বচনের পার ।

সুভাষিত কর্মে তার নাহি অধিকার ॥
আমি যে কহিল পথ যে করে আলস্য
সর্বত্র কল্যাণ বিমুপদে গতি হয় ।
ভাগবত-আচার্যের মধুরস বাণী ।
ভক্তিরস-সমুদিত প্রেমতরাজিনী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
বিশোধিনীতমঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায় ।

বরাড়ী রাগ ।

এই সে আমার পথ ভকতি লক্ষণ ।
সুদৃষ্টি বৈরাগ্য যাহাতে উতপন্ন ॥
এ পথ তেজিয়া যেবা ক্ষুদ্র পথে চলে ।
চঞ্চল জীবন পাইয়া কামভোগ করে ॥
গতাগত দুঃখ দূর না হয় তাহার ।
জনম মরণ মাত্র দুঃখ সতে সার ॥
ভক্তি-জ্ঞানে দোষগুণ একো হি না ধরি ।
কর্ম পথে দোষ গুণ বুঝিয়া বিচারি ॥
যার যে যে অধিকার সেই গুণ কহি ।
নিরর্থক বিলম্বন দোষ হয় সেই ॥
দ্রব্যগত দোষগুণ করিয়া বিচার ।
সুদৃষ্ট নিরুপিয়া করি ব্যবহার ॥
ধর্ম-ব্যবহার দেহ ধারণ কারণে ।
আচার কারণে ধর্ম করি নিরুপণে ॥
ধর্মপর জনে এই দেখাই আচার ।
ভক্তি-জ্ঞানে নাহি কভু কর্ম অধিকার ॥
নানা নাম রূপ তার বেদবাণী ধরে ।
সকল সমান দ্রব্য নানা ভেদ পরে ॥
পঞ্চভূত দেহে করে বিবিধ ভাবনা ।
লোক ব্যবহার-হেতু বিবিধ কল্পনা ॥
দেশ কাল দ্রব্যগতি নির্ণয় করিয়া ।
দোষগুণ ধরি আমি দ্রব্য বিচারিয়া ॥
কৃষ্ণসারমৃগ-দ্বিজ ভক্তহীন দেশ ।
সে দেশ বর্জিব তাহে নাহি পুণ্যলেশ ॥
সুপুঙ্খ বৈসে যথা বৈসে কৃষ্ণসার ।
পুণ্যভন সে দেশ কর্মের অধিকার ॥ ১)

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সংস্কর বর্জিত ।
যে দেশ উত্তরভূমি সে দেশ পাত্তিত ॥
সুদৃষ্ট বুদ্ধি কর্ম করি শুদ্ধকালে ।
অশুদ্ধ সময়ে কর্ম ফল নাহি ধরে ॥
শুদ্ধকাল পাইয়া কর্ম করে বিচক্ষণ ।
অশুদ্ধ সময়ে সর্বকর্ম বিবর্জন ॥
দ্রব্যগত সুদৃষ্ট করিয়া নির্ণয় ।
শুদ্ধদ্রব্য দিয়া কর্ম করে শুদ্ধায় ॥
কোন দ্রব্য শুদ্ধ হয় সন্নিহিত প্রাক্ষণে ।
কোন দ্রব্য শুদ্ধ হয় ব্রাক্ষণ-চক্রে ॥
কোন দ্রব্য শুদ্ধ হয় সংস্করণ-বিশেষে ।
অশুদ্ধ জানিবে দ্রব্য অশুদ্ধ পরশে ॥
কোন দ্রব্য অশুদ্ধ পাত্তিত পরশনে ।
কোন দ্রব্য দুষ্ট হয় অশুদ্ধ বচনে ॥
কোন দ্রব্য কালে শুদ্ধ কালে দুষ্ট হয় ।
এইরূপে সুদৃষ্ট করিব নির্ণয় ॥
অশৌচ সময়ে হয় অশুদ্ধ সকল ।
গ্রহণ সময়ে হয় পবিত্র কেবল ॥
ধাতু তৃণ দারু শুদ্ধ হয় চিরকালে ।
অস্থি চর্ম ভূমি শুদ্ধ হয় রবিজালে ॥
রস-দ্রব্য ধাতু-দ্রব্য শুদ্ধ হতাশনে ।
পথ ভূমি শুদ্ধ হয় আলোপ পবনে ॥
গোময় মার্জনে শুদ্ধ অজল চন্দ্রয় ।
জল যুক্তিকারে শুদ্ধ বাহু কলোবর ॥
স্নান দান ভণ্ড শৌচ বিবিধ সংস্কারে ।
কলোবর শুদ্ধ হয় নানা পরকারে ॥
আমার অরণে ধীর শোষিব অস্তর ।
শুদ্ধ হোয়া কর্ম তবে সাধিব সকল ॥

(১) পাঠান্তর,—সে দেশে পাপের কিছু নাহি অধিকার ।

শুক্লমুখে মঙ্গলান মঙ্গের শোশন ।
 কৰ্ম শুদ্ধ আমার চরণে সমর্পণ ॥
 শুদ্ধ হৈয়া শুদ্ধ দ্রব্যে শুদ্ধ কৰ্ম করি ।
 তবে সে পরম ধর্ম সাধিবারে পারি ॥
 শুদ্ধকালে শুদ্ধকর্ম শুদ্ধদ্রব্য দিঞা ।
 বিচার না করে শুদ্ধ কৰ্ম শুদ্ধ হৈখা ॥
 সেই সে অধর্ম হয় ধর্ম বিপরীত ।
 যেই গুণ সেই দোষ শুদ্ধ বিবজ্জিত ॥
 যেই দোষ সেই গুণ বিধিযুক্ত হৈলে ।
 গুণ-দোষ ধরি বিধি নিয়মের বলে ॥
 গুণ দোষ যার যে যে সহজ আচার ।
 গুণ দোষ নাহি তাথে কুল ব্যবহার ॥
 কর্মদোষ পাতকীর পাতক না হয় ।
 সহজে পাতকী বর্ষ করে দোষময় ॥
 সহজে পাতকী হীন পাতক চণ্ডাল ।
 সুরাপান আদি করে নিদিত আচার ॥
 পাতকীর পাতক না হয় দুরাচারে ।
 আছাড়ে পড়িলে আদ না পড়ে আছাড়ে
 যাথে যাথে হৈতে লোক হয় নিবর্তন ।
 তাথে তাথে হৈতে তার হয় বিমোচন ॥
 এই সে পরমধর্ম দুঃখ নিবারণে ।
 বিষয়ে আসক্তি হয় বিষয় ধৈর্যানে ॥
 আসক্তি জন্মিলে কাম বাঢ়ে অমূল্য ॥
 কাম বাঢ়াইলে সব হয়সে চেনন ॥
 কাম জন্মিলে বাঢ়ে বিরোধ কন্দল ।
 কন্দল বাঢ়িলে ক্রোধ বাঢ়ে নিরন্তর ॥
 তমোগুণে তবে তার চেনন সংহরে ।
 চেনন হরিলে রহে শূন্য কলেবরে ॥
 এই হেতু কামী পাপ করে নিরন্তর ।
 কামে বশ হয় পড়ে নরক ভিতর ॥
 বুদ্ধিভ্রম হয় তার মুচ্ছিত সমান ।
 মৃত-তুল্য নিজপর না হয় গেলান ॥
 বুদ্ধপ্রায় ব্যর্থ জীয়ে যেন চর্মকোষ ।
 বিষয়ের সঙ্গে এহি সব নানাদোষ ॥
 যত ফলশ্রুতি শুনি যত কর্মফল ।
 কর্ম ঋচি হেতু মাত্র জানিব সকল ॥
 পরিভ্রাণ হেতু কিছু নহে ফলশ্রুতি ।
 তত্ত্ব না বুঝিয়া ফল কহে জড়মতি ॥
 রোগ নিবারণ হেতু ঔষধ খাওয়াই ।
 খণ্ড লাড়ু দিয়া যেন ছাও(রা)ল ভণ্ডাই ॥
 এইমত ফলশ্রুতি মূর্থ বুকাইতে ।
 প্রবর্ত্ত করার বেদ মূর্খে কর্মপথে ॥

জনমিঞা মাত্র জীব কণ্ঠভোগে রত ।
 আকুল হৃদয় ধন স্তত দারগত ॥
 অর্থে কারণ ধন স্তত পরিবার ।
 ইহাতে আকুল চিত্ত সন্তত সভার ॥
 তত্ত্ব বিস্মরিঞা ভ্রমে এ ঘোর সংসারে ।
 সহজে অবর লোক কর্মপথে চলে ॥
 তবে কেনে নিয়োজিব পুণ্য কর্মপথে ।
 আপনে পণ্ডিত বেদ জানেন সাক্ষাতে
 বেদতত্ত্ব না জানিঞা কুপণ্ডিতগণে ।
 কুসুমিত ফলশ্রুতি তত্ত্ব করি মানে ॥
 অজ্ঞান পণ্ডিত তারা জ্ঞানে বিমোহিত ।
 পুষ্প ফলশ্রুতি ধরে কুপণ বঞ্চিত ॥
 কামলোভে মূঢ়মতি করে মধুপান ।
 নিজলোক পরলোক নাহি ভেদজ্ঞান ॥
 এ সবে আমাকে না জানিল কদাচিত ।
 হৃদিগত প্রভু আমি সাক্ষাতে বিদিত ॥
 প্রাণ মাত্র ভূপিত করয়ে বেদজড় ।
 বিষয় ধৈর্যানে চিত্ত আকুল কেবল ॥
 আমার সম্মত পথ এই সুনিশ্চিত ।
 তত্ত্ব না বুঝিয়া ফল মানে কুপণ্ডিত ॥
 যদি হিংসা করিব ছাড়িতে নাহি পারে ।
 তবে পশু হিংসিবে কেবল যজ্ঞকামে ॥
 নহে বেদবিধি তাহে আছে কণ্ঠস্থিত ।
 বেদতত্ত্ব না বুঝিয়া ভ্রমে কুপণ্ডিত ॥
 পশুবধ কোতুকে করয়ে যে যে জনা ।
 নানা যজ্ঞে দেব পিতৃ করে আরাধনা ॥
 ইহলোক পরলোক স্বপন সমান ।
 দেখিতে শুনিতে মাত্র শ্রিয় হেন ভাণ ॥
 ইহার কারণে নানা প্রাণিবধ করে ।
 খনের কারণে নিজ ধন পরিহরে ॥
 সঙ্কল্প করিয়া ধন তেজে আপনার ॥
 ধন দিয়া ধন যেন কিনে বাণিজ্যার ॥
 রজোগুণে তমোগুণে হয়সে চেননা ।
 ইন্দ্র আদি দেবগণে করে উপাসনা ॥
 শ্রদ্ধা নাহি করে চিত্তে আমার ভজনে ।
 নানা যজ্ঞ করে দেব-পিতৃ-আরাধনে ॥
 এই অমুখান করে চিত্তের ভিতরে ।
 এথা থাকি দেব পিতৃ ভাজ নিরন্তরে ॥
 এই পুণ্য স্বর্গভোগ করিব বিহার ।
 এথা আসি জনম লাভিব আরবার ॥
 মহাকুল মহাধন দিব। ঘর পুরে ।
 এহিঙ্গপে বিহরিব কত কত বায়ে ॥

এই পরকারে চিত্ত ভ্রমে নিরবধি ।
 পুষ্ণিত বচনে উপজয়ে ফল-বুদ্ধি ॥
 কামেতে ব্যাকুল চিত্ত বাঢ়ে যদ মানি ।
 স্তব্ধ হঞা করে দ্বিজ গুরু অবজ্ঞান ॥
 আছক আমায় ভক্তি সাধিব সে জনে ।
 আমার পবিত্র কথা না শুনে শ্রবণে ॥
 কংকণ দেবকণ্ড জ্ঞানকণ্ড শ্রুতি ।
 ব্রহ্মপর সর্ববেদ ব্রহ্মেতে উৎপত্তি ॥
 পরমুখে ব্রহ্মমাত্র পরোক্ষে বুঝায় ।
 সাক্ষাতে না কহে পর দ্বারেতে দেখায় ॥
 শব্দব্রহ্ম বেদ যেন সমুদ্র বিশাল ।
 দ্ব্যক্শোদ গভীর বেদ নাহি অন্ত পার ॥
 পরিপূর্ণ ব্রহ্ম আমি অনন্ত শক্তি ।
 আমাতে অর্পিত আমি হইতে উৎপত্তি ॥
 অনন্ত চরিত নানা স্বরভেদ শ্রুতি ।

কে বুঝিবে বেদভঙ্গ্য হুল হৃদয় গতি ॥
 বটচক্র ভেদিয়া নাদ উঠে ব্রহ্মময় ।
 সেই নাদে নানা বর্ণ স্বর ভেদ হয় ॥
 গন্ধ পদ্ম ছন্দোময় বিবিধ ভাষণ ।
 নানা ছন্দ স্বরভাষা করে নিরূপণ ॥
 কিবা করে কিবা বোলে বিবিধ কল্পনা ।
 বেদ অভিপ্রায় বুঝে আছে কোন জনা ॥
 সতে আমি বিচক্ষণ বেদভঙ্গ্য জ্ঞানি ।
 আমি বিনে কে আর বুঝিবে বেদবাণী ॥
 আমাকে বুঝায় বেদ নানা ভেদ কহি ।
 মায়ামাত্র সকল দেখায় আমি বহি ॥
 না বুঝিয়া বেদভঙ্গ্য জড়মতি জনে ।
 তর্কবলে বহুবিধ কল্পিত বাথানে ॥
 ভাগবত আচার্য্যের মধুরস ভাষা ॥
 সব পরিহারি তাই কৃষ্ণে ধর আশা ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
 একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

ভাটিয়ালী রাগ ।

উদ্ধব পুছিল তবে তত্ত্ব জানিবারে ।
 এক তত্ত্ব কিবা কৃষ্ণ বহু পরকারে ।
 নানা পরকার তত্ত্ব বলে মুনিগণে ।
 কেহ ছয় সাত চারি একাদশ মানে ॥
 পঁচিশ ছাফিশ কেহ বলে সপ্তদশ ।
 কেহ বলে নব একাদশ ত্রয়োদশ ॥
 কেহ বলে তত্ত্বভেদ ষোড়শ প্রকার ।
 নব একাদশ তিন সম্মত আমার ॥
 তিন পাঁচ নব একাদশ তত্ত্ব বিনে ।
 আন নাহি তিন নাথ তোমার বদনে ॥
 নানা পরকার তত্ত্ব মুনিগণে কহে ।
 সব সত্য কিবা নাথ নানা ভেদ নহে ॥
 ভূত্যের বচন শুনি দেব চূড়ামণি ।
 কহিতে লাগিল চিত্তগত ভ্রম জানি ॥
 সব ঠাঞি শক্তি মূল কহে মুনিগণে ।
 বচনে দুর্বট কিছু নাহি ত্রিভুবনে ॥
 বিমোহিত মুনিগণ মায়ায়ে আমার ।

তর্কবলে বোলে তত্ত্ব নানা পরকার ॥
 কুতর্ক-বিবাদ-বলে নানা শক্তি ধরে ।
 নানা ভেদ তত্ত্ব কহে নানা পরকারে ॥
 মুনিগণে তত্ত্ব কহে নানা পরকার ।
 আমি যে কহিল তত্ত্ব সেই মাঝে গার ॥
 বিবাদ-বচনে তর্ক বাঢ়ে অভিযার ।
 তে কারণে মুনিগণে নানা ভেদ কয় ॥
 সত্যের বচনে আছে যুগতি ঘটনা ।
 তে-কারণে কার ব্যাক্য না করি খণ্ডনা ॥
 আমার মায়ায় মুনি নানা শক্তি (১) বলে ।
 সত্যের বচন আমি স্থাপি যুক্তিমূলে ॥
 তিলেক বিচ্ছেদ নাহি পুঙ্খ দৈবরে ।
 বিকল্প কল্পনা ব্যর্থ জ্ঞানহীন করে ॥
 তথাপি সত্য আমি স্থাপিএ বচন ।
 মতভেদে যুক্তি কহে সব মুনিগণ ॥

শক্তিভেদে তত্ত্ব ঘটে যত পরকার ।
কহিল সকল সায় করিয়া বিচার ॥ (১)
যুক্তিমূল ভ্রায়বাণী শুনিতে শোভন ।
পণ্ডিত জনের নাহি দুর্ধট বচন ॥
ঈশ্বরের বচন শুনিঞা গুণময় ॥ (২)
উদ্ধব জিজ্ঞাসে তবে ভাবিয়া বিষয় ॥
ঈশ্বরের ভিন্ন যদি পুরুষ প্রকৃতি ।
অত্রোক্তে আশ্রয় দুহে একত্র বসতি ॥
পুরুষে প্রকৃতি থাকে প্রকৃতি পুরুষে ।
দুহাং বিচ্ছেদ নাহি দুহে দুহা বসে ॥
চিহ্নের সংশয় মোর ছেদহ শ্রীহরি ।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ পুরুষকেশরী ॥
তোমার মায়ায় সর্ব জীব বিমোহিত ।
তোমার রূপায় জ্ঞান হ্রদয়ে উদিত ॥
সর্বজীব আত্মা তুমি জ্ঞান মায়াগতি ।
জ্ঞানগম্য শুক তুমি সর্বজীব-পতি ॥
এতেক বচন শুন দৈবকৌনন্দন ।
পুরুষ প্রকৃতি গত কহিলা কারণ ॥
প্রকৃতি-পুরুষগত সংযোগ বিচ্ছেদ ।
বিতারিয়া কহিল সকল গুণভেদ ॥
পুরুষ প্রকৃতি ভেদ করিয়া নির্গম ।
নিজ ভূত্যা উদ্ধবে বুঝাইল রূপাময় ॥
তবে আর পুছিল উ ব মতিমান ।
মোর নিবেদন নাথ কর অবধান ॥
তোমার বিমুখজন নানা দেহ ধরে ।
কর্ম্মপথে গতাগত দুঃখ ভোগ করে ॥
কিরূপে শরীর ধরে তেজে কোন্ রূপে ।
গতাগত দুঃখ ভোগ করে কর্ম্মপাকে ॥
কৃপা যদি কর নাথ ভকতবৎসল ।
কহ দেব গোবিন্দ মাধব দামোদর ॥
উদ্ধবের বচন শুনিঞা জগন্নাথ ।
জীবগতি কহে প্রভু ভূত্যের সাক্ষাত ॥
মনে নানা কষ্ট সৃজে মন কষ্টময় ।
যে দেহে শরীরে গন্য তথা হয় ॥
পাছে পাছে চলে আত্মা যথা চলে মন ।
অহঙ্কারে বধ আত্মা অদৃষ্ট কারণ ॥
বিষয় সঙ্গীত - - - মনোরথে ।
ইন্দ্রপদ সুরপদ চিন্তে শ্রুতিপথে ॥

রাজপদ সুখভোগ দেখিয়া ধোয়ায় ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মন সর্বত্র বেড়ায় ॥
চিন্তিতে যথায় গিয়া স্থির হয় মন ।
সেইরূপে পূর্বদেহ হয় বিস্মরণ ॥
একান্ত প্রবেশ গিয়া পরদেহে করে ।
অতিশয় বিস্মরণ পূর্ব কলেবরে ॥
পূর্বদেহ পাসরিয়া পরদেহ-সঙ্গ ।
এই মৃত্যু জীবের পূর্বব স্মৃতিভঙ্গ ॥
পূর্বদেহ পরিত্যাগ পরদেহ ধরি ।
সর্বভাবে রহে মন আত্মভাব করি ॥
জীবের জন্ম এই শরীর-স্বীকার ।
পূর্ব পাসরিয়া পর শরীরে সঞ্চার ॥
স্বপ্ন-মনোরথে জীব যে যে রূপ ধরে ।
সেই সেই রূপ ধরি পুরুষ পাসরে ॥
জনম মরণ দুই এক নহে সাঁচা ।
জাগিলে স্বপন যেন সব হয় মিছা ॥
ভ্রম আদি মরণ পর্য্যন্ত জীবধর্ম্ম ।
কহিল সকল হরি (১) বিচারিয়া ধর্ম্ম ॥
তব গিরি কাঁপে যেন জলের কম্পনে ।
পৃথিবী ভ্রমে যেন আঁখির ভ্রমে ॥
স্বপনে অনর্থ যেন কেবল ভ্রমে ।
এইরূপ সব মিথ্যা জন্ম মরণ ॥ (২)
বুঝিয়া উদ্ধব তুমি চিত্ত স্থির কর ।
বিষয়-আপদ-পদ দূরে পরিহর ॥
কিছু সত্য নহে সব বিকল্প-কল্পিত ।
ভ্রম পরিহর তুমি স্থির কর চিত্ত ॥ (৩)
অধিক্ষেপ কেহ যদি করে অপমান ।
ভৎসন তাড়ন কেহ করে অবজ্ঞান ॥
স্তুতি পূজা করে কেহো করে উপহাস ।
কেহো বাক্যে কেহ মারে কেহো ধনদাশ ॥
খোলায় খাপরে কেহো ধূল ফেলি মারে ।
মুতিয়া ভরায় অস্ত্র কেহো বাউ ছাড়ে ॥
তথাপি না চলে ধীর গভীর আশ্রয় ।
অদৃষ্ট মানিঞা চিত্ত স্থির হয়্যায় রয় ॥
উদ্ধব পুছিল তবে মনে পাঞা ভয় ।
কে হেন পুরুষ আছে এত দুঃখ ময় ॥

(১) পাঠান্তর—“এব”।

(২) পাঠান্তর—“একরূপে জ্ঞান সব—”

অন্তর “এইরূপে দুই মিথ্যা—”

(৩) পাঠান্তর—

“ভ্রম পরিহর তুমি স্থির কর চিত্ত ।

পূত্র কলত্র করি না কর প্রতীত ॥”

(১) পাঠান্তর—“কহিল সকল হরি করিয়া বিচার ।”

অন্তর—“তোমা করিয়া বিচার ।”

(২) পাঠান্তর—“উদ্ধবের বুঝাইল প্রভু গুণময় ।”

কুবচন শরে যার বিক্লি মরমে ।
চিস্ত নিবারণ হেন আছে কোন জনে ॥
তোমার পদারবিন্দ-সুধারস পানে ।
নিরবধি মত্ত হৈয়া রহে মহাজনে ॥

কে এত সহিব দুঃখ বচন-প্রহার ।
এহি বড় নাথ মোর চিস্তে চমৎকার
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর-বাণী ।
কৃষ্ণগুণ সমুদিত প্রেমভরজিগী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
ষাণ্মিংশ অধ্যায় ॥ ২২ ॥

ষাণ্মিংশ অধ্যায় ।

উদ্ধবের বচন শুনিয়া দামোদর ।
ভৃত্য প্রাশংসিয়া কৃষ্ণ কি দিলা উত্তর ॥
ভাল তুমি कहিলে উদ্ধব মন্তমান ।
যে তুমি कहিলে সত্য কভু নহে আন ॥
চিস্ত সমাধিতে পারে দুর্জয়-বচনে ।
এমন পুরুষ নাহি এ তিন ভুবনে ॥
রিপু বাণে অজ যদি হয় জর জর ॥
তত্বত না হয় দুঃখ চিস্তের ভিতর ॥
যেদ্রুপ দুর্জয়ন কুবচন-ভীকুবাণে ।
অস্তর ভেদিয়া বিক্রে মর্য্য স্থানে স্থানে ॥
কিন্তু এক মহাপুণ্য আছে ইতিহাস ।
তোমার শাস্তাতে আমি করিব প্রকাশ ॥
অবস্তিনগরে এক আছিল ব্রাহ্মণ ।
দম্ভাচার কামী লোভী ক্রোধপরায়ণ ॥
কুসৃত্তি করিয়া ধন উপাঞ্জন করে ।
বাণিজ্য বন্ধক কৃষি ধার উপধারে ॥
জ্ঞাতি বন্ধু অতিথি না সেবে কদাচিত ।
বাক্য মাঝে ব্রাহ্মণ না করে পরহিত ॥
দুঃশীল কদর্য্য বিপ্র দুষ্ট দুরাচার ।
দাস দাসী ভরণ না করে পুত্র দার ॥
কারেঅ না দেয় বিপ্র আপনে না খায় ।
যক্ষবত ধন রাখে আকুল সদায় ॥
এইরূপে বঞ্চিত রহিল কথোকাল ।
ত্রুড় হৈল জ্ঞাতি বন্ধু ভৃত্য স্ত্রুত দার ॥
কথোধন হরি নিল পুত্র পরিবারে ।
দাস দাসী কথোধন নিল দম্ভ্য চোরে ॥
আন্তনে পুড়িল কথো ভলে নষ্ট হৈল ।
নানাপাকে ব্রাহ্মণের সব ধন গেল ॥
পুত্র দারে ভেজিল ভেজিল বন্ধুগণে ।
দাস দাসী ভেজি গেল নিজ পরিজনে ॥

চিস্তিতে লাগিল বিপ্র মনে পাঞা খেদ ।
ধননাশ হইল বন্ধু বান্ধব বিচ্ছেদ ॥
চিস্তিতে চিস্তিতে বিপ্র পড়িল সংশয় ।
অস্তরে বৈরাগ্য হৈল হেনপ্রি সময় ॥ (১)
ধিক্ ধিক্ জন্ম মোর জনম বিফল ।
আপনার দোষে হৈলু আপনে বিকল ।
বার্থ নিজ কলেবর পোড়াইলু তাপে ॥
সর্ব্বত্র বঞ্চিত হৈলু নিজ কন্মপাকে ॥
পুত্র মিত্র কলত্র বান্ধব পরিবার ।
বুধা দুঃখ দিয়া ধন সঞ্চিলু অপার ॥
ধর্ম্ম কাম তেজিলু সকল সুখভোগ ।
প্রায় ধন হৈল মোর বিনাশের যোগ ॥
ইহলোকে সর্ব্বনাশ কৈল আপনার ।
পরলোকে কেবল নরক মাত্র সার ॥
আজ্ঞতে সাধিতে ধন করিতে সক্ষম ।
খাইতে বাচাইতে ধন ব্যয় অপচয় ॥
শ্রম চিন্তা লম ভয় এই মাত্র সার ।
ধনে হৈতে সর্ব্বনাশ হয় আপনার ॥
চুরি হিংসা মিথ্যা দম্ভ কাম ক্রোধ গর্ভ ।
মদভেদ বৈর অবিশ্বাস ধনদর্প ॥
এ সব অনর্থ হয় ধনের কারণে ।
এ বোল বুঝিয়া ধন তেজে বৃথাজনে ॥
ধনে হৈতে লাভভেদ পিতা-পুত্রভেদ ।
পুত্র দার পরিবার করায় বিচ্ছেদ ॥

(১) পরিষৎ কর্তৃক পুস্তকের পাঠ,—

“ভেদ বৈর অবিশ্বাস ধন জন ল্প ।
সকলি বিনাশ হৈল মন হৈল খর্ব্ব ।
এ সব অনর্থ চিস্তিতে বিপ্র পড়িল সন্দেহ ।
অস্তরে বৈরাগ্য হৈল মনে পাঞা ভয় ॥”

অল্প কারণে হরে সকল মহিমা ।
 অল্প হেতুতে হয় মর্যাদা লক্ষ্যনা ॥
 অল্প কারণে বৈর বাটে নিরন্তর ।
 অল্প কারণে বাটে বিরোধ কন্দল ॥
 এতেক মাছুষ জন্ম তাহে দ্বিজকুলে ।
 অমর নগরবাসী যার বাঙা করে ॥
 হেন জন্ম পাঞা তাথে কৈল অনাদর ।
 ধনের কারণে মুঞি তেজিল সকল ॥
 স্বর্গ অপবর্গ হেতু মাছুষ জনম ।
 তাহা উপেক্ষিলুঁ মুঞি ধনের কারণ ॥
 দেব ঋষি পিতৃগণ না পুজিলুঁ ধনে ।
 সকল তেজিলুঁ মুঞি ধনের কারণে ॥
 দেবধন্য তেজিলুঁ তেজিলু বন্ধুগণ ।
 আপনা বঞ্চিলুঁ মুঞি হর্যা যক্ষাধম ॥
 বএস টুটিল মোর বার্থ গেল কাল ।
 ধননাশ হৈল এবে কি করিব আর ॥
 ঈশ্বরমায়ায়ে লোক সব বিমোহিত ।
 ধন-হেতু বার্থ দুঃখ পায় কুপণ্ডিত ॥
 ধনে বা ধনিকে আর কোন প্রয়োজন ।
 কাল-মৃত্যু-মুখে মুঞি পাড়িলু এখন ॥
 নিশ্চয় জানিলুঁ তুষ্ট হৈল নারায়ণ ।
 বৈরাগ্য ভয়িল মোর নিস্তার কারণ ॥
 পূর্ব পুণ্যে মিলে মোর হেন পুণ্যলক্ষণ ।
 তেজিলুঁ সকল মুঞি ধন-জন-আশা ॥
 সাধিব সকল সিদ্ধি হৈব উপাদান ।
 ঋণিব দুর্গতি মোর হব পরিত্রাণ ॥
 আছিল ঋট্যাক্র নামে এ মহীপাল ।
 তিলেক সাধিয়া সিদ্ধি হৈলা ভবে পার ॥
 মুঞি আজু মনে দটাইলু সে যুগতি ।
 সাধিব সকল সিদ্ধি তরিব দুর্গতি ॥
 এ বোল বলিয়া বিপ্র চলিল সত্বরে ।
 শাস্ত দাস্ত হয়্যা পৃথী পধ্যটন করে ॥
 অলক্ষিতে লমে দ্বিজ অবধূতবেশে ।
 ভিক্ষা-হেতু পুরগ্রাম নগর প্রবেশে ॥
 ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ কুপট মলিন ।
 অবদোত বেশ ধরে জাতি বর্ণহীন ॥
 দুর্গত দেখিয়া কেহ করে অবজ্ঞান ।
 দুষ্টগণে বেচি করে নানা অপমান ॥
 কেহ দণ্ড কমণ্ডলু কাটি লৈয়া যায় ।
 বজ্রহস্তে ছিড়ি কেহো সত্তরে পেলায় ॥
 কেহো ভাঙ্গা বস্ত্রখানি কাঁথা কাটি লয় ।
 হাসিয়া খেদায় কেহো ভৎসে অতিশয় ॥

মাগিয়া যে কিছু বিপ্র আনে অন্নজল ।
 মৃত্তিয়া ভরায় কেহো তাহার উপর ॥
 অধোবায়ু ছাড়ে কেহ সন্মুখে আসিয়া ।
 মারিয়া বোলায় কেহ বোল না দেওয়া ॥
 তর্জন গর্জন কেহো ভৎসন তাড়ন ।
 ধর মার করে কেহো বন্ধন মারণ ॥
 সর্বনাশ হৈল তেজি গেল বন্ধুগণে ।
 কপটে সন্ন্যাস বেশ ধরে তে-কারণে ॥
 চুরি জ্ঞানি করে বিপ্র কার ধরে বৈসে ।
 মারিয়া খেদাহ যেন এগাতে না আইসে ॥
 বকবত চাহে বিপ্র মৌন আচরিয়া ।
 কার ঘরে চুরি জ্ঞানি করে প্রবেশিয়া ॥
 এই বলি দুষ্টজনে দেখায় তরাস ।
 কেহ মায়ে কেহ বান্ধে কেহো পরিহাস ॥
 ধৈর্য্য আলমিয়া বিপ্র মনে দুঃখী নহে ।
 অদৃষ্ট মানিয়া বিপ্র সব দুঃখ সহে ॥
 যখনে যে হয় বিপ্র না করে বিচার ।
 অদৃষ্ট-অদীন দুঃখ মিলে বার বার ॥
 ধৈর্য্য আলমিয়া বিপ্র কহে একি কথা ।
 কার কভু কেহ নহে সুখ-দুঃখদাতা ॥
 সুখ দুঃখ-হেতু নহে এ লোক আয়ার ।
 ন দেব ন গ্রহগ-নহে কঃকাল ॥
 সুখ দুঃখ কারণ কেবল মাৎমন ।
 সুখ দুঃখ দুই মিথ্যা মনোময় ভ্রম ॥
 মনে দোষভুগ স্বজ্ঞে মনে নানা কথ্য ।
 মনে সুখ দুঃখ স্বজ্ঞে মনে নানা ধর্ম্য ॥
 মন নিরোধিলে হয় সব নিরোধন ।
 মন বশ হৈলে বশ হয় জিহুবন ॥
 সমাধি ধারণা ধ্যান কার ব্রত দান ।
 কত পরকারে করি মন সমাধান ॥
 শত্রু মিত্রে নিজ ৩র মনের কল্পনা ।
 মন সে স্বজ্ঞিতে পারে দুর্বট ঘটনা ॥
 চঞ্চল দুষ্কর মন শত্রু মহাবলী ।
 মন নিরোধিলে সব নিরোধিতে পারি ॥
 দুঃস্বপ্ন দুষ্কর শত্রু না জিনিঞা মন ।
 মিথ্যা শত্রু মিত্রে করি মরে মূঢ়জন ॥
 অসত্য মাছুষ-তনু পাঞা মনোময় ।
 মুঞি মোর করিয়া বঞ্চিত দুঃখশর ॥
 অন্ধমতি হয়্যা ফিরে দুঃস্বপ্ন সংসারে ।
 শত্রু মিত্রে নিজ পর অকারণে করে ॥
 সুখ-চঃখদাতা কেহো নাহি ত্রিভুবনে ।
 মিছা কাজে শত্রু মিত্রে করে অকারণে ॥

আপনার জিহ্বা কাটে আপন দশনে ।
করিব কাহাকে ক্রোধ বুদ্ধি অজ্ঞানে ॥
এক দেহে আর দেহ করে অপকার ।
কি দোষ জীবের তাথে জীব নির্বিকার ॥
এক অঙ্গ আপনার আর অঙ্গে হানে ।
বুঝ দেখি কারে ক্রোধ করিব তখনে ॥
যদি বল গ্রহদোষে সুখ দুঃখ মিলে ।
সেহ মিছা এক গ্রহ আর গ্রহ পীড়ে ॥
কর্ম সুখদুঃখ-হেতু সেহ সত্য নয় ।
আত্মা নিরমল ব্রহ্ম নিত্য সুখময় ॥
যদি বল সুখ দুঃখ হয়ে কালে কালে ।
আত্মার কি দায় তাথে কালে সব চরে ॥
সুখ দুঃখ নাহি তাথে দেখ জড়ময় ।
পরমপুরুষ আত্মা হংস নিরাশ্রয় ॥
কার সুখ কার দুঃখ কেবা নিজ পর ।
বিচারে বুঝিল এই অনিত্য সকল ॥

অহঙ্কারে বন্দী জীব এ ঘোর সংসারে ।
শত্রু মিত্র সুখ দুঃখ মানে অহঙ্কারে ॥
এতেক বলিয়া বিপ্র মনে কৈল সার ।
শ্রীহরি-চরণ বিনে না চিন্তিল আর ॥
নষ্টধন হৈয়া বিপ্র নিরমল চিতে ।
পৃথীপর্ষাটন বিপ্র করে হরষিতে ॥
মুকুন্দ-পদারবিন্দ করিয়া চিন্তন ।
বিষ্ণুপদে প্রবেশিল ছুটিল বন্ধন ॥
এ বোল বুঝিয়া বাপু সব পরিহর ।
আমাতে অর্পিয়া মন স্থির করি ধর ॥
ভিক্ষুগীতা পুণ্যময়ী যে করায় শ্রবণ ।
শ্রদ্ধা-করি ধরে শুনে যে করে পঠন ॥
কাম ক্রোধ খণ্ডে তার সুখ দুঃখ নাশ ।
নিজ সুখে পরিপূর্ণ বিষ্ণুপদে বাস ।
ভাগবত আচায্যের মধুরস-ভাষা ।
গদাধর-পদরজ পরম ভরসা ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

সাধ্যাযোগ কহি বৎস কর অবধান ।
তুমি ভূত প্রিয় সখা ভকত-প্রধান ॥
বিকল্প-বর্জিত জ্ঞান আছিল প্রথমে ।
বিবেকপ্রধান লোক আছিল তখনে ॥
জ্ঞানময় ব্রহ্ম আদিযুগ সত্যযুগে ।
সেই ব্রহ্ম দুই রূপ হৈল দুই ভাগে ॥
এক ভাগে হৈল মায়ী-প্রকৃতি-স্বরূপা ।
সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কারিণী জড়রূপা ॥
আর ভাগে হৈল মহাপুরুষ ঈশ্বর ।
দুই ব্রহ্ম নিরমল ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল ॥
প্রকৃতির তিন গুণ সত্ত্ব রজ তম ।
তিন গুণ হৈতে হৈল সূত্র উতপন্ন ॥
স্বরূপ হৈয়া তবে মচত জন্মিল ।
তাহা হৈতে গুণময় অহঙ্কার হৈল ॥
তিন ভাগে অহঙ্কার হৈল তিন গুণে ।
পঞ্চম বিষয় হৈল তমোময় হনে ॥
একাদশ ইন্দ্রিয় রাজস অহঙ্কারে ।
বৈকুণ্ঠে দেবভাগ্য জন্মিল সংসারে ॥

এ সব জন্মিঞা কেহ একত্রে না হয় ।
তবে আমি প্রবেশিল সভার হৃদয় ॥
সকলে মিলিয়া তবে সৃজিল ব্রহ্মাণ্ড ।
হেমময় আমার বিহার ক্রোড়াভাণ্ড ॥
জলের উপরে ভাসে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ।
আপনে রহিলু আমি তাহার ভিতর ॥
পদ্ম জনমিল নাভি-বিবরে আমার ।
তাথে জনমিল ব্রহ্মা আদি অবতার ॥
রজোগুণে জনমিঞা ব্রহ্মা সুরেশ্বর ।
দিব্য তপ কৈল দিব্য শক্ত বৎসর ॥
অল্পগ্রহ আমার লভিয়া সেই কালে ।
সৃষ্টি করে প্রজাপতি বিবিধ প্রকারে ॥
চৌদ্ধ ভুবন ব্রহ্মা ত্রৈলোক্যে গরে ।
সৃজিল সকল দেব দিব্য ত্রৈলোক্যে ॥
স্বর্গলোক সৃজিলা ব্রহ্মা দেবের বসতি ।
ভূর্লোক সৃজিলা তাথে মর্ত্য লোক স্থিতি ॥
তুবলোক সৃজে যাতে ভূত-প্রেতগতি ।
তাহার উপরে সৃষ্টি করে প্রজাপতি ॥

সিদ্ধগণ যোগিগণ বাহাতে সঞ্চারে,
সৃষ্টি করে ব্রহ্মা তিন লোকের উপরে ॥
পৃথিবীর তলে ব্রহ্মা সৃজিল পাতাল ।
অম্বর পন্নগ নাগ তাহাতে সঞ্চার ॥
এই তিন লোক মাঝে ভ্রমে কৰ্ম্মিগণ ।
যোগী সন্ন্যাসীর হয় উপরে গমন ॥
মহলৌক জন তপ সত্যলোকে স্থিতি ।
তত্ত্বিযোগে আমার বৈকুণ্ঠলোকে গতি ॥
ব্রহ্মাক্রমে সৃজি আমি এ লোক আধার ।
কালক্রমে করি আমি জগতসংহার ॥
অনিত্য সংসার গুণযুত কৰ্ম্মময় ।
ইহাতে মজিয়া দুঃখ ভুঞ্জে অতিশয় ॥
স্থূল সূক্ষ্ম তণ বেণু স্থাবর জঙ্গম ।
মায়-বিনির্মিত সব এ চৌদ্দ ভুবন ॥
সভাতে দৈবের বৈসে সর্বত্র সমান ।
অনিত্য সংসার মাত্র সত্য ভগবান ॥
ব্যবহার-হেতু মাত্র যতেক বিকার ।
আদি অন্ত মধ্য সত্য এই মাত্র সার ॥
প্রকৃতি জনমভূমি পুরুষ আধার ।
বিষ-প্রকাশের হেতু নিরাশ্রয় কাল ॥

এইরূপে সৃষ্টি হয় ব্রহ্মাণ্ড ঘটন ।
যাবত কটাক্ষে আমি করি নিরীক্ষণ ॥
ভুরুক্ষেপে আমি যদি করি অভিলাষ ।
তিলেকে ব্রহ্মাণ্ড ঘট সব যায় নাশ ॥
যাহা হৈতে যার যার উতপত্তি হয় ।
তার তার হয় গিয়া তাহাতে প্রলয় ॥
সকল প্রবেশ করে প্রকৃতি ভিতরে ।
কালক্রমে দেবমায়ী প্রকৃতি সঞ্চারে ॥
কালের প্রলয় হয় জীব মহেশ্বরে ।
আমাতে প্রবেশে জীব নিশ্চয় কেবলে ॥
তবে আমি কেবল আপনে মাত্র থাকি ।
আমি বিনে আর কিছু বিচারে না লখি ॥
আপনার আপনে আশ্রয় নিরাধার ।
আমি বিনে অবশেষে কিছু নাহি আর ॥
এই সাংখ্য যোগ বৎস সংশয়-ভেদন ।
চিন্তাগত ভ্রমহয় কৈবল্য কারণ ॥
নিরন্তর এহি যদি করি এ সন্ধান ।
অজ্ঞান বিৎসেদ হয় ক্ষুরে দিব্যজ্ঞান ॥
দীর্ঘশিরোমণি শ্রীগদাধর তান ।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

চতুর্বিংশোধ্যায়ঃ । ২৪ ।

পঞ্চাবংশ অধ্যায় ।

বরাড়ী রাগ ।

প্রভু বলে শুন বৎস ভকত উত্তম ।
সব রজ তমোগুণ কহিব লক্ষণ ॥
শম দম তপ ত্যাগ সত্য দয়া স্থিতি ।
ভুষ্টি দয়া শ্রদ্ধা লজ্জা ধৃতি শুদ্ধমতি ॥
সত্ত্বগুণ অমুমানি এ সব লক্ষণে ।
রজোগুণের লক্ষণ কহিব এখনে ॥
কাম চেষ্টা তৃষ্ণা মদ গর্ক অভিলাষ ।
ভেদমতি সুখবাহা বশ পরকাশ ॥
হাস্ত বীৰ্য্য বল পরাক্রম অহঙ্কার ।
এ সব জানিব রজোগুণের বিকার ॥
ক্রোধ লোভ হিংসা দম্ব অসত্য ভাবণ ।
বিবাদ কন্দল শোক আদিত শয়ন ॥

এ সব লক্ষণ তমোগুণে অমুমানি ।
ভবে শুন উদ্ধব আমার হিতবাণী ॥
দর্শ্য অর্ধ কামে যার গৃহে দূচ চিন্ত ।
সে জনে জানিব বৎস ত্রিগুণে জড়িত ॥
শম দম শাস্তি দয়া দেখিব যে জনে ।
সব্বস্তুক্ত সে জনে বুঝিব অমুমানে ॥
দম্ব মাৎসর্য্য ক্রোধ দোষে বাহার ।
সে জনে জানিব তমোময় দুরাচার ॥
সে জন আমাকে ভজি শ্রদ্ধা ভক্তি ধরি ।
সব ঠাঞি নিরপেক্ষ সর্ব পরিহরি ॥
সে জনে সাত্বিক মহাপুরুষ জানিব ।
রজোগুণ তমোগুণ বিচারে বুঝিব ॥

রজোগুণ তমোগুণ জিনিব সত্ত্বগুণে ।
 সত্ত্বগুণ হৈলে সৰ্বসিদ্ধি উপাদানে ॥
 সত্ত্বগুণে বাস হয় সত্যের উপরে ।
 তমোগুণে অধোগতি নরক সঙ্করে ॥
 রজোগুণে এ'হ লোক করে গতাগত ।
 সুখভোগ দুঃখভোগ সম্পদ আপদ ॥
 সত্ত্বগুণে মরণে উত্তম গতি হয় ।
 নরলোকে লমে রজোগুণে পরলয় ॥
 তমোগুণে মরণে নরক ভোগ করে ।
 নিগুণ পুরুষ আসি আমাতে সঙ্করে ॥
 আমাতে অর্পিত কিবা ফল-বিবজ্জিত ।
 এ সব সাত্বিক কর্ম ভগতে বিদিত ॥
 সঙ্কলিত যত কর্ম রাজস লক্ষণ ।
 দত্ত মাংসময় হিংস। তামস সাধন ॥
 সজ্জিত লক্ষণ (২) জ্ঞানে সত্ত্বগুণে জানি ।
 বিকল্প কল্পিত রজোগুণে অমুখানি ॥
 প্রাকৃত তামস জ্ঞান সংসার কারণ ।
 আমাতে অর্পিত জ্ঞান নিগুণ লক্ষণ ॥
 বনে বাস জানিব সাত্বিক মহাফল ।
 গ্রামে বাস জানিব রাজস ধর্মপর ॥
 দ্যুতকেলি পণ-পাশ তামসিক স্থান ।
 আমার মন্দির পুর নিগুণ স্থান ॥
 সাত্বিক কষ্টার কর্মফল পরিত্যাগি ।
 রাজসিক জন কাম ভোগ অমুরাগি ॥
 অচেতন মুঢ় জন তমোগুণ ধরে ।
 আমার আশ্রিত জন নিগুণ সংসারে ॥

(১) পাঠান্তর,—“সমস্ত-লক্ষণ ।”

জানিব সাত্বিক শ্রদ্ধা তত্ত্বজ্ঞান রসে ।
 যদি কর্মফলে শ্রদ্ধা রজোগুণে বৈসে ,
 অধর্মে তামসী শ্রদ্ধা বাচে নিরন্তর ।
 আমার সেবার শ্রদ্ধা নিগুণ কেবল ॥
 সাত্বিক আহার পথ পবিত্র ভোজন ।
 ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হেতু রাজস লক্ষণ ॥
 দুঃখময় আহার সকল গুণহীন ।
 আশ্রিত অন্তি সেই তামসের চিন ॥
 দ্রব্য দেশ কাল কর্ম জ্ঞান অধিকারী ।
 সকল ত্রিগুণময় বুঝিব বিচারি ॥
 দেখি শুনি যত কিছু ত্রিগুণ-জনিত ।
 প্রকৃতি পুরুষ যোগে সকল নির্মিত ॥
 তিন গুণ জিনিব যে জন মহামতি ।
 সে যদি কেবল সাধে আমাতে ভকতি ॥
 আমার আশ্রণ ধরি ভক্তিযোগ সাধে ।
 সেই সে আমারে পায় সংসার না বাধে
 এ বোল বুঝিয়া জীব নরদেহ ধরি ।
 ভজুক আমাকে মাত্র সব পরিহারি ॥
 সর্বকাম তেজিয়া ভজুক মতিমান ।
 সর্বঠাঞি নিরপেক্ষ হুয়া সাবধান ॥
 তবে সে জিনিব তিন গুণ দেহকর্ম ।
 জীবগতি জিনিব (১) সকল গুণ-কর্ম ॥
 আমাকে লভিয়া পূর্ণ হয় ভক্তিরসে ।
 ভবভয় নাহি তার যথাতথা বৈসে ॥
 ভাগবত আচার্যের প্রেমতরঙ্গিণী ।
 শুনিলে দুর্গতি হয়ে হরিগুণ বাণী ॥

(১) পাঠান্তর,—“বহিল ।”

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
 পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশ অধ্যায় ।

মালব গোড রাগ । (*)

তবে আর কথা কহে ত্রিভুবন রায় ।
 নানা উপদেশ দিয়া উদ্ধবে বুবায় ॥
 নরকলেবর ধরি যে হয় পণ্ডিত ।
 আমার পদারবিন্দে নিয়োজয়ে চিত্ত ॥

লভিয়া পরমানন্দ রস সুখময় ।
 কেবল আমাকে পাইয়া পূর্ণ হুয়া যয় ॥
 গুণময় কলেবর নহে তার সঙ্গ ।
 অবিভা জনিত দোষে নহে দৃষ্টিভঙ্গ ॥

(*) অন্ত পুঁথিতে—“সই রাগ ।”

অশান্ত ছরস্তু শিশ্রোদরপরায়ণ ।
 তার সঙ্গে সজ্ঞ জানি ২১৩৭ ॥
 পুরুষের ২১ ॥ ত আছিল সুধীর ।
 উর্কশী-বিচ্ছেদে তেঁহো তেজিল শরীর ॥
 লাজট উন্মত্ত হয়্যা অমিলা সংসার ।
 উর্কশী না পার্যা বীর কান্দিল অপার ॥
 দেখ দেখ এতকাল উর্কশীর সঙ্গে ।
 কত রাত্তি দিন গেল না জানিলু রঙ্গে ॥
 দেখ এত বড় মুঞি কামে বিমোহিত ।
 ব্যর্থ পরমায়ু গেল ভেগেল বঞ্চিত ॥
 দিন রাত্রি না জানি উদিত দিনকর ।
 স্ত্রী-সঙ্গে গেল যোর জনম বিফল ॥
 চক্রবর্তী রাজ্য আমি লুপ শিরোমাণ ।
 স্ত্রীজিত হইলু মুঞি আপনা বিকলি ॥
 কৃপবত কৈলু মুঞি হেন কলেবর ।
 উর্কশী-বিচ্ছেদে মুঞি তেজিলু সকল ॥
 কোথাতে রহিল যোর এ ধন সম্পদ ।
 একেধারে স্রমি মুঞি হয়্যা উনমত ॥
 উনমত্তবত মুঞি চলি যাও পাছে ।
 লাজট হইয়া কান্দো এলাইয়া কচে (১) ॥
 ভবন্ত উর্কশী মোরে কিরিয়া না চায় ।
 চিন্ত নিবারিতে নারে কি হবে উপায় ॥
 খরবত করে মোরে চরণ তাড়না ।
 হেম সে নিলক্ষ তাহে না করো গণনা ॥
 কি বিভা কি ভগ তার ত্যাগ বেদপাঠে ।
 স্ত্রীসঙ্গেতে যন বার হরিল কুপথে ॥
 দিক্ দিক্ রহ যোর জনম বিফল ।
 নারীসজ্জ হয়্যা যোর মজিল সকল ॥ (২)
 উর্কশীর সঙ্গে যোর গেল চিরকাল ।
 ভুলু না টুটিল যোর কাম ছুরাচার ॥
 বেঙ্গানারী সঙ্গে চিন্ত হরিল বাহার ।
 বিনে কৃষ্ণ উচ্চারিতে কে পারিব আর ॥
 আত্মারামনিকর লীল্য ভগবান ।
 হরি বিনে কে আর করিব পরিত্রাণ ॥
 রক্ত বাগে থিটামুখে পুরিত অন্তর ।
 অস্থি চৰ্ম্ম বিনির্মিত নর-কলেবর ॥
 অমেধ্য বন্থিম নরকলেবর ধরি ।
 ইহাতে রময়ে যন নিত্যবুদ্ধি করি ॥

কুমি কীট সহে তার কি হয় অন্তর ।
 যদি সত্য হেন যানে নব কলেবর ॥
 এ বোল বুঝিয়া তেজি স্ত্রীসঙ্গীর সজ ।
 বুধজনে কভু না করিব মতিভঙ্গ ॥
 বিষয় ইঞ্জিয় দুই একত্র মিলনে ।
 মনের বিক্ষেপ বাঢ়ে সদত ধোয়ানে ॥
 না দেখি না শুনি যাবি না উঠে তরঙ্গ ।
 এ বোল বুঝিয়া না করিব স্ত্রীসঙ্গ ॥
 পণ্ডিতজনের সঙ্গদোষে মন হয়ে ।
 এ বোল বুঝিয়া জানি কেহ সজ করে ॥
 এতেক বচন বলি মুগ্ধতি প্রধান ।
 তেজিয়া উর্কশী নারী দিল সমাধান ॥
 হৃদয় কমলে ধরি আমার চরণ ।
 ভক্তিব্যোগে নিরবধি কেণ আরাধন ॥
 চিন্তগত মোহজাল সব-গেল দূর ।
 আমার মুরতি ধরি গেল বিষ্ণুপুর ॥
 এ বোল বুঝিয়া বীর কুসঙ্গ তেজিব ।
 সাধুসঙ্গে নিরবধি আনন্দে রহিব ॥
 শাস্ত্রজনে ভিঙে সব মনের বাসনা ।
 মধুর ভাষণে করে কুমতি খণ্ডনা ॥
 শাস্ত্রজন নিরপেক্ষ সমদর্শন ॥
 আরাতে অর্পিত চিন্ত শাস্ত্রিপরাণ ।
 নিষ্কাম নিষ্কামিগ্রহ নিষ্কম্ব নিষ্কন্দ ॥
 এই সব শাস্ত্রজন সহে কর সজ ॥
 শাস্ত্র সঙ্গে আমার অমৃত-কথা শুনে ।
 অশেষ ছরিত হুঃখ হয়ে সেইক্ষেণে ॥
 শাস্ত্র জন সত্য না হয় আন কথা (১) ॥
 অস্ত্রোস্ত্রে আমার যাত্র কহে গুণ-গাথা ॥
 শুনে বা শুনায় করে আদর মোদন ।
 অশেষ ছরিত হুঃখ হয়ে সেইক্ষেণে ॥
 প্রজ্ঞাবৃত আমাতে অর্পিত চিন্ত যার ।
 আমার চরণে ভক্তিব্যোগ হয় তার ॥
 ভক্তি জড়িল যদি আমার চরণে ।
 কিবা অবশেষ আর আছে ত্রিভুবনে ॥
 আমি ব্রহ্ম অমৃতব-আনন্দস্বরূপ ।
 নির্ভণ অনন্তগুণ নিরুপমরূপ ॥
 আমাতে ভক্তি যার হৈল অকিঞ্চনা ।
 তবে কি তাহার রহে সংসার-বাসনা ॥

(১) পাঠান্তর—“আউনক কোর্স” ।

(২) “স্ত্রীসজ্জ হইয়া মুঞি তেজিল সকল”

(১) পাঠান্তর—

“শাস্ত্রজন যতাব না কহে অন্ত কথা” ।

অগ্নির আশ্রয়ে যেন দূর হয় জড় ।
 সেইরূপে সাধুসেবা খণ্ডয়ে সংসার ॥
 মহাধোর ভয়ঙ্কর এ ভব-সাগর ।
 মজিয়া মজিয়া জীব উঠে নিরন্তর ॥
 শাস্তজন সন্তে মাত্র পরম আশ্রয় ।
 নৌকা বিনে (১) জলে যেন পরিভ্রাণ নয় ।
 অন্ন মাত্র প্রাণ যেন জীবের জীবন ।
 আত্মজ্ঞানের অগ্নি কেবল শরণ ॥

(১) মাহাত্ম্য - ১ম নাটক ।

কর্মমাত্র ধন যেন ধর্মশীলগণে ।
 শাস্তজন বিনে কেবা উদ্ধারিত জন ॥
 জ্ঞান-আশি দিয়া হৃদিগত ভয় হরে ॥
 সূর্য্য অন্ধকার হরে কেবল বাহিরে ।
 নির্মল করিতে নায়ে অন্তর শরীরে ॥
 এ বোল বুঝিয়া সর্বগত পরিহারি ।
 সাধুসেবা করি লোক যায় ভব তরি ॥
 ভাগবত আচার্য্যের মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশ স্কন্ধে

ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

দেশাগ রাগ ।

উদ্ধব পুছিল তবে প্রভুর চরণে ।
 কর্মযোগে কহ নাথ ভকতি বিধান ॥
 ভকতে যেকূলে পূজে তোমার চরণ ।
 সেই সে পরম ধর্ম বলে মুনিগণ ॥
 বেদব্যাস নারদ অঙ্গিরা আদি করি ।
 কর্মযোগ তারা সব কহে অবধারি ॥
 তোমার বদন-সরোরুহ-বিগলিত ।
 কর্মযোগে বিনে কতু স্থির নহে চিত ॥
 আপনে কহিলে তুমি মুনিগণ স্থানে ।
 কহিল শঙ্কর দেব দেবী-বিষ্ণুমান ॥
 কর্মযোগ সর্ববর্ণে ধরে অধিকার ।
 শ্রী শূদ্র আদি যত জীবের উদ্ধার ॥
 অমল কমল পএ বিশাল লোচন ।
 কর্মযোগ কহ মোরে বন্ধ বিমোচন ॥
 উদ্ধবের বচন শুনিঞা ভগবান ।
 কর্মযোগ কহে প্রভু ভক্ত-বিষ্ণুমান ॥
 অনন্ত কর্মের গতি কেবা অন্ত পায় ।
 কতরূপে কত কর্ম গণনা না যায় ॥
 সংক্ষেপে কহিব কিছু কর্মের বিধান ।
 যাহা হৈতে সর্বজীব পায় পরিভ্রাণ ॥
 বেদ আগম শাস্ত্র পুরাণে ব্যাখ্যায় ।
 ত্রিবিধ আমার যজ্ঞ পূজিতে উপায় ॥

যার যেন ইৎসা তেনরূপে আমি পূজে ।
 কর্মযজ্ঞ করিয়া কেবল আমি ভজে ॥
 দ্বিজকূলে জনমিঞা যজ্ঞমূর্ত্তে ধরি ।
 গায়ত্রী পঢ়িব গুরু উপাসনা করি ॥
 প্রজ্ঞাতক্তি করি তবে পূজিব আমারে ।
 পূজাবিধি কহি বৎস তোমায় গোচরে ॥
 প্রেতিমাতে পূজি কিবা স্থণ্ডিলে আনলে ।
 সূর্য্য জলে পূজি কিবা হৃদয়কমলে ॥
 ভক্তি যুক্ত হয়্যা দ্রব্য করিব সঞ্চয় ।
 আমাকে পূজিব নিজ গুরু-অভিশয় ॥
 দত্ত মূখ পাণ্ডালিয়া শুধিব শরীরে ।
 প্রভাতে করিব স্নান পুণ্যক্ষেত্র-নীরে ॥ (১)
 বেদ আগম-মধ্যে করি পুন স্নান ।
 সন্ধ্যা আদি নিত্যকর্ম করি সমাধান ॥
 পূজিব আমাকে নিত্য কর্ম না তেজিব ।
 কেবল দেহের মাত্র সঞ্চলে ভাবিব ॥
 শিলা-দারুময়ী হেমময়ী বিলোপিতা ।
 চিত্রে লেখিত মূর্ত্তি সিকতানির্মিতা ॥

(১) পাঠান্তর—“পুণ্য ভীষ-নীরে ।”
 অগ্রচ্চ—“পুণ্যনদী-নীরে ।”

মনোময়ী মণিময়ী প্ৰতিমা-বিধান ।
 ঐষ্ট পয়কাবে কৰি প্ৰতিমা নিৰ্মাণ ॥
 চলাচল হুই যুক্তি প্ৰভুৰ মন্দিৰ ।
 যুক্তি নিয়মিতা কৃষ্ণ পুৰি ব সুধীৰ ॥
 অচেনে না কৰি আবাহন বিসৰ্জন ।
 চলক্ৰমে বিকল্প কৰে বৃথজন ॥
 চিত্ৰ-নিৰ্মিতক্ৰমে না কৰাই জ্ঞান ।
 অঙ্গ-মায়জন কিবা দৰ্পণ বিধান ॥
 প্ৰসিদ্ধ উত্তম দ্ৰব্য আনব যতনে ।
 মায়্য পৰিহাৰি পূজা কৰিব বিধান ॥
 তকতে যে কিছু লভে সেই (১) দিয়া পূজে ।
 হৃদয়ে ধৰিয়া ভক্তি সৰ্ব্বভাবে ভজে ॥
 প্ৰতিমাত্মে পূজি যদি দিব্য উপহাৰে ।
 মনোহৰ অন্নপান বস্ত্ৰ অলঙ্কাৰে ॥
 স্থণ্ডিলে পূজিব যদি তত্ত্বজ্ঞান ধৰি ।
 আগুনে পূজিয়ে যদি ঘৃতে হোম কৰি ॥
 সূৰ্য্যোত্তে পুৰি-ব অৰ্ঘ্য কল্পিত উদ্দেশে ।
 জলময় দ্ৰব্যে জলে পূজিব বিশেষে ॥
 তকতে যে কিছু যোৱে কৰে সমৰ্পণ ।
 জলমাত্ৰ দেই কিবা পত্ৰ আৰোপণ ॥
 তাহাতে পীৰিত যত কহিতে না পাৰি ।
 তকতে অলপ দিলে মানি বহু কৰি ॥
 মেক তুল্য হেম দেই অতকত জনে ।
 অশ্ৰদ্ধায় কৰে নানা দ্ৰব্য সমৰ্পণে ॥
 গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নানা উপহাৰ ।
 তাহাতে নাহিক কিছু পীৰিত আয়াৰ ॥
 তবে শুন উদ্ধব কহিব পূজাবিধি ।
 যেক্ৰমে পূজিল জীব লভে সৰ্ব্বসিদ্ধি ॥
 জ্ঞান আচমন কৰি হুই শুদ্ধবেশ ।
 পূজা দ্ৰব্য লয়্যা ঘৰে কৰিব প্ৰবেশ ॥
 সৰ্ব্বগ্ৰহ কৰি কুশে কল্পিব আসন । (২)
 পূৰ্ণচন্দ্ৰ হৈয়া তাথে বসিব ব্ৰাহ্মণ ॥
 অঙ্গজ্ঞান কৰি অঙ্গ কৰিব শোধন ।
 আমায় মূৰ্ত্তি কৰি কৰিব মাৰ্জ্জন ॥
 পূজাদ্ৰব্য পূজাভূমি নিজ কলেবৰ ।
 প্ৰোক্ষণ কৰিয়া শোধি দিয়া দিব্য জল ॥
 ভিন পাত্ৰ সমুখে স্থাপিব শুদ্ধ কৰি ।
 পাণ্ড অৰ্ঘ্য আচমন হেতু দ্ৰব্য ভৰি ॥

নমোমত্ৰে পাণ্ডপাত্ৰ কৰিব শোধন ।
 স্বাহামত্ৰে অৰ্ঘ্য পাণ্ড কৰিব প্ৰোক্ষণ ॥
 শিখামত্ৰে আচমন পাণ্ডে শুদ্ধি কৰি ।
 সৰ্ব্ব দ্ৰব্য শোধিব গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ পঢ়ি ॥
 হৃদয়-কমলে তবে কৰিব ধ্যান ।
 দিব্য যুক্তি আমায় চিন্তিব মতিমান ॥
 যুক্তিমন্ত্ৰ হৈঞা পাছে পূজিব মণ্ডলে ।
 আবাহন কৰি স্থাপি যুক্তি কলেবৰে ॥
 ত্ৰাসমন্ত্ৰ পঢ়ি তবে কৰি যুক্তিজ্ঞান ।
 দিব্য উপহাৰে পূজা কৰিব প্ৰকাশ ॥
 পাণ্ড অৰ্ঘ্য দিব দিব্য জলে আচমন ।
 তবে নানা উপহাৰ কৰি নিবেদন ॥
 ধৰ্ম্ম আদি অষ্টমূৰ্ত্তি কল্পিব আসনে ।
 নবমূৰ্ত্তি স্থাপি তবে বথাযোগ্য স্থানে ॥
 অষ্টদল পদ্ম তাথে ৰচিব উজ্জল ।
 কৰ্ণিকা কেশবযুত ৰচি মনোহৰ ॥
 দেবমত্ৰে তত্ত্বমত্ৰে পূজিব বিধান ॥
 শব্দ চক্ৰ গদ্যপদ্য পূজি শৱাসনে ॥
 লাজল মূল্য অস্ত্ৰ পূজা নিজ কৰে ।
 ত্ৰিবংস কৌন্তভ ৰনমালা বক্ষঃস্থলে ॥
 গৰুড় পূজিয়া পূজি নন্দ সুনন্দ ।
 বল মহাবল পূজি চণ্ড প্ৰচণ্ড ॥
 কুমুদ কুমুদেক্ষণে গণেশ পাৰ্শ্বভী ॥
 ব্যাস বিশ্বক্সেন পূজি গুৰু সুরপতি ॥
 সব পাৰিষদ পূজি নিজ নিজ স্থানে ।
 গন্ধ চন্দনে পূজা কৰিব বিধান ॥
 স্নগন্ধি শীতল জলে কৰাই মজ্জন ।
 দিব্য উপহাৰে নিত্য কৰিব অৰ্চন ॥
 বেদমত্ৰে পূজি কিবা পুৰাণ বচনে ।
 বস্ত্ৰ আভৰণ মালা স্নগন্ধি চন্দনে ॥
 পাণ্ড অৰ্ঘ্য আচমন স্নগন্ধি কুম্ভনে ।
 ধূপ দীপ উপহাৰ দিব মনোৱমে ॥
 পিষ্টক মোদক ঘৃতপক গুৰুপাক ।
 বিবিধ ব্যঞ্জন বহুবিধ স্থপ শাক ॥
 দধি দুগ্ধ আদি ঘৃত বিবিধ সন্ধান ।
 ধৰিব প্ৰভুৰ আগে বিতৰ বিস্তাৰ ॥ (১)
 প্ৰেম অল্পবন্ধ কৰি সব নিবেদিব ।
 চিত্ৰে বিচিত্ৰ কৰি অঙ্গ নিৰ্মমিব ॥

(১) "ভকত যে ইংস কৰে তাই" ।

(২) পৰিবৰ্ণ কৰ্কট প্ৰকাশিত পুস্তকৰ পাঠ,
 "পূৰ্ণভাগ কৰি কৰ্ণ কল্পিব আসন ।"

(১) পাঠান্তৰ,—

"দধি হুই ঘটিত বিবিধ সন্ধান ।
 ধৰিব প্ৰভুৰ আগে বিবিধ বিস্তাৰ ॥

প্রথমে মজ্জন মহা অভিব্যেক করি ।
 বিধি অনুসারে তবে মহাপূজা করি ॥
 ভক্ষ্য ভোজ্য নৃত্য গীত বাজ্য স্তমজলে ।
 প্রতিদিন পূজিব বৈভব-অনুকূলে ॥
 তবে হোমকর্ম করি কুণ্ড নিরমাণ । (১)
 কুণ্ডগত বহিমুখে করি ঘৃত দান ॥
 চিস্তিব আমার রূপ আশুনি ভিতরে ।
 তপত কাঞ্চন তুল্য অঙ্গ মনোহরে ॥
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারিভূজে ।
 কমল-কেশর তুল্য পীতবাস সাঙ্গে ॥
 মুকুট কুণ্ডল কটিশূত্রে বিরাজিত ।
 কঙ্কণ কেশর করে শ্রীবৎস লাক্ষিত ॥
 বনমালা বিভূষিত কোমল ভূষণ ।
 বহিমুখে দিব্যরূপ করিব চিস্তন ॥
 মূলমন্ত্রে বহিমুখে করি ঘৃতদান ।
 এইরূপে হোমকর্ম করি সমাধান ॥
 পারিষদ-হোম করি নিজ নিজ নামে ।
 অর্চন বন্দন করি চরণে প্রণামে ॥
 পারিষদগণে করি বলি সমর্পণ ।
 মূলমন্ত্র জপি ব্রহ্মে করিয়া স্মরণ ॥
 বুঝিয়া ভোজনশেষ দিব আচমন ।
 বিষকুসেনে করি নৈবেদ্য সমর্পণ ॥
 মুখবাস দিব তবে সুগন্ধি তাষূল ।
 অঞ্জলি ভরিয়া দিব কুশুম প্রচুর ॥
 আমার পবিত্রে যশ-গুণ-নাম গান ।
 উচ্চস্বরে গায় নাচে মহিমা বাখান ॥
 শুনিব আমার কথা শুনাইব জনে ।
 কৃষ্ণ পূজা করিব সঘরিয়া মনে ॥
 স্তুতি পাঠ পড়িয়া করিয়া পরসন্ন ।
 বিবিধ স্তবন করি পুরাণ পঠন ॥
 প্রসাদ কমলাকান্ত কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 প্রদক্ষিণ করি করে দণ্ড পরণাম ॥
 জোহি জোহি কর প্রভু ভবসিন্ধু পার ।
 তোমার পদারবিন্দ আশ্রয়ের সার ॥
 এইরূপে করে পুনঃপুন পরণাম ।

(১) পাঠান্তর—“তবে হোম নিমিত্তক কুণ্ডনিরমাণে ।”

শেষ শিরে ধরি করে পূজা সমাধান ॥
 বিসর্জন করিব পূজিয়া মতিমান ।
 জানিব সাক্ষাতে মুক্তিময় ভগবান্ ॥
 মুক্তি প্রকাশিব ধীর বাহাতে পীরিতি ।
 সেই মুক্তি স্থাপিয়া পূজিব নীতি নীতি ॥
 এইরূপে যে আমারে পূজে নিরন্তর ।
 সর্বসিদ্ধি হয় তার সর্বত্র মঙ্গল ॥
 আমার মধুর মূর্তি করিয়া প্রকাশ ।
 বিচিত্র মন্দির পুর নিশ্চয় আবাস ॥
 গুপ্তবন ক্রৌড়বন কারিব নির্মাণ ।
 যাত্রাকালে বহুবিধ উৎসব-বিধান ॥
 পর্বে পর্বে মহাযাত্রা করি অনুবন্ধ ।
 বহুবিধ বলি পূজা উৎসব আনন্দ ॥
 কৃষিকর্ম করিব বাণিজ্য ব্যবহার ।
 পুরগ্রাম সমর্পিষ চরণে আমার ॥
 মো-সম ব্রহ্মর্ষ্য তার বৈকুণ্ঠ গমন ।
 কহিল আমার পূজা বিধান লক্ষণ ॥
 ত্রিভুবনে এক পতি হয় গৃহ-দানে ।
 সাক্ষ্যভৌম-পদ লভে প্রতিষ্ঠা বিধানে ॥
 ব্রহ্মলোক পাশ্ব নর পূজিয়া আমারে ।
 সাক্ষ্য মুকুতি হয় এ তিন প্রকারে ॥
 নিরপেক্ষ ভক্তিযোগে যে কেবল ভাজ ।
 আমার কারণে সর্ব লোকধর্ম তেজে ॥
 সে কেবল আমাকে লভিয়া পূর্ণ হয় ।
 বিবিধ সন্তাপ হুঃখ কভু তার নয় ॥
 এইরূপে যে আমারে পূজে নিরবধি ।
 ভক্তিযোগ হয় তার লভে সর্বসিদ্ধি ॥
 স্বদন্ত বা পরদন্ত হৈয়া অচেতন ।
 দেব ব্রাহ্মণের বৃত্তি যে করে হরণ ॥
 বিষ্টাক্রমি হৈয়া সে যে পচে নিরন্তর ।
 বিষ্টাভোজী হয় দশঅযুত বৎসর ॥
 কৃষ্ণসেবা করে যেবা যে হয় সহায় ।
 হেতু হৈয়া কৃষ্ণসেবা যে জন করায় ॥
 দেখিয়া যে জন হয় মুদিতবদন ।
 সমভাগী সমফল হয় চারিজন ॥
 ভাগবত আচার্যের মধুরস ভাষা ।
 কৃষ্ণপদ ভজ তাই কৃষ্ণে ধর আশা ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশ

স্কন্ধে সপ্তবিংশ অধ্যায় ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

কেদার রাগ ।

কহিতে লাগিল। তবে প্রভু ভগবান্ ।
 শুন হে উদ্ধব কহি কর অবধান ॥
 সৰ্বলোক কর্ষ করে স্বভাব-বিহিত ।
 না নিন্দে না প্রশংশে যে সেই সে পণ্ডিত ॥
 জগত দেখিব এক নাহি নিজ পর ।
 প্রকৃতি-পুরুষ যোগে নিখিত সকল ॥
 দেখিয়া পরের কর্ষ স্বভাব আচার ।
 যদি নিন্দা করে কিবা প্রশংসা জাহার ॥
 জ্ঞান ব্রহ্ম (১) হয় তার অসত্য ধ্যানে ।
 নিদ্রাগত জীব যেন হয় অচেতনে ॥
 দেখি শুনি যত কিছু সব নহে তত্ত্ব ।
 ভাল মন্দ বলি তবে যদি হএ সত্য ॥
 বচনে যে বলি কিছু দেখিএ নয়নে ।
 মনে ধ্যান করি যত করি অমুখানে ॥
 এ সব জানিবে তুনি অসত্য কেবল ।
 ব্যবহার হেতু মায়া রচিত সকল ॥
 অসত্য ধ্যানে মাত্র জন্ম মৃত্যু লভে ।
 এ বোল বুনিয়াদ ভ্রম ছাড় সৰ্বভাবে ॥
 যদি বল সব সত্য কহে ঋতিগণে ।
 আত্মা বিনে সত্য করি কিছুই না মানে ।
 আত্মা কর্ত্তা আত্মা চরিত্রা ত্রাহত্বর ।
 অহি স্বজ্ঞে অহি পালে সংহরে সকল ॥
 আত্মা বিনে কিছু সত্য নহে চরাচর ।
 ত্রিবিধ বিধান ময় নির্মাণ কেবল ॥ (২)
 ত্রিগুণ-জানিত সব মায়া বিলসিত ।
 বুদ্ধিমা ছাড়িব ভ্রম যে হয় পণ্ডিত ॥
 জ্ঞতি নিন্দা না করিব কতু নিজপর ।
 লোক মধ্যে বৈসে যেন দেখি দিনকর ॥
 সাক্ষাতে দেখিএ আর করি অমুখানে ।
 আগমে বুঝায় আর আপন গেলানে ॥
 আদি অন্ত অসত্য জানিব ত্রিভুবন ।
 বুঝিয়া কুসঙ্গ ছাড়ি কহে বৃথজন ॥

উদ্ধব জিজ্ঞাসে তবে ভাবিয়া' বিষয় ।
 অসত্য সংসার যদি জানিব নিশ্চয় ॥
 জীবের সংসার নাহি নিশ্চয়-বিহার ।
 পঞ্চভূত বিরচিত শরীর অসার ॥
 জনম মরণ কার কে হয়ে সংসারী ।
 কহ নাথ কৃপা কর ভ্রম দূর কার ॥
 আত্মা নিরঞ্জন গুণহীন ব্রহ্মময় ।
 সৰ্বভূতে বৈসে আত্মা শ্রমান উদয় ॥
 কাষ্ঠভেদে অগ্নি যেন ছোট বড় দেখি ।
 এইরূপে পূর্ণব্রহ্ম আত্মা সৰ্বসাক্ষী ॥
 কাহার সংসার নাথ জনম মরণ ।
 আত্মা পরিপূর্ণ ব্রহ্ম দেহ অচেতন ॥
 উদ্ধবের বচন শুনিঞা ভগবান্ ।
 হাসিয়া উত্তর তবে দিল। সমাধান ॥
 যাবৎ ইচ্ছিয় মন দেহ-অহঙ্কার ।
 তাবদ জানিহ তুমি জীবের সংসার ॥
 জীবের সংসার হেতু না দেখি ঘটনে ।
 তথাপি সংসারে জীব ভ্রমে অকারণে ॥
 জাগিতে পুরুষ যেন বিষয় দেখায় ।
 বিবিধ অনর্থ যেন স্বপনে দেখায় ॥
 শরনে স্বপন যেন সত্য হেন জানে ।
 জাগিলে সকল (১) যেন মিথ্যা করি মানে ॥
 কাম ক্রোধ মোহ হর্ষ বিষাদ ।
 অহঙ্কারে হয় যেন বিবন্ধ প্রমাদ ॥
 এইরূপে জ্ঞানযোগ করিয়া বিস্তার ।
 দূর কৈল চিত্তগত যত অহঙ্কার ॥ (২)
 জ্ঞান উপদেশে কৈল অজ্ঞান খণ্ডন ।
 চিত্তগত কৈল সব মোহ নিবারণ ॥
 অজ্ঞান-কল্পিত সব বুঝাঞা সংসার ।
 নানা পরকারে নিবারিল মোহজাল ॥
 উদ্ধবে বুঝাঞা হরি জ্ঞান-উপদেশে ।
 নিজ ভক্তিব্যোগ কিছু বিস্তারিলা শেবে ॥
 ধীর শিরোমণি শ্রীগদাধর জ্ঞান ।
 ভাগবত-আচার্যের মধুদস-গান ॥

(১) পাঠান্তর,—“ধ্বংস” ; অন্তর,—“ভঙ্গ” ।

(২) পাঠান্তর,—

“ত্রিবিধ কারণ মায়া নিখিত কেবল” ।

(১) পাঠান্তর,—“স্বপন” ।

(২) পাঠান্তর,—“সব অহঙ্কার” ।

উনত্রিংশ অধ্যায় ।

ভাটিয়ালী রাগ ।

উদ্ধব শুনিঞা তবে যোগভঙ্গ গতি ।
মনে তন্ন পাঞা জিজ্ঞাসিল মহামতি ॥
যোগধর্ম তুমি নাথ কহিলে বিস্তারি ।
কাহার শক্তি যোগ সাধিবারে পারি ॥
বহু জন্ম ধরি সাধে মহাযোগগগণে ।
সমাধি ধারণা ধ্যান চিত্ত সমাধানে ॥
ভজু কারো যোগসিদ্ধি হয় বা না হয় ।
হেন যোগ-উপদেশ কহ মহাশয় ॥
হেন উপদেশ কহ জগত-নিবাস ।
শ্রুখে যেন তরে লোক ত্রিণ্ডে ভব-পাশ ॥
অরবিন্দ-লোচন (৮) যদুবর-ধীর ।
তোমার পদারবিন্দ আনন্দ-মান্দর ॥
আশ্রয় করিয়া নাথ চরণ পঙ্কজে ।
সারাংশার বিচারি চতুরগণ ভজে ॥
শ্রুখে মায়া তরে নাথ ভক্তি সাধিয়া ।
যোগপথে যোগগণ না যায় ভরিয়া ॥
এ কোন্ বিচিত্র নাথ বুঝিবে তোমার ।
কৃপা করি কয় নাথ ভক্ত উদ্ধার (১) ॥
তোমা বিনে নাহি আর যাহার শরণ ।
তার বশ হয়্যা তুমি থাক অক্ষয় ॥
এ কোন অভূত নাথ চরিত্র তোমার ।
বনপশু বানরের সঙ্গে অবতার ॥
রঘুবংশ-ভাগ্যক বিধুত রাম-তনু ।
সুরেন্দ্র মুকুট-বিঘটিত-পদরেণু ॥
হেন প্রভু করে পশু বানর সহায় ।
তোমার চরিত্র নাথ বুঝি না যায় ॥
তুমি নাথ প্রাণধন সত্যার জীবন ।
অখিল-ভুবনপতি পরম কারণ ॥
ভৃত্য-কৃত্য বুঝ তুমি সর্বফল দাতা ।
জগতের গতি পতি সর্বলোক-পিতা ॥
কে হেন বঞ্চিত আছে তোমা পরিহরি ।
যোগপথে যাইব নাথ ভবসিদ্ধি ভরি ॥
তোমাকে ভেজিয়া নাথ অন্তরে পূজে ।
ভগ জগ সাধে কিবা মোক্ষধর্ম ভজে ॥

সে কেবল অচেতন নহে কোন সিদ্ধি ।
মায়া-বিমোহিত তার বাম হয় বিধি ॥
যেন-তেন মতে মাত্র ভজুক তোমাতে ।
তার বশ হও তুমি সেই পরকারে (১) ॥
আনন্দ সাগরে ভাগে ব্রহ্মধ্বনিগণ ।
তোমার মহিমাশ্রবণ করিতে অরণ ॥
শ্রুতিতে না পারে ধার ব্রহ্মার ব্রহ্মে ।
কেবল মস্তিষ্কা রহে প্রেম-ধারসে ॥
জীব-পরিত্রাণ হেতু তোমার বিহার ।
গুরুরূপ ধরি কর জীবের উদ্ধার ॥
অন্তর্যামিরূপে কর ছরিত ২ গুন ।
কে নাথ বুঝিবে তুমি সত্যার শরণ ॥
উদ্ধবের বচন শুনিঞা শ্রীনিবাস ।
কহিতে লাগিল তবু মন্দ-মধুহাস ॥
কহিব আমার ধর্ম পরম মঙ্গল ।
শুনিলে ছরিত্র মৃত্যু হরে ওদর (২) ॥
করিব সকল কথ্য আমার কারণে ।
বৃদ্ধি মন নিয়োজিব আমার চরণে ॥
সাধিব আমার কর্ম করিব পারিতি ।
পুণ্যভূমি পুণ্যদেশে করিব বসতি ॥
ভক্ত আশ্রিত দেশে করিব আশ্রয় ।
সে দেশ জানিব যত্র সর্বতীর্থময় ॥
আমার ভক্ত জন যে ধর্ম আছে ।
সেই সেই ধর্ম করি পূজিব আমারে (৩) ॥
পর্ব যাত্রা মহোৎসব করিব আনন্দ ।
মৃত্যু গীত কীর্তন মঙ্গল-অম্ববন্ধ ॥
মহারাজ বৈভব কবিব মহোৎসবে ।
সর্বভোগ করিয়া ভজিব সর্বভাবে ॥
সর্বভূতে বসি আমি দেখিব ধোয়ানে ।
অন্তরে বাহিরে কিছু নাহি আমা বিনে ॥
সর্বভূতে বসি নিরাশ্রয় নিরাধার ।
সর্বত্র আকাশ যেন দেখি নিরাকার ॥

(১) পাঠান্তর—

“তার বশ হৈঞা তুমি কর উপকারে ।”

(২) পাঠান্তর,—

“ভানাল দ্বাবত হয়ে মৃত্যু জয়কর ।”

(৩) পাঠান্তর,—

“সেই সেই ধর্ম জীব করিব আমারে ।”

(১) পাঠান্তর,—

“এ কোন বিচিত্র নাথ বুঝি না যায় ।

কৃপা করি উদ্ধারহ প্রভু দয়াময় ॥”

সর্বস্বার্থে বসি আমি করিব ধ্যানেন ।
 সর্বজীবে প্রেম ধরি করিব সম্মানে ॥
 ব্রাহ্মণ পুরুষ হীন পতিত পামর ।
 আশুনির কণা কিবা শশী দিনকর ।
 কুর অকুর কিবা দেখিব সমান ।
 সেই সে পণ্ডিত তাথে বলি বুদ্ধিমান ॥
 সর্বজীবে আমাতে চিস্তি নিরন্তর ।
 মদ মান অহঙ্কার ত্রিভুবন কর ॥
 কুরুর চণ্ডাল খর পম্যন্ত দে পা
 দণ্ড পরণাম হব ভূমেতে পড়িয়া ॥
 লজ্জা মান ছাড়িয়া করিব পরণাম ।
 জগ দোষ পরিহরি দেখিব সমান ॥
 যাবত ঈশ্বরভাব সর্বভূতে হয় ।
 ভাবত সাধিব জীব না করিব ভয় ॥
 আমার সমস্ত এহি সর্বধর্মসার ।
 এহি সে উত্তম গতি ধর্ম নাহি আর ॥
 সঙ্গে অল্পবন্ধ নাহি তিল মাত্র ধ্বংস ।
 এ ধর্ম আশ্রয় করি তরে হীনবংশ ॥
 ফল উপেক্ষিয়া ধর্ম করিব কেবল ।
 এই সে আমার ধর্ম জগত মঙ্গল ॥
 আছুক আমার ধর্ম করিব আচার ।
 ব্যর্থ শ্রম করে যত লোক-ব্যবহার ॥
 সেহ যদি আমাতে অর্পণ করি করে ।
 তথাপি হেলায় লোক ভব সিঞ্চু তরে ॥
 এই বুদ্ধিমান জন বুদ্ধির চাতুরী ।
 এই বৃথজন বিচারিব অবধারি ॥
 অসত্য সাধিব সত্য মর্ত্য কলেবরে ।
 কেবল আনন্দ ধাম লভিব আমারে ॥
 কহিল উদ্ধব এহি সর্ববেদসার ।
 সুরমুনিগণ যার নাহি পায় পার ॥
 এহি সে পরম জ্ঞান কহিল তোমায়ে ।
 এ ধর্ম জানিলে মাত্র ভবসিঞ্চু তরে ॥ (১)
 এ ধর্ম জানিব তার আছুক মহিমা ।
 শ্রবণ সন্ধান মাত্র করয়ে যে জনা ॥
 সেহ পরিজ্ঞান পায় কি কহিব আর ।
 এ ধর্ম সাধিয়া কেবা নহে ভব পার ॥
 কহিল পরম ধর্ম ব্রহ্ম-নিষ্কলণ ।
 পরম গোপিত নিত্যশুদ্ধ সনাতন ॥

আছুক জানাতে মাত্র করিব সন্ধান ।
 ব্রহ্মময় হৈয়া তার ব্রহ্মপদে স্থান ॥
 আমার ভকতজনে যে করে প্রদান ।
 উপদেশ দেই ধন্য এ পুণ্য বাধান ॥
 আপনে আপনা আমি দিএ তার তরে ।
 ব্রহ্মপদে অধিকার ব্রহ্মদান করে ॥
 পরম-পবিত্র পাপহর উপাখ্যান ।
 যেহি পদ পদে পদে এ কপে পিণ্ড ॥
 আমারে ভবন ত্রিভুগুণে কৃষ্ণ পাশ ।
 পরম গোপিত ধর্ম কৈল পরকাশ ॥
 শুনিলে উদ্ধব তুমি কৈলে অবধান ।
 বুঝিলে কি সকল ঋণ্ডিল মদ মান ॥ (১)
 কাম ক্রোধ ছাড়িলে ঋণ্ডিল শোকভয় ।
 দূরে গেল মোহজাল ঋণ্ডিল সংশয় ॥
 দাস্তিক নাস্তিক শঠ প্রজাহীন জনে ।
 ভক্তি শূন্য-বিনয়বিহীন যতহীনে ॥
 (নাহি দিব কদাচিত্ পরমাশ্রয় জ্ঞান ।
 কহিল উদ্ধব এই বেদের বিধান ॥)
 লোকপ্রিয় সাণ বুচি ধন্য সুচরিত ।
 ব্রহ্মণ্য ভকতিবৃত্ত দোষ-বিবর্জিত ॥
 কহিব এ সব জনে এ ধর্ম আচার ।
 ভক্তিপথে স্বী শূদ্রে ধরে অধিকার ॥
 ভক্তিযুক্ত স্বী শূদ্রে দিব উপদেশ ।
 এ ধর্ম জানিলে কিছু-নাহি অবশেষ ॥
 পান কৈলে অমৃত কি আন রসে কর্ম ॥
 এ ধর্ম জানিলে কি জানিব আন ধর্ম ॥
 জ্ঞান কর্ম ভক্তিযোগ কহিল সকল ।
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বিধ ফল ।
 সর্বধর্ম তেজি জীব তজিব যখনে ।
 সব নিবেদিব জীব আমার চরণে ॥
 তখনে নির্কারণদ জানিব তাহার ।
 আমাকে লভিল সেই ছুটিল সংসার ॥
 এতেক বচন যদি বলিলা শ্রীহরি ।
 শুনিঞা উদ্ধব রহে করযোড় করি ॥
 প্রোমে কর্তৃ কক্ষিল না ধরে কলেবর ।
 পূলকে পুরিল অঙ্গ না সরে উত্তর ॥
 ক্ষণে চিত্ত নিবারিয়া কৈল অবধান ।
 করজোড়ে কহে শিরে করিয়া প্রণাম ॥

(১) পাঠান্তর,—

“এ ধর্ম শুনিলে মাত্র ভববন্ধ ছিঁড়ে” ।

অন্তর্য, “এ ধর্ম জানিলে মাত্র ভবভয় তরে ।”

(১) পাঠান্তর,—

“বুঝিলে সকল ঋণ্ডিল মদ মান” ।

অন্তর্য, “বুঝিলে সকল ঋণ্ডে ঘটে মদ মান” ।

দূরে গেল সখ মোহময় অন্ধকার ।
 জন্তর পদারবিন্দ নিকটে তোমার ॥
 শীতল রহে কি শিশুঃ সন্নিধানে ।
 কভু কি অজ্ঞান রহে তোমা বিস্ময়ানে ॥
 ভূত্যা দেখি অজ্ঞগত কৈলে এত বড় ।
 জ্ঞানদীপ প্রকাশিলে পরম উজ্জোর ॥
 তুমি হেন প্রভু নাথ জানিব যে জনে ।
 সে কেন ভজিব অন্ত প্রভু তোমা বিনে ॥
 দূরে গেল দূর যোর মাস্তাময় জাল ।
 নিজ পরিজন গত মোহ-অন্ধকার ॥
 নমো নমো মহাযোগী প্রসন্ন-ভারণ ।
 যোগেন্দ্র-মুনীন্দ্র বন্দ-বন্দিত চরণ ॥
 হেন উপদেশ দিয়া বুঝাইবে যোরে ।
 নিরন্তর মতি যেন রহে পদতলে ॥
 প্রভু বলে উদ্ধব আমার বাণী ধর ।
 বদরিকাপ্রমে তুমি শত্রু করি চল ॥
 তথা গিয়া আমার চরণ-তীর্থ-জগে ॥
 স্নান পান করিয়া শুধু কলেবরে ॥
 অশেষ কল্মষ-নাশ গন্ধ-দরশনে ।
 করিয়া শুধিঞ চিত্ত স্মরণ মজ্জনে ॥
 বস্ত্র ফল মূল মাত্র কল্পবে আহার ।
 স্নানোত্তাপ ভেজিয়া পরিহ বৃক্ষছাল ॥
 শীতবাত জনিত সকল দুঃখ সহিয়া ।
 জ্বলন্ত সংযত শাস্ত সমাহিত হৈয়া ॥
 আমার শিক্তি ধর্ম সন্তত ভাবিয়া ।
 জ্ঞান-বিজ্ঞান যুত সমাচিন্ত হইয়া ॥
 যুক্তি-মন আঘাতে করিহ নিরোজিত ।
 সাবিত্র আমার ধর্ম ধর্যা সমুদিত ॥
 ভেজিয়া ত্রিগুণ গতি লভিবে আমারে ।
 বদরিকাপ্রমে চল তীর্থ মনোহরে ॥
 আজ্ঞা শিরে ধরিয়া উদ্ধব মতিমান ।
 প্রদক্ষিণ করি কৈল বণ্ড পরণাম ॥
 কান্ধিতে লাগিলা শিরে ধরিয়া চরণে ।
 পড়িল উদ্ধব তুমি নাহি বাহজ্ঞানে ॥
 বিরহ-কাতর হৈয়া কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ।

বলিতে না পারে কিছু বচন না দূরে ।
 পুনঃপুনঃ আজ্ঞা দেন প্রভু ভগবান ।
 উদ্ধবের নাহি কিছু বাহ অবধান ॥
 বিরহ-কাতর হৈয়া কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ।
 পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ দণ্ডবত করে ॥
 উদ্ধব দুঃখিত দেখি বিরহ-কাতর ।
 কৃপা করি দিলা পত্নী পাছুকাষুগল ॥
 পুনরপি আজ্ঞা যদি দিলেন শ্রীহরি ।
 পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ দণ্ডবৎ করি ॥
 পাছুকা করিয়া মাথে আকুল হৃদয় ।
 ধীরে ধীরে চলিলা উদ্ধব মহাশয় ॥
 হৃদয়-কমলে হরি করি আরোপণ ।
 চলিলা উত্তর দিগে করিয়া রোদন ॥
 মহাভাগবত ধীর বিরহ-কাতর ।
 চলিলা উত্তর দিগে মরমে নিভোল ॥
 বদরিকাপ্রমে গিয়া চৈলা উপসন্ন ।
 কৃষ্ণ উপদেশে কৈলা কৃষ্ণ আরাধন ॥
 তপ যোগ সাধিয়া লভিল কৃষ্ণগতি ।
 জগতে বিস্তার করি স্থাপিলা ভকতি ॥
 লোক বুঝাইতে ক' উদ্ধবে করায় ।
 প্রভুর ইঙ্গিত কেবা বিচারিলে পায় ॥
 নিজ ভূত্যা হেতু নিক-গীত জ্ঞানামৃত ।
 যে জন শুনয়ে ঋষুঃ-মুখরিত ॥
 আনন্দ সমুদ্র ভক্তি-সুধা-নিধি ।
 ভক্তি প্রদ্বা করি যেন মনে নিরবধি ॥
 এ ভব সাগর পার হয় অনায়াসে ।
 জগত নিস্তার তারে ৫ সঙ্গবাসে ॥
 নিজ জন-ভবতর ৫ ১ ত নিবার ।
 ভূতবত প্রভু উদ্ধব'৫লা বেদসার ॥
 জ্ঞান বিজ্ঞান-সার ৫ ১ -সুধাসিদ্ধ ।
 ভক্তগণে পিয়াইল ৫ ১ ভূত্যা-বদ্ধ ॥
 পুরুষ-ব্রতন আদি অগাধ নিধান ।
 সে নন্দনন্দনে যোগ ৫ ১ পরণাম ॥
 ভক্তিরস-সুধাসিদ্ধ গদাধর আন ।
 ভাগবত-আচার্য্যে ৫ ১ মধুস গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

একোবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রিংশ অধ্যায় ।

পঠমঞ্জরী রাগ—দীর্ঘ ছন্দ ।

তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা উদ্ধব চলিলা যদি
তবে হরি দ্বারকামণ্ডলে ।
কোন্ কৰ্ম কৈলা আর কালক্রপী ভগবান্
বিস্তারিয়া কহিবে আমারে ॥
বিজ্ঞ-শাপ-ছলে যদু কুল বিনাশন করি
তবে নিজ যদু-কলেবর ।
অশেষ মজল ধাম কিরূপে ভেজিল হরি
সকল লোচন-মনোহর ॥
অবলা-নয়ন কোণ যে অঙ্গে লাগিলে পুন
নিবারিয়া আনিতে না পারে ।
সাপুঞ্জ্যন শ্রুতিগণ যদি বিনিহিত হয়
পুন আর বিষয় না করে ॥
যার আভা কবিগণ বচন আনন্দকর
সময়-শমিত শূরগণে ।
রথগত দরশনে তার সমরূপ ধরে
হেন অঙ্গ ভেজিল কেমনে ॥
মুনি বলে বহুবিধ উতপাত উপগত
দেখি হরি দৈবকীনন্দন ।
সুধৰ্ম্ম। সত্যতে বসি কহিতে লাগিল প্রভু
শুন শুন যদুবীরগণ ॥
ধুমকেতু সম মহা উতপাত জনমিল
দেখ যদুগণ যদুপুরে ।
এথাতে রহিতে আর তিলেক উচিত নহে
চলি যাই প্রভাসে সম্বরে ॥
প্রাচী সরস্বতী বধা তীর্থজলে স্নান করি
তথা গিয়া করি উপবাস ।
বৃদ্ধ বাল স্ত্রীগণ সত্বরে চলুক আগে
ছাড় ছাড় দ্বারকার বাস ॥
নানা বলি উপহারে দেব পিতৃগণ পুজি
বিজ্ঞকুলে করি নানা দান ।
রজত কাঞ্চন দান গজ রথ মহাধন
গো ভূমি মন্দির সুরবান ॥
এই সে উত্তম বিধি সকল মঙ্গলময়
পিতৃ-দেব-গো-ব্রাহ্মণ-পূজা ।
অরিষ্ট খণ্ডন এহি বিধি বেদ-বিনিহিত
যন্ত হউ দ্বারকার প্রজা ॥
এতেক বচন শুনি বৃদ্ধ যদুগণ মেলি
যন্ত যন্ত করিয়া বাখানে ।

নৌক। আরোহণ করি প্রভাসে চলিলা সতে
পুণ্যতীর্থে কৈল স্নান দানে ॥
কৃষ্ণ উপদেশ ধরি ব্রত উপবাস করি
সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম কৈলা সমাধান ।
ঈশ্বর-যোজিত বিধি বিঘটিত যদুগণে
মেজিয়া মদিরা কৈল পান ॥
কৃষ্ণায়া বিমোহিত মহামত্ত যদুগণে
গালাগালি বাজিল কন্দল ।
গদা খজা মুগরে তোমর ধনুকশরে
সিদ্ধুতীরে তুমুল সমর ॥
রণে রথগণ যুঝে গো মহিষ খর নরে
কেহ যুঝে কুঞ্জরবাহনে ।
মুঘল মুদগর শব্দে বীরগণে হানাহানি
বাজিল তুমুল মহারণে ॥
সাম্র প্রহ্মারে রণ ক্রোধে ঘন গরজন
ভোজ অক্রুরে করে কাটাকাটি ।
অনিরুদ্ধ সাত্যাকি হুভদ্র সংগ্রামজিৎ
সুদারুণ বাণ ছুটাইল ॥
অস্ত্রোত্ত বাজিল রণ আনে আন জনে জন
যদে অন্ধ যদুবীরগণে ।
মাথুর সে শূরসেন মধু ভোজ সাঙ্ঘত
বৃষ্ণিগণ যুঝে জনে জনে ॥
পিতা পুত্র মিত্রে মিত্রে সুহদে সুহদে রণ
ভাই ভাই পিতৃব্য মাতুলে ।
বন্ধু বন্ধু জ্ঞাতি জ্ঞাতি হানাহানি কাটাকাটি
কেহ কারে পীরিত না ধরে ॥
ক্ষয় গেল শরজাল টুটিল ভাদিল অস্ত্র
যজ্ঞা যদু হৈল খণ্ড খণ্ড ।
এরকা ডিগুয়া আনি মুঠে মুঠে পরহার
বাজিল সমর পরচণ্ড ॥
গদা মুদগর তুলা বজ্রসম পরহারে
পড়িল সংগ্রামে বীরগণ ।
কৃষ্ণ নিবারিতে গেলা বিকিল বেচিয়া তাঁরে
যদে মত্ত কোপে অচেতন ॥
যদুগণে বলভদ্র বোড়রা বিকিল কারো
নিদ্র পর নাহি অবধান ।
পড়িল সকল বীর এরকা মুষ্টির ঘাতে
তবে রণ হৈল সমাধান ॥

ঐক্ষান্না-বিমোহিত ব্রহ্মশাপ উপহত
 পড়িল সকল বীরগণ ।
 ক্রোধে কুলক্ষয় কৈল বাঁশের আশুনি যেন
 পোড়য়ে সকল মহাবন ॥
 কুলক্ষয় হৈল যদি কালক্রপী ভগবান
 মানিলা পৃথীর গেল ভার ।
 তবে বলভদ্র রাম নিজ যোগ অবলম্বে
 ভেজিলা মানুষ-অবতার ॥
 নিজ ধামে গেল রাম দেখিয়া দৈবকীমুত
 বসিলা অস্থত তবমূলে ।
 প্রকটিত নিজরূপ চারি ভুজ বিরাজিত
 সূর্য্য-কোটি জিনি কলেবরে ॥
 নিজ আভা বিরাজিত দশদিগ প্রকাশিত
 শ্রীবৎসলক্ষণ ধনশ্রীম ।
 তপ্ত হাটক-জ্যোতি পীত বসনবৃগ
 সকল মঙ্গল গুণধাম ॥
 সুললিত স্মৃতিবৃত্ত বক্ত-কমল নীল
 সুরক্ষিত কুন্তলবিলাস ।
 বিকসিত কঙ্ক মঞ্জু শ্রীনয়ন যুগল
 মকরকুণ্ডল পরকাশ ॥
 কটিস্থত্র ব্রহ্মস্থত্র কিরীট কঙ্কণ হার
 নুপুর রতন অঙ্গুরী ।
 বনমালা বিলসিত কোমল বিরাজিত
 অঙ্গগণ রহে মূর্তি ধরি ॥
 তুলিয়া দক্ষিণ উরে বাম পদ তরুণমূলে
 বসিলা আপনে বনমালী ।
 জরা নামে ব্যাধ আইল মুঘলের অবশেষ
 লোহার নিখিত শর ধরি ॥
 যুগ আকার চরণ দেখি যুগ শঙ্কা করি
 চরণে বিক্লিষ্ট সেই শরে ।
 চতুর্ভুজ রূপ দেখি ভয়েতে ব্যাকুল ব্যাধ
 পড়িল প্রভুর পদতলে ॥
 না জানিঞা মুক্তি পাপী কৈলু হেন অপরাধ
 ক্ষেম ক্ষেম মুক্তি দুরাচার ।
 যার নাম শ্রবণে অজ্ঞান তিমির ধ্বংস
 সংসার-সাগর হয় পার ॥
 মুক্তি হার কি বলিব সকল তোমার মায়া
 ব্যাধজাতি পতিত বঞ্চিত ।
 স্বকরে বধিয়া মোরে এবার পাতক হর
 যেন হেন না করো দুহৃত ॥
 যার যোগ লীলাগতি না বুকে বিরক্তি হর
 বেদবিশারদ মূনিগণে ।

তোমার মায়াতে নাথ বিমোহিত সর্বলোক
 মুক্তি পাপী জানিব কেমনে ॥
 ব্যাধের বচন শুনি আজ্ঞা দিলা নারায়ণ
 উঠ জরা পরিহর ভয় ।
 আমার হৃদিত এই যে কর্ম করিলে তুমি
 স্বর্গে চল হয়্যা পুণ্যময় ॥
 হংস-কলেবর হরি আজ্ঞা দিলা গুণা করি
 শিরে ধরি উঠিলা সত্বরে ।
 পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ দণ্ড পরণাম করি
 দিব্যরথে গেল সশরীরে ॥
 েরা স্বর্গবাসে গেল দারুক সারথি আইল
 দিব্য গন্ধ-বাত অঙ্গুরারে ।
 নিজ পতি দ্র্যাতমস্ত নিখিল জগতকাস্ত
 দেখিল অস্থতরুতলে ॥
 প্রেমভাবে ভর জর বিগলিত কলেবর
 পড়ে দুই চরণ ধরিয়া ।
 হা কৃষ্ণ হা নাথ বল ভূমিতে লোটাঞা কান্দে
 কেন নাথ কর হেন মায়া ॥
 আজি আমি অন্ধ হৈলু অন্ধতমে প্রবেশিলু
 দশদিগ না দোষ নয়নে ।
 কোথা যাব কি করিব কিক্রপে বা আমি জীব
 তুমি প্রভু প্রাণনাথ বিনে ॥
 এইরূপে কাকু করি দারুক সারথি কান্দে
 রথরাজ উড়িল আকাশে ।
 ভূষণ বাহন গুত গরুড় লাজনা রথ
 চক্রেকোটি সম পরকাশে ॥
 তার পাছে অঙ্গগণ কৈল ধামে আরোহণ
 তবে আজ্ঞা দিল জনাদন ।
 চল হৃত যদুপুরে পুরজনে কহ কণা
 জ্ঞাতিগণ-নিধন-ব্যরণ ॥
 বলভদ্র-গতিকথা কহিয়া আমার দশা
 কেহ জানি রহে যদুপুরে ।
 আমি পরিহারি যদি নিজপদে প্রবেশিলু
 যদুপুরী মজিব সাগরে ॥
 পুর পরিজন লঞা হৈল প্রবেশে রহ গিয়া
 অজ্ঞানে রাখিব নিজ সাথে ।
 তুমি জ্ঞাননিষ্ঠ হয়্যা সর্বধর্ম উপেখিয়া
 থাকিহ আমার ধর্মপথে ॥
 জানিহ আমার মায়া রচিত এ সব লোক
 শাস্ত হৈয়া চল নিশবদে ।
 প্রভুর এতক বাণী দারুক সারথি শুনি
 ভুতলে পড়িল প্রণিপাতে ॥

পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ দণ্ড পরণাম করি বীর শিরোমণি জ্বী গদাধর পদযুগ
 - পদযুগ ধরি নিজ শিরে । বিনা মোর আর নাহি আশা ।
 দুঃখশোকাদি ব্যাধুলে চলিলা দ্বারকাপুরে একাদশ ভাগবতে মুঘল সমর কথা
 কান্দিতে কান্দিতে উচ্চস্বরে ॥ ভাগবত-আচার্যের ভাষা ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
 ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায় ।

তবে ব্রহ্মা আইলা তথ; শিবানী শব্দর দেব বিবিধ উৎসব কারি চলিলা রক্ষের পাছে
 ইন্দ্র আদি দেব পিতৃগণ । আনন্দে পুরিয়া দেবগণ ॥
 সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব কিম্বর যক্ষ রক্ষ বিজ্ঞানর কোন পথে গেলা হরি কেহ না বুঝিলা গতি
 অহিপতি গুহক চারণ ॥ যেন মেঘে বিজুরি সঞ্চার ।
 কৃষ্ণের গমন-খেল; দেখিব উৎসব-গীলা নিজ নিজ পুরে গেলা
 দেবগণ চালিলা হরিরে । সভাকে লাগিল চমৎকার ॥
 রথের উপরে রথ যুড়িয়া আকাশপথ জীবের জনম মৃত্যু
 ক্ষিত্তিতেল কুসুম বরিষে ॥ সেহ মায়া বস্তগত নহে ।
 কেহ স্ততি কৌন্তন পবিত্র চরিত্র গুণ আপনে হুজিয়া হরি আপনে প্রবেশ করি
 কেহ নৃত্য পুষ্প বরিষণে । আপন মাহ্মাবলে রহে ॥
 তত্ত্বিযুত সুরগণ পদ্পত্র-বিলোচন যে আনিল গুরুশ্রুত
 দেখিয়া চকিতল মনে মনে ॥ যমলোক-গত চিরকাল ।
 যার যার নিজপুরে আমাকে নিবার ভরে গতে রাখে চক্রপাণি
 সব দেবগণ আগমন । সে কি হয় নর-অবতার ॥
 আমি কেন কথ্য করি না-বতে না পারে কেহ অস্তকের অস্তকারী
 দেখাইব সমাধি দক্ষিণ ॥ হেন হরি ঙি নিল সমরে ।
 এতেক বচন বলি সমাধি বারণ করি জরা ব্যাধ-অপরোধ
 রহে প্রভু মুদিত নয়নে । সে দেহ চালায় সুরপুরে ॥
 আপনাতে আপনে যোগ কার যোগাসনে হেন প্রভু নিজমুখি
 দেখায় ব্রহ্মাদি দেবগণে ॥ রাখিতে নহিল শক্তি
 বারণা-আশুনি জালি দেখাইল নাও হরি হেন কৈ কুমতি মনে লয় ।
 নিজরূপে গেলা নৈছ ধাম । সৃষ্টি পরলয়-লীলা ইচ্ছামাত্র যার খেলা
 লোকের আশ্রয় গতি ধ্যান বারণা স্ততি তাথে কুপণ্ডিত বিপরায় ॥
 অশেষ মঙ্গল অভিমান ॥ যদ্যাপ প্রকৃতিপর অশেষ শকতিধর
 দহিল সকল দেহে তে-কারণে তছু সহে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ ।
 অচ্যুত অচ্যুত পুরে গেলা । তথাপি যাদব-বুল সংহারিয়া বিচারিল
 অচ্যুত অচ্যুত পুরে গেলা । আর কিছু নাহি প্রয়োজন ॥
 দুন্দুভি বাজনা বাজে তে-কারণে মন্ত্যলোক তেজি নিজ কলেবর
 পুষ্প বরিষণ দিব্যমালা ॥ নিজ পুরে কৈল পরবেশ ।
 সব সুরগণে বলে এই পথে যাইব হরি দেখাইতে দিব্যগতি
 আমি সব পু বচন ॥ সুরগণে সুরপাতি
 নাচালাইলা কৈলা স্বাক্ষর ॥

উঠিয়া প্রভাতকালে শ্রবণ কীৰ্ত্তন করে
ভক্তিশ্রবণে করে শ্রবণ ।
কৃষ্ণের অমৃত গতি সে হয় নিঃশয় মতি
বিষ্ণুপদে করে আরোহণ ॥
দাক্ষক সারথি তবে ষারকামণ্ডলে গিয়া
বসুদেব উগ্রসেন আগে ।
পড়িল চরণে ধরি কান্দে আন্তনাদ করি
কহিলা সকল মহাভাগে ॥
শুনিঞা দাক্ষকমুখে সব পুরঞ্জন শোকে
মুরছিত হৈল অচেতন ।
ঘুরিতে চলিলা কৃষ্ণ বিরচে বিহবল লোক
যথা বদুকুল-বিনাশন ॥
আঁখি মুখ শির হানি কান্দে সব নরনারী
ভূমিতলে লোটোঞা লোটোঞা ।
বসুদেব রোহিণী দৈবকী নিজ প্রাণ তেজ
গেল রাম-কৃষ্ণে না দেখিয়া ॥
পত্নীগণ পতি সঙ্গ চিন্তিয়া উপরে ধরি (১)
ভূজপাশে দিয়া আলিঙ্গনে ।
নিজ নিজ তনু ছাড়ি চলিল বৈবৃষ্ঠপুত্রী
প্রবেশিল দীপ্ত হৃতাশনে ॥
কৃষ্ণ-পত্নী অষ্ট প্রবেশিল হৃতাশন
বিদর্ভ ছহিতা আদি করি ।
অর্জুন চিন্তিয়া মনে কৃষ্ণ-গীতা শ্রবণে
শান্তি হৈলা কৃষ্ণে মন ধরি ॥
হত যত বন্ধুগণ পিণ্ড জল-অগ্নিদান
অর্জুন করায় একে একে ॥

(১) পাঠান্তর,—
“চিতার উপরে অঙ্গ ।”

কৃষ্ণ গেলা পরিচরি সমুদ্রে ষারকাপুরী
মজিল দেখএ সর্বলোকে ।
কৃষ্ণের ত্রিধর ছাড়ি মজিল ষারকাপুরী
যাথে হরি নিত্য সন্নিধান ॥
শ্রবণে ছুরিতহর পুণ্যকর ধনুতর
সর্বগুণ মঙ্গল বিধান ॥
বজ্রমাথে ছত্রে ধরি রাজ-অভিষেক করি
বাল বৃদ্ধ স্ত্রীগ 'লইয়া ।
ইন্দ্রপ্রস্থে নিজ দেশে অর্জুন চলিলা তবে
দুঃখ শোকে হতমতি হৈয়া ॥
তোমার সকল পিতা মহাগণে শুনি তবে
অর্জুনের মুখে বিবরণ ।
তুমি বংশধর রাজা রাজ্যে অভিষেক করি
তবে কৈলা স্বর্গ আরোহণ ॥
এ সব কৃষ্ণের লীলা বিচিত্রে বিহার মধ
শ্রবণ কীৰ্ত্তন যেবা করে ।
ত্রিভুবনে সেহ ধনু ব্রহ্মাদি দেবের মাজ
কৃষ্ণের হৈয়া সেই চলে ॥
হেলায় প্রসঙ্গ সঙ্গে যদি বা শুনয়ে মাত্র
কৃষ্ণের মহিমা গুণ নাম ।
পাপাচার রত কিবা অশেষ ছুরিত রত
সেহ পাপা পায় পরিভ্রাণ ॥
জন্ম কর্ম নিরন্তর যেবা শুনে ধনুবর
কৃষ্ণে লভে হৈয়া কৃষ্ণময় ।
যথা তথা যেবা নরে শ্রবণ কীৰ্ত্তন করে
তার নারায়ণে ভক্তি হয় ॥
একাদশ ভাগবত রক্ষসগণ সমুদিত
কহিল সকল কথা বন্ধে ।
ভাগবত-আচার্য্যের বৃদ্ধি মন নিরোজিত
গদাধর-চরণারবিন্দে ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

একত্রিশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাদশ স্কন্ধ ।

—:—

প্রথম অধ্যায় ।

মল্লার রাগ ।

মুনি বলে শুন রাজা কহিএ দ্বাদশ ॥
ভবিষ্য কহিব যাথে কৃষ্ণ গুণ যশ ।
পুরঞ্জয় নামে রাজা হৈব ক্ষিত্ততলে ।
পুত্র হৈয়া জনমিব বৃহদ্রথ-বরে ॥
তার পাত্র শুনক মারিয়া তাথে বনে ।
আপন পুত্রকে রাজা করিব আপনে ॥
প্রোক্তো তাহার নাম বসিব আসনে ।
তার পুত্র জন্মিব বিশা-বৃপ নামে ॥
রাজক তাহার পুত্র হৈব ক্ষিত্তীশ্বর ।
নন্দিবর্দ্ধন তার পুত্র মহা ধনুর্ধর ॥
এই পঞ্চ প্রোক্তোতন হৈব ক্ষিত্তিতলে ।
একশত আটত্রিশ বর্ষ অভ্যন্তরে ॥
তবে আর রাজা হৈব শিশুনাগ নাম ।
তার পুত্র কাকবর্ণ হৈব বলবান ॥
ক্ষেত্রধর্ম্য তার পুত্র ক্ষুদ্রধর্ম্য হৈব ।
ক্ষেত্রজ তাহার পুত্র পৃথিবী শাসিব ॥
বিধিগার তার পুত্র জাতুকর্ণ নাম ।
তার পুত্র জন্মিব দর্ভক বলবান ।
তার পুত্র অজয় তার নন্দিবর্দ্ধন ॥
আজয়-কুমার তবে লভিল জনম ।
মহানন্দ তার পুত্র এই দশ জন ॥
শিশুনাগ বংশে রাজা হৈব উতপন্ন ।
তিন শত ষাট বৎসর পরিমাণ ।
পৃথিবী ভূজিব তারা মহা বলবান ॥
মহানন্দ-পুত্র হৈব বুঘলী-উদরে ।
মহাপদ্মপতি নাম ধরিব সংসারে ॥
নন্দ নামে হৈব আর লোক-বিনাশন ।
সেই হৈতে শূদ্র রাজা হৈব উতপন্ন ॥
মহাপদ্ম রাজা হৈব দ্বিতীয় ভাস্কর ।
এক ছত্রে পৃথিবী শাসিল মহাবল ॥
সুমাণ্য প্রধান তার অষ্ট কুমার ।
শতেক বৎসর হৈব রাজ্য অধিকার ॥
নব নন্দ রাজা হৈব ষড়্ধরারায়ণ ।
এক বিশ্রে উদ্ধারিয়া করিব পালন ॥

তা-সভা অভাবে রাজ্য পাইব মৌর্যগণে ।
চক্রে গুপ্ত রাজা সেই করিব ব্রাহ্মণে ॥
তার পুত্র বারিগার হৈব ক্ষিত্তিপাল ।
অশোকবর্দ্ধন তার জন্মিব কুমার ॥
সুযশা কুমার তার সন্তত তনয় ।
শালিশুক তার পুত্র হৈব মহাশয় ॥
সোমশর্ম্ম তার স্নাত শতধর্ম্মা নাম ।
তার পুত্র বৃহদ্রথ হৈব বলবান ॥
দশ মৌর্য হৈব রাজা মেদিনীমণ্ডলে ।
একশত সাঁত্রিশ বৎসর ভিতরে ॥
অগ্নিমিত্র তার স্নাত স্রোষ্ঠ তনয় ।
বসুমিত্র তদ্রক পুলিন্দ মহাশয় ॥
তার পুত্র ঘোষ তার বসুমিত্র স্নাত ।
তায় স্নাত ভাগবত মহাবল যুত ॥
অষ্ট শত রাজা হৈব মহা বলবান ।
দশোত্তর একশত বৎসর প্রমাণ ।
তবে কণ্ববংশ রাজা হৈব গুণহীন ॥
কলিযুগে পৃথিবী ভূজিব কথোদিন ॥
শতবংশে কামী রাজা দেবভূতি নামে ।
কথামাত্য মহাবলী বাধব সংগ্রামে ॥
আপনে করিব রাজ্য বসুদেব নাম ।
তার পুত্র ভূমিত্র জন্মিব বলবান ॥
তার পুত্র নারায়ণ হৈব নরেশ্বর ।
তিন শত পঞ্চাধিক চল্লিশ বৎসর ॥
কণ্ববংশে পৃথিবী পালিব কলিকালে ।
তার তৃত্য বুঘল জন্মিব ক্ষিত্তিতলে ॥
সুশর্ম্মা বধিয়া রাজা হৈব অন্ধ জাতি ।
কথোকাল রাজ্যভোগ করিব দুর্ম্মতি ॥
কৃষ্ণ নাম তার তাই বসিব আসনে ।
তার পুত্র জনমিব শান্তকর্ণ নামে ॥
তার পুত্র গৌর্ণমাগ হৈব ক্ষিত্তীশ্বর ।
তার পুত্র রাজা হৈব নামে লম্বোদর ॥
তার পুত্র চিবিবিলক হৈব নরপতি ।
তার পুত্র রাজা হৈব নামে মেঘস্বাতি ॥

তার পুত্র রাজা হৈব নামে দৃঢ়মান্ ।
 তার পুত্র জনমিব অনিষ্টকর্মা নাম ॥
 হানেম তনয় তল তনয় তাহার ।
 জনমিব তার পুত্র পুরীষ কুমার ॥
 তার পুত্র রাজা হৈব নামে সুনন্দন ।
 চকোর তনয় তার বটক নন্দন ॥
 শিবস্বাতি পুত্র তার অরিন্দম নাম ।
 তাহার গোমতী পুত্র তার পুরীমান্ ॥
 মেদশিরা পুত্র তার শিবস্বজ হৈব ।
 বজ্রশ্রী তাহার স্নাত বিজয় জন্মিব ॥
 অন্ধ বংশে শূদ্রজাতি কুড়ি ক্ষিতধর ।
 ছয়পঞ্চাশৎ চারি শতেক বৎসর ॥
 পৃথিবী ভূজিব তারা নিজ ভূজবলে ।
 সাত আভীর হৈব তাহার অন্তরে ॥
 জন্মিব গর্দভকুলে দশ নরপতি ।
 তবে আর ষোড়শ জন্মিব বহুজাতি ॥
 তবে অষ্ট যবন জন্মিব ক্ষিতিতলে ।
 চতুর্দশ শুর হৈব তাহার অন্তরে ॥
 তবে দশ শুরও পৃথিবীবতি হৈব ।
 তবে একাদশ মৌল পৃথিবী ভূজিব ॥
 নয় অধিক নব্বই বৎসর দশ শত ।
 এ সবে পৃথিবী ভোগ কবি তাবত ॥
 একাদশ মৌল তবে হৈব আরবার ।
 তিনশত বৎসর করিব অধিকার ॥
 তবে কিলকিলা নামে আছে একপুরী ।
 তাতে ভূতনন্দ নামে হৈব অধিকারী ॥
 তবে রাজা বক্রির সুনন্দি তার পাছে ।
 তবে যশোনন্দি প্রবীর তার শেষে ॥
 ছয়াদিক একশত বৎসর প্রমাণ ।
 এ সবে কবির রাজ্য মহাবলবান্ ॥
 তা-সভার ত্রয়োদশ জন্মিব কুমার ।
 তবে হৈব বাহ্লিকের রাজ্য অধিকার ॥
 তবে পুষ্পমিত্রে হৈব ক্ষত্রিয়-কুমার ।
 দুর্শ্বৈ পাইব তবে রাজ্য-অধিকার ॥
 এক কালে এই সব নৃপতি হইব ।
 সপ্ত অঙ্ক সপ্ত কোশল জনমিব ॥
 জন্মিব বৈদুরপতি তাহার অন্তরে ।
 তবে কত রাজা হৈব নিষেধের কুলে ॥

মগবংশে রাজা (১) হৈব বিশ্বকৃষ্ণ নাম ।
 তবে পুরঞ্জয় রাজা হৈব বলবান্ ॥
 আন বর্ণ করিয়া স্থাপিব আন জাতি ।
 বহু মদ্র পুলিশ করিব মন্দমতি ॥
 নিজ রাজ্য ভেজিয়া রহিব আন স্থানে ।
 পদ্মাবতী নামে পুরী করিয়া নির্মাণে ॥
 প্রয়াগ অবধি ভাগীরথী সম্মিধান ।
 তথাই রহিব পৃথ্বী ভূজি বলবান্ ॥
 সোরাষ্ট্র আরণ্য (২) রাজা হৈব তার শেষে ।
 অর্জুদ মানব রাজা হৈব তার পাছে ॥
 তবে শূদ্র (৩) আভীর নৃপতিগণ হৈব ।
 শূদ্রবৃদ্ধি হৈয়া বিপ্র কেবল বস্তি ॥
 শূদ্রপ্রায় রাজা হৈব সিন্ধুতীরে বাস । (৪)
 চন্দ্রভাগা কুন্তীদেশ কাশ্মীর-নিবাস ॥
 শূদ্রজাতি রাজা হৈব পতিত ব্রাহ্মণ ।
 কোম রাজ্যে মেচ্ছ কোন রাজ্যে হীনজন ॥
 প্রায় মেচ্ছ রাজা হৈব দুষ্ট কলিকালে ।
 অসত্য অধর্ম যাত্র জানিব সংসারে ॥
 অল্পদাতা ত্রীভ্রকোষ হৈব নৃপগণ ।
 পরদার পরধন লজ্জন হরণ ॥
 স্ত্রী বালক গো ব্রাহ্মণ বধিব পরানে ।
 অল্পধন অল্পসত্য হৈব সর্বজননে ॥
 অল্প পরমায়ু হৈবে নিন্দিত আচার ।
 কুলকর্ম-হীন দেহ-গেহ-অহঙ্কার ॥
 রাজ্যোগণে তমোগুণে সব বৈরাপতি ।
 ক্ষোত্রবেশে মেচ্ছ রাজা করিবে নিন্দিত ॥
 প্রজাক্ষয় করিব ভাঙ্কব সর্বজন ।
 অতোন্ত্রে সকল লোক কারব ভজ্ঞন ॥
 দুষ্ট রাজা দেখি প্রজা হৈব দুরাচার ।
 সেই ধর্ম লৈব সেই শাল ব্যবহার ॥
 এইরূপে কার্যবুগে হৈব প্রজাক্ষয় ।
 ভাগবত-আচার্যের ভাষা রসময় ॥

(১) পাঠান্তর,—“মগবংশের ।”

(২) “অবস্তী ।”

(৩) শুর ।

(৪) পাঠান্তর,—

“শূদ্র প্রায় হইয়া সিন্ধুতীরে হৈব বাস ।”

হাঁতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বাদশস্কন্ধে

প্রথমোধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

তবে বুদ্ধি সত্য্য শৌচ ক্ষমা দয়া ধর্ম ।
 দিনে দিনে টুটিব সকল বল ধর্ম ॥ (১)
 বিস্তমাত্র অধর্ম-আচার গুণ ধরে ।
 বিস্তমাত্র-সর্বলোক পুজিব সংসারে ॥
 ভায়-ব্যবস্থায় বল কেবল কারণ ।
 ধর্ম-ব্যবহার মাত্রে মায়-প্রভারণ ॥
 স্ত্রী পুরুষে হবে মাত্র রতি প্রয়োজন ।
 যজ্ঞশূত্র সন্তে মাত্র ব্রাহ্মণলক্ষণ ॥
 দম্যমাত্র সামুদ্র্য বিচা অঙ্গীকার
 জ্ঞানমাত্র কেবল দেহের পরিষ্কার ॥
 দূরে জলাশয় দেখি হৈব তীর্থভাগ ।
 উদর ভরণে মাত্র পুরুষের মান ॥
 কুটুম্ব-ভরণ মাত্র কেবল দক্ষতা ।
 যশ-হেতু ধর্মসেবা কেবল মুখ্যতা ॥
 এইরূপে দুষ্টপ্রজা পূরিব সংসারে ।
 বলে বড় সেই রাজা হৈব ক্ষতিভলে ॥
 লোভী রাজা দম্যপ্রায় কণটা নির্দিয়
 ধন দায় হরিব করিব প্রজাক্ষয় ॥
 বন গিরি গহবরে করিব পরবেশ ।
 শাক মূল ফল পত্র আহার বিশেষ ॥
 কর-পীড়া অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ।
 শীত বাত আদি নানা সম্বাপে তাপিত ॥
 ক্ষুধা তৃষ্ণা নানা ব্যাধি দুঃখ শোক ভয় ।
 সব ঠাঞি বেয়াকুল চিন্তা অতিশয় ॥
 পরমায়ু হৈব সবে তিরিশ বৎসর । (২)
 নানা উত্তপাতে লোক সত্ত বিকল ॥
 কলিতে চাইব ধর্ম পাবগুপ্রচুর ।
 দম্যপ্রায় রাজা হৈব নির্দিয় নিষ্ঠুর ॥
 কলিদোষে বেদপথ সব যাঁহি নাশ ।
 চুরি মিথ্যা ব্যর্থ হিংসা বৃসজ-বিলাস ॥
 শূদ্রপ্রায় বিপ্র ছাগপ্রায় ধৈর্যগণ ।
 ভূগপ্রায় বৃক্ষ গৃহপ্রায় বনাশ্রম ॥
 বিদ্যাত-প্রমাণ (৩) মেঘ শূত্রপ্রায়-ধর ।
 গর্দভ সমান লোক শূত্র কলেবর ॥

এহিরূপে হৈল যদি কলিযুগ শেষ ।
 অবতার করিব আপনে হৃষীকেশ ॥
 ধর্ম-পরিভ্রাণ-হেতু দুষ্ট বিনাশিতে ।
 আপনে আসিয়া হরি জন্মিব সাক্ষাতে ॥
 জন্মিব সম্বল গ্রামে বিষ্ণুযশা ধরে ।
 দ্বিজপুত্র হৈব হরি কঙ্কি অবতারে ॥
 অশ্ব-আরোহণ করি বাউবেগ-গতি ।
 খজা ধরি চকিতে চলিব সুরপতি ॥
 এক অশ্বে করিব পৃথিবী পর্যটন ।
 কোটি কেটে বেজ্ঞ কাটি করিব নিধন ॥
 দম্যগণ পলাইব ধরি নৃপবেশে ।
 কাটিয়া সকল সংহারিব হৃষীকেশে ॥
 দম্য বিনাশিল যদি কঙ্কি সুরপতি ।
 তবে সর্বলোক হৈব নিরমল-মতি ॥
 কঙ্কি অঙ্গ পুণ্যগন্ধ বাত পরশনে ।
 পুণ্যযুত শুদ্ধচিত্ত হৈব সর্বজনে ॥
 ধর্মপতি প্রভু ধর্ম করিতে পালন ।
 কঙ্কিরূপে অবতার করিব যখন ॥
 সত্যযুগ সেই ক্ষণে হৈব সত্যময় ।
 সত্যযুত সর্বলোক হৈব শুদ্ধাশয় ॥
 পৃথিবী ভেজিয়া কৃষ্ণ চলিলা যখনে ।
 দুষ্ট কলি পরবেশ হৈল সেইক্ষণে ॥
 যাবৎ পদারবিন্দ ধরনী পরশি ।
 আপনে আছিল রম্যপতি গুণরাশি ॥
 তাবৎ না ছিল দুষ্ট কলি-পরাক্রম ।
 উদ্দেশে কহিল কিছু ভবিষ্য লক্ষণ ॥
 হৈল হৈব যত রাজা আছে বিস্তমান ।
 তা-সভায় কৈল গু-চরিত্র বাথান ॥
 চন্দ্রবংশে সূর্য্যবংশে যত দণ্ডধর ।
 তা-সভায় গুণ কর্ম কাঁচল সকল ॥
 কথা মাত্র অবশেষ রহিল সংসারে ।
 কীষ্টি মাত্র কেবল থাকিল ক্ষতিভলে ॥
 সূর্য্যবংশে মরু নাম সম্ভতি কারণে ।
 চন্দ্রবংশে থাকিব দেবর্ষি ছেন নামে ॥
 যোগবলে রাহব চুহার কলেবর ।
 থাকিব কলাপ গ্রামে দুই বংশধর ॥
 কলিযুগ অন্তে নারায়ণ-আজ্ঞা পাঞা ।
 ধর্ম প্রচারিব দুই পূর্ববৎ হয়্যা ॥
 এইরূপে সত্য্য জ্যোতা দ্বাপর কলি ।
 এইরূপে পুনঃপুন হয়ে যুগ চারি ॥

(১) পাঠান্তর,—“বুলকর্ম” ।

(২) পাঠান্তর,—“পরমায়ু বিশ কিংবা ত্রিশ বৎসর” ।

মূলে,—“ত্রিশত্রিংশতিবর্ষাণি পবনায়ুঃ কলৌ নৃণাম্”

পাঠ আছে ।

(৩) পাঠান্তর,—“বিদ্যাত সমান” ।

কহিল তোমায়ে রাজা শুন নৃপগণ ।
 অতুল সম্পদ মহাবল পরাক্রম ॥
 ভূমিতে মমত্ব করি তেজি কলেবরে ।
 সভার নিধন হৈব এই মহীতলে ॥
 ক্রিমি বিষ্ঠা ভক্ষ্য হয় রাজ-কলেবর ।
 কি কারণে গর্ভ করে মতিহীন নর ॥
 দেহের কারণে পরপ্রাণবধ করে ।
 সতে প্রয়োজন মাত্র নরকে সঞ্চারে ॥
 আমার পুরুষ কত পুরুষ শাসিল ।
 এই ভূমি কারণে সকল গোষ্ঠী মৈল ॥
 আছিল আমার পিতা পিতামহগণ ।
 তারা সব মৈল এই ভূমির কারণ ॥
 সম্প্রতি সকল ভূমি এখনে আমার ।

পূর্ব হনে আমার বংশের অধিকার ॥
 পুত্র পৌত্র আমারি ভুক্তিব বসুমতী ।
 এই বুলি কত কত মৈল ক্ষিতিপতি ॥
 মাটির নির্মিত ভাণ্ড মিছা কলেবর ।
 ইহার লাগিয়া কত কত দণ্ডধর ॥
 মোর মোর বুলিতে সকল তেজি গেল ।
 কালে সব সংহারিল কথা মাত্র রৈল ॥
 ভাগবত আচার্যের এই কাকু ভাষা ।
 সব পরিহরি তাই কৃষ্ণে ধর আশা ॥

(১) পাঠান্তর,—

“ভাগবত-সুধারস অপূর্ণ কাহিনী ।
 পদবন্ধে কতি কৃষ্ণপ্রেমমত্তরজিনী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বাদশস্কন্ধে

দ্বিতীয়েহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

মুনি বলে শুন রাজা বিচিত্র কথন ।
 পৃথিবী হাসিয়া বোলে দেখ নৃপগণ ॥
 দেখ-দেখ কত রাজা আমার কারণে ।
 অস্ত্রোস্ত্রে যুঝিয়া বার্থ মৈল অকারণে ॥
 ধরণী হাসিয়া বোলে অহো দেবমায়া ।
 কাল-বলক্রীড়াভাণ্ড নরদেহ পায়া ॥
 আছুক আনের কাজ পরম পণ্ডিত ।
 রাজ-অভিমানে সেহ কায়ে বিমোহিত ॥
 পরঃক্ষেপ সম দেহ তড়িত-চঞ্চল ।
 ভাহাতে বিশ্বাস করে মুষ্টি নরেশ্বর ॥
 প্রথমে জিনিব আমি রাজ-মন্ত্রীগণ ।
 তবে পাত্র সামন্ত জিনিব পুরজন ॥
 তবে মহামাতঙ্গ জিনিব মহা সেনা ।
 তবে রাজা জিনি রাজপুত্র দিব হানা ॥
 ধরণী শাসিব তবে সাগর পর্য্যন্ত ।
 এই আশাবন্ধে করে রাজ্য-অনুবন্ধ ॥
 নিকটে না দেখে যম কায়ে অচেতন ।
 পৃথিবী হাসিয়া বোলে অহো বিড়ম্বন ॥
 আমাকে জিনিঞা করে সাগরে প্রবেশ ।
 এহ লোকে পরিভ্রম পরলোকে ক্লেশ ॥

আমাকে তেজিয়া মনু মহাপুত্রগণ ।
 কতকত রাজা গেল তেজিয়া জীবন ॥
 বাপে পুত্রে হানাহানি আমার কারণে ।
 অস্ত্রোস্ত্রে যুঝিয়া মরে তাই বন্ধুগণে ॥
 আমি রাজা আমার সকল ভূমিধণ্ড ।
 সাগর পর্য্যন্ত ফিরে পরঃগুণ্ড ॥
 এই বুলি নৃপগণ মরে অভিমানে ।
 আমার কারণে মৈল যুঝিয়া সংগ্রামে ॥
 পুথু গর পুরুষবা নহয় ভরত ।
 মাক্রাতা সগর তৃণবিন্দু ভগ্নীরথ ॥
 খট্টক অর্জুন বৃগ গাধি নরপতি ।
 নৈবধ শাস্ত্রহু রঘু যযাতি শর্যাতি ॥
 হিরণ্যকশিপু বুজ নমুচি শশ্বর ।
 নরক রাবণ বাণ তারক ইন্দ্রল ॥
 আর যত দৈত্যগণ নৃপভিমণ্ডল ।
 সর্বজিৎ সর্ববিৎ শূর মহেশ্বর ॥
 আমাতে মমতা কার মর্ত্য কলেবরে ।
 কথামাত্র অবশেষ সংহারিল কালে ॥
 মহাজনগণ-কথা কহিল তোমায়ে ।
 যশ বিস্তারিয়া তারা গেল ক্ষিতিতলে ॥

বৈরাগ্য বিজ্ঞান-হেতু তা-সত্য কথ্য ।
কহিল তোমারে নতু পরমার্থ সাঁচা ॥
যে কৃষ্ণপদারবিন্দে ভক্তি বাঞ্ছা করে ।
সে জন পোবিন্দুগুণ শুনে নিরন্তরে ।
ব্রহ্মা ভব সনকাদি নিরবধি গায় ।
হেন কৃষ্ণ-গুণগাথা শুনিব সদায় ॥
ভবে বিষ্ণুরাত রাজ্য মুনির চরণে ।
এই সব জিজ্ঞাসিলা বিনয়বিধানে ॥
কলিদোষ বিনাশিতে কেমন উপায় ।
নানা পরকারে কলিদোষ দূর যায় ॥
লোকহিত-হেতু গুরু কহ উপদেশ ।
চারিবার যুগধর্ম কহিবে বিশেষ ॥
কালপতি কল্প পরলয় পরমাণ ।
মুনি বলে কহি রাজ্য কর অবধান ॥
সত্যযুগে ধর্ম চারি চরণে আছিল ।
সত্য দান দয়া তপ চারিপদ হৈল ॥
তুষ্ট হৃষ্ট শান্ত দান্ত ক্ষমা দয়াপর ।
সমদৃষ্টি শ্রমযুত আছিল সকল ॥ (১)
সত্যযুগে ধর্ম-নে ধর্ম রক্ষা কৈল ।
ত্রেতাযুগে ধর্ম এক পদ হীন হৈল ॥
দান-ব্রত তপ-যোগ-কর্মপরায়ণ ।
সর্ব বর্ণ পুণ্যযুত আছিল তখন ॥
দুই পদ ধর্ম হইব ছাপর যুগে ।
দয়া দান তপ সত্য হৈব আধ ভাগে ॥
মহাযুগে শীল যশ ধর্মপরায়ণ ।
হৃষ্ট পুষ্ট ধনযুত হৈব সর্বজন ॥
এক পদ ধর্ম মাত্র হৈব কলিকালে ।
অসত্য কপট লোভে পুরি ব সংসায়ে ॥
নিদ্রা নিষ্ঠুর দুরাচার সর্বজন ।
দুর্ভাগ্য দারিদ্র্য দম্ব-ক্রোধ পরায়ণ ।
সমস্ত রজ তমোগুণে জর্জরিত বিকার ॥
কালধর্ম-বিচলিত মতি দুরাচার ॥
বুদ্ধি মনে সমস্ত গুণে বাঁচিব যখনে ।
যখনে জন্মিব মতি তপোযোগ জানে ॥
তখনে জানিব সত্যযুগ উতপন্ন ।
কাম্য কর্মে রত যদি রাজস লক্ষণ ॥
তখনে জানিবে ত্রেতাযুগের উদয় ।
সুন্দর ছাপরযুগ লক্ষণ নির্ণয় ॥

মদ মান দম্ব হিংসা লোভ অসন্তোষ ।
যখন ভীবেব এই দেখি নানা দোষ ॥
তখনে জানিব রজ তমোগুণ ছাপর ।
কলিযুগ-লক্ষণ কহিব নরেশ্বর ॥
নিদ্রা তম্বা হিংসা মায়া অসত্য বিষাদ ॥
শোক মোহ যখনে এ সব পরমাদ ॥
তখনে জানিব কাল তামস প্রধান ।
গুণভেদে কহি চারি যুগ পরমাণ ॥
ক্ষুদ্রদৃষ্টি ক্ষুদ্রভাগ্য বিস্তর আহার ।
ধনহীন মহাকাব্যী নিদ্রিত আচার ॥
সতী কুলবতী নারী হৈব দোচারিণী ।
পাবণ্ড দুঃশীল বেদপথ বেদবাণী ॥
প্রজাভুক্ত রাজ্য ধন-দার-অপহারী ॥
ব্রহ্মচর্য্যব্রতহীন হৈব ব্রহ্মচারী ॥
দ্বিজগণ হৈব শিশোদর-পরায়ণ ।
লোলুপ সন্ন্যাসী হব কুটুম্ব-সদয় ॥
বানপ্রস্থ হৈব গ্রামবাণী মন্দাচার ॥
ব্রহ্মকায় হৈব সব লোক মহাহার ॥
কুলবতী কপটিনী কুবাক্য-ভাষিণী ।
নানা মায়া উচ্চহাস বিবাদকারিণী ॥
কপট কিরাট লোক হৈব কুটকারী ॥
করিব নিদ্রিত কর্ম কুলধর্ম্যে ছাড়ি ॥
নিদ্রন দেখিয়া পতি তেজিব কিঙ্করে ।
দুর্গত দেখিয়া ভৃত্য ছাড়িব লঙ্ঘরে ॥
পিতামাতা ভাই বন্ধু জাতি পরিজন ।
সকল তেজিব নারী সুরতি-কারণ ॥
দীন হীন দ্রো-ব্রহ্ম হইব কলিকালে ॥
খুদ্রে প্রতিগ্রহ লৈব তপস্বীর ছলে ॥
সভাতে কহিব ধর্ম অধাৰ্ম্মিক জনে ।
বসিব অধিক হেয়া উদয় আসনে ॥
পরপীড়া ছুড়ি-পীড়িত অতিশয় ।
অনাবুষ্টি দুঃখ শোকে আকুল হৃদয় ॥
অন্ন-পান-বসন-শয়ন-বিবর্জিত ।
পিশাচ সমান হইন দেখিতে কুচ্ছিত ॥
কিঙ্কিত কারণে লোক তেজিব জীবন ।
অন্নধন কারণে বধিব বন্ধুগণ ॥
বাণে পুত্র তেজিব তেজিব পুত্রে পিতা ॥
পতি কুলবতী ভাৰ্যা পুত্রে বৃদ্ধ মাতা ॥
কলিযুগে দীন হীন হৈব সর্বনয় ।
তেজিব সকল ধর্ম শিশোদর পর ॥
কলিযুগে কেহ না ভজিব শ্রীহরি ।
পাবণ্ড খণ্ডিত-মতি ভেদবুদ্ধি ধরি ॥

(১) সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের পাঠ,—

“সুদৃষ্ট শান্ত দান্ত ক্ষমা দয়াপর ।

সমদৃষ্টি আশ্রামরাম শ্রমণ সকল ॥”

ତ୍ରିଭୁବନାଧିପତି-ବନ୍ଧିତ ଚରଣ ।
 ତ୍ରିଜଗତ-ଗତି ଶୁଦ୍ଧ ଅଧିକ କାରଣ ॥
 ହେନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳିଯୁଗେ କେହ ନା ଉଦ୍ଧିବ ।
 ପାଞ୍ଚ ଶୁକଳ ଶୁକ୍ଳେ ଅଗତ ଯଜିବ ॥
 ସାର ନାମ ବାରେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠରି ଅନ୍ତକାଳେ ।
 ଅଧିକତ ପତିତ କିବା ଆତୁଳ ଅନ୍ତରେ ॥
 ଧୃତ କର୍ମ-ନିଗଡ଼ ଛିଣ୍ଡିଆ ତତକ୍ଷଣେ ।
 କୁଳମୟ ହେଲା ତାର ବୈକୁଣ୍ଠ ଗମନେ ॥
 ହେନ ହରି କଳିଯୁଗେ ନା ଉଦ୍ଧିବ ନର ।
 ନା କରିଆ ଶାନ୍ତସଜ୍ଜ ଯଜିବ ସବଳ ॥
 ତତ୍ତ୍ୱତାବେ ଛନ୍ଦରେ ଧରିଲେ ନାରାୟଣ ।
 ଚିନ୍ତାଗତ କଳିମଳ କରେ ବିମୋଚନ ॥
 ଶ୍ରବଣେ କରୁକ କିବା କରୁକ କୌର୍ତ୍ତନ ।
 ଦେହାନ ପୂଜନ କିବା ଆଦର ଯୋଦନ ॥
 ଛନ୍ଦରେ ଧାନ୍ତିଆ ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୟାମୟ ।
 ଅସ୍ମତ ଜନମ ପାପ ଶବ କରେ କ୍ଷୟ ॥
 ହେମଗତ ବହି ସେନ ବର୍ଣଦୋଷ ହରେ ।
 ଏହିରୂପ ଚିନ୍ତାଗତ ଯଦି ହରି କରେ ॥
 ଅଂଶୁତ ହରିଆ ହରି କରେ ଶୁଭାଶୟ ।
 ପୁନରାପି ତାର ଆଦର ଉଦୟ ନୟ ॥
 ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରତ ତପ ଉପ ଶୀର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତନ ।

ସଜ୍ଜ ଦାନ ଶୀର୍ଷ-ସ୍ନାନ ପବନ-ରୋଧନ ॥
 ଏ ସବ ଅନ୍ତର ଶୁଦ୍ଧି ତତ ବଡ଼ ନହେ ।
 ଛନ୍ଦିଗତ କୁଳ ସେନ ପାପରାଶି ନହେ ॥
 ଏ ବୋଲ ବୁଦ୍ଧିଆ ରାଜା ହିର କର ମନ ।
 ସରଣ-ସମୟ ଆସି ଦିଲ ଦରଶନ ॥
 ଛନ୍ଦିଗତ କରି ହରି ପରମ ଯତନେ ।
 ଛନ୍ଦରେ ଚିନ୍ତାଲେ ହୟ ଗତି ନାରାୟଣେ ।
 ସରଣ ଦେଖିତେ ହରି ଚିନ୍ତାବ ଛନ୍ଦନ ।
 ସର୍ବମୟ ସର୍ବଗତି ଶତାର ଆଶ୍ରୟ ॥
 ଛନ୍ଦରେ ଚିନ୍ତାଲେ ହରି ଆଦ୍ୟତାବ କରେ ।
 ଅଶେଷ ପାତକ ବନ୍ଧୁ ଭୂତ୍ୟା ପାପ ହରେ ॥
 କଳିକାଳ ଦୋଷମୟ ଗତୀର ମାଗର ।
 ଏକ ମହାଶୂନ୍ୟ ମାତ୍ର ଶୁନ ନୁପବର ॥
 କୁଳ ସନ୍ଧୀର୍ତ୍ତନ ମାତ୍ର ଉଦୟନ ନାଶ ।
 କୁଳମୟ ହୟା ଚଳେ କୁଳପଦେ ବାସ ॥
 ଶତାଧିକ ଧ୍ୟାନେ ଯତ ପୁଣ୍ୟ ଉପଜୟ ।
 ଛେତାଧିକେ ସଜ୍ଜନାନେ ଯତ ପୁଣ୍ୟ ହୟ ॥
 ଶାପରେତେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାଗତ ଯତ ଫଳ ।
 କଳିଯୁଗେ ଲତେ ହରି-କୌର୍ତ୍ତନେ ଲକଳ ।
 ଭାଗବତ-ଆଚାର୍ଯ୍ୟର ମଧୁର-ତାସ ।
 ଗଦାଧର-ପଦପୁଗ ବିନେ ନାହି ଆଶ ॥

ହିତ ଶ୍ରୀଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ଛାଦଶସ୍ତକେ

ତୃତୀୟୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୩ ॥

ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ଶୁକମୁନି ବୋଲେ ରାଜା କର ଅବଧାନ ।
 କହିଲ ଶ୍ରୋତାରେ କାଳଗତି ପରମାଣ ।
 ଚାରିପୁଗ ପୁରମାନ କହିଲ ଲକଳ ।
 ଏକନ ଶ୍ରୀମତ-କଳ୍ପ ଶୁନ ନରେନ୍ଦ୍ର ॥
 ଚାରି ସହସ୍ର ଚାରି ଯୁଗେ ଏକ କରି ।
 ଏତେକେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଏକ ଦିନ କରି ଧରି ॥
 ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଯୁଗ ହୟ କଳେର ଭିତରେ ।
 ଏକ ଏକ ଯୁଗ ରହେ ଏକ ଯୁଗରେ ॥
 ରଜନୀ ଜାନିବ ତତ ଯୁଗ-ପରିମାଣେ ।
 ସେହି ସେ ଶ୍ରୀମତ ଯାତେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଧରିନେ ॥
 ଏହି ପରମରେ ହୟ ତିନିଲୋକ ନାଶ ।
 ଅନନ୍ତ ଧରିନେ ଯାତେ ଶୋରେ ଶ୍ରୀନିବାସ ॥

ତିନିଲୋକ ଉଦରେ କରିଆ ନାରାୟଣ ।
 ଶ୍ରୀମତ-ସାଗରେ କରେ ଅନନ୍ତ ଧରିନ ॥
 ଏହି ଦୈନନ୍ଦିନ ବଳି ଧନ୍ତ ପରମୟ ।
 ଏହିରୂପେ କତ କତ କୋଟି କଳ୍ପ ହୟ ॥
 ଶତେକ ବଂଶର ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀମାଣେ ।
 ପୁରବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାତ ଜାନିବ ତତନେ ॥ (୧)
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁରୁଷ କାଳ ଯାତେ ଧରି ନାଶ ।
 ଏହି ମହାପରମୟ କୁଳେର ବିଳାସ ॥

(୧) ପାଠାନ୍ତର,—

“ଆସିବ ବ୍ରହ୍ମାଂଶେ ଜାନିବ ତତନେ ॥”

অনার্যুটি হৈব এক শতেক বৎসর ।
 অজ্ঞোজ্ঞে তক্ষিয়া প্রজা মরিব সকল ॥
 দ্বাদশ সপ্তর্ষি সহ সূর্য্য পরচণ্ড ।
 রসপান করিয়া শুবিব পৃথীখণ্ড ॥
 স্নদর্শন নামে বহি সঙ্কর্ষণ মুখে ।
 উঠিব পাতাল দহি এই মর্ত্যলোকে ॥
 হেটে বহি উপরে দহিব রবি-জালে ।
 পুড়িয়া ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড জলিব অনলে ॥
 দেখিব ব্রহ্মাণ্ড যেন পোড়া ঘসিখান ।
 তবে সপ্তর্ষি বহি হৈব উপাদান ॥
 তবে পরচণ্ড বাত শতেক বৎসর ।
 রহিব ধূলায় পুরি আকাশ-মলে ॥
 তবে মহামেঘগণ ধায়্য বারষণে ।
 শতেক বৎসর রুষ্টি করিব তখনে ॥
 নিষ্ঠুর গর্জ্জন ঘোর মহাভয়ঙ্কর ।
 জলময় হৈব সব ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ॥
 পঞ্চভূত তত্ত্বগণ সব যাইব নাশ ।
 তথি পরবেশ যার যাথে পরকাশ ॥
 সব প্রবেশিব যায়্যা প্রাতি ভিতরে ।
 প্রকৃতি প্রবেশ যায়্যা করিব দৈবরে ॥
 আদি অন্ত নাহি যার না দেখি বেসতে ।
 না বাঢ়ে না টুটে কিছু থাকয়ে সাক্ষাতে ॥
 মন বচনের যাথে নাহি পরবেশ ।
 সত্ত্ব রজ তমোগুণ বিকারবিশেষ ॥
 বুদ্ধি মন সকল ইন্দ্রিয় দেবগণে ।
 উদ্দেশ না জানে যার নহে সন্নিধানে ॥
 নহে জল নহে ভূমি পবন আকাশ ।
 নহে জ্যোতি নহে চন্দ্র দিনেশ হতাশ ॥
 অন্তর্কামহিম শূন্যবত নিরালম্ব ।
 সেই সে সত্য মূল প্রকট আনন্দ ।
 কহিল তোমারে রাজা মহাপরলয় ।
 ব্রহ্মা পর্য্যন্ত ব্রহ্মে পরবেশ হয় ॥
 জ্ঞানময় রসময় সুখময় মাত্র ।
 আনন্দ পরমব্রহ্ম বিশ্রামের পাত্র ॥
 তাহাতে প্রলয় উত্তপতি তাহা হনে ।
 কিক্রিত সাদৃশ সত্য নহে তাহা বিনে ॥
 নানারূপ বস্তু দেখি সব তার মায় ।
 বিচারিলে সব বুঝা যেন ঘন-ছায়া ॥

এক সোণা বহু ভেদ যেন দেখি নানা ।
 এইরূপে লোকে বেদে বিবিধ কল্পনা ॥
 ব্রহ্ম হনে উত্তপতি জীব ব্রহ্মময় ।
 অহঙ্কারে অনাদি সংসারে বন্দী হয় ॥
 তে কারণে অহঙ্কারে দোষ নানা ভেদ ।
 গুরু জিজ্ঞাসিলে হয় অজ্ঞান বিচ্ছেদ ॥
 মান্নাময় অহঙ্কার জীবের বন্ধন ।
 গুরু জিজ্ঞাসিলে বন্ধ হয় ব্যবোচন ॥
 উপাধিবর্জিত জীব হয়ে ব্রহ্মময় ।
 এই রাজা কহি আদি অষ্ট পরলয় ॥ (১)
 নিত্য পরলয় আর কহে জ্ঞানিগণ ।
 ব্রহ্মা আদি সর্ব জীবে হু অমুক্ষণ ॥
 কালবেগে জন্ম প্রলয় ক্ষণে ক্ষণে ।
 প্রতি দেহে নিরন্তর ঐ অমুয়ানে ॥
 চতুর্বিধ প্রলয় কহিল সমাধানে ।
 বিস্তারিয়া কহিতে ব্রহ্মাহ নাহি জানে ॥
 কালরূপী ভগবান জগত-বিধাতা ।
 উত্তপতি পরলয় তাঁর লীলা-কথা ॥
 দুঃস্থ সংসার-যোগ সাগর তরিতে ।
 -গ্যাবেশ যদি বাছা হয় কার চিতে ॥
 আন নৌকা নাহি কৃষ্ণ কথা-রস বিনে ।
 বহুবিধ দুঃখ দূর দহন তারণে ॥
 এই মহাভাগবত পুরাণ সংহিতা ।
 প্রকাশিল ভগবান সর্বলোকপিতা ॥
 স্থাপিলা ব্রহ্মার মুখে দেব হৃদীকেশ ।
 ব্রহ্মা নারদে তেবে দিলা উপদেশ ॥
 নারদ ব্যাসের মুখে কৈল সমর্পণে ।
 বেদব্যাস বিস্তারিলা আমার বদনে ॥
 এই ভাগবত মহাপুরাণ সংহিতা ।
 সর্বপ্রতি সার বেদ-বেদান্ত সমুত্তা ॥
 কহিলেন সত্য শৌনকাদি মুনিগণে ।
 দীর্ঘ শব্দে সমুদিত নৈমিষ অরণ্যে ॥
 ভাগবত আচাযের মধুরসংগী ।
 পরমার্থ-কথা কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী ॥

(১) পাঠান্তর,—

“এই রাজা কহিল আত্যন্তিক পবনয়”

ইতি ত্রীমতাপবতে মহাপুরাণে দ্বাদশস্কন্ধে

চতুর্থোধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

পদে পদে ইহাতে বর্ণিএ নিরন্তর ।
 পরম পুরুষ হরি অখিল মঙ্গল ॥
 ব্রহ্মা সৃষ্টি করে যার প্রসাদভঞ্জন ।
 ক্রোধে রক্ত জনমিল সংহারকারণ ॥
 তুমি রাজ্য কুমতি ছাড়িয়া হরি ভজ ।
 মরিব আপনে হেন পশুবদ্ধি ভেজ ॥
 না ছিলে পুরুষে তুমি জন্মিলে এখন ।
 দেহবস্ত নাহি রাজ্য তোমার মরণ ॥
 আছিল নহিব আমি হেব আরবার ।
 পুত্র-পৌত্ররূপে জন্ম হইব অংমার ॥
 এ সকল মিথ্যা বস্তু মনে অনুমান । (১)
 দেহ ভিন্ন তুমি ভিন্ন বিচারিয়া জান ॥
 কাণ্ড হনে ভিন্ন যেন বেকত আনল ।
 এইরূপে ভিন্ন তুমি ভিন্ন কলেবর ॥
 মাথা কাটা গেল হেন দেখএ স্বপনে
 স্বপনে আপনে মৈল হেন লয়ে মনে ॥
 সেহো রাজ্য কেবল দেহের মাএ দেখি ।
 অজর অমর জীব সৰ্বজীব-সাক্ষী ॥ (২)
 তাকিলে মাটির ঘট যেন দূর যায় ।
 ঘটের আকাশ যেন আকাশে মিলায় ॥
 এইরূপে ব্রহ্ম জীব দেহের মরণে ।
 ব্রহ্মময় হয়ে নিত্যময় সনাতনে ॥
 দেহ কর্মগুণ মনে করায় সৃজন ।
 দেবমারা সৃজে মন বন্ধনকারণ ॥
 এ সব সংযোগ হয় জীবের সংসার ।
 নহে সত্য নহে নিত্য অজ নিরাকার ॥

তৈল শলিতার আর দীপের আধার ।
 অগ্নির সংযোগে যেন দীপের আকার ॥
 যাবৎ এসব থাকে দীপের দীপস্ত ।
 এইরূপে দেহযোগে জীবের দেহস্ত ॥
 তিন গুণে দেহের জনম মৃত্যু ভয় (১) ।
 কার্য কারণের পর আত্মা নিত্যময় ॥
 আকাশ-স্বরূপ ঐব অনন্ত স্বরূপ ।
 নিরাকার নিরাধার নিরূপম-রূপ ॥
 এইরূপে আত্মা তুমি অনুমানে বুঝ ।
 বিমর্শিত করি চাহ পশুবদ্ধি ভেজ ॥
 গুরু-উপদেশে চিত্ত পরবোধ কর ।
 কৃষ্ণচরণাবিন্দে বৃদ্ধি মন ধর ॥
 কে তুমি আপনে রাজ্য বুঝি বিচারে ।
 তাককে তোমার না দংশিব কোন কালে ॥
 যে প্রভু যমের বয় কাল-বিচালন ।
 সৰ্বভাবে কর তার চরণ-সেবন ॥
 আমি সেই ব্রহ্মতেত ব্রহ্ম সেই আমি (২) ।
 অপনাকে ভাব তুমি ব্রহ্ম হেন জানি ॥
 তাককে দংশিব ততু তুমি না জানিবে ।
 আপনার ভিন্ন দেহ কাকে না দেখিবে ॥
 যে তুমি পুছিলে রাজ্য সকল কহিল ।
 কৃষ্ণের বিচিত্র লীলা শ্রবণমঙ্গল ॥
 কি আর শুনিতে রাজ্য ইৎসা কর মনে ।
 জিজ্ঞাসিলে কহিব তোমার বিস্তমানে ॥
 ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী ।
 পরীক্ষিত-জ্ঞানদান প্রেমতরঙ্গিনী ॥

(১) পাঠান্তর,—

“এ সব সকল মিছা মনে চেন মান ।”

(২) পাঠান্তর,—“অজ সৰ্বসাক্ষী ।”

(১) পাঠান্তর,—“হয়” ।

(২) পাঠান্তর,—

“আমি সেই ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্ম সেই আমি ।”

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে ষাটস্কন্ধে

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

মৃত বোলে তুমি রাজা মূনির বচন ।
 পড়িলা ধরনীতলে ধরিয়া চরণ ॥
 দণ্ড পরণাম করি বুড়ি দুই কর ।
 কহে বিষ্ময়াত রাজা শুকের গোচর ॥
 অমুগ্রহ কৈলে মোরে তৈল সর্পিগন্ধি ।
 ভবকূপে উদ্ধারিলে তুমি দয়ানিধি ॥
 শ্রবণ-গোচর যোর কৈলে ভগবান্ ।
 সাক্ষাতে দেখায়া কক্ষ কৈলে পরিব্রাজ ॥
 মহাস্ত্র অচ্যুত-চিন্তা যে পুরুষ হয় ।
 তার এহ অভূত নহে অতিশয় ॥
 অমুগ্রহ করয়ে যে দীন জন পাঞা ।
 জ্ঞানহীন ভব দাব-তাপিত দেখিয়া ॥
 শুনিল সকল মুক্তি পুবাণ সংহিতা ।
 যাথে পদে পদে কহে কৃষ্ণগুণ-গাথা ॥
 তক্ষক করিয়া আব নাহি ভয়-লেশ ।
 নিকীর্ণ পরম পদে কৈল পরবেশ ॥
 তুমি দেখাইলে মোরে অভয়-শরণ ।
 আজ্ঞা দেহ শুক মোর ছুটিল বন্ধন ॥
 বাক্য মন প্রবেশিয়া দেব নারায়ণে ।
 তেজমু শরীর আজ্ঞা মাজিল চরণে ॥
 অজ্ঞান খণ্ডিল মোর ভ্রম গেল দূর ।
 তত্ত্বজ্ঞান জনমিল মনোরথ পুর ॥
 তুমি দেখাইলে হরিপদ স্রমজল ।
 অচ্যুত পরমানন্দ অতম কুশল ॥
 রাজার বচন শুনি শুক মহামুনি ।
 ধন্ত সাধুবাদ করি রাজারে বাখানি ॥
 চলিলা আপন স্রুখে ব্যাসের নন্দন ।
 পুজিয়া পাঠাইল রাজা সঙ্গে মূনিগণ ॥
 তবে পরীক্ষিত রাজা বসিলা ধোয়ানে ।
 আপন হৃদয়ে কৈল আত্মসমাধানে ॥
 পূর্ব অগ্রে কৃশ পাতি ভাহার উপরে ।
 বসিলা উত্তরমুখে ভাগীরথী-কূলে ॥
 পবন কুধিয়া রহে বেন তরুণ ।
 মহাযোগী যোগবলে রহিল নিশ্চল ॥
 হেনকালে দ্বিজমুত-আজ্ঞা শিরে ধরি ।
 চলিল তক্ষক মাগ মনে ভয় করি ॥
 পথে কল্পপের সহে হৈল দয়নন ।

কল্পপ পুড়িল তারে করি সম্ভাবণ
 তক্ষকে কহিল কবে সপ বিবরণ ।
 দ্বিজমুত-শাপে পরীক্ষিত-বিনাশন ॥
 দ্বিজমুত-বাক্য চারি কারতে পাশন ।
 দংশিয়া রাজার ভয় করিব এখন ॥
 এ বোল শুনিঞা দিল কল্পপে উত্তর ।
 আমি জীয়াইব রাজ্য তোমার গোচর ॥
 তবে তাথে বহুধন দিয়া ফলধর ।
 বাহুড়িয়া কল্পপে পাঠাইল নিষধর ॥
 কামরূপী তক্ষক ধরিয়া দ্বিজবেশ ।
 জল মাঝে কৈল তা মন্দিরে প্রবেশ ॥
 স্তম্বরূপ ধরি রাজার দংশিল চরণে ।
 ভয় হৈল রাজ কলেবর সেইক্ষণে ॥
 গরল আনিলে ভয় হৈল কলেবর ।
 হাহাকার শব্দ উঠিল কোলাহল ॥
 সব লোকে দেখিয়া লাগিল চমৎকার ।
 স্বর্গ মর্ত্য পাতালে উঠিল হাহাকার ॥
 স্বর্গে সুরবধু নাচে পুষ্প-বরিষণ ।
 গন্ধর্ব্ব কিররে গায় হৃদমুখি বাজন ॥
 সাধু সাধু করিয়া বাগানে সুরগণে ।
 চলিল বৈকুণ্ঠে রাজা ছুটিল বন্ধনে ॥
 শুনিয়া জনমেজয় সব বিবরণ ।
 তক্ষকে তক্ষিল পিতা বাহার কারণ ॥
 ক্রোধে রাজা জ্বলে বেন প্রলয়-আনল ।
 বাজিক ব্রাহ্মণগণ আনিল সঙ্ঘর ॥
 সর্পসত্ত্ব আরাভিল সর্প-বিনাশন ।
 কুণ্ডে আসি পড়ে সর্প মজ্জের কারণ ॥
 পুড়িল সকল সর্প সৃষ্টি নশ হয় ।
 তক্ষক পালাঞা বুলে আকুলহৃদয় ॥
 ইচ্ছের শরণ গিয়া পলিল তরাসে ।
 লুকায়া খট্টার তলে রহে গুপ্তবেশে ॥
 ক্রোধিত জনমেজয় বোলে কোন বাণী ।
 পড়ুক সকল সর্প কিছু রাখ জানি ॥
 পোড়া গেল সব সর্প যজ্ঞ অবশেষে ।
 তবে কেনে দ্বিজগণ তক্ষক না আইসে ॥
 রাজার বচন শুনি বোলে দ্বিজগণ ।
 তক্ষকে লইল সিংহ ইচ্ছের শরণ ॥

দেখিয়া শরণাগত ইন্দ্র রক্ষা করে ।
 তক্ষক পোড়াব রাজ্য কোন পরকারে ॥ (১)
 শুনি বলে জন্মেজয় বিপ্রে'র বচন ।
 ইন্দ্র সহে তক্ষক না পোড়ে কি কারণ ॥
 রাজার বচন শুনি যাক্ষিক ব্রাহ্মণে ।
 ইন্দ্র সহে তক্ষক হনিল হতাশনে ॥
 পড় পড় স্বাহা মন্ত্রে বেদবাণী ধর ।
 ইন্দ্র সহে পড় সর্প বিলম্ব না কর ॥
 চলিল আসন ইন্দ্র রহিল বিমানে ।
 সগণে তক্ষক সহ রহিল গগনে ॥
 সগণে পড়িব ইন্দ্র দেখি বৃহস্পতি ।
 শান্তিল রাজ্যারে তবে করি নানা স্তুতি ॥ (২)
 না কর না কর রাজ্য যতন বিফল ।
 পুড়িব না মরিব তক্ষক অমর ॥
 অমৃত মথনে নাগ কৈল সাধুপান ।
 মারিতে নারিবে সপ্ত দেহ সমাধান ॥
 জন্ম মরণ দেখ নিজ কর্মফলে ।
 যার যেন অদৃষ্ট তাহারে তেন মিলে ॥
 উত্তম-অধমগাত অদৃষ্টে করায় ।
 যার যেন ৯ভাস্ত্র সেই গতি পায় ॥
 তার তেন ফল ধরে যে করে বিধাতা ।
 যার যেন কর্ম তাহা না হয়ে অস্তথা ॥
 সর্প চোর ক্ষুধা ব্যাধি অদৃষ্টে ঘটায় ।
 যার হাথে যার মৃত্যু সংযোগ করায় ॥
 নিজ নিজ কৰ্ম জন্ম ভুজ্ঞে আপনার ।
 তার তেন ঘটে যেন অদৃষ্ট যাহার ॥
 অদৃষ্টে যে ঘটে তার অদৃষ্ট প্রধান ।
 এ বোল ব্রাহ্মা যজ্ঞ কর সমাধান ॥
 বিনা দোষে সর্প পুড়ি মারিলা বিস্তর ।
 এত দূরে সমাধিয়া রহ নরেশ্বর ॥
 প্রবোধ-বচন শুনি নৃপতি প্রধান ।
 মুনীর বচনে দিল যজ্ঞ সমাধান ॥
 বৃহস্পতি পূজিয়া পাঠাইল সুরপুরে ।
 এই বিষ্ণু মহামায়া কহিল তোমারে ॥
 এই বিষ্ণু-মায়া-বিমোহিত চরাচর ।
 বিষ্ণুমায়া-বিনির্মিত আদ্রক্ষ স্বাবর ॥

মায়া-আজ্ঞাকারী যার মায়া রহে দূরে ।
 যার আজ্ঞা সাবধানে বহে সুরান্বয়ে ॥
 বিবিধ বিবাদ যাথে নাহি ছল তর্ক ।
 সঙ্কল্প বিকল্প নাহি কপট সম্পর্ক ॥
 সৃজ্য নহে স্রষ্টা নহে নহে জীব কাল ।
 বাধ্য বাধক নাহি নিষেধ যাহার ॥
 সেই সে পরমপদ কহে মুনীগণ ।
 অশেষ-নিষেধ-শেষ ব্রহ্ম সনাতন ॥
 একান্ত সৌন্দর্য্যভাবে সমাহিত-চিন্তে ।
 ত্রুণতি ছাড়িয়া যদি চিন্তে হৃদি গন্তে ।
 সেই সে পরমব্রহ্ম বিয়ুপদ পায় ॥
 মুঞি মোর হেন যার ভেদ দূরে যায় ॥
 দেহ গেহ মুঞি মোর ছাড়িব গেযানে ।
 অভিবাদ না করিণ কারো অপমানে ॥
 বৈর না করিব কভু নরদেহ পায়্যা ।
 শত্রু মিত্র কেহ নহে সব বিয়ুমায়া ॥
 নমো নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু ভগবান্ ।
 নমো নমো হৃষীকেশ পুরুষ পুরাণ ॥
 যার পাদপদ্ম মকরন্দ ধান বশে ।
 পুরাণ সংহিতা এই পটিলু বিশেষে ॥
 শুনিঞা শৌনক মুনি হরষিত মনে ।
 আর এই জিজ্ঞাসিল শ্রুত সন্নিধানে ॥
 বেদ-বিশারদ বেদব্যাস শিষ্যকুলে ।
 এক বেদ বিভাজিল কত পরকারে ॥
 কহ শ্রুত মহাভাগ বেদের বিস্তার ।
 তবে শ্রুত মুনি দিল উত্তর তাহার ॥
 হৃদয়-আকাশে যদি দিল দরশনে ।
 তবে নাদ জনমিল ব্রহ্মার আননে ॥
 যে নাদ চিন্তিয়া যোগী হৈলা তবে পায় ।
 সেই নাদে তিন বর্ণ জন্মিল ওকার ॥
 ওকারে জন্মিল বেদ হঞা চারি ভেদ ।
 বহু শাখা হৈল যার নাহি পরিচ্ছেদ ॥
 সেই চারি বেদ বেদব্যাস শিষ্যগণে ।
 বহু শাখা করি পাঠাইল জনে জনে ॥
 তারা তারা নিজ শাখা বহু শাখা করি ।
 বিভাজিল বেদশাখা গণিতে না পারি ॥
 কিছু বিস্তারিলা শ্রুত মুনীগণ-হানে ।
 আমি কিছু কহিল অল্প সমাধানে ॥
 ভাগবত-আচার্য্যের ঋতুরস-বাণী ।
 পরীক্ষিত দেহভাগ প্রেমভরবিশী ॥

(১) পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের পাঠ, "অতএব

তক্ষক না আসে এধাকারে" ।

(২) পাঠান্তর,—"শান্তিল রাজার করে" ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বাদশস্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

বেদাচার্য্য মুনিগণ বহুশাখা করি ।
পঢ়াইল বহু শিষ্য বেদ-অধিকারী ॥
কহিল সকল তোমা-সব বিদ্যমানৈ ।
পুরাণ-লক্ষণ কহি শুন সাবধানৈ ॥
সর্গ বিসর্গ বৃত্তি রক্ষা মনস্তর ।
বংশাবলী রাজবংশ-চরিত্রে সুন্দর ॥
প্রলয় বাসনা আর জীবের আশ্রয় ।
এই দশ লক্ষণ পুরাণ-পরিচয় ॥
কেহ পঞ্চবিধ কহে পুরাণ-লক্ষণ ।
অল্প বড় ব্যবস্থায়ের করি নিরূপণ ॥
অষ্টাদশ পুরাণ বাখ্যানে মুনিগণে ।

ব্রহ্ম পুরাণ পদ্ম বিষ্ণু শিব নামে
লিঙ্গ পুরাণ আর গরুড় পুরাণ ।
নারদীয় পুরাণ মহা ভাগবত নাম ॥
অগ্নি পুরাণ ঋক ভবিষ্য পুরাণ ।
ব্রহ্মবৈবর্ত আর মার্কণ্ডেয় নাম ॥
বামন বরাহ মৎস্য কুর্খ নাম ধরি ।
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ এই অষ্টাদশ গুলি ॥
বিষ্ণুখরিয়া বেদশাখা কহিল সকল ।
তবে আর কি কহিব কহ মুনিবর ॥
গদাধর-পদগুণ এই রস জ্ঞান ।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান ॥

ইতি ত্রিভাগবতে মহাপুরাণে দ্বাদশস্কন্ধে

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

শুনিঞা শৌনিক মুনি শ্রুতের বচন ।
সাধু সাধু বাখানিঞা কি বোলে বচন ॥ (১)
জীয় জীয় শ্রুত তুমি জীয় চিরকাল ।
তুমি দেখাইলে ঘোর সংসারের পার ॥
হেন শুনি চিরজীবী মার্কণ্ডেয় মুনি ।
কল্পক্ষয়ে নৈল বার মৃত্যু হেন ধ্বনি ॥
আমার পুরুষ বংশে তাহার উৎপত্তি ।
প্রলয়ে আছিল তঁহো এ কোন্ মুকুতি ॥
নাহি হয় পরলয় ইহার ভিতরে ।
কিরূপে ভাসিল তঁহো প্রলয়-সাগরে ॥
অদ্ভুত বালক মুনি দেখিল নিকটে ।
শরনে আছিল শিশু বটপত্রপুটে ॥
এ বড় সংশয় শ্রুত অতি কুতূহল ।
কহিবে তোমার নাহি কিছু অগোচর ॥
শ্রুত বলে ধন্ত ধন্ত মুনির প্রেধান ।
ভাল প্রশ্ন কৈলে তুমি লোক পরিজ্ঞান ॥

নারায়ণ-কথা যথা কলিমলহরা ।
সর্বভীর্থ বৈসে তথা শ্রুতি-মনোহরা ॥
মার্কণ্ডেয় মহামুনি মৃকত-কুমার ।
বাগে যদি কৈল তারে ব্রাহ্মণ-সংসার ॥
পঢ়িল সকল বেদ গুরুকুলে বসি ।
ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধর পরম তপস্বী ॥
দণ্ড কমণ্ডলু করে শিরে জটাভার ।
যজ্ঞশ্রুত কৃষ্ণাজিন পরে বৃক্ষছাল ॥
গুরু দ্বিজ বহি সূর্য্য পূজে তিন কালে ।
ত্রিকাল পূজয়ে চরি হৃদয়-কমলে ॥
ভিক্ষা মাগি আনি করে গুরু-সমর্পণ ।
গুরু যদি আজ্ঞা করে করয়ে তোজন ॥
গুরু আজ্ঞা নহে যদি করে উপবাস ।
এইরূপে করে দ্বিজ গুরুকুলে বাস ॥
তপ আরভিল তবে মুনির প্রেধান ।
অবৃত্ত অবৃত্ত কত বৎসর প্রমাণ ॥
কৃষ্ণ আরাধিয়া মৃত্যু জিনিল ব্রাহ্মণে
ব্রহ্মা ভব আদি যত সুর মুনিগণে ॥
দেব ঋষি পিতৃগণ শুনিয়া বিস্মিত ।
হেন মহাব্রতধর মুনি শ্রুতিরিত ॥

(১) পাঠান্তর,—

“সাধু সাধু বাখানিঞা বলেন কখন”

অন্তর,—“আহ্লাদে পরিপূর্ণ হয় সর্বজন” ।

কদম্ব-পঙ্কজে হরি করিয়া ধ্যান ।
 যোগবলে কৈলা যোগী চিত্ত সমাধান ॥
 সমাধি করিয়া যোগী রহিলা ধ্যানে ।
 ছয় মনস্তর বহি গেল এইমনে ॥
 সাত মনস্তর বেলে দেব পুন্দর ।
 শুনিয়া মূনির তপ চিস্তিল অন্তর ॥
 তপোভঙ্গ করিতে চিস্তিল পরকার ।
 গন্ধর্ব্ব অঙ্গরাগণে পাঠায় তৎকাল ॥
 বসন্ত মলয় বাত কাম পঞ্চশর ।
 দন্ত লোভ মদ মান পাঠায় সত্তর ॥
 তারা সব শীঘ্র গেল মূনির আশ্রমে ।
 হিমালয়পর্ব্বত-উত্তর তপোবনে ॥
 পুষ্পাত্মা নদী বাহা বিচিত্র পাষণ ।
 পুণ্যাত্ম (১) লতাবলী ললিত উদ্যান ॥
 পুণ্য দ্বিজকুলানুল পুণ্য জলাশয় ।
 মস্ত শুক পিকবর ভ্রমর সঞ্চর ॥
 মস্ত বিহগকুল শব্দ বাজার ।
 মস্ত ময়ূর নট নটন বিহার ॥
 মন্দ মাক্ত বহে হিমকণজাল ।
 কুম্ম বরিষে গন্ধ মদনবিকার ।
 উদিত রজনীনাথ রজনীবদন ।
 প্রবাল-সুবকজাল ক্রম আলিঙ্গন ॥
 মূর্ত্তিমান হৈল আশি সাক্ষাত বসন্ত ।
 গন্ধর্ব্ব কিম্বরে গায় সুগীত সুমন্দ ॥
 রতিপতি দরশন দিল কুলশরে ।
 সুর-বিভাধরী স্তব্য করে মনোহরে ॥
 আসিয়া দেখিল মূনি মুদিত লোচন ।
 মহাতেজোময় যেন দীপ্ত হত্যাশন ॥
 ইন্দ্রের নাচনী নাচে মূনির গোচরে ।
 বীণা বেণু মৃদঙ্গ বাজন মনোহরে ॥
 পঞ্চশর মদন বুড়িল শরাসনে ॥
 সাক্ষাতে বসন্ত কৈল পুষ্প বরিষণে ॥
 সমুখে পুঞ্জকমলা গৌড়য়া খেলায় ।
 স্তনভর ললিত ময়ূর গতি যায় ॥
 বিগলিত কেশবন্ধ বিলোমিত মালা ।
 বিষটিত ভল্লাস কটিতে মেখলা ॥
 পবন-চলিত বাস মদন-বিলাস ।
 ভুরুভঙ্গ বিকসিত মন্দ মধুহাস ॥
 পঞ্চশর পঞ্চ বাণে বিক্সিল অন্তর ।
 চৌদিকে বেচিল মূনি ইন্দ্রের কিঙ্কর ॥

কেবা কত লীলা কৈল কত পরকার ।
 কেহো না পারিল তপোভঙ্গ করিবার ॥
 মূনির শরীর-তেজে দাহ কণেবর ॥
 বাহুড়িয়া গেল যত ইন্দ্রের কিঙ্কর ।
 কহিল সকল কথা ইন্দ্রের গোচর ॥
 বিষয় পলিল ইন্দ্র চিস্তিল বিস্তর ॥
 এইরূপে তপোযোগ সমাধি ধ্যানে ।
 নিরন্তর চিন্তে হরি চিত্ত সমাধানে ॥
 অহুগ্রহ করিতে আপনে ভগবান্ ।
 দরশন দিলা নর-নারায়ণ নাম ॥
 শুক কৃষ্ণ দু'হার বরণ মনোহর ।
 নবকজ বিলোচন ভুবন স্তম্বর ॥
 চাক চতুর্ভুজ মহাপুরুষ লক্ষণ ।
 বাঘছাল বৃক্ষছাল চুহার বগন ॥
 দণ্ড কমণ্ডলু ধরে পবিত্রে মেখলা ।
 ব্রহ্মহুত্র কটিস্থরে ধরে অক্ষমালা ॥
 দীর্ঘ মহাভুজ ক্রটি তড়িত প্রবাণ ।
 নর-নারায়ণ ঋষি জগতনিবাস ॥
 দেখিয়া সন্তোষে মূনি উঠিলা সঙ্করে ।
 দণ্ড পরণাম করি পড়ে ভূমিতলে ॥
 অন্তরে বাহিরে হৈল আনন্দ তরঙ্গ ।
 নয়নে আনন্দ-জল পুলকিত ১৮ ॥
 করযোড়ে করে স্তোত্র প্রণতকর ।
 নমো নমো নারায়ণ গঙ্গাদ অন্তর ॥
 রতন আসনে মূনি বসায়্যা আদরে ।
 পুণ্যজল দিয়া তাঁর চরণ পাখালে ॥
 ধূপ দীপে পূজে মূনি সুগন্ধি চন্দনে ।
 পুনঃপুন প্রণময়ে বিনয় বিধানে ॥
 স্তোত্র করে মূনিরাজ শিরে ধরি কর ।
 কি বর্ণিব প্রভু ভূমি প্রকৃতির পর ।
 তোমা হনে সর্ব্ব ভীষ হয়ে উতপন্ন ।
 সকল ইন্দ্রিয়গণ বুদ্ধি বাণী মন ॥
 তোমা হনে উতপতি সঞ্চার সংহার ।
 ভূমি সর্ব্বগতি পতি ভুবন-আধার ॥
 তথাপি ভকত বন্ধু প্রিয় হিতকারী ।
 তোমার মহিমা নাথ কি কহিতে পারি ॥
 লোক-পরিত্রাণ-হেতু কর অবতার ।
 আপনি অজিয়া পাল করহ সংহার ॥
 ক্রতিমুখে যেক্রমে দিয়ার মূনিগণ ।
 স্তবন প্রণাম করে অর্চন বন্দন ॥
 সেই নারায়ণ ভূমি প্রভু ভগবান্ ।
 দরশন দিলে যোরে কৈলে পরিজ্ঞান ॥

তোমার পদারবিন্দ নির্বাণ নিধান ।
না ভজিলে কতু নহে এ লোক কল্যাণ ॥
কালরূপে কর তুমি জগত সংহার ।
ভূকৃত্ত্ব হই ব্রহ্মপদ অধিকার ॥
তোমার মায়ায়ে তিন গুণ উপাদান ।
সত্ত্ব রজ তম এই ধরে তিন নাম ॥
সেই তিন গুণে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ।
এ সব তোমার লীলা কত কত হয় ॥
নমো নমো নারায়ণ ঋষি পুরাতন ।
নমো বিশ্বগুরু বিশ্বময় নরোত্তম ॥
নমো নমো নারায়ণ ভবভয়ধ্বংস ।

নমো নমো নিগম দ্বৈত পরহংস ॥
কেবল ইচ্ছায় পথে ভ্রমশ্রুতি জনে ।
হৃদয়ে থাকিতে কেহ তবু নাহি জানে ॥
সত্যের অন্তরে বৈশ্ব অন্তর্যামী রূপে ।
তথাপি তোমায়ে কেহ না জানে স্বরূপে ॥
শঙ্কর বিরিকি তোমার মায়ায়ে মোহিত ।
না বুঝে তোমার তত্ত্ব নিগম-গোপিত ॥
বন্দে! মহাপুরুষ তোমার পাদপদ্ম ।
নিগূঢ় পরমানন্দ ভক্তিচিন্ত-সদ্ব ॥
এইরূপে স্তুতি কৈল মুনি যোগেশ্বর ।
ভাগবত-আচার্যের প্রবন্ধ সুন্দর ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বাদশ স্কন্ধে
অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায় ।

এইরূপে স্তুতি কৈল মার্কণ্ডেয় মুনি ।
নয়-নারায়ণ দেব বোলে কোন বাণী ॥
শুন শুন যোগেশ্বর হৈল সর্বসিদ্ধি ।
সমাধি ধারণা ধ্যান কৈলে নিরবধি ॥
ভক্তিতাবে তপ তুমি কৈলে নিরন্তর ।
বর মাগ তৈষ্ঠ হৈল দিব দিব বর ॥
বর মাগ যোগেশ্বর যে হয় বাঞ্ছিত ।
দরশন বিফল নহিব কদাচিত ॥
করষোড়ে কহে মুনি দেব দেবেশ্বর ।
অচ্যুত পরমানন্দ ভকত-বৎসল ॥
এই বরে আর মম নাহি প্রয়োজন ।
চন্দ্রচন্দ্রে সাক্ষাতে তোমার দরশন ॥
অজ্ঞ ভব করে যার চরণ ধোয়ান ।
হেন প্রভু সাক্ষাতে দেখিল বিভ্রম ॥
শতপত্রনেত্র পুণ্যলোক শিখামণি ।
যদি বর দিবে নাথ দেব চক্রেপাণি ॥
দেখাও তোমার মায়া দেব দেবেশ্বর ।
কিঞ্চিৎ হাসিয়া প্রভু দিল সেই বর ॥
বর দিয়া গেলা হরি বদরিকাশ্রমে ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মুনি রহিলা ধোয়ানে ॥
সর্বঠাই রহে হরি চিন্তিতে বিহবল ।
প্রোমভরে ক্লেণে ক্লেণে পাসরে সকল ॥
পূন্যভদ্রা নদীতীরে পুণ্য তপোবনে ।
এইরূপে আছে মুনি গোবিন্দ ধোয়ানে ॥

হেনকালে হৈল মহা পরচণ্ড বাত ।
মহাভয়ঙ্কর মেঘ শব্দ উতপাত ॥
চলিত তড়িত জ্বাল বিশাল গর্জন ।
পরচণ্ড মহামেঘ ধারা বরিষণ ॥
চারি দিগে দেখা দিল এ চারি সাগর ।
গভীর সমীর ঘোর তরঙ্গ হিলোল ॥
মহার্ণব ভয়ঙ্কর মকর কুন্তীর ।
জগত মজিল জলে শব্দ গম্ভীর ॥
ধরণী মজিল যদি প্রলয়-সাগরে ।
ভরাসে মুদিল আঁখি মুনি যোগেশ্বরে ॥
ঘূর্ণিত প্রলয় জল-তরঙ্গ কম্বোল ।
নির্ধাত নিষ্ঠুর ধারাপাত উত্তরোল ॥
দশদিগ অন্তরীক্ষ নক্ষত্রমণ্ডল ।
স্বর্গ মর্ত্য ত্রৈলোক্য শব্দ দিনকর ॥
মজিল প্রলয়-জলে সব চরাচর ।
সবে মাত্র ভাসে মুনি জলের উপর ॥
ক্ষুধায় তৃষায় বিপ্র ভ্রমিরে বেড়ায় ।
এদিগে ওদিগে ঘোর তরঙ্গে চালায় ॥
বৎস মকরে বেচি বাইবারে আইসে ।
আকুল হৃদয়ে মুনি সিঁদুজলে ভাসে ॥
ক্ষেণে ক্ষেণে মহাগর্ভ জলে হয় তল ।
ডুবে ডুবে উঠে ক্ষেণে দেখিয়া ফাঁকর ॥
তরঙ্গে তুলিয়া ক্ষেণে আছাড় নিধাসে ।
ক্ষেণে ক্ষেণে মহামৎস্য ধরিয়া গরাসে ॥

ক্ষেণে শোক ক্ষেণে মোহ ক্ষেণে দুঃখ ভয় ।
 ক্ষেণে ডুবে ক্ষেণে উঠে আকুলহৃদয় ॥
 এইরূপে ভ্রমে বিপ্র প্রলয়-সাগরে ।
 অমৃত অমৃত শত সহস্র বৎসর ।
 এইরূপে ভ্রমে বিপ্র আকুলহৃদয় ।
 কোথা হনে কোথা যায় না দেখে আশ্রয় ॥
 এইরূপে কত কোটি রহিল বৎসর ।
 আকুল হৃদয়ে বিপ্র ভ্রমে নিরন্তর ॥
 এক দিন দেখে বিপ্র একখানি স্থল ।
 এক বটবৃক্ষ দেখে তাহার উপর ॥
 ফল ফলে লম্বিত পল্লব বিরাজিত ।
 ললিত কোমল নবদল সুরঞ্জিত ॥
 পূর্ব উত্তর ভাগে আছে এক শাখা ।
 তাহার উপরে এক শিশু দিল দেখা ॥
 বট পাত্রে আছে শিশু কবিয়া শয়ন ।
 মহা মরুত শ্রাম রাজীব লোচন ॥
 নিজ তেজে নিবারিল মহা অন্ধকার ।
 কদ্বীপ সুবলিত বক্ষ সুবিশাল ॥
 সুন্দর সে ভূক ভঙ্গ মন্দ যথু হাস ।
 ললিত লহরী বাত-বিলোলিত বাস ॥
 বিক্রম-অধর-ভাঙ্গা বদ্যান মণ্ডল ।
 বিলোল অলকাবলী কপোল সুন্দর ॥
 মনোহর শ্রুতিযুগ মকর কুণ্ডল ।
 ত্রিবলী বলিত নাভি গভীর উদর ॥
 চরণ-পঙ্কজ ধরি বদ্যান-পঙ্কজে ।
 অঙ্গুলি পল্লব চূষে ধরি দুই ভুজে ॥
 দেখিয়া বিস্মিত মুনি কুল বিলোচন ।
 শিশু দরশনে গেল সব পরিশ্রম ॥

ভাবে পুলকিত অঙ্গ গদ গদ ভাবে ।
 পুছিবার তরে মুনি গেলা শিশু পাশে ॥
 মুখের শোয়াসে মুনি গর্ভে প্রবেশিল ।
 মশা এক শুটো যেন ভ্রমিতে লাগিল ॥
 গর্ভের ভিতরে মুনি দেখে ত্রিভুবন ।
 পূর্ববত বিস্ময়ে পড়িল ভতরফ ॥
 দশদিগ অন্তরীক্ষ আকাশমণ্ডল ।
 নদ নদী গিরি দরী কন্দর সাগর ॥
 বন উপবন পুর নগর আশ্রম ।
 পঞ্চভূত-বিরচিত স্থাবর জঙ্গম ॥
 সুরাসুর গন্ধর্ব্ব কিম্বর বিভাধর ।
 শশা সূর্য্য গ্রহগণ নক্ষত্রমণ্ডল ॥
 পুষ্পভদ্রা নদী সেই গিরি হিমালয় ।
 দেখিয়া আকুল মুনি পড়িল বিস্ময় ॥
 ত্রিভুবনে দেখে মুনি উদর ভিতরে ।
 মুখের নিখাসে পুন পড়িল বাহিরে ॥
 পুনরপি ভাসে সেই প্রলয় সাগরে ।
 সেই বটবৃক্ষে শিশু দেখে আর বারে ॥
 সেই বটপত্রগুটে করিয়া শয়ন ।
 করে ধরি চূষে শিশু আপন চরণ ॥
 বালক দেখিয়া মুনি পুরিল হরিরে ।
 আলিঙ্গন দিতে ধায়্যা গেল শিশুপাশে ॥
 হেন কালে অন্তর্ধান কৈল শিশুবর ।
 নাহি বট নাহি জল প্রলয়-সাগর ॥
 পূর্ববত রহে মুনি আপন আশ্রমে ।
 সেই পুষ্পভদ্রা নদী সেই তপোবনে ॥
 ভাগবত আচাৰ্য্যের মধুরস-বাণী ।
 মার্কণ্ডেয় উপাখ্যান ৭ মতরঞ্জিনী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বাদশ স্কন্ধে

নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায় ।

সুত বোলে স্তন মুনি অপর্ক্য কাহিনী ।
 বিস্ময়ে পড়িয়া রহে মার্কণ্ডেয় মুনি ॥
 ঈশ্বর নির্মিত মায়া-প্রভাব দেখিয়া ।
 নিশ্চলে রহিলা মুনি বিস্ময় ভাবিয়া ॥
 প্রভুর চরণে মুনি পশিয়া শরণে ।
 বহুবিধ কৈল স্তুতি প্রণতি বন্দনে ॥
 হেনকালে ভবদেব ভবানী সহিতে ।
 বুধ-আরোহণ করি যায় শূন্তপথে ॥

সিদ্ধগণ সঙ্গে শিব করে পর্যটন ।
 দেখিয়া পার্শ্বভী বিপ্রো কি বোলে বচন ॥
 দেখ দেখ শিবদেব শঙ্কর মহেশ ।
 তপ সাধে মহামুনি করি নানা ক্রেশ ॥
 সকল ইন্দ্ৰিয়গণ রুধিয়া শরীরে ।
 পবন রুধিয়া যোগী রহে যোগবলে ॥
 তপ সিদ্ধি কত তুমি দেহ বরদান ।
 সিদ্ধিদাতা তুমি ওড়ু হর ভগবান ॥

এতেক বচন শুনি হর মহেশ্বর ।
 পার্শ্বতীর তরে দিল প্রবেশ উত্তর ॥
 এ ধন সম্পদ বিপ্র না মাগে মুকতি ।
 গোবিন্দ চরণে মাগে একান্ত ভকতি ॥
 হরি ভক্তি হৈল দূর গেল ভবতাপ ।
 তথাপি বিপ্রের সহে করিব আশ্রয় ॥
 এই সে পরম লাভ বৈষ্ণব-সত্তাবা ।
 ভক্তগণ সহে করি ভকতি জিজ্ঞাসা ॥
 এতেক বচন বুলি ভবানী সহিতে ।
 সগণে নাছিল শিব বিপ্র সন্তোষিতে ॥
 সর্ব বিজ্ঞা-বিশারদ শাস্ত্রজ্ঞ গতি ।
 বিপ্র-সন্তোষিতে গেল ত্রিভুবন পতি ॥
 সাক্ষাতে হৈলা গিয়া পার্শ্বতীরে ।
 না জানে ব্রাহ্মণ কিছু কেবা নিজপরি ॥
 নিম্নলিখিত আদিল মূর্খ সমাধি ধারণে ।
 সাক্ষাতে শঙ্কর দেবী সে কিছু না জানে ॥
 তবে শিব কৈল তার হৃদয়ে প্রবেশ ।
 অষ্টভুজ ভক্তি পিঙ্গল জটা কেশ ॥
 বাঘ ছাল পরিধান এ তিন লোচন ।
 ভাস্করভূষিত কোটি সূর্য্য বিলোচন ॥
 খজা চর্ম্ম ধমুর্কাণ ডমরু কপাল ।
 অষ্টভুজে বিরাজিত ত্রিশূল কুঠার ॥
 হৃদয়ে দেখিয়া শিব ব্রাহ্মণ বিস্মিত ।
 একি একি বুলি বিপ্র হৈল চমকিত ॥
 সমাধি ভাদিয়া বিপ্র মেলিল নয়ান ।
 সগণে দেখিল শিব নিজ সন্নিধান ॥
 সন্মমে উঠিয়া বিপ্র কর ঘোড় করি ।
 দণ্ড পরগাম কৈল ভূমিকলে পড়ি ॥
 কুশল জিজ্ঞাসা কৈল স্বাগত বচনে ।
 পাস্ত অর্ঘ্য দিয়া শিব পুজিল সগণে ॥
 ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প নানা উপহারে ।
 ভক্তিভাবে পুজে শিব ব্রাহ্মণকুমারে ॥
 নমো নমো হর মহাদেব মহেশ্বর ।
 নমো ভবভয়হর গিরীশ শঙ্কর ॥
 এত স্তুতি করি বোলে দুই কর যুড়ি ।
 পূর্ণকাম প্রভু তুমি সর্ব অধিকারী ॥
 মুঞি কি কহিব নাথ চরণে গোচর ।
 আমি দীন হীন তুমি মহা মহেশ্বর ॥
 এত স্তুতি কৈল যদি ব্রাহ্মণ-তনয় ।
 কহিতে লাগিল তবে শিব দয়াময় ॥
 বর মাগ বিপ্র তুমি যত ইচ্ছা মনে ।
 সেই বর দিব আমি তোমার কারণে ॥

আমার সাক্ষাত কত না হয় বিফল ।
 বর মাগ বরদাতা আমি মহেশ্বর ॥
 শাস্ত্র ভূতহিতরত নির্মল শরীর ।
 তজ্জিয়ত সঙ্গ-বিবজ্জিত দয়াময় ॥
 সমদৃষ্টি হৈয়া যত নিকের ব্রাহ্মণ ।
 সর্বদেব করে তার ঈর্ষান বন্দন ॥
 ইন্দ্র অগ্নি দেব তার করে উপাসনা ।
 ত্রিভুবনে কেবা জানে বৈষ্ণব-মহিমা ॥
 আমি ভব ব্রহ্মা দেব আপনে শ্রীহরি ।
 অর্চন বন্দন সেবা আমি সব করি ॥
 আমি ভব ব্রহ্মা বিষ্ণু এ তিন ঈশ্বরে ।
 তিলেকে না দেখে ভেদ ভক্ত সাধুরে ॥
 তে-কারণে বিপ্র আমি তোমাকে সন্তোষি ।
 পরম বৈষ্ণব তুমি সর্বগুণরাশি ॥
 জলময় তীর্থ দেব শিলা-ধাতুময় ।
 এ সব পবিত্র কায় চিরকালে হয় ॥
 তুমি সব দৃষ্টি মাত্রে কর পরিত্রাণ ।
 তে-কারণে আইলা এ আমি তোমা বিজ্ঞমান ॥
 নিতি নিতি করি বিপ্রকুলে নমস্কার ।
 ব্রাহ্মণ প্রসাদে সব সম্পদ আমার ॥
 বেদময় বিপ্র সর্ব দেবরূপ ধরে ।
 সর্বদেব সর্ববেদ বিপ্র কলেবরে ॥
 হরিভক্তি যত বিপ্র উদার চরিত্র ।
 শ্রবণ কীর্তনে করে জগত পবিত্র ॥
 পতিত পামর মহাপতকী চণ্ডাল ।
 দরশন মাত্রে শুদ্ধ হবে অনাচার ॥
 এতেক বচন যদি বলিল শঙ্কর ।
 অমৃতের ধারা যেন স্রুতি-মনোহর ॥
 প্রলয়সাগরে বিপ্র ভ্রমিঞা দুঃখিত ।
 তাথে চিরকাল বিষ্ণুমায়াবিমোহিত ।
 শিবের অমৃত বাণী শুনিঞা শ্রবণে ॥
 খণ্ডিল সকল ক্লেশ কহে সাবধানে ।
 ঈশ্বরচরিত্রে নাথ বুঝন না যায় ।
 কে বুঝে ঈশ্বর-দ্বীপ কেবা অস্ত্র পায় ॥
 ঈশ্বরে প্রণাম করে অধীন কিঙ্করে ।
 ধর্ম্ম লগ্ন্যহঁতে ভৃত্যজ্ঞানে স্তুতি করে ॥
 ঈশ্বরে বুঝায় ধর্ম্ম ঈশ্বরে লগ্ন্যয় ।
 ঈশ্বরে করিয়া কর্ম্ম জগতে করায় ॥
 এতেক ঈশ্বর তেজ না টুটে না বাটে ।
 কৃহকের মায়া যেন কৃহকে না ধরে ॥
 নমো নমো ভগবান্ কেবল ঈশ্বর ।
 ত্রিজগত গুরু জ্ঞানময় মহেশ্বর ॥

কি বর মাগিব নাথ তোমার চরণে ।
সর্বকাম সিদ্ধি হৈল তোমা দরশনে ॥
তথাপি মাগিব এক বর বরেশ্বর ।
শ্রীহরি চরণে ভক্তি রহ নিরন্তর ॥
হরিতত্ত্বজনে ভক্তি তোমার চরণে ।
না মাগিব আন বর এই বর বিনে ॥
এত স্তুতি কৈল বিপ্র বচন অমৃতে ।
তুষ্ট হৈলা ভবদেব ভবানী সহিতে ॥
এই বর দিলা ভক্তি রহ নারায়ণে ।
আকল্প রহক যশ এ তিন ভুবনে ॥
অজয় অমর হও হোক দিব্যজ্ঞান ।
বিষয়-বৈরাগ্য হোক রচিহ পুরাণ ॥

এত বর দিয়া শিব শিবানীর তরে ।
বিশ্রের পুরুষ কথা কহিলা সকলে ॥
অন্তর্দান কৈল শিব মুনির গোচর ।
মার্কণ্ডেয় মুনি হৈলা অজয় অমর ॥
স্বত বোলে শুন শৌনকাদি পরধান ।
কহিল তোমাকে মার্কণ্ডেয় উপাখ্যান ॥
এ পুণ্য চরিত কৃষ্ণাঙ্গ-সমুদিত ।
যেবা শুনে শুনায় শুনিঞা আনন্দিত ॥
হরিতত্ত্ব হয় তার ছিণ্ডে ভবপাশ ।
বিষ্ণুমুখি হৈয়া অস্ত্রে বিষ্ণুপদে বাস ॥
ভক্তিরস-গুরু শ্রীগদাধর জ্ঞান ।
ভাগবত-আচার্যের মধুরস গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বাদশ
স্কন্ধে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায় ।

শুনিঞা শৌনক মুনি পুণ্য উপাখ্যান ।
স্বত মুখমুখরিত অমৃতনিধান ॥
এই জিজ্ঞাসিল আর স্বত সন্নিহিত ।
কহ স্বত তুমি সর্বশাস্ত্রে স্থপাণ্ডিত ॥
ভাগবত গান করে কৃষ্ণ উপাসনা ।
অজ উপাঙ্গ অস্ত্র করিয়া কল্পনা ॥
কি কিরূপে করে তারা কৃষ্ণ আরাধন ।
যাহা হৈতে তরে নর হরন্ত বন্ধন ॥
কহিবে সে সব স্বত করিয়া নির্ণয় ।
কহিতে লাগিলা তবে স্বত মহাশয় ॥
শুকচরণারবিন্দে করিয়া প্রণাম ।
ঈশ্বর-বিভূতি কহি শুন মতিমান্ ॥
ব্রহ্মা আদি যোগিগণে করিয়া কল্পনা ।
বিরাট বিগ্রহে করে ঈশ্বরভাবনা ॥
এই সে পুরুষ রূপ আদি নারায়ণ ।
আকাশ-মণ্ডল নাতি পৃথিবী চরণ ॥
স্বর্গ শির সূর্য্য আঁখি নাসিকা পবন ।
ব্রহ্মা লিঙ্গ দশদিগ্গ এ দুই শ্রবণ ॥
লোকপাল চারি বাহ মন শশধর ।
ভূক যম লজ্জা লোভ অধরযুগল ॥
যোতির্গণ দন্ত যার তরু লোমাবলী ।
ঘেঘগণ কেশ যার বিশ্ব-অধিকারী ॥

জীবের চৈতন্য-গতি (১) কৌন্তভ ভূষণ ।
কৌন্তভ যণির প্রভা শ্রীবৎস লক্ষণ ॥
নিজমায়া বনমালা নানা গুণময়ী ।
ছন্দোগণ রহে অঙ্গে পীত বস্ত্র হই ॥
ব্রহ্মহুত্র হয়্যা গেল রহিল শুক্লর ।
মকর-কুণ্ডলযুগ সাংখ্য যোগ যার ॥
প্রকৃতি অনন্তরূপে প্রভুর শয়ন ।
সত্ত্বগুণ পদ্বিরূপে বসিতে আসন ॥
প্রাণতত্ত্ব গদারূপ ধরি রহে করে ।
জলতত্ত্ব শঙ্খরূপে উপাসনা করে ॥
খড়্গরূপ ধরিয়া আকাশতত্ত্ব রয় ।
চর্য্যরূপ ধরে তমোগুণ তমোময় ॥
সুদর্শন চক্ররূপে সেবে তেজোগণ ।
ধনুরূপ ধরি কাল সেবে অমুক্ত ॥
সকল ইন্দ্রিয়গণ ভজে শররূপে ।
ধরিয়া চামররূপ ধর্ম্ম যশ সেবে ॥
ছত্ররূপ ধরিয়া বৈকুণ্ঠ নিজধাম ।
গরুড় স্বরূপে চারি বেদ মুক্তিমান্ ॥
নিজ শক্তি সেবা করে লক্ষ্মীরূপ ধরি ।
অগ্নিহাদি অষ্টগুণ দুয়ারী প্রহরী ॥

(১) পাঠান্তর,—“চৈতন্য-জ্যোতি” ।

সর্বরূপে সর্বজন করে উপাসনা ।
কে কহিতে পারে হরি-মহিমা বর্ণনা ॥
সেই নারায়ণ পরিপূর্ণ ভগবান ।
ঐতিময় ঐতিগণ উৎপত্তির স্থান ॥
শঙ্কর বিরিকি হরি ধরে তিন নাম ।
পালন সংহার সেই করে উপাদান ॥
তথাপি কিস্তি নাহি লাভ অপচয় ।
অদৈত পরমানন্দ শুদ্ধ জ্ঞানময় ॥
নিজ পর নাহি তার সর্বত্র সমান ।
তথাপি ভক্ত জন পালন সন্ধান ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণসখা বৃক্ষবংশ-পদ্ম ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বাদশস্কন্ধে একাদশোঃখ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় ।

প্রণাম করিয়া ধর্ম বৈষ্ণব চরণে ।
কৃষ্ণপদ বন্দিয়া বন্দিব বিজগণে ॥
কহিব সকল ধর্ম শুন মুনিগণ ।
ভাগবত ধর্ম কহি পুরাণ-লক্ষণ ॥
ইহাতে সাক্ষাতে রক্ষ কহি নারায়ণ ।
সর্বপাপহর হরি শ্রীমধুসূদন ॥
ইহাতে পরম ব্রহ্ম কহি জ্ঞানময় ।
ইহাতে বর্ণিয়ে সৃষ্টি স্থিতি পরলয় ॥
ভাগবতে কহি তত্ত্বজ্ঞান যুক্ত জ্ঞান ।
ভক্তিমুক্ত কহি পরীক্ষিত-উপাখ্যান ॥
বিষয়-বৈরাগ্য কহি নারদ-সংবাদ ।
বিশ্ব শাপে কহি পরীক্ষিত-দেহত্যাগ ॥
শুকদেব-পরীক্ষিত-সম্বাদ-কথন ।
সমাধি ধার- যোগ যোগেন্দ্র-গমন ॥
বিরিকি নারদে কহি পুরুষ সংবাদ ।
নানা অবতার গুণ কর্ম অনুবাদ ॥
বিদুর উদ্ধব হুঁহে সংবাদ কথন ।
মৈত্রেয়্য মুনির পায়ে বিদুর মিলন ॥
পুরাণসংহিতা প্রাপ্ত পুরুষ সংস্থান ।
প্রকৃতি পুরুষ তিন গুণ উপাদান ॥
প্রথমে কারণ সৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ ।
বিরাট বিগ্রহ তবে পুরুষ পুরাণ ॥
লোক পদ্ম উৎপত্তি ভুবন আধার ।
প্রলয়ে পাতালতলে ধরণী উদ্ধার ॥
হিরণ্যাক্ষবধ কথা বরাহচরিত ।
চরাচর জীবসৃষ্টি মায়া-বিনির্মিত ॥
অর্জুননারীকূপ ধরে প্রজাপতি ।
ব্যাকুল্যে মনু শতরূপা উৎপত্তি ॥

কিতিক্রহ রাজধ্বংস ধর নব ছন্দ ॥
গোবিন্দ মাধব গোপ-বনিতা-বিহার ॥
নিত্যভূতা সনকাদি কৃত পরিবার ॥
ভৌতশ্রব শ্রবণমঙ্গল গুণধাম ॥
রাধ রাধ নিজ ভূতা কর পরিদ্রাণ ॥
প্রভাতে উঠিয়া মহাপুরুষ লক্ষণ ॥
একচক্ষে নিরবধি যে করে শ্রবণ ॥
জদিগত ব্রহ্মা সেই জানে গুহ্যশ্রম ॥
অস্ত্রে ব্রহ্মপদে বাস খণ্ডে ভবভয় ॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস বাণী ॥
হরি-পরিচর্যা-বিধি প্রেমভরঙ্গিণী ॥

একাদশ ব্রহ্ম জন্ম কর্দম সত্ত্বতি ।
দেবহুতি গর্তে নব কল্পা উৎপত্তি ॥
কপিল মুরতি নারায়ণ অবতার ।
ভক্তিব্যোগ-উপদেশ জননী-উদ্ধার ॥
নব ঋষি উতপত্তি দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংস ।
ঋষ মহাচরিত পাবন মনুবংশ ॥
প্রাচীনবহির সনে নারদ-সংবাদ ।
পৃথুরাজ-চরিত পাবন গুণবাদ ॥
নদী-গিরি সপ্তদ্বীপ-সমুদ্র বর্ণন ।
নব খণ্ড জম্বুদ্বীপ বারিষ কথন ॥
নাভিরাজচরিত্র ঋষভদেব কথা ।
ভরত-চরিত্র তিন জন্ম গুণ-গাথা ॥
ভোয়াতিষমগুল-স্থিতি পাতাল-কথন ।
প্রচেতস দক্ষজন্ম নরক-বর্ণন ॥
দশ প্রচেতস-জন্ম চরিত্র বাখান ।
দক্ষসৃষ্টি চরাচর জীব-উপাদান ॥
বৃদ্ধবধ হিরণ্যকশিপু বধকথা ।
প্রহ্লাদচরিত্র মহাপুণ্য গুণগাথা ॥
মহেশ্বর চরিত্র গজেন্দ্র বিমোচন ।
মহেশ্বরবতার চরিত্র বর্ণন ॥
মৎস্য কুর্ম নরসিংহ বামন-বিহার ।
কীরোদ-মথন হর্যগ্রীব-অবতার ॥
দেবানুর সংগ্রাম ইক্ষ্বাকু-উপাদান ।
সুহৃদ-চরিত্র পুরুষবা-উপাখ্যান ॥
সূর্য্যবংশ-কথা শশাদাদিগুণগ্রাম ।
মৃগ-উপাখ্যান আর শর্ষাপতি-বাখান ॥
ঋতাজ-চরিত্র কথা সাগর বর্ণন ।
মাক্কাভা-সৌতরি মুনি-সম্বাদ কথন ॥

রাম অবতার লীলা-চরিত্র-বর্ণনা ।
 নিমি দেহ পরিত্যাগ জনম খণ্ডনা ॥
 ভৃগুপতি রাম অবতার-গুণ কথা ।
 চন্দ্রবংশচরিত্র যযাতি-পুণ্য গাথা ॥
 দ্রুপদ-ভরত-পুণ্যচরিত্র আখ্যান ।
 শান্তনু-চরিত্র যদুবংশ-গুণগ্রাম ॥
 যে বংশে সাক্ষাত কৃষ্ণ পূর্ণ অবতার ।
 বশুদেব-গৃহে জন্ম গোকুল-বিহার ॥
 তার পুণ্য যশ কাহি এই ভাগবতে ।
 অতুল-বিক্রম-লীলা বর্ণিল সাক্ষাতে ॥
 পুতনা-রাক্ষসী বধ বিষ স্তন-পানে ।
 শকট-ভঞ্জন পদভঙ্গুলি-ঠেকনে ॥
 ভৃগুবল্লভ-বধ বক-বৎস-বিনাশন ।
 ধেনুক-প্রলম্ব-বধ গোকুল-রক্ষণ ॥
 কালিনাগ দমিঞা কালিন্দীজল-পান ।
 দাবায়ি করিয়া পান গোপ পরিজ্ঞান ॥
 মহানাগ বধ নন্দগোপের উদ্ধার ।
 গোপকন্যা-ব্রতচর্যা বস্ত্র-অপহার ॥
 যজ্ঞপত্নী-অন্নভিক্ষা বিপ্র অমুতাপ ।
 গোবর্দ্ধন-ধারণ ইন্দ্রের ঔতিবাদ ॥
 শক্র সহে গোলোক সুরভি আগমন ।
 কৃষ্ণ অভিষেক কৈল সর্বদেবগণ ॥
 রমণীমণ্ডলে রাসক্রীড়া অবতার ।
 শঙ্খচূড়-বধ কথা অরুণ-সংহার ॥
 কেশি-বধ গোকুলে অঞ্জন-আগমন ।
 অক্রুরের সহে রাম কৃষ্ণ সম্ভাষণ ॥
 মথুরা-প্রবেশ ব্রজবতী বিষাদ ।
 রত্নকার-মালাকার-প্রচুর-প্রসাদ ॥
 স্বজভূমি-পরবেশ গজ-বিনাশন ।
 চানুর-মুষ্টি বধ কংস-নিপাতন ॥
 যমপুরে গুরুপুত্র আনিঞা প্রদান ।
 মধুপুরে যদুবংশ-স্থাপন-বিধান ॥
 জরাসন্ধ-সৈন্যবধ বহু বারোবার ।
 মুচকুন্দে রূপা কালযবন সংহার ॥
 দ্বারকা-নিষ্কাশ দ্বারা বতী-পুরী-বাস ।
 পারিজাত-হরণ নরককুল-নাশ ॥
 দেবগণ-অপমান সূর্য্যাস্ত-হরণ ।
 কল্কিণী-হরণ বিপুল-বিনাশন ॥
 বাণ-যুদ্ধ রণভঙ্গ চর-পরাজয় ।
 বোল সহস্র কন্যা করি পরিণয় ॥
 দস্তবন্ধ ওরাসন্ধ শাস্ত্র শিশুপাল ।
 দ্বিবিদ-সদয় বধ বিপক সংহার ॥

কুরু-পাণ্ডুবিবাদ ভারতযুদ্ধ কথা ।
 ক্ষিতিক্তার হরণ গোবিন্দ-গুণগাথা ॥
 বিপ্রশাপচ্ছলে যদুকুলের বিনাশ ।
 উদ্ধব-সংবাদ ভক্তিসাধন-পরকাশ ॥
 মর্ত্যলোক-পরিত্যাগ বৈকুণ্ঠ গমন ।
 কালগতি চারিভুগু প্রমাণ-লক্ষণ ॥
 চতুর্দিক প্রলয় বিবিধ উতপত্তি ।
 পরীক্ষিত দেহত্যাগ বিষ্ণুপদে গতি ॥
 চারিবেদ বহুশাখা-বিস্তার কথন ।
 মার্কণ্ডেয় মুনির প্রলয়-দরশন ॥
 তুমি সব যত জিজ্ঞাসিলে মুনিগণ ।
 আদি হনে কহিল সকল বিবরণ ॥
 লীলা-অবতার কথা বিচিত্র বিহার ।
 কহিল কৃষ্ণের যশ-মহিমা-বিস্তার ॥
 স্থালিত পতিত আঁও কাস শ্বাস বশে ।
 উচ্চ করি হরি হরি শব্দ প্রকাশে ॥
 সর্গপাপ-বিমোচন হয়ে সেইক্ষণে ।
 কি কহিব নিরবধি শ্রবণ কৌন্তনে ॥
 অনন্ত পরমানন্দ প্রভু ভগবান ।
 যে জন কীর্তন তাঁর করে গুণগান ॥
 চিন্তে প্রবেশিয়া তার প্রভু নারায়ণ ।
 ধুনিয়া পেলায় হৃৎস্থ ছুরিত-বন্ধন ॥
 সূর্য্য তম হয়ে যেন বায়ু ঘনাবলী ।
 এইরূপে ভবভয় হয় সেই হরি ॥
 অসত্য প্রলাপ কথা যথা তথা কহি ।
 মিছা বাণী জানিব কেবল পাপময়ী ॥
 যে কথায় না থাকে কৃষ্ণের গুণনাম ।
 সাধুজন নহে কভো তার সম্মিধান ॥
 সেই সত্য স্মরণ সেই পুণ্যময় ।
 যাথে কৃষ্ণ গুণ নাম-মহিমা-উদয় ॥
 সেই রম্য ধন যেন নব মহোৎসব ।
 সেই শোক-সমুদ্র শোষণ মনোভব ॥
 যাথে কৃষ্ণ-গুণনাম চরিত্র-বর্ণনা ।
 যাথে পদে পদে কহি গোবিন্দ-মহিমা ।
 বিচিত্র অক্ষয়-পদ শ্রুতি-মনোহর ।
 কৃষ্ণকথা যশ যাথে জগত-মঙ্গল ॥
 যে বচন সর্বজন-অঘবিপ্লাবন ।
 যাথে প্রতিপদে হরিনাম সংকীর্তন ॥
 অপশব্দযুক্ত যদি সে বচন হয় ।
 তথাপি শ্রবণ মাঝে সর্গপাপ হয় ॥
 যে নাম শ্রবণ গান সাধুজনে করে ।
 উচ্চারণ কীর্তন যোদন নিরন্তরে ॥

নিরমল জ্ঞান যদি ভক্তি-বিবর্জিত ।
সেহো অতিশয় শোভা না করে বিদিত ॥
সে বচনে কাক সম নরগণে রমে ।
হংস সম সাধুগণ না শুনে শ্রবণে ॥
কি পুন বলিব কথ্য যদি অনর্পিত ।
আছুক আনের কাজ কর্ম-বিবর্তিত ।
বর্ণ ধর্ম তপ যোগ আশ্রম আচার ।
সম্পদ-কারণ মাত্র পরিশ্রম সাধ ॥
শ্রবণ কীর্তন গুণ আদির বন্দনে ।
ঐশ্বর্য-পদারবিন্দে নহে বিস্মরণে ॥
কৃষ্ণপদ-অবিস্মৃত অভ্যন্ত-ভারণ ।
স্বশুদ্ধি ভক্তি জ্ঞান-বৈরাগ্য-কারণ ॥
তুমি সব বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ ধাতু মহাভাগ ।
নারায়ণ চিহ্নে করি ধর অমুরাগ ॥
দেব দেবেশ্বর হরি সর্বদেবময় ।
ভক্তিভাবে তুমি-সব ভজ অতিশয় ॥
তুমি-সব মোরে করাইলে আত্মগণ ।
শ্রীভাগবত-কথা কহি তে-কাংগ ॥
পরীক্ষিত মহারাণা মূনি-সভাসদে ।
গঙ্গার ভিতরে ছিলা উপবাস ব্রতে ॥
শুকদেব কহিল পুরাণ পুণ্য কথা ।
ভক্তি-জ্ঞানযুক্ত মহাভাগবত-গাথা ॥
মূনির কৃপায় আমি শুনিল তখনে ।
তে-কারণে কহি তোমা-সভা-বিজ্ঞমানে ॥
নারায়ণ-চরিত্র পবিত্র পাপহরে ।
অজিত-বিক্রম যশ শ্রবণ-মঞ্চলে ॥
যে পুন শুনায়ে এই পুণ্য উপাখ্যান ।
প্রতিক্ষণ সাবহিতে শুনে সাবধান ॥
নিজকুল উদ্ধারএ তখনপাবন ।
একান্ত ভক্তি লভে বৈকুণ্ঠ গমন ॥
যেবা শুনে একাদশী ষাটশী দিনে ।
উপবাসব্রত করি পরম-যতনে ॥

হৈত শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে ষাটশ স্কন্ধে ষাটশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥

তবে স্মৃত শুকদেব করিয়া বন্দনা ।
ভক্তিরূপে কহে কিছু অনন্ত মহিমা ॥
কুবেয় বরুণ যম ব্রহ্মা সুরপতি ।
মুনীন্দ্রযোগেন্দ্র রুদ্র করে দিব্য ভূতি ॥
বেদে গুণ গায় যার দিব্য নাম শ্রবণে ।
ধ্যান গত চিত্ত যাকে চিন্তে যোগেশ্বরে ॥

অশেষ পাতক তার হয় বিমোচন ।
ভক্তিভাবে করে যদি শ্রবণ কীর্তন ॥
পুঙ্কর মথুরা দ্বারাবতীপুরে বসি ।
প্রদ্বাগত হৈয়া যদি পড়ে উপবাসী ॥
বিষ্ণুপদে গতি তাৎ খণ্ডে ভবভয় ।
সর্বকাম সিদ্ধি যায়ে দুরিতসংহয় ॥
সর্ববেদ-সর্বযজ্ঞ-সম ফল লভে ।
প্রদ্বাগত হৈয়া দ্বিধ পড়ে ভক্তিভাবে ॥
ব্রাহ্মণ পাটিলে মাত্র হয়ে দিব্যজ্ঞান ।
ক্ষত্রিয় পৃথিবীপতি হয়ে বীৰ্য্যবান ॥
শূদ্রে যদি পড়ে সর্বপাপ বিমোচন ।
শুনিলে বৈষ্ণবশাস্ত্র ভরে সর্বজন ॥
কলিমলহর শুভ সর্বগুণনিধি ।
পদে পদে ভাগবত কহে নিরবধি ॥
সে দেব চরণে যোর রহুক প্রণাম ।
স্থিতি স্থিতি উতপতি গুলম-নিদান ॥
অনন্ত শক্তি হরি অ-নিরঞ্জন ।
ব্রহ্মা ভব পুরন্দর না বুঝে মরম ॥
সর্বশক্তি ধরে প্রভু সভার আশ্রয় ।
আপনাতে আপনে সাজিল জীবচয় ॥
চরাচরনিকর নিবাস ভগবান ।
জ্ঞানগম্য সুরবর পুরুষ পুরাণ ॥
নমো নমো অনাদি নিধন সনাতন ।
নমো নমো নিরবধি রহুক বন্দন ॥
নিজ স্মৃথে পদিপূর্ণ নিবৃত্ত সংসার ।
অনন্ত রচির লীলা গত সর্বসার ॥
কৃপায় রচিল মূনি পরম পুরাণ ।
জ্ঞানদীপ প্রকাশিল ভাগবত নাম ।
যোর গুণ সেই শুক ব্যাসের নন্দন ॥
নমো নমো নিরবধি রহুক বন্দন ॥
মহাভাগবত গীত গদাধর জ্ঞান ।
ভাগবত-আচায্যের মধুরস গান ॥

অন্ত নাহি জানে যার সুরাসুরগণে ।
গতত প্রণাম রহি সে দেব চরণে ॥
ত্রীবায়ে মন্দর পাষাণ ঘরিরণে ।
নিদ্রা ঘায়ে কুর্খরূপ পৃষ্ঠ চুলকানে ॥
কমঠ বিদ্রহ-হরি নিষাস-পবন ।
তোমা-সভা নিরবধি করুক রক্ষণ ॥

এইরূপে কোটি কোটি প্রণাম ত্বন ।
করি আর কহে স্মৃত পুরাণ-লক্ষণ ॥
দানফল পাঠফল পুরাণ মহিমা ।
একে একে কহে স্মৃত করিয়া গণনা ॥
পাঁচ পঞ্চাশ দশ সহস্র প্রমাণ ।
ব্রহ্মপুরাণের সংখ্যা এই সঙ্খ্যেদান ॥
তেইশ সহস্র বিষ্ণু পুরাণ লক্ষণ ।
চরিত্র সহস্র শৈব পুরাণ লিখন ॥
শ্রীভাগবত অষ্টাদশ পরিমাণ ।
পঞ্চবিংশতি লিখি নারদ পুরাণ ॥
মার্কণ্ডেয় পুরাণ নব সহস্র লিখনে ।
পঞ্চদশ চারিশত অগ্নিপুুরাণে ॥
চৌদ্দসহস্র সংখ্য । তবিস্বোর লিখি ।
তাহাতে অধিক আর পাঁচশত দেখি ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত অষ্টাদশ পরিমাণ ।
একাদশ সংখ্যা করি লিখ পুরাণ ॥
একশতাধিক একাশতি সংখ্যা করি ।
স্বধ পুরাণের এই লেখা অবধারি ॥
যোল সহস্র লিখি বরাহপুরাণ ।
বামন পুরাণ দশ সহস্র বিধান ॥
কুর্ম সপ্তদশ সহস্র সংখ্যা বরি ।
মৎস্য পুরাণ চতুর্দশ সংখ্যা বরি ॥
উনবিংশ সহস্র লিখি গরুড় পুরাণ ।
ষাট সহস্র হস্ত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ॥
চারি লক্ষ অষ্টাদশ পুরাণের সংখ্যা ।
তাতে অষ্টাদশ শ্রীভাগবত লেখা ॥
পূর্ব এই ভাগবত দেব নারায়ণে ।
নাতিপঙ্কজবাসী ব্রহ্মার কারণে ॥
কঙ্কণাগাগর হরি সর্বভাব-গতি ।
প্রকাশিল ভাগবত দেখি প্রজাপতি ॥
আদি মধ্য অবসানে কৃষ্ণ-গুণ-কর্ম ।
ভক্তি-জ্ঞান-বৈরাগ্য সংযুত নানা ধর্ম ॥
হরিকথা বিনে ভাগবতে নাহি আন ।
হরিকথা-লীলা ধার অমৃত-নিদান ॥
কেবল কৈবল্যানিষ্ট দৈত বিবর্তিত ।
বেদ বেদান্তের সারব্রহ্ম সুলক্ষিত ॥
দান করে যেন ভাদ্র পৌর্ণমাসী দিনে ।
হেম সিংহযুত ভাগবত মহাদানে ॥

সে পায় পরম গতি ভব বিমোচনে ।
ভাগবত-সম শাস্ত্র নাহি ত্রিভুবনে ॥
ভাগবত যাবৎ সাক্ষাতে নাহি দেখে ।
অন্ত শাস্ত্র তাবত ওকতগণ রাখে ॥
শ্রীভাগবত বেদ বেদান্তের সার ।
মহাভাগবত সম শাস্ত্র নাহি আর ॥
ভাগবত-রসসিদ্ধ-মধুবিন্দু পানে ।
অন্ত শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাহি করে বৃথাজনে ॥
নদী মধ্যে গঙ্গা যেন দেবমধ্যে হরি ।
বৈষ্ণবের মধ্যে যেন শঙ্কু ত্রিপুরারি ॥
পুরাণের মধ্যে তেন ভাগবত শাস্ত্র ।
হরিকথামৃত পান বিনিমিত পাত্র ॥
ভাগবত পুরাণ বৈষ্ণবের জীবন ।
পরম বৈরাগ্য-প্রেম-আনন্দ-বিধান ॥
পঢ়িলে শুনিলে কিবা করিলে বিচার ।
ভক্তিমুক্ত হৈয়া নর হয়ে ভবপার ॥
জ্ঞানদীপ ভাগবত ব্রহ্মার আননে ।
উপদেশ দিয়া প্রকাশিলা নারায়ণে ॥
তবে ব্রহ্মা কৈলা নারদের উপদেশ ।
বেদব্যাসে সমর্পিল ধরি মুনিবিশ ॥
ব্যাসরূপে শুকমুখে কৈলা সমর্পণ ।
শুকরূপে পরীক্ষিত মুখে নিয়োজন ॥
হেগ সত্য পর শুদ্ধ নিত্য ভগবান ।
সে দেবচরণে রহ অনন্ত প্রণাম ॥
নমো নমো বাসুদেব দেব গুণধাম ।
কৃপায়ে ব্রহ্মার মুখে অর্পিল পুরাণ ॥
শুকদেব যোগেশ্বরে বন্দো নিরন্তর ।
মুনীন্দ্রবন্দিত পদ লীলা-কলেবর ॥
বর্ণিল সকল ভাগবত উপাখ্যান ।
যাহার কৃপায়ে বিষ্ণুরাত পরিভ্রাণ ॥
রঘুনাথ পণ্ডিতে রচিল গীতবন্ধ ।
শুনিলে সকল লোকে বাড়িল আনন্দ ॥
মুখে ভাগবত লোক বৃষ্যবার তরে ।
রঘুনাথ পণ্ডিত রচিল কথাছলে ॥
বৃথাজনে সবে মোর এই পরিহার ।
দোষ ক্ষমা করি শুণ করিহ বিচার ॥
শ্রীযুত শ্রীগদাধর পদযুগ জান ।
ভাগবত-আচাৰ্যের মধুরল গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং ষাটস্কন্ধে ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

সমাপ্তসংসার শ্রীভাগবতস্ততাব্য-প্রমত্তরঙ্গিণী-ষাটস্কন্ধঃ ॥ ১২ ॥